বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রথম ক্লিয়ারিং ও সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

হেড অফিস—৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলি—ক্রেডিট (ক্যাল) স্থাপিত—১৯১৮ ফোন—ক্যাল ৭০০ (৩টি লাইন)

বিলিকৃত মূলধন	২৫,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৭৪,২১০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন	১২,০১,২৪৪৲	,,
মজুত তহবিল	৪,০০,০০০৲	,,
১৬-৪-৪৩ তারিখে আমানতের পরিমাণ	২,৮০,৫০,০০০৲	,,

১৬-৪-৪৩ তারিখে অনায়াসে নগদ টাকায় পরিবর্ত্তনযোগ্য সম্পত্তির পরিমাণ

হাতে নগদ টাকা	৩৪,৩৫,০৬৭৲	টাকা
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নগদ টাকা	১৯,৪৩,৩২৯৲	,,
অন্যান্য ব্যাঙ্কে নগদ টাকা	৮,২৭,০০০৲	,,
সিকিউরিটিসমূহের বাজার মূল্য	১,০০,৬৫,৪৪৯৲	,,
ট্রেজারী বিলস্	৩৬,০০,০০০৲	,,
	১,৯৮,৭০,৮৪৫৲	টাকা

কাজেই ব্যাঙ্কের নগদ সম্পত্তির পরিমাণ আমানতের শতকরা ৭০৲ টাকা।

নগদ তহবিলের এইরূপ অবস্থা আমানতকারীদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তারই নিশ্চয়তা দিতেছে।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কাজকর্ম্ম করা হয়।

কলিকাতার সর্ব্বত্র, বাংলার ও বিহারের বড় বড় সহরে শাখা অফিস এবং সর্ব্বত্র আমাদের করেসপণ্ডেণ্ট ও লণ্ডন এজেণ্টস্—মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

মিঃ এস্ সি লাহা চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মিঃ জে সি দাশ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। আমিষের কথা	১
২। ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালী —শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	৩
৩। সমরোত্তর অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন ও ভারতবর্ষের অবস্থা —শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৫
৪। নিশ্চয় —অনামী	৯
৫। বাংলার চাষ ও চাষী —শচীন সেন	১২
৬। ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের কথা —শ্রীঅতুল সুর	১৫
৭। পাকিস্থান পরিকল্পনার অর্থ-নৈতিক গলদ —শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়	১৭
৮। শিল্প-দ্রব্যের পড়তা নির্ণয় (Costing)	২১
৯। যুদ্ধ ও জীবন বীমা —শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২৬
১০। দাদুর গল্প —শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৮

P24,093

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মুলধন	...	১০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মুলধন	...	৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মুলধন	...	৪,৩৫,০০০৲ টাকার উপর
আদায়ী মুলধন .	...	২,৫০,০০০৲ টাকার উপর

৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া শীঘ্রই নূতন শেয়ার বাজারে ছাড়া হইবে।

এ বৎসর শতকরা ৭৷৷০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।
এ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার ৪৩৸০ আনা

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা	সিরাজগঞ্জ	নৈহাটী
শ্যামবাজার	দিনাজপুর	ভাটপাড়া
নিউ মার্কেট	রংপুর	এলাহাবাদ
হিলি (দিনাজপুর)	ডুবরাজপুর	বেনারস
নীলফামারী (রংপুর)	(বীরভূম)	

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জমিদারী প্রথার বিলোপ —শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম, এল, সি	৩১
২। ভারতে বেভারের প্রসার —শ্রীভোলানাথ ঘোষ	৩৪
৩। বস্ত্র-পরিচয় ও বাণিজ্য শিক্ষা —শ্রীকালীচরণ ঘোষ	৩৭
৪। সোভিয়েট রাশিয়ায় শিল্পের ক্রমবিকাশ —শ্রীইন্দ্রনাথ লাহিড়ী	৪১
৫। ইংল্যাণ্ডের জনকল্যাণ ব্যবস্থা —শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার	৪৪
৬। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় মহাজনী ব্যবসায় —শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৩
৭। বাঙ্গলায় আদম সুমারীর ফলাফল —স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য	৫৭
৮। বাঙ্গলায় পুস্তক ব্যবসায়ের দুর্দ্দশা —শ্রীজগদীশ বসু	৬০
৯। সমাজ কল্যাণমূলক বীমা (Social Insurance)	৬১
১০। প্রাচীন বঙ্গের বস্ত্র-শিল্প —শ্রীযতীন্দ্র সেন	৬৫
১১। যুদ্ধোত্তর আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনা —শ্রীকৌটিল্য	৬৯
১২। 'প্লাইউড' শিল্প সম্পর্কে কয়েকটী কথা —শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী	৭২
১৩। বস্ত্র-শিল্প ও শিক্ষা —শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস	৭৪
১৪। ভারতের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার —শ্রীআশুতোষ দাস	৮১
১৫। ভারতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ —শ্রীসুধীর গুহ ঠাকুরতা	৯০
১৬। বাঙ্গলায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচয়)	

LEADS THE MARKET!

IMPERIAL TEA
BEST INDIAN TEA 4, RAJA WOODMUNT ST. CAL.

8, Son-Yat-Sen Street
Calcutta,

বিজ্ঞাপন-সূচী

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস্	সূচী ।৶০	
আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৯২	
ইউনিয়ন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৮	
ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ	৭৯	১০৪
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৬	
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ	৪২	
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপান্সান বোর্ড	১১	
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ	৮৩	১০৮
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস	৬২	
ইম্পিরিয়াল টী	সূচী ৶০	
ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	২	১০৯
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স	৩৯	৯৮
এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিঃ কোং লিঃ	৫৬	
এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৮	
এরিয়ানস্ টী	৬১	

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
এসিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৮২	
এসোসিয়েটেড্ ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ	৮২	১০২
ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৫	১০৮
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৩০	
কমার্শিয়াল মিউজিয়াম	৮৪	
কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪	৯৯
কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব এসিয়া লিঃ	৮৫	
ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ	৫৩ ও ৮৬	১০৫
ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৭	
ক্যালকাটা ব্যাঙ্কারস লিঃ	৩৪	
ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫২	১০৭
ক্যালকাটা মিসেলিনি	৪৫	
ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট কোং লিঃ	৩য় কভার	৯৭
ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৭	
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৮০	৯৫
কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ	৩২	১০৮

দি ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস্

(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড।

৫নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, কলিকাতা।

লবণ

এই দুর্দ্দিনে বাংলাদেশে লবণের অভাব মিটাইতেছে

দি ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস্

এই কোম্পানীর লবণ ও শেয়ার বিক্রয় করা উভয়ই লাভজনক।

১৯৪০ সাল হইতে শতকরা ৬।০ হিসাবে নিয়মিত লভ্যাংশ দিতেছে।

ফোন—কলিকাতা ৪২৮৪

টেলি—Nacsalt Calcutta.

বর্তমান যুদ্ধ
সুরু হওয়ার আগে

বিদেশ থেকে বহু লক্ষ টাকার 'ক্যান্‌ড্' ফল, তরকারী, মাছ, জ্যাম্, জেলী, মারমালেড্ প্রভৃতি এদেশে আমদানী হোতো। আশ্চর্যের কথা এই যে, আমাদের দেশে 'ক্যান্' করার উপযোগী ফল, তরকারী প্রভৃতির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এসব দ্রব্য সংরক্ষণ-শিল্প বা 'ক্যানিং' ইণ্ডাষ্ট্রী এতদিন বিশেষভাবে গড়ে ওঠেনি।

এদেশে একটি নূতন শিল্পের প্রচলন করে স্বদেশজাত মাল মসলা দিয়েই এসব 'ক্যান্‌ড্' জিনিষের চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্য নিয়েই 'বেঙ্গল ক্যানিং কোম্পানী' স্থাপিত হয়। আমাদের কারখানায় আধুনিক উন্নত পদ্ধতিতে জ্যাম্, জেলি, আচার, মোরব্বা, ফল, তরকারী প্রভৃতি 'ক্যান্' করা হয়।

বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিষের সঙ্গে তুলনা করলে দেখবেন যে, আমাদের প্রত্যেকটি 'ক্যান্‌ড্' জিনিষ সেগুলির সম্পূর্ণ সমকক্ষ। যে টিন বা শিশি-বোতলে আমাদের মোহর আঁকা দেখবেন, নিঃসন্দেহে জানবেন যে, সেগুলির আভ্যন্তরীণ মালমসলা একেবারে টাট্‌কা, বাছাই করা এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যেসব নিয়ম পালন করা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে অত্যাবশ্যকীয়, সেগুলি পালন সম্বন্ধে আমাদের কারখানা সর্বদা সতর্ক ও সজাগ।

বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ এইচ্ দত্ত এণ্ড কোং

হেড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্—কলিকাতা

প্রতীচ্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রস্তুত লিভার টনিক!

আমাদের দেশের শতকরা প্রায় নব্বইজন নরনারীর লিভারের দোষ আছে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই এবিষয়ে সচেতন নন। লিভার বৃদ্ধির ফলে যখন যন্ত্রনা সুরু হয় কিম্বা পাণ্ডুরোগ বা লিভারের কার্যশক্তি কমে' যাওয়ার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা যখন স্বভাবগত হয়ে' দাঁড়ায় তখনই সাধারণে চিকিৎসার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া লিভারের ছোটখাটো গোলযোগ বা বেহিসাবি ও অনিয়মিত আহারের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে যে আন্ত্রিক সংক্রমণ হয় সে সম্বন্ধেও অনেকেই উদাসীন থাকেন। সর্বদা আলস্য বোধ, মানসিক অবসাদ, জীবনীশক্তির অভাব, মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণতা, পেটকাঁপা, নানাপ্রকার চর্মরোগ—এই সবই খারাপ লিভারের লক্ষণ। লিভারের যে কোন অসুখের পক্ষে পেপ্‌লিভারই সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ। বিখ্যাত দেশীয় গাছগাছড়ার সঙ্গে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার কতগুলি নাম করা ওষুধের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সংমিশ্রণে পেপ্‌লিভার প্রস্তুত করা হয়—কাজে কাজেই এর উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুস্থ শরীরে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে হলে লিভার ভাল থাকা চাই—আর এজন্য পেপ্‌লিভারই একমাত্র উপায়।

লিভার ভালো রাখার জন্য চাই **পেপ্‌লিভার**

প্রস্তুতকারক : ন্যাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের চিফ্ এজেণ্ট্‌স্—এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স (এজেন্সি) লিঃ, রিগাল বিল্ডিং, নিউ দিল্লী।

ND6

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (ক্যালকাটা) লিঃ	সূচী ।৶০	১০৮
কেমিক্যাল কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া)	৮৪	
খান্‌না ইন্‌ক্	১ম কভার	১০০
গ্রাণ্ড জুবিলী প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৮	
চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৬	
জি, এস, এম্পোরিয়াম্ লিঃ	১৪	১০১
টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	৪০	৯৭
ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	২৩	১০৯
ডি, এন, বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী	৭৭	১০৫
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৪	
দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৬	১০১
দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৩	৯৭
দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৬	১০২
নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৯	৯৬
ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৮৮	১০৪
ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৮১	
ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ	সূচী ।০	১১০
ন্যাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ	সূচী ।/০	১০৮
ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ (ভিটামিল্ক)	৩৩	১০০

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমা[illegible]
ন্যাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিঃ	৭৯	
নিওটোন	৯৪	
পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৫	১[illegible]
পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৩	১[illegible]
প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃ	৫২	
পি, এম, বাগচী এণ্ড কোং	৭১	১[illegible]
পিপ্‌লস্ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৮	
প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	১৩	[illegible]
পশুপতি দাস এণ্ড সন্স লিঃ	৯১	১[illegible]
ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৪৯	১[illegible]
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ	৮৫	
বঙ্গশ্রী আয়ুর্ব্বিজ্ঞান মন্দির	৫৪	১০[illegible]
বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ	৩১	১০[illegible]
বাসন্তী প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৬৮	১০[illegible]
ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ	৮৯	১০[illegible]
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ	৪৭	১০২
বিদ্যাসাগর কটন মিলস্ লিঃ	৪৮	১০[illegible]
বিনোদবিহারী কটন এণ্ড উলেন মিলস্ লিঃ	৭৪	১০[illegible]
বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ	৬৮	১০[illegible]
বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিলস লিঃ	৪১	১০[illegible]

কাজল কালি

কালি চেঁচিয়ে কথা কয়না, তাই সাহস করে বলতে পারছি — বেশ জবর কালো — সরল ও তরল বলতেও বাধেনা। অনেক দিন থেকেই ব্যবহার করছি।

শ্রী [illegible] নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্থিক জগৎ গ্রন্থমালা

১। ভারতীয় রেলওয়ে সমস্যা
মূল্য আট আনা

২। ভারতীয় রাজস্ব-নীতি
মূল্য আট আনা

আর্থিক জগৎ
এক বৎসরের বাঁধাই সেট

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও তথ্যাদি পূর্ণ প্রবাসী, ভারত বর্ষের দ্বিগুণ আকারের প্রায় হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত বিরাট পুস্তক। প্রতি খণ্ডের মূল্য—১০৲ টাকা।

কয়েক খণ্ড মাত্র বিক্রয়ার্থ আছে।

—প্রাপ্তিস্থান—

আর্থিক জগৎ কার্য্যালয়
১২২, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
ল ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্টস্ লিঃ	সূচী ।৵৹	১০৫
ল ফার্ম্মস্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ	৩৮	১০৯
ল ববীন এণ্ড প্লাইউড কোং লিঃ	৭৩	১০৬
ল সল্ট কোং লিঃ	৬৭	১০৭
ল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	সূচী ৵৹	৯৬
ল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ	৩৫	১০১
াস এণ্ড কোং	সূচী ৶৹	
রত পটারিজ লিঃ	৬৯	১০৬
ারতের পণ্য	৭২	
রতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	২২	৯৯
ডল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ	২৯	
লক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ	৭	৯৫
ইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৫১	৯৮
র্টিন এণ্ড কোং	১৬	
ত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোং	৪৪ ও ৯৩	১০৪
লান এণ্ড কোং	১০	১০৬
ট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৭৬	১০৪
াহিনী মিলস্ লিঃ	৫৬	

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৭	
ল্যাণ্ডট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৪৫	১০৭
লিলি বিস্কুট কোং	৪র্থ কভার	১০০
শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	৫০	১০৭
শ্রীব্যাঙ্ক লিঃ	২৮	
ষ্টীল কর্পোরেশন অফ্ বেঙ্গল লিঃ	কভার২	
সন্তোষ বিস্কুট কোং	৮১	১০৬
সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ	৬	
সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ	৩২	
সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ	৩৬	৯৬
সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৬৩	১০৩
সিলেক্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৫	১১০
সুবলচন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ	২৭	
সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ	২৭	১০৮
সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ	সূচী ৵৹	১০৩
হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৫৭	১১০
হাওড়া মোটর কোং	১৯	১০২
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ	২৫	৯৫
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস	সূচী ॥৹	
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ	২১	৯৭

জাতীয় সম্পদ

অন্নপূর্ণা মেটেল ওয়ার্কস

আজ এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জন্য যখন বিদেশী মালের আমদানী হ্রাস পেয়েছে, তখন দেশের দুর্দ্দশা মোচন করতে "অন্নপূর্ণা"র সুবৃহৎ কারখানা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে দেশের সেবা করছে।

অন্নপূর্ণা মেটেল ওয়ার্কস

শুধু বাংলার নয়, সমস্ত ভারতের গৌরব

এ শুধু কথার কথাই নয়

তাই

- ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট
- ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়েজ্‌সমূহ
- বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের কাছে আজ অন্নপূর্ণা মেটেল ওয়ার্কসের দ্রব্যাদি গুণের জোরেই সমাদর লাভ করিয়াছে।

সমাজ এগিয়ে চলে—
এগিয়ে চলে মানুষের মন।

এই চলার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই ঐ চিরবসন্ত মনের নিত্য নতুন রূপের তৃষ্ণা, রুচির ক্ষুধা। সৌন্দর্য্যপিপাসু মনে ঋতুতে ঋতুতে উপভোগের পালা বদল হয়—বর্ষায় যে যা চায়, সে শরতে তা চায় না; বসন্তে যা অতি প্রিয়, গ্রীষ্মে তা আর আমল পায় না।

এতকাল সুগন্ধ দ্রব্যকে লোকে কেবল বিলাসের বস্তু বলেই মনে করে এসেছে। আজ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ দিয়েছে সুগন্ধি মানুষের জীবনে এক অপরিহার্য্য প্রয়োজন—সুগন্ধি ব্যবহারে মানুষের পরমায়ু যায় বেড়ে।

অক্লান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে একই সঙ্গে
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সমন্বয় করতে পেরেছে বলেই
"হিমকল্যাণে"র আজ ঘরে ঘরে এত সমাদর

যশস্বী রূপশিল্পী নগেন্দ্রনাথের
অনবদ্য আবিষ্কার

"হিমকল্যাণে"র মৃদু মধুর গন্ধ আজ
লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মনের ও দেহের
সম্পদ বাড়িয়ে তোলার স্পর্দ্ধা রাখে

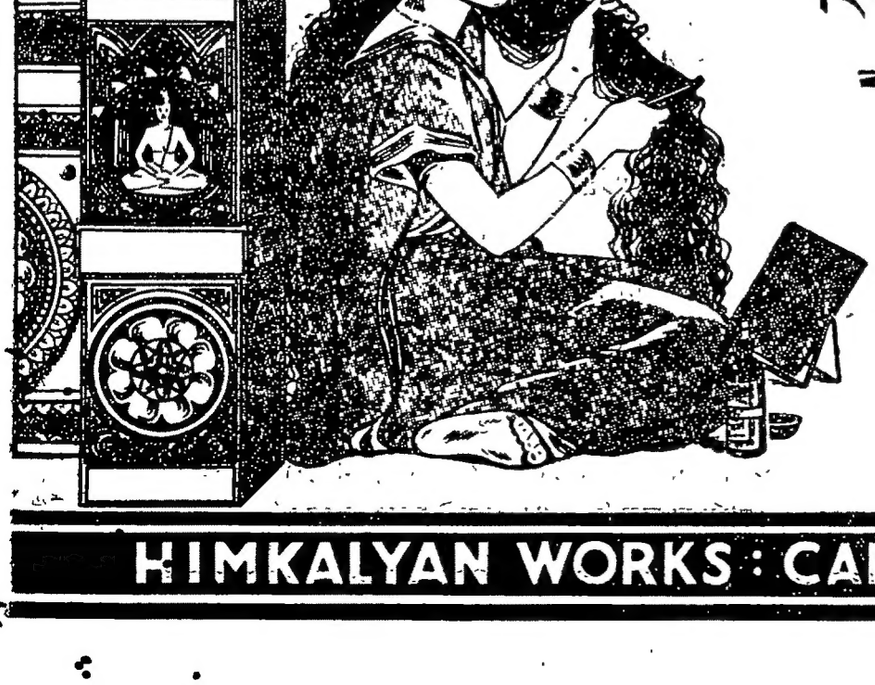

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্
কলিকাতা।

HIMKALYAN WORKS : CALCUTTA.

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—

ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—

ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২রা নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ২৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৩১-৪৩৩	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৩৮-৪৪৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৪৩৪	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৪৪৬
১৯৪০ সালে ভারতের বীমাব্যবসায়	৪৩৫	বাজারের হালচাল	৪৪৭-৪৫০
পাটচাষীদের জন্য সরকারী ঋণদাননীতি	৪৩৬		

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজয়া

শারদীয়া পূজার অবকাশান্তে আমরা আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও সর্ব্বশ্রেণীর সহায়কমণ্ডলীকে বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ও অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে আজ আমরা সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা ও সহৃদয় সহযোগিতা কামনা করিতেছি। যুদ্ধের পটভূমিকায় দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজ একটা বিপর্য্যয়ের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় কোন ব্যাপারেই দেশে আজ বিশেষ কিছু প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। অর্থাভাব ও অসাচ্ছল্যের ভিতর নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দুর্ম্মূল্যতা লোকের অন্তর বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে পূজার আনন্দ এবার বিশেষ কিছু জমে নাই। তথাপি এই জাতীয় উৎসবের ভিতর দিয়া অল্প-কালের জন্য বাঙ্গালীর জীবনে মিলন ও প্রীতির বিমল উচ্ছ্বাস স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুঃখ গ্লানি ও ভেদাভেদ ভুলিয়া লোকে একে অন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া ক্ষণিকের জন্য সৌহৃদ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুখস্বপ্নকে বাস্তবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। শারদীয়া পূজার শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে এক্ষণে আবার নূতন করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়ার সময় আসিয়াছে। উৎসব আনন্দের প্রেরণা সেই কর্ম্মক্ষেত্রে সকলের উৎসাহ ও শক্তি বৃদ্ধি করিবে, ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বিজয়ার একটী বড় রকম ঐতিহ্য ও তাৎপর্য্য রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ যখন স্বাধীন ছিল তখন এদেশের প্রতাপশালী নৃপতিগণ তিন দিন সাড়ম্বরে মহামাতার পূজা অর্চ্চনা করিয়া বিজয়ার দিনে দিগ্বিজয়ের নব অভিযানে বহির্গত হইতেন। অতীতে বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য যখন সমুন্নত ছিল, তখন এদেশের উৎসাহী সওদাগরেরা নূতন ঐশ্বর্য্য লাভের প্রেরণায় বিজয়ার শুভক্ষণে দূর সমুদ্র পথে ডিঙ্গা ভাসাইতেন। আগেকার সে নৃপতিরা এখন লুপ্ত হইয়াছেন। এদেশের সেই উৎসাহী বণিককুলও এখন আর নাই। কিন্তু শক্তি সাধনা নিয়োগ করিয়া স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জাতীয় ঐশ্বর্য্য বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা এখনও পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। কাজেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্বকীয় অভাব দূর করিবার জন্য এবং তৎসঙ্গে দেশের ও দশের দুঃখ গ্লানি মোচনের জন্য আজ এই বিজয়ার দিনে সকলেই বদ্ধপরিকরভাবে অগ্রসর হউন—ইহার চেয়ে বড় কামনার আর কিছু থাকিতে পারে না। সেরূপ কর্ম্ম সাধনার শুভ প্রারম্ভে আজ সকলের প্রতিই আমরা আমাদের আন্তরিক সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

পাট ও বাঙ্গলা সরকার

পাটচাষীদের দুঃখ লাঘব সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়া ও নির্দ্ধারিত মূল্যে পাট কিনিয়া লওয়ার আশ্বাস দিয়া বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানে পাটচাষীদিগকে মাত্র এক কোটি টাকা ঋণ দানের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পর্ব্বতের মূষিক প্রসবেরই সামিল হইয়াছে। এবৎসর বেশী পরিমাণ পাট কাটতির সুবিধা হইবে না জানিয়াও বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চাষীদিগকে গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে নানারূপ সমালোচনা হওয়ায় বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা এপ্রদেশবাসীদিগকে বুঝাইবার

চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, এবার বেশী পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হওয়ার ফলে যদি বাঙ্গলার কৃষকের ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়, তবে বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের সহিত একযোগে সেই ক্ষতি পূরণের সময়োচিত ব্যবস্থা করিবেন। ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে প্রয়োজনানুরূপ অর্থসাহায্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন বলিয়াও তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর নূতন পাট বাজারে আসিবার সঙ্গে পাটের দর বেশী রকম নামিয়া গিয়া যখন সত্য সত্যই কৃষকদের চরম দুর্দ্দশা দেখা গেল তখন বাঙ্গলা সরকার অবস্থা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিবার অজুহাতে কিছুকাল এই সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অবস্থা যখন ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিল তখন আর তাঁহারা এসম্পর্কে মনোযোগ না দিয়া পারিলেন না। পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের জন্য তাঁহারা ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষকদের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত মূল্যে পাট কিনিবার একটি পরিকল্পনা স্থির করিলেন (গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেস কর্ত্তৃক প্রচারিত খবর)। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য আদায়ের জন্য বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক ও অর্থ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লী গমন করেন। আশা করা গিয়াছিল উপরোক্ত মন্ত্রিদ্বয় বাঙ্গলার পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের জন্য ভারত সরকারের উপর ভালরূপ চাপ দিয়া উপযুক্ত অর্থ আদায়ের যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন, আর ভারত সরকারও এবারকার পাট সম্পর্কে তাঁহাদের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া সেরূপ সাহায্য প্রদানে অনিচ্ছুক হইবেন না। কিন্তু কি কারণে জানি না পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের বড় বড় সঙ্কল্প ও পরিচালনা দিল্লী বৈঠকের ফলে উবিয়া গিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছোট খাট ধরণের একটি ঋণ প্রদানের স্কীমে আসিয়া পর্য্যবসিত হইল। প্রথমে এরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল যে, ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে ২ কোটি টাকা কর্জ্জ প্রদান করিবেন এবং বাঙ্গলা সরকার নিজেরা উহার সহিত ৫০ লক্ষ টাকা যোগ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত মোট অড়াই কোটি টাকা পাটচাষীদিগকে ঋণ হিসাবে প্রদান করিবেন। কম দরে পাট বিক্রয় না করিয়া দরিদ্র কৃষকেরা যাহাতে বেশী মূল্যের প্রতীক্ষায় কিছুকাল পাট ধরিয়া রাখিতে পারে সেজন্যই পাটচাষীদিগকে ঋণ প্রদান করা হইবে। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক এক বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীদিগকে ঋণ প্রদানের জন্য এবার মাত্র এক কোটি টাকা নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দশ কোটি টাকার পরিকল্পনা শেষ পর্য্যন্ত যেভাবে এক কোটি টাকায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই সামান্য টাকা দিয়া এ প্রদেশের অগণিত দরিদ্র পাটচাষীর কি উপকার সাধিত হইবে তাহা আমরা বুঝি না। পাটচাষীর দুঃখ লাঘব সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি ও বাঙ্গলা সরকারের তথাকথিত দরদী উচ্ছ্বাসের মূল্য যে কতদূর, এই ব্যাপারে তাহা স্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়িয়াছে।

পাট বাজারে উঠিবার মুখে কৃষকদিগকে এই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা হইলে তবু হয়ত তাহাদের পক্ষে সুদিনের আশায় কতক পরিমাণ পাট ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হইত। কিন্তু এক্ষণে ঐ শ্রেণীর ঋণ দ্বারা আসল উদ্দেশ্য কিছুই সাধিত হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। চাউল ও অন্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রীর দর অত্যধিক মাত্রায় চড়িয়া উঠায় ইতিমধ্যে দেশের দরিদ্র পাটচাষীরা নিজেদের অন্ন সংস্থানের জন্য হাতের পাট সমস্তই কম দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। উপযুক্ত মূল্যের আশায় পাট মজুতের জন্য কোন সরকারী ঋণ দিতে হইলে বর্ত্তমানে একদিকে মুষ্টিমেয় সঙ্গতিপন্ন কৃষক ও অপরদিকে ব্যাপারীদিগকেই ঐ ঋণ দিতে হইবে। কাজেই এত বিলম্বে এক কোটি টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দরিদ্র পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা নিতান্তই বৃথা। পাট বপনের সময় হইতে পাট বিক্রয়ের কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা কেবল বিচার ও বিবেচনার নামে সময় নষ্ট করিলেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান শুভ সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা দেশের দরিদ্র কৃষকেরা উহাদের একান্ত দুর্দ্দিনে আজ নির্ম্মম পরিহাস বলিয়াই মনে করিবে। বাঙ্গলায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরও পাট সম্পর্কে এ প্রদেশে আজ পর্য্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত সরকারী কার্য্যনীতি অনুসরণের ব্যবস্থা হইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

পয়সার অভাব

অন্নবস্ত্রের সঙ্গে খুচরা পয়সার অভাব আজ লোকের জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। ট্রাম, বাস ও রেলগাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটখাট মুদিখানা ও পান বিড়ির দোকান পর্য্যন্ত খুচরা পয়সা চাই বলিয়া রব উঠিয়াছে। পয়সার অভাবে ন্যায্য মূল্যে জিনিষ পত্র ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। উপযুক্ত ভাঙ্গানি দিতে না পারিয়া দোকানীদের পক্ষে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাম্রমুদ্রার অভাবে রেলে বাসে চড়িতে গিয়া সাধারণকে অহেতুক অসুবিধা ও দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে। গত কতিপয় মাস যাবৎ পয়সার অভাব ক্রমে বাড়িয়া এইভাবে বর্ত্তমানে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু দেশের গভর্ণমেণ্ট তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। এই দরিদ্র দেশে কি সহরে কি পল্লী অঞ্চলে খুচরা পয়সায় বিকিকিনি সাধারণতঃ খুব বেশী হইয়া থাকে। এহেন পয়সার দুর্ভিক্ষ ঘটায় সাধারণের যে আজ কিরূপ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই অসুবিধা দূর করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত তাঁহারা এবিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। নানারূপ বিবৃতি ও ইস্তাহার মারফতে সময়ে অসময়ে সরকারী কার্য্যনীতির সাফাই গহিয়া যাঁহারা সাধারণের বাহাবা পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি করেন না, ক্ষুদ্র একটি কৈফিয়ৎ দিয়া এই ব্যাপারের মূল কারণগুলি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেও তাঁহারা আজ নারাজ। ইতিমধ্যে পয়সার অভাব সম্পর্কে দেশে নানারূপ গুজব প্রচারিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, যুদ্ধের সময়ে নানা কাজে বেশী তামার প্রয়োজন হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট বাজার হইতে তাম্র মুদ্রা টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছে, তামার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর ব্যবসায়ীরা জমানো পয়সা গলাইয়া বেশী লাভের সুবিধা দেখিতেছে। তৃতীয়তঃ দেশের হাট বাজারে ও রেল ষ্টেশন প্রভৃতিতে পয়সা জমাইয়া গোপনে ও প্রকাশ্যে বাট্টা আদায়ের রীতি বেশী রকম প্রচলিত হওয়ার দরুণও দেশে চলতি পয়সার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অবিলম্বে এই সব গুজবের সত্যাসত্য বিচার করিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একটা সময়োচিত প্রতিকারোপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। তামার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায় যদি চলতি পয়সার উপর টান পড়িয়া থাকে এবং পয়সা গলানোর কারসাজি প্রসার লাভ করিয়া থাকে তবে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সুলভ কোন ধাতুর সাহায্যে পয়সা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের পক্ষে অচিরে তাহা দেশে প্রচলন করা সঙ্গত। কলিকাতার মাড়োয়ারী চেম্বার অব্ কমার্স হইতে সম্প্রতি দেশে লোহার পয়সা প্রস্তুত করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে এবিষয়ে তাহা বিবেচনার যোগ্য। বেশী পরিমাণ পয়সা সঞ্চয় করিয়া যাহারা সুযোগ বুঝিয়া বাট্টা খেলা সুরু করিয়াছে তাহা-

দিগকে দমন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়াও আজ দেশে একান্ত প্রয়োজন। জনসাধারণের অসহনীয় দুঃখ কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া গভর্ণমেণ্ট অচিরেই ঐসব বিষয়ে অবিহিত হইবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি নাকি ?

বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা

দেশের বীমা কোম্পানীগুলির সহিত বহু বীমাকারীর ভাগ্য জড়িত রহিয়াছে। জনসাধারণ তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে নিয়মিত প্রিমিয়াম যোগাইয়া ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য ও আকস্মিক বিপদাপদের জন্য বীমা কোম্পানীগুলির হাতে একটা তহবিল গড়িয়া তুলে। এই তহবিল সংরক্ষণ করিবার ও বীমাকারীদের পক্ষ হইয়া উহা দ্বারা উপযুক্ত লাভের সুবিধা দেখিবার সমস্ত দায়িত্ব কোম্পানীসমূহের পরিচালকদের উপর ন্যস্ত থাকে। কোম্পানীর কর্ণধারগণ উক্ত তহবিল সংরক্ষণ ব্যাপারে ও তাহা দাদনের ব্যাপারে যদি সকল দিক দিয়া বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতি অনুসরণ করেন তবে বীমাকারীরা যথাসময়ে লাভসহ তাহাদের প্রাপ্য পাইয়া উপকৃত হইতে পারে। অপরদিকে কোম্পানীর পরিচালকগণ অসাধু বা প্রবঞ্চক হইলে কিম্বা উক্ত তহবিল নিয়োগ ও সংরক্ষণ বিষয়ে তাঁহারা কোন ভুল ত্রুটি করিয়া বসিলে অনেক সময়ে পলিসির টাকা আদায় করা বীমাকারীদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। লাভের বদলে জীবনের কষ্টার্জ্জিত সঞ্চয় হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও দেখা দেয়। এই শেষোক্ত ধরণের বিপদ হইতে বীমাকারীদিগকে রক্ষা করার জন্য অনেক দেশেই বর্ত্তমানে নানারূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। বীমা কোম্পানীর হাতে নিয়োজিত অর্থ সম্পর্কে লোকের বিহিত স্বার্থ রক্ষার একটি উপায় দেশে বীমাকারীদের সভা বা পলিসি হোল্ডার্স এসোসিয়েশন গড়িয়া তোলা। এইরূপ এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া বীমাকারীর স্বার্থ বুঝিয়া কোম্পানীসমূহের পরিচালনা ও কার্য্যনীতি সম্পর্কে নজর রাখিতে পারে এবং কোন ভুল ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখিলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে বীমাকারীদের স্বার্থ অবহেলা করিয়া কোন কোম্পানীর পক্ষে কোন খামখেয়ালী নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হইবে না। জনপ্রিয়তা নষ্ট হওয়ার ভয়ে পলিসি হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের ন্যায্য দাবী মানিয়া লওয়াও বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে অনেকটা অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে। এদেশে বীমা কোম্পানীর পরিচালক; অংশীদার ও এজেণ্ট প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানীর এসোসিয়েশন, শেয়ার হোল্ডার্স এসোসিয়েশন ও এজেণ্টস্ এসোসিয়েসন প্রভৃতি রহিয়াছে। কিন্তু বীমাকারীদের জন্য এতদিন কোন পলিসি হোল্ডার্স এসোসিয়েশনই ছিল না। এই অবস্থায় বোম্বাই প্রদেশের বীমাকারীরা সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটি পলিসিহোল্ডার্স এসোসিয়েশন গড়িয়া তুলিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। বাঙ্গলা প্রদেশে এই শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ উপলব্ধি করিতেছি। বীমাকারীদের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে বোম্বাইয়ের প্রশংসনীয় উদ্যোগ বাঙ্গলা দেশকে অনুপ্রেরিত করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

বেকার সমস্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্ম্মসংস্থানের উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এপয়েণ্টমেণ্টস্ এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ড গঠন করার পর পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা বোর্ডের প্রতিষ্ঠা কাল হইতে বরাবর উহার কার্য্যধারা বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি উক্ত কর্ম্মসংস্থান বোর্ডের ১৯৩৭-৪২ সালের রিপোর্ট (পঞ্চ-বার্ষিক কার্য্যবিবরণী) প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট দৃষ্টে বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্যপরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর (১৯৪০-৪১) ৪০৮ জন বেকার যুবকের নাম রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে বোর্ডের চেষ্টায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ১০৫ জনের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে রেজেষ্ট্রিভুক্ত নামের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৩৮ জন এবং বোর্ডের চেষ্টায় কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে মোট ২৯৫ জনের। ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে রেজেষ্ট্রিভুক্ত কর্ম্মপ্রার্থী ও কর্ম্মপ্রাপ্তের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী দাঁড়াইয়াছে। শেষোক্ত বৎসরে কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে এমন লোকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলেই আমরা অধিকতর আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু এই বিষয়ে বোর্ডের পক্ষে কতকগুলি অসুবিধা লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত (টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত) লোকেরই বিশেষভাবে চাহিদা দেখা যায়। কিন্তু বোর্ডের মারফৎ যাহারা কর্ম্মসংস্থানের চেষ্টা করে তাহারা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। এই কারণে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে লোক গ্রহণের প্রস্তাব পাইয়াও বহু ক্ষেত্রে বোর্ড তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিগত পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে বোর্ডের নিকট হইতে টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত ৮১০ জন যুবক চাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু বোর্ড ৬৩১ জনের বেশী যুবক প্রেরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বেকারের কর্ম্মসংস্থানের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির [illegible] বোর্ড যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইতেছেন। সামরিক, অসামরিক, সরকারী ও বেসরকারী নানা চাকুরী লাভের উপায় ও কর্ম্মসংস্থানের পরিধি বাড়াইবার দিকে বোর্ড যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে এই ঘোর দুর্দ্দিনে শিক্ষিত বেকার যুবকদের একটা অংশ যথেষ্ট উপকৃত হইতেছে। বেকারের কর্ম্মসংস্থান বিষয়ে বোর্ড দুই শত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। বোর্ডের এই সব প্রসংশনীয় উদ্যম ও কৃতকার্য্যতার মূলে উহার সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ ডি কে সান্ন্যালের কার্য্যদক্ষতা বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় বোর্ডের মারফৎ ক্রমেই অধিক সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কর্ম্মসংস্থান হইতে থাকিবে, এবিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

জুলাই মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য

জুন মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব প্রকাশিত হওয়ার পর বহু বিলম্বে সম্প্রতি গত জুলাই মাসের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বিদেশের সহিত মাল আদান প্রদানের বিঘ্ন ঘটায় ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ সৃষ্ট হইয়াছে। সেজন্য বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের গতি অনুধাবন সম্পর্কে লোকের আগ্রহও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় বহির্ব্বাণিজ্যের রিপোর্ট প্রকাশ বিষয়ে যাহাতে অযথা বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এখন হইতে সজাগ হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। গত এপ্রিল মাস হইতে এদেশের বহির্ব্বাণিজ্য ক্রমে খর্ব্ব হইয়া গত জুন মাসে বিশেষ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সম্প্রতি জুলাই মাসের যে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সামান্য পরিমাণে হইলেও নূতন করিয়া ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের কতকটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। জুন মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। অপরদিকে ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ফলে ঐ মাসে বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা রপ্তানী আধিক্য দাঁড়াইয়াছিল। জুলাই মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ফলে বহির্ব্বাণিজ্যের অনুকূল উদ্বৃত্তও কিছু বাড়িয়া ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতিতে নূতন করিয়া ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের এই অগ্রগতি খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী একাধারে "জ্ঞানী ও স্বদেশপ্রেমিক" বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরে ভারতীয় সদস্যগণ আনন্দে বিগলিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। তবে মিঃ চার্চ্চিলের প্রশস্তি শুনিয়া যে তাঁহারা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পর মাস দুই কালও যাইতে না যাইতে মিঃ আমেরীর মুখে এখন এ কি কথা! সম্প্রতি কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কালে ভারত সচিবের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, বড়লাটের শাসন পরিষদে এখনও একাধিক অভারতীয় সদস্য রহিয়াছেন কেন? জবাব দিতে গিয়া মিঃ আমেরী জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে কয়জন ইউরোপীয়ান শাসন পরিষদে আছেন তাঁহাদের স্থলে কাজ করিবার মত যোগ্য ভারতীয় পাওয়া যায় নাই ও যাইতেছে না বলিয়াই তাঁহাদিগকে রাখা হইয়াছে। এই উক্তি শুনিয়া শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের মনে যুগপৎ ক্রোধ ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিলে তাঁহারা দেশবাসীর অকপট সমবেদনার পাত্র!

* * *

যাহা হউক, চার্চ্চিল-কথিত এগারজন "জ্ঞানবৃদ্ধ ও স্বদেশভক্ত" ভারতীয় সদস্য রয়টারের পরবর্ত্তী সংবাদে অভিমান কাটাইয়া আবার খুসী হইতে পারিয়াছিলেন। রয়টার নাকি মিঃ আমেরির বক্তৃতার অংশ বিশেষ ভুলক্রমে যোগ করিয়া দেয় নাই। ফলে ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। অভারতীয় তিন জন সদস্যের স্থলে কাজ করিবার মত যোগ্য ভারতীয় পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই তাঁহাদিগকে (অভারতীয় ইউরোপীয়ান) রাখা হইয়াছে—এমন কোনও কথা নাই। শেষাংশের এই "এমন কোনও কথা নাই" নাকি বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু রয়টার এখন শাক দিয়া মাছ ঢাকিলে কি হইবে, লর্ড সাইমন সম্প্রতি ভিতরের কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, শাসন-পরিষদের সদস্যগণ বড়লাটের পরামর্শদাতা মাত্র। অর্থাৎ তাঁহারা সপারিষদ বড়লাটের এক একজন অপরিহার্য্য পারিষদ নহেন। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের লইয়াই 'ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট' নহে। ভারতীয় সদস্যগণ অনেক কথার মত এই কথাটাও যে হজম করিয়া উঠিবেন তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।

* * *

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কলনের একটি স্মরণীয় উক্তি আছে: কিছু সংখ্যক লোককে বহুকালের জন্য ভুল বোঝান যায় এবং বহুসংখ্যক লোককেও কিছু কালের জন্য ভুল বোঝান সম্ভব, কিন্তু সকল লোককে চিরকাল ধাপ্পা দিয়া ভুলাইয়া রাখা যায় না (you can fool some men for all times and all men for some times: but you can not fool all men for all times). বৃটিশ প্রচারকরা ভারত সম্পর্কে বহির্জ্জগতে অনেক মিথ্যা ছড়াইয়াছেন। কিন্তু দুনিয়ার সকল দেশের সকল লোককে মিথ্যাচারের সাহায্যে চিরদিন ভুলাইয়া রাখা যায় না। বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ভারত সম্পর্কে বৃটিশ পক্ষের মতামত নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতেছে না ইহাতে ইংলণ্ডের একাধিক রাষ্ট্র-ধুরন্ধর অবশ্য ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি আমেরিকার 'নেশন' পত্রে বিখ্যাত লেখক লুই ফিশারের "ভারতের সমস্যা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে গত ২৮শে অক্টোবর তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় তাহা সম্পূর্ণ বাহির হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে মিঃ লুই ফিশার ভারত সম্পর্কে বৃটিশ ধাপ্পাবাজির কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের সমালোচনায় তিনি যেমনই স্পষ্ট তেমনই তীক্ষ্ণ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতীয় সমস্যা আর শুধু গ্রেট বৃটেনের নিজের ঘরোয়া সমস্যাই নহে, ভারতের স্বাধীনতা ও সহযোগিতার জন্য অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিবার জরুরী প্রয়োজনের প্রতি মিঃ ফিশার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। আমেরিকা-বাসীদের যে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। মিঃ ফিশারের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে মার্কিন জনমতেরই আভাস পাওয়া যায়, "তাঁহারা (গান্ধী ও নেহেরু) নাৎসী-বিরোধী ও জাপ-বিরোধী। কিন্তু স্পষ্ট দেখিতেছি যে, ইংরাজেরা হৃদয় ও মন উভয়ই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা গান্ধীর প্রভাব কমিয়া গিয়াছে।" গান্ধীর প্রভাব কতখানি তাহার প্রমাণস্বরূপ মিঃ ফিশার বলিতেছেন, "বড়লাট লর্ড লিনলিথগো আমায় বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় সমস্যা গান্ধী (Gandhi is the biggest thing in India)."

* * *

ভারতের জটিলতর পরিস্থিতি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতেছে, গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে নিউইয়র্কে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কীর বেতার বক্তৃতাই উহার স্পষ্ট প্রমাণ। ইতিপূর্ব্বে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চীন হইতে মিঃ উইল্কী যে দুইটি সময়োচিত বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক কর্ণধারগণ ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ সাফাই গাহিতে গিয়া নানা অবান্তর কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু মিঃ উইল্কী উক্ত বেতার বক্তৃতায় আমেরিকার জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় ভবিষ্যতের শুভাশুভ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন, ইঙ্গ-মার্কিন সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির উপর মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের আস্থা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভারতে গ্রেট বৃটেন যে আত্মঘাতী নীতির আশ্রয় নিয়াছেন, তাহার ফলে সমগ্র মিত্রপক্ষের যুদ্ধ পরিচালনার কার্য্য তথা চূড়ান্ত জয়লাভ যে কিরূপ ব্যাহত ও মারাত্মকভাবে বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন হইতেছে সেই বিষয়ে কি উইল্কী সকলকে অবিলম্বে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। ভারত সম্পর্কে তিনি বিশেষ জোর দিয়াই বলিয়াছেন যে, ভারত কেবল বৃটেনের ঘরোয়া সমস্যাই নহে, আমেরিকারও সমস্যা। মিঃ উইল্কীর মতে, মিত্রশক্তি-বর্গের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ইত্যাকার শ্রেণীবিভাগ থাকা উচিত নহে। সকলকেই সমান চোখে দেখিতে হইবে ইহাই বোধ হয় তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। সেই দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতার তিনি পক্ষপাতী। কিন্তু মিঃ উইল্কীর সময়োচিত সতর্কবাণী ও দূরদর্শিতা বৃটিশ শাসকবর্গের ঔদ্ধত্য ও অবিবেচনার বর্ম্ম ভেদ করিতে পারিবে কি?

* * *

স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েৎউল্লা সিন্ধুর নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছেন না। মিঃ আলাবক্সকে যেরূপভাবে গবর্ণর মন্ত্রিত্বের পদ হইতে জোর করিয়া অপসারিত করিয়াছেন তাহার প্রতিক্রিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের উপরেই পড়িয়াছে। সুচতুর স্যার হিদায়েৎউল্লা মুস্লিম লীগে যোগদান করিয়াও অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন নাই। জমিয়েৎ উল-উলেমা, কংগ্রেস, মজুদুর, ছাত্র সম্প্রদায় প্রভৃতি সিন্ধুর বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান একবাক্যে গবর্ণরের কার্য্যের নিন্দা ও স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েৎউল্লার নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধিতা জ্ঞাপন করিয়াছে। মিঃ আলাবক্সের অপসারণ অতি-গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা। সুতরাং এই নবগঠিত অপ্রিয় গবর্ণমেণ্টের পরমায়ু খুব বেশী দিন নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায়

ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্প্রতি ১৯৪১ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের গত ১৯৪০ সালের সমষ্টিগত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে ভারতের বীমা ব্যবসায়ের উপর উহার নানারূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। সেই প্রতিক্রিয়া কোন দিক দিয়া কি পরিবর্ত্তন সূচিত করিয়াছে, উপযুক্ত বিবরণের অভাবে এতদিন তাহার সম্যক আলোচনা সম্ভবপর হয় নাই। বর্ত্তমানে ১৯৪০ সালের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় উহা পাঠ করিয়া যুদ্ধের সোয়া এক বৎসরে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অধিকন্তু বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের উপর যুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ও তাহার স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪০ সালে ভারতে চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২৯৪টি। উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ১৯৮টি ও বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ৯৬টি ছিল। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ৭২টি কোম্পানীর হেড্ আফিস বোম্বাইয়ে, ৪৮টি কোম্পানীর হেড্ আফিস বাঙ্গলায়, ৩২টির হেড আফিস মাদ্রাজ প্রদেশে, ১৭টির হেড আফিস পাঞ্জাবে, ১২টির হেড আফিস দিল্লীতে ও ৭টি কোম্পানীর হেড আফিস যুক্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল। মধ্য প্রদেশে ৩টি কোম্পানীর, সিন্ধুতে ৩টি কোম্পানীর ও বিহারে ২টি কোম্পানীর হেড আফিস ছিল। আসাম ও আজমীঢ়েও একটি করিয়া হেড আফিস অবস্থিত ছিল। গত ১৯৩৯ সালে ভারতে দেশী ও বিদেশী চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯৭টি ও ৯৮টি, আর উহাদের মোট সংখ্যা ছিল ২৯৫টি। আলোচ্য ১৯৪০ সালে ভারতে দেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ১টি বাড়িয়াছে, অপরদিকে বিদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ২টি হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই এক বৎসরে মোট কোম্পানীর সংখ্যা একটির বেশী কমে নাই। নূতন বীমা আইনে প্রাথমিক জমা ও রেজিষ্ট্রেসন সম্পর্কে কয়েকটি কড়া বিধান প্রযুক্ত হওয়ায় এদেশে কতকগুলি বীমা কোম্পানী একেবারে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। কয়েকটি কোম্পানী অন্য কোম্পানীর সহিত একীভূত হয়। বিদেশী বীমা কোম্পানী-গুলির মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান নূতন আইনের বিধি-বিধান মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক হইয়া ভারতে তাহাদের কাজকারবার বন্ধ করে। এইভাবে গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে ভারতে চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৪৫টি হ্রাস পায়। ১৯৪০ সালে এদেশে চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বিশেষ কিছু কমে নাই, ইহা সেদিক দিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। নূতন বীমা আইনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পর এদেশে বীমা কোম্পানীসমূহ এক্ষণে অধিকতর স্থায়ীভাবে ও নির্ভরযোগ্য ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

গত ১৯৪০ সালে ভারতের মোট ১৯৮টি বীমা কোম্পানীর মধ্যে ১৬১টি কোম্পানী একান্তভাবে শুধু জীবন বীমার ব্যবসায়ে রত ছিল। বাকী ৩৭টি কোম্পানীর মধ্যে ১৮টি জীবন বীমার সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর বীমার ব্যবসা চালাইয়াছিল এবং ১৯টি কোম্পানী কেবল জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমার কাজে নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য বৎসরে ভারতে দেশী ও বিদেশী সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানীর সমষ্টিকৃতভাবে মোট ৩৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। উহার মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও বিদেশী কোম্পানীর অংশ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ও ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ ৪২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ও বিদেশী কোম্পানীসমূহ ৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। সে হিসাবে এবার উহাদের নূতন কাজের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ও ৩২ লক্ষ টাকা পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বিদেশেও ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ব্রহ্মদেশ, বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা, মালয় উপদ্বীপ ও অন্যান্য দেশে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে সেস্থলে বিদেশে ভারতীয় কোম্পানী-সমূহের নূতন কাজের পরিমাণ ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য ১৯৪০ সালে নূতন কাজের দিক দিয়া ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের এই অবনতি অনেকের নিকট খুব শোচনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা ভালরূপ বিবেচনা করিলে আমাদের মতে ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। যুদ্ধের সময় সকল দিক দিয়াই একটা অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই সময় সাধারণের মনে খুব বেশী পরিমাণ আতঙ্ক ও উদ্বেগের ভাব লক্ষিত হয়। নানারূপ দায়িত্ব-হীন জল্পনা কল্পনায় এই ধরণের অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠে। ফলে এই সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাওয়া বিচিত্র নহে। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় গুজব ও জল্পনা কল্পনায় বিভ্রান্ত হইয়া জনসাধারণ যাহাতে জীবনবীমা সম্পর্কে অযথা আস্থাহীন না হয় সেজন্য অনেক দেশেই সময়োচিত প্রচার-কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা আছে। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যনীতি অনুসরণের রীতিও প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা খুব কমই লক্ষিত হইয়া থাকে। নানারূপ অনিষ্টকর গুজব ও জল্পনা কল্পনার প্রভাব হইতে এদেশের বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে মুক্ত রাখিবার জন্য উপযুক্ত প্রচারকার্য্য দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত জনমত গঠনের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা এদেশে দেখা যায় না। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থার সহিত সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিবার শিক্ষাও এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহ এখনও পায় নাই। এইরূপ অসুবিধার ভিতর ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী-সমূহ যে উহাদের নূতন কাজের পরিমাণ এখনও অনেকটা উর্দ্ধস্তরে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা উহাদের উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তা ও জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক বলিতে হইবে।

গত ১৯৪০ সালে এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল, দাদননীতি ও আয় ব্যয়ের গতি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে আগামী সপ্তাহে আমরা তাহা বিশ্লেষণ করিব এবং তৎসঙ্গে ভারতে জেনারেল এসি-ওরেন্স ও সাধারণ বীমার ব্যবসা সম্পর্কেও আলোচনা করিব।

পাটচাষীদের জন্য সরকারী ঋণদান নীতি।

মিঃ কে, এন, দালাল।

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীদের ১ কোটী টাকা ঋণ প্রদান করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এই প্রদেশের জনসাধারণ নিশ্চয়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিছুদিন ধরিয়া বাঙ্গলার পাটচাষীরা তাহাদের উৎপন্ন পাটের দরে ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য করিতেছিল এবং যুদ্ধের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের এইরূপ ঘোষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাটই বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বপ্রধান অর্থকরী ফসল। অতএব একদিকে পাটের দর পড়িয়া গেলে এবং অন্যদিকে খাদ্য শস্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে যে কিরূপ অর্থনৈতিক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বৎসরের পাট উৎপন্নের পূর্ব্বাভাষে পাট চাষের পরিমাণে বিশেষ বাড়তি লক্ষিত হয় এবং ইহা হইতেই উপলব্ধি করা গিয়াছিল যে পাটের দর ক্রমশঃ নিম্নগামী হইবে এবং পাটচাষীরা অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইবে। ১৯৪২ সালের ১৬ই জুন তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' আমি আমার লিখিত একটী প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, যদি পাটের মূল্যের নিম্নগতি রোধ করিতে হয় এবং পাটচাষীদের ঠিক সময় যথোপযুক্ত সাহায্য দান করিতে হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সমস্ত উদ্বৃত্ত পাট ক্রয় করা উচিত হইবে। এক্ষণে যে টাকা ঋণ বাবদ পাটচাষীদের প্রদান করার জন্য মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা যদি আমি যখন সাবধান বাণী ধ্বনিত করিয়াছিলাম তখন উদ্বৃত্ত পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হইত এবং পাটকলসমূহে চট প্রস্তুত করিবার জন্য পাটের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করা হইত—তাহা হইলে পাটচাষ সমস্যার অনেকটা সুষ্ঠু সমাধান করা ও পাটচাষীদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা সহজসাধ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ঋণ-দান করিবার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহাতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিয়াছে এবং কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই উদ্বৃত্ত পাট বাজারে আমদানী হওয়ায় পাটচাষীদের বেশী পরিমাণ মজুদ পাটই ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে সরকারী ঋণ পাটচাষীদের বিশেষ কোন উপকারে আসিবে না, কেননা ইতিমধ্যেই পাটচাষীরা তাহাদের পাট ফরিয়া, ব্যাপারী ও আড়তদারদের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকার যে ঋণ-দান নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে পাটের দর বৃদ্ধি পাইলে উপরোক্ত পাটব্যবসায়ীরাই পাটের চড়তি দরের ফলে লাভবান হইবে। যাহারা পল্লী বাঙ্গলার অবস্থার সহিত পরিচিত আছেন, তাহারাই জানেন যে বাঙ্গলার চাষীদের পক্ষে পাট বেশীদিন ধরিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। এই সকল দরিদ্র চাষীরা কোনরকমে দিন আনে দিন খায়। সুতরাং কয়েকমাস পাট ধরিয়া রাখা দূরের কথা—কয়েক সপ্তাহও তাহাদের পক্ষে পাট মজুদ রাখা অসম্ভব। অতএব পাটচাষীরা যাহাতে পাটের ন্যায্য দর পাইতে পারে তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা বিশেষ ভাবে সরকারের কর্ত্তব্য। যখন চাষীরা পাট কাটে এবং বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করে তখন যদি তাহাদের যথোপযুক্ত ভাবে পাট গুদামজাত করিবার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয় তাহা হইলে দালাল শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোকদের নিকট তাহারা তাড়াহুড়া করিয়া অল্প মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় না এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতপক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে পাটচাষীদের সাহায্য করা যাইতে পারে। পাটচাষীরা যখন পাট বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাহাদের অর্থসাহায্য করা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাজারে প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট আমদানী হওয়ায় পাটের বাজার ইতিপূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়াছে এবং পাটের দরে আরও মন্দার ভাব লক্ষিত হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়া পাটচাষীরা তাহাদের পাট বহুপূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব বর্ত্তমানে পাটচাষীদের যে ১ কোটী টাকা ঋণ-প্রদান করা হইবে তাহাতে তাহাদের আয় বৃদ্ধি পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা আছে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ করিবার কারণ রহিয়াছে। মনে হয় এইরূপ ঋণগ্রহণের ফলে তাহাদের আর্থিক দায় আরও বৃদ্ধি পাইবে। কেননা, ঋণ গ্রহণ দ্বারা যদি তাহারা তাহাদের আয়ের পথ সুগম না করিতে পারে এবং তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়াইতে পারে তাহা হইলে এই ঋণ পরিশোধ করিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। বর্ত্তমানে যে ঋণ চাষীদের প্রদান করা হইবে তাহা সম্ভবতঃ তাহারা নিজেদের জীবন ধারণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই খরচ করিয়া ফেলিবে এবং এই অর্থ কোনরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার কাজে লাগান হইবে না বলিয়াই আশঙ্কা হয়। ফলে পাটচাষীরা এইরূপ ঋণ দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হইবে না এবং পক্ষান্তরে পাটের আড়তদারেরা লাভবান হইবে ও পাটচাষীরা ঋণভারে জড়িত হইবে। নিম্নের একটী হিসাব হইতে ইহার যাথার্থ্য কতকটা প্রমাণিত হইবে।

১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে গত বৎসরের মজুত উদ্বৃত্ত পাটের (ইহা হইতে বর্ত্তমান বৎসরের উদ্বৃত্ত পাটের হিসাব বাদ দেওয়া হইয়াছে) পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ ঃ—

	(বেল)
পাটচাষীদের হাতে	৫৫০,০০০
কলিকাতার বেলার ও আড়তদারদের হাতে	৭৬৮,০০০
মফঃস্বলের বেপারী, ফরিয়া ও আড়তদারদের হাতে	২৫০,০০০
পাটকলওয়ালাদের হাতে	২,৩৫৮,০০০
	৩,৯২৬,০০০ বেল।

উপরোক্ত তথ্যাদি হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বর্ত্তমান অবস্থায় যদি পাটের দর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আড়তদার ও কলওয়ালাদের হাতে বেশীর ভাগ উদ্বৃত্ত পাট মজুত থাকায় তাহারাই লাভবান হইবে। এইজন্যই আমরা বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক পাটচাষীদের বর্ত্তমান ঋণদান নীতির বিরোধী। বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীদের জন্য যে ঋণদান মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা অতি অসময়ে করা হইয়াছে। এই ঋণের অর্থ পাটচাষীরা অনেকস্থলেই অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করিতে বাধ্য হইবে। অতএব এইরূপ ঋণ গ্রহণ দ্বারা কার্য্যকরী কোনরূপ আয় বৃদ্ধি না করিতে পারায় চাষীদের আরও ঋণ করিতে হইবে এবং এইরূপ ঋণ পরিশোধ করা পরিশেষে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

(৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্যাথারীন

আর কৃষ্ণকুমারী

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপ রাশিয়ার রাণী ক্যাথারীণের কলঙ্কের কথায় ছিল পঞ্চমুখ। একদিকে তাঁর অসংখ্য রোমাঞ্চকর প্রণয়লীলা এবং অন্যদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রাজনৈতিক চতুরতা সমসাময়িক নরনারীর চোখে ক্যাথারীণকে এক অভিনব বিস্ময়ের পাত্রী করে তুলেছিল। তাঁর গ্র্যাণ্ড কমিশনের কাছে কতকগুলি অনুজ্ঞাতে তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ প্রগতির যে ব্যাপক সূচনা করেছিলেন তা আজও সারা বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এত দূরদৃষ্টি সত্ত্বেও ক্যাথারীণ রাশিয়ার মেয়েদের জন্য এমন কোন সুশ্রী অথচ অনাড়ম্বর পোষাকের সন্ধান দেন নি যাতে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য একটি উপযুক্ত পারিপাট্য লাভ করতে পারে—যেমন পেরেছে আমাদের এই কৃষ্ণকুমারীর, একটি সাদাসিদে মহালক্ষ্মী-শাড়ির আবরণে।

মহালক্ষ্মী

কটন মিলস্ লিমিটেড্

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ — এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স্ লিঃ — ১৫, ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

MCK 29

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পাথুরে কয়লা দ্বারা মোটর চালনা

পেট্রল বাঁচাইবার জন্য আজকাল মোটর গাড়ী ও লরীতে কাঠকয়লার গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র বসান হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ৬ শতটী মোটর গাড়ী যদি গ্যাস দ্বারা চালিত হয়, তাহা হইলে বৎসরে ১০লক্ষ গ্যালন পেট্রল কম খরচ হইবে। বর্ত্তমানে প্রতিমণ কাঠকয়লার দর পড়ে ২৸০আনা। বাস কিম্বা লরী যদি কাঠ কয়লার গ্যাসে চলে তাহা হইলে ২ হাজার মাইল চলিতে ২ শত টাকার কম খরচ হইবে। পেট্রল চালিত গাড়ীগুলিকে গ্যাস দ্বারা চালাইবার ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৭ হাজার। গ্যাস দ্বারা মোটর গাড়ী চালাইবার যন্ত্র তৈয়ারীর জন্য ইস্পাত আবশ্যক। যুদ্ধ সংক্রান্ত যানবাহন বিভাগের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা উহার ব্যবস্থা করিতেছেন। দেশের সর্ব্বত্র বনবিভাগের কর্ম্মচারিগণ কাঠকয়লা প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবার জন্য মনোযোগ দিতেছে। গাড়ী চালাইবার জন্য পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস উৎপাদন করা যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করা হইতেছে।

মিঃ এস সি রায়

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস সি রায় এম এ, বি এল, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের পরামর্শ কমিটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ডের পঞ্চ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধান্তে ছাত্রগণ যাহাতে পুনর্গঠনের কাজে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে, তজ্জন্য উহাতে বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট ২ হাজার ৩২ জন চাকুরী প্রার্থী ছিল; তন্মধ্যে ৮১০টী চাকুরীর জন্য বোর্ড সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত চাকুরীর মধ্যে অনেকগুলি পদ কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কিত ছিল, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকায় বোর্ড এই সকল চাকুরীর ব্যাপারে কাহারও জন্য সুপারিশ করেন নাই। বোর্ড সর্ব্বসমেত ৬৩৬ জন প্রার্থীর চাকুরীর সংস্থান করিতে পারিয়াছেন। প্রথমে মাত্র ১০টী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমর্থন লাভ করিয়া বোর্ড কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে কতকগুলি সরকারী বিভাগ ছাড়াও ২ শত শিল্প প্রতিষ্ঠান বোর্ডের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছে। বিমান ও স্থল সৈন্যবাহিনীতে চাকুরীর জন্য বোর্ড উপযুক্ত লোককে সুপারিশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বোর্ড বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় এখন মাত্র একটী 'ট্রেনিং কোর' আছে। বাঙ্গলা ও আসামের ৭৫ টীরও অধিক কলেজ ইহার অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ইহার অনেকগুলিতে ছাত্রসংখ্যা হইবে প্রায় ১ হাজারেরও বেশী। বর্ত্তমান অবস্থায় যে সমস্ত শিক্ষক চাকুরী হারাইয়াছেন, তাহাদিগের চাকুরী সংস্থানের ব্যবস্থাও বোর্ড করিয়াছেন।

ভারতে মজুত কুইনাইনের পরিমাণ

১৯৪২ সালের ১ লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতে মজুত কুইনাইনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ১৯৩৯-৪০ সালের জাভা কুইনাইন ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ১ লক্ষ ৫৩ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন এবং প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যবহারের জন্য যথাক্রমে ৭০ হাজার পাউণ্ড এবং ১৯ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ভারত সরকারের হাতে মজুদ ছিল। প্রাদেশিক সরকারসমূহের ও সিভিল ম্যাডিকেল ষ্টোর বিভাগের হাতে কুইনাইন মজুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮২ হাজার ৩১২ পাউণ্ড এবং ২৯ হাজার পাউণ্ড।

খুচরা পয়সার অভাব

'মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স' ভারত সরকারকে লৌহের ন্যায় সহজ প্রাপ্য একটী ধাতুর তৈরী পয়সা বাজারে চালু করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ইহা ছাড়া পয়সা মজুত করা কিম্বা গলাইয়া বিক্রয় করা আইনানুসারে দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেও ভারত সরকারকে পরামর্শ দান করিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারকে ইহাও জানাইয়াছেন যে, মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে—বিশেষ করিয়া শিল্প প্রধান অঞ্চলে পয়সা ছাড়া অন্যান্য খুচরা রেজকিরও বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। নূতন ধরণের পয়সার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এই সকল রেজকি সরবরাহ করার ব্যবস্থা না হইলে ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন ও মজুরদের পারিশ্রমিক দেওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ আলোচনার পর সরকারী খাজাঞ্চিখানার মারফতে রেজকির উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন করা হয়।

ভারতে হারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত

ভারতে বিদেশ হইতে বহু হারিকেন লণ্ঠন আমদানী হয়। যাহাতে ভারতে হারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত করা যায়, তজ্জন্য কতিপয় উৎসাহী বাঙ্গালী 'দি ইষ্টার্ণ হারিকেন ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিমিটেড' নামে একটী যৌথ কারবার আরম্ভ করার আয়োজন করিয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এই কোম্পানীর পরিচালক সভা গঠিত হইয়াছে। হারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত সম্বন্ধে বিদেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মিঃ এল কে সমাদ্দার এই কোম্পানীর কর্ণধার হইয়াছেন।

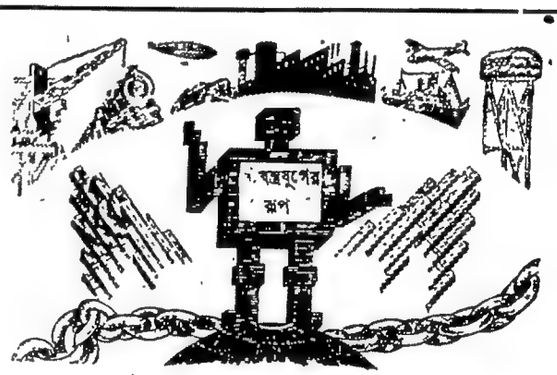

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাক্চারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ফ্লাট্স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেক্যানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস্
- গ্রাউণ্ড সিট্স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

ফসল নিয়ন্ত্রণ

১৯৪২ সালের ফসল নিয়ন্ত্রণমূলক ভারত সরকারের আদেশ অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার একখানা বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, আগামী ১৫ই নবেম্বর হইতে এই আদেশ বাঙ্গলা দেশে বলবৎ হইবে। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ফসল যাহারা একবারে ২০ মণের বেশী ক্রয়, বিক্রয় বা মজুত করে, তাহাদের উপর এই আদেশ প্রবর্ত্তিত হইবে; কিন্তু যাহারা নিজেরাই কিম্বা প্রজা দ্বারা ফসল উৎপাদন করে তাহাদের উপর এই আদেশ প্রয়োগ করা হইবে না। গম ও গমভাঙ্গা সকল জিনিষ (আটা, ময়দা, সুজী ও গমের ভূষি), ধান, চাউল, জোয়ার, বজরা সকল প্রকার ছোলা, যব, ভুট্টা ফসল সম্পর্কে এই আদেশ প্রয়োগ করা হইবে—তবে আপাততঃ মাত্র প্রথমোক্ত তিনটী ফসল সম্পর্কেই উহা বলবৎ হইবে। চাষী ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি এককালে ২০ মণের অধিক ফসল বিক্রয়, ক্রয় বা মজুত করে তাহাকে কলিকাতায় সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারের নিকট কিম্বা নিজ নিজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা মহকুমা হাকিমের নিকট অনুমতিপত্রের জন্য 'বি' ফরমে আবেদন করিতে হইবে। উক্ত কর্ম্মচারীদের নিকট বিনামূল্যে ঐ ফরম পাওয়া যাইবে। তার পর 'এ' ফরমে বিনা ব্যয়ে অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে। অনুমতিপত্রের কোন সর্ত্ত অমান্য করিলে অন্যান্য শাস্তি ব্যতীত অনুমতিপত্রও বাতিল হইতে পারে।

ব্রটেনে রবারের অভাব

রবারের গুরুতর অভাবের জন্য ব্রটেনে যে সকল গাড়ী চালান বন্ধ আছে তাহাদের এবং ঐ সকল গাড়ীর টায়ারের হিসাব প্রস্তুত করা হইবে। আবশ্যক হইলে কত টায়ার ও গাড়ী পাওয়া যাইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার জন্যই এইরূপ হিসাব গ্রহণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

তেলের টিনের অভাব

ইস্পাতের অভাবের জন্য তেলের টিন, পিপা, ড্রাম এবং অন্যান্য কৌটা প্রভৃতির ভয়ানক টানাটানি দেখা গিয়াছে। এ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া এই ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও টিন ব্যবহারকারীদিগকে গবর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ব্যবসায়ীরা পিপা, টিন অথবা কৌটাভর্ত্তি কোন মাল বিক্রয় করিলে খরিদ্দারদের নিকট হইতে যেন উহা ফেরৎ লইবার চেষ্টা করেন। তেলের ড্রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এক পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে তেলকলগুলি যাহাতে এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একবারের চালানী মাল শেষ হইলে দ্বিতীয় চালানের পূর্ব্বেই খালি ড্রামগুলি তেলকলে পাঠাইয়া দিতে হইবে। সেখান হইতে ঐগুলি পুনরায় তেলভর্ত্তি হইয়া আসিবে। ড্রামগুলি যাহাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ব্যবহারকারীদিগকে সর্ব্বপ্রকার যত্ন নিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

পাটচাষীদিগকে সরকারী ঋণ দান

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক্ বাঙ্গলা দেশের পাটচাষীদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট লাঘব করিবার জন্য ১ কোটি টাকা সরকারী ঋণ উক্ত চাষীদিগকে প্রদান করা হইবে বলিয়া একটী বিবৃতি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে মৈমনসিংহ জিলার পাটচাষীদিগকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইবে।

ভারতে শর্করা শিল্পের অবস্থা

গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে কাণপুরে ভারতীয় চিনিকল সমিতির দশম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে ইহার সভাপতি মিঃ ডি খৈতান তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, চিনির দর ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহার মতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া যাহাতে চিনির ব্যবসায়কে স্বাভাবিক স্তরে আনয়ন করা যায় তজ্জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করা সরকারের কর্ত্তব্য। আখ মাড়াইর স্বল্পতা, মরশুমে কারখানাসমূহের কাজের সময় হ্রাস, উৎপাদন খরচার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, যুদ্ধের জন্য বীমা বাবদ ব্যয়, শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা প্রদান প্রভৃতির ফলে ১৯৪১-৪২ সালে চিনির কলগুলিকে যে হারে ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে তদনুপাতে চিনির বাজার চলতি দর অধিক ছিল না। ১৯৩৯ সালে যে স্থলে প্রতি হন্দর চিনি উৎপাদন বাবদ উৎপাদন করের হার ছিল ১৷৵০ আনা, সেস্থলে ১৯৪১-৪২ সালে উৎপাদন করের হার হইতেছে হন্দর প্রতি ২৷৶৩ পাই। মিঃ খৈতানের মতে বর্ত্তমানে চিনির উৎপাদন বাড়ানও হইতেছে আসল সমস্যা। তিনি আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে চিনি সরবরাহ করিবার একচেটিয়া ব্যবসা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক শর্করা চুক্তিতে যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়, মিঃ খৈতান ভারত সরকারের কার্য্যের সুখ্যাতি করেন। প্রতি একর পিছু জমিতে আরও অধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মানের জন্য সরকারের তরফ হইতে গবেষণা চালান, চিনির উৎপাদন কর হ্রাস, সমবায় সমিতিগুলির দেয় কমিশন উঠাইয়া দেওয়া, রেল ও ষ্টিমার ভাড়ার সুবিধাদান এবং ইক্ষুর সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়া সরকারের উচিত বলিয়া মিঃ খৈতান মত প্রকাশ করেন। চিনির আনুষঙ্গিক হিসাবে যানবাহন চলাচলের উপযোগী সুরাসার ও অন্যান্য দ্রব্যাদির উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা ও যানবাহন চলাচলের অসুবিধার বিষয়ও মিঃ খৈতান তাঁহার অভিভাষণে উল্লেখ করেন।

খাঁজকাটা নূতন টাকা

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের প্রতিকৃতি অঙ্কিত 'সাধারণ' টাকা বাজার হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া সম্প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের প্রতিকৃতিযুক্ত খাঁজকাটা নূতন টাকা সরাইয়া লওয়া হইবে। এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, মাত্র ১৯৩৮ সালের তৈয়ারী ১২ ভাগের ১১ ভাগ বিশুদ্ধতাযুক্ত রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা টাকাগুলিই সরাইয়া লওয়া হইবে—নূতন খাঁজকাটা টাকাগুলি সরাইয়া লওয়া হইবে না। ঐ টাকাগুলি পুরাতন 'সাধারণ' টাকার বদলে প্রয়োজনানুযায়ী চালান হইতেছে।

ভারতে কুইনাইনের অভাব

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে চিকিৎসকদের এক সভায় ডাঃ দাদা চাঁদজী ভারতে কুইনাইনের অভাব সম্পর্কে বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতে মাত্র বৎসরে ২ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া যায়। ভারতে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। এই সকল রোগাক্রান্ত লোকদের ব্যবহারের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কুইনাইন যোগান দিতে হইলে সিনকোনার চাষের আরও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। সাধারণতঃ সমুদ্রস্তর হইতে যে সকল স্থান ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত সেই সকল স্থানেই সিনকোনার চাষ হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ১১ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে এবং ২ হাজার ৬ শত ফুট নিম্নস্থানেও সিনকোনা বৃক্ষের চাষ হয়। ভারতে উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চল বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সকল স্থানে সিনকোনার চাষ বাড়ান যায়। গবর্ণমেণ্টের এবিষয় মনোযোগ দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট যাহাতে কুইনাইনের দর বাঁধিয়া দেন, তজ্জন্য একটি প্রস্তাব এই সভায় করা হয়।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ডের বৈঠক

আগামী ২৮শে নবেম্বর নয়া দিল্লীতে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ডের পরবর্ত্তী সভা হইবে। ইহার দুইদিন পরে উক্তবোর্ডের কার্য্যকরী সমিতি ও পরিষদের বৈঠক বসিবে।

আমাদের তৈরী রবারের জিনিষ

* রবার ক্লথ
* হট্-ওয়াটার ব্যাগ
* আইস্ ব্যাগ
* হাওয়া বিছানা ও বালিশ
* এয়ার রিং ও কুশন
* ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি

আমাদের বিখ্যাত ডাক্‌ব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই নির্ভরযোগ্য, টেক্‌সই অথচ দামে কম।
সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্
(১৯৪০) লিমিটেড
কারখানা ও হেড অফিস :—পানিহাটী, ২৪ পরগণা।
শো-রুম :—১২, চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা :—৩৭৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।
নাগপুর বিক্রয়কেন্দ্র :—অভয়ঙ্কর রোড, সীতাবল্‌দী, নাগপুর।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৹ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।

পৃষ্ঠপোষক—কুমার বিশ্বনাথ রায়

তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী

দেরাদুনের বনবিভাগের গবেষণা পরিষদ (দেরাদুন ফরেষ্ট ইনষ্টিটিউট) হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তিকায় তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী প্রস্তুত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এইরূপ জেলী দ্বারা রবার জোড়া লাগান, কাগজ আটকান এবং সাবান প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত আপেল, লেবুর বীচি ও বীট হইতে জেলী প্রস্তুত হইত এবং এই সকল জিনিষ এপর্য্যন্ত বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করিতে হইত। কিন্তু তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী প্রস্তুত করিতে পারায় ইহা অন্যত্র প্রেরণ ও মজুদ করা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে।

বি, এন, ডব্লু, আর ও রোহিলখন্দ কুমায়ুন রেলপথ

১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথ এবং রোহিলখন্দ ও কুমায়ুন রেলপথের একত্রীকরণ কার্য্য সাধন করা হইবে। ইহার নামাকরণ হইবে আউধ এণ্ড ত্রিহুত রেলওয়ে।

ক্ষুদ্র কারখানাগুলিতে ভারত সরকারের অর্ডার

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলি হইতে ১০ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিবেন। ১৯৪১-৪২ সালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাগুলি ৫ কোটি টাকা মূল্যের মাল যোগান দিয়াছে।

"কি! এখনো চিনি নেই?"

"কি! এখনো চিনি নেই? কেন, কতো বেশি দাম চান বলুন? আসল ব্যাপার তো তাই, নয়?"

"আমি আপনাকে বলছি, সারা বাজারে একটিও চানর গুড়ো পাবেন না। গুণ্ডারা লাইন ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে চিনি আর এখানে আসছে কৈ?"

"কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই ভাবে জব্দ হ'চ্ছে ব'লে আপনার মতো জাতীয়তাবাদীর তো খুশি হওয়াই উচিত। নয়?

"গভর্ণমেণ্ট! বলছেন কি? গুণ্ডাদের এই উৎপাতের ফলে কে ফলভোগ করছে—আপনি মনে করেন? অধিকাংশ জাতীয়তাবাদীদেরই বেশি কষ্ট। আপনার কথাই ধরা যাক না, আপনি তরি-তরকারি পাচ্ছেন?"

"পাচ্ছি বটে, কিন্তু অনেক চড়া দামে।"

"তাই তো। কয়েক মাইল দূর থেকে যা এসে এখানে পৌঁছয় তার চেয়ে চাহিদা যে অনেক বেশি।"

"বুঝতে পারছি। কিন্তু গরীব চাষাদের কি হবে তাহ'লে? তারা যে পূজার আগে তাদের ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় দিতে পারবে না। গ্রামজাত খাদ্যসামগ্রী চালান না করতে পারলে তারা টাকা পাবে কোথেকে?"

"আরে মশাই, সেই কথাই তো বলছি। রেল-লাইন, ষ্টেশন, সিগন্যাল প্রভৃতি সারতে সময় নেবে। মাঝখান থেকে আমাদেরই ভুগতে হবে। গুণ্ডারা তো লুটের মাল পেয়ে উত্তেজনায় মেতে থাকবে।"

"কিন্তু এতে আমাদের কি করবার আছে?"

"কেন, আমি তো আমার মহাজনদের গ্রামে গ্রামে পাঠাচ্ছি। তারা সেখানে গিয়ে এই গুণ্ডাদের ওপর গ্রামবাসীদের নজর রাখতে বলবে, এবং গুণ্ডারা যাতে আর কিছু না নষ্ট করতে পারে সেবিষয়েও গ্রামবাসীদের তৎপর করবে।"

"ঠিক বলেছেন। আমিও আমার আত্মীয়স্বজনদের এই পন্থা অনুসরণ করতে বলব।"

গুণ্ডাদের নিপাত হোক

CPU-55-B.

বাঙ্গলায় চিনি সরবরাহ

বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্যদ্রব্য সরবরাহ বিভাগের এক পরিকল্পনানুযায়ী যে সকল চিনি এখনও বাঙ্গলার চিনির কারখানাসমূহে মজুদ আছে, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ মাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণের প্রয়োজনের নিমিত্ত বাঙ্গলা সরকার বণ্টন করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার আবশ্যকীয় চিনি হস্তগত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিকল্পনানুসারে বাঙ্গলা দেশকে চারিটী প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে এবং যে সকল জিলাগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সেই সকল জিলাসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চিনি সেই অঞ্চলের চিনির কল হইতে যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্যদ্রব্য সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ডি এল মজুমদার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, অনতিবিলম্বে জিলাসমূহে চিনির অভাব দূরীকরনার্থই এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা স্বাভাবিক চিনি সরবরাহের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যাঘাত করার ইচ্ছা সরকারের নাই। যে পরিমাণ চিনি সরবরাহ করা প্রত্যেক জিলা প্রতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা চিনির অস্বাভাবিক ঘাটতি পড়িলেই জনসাধারণের অসুবিধা মোচনের জন্য তাহাদের বিতরণ করা হইবে।

কৃষিপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত উপদেষ্টাদের সম্মেলন

কৃষিপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত সরকারী পরামর্শদাতাদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশন গত ২৮শে অক্টোবর নয়া দিল্লীতে শেষ হইয়াছে। এই সম্মেলনে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যাপারে কয়েকটী প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। যাহাতে একটী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিমূলক সঙ্ঘ গঠিত হয় এবং এই সমিতিকে প্রদেশসমূহে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্যদ্রব্যাদি যোগান দেওয়ার সম্পর্কে বিশেষ সুবিধার জন্য যানবাহন ব্যবহারে প্রাথমিক সুযোগ দেওয়া হয়, তজ্জন্যও সম্মেলনে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সামরিক ও অসামরিক লোকদের জন্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারসমূহের কৃষিপণ্যাদির বাজার সংক্রান্ত উপদেষ্টাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন এবং তাহাদের ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্ম্মচারীর মধ্যে সহযোগিতা আনয়ন করা সম্বন্ধেও এই সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বৃটীশ ভারতে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয়

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে; ১৯৪১ সালেব সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাইয়ের উপর উৎপাদন কর বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৩ লক্ষ টাকা; ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ আয়বাবদ পাওয়া গিয়াছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয়মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাণিজ্য শুল্ক ও কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন কর বাবদ আয়ের পরিমাণ হইতেছে ২২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা; ১৯৪১ সালের অনুরূপ ছয়মাসের বাণিজ্য শুল্ক ও উৎপাদন কর বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে আমদানী শুল্ক বাবদ ১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ ৩৩ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন কর বাবদ ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইহার মধ্যে বেঙ্গলস্ ২০ লক্ষ ৬৪ হাজার একর, আমেরিকানস্ ৩০ লক্ষ ৬ হাজার একর, ওমরা ৪৬ লক্ষ ৩৩ হাজার একর, ব্রোচ ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার একর, সুরতি ৫ লক্ষ ১০ হাজার একর, ধোলারাস ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার একর এবং অন্যান্য শ্রেণীর তুলার চাষ ৩৮ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ ঃ

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত মুলধন	৩০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত	৩০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত	১৮,০০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি	৮,০০,০০০৲	,,
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি	১২,০০,০০০৲	,,

ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ ঃ—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারীং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

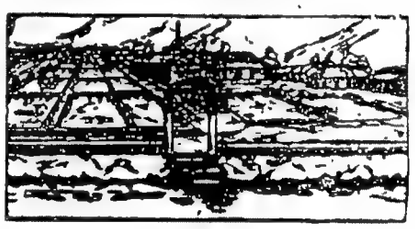

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার	সিরাজগঞ্জ	নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা	দিনাজপুর	ভাটপাড়া
ছিলি (দিনাজপুর)	রংপুর	বেনারস
নীলফামারি (রংপুর)	দুবরাজপুর (বীরভূম)	
চাঁদবালী (বালেশ্বর—উড়িষ্যা প্রদেশ)		

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

কোলার স্বর্ণ-খনির উৎপাদন

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোলার স্বর্ণখনিসমূহ হইতে ১১ হাজার ৬৬ আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছে।

কলিকাতায় খুচরা চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা

কলিকাতায় খুচরা চিনি বিক্রয় করিবার জন্য আরও ৪০টী মুদির দোকান অনুমোদিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত ১৪০টি দোকান ঠিক করা হইয়াছে। অনুমোদিত দোকানগুলির মধ্যে ২৯টীতে মোটা ও মাঝারি ধরণের চাউলও বিক্রয় করা হইবে। বাঙ্গলা সরকারের এই ধরণের দোকানের সংখ্যা কলিকাতায় আর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। অনুমোদিত দোকানের তালিকা সমস্ত থানা ও করপোরেশনের বাজারসমূহে পাওয়া যাইবে।

কুইনাইনের বড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে ডাকঘরসমূহে যে ২০টী কুইনাইনের বড়ি পূর্ণ শিশি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেলে আর এইরূপ শিশি বিক্রয়ার্থ বাহির করা হইবে না। ইহার পরিবর্ত্তে ১০টী কুইনাইনের বড়িযুক্ত শিশি ডাকঘরে বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইবে। আশা করা যায় যে, ১৯৪২ সালের ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত এইরূপ শিশি ডাকঘরে পাওয়া যাইবে। এইরূপ প্রত্যেক শিশির মূল্য হইবে ৶৩ পাই।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।
CPU-63

শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শ্রমিকদের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য বৃটেন হইতে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের উপদেশ দিবার জন্য যে বিশেষজ্ঞ মনোনীত করিয়াছেন, তিনি নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ভারতে পৌঁছিবেন। যুদ্ধকালীন শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য ভারত সরকারের শ্রমিক কল্যাণসংক্রান্ত উপদেষ্টা মিঃ আর এস নিম্বকারের অধীনে আটজন সহকারী শ্রমিক কল্যাণসম্পর্কিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে। ইহার মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এইরূপ ৪ জনকে লওয়া হইবে। এই ৪ জনের মধ্যে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে প্রত্যাগত লোকও থাকিবে। আটজন সহকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ৩ জন, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ২ জন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ৩ জন প্রার্থীকে লওয়া হইবে। প্রত্যেক সহকারী কর্ম্মচারীর মাসিক বেতন হইবে ৫ শত টাকা। শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কার্য্যাবলী পরিচালনা করিবার জন্য ভারতবর্ষকে ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হইবে। ইহার মধ্যে ৬টী অঞ্চল হইবে—আসাম, বাঙ্গলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ; মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যাকে সপ্তম অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হইবে। দিল্লী, আজমীড়, মারোয়াড়, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান লইয়া অষ্টম অঞ্চল গঠিত হইবে। সহকারী শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্ম্মচারীরা নয়া দিল্লীতে এক সপ্তাহ শিক্ষা গ্রহণ করিবে। এই সকল কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য হইবে যাহাতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যা হ্রাস পায় তাহার উপর দৃষ্টি দেওয়া এবং শ্রমিক আন্দোলনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। ইহা ছাড়া এই সকল কর্ম্মচারীরা তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলের শ্রমিকদের অবস্থার বিষয়, শ্রমিক ধর্ম্মঘট এবং শ্রমিক শোভাযাত্রা প্রভৃতি ব্যাপারে কোনরূপ রাজনৈতিক অথবা অর্থ-নৈতিক কারণ নিহিত থাকিলে তাহার যথাযথ সংবাদ ভারত সরকারের শ্রমিক কল্যাণমূলক উপদেষ্টাকে জানাইবে।

ভারতে ম্যালেরিয়া

প্রকাশ, গত ৩ বৎসরে পাঞ্জাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সরকারী কোন বিবরণীতে ইহা সমর্থিত হয় নাই। ১৯৩৩ সালে দিল্লীতে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রকোপ দেখা গিয়াছিল এবং উক্ত বৎসরে দিল্লীতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াইত গড়পড়তায় ৭ হাজার জন। বর্ত্তমান বৎসরের ২রা সেপ্টেম্বর ২ হাজার ২ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী হাসপাতাল এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের এই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে দিল্লীতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ হাজার ৯২৫ জন। ১৯৩৩ সালের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে পাঞ্জাবে ৪ হাজার ৪৫৫ পাউণ্ড কুইনাইন বিতরণ করার বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে ইহার পরিমাণ আরও ১ হাজার পাউণ্ড বাড়ান হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়লা উৎপাদন

১৯৪১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন।

অনুন্নতদের জন্য বোম্বাই সরকারের সাহায্য

বোম্বাই সরকার উক্ত প্রদেশের অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য প্রদেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ তহবিল হইতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার জন্য পৃথক করিয়া ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত
হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৫,৯০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,২৬,৭৭৫৲	টাকা
আমানত	৩৭,৯৭,০০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ।০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা) ও নারায়ণগঞ্জ

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স জেনারেল ম্যানেজার।

সস্তায়, সুন্দর ও
টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড আফিস ম্যাঙ্গালোর

চীফ্ এজেন্টস — ফোন: ক্যাল ১৮০৮
মেসার্স
এইচ্ কে, বানার্জ্জী
এণ্ড সন্স
১০, ক্লাইভ রো
কলিকাতা

রুশিয়ার দৃষ্টান্ত

গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে ক্যালকাটা রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক ভোজ-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ডক্টর এস সি ফক্স বলেন যে, জাপান ও জার্ম্মানীর তুলনায় ভারতের খনিজ সম্পদ অনেক বেশী; অথচ ভারত শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উক্ত দুই দেশের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ ফক্স বলেন যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উজবেক, কাজাক, তাতার, কশাক ও রুশীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষী ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি ও সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য ও সকলের স্বার্থ অভিন্ন হওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং ভারতেও বহু জাতি বা বহু ধর্ম্ম জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী নহে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর থাকায় ভারতেও রুশিয়ার মতই অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত শিল্পোন্নতি হইতে পারে।

"গুজব বিশ্বাস করলায় বলেই আমার ২০,০০৲ টাকা গেল"

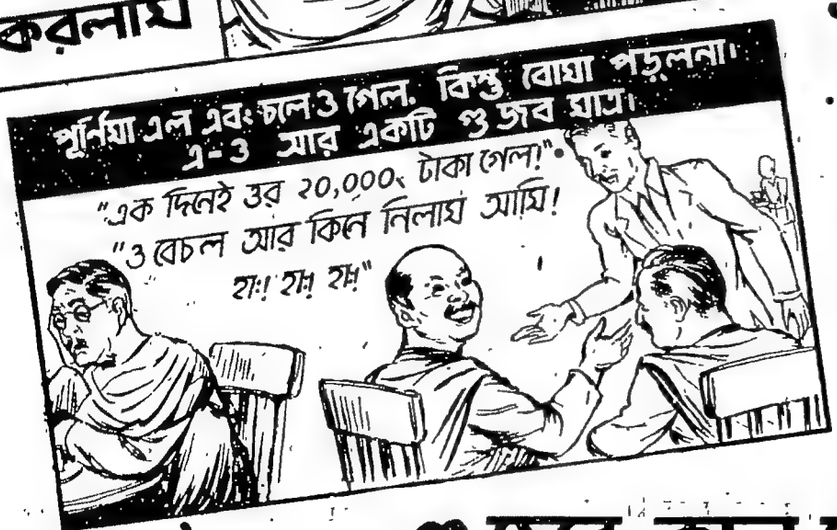

গুজবে কান দেবেন না

উড়ো খবরে এবং যে-গুজব আপনাকে বিপথগামী করে তা'তে কান দেবেন না—এসব রটিয়ে শত্রু আপনাকে ফাঁপরে ফেলতে চায়।

জাপানীরা আপনাকে যত বেশী আতঙ্ক-গ্রস্ত করতে পারবে, আপনাকে ও আপনার সম্পত্তি আয়ত্তে আনা তা'দের পক্ষে ততই সহজ হবে।

গুজবে কান দেবেন না

জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে তুলুন

P 24,093

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর বড়-বাজারে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটার মেদিনীপুর শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। উকীল শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দে সভা-পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে অক্টোবর দশহরা দিবসে নয়াদিল্লীতে ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নূতনগৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ এইরূপভাবে সংগঠিত হইয়াছে যাহাতে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই উক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ উপযোগী হইবে। যে সকল ব্যবসায়ী ইংরেজী ভাষা জানেন না, তাঁহারাও যাহাতে এই ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন ব্যাঙ্কটি সেরূপ পরিকল্পনা লইয়াও অগ্রসর হইয়াছে। ভারত ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হইতেছেন শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া।

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৮ই অক্টোবর তারিখ বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর এম-এল-এ মহোদয় এই উদ্বোধন উৎসবের পৌরোহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত নস্কর ও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

ভারত জুট মিলস লিঃ

ভারত জুট মিলস্ লিমিটেডের গত ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১৯৪২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬২৯ টাকা। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের হিসাবের জের ৪১৫৲ টাকা যোগ করিয়া মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। এই টাকা হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে ৭০ হাজার টাকা লভ্যাংশ প্রদান, সাধারণ মজুত তহবিলে ২০ হাজার টাকা ন্যস্ত করা ও পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে ৮১২৲ টাকা জের টানিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ১৯৪২ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৯৫ টাকা। মাইকা মাইনিং-এর ন্যায় একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই পরিমাণ বিশেষ আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ হাজার ৪৬৯ টাকা। এই টাকা হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ অংশীদারগণকে অর্ডিনারী শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

এসোসিয়েটেড কন্ট্রাক্টার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দেবরাজ মরদা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জয়নারায়ন শর্ম্মা। রেজি-ষ্টার্ড অফিস—৮৬ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা।

কিষাণগঞ্জ হার্ডওয়ার ষ্টোর্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এল তেহরাণী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

এসোসিয়েটেড মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ অব ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রকুমার গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ফিনান্সিয়ার্স ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ন্যাশনাল ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গুণেন্দ্রকুমার গুহ রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, কালীঘাট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

রাজেন্দ্র মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ উপেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পোঃ ভোজেশ্বর, জিঃ ফরিদপুর। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ভারতশ্রী ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম এম বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস ১৭০, মাণিকতলা রোড, কলিকাতা। অনুমো-দিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

সেঞ্চুরি ইঞ্জিনীয়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নির্ম্মলকুমার সরাওগি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ভ্যান্ডাস্তুর এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এফ পি ভ্যান্ডাস্তুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—লেস্‌লি হাউস, ১৯ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

এম্‌কো প্রোডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বটকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৬ সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা।

জয়পুর ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪৫, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা।

ভারত জুট ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ওঙ্করমল সাহালিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনেউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

চেম্বা পীক্ এষ্টেট্‌স্ লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **দি মাইশোর সুগার কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **বেঙ্গল পেপার মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪৩৲ টাকা। **বোকারো এণ্ড রামগড় লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **সেণ্ট্রাল কুরকেন্দ্ কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **দি খাটাউ ম্যাকাঞ্জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭৲ টাকা। **দি মাইশোর কেমিক্যালস্ এণ্ড ফার্টিলাইজার্স লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **গোকর্ণ মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **কেম্প এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং, উইভিং, এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর

পূজার ছুটির দুই সপ্তাহকাল পরে আবার আমরা কলিকাতার টাকার বাজারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে টাকার বাজারের অবস্থায় এমন কোন পরিবর্ত্তন সংগঠিত হয় নাই যাহাতে নূতন কিছু জানান যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, টাকার বাজার সেই 'যথাপূর্ব্বং'। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ আগের মতই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না।

বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্ব্বের ন্যায়। বাজারে মন্দার ভাব সুস্পষ্ট। পূজার ছুটির মধ্যে ও ছুটির পর এই পর্য্যন্ত যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বিনিময় বাজারে যৎসামান্য রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে মাত্র।

গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৸৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥৵৩ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ৩রা নবেম্বর বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং ২রা নবেম্বর তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৬ই নবেম্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২৩শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫১২ কোটি ৫১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৭ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩৩ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ৫১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৫১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার-সমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৯২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৯/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর

আলোচ্য সপ্তাহে শারদীয়া পূজা এবং ইদের ছুটীর পর কলিকাতার শেয়ার বাজার পুনরায় খুলিয়াছে। বাজার আরম্ভ হওয়ার দিক হইতে শেয়ারের কাজকারবারে কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। সোমবার দিন শেয়ার বাজারের বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দরও চড়িয়াছিল। কিন্তু ষ্ট্যালিনগ্রাড রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হওয়ার সংবাদে এবং চট্টগ্রাম ও উত্তর-পূর্ব্ব আসাম অঞ্চলের কয়েকটী বিমান ঘাটিতে শক্তিশালী জাপানী বিমানশ্রেণীর বোমা নিক্ষেপের ফলে শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে জাপানী বিমানহানার যে সংবাদ অদ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ কোনরূপ প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধের খবরাখবরের জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থার জন্য শেয়ার বাজারের ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষই কতকটা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

কোম্পানীর কাগজ

এসপ্তাহে এই বিভাগে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর দাঁড়াইয়াছে ৯৪৲ টাকা। মেয়াদী ঋণপত্র-সমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৸০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ১০০৲ টাকা। ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৲ টাকা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫সালের কাগজ ১০৯৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ১৯৪৯ সালের পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯৯৸০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের দরে স্থির ভাব লক্ষিত হয়। বেণারস কটন ৬॥৸০ আনা, এলগিন মিল ৪০৸০ আনা, কেশোরাম ১২॥০ আনা, মুইয়ের মিল ৩৩৩৲ টাকা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৭॥০ আনা এবং কাণপুর টেক্সটাইল ১২৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির বিশেষ কাজকারবার হয় নাই এবং ইহার দর অনেকটা পূর্ব্বের স্তরেই বলবৎ ছিল।

পাটকল

পাটকল শেয়ারের দর বাজার খোলার দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু বাজার বন্ধের দিকে ইহার শেয়ারের দরে কতকটা নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে। এল-বিয়ন ১৮৯৲ টাকা, হাওড়া ৫৪॥০ আনা, কামারহাটী ৪৮২৲ টাকা এবং এলায়েন্স ৩০০৲ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে বেচাকেনায় সপ্তাহের প্রথম দিকে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৪॥০ আনা এবং ২১॥০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা মন্দারভাব দেখা গিয়াছে। বলরামপুর ১২৸৵০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ১৫৸৵০ আনা, শ্রীমন্তীপুর ১৪৵০ আনা এবং বুলাণ্ড ৩৬৸৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান

এই বিভাগে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। বাণার-হাট ৪৫২৲ টাকা, চুনাভুতি ৪৭০৲ টাকা, হন্তপাড়া ৪১৫৲ টাকা, নিউসমনবাগ ২৮৷৷০ আনা, সেপয় ১২৷৷০ আনা এবং তুকভার ১৩৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ২৸০ আনা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৪৸৶০ আনা, বুরোয়া টীথার ১৮৷৷০ আনা, বরারি কোক ২৭৲ টাকা, বৃটানিয়া বিস্কুট ১১৸৶০ আনা এবং ইণ্ডিয়ান রাবার ২৫৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৬শে অক্টোবর—১০২৷০ ১০২৷৶০ ; ২৭শে—১০২৷৶০। ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২৬শে অঃ—১০০৶০ ১০০৷৶০ ; ২৮শে—১০০৶০ ১০০৷৴০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৬শে অঃ—৯৯৸০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৭শে অঃ—৯৪৸৶০ ৯৫৶০ ; ২৮শে—৯৪৸৶০ ৯৫৷০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৪৯) ২৭শে অঃ—৯৯৸০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৬শে অঃ—৯৩৸৶০ ৯৪৷৷০ ; ২৭শে—৯৩৸৶০ ৯৪৴০ ; ২৮শে—৯৩৸৶০ ৯৪৶০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২৬শে অঃ—১০৩৷৶০ ; ২৭শে—১০৩৶০ ; ২৮শে—১০৩৶০ ১০৩৷০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৬শে অঃ—১০২৴০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৬শে অঃ—১০৯৸৶০ ১১০৲ ; ২৭শে—১০৯৸৶০ ; ২৮শে—১০৯৸০ ১১০৲। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬শে অঃ—১০৯৶০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৬শে অক্টোবর—১৬০৫৲ ; ২৭শে —১৬০৮৲ ; (কল্টি) ২৬শে অঃ—৩৯০৲ ৩৯২৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৬শে অঃ—১০৩৲ ১০৩৷৷০ ; ২৭শে—১০২৲ ; ২৮শে—১০২৲ ১০৩৷৷০।

ইলেকট্রিক

বেরিলী ইলেকট্রিক ২৮শে অক্টোবর—১৫৲। বেণারস ইলিকট্রিক ২৮শে অঃ—১৪৸০ ১৫৷৶০। ভাগলপুর ইলেকট্রিক ২৭শে অঃ—১১৲ ১১৴০। পাটনা ইলেকট্রিক ২৮শে অঃ—১৬৷০ ১৬৷৶০। ইউ পি ইলেকট্রিক ২৮শে অঃ—১৯৫৲।

রেলপথ

বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে ২৬শে অক্টোবর—৮৭৷৷০। তেজপুর বালীপাড়া। ট্রামওয়ে (প্রেফ) ২৮শে অঃ—৫৬৲।

ডিবেঞ্চার

৩৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওড়া ব্রীজ ২৬শে অক্টোবর—৯৪৸৶০। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ডালমিয়া সিমেণ্ট ২৭শে অঃ—১০৪৶০। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৯-৪৮) সালের হুকুমচাঁদ জুট (দ্বিতীয় মর্ডগেজ) ২৮শে অঃ—১০২৲ ১০৩৷৷০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২৬শে অক্টোবর—২৯৲ ; ২৮শে—২৮৷০। বেঙ্গল ২৬শে অঃ—৩৮৫৲। ভালগোডা ২৬শে অঃ—৬৷০ ৬৷৶০ ; ২৭শে—৫৸৶০ ৬৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৬শে অঃ—১৮৲। বড় ধেমো ২৬শে অঃ—৬৷৵০ ; ২৭শে—৬৵০। বরাকর ২৬শে অঃ—১৩৶০। ধেমো মেইন ২৬শে অঃ—১২৸৶০। ইকুইটেবল ২৬শে অঃ—৩৪৷৷৶০। ঘুষিক এণ্ড মুন্সিয়া ২৮শে অঃ—৫৷৵০ ৫৷৷০। হরিলাদি ২৮শে অঃ—১২৸৶০ ১৩৲। লাকুরকা ২৮শে অঃ—১৩৶০। নাজীরা ২৬শে অঃ—৮৸০। নিউ বীরভূম ২৬শে অঃ—১৬৷৷০ ; ২৭শে—১৬৷০ ১৬৷৶০ ; (প্রেফ) ২৭শে অঃ—১৫৸০। পেঞ্চভেলী ২৭শে অঃ—৩৬৸০। রাণীগঞ্জ ২৬শে অঃ—২৭৷৷০ ২৭৷৷৶০ ; ২৮শে—২৭৶০ ২৭৵০। রেওয়া ২৬শে অঃ—২৭৸৵০ ২৮৲। সেণ্ড্রা ২৬শে অঃ—১৩৲। ইউনিয়ন ২৮শে অঃ—৩২৸৶০ ৩৩৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ২৬শে অক্টোবর—৩৲ ; ২৭শে—২৷৷৵০ ২৸০ ; ২৮শে —২৸০ ২৸৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ২৬শে অঃ—২৷৷০ ২৷৴০ ; ২৭শে—২৷৴০ ২৷৵০ ; ২৮শে—২৷৵০ ২৷৴০। কনসোলিউটেড টিন ২৭শে অঃ—১৷৷০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ২৬শে অক্টোবর—৫৸০ ৬৴০। বেণারস কটন ২৬শে অঃ—৬৷৷৵০। বেঙ্গল নাগপুর ২৮শে অঃ—২৬৷০ ২৬৸০। বাউরিয়া ২৬শে অঃ—৪৯৭৲ ৫০০৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২৬শে অঃ—১২৷৵০ ১২৷৷৴০ ; ২৭শে—১১৸৶০ ১২৷৵০ ; ২৮শে—১২৷৵০ ১২৷৷৵০। ডানবার ২৬শে অঃ—২৭৬৲ ; ২৭শে—২৫৯৲ ; ২৮শে—২৬০৲ ২৬২৷৷০। এলগিন মিলস ২৬শে অঃ—৩৯৷৷০ ৩৯৷৷৵০ ২৮শে—৩৯৷০ ৪০৲। কেশোরাম ২৬শে অঃ—১২৷৷৴০ ; ২৭শে—১২৴০ ; ২৮শে—১২৴০ ১২৶০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৬শে অঃ—৭৷৷৴০ ৭৸৵০ ; ২৭শে—৭৷৶০ ৭৸৵০ ; ২৮শে—৭৷৷০ ৭৷৷৵০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেকট্রিক ২৬শে অক্টোবর—১৬৷৵০ ১৭৷০ ; ২৮শে—১৫৸০ ১৬৷৵০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৬শে অঃ—১২৷০ ; ২৭শে—১২৵০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৬শে অঃ—১২৷৵০ ১২৷৷৵০ ; ২৮শে—১২৷০। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকসন ২৮শে অঃ—১০৷৷০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৬শে অঃ—৩৮৯৲ ৩৯১৲ ; ২৭শে—৩৮২৲ ৩৮৬৲ ; ২৮শে—৩৭৪৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৬শে অঃ—৩৪৷৷০ ৩৪৷৷৵০ ৩৪৷৷৶০ ৩৪৸০ ৩৪৸০ ; ২৭শে—৩১৷৷০ ৩১৷৷৶০ ৩১৸০ ৩২৷০ ৩২৷৷০ ৩২৷৷৶০ ৩২৸০ ; ২৮শে—৩২৲ ৩২৵০ ৩২৶০ ৩২৷০। ইণ্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাষ্টীং (অর্ডি) ২৭শে অঃ—৭৸০ ; ২৮শে—৭৷৵০ ; (ডেফার্ড) ২৬শে অঃ—২৸০ ২৸০ ; ২৭শে—২৸০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ২৮শে অঃ—৫৷৷০ ৫৷৷৶০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৮শে অঃ—১৩৵০। ষ্টীল করপোরেশন ২৬শে অঃ—২১৷০ ২১৷৷৵০ ; ২৭শে—২০৷৷০ ২১৲ ; ২৮শে—২০৸০ ২১৲ ; (প্রেফ) ২৬শে অঃ—১১৩৲ ; ২৭শে—১১২৷৷০। ষ্টীল প্রডাক্টস ২৬শে অঃ—৬৸০ ; ২৮শে—৬৷৵০ ৬৸০।

পাটকল

আদমজী ২৬শে অক্টোবর—২৬৸০ ; ২৭শে—২৫৷৷০ ২৬৷০ ; (প্রেফ) ২৮শে অঃ—১৪৩৲ ১৪৪৲। আগরপাড়া ২৬শে অঃ—২৩৷০ ; ২৭শে—২২৷৵০ ২৩৵০। এলবিয়ন (প্রেফ) ২৮শে অঃ—১৫১৲ ; (অর্ডি) ২৬শে—২০০৲ ২০১৲ ; ২৮শে—১৮৫৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ২৬শে অঃ—৩৬১৲ ৩৬৬৲ ; ২৭শে—৩৬০৲ ; ২৮শে—৩৫০৷৷০। এংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ২৬শে অঃ—১৭৫৲। অকল্যাণ্ড ২৮শে অঃ—১৭০৲। বালি ২৮শে অঃ—২৪৭৲ ২৪৮৲। বরানগর ২৮শে অঃ—৯৮৲। বেলভেডিয়র (প্রেফ) ২৬শে অঃ—১৫৭৲। বেঙ্গল ২৭শে অঃ—১৯৸০। বজবজ ২৬শে অঃ—৩৬৬৲ ৩৬৭৲ ; ২৮শে—৩৫৫৲। কেলিডনিয়ান ২৮শে অঃ—৩৭৮৲। চাঁপদানী ২৮শে অঃ—১৮৮৲। সেভিয়ট ২৮শে অঃ—১৮৫৲। ক্লাইভ ২৬শে অঃ—২৬৷০ ; ২৭শে—২৪৷৷৵০

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আশাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

২৫৷৵০ ; ২৮শে—২৪৸০। ডালহৌসী ২৬শে অঃ—২২২৲ ; ২৭শে—২২৬৲ ; ২৮শে—২২২৲। ডেলটা ২৬শে অঃ—৪৩৮৲। গ্যাঞ্জেস ২৬শে অঃ—৩২৮৲ ; ২৮শে—৩১২৲। হুগলী (প্রেফ) ২৭শে অঃ—১৯৲ ১৯৵০ ; (অর্ডি) ২৮শে অঃ—৬৫৸০। হাওড়া ২৬শে অঃ—৫৭৲ ৫৭৷০ ; ২৭শে—৫৫৲ ৫৫৷০ ; ২৮শে—৫৫৲ ৫৫৷৵০। হুকুমচাঁদ ২৮শে অঃ—১৬৷৵০ ১৬৷৵০ ; (প্রেফ) ২৭শে অঃ—১৪৪৷৷০। ইণ্ডিয়া ২৬শে অঃ—৪১৫৲ ; ২৭শে—৩৯৯৲ ৪১৩৷৷০ ; ২৮শে—৪০২৲ ৪০৫৲। কামারহাটী ২৬শে অঃ—৫০০৲ ; ২৭শে—৪৮০৲ ৪৮৩৲। কাকনাড়া ২৬শে অঃ—৪০৩৲ ৪০৮৲। মেঘনা ২৬শে অঃ—৬৩৲। নৈহাটী ২৬শে অঃ—২২৪৲ ২২৭৲ ; ২৮শে—২২৮৲। নস্করপাড়া ২৭শে অঃ—১৯৷৵০ ১৯৷৵০ ; ২৮শে—১৯৷৶০। ন্যাশনাল ২৬শে অঃ—২৪৸০ ২৪৸৶০ ; ২৭শে—২৩৸০ ২৪৷০ ; ২৮শে—২৪৲ ২৪৵০। নেলিমার্লা ২৭শে অঃ—১৩৷৷০। নিউসেণ্ট্রাল ২৮শে অঃ—৩০০৲। নদীয়া ২৬শে অঃ—৬৯৷৷০ ৭০৸০ ; ২৭শে—৬৮৲ ৭০৷৷০। ওরিয়েণ্ট ২৬শে অঃ—১৮৫৲ ১৮৬৲ ; ২৮শে—১৮৩৲। প্রেসিডেন্সী ২৭শে অঃ—৫৸০ ৬৷৵০ ; ২৮শে—৫৷৷০। রামেশ্বর ২৬শে অঃ—১১৷৷০ ১১৷৷৵০ ; ২৭শে—১১৵০ ১১৷০ ; ২৮শে—১১৲ ১১৵০। রিলায়েন্স ২৭শে অঃ—৫৫৸০ ৫৬৲ ; (প্রফ) ২৭শে অঃ—১৫২৲। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ২৬শে অঃ—১৫৸০ ; ২৭শে—১৫৲। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৬শে অঃ—২১৭৲ ২১৯৲ ; ২৭শে—২২১৲ ; ২৮শে—২০৫৲। ইউনিয়ন ২৬শে অঃ—৩২২৲ ৩২৪৲ ; ২৮শে—৩০৫৲।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২৭শে অক্টোবর—১৬৩৲ ; ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৬শে অঃ—১৬৬৲ ১৬৭৷৷০ ; ২৭শে—১৬২৲ ১৬৩৲ ; ২৮শে—১৬১৲ ১৬৪৲। মহীশূর পেপার ২৬শে অঃ—২০৷৷৵০ ২০৸৵০। ওরিয়েণ্ট পেপার ২৬শে অঃ—২২৷৷৵০ ২২৸০ ; ২৮শে—২২৸০ ২২৸৵০। শ্রীগোপাল পেপার ২৬শে অঃ—২০৷০ ২০৷৶০ ; ২৭শে—২০৵০ ; ২৮শে ২০৷০। ষ্টার পেপার ২৬শে অঃ—১৮৷৷৶০ ১৯৲ ; ২৮শে—১৮৷৷৵০ ১৮৸০। টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ২৬শে অঃ—২১৷৷০ ২১৷৷৶০ ; ২৭শে—২১৲ ২১৷৷৵০ ; ২৮শে—২১৵০ ২১৷০।

চিনিরকল

বলরামপুর ২৬শে অক্টোবর—১৪৷৷০। বুলাও ২৭শে অঃ—৩৪৷৷৵০ ৩৪৷৷৶০। কেরু এণ্ড কোং ২৬শে অঃ—১৬৷৵০ ১৬৷৷৵০ ; ২৮শে—১৫৷৷৵০ ১৬৲। চম্পারণ ২৬শে অঃ—২৬৷৷০ ২৬৸০। দারভাঙ্গাসুগার ২৭শে অঃ—১৮৷০। গোয়ালিয়র ২৭শে অঃ—১৬৩৷৷০। মারীক্রয়ারী ২৬শে অঃ—১৯৷৷০। নিউ সাভান ২৬শে অঃ—২৫৵০। পাঞ্জাব সুগার ২৬শে অঃ—৩৩৬৲ ৩৩৭৲। প্রতাপপুর ২৭শে অঃ—১৪৵০। রামনগর কেন ২৮শে অঃ—১১৷৵০। রাজা ২৮শে অঃ—৩৭৷৷৵০। সমস্তীপুর ২৬শে অঃ—১৪৸০ ; ২৮শে—১৪৶০।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৬শে অক্টোবর—১৩৲ ; (ডেফার্ড) ২৬শে অক্টোবর—৩৷৵০ ৩৷৷০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৭শে অক্টোবর—১৬৵০ ১৬৷০ ; ২৮শে—১৬৵০ ; (ডেফার্ড) ২৭শে অক্টোবর—৩৷৷০ ৩৸০ ; ২৮শে—৩৸৵০। রিলায়েন্স ফায়ার ব্রিক্স ২৬শে অক্টোবর—১৩৲ ১৩৷৵০ ; ২৮শে—১৩৶০ ১৩৷০।

বিবিধ

এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অর্ডি) ২৬শে অক্টোবর—১২৵০ ; ২৮শে—১২৲। বরারি কোক ২৭শে অক্টোবর—২৬৸০ ২৭৷৵০ ; ২৮শে—২৬৸৶০ ২৭৲। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২৬শে অক্টোবর—৮৬৲ ; ২৮শে—৮৩৲। মেদিনীপুর জমিদারী ২৬শে অক্টোবর—৭৬৲ ৭৭৷৷০ ; ২৭শে—৭৪৲ ৭৫৲ ; ২৮শে—৭৩৷৷০ ৭৪৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবার প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। মিল মালিকগণ পাট ক্রয়ের বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন। কলিকাতায় যে পরিমাণ পাট সরবরাহ হইতেছে তাহাতে মিলওয়ালাদের চাহিদা মিটিবে না। তবে গত সপ্তাহ হইতে মফঃস্বল হইতে পাট রপ্তানীর পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে। যানবাহন সমস্যা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের আশ্বাস বাজারে কিছুটা ভরসার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে চড়তির ভাব দেখা যায়। বিক্রেতা মহল হুঁসিয়ার থাকায় মিলওয়ালারা দর কষাকষিতে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া বিক্রেতাদের দরেই পাট ক্রয় করিতেছেন। ইউরোপীয়ান বটম ৭৷৷০

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

নগদ টাকার পরিবর্ত্তে কণ্ট্রাক্টার, সাপ্লায়ার এবং ক্লিয়ারিং এজেণ্ট্‌রা আমাদের দেওয়া 'গ্যারাণ্টি পত্র' জমা রাখতে পারেন এবং তা 'ইণ্ডিয়ান্ কাষ্টম' ও 'টাটা'র দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে।

হারাণো শেয়ার স্লিপ্, ইন্সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদি আবার 'ইস্যু' করার জন্য 'ইন্‌ডেম্‌নিটি বণ্ড' দেওয়া হয়।

বিভিন্ন বন্দরে ও জাহাজ ঘাটে মাল চালান ও খালাস করা হয়।

ভারতের মধ্যে ৬০টি ব্রাঞ্চ অফিস মারফৎ অত্যন্ত অল্প পারিশ্রমিকে বিল, চেক, হুণ্ডি এবং ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম্ আদায় করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থার জন্য বিশেষ দর পাওয়া যায়।

কোলিয়ারি, চা-বাগান, কল-কারখানা প্রভৃতিতে যৎসামান্য কমিশনে নিয়মিতভাবে খুচরা ও রেজ্‌কি সরবরাহ করা হয়।

অনুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল, টি-কোটা এবং ইন্সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদির পরিবর্ত্তে টাকা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—**এইচ্ দত্ত**

হেড অফিস : ১৫ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৫১৩০ (৫ লাইন) টেলিগ্রাম : 'ওয়ারপ্‌স্' কলিকাতা

প্রগতিশীল ভারতীয় শেডিউলড্ ব্যাঙ্ক

CBK 13

আনা এবং ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট মিডল ও বটম যথাক্রমে ৮।০ আনা ও ৬৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইতেছে। পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে পূজার ছুটি ও রেলওয়ে প্রভৃতি যানবাহন বিভ্রাটের ফলে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু শেষের দিকে থলে ও চটের দরে, বিশেষ করিয়া চটের দরে স্পষ্ট চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। গতকল্য ৯নং পোর্টার নগদ ১৪৸৵০ আনা, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৫৲ টাকা ও জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৫৲ টাকা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮৸৵০ আনা, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৲ টাকা ও জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর।

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। দুর্গা পূজা ও ঈদ উপলক্ষ্যে যাহা কিছু কাজকারবার হইবার তাহা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। সরবরাহ না থাকায় পূজার পূর্ব্বেই কাপড়ের দর বৃদ্ধি পাইতেছিল। বর্ত্তমানেও মজুত মাল না থাকায় বস্ত্রের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাজারে ক্রয়বিক্রয় বিশেষ কিছু নাই বলিয়া কাপড়ের দরে কোনপ্রকার অবনতি ঘটে নাই। সরবরাহ বিভ্রাটই ইহার কারণ, রাজনৈতিক আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত বিপর্য্যয়ের ফলে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কলকারখানার বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে, মূল্য বৃদ্ধির ইহাও একটি কারণ। বাজারে এখনও 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' দেখা দেয় নাই। কবে যে উহা দেখা দিবে তাহা অতীতের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া কেহই ভরসার সহিত বলিতে পারেন না। শোনা যায়, কোন কোন ব্যবসায়ী মহল 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের' নমুনা পরীক্ষা করিয়া উহা সন্তোষজনক নহে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর।

বোম্বাইয়ের সোণার বাজার এখনও বন্ধ রহিয়াছে। কলিকাতার সোণার বাজারে বিশেষ কাজকারবার হয় নাই। বাজারে সোণা আমদানীর পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। সোণার দর উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬০৲ টাকা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৫৯৸৵০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৪৸৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে রূপার দর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি একশত তোলা রূপার দর ১০৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৯৪৩ সালের ১লা মে'র মধ্যে ভারত সরকার পঞ্চম জর্জ্জ এবং ষষ্ঠ জর্জ্জ নামাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা এবং আধুলি বাজার হইতে উঠাইয়া লইবার সিদ্ধান্ত করায় অনেকের মনে ধারণা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের মজুদ রূপার পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে রূপা আমদানী করা অসুবিধাজনক হওয়ায় এবং অন্যান্য দেশেও রূপার দর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ভারতে রূপার দর আরও বাড়িবে। এইজন্য রূপার দর অস্বাভাবিক রূপ চড়িয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৩৲ টাকা ও খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৩।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৩½ পেন্স এবং ৩৪¾ সেণ্ট।

চায়ের বাজার

কলিকাতা ৩০শে অক্টোবর।

গত ২৭শে এবং ২৮শে অক্টোবর চায়ের ২১নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগে চায়ের দর বেশ তেজী ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের মূল্যই উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভাঙ্গা 'টিপি' চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ।৵০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল এবং মাঝারি সাধারণ ধরণের ভাঙ্গা চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি ।০ আনা হইতে ।৵০ প্রতি উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পাতা চায়ের দর বাড়িয়াছিল পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত এবং 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর ৵০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। সবুজ চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাজার আরম্ভ হওয়ার দিক হইতেই গুঁড়া চায়ের জন্য বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং ইহার দরও পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল; কিন্তু বাজার বন্ধ হইবার দিকে ইহার দর পাউণ্ড প্রতি /৬ পাই পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের জন্য চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং ইহার দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ৵০ আনা। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে কলিকাতার বাজারে ২৬ তারিখের কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে দরের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কৃষিজাতপণ্যাদি—গম (চান্দোসী) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৷৷০; বিশেষ শ্রেণীর 'আগমার্ক' আটা প্রতি মণ—৮৸০; 'আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ ৮৷৷০; বাকতুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৸০; পাটনাই ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৪৲; মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) ৩৷৷৵০; পাটনাই চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৭।০; মোটা চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৸০; সাধারণ শ্রেণীর পরিষ্কার তেল (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) —২০৷৷০; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৭৮৲ টাকা হইতে ৯৮৲ টাকা; 'আগমার্ক' ঘি প্রতি মণ ৯১৲; ১নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১৩৷৷০ আনা হইতে ১৩৸০; ২নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১৩।০; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৪ সের; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী ১৷৷৵০; (খ) শ্রেণী —১৵০; (গ) শ্রেণী—১৲; (ঘ) শ্রেণী—৸৵০; সাধারণ শ্রেণী—১৲; হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি সাধারণ শ্রেণী—৸৵০; শিলংএর আলু প্রতি মণ—১১।৵০; মাদ্রাজী আলু প্রতি মণ—১৩৸০; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—২০৲; রোহিত মাছ প্রতি মণ—২৫৲; চিংড়ি মাছ প্রতি মণ—২২৲; সবরী কলা প্রতি ডজন—।৵০; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৵০; কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায়—১২টী, মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়—৬টী; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়—২৫টি; মাদ্রাজী কমলা লেবু প্রতি টাকায়—১৬টী; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি—১৫৲ টাকা।

গবাদি পশুর দর—দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১৭০৲; দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১১০৲; দিন ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—২৭৫৲; দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—২১০৲।

(পাটচাষীদের সরকারী ঋণদান নীতি)

আমাদের মতে যাহাতে চাষীদের স্থায়ী ভাবে আর্থিক উন্নতি বিধান করা যায় এবং তাহাদের যথাযথভাবে সাহায্য করা হয় তজ্জন্য একটী সুসংহত গঠনমূলক পরিকল্পনা বাঙ্গলা সরকারের গ্রহণ করা উচিত। সাময়িক ভাবে কোনরূপ উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্মপন্থা দ্বারা চাষীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা ফলপ্রদ হইবে না। বর্ত্তমানে পাটচাষীদের যে ঋণ-প্রদান মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা দ্বারা বিভিন্ন পাটচাষের কেন্দ্রে নূতন গুদাম প্রস্তুত করা উচিত ছিল। এই সকল গুদামে পাটচাষীরা তাহাদের পাট মজুত রাখিতে পারিত এবং পাটের দর বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত পাট ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। চাষীদের প্রয়োজনমত তাহাদের মজুদ মালের রসিদ ব্যাঙ্কসমূহের নিকট জমা রাখিয়া আবশ্যকীয় ঋণ গ্রহণ করিতেও পারিত। এই উপায়ে চাষীরা তাহাদের পাট সুদিনের আশায় বিক্রয় করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে সক্ষম হইত এবং পাটের ন্যায্য মূল্য লাভ করিয়া ব্যাঙ্কের দেনা যথাসময়ে শোধ করিতে পারিত। যদি স্থায়ী ভাবে উপরোক্ত সুসংযত পন্থা অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সাময়িক ঋণদান চাষীদের কোনরূপ প্রকৃত কাজে আসিবে কিনা সে সম্বন্ধে আমরা সন্দেহের ভাব পোষণ করি। বাঙ্গলা দেশে পাট শিল্পকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন এবং পাটের বাজারকে সুসংহত করিতে হইবে। ১৯৩৯ সালের ২৫শে জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত "পাটচাষীদের জন্য ব্যাঙ্কের সুবিধা দান" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি এই সকল সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি পুনরায় বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আমার প্রবন্ধের প্রস্তাবগুলির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২ কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ৯ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ২৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৫১-৪৫৩	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৫৮-৪৬৩
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৪৫৪	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৪৬৪
১৯৪০ সালে ভারতের বীমাব্যবসায় (২)	৪৫৫	বাজারের হালচাল	৪৬৫-৪৬৮
বাংলার চাষীর সমস্যা সমাধানের উপায়	৪৫৬-৫৭		

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্বশান্তি বনাম সাম্রাজ্যবাদ

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ ও তাহার পটভূমিকায় আজ জগতে জনমুক্তি ও গণ-স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে। সঙ্কটে পড়িয়া বৃটিশ রাজনীতিকেরাও আজ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারের সঙ্কল্প আওড়াইতেছেন। কিন্তু এই সব সঙ্কল্পের পিছনে প্রকৃত উদারতা ও আন্তরিকতার যে খুবই অভাব রহিয়াছে এবং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্বশান্তির জন্য যে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে একপদও অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহেন, অনেক বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞের বেসামাল উক্তির ভিতর দিয়া তাহা বারবারই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এণ্টনি ইডেন স্কটিশ ইউনিয়নিষ্ট কনফারেন্সে সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, এবিষয়ে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ ইডেন বলিয়াছেন, দুনিয়ার বুকে বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজ জাতি আজ যে শক্তি ও মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে, দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যতেও সে শক্তি ও মর্য্যাদা তাঁহাদিগকে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। জার্ম্মানীর দুর্নিবার সাম্রাজ্য লালসা জগতের সমক্ষে একটা চিরন্তন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত একশত বৎসরের ভিতর জর্ম্মানী তাহার সামরিক বাহিনী নিয়া পাঁচ-বার দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছে। এবারকার নূতন অভিযানে জার্ম্মানী পদানত হইলে ভবিষ্যতেও হয়ত এমন করিয়াই পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে; সুযোগ পাইলে অন্যান্য দেশ ও পররাজ্য অধিকারের স্বপ্ন দেখিবে। দিগ্বিজয়ের এই অহমিকা ও পরস্বাপহরণের এই অনিষ্টকর রীতি বরাবরের জন্য প্রতিহত রাখিতে হইলে কি বর্ত্তমানে কি ভবিষ্যতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও মর্য্যাদা সমভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক। কাজেই দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ইংরেজ জাতিকে সবলে তাঁহার সাম্রাজ্য আকড়াইয়া থাকিতে হইবে এবং নিজেদের শাসন ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে সেই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করিতে হইবে।

এই যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির সময়োচিত পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে মনে করিয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে পরাধীন জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পথ মুক্ত হইবে বলিয়া যাঁহারা আশায় দিন গণিতেছেন, মিঃ ইডেনের উক্তিতে তাঁহাদের চোখ ফুটিবে সন্দেহ নাই। কেবল পরাধীন জাতিগুলির স্থায়ী বন্ধন-দশার কথা ভাবিয়া নহে, এই উক্তিতে যুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কেও নিরাশার কারণ দেখা দিবে। মিঃ ইডেন বলিয়াছেন, দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যতে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদকে শক্তি ও মর্য্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও দৃঢ়তা বর্ত্তমানে যেস্থলে দুনিয়ার শান্তি রক্ষায় সমর্থ হয় নাই, ভবিষ্যতে উহা কি করিয়া দুনিয়ার অশান্তি দূর করিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অবস্থার গতি দেখিয়া বরং আমরা এবিষয়ে অন্যরূপ ধারণা পোষণ করিতেই বাধ্য হইতেছি। পৃথিবীর কতিপয় অনুন্নত দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত করিয়া ইংরাজ জাতি তাহাদিগকে স্বেচ্ছামত শোষণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের এই পরস্বলোলুপতা জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপান প্রভৃতি দেশের যথেষ্ট ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী একাধিপত্য খর্ব্ব করিয়া কিভাবে দুর্ব্বল ও অনুন্নত দেশসমূহের প্রাকৃতিক ধন সম্পদ নিজেদের কাজে লাগান যায় উহারা সর্ব্বদা সে

বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। ফলে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম ও সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া দুনিয়ায় নিদারুণ অশান্তি সৃষ্টি হইতেছে। কাজেই জগতে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করিতে হইলে ইংরাজ জাতিকে আজ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করিতে হইবে। সেই স্বার্থ-ত্যাগে প্রস্তুত না হইয়া বৃটিশ রাজনীতিকেরা যেভাবে বিভিন্ন দেশের উপর ভবিষ্যতেও তাঁহাদের আধিপত্য কায়েমী রাখার স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহাতে জগতে স্থায়ী শান্তির আশা এখনও সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়।

বাঙ্গলায় ধানচালের সমস্যা

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে এবৎসরের আমন ও আউস ধান সম্পর্কে সম্প্রতি যে প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। কিছুকাল যাবৎ বাঙ্গলা দেশে চাউলের বেশী রকম অভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। উহার দাম অত্যধিক চড়িয়া উঠায় দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে অসহনীয় দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। আশা করা যাইতেছিল বর্ত্তমান অবস্থায় দেশে বেশী করিয়া আউস ও আমন ধানের চাষ হইবে, আর তাহার ফলে ধান চাউলের যোগান বাড়িয়া উহাদের মূল্যও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নামিয়া আসিবে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রীরা এইরূপ ভরসা দিয়াই এতদিন জনসাধারণকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলার জনসাধারণকে আর দুইটি মাস কোনমতে সবুর করিয়া থাকিতে হইবে—তারপর হৈমন্তিক ধান্য বাজারে উঠিলে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার তেমন কোন কারণ থাকিবে না। আমাদের ধারণা হইয়াছিল আগামী ফসল সম্পর্কে ভালরূপ খোঁজখবর লইয়া এবং অন্যবারের তুলনায় এবার প্রকৃতপক্ষে বেশী ধান উৎপন্ন হইবে জানিয়াই গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ঐ ধরণের আশ্বাস দেওয়া হইতেছে। কিন্তু আউস ও আমন ধান সম্পর্কে সরকারী প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ দেখিয়া অবস্থার গতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। গত বৎসর বাঙ্গলায় ১কোটি ৬৯লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে স্বাভাবিক সময়ের অনুপাতে গতবার এপ্রদেশে শতকরা ৯৬ ভাগ ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। এবারকার ফসল সম্পর্কে প্রাথমিক সরকারী পূর্ব্বাভাষ দেখিয়া জানা যায়, গত বৎসরের ১ কোটি ৬৯ লক্ষ একর জমির স্থলে এবার মাত্র ১ কোটি ৬১ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে, আর তাহাতে স্বাভাবিক ফসলের অনুপাতে এবার মাত্র ৭৮ ভাগ ফসল উৎপন্ন হওয়ার আশা আছে। দেশে আউস ধানের উৎপাদনও এবার সন্তোষজনক হয় নাই বলিয়া জানানো হইয়াছে। গত বৎসর স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বাঙ্গলায় যেস্থলে শতকরা ৮৪ভাগ আউস ধান উৎপন্ন হইয়াছিল এবার সেস্থলে শতকরা মাত্র ৬৭ ভাগ আউস ধান জন্মিয়াছে বলিয়া সরকারী পূর্ব্বাভাষে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় ধানের চাষ ও উৎপাদন এইরূপ কম হওয়ার সংবাদে ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া স্বভাবতঃই আমরা খুব শঙ্কিত হইতেছি। গত বৎসর এবারের তুলনায় বেশী পরিমাণে আউস ও আমন ধান উৎপন্ন হওয়াতেও দেশে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা গিয়াছিল। এবার চাউলের উৎপাদন কম হওয়ার ফলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। এদেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার কিছুকাল পূর্ব্বে একটা আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে আড়ম্বর সহকারে ঢাক ঢোল পিটানো ছাড়া এবং বক্তৃতা ও বিবৃতিতে সরকারী শুভ-সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা ছাড়া আসল কাজ মোটেই অগ্রবর্ত্তী হয় নাই। অথচ এবার এপ্রদেশে চাউলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে মনে করিয়া বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশের উদ্বৃত্ত চাউল দ্বারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ও সিংহলের অভাব মোচন করিবার সঙ্কল্প পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বাক্যাড়ম্বরের সহিত কাজের যোগ যেখানে অল্প সেখানে এরচেয়ে আর কি পরিণতি আশা করা যাইতে পারে! বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাঙ্গলা সরকারের কর্ত্তব্য এপ্রদেশ হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং বাঙ্গলার উৎপন্ন চাউল এপ্রদেশেরই বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী সুবণ্টনের ব্যবস্থা করা। এইরূপ কার্য্যধারা অবলম্বিত হইলে বর্ত্তমান দুরবস্থার ভিতর লোকের কষ্ট লাঘবের কতকটা উপায় হইতে পারে। নতুবা ভবিষ্যতে হয়ত দুঃখ-গ্লানির আর কোন সীমা থাকিবে না।

যুদ্ধকালীন দেনা পাওনা ও তাহার পরিণতি

প্রকাশ, ইজারা ও ঋণদান আইন অনুযায়ী ইংলণ্ডে মাল প্রেরণ করিয়া গত আগষ্ট পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের ৬৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার পাওনা দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের গুরুতর পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে সামরিক মাল না আনিয়া পারিতেছেন না বটে, কিন্তু দেনা পাওনার এই বহর দেখিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডবাসীরা এখন আর উপযুক্ত পরিমাণ শিল্পপণ্য তৈয়ার করিয়া বাহিরে চালান দিতে পারিতেছে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ বিভিন্ন স্থানের হাটবাজার দখল করিয়া বসার সঙ্গে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বরাবরের জন্য খর্ব্ব হইয়া পড়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। অপর দিকে নানা শ্রেণীর দাদনে দেশ বিদেশে ইংলণ্ডের যে সম্পত্তি নিয়োজিত ছিল সামরিক মালপত্র কিনিতে গিয়া যুদ্ধের প্রথম দিকেই তাহা অনেক পরিমাণে খোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৬৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার পাওনা মিটাইয়া দেওয়া ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের পক্ষে খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বেগতিক দেখিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা এই দেনা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এখন হইতেই কান্নাকাটি সুরু করিয়াছে। ওয়াশিংটনস্থিত বৃটিশ সাপ্লাই মিশনের ডিরেক্টর স্যার ওয়াল্টার ভেনিং-এর মারফতে ঋণ মোচনের সহজ উপায় হিসাবে একটি প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট সমীপে ইতিমধ্যে পেশ করা হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে। প্রকাশ, এই প্রস্তাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এখন হইতে এরূপ একটা নীতি মানিয়া লওয়ার দাবী করিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে এক মিত্রপক্ষীয় দেশের নিকট অন্য মিত্রপক্ষীয় দেশের কোন পাওনা দাঁড়াইলে যুদ্ধের শেষে তাহা একেবারে মকুব করিয়া দিতে হইবে। এই নীতি অনুসারে ইজারা ও ঋণদান আইনের হিসাবে ইংলণ্ডের নিকট যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় পাওনা নাকচ করিয়া দেওয়ার কথাও বলা হইয়াছে। এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ মর্গেনথো গত ১৭ই অক্টোবর লণ্ডনে আসিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। মিঃ মর্গেনথোর আলাপ আলোচনার পর এই প্রস্তাবের কি পরিণতি দাঁড়াইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। তবে অবস্থার গতি দেখিয়া যতদূর মনে হইতেছে ইংলণ্ডের কান্নাকাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশের প্রতি সহানুভূতিশীল না হইয়া পারিবেন না,

আর শেষ পর্য্যন্ত সামরিক মালপত্রজনিত পাওনা সমস্তই মুকুব করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিয়া শেষে তাহা পরিশোধ সম্পর্কে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উহাতে যুদ্ধোত্তর কালে নানা দিক দিয়া জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। এবার যুদ্ধজনিত দেনা-পাওনা সম্পর্কে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই একটা মীমাংসার কথা উঠিয়াছে। ইহা সে তুলনায় মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। কেননা যুদ্ধকালীন দেনা-পাওনা নিয়া যুদ্ধোত্তরকালে জগতের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের কাজ কোন দিক দিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

কিন্তু যুদ্ধের পর মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের পারস্পরিক দেনা পাওনা মুকুব করিয়া দেওয়ার যে কথা উঠিয়াছে, তাহাতে ভারতের স্বার্থ হানির সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা যথেষ্ট শঙ্কিত হইতেছি। যুদ্ধের প্রথম হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্ডার অনুযায়ী এদেশ হইতে তাঁহাদিগকে বিস্তর মাল সরবরাহ করিয়া চলিয়াছেন। এই সব মাল সরবরাহ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের যথেষ্ট পাওনা দাঁড়াইতেছে। অন্য নানাদিক দিয়াও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের বিস্তর পাওনা সঞ্চিত হইতেছে। ঋণ মুকুব করিয়া দেওয়ার উপরোক্ত নীতি কার্য্যতঃ গৃহীত হইলে ভবিষ্যতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই শ্রেণীর পাওনা আদায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিরাট ঐশ্বর্য্যশালী দেশ। ইংলণ্ডে সামরিক মালপত্র সরবরাহ করিয়া ঐ দেশের নিকট যুক্তরাষ্ট্রের যে পাওনা দাঁড়াইয়াছে, উহা মুকুব করিয়া দিলে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের পক্ষে সে ক্ষতি হয়ত মোটেই কিছু মারাত্মক হইবে না। কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে এইভাবে পাওনা টাকা মুকুব করিয়া দিতে গেলে এদেশবাসীর স্বার্থের দিক দিয়া তাহা খুবই শোচনীয় হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। সেই ক্ষতির কথা ভাবিয়া উপরোক্ত শ্রেণীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এদেশ হইতে প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন।

রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতির পরিকল্পনা

নানাদিক দিয়া ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রসারিত করিবার জন্য সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য অনুযায়ী এদেশের রপ্তানী বাণিজ্যকে পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া তোলার কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। রপ্তানী বাণিজ্য যেটুক প্রসারিত হইয়াছিল, নানা প্রতিকূল অবস্থার চাপে এক্ষণে তাহা বজায় রাখাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ১৮৮৪ সালে ভারতবর্ষ বিদেশে ৫০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছিল। রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া ১৯০০ সালে ১৭০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। ১৯২৪ সালে তাহা সর্ব্বোচ্চে ৩৫০ কোটি টাকায় পৌঁছে। তাহার পর নানারূপ মন্দার ফলে ঐ বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে এবং ১৯৩৪ সালে তাহা ১৫০ কোটির স্তরে পর্য্যবসিত হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় পুনরায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের কতকটা উন্নতি দেখা যায়। ফলে ১৯৪১-৪২ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ কিছু বাড়িয়া ২৫২ কোটি টাকায় উঠে। কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধের ঘনঘটা সুরু হওয়ার সঙ্গে বর্ত্তমানে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য আবার শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের রপ্তানী-যোগ্য পণ্য বাহিরে চালান করা বর্ত্তমানে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ দেখা যাইতেছে। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের এই অধোগতি ও তাহার শোচনীয় পরিণাম হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে বিদেশের হাট বাজার সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা অনুযায়ী রপ্তানী বৃদ্ধির সুপরিকল্পিত চেষ্টা প্রয়োজন। আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, ঐ প্রকারের চেষ্টা যত্ন নিয়োগের সঙ্কল্প নিয়াই উপরোক্ত ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনটি স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ভারতীয় পণ্যের অনেক বড় খরিদ্দারের সহিত এদেশের বাণিজ্য সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। ফলে এই ক্ষতি পূরণ করিয়া ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের আয়তন বজায় রাখার সমস্যা এক্ষণে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সুবিধামূলক ভাবে পণ্য আদান প্রদানের ভিত্তিতে মিত্র পক্ষীয় দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য চুক্তির ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ এস জি সাঁ উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সহিত সংযোগ রাখিয়া সেরূপ চেষ্টা চালাইবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা সকল দিক দিয়াই ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

যুদ্ধের চাপে পড়িয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক রাজনীতিবিদ ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প আওড়াইতেছেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় যুদ্ধোত্তরকালে আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে নানারূপ সুব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া ভরসা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু মিঃ সা এই সব পেশাদারী রাজনীতিবিদের কথায় মোটেই আশ্বস্ত নহেন। জাতিগত সুযোগ সুবিধার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া উহাদের সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত বেশী দূর অগ্রসর হইবে না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। অন্যান্য দেশের স্বার্থপর প্রতিযোগিতার সমক্ষে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষকে যেভাবে স্বকীয় বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ দেখিতে হইতেছে মিঃ সার মতে ভবিষ্যতেও তেমনইভাবে তাহাকে বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। মিঃ সার এই ধারণা আমরা খুবই সমীচীন বলিয়া মনে করি। নবস্থাপিত ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের মারফতে বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে সে অনুযায়ী সুপরিকল্পিত চেষ্টা হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

ভারত সরকারের রৌপ্যনীতি

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে রূপার বেশী রকম দাবী-দাওয়া দেখা গিয়াছে। কিন্তু চড়া দর দিয়াও চাহিদা অনুযায়ী রূপা মিলিতেছে না। অথচ এইরূপ অবস্থায়ও ভারত সরকার লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স এক শিলিং সাড়ে এগার পেনী দরে রূপা বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন। এত কম দরে লণ্ডনের বাজারে এইভাবে রূপা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার কি সার্থকতা আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এইরূপ কার্য্যধারা লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলেও যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স কিছুকাল পূর্ব্বে ভারত সরকারের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া লণ্ডনের বাজারে রূপার দর স্থির করিবার আসল কর্ত্তা কে তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তদুত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট পরস্পর পরামর্শ করিয়াই লণ্ডনে ভারতীয় রূপার দর স্থির করিয়া থাকেন। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনরায় ভারত সরকার সমীপে এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় রূপা বিক্রয় ও উহার দর নির্ণয় সম্পর্কে ভারত সরকারের পক্ষে বৃটিশ সরকারের সহিত পরামর্শ করিতে যাওয়া ও তাঁহাদের স্বার্থ নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। সকল ব্যাপারে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার বিসর্জ্জন দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হুকুমনামা মানিতে গিয়া তাঁহারা নানাভাবে ভারতের স্বার্থ পদদলিত করিয়া চলিয়াছেন। রূপা বিক্রয়ের ব্যাপারেও তাহাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। দুনিয়ার হাট বাজারে রূপার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বর্ত্তমানে শতকরা ৩০ ভাগ বেশী দরে রূপা ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেক্সিকো দেশের উৎপন্ন যে রৌপ্য বিক্রিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তজ্জন্যও ঐ প্রকার বেশী মূল্যই দিয়া থাকেন। অথচ রূপার বাজার চড়া থাকা সত্ত্বেও লণ্ডনে ভারতের রূপা বিক্রয় করিয়া ন্যায্য মূল্য আদায়ের কোন ব্যবস্থা নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী ভারতীয় রূপার যে মূল্য নির্দ্ধারিত করেন ভারত সরকারকে তাহা নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এদেশের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে এই ধরণের রীতি বন্ধ করা কর্ত্তব্য। আমরা ইণ্ডিয়ান চেম্বারের এই দাবী সর্ব্বথা সঙ্গত মনে করি। আশা করি ভারত গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ী তাঁহাদের রৌপ্য বিক্রয়ের নীতি পরিবর্ত্তন করিতে কালক্ষেপ করিবেন না।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ক্রিপস্ দৌত্যের ব্যর্থতার আসল কারণ কি? স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া প্রারম্ভিক আলোচনা অতখানি আশা-ভরসার সৃষ্টি করিয়া সহসা নিদারুণ নৈরাশ্যে পর্য্যবসিত হইল কেন? সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মিঃ লুই ফিশার ক্রিপস্ মিশনের ভিতরের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। ভারতবাসীর কাছে বৃটিশ ধাপ্পাবাজী নূতন কিছু নহে। কিন্তু নিউ ইয়র্কের 'নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ ফিশারের "ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হইল কেন?" শীর্ষক প্রবন্ধে মার্কিণ জনসাধারণ তথা সমগ্র দুনিয়া ভারত সম্পর্কে গ্রেট বৃটেনের শাসননীতির স্বরূপ বুঝিয়া লইবে। ক্রিপস্ দৌত্যের ব্যর্থতার পর নানারূপ বিকৃত সংবাদ, বিভ্রান্তিকর বেতার বক্তৃতা ও সুকৌশল ভাষণ-প্রতিভাষণ ছড়াইয়া দেশবিদেশে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছিল, লুই ফিশার সেই মিথ্যার কুয়াসাবরণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন।

* * * * *

মিঃ ফিশারের প্রবন্ধ আগাগোড়া তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি দূর হইতে অনুমানের আশ্রয় লইয়া গবেষণা করেন নাই। ক্রিপস্ দৌত্যের সময় তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতখানি জানিয়াছেন তাহার বাহিরে তিনি বক্তব্য টানিয়া নিতে চেষ্টা করেন নাই। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এবং বহু উচ্চপদস্থ বৃটিশ ও ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীর সহিত তিনি আলাপ-আলোচনা করিয়া ও আভ্যন্তরীণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভারতের সমস্যা বুঝিতে চাহিয়াছেন।

* * * * *

লুই ফিশার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, "ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হইবার প্রকৃত কারণ এই যে, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড প্রারম্ভে ভারতকে প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি দিয়া পরে সেই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। এই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির প্রত্যাহারের প্রমাণস্বরূপ বৃটিশ ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের হাতে গোপনীয় রিপোর্ট ও কাগজপত্র রহিয়াছে।" সাম্প্রদায়িক মতভেদ এবং কংগ্রেস নেতৃগণের অযৌক্তিক দাবী ও অপরিণামদর্শিতার ফলেই অতি তুচ্ছ কারণে ঠেকিয়া ক্রিপস্ দৌত্য মাঝ দরিয়ায় বানচাল হইয়া গেল বলিয়া সমগ্র পৃথিবীকে যে মিথ্যার পর মিথ্যা শোনান হইয়াছে ভারতবাসী তাহা সম্যক জানিলেও এবার বহির্জ্জগতের পক্ষে সকল কথা জানিবার সুযোগ আসিয়াছে।

* * * * *

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের আকস্মিক রূপান্তরের কারণ কি? লুই ফিশার জানাইয়াছেন, ভারতবর্ষে আসিবার প্রাক্কালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড মিঃ চার্চ্চিলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যাহাতে মীমাংসার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহাকে ভারত হইতে সরাইয়া আনা হউক। তদুত্তরে মিঃ চার্চ্চিল ভরসা দিয়াছিলেন, ক্রিপস দৌত্যে বড়লাট কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা বাধাপ্রদান করিতে পারিবেন না। এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ প্রারম্ভেই বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা-মুক্ত জাতীয় ক্যাবিনেট গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এমন কি দেশীয় নৃপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধি ও বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স প্রমুখ বৃটিশ ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার কাছে আসিয়া আর কোন লাভ নাই—ভারতে বিশেষ কোন জাতি বা শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুবিধাভোগের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। লুই ফিশারের প্রবন্ধে প্রকাশ, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে শঙ্কিত ইউরোপীয় ব্যবসায়ী মহল ও ক্ষুব্ধ দেশীয় নৃপতিগণ বড়লাটের মারফৎ সুদূরস্থ ইংলণ্ড পর্য্যন্ত ক্রিপস্ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাহাদের তীব্র অভিযোগ জ্ঞাপন করেন।

* * * * *

বড়লাট ও জেনারেল ওয়াভেল বাঁকিয়া বসিলেন। তাঁহারা ইংলণ্ডে সরোষ প্রতিবাদ প্রেরণ করিলেন। মিঃ চার্চ্চিল-কোম্পানী তারে-বেতারে ক্রিপসের উপর উল্টা চাপ দিতে লাগিলেন। নয়া দিল্লীর অভারতীয় সরকারী মহল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে যতখানি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার সীমা তিনি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন! অবশেষে নিরুপায় ক্রিপস্ সুর বদলাইয়া কংগ্রেসী নেতাদের জানাইলেন, প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার কোন হাত নাই—বড়লাটের সহিত এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলেরই সুবিদিত। ক্রিপস্ মিশন ভাঙ্গিয়া গেল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জয়যুক্ত হইলেন। ভারতের আমলাতন্ত্র খুশী হইল।

* * * * *

এই অপচেষ্টাকে বহির্জ্জগতের কাছে ঢাকিবার জন্য তখন সুরু হইল নানা অপচেষ্টা, আধুনিক প্রচারকার্য্যের নানান অপকৌশল। ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা হইল, গান্ধীজীর তথাকথিত জেদ ও সাম্প্রদায়িক মতভেদের প্রশ্নকে আসরে আমদানী করিতে হইল। অথচ লুই ফিশার স্পষ্টই বলিতেছেন, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর হইতেই অর্থাৎ তলে তলে ব্যর্থতার রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইবার পর হইতে মিঃ জিন্নার সুর কড়া হইতে সুরু হইল। গ্রেট বৃটেন অকপট আগ্রহে অগ্রসর হইলে পরিকল্পিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টে কংগ্রেসের সহিত মিঃ জিন্না নিঃসন্দেহে সহযোগিতা করিতেন বা করিতে বাধ্য হইতেন। লুই ফিশার বলেন, ভারত হইতে তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া ফিরিয়াছেন যে, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কারসাজি পশ্চাতে না থাকিলে ভারতবর্ষে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত এবং এখনো পারে।

* * * * *

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি স্যার ক্রিপস্ পরে নিজের অক্ষমতা ঢাকিতে গিয়া কংগ্রেসকে খাট করিবার জন্য মূঢ়তার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু সত্যকে চাপা দিবে কে? ইহার প্রমাণ হিসাবে লুই ফিশার দুইখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে মৌলানা আজাদ লিখিতেছেন, "আমাদের প্রথম আলোচনায় আপনি যাহা বলিয়াছিলেন এখন তাহা অস্বীকার করিতেছেন অথবা অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথায় চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি বলিয়াছিলেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সহিত ইংলণ্ডের রাজার যেরূপ সম্পর্ক জাতীয় ক্যাবিনেটের সহিত বড়লাটের সম্বন্ধও হইবে তদনুরূপ, আপনি এরূপ চিত্র আঁকিয়াছিলেন। ইংলণ্ডস্থ ভারত

(৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় (২)

ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেডেণ্ট সম্প্রতি যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে গত সপ্তাহে আমরা ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ও তাহাদের প্রদত্ত বীমার পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল ও দাদননীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নূতন বীমার পরিমাণ এইভাবে কমিয়া আসিলেও বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিলের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের বীমা তহবিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে তাহা ৬ কোটি ১০লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৬২কোটি ৪১লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। কাজেই যুদ্ধের জন্য ঐ দিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের কোন অবনতি সূচিত হওয়ার বদলে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতিই লক্ষ্য করা গিয়াছে।

এক্ষণে বীমা তহবিল নিয়োগ সম্পর্কে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্যনীতি আলোচনা করা যাউক। গত ১৯৪০ সালে একদিকে ৬২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার জীবন বীমা তহবিল ও অপর দিকে আদায়ী মূলধন ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট তহবিল ইত্যাদিতে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। উক্ত ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি কি ভাবে নিয়োজিত ছিল নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল (তুলনামূলক সমালোচনার জন্য ১৯৩৯ সালের বিবরণও পাশাপাশি উদ্ধৃত করা হইল):—

	১৯৩৯ (টাকা)	১৯৪০ (টাকা)
সম্পত্তি বন্ধকে ঋণ	২ কোটি ৪ লক্ষ	২ কোটি ১৮ লক্ষ
পলিসি বন্ধকে ,,	৬ ,, ২৭ ,,	৭ ,, ১৭ ,,
শেয়ারের জামীনে ও অন্যান্যভাবে ঋণ	৫৪ ,,	৬৭ ,,
কোম্পানীর কাগজ	৩৬ ,, ৯৮ ,,	৪০ ,, ১২ ,,
দেশীয় রাজ্যের ঋণপত্র	৪০ ,,	৪৯ ,,
বিদেশী গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে	৮০ ,,	৯১ ,,
মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির সিকিউরিটিতে	৫ ,, ৬২ ,,	৫ ,, ৯৭ ,,
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে	৪ ,, ৭২ ,,	৫ ,, ২৬ ,,
জমি ও বাড়ীতে	৪ ,, ৬৯ ,,	৫ ,, ২৬ ,,
এজেণ্টদের নিকট পাওনা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ও সুদে	৩ ,, ১৩ ,,	৩ ,, ৩৪ ,,
আমানতে ও নগদে	২ ,, ৬১ ,,	৩ ,, ৪৭ ,,
বিবিধ দফায়	১ ,, ৩৪ ,,	১ ,, ৩ ,,
	মোট ৬৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা	৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা

উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে পলিসি বন্ধকে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের দাদনের পরিমাণ ও কোম্পানীর কাগজে উহাদের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য রূপ বাড়িয়া গিয়াছে। অপরদিকে সম্পত্তি বন্ধকে ঋণ, মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে দাদন এবং জমি বাড়ী প্রভৃতিতে অর্থ নিয়োগের পরিমাণ শুধু সামান্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পলিসি বন্ধকে ঋণের পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বীমাকারীদের আর্থিক অবস্থার উপর যুদ্ধকালীন বিরূপ প্রতিক্রিয়াই তাহার কারণ। যুদ্ধের জন্য সাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িয়া যাওয়ায় এদেশে জীবনযাত্রার ব্যয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে দেশের বীমাকারীদের দিক হইতে পলিসি বন্ধকে ঋণ গ্রহণেরও অধিক প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়ার পর জীবনবীমা কোম্পানীর মোট তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটিতে ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করা বাধ্যতামূলক হইয়াছে। তদনুসারে বীমা কোম্পানীসমূহ ১৯৩৯ সাল হইতে সরকারী সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের জন্য ১৯৪০ সালে কোম্পানীর কাগজে অর্থ নিয়োগের রীতি আরও বেশী মাত্রায় উৎসাহিত হইয়াছে। দেশরক্ষা ব্যয় মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে দেশে নূতন নূতন ঋণ তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের বীমা কোম্পানীগুলি এই সব ঋণপত্র ক্রয়ে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিতেছে। ফলে কোম্পানীর কাগজের হিসাবে মোট দাদনের পরিমাণও দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে।

সরকারী সিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগের গরজ এবং আবশ্যকতা সত্ত্বেও ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে এ দেশীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে তাহাদের দাদনের পরিমাণ সামান্য কিছু বৃদ্ধি করিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল। ১৯৪০ সালে ঐ শ্রেণীর দাদনের পরিমাণ বাড়িয়া ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের মোট দাদনের পরিমাণ উহাদের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুপাতে নিতান্ত সামান্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টি এইচ্ টমাস বর্ত্তমান রিপোর্টের মুখবন্ধে অহেতুকভাবে কতকগুলি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া এই শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে ভারতীয় কোম্পানীসমূহকে যথাসম্ভব বিরত থাকিবারই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, শিল্প কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগ করিতে গেলে নিয়োজিত অর্থ সম্পর্কে নানারূপ ঝুঁকির আশঙ্কা আছে। কাজেই বীমাকারীদের ন্যস্ত টাকা সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ কিছু অর্থ দাদন না করাই বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে শ্রেয়। যে সামান্য অর্থ ঐ জন্য বরাদ্দ করা হইবে নূতন শিল্প

(৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলার চাষীর সমস্যা সমাধানের উপায়

শ্রীবরদা দত্তরায় এম-এ

অন্ন-সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করিতে গিয়া অনেকেই অনেক প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রায় সকলেই প্রাচীন পন্থার কৃষি-কার্য্যের উন্নতি বিধানে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসরকালে শিল্প প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে একমত হইয়াছেন। উন্নত ধরণের কৃষি সম্বন্ধে কোন মনীষী বলেন যে, যদি জাপান মাথাপিছু গড়ে ½ একর মাত্র জমি লইয়া উন্নত ধরণের কৃষির দরুণ দেশের খাদ্যাভাব মিটাইতে পারে তাহা হইলে এদেশের মাথাপিছু ২ একর জমি লইয়া এদেশের লোক দেশের অন্নাভাব মিটাইতে পারিবে না কেন? (M. Visweswaraya: Re-constructing India) জাপানের কৃষি ও বাংলার কৃষি অবশ্য এক কথা নহে এবং এক জাতীয় নহে। বাংলাদেশে যেখানে এক ধান-পাট ছাড়া অন্যান্য ফসল ভাল করিয়া চাষ হয় না সেখানে জাপানে একই জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ হইয়া থাকে। এদেশে খুব উর্ব্বরা জমিতে সম্বৎসরে তিন বারের বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায় না—ইতালীর কোন কোন স্থানে সম্বৎসরে একই ক্ষেতে নয়টী ফসল উৎপন্ন হয়। (Chisholm: Hand book of com. Geography; Italy). কিন্তু এ ভাবে মানুষের ফসল উৎপন্ন করার মূলে রহিয়াছে উন্নত ধরণের চাষ, বীজ ও সার। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশের কৃষিতে কোনটাই নাই। এ দেশে লোকে গোবর ঘুঁটে করিয়া পোড়াইয়া ফেলে, কিন্তু তাহারা জানে না যে এক গোবরের সার দিলে জমির কতখানি উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মতে এক গোবরে নাইট্রেট, লবণ, চুণ এবং পটাশ্ আছে এবং এই চারিটী দ্রব্যের সংমিশ্রণে জমির উর্ব্বরা শক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, যে জমিতে কোন সার না দিয়া ১৮৭৪ পাউণ্ড (১ পাঃ—সাত ছটাক্) শস্য পাওয়া যায়, সেখানে গোবর দিলে শস্য পাওয়া যায় ৩৫৫৬ পাউণ্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে খড়ও পাওয়া যায় প্রায় দ্বিগুণ। (Our India: Minoo Masani) জাপানেরও অবস্থা তাই। জাপানের মাটী আগ্নেয়গিরির প্রক্ষিপ্ত ভস্ম। সত্যিকথা বলিতে কি, উহাতে উর্ব্বরতার নামগন্ধও নাই। কিন্তু জাপান সার দেওয়ার মত যত জিনিষ পায়, প্রায় সব জিনিষই আনিয়া জড় করে ঐ নীরস কঙ্করময় মাটীর উপর। ফলে শুষ্ক কঠিন ভূমিও ফলপ্রসূ হইয়া উঠে, ফলে বাংলাদেশের উর্ব্বরা ভূমিতে যেখানে ১৯১৮–১৯২৮ সালে দশ বৎসরের প্রতি একরে গড়পড়তা ফলন ৮৫২ পাউণ্ড সেখানে জাপানের ফলন ২৯১২ পাউণ্ড। (Mukharjee, Rural Economy of India)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাংলার জমির ফলন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, ফলন বৃদ্ধি করিতে না পারিলে নানা জাতীয় ফসল উৎপন্ন করিবার ব্যর্থপ্রয়াস করিলেও কোন ফলোদয় হইবে না, বরং শূন্যে ঢিল ছোড়ার মত পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। তারপর যে প্রশ্ন আসে তাহার জবাব অতি সহজ। কারণ জমির ফলন বাড়াইতে পারিলে জমিতে যে কোন শস্য চাষাবাদ করা যাইবে, তাহাতেই চাষীর লাভ দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে এবং লাভ হইলে চাষের জন্য শস্যের অভাব কি? কিন্তু অভাব না থাকিলেও বর্ত্তমান যুগে চাষাবাদ সম্বন্ধে চাষীর এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কৃষি বিভাগের একটু খানি অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ গত মহা যুদ্ধের সময় হইতে বর্ত্তমান সর্ব্বনাশা যুদ্ধে অন্যকিছু শিক্ষা দিক্ আর নাই দিক্, অন্ততঃপক্ষে খাদ্য ও কাঁচা মালের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে অঙ্গুলী উচাইয়া বারণ করিতেছে। (Ind. Economics Vol 1. Jather & Beri, Agriculture) বাংলা দেশেও বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে চাউল, চিনি, তূলা, কাপড় ইত্যাদির অভাবে। সত্য সত্যই আজ বাঙ্গালী চাউল চিনি, তূলা, কাপড় ও অন্যান্য বহু আবশ্যকীয় কাঁচা মালের অভাবে ম্রিয়মান। অথবা এই সব ফসলের চাষ করা অর্থকরী শস্য হিসাবে খুব লাভজনক না হইলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যে অপরিহার্য্য এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তারপর গোলআলু, সুপারী, নেবু, কমলানেবু, আনারস, পেঁপে, নানাবিধ মসলারও যে এদেশে চাষ হইতে পারে না তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি ফুলের চাষ হওয়াও খুব দরকারী। কিন্তু এ সব জিনিষ চাষাবাদ করিতে বাংলার নিরক্ষর চাষীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সরকারের কৃষি-বিভাগের যথেষ্ট সাহায্য ও উপদেশের প্রয়োজন। শতাব্দী-প্রাচীন Laissez Faire বা "যা'র যা'র তা'র তা'র" নীতির দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, রুষ, জাপান প্রভৃতি দেশ প্ল্যান করিয়া আজকাল দেশকে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছে।

বাংলারও প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে হইলে সরকারের যেমন আদেশ উপদেশ পথ নির্দ্দেশের প্রয়োজন, তেমনি অর্থ-সাহায্যের এবং নীরোগবীজ সরবরাহ করারও প্রয়োজন। অন্যথা নিরক্ষর ও নিরুপায় চাষীকে এ সব ব্যাপার শিক্ষা দিবার জন্য দরদী প্রতিষ্ঠান কোথায়? কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে দৃষ্টান্ত দিয়া পরিষ্কার করা দরকার। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হইতে সয়াবীনের চাষের কথা বলা হইয়াছে এবং পুস্তিকাকারে সয়াবীনের চাষের উপকারিতা ও প্রণালী বিষদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। (সয়াবীন, কমার্শিয়াল মিউজিয়ম, আগষ্ট ১৯৪২) ছয় সাতমাস পূর্ব্বে তেম্নি এলাহাবাদের লীডার পত্রিকায় আঙ্গুরের চাষের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। (Leader: 5-2-42—), কিন্তু সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে কিংবা এবম্বিধ কোন প্রতিষ্ঠান হইতে এ সব ব্যাপার চাষীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া না দিলে চাষী এ সব ব্যাপার বুঝিবে কেন? কিংবা ইহার আয়-ব্যয়, লাভ-লোক্সান ইত্যাদি হাতে নাতে দেখাইবার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে গতানুগতিকতা ছাড়িয়া নিরক্ষর চাষী নূতন কিছু করিতে চাহিবে না এ কথাও নিশ্চয়। অথচ এদিকে নূতন কিছু না করিলে বাঁচিবার উপায়ও নাই বলিতে হইবে।

অন্যদিকে ইহাও সত্য যে চাষী প্রকৃতির যোগানের উপর নির্ভর করিয়া কোন বৎসরই এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেনা যে, তাহার জমির ফসল ঠিক সময়ে এবং ঠিক পরিমাণেই উঠিয়া আসিবে। আর কোন কোন বৎসর প্রকৃতির দয়াতে ফসল তুলিবার সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলেও ফসলের পরিমাণ যে সমান হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই অন্য কোন উপার্জ্জনের পন্থা না থাকিলে তাহার পক্ষে সংসার চালান শুধু কঠিন নহে, অনেক সময় অসম্ভবও বটে। অধিকন্তু তাহার জমির পরিমাণও এত বেশী নহে

যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে বসিয়া থাকিতে পারে। কাজেই [illegible] হইলে তাহাকে কোন্ রকম শিল্প কিংবা ব্যবসার আশ্রয় লইতে হইবে। বিশেষজ্ঞের মতে এদেশের চাষীকে বৎসরে ছয় মাসের অধিককাল ক্ষেতের কাজ করিতে হয় না। তাহারা ছয় মাস কিংবা সামান্য বেশী সময় ক্ষেতে কাজ করে, বাকী সময় অলস ভাবে বসিয়া কাটায়। (Wastage of India's man power. Mod. review 1927 Dr. R. K. Das and problem of India's over population. Dr. R. K. Das : Nov 1931 Mod. review) মহাত্মা গান্ধী এই অলস অবসর কালের জন্য দেশের জনসাধারণের নিকট চরকা আনিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। চরকা অর্থ সমস্যা মিটাইবার পক্ষে ভাল কি মন্দ, অর্থকরী কি অর্থকরী নয় সে কথা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে দেশের চাষী ও জনসাধারণ অবসরকালে যে কোন প্রকার শিল্প কিংবা ব্যবসায়ে হাত না দিলে দেশের এ দুরবস্থা দূর হইবে না। নিখিল ভারত পল্লী শিল্প সমিতি (All India Village Industries Association) খাদি প্রতিষ্ঠান, প্রবর্ত্তক সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ঢেঁকী, ঘানি, মোমাছি পালন, হাতে কাগজ তৈরী, সাবান তৈরী প্রভৃতি কয়েকটী শিল্পই এ দেশে অবসর কালে কুটির শিল্প হিসাবে অর্থকরী ও কার্য্যকরী হইবে বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন এবং জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ সেইসমাত্র ঢেঁকী ও ঘানি ছাড়া অন্য কোন শিল্পের প্রতি কোন রকম অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। যদি দেশে ব্যাপক ভাবে হাতে কাগজ তৈরী হইত তাহা হইলে হয়ত আজ কাগজের দুর্ভিক্ষ এ ভাবে দেখা দিত না। অথচ দেশে ঘাস, পাতা, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া কাগজ প্রভৃতি কাগজ তৈয়ারীর উপাদানের কোন অভাব নাই, চুনও যে পাওয়া যায় না তাহা নহে, কিন্তু কাজ হয় কৈ?

ধানের তুঁষ ও করাতের গুড়া এ দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়, দরজীর দোকানেও যথেষ্ট পরিমাণ রং-বেরংয়ের কাটা কাপড়ের টুক্‌রা প্রায় প্রত্যহই বাজে বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ দেশের লোক ইচ্ছা করিলেই ঐ তুঁষ, কিংবা করাতের গুঁড়া ও দরজীর দোকানের ফেলিয়া দেওয়া কাপড়ের টুক্‌রার সংযোগে বসিবার সুখাসন পিন্-প্যাড, খেলনারূপী কুকুর, বিড়াল, বল্ ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাতে খরচ ও শিক্ষার তেমন কিছু নাই, কেবল একটুখানি মনোযোগ ও সুচ্-সুতা হইলেই ঘরে বসিয়া এ সব জিনিষ অতি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। অথচ একটু খবর লইলেই জানা যায় যে, এ সব জিনিষ আমরা বরাবরই জাপান হইতে কিনিয়া আসিতেছি। তেমনি পাট লইয়া কিছু করা যায় না তাহা নহে। বিদেশে আজকাল পাটের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ঘূর্ণিতে পড়িয়া পাট রপ্তানী ব্যাপারও বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পরেও পাট পূর্ব্বের মত সগৌরবে 'বিশ্ব-পণ্য' হিসাবে আবার পূর্ব্বের 'বাজার' ফিরিয়া পাইবে সে আশা করা যায় না। কাজেই দেশের মধ্যে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। একুকালে এ দেশেই পট্ট-বস্ত্রের প্রচলন ছিল। এখনও কোন কোন স্থানে পাটের মাদুর এবং পাটের তৈরী মোটা চাদরের প্রচলন আছে। তেরপল্, নৌকার পাল্, রঙীন পাট দিয়া টেবিল ঢাকনি, খাবার ঢাকনি পা-নমাজ, বসিবার আসন, পা-পোষ্ ইত্যাদি এখনও পাট দিয়াই নির্ম্মিত হইতে পারে। বসিবার আসন, পা-পোষ, মাদুর ইত্যাদি কুটির শিল্প হিসাবে তৈয়ার হইতে পারে এবং এই সব তৈয়ার করিতে যে সব যন্ত্রপাতির দরকার তাহাও নিতান্ত সহজ ও সরল। যাহারা পাটী, কুশাসন ও চাটাই ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারেন; তাহারাই ইচ্ছা করিলে এ সব জিনিষ তৈয়ার করিয়া অবসরকালে বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

"বারোভাজা" "বত্রিশ ভাজার" যাবতীয় উপাদান এ দেশে থাকিলেও এবং এ দেশেরই চাষীর ঘর হইতে আসিলেও আমাদের চাষী এ সব জিনিষ লইয়া ব্যবসা করিতে জানে না। তেমনি আবার চাট্‌নী ও মোরব্বা প্রভৃতি মুখরোচক দ্রব্যাদি যাহার জন্য এ দেশের বহু অর্থ অন্য দেশে চলিয়া যায়, তাহার যাবতীয় জিনিষ এদেশে থাকিলেও এ দেশের লোককে এদিকে কখনও নজর দিতে দেখা যায় না। অথচ একটুখানি ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা ঘরে বসিয়াই এ সব জিনিষ তৈয়ার করিতে পারেন এবং নিকটবর্ত্তী যে কোন সহরে, মোকামে ও হাটে বিক্রী করিতে পারেন। বাংলার বনে-জঙ্গলে শটী গাছের অভাব নেই। কখনও কখনও গাড়ীতে বসিয়া তাকাইলে বিঘার পর বিঘা শুধু শটীর বনই দেখা যায়। এই শটী তুলিয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া কুটিলে আটার মত যে জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা রোগী ও ভোগী উভয়েরই খাদ্য। অবসরকালে মাম্‌লা মোকদ্দমা ও দলাদলি না করিয়া আমাদের চাষীরা এ সব লইয়া ঘাটিলে যেমন ভালভাবে সময় কাটাইতে পারিতেন, তেমনি দু' পয়সা উপার্জ্জনও করিতে পারিতেন। এম্‌নিভাবে কত শত সুযোগ ও সুবিধা যে কত ভাগে কত জায়গায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সঠিক তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

(১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায়)

কোম্পানীসমূহের দাবী দাওয়া এড়াইয়া মুখ্যতঃ তাহাও দেশের সুপ্রতিষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করা সঙ্গত। মিঃ টমাসের এই অপ্রত্যাশিত উপদেশ এ দেশের শিল্পোন্নতি ও অর্থ নৈতিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করিয়া আমরা সর্ব্বথা অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছিত বলিয়াই মনে করি। উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ভারতবর্ষে শিল্প ব্যবসায়ের বিশেষ কিছু প্রসার সাধিত হইতেছে না। এই অবস্থায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের অর্থ তহবিলের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অংশ কোম্পানীর কাগজ ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে নিয়োগ করিয়া বাকী অর্থের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োগ করিবে, ইহাই এ দেশের লোক আশা করে। কিন্তু সেবিষয়ে আজ পর্য্যন্ত ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহের কোন আগ্রহ তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশসমূহে শিল্প প্রসারের জন্য সরকারীভাবে নানারূপ সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে। তথাপি তত্রত্য বীমা কোম্পানীসমূহ শিল্পোন্নতি বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ রাখিয়া শিল্প কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতিতে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের হাতে সঞ্চিত অর্থের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ ঐ দেশের কল কারখানার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে নিয়োজিত রাখিয়াছে (যুদ্ধের পূর্ব্বেকার বিবরণ)। কিন্তু এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য মূলধনের একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়াও ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের হাতে সঞ্চিত মোট ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার ভিতর এখন পর্য্যন্ত ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা মাত্র দেশীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে নিয়োগ করিয়াছে। এই সামান্য পরিমাণ অর্থ শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইতে দেখিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্স যে ভাবে শিহরিয়া উঠিয়াছেন এবং নানারূপ সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া এই শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে যেভাবে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অশোভন বলিয়াই মনে হইয়াছে। এদেশের শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধে ইহাকে নূতন ধরণের একটি বৃটিশ প্রচারকার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এদেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে নিজেরা কিছু সাহায্য করিবেন না। বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয়দের যে সঞ্চিত অর্থ রহিয়াছে এদেশের শিল্পোন্নতির কাজে উহা নিয়োগ করা সম্পর্কেও তাঁহাদের আপত্তির কারণ দেখা যায়। শিল্প ব্যবসায়ে বীমা তহবিল দাদন সম্পর্কে ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহের অবলম্বিত নীতি এদেশে প্রসার লাভ করুক, ইহা পর্য্যন্ত তাঁহারা চাহেন না। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ও ধামাধরা সরকারী অফিসারদের এই শ্রেণীর মনোভাব আমরা খুব আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি। শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করার ভিতর যে কোন কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকির আশঙ্কা আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেজন্য শিল্প কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগের কাজ বন্ধ না করিয়া যথাসম্ভব বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত সেরূপ দাদন নিয়ন্ত্রিত করাই সঙ্গত। আমরা আশা করি ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ সেরূপ কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ অর্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করিবেন, আর তাহাতে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথও প্রশস্ত হইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাঙ্গলায় হৈমন্তিক ধান্যচাষের পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলার হৈমন্তিক ধান্য চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে উল্লিখিত হইযাছে যে, ১৯৪০-৪১ সালে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাঙ্গলা দেশে গড়ে ভারতের হৈমন্তিক ধানচাষের জমি, শতকরা ২০·৭ ভাগে ধান চাষ হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৩ হাজার ৫ শত একর জমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গত বৎসরের হৈমন্তিক ধানচাষের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯ শত একর ও ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৪ হাজার ১ শত একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। সময়মত সুবৃষ্টি না হওয়ার দরুণ গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে কম জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলাগুলির মধ্যে চারিটি জেলায় স্বাভাবিক ফসলের শতকরা ৯২ ভাগ, দুইটী জেলায় শতকরা ৯০ ভাগ, পাঁচটী জেলায় শতকরা ৮০ হইতে ৮৫ ভাগ ও সাতটী জেলায় শতকরা ৭০ হইতে ৭৫ ভাগ ধান্য ফসল জন্মিবে। গত বৎসরের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে শতকরা ৮৩ ভাগ ও চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে শতকরা ৯৬ ভাগ ফসল জন্মিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। বাঙ্গলায় বৎসরে গড়পড়তায় স্বাভাবিক যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, বর্ত্তমান বৎসরে তাহার ১০ আনার মত ফসল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা দেশে বিভিন্ন ভাদ্র ফসলের উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে স্বাভাবিকের শতকরা ৬৭ ভাগ, পূর্ব্ব বৎসরের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে ভাদ্রমাসের ফসলের উৎপন্নের পরিমাণ যথাক্রমে স্বাভাবিকের শতকরা ৮০ ভাগ ও ৮৪ ভাগ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে পাটের ব্যবহার হ্রাস

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর একটী সংবাদে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে আর্জ্জেনটাইনে ৩ শত একরের বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালের ২ কোটি ৮১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ডের তুলনায় ১৯৪১ সালে ২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড কাঁচা পাট ও ১৯৪০ সালের ১৪ কোটি ৬৩ লক্ষ পাউণ্ডের তুলনায় ১৯৪১ সালে ১৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ডের পাটজাত দ্রব্যাদি আর্জ্জেনটাইনে আমদানী হইয়াছে। সুতা ও কাপড়ের থলিয়া তৈয়ারীর জন্য আর্জ্জেনটাইনে শীঘ্রই যে নূতন কারখানা হইবে তাহাতে বৎসরে ২ কোটি থলিয়া উৎপাদিত হইবে বলিয়া মনে হয়। ব্রাজিলে থলিয়া তৈয়ারীর যে নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বৎসরে ১৫ লক্ষ থলিয়া প্রস্তুত হইবে। 'গুয়াক্সিমা' নামক এক প্রকার তন্তুর সহিত পাট মিশাইয়া এইরূপ থলিয়া প্রস্তুত করা হইবে। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিন দেশরক্ষা সরবরাহ সঙ্ঘ যাবতীয় পাট ক্রয়ের ভার পাইয়াছেন।

মাছের চাষ সম্বন্ধে গবেষণা

গত ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির অধীনস্থ (ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ) মৎস্যের চাষ বিভাগের যে অধিবেশন বসিয়াছিল, তাহাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাছের চাষ সম্বন্ধে গবেষণা সংক্রান্ত প্রেরিত খসড়াগুলির সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নদীর জলে মাছ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রয়াল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স' মাছের ডিম ও পোনা এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় মাছের খাদ্যসম্বন্ধে গবেষণা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। মাছ শুকাইয়া কিংবা অন্যভাবে রক্ষা করিয়া সংরক্ষণ করিয়া মাছ ব্যবহার করা যায় তৎসম্বন্ধে মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও বরোদা সরকার খসড়া পাঠাইয়াছেন। সৈন্যদের জন্য যাহাতে মাছ পাঠানো যাইতে পারে, বিশেষ করিয়া সেই কারণেই এই খসড়াগুলি তৈয়ারী করা হইয়াছে।

দেশরক্ষা কার্য্যে চামড়া সংগ্রহের ব্যবস্থা

যুদ্ধের দরুণ ভারতে দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য চামড়ার চাহিদা খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতে চামড়ার কারখানাগুলিতে আজকাল আধুনিক প্রথায় যে সকল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চামড়া তৈয়ারী হইতেছে তাহা দ্বারাই এই চাহিদা মিটান যাইতেছে। দেশরক্ষা কার্য্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চামড়া প্রস্তুত করিবার জন্য ২৮টী চামড়ার কারখানার উপর ভারত সরকার একটী নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিয়া কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের ফরমায়েস মত কাজ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে গবর্ণমেণ্ট আরও চামড়ার কারখানার উপর এইরূপ আদেশ জারী করিবেন। চামড়া সংক্রান্ত নিয়ামকের (কণ্ট্রোলার) উপর এই ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং দরকার মত তিনি কারখানার হিসাবপত্রও দেখিতে পারিবেন।

কারেন্সি নোটে রাজনৈতিক সংবাদ

গত ৩১শে অক্টোবর ভারত সরকার একটি জরুরী আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা ভারত সরকারের কারেন্সি বিভাগ হইতে প্রচারিত ব্যাঙ্ক নোটে অথবা এক টাকার নোটে যদি এমন কিছু লিখিত অথবা এমন কোন চিত্রাদি অঙ্কিত থাকে, যাহার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ধরণের সংবাদ জ্ঞাপন করা কিংবা এইরূপ সংবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা হইলে এই সমস্ত নোট আর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। জনসাধারণকে এইরূপ নোট না লইবার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর এইরূপ নোট গ্রহণ করিতে কিম্বা ভাঙ্গাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন না। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে এইরূপ নোটের সমগ্র অথবা আংশিক মূল্য ফেরৎ দিতে পারেন।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২২ ইং

রেজিঃ অফিস ঃ—কুমিল্লা ৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গালী পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন	৫০,০০,০০০৲ টাকা
গৃহীত ও বিলিকৃত মূলধন ...	৩০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কল সহ)	১৬,৫০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফণ্ড	৮,১৬,০০০৲ টাকার উপর
ডিপজিট	৩,০০,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন ...	৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার উপর

(১৩৪৯ সালের ১লা আশ্বিন ইংরাজি ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ পর্য্যন্ত)

অ্যামেরিকান এজেন্টস্ ঃ—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী অব্ নিউইয়র্ক।

লণ্ডন এজেন্টস্ ঃ—বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্, সিডনি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—

ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,

পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল

আসাম সরকারের আয়ব্যয়

১৯৪২-৪৩ সালে আসাম সরকারের আয় অপেক্ষা ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের নূতন হিসাবে ব্যয় বরাদ্দের অনুমান করা হইয়াছে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত) ১ কোটি ২৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে এবং ২৫শে আগষ্ট হইতে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা এবং পরে ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা আয় ধরা হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ জিনিষপত্র খরিদ করিয়া রাখার জন্য যে ২৫ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, সেই টাকা আগামী বৎসরে জনসাধারণের নিকট উক্ত মালপত্রাদি বিক্রয় করিয়া আদায় করিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। অতএব আসলে ৭৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকার বেশী আসাম সরকারের ঘাটতি পড়িবে না। বর্ত্তমান বৎসরে জনরক্ষার জন্য ২০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ভারত সরকার প্রদান করিবেন। পণ্যমূল্যের দুর্ম্মূল্যতা হেতু স্বল্পবেতনের সরকারী চাকুরীয়াদিগকে উপরি দিবার জন্য ৩ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে এবং অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন সংক্রান্ত আন্দোলন চালাইবার জন্য ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সিংহলে চাউল প্রেরণ বন্ধের অনুরোধ

বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিক সমিতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারীর নিকটে এক তার প্রেরণ করিয়া সিংহলে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। একমাত্র করাচী হইতে ইতিমধ্যেই ৪০ হাজার টন চাউল সিংহলে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, ইহা ছাড়া মাদ্রাজ ও ভারতের অন্যান্য বন্দর হইতেও নাকি সিংহলে চাউল প্রেরিত হইয়াছে। ভারত হইতে প্রতি মাসে ২০ হাজার টন চাউল সিংহলে প্রেরণ করিবার জন্য ভারত সরকার সিংহল সরকারের সহিত চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

ভারতের কাপড়ের কলসমূহে তুলা ব্যবহারের পরিমাণ

ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১৯৪১-৪২ সালে ৪ শত পাউণ্ডের ৩৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯১৪ বেল ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে এইরূপ ভারতীয় তুলা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ ১৭ হাজার ১৪৭ বেল। নিম্নে বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যের কাপড়ের কলসমূহে কি পরিমাণ তুলা উক্ত ২ বৎসরে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার একটী তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯৪১-৪২ তুলা ব্যবহারের পরিমাণ (বেল)	১৯৪০-৪১ তুলা ব্যবহারের পরিমাণ (বেল)
বোম্বাই প্রদেশ	১,৭৬৪,৩৩৯	১,৫৮০,০৭৯
মাদ্রাজ প্রদেশ	৫৯০,৫৮৮	৫২৫,৬১১
যুক্ত প্রদেশ	৪২৭,৩০৫	৫৮১,০২৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৭৮,৭৯১	১৫৩,৮২৫
বাঙ্গলা	১১৬,৭৯০	১৩৫,২২৭
পাঞ্জাব এবং দিল্লী	১৭৫,৫০৯	১৭১,৬৫২
অন্যান্য প্রদেশ	৫২,৩৯৯	৪৭,৩১৬
হায়দরাবাদ	৮৩,৭২৫	৭২,৮৮০
মহীশূর	৭৪,৯৬৬	৬৫,০৬২
বরোদা	৯০,৬৪২	৯১,৫১৯
গোয়ালিয়র	৯৪,৩০০	৯৫,৫১৭
ইন্দোর	১৪৮,৮৬৭	১৩৮,৭৯৫
কাথিয়াবাড় রাজ্য	৬০,৬২৮	৫০,৪৭৯
পণ্ডিচেরী ও অন্যান্য স্থান	১৩৭,০৬৫	১০৮,১৮০
	৩,৯৯৫,৯১৪	৩,৬১৭,১৪৭

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রাম :—"রেনবো", কলিকাতা ফোন :—পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২

—এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করুন—

	৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০	৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪১	৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২
বিক্রীত মূলধন	৩৫,০০০	৩,৩৫,৯৫০	৬,০৭,৪৫০
আদায়ীকৃত মূলধন	১,৩০৮	৪২,৯৬৩	৪,১৩,৩২৫
কার্য্যকরী মূলধন	৫৯,৩৯০	৯৯,১৮৮	৩২,০০,০০০ (বত্রিশ লক্ষের উপর)

শেয়ারের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

উপযুক্ত কমিশনে এজেণ্ট আবশ্যক।

—অন্যান্য অফিস—

মধ্য কলিকাতা—৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট,

বড়বাজার শাখা (আগামী ৯ই নভেম্বর ১৯৪২এ খোলা হইবে)।

বাঙ্গলা	আসাম	বিহার	উড়িষ্যা
ঢাকা,	গৌহাটী,	ভাগলপুর,	পুরী,
নারায়ণগঞ্জ,	তেজপুর,	রাঁচি,	বহরমপুর (গঞ্জাম),
নিতাইগঞ্জ,	চারালী (ডেরাং)	পুরুলিয়া	খুরদা রোড,
ইচ্ছা (ঢাকা)			কটক (চৌধুরী বাজার)
মধ্যপ্রদেশ—নাগপুর			মঙ্গলাবাগ্

এজেন্সী অফিস—বোম্বাই

বি, মুখার্জ্জী, বি-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আমাদের তৈরী রবারের জিনিষ

- রবার ক্লথ
- হট্-ওয়াটার ব্যাগ
- আইস্ ব্যাগ
- হাওয়া বিছানা ও বালিশ
- এয়ার রিং ও কুশন
- ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি

আমাদের বিখ্যাত ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্

(১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পানিহাটী, ২৪ পরগণা।

শো-রুম :—১২, চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা :—৩৭৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।

নাগপুর বিক্রয়কেন্দ্র :—অভয়ঙ্কর রোড, সীতাবলদী, নাগপুর।

বোম্বাই প্রদেশে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৪১ সালে বোম্বাই প্রদেশে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৩৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বোম্বাই প্রদেশে কর্ম্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৯৪৩ জন; ১৯৪০ সালে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৬০৪ জন। ১৯৪১ সালে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৩০৩টী কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বোম্বাই প্রদেশে মোট কারখানার সংখ্যা হইতেছে ৩ হাজার ৬২১টী; ১৯৪০ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৩১৮টী। যদিও শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনার সংখ্যা ১৯৪০ সালের ১১ হাজার ৯৩৮টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ হাজার ৫৪ টিতে দাঁড়াইয়াছে, তবুও শ্রমিক সংখ্যার অনুপাতে দুর্ঘটনার হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে হ্রাস পাইয়াছে।

৫ম ও ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা পুরাতন টাকা ও আধুলি

ভারত সরকার একখানি ইস্তাহারে জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, সম্প্রতি ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত একখানি বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৪৩ সালের ১লা মে হইতে ৫ম জর্জ্জ ও ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা পুরাতন (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) টাকা এবং আধুলি আর চলিবে না বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তবে এই সমস্ত টাকা এবং আধুলি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী খাজাঞ্চিখানা, ডাকঘর, রেল ষ্টেশনে গৃহীত হইবে। ঐ তারিখের পর হইতে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্ত টাকা এবং আধুলি বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। পুরাতন রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে নূতন মুদ্রা চালাইবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা তাহার চূড়ান্ত অবস্থা। মুদ্রায় ব্যবহৃত রৌপ্যের পরিমাণ হ্রাস করিবার এবং মেকী টাকার প্রচলন রোধ করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

কাগজ তৈয়ারীর পরিমাণ হ্রাস

গত ছয়মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় কাগজের কলসমূহে যে পরিমাণ কাগজ তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার অধিক কাগজ, কাগজে প্রস্তুত অন্যান্য জিনিষ এবং সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ উৎপাদন নিষিদ্ধ করিয়া মার্কিন ও কানাডা সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত কাগজের কলে যত কাগজ তৈয়ারী করা সম্ভব তাহার শতকরা ৮৭ ভাগ উপরোক্ত ছয়মাসে উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রকাশ, আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিতে কাগজ শিল্প সংগঠনের এবং কাগজের উৎপাদন আরও হ্রাসের উদ্দেশ্যে ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে।

ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

গত ২রা নভেম্বর নয়া দিল্লীতে ভেষজ বিজ্ঞান পরামর্শদাতা বোর্ডের (ড্রাগস টেকনিক্যাল এডভাইসরী বোর্ড) প্রথম অধিবেশন হয়। বোর্ডের সভাপতি ও ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর-জেনারেল লেঃ জেনারেল স্যার গর্ডন জলী সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী কেন্দ্রীয় গবেষণাগার গঠনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ১৯৪০ সালের ভেষজ আইনের প্রাথমিক নির্দ্দেশানুযায়ীই এই গবেষণাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সিরাম, ভ্যাকসিন, ভিটামিন প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য ঔষধপত্রের বিশুদ্ধতা ও রোগ নিবারক শক্তি প্রভৃতি নির্ণয় করিবার জন্য বৃটিশ ভেষজ বিজ্ঞান ছাড়া বোর্ড অন্য কোন ভেষজ বিজ্ঞান অনুসারে ইহার মতামত প্রকাশ করিতে পারিবে না-ভারত সরকার এ বিষয় একমত হইয়াছেন। ১৯৩১ সালের ভেষজ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের দশ বৎসর পরে ঔষধের আমদানী, উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভেষজ আইন ১৯৪০ সালে প্রবর্ত্তিত হয়। অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থাতে ভেষজ তদন্ত কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করা হইয়াছে এবং যুদ্ধের দরুণ অনেক সুপারিশ বাতিল করিতে হইয়াছে। এই জন্যই ঔষধ আমদানী, উৎপাদন ও বিক্রয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার এত বিলম্ব ঘটিয়াছে।

ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ স্থাপন

প্রকাশ, ভারত সরকার ইহার অধীনস্থ যে সকল বিভিন্ন বিভাগ খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া একটী নূতন খাদ্য বিভাগ গঠন করিবেন।

আসামে ধানের চাষ

বর্ত্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার একর অধিক জমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে অনুমিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে ১১ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; গত বৎসরে ধান চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬ শত একর।

ভারতে ধান চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৬ কোটী ৭৬ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে ৬ কোটী ৬৩ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে ধান চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ বেশী। বর্ত্তমানে ধান ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল।

ইন্সিওরেন্স অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে যে, যে সকল বীমাপত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে বে-সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিমান আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্য্যকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে। বীমাপত্রে যে সকল বাধা-নিষেধ আছে তাহা শুধু সেই সকল বীমাকারীদের উপর প্রযোজ্য হইবে যাহারা যুদ্ধকালে ভারতের বাহিরে যাইবে অথবা সৈন্যবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক কার্য্যে যোগদান করিবে। যে পর্য্যন্ত বীমাকারী ভারতে বেসামরিক কার্য্যে রত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত বীমাকারীর যুদ্ধ, শত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে।

বিমান প্রতিরোধমূলক কার্য্যে কোনরূপ কর্ম্ম গ্রহণ করাকে বেসামরিক পেশা বলিয়াই গণ্য করা হইবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণের পক্ষে

এন, সি, দত্ত চেয়ারম্যান।

যারা খেটে খায়

কর্মীরা উৎসাহী, চট্‌পটে আর সন্তুষ্ট থাকে কিসে? রোজ বেলা এগারোটা আর বিকেল চারটেয় কাজের মাঝখানে তাজা-করা এক পেয়ালা গরম চা পেলে। কেননা সেই সময়ই তারা সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত বোধ করে। যারা খেটে খায় তাদের কি চা না-হলে চলে! কাজের প্রেরণা চা থেকেই পাওয়া যায়।

বেলা এগারোটার চা

আনন্দের পাত্র

বিকেল চারটের চা

চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 171

পয়সার অভাব ও ভারত সরকার

জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন বণিক সমিতির নিকট হইতে পয়সার অভাব সম্বন্ধে ভারত সরকার যে সকল স্মারকলিপি পাইয়াছেন এবং সংবাদপত্রসমূহে এই ব্যাপারে যে সকল সমালোচনা বাহির হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতেছেন। আশা করা গিয়াছিল যে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কারেন্সি নোটের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জনসাধারণের আয় বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ আধ আনার ব্যবহার বেশী হইবে এবং এক পয়সার জন্ম চাহিদা কমিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। পয়সার অভাবে দরিদ্র লোকদের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। কেহ কেহ তামার পয়সা জমাইয়া রাখিতেছে অথবা তামা বিক্রয়ের জন্ম পয়সা গলাইতেছে বলিয়া যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার বিষয় এ পর্য্যন্তও কোনরূপ সঠিক ও ব্যাপক তথ্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু ভারত সরকার পয়সার অভাবে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা স্বীকার করেন এবং পয়সার অসুবিধা কিরূপে দূর করা যায়, তৎসম্বন্ধে ভারত সরকার শীঘ্রই তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে আমদানী মাল চলাচলের সুবিধা

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, দেশের আভ্যন্তরীণ যানবাহনের অসুবিধার জন্ম 'গ্রেট বৃটেন' হইতে যে সকল মাল জাহাজে করিয়া ভারতে আমদানী করা হইবে, সেই সমস্ত মাল যাহাতে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের নিকটবর্ত্তী বন্দরসমূহে খালাস করা হয়, তজ্জন্ম গত ১লা অক্টোবর হইতে ভারত সরকার নিম্নরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মাল খালাস করিবার জন্ম ভারতে তিনটী অঞ্চল ধার্য্য করিয়াছেন :—(১) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল—বোম্বাই প্রদেশ, কাথিয়াবাড়, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, রাজপুতানা, মধ্যভারত, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, (২) দক্ষিণাঞ্চল—মাদ্রাজ প্রদেশ, মহীশূর, হায়দরাবাদ এবং দক্ষিণ-ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ, (৩) উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল—বিহার, উড়িষ্যা, বাঙ্গলা, আসাম এবং প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যসমূহ। ভবিষ্যতে যাহারা মাল আমদানী করিবার জন্ম অনুমতিপত্র চাহিবেন তাহারা যেন ইহার মধ্যে তাহাদের মাল খালাস করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করেন।

আসাম সরকারের খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি ক্রয়

জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ম আসাম সরকার চলতি বৎসরে প্রায় ১ কোটী ৬৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়চোপড় কিনিয়া রাখিবেন। আসামের বাহির হইতে যে সকল জিনিষ কেনা হইবে তাহার পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা। আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার মালপত্রাদি ক্রয় করা হইবে। আসামের বাহিরের জিনিষ 'স ওয়ালেস এণ্ড কোং'এর মারফতে এবং আসামের ভিতরের জিনিষ 'ষ্টীল ব্রাদার্স'এর মারফতে কেনা হইবে। ইহা ছাড়া অপরাপর সূত্রে যে সকল জিনিষ কেনা হইবে তাহার পরিমাণ ৩ হাজার টাকার বেশী হইবে না।

ভারতের রেলপথসমূহের আয়

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতের রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে রেলওয়ে বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ১০ কোটী টাকা বেশী। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যে পাঁচ মাসের হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই সময়ে বরাদ্দের তুলনায় রেলপথ পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটী ২৫লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। রেলের কর্ম্মচারীদের যে মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ধরিয়া সমগ্র বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ অনুমিত বরাদ্দের চেয়ে ৬ কোটী টাকা বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় এবং রেলপথসমূহের আয়ও বরাদ্দের তুলনায় ২০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অনুমান ঠিক হইলে বাজেটে যে ২৮ কোটী টাকা রেলপথের উদ্বৃত্ত আয় বলিয়া ধরা হইয়াছিল, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪২ কোটী টাকা হইবে।

আসামে সমবায় আন্দোলন

আসাম প্রদেশের সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে সমবায় সমিতি-সমূহের সংখ্যা পূর্ব্বের ১ হাজার ৫৭৯টী হইতে হ্রাস পাইয়া ১ হাজার ৫৩২টীতে দাঁড়াইয়াছে। সভ্যের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে ৬০ হাজার ৬৪৪ জন হইতে কমিয়া ৫৮ হাজার ৮৪৪ জন হইয়াছে। যে আঠারটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই ঋণদান ব্যাপারে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়া দেউলিয়া হইয়াছে। অপর চারিটি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের অবস্থাও খুব সঙ্গীন।

ভারতে ইক্ষুর জরীপ

প্রকাশ, শীঘ্রই ভারতে ইক্ষুর জরীপ কার্য্য ভারত সরকার আরম্ভ করিবেন। এইরূপ জরীপ কার্য্যের মেয়াদ তিন মাস কাল স্থায়ী হইবে। এইরূপ জরীপ কার্য্যে যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন তিনি বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া সরকার পরিচালিত ইক্ষু-'ফার্ম্ম' গুলি পরিদর্শন করিবেন। তিনি ইক্ষু শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিতও এই সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিবেন।

বাঙ্গলায় আলুর চাষ বৃদ্ধি

বাঙ্গলা সরকার আসাম সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে আসামের বিভিন্ন বাজার হইতে ৭৫ হাজার মণ আলুর বীজ ক্রয় করিতেছেন। এজন্ম প্রতি সপ্তাহে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং বাঙ্গলা সরকারের এজেণ্ট প্রতি সপ্তাহে ক্রীত মাল পাঠাইতেছেন। আসাম হইতে আনীত এই আলু প্রধানতঃ বাঙ্গলার 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের প্রসারকল্পে নিয়োজিত হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংখ্যা

প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ শিল্পে বর্ত্তমানে কর্ম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ৩ কোটী ৮৩ লক্ষ জন।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে. সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা।

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই

ধুতী ও সাড়ী

পরিধান করিয়া

তৃপ্তিলাভ

করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ভারতে ব্যাধি বীমা

প্রকাশ, ভারত সরকার এদেশে ব্যাধি বীমা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে একটি বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। আশা করা যাইতেছে যে, ভারত সরকারের শ্রম-সচিব ডাঃ আম্বেদকর শীঘ্রই বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন করিয়া ভারতে ব্যাধি বীমা প্রচলনের জন্য উপযুক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিবেন।

ভারত সরকারের রেলপথ ক্রয়

শুনা যাইতেছে যে, ভারত সরকার ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে ভারতের অবশিষ্ট কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন।

ভারতে ইক্ষু চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে ইক্ষু চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ৩৬ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল।

ভারতে চীনাবাদামের চাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে চীনাবাদাম চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ৬৩ লক্ষ ৮১ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে ৫৬ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল।

গুণ্ডারা আমাদেরই ক্ষতি করে

লুঠতরাজ আর ধ্বংস হ'লো গুণ্ডা-রাজত্বেরই বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী এর নিন্দা ক'রে থাকেন। কারণ এই সবের জন্যে স্বরাজ পেছিয়ে যাচ্ছে।

পথ আর সেতু ধ্বংস

গ্রাম আর শহরের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়। চালান আসে না এবং গ্রামজাত খাদ্যদ্রব্য বিক্রী হয় না। এমন কি মহাজনদের দেবার টাকাও আর থাকে না।

আপনার আত্মীয়স্বজনরা যদি গুণ্ডা-পরিবৃত এক জেলায় বাস করেন, তাহ'লে তাঁদের কতোখানি বিপদ—ভেবে দেখুন তো।

বীজ-ভাণ্ডার, ডাকঘর আর কাছারি ভস্মীভূত

বীজ পুড়িয়ে দিলে কৃষকরা বপন করবে কি? ডাকঘর বা কাছারি ভস্মসাৎ হ'লে দরিদ্রদেরই অশেষ কষ্ট। কারণ তাদের সঞ্চিত অর্থ, পেনসন আর জমির মালিকানা-সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র নষ্ট হ'য়ে যায়। সকলের চেয়ে গভর্ণমেণ্টের ক্ষতিই কম।

আমরা সকলে একযোগে কাজ করতে দৃঢ়সংকল্প হ'লে গুণ্ডাদের এই উৎপাত অচিরে থেমে যায়। আমরা যতো তাড়াতাড়ি এর অবসান ঘটাতে পারি, একা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক জায়গায় কমিটি গড়ুন, স্বেচ্ছাসেবকদের দল সংগঠন করুন।

গুণ্ডাদের নিপাত হোক

CPU-56/B

কোম্পানী প্রসঙ্গ

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

সম্প্রতি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের একাদশ বার্ষিকী উদ্যাপীত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সঙ্ঘের কলিকাতা অর্দ্ধকেন্দ্রের একাদশ বার্ষিকী কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়। এই কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে নানা দিকে নানাভাবে সঙ্ঘের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পরিচালনাধীনে যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, তন্মধ্যে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্ত্তক জুট মিল, প্রবর্ত্তক ফার্শিসাস ও প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট—এই চারিটি পাব্‌লিক লিমিটেড কোম্পানী আছে। প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের স্বত্বাধিকারিত্বে প্রিন্টিং, হাফটোন, পাবলিশিং, মেশিনারী ট্রেডিং, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য, ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষিবিভাগ, জুট এজেন্সি, সঙ্ঘ প্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। ইহা ছাড়া প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডই প্রবর্ত্তক জুট মিল ও প্রবর্ত্তক ফার্শিসার্সের ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন। প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাটী যুদ্ধের দরুণ বর্ত্তমানে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও উহার ভবিষ্যৎ মোটের উপর আশাপ্রদ বলা যায়। ইহা ছাড়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের চেষ্টায় ও পরিচালনায় বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় ২৭টী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও নানাবিধ দোকান, উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি আছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উদ্যমে আজ বাঙ্গলা দেশে কয়েক হাজার পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এরিয়ান্ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে এলাহাবাদে এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এলাহাবাদ শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ আর এন বসু এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। মিঃ বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রতি দেশবাসীর সম্যক চেতনা পরিস্ফুট না হইলে দেশের আর্থিক উন্নতি ও শিল্প প্রসারের আশা সুদূরপরাহত। "অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সুদৃঢ় অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় ব্যাঙ্ক যে জাতির কত বড় সম্পদ সেই বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভার প্রারম্ভে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ বি মুখার্জ্জি এরিয়ান ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সারা সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২।০ আনা। **সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান স্পিনিং, উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **হোশিয়ারপুর দোয়াব ব্রাঞ্চ রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ আনা। **দি ইন্দোর মালওয়া ইউনাইটেড মিলস লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ক্যালকাটা অয়েল সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গৌরাঙ্গসুন্দর তাহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, আশুশ্রাদ্ধ ঘাট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। উদ্ভিজ, খনিজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার তৈল প্রস্তুত ও ও উহাদের কাজকারবার।

মাসুদাবাদ প্রোপাইটার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম এ ইস্পাহানি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। জমি ও ইমারত ক্রয়বিক্রয় ও ইজারা লওয়া ইত্যাদি ব্যবসা।

হিন্দুস্থান কাইবার এজেন্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নন্দলাল কানোরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।

দিনাজপুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বগলা প্রসাদ কর। রেজিষ্টার্ড অফিস—দিনাজপুর। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ব্যাঙ্কিং।

স্থান পরিবর্ত্তন

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ১৯৪২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে
আমাদের অফিস কলিকাতার ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ারস্থ
আমাদের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হইবে।

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড

ষ্টক ও বাজার চল্‌তি যাবতীয় শেয়ারের কাজে
ভারতের সর্ব্বপ্রধান যৌথ কারবার।

বর্ত্তমান ঠিকানা :—৫নং সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা। ফোন সাউথ ৪৩০ ও ৪৩১

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। বাজারে টাকার পর্য্যাপ্ত যোগান রহিয়াছে অথচ চাহিদা প্রায় নাই বলিলেই চলে। ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন তুলা খরিদের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এখনও টাকা লইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে চড়তির ভাব বজায় ছিল, কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ বেশী নহে।

বিনিময় বাজারের অবস্থায় গত ৩রা নভেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত দারুণ মন্দার ভাব বিদ্যমান ছিল। পরে বিনিময় বাজারের অবস্থায় কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে কিছু পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে।

গত ৩রা নভেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৵০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৵৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥৵০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ১০ই নবেম্বর তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং ৯ই নবেম্বর তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৩ই নবেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১২ কোটি ৫১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টকে কোন টাকা ধার দেওয়া হয় নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৭০ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি ৫১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৫}{৬}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{৫}{৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৬}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে উঠানামা করিতে থাকে। এবং ক্রেতাবিক্রেতা উভয় পক্ষের মধ্যেই ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর জন্য অপেক্ষা করিবার মনোভাব দেখা যায়। যাহা-হউক, সপ্তাহের শেষের দুইদিনের শেয়ারের বেচাকেনায় কতকটা তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে শেয়ারের বাজারে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয়। শত্রুপক্ষের যে ব্যাপক বিমান আক্রমণের আশঙ্কা করা গিয়াছিল—তাহা অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে। যতটা আশা করা যায় তাহাতে বর্ত্তমানে যুদ্ধ ব্যাপারে কোনরূপ চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। গুয়াদালকানারে জাপানীদের পশ্চাদপসরণ, ষ্ট্যালিনগ্রাডে রুশবাহিনী কর্ত্তৃক জার্ম্মানদের অগ্রগতিতে বাধাদান এবং মিশর রণাঙ্গনে অষ্টমবাহিনীর চাপে জার্ম্মানদের সম্পূর্ণ পশ্চাৎবর্ত্তন প্রভৃতি সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা যদি বজায় থাকে তবে শেয়ার বাজারের উন্নতি অব্যাহত থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৫,৯০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,২৬,৭৭৫৲	টাকা
আমানত	৩৭,৯৭,০০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা) ও নারায়ণগঞ্জ

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স জেনারেল ম্যানেজার।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজার স্থির রহিয়াছে। কোম্পানীর কাগজের বেচাকেনার পরিমাণ ছিল কম। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর দাঁড়াইয়াছে ৯৪/০ আনা। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫॥০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৬০ সালের কাগজ ১০৩৶০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৯৸০ আনা, ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৸০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮॥৵০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯৯।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের বাজার তেজী ছিল কিন্তু শেয়ারের দরে বিশেষ কোন ঊর্দ্ধগতি লক্ষিত হয় নাই।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের কাজকারবার কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাওড়া ৫৫৲ টাকা, গ্যাঞ্জেস ৩১২৲ টাকা, ন্যাশনাল ২৩৸০ আনা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৯৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত না হইলেও ইহার শেয়ারের বেচাকেনায় কতকটা স্থিরভাব দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩১ টাকা ও ২০৸০ আনা।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দর চড়িয়াছে।

চা-বাগান

চা বাগানের শেয়ারের জন্য ভাল চাহিদা দেখা গিয়াছে। বারদুয়ার টি এণ্ড টিম্বার ৭।০ আনা এবং টাইরুণ ১৫॥০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ২৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২।৵০ আনা, বৃটিশ-ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৫৸৵০ আনা, ডানলপ-রাবার ৪০।০ আনা, ইণ্ডিয়া কেবল ২৪॥০ আনা, আসাম স্ মিলস ৩॥৵০ আনা এবং পোর্টসিপিং ১৬৸৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৩০শে অক্টোবর—১০০৵০ ; ২রা নবেম্বর—১০০৲ ; ৩রা—১০০৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৯শে অঃ—৯৫৵০ ; ৩রা নবেঃ—৯৫॥০ ; ৪ঠা—৯৫॥৵০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৫২) ২রা নবেঃ—৯৯।০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯ অঃ—৯৩৸৵০ ৯৪৵০ ; ৩০শে—৯৩৸৵০ ৯৪৲ ; ২রা নবেঃ—৯৩৸০ ৯৪৵০ ; ৩রা—৯৩৸০ ৯৪৵০ ; ৪ঠা—৯৩৸৵০ ৯৪৵০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৩০শে অঃ—১০৩।০ ; ৩রা নবেঃ—১০৩।০ ; ৪ঠা—১০৩৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২রা নবেঃ ১০৯৸৵০ ১১০৵০ ; ৩রা—১০৯॥৵০ ১০৯৸০ ; ৪ঠা—১০৯৸০। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ২রা নবেঃ—১১৩৸০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৩০শে অঃ—১০৯৲ ; ২রা নবেঃ—১০৮॥৵০ ১০৮৸৵০ ; ৩রা—১০৮॥৵০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২রা নবেঃ—১৬০৬৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৯শে অঃ—১০২৲ ; ৩০শে—১০১॥০ ১০২৲ ; ২রা নভেঃ—১০১॥০ ; ৩রা—১০১৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৩০শে অঃ—৯৬॥০।

ইলেক্‌ট্রিক

জব্বলপুর ইলেক্‌ট্রিক ২রা নবেঃ—১৫৸০। মজফরপুর ইলেক্‌ট্রিক ৩রা নবেঃ—১২৲। পাটনা ইলিক্‌ট্রিক ৩০শে অঃ—১৬।০ ১৬।৵০ ; ৩রা নভেঃ—১৬।০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৩০শে অঃ—২॥৶০ ২৸০ ; ২রা নবেঃ—২৸০ ২৸০ ; ৩রা—২৸০ ; ৪ঠা—২৸০। ইণ্ডিয়ান কপার ২৯শে অঃ—২।৵০ ২।৶০ ; ৩০শে—২।০ ২।৵০ ; ২রা নবেঃ—২।০ ২।৵০ ; ৩রা—২।৵০ ২।৵০ ; ৪ঠা—২।৵০ ২।৵০।

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড্ কলিকাতা।
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
—শাখাসমূহ—
ঢাকা, মালদহ, শিলং
রাঁচী, রাণাঘাট, বালী,
দেওঘর, রোহনপুর,
মাটোর, ঝালদহ,
টিটাগড়, রাইগঞ্জ,
মালুটী ওনিমাসরাই।
CALCUTTA EXCHANGE BANK LIMITED
ফোন :—
কলি : ১৮১৮
টেলিগ্রাম—সে ফ্‌বঙ

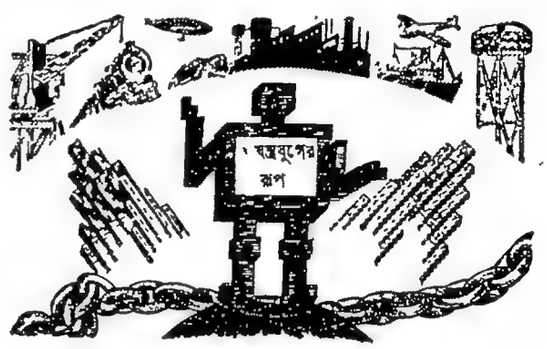

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কারখানা—বেলুড়।
ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ
● প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
● ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
● এম, এস, রডস এবং ফ্লাট্স্
● সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
● "এ্যাসিটি গ্যাস" প্লথ
● রাবারাইসড্ ক্যানভাস
● মেকানিক্যাল ইনসার-শন সিটিংস্
● গ্রাউণ্ড সিট্স্
ম্যানেজিং এজেণ্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

অশ্বান
তেজস্কর ও বলবর্দ্ধক
দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন
অশ্বানের নিয়মিত সেবনে
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া
দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ৩০শে অঃ—২০৸/০ ; ২রা নবেঃ—২০৸/০ ২১।০ ; ৩রা—২১৸০ ; ৪ঠা—২১৵০ ২১।/০। বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রফ) ২রা নবেঃ—১৮৲ ।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ৩রা নবেঃ—১২।০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৯শে অঃ—১৫৷৷৵০ ১৫৸০ ; ৩০শে—১৫৷৷৵০ ; ২রা নবেঃ—১৫৸০ ; ৩রা—১৬৲ ; (প্রেফ) ২রা নবেঃ—১৩০৲। রিলায়েন্স ফায়ার ব্রুস ২রা নবেঃ—১৩।০ ১৩।৵০ ; ৪ঠা—১৩৷৷০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২রা নবেম্বর—২৮।৵০ ; ৪ঠা—২৮৷৷০। বেঙ্গল ৩০শে অঃ—২৫।৵০ , ২রা—৩৭৮৲ ৩৮১৲। ভালগোড়া ৩০শে অঃ—৫৸০ ; ২রা নবেঃ—৫৸০ ; ৩রা—৫৸৵০ ৬৲। বোকারো এণ্ড রামগড ৩০শে অঃ—১৭৸০ ১৭৸৵০ ; ২রা নবেঃ—১৭৷৷৵০ ১৭৷৷৵০ ; ৪ঠা—১৮৲। বরাকর ৩০শে অঃ—১২৸০ ; ২রা নবেঃ—১২৷৷৵০ ১২৸৵০ ; ৩রা—১৩৲ ; ৪ঠা—১২৸৵০ ১৩৸০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৪ঠা নবেঃ—১৭৵০ ১৭৵০। হরিলাদি ২৯শে অঃ—১২৸৵০ ; ৩০শে—১২৸৵০ ১৩৵০। কাটরাস ঝরিয়া ৪ঠা নবেঃ—২৬।০। নর্থ দামুদা ২৯শে অঃ—৫৷৷৵০ ; ২রা নবেঃ—৫৷৷৵০ ; ৩রা—৫৸০। পেঞ্চভেলী ৩রা নবেঃ—৩৭৸০। সামলী ২রা নবেঃ—২৷৷৵০ ২৷৷৵০ ; ৩রা—২৷৷০ ২৷৷৵০ ; ৪ঠা—২৷৷৵০। শিবপুর ২৯শে অঃ—২২৷৷০ ২২৷৷৵০। ভালচেড় ২৯শে অঃ—২৷৷৵০ ২৷৷৵০ ; ৩০শে—২৷৷০ ; ২রা নবেঃ—২৷৷০ ২৷৷৵০ ; ৩রা—২।৵০ ২৷৷০ ; ৪ঠা—২৷৷০ ২৷৷৵০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ২৯শে অক্টোবর—৫৷৷৵০ ; ২রা নবেঃ—৫৸০ ৬৲ ; ৪ঠা—৬।০ ; (প্রেফ) ২৯শে অঃ—৮৵০ ৮।০ ; ২রা নবেঃ—৮৵০ ৯৲। বেণারস কটন ৩০শে অঃ—৬।৵০ ; ২রা নবেঃ—৬।৵০। বেঙ্গল নাগপুর কটন ৩০শে অঃ—২৬৷৷০ ; ৩রা নবেঃ—২৬।৵০ ২৬৷৷০। বাউরিয়া ৪ঠা নবেঃ—৪৭৪৲। কাশপুর টেক্সটাইল ২৯শে অঃ—১২৷৷৵০ ১২৸০ ; ৩০শে—১২।৵০ ১২৷৷৵০ ; ২রা নবেঃ—১২।০ ১২৷৷৵০ ; ৩রা—১২।০ ১২৷৷০ ; ৪ঠা—১২৷৷৵০ ১২৸৵০। চাকেশ্বরী ৩০শে অঃ—১৭৸০। ডানবার ৩০শে অঃ—২৬০৲ ; ৪ঠা নবেঃ—২৬০৲ ২৬৩৷৷০। এলগিন মিলস (প্রেফ) ৩০শে অঃ—১৮৪৷৷০ ; ৪ঠা নবেঃ—১৮৫৲ ১৮৬৲। কেশোরাম ২৯শে অঃ—১২।৵০ ১২৷৷০ ; ৩০শে—১২৵০ ১২।/০ ; ২রা নবেঃ—১২৲ ১২।৵০ ; ৩রা—১২।৵০ ১২৸৵০ ; ৪ঠা—১২৷৷৵০ ১২৸০ ; (প্রেফ) ২৯শে অঃ—১৩৫৲ ; ৪ঠা নবেঃ—১৩৬৲। মুইয়ের মিলস ২৯শে অঃ—৩৩০৲ ৩৩৪৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৯শে অঃ—৭।৵০ ৭৷৷৵০ ; ৩০শে—৭।৵০ ৭৷৷০ ; ২রা নবেঃ—৭।৵০ ৭।৵০ ; ৩রা—৭।৵০ ৭৷৷০ ; ৪ঠা—৭৷৷৵০।

পাটকল

আদমজী ৩০শে অক্টোবর—২৫।৵০। আগরপাড়া ২রা নবেম্বর—২১৸৵০ ; ৪ঠা—২২৸৵০ ২৩৵০। এলবিয়ন ২৯শে অঃ—১৮৫৲ ১৯২৲ ; ৩০শে—১৯০৲। আলেকজেণ্ড্রা ২রা নবেঃ—২০১৲ ; ৪ঠা—২০২৲। এলায়েন্স ২৯শে অঃ—৩০০৲। এংলো ইণ্ডিয়া ২৯শে অঃ—৩৪৮৲ ৩৫০৲ ; ২রা—৩৪১৲ ; ৩রা—৩৪০৲ ৩৪১৲ ; ৩রা—৩৪৫৲ ৩৪৬৲ ; (প্রেফ) ২৯শে অঃ—১৫৮৲। অকল্যাণ্ড ২৯শে অঃ—১৬৯৲ ; (প্রফ) ৩রা নবেঃ—১৩৬৷৷০। বালি ২৯শে অঃ—২৪৭৲ ; ৩০শে—২৪৫৲ ২৪৮৲ ; ৩রা নবেঃ—২৫০৲। বরানগর ২রা নবেঃ—১০০৲ ; ৪ঠা—১০০৲ ১০১৲। বেঙ্গলজুট (প্রেফ) ৩০শে অঃ—১১২৲। বিরলা ২রা নবেঃ—৩১৸০ ; ৩রা ৩১।/০ ; ৪ঠা—৩১।৵০। ক্যালকাটা জুট ৪ঠা নবেঃ—২৪৷৷৵০। বজবজ ৩০শে অঃ—৩৫০৲ ; ২রা নবেঃ—৩৪৬৲ ৩৫০৲ ; ৪ঠা—৩৫০৲। কেলিডানিয়া ৩০শে অঃ—৩৭৮৲। চাঁপদানী ৩রা নবেঃ—১৭৫৲ ; ৪ঠা—১৭২৲। সেভিয়ট (প্রেফ) ২০শে অঃ—১৫১৲। ক্লাইভ ৩০শে অঃ—২৪৷৷০ ; ৩রা নবেঃ—২৪৸০ ; ৪ঠা—২৫।০ ; ('এ'প্রোফ) ৩রা নবেঃ—১৪২৲ ১৪৪৲ ; ৪ঠা—১৪৩৲ ১৪৩৷৷০। ডালহৌসী ২৯শে অঃ—২২৫৲ ; ৩রা অঃ—২১১৲। ডেলটা ৩রা নবেঃ—৪৩২৷৷০। এম্পায়ার ৩রা নবেঃ—২৮।০। ফোর্ট উইলিয়াম ৩রা নবেঃ—২২৯৲ ২৩১৲ ; ৪ঠা—২৩৩৲। গ্যাঞ্জেস ৪ঠা নবেঃ—৩১২৲। গৌরীপুর (প্রেফ) ৩রা নবেঃ—১০২৲ ; (প্রফ) ৪ঠা নবেঃ—১৪০৲। হেষ্টীংস (প্রেফ) ২রা নবেঃ—১৩১৲। হুগলী ৩রা নবেঃ—৬৬৲ ; (প্রেফ) ২৯শে অঃ—১৯৷৷০। হাওড়া ২৯শে অঃ—৫৪৷৷০ ৫৬৲ ; ২রা নবেঃ—৫৩৸০ ৫৪৵০ ; ৩রা—৫৪।৯ ৫৪।/০ ; ৪ঠা—৫৪।৵০ ৫৫৲। হুকুমচাঁদ ২৯শে অঃ—১৬৵০ ১৬।৵০ ; ৩০শে—১৫৷৷০ ১৫৸০ ; ৩রা নবেঃ—১৫।০ ১৫।৵০ ; (প্রেফ) ২রা নবেঃ—১৪৩৲ ; ৪ঠা—১৪৩৲। ইণ্ডিয়া ২৯শে অঃ—৩৯৭৲ ৪০২৲ ; ২রা—৩৮৬৲ ; ৩রা—৩৯১৲ ৩৯৩৲ ; ৪ঠা—৩৯৮৲ ৪০২৲। কামার হাটী ২৯শে অঃ—৪৭৮৲ ৪৮২৲ ; ৩০শে—৪৭৫৲ ; ২রা নবেঃ—৪৭২৲ ৪৭৪৲ ; ৩রা—৪৭১৷৷০ ৪৭৩৲। কিনিসন ২রা নবেঃ—৩২৩৲ ৩২৬৲ ; ৩রা—৩২৩৷৷০ ৩২৬৲ ; ৪ঠা—৩৩৫৲ ; (প্রেফ) ৪ঠা নবেঃ—১৪৬৲। ল্যাণ্ডস ডাউন (প্রেফ) ২রা নবেঃ—১২১৲ ; ৩রা—১৩১৲ ১৩২৲। লরেন্স ৩রা—২৩০৲ ২৩১৲ ; ৪ঠা—২৩৩৲ ২৩৫৲। ন্যাশনাল ২৯শে অঃ—২৩৷৷৵০ ; ৩রা নবেঃ—২৩৵০ ২৩।০ ; ৪ঠা—২৩৸০। নর্থব্রুক ২রা নবেঃ—২৮৲ ; ৪ঠা—২৮৲ ২৮৷৵০। নদীয়া ২৯শে অঃ—৬৯৲ ; ২রা নবেঃ—৬৬৷৷০ ৬৭৲ ; ৩রা—৬৬।৵০ ৬৮৷৷০ ; ৪ঠা—৬৮।৵০ ৬৮৷৷৵০। প্রেসিডেন্সি ৩০শে অঃ—৫।৵০ ৫৷৷০ ; ২রা নবেঃ—৫।/০ ; ৩রা—৫।৵০ ৫৷৷০ ; ৪ঠা—৫৷৷/০ ৫৷৷৵০। রিলায়েন্স ২৯শে অঃ—৫৬৵০ ; ২রা নবেঃ—৫৪৷৷০ ৫৫৲ ; (প্রেফ) ২৯শে অঃ—১৫৭৲ ; ৪ঠা—১৫৬৲ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ৩০শে অঃ—১৪৸০ ; ২রা নবেঃ—১৪৲ ; ৩রা—১৪।০ ; ৪ঠা—১৪৷৷০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৯শে অঃ—২০৩৲ ; ৩০শে—২০৪৲ ; ২রা নবেঃ—২০৫৷৷০ ; ৩রা—২০৭৲ ২১৫৲ ; ৪ঠা—২১৬৲ ২১৮৲ ; (প্রেফ) ৩০শে অঃ—১৩৫৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ২৯শে অঃ—১৫৸০ ১৫৸৵০ ; ২রা নবেঃ—১৫।/০ ১৬৲। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক কনস্ট্রাকসন ২৯শে অঃ—১০৷৷৵০ ১০৸০ ; ৩০শে—১০।০ ; ৪ঠা—১০।০। বার্ণ এণ্ড কোং ৩০শে অঃ—৩৫০৲ ; ৪ঠা নবেঃ—৩৪৭৲ ৩২৫৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৯শে অঃ—৩১৷৷০ ৩১৷৷০ ৩১৷৷৵০ ৩১৸৵০ ; ৩০শে—২৯৸৵০ ৩০৲ ৩০৸৵০ ৩০।০ ৩০।/০ ৩০।৵০ ৩০৷৷০ ৩০৷৷৵০ ৩০৷৷/০ ; ২রা নবেঃ—৩০/০ ৩০/০ ৩০।০ ৩০।/০ ৩০।/০ ৩০৷৷০ ৩০৷৷৵০ ; ৩রা—৩০।/০ ৩০৷৷০ ৩০৷৷৵০ ৩০৸০ ৩০৸/০ ; ৪ঠা—৩০৸০ ৩০৸৵০ ৩১৲ ৩১৵০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ২৯শে অঃ—২০৷৷/০ ২০৸৵০ ২১৲ ; ৩০শে—২০৲ ২০/০ ২০৵০ ২০।০ ২০।/০ ২০৷৷০ ; ২রা নবেঃ—২০/০ ২০৵০ ২০/০৷৷২০।/০ ২০।৵০ ২০৷৷০ ; ৩রা—২০।/০ ২০।/০ ২০৷৷০ ২০৷৷/০ ; ৪ঠা—২০৷৷৵০ ২০৸০ ২০৸৵০ ; (প্রেফ) ২৯শে অঃ—১১২৷৷০ ; ৩০শে—১১৩৲ ; ২রা নবেঃ—১১২৷৷০ ১১৩৲ ; ৩রা—১১২৲। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৯শে অঃ—১২৸০ ; ২রা নবেঃ—১২৷৷০ ১২৷৷/০ ; ৪ঠা—১৩৲ ১৩।০ ।

কাগজের কল

বেঙ্গলপেপার ২৯শে অক্টোবর—১৬৪৲ ; ৩০শে—১৬৪৲ ; ৩রা—১৫৮৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৯শে অক্টোবর—১৬৩৲ ১৬৪৲ ; ৩০শে—১৬১৲ ১৬৩৷৷০ ; ২রা নভেম্বর—১৫৯৷৷০ ১৬১৷৷০ ; ৪ঠা—১৬১৲ ১৬২৲। ওরিয়েণ্ট

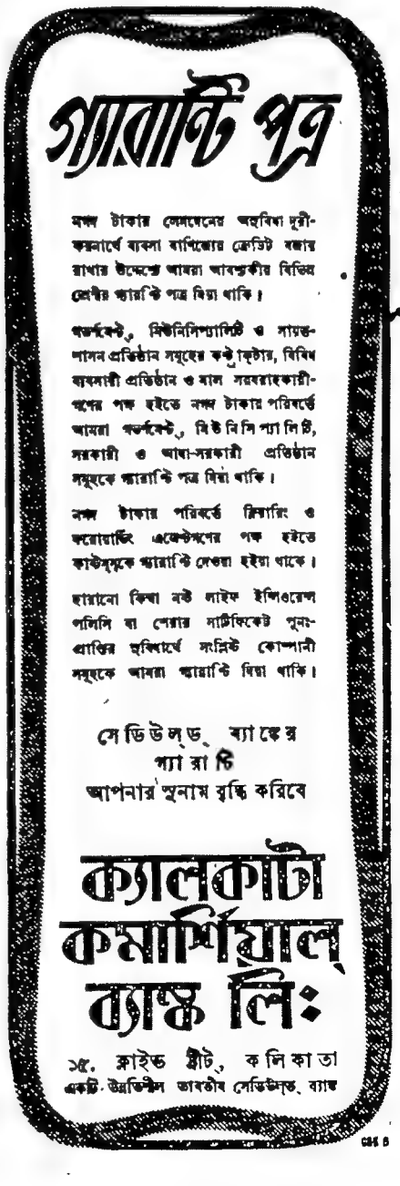

পেপার ২৯শে অক্টোবর—২২৸৵০ ; ৩০শে—২২৷৵০ ২২৷৵০ ; ২রা নভেম্বর ২২৷৵০ ২২৷৵০ (প্রেফ) ২৯শে অক্টোবর—১১১৲ ১১২৲ ; ২রা নভেম্বর—১০৮৲ ১১০৲ ; ৪ঠা—১১১৲ । শ্রীগোপাল পেপার ২৯শে অঃ—১৯৷০ ; ৪ঠা নভেম্বর—১৯৷৵০ । ষ্টার পেপার ২৯শে অঃ—১৮৷০ ১৮৷৵০ ; ৩০শে—২০৷০ ২০৸০ ; ২রা নভেম্বর—২০৷৵০ ২০৸০ ; ৩রা ২০৷৵০ ৪ঠা—২০৸৵০ ।

চিনিরকল

বলরামপুর ২৯শে অঃ—১৩৸৵০ ; ৩রা নভেম্বর—১৩৷৵০ ১৩৷৵০ ; ৪ঠা—১৩৷০ ; কেরু এণ্ড কোং ২৯শে—অঃ—১৫৷৵০ ১৬৲ ; ৩০শে ১৫৷৵০ ১৫৷০, ৩রা—১৫৲ ১৫৵০ ; ৪ঠা—১৫৵০ ১৫৷০ । (প্রেফ) ২৯শে অঃ—১৪৬৲ ; ৩রা—১৪৮৲ । নিউ সাডান ২৯শে অঃ—১৪৷৵০ ১৪৷০ ; ৩০শে—১৪৷৵০ ১৪৷০ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৫ই নবেম্বর ।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। পাটের দর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যানবাহনের সমস্যার দরুণ পাটের সরবরাহ আদৌ আশানুরূপ হইতেছে না। সম্প্রতি বন্যার ফলে কোন কোন অঞ্চলে যে বিপর্য্যস্ত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে পাট আসিতে বিলম্ব হইতেছে। জাহাজ ও অন্যবিধ যানবাহন সার্ভিসের কর্ত্তৃপক্ষ পাট সরবরাহ সম্পর্কে সুবিচার করিতেছেন না বলিয়া প্রকাশ। পাট সরবরাহ বিষয়ে রেলওয়ে ও জাহাজ কোম্পানী কর্ত্তৃক অগ্রাধিকারের সুবিধা দেওয়া উচিত।

আলগা পাটের বাজারে মিলমালিকগণ এখনও পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। গতকল্য জাত-মিডল ও বটম প্রতি মণ যথাক্রমে ১২৲ টাকা ও ৯।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ক্রশ বটমের দর উঠিয়াছিল প্রতি মণ ৭৷০ আনায়। পাকা বেল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কাজ-কারবার হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ৯নং পোর্টার চটের দর নগদ ১৪৸৵০ আনা, নবেম্বর ১৪৸৵০ আনা, ডিসেম্বর ১৫৲ টাকায় ও জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৫৲ টাকা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮৸০ আনা, নবেম্বর ১৮৸৵০ আনা, ডিসেম্বর ১৮৸৵০ আনা ও জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৫ই নবেম্বর ।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে কোন কোন বিভাগে বস্ত্রের দরে চড়তির ভাব দেখা যায়। ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে কলকারখানার উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্বের স্তরে আসিতে না পারার ফলে সরবরাহ প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারিতেছে না। স্থানীয় মজুত বস্ত্রের পরিমাণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন সরবরাহ আসিয়া পৌঁছিতেছে না। বাজারে গুজব, নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ আরও সস্তা দরের বাহির হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে ঐ শ্রেণীর সস্তা কাপড় তৈরী হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

শীত ঋতু প্রত্যাসন্ন। শীত বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু যোগান তদনুরূপ না থাকায় মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৬ই নবেম্বর ।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণা ৬৬।০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৮৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতার সোণার বাজার বিশেষ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। সোণার আমদানীর তুলনায় চাহিদা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোণার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপারে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহার জন্য ঝুঁকিদারেরা সোণা ক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছে। ইহাতে মনে হয় সোণার দর আরও চড়িবে। কলিকাতায় এ সপ্তাহে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৬।০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৬।০ আনা এবং প্রতিটি গিনি ৫০।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

সোণার বাজারের সঙ্গে সঙ্গে রূপার বাজারও তেজী হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রূপা ১১০৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৭।০ আনা এবং খুচরা প্রতি এক শত তোলা রূপা ১০৭৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩½ পেন্স।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

সচিবের দপ্তর তত্রস্থ উপনিবেশসমূহের দপ্তরের সহিত একত্রী-ভূত হইয়া যাইবার নির্দ্দেশও আপনি দিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সহিত সর্ব্বশেষ সাক্ষাৎকালে সেই সমগ্র চিত্রটি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।" এই চিঠির শেষের দিকে মৌলানা আজাদ উভয় পক্ষের পত্রবিনিময় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ঐ তারিখেই মাত্র চার লাইনের এক চিঠিতে সংবাদপত্রে পত্রাবলী প্রকাশের অনুমতি দেন। লুই ফিশার বলিতেছেন, ক্রিপস্ যদি সত্যসত্যই ডিগবাজী না খাইবেন, তাহা হইলে মৌলানা আজাদের চিঠির জবাবে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের অভিযোগ খণ্ডন করিবার চেষ্টা না করিয়া তৎপূর্ব্বে পত্রপ্রকাশের অনুমতি দিতেন না। কিন্তু তখন তিনি ঘটনাস্থলে সমাসীন অমন জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলিতে পারেন নাই।

* * * * *

কিন্তু ভারতে থাকিতে যাহা পারেন নাই, ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া দূরে বসিয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড পরে তাহাই অনায়াসে বলিতে পারিয়াছেন। মার্কিণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাঁহার একাধিক বেতার বক্তৃতায় তিনি ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসের ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১৯৪০ সালে বে-সরকারী পরিদর্শক হিসাবে ভারতে আসিয়া তৎকালে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া কথিত যে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য ও অন্যান্য অজুহাতগুলিকে স্বার্থান্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কারসাজি বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, দুই বৎসর যাইতে না যাইতে সেই স্যার ষ্ট্যাফোর্ডই সাম্রাজ্যবাদীদের পুরাতন বুলি আওড়াইয়া ভারত সম্পর্কে অপভাষণের আশ্রয় লইয়াছেন। মিঃ ফিশার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড নীরব থাকিলেই ভাল করিতেন। তিনিও রক্ষণশীল বৃটিশ শ্রেণীর সুরে সুর মিলাইয়া ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আছে।

এই ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসে সুদের হার

শতকরা বার্ষিক

চলতি হিসাবে	...	।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক	...	১।০
স্থায়ী আমানত (১২ মাসের জন্য)	...	৩।০

সুবিধাজনক সর্ত্তে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

কলিকাতা অফিস :—

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, ফোনঃ—কলিঃ ৬৫৪৪

১৩২নং রাসবিহারী এভেনিউ ফোনঃ—সাউথ ২৬৩৬

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

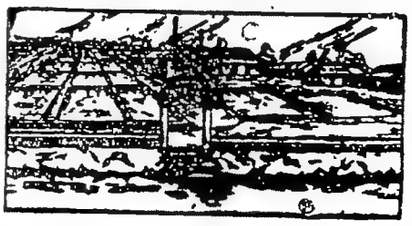

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—

ব্রহ্মলক্ষ্মী

ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—

ব্রহ্মলক্ষ্মী

ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

CALCUTTA UNIVERSITY

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৬ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ২৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৬৯-৪৭১	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৭৬-৪৮১
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৪৭২	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৪৮২
১৯৪০ সালে ভারতের বীমাব্যবসায় (৩)	৪৭৩	বাজারের হালচাল	৪৮৩-৪৮৬
ভারতের শ্রমিক	৪৭৪-৪৭৫		

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা

চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হওয়ায় এবার দেশে পাটের দর বিশেষ ভাবে নামিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে দরিদ্র চাষীদের দুঃখ দুর্দ্দশাও চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। এবার গত বারের তুলনায় দ্বিগুণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়া বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রীরা কৃষকদিগকে ভরসা দিয়াছিলেন যে, অতিরিক্ত পাট চাষের ফলে যদি তাহাদের কোন ক্ষতি হয় তবে বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকার একযোগে তাহা পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু পাটের দর বিশেষ পড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও এতদিন তাঁহারা সেরূপ সাহায্যে অগ্রসর হন নাই। কৃষকেরা জলের দরে অধিকাংশ পাট বিক্রয় করিয়া দেওয়ার পর উহাদের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখার সুবিধার্থ সম্প্রতি তাঁহারা এক কোটি টাকা ঋণ প্রদানের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে দেশে পাটের দর বাড়াইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার যে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী ভাবে একটা কিছু করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। অবিক্রিত পাট ধরিয়া রাখার জন্য কৃষকদিগকে ঋণ প্রদান ছাড়া বর্ত্তমানে পাটের মূল্য বৃদ্ধির অন্য কয়েকটি ছোটখাট উপায়ও রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে সে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া পাটের বাজারের অনেকটা উন্নতি সাধন করিতে পারেন বলিয়া আমাদের ধারণা। উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে মফঃস্বল হইতে বর্ত্তমানে কলিকাতা ও অন্যান্য ব্যবসাকেন্দ্রে পাট তেমন কিছু আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। সে অসুবিধার জন্য সহরকেন্দ্রের তুলনায় মফঃস্বলে পাটের মূল্য বিশেষ ভাবে নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় পাটের মূল্য বৃদ্ধির জন্য মফঃস্বল হইতে সহরে পাট চালান দেওয়ার আশু সুব্যবস্থা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির একটি বিশেষ উপায় হইতেছে আগামী বৎসরে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখনই একটা ঘোষণা প্রকাশ করা। বাঙ্গলা সরকার যদি এরূপ সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহারা আগামী ১৯৪৩ সালে কিছুতেই এ প্রদেশে এবারের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী পাট উৎপন্ন হইতে দিবেন না, তবে ভবিষ্যতে বাজারে বেশী পাট পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া পাটের ক্রেতারা বর্ত্তমানে পাট ক্রয়ের অধিক আগ্রহ দেখাইবে। ফলে পাটের দরও অবশ্যই কিছু বৃদ্ধি পাইবে। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এইরূপ ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার 'আর্থিক জগতে' মন্তব্য করিয়াছি। বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব কমার্সের মত সুপরিচিত বণিক-সঙ্ঘও গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া ইহার উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার এ সম্পর্কে কি করিবেন তাহা এখনও প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না। কিন্তু বাঙ্গলার চটকলওয়ালারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের এই প্রস্তাব সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন, আর তাঁহাদের ইংরাজী মুখপত্র 'ক্যাপিটেলে'র মারফতে এই ধরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এখন হইতেই জোর প্রচারকার্য্য শুরু করিয়া দিয়াছেন। ঐ পত্র তাহাদের গত ১২ই নভেম্বরের সংখ্যায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদিয়া গবর্ণমেণ্টকে ও জনসাধারণকে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে পাটের তেমন দাবীদাওয়া না হইলেও অদূরভবিষ্যতে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই

উহার ব্যাপক চাহিদা দেখা যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। নানা দেশে খাদ্যাভাব দেখা যাওয়ার সঙ্গে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঐ শ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য বেশী পরিমাণ পাটের থলিয়ার আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই চাহিদা স্বভাবতঃই খুব বাড়িবে। যুদ্ধের পর নানা ধরণের পুনর্গঠন কার্য্যের জন্যও পাট ও থলিয়ার চাহিদা ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই একদিকে পাট-চাষীর লাভ ও অপরদিকে পাট শিল্পের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ১৯৪৩ সালে এবারের তুলনায় পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ না করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য। 'ক্যাপিটেল' পত্রের এই অযাচিত উপদেশ ও মন্তব্যের ভিতর চটকলওয়ালাদের পুরাতন কারসাজির পুনরভিনয় লক্ষ্য করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। পাট চাষের মরশুম নিকটবর্ত্তী হইলে উহারা পরবর্ত্তী বৎসরে পাটের বেশীরকম কাটতি হইবে বলিয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। উহাদের প্রচারকার্য্যে বিভ্রান্ত হইয়া বাঙ্গলা সরকার বেশী জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন—অতিরিক্ত লাভের আশায় কৃষকেরাও পাটের চাষ বাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করে। পরে নূতন পাট বাজারে উঠিবার সঙ্গে এই 'ক্যাপিটেলই' আবার সুর বদলাইয়া পাটের অতি-উৎপাদন হইয়াছে বলিয়া রব তুলিয়া দেয়, আর সেই সুযোগে চটকলওয়ালারা জলের দরে পাট খরিদ করিয়া কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের মুনাফার পথ প্রশস্ত করিয়া লয়। এই ধরণের কারসাজির বিরুদ্ধে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গলার জনসাধারণের পক্ষে এখন হইতে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। একথা সত্য যে, যুদ্ধের পরে বিদেশে পাট ও চটের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যুদ্ধ যে কবে শেষ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অন্ততঃ ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া ঐ সালে যে বাহিরে বেশী পরিমাণ পাট ও চট চালান দেওয়ার সুবিধা হইবে না তাহা খুবই বলা চলে। এই অবস্থায় দরিদ্র পাটচাষীদের ভাগ্য অনিশ্চয়তার ভিতর ঝুলাইয়া না রাখিয়া আগামী বৎসরের পাটচাষ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের একটা সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য। আশা করি চটকলওয়ালাদের স্বার্থপর প্রভাব এড়াইয়া সেরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখাইবার সৎসাহস বাঙ্গলা সরকারের আছে।

সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগ

যুদ্ধের সময়ে এদেশে খাদ্য সরবরাহের সুব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকার একটি সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ, এই বিভাগটিকে বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের অধীনে রাখিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা হইবে। এই বিভাগের ভিতর দিয়া বাণিজ্য সচিব মহোদয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের কাজ সম্পাদন করিবেন। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে খাদ্যদ্রব্যের যোগান হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া দেশে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এইরূপ একটি স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগ গঠনের প্রস্তাব আমরা সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। তবে একথা সত্য যে, কেবল মাত্র একটি সরকারী বিভাগ স্থাপন করিলেই আসল সমস্যার প্রতিকার হইবে না। প্রকৃত আন্তরিকতা নিয়া সেজন্য সমুচিত প্রতিকারোপায় দেখিতে হইবে। এদেশে খাদ্য দ্রব্যের যোগান কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার কার্য্যকরীপন্থা কি হইতে পারে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ন্যায্যদরে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণের কতদূর সুব্যবস্থা সম্ভবপর—ইত্যাদি বিষয় যথারীতি বিবেচনা করিয়া এই বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা যদি অচিরেই সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনে সচেষ্ট হন, তবেই এই বিভাগের সার্থকতা প্রমাণিত হইতে পারে। নতুবা অন্য অনেক সরকারী দপ্তরের মত উহাও শুধু বাহ্যিক আড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য থাকিবার কালে এদেশে খাদ্য ফসল বাড়ানোর জন্য একটা আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বিভাগ ত্যাগ করিবার পর তাঁহার সেই আরব্ধ কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। আমরা আশা করি, বর্ত্তমানে নূতন করিয়া খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কাজ হাতে পাওয়ার সঙ্গে এদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

আগষ্ট মাসের বহির্ব্বাণিজ্য

গত আগষ্ট মাসের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নূতন করিয়া ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের একটা অবনতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। গত জুলাই মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। আলোচ্য আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। কিন্তু রপ্তানী তদনুপাতে না বাড়িয়া বরং গত জুলাই মাসের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত জুলাই মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছিল। আলোচ্য আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের সহিত রপ্তানীবাণিজ্য উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্ত এবার স্বভাবতঃই কিছু হ্রাস পাইয়াছে। জুলাই মাসের বহির্ব্বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা আধিক্য দেখা গিয়াছিল। এবার সে আধিক্য কমিয়া ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। বাহিরের নানারূপ দায় মিটাইবার পক্ষে বহির্ব্বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ভারতের একটি প্রধান সম্বল। যুদ্ধের চাপে রপ্তানীবাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া উহা যদি শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে তবে ভারতের পক্ষে তাহা খুবই আশঙ্কার কথা।

বিদেশের সহিত পণ্য আদান প্রদানের দিক দিয়া ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের বর্ত্তমান গতি আলোচনা করিলে এদেশের পক্ষে তাহাও সন্তোষজনক মনে করা যায় না। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এক-দিকে ডাল-শস্য-ময়দা অপরদিকে বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি জিনিষের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাহির হইতে এই সব জিনিষ আমদানী করিতে পারিলে সকল দিক দিয়াই সুবিধা হইত। কিন্তু ডাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় জিনিষের আমদানী এখন একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জুলাই মাসে বাহির হইতে এদেশে যে পরিমাণ বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতি আসিয়াছিল সে-তুলনায় আগষ্ট মাসে ঐ সমস্ত জিনিষের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে এ মাসে তেল ও তূলার আমদানী কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণের দিকে নজর রাখিয়া তূলা ও তেলের আমদানী বাণিজ্য উপরোক্তরূপ বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। জনসাধারণের জন্য অধিক কাপড় উৎপাদনের বদলে হয়ত সৈন্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মিহি বস্ত্র প্রস্তুতের জন্যই বিদেশী তূলার আমদানী বাড়ান হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কেরোসিনের আমদানী না বাড়িয়া হয়ত তেলের দফায় এবার পেট্রোলের আমদানীই শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য আগষ্ট মাসে বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া ভারতীয় রপ্তানী

বাণিজ্যের গতিও এদেশের পক্ষে খুবই বিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশবাসীর অর্থাগমের সুবিধার্থ এদেশ হইতে বাহিরে তুলা, পাট চট ও চামড়া প্রভৃতি বেশী পরিমাণে রপ্তানী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গত জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসে এই সব দ্রব্যের রপ্তানী বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে এদেশে বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি জিনিষের বিশেষ অভাব সত্ত্বেও বাহিরে এবার বেশী করিয়া এই সব জিনিষই রপ্তানী হইয়াছে। ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের এই ধরণের প্রতিকূল গতি রোধ করিবার জন্য এখন হইতে সুপরিকল্পিত চেষ্টা প্রয়োজন।

কুইনাইন সমস্যা

কুইনাইন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে নূতন দিল্লীতে এক বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আড়াই বৎসরকাল ব্যবহারের উপযোগী কুইনাইন এদেশে মজুত রহিয়াছে। সুতরাং কুইনাইনের জন্য কাহারও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেভাবে সমস্যাটিকে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন আসলে যে সমস্যাটি তত সহজ নহে, এই অল্প-দিনের মধ্যেই জনসাধারণ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। কেননা হাজার প্রয়োজন সত্ত্বেও এবং পাউণ্ড প্রতি ১৫০ টাকা দর দিয়াও এখন আর উপযুক্ত কুইনাইন মিলিতেছে না। আড়াই বৎসরের উপযোগী কুইনাইন মজুত আছে বলিয়া যাঁহারা বাহাবা নেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা এখন আর কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। তবে আভাসে ইঙ্গিতে যতদূর বোঝা যাইতেছে তাঁহাদের পূর্ব্বেকার অহমিকা এক্ষণে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। প্রকাশ, ভারত সরকার প্রকৃত সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অনেকটা বিলম্বে হইলেও আমরা ভারত সরকারের এই নির্দ্দেশের তারিফ করিতেছি। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে সিঙ্কোনা চাষের যে সামান্য ব্যবস্থা আছে তাহাতে এদেশে বৎসরে মাত্র ২ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে দেশে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি লোক ম্যালিরিয়ায় আক্রান্ত হইতেছে সেদেশে এই সামান্য পরিমাণ কুইনাইন দ্বারা রোগ প্রতিরোধের কি সুবন্দোবস্ত হইতে পারে? এতদিন যাভা হইতে এদেশে প্রয়োজন মত কুইনাইন আমদানীর সুবিধা ছিল। যুদ্ধের জন্য এক্ষণে সেই সুবিধাও গিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতে সিঙ্কোনা চাষের ব্যাপক বন্দোবস্ত করিয়া এদেশে কুইনাইনের উৎপাদন বাড়ান যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনা যায়, সমুদ্রতীর হইতে ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার ফুট উঁচু জায়গায় সিঙ্কোনা গাছের চাষ করিলে তাহা সহজেই বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠে। যদিও কোন কোন দেশে ২ হাজার ৬০০ ফুট উঁচু জমিতে সিঙ্কোনার চাষ করিয়াও তাহার ভালরূপ ফলন লক্ষ্য করা গিয়াছে। যাহা হউক ভারতবর্ষে বিস্তর অঞ্চল পর্ব্বতসমাকীর্ণ থাকায় এদেশে সমুদ্রতীর হইতে ৫ হাজার ফুট উঁচু ভূভাগের অভাব নাই। কাজেই প্রাদেশিক সরকারসমূহের দিক হইতে উপযুক্তরূপ চেষ্টা সুরু হইলে এদেশে ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনার চাষ তথা কুইনাইন উৎপাদনের সুবিধা অবশ্যই হইতে পারে। সিঙ্কোনার চাষ এদেশে একটি লাভজনক শিল্প হিসাবেও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উপযোগী। ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা করিয়া ও উহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিয়া যাভা দেশ আজ এক বিরাট শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তুলিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে ঐ দেশ হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ গিল্ডার (এক গিল্ডার ৯ শিলিং ৮ পেনীর সমান) মূল্যের সিঙ্কোনার ছাল ও কুইনাইন বাহিরে রপ্তানী হইয়া-ছিল। ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা করিয়া ভারতের ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীদের জন্য কুইনাইন সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সঙ্গে জাভার মত একটি বিশেষ লাভজনক শিল্পও এদেশে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে।

ভারতে তাঁত শিল্পের দুর্দ্দশা

সূতার যোগান কমিয়া ও উহার মূল্য বেশীরকম চড়িয়া উঠিয়া ভারতীয় তাঁত শিল্পের সমক্ষে এক নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। তাঁত শিল্পের মারফতে ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটি লোকের অন্ন সংস্থান হইত। সূতার অভাবে ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য বর্ত্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আর কিছুকাল চলিলে অধিকাংশ তাঁতীকেই একেবারে কারবার গুটাইতে হইবে। এই বিরাট দেশে জনসাধারণের জন্য বস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে দেশের তাঁতগুলি এতদিন উল্লেখযোগ্য ভাবে সাহায্য করিয়াছে। সূতার অভাবে উহাদের কাজ কমিয়া যাওয়ায় দেশে বস্ত্রের অভাবও আজ সহজেই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূতার এই নিদারুণ অভাব সম্বন্ধে বহুদিন নীরব থাকিয়া গত জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার তাঁতীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বলা হইয়াছিল যে, এদেশ হইতে যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে সূতা বাহিরে চলিয়া না যায় সেজন্য তাঁহারা সূতার রপ্তানী সম্পর্কে কড়াকড়ি বিধান প্রয়োগ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা দেশীয় কল-মালিকদের নিকট হইতে সূতা কিনিয়া প্রাদেশিক সরকারসমূহের মারফতে ন্যায্য দরে তাহা বিভিন্ন অঞ্চলের তন্তুবায়দের ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও কথা দিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতের তাঁত শিল্পের জন্য কিছু বেশী পরিমাণ সূতা পাওয়া যাইবে বলিয়া একটা আশা-ভরসার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়েই আজ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ কিছু করিতেছেন না। যুদ্ধের জন্য জাপান ও বাহিরের অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে সূতার আমদানী বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু এদেশ হইতে বিদেশে সূতার রপ্তানী এখনও মোটেই বন্ধ হইতেছে না। সম্প্রতি বহির্ব্বাণিজ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে ভারত হইতে বাহিরে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার সূতা রপ্তানী হইয়াছে। দেশের তাঁতীরা সূতার অভাবে যে স্থলে নিদারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে সেস্থলে এত বেশী টাকার সূতা বাহিরে রপ্তানী হইতে দেওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে তাহা আমরা বুঝি না। যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে সূতার আমদানী কমিয়া যাওয়ার পর হইতে এদেশের কাপড়ের কলসমূহে পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বেশী সূতা প্রস্তুত করা হইতেছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে ১১৩ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে তাহা বাড়িয়া ১৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। কাপড়ের কলসমূহে উহাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সূতা প্রস্তুত হইতেছে তাহা ন্যায্য দরে কিনিয়া লইয়া বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতীদের ভিতর বণ্টন করিলে উহাতে তাঁত-শিল্পের অবশ্যই কতকটা সুবিধা হইত। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন জানিয়াও গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের এই উদাসীনতার সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ভবিষ্যৎ লাভের আশায় কার্পাস সূতা মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোয়েম্বাটোর ও মাদুরা প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশে সূতা চালানের ব্যবস্থা সম্পর্কে রেলকর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা দিতেছে না। এই বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে দেশীয় তাঁত শিল্প সম্পর্কে এই সরকারী ঔদাসীন্য আমরা সর্ব্বথা নিন্দনীয় বলিয়া মনে করি।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ১০ই নবেম্বর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল অকুণ্ঠ ভাষায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অকপট উক্তি করিয়াছেন। এই মহাযুদ্ধের লক্ষ্য কি? কোন্ আদর্শ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই বিশ্বব্যাপী নরমেধ-যজ্ঞ? মিঃ চার্চ্চিল আশ্বাস দিয়াছেন, উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের কোনরূপ অভিপ্রায় গ্রেট বৃটেনের নাই—শুধু উত্তর আফ্রিকায়ই নয়, পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে অপরের দেশ গ্রাস করার কুমতলব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই। সাধু! তাহা হইলে চার্চ্চিল-ইডেন-আমেরী গোষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? ইউরোপের শাসনীকবলিত দেশগুলিকে পরাধীনতার নিগড় হইতে মুক্ত করিবার জন্যই গ্রেট বৃটেন বারবার বিপর্য্যয়ের ধাক্কা সহ্য করিয়া আজও ধৈর্য্য হারায় নাই। গণতন্ত্রের মহান আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই নাকি এই কৃচ্ছ্র সাধনা! তবে এই গণতন্ত্র পুরাপুরি শ্বেতবর্ণ! কৃষ্ণবর্ণের কথা উঠিতেই পারে না।

* * *

মিঃ চার্চ্চিল কবুল করিয়াছেন, সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁহাদের অরুচি ধরিয়াছে; উত্তর আফ্রিকায় বা আর কোথাও নূতন করিয়া তাঁহাদের আর সেই লোভ নাই। তাই বলিয়া যাহা রহিয়াছে তাহা হাতছাড়া করিবেন এত বড় আহাম্মকও তাঁহারা নহেন। মিঃ চার্চ্চিল ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে অকপটে বর্ত্তমান যুদ্ধের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন, "নিজেদের সাম্রাজ্য আমরা নিজেদের হাতেই রাখিতে চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের তল্পিতল্পা গুটাইবার কাজকারবারের পরিচালক হইবার জন্য আমি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হই নাই।" (I have not become the King's First Minister in order to presid over the liquidation of the British Empire.) সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। গ্রেট বৃটেনের ঔপনিবেশিক অধিকার ও তৎসংক্রান্ত কায়েমী স্বার্থ অটুটই রহিবে। এই সাম্রাজ্য ছাড়া গ্রেট বৃটেনের আর কোন দেশ কাড়িবার লোভ নাই, হয়ত আর লাভ নাই বলিয়াই। সে যাহাই হউক, সুবক্তা মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার সদিচ্ছার কথা জানাইয়া ভালই করিয়াছেন। ইহার পরেও যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীদের কৃপার আশায় পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন, হয় তাহারা একেবারে অজ্ঞ, নয় তো একেবারেই অন্ধ।

* * *

সম্প্রতি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত 'লাইফ' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলী গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের নিকট এক খোলা চিঠিতে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছেন, "বৃটিশরা কি তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ করিতেছেন?... আজ আমেরিকার জনসাধারণ স্পষ্টাক্ষরে জানাইতে চাহে, গ্রেট বৃটেন সাম্রাজ্যবাদী নীতি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কি না?... আমেরিকাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধসংক্রান্ত লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। তাহা হইতেছে এই যে, আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্য বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছি না।" উক্ত খোলা চিঠিতে গ্রেট বৃটেনকে বলা হইয়াছে, "আপনারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে 'আদর্শে'র কথা বলা পরিহাসের বিষয় এবং আমাদের সৈন্যদের কাছে আমরা মুখ দেখাইতে পারিতেছি না।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ হইতে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ জনমতের প্রতিধ্বনি করিয়া স্বার্থান্ধ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, মিঃ চার্চ্চিল বোধ হয় তাঁহার ১০ই নবেম্বর তারিখের বক্তৃতায় এক সঙ্গে সেই সকল কথার জবাব দিয়াছেন। যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য জমিদারী তাঁহারা ছাড়িবেন না। স্পষ্ট কথা। স্পষ্ট লক্ষ্য।

* * *

ভারতবর্ষের আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তৃপক্ষ কিছুতেই আপোষ-মীমাংসার পথে যাইতে চাহেন না। পাছে ভারতবর্ষ সত্যই যদি জাতীয় ঐক্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী করিয়া বসে! শুধু ভয় ও জেদ, স্বার্থ ও সন্দেহ। আসল কথা ভারতকে গ্রেট-বৃটেন স্বাধীন দেখিতে চাহে না। সম্প্রতি কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজাগোপালাচারীয়া বড়লাটের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। বড়লাট এই প্রস্তাবে দৃঢ় অসম্মতি জানাইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও মীমাংসার পথে অগ্রসর হইয়া অনুরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ 'না' জবাব পাইয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। মিঃ চার্চ্চিল হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড লিনলিথগো পর্য্যন্ত বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এক সুরে বাঁধা। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য মিঃ চার্চ্চিল আঁটঘাট বাঁধিতে গিয়া অতীতের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রাক্কালে এমনি মূঢ়তার অবাধ রাজত্ব চালিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ষোড়শ লুই'এর দাম্ভিকতা রুশ বিপ্লবের সময় দ্বিতীয় নিকোলাসের বুদ্ধিহীনতা তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতের অনিবার্য্য ঘটনাবলী সম্পর্কে একবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু যে সকল কার্য্যকারণ আশ্রয় করিয়া ঐসব বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছিল সেই সম্পর্কে উদাসীন হইয়া কেবল দাম্ভিকতা ও স্বার্থপরায়ণতার পথ আঁকড়াইয়া থাকিলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়া বিচিত্র কিছু নহে।

* * *

বড়লাটের তথা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের পুনঃপুনঃ অনমনীয় জেদের দ্বারা এই কথাটাই পরিষ্কার জানা যায় যে, হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য একটা অজুহাত মাত্র। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইলেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়িতে রাজী হইবে না। রাজাজী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মিঃ জিন্নার সহিত একটা প্রারম্ভিক বোঝাপড়া করিয়া এবং তাঁহার সম্মতি লইয়াই মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব জানান হইয়াছিল। রাজাজী বলিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধিতায় এখন কেবল তিনিই নহেন, মিঃ জিন্নাও নিরাশ হইয়াছেন। রাজাজীর এই উক্তি হইতে মনে হয়, কংগ্রেসের সহিত আপোষ মীমাংসার জন্য মিঃ জিন্না তাঁহার পূর্ব্ব অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃগণ যতই চেষ্টা করুন না কেন, গর্ব্বান্ধ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্তে অচল, অটল। এরূপ অবস্থায় রাজাজীর পরিকল্পিত ইংলণ্ড গমনের ফলে কি লাভ হইবে? গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের নিকট সকল কথা অকপটে বলার সুযোগ ছাড়া আর কোন্ সুফলের আশা আছে? বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি আজ একেবারেই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। নহিলে জগৎজোড়া বিপর্য্যয়ের মধ্যে বৃটিশ কূটনীতি এরূপ আত্মঘাতী নীতি বহুপূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিত।

১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় (৩)

ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স সম্প্রতি যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে গত সপ্তাহে আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল ও দাদন নীতির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আদায়ী সুদ ও কার্য্যপরিচালনা ব্যয় সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের অবস্থা বিশ্লেষণ করিব এবং তৎসঙ্গে ভারতে জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমার ব্যবসা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, আলোচ্য ১৯৪০ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিল নিয়োগ করিয়া গত ১৯৩৯ সালে শতকরা ৪'৬৮ ভাগ সুদ পাইয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪০ সালে সেইস্থলে উহাদের মাত্র শতকরা ৭'৩৭ ভাগ আয় হইয়াছে। বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় এই ভাবে কমিয়া যাওয়া দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে উহা নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। নূতন বীমা আইনের বিধান অনুসারে কোম্পানীসমূহ এক্ষণে তাহাদের বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগই সরকারী ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য হইতেছে। অথচ ঐ সব শ্রেণীর দাদনে বেশী সুদ পাওয়ার আশা সাধারণতঃ খুবই কম। গত মহাযুদ্ধের সময় সরকারী সিকিউরিটি ও আধা সরকারী সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্তব্য সুদের হার অনেকটা চড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেকে আশা করিয়াছিল এবারও যুদ্ধের সময়ে ঐ সমস্তের সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে, আর তাহার ফলে বীমা কোম্পানীসমূহও এই শ্রেণীর দাদন দ্বারা কতকটা উপকৃত হইবে। কিন্তু এবারকার যুদ্ধে অবস্থার গতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। এবার গবর্ণমেণ্ট টাকার বাজার নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া কোম্পানীর কাগজের মূল্য অনেকটা স্থির রাখিয়াছেন। নূতন সরকারী ঋণপত্রের জন্য প্রদেয় সুদের হারও যথাসম্ভব নিম্নস্তরে বজায় রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় না বাড়িয়া তাহা বরং হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সুদের হার হ্রাস পাওয়ার এই গতি ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের ভেলুয়েশন সম্পর্কে স্বভাবতঃই একটা প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিয়াছে। নূতন ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে গিয়া কোম্পানীসমূহের প্রাপ্তব্য সুদের হার এক্ষণে কম করিয়া বরাদ্দ করা হইতেছে। সুদের হার সম্পর্কে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ভেলুয়েশন রিপোর্টে এই সুসম্মত রীতি অনুসৃত হইতে দেখিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স অনেকটা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোম্পানীসমূহের পক্ষে ভবিষ্যতেও কম সুদ ধরিয়া ভেলুয়েশন করাইবার রীতি বজায় রাখায় উচিত। সুদের হার কম করিয়া বরাদ্দ করার পর কার্য্যতঃ আদায়ী সুদের হার বাড়িয়া যদি বীমা কোম্পানীসমূহের আয় বৃদ্ধি পায় তবে তাহাতে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু থাকিবে না। বরং ইহাতে কোম্পানীসমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি ও দৃঢ়তা বাড়িয়া উহাদের ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত হইবে। ভেলুয়েশনে সুদের হার সাব্যস্ত করা সম্পর্কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্সের এই মন্তব্য আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের ভেলুয়েশন রিপোর্টে পূর্ব্বের তুলনায় কমহারে সুদের হার বরাদ্দ ধরিয়া যুদ্ধের প্রথম দিকে যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছে। ভবিষ্যতেও প্রয়োজন বুঝিয়া তাহারা এমনি ধরণের সুবিবেচনা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবে না বলিয়া আমরা আশা করি।

আলোচ্য ১৯৪০ সালে কার্য্যপরিচালনা ব্যয়ের দিক দিয়া ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানীসমূহ তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যাপারে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৩'২ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে তাহাদের উক্ত ধরণের ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৮'৯ ভাগ। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ কার্য্যপরিচালনা বাবদ তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয় করিয়া ফেলে বলিয়া এতদিন উহাদের একটা দুর্নাম ছিল। বীমাকোম্পানীসমূহ উহাদের স্বকীয় চেষ্টায় এক্ষণে সেই দুর্নাম অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই সুখের বিষয়।

কিন্তু সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টমাস ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে কোম্পানীসমূহের কার্য্যপরিচালনা ব্যয় উহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ভবিষ্যতে বীমা কোম্পানীসমূহ যাহাতে তাহাদের ব্যয়ের হার সেই অনুপাতে হ্রাস করিবার চেষ্টা করে, সে সম্পর্কে মিঃ টমাস তাহাদিগকে উপদেশও দিয়াছেন। এই উপদেশের মূল যৌক্তিকতা অস্বীকার না করিলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের নিকট উহা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ গত কতিপয় বৎসর যাবৎ কার্য্যপরিচালনা ব্যয় হ্রাস সম্পর্কে বিশেষভাবে চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। নূতন বীমা আইনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ও যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থায় কতিপয় ধরণের খরচপত্র বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৪০ সালে কোম্পানীসমূহের মোট ব্যয়ের হার ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা সাড়ে চারি ভাগের মত হ্রাস করা হইয়াছে। এই অবস্থায় কার্য্যপরিচালনা ব্যয় কমানো সম্পর্কে কোম্পানী পরিচালকদের আন্তরিক চেষ্টা ও মনোযোগ সম্পর্কে এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা কাটিয়া গেলে ঐবিষয়ে অধিকতর সুযোগ আসিবে, আর তখন এদেশীয় বীমাকোম্পানীসমূহ সে সম্পর্কে প্রকৃত সুবিবেচনা দেখাইতে ত্রুটি করিবে না। এই যুদ্ধের সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের কার্য্যপরিচালনা ব্যয় যথাসম্ভব কমাইয়া দিয়া ইতিমধ্যে যে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহাতে এখন হইতে তাহারা এদেশের বীমাকারীদের অধিকতর সহযোগিতা দাবী করিতে পারে।

ভারতে জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে এই শ্রেণীর বীমা

(৪৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের শ্রমিক

নবেন্দু রায়

ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী আজ সচেতন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সর্ব্বাগ্রগণ্য শক্তিরূপে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী আজ অগ্রগামী। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে এই শ্রেণীশক্তি ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠার দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। আজ সর্ব্বব্যাপক জাতীয় সঙ্কটের দুর্দ্দিনে শ্রমিকশক্তির ঐক্য ও সংহতির উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীই আজ শ্রমিকশ্রেণীর দিকে চাহিয়া আছেন। কিন্তু, খুব কম লোকেই এই শ্রেণীর সম্যক পরিচয় রাখেন। নানা কারণে ভারতীয় শ্রমিকের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তবুও একটু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলেই আমরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর একটা মোটামুটি পরিচয় লাভ করিতে পারি।

১৯২৮ সালে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল ভারতে আসিয়া ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন এবং "ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা" শীর্ষক একটি রিপোর্ট রচনা করেন। এই রিপোর্ট হইতে আমরা ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি। রিপোর্টে বলা হইয়াছে: বহু অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ শ্রমিক দৈনিক এক শিলিং-এর (এক শিলিং সাধারণতঃ ৸৹ আনার সমান) বেশী মজুরী পায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পুরুষ শ্রমিক মাত্র সাত পেন্স এবং নারী শ্রমিক তাহারও অর্দ্ধেক মজুরী পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের শ্রমিকদের বাসস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উক্ত প্রতিনিধি দল রিপোর্টে বলিয়াছেন: ভারতীয় শ্রমিকদের বাসস্থান-গুলির সর্ব্বত্রই আমরা ভ্রমণ করিয়াছি। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে আমরা বিশ্বাসই করিতে পারিতাম না যে এইরূপ কদর্য্য স্থান পৃথিবীতে থাকিতে পারে। এক এক সারিতে অনেকগুলি ঘর আছে; প্রত্যেক ঘরে এক একটি পরিবার বাস করে। একখানিই মাত্র ঘর, সঙ্কীর্ণ এবং অন্ধকার, ইহারই মধ্যে শয়ন, রন্ধন সমস্তই চলে। কাঁচা গাঁথুনীর দেওয়াল ও কোনোরকমে সাজানো টালির ছাদ—ইহাকে মানুষের বাসস্থান না বলিয়া পাখীর খাঁচা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এহেন খাঁচায়ও তাহারা বিনা ভাড়ায় থাকিতে পায় না। খাঁচার মালিককে মাসে মাসে এই জন্য সাড়ে চার শিলিং ভাড়া দিতে হয়। এই খাঁচায় আলো বা বাতাস ঢুকিবার কোন পথ নাই। ভাঙ্গা টালির ফাঁকে অথবা একটি মাত্র দরজা খোলা রাখিলে যতটুকু আলো বাতাস ঘরে ঢোকা সম্ভব, তাহাই যথেষ্ট! ঘরের চারিপাশে এবং কাছাকাছি পুঞ্জীভূত পচা আবর্জ্জনার দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হইয়া থাকে। নর্দ্দমা বা ময়লা সাফের কোন ব্যবস্থা নাই। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকের জীবনযাত্রার প্রতি তাহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে কত উদাসীন তাহা শ্রমিকদের এই অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অনুপযোগী বাসস্থান দেখিলেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়।..... ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী এই নরককুণ্ডেই বাস করে।

১৯২৮ সালে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। তাহার পর চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রমিকের অবস্থা কি ফিরিয়াছে?

১৯৩৮ সালে জেনেভা সহরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি এস, ভি, পারুলেকর যে রিপোর্ট উপস্থাপিত করেন তাহার উপর একবার চোখ বুলাইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, পৃথিবীতে সব কিছুরই পরিবর্ত্তন থাকিলেও ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন নাই। পারুলেকরের রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে মালিকের নিকট হইতে যে-মজুরী পায়, তাহা দ্বারা তাহাদের সামান্যতম জীবিকার সংস্থানও হয় না। ১৯৩৫ সালে বোম্বাই সরকার বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিকদের মজুরী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে-রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহা হইতে জানা যায়, গোককে শতকরা আঠার জন শ্রমিক মাসিক তিন শিলিং হইতে নয় শিলিং মজুরী পায়, সোলাপুরে শতকরা বত্রিশ জন শ্রমিক মাসে সাড়ে সাত শিলিং হইতে পনর শিলিং মজুরী পায়, এবং বোম্বাই সহরে শতকরা বত্রিশ জন শ্রমিক সাড়ে বাইশ শিলিং হইতে তিরিশ শিলিং মজুরী পায় (এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, সারা ভারতে বোম্বাই সহরের শ্রমিকদের মজুরীর হারই উচ্চতম)।.....ঠিক কারখানা আকারে সংগঠিত হয় নাই এইরূপ ছোট ছোট শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা যে ইহাপেক্ষাও খারাপ তাহা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত-গতিতে বৃদ্ধি পাইবার ফলে কারখানার দরজায় কর্ম্মপ্রার্থীর ভিড়ও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই আর্থনীতিক দুর্গতির সুযোগ লইয়া কারখানার মালিকেরা শ্রমিকের মজুরীর হার এতটা কমাইয়া দিয়াছে যে, বাঁচিয়া থাকার মত সামান্যতম জীবিকার ব্যয়ও সে-মজুরীতে কুলায় না। অসুস্থতা, বেকার অবস্থা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু সম্পর্কে ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। বেকার জীবনের যন্ত্রণা এবং অনশন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভারতীয় শ্রমিকেরা যে নিরুপায় হইয়া শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যার পথও গ্রহণ করিয়া থাকে, এমন প্রমাণ বোম্বাই সহরের মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে। বোম্বাই সহরের শ্রমিকদের মধ্যে হাজারকরা শিশুমৃত্যুর হার যে কি ভয়ানক নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে তাহা বোধগম্য হইবে:—

	(১৯৩৩-৩৪)
এক ঘরের বাসিন্দা	৫২৪·০
দুই " "	৩৯৪·৫
তিন " "	২৫৫·৪
চার " "	২৪৬·৫

ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিনা ভাড়ায় স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে থাকিয়া শ্রমিকেরা যাহাতে শিশুমৃত্যুর দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই।

ভারতে শ্রমিকদের মজুরীর কোন সাধারণ হার নির্দ্দিষ্ট নাই, এমন কি একই শিল্পকেন্দ্রে একই রকম কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্যও নয়। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয়

শ্রমিকদের মজুরীর হার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া হুইট্‌লী কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে যে-হিসাব দেন, তাহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও অবিশ্বাস্য নয়। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত মজুরদের মধ্যে শতকরা কতভাগ কি মজুরী পাইত ঐ রিপোর্ট হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

সাপ্তাহিক হিসাবে

	৪৲ টাকার কম	৪৲ টাকা হইতে ৫৷৷০ টাকা	৫৷৷০ টাকা হইতে ৬৸ টাকা	৬৸ টাকা হইতে ৭৷৷০ টাকা	৭৷৷০ টাকা এবং তাহার উপর
যুক্ত প্রদেশ	৫৩	১৫	৯	৭	১৬
মাদ্রাজ	৪৭	১৯	১৫	৪	১৫
মধ্য প্রদেশ	৫৬	১৭	৮	৪	১৫
বিহার ও উড়িষ্যা	৪৫	২১	১২	৮	১৪
বাংলা	৩১	১৮	১৫	১০	২৬
বোম্বাই	১৩	১৯	২৩	১৩	৩২

উপরের তালিকা দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি যে—যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৫৩ জন শ্রমিক সপ্তাহে চারি টাকারও কম মজুরী পায়: মধ্য প্রদেশে অর্দ্ধেকেরও বেশী এবং মাদ্রাজ ও বিহার-উড়িষ্যায় প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক শ্রমিক সপ্তাহে চার টাকার কম মজুরী পায়, বাংলায় শতকরা পঞ্চাশ জন সাড়ে পাঁচ টাকার কম, এবং বোম্বাইতে (জীবন-নির্ব্বাহের ব্যয় যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি) অর্দ্ধেকেরও বেশি ৬৸ টাকার কম মজুরী পায়। ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় আছে তাহাদের মজুরীর হিসাব এই। সাধারণ শ্রমিকদের সম্পর্কে এই হিসাব প্রযোজ্য নয়।

১৯৩৫ সালে বোম্বাই, ১৯৩৭ সালে আমেদাবাদ, ১৯৩৮ সালে মাদ্রাজ এবং ১৯২৫ সালে সোলাপুরের শ্রমিকপরিবারের মজুরী সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া স্থানীয় প্রাদেশিক সরকারের শ্রম-বিভাগ অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সব তথ্য একত্র সংগ্রথিত করিয়া একটা আনুমানিক হিসাব খাড়া করিয়া আমরা শ্রমিকদের মাসিক পারিবারিক মজুরী বোম্বাইয়ে ৫০ টাকা, আমেদাবাদে ৪৬ টাকা সোলাপুরে ৪০ টাকা ও মাদ্রাজে ৩৭ টাকা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। প্রত্যেক শ্রমিক-পরিবারে গড়ে চার জন লোক, তাহাদের মধ্যে গড়ে দেড় হইতে দুইজন উপার্জ্জনশীল। সুতরাং গড়পড়তা হিসাবে প্রতি শ্রমিকের মাসিক মজুরীর হার দাঁড়ায় বোম্বাইয়ে ২৮ টাকা, আমেদাবাদে ২৬ টাকা, সোলাপুরে ২২ টাকা ও মাদ্রাজে ২১ টাকা।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হিসাব অনুযায়ী উল্লিখিত হার শ্রমিকের প্রাপ্য হইলেও শ্রমিক আসলে পায় ইহার কম। সর্দ্দারকে ঘুষ না দিলে চাকুরী থাকে না, আজেবাজে ত্রুটির জন্য জরিমানা দিতে হয়, সর্ব্বোপরি আয়ের তুলনায় অত্যধিক দেনা—এই সব কারণে প্রাপ্য মজুরী অপেক্ষা প্রাপ্ত মজুরী আসলে কমই হইয়া থাকে। বোম্বাই অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুসারে শতকরা পঁচাত্তরটি শ্রমিক-পরিবার, এবং মাদ্রাজ অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুসারে শতকরা নব্বইটি শ্রমিকপরিবার ঋণগ্রস্ত, এবং এই ঋণের পরিমাণ ছয় মাসের মজুরীর সমান।

খনি মজুরের অবস্থা আরো খারাপ। ঝরিয়া এবং রাণীগঞ্জ কয়লার খনিতে ভারতীয় খনিমজুরের তিনচতুর্থাংশ নিয়োজিত। গত মহাযুদ্ধের আগে ইহাদের মজুরীর হার ছিল দৈনিক ছয় আনা। যুদ্ধের পর এই হার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং ১৯২৯ সালে দৈনিক তের আনা পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু ১৯৩৬ সালে আবার দৈনিক সোয়া সাত আনায় আসিয়া ঠেকে।

ভারতীয় চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'ভারতীয় শিল্প-শ্রমিক' পুস্তকে মিঃ শিব রাও লিখিতেছেন: "আসাম চা-বাগানে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাসিক আয় গড়পড়তা সাত টাকা তের আনা (পুরুষ), পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা (নারী), এবং সোয়া চার টাকা (বালকবালিকা)। বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি সুবিধার কথা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবন আর ক্রীতদাসের জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুরমা উপত্যকার চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরীর হার আরও কম। দক্ষিণ ভারতের এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী দৈনিক চার আনা (পুরুষ) এবং তিন আনা (নারী)।

(১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় (৩))

কোম্পানীসমূহের সমষ্টিকৃত প্রিমিয়াম আয় উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ভারতে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে রত দেশী ও বিদেশী সমস্ত কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। এদেশে সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে প্রথম হইতে বিদেশী কোম্পানীসমূহের বেশী রকম প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। জীবন বীমা ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানীর অংশ কমিয়া আসিলেও সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে উহাদের আধিপত্য হ্রাস পাওয়ার এখনও তেমন কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না। সাধারণ বীমা বাবদ ভারতে গত ১৯৩৯ সালে বিদেশী কোম্পানীসমূহের মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে অগ্নি বীমা বাবদ ৪৮ লক্ষ টাকা, নৌ বীমা বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ বীমা বাবদ ৩৬ লক্ষ টাকা মিলাইয়া দেশীয় কোম্পানীসমূহের মোট ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে সেই স্থলে অগ্নিবীমা বাবদ ৫৪ লক্ষ টাকা, নৌবীমা বাবদ ২৯ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ বীমা বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা মিলাইয়া উহার মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। অপর-দিকে ভারতে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে রত বিদেশী কোম্পানীসমূহের মোট প্রিমিয়াম আয় পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়া এবার মোট ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। কাজেই দেখা যায়, ভারতে বিদেশী কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ দেশীয় কোম্পানীসমূহের কাজের তুলনায় এখনও খুবই বেশী। ভারতে সাধারণ বীমার ব্যবসা চালাইবার জন্য আজও উপযুক্ত সংখ্যক কোম্পানী গড়িয়া উঠিতেছে না। যে সামান্য সংখ্যক কোম্পানী ঐ ধরণের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিযোগিতার সমক্ষে তাহাদের পক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সুযোগও কম বলিয়াই মনে হইতেছে। সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের গবর্ণমেণ্ট ও এদেশের লোকদের এখন হইতেই বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া সঙ্গত।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য সাংবাদিক সমিতি

মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় বন্যার ফলে যে সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটীর পক্ষ হইতে বন্যার্ত্তদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য সংবাদপত্রসেবী ও জনসাধারণের নিকট একটী আবেদন করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কমিটীর সদস্য হইয়াছেন :—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জি, মিঃ আই এম ষ্টীফেন্স, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ভট্যাচার্য্য, মিঃ মুকুন্দিন এবং 'বেঙ্গল প্রেস এডভাইসরী কমিটী'র ৮ জন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জি এই কমিটীর সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মিঃ ষ্টিফেন্স এবং মিঃ সিদ্দিকী সহ-সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ও মিঃ মুকুন্দিন এই কমিটীর যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই কমিটীর কার্য্যালয়ের ঠিকানা হইতেছে—১২২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বন্যার্ত্তদের সাহায্যকল্পে প্রদত্ত অর্থাদি 'নিউজ পেপার্স সাইক্লোন রিলিফ কমিটী'র কোষাধ্যক্ষের নিকট ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভারতের কুটীর শিল্পের উন্নতি

ভারতবর্ষে কুটীর শিল্প এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলি যুদ্ধের সুযোগে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। ভারত সরকার বর্ত্তমান বৎসরে ১০ কোটী টাকা মূল্যের কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৯৪১-৪২ সালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৫ কোটী টাকার কুটীর শিল্পজাত মালপত্র খরিদ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে প্রদেশে প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে সমবায় পদ্ধতিতে কুটীরশিল্প ও ছোটখাট শিল্প পরিচালনা করা হইতেছে। ফলে দালালেরা আর উভয় পক্ষ হইতে লাভ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। লভ্যাংশ উৎপাদকেরাই পাইতেছে। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ খুব ভালভাবে চলিতেছে এবং এই তিনটী প্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধসম্ভার সরবরাহ করা হইয়াছে। গত দুইমাসে সুতার কাপড় এবং অন্যান্য জিনিষপত্র বাবদ ৯ কোটী টাকার ফরমায়েস দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই বিভিন্ন ছোট ছোট কারখানায় আরও ৫ কোটী টাকার মালের অর্ডার দেওয়া হইবে। পাঞ্জাবের একটী ছোট কারখানায় বহু সেলাইয়ের কল নির্ম্মিত হইতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীরা যুদ্ধের অর্ডার অনুসারে শন দিয়া ছদ্ম কামানের আবরণ ও গোপনে লুকাইয়া থাকা এবং ফাঁদ পাতার জন্য জাল প্রভৃতি বয়ন করিয়া অনেক পয়সা রোজগার করিতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে ১ কোটী ৮২লক্ষ টাকার এইরূপ জাল কেনা হইয়াছে এবং চলতি সালে ২ কোটী টাকার জাল কেনা হইবে। গত বৎসর হাতে তৈয়ারী শোলার টুপী বিক্রয় করিয়া পল্লীবাসীরা ৪০ লক্ষ টাকা পাইয়াছে। ঘরে ঘরে তাঁতীরা আজকাল তাঁবুর জন্য দোসূতি ও ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি নানাবিধ কাপড় প্রচুর পরিমাণে বুনিতেছে।

কাগজের ব্যবহার হ্রাসের আদেশ

ভারত সরকার কর্ত্তৃক যে কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গত ৭ই নবেম্বর হইতে বলবৎ হইয়াছে। এই আদেশ প্রবর্ত্তন কালে যে সকল সংবাদপত্র, সংবাদযুক্ত প্রচারপত্র (বুলেটীন) ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় নাই, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতীত ছাপান, প্রকাশ বা তৈয়ার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ডিরেক্টরী, বিজ্ঞাপনপত্র, কিম্বা প্যাক করার বা মোরকের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পর্কেও উক্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হইয়াছে।

বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

গত ৫ই নভেম্বর বাঙ্গলা সরকার একটী ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের অভাব ঘটায় এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন স্থানে নূতন বৈদ্যুতিক তার লইতে দেওয়া হইবে না। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত গৃহসমূহে নূতন করিয়া বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থগিত রাখিতে হইবে। যাহারা নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন অথবা নূতন তার লাগাইতেছেন তাঁহারা যেন পূর্ব্বাহ্নে জানিয়া লেন যে, বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া সম্ভব হইবে কিনা। বাঙ্গলা সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন বৈদ্যুতিক আলো গ্রহণেচ্ছুদিগকে এই বিষয় জানাইয়া দেন। বিদ্যুৎসরবরাহ পাওয়া যাইবে, এই ধারণায় জনসাধারণ যাহাতে অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য না করেন, সেইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ভারত হইতে বিদেশে ৪২ কোটি ১০ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানী করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইবে।

কাগজ শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা

ভারত সরকার মিঃ এম ডি ভার্গবকে কাগজ উৎপাদন সংক্রান্ত কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি কাগজ শিল্পের উৎপাদন সম্পর্কে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবেন এবং অধিক পরিমাণ কাগজ উৎপাদনে কাগজের কলসমূহকে সাহায্য করিবেন।

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ফ্ল্যাট্স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইজড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস্
- গ্রাউণ্ড সিট্স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

এশিয়ার কয়েকটী দেশের বাণিজ্যের অবস্থা

আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে ১৯৪২ সালের জুন মাসের যে সংখ্যা-সমাচার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৪১ সালে ইরাকে আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৪০ সালে ইরাকে মোট আমদানীর মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ৮০ লক্ষ ৭০ হাজার (ইরাকী মুদ্রা); ১৯৪১ সালে এইরূপ আমদানীর মূল্যের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ ৯০ হাজার দিনার। ইরাকে মালসরবরাহকারী দেশগুলির মধ্যে গ্রেটবৃটেন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষই ছিল প্রধান। ইরাকের প্রধান রপ্তানীদ্রব্য হইতেছে খনিজ তৈল ও খেজুর। ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত সিরিয়া ও লেবাননের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমাগত হ্রাস পাইয়াছে এবং রপ্তানী বিশেষভাবে কমিয়াছে। ১৯৩৮ সালে সিরিয়া হইতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (সিরিয়া পাউণ্ড) মূল্যের জিনিষপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল এবং ১৯৪১ সালে এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। ইরাণেও আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ইরাণে বয়নশিল্প দ্রব্য, ধাতব দ্রব্য, কলকব্জা ও মোটর গাড়ীর প্রধান সরবরাহকারী ছিল জার্ম্মানী। ইরাণের রপ্তানীর বেশীর ভাগই প্রেরিত হইত বৃটিশ সাম্রাজ্যে। ১৯৪০ সালের শেষ নয় মাসের ভিতর ইরাণের খনিজ তৈল রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন এবং ১৯৪১ সালের শেষ নয় মাসে এইরূপ খনিজ তৈল রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। প্যালেষ্টাইন হইতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন ফল বিদেশে রপ্তানী হইত। সম্প্রতি ইহা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের বৈদেশিক বাণিজ্যে বর্ত্তমানে গ্রেট বৃটেনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। থাইল্যাণ্ডের রপ্তানী দ্রব্যাদির অর্দ্ধেকেরও বেশী হইতেছে চাউল এবং বাকী দুইটী মাল টিন ও রবার। ১৯৪০-৪১ সালে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন পরিমাণ চাউল থাইল্যাণ্ড হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

সিংহলে ভারতের চাউল প্রেরণ

গত ৩রা নভেম্বর সিংহলের পররাষ্ট্র সচিব স্যার ব্যারণ জয়তিলক সিংহলের রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে প্রতি মাসে সিংহলে যাহাতে ২০ হাজার টন চাউল রপ্তানী হয় এবং ভারতে চাউল উদ্বৃত্ত দাঁড়াইলে তাহার একটা অংশও যাহাতে সিংহলে পাঠান হয়, ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব তৎসম্পর্কে আশ্বাস দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতসরকার প্রতিমাসে সিংহলে ৩৮ হাজার টন চাউল পাঠাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। নানা কারণে ইহার অর্দ্ধেকের বেশী চাউল কোন সময়ই সিংহলে পৌছায় নাই; তাহা ছাড়া ভারত হইতে চাউলের আমদানী ক্রমাগত হ্রাস পাইয়াই চলিয়াছিল। মাদ্রাজ সরকার সিংহলের জন্য যে পরিমাণ চাউল কিনিয়া রাখিতে রাজী হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে পাকাপাকিভাবে আলাপ আলোচনা শেষ হইয়াছে।

ভারতে ঔষধপত্রাদি আমদানী নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভারতে বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি কি পরিমাণে আমদানী করা উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ভারত সরকার একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কমিটির সদস্য হইবেন :—

স্যার আর এন চোপরা, কাশ্মীরের ভেষজদ্রব্য গবেষণাগারের ডিরেক্টর (সভাপতি); কলিকাতা কারমাইকেল ম্যাডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বি এন ঘোষ, মাদ্রাজের গবর্ণমেণ্ট জেনারেল হাসপাতালের লেঃ-কর্ণেল জি আর ম্যাকরবার্ট, কুন্নুর পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যাদি গবেষণাগারের ডিরেক্টর ডাঃ ডব্লু আর আইকরয়েড, স্যার হরিশঙ্কর পাল (কলিকাতা), মিঃ ই বি ফেয়ার ব্রাস (কলিকাতা) এবং কলিকাতা বাওকেমিক্যাল লেবরেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ বি মুখার্জ্জি।

ভারতে বেতারযন্ত্র বণ্টন

ইজারা ও ঋণদান বিধানানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে যে ৫০ হাজার বেতারযন্ত্র আসিতেছে, তাহার বিলি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ছয়মাসের জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ২৫ হাজার বেতারযন্ত্র ইতিমধ্যেই আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সেনট্রাল ক্যালকাটা
ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা
—শাখাসমূহ—
শ্যামবাজার | সিরাজগঞ্জ | নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা | দিনাজপুর | ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর) | রংপুর | বেনারস
নীলফামারি (রংপুর) দুবরাজপুর (বীরভূম)
চাঁদবালী (বালেশ্বর—উড়িষ্যা প্রদেশ)
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারীং কোম্পানী লিমিটেড্
১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।
"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

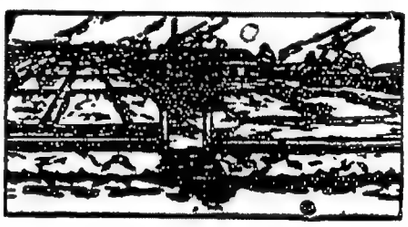

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।
কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
কলিকাতা শাখা—১২।২, ক্লাইভ রো
হেড অফিস কুমিল্লা। | কর্ম্মতৎপরতা দক্ষতা সততা সৌজন্যই আমাদের "সেবামন্ত্র" | স্থাপিত ১৯২৩
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত এম্-এল্-এ, (কেন্দ্রীয়)

চাউল ব্যবসায়ীদের হিসাব দাখিল

কলিকাতায় ও হাওড়া জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর, উলুবেরিয়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত টালীগঞ্জে যে সকল দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলসমূহে চাউল, ধান, ডাল, সরিষা, সরিষার তেল ও কোক কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যের কারবার হইয়া থাকে, তাহাদের মালিক বা প্রধান কর্ম্মচারী বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে প্রতি মাসের ১৬ই তারিখ ও ১লা তারিখের পূর্ব্বে তাহাদের দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কলে যে সকল মাল মজুত থাকিবে তাহার একটি সঠিক বিবরণ উপরোক্ত দুইটী তারিখে অবশ্য কলিকাতার বেসামরিক জনসাধারণের দ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কে নিযুক্ত ডিরেক্টরের নিকট দাখিল করিতে হইবে। জনসাধারণের পক্ষে যে সকল দ্রব্য একান্ত আবশ্যক, উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ যে পরিমাণে মজুত থাকিবে নিয়মিতভাবে তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সেই সকল দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই উক্ত আদেশ জারী করা হইয়াছে।

সরিষার তেল রপ্তানী

মালপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা সহজতর করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা ও ইহার নিকটস্থ শিল্প এলাকা হইতে ছাড়পত্র ব্যতীত ২০ টিনের কম সরিষার তেল ও লবণ রপ্তানীর অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সরিষার তেল আমদানী ও রপ্তানীর উপর নজর রাখা হইবে এবং যদি দেখা যায় যে, এইরূপ সুবিধাদানের অপব্যবহার করা হইতেছে, তাহা হইলে পুনরায় বাধা নিষেধ আরোপ করা হইবে। সরকারী গোলা হইতে লবণ লইতে হইলে অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে।

শাকসব্জী আবাদের প্রচেষ্টা

বাঙ্গলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে কলিকাতায় অধিকতর পরিমাণে শাকসব্জীর আবাদ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে অনাবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে এই শীতঋতুতে শাকসব্জীর চাষ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভিন্ন পার্ক, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ প্রভৃতির সংলগ্ন জমি এবং গৃহস্থের বাসভবনের অঙ্গনসমূহের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বাংলা সরকারের পল্লী সংগঠন ও বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য মালপত্র সরবরাহ বিভাগ এই উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ বীজ পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে একটী হিসাব করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত সাধারণ শাকসব্জী—যথা আলু, পটল, বেগুন, কফি, ডাল, লাউ প্রভৃতি চাষের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ভারতে তিলের চাষ

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে তিলের চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ২৭ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে তিল চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর।

কোলার স্বর্ণখনির উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে মহীশূরের অন্তর্গত কোলার স্বর্ণ খনিসমূহে ১২ হাজার ৩০ আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছে।

ভারতে বস্ত্র ও সুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ

ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। যাহাতে সস্তায় ও ন্যায্য মূল্যে ভারতে কাপড় পাওয়া যাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। ইহার জন্য ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র ও সুতা রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সঙ্গে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির কথাও চলিতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য বস্ত্রাদি এবং সুতার দর কমাইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা করার বিষয়ও বিবেচনা হইতেছে।

উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতির রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভারত হইতে বিদেশে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি, উদ্ভিজ্জ তৈল এবং ঘি প্রভৃতি রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। বর্ত্তমানে ভারতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি এবং ঘিয়ের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য এই সকল জিনিষ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। এবিষয় শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্ত করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মাদ্রাজ করপোরেশনের ট্যাক্স

১৯৪১-৪২ সালের মাদ্রাজ করপোরেশনের ট্যাক্স এবং ফি বাবদ আয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছিল ৯৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০২ টাকা; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ ট্যাক্সের বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৪৬ টাকা। প্রকৃত-পক্ষে আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৭১ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৩৯ টাকা ট্যাক্স বাবদ আদায় করা হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ ট্যাক্স বাবদ ৭৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫৬ টাকা আদায় হইয়াছিল।

কানাডায় জীবন-বীমা ব্যবসায়

১৯৪১ সালে কানাডায় যে পরিমাণ জীবন-বীমা হইয়াছে, তাহার মূল্য হইবে ৬৮ কোটী ৮৩ লক্ষ ২৮ হাজার। এইরূপ জীবন-বীমার পরিমাণ হইতেছে শতকরা ১৬·৬ ভাগ বেশী। আলোচ্য বৎসরে ৪২টী জীবন-বীমাকারী প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত বীমার কার্য্য করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৮টী হইতেছে কানাডীয় প্রতিষ্ঠান, ৫টী বৃটিশ এবং ৯টী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর বাজেট

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে ১৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ইরাকের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ইরাক ৪৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৫৫ দিনার মূল্যের জিনিষপত্রাদি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছিল; ১৯৪১ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৮৯ দিনার। ইরাক হইতে ১৯৪২ সালের প্রথম ছয়মাসে ১৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৮০ দিনার মূল্যের মালপত্রাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

সস্তায়, সুন্দর ও
টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মহীশূর রাজ্যে সমবায় আন্দোলন

১৯৪১-৪২ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত মহীশূর রাজ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৯৫৪টী এবং সভ্যসংখ্যা ১ লক্ষ ৪৪ হাজার জন। আলোচ্য বৎসরে এই সকল সমিতিসমূহের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হইতেছে ৫৪ লক্ষ এবং কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা।

হায়দরাবাদ রাজসরকারের বাজেটে ঘাটতি

হায়দরাবাদ রাজসরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৮৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। বাজেটে বিভিন্ন ব্যয়ের মধ্যে পল্লী-উন্নয়নের জন্য একটী তহবিল সৃষ্টি করিবার জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং কুটীর শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

মৃত্তিকা হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আর্থার ডব্লু হিকসন 'বকসাইট' ছাড়া মৃত্তিকা হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ার করিবার সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, এইভাবে বিদেশ হইতে 'বক্সাইট' আমদানী না করিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এলুমিনিয়াম ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারিবেন।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

মেদিনীপুরের ধ্বংসলীলা

গত ১২ই নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা সরকারের রাজস্ব-সচিব মাননীয় মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জি মেদিনীপুরের গত ১৬ই অক্টোবর তারিখে প্রচণ্ড ঝটিকার জন্য যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে একটী বিবৃতি দান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে যতটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মেদিনীপুরে ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণায় ১ হাজার লোক ও শতকরা ৭৫টি গৃহপালিত গবাদি পশু এই ধ্বংসলীলায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জিলার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী যে পাঁচটী থানায় বন্যা ও ঝড়ের প্রচণ্ডতা বেশী হইয়াছে, সে স্থানে ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুসারে বসতবাটী ও লোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬১৩ খানি এবং ৫লক্ষ ৫৬ হাজার ১২৫ জন। ইহার প্রায় সমস্ত গৃহাদি এবং এ স্থানের শতকরা ৭৫টী গবাদিপশু মারা গিয়াছে। যতটা অনুমান হয় তাহাতে এই অঞ্চলেই ৩ লক্ষ গৃহ ৬০ হাজার গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। কাঁথি এবং তমলুক মহকুমায় যে ৭টী অবশিষ্ট থানা আছে এবং ইহা ছাড়া সদর ও ঘাটাল মহকুমার [illegible]টী থানায় গৃহাদি ও জনসংখ্যা হইবে যথাক্রমে প্রায় ৪ লক্ষ ও ২০ লক্ষ। ন্যূনপক্ষে এই সকল স্থানে প্রায় ৪ লক্ষ গৃহ এবং ১৫ হাজার গবাদিপশু ধ্বংস হইয়াছে। প্রায় ৭ লক্ষ গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে, ৭৫ হাজার গবাদিপশু মারা গিয়াছে এবং ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড় ও তৈজষপত্রাদি প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে এবং রাস্তাঘাট, বাঁধ, সেতু, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারও নষ্ট হইয়াছে। ২০শে অক্টোবর তারিখে ২৪ পরগণার কালেক্টর খাদ্যদ্রব্য, ১২ হাজার গ্যালন পানীয় জল এবং ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদি বস্ত্রার্ত্তদের জন্য প্রেরণ করেন, তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় ২২শে অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে ৮ হাজার ৯৫২ মণ চাউল প্রেরণ করা হয়। সরকারী সাহায্যের উল্লেখ করিয়া মাননীয় রাজস্ব সচিব বলেন যে, চাউল, ডাল, লবণ, দুধ এবং বার্লি বস্ত্রার্ত্তদের জন্য বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। এক একটী কেন্দ্র হইতে নির্দ্দিষ্ট হিসাব মত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের এক সপ্তাহের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইবে। যাহারা কর্ম্মক্ষম তাহারা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আর সাহায্য পাইবে না। কোন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদিগকে ৪ সপ্তাহের অধিককাল সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে না। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক ৮ ছটাক চাউল, আঁধ ছটাক ডাল, আঁধ ছটাক লবণ এবং ২ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশু ও বালক বালিকারা ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সাহায্য বাবদ পাইবে। দুই বৎসরের কম বয়স্ক শিশুরা বার্লি, সাগু, মিছরি ও জমাট দুগ্ধ পাইবে।

ভারতে তুলার বস্ত্র বয়ন ও সুতা কাটার পরিমাণ

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতে ১২ কোটী ২৪ লক্ষ পাউণ্ড সুতা কাটা এবং ৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্রাদি বোনা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসে সুতা কাটা এবং বস্ত্রাদি বয়নের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি ২০ লক্ষ ও ৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় সুতা কাটার পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ বাড়িয়াছে কিন্তু বস্ত্রাদি বয়নের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ কমিয়াছে। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৯৫ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত এবং ৬৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কাপড় বোনা হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালের অনুরূপ সময়ে সুতা কাটা এবং বস্ত্রাদি বোনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৬১ কোটি পাউণ্ড। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতে ১৫৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা কাট এবং ১০৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্রাদি বয়ন করা হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ সুতা কাটা ও বস্ত্রাদি বয়নের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ এবং ৯৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪১-৪২ সালে ভারত হইতে সমুদ্র পথে বিদেশে ৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা রপ্তানী হইয়াছিল; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ সুতা রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতে বুট জুতা উৎপাদনের হিসাব

ভারতে জুতার কারখানাসমূহ বৎসরে প্রায় গড়পড়তায় ৪০ লক্ষ জোড়া বুটজুতা প্রস্তুত করিতেছে।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা।

সেন্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬

কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ

কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শীঘ্রই নিম্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে।

বাংলা দেশ—মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, সম্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স ঃ

মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল।

আমাদের তৈরী রবারের জিনিষ

- রবার ক্লথ
- হট্-ওয়াটার ব্যাগ
- আইস্ ব্যাগ
- হাওয়া বিছানা ও বালিশ
- এয়ার রিং ও কুশন
- ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি

আমাদের বিখ্যাত ডাকৃব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্

(১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পানিহাটী, ২৪ পরগণা।

শো-রুম :—১২, চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা :—৩৭৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।

ভারতে তুলার চাষ

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ২ কোটী ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। এইরূপ তুলা চাষের জমির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার একর বেশী। যুক্ত প্রদেশে তুলা চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে (যেখানে সাধারণতঃ তুলার চাষ হইয়া থাকে) তুলা চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে মোট ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ তুলা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ৪৯ লক্ষ ৯ হাজার বেল। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে গড়পড়তায় একর প্রতি তুলা উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১০৪ ও ৯১ পাউণ্ড। আলোচ্য বৎসরে ৬৬ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল ও পূর্ব্ব বৎসরে উন্নত ধরণের তুলা চাষের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬০ লক্ষ ৭৪ হাজার একর। ১৯৪০-৪১ সালে ৫৬ লক্ষ ৫৩ হাজার একর জমিতে মাঝারি এবং লম্বা-আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এই শ্রেণীর তুলা চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৫১ লক্ষ ৩৩ হাজার একর।

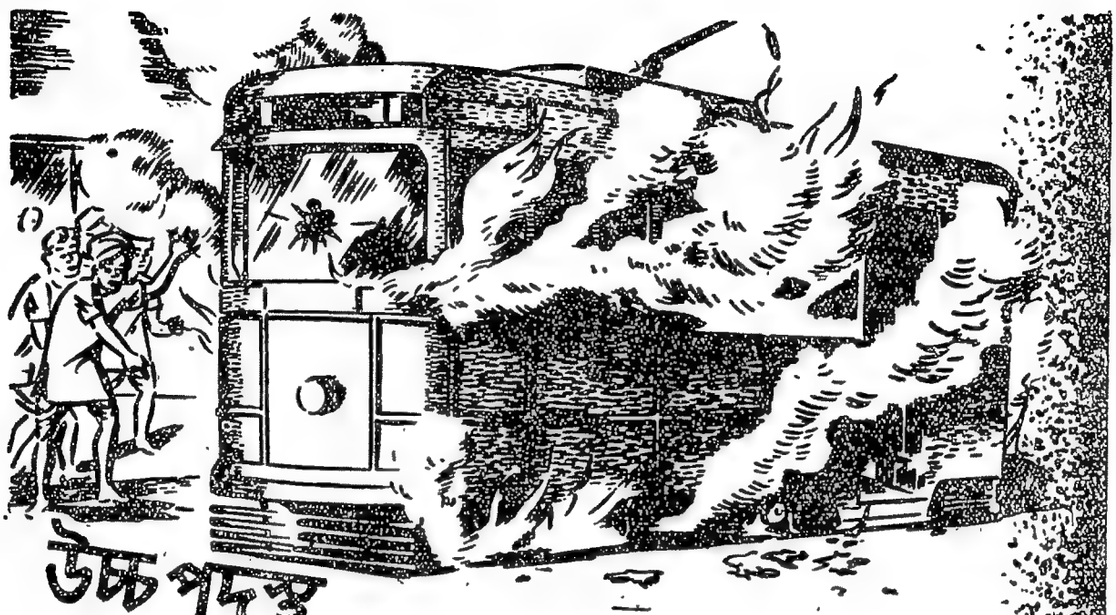

উচ্চপদস্থ
সরকারী কর্ম্মচারিরা কি ট্রামেই যায়?

আজ্ঞে না, তা সত্যি নয়। অথচ গুণ্ডারা তা সত্ত্বেও ট্রাম পুড়িয়ে গভর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করতে চেষ্টা করছে। ফলে দরিদ্র কেরাণী আর দোকান-কর্ম্মচারিদের হয় হাঁটতে হ'চ্ছে, নয় তো ভর্ত্তি বাসেই ধাক্কাধাক্কি ক'রে উঠতে হচ্ছে। গুণ্ডারা বাসও কয়েক জায়গায় পুড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ক্ষতি হ'চ্ছে কার?

এতে দরিদ্রদেরই কষ্ট বেশি। তারা অন্নে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে, কারো খাওয়া হ'চ্ছে না, কারো বা একদিন দু'দিনের মাইনে কাটা যাচ্ছে। সরকারী অফিসে কাজ যে ভাবে চলে তাতে একদিন কি দু'দিন কয়েকজন কেরাণী অনুপস্থিত হ'লে বেশি কিছু আসে যায় না।
ট্রাম কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু তা খাতায়। নতুন ট্রাম তারা এখন্ দিতেও পারে না। ফলে ট্রামে ভিড় আর গুঁতোগুঁতি।

এর পর—
একটু ভেবে, আসুন আমাদের অভিজ্ঞতাটাই কাজে লাগাই। একটা ট্রামের সকল আরোহী দৃঢ়সংকল্প হ'লে কয়েকজন গুণ্ডা কিই বা করতে পারে? দরকার বুঝলে আপনারা ট্রামের চারধারে শুয়ে পড়তেও পারেন।

গুণ্ডাদের নিপাত হোক

CPU - 57/8

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মোহিনী মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি আমরা কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৪১ সালের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর বিভিন্ন দিকে উন্নতির পরিচয় উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়। আলোচ্য বৎসরে ১নং ও ২নং মিলে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও ইমারত প্রস্তুত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১নং মিল কম্পাউণ্ডের বাহিরে একটি 'ওয়েষ্ট'-তুলা রাখার গুদাম নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ১টি ড্রিলিং মেশিন, ১টি শেপিং মেশিন ও ২টি ড্রসোফার পাম্প খরিদ করা হইয়াছে। ২নং মিলে রীলিং মেশিনের জন্য ১টি গুদাম, পদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য ৩টি "এ" টাইপ [illegible] কর্ম্মচারীদের জন্য ২টি "বি" টাইপ বাসা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ১টি পুরাতন গ্রে-ওয়াইন্ডার মেশিন, ২৮টি ডবি, ২টি ফোল্ডিং ষ্ট্যাণ্ড, ৮টি রীলিং মেশিন ও ৩টি এ, সি, মোটর ক্রয় করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় কোম্পানীর ২নং মিলের ও সেলিং এজেন্টের অফিসের নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। তদুপরি যুদ্ধজনিত নানারূপ সাধারণ অসুবিধা ত রহিয়াছেই। তদসত্ত্বেও মোহিনী মিলস্ আলোচ্য বৎসরে সন্তোষজনক লাভ দেখাইয়া অংশীদারগণকে ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের সুদক্ষ কর্ম্ম পরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য বৎসরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ বৎসর কোম্পানীর ১১ লক্ষ ২২ হাজার ১৬ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। উহা হইতে যন্ত্রপাতি ও ইমারতাদির মূল্যাপকর্ষ বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার ২০২ টাকা বাদে মোট নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৮১৪ টাকা। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অবশিষ্ট লভ্যাংশ ২১ হাজার ৪৮৬ টাকা যোগ করিয়া মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩০০ টাকা। এই টাকা কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিতভাবে বিনিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

(১) শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে আদায়ী মূলধনের উপর সর্ব্বপ্রকার ট্যাক্স বিমুক্ত লভ্যাংশ বিতরণ ২ লক্ষ ৯ হাজার ৯৯৭ টাকা, (২) আয়কর প্রভৃতির জন্য পৃথকীকৃত ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা, (৩) ডিবেঞ্চার ঋণ খাতে ৪ হাজার ৮৫২ টাকা, (৪) লভ্যাংশ সমীকরণ খাতে ২১ হাজার টাকা, (৫) সাধারণ মজুত তহবিল খাতে ৯৫ হাজার ৫০ টাকা, (৬) আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইল ২৬ হাজার ৯ শত টাকা।

কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি, ইমারত, যন্ত্রপাতি ও মজুত মাল ৫১ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৫০ টাকার বাবদ অগ্নি ও লুণ্ঠন বীমা এবং ৫৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৬৮ টাকার বাবদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বীমা করা হইয়াছে। আলোচ্য কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে মোহিনী মিলের যে প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা উহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ

ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে কোন প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের হেড অফিস নাই। ২০ কোটী টাকার অনুমোদিত মূলধন ও বিক্রয়ার্থ মূলধন ১৫ কোটি টাকা লইয়া ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেড সেই অভাব দূর করিতে যাইতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা অফিসসহ একটী প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাই উক্ত ভারত ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। যুদ্ধের পরে গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে শাখা (যেমন ঐ সমস্ত বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা এদেশে রহিয়াছে) স্থাপন করিবার পরিকল্পনাও ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য ডিরেক্টরগণ বিপুল আদায়ীকৃত মূলধন সংগ্রহে মনোযোগ দিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত যে পরিমাণ শেয়ার ক্রয়ের দরখাস্ত ও প্রতিশ্রুতি হস্তগত হইয়াছে তাহার মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। বিক্রয়ার্থ মূলধন নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত :—২ লক্ষটি—প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া শতকরা ৬৲ টাকা হারে আয়করবাদে কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার। ১২ লক্ষ ৯৪ হাজারটি—প্রত্যেকটী ১০০৲ টাকা করিয়া অর্ডিনারী শেয়ার। ৬ লক্ষটি—প্রত্যেকটী ১৲ টাকা করিয়া ডেফার্ড শেয়ার। ডিরেক্টরগণ বহু বড় বড় দেশীয় রাজ্যের সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিখ্যাত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী এই ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনার সহিত সংযুক্ত থাকিবেন।

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ

কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৪১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯ শত পাউণ্ড। আলোচ্য বৎসরে ট্রাম কোম্পানীর যাত্রীদের নিকট হইতে ভাড়া বাবদ আয়ের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৯৯৭ পাউণ্ড বেশী হইয়াছে। এরূপ সহসা অসম্ভবরূপে অধিক টিকিট বিক্রয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ফলে যাত্রীবাহী মোটর বাসের প্রতিযোগিতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিগত মোটরগাড়ী চলাচল বন্ধ হওয়ায় ট্রামে যাতায়াতের ভীড় স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ রহিয়াছে। যুদ্ধসংক্রান্ত কাজকারবারে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মজুরি বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের ট্রামযোগে স্থানান্তরে যাতায়াতের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে।

ডিবেঞ্চারসমূহের সুদ ও প্রেফারেন্স শেয়ারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অর্থের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের জের ২৮ হাজার ১৪২ পাউণ্ড যোগ করিয়া যে মোট লাভের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৬৩১ পাউণ্ড বাকী থাকে, উহা হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণকে (অর্ডিনারী শেয়ারহোল্ডার) শতকরা বার্ষিক ৫৷৷০ পাউণ্ড লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ২৮ হাজার ১৩১ পাউণ্ড পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইতেছে।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দালমিয়া সিমেণ্ট লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৷০ আনা। **বার্ণ এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **বেঙ্গল নাগপুর কটন মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৷৷০ আনা। **ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস্ লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা। **শোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **ইন্দোর-মালোয়া ইউনাইটেড মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৩ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা দেখা যায় না। ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বাজারে টাকার অস্বাভাবিক স্বচ্ছলতার একটা বড় প্রমাণ হইতেছে এই যে, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বানের পরিমাণ ১০ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত ১০ কোটী টাকার টেণ্ডারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটী টাকারও উর্দ্ধে। গবর্ণমেণ্টের ক্রমবর্দ্ধমান টাকার চাহিদা মিটাইবার জন্য বাজারে টাকা দেওয়ার লোকের অভাব নাই। টাকার বাজারে সকলেই ঋণ দিবার জন্য প্রস্তুত, ঋণ গ্রহণ করিতে আগ্রহ বড় একটা দেখা যায় না। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য। এবং বাজারে কিঞ্চিৎ ডলার বিলের আমদানী লক্ষিত হইয়াছিল।

গত ১০ই নভেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৸/৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸/৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১০ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥৵৪ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১৭ই নবেম্বর, তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং ১৬ই নবেম্বর তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে বেলা ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে আগামী ২০শে নবেম্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৬ই নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৪/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্ম-তৎপরতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। বাজারে শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দরও চড়িয়াছিল। গত সপ্তাহে মিশরে আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক জার্ম্মানদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের সংবাদে শেয়ার বাজার বিশেষভাবে তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহে পুন-রায় মার্কিন বাহিনীর ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের সংবাদ গত মঙ্গলবার শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই দিন ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ৩২৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহের মঙ্গল ও বুধবারে প্রত্যেক বিভাগের শেয়ারেরই প্রচুর পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল। শেয়ারের দরে আরও উর্দ্ধগতি দেখা যাইবে করিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষই অদূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যেরূপ আশাপ্রদ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যুদ্ধ পরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে এবং এইজন্য শেয়ার বাজারে আরও উন্নতি লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। জাপানীদের যদি প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় ঠেকাইয়া রাখা যায় এবং তাহারা যদি আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দর আরও চড়িবে। মোটামুটী আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা ভাল এবং আগামী কয়েকদিনের ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর শেয়ার বাজারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিবে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের ক্রয়বিক্রয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোম্পানীর কাগজের দরও ছিল অনেকাংশে অপরিবর্ত্তিত। বাজারে

আপনি কি সংক্রমন ছড়াচ্ছেন?

আমাদের দেশে এক ভয়ঙ্কর রোগ দেখা দিয়েছে।

লোকের মনকে এ রোগ বিষাক্ত করছে এবং তা'দের

সাহস নষ্ট ক'রে দিচ্ছে।

রোগটী হ'ল গুজব।

এ রোগ সৃষ্টি করেছে আমাদের সকলের শত্রু, জাপান।

আপনার বন্ধুদের সংক্রামিত ক'রে এ রোগ ছড়াবেন না।

গুজব বিশ্বাস করবেন না

জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গ'ড়ে তুলুন

T. 2787

টাকার স্বচ্ছলতা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে হওয়ায় আশা করা যায় যে, কোম্পানীর কাগজের দরে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে। ৩॥০ টাকা সুদের কাগজের দর ছিল ৯৪৵০ আনা। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫॥৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৸০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৲ টাকা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ পি ঋণপত্র এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫৫ সালের বোম্বাই ঋণপত্র ৯৯৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের দর বিশেষ তেজী ছিল এবং ইহার কাজকারবারের পরিমাণও ছিল প্রচুর।

কয়লার খনি

কয়লার খনির বিভাগে মোটামুটী ভালরূপ বেচাকেনা হইয়াছিল।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩২৵০ আনা এবং ২১৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বর্ম্মা করপোরেশন ৩।৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২।৵০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৵০আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৬৲ টাকা এবং বামারলরী ৩৪৫৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৫ই নভেম্বর—১০২।৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৫ই নবেঃ—১০০৵০ ; ১০ই—১০০৵০ ১০০৶০ ; ১১ই—১০০৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৫ই নবেঃ—৯৫॥৵০ ৯৫॥৵০ ; ১০ই—৯৫॥০ ৯৫॥৶০ ; ১১ই—৯৫।৶০ ৯৫॥৵০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৫ই নবেঃ—৯৪৲ ৯৪৵০ ; ৬ই—৯৩৸৶০ ৯৪৶০ ; ১০ই—৯৪৲ ; ১১ই—৯৪৲ ৯৪৵০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫৫) ৬ই নবেঃ—১০৩।০ ; ১০ই—১০৩৶০ ; ১১ই—১০৩।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৫ই নবেঃ—১০২৵০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ৫ই নবেঃ—১০৪।৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৫ই নবেঃ—১০৯৸৵০ ; ১০ই—১০৯৸৵০ ১১০৲। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১১ই নবেঃ—১১৩৸০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৬ই নবেঃ—১০৯৲ ; ৯ই—১০৮৸৵০ ; ১১ই—১০৮৸৵০ ১০৯৲। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ৬ই নবেঃ—১০৪।০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১১ই নবেঃ—১৬১০৲ ১৬১৩৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ই নবেঃ—১০০৲ ; ৬ই—১০০॥০ ; ১০ই—১০১৲ ; ১১ই—১০১॥০ ১০৩৲।

ইলেক্‌ট্রিক

বেনারস ইলেক্‌ট্রিক ৬ই নবেঃ—১৫৲। পাটনা ইলেক্‌ট্রিক ১০ই নবেঃ—১৬।০।

রেলপথ

চাপারমুখ সিলঘাট রেলওয়ে ১০ই নবেঃ—৮৬৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৫ই নবেঃ—২৸০ ২৸৵০ ; ৬ই—২৸০ ২৸৵০ ; ১০ই—৩।০ ৩।৶০ ; ১১ই—৩।০ ৩।৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ৫ই নবেঃ—২।৵০ ২।৵০ ; ৬ই—২।৵০ ; ১০ই—২।৶০ ২॥০ ; ১১ই—২॥০ ২॥৵০।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—২১৶০ ; ১০ই—২১।৶০ ; ১১ই—২১।৵০ ২১॥০ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১১৮৲।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—১১।৵০ ; ১০ই—১২৲ ১২৵০ ; ১১ই—১১৸৵০ ১২॥০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—১৫৸৵০ ১৬।০ ; ৬ই—১৬॥৵০ ; ১১ই—১৬৸০ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১২৮৲ ; ১০ই—১৩১৲ ১৩১॥০। রিলায়েন্স ফায়ার ব্রক্স ৫ই নবেঃ—১৩।৵০ ১৩॥০ ; ৬ই—১৩॥০ ১৩৸০ ; ১০ই—১৩৸৶০ ১৪।০ ; ১১ই—১৪।৵০ ১৪।৵০।

ডিবেঞ্চার

৫॥০ সুদের (১৯৩৪-৪৪) সালের বেলস্তাণ্ড সুগার ৫ই নবেঃ—১০০॥০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৫ই নবেঃ—৩৮০॥০ ৩৮৩৲ ; ৬ই—৩৮৫৲ ; ১১ই—৩৯১৲। ভালগোড়া ৬ই নবেঃ—৬৶০ ; ১০ই—৬।০ ৬।৵০ ; ১১ই—৬।৵০ ৬।৵০। ভুলানবরারী ১০ই নবেঃ—১৩৲। বোকারো এণ্ড রামগড ১০ই নবেঃ—১৮৵০ ১৮।৵০ ; ১১ই—১৮।০ ১৮॥০। বড় ধেমো ১০ই নবেঃ—৬৵০ ৬।৵০ ; ১১ই—৬।০ ৬।৵০। বরাকর ৫ই নবেঃ—১৩৲ ; ৬ই—১৩৲ ; ১০ই—১৩৲ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৪৯৲। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১১ই নবেঃ—১৭॥৵০। ঘুষিক এণ্ড মুল্লিয়া ৬ই নবেঃ—৫।০ ৫।৶০ ; ১০ই—৫॥০ ৫॥৶০ ; ১১ই—৫॥৵০ ৫॥৶০। হরিলাদি ৫ই নবেঃ—১৩৶০ ১৩।৵০ ; ৬ই—১৩৸০ ; ১০ই—১৩॥০ ১৩৸০। কালাপাহাড়ী ১১ই নবেঃ—১২।০ ১২॥৵০। কাটরাস ঝরিয়া ৫ই নবেঃ—২৬॥০ ২৬৸০ ; ৬ই—২৭৲ ; ১০ই—২৭॥৵০ ২৭৸০। নিউ বীরভূম ৫ই নবেঃ—১৬৲ ১৬।০ ; ১০ই—১৬।৵০ ১৬॥৵০। নর্থ দামুদা ৫ই নবেঃ—৫॥৵০ ৫৸০। পিওর শীতলপুর ১০ই নবেঃ—১২॥০ ; ১১ই—১৩।০। রাণীগঞ্জ ৫ই নবেঃ—২৬॥৶০ ২৭৲ ; ৬ই—২৬॥৶০ ২৬৸০। সাউথ করণপুরা ৬ই নবেঃ—৪॥৵০ ; ১০ই—৪৸৵০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৬ই নবেঃ—২০॥০ ২০৸০ ; ১০ই—২০৸৵০ ২১।০। তালচেড ৫ই নবেঃ—২॥৵০ ২॥৶০ ; ৬ই—২॥৵০ ২৸৵০ ; ১১ই—২৸০ ২৸৵০।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মুলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মুলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মুলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—**বড়বাজার, শ্যামবাজার** (কলিকাতা) ও **নারায়ণগঞ্জ**

ঢাকা ব্রাঞ্চ ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর খোলা হইবে

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ৬ই নবেঃ—৬।/০ ৬॥০ ; ১০ই—৬৸০ ; ১২ই—৬৸/০ ৬৸৵০ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—৯।/০। বেণারস কটন ১০ই নবেঃ—৬৸৵০ ৬৸৶০। বেঙ্গল নাগপুর কটন ৬ই নবেঃ—২৬।৵০ ২৭৲ ; ১০ই—২৭॥৵০ ২৭৸০ ; ১১ই—২৮৲ ২৮৸০। বাউরিয়া ১১ই নবেঃ—৪৯৮৲ ৫০০৲। কাণপুর টেক্সটাইলস ৫ই নবেঃ—১২৸৵০ ১৩।০ ; ৬ই—১৩।৵০ ১৩৸০ ; ১০ই—১৪॥০ ১৫৵০ ; ১১ই—১৫।০ ১৫॥০। ডানবার ৫ই নবেঃ—২৬২৲ ২৬৩৲ ; ৬ই—২৬০৲ ২৬৩৲ ; ১০ই—২৬২৲ ২৬৫৲ ; ১১ই—২৭২৲ ২৮০৲। এলগিন মিলস ৫ই নবেঃ—৪০৵০ ৪০।০ ; ৬ই—৪০॥৵০ ৪০৸০ ; ১০ই—৪২৲ ৪২॥৵০। কেশোরাম ৫ই নবেঃ—১২॥৶০ ১২৸০ ; ৬ই—১২॥৵০ ১২৸৵০ ; ১০ই—১৩৵০ ১৩৶০ ; ১১ই—১৩।/০। মুইয়ের মিলস (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—৮০৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—৭॥৵০ ৭৸০ ; ৬ই—৭৸০ ৮।০ ; ১০ই—৮৶০ ৮।৵০ ; ১১ই—৮।৶০ ৮৸৵০ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১০৸০ ; ১১ই—১১।৵০।

পাটকল

আগরপাড়া ৫ই নবেঃ—২৩৲ ; ১১ই—২৩৲ ২৩।০। এলবিয়ন ১০ই নবেঃ—১৯১৲ ১৯২৲ ; ১১ই—১৯৪৲ ১৯৬৲। এলায়েন্স ১০ই নবেঃ—২৯৭৲ ; ১১ই—৩১০৲ ৩১২৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ১১ই নবেঃ—৩৫২৲ ৩৫৮৲। অকল্যাণ্ড ১০ই নবেঃ—১৭২৲ ; ১১ই—১৭৪৲। বালি ৬ই নবেঃ—২৪৯৲ ২৫৪৲ ; ১০ই—২৫১৲ ২৫৬৲ ; ১১ই—২৬০৲ ২৬২৲। বরানগর ১০ই নবেঃ—১০৩৲ ১০৭৲ ; ১১ই—১০৭৲ ১১০৲। বেলভেডিয়র ৫ই নবেঃ—৪০১৲ ৪০২৲ ; ১০ই—৪০১৲ ; ১১ই—৪০০৲ ৪০৭৲। বিড়লা ১০ই নবেঃ—৩২৲ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১২৭৲ ; ১১ই—১২৮৲। ক্যালকাটা জুট ৫ই নবেঃ—২৫॥০ ; ১০ই—২৪৸০ ; ১১ই—২৫।৵০ ২৫॥০ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১২৩৲। চাঁপদানী ৬ই নবেঃ—১৮০৲ ; ১০ই—১৮০৲ ; ১১ই—১৮৫৲ ১৮৮॥০। সেভিয়ট ১০ই নবেঃ—১৮১৲ ১৮৬৲ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১৫০৲ ; ১১ই—১৫০৲ ১৫১৲। চিতভলসা ৫ই নবেঃ—১৭৸০ ; ১০ই—১৮।০ ; ১১ই—১৭৸৶০ ১৮।৵০। ক্লাইভ ৬ই নবেঃ—২৪॥০ ; ১০ই—২৫৲ ২৫॥০ ; ১১ই—২৬৲ ; ('এ' প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৪৪৲ ১৪৫৲। ডালহৌসী ১১ই নবেঃ—২২০৲ ২২৪৲ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৫৫৲ ; ১১ই—১৫৫॥০। ডেল্টা ১১ই নবেঃ—৪২৪৲ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৩৮৲ ; ৬ই—১৩৮॥০। এম্পায়ার ১০ই নবেঃ—২৮।৶০ ২৮৸০ ; ১১ই—২৯৶০। ফোর্ট গ্লষ্টার ১০ই নবেঃ—৫৩৮৲ ৫৪০৲ ; ১১ই—৫৫০৲। ফোর্ট উইলিয়ম ৫ই নবেঃ—২৩১৲ ; (প্রেফ) ১১ই নবেঃ—১৫৬৲। গ্যাঞ্জেস ১০ই নবেঃ—৩১০৲ ৩১৫৲ ; ১১ই—৩২২৲। গৌরীপুর ৫ই নবেঃ—৭০৬৲ ৭০৭৲ ; ১১ই—৭১৪৲ ৭২৬৲ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৪০৲ ; ৬ই—১৪০॥০। হেষ্টীংস (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১৩২৲ ; ১১ই—১৩৩৲। হাওড়া ৫ই নবেঃ—৫৪৸০ ৫৪৸৵০ ; ৬ই—৫৪৸০ ; ১০ই—৫৫।০ ; ১১ই—৫৫॥০। হুকুমচাঁদ ১০ই নবেঃ—১৫৸০ ১৬।০। ইণ্ডিয়া ৫ই নবেঃ—৩৯৭৲ ৩৯৮৲ ; ১০ই—৪০৫৲ ৪১৭॥০ ; ১১ই—৪২২৲ ৪৩১৲। কাঁকনাড়া ৫ই নবেঃ—৩৮৮৲ ৩৯০৲ ; ১০ই—৩৯২৲ ; ১১ই—৪০০৲। লরেন্স ১০ই নবেঃ—২৩০৲ ; ১১ই—২৪০৲ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৪২৲ ; ১০ই—১৪০৲। নস্করপাড়া ৬ই নবেঃ—১৮॥৵০ ; ১১ই—১৯।০ ১৯।০। ন্যাশনাল ৫ই নবেঃ—২৩॥৵০ ; ৬ই—২৩।০ ২৩॥০ ; ১০ই—২৩৸৵০ ২৪।০ ; ১১ই—২৪৲ ২৪।৶০। নেলিমার্লা ৫ই নবেঃ—১৪৲ ; ১০ই—১৩॥৵০ ১৪৸০ ; ১১ই—১৪৲ ১৪।৵০। নর্থব্রুক ১০ই নবেঃ—২৮৲ ; ১১ই—২৮॥৵০। নদীয়া ৫ই নবেঃ—৬৮॥০ ; ৬ই—৬৮॥০ ৬৯॥০ ; ১০ই—৭১৲ ৭২৲ ; ১১ই—৭২।০ ৭২৸০ ওরিয়েন্ট ৬ই নবেঃ—১৭৭৲ ; ১০ই—১৭৫৲ ১৮৬৲ ; ১১ই—১৮৪৲। প্রেসিডেন্সী ৫ই নবেঃ—৫॥৶০ ; ৬ই—৫।৶০ ৫॥৵০ ; ১০ই—৫৸০ ৬।/০ ; ১১ই—৬৲ ৬৵০। রামেশ্বর ৬ই নবেঃ—১১৲ ১১৵০ ; ১০ই—১১।০ ১১।৵০। রিলায়েন্স ১১ই নবেঃ—৫৬।০ ৫৬৸৵০ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১৬৭॥০। সুরা (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১২১৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ৫ই নবেঃ—১৪।৵০ ; ১০ই—১৪॥০ ; ১১ই—১৫৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ৫ই নবেঃ—১৫॥৵০ ১৫৸০ ; ৬ই—১৫॥৶০ ; ১৬৲ ; ১১ই—১৫৲ ১৬।০। বৃটিশ-ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকসন ৫ই নবেঃ—১০॥০ ; ৬ই—১০।৵০ ; ১১ই—১১৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—৩৫০৲ ৩৫২৲ ; ৬ই—৩৫১৲ ; ১০ই—৩৫২৲ ৩৬১৲ ; ১১ই—৩৬৪৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৫ই নবেঃ—৩০৸০ ৩১৸০ ; ৬ই—৩০৸৵০ ৩০৸৶০ ৩১৲ ৩১।০ ৩১৵০ ৩১।০ ; ১০ই—৩১৸৵০ ৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২।০ ৩২৵০ ৩২৶০ ; ১১ই—৩২।৵০ ৩২।৶০ ৩২॥০ ৩২॥৵০ ৩২৸০। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—১৯৸০ ; ১১ই—১৯৸০ ২০৵০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—৫।৵০ ; ১০ই—৫।৵০ ৫৸০ ; ১১ই—৫৸৵০ ৬৲ ; (প্রেফ) ৬ই নবেঃ—১৫৭৲ ১৫৮৲ ; ১০ই—১৫৭॥০ ; ১১ই—১৫৮৲। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৫ই নবেঃ—১৩।০ ; ১১ই—১৩॥৵০ ১৪৲। ষ্টীল ৫ই নবেঃ—১৩।০ ; ১১ই—১৩॥৵০ ১৪৲। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—২০॥৵০ ২০৸০ ২০৸/০ ২০৸৵০ ২০৸৶০ , ৬ই—২০॥৵০ ২০॥৶০ ২০৸/০ ২০৸৵০ ; ১০ই—২১৵০ ২১৶০ ২১।০ ২১।/০ ২১।৵০ ; ১১ই—২১॥০ ২১॥৵০ ২১॥৶০ ২১৸০ ২১৸/০ ২১৸৵০ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১১২॥০ ; ৬ই—১১২৲ ১১২॥০ ১১৩৲ ; ১০ই—১১২॥০ ১১৩॥০ ১১৪৲।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ৫ই নবেঃ—১৫৯৲ ; ৬ই—১৫৮॥০ ১৬১৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৫ই নবেঃ—১৬০॥০ ১৬২॥০ ; ৬ই—১৬১৲ ১৬৩৲ ; ১১ই—১৬৪৲ ১৬৭৲। মহীশূর পেপার ১০ই নবেঃ—২০॥৵০ ; ১১ই—২০৸০। ওরিয়েন্ট পেপার (অর্ডি) ১০ই নবেঃ—২৩।৵০ ; (প্রেফ) ৬ই নবেঃ—১১১৲ ; ১০ই—১১০॥০। শ্রীগোপাল পেপার ১০ই নবেঃ—১৯॥৵০ ; ১১ই—১৯৸০। ষ্টার পেপার ৫ই নবেঃ—১৮।০ ; ৬ই—১৮।০ ; ১১ই—১৮॥০ ১৮৸০। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—২১৲ ২১৶০ ; ৬ই—২১৵০ ২১।/০ ; ১০ই—২১।৶০ ২১৸০ ; ১১ই—২১॥০ ২১৸০।

চিনির কল

বলরামপুর ৫ই নবেঃ—১৩।৵০। বেলস্যাণ্ড ৫ই নবেঃ—৬॥৵০ ; ১০ই—৬৸০ ; ১১ই—৭৵০ ৭।০। ভারত ৫ই নবেঃ—১৪৲। বুলাণ্ড ৬ই নবেঃ—৩৫।৵০ ৩৫॥০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—১৫৲ ১৫৵০ ; ৬ই—

বাংলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের একটি বাণী

এ, আর, পি,

"আমরা যুদ্ধরত ; এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো নয় কি ?"

সাইরেন বাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধ্বনি না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয়স্থলে থাকবেন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি, বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

১৫৲ ১৫/০ ; ১০ই—১৫৷৷০ ১৫৸০ ; ১১ই—১৫৸০ ১৬/০ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১৪৯৲। চম্পারণ ১১ই নবেঃ—২৬৸০ ২৬৷০। গোয়ালিয়র সুগার (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—১৬৯৲ ১৭০৲ ; ১০ই—১৭৪৲ (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৫০৲ ; ৬ই—১৫৬৲ ; ১০ই—১৫০৲। নিউ সাভান ৬ই নবেঃ—১৪৸০ ১৪৷০ ; ১১ই—১৪৸০ ১৪৷০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—১১৲ ১১৸০ ; ৬ই—১১/০ ১১৸০। শীতলপুর ১০ই নবেঃ—৯৷৷০ ৯৷৷/০। ইউ-নাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ৫ই নবেঃ—১৪৲ ; ১০ই—১৪৲ ; ১১ই—১৪৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা যায়। সরবরাহ পর্য্যাপ্ত না থাকায় কাজকারবারের পরিমাণ অবশ্য বেশী হইতে পারে নাই। বিক্রেতা মহল সুবিধা পাইয়া যে সে দরে মাল হাতছাড়া করিতে রাজী নহেন। মিল মালিকগণ পাট ক্রয়ের জন্য খুবই উদগ্রীব। কিন্তু যানবাহনের এখনও এতই অভাব রহিয়াছে যে, শীঘ্র মফঃস্বলের সরবরাহ কলিকাতার বাজারে পৌঁছিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না এবং কলওয়ালারা তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ পাট খরিদ করিতে পারিবেন কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। এই সকল কারণে পাটের বাজারের প্রায় সকল বিভাগেই চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। শীঘ্র পাটের দরের এই ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিভিন্ন মফঃস্বল কেন্দ্র হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, যানবাহন সংক্রান্ত সমস্যা সত্ত্বেও পাট হাতছাড়া করিবার দিকে আগ্রহ দেখা যায় না। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বাজারের মধ্যে পাটের দরে যে তারতম্য ছিল তাহা ক্রমেই দূর হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ কলিকাতায় পাটের দর চড়া আর মফঃস্বলে পাটের দর নামিয়া আসিতেছে, এরূপ বৈষম্যাবস্থা কাটিয়া যাইতেছে।

কাঁচা বেল বিভাগে মিলওয়ালারা ইউরোপীয়ান জাত মিডল ও বটম প্রতিমণ যথাক্রমে ১২৸০ আনা ও ১০৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। সুপার-ভাইসড জাত ও বটম যথাক্রমে ১২৷৷০ আনা ও ৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট তোসা মিডল ও বটম কেনাবেচা হইয়াছে প্রতিমণ যথাক্রমে ১২৷০ আনা ও ৯৷৷০ আনা। পাকা বেল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কাজকারবারের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। পাটের বাজারের অন্যান্য বিভাগ তেজী না থাকিলে থলে ও চটের বাজারে যে এবার অবনতির ভাব লক্ষিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের বাহির হইতে পাটের চাহিদা বিশেষ দেখা যায় না। বাজারের দিক হইতে বিচার করিলে, সম্প্রতি মজুত পাটের পরিমাণ সম্পর্কে যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা আদৌ আশানুরূপ নহে। রপ্তানী বৃদ্ধি না হইলে থলে ও চটের বাজারের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এই নৈরাশ্য-জনক অবস্থায় একমাত্র ভরসার কথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট বিস্তর থলে ও চট ক্রয় করিবেন। গতকল্য ৯নং পোর্টার নগদ ১৪৸৵০ আনা, নবেম্বর ১৪৸৵০ আনা; ডিসেম্বর ১৫৲ টাকা ও জানুয়ারী মার্চ্চ ১৫৵০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮৸৵০ আনা, নবেম্বর ১৮৷৷০ আনা, ডিসেম্বর ১৯৵০ আনা ও জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর

বস্ত্রাদির দর চড়া থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। বস্ত্রের দরে একটা ক্রমিক ঊর্দ্ধগতি দেখা যাইতেছে। একে ত যানবাহন সমস্যার দরুণ বস্ত্র সরবরাহ বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে। তদুপরি পশ্চিম ভারতের বহু কলকারখানায় রাজনৈতিক কারণে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। অবশ্য দেওয়ালী উৎসবের পর আমেদাবাদ অঞ্চলের কলকারখানায় পূর্ব্বের ন্যায় আবার পুরাদমে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায়। শীঘ্রই স্থানীয় বাজারে বস্ত্রের মজুত পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। বাজলার মিলগুলি মোট কাপড় যথেষ্ট প্রস্তুত করিতেছে বটে, কিন্তু উহা দামে সস্তা নহে। শীত বস্ত্রাদির বিক্রয়ের পরিমাণ এবার খুবই কম। শীতবস্ত্রাদি এবার বেশী উৎপন্ন হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং শীতের বাজারে এবার বস্ত্রাদির কাজকারবার পূর্ব্বের ন্যায় হইতে পারিবে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১৩ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোণার বাজার বিশেষ তেজী ছিল। প্রতি ভরি সোণার দর ৭০৲ টাকা এবং প্রতিটী গিনি সোণার দর ৫২৷৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আজ কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৭৷৷/০ আনা। বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৭৷৷০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৫০৷/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা

কলিকাতায় সোণার দরের মত রূপার দর ততদূর বৃদ্ধি পায় নাই। তবুও প্রতি একশত তোলা রূপা ১১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। আজ প্রতি এক শত তোলা রূপার দর ১০৭৷০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপার দর ১০৭৷৷০ আনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩½ পেন্স।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ৯ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর এবং গবাদি পশুর দর সম্বন্ধে যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর—গম (চান্দৌসী) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৷৷০ ; 'আগমার্ক' আটা প্রতি মণ—৮৸০ ; 'আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ—৮৷৷৵০ ; বাকতুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৸০ ; পাটনাই ধান প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৪৲ ; মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৩৷৷৵০ ; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১০৲ হইতে ১২৲ ; পাটনাই চাউল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৭৷০ ; মোটা চাউল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৸০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)——২০৷৷০ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৮২৲ টাকা হইতে ৯৮৲ ; 'আগমার্ক' ঘি প্রতি মণ ৯৪৲ ; ১নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১৩৷৷০ আনা হইতে ১৩৸০ ; ২নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১৩৷০ ; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৪ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী—১৷৷/০ ; (খ) শ্রেণী—১৵০ ; (গ) শ্রেণী—১৲ ; (ঘ) শ্রেণী—৸৵০ ; সাধারণ শ্রেণী—১৲ ; সাধারণ শ্রেণী হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি—১৲ ; শিলংএর আলু প্রতি মণ—১৩৲ হইতে ১৪৲ ; মাদ্রাজী আলু প্রতি মণ—১৪৲ ; ইলিশ মাছ প্রতিমণ—২০৲ ; রোহিত মাছ প্রতিমণ—২৫৲ ; চিংড়ি মাছ প্রতিমণ—২২৲ ; সবরী কলা প্রতি ডজন—।৵০ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৵০ ; কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায়—৬টী ; মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়—৫টী ; দার্জ্জিলিং কমলালেবু প্রতি টাকায়—৩০টি ; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়—৩০টি

গবাদি পশুর দর—দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১৫৩৲ ; দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১০৫৲ ; দিন ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—২৩৬৲ ; দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—১৯৫৲।

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা
—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিস সমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।

চীফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা। টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২ কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবস্থা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২৩শে নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ২৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৮৭-৪৮৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৯৪-৫০০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৪৯০	পুস্তক পরিচয়	৫০০
বস্ত্র সঙ্কট ও দেশীয় কাপড়ের কল	৪৯১	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫০১
ভারতের শ্রমিক (২)	৪৯২-৪৯৩	বাজারের হালচাল	৫০২-৫০৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

কাগজ সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট

দেশে কাগজের সমস্যা ক্রমেই খুব জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে এক্ষণে বিশেষ কিছুই কাগজ আমদানী হইতেছে না। দেশের কাগজের কলসমূহে যে কাগজ তৈয়ার হইতেছে, এদেশের বর্ত্তমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। এই অভাব ও অসুবিধার ভিতর কাগজের কলগুলি তাহাদের উৎপন্ন কাগজের জন্য চড়া দর হাঁকিতেছে। কাগজ ক্রেতাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা ও কাগজ মজুতকারীরা আবার তাহাদের নিকট হইতে মিলের দরের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী দর আদায় করিয়া লইতে কসুর করিতেছে না। ফলে যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় যে কাগজের পাউণ্ড প্রতি দর ছিল তিন আনা হইতে চারি আনা এক্ষণে তাহার দর বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি পাউণ্ড পাঁচ সিকার মত দাঁড়াইয়াছে। অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, এইরূপ বেশী দাম দিয়াও এক্ষণে বাজার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ সংগ্রহ করা যাইতেছে না। জনসাধারণের আসন্ন প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে আরও বেশী মূল্য আদায়ের লোভে ব্যবসায়ীরা হাতের কাগজ মজুত করিয়া রাখিতেছে। এইভাবে কাগজের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা বাড়িয়া দেশে পুস্তক প্রকাশ, সাময়িক পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানো আজ নিতান্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের সাময়িক পত্রগুলি যুদ্ধের সুরু হইতে নানাভাবে প্রভূত ক্ষতি ও অসুবিধা সহ্য করিয়া এতদিন কায়ক্লেশে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। কাগজ যেভাবে রাতারাতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে, উহাদের পক্ষে আর অধিকদিন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। অনুরূপ ভাবে দেশে পুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের কাজও শোচনীয়রূপে ব্যাহত হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সকল দিক দিয়া শিক্ষিত জনমত গঠনের জন্য সাময়িক পত্র পরিচালনার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। পুস্তক প্রচার ও লেখাপড়া পরিচালনার কাজও জাতীয় প্রগতির দিক হইতে নিতান্ত অপরিহার্য্য। কাজেই একদিকে কাগজ সরবরাহের নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরদিকে কাগজের দুর্ম্মূল্যতার জন্য ঐ সমস্ত ধরণের প্রচেষ্টা যাহাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে দেশের গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বর্ত্তমানে দেশে কাগজের যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহার সমুচিৎ প্রতিকার করিতে হইলে আমাদের মতে কাগজের মূল্য নির্দ্ধারণ ও বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব ব্যবসায়ীদের উপর ছাড়িয়া না দিয়া এ সম্পর্কে যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব গবর্ণমেণ্টের নিজ হাতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ (১) এদেশের উৎপন্ন সমস্ত কাগজ গবর্ণমেণ্টকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ কাগজের উৎপাদন ও চাহিদা বুঝিয়া তাহার ন্যায্য দর স্থির করিয়া দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ কারসাজিপূর্ণ (২) ভাবে কাগজ মজুতের রীতি বন্ধ করিয়া সাময়িক পত্র পরিচালনা, পুস্তকাদি প্রকাশ ও শিক্ষাদীক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য নিয়মিত (৩) ভাবে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি ঐরূপ সুপরিকল্পিত ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হন তবেই কাগজ-সমস্যার একটা সুসঙ্গত সমাধান

সম্ভবপর হইতে পারে, নতুবা তাহা অসম্ভব। ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় কাগজের কলগুলিকে তাহাদের উৎপন্ন কাগজের ৯০ ভাগ সংরক্ষিত করিয়া রাখিবার জন্য এক অর্ডার দিয়াছেন। কেন্দ্রিয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ব্যতীত কলগুলি ঐ কাগজের বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদিগকে জানানো হইয়াছে। কাগজের কলের উৎপন্ন বেশীর ভাগ কাগজ নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া দেশের ও দশের কল্যাণে তাহার উপযুক্তরূপ বিলিব্যবস্থা করার জন্যই যদি গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অর্ডার দিয়া থাকেন তবে তাহা খুব সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও ব্যক্ত করিতেছেন না। উপরোক্ত ৯০ ভাগ কাগজের মধ্যে কত ভাগ গবর্ণমেণ্ট নিজেরা গ্রহণ করিবেন, সাময়িক পত্র ও জনসাধারণের প্রয়োজনে কত ভাগ বিয়োগ করা হইবে, কাগজের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে কিরূপ নীতি অনুসৃত হইবে এবং অচিরেই কাগজের একটা সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে কিনা গবর্ণমেণ্ট সেসব বিষয় সাধারণের নিকট গোপন রাখিয়াছেন। কাগজ সমস্যার বর্ত্তমান জটিলতা স্মরণ করিয়া দেশের লোক গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যনীতিতে আশ্বস্ত বোধ করিতে পারিতেছে না। এ সম্পর্কে জনসাধারণের উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অচিরে খোলাখুলি ভাবে তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রহসন

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সরকারী প্রচেষ্টা দস্তুরমত প্রহসনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অর্ডিনান্স ও ইস্তাহার বলে জিনিষপত্রের মূল্য বাঁধিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ নীতির যাবতীয় আড়ম্বর সত্ত্বেও পণ্যের মূল্য দাবাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। চাউল, চিনি ও আটা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রীর দর ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। লোক-দেখানো ব্যবস্থা হিসাবে বড় বড় সহরে মুষ্টিমেয় দোকান ও ডিপো খুলিয়া গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ভিতর বাঁধাদরে স্বল্প পরিমাণে চাউল, চিনি প্রভৃতি বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু বাহিরে সমস্ত হাটবাজারেই এসমস্ত অগ্নিমূল্যে বিক্রিত হইতেছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া অনেকে দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু জিনিষপত্রের যোগান বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল ইস্তাহার ও অর্ডিনান্স মারফতে যেভাবে সস্তায় কিস্তিমাতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাতে এই শোচনীয় পরিণতি স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থানে আমরা চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণের কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে কলের চিনির মূল্য সের প্রতি ছয় আনা হারে বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই দর বাঁধিয়া দেওয়ার সময় হইতে তাঁহারা জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলে চিনির প্রচুর যোগান রহিয়াছে এবং সেই সব স্থান হইতে বাঙ্গলায় উপযুক্ত পরিমাণ চিনি আনয়ন সম্পর্কে সরকারীভাবে বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। কাজেই বাঙ্গলায় চিনির দর সের প্রতি ছয় আনার বেশী হওয়ার কথা নহে। কিন্তু বাঙ্গলায় চিনি আমদানী সম্পর্কে সরকারী বিধিব্যবস্থার তোড়জোড় যে সরকারী প্রচারকর্ত্তাদের বাগাড়ম্বর ছাড়াইয়া কার্য্যতঃ বেশী কিছু অগ্রসর হয় নাই, এক্ষণে তাহা জনসাধারণের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে বিভিন্ন প্রদেশে চিনির রপ্তানী সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, কোন মাসেই বাঙ্গলায় ঐ দুই প্রদেশ হইতে ন্যায্য পরিমাণ চিনি আমদানী হইতেছে না। বাঙ্গলা সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকারের শর্করা নিয়ন্ত্রণ অফিসার বিহার ও যুক্ত প্রদেশের চিনির কলসমূহ হইতে চলতি ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১২ হাজার ৩১৪ টন এবং অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে ২৬ হাজার টন চিনি বাঙ্গলায় রপ্তানী করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রকাশ, সেইরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও গত সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গলায় মাত্র ৩ হাজার ৯০০ টন চিনি আমদানী হইয়াছে। অক্টোবর ও ডিসেম্বরের জন্য নির্দ্ধারিত মোট ২৬ হাজার ৬৫০ টনের মধ্যে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় মাত্র ১০ হাজার টন চিনি আসিয়াছে। প্রয়োজনের অনুপাতে কার্য্যতঃ চিনি সরবরাহের পরিমাণ যেস্থলে এত কম সেখানে উহার দাম যে নিয়ন্ত্রণের গণ্ডি পার হইয়া ক্রমেই অপরিমিত হারে চড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কাজেই জিনিষ পত্রের দর বাঁধিয়া দিয়াই অনেক কিছু করা হইল বলিয়া বাহাবা নেওয়ার চেষ্টা না করিয়া উহাদের যোগান যাহাতে কার্য্যতঃ বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেবিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

শ্রমিক কল্যাণমূলক বীমা

শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা, বার্দ্ধক্য বীমা ও বেকার বীমা প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জগতের অনেক দেশেই শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে প্রভূত উন্নতি দেখা গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সব দিকে সরকারী মনোযোগ এখনও বিশেষ কিছুই নিবদ্ধ হইতেছে না। এদেশে কলকারখানার শ্রমিকদের আয় নিতান্ত স্বল্প বলিয়া জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ব্যয় মিটাইয়া তাহারা ভবিষ্যতের জন্য প্রায় কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না। ফলে রোগে, শোকে, বার্দ্ধক্যে ও অকর্ম্মণ্যতায় উহাদের দুঃখকষ্টের সীমা থাকে না। এইরূপ অসহায় অবস্থার প্রতিকারের নিমিত্ত জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের মত এদেশেও শ্রমিকদের জন্য সরকারী সাহায্যে রোগ বীমা ও বেকার বীমা প্রভৃতি প্রচলনের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের জন্য অনেক কিছু করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেও কার্য্যতঃ ঐ সব প্রয়োজনীয় বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কিছুই করিতেছেন না। দেশের কলকারখানাগুলি চালু রাখিবার জন্য তাঁহারা শ্রমিক ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে নানারূপ কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু যেসব দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হয় তাঁহারা তাহা দূর করিবার জন্য তেমন কোন প্রয়াস দেখাইতেছেন না। শ্রমিকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব, বেতন বৃদ্ধি, বেকার বীমা ও বার্দ্ধক্যজনিত সংস্থান সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন দূরের কথা, তাহাদের জন্য রোগ বীমা প্রচলনের ছোটখাট প্রস্তাবটি পর্য্যন্ত বারবার উত্থাপিত হইয়াও চাপা পড়িয়া যাইতেছে। অবস্থার এই গতি লক্ষ্য করিয়া দেশের শ্রমিক সাধারণের ভিতর যথেষ্ট ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়াছে। এই সময়ে ফাঁকা কথার আড়ম্বর দেখাইয়া শ্রমসচিব ডাঃ আম্বেদকর আবার নূতন করিয়া সকলকে আশান্বিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি দিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে, এদেশের শ্রমিকদের জন্য বাধ্যকরীভাবে রোগ বীমা প্রচলন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট খুবই আগ্রহান্বিত। এসম্পর্কে একটি স্কীম বর্ত্তমানে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির বিবেচনাধীন আছে। আশা করা যাইতেছে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনের সময় এসম্পর্কে একটি বিল উপস্থিত করা সম্ভবপর হইবে। ডাঃ আম্বেদকর আরও বলেন, রোগ বীমা সম্পর্কিত পরিকল্পনায় শ্রমিকদিগের অসুখবিসুখে তাহাদিগকে সাহায্য ও ভাতা প্রদানের জন্য একটি সাধারণ তহবিল গঠনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। এই তহবিল গঠনের জন্য কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদিগকে নির্দ্ধারিত হারে চাঁদা দিতে হইবে। তবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেরূপ কোন চাঁদা দেওয়া বাধ্যকরী হইবে না। উপযুক্ত তহবিল গঠন ও তাহা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তাহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী সাময়িক ঋণ প্রদান করিতে পারেন। তবে সেজন্য যথাযথ সুদ আদায়ের ব্যবস্থা থাকিবে। শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা

প্রচলন সম্পর্কে ডাঃ আম্বেদকরের এই স্কীম দেশবাসীর কতদূর সমর্থন লাভ করিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা তহবিল গঠন করিতে হইলে তজ্জন্য কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মত গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও নির্দ্ধারিত হারে চাঁদা দেওয়ার নিয়ম আছে। অন্যান্য দেশে এই নিয়মেই শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা তহবিল গঠন ও তাহা পরিচালনার ব্যবস্থা হইতেছে। অথচ এই দেশের গবর্ণমেণ্ট অনেক অবান্তর কাজে ব্যয় বাহুল্য দেখাইলেও এই প্রয়োজনীয় কাজে তাঁহারা কোন অর্থ নিয়োগ করিতে নারাজ। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট দেশের অগণিত শ্রমিক সাধারণের জন্য কিভাবে উপযুক্ত ধরণের রোগবীমা তহবিল গড়িয়া উঠিবে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। এদেশের শ্রমিকদের জন্য কোন রোগ বীমা তহবিল স্থাপন করিলে অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের মত এদেশের গবর্ণমেণ্টও সেবিষয়ে যথাযোগ্য অর্থসাহায্য করিবেন—এই ধারণা হইতে দেশের কল মালিকেরা বাধ্যকরী রোগ বীমা প্রচলনের কথায় তেমন কোন আপত্তি তোলেন নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক জানিয়া এক্ষণে এই ধরণের পরিকল্পনা সম্পর্কে কলমালিকেরা আন্তরিকভাবে সাড়া দিবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। এদেশের শ্রমিকদের জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি বাস্তবিক পক্ষেই কোন রোগ বীমার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে চান, তবে সেজন্য নিজেদের অংশ অনুযায়ী চাঁদা প্রদানে তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা এই বিরাট দেশের জন্য উপযুক্ত কোন রোগ বীমা তহবিল গঠন করা খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

তাম্র মুদ্রার তিরোধান

পয়সার অভাবে দেশে যে নিদারুণ অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে গত ২রা নভেম্বরের 'আর্থিক জগতে' সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রেও উহা নিয়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা, কি করিয়া যে আকস্মিক ভাবে তাম্র মুদ্রার তিরোধান ঘটিল দেশের জনসাধারণ তাহাও আজ পর্য্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জানিবার বা বুঝিবার সুযোগ পাইল না। গুজব উঠিয়াছে, যুদ্ধের সময়ে নানা কাজে বেশী তামার প্রয়োজন হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট এখন নূতন পয়সা তৈয়ার করাইতেছেন না, অধিকন্তু বাজার চলতি পূর্ব্বেকার তাম্রমুদ্রা পর্য্যন্ত টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার ইহাও শুনা যাইতেছে যে, তামার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর ব্যবসায়ীরা একদিকে বেশী পরিমাণে পয়সা জমাইতে সুরু করিয়াছে ও অপর দিকে সেই জমানো পয়সা তামায় পরিণত করিয়া রীতিমতভাবে লাভের ব্যবসা চালাইতেছে। প্রথমোক্ত গুজব সম্বন্ধে যথাসম্ভব খোঁজখবর লইয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, পয়সার অভাব সম্পর্কে সেরূপ কোন কারণ ঘটে নাই। যুদ্ধের সুরু হইতে গত সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দেশের চলতি পয়সা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বিশেষ কিছুই ফিরিয়া যায় নাই। বরং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত দিয়া এই সময় মধ্যে দেশে বিস্তর পরিমাণ নূতন পয়সার প্রচলন হইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে দেশে ১৪ লক্ষ টাকার নূতন পয়সা লোকের ব্যবহারে আসিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে নূতন পয়সার প্রচলন সে তুলনায় বাড়িয়া ২১ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। তাহার পর ১৯৪০-৪১ সালে এবং ১৯৪১-৪২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত দিয়া যথাক্রমে ২৩ লক্ষ টাকার ও ২৯ লক্ষ টাকার পয়সা দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম ছয় মাসেও দেশে পয়সার প্রচলন বাড়ান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যুদ্ধের সময়ে নানা কারণে দেশে পয়সার যে বিরাট চাহিদা দেখা দিয়াছে সে অনুপাতে নূতন পয়সার প্রচলন হয়ত আসলে কিছু কম হইতে পারে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে পূর্ব্বেকার তুলনায় দেশে কিছু বেশী পয়সা ছাড়িতে কসুর করেন নাই উপরের বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে। কাজেই আমাদের মনে হয় পয়সা প্রচলনের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য দেশে আজ উহার নিদারুণ অভাব ঘটে নাই। আসলে দেশে পয়সা জমানোর বেশীরকম ঝোক দেখা দিয়াছে বলিয়া এবং মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীরা পয়সা গলাইয়া বেশী দরে তামা বিক্রয় করিতেছে বলিয়াই এই দুর্ব্বিপাকের সূচনা হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, এই কারসাজি বুঝিতে পারিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি বাজারে রেজকী ছাড়িবার রেওয়াজ কতকটা সঙ্কোচিত করতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের মতে ইহাতে সমস্যার জটিলতা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। দেশে পয়সার যে নিদারুণ অভাব দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য একদিকে দেশে নূতন পয়সা বাহির করা এবং অপর দিকে লোকে যাহাতে লাভের জন্য পয়সা জমাইতে বা গলাইতে না পারে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি অনুসরণ করা। সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ জরুরী বিষয়ে যে নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা দেখাইতেছেন তাহা আমরা খুব নিন্দনীয় বলিয়াই মনে করি। অন্যদিকে তামার প্রয়োজন যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া গিয়া থাকে তবে গবর্ণমেণ্ট আর কোন সস্তা ও সুলভ ধাতু দ্বারা পয়সা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা দেশে প্রচলন করিতে পারেন। লোকের কাজ চলিয়া গেলে তাহারা তাহাতে কোন আপত্তি করিবে না। আসল কথা, পয়সার অভাব ঘটিয়া যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে অচিরে তাহার একটা সমাধান চাই। এই দরিদ্র দেশে খুচরা পয়সার বিকিকিনি যেখানে সাধারণতঃই খুব বেশী সেখানে পয়সার অভাব স্থায়ীভাবে চলিতে থাকিলে লোকের দুঃখ-কষ্টের আর কোন সীমা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট তাহা উপলব্ধি করিয়া সত্বর যদি কোন সুসঙ্কল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তবে এই ব্যাপারে তাহাদের চরম দায়িত্বহীনতাই প্রকাশ পাইবে।

ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট সম্পর্কে এক সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করিয়া প্রাথমিক বরাদ্দের তুলনায় ঐ সালে কিছু বেশী ঘাটতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯৪১-৪২ সালের সরকারী আয়ব্যয় সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা সেতুলনায় কতকটা সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হয়। অর্থ-সচিব প্রথমে ১৯৪১-৪২ সালের হিসাবে ১০৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা আয় ধরিয়া পরে সংশোধিত বরাদ্দে মোট আয়ের পরিমাণ ১২৩ কোটি টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এক্ষণে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে ভারত সরকারের আয় কার্য্যতঃ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৩৪ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ রেল বিভাগ হইতে ২০ কোটি টাকা এবং ডাক ও তার বিভাগ হইতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া এবং দ্বিতীয়তঃ আয়করের দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্য ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া ভারত সরকারের এই আয় দাঁড়াইয়াছে। ব্যয়ের হিসাব আলোচনা করিলে জানা যায়, আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে অর্থসচিব যেস্থলে মোট ১৩৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া তাহার সংশোধিত বরাদ্দে অনুমান করিয়াছিলেন প্রকৃত ব্যয় সে তুলনায় ৩৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ১৪৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করিবার বিষয় এই যে, এবার বেসামরিক বিভাগের ব্যয় সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় কিছু কম হইয়াছে। অপরদিকে সামরিক ব্যয় সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। অর্থ-সচিব অনুমান করিয়াছিলেন ১৯৪১-৪২ সালে সামরিক বিভাগের দফায় ভারত সরকারের ১০২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ঐ সালে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৪ কোটি টাকা।

অর্থ-সচিব তাঁহার সংশোধিত বরাদ্দে ১৯৪১-৪২ সালের হিসাবে ভারত সরকারের ১৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। ঐ সালের হিসাবে ভারত সরকারের আয় ১৩৪ কোটি টাকা ও ব্যয় ১৪৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য ঋণলব্ধ অর্থ দ্বারা এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে। দেশ-বাসীর উপর অত্যধিক হারে ট্যাক্স বসাইয়াও ১৯৪১-৪২ সালে এইরূপ ঘাটতি হইয়াছে। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে যুদ্ধের অবস্থা যেরূপ ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সামরিক ব্যয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া এবার সরকারী বাজেটে বড়রকম ঘাটতি দেখা যাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত হইবার পর আমাদের বৈদেশিক প্রভুরা উচ্চকণ্ঠে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, এখন হইতে ভারতের প্রকৃত শাসনভার ভারতীয়দের হাতে গিয়াছে বলিলেই হয়। আমাদের দেশেও কেহ কেহ এই আশা পোষণ করেন যে, বড়লাটের শাসন পরিষদের সকল সদস্য ভারতীয় হইলেই বুঝি সকল সমস্যা মিটিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সম্পূর্ণ ভারতীয়-করণ হইলেও, এমন কি ভারতের বড়লাটও যদি একজন ভারতীয়ই হন, তথাপি ভারতবর্ষ 'যে তিমিরে সে তিমিরে'-ই রহিয়া যাইবে। কেন না, যে-ক্ষেত্রে ভারতীয় সদস্যগণ তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্য ব্যবস্থা পরিষদ তথা দেশবাসীর নিকট দায়ী নহেন—তাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষেত্রে জবাবদিহি করিতে হয় বৈদেশিক কায়েমী স্বার্থের নিকট, সেখানে ঐরূপ সপারিষদ ভারতীয় গবর্ণর সত্ত্বেও প্রকৃত জাতীয় ক্ষমতা লাভ সম্ভব হইতে পারে না। এই মূলনীতিগত সমস্যা সমাধানের আশাভরসা পান নাই বলিয়াই কংগ্রেস নেতৃগণ ক্রিপস্ প্রস্তাবের সাড়ম্বর ধাপ্পাবাজিতে ভুলিয়া যান নাই। কংগ্রেস দাবী করিয়াছেন স্বায়ত্তশাসনের কায়া, ছায়া নহে। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত কতখানি দূরদর্শিতাপ্রসূত ক্রিপস্ দৌত্যের পরবর্ত্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতায় আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, কংগ্রেস নেতৃগণের গ্রেপ্তার ও দেশব্যাপী নিরঙ্কুশ দমননীতিতে বড়লাটের শাসনপরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের পূর্ণ সমর্থন ছিল। সম্প্রতি শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের দেশপ্রীতি ও জাতীয় কল্যাণসাধনের আরও একটি দৃষ্টান্ত মিলিল। মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য রাজাগোপালচারিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন বড়লাট সরাসরি তাহা প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। ঐ সম্পর্কে পর পর যে দুইটি সরকারী ইস্তাহার বাহির হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, দেশের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য রাজাজীর আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টায় বড়লাট যে অনমনীয় জেদ দেখাইয়াছেন, সেই স্থির সিদ্ধান্তে তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যগণও সম্মতি দিয়াছেন বা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা ইহাতে আদৌ বিস্মিত হই নাই। ভারতীয় সদস্যগণ দেশের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিও নহেন, প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারীও নহেন। তাঁহারা কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম করিয়া যান—তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে প্রভুর নির্দ্দেশ মত 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলিবার এক একটি সাক্ষীগোপাল মাত্র।

* * *

"নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ফোরাম" পত্রিকায় সম্প্রতি ওয়েণ্ডেল উইল্কী এক প্রবন্ধ লিখিয়া পুনরায় মিত্রপক্ষকে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সময় থাকিতে অবহিত হইতে বলিয়াছেন। মিঃ উইল্কী লিখিয়াছেন যে, শুধু ইউরোপের পদানত দেশগুলির বেদনাই নহে, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পরাধীন জাতিসমূহের দুঃখকষ্ট ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও বিবেচনা না করিলে দুনিয়ায় কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই সব পদানত জাতিসমূহের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইয়া যুদ্ধের মধ্যেই তাহাদিগকে প্রকৃত মিত্ররূপে পাইতে হইবে। যুদ্ধের দোহাই দিয়া বর্ত্তমানের এই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যের কথা এখন চাপা দিলে চলিবে না। মিত্রশক্তিকে অনতিবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সত্য বিস্মৃত হইলে বিপদ ঘটিবে। কামান-বন্দুকের শক্তির অপেক্ষা আদর্শের শক্তি অনেক বেশী। মিঃ উইল্কীর এই দূরদর্শিতার বাণী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কানে গেলেও মনে প্রবেশ করিবে কি?

* * *

অতঃপর মিঃ উইল্কী আন্তর্জ্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের গুপ্ত চক্রান্তের কথা উল্লেখ করেন। লীগ অব নেশনস্ বা জাতি সঙ্ঘের ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থ। মিঃ উইল্কী স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন যে, স্ব স্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশগুলিকে অবাধে শোষণ করিবার পুরাতন উপায়টাকেই নূতন এক ছদ্মবেশ পরাইয়া লোকচক্ষে একটু শোভন ও সমর্থনযোগ্য করিবার প্রয়াস ছাড়া জাতি সঙ্ঘের বড় বড় কুচক্রী সভ্যদের আর কোন আদর্শ ছিল না। জাতি সঙ্ঘ সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিল এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধানের দিকে আদৌ অগ্রসর হয় নাই। মিঃ উইল্কীর প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এই যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পরিত্যাগ না করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধবিগ্রহও দূরীভূত হইবে না, সমাজ-জীবনেও কোনদিন শান্তি ও নিরপত্তা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। মিঃ উইল্কীর এই সব কথা নূতন কিছু নহে। লীগ অব নেশন বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিচালনের একটি সুগঠিত বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ ছাড়া আর কিছু নহে।

* * *

মেদিনীপুর ও চব্বিশপরগণার—
মৃতকল্প নরনারীর মুখে করুণ ক্রন্দন—
"কে দিবি অন্ন—
কে হবি ধন্য"
সে ক্রন্দন ভারতবাসীকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিয়াছে
কিন্তু অবিলম্বে সাহায্য না পাঠাইলে
এই দুর্গতদের দুঃখ বিমোচনের উপায় নাই।
কলিকাতা সংবাদপত্র সঙ্ঘ সাহায্য সমিতি
(Calcutta Newspapers' Cyclone Relief Fund)
ভারতবাসীর অকাতর দান প্রার্থনা করিতেছে।
কোষাধ্যক্ষ :
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মিঃ গুন্থারের পত্নী (ইনি নিজেও একজন সুলেখিকা বলিয়া প্রখ্যাত) "নিউ রিপাবলিক" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ভারত প্রসঙ্গে বৃটিশ ধাপ্পাবাজির সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্ত্তৃক শাসনকার্য্য চলিতে পারে না, বৃটিশ খবরদারি না থাকিলে ভারতে গণতান্ত্রিক কাঠামো চালু করা অসম্ভব, বর্ণ ও সম্প্রদায় ঘটিত সমস্যা ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধের দোহাই দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ যে সব মামুলী কথা সর্ব্বদাই আওড়াইতে থাকেন তৎসম্পর্কে মিসেস গুন্থার তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন যে, এই সব অজুহাত, "self-delusory hallucinatory lying of a most dangerous order": (আত্মপ্রবঞ্চনার ও পরের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য সাংঘাতিক ধরণের জঘন্য মিথ্যাচার)। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দেওয়া পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে জয়লাভের কোন আশা নাই, এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া অতঃপর মিসেস গুন্থার ভারতে বর্ত্তমান বৃটিশ শাসননীতিকে একাধারে রাজনৈতিক পাপ ও পাগলামি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন: ("What Britain is doing to India is not only political immorality. It is political lunacy.")

* * *

মিঃ লুই ফিশার ক্রিপস্ দৌত্যের ভিতরের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের আঁতে ঘা লাগিয়াছে। অনেকের পক্ষে ক্রোধ সংবরণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ প্রবন্ধ মারফৎ,

(৫০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বস্ত্র সঙ্কট ও দেশীয় কাপড়ের কল

ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৪১-৪২ সালের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে উভয় দিক দিয়াই ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৯-৪০ সালে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১২৩ কোটি ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ১৩৪ কোটি ৯১ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়ায়। আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে দেশীয় কাপড়ের কলে সূতার উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৫৭ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বস্ত্র উৎপাদনের হিসাব আলোচনা করিলে সেই দিক দিয়াও অনুরূপ উন্নতিই লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৯-৪০ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে নানাশ্রেণীর মোট ৪০১ কোটি ২৫ লক্ষ গজ বস্ত্র তৈয়ার হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ৪২৬ কোটি ৯৪ লক্ষ গজ দাঁড়ায়। আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে তাহা আরও বাড়িয়া মোট ৪৪৯ কোটি ৩৬ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। দুই বৎসরে সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদন যথাক্রমে ৩৪ কোটি পাউণ্ড ও ২২ কোটি গজ বৃদ্ধি পাওয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচায়ক বলা চলে।

কার্পাস সূতার অভাবে ভারতীয় তাঁতশিল্পের বর্ত্তমান সঙ্কটের কথা যাঁহারা অবগত আছেন এবং পরিধেয় বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে যাহারা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, এদেশীয় বস্ত্র শিল্পের এই উন্নতির কথায় তাহারা বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশে এইরূপ সঙ্কট দেখা যাওয়ার কতকগুলি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ সূতার কথাই ধরা যাউক। পূর্ব্বে জাপান ও অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে প্রচুর পরিমাণে সূতা আমদানী হইত। এক্ষণে সেই আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়াতে স্বভাবতঃই দেশে সূতার যোগান হ্রাস পাইয়াছে! এই সময়ে দেশের কাপড়ের কলগুলিতে বেশী সূতা প্রস্তুত হইতে থাকায় আশা করা গিয়াছিল উহারা নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া তাঁতশিল্পের প্রয়োজনে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সূতা সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু নানা কারণে অবস্থার গতি অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। সামরিক অর্ডার অনুযায়ী বেশী বস্ত্র তৈয়ার করিতে হওয়ায় কাপড়ের কলগুলির উৎপন্ন সূতার বেশীর ভাগ এক্ষণে উহাদের নিজেদের কাজেই নিঃশেষিত হইতেছে। অপরদিকে কলের প্রয়োজন মিটাইয়া যে সূতা অবশিষ্ট থাকিতেছে যুদ্ধকালীন যানবাহন সমস্যার ভিতর বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতীদের জন্য তাহা চালান দেওয়ার সুবিধা হইতেছে না। ফলে দেশে সূতার উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও তাঁতশিল্পের দুঃখ দুর্দ্দশা না ঘুচিয়া তাহা বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে।

সূতার যোগান সম্পর্কে যে মূলগত অসুবিধার কথা উপরে উল্লখ করা হইল পরিধেয় বস্ত্রের যোগান সম্পর্কেও সেইরূপ অসুবিধাই বর্ত্তমানে লক্ষ্য করা যাইতেছে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে এদেশে বাহির হইতে বস্ত্রের আমদানী কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশের কাপড়ের কলসমূহে সমষ্টিগতভাবে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও সাধারণের পরিধেয় ধুতির উৎপাদন না বাড়িয়া দিন দিনই তাহা হ্রাস পাইতেছে। সৈন্যবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের প্রয়োজনে ভারত সরকার কাপড়ের কলসমূহে বিস্তর পরিমাণে নানা শ্রেণীর বস্ত্রের অর্ডার দিতেছেন। ঐ সব অর্ডার অনুযায়ী যথাসময়ে মাল সরবরাহ করা কাপড়ের কলগুলির পক্ষে অনেকটা বাধ্যবাধকতামূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকারী অর্ডারের সেই চাপে দেশে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের বিশেষ অভাব জানিয়াও দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে তাহা উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। বরং কাপড়ের কলগুলি পূর্ব্বে যে পরিমাণ ধুতি উৎপাদন করিত সেতুলনায় এক্ষণে তাহারা কম পরিমাণ ধুতি প্রস্তুত করিতেছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১২৩ কোটি ২ লক্ষ গজ ধুতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা কমিয়া ১১০ কোটি ১৩ লক্ষ গজ দাঁড়ায়। আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে তাহা আরও কমিয়া ৯২ কোটি ১১ লক্ষ গজে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কাপড়ের কলগুলিতে যে সামান্য পরিমাণ ধুতি উৎপন্ন হইতেছে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী কল হইতে তাহা চালান দেওয়ারও তেমন কোন সুবিধা নাই। সুতরাং যুদ্ধকালীন অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে যে ভারতের জনসাধারণ খুব দুঃখ কষ্ট ভোগ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সৈন্যদের জন্য ভারতের কাপড়ের কলসমূহে নানারূপ বস্ত্র, জামার কাপড়, মশারী, তাবুর কাপড় ও মোজা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ফলে কাপড়ের কলগুলির সমষ্টিগত উৎপাদন বাড়িয়া তাহাদের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতেছে। সামরিক মালচলাচলের জন্য যানবাহনের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকায় কাপড়ের কলের উৎপন্ন সামরিক পোষাক পরিচ্ছদ যথাসময়ে সৈন্যবাহিনীর হাতে গিয়া ও পৌঁছিতেছে। কিন্তু দেশীয় কাপড়ের কলে জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ধুতি উৎপন্ন করিবার এবং উৎপন্ন কাপড় স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার কোন সুব্যবস্থা এখনও হইতেছে না। সেকারণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা গরীব মার্কা কাপড় সরবরাহের কথাটা বারবার উঠিয়াও চাপা পড়িয়া যাইতেছে। সামরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবার জন্য অধিক বস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া দরিদ্র জনসাধারণের একান্ত কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সাধারণ ধুতি সরবরাহের প্রশ্নটা এরূপ নির্ম্মমভাবে চাপিয়া যাওয়া আমরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত অশোভন বলিয়াই মনে করি।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের কথা পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য। ১৯৪১-৪২ সালে সমষ্টিগত ভাবে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে সূতার উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি পাইলেও এসমস্তের ভিতর বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইয়া তাহা বরং কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল,

(৪৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের শ্রমিক (২)

নবেন্দু রায়

যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিক সংকট ভারতীয় শিল্পের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। লাভের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার লালসায় অর্থলোভী বণিকেরা বিপন্ন শ্রমিকের মজুরী নির্বিচারে শোষণ করিয়া নিজেদের স্বার্থ সংকটের মধ্যেও যথাসাধ্য পোষণ করিয়া চলে। সমস্ত শিল্পে, বিশেষ করিয়া বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকদের সংখ্যা ও মজুরী কমাইবার ফলে একই সঙ্গে শ্রমিকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে এবং সমাজে বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। শিল্পজাত পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা কমিয়া যায়। ১৯২৩ সালের সহিত ১৯৩৫ সালের তুলনা করিলে দেখা যায়:—

শিল্প	পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ	শ্রমিকের সংখ্যা
বস্ত্রশিল্প	৬০% বৃদ্ধি	১৬% বৃদ্ধি
চটকল	২৮% ,,	১৩% হ্রাস
রেলওয়ে বিভাগ	—	১৩% ,,
কয়লা	২১% ,,	১২% ,,

শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা যখন এইরূপ তখন শিল্পপতিরা কী পরিমাণ লাভ করিয়াছে তাহা জানাইয়া রাখা প্রয়োজন।

	ডিভিডেণ্ড—শতকরা		
কোম্পানী	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭
রিলায়েন্স জুট মিলস্	৫০	৪২½	৩০
নিউ ডুয়ার্স টি কোম্পানী	৫০	৫০	—
মুইর মিলস্	৩৫	২৭½	২২½
ইষ্ট হোপ এষ্টেটস্ কোম্পানী	২৩	৩৩	৪০

যুদ্ধের ঠিক পরেই বণিকেরা যে পরিমাণ অপরিমেয় লাভ করিয়াছিল তাহার তুলনায় অবশ্য তাহাদের লাভের ব্যবসা মন্দা যাইতেছিল, তাহা ঠিক; অধিকাংশ শিল্পেই লভ্যাংশের পরিমাণ ১৯৩৫ সাল হইতে কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইতেছিল তাহাও ঠিক; কিন্তু, লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহাই যে, শ্রমিকদের মধ্যে যে-সময় শতকরা ষোলজন বেকার হইয়া পড়িতেছে শিল্পপতিরা ঠিক সেই সময়ই শতকরা সাড়ে বাইশ টাকা লভ্যাংশ পাইতেছে। শ্রমিক ছাঁটিয়া, শ্রমিকের মজুরী কাটিয়া শিল্পপতিরা শ্রমিকমহলে অধিকতর দুঃখ ও দুর্গতি টানিয়া আনিল; কিন্তু সর্বব্যাপী সংকটের মধ্যেও পরশ্রমজীবীরা তাহাদের লভ্যাংশে টান পড়িলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল না। ব্যবসা ও বাজার মন্দা এই অজুহাতে পরার্থশ্রমী শ্রমিকের জীবিকায় টান পড়িল, কিন্তু পরশ্রমভোগীদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হইল না কিছুই। অথচ শিল্পপতিরা তাহাদের লভ্যাংশ বজায় রাখিবার জন্য শ্রমিকের অংশ উদরস্থ করিয়া নিজেদের পরিপুষ্ট কলেবর অক্ষত রাখিবার নিষ্ঠুর জিদ হইতে বিরত হইয়া যদি নিজেদের অন্যায় স্বার্থের এক শতাংশও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের চরম কলঙ্ক ও কদর্য্যতা হইতে মানবসভ্যতা মুক্ত হইত নিশ্চয়ই। সভ্যতার একমাত্র ভিত্তি শ্রমশক্তি; যাহাদের রক্তশোষণে এই শক্তি সঞ্চারিত সেই শ্রমিকেরা মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারিত। কিন্তু, ধনতান্ত্রিক সমাজে কুত্রাপি তাহা হয় নাই। জাতীয় শ্রমিকের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ভারতীয় শাসনব্যবস্থাও অগ্রণী হয় নাই।

১৮৮১ সালে ভারতে ফ্যাক্টরী আইনের প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু, বহু বৎসর ধরিয়া এই আইন শুধু সরকারী ফাইলেই লিপিবদ্ধ থাকে, প্রয়োগক্ষেত্রে ইহার কোনই সাক্ষাৎ মেলে না। এই সম্পর্কে লোভাট ফ্রেজার তাঁহার পুস্তকে লিখিতেছেন: ১৯০৫ সালের প্রারম্ভে ভারতে ফ্যাক্টরী পরিদর্শনের ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভারতে ফ্যাক্টরী আইনের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার প্রয়োগ ছিল না। বোম্বাই সহরে উনআশিটি বস্ত্রশিল্পে দৈনিক গড়ে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার শ্রমিক কাজ করিত; কিন্তু, বোম্বাইয়ের ফ্যাক্টরী পরিদর্শক ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ছাড়িয়া অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। এহেন অবস্থায় শিল্পপতিরা যে ফ্যাক্টরী আইন ফাঁকি দিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কী। কলিকাতার কোন মিলের ম্যানেজার ফ্যাক্টরী লেবর কমিশনের নিকট খোলাখুলি স্বীকার করেন যে, তিনি তাঁহার মিলে ফ্যাক্টরী আইনের ধারই ধারেন নাই। অন্যত্র অন্য একজন ম্যানেজার স্পষ্ট বলেন যে, তাঁহার মিলে চারশত বালক শ্রমিক নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি আদৌ জানিতেনই না যে কারখানায় বালকদের শ্রম নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ফ্যাক্টরী আইন নামে কোন আইন ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মিঃ শিব রাও বলেন: ফ্যাক্টরী আইন ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত থাকিলেও সত্তর কি আশি লক্ষ শ্রমিকের বেশি এই আইনের আওতায় পড়ে কি না সন্দেহ। বেশির ভাগ ভারতীয় শ্রমিকই সেই সব কারখানায় কাজ করে যেখানে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণেরই কোন বালাই নাই।

ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য ফ্যাক্টরী আইনের প্রবর্ত্তন হয় ১৯৩৬ সালে, কিন্তু, মাত্র ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক এই আইনের আওতায় পড়ে, অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর একটী নগণ্য অংশ মাত্র। কিন্তু, প্রয়োগব্যবস্থার দুর্ব্বলতার জন্য এই আইনও বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। ১৯৩৬ সালে ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে দশ হাজার দুই শত ছাব্বিশটি ফ্যাক্টরী রেজেষ্ট্রী হয়; এবং ফ্যাক্টরীতে ইন্‌স্‌পেক্‌সন্ হয় মাত্র নয় হাজার তিন শত বার। বার শত ফ্যাক্টরীতে সারা বৎসরের মধ্যে একবারও কোনই ইন্‌স্‌পেক্‌সন্ হয় না। এই অবস্থায় আইনের কার্য্যকারিতা কতটুকু তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

১৯৩৮ সালের মাদ্রাজ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, অ-সংগঠিত শিল্পে বালকশ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। চামড়া, কার্পেট ও সিগারেট তৈরীর কারখানার অবস্থা বর্ণনার অতীত। সিগারেট তৈরীর কারখানাগুলিতে পাঁচ ছয় বছরের শিশুরা সপ্তাহে একদিনও বিশ্রাম না পাইয়া দৈনিক দশ হইতে বার ঘণ্টা পরিশ্রম করে, এবং এই অমানুষিক পরিশ্রমের জন্য তাহারা মজুরী পায় দৈনিক মাত্র দুই আনা।

এই নিদারুণ পরিশ্রমের শেষে তাহারা যখন বিশ্রামের জন্য নিজেদের বাপমায়ের সহিত বস্তীতে ফিরিয়া আসে, তখনও কি তাহারা শান্তি পায়? 'শ্রমিকের' বস্তী বলিতে কী বুঝায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। মিঃ শিব রাও তাঁহার 'ভারতীয় শিল্প-শ্রমিক' শীর্ষক পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন:—

হাওড়ায় এবং কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে শ্রমিকদের বস্তীগুলি

পূতিগন্ধময় নরককুণ্ড সমান, পৃথিবীতে ইহাদের তুলনা নাই।··· চটকলের অধিকাংশ শ্রমিকেদের জন্য বাসস্থানের কোনো ব্যবস্থা মিল-কর্ত্তৃপক্ষ হইতে করা হয় নাই; শ্রমিকেরা ভাড়া দিয়া বে-সরকারী বস্তীতে বাস করে। বঙ্গীয় ম্যুনিসিপালিটি আইন অনুযায়ী এই বস্তীগুলির আবর্জ্জনা মুক্ত করিবার দায়িত্ব বস্তীর মালিকের উপর আরোপিত হইয়াছে; কিন্তু, আবর্জনা মুক্ত করা তো দূরের কথা, বস্তীর মালিক বরং পুঞ্জীভূত আবর্জনার কারবার হইতে মোটা রকমের অর্থ আয় করিয়া থাকে—অবশ্য এই অর্থ আবর্জনাকুণ্ডের পঙ্কভোজী দরিদ্র শ্রমিকদের নিকট হইতেই আদায় করা হয়। ম্যুনিসিপ্যাল আইন আছে, সত্য; কিন্তু, এই আইন যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হইতে পারে সে-জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সতত সচেষ্ট। শ্রমিকদের বাসস্থান এই বস্তীগুলির বর্ণনা মানুষের ভাষায় সম্ভব নয়।···বাংলার ম্যুনিসিপ্যালিটির মধ্যে হাওড়ার ম্যুনিসিপ্যালিটির স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু, এই হাওড়া ম্যুনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যেই শ্রমিক-বস্তীগুলির অবস্থা অতি জঘন্য।

ইহাই ভারতীয় চটকল শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা! ইহাদেরই রক্ত শোষণ করিয়া বহু য়্যুরোপীয় কোম্পানী বছর বছর কোটি কোটি টাকা লভ্যাংশ সাগরপারে পাঠাইয়া দিতেছে। হাওড়া বস্তীতে জমিতেছে আবর্জনা, আর য়্যুরোপের সহরে তৈরী হইতেছে অভ্রভেদী অট্টালিকা। সাম্রাজ্যবাদের ইহাই একমাত্র পরিচয়। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর অনুসরণে আজ ট্রেড য়্যুনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সোভিয়েট ও সমাজতন্ত্রের প্রেরণায় কেন-যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা একান্তই নিষ্প্রয়োজন।

(বস্ত্রসঙ্কট ও দেশীয় কাপড়ের কল)

১৯৪১-৪২ সালে তাহা কিছু বাড়িয়া ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে যেস্থলে ২০ কোটি ১ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল সেস্থলে ১৯৪১-৪২ সালে উহাদের ভিতর বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ১৯ কোটি ৪৪ লক্ষ গজ। ধুতির হিসাবে দেখা যায়, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে উহার উৎপাদন ১ কোটি ৬৪ লক্ষ গজ পরিমাণে হ্রাস পাইয়া মোট ১৩ কোটি ১২ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। বস্ত্র উৎপাদনের দিক দিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের এই অবনতি দুঃখের বিষয়। আশা করা গিয়াছিল বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এই যুদ্ধের সময়ে দেশের লোকদের বস্ত্র সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে, অধিকন্তু এই সুযোগে নিজেদের স্থায়ী সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া লইবে। কিন্তু স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে নানা অসুবিধার জন্য বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি সেরূপ কোন কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিতেছে না। সকল প্রকার গলদ ও অব্যবস্থা কাটাইয়া উঠিয়া কিভাবে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির সমুচিৎ উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তোলা যায় সেবিষয়ে বাঙ্গলা সরকার ও বাঙ্গলার বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের পক্ষে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ

ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, সংবাদপত্রের শ্রেণীবিভাগ ও অবিক্রিত সংখ্যাসমূহ ফেরৎ লওয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যে আদেশ ১৯৪২ সালে জারী করা হইয়াছে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের পৃষ্ঠাযুক্ত 'সি' শ্রেণীর সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রের এজেন্সী এবং রেলওয়ে বইয়ের দোকানের মালিকদের অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া উক্ত সরকার অবগত হইয়াছেন। এই বিষয় বিশেষ বিবেচনার পর ভারত সরকার ৭৫ হইতে ১৫০ বর্গ ইঞ্চি আয়তনের ও ৭৫ বর্গ ইঞ্চির কম আয়তনের পৃষ্ঠাযুক্ত 'ডি' ও 'ই' নামে দুইটী পৃথক শ্রেণীর সংবাদপত্রের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে উক্ত আদেশ সংশোধনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে 'সি' শ্রেণীর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার আয়তন হইতেছে ১৫০ হইতে ২০০ বর্গ ইঞ্চি। তাহারা আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোনও সময়ে কোনও সংবাদপত্রের যে কয়খানি সংখ্যা সরবরাহ করা হইবে, তাহার শতকরা ৫ খানি পর্য্যন্ত অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ লওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৪২ সালের ১০ই নভেম্বরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পত্রিকাগুলির স্বাভাবিক আয়তন যাহা ছিল, সে আয়তন বৃদ্ধি করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ভারতে চীনাবাদামের চাষ

১৯৪২-৪৩ সালে এবং ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে কি পরিমাণ জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে তাহার তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য	জমির পরিমাণ (একরে) ১৯৪২-৪৩	জমির পরিমাণ (একরে) ১৯৪১-৪২
মাদ্রাজ	২,৭৯৯,০০০	২,০৭৬,০০০
বোম্বাই (দেশীয় রাজ্য সহ)	১,৭৮৮,০০০	২,১০০,০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২৪১,০০০	১৯৩,০০০
পাঞ্জাব	৪২,০০০	
উড়িষ্যা	১৮,০০০	১৮,০০০
হায়দরাবাদ	১,২২৪,০০	১,১১৫,০০০
মহীশূর	১৮২,০০০	১৩৯,০০০
বরোদা	৮৭,০০০	
	৬,৩৮১,০০০	৫,৬৪১,০০০

কেন্দ্রীয় শর্করা কমিটী

প্রকাশ, ভারতে একটী কেন্দ্রীয় শর্করা কমিটী গঠন করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে শীঘ্রই একটী সংবাদ প্রকাশিত হইবে। কেন্দ্রীয় তুলা কমিটী অথবা কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর সমপর্য্যায়ে এই কমিটী সংগঠিত হইবে। এই কমিটীর প্রধান কার্য্যালয় কাণপুরে স্থাপিত হইবে। কাণপুরের "সুগার ইনষ্টিটিউট" পরিচালনার ভার এই কমিটি গ্রহণ করিবেন। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সমিতি শর্করা সম্বন্ধে যে সকল কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাও উক্ত কমিটির অধীনে আনা হইবে। এই কমিটির কার্য্যপরিচালনার ব্যয়-ভার শর্করার উৎপাদন কর হইতে মিটান হইবে। এইরূপ উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে।

উড়িষ্যা হইতে শণ চালান নিষিদ্ধ

উড়িষ্যা সরকার ভারতরক্ষা বিধানবলে এক আদেশ জারী করিয়া উক্ত সরকারের অনুমতি ব্যতীত রেলযোগে, রাস্তা দিয়া অথবা জলপথে উড়িষ্যা প্রদেশের কোন স্থান হইতে প্রদেশের বাহিরে শণ চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন। শণ চালানের অনুমতিপত্র দেওয়ার জন্য উড়িষ্যার উন্নয়ন বিভাগের উপর ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

বৃটেনে ভারতের ঋণ

প্রকাশ, বৃটেনে ভারতের ঋণের পরিমাণ হইতেছে ২৪ কোটি পাউণ্ড। ইহার মধ্যে বৃটেন ছাড়া অন্য দেশের রেজিষ্ট্রীকৃত যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভারতে কাজকারবার চালাইতেছে তাহাতে ১০ কোটি পাউণ্ড, যে সকল বৃটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করে তাহাতে ৭॥০ কোটি পাউণ্ড, অন্যান্য ব্যবসায়ে ৫ কোটি পাউণ্ড এবং মিউনিসিপ্যাল, পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির ঋণপত্রে ১॥০ কোটি পাউণ্ড খাটান হইয়াছে। ভারত সরকারের যে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বৃটেনে অপরিশোধিত দেনা আছে, তাহা লইয়া বৃটেনে ভারতের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল ৬১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের হিসাবমত লণ্ডনে উক্ত ব্যাঙ্কের ৩০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের মত মজুত ছিল। এই ব্যাপারে দেখা যায় যে, উভয় দেশের পরস্পরের ঋণের পরিমাণ হইবে প্রায় সমান।

উদ্ভিজ্জ তৈল

হায়দরাবাদ বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা বোর্ডের অধীনে যে উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যবহারিক কমিটি গঠিত হইয়াছে, সেই কমিটি স্থানীয় উদ্ভিজ্জ তৈল এবং বিশেষতঃ চীনাবাদাম হইতে লব্ধ তৈল কিরূপে জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহার করা যায়, তদ্বিষয়ে পরীক্ষামূলক কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে আর্থিক সচ্ছলতার পাকা বনিয়াদের উপর। জীবনে সচ্ছলতা আসে তখনই যখন তা একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর প্রসার লাভ করে। সুচিন্তিত কর্ম্মপন্থা একটা জাতীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ভিন্ন অসম্ভব। আপনার টাকা-কড়ির ভার এই অগ্রগতিশীল ব্যাঙ্কটির হাতে দিন। ব্যাঙ্কের সাহায্যে যে সঞ্চয় গড়ে উঠবে তা আপনার জীবনে এনে দেবে শ্রী।

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
২ জলহাউসি স্কোয়ার কলিকাতা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ

১৯৪০ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

দেশের নাম	অর্থের পরিমাণ (ডলার) ১৯৪০ সাল
কানাডা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	২,১০২,৬৯৪,০০০
গ্রেট বৃটেন	৫৪০,৬৯৪,০০০
ফ্রান্স	১১৭,১৯৯,০০০
জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়া	৩৪৯,৩৯৯,০০০
ইতালী	৭৫,৪৯৩,০০০
ইযোরোপের অন্যান্য দেশসমূহ	৩৩৭,৫৮০,০০০
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৬৭৩,৯৩৩,০০০
মেক্সিকো	৩৫৭,৯২৭,০০০
মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশসমূহ	১৮৮,০৯৪,০০০
আর্জ্জেনটাইন	৩৮৭,৯৪৫,০০০
চিলি	৪১৩,৯৮৩,০০০
ভেনজুলিয়া	২৬২,৩৭৬,০০০
ব্রাজিল	২৪০,১০৯,০০০
দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশসমূহ	২৪৭,০৬৯,০০০
আফ্রিকা	১৩১,০৭৩,০০০
চীন	৪৬,১৩৬,০০০
ভারতবর্ষ	৪৮,৭৭৫,০০০
জাপান	৩৭,৬৭১,০০০
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	৯০,৬৯৫,০০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	১৯৮,৬৬৮,০০০
অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড	১২০,২৩২,০০০
আন্তর্জ্জাতিক	৩২,৫৯৭,০০০
	৭,০০০,৩৪২,০০০

আসাম সরকারের বাজেট

গত ১২ই নভেম্বর আসাম সরকারের অর্থসচিব মৌলভী আব্দুল মতিন চৌধুরী আসাম ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪২-৪৩ সালের আসাম সরকারের বাজেট পেশ করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৪১-৪২ সালে রাজস্ব, এককালীন আদায় এবং ঋণের খাতে ৯ কোটী ৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং এই সকল খাতে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯ কোটী ৮৪ হাজার টাকা। ১৯৪১-৪২ সালে রাজস্বের খাতে ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল কিন্তু আসামের মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করার পর ব্যয় করিবার দরুণ ঘাটতির পরিমাণ হইয়াছে ১১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। কিন্তু বৎসরের শেষে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। বৎসরের প্রারম্ভে ৭১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা নিয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং বৎসরের শেষে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৭৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন যে, আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব বাবদ ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা এবং এককালীন পাওনা বাবদ ৬ কোটী ৩৬ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা—মোট ৯ কোটী ৭০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং সাধারণ ব্যয়ের খাতে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা এবং এককালীন ব্যয়ের খাতে ৬ কোটি ২৯ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা মোট—৯ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বাজেটে ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। আসাম সরকার কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও ক্রয় বিক্রয়ের কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য বৎসরে ২৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আসাম সরকারের পাওনা বাবদ বাকী থাকিবে। ইহা আগামী বৎসরে আদায় হইবে।

বিহারে ইক্ষুর দর

বিহার সরকার ১৯৪২-৪৩ সালে কর বাদে প্রতিমণ ইক্ষুর দর ৷৷০ আনা করিয়া ধার্য্য করিয়াছেন।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২২ ইং

রেজিঃ অফিস :—কুমিল্লা ৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গালী পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন	৫০,০০,০০০৲ টাকা
গৃহীত ও বিলিকৃত মূলধন ...	৩০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কল সহ)	১৬,৫০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফণ্ড	৮,১৬,০০০৲ টাকার উপর
ডিপজিট	৩,০০,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন ...	৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার উপর

(১৩৪৯ সালের ১লা আশ্বিন ইংরাজি ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ পর্য্যন্ত)

অ্যামেরিকান এজেন্টস্ :—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী অব্ নিউইয়র্ক।

লণ্ডন এজেন্টস্ :—বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্, সিডনি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,

পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল

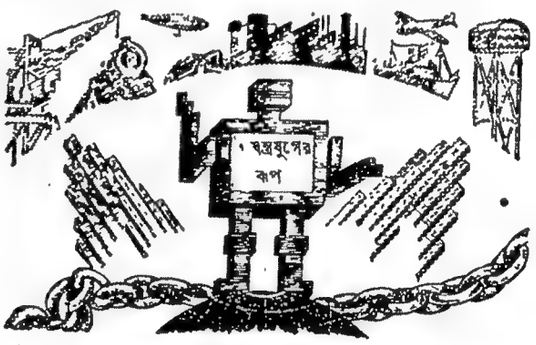

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস্ এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস্
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেন্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

ভারত সরকারের খাদ্যবিভাগ গঠন

ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, সপরিষদ বড়লাট দেশের ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্যসমস্যার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য বণ্টন সম্পর্কে একটি নূতন দপ্তর খুলিবার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। এই দপ্তর ভারত সরকারের একজন সেক্রেটারীর নিয়ন্ত্রাধীনে কাজ করিবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সরবরাহ, খাদ্য বণ্টন এবং সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি আহরণ ও ক্রয় সম্পর্কিত কার্য্যের ভার এই দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা হইবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি এবং ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির সহিতও এই দপ্তরের যোগাযোগ থাকিবে। যাহাতে নিয়মিতভাবে খাদ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব হয় তজ্জন্য দপ্তরের সহিত যানবাহন বিভাগের সহিতও যোগ থাকিবে। বড়লাট ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের হস্তে এই দপ্তরের ভার অর্পণ করিয়াছেন।

ভারতে দেশরক্ষা বাবদ ঋণ

১৯৪২ সালের ৭ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে তৃতীয় দফা দেশরক্ষা বাবদ ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ১৯ লক্ষ ২২ হাজার ৮ শত টাকা। ১৯৪২ সালের ৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ৩ কোটি ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ৩৲ টাকা সুদের দেশরক্ষা বাবদ ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ হইতেছে ১১৯ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। ১৯৪২ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দশবৎসরের মেয়াদী ডাকঘরের দেশরক্ষা বাবদ 'সেভিংস সার্টিফিকেট'এ ৬ কোটি ৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ঋণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪২ সালের ৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ সমস্ত শ্রেণীর ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে সর্ব্বসমেত ১২৯ কোটি ৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা।

ভারতীয় চিনি কলমালিক সঙ্ঘ

১৯৪২-৪৩ সালের জন্য ভারতীয় চিনি কলমালিক সঙ্ঘে (ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস এসোসিয়েশন) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভারপ্রাপ্ত সদস্য এবং সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—মিঃ কৃষ্ণ দেব (সভাপতি); মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এবং মিঃ গুরুশরণ লাল (সহ-সভাপতি); সভ্যগণ—মিঃ ডি খৈতান, লালা করমচাঁদ থাপার, মিঃ সি ওমোদী, মিঃ কে কে বিড়লা, মিঃ বি এল নোপানী, মিঃ আর অনাথ সুব্রহ্মণ্য, মিঃ জে আইটকেন, মিঃ মাঙ্গতুরাম জয়পুরিয়া, লালা শঙ্কর লাল, শেঠ কিশোরী লাল, মিঃ এন এ সিরোয়ানী, রাজা শিবশক্ত ডি ডি ইশ্বরণ এবং মিঃ এস বি জালান।

মাদ্রাজে সমবায় ভাণ্ডার

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় মাদ্রাজ সমবায় ভাণ্ডারের সংখ্যা ছিল ৮৯টী, বর্ত্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯৩টী হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে এই সকল সমবায় ভাণ্ডার হইতে ৩৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষপত্রাদি বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ সমবায় ভাণ্ডারসমূহের জিনিষপত্রাদি বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৫৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা এবং ১৯৪১-৪২ সালে এইরূপ বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯০ লক্ষ টাকা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ

মেজর-জেনারেল রাজকুমার শ্রীরাজেন্দ্র সিংহজীর মতে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার জন। বর্ত্তমানে ইহার সংখ্যা হইতেছে ১৫ লক্ষ। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে প্রতিমাসে গড়পড়তায় ৭০ হাজার জন ভারতীয় সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হইতেছে এবং ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ভারতীয় সৈন্য ভারতের বাহিরে দেশরক্ষার্থ সংগ্রাম চালাইতেছে।

কাগজ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভারতীয় কাগজের কলসমূহের উপর সরকার কর্ত্তৃক একটী আদেশ জারী করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারসমূহের অনুমতি ব্যতীত শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ হস্তান্তরিত না করেন। এই প্রকার শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট শতকরা ১০ ভাগ কাগজ কর্ত্তৃপক্ষকে না জানাইয়াও কলসমূহের মালিকগণ যথেচ্ছভাবে হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন।

সবিনয় নিবেদন - -

যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুণ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, বিশেষ করে রবার, দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমরা আমাদের গ্রাহকদের প্রয়োজন মত যোগান্ দিতে পারছি না। যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে আমরা আবার তাঁদের প্রয়োজন মত মাল সরবরাহ করতে পারব।

আমাদের তৈরী ঃ—

- রবার ক্লথ
- হট ওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট ও ওভার সু প্রভৃতি

গুণে ও জনপ্রিয়তায় আমাদের বিখ্যাত ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফেরই সমতুল্য।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্

(১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস ঃ—পানিহাটী, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)।
কলিকাতা শো-রুম ঃ—১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট,
বোম্বাই শাখা ঃ—৩৭৭নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রাম :—"রেনবো", কলিকাতা ফোন :—পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২

—এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করুন—

	৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০	৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪১	৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২
বিক্রীত মূলধন	৩৫,০০০	৩,৩৫,৯১০	৬,০৭,৪৫০
আদায়ীকৃত মূলধন	১,৩০৮	৪২,৯৬৩	৪,১৩,৩২৫
কার্য্যকরী মূলধন	৫৯,৩৯০	৯৯,১৮৮	৩২,০০,০০০

(বত্রিশ লক্ষের উপর)

শেয়ারের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

উপযুক্ত কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

—অন্যান্য অফিস—

মধ্য কলিকাতা—৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট,
বড়বাজার শাখা (আগামী ৯ই নভেম্বর ১৯৪২এ খোলা হইবে)।

বাঙ্গলা	আসাম	বিহার	উড়িষ্যা
ঢাকা,	গৌহাটী,	ভাগলপুর,	পুরী,
নারায়ণগঞ্জ,	তেজপুর,	রাঁচি,	বহরমপুর (গঞ্জাম),
নিত্যাইগঞ্জ,	চারালী (ডেরাং)	পুরুলিয়া	খুরদা রোড,
ইচ্ছা (ঢাকা)			কটক (চৌধুরী বাজার)
মধ্যপ্রদেশ—নাগপুর			মঙ্গলাবাগ্

এজেন্সী অফিস—বোম্বাই

বি, মুখার্জ্জী, বি-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কলিকাতায় গমের অভাব

মারোয়াড়ী সঙ্ঘ কলিকাতায় গমের অভাব দূর করিবার জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবের নিকট একটী তার প্রেরণ করিয়াছেন। তারে জানান হইয়াছে যে, যদি অনতিবিলম্বে বাহির হইতে কলিকাতায় গমের আমদানীর ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে কলিকাতায় বিশেষভাবে গমের অভাব দেখা দিবে। মারোয়াড়ী সঙ্ঘ তারে আরও জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকারও এবিষয় কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করাইয়াছেন।

মিশরে তুলা উৎপাদন

১৯৪২-৪৩ সালে মিশরে ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ক্যান্টার (এক ক্যান্টারে ৯৯·০৪৯ পাউণ্ড) তুলা উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে ৮১ লক্ষ ২ হাজার ক্যান্টার তুলা উৎপাদিত হইয়াছিল।

সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া বিভাগে বৃটিশ কর্ম্মচারী

প্রকাশ, 'সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' বিভাগে ৬০ জন নূতন বৃটিশ কর্ম্মচারী সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহারা এই কার্য্যে বহাল থাকিবেন।

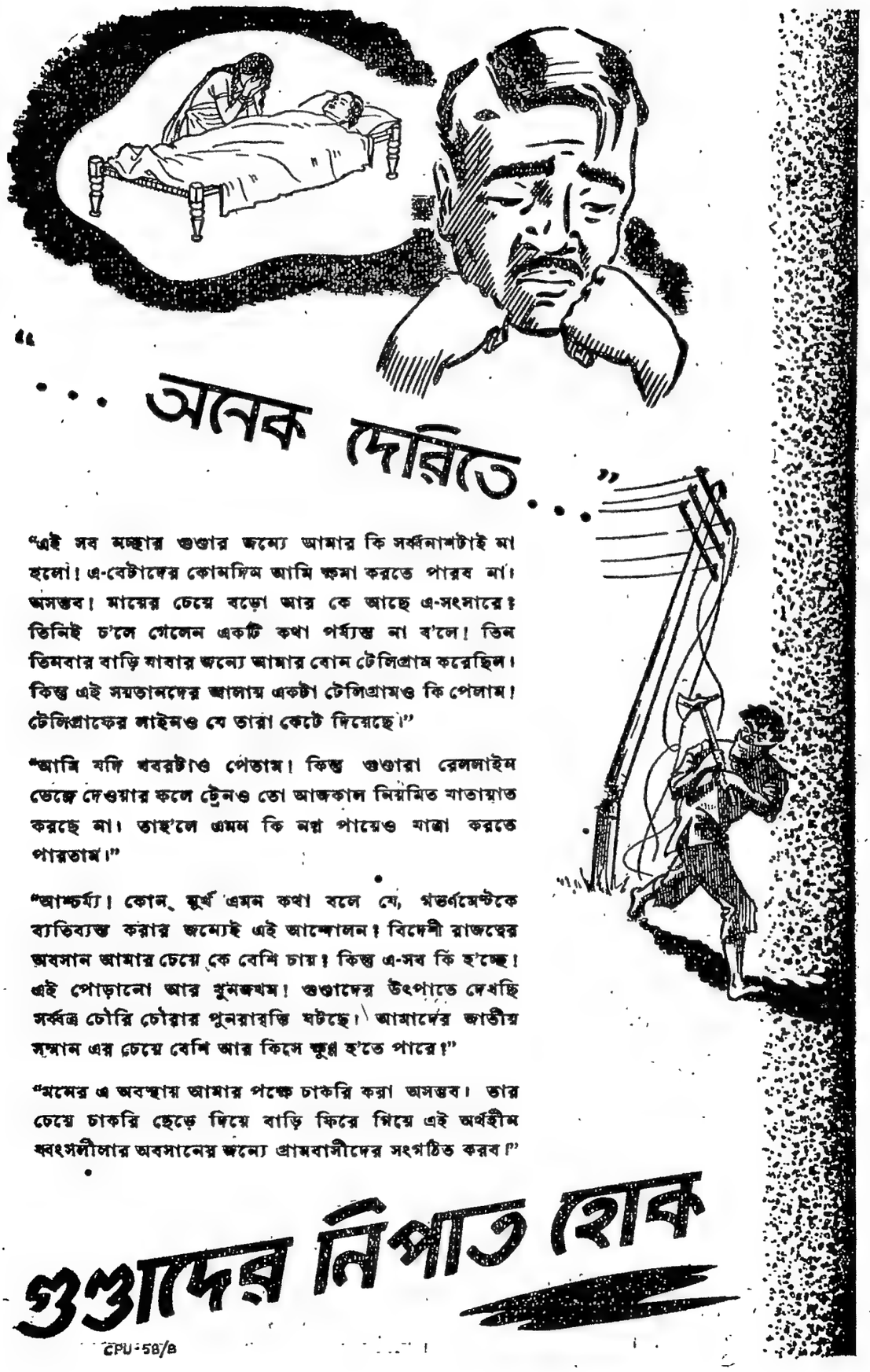

কেন্দ্রীয় পরিষদদ্বয়ের বাজেট অধিবেশন

রাষ্ট্রীয় পরিষদের এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশন নয়াদিল্লীতে যথাক্রমে ১৯৪৩ সালের ১১ই এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইবে। ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন মার্চ্চ মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত চলিবে। বেসরকারী বিলসমূহ ও প্রস্তাবাদির জন্য তিন দিন করিয়া মোট ছয় দিনের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেলওয়ে বাজেট ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং সাধারণ বাজেট ২৭শে ফেব্রুয়ারী পেশ করা হইবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে বাজেটের সাধারণ আলোচনা এবং ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভোট গ্রহণ করা হইবে। ৫ই মার্চ্চ মূল বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা এবং ৮ই, ৯ই এবং ১০ই মার্চ্চ তারিখগুলিতে বাজেটের বিভিন্ন দাবী সম্পর্কে ভোট লওয়া হইবে।

দুই টাকার নোট

প্রকাশ, ব্যাঙ্কিং মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, শীঘ্রই দুই টাকার নোট বাহির হইবে। গত যুদ্ধের সময়ের ন্যায় ২৷৷০ টাকার নোট বাহির করিবার সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পুরাতন টাকা ও আধুলি

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মার্কা টাকা ও আধুলি যথাক্রমে ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল ও ১৯৪২ সালের ১লা জুন হইতে বাজারে অচল বলিয়া ইতিপূর্ব্বে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। বাজারে অচল হইলেও এতদিন পর্য্যন্ত মহারাণী মার্কা টাকা ও আধুলি বোম্বাই ও কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং সপ্তম এডওয়ার্ড মার্কা টাকা ও আধুলি বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গৃহীত হইত ও উহার বদলে ন্যায্য মূল্য দেওয়া হইত। গত ১৬ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত আর একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের ১লা মে হইতে মহারাণী বা সপ্তম এডওয়ার্ড মার্কা টাকা ও আধুলির মুদ্রামূল্য বাতিল হইবে এবং ঐ তারিখের পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও উহা আর গ্রহণ করিবে না। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা পূর্ব্বেকার টাকা ও আধুলি (ধারে খাঁজ কাটা ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা টাকা নহে) যাহা ১৯৪৩ সালের ১লা মে হইতে বাজারে অচল হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, উহা ১৯৪৩ সালের ১লা নবেম্বর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেও আর লওয়া হইবে না। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা নূতন ধারে খাঁজকাটা টাকা ও আধুলি যথারীতিভাবে বাজারে চালু থাকিবে।

পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সরকারী ব্যয়

১৯৪১-৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ হাজার ২৫০ কোটি ডলার, ইহার পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব তিন বৎসরের সমষ্টিগত ব্যয়ের চেয়েও বেশী। এই ব্যয়ের মধ্যে ২ হাজার ৬ শত কোটী ডলার খরচ হইয়াছে দেশরক্ষার আয়োজন বাবদে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সালে) ৭ হাজার ৩ শত কোটী ডলার ব্যয় হইবে। তাহার মধ্যে দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৬ হাজার ৭ কোটী ডলার। ১৯৪২-৪৩ সালে জাপানে ২ হাজার ৪৩০ কোটী ইয়েন, মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে সমর প্রচেষ্টা বাবদ খরচ হইবে ১ হাজার ৮ শত কোটি ডলার। মোট ব্যয়ের ১ হাজার ৫৫০ কোটী ইয়েন ঋণ দ্বারা সংগৃহীত হইবে। ১৯৪১ সালে বুলগেরিয়ার সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬৪০ কোটী লেভা (বুলগেরিয়ার মুদ্রা)। উহার প্রায় অর্দ্ধেক অর্থ দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়িত হইয়াছে। ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ শত কোটী লেভারেরও বেশী। ১৯৪০-৪১ সালে তুরস্কের সরকারী ব্যয়ের অর্দ্ধেকেরও অধিক ঋণ গ্রহণ দ্বারা মিটাইতে হইয়াছিল। মোট ৫২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড (তুর্কী পাউণ্ড) সরকারী ব্যয়ের মধ্যে দেশরক্ষা কল্পে ব্যয়িত হইয়াছিল ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক চিনি তলব

কলিকাতার বেসামরিক অধিবাসীদের সরবরাহ কন্ট্রোলারের নিকট ৯নং শোভারাম বসাক ষ্ট্রীটের মিঃ শ্রীনিবাস ঈশ্বরদাস এবং মিঃ গোবিন্দরাম কাশী প্রসাদ যে ৪ শত বস্তা চিনি ডেলিভারী লইয়াছিল, তাহা বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ :

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত	৩২,৫০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	১৯,৫০,০০০৲	,,
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি	৮,০০,০০০৲	,,
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায়	১৩,০০,০০০৲	টাকা

ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জন্মসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৬

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলকামারী, মেদিনীপুর

সুদের সর্ব্বাদি লাভজনক,

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—

ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীং

কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

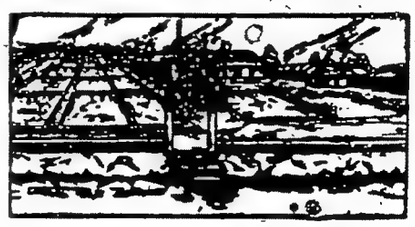

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্

ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয়

১৯৪২ সালের ২০শে অক্টোবর যে দশদিন শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহে ৩ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের আয়ের তুলনায় ১৩ লক্ষ টাকা বেশী।

জাপানের জন্ম ও মৃত্যুসংখ্যা

১৯৪০ সালে জাপানে শিশুর জন্ম সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২১ লক্ষ ১০হাজার; ১৯৩৯ সালে এইরূপ জন্মসংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ। ১৯৪১ সালে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ২২ লক্ষ ১০ হাজার এবং ১১ লক্ষ ৪০ হাজার।

কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কাগজ ব্যবসায়ীদের অভিমত

কলিকাতা কাগজ ব্যবসায়ী সঙ্ঘের (ক্যালকাটা পেপার ট্রেডার্স এসোসিয়েশন) কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, উক্ত সরকার কাগজ প্রস্তুতকারক, কাগজ ব্যবসায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্রসেবী এবং কাগজ সম্পর্কিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রতিনিধিদের একটী সম্মেলন যেন শীঘ্রই আহ্বান করেন এবং যাহাতে কাগজের অভাবে কাগজ ব্যবহারকারীরা অযথা অসুবিধা ভোগ না করে, তজ্জন্য এই সম্মেলনে যাহাতে একটী উপযুক্ত পন্থা অবলম্বিত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

রেজকীর অভাব

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আঙ্গুলি ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর খুচরা রেজকী ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ কোটী টাকা। বিগত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে মাত্র ৫ কোটি টাকার রেজকী ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে ছয়মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের খুচরা রেজকীর ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে ১৩ লক্ষ টাকার পয়সা জমাইয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইহা ছাড়া আনি এবং দুআনিও অনেকে মজুত করিতেছে। পয়সা প্রভৃতি খুচরা রেজকী জমাইয়া রাখার জন্য ইহার চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জনসাধরণের নিকট ইহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী এইরূপ খুচরা রেজকী বেশী জমাইয়া রাখা অপরাধমূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বোম্বাইতে একটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাত্র দৈনিক ৭ শত টাকার রেজকী পাইয়াছে—কিন্তু এই কোম্পানীর দৈনিক ২ হাজার ৫ শত টাকার রেজকী দরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের হিসাব নিকাশগুলি হইতে যাহাতে পয়সার হিসাব বাদ দেওয়া হয় তজ্জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

যুদ্ধকালীন কয়েকটী দেশের জনসংখ্যা

১৯৪০ সালে ১৬ই অক্টোবর গ্রীসে যে আদমসুমারী গৃহীত হয়, তদনুসারে উক্তদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭৩ লক্ষ ৩৬ হাজার; ১৯২৮ সালের হিসাব মত গ্রীসে লোকসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ ২১ হাজার জন। ১৯৪০ সালে ৩১শে ডিসেম্বরের আদমসুমারী অনুসারে স্পেনে লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৮ হাজার। এইরূপ জনসংখ্যার হার হইতেছে স্পেনের ১৯৩৯-৪০ সালের লোকসংখ্যার তুলনায় ২০ লক্ষ ২ হাজার জন বেশী। ১৯৪১ সালের ২রা জুলাইয়ের লোকগণনার হিসাবমত কানাডায় লোকসংখ্যা ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ জন। ১৯৩১ সালের লোকসংখ্যার তুলনায় লোকবৃদ্ধির হার হইতেছে ১০ লক্ষ। ১৯৪১ সালের অক্টোবরের লোকগণনার হিসাবানুসারে রুমানিয়ায় জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ ১৮ হাজার।

নৌকাযোগে কলিকাতায় পাট আমদানী

বাঙ্গলা সরকারের একখানা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে দেশীয় নৌকাযোগে কলিকাতায় ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার মণ পাট আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় (তিন মাসে) এইরূপ পাট আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭ হাজার মণ, ১৬ হাজার মণ এবং ৮৮ হাজার মণ। কলিকাতায় নৌকাযোগে পাট আনয়ন করার ফলে চিৎপুরের নিকট গঙ্গানদীতে কলিকাতার যে সমস্ত খাল পতিত হইয়াছে, তাহা এমনভাবে নৌকাদ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই সকল খালসমূহের নৌকার চলাচল নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত রক্ষা বিধানবলে ১৯শে নবেম্বর হইতে কলিকাতার এই সকল খালে মাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটী আদেশ জারী করিয়াছেন।

পুস্তক পরিচয়

বাঙলার কাব্য—হুমায়ুন কবির প্রণীত। প্রকাশক—গুপ্ত রহমান এণ্ড গুপ্ত, ৫।২ রামময় রোড, কলিকাতা।

হুমায়ুন কবির রবীন্দ্রোত্তর ও রবীন্দ্রনাথ-প্রভাবিত শক্তিশালী কবিগোষ্ঠির অন্যতম। মননশীল সমঝদার বলিয়াও তিনি বাঙ্গলার পাঠক সমাজে সুপরিচিত। এরূপ একাধারে কবি ও সমালোচকের লেখনী হইতে বাঙ্গলা কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণ সেই হেতু বিশেষ অর্থদ্যোতক।

"বাঙ্গলার কাব্য" পরিসরে ছোট হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্বে পুস্তকখানি আদ্যন্ত সমৃদ্ধ—উহা চিন্তাশীল পাঠকের মনে নূতন করিয়া ভাবিবার ও বুঝিবার প্রচুর খোরাক যোগাইবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষতঃ বাঙ্গলা কাব্যের সমালোচনা ক্ষেত্রে কবির সামাজিক দৃষ্টি-বিচারের আশ্রয় লইয়াছেন। এইরূপ মূল্য নিরুপণের প্রচেষ্টা আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে খুবই কম দেখা যায়। কবিরের ন্যায় ক্ষমতাবান লেখক যে এই নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা সাহিত্যের পক্ষে বড় আশা ও ভরসার কথা।

"বাঙ্গলার কাব্য" ছয়টি নামহীন পরিচ্ছেদে বিভক্ত, কিন্তু উহারা পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন নহে—মূল বক্তব্যের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া উহাদিগকে আমরা বিচারের সুবিধার জন্য নিম্নরূপ ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করিয়া লইতে পারি: (১) বাঙ্গলা কাব্যের নিসর্গ ও সামাজিক পটভূমি; (২) বৈষ্ণব কাব্যের উৎপত্তি, উহার পটভূমি ও বিকাশ-ধারার সামাজিক কার্য্যকারণ; (৩) বাঙ্গলা কাব্যে মুসলমানী প্রভাব; (৪) ইংরেজী আমলের বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম স্তর (মাইকেল ও বঙ্কিম); (৫) দ্বিতীয় স্তর—বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ ও (৬) রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক সাহিত্য—হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টির পটভূমিকায় বাঙ্গলা কাব্যের পরিণতি। সুরসিক কবির বিভিন্ন জটিল রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডল ও সামাজিক ধারার কষ্টিপাথরে বাঙ্গালী মানসের প্রতিচ্ছবি হিসাবে বাঙ্গলা কাব্যের মূল্য নিরুপণ করিতে চাহিয়াছেন। সমালোচক কবিরের সহিত স্থানে স্থানে কাহারো কাহারো হয় ত কিছু কিছু মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু উহা বড় কথা নহে—সকল লোকেই এক মত হইবে, এমন রচনা কোন কালেই সম্ভব নহে, একালে ত নহেই।

ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর। এরূপ মনোজ্ঞ সমালোচনা সাহিত্য পাঠক মহলে নিঃসন্দেহে সমাদৃত হইবে। পুস্তকের দাম কত, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। এই ত্রুটি প্রকাশকের ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত জানি না।

মালগাড়ী চলাচলের সংখ্যা

১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ২৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৮১ খানা মালগাড়ী প্রশস্ত রেলপথে এবং ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৫৪ খানা মালগাড়ী সঙ্কীর্ণ রেলপথে যাতায়াত করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ মালগাড়ী চলাচলের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৭ লক্ষ ৯২ হাজার ৮৭৭ খানা এবং ১৩ লক্ষ ১২ হাজার ২২০ খানা।

এ, আর, পি,

সাইরেন বাজলেই

আশ্রয় গ্রহণ করুন

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি বেঙ্গল, কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৪১ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৭২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪ শত টাকার ৩ হাজার ৬১৪টি জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী ২ হাজার ৯৭৬টি প্রস্তাবে মোট ৬০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের পরিমাণ অপেক্ষা উহা ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪ শত টাকা বেশী। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ও অন্যান্য সূত্রে কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ২০৭ টাকা এবং এই পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ৭৯ হাজার ৯১০ টাকা অধিক। কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল আলোচ্য বৎসরে ৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৩৬ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে মোট ৭৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৫৯ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ উহার অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন।

যুদ্ধের দরুণ বীমা কোম্পানীসমূহের নানা বাধা ও অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইতেছে। তদুপরি জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার ফলে যে সকল বীমা কোম্পানীর ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া অন্যতম। কোম্পানীর রেঙ্গুন ও আকিয়াব অফিস স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে। এই সব অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয় ও দেশব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগের মধ্যে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানীর পরিচালকগণের কর্ম্মকুশলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসিওরেন্সের আরও দ্রুত ক্রমোন্নতি কামনা করি।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪১ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন দিকে কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাযুদ্ধের দরুণ, বিশেষ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ব্রহ্মদেশে জাপ অভিযান অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইবার ফলে, এদেশের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়াছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল দিকেই যেরূপ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকূল নহে। এই সকল অনিবার্য্য ও অপ্রত্যাশিত অসুবিধা সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ তাহাদের অংশীদারগণকে শতকরা ৭৷৷০ আনা লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা ও ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের কর্ম্মকুশলতাই সূচিত হইতেছে।

আদায়ী মূলধন, আমানত জমা, মজুত তহবিল প্রভৃতি লইয়া ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ৬৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৯৫ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—কোম্পানীর কাগজ, ষ্টক, শেয়ার প্রভৃতিতে ন্যস্ত ৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা; মর্টগেজ, বন্ধক প্রভৃতিতে ২৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; হাতে ও ব্যাঙ্কে জমা ৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, আসবাবপত্রে ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে ৫১ হাজার টাকা; ইমারত ইত্যাদিতে ৮২ হাজার টাকা; জমিতে ৮২ হাজার টাকা; হেড অফিস ও অন্যান্য শাখা অফিসের হাতে ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।

আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের হিসাবের জের ৯ হাজার ২৮০ টাকা ধরিয়া ব্যাঙ্কের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৬৫ টাকা। উহা হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮ হাজার ২৭৬ টাকা। অতিরিক্ত লাভের দিকে ঝোঁক না দিয়া নিরাপদমূলকভাবে তহবিল দাদন এবং অধিক পরিমাণ অর্থ নগদ এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা প্রভৃতি দিকেই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের মনোযোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা এই সুপরিচালিত ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত সর্ব্বপ্রথম অগ্নিবীমা কোম্পানী। ভারতে অগ্নিবীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী ও সুদক্ষ ব্যবসায়ীর সুপরিচালনায় এই নূতন অগ্নিবীমা প্রতিষ্ঠানটি অচিরকাল মধ্যে উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

গৌরীপুর কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫০৲ টাকা। **নদীয়া মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **মাড়ী-ক্রয়ারী কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **ফোর্ট উইলিয়াম্ জুট কোম্পানী লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **ফোর্ট গ্লস্টার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **খরদা কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হারকিউলেস্ ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি কে খেমকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—ষ্টিফেন হাউস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার, বণ্ড ইত্যাদি ক্রয় ও মজুত।

হাজারিবাগ কোল্ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অর্জ্জুন আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কয়লার খনি ও অন্যান্য খনি ক্রয়, ইজারা লওয়া ইত্যাদি।

মানভুম কোল্ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অর্জ্জুন আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—যে কোন প্রকার খনি ক্রয়, ইজারা লওয়া ইত্যাদি।

ইষ্টল্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শিশিরকুমার দাশ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

মাণিক্য কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ লিঃ—ম্যানেজিং এজেণ্টস্—ফার্ম্মার্স এণ্ড ট্রেডার্স লিঃ। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ঔষধপত্র ক্রয়বিক্রয়।

বেঙ্গল ববিন্ এণ্ড প্লাইউড্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সন্তোষ চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—সুতার নাটা বা টানার নলী প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয়।

উখারা মিনারেলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলবিহারীলাল সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—পোঃ উখারা, জিঃ বর্দ্ধমান। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কয়লার খনি ও লোহা ইত্যাদি ধাতু প্রস্তুতের কারখানা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২০শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য টাকার চাহিদা নাই। নূতন তুলা ক্রয়ের জন্য টাকার চাহিদা দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু এতাবৎ সেরূপ কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। পরে তুলা ক্রয়ের জন্য বাজারে টাকার চাহিদা পরিলক্ষিত হইলেও ঐ চাহিদার পরিমাণ যে খুবই অল্প হইবে এখনই তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা এতই বেশী যে, টাকা ধার লইবার কেহ নাই—সকলেই টাকা ধার দিবার জন্য উদগ্রীব। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্ববৎ কলিকাতায় ।৹ আনা ও বোম্বাইএ ।৹ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরিমাণ এবারও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থা পূর্ব্বের মতই রহিয়া গিয়াছে। বাজারে কাজকারবার এতই কম যে ঐ সম্পর্কে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে যৎসামান্য ডলার বিলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

গত ১৭ই নভেম্বর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৸৹ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১০ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৸০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ২৪শে নবেম্বর তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং ২৩শে নবেম্বর তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে আগামী ২৭শে নবেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৬ই নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৪/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২০শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীর লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। গত বুধবারের পরে শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা শৈথিল্য লক্ষিত হয়। স্পেন এবং তুরস্ক এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার অনিশ্চিত আশঙ্কায় বাজারের বেচাকেনার পরিমাণে কিছু নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এ সপ্তাহের প্রথম দুইদিনে এলকালী এণ্ড কেমিক্যালস, ডানলপ রবার্স, ইণ্ডিয়ান কেবলস এবং ইণ্ডিয়ান রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স এর শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধ পরিস্থিতি মিত্রশক্তির পক্ষে অনুকূল হওয়ায় অদূরভবিষ্যতে শেয়ার বাজারে উন্নত অবস্থা লক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

স্থান পরিবর্ত্তন

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ১৯৪২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে
আমাদের অফিস কলিকাতার ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ারস্থ
আমাদের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হইবে।

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড

ষ্টক ও বাজার চলতি যাবতীয় শেয়ারের কাজে
ভারতের সর্ব্বপ্রধান যৌথ কারবার।

বর্ত্তমান ঠিকানা :—৫নং সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা। ফোন সাউথ ৪৩০ ও ৪৩১

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর মোটামুটি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪ টাকায় স্থির ছিল। ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের ঋণপত্র ১০৩৷৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের ঋণপত্র ১১০৲ টাকা, ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৪৲ টাকা, ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের কাগজ ১০২॥৵০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০৵০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এই বিভাগে শেয়ারের দর বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। কাণপুর টেক্সটাইল ১৫।৵০ আনা, ডানবার ২৮২॥০ আনা, এলগিন ৪২॥৵০ আনা, কেশোরাম ১৩৸০ আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৯।০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের চাহিদা দেখা গিয়াছিল। এমালগেমেটেড ৩০৲ টাকা, বোকারো এণ্ড রামগড় ১৮।৵০ আনা, বেঙ্গল ৩৯১৲ টাকা, বরাকর ১৪।০ আনা, নিউবীরভূম ১৬৸০ আনা, ইকুইটেবল ৩৩৸৵০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের বেচাকেনায় এবং দরে তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে সপ্তাহের প্রথম ভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩২৸০ আনা এবং ২২।৵০ আনা। সপ্তাহের শেষ দিকে ইহাদের দর পড়িয়া গিয়া যথাক্রমে ৩২৲ টাকা এবং ২২৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের বিশেষ চাহিদা ছিল। বানারহাট ৫৪৭৲ টাকা। দিনাকুসী ৩২৲ টাকা, হাসিমারা ৪৬।০ আনা। হণ্ডপাড়া ৪১৭॥০ আনা। কিলকট ৬০॥০ আনা এবং নিউ সামনবাগ ২৯॥৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩।৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২॥৵০ আনা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৬৵০ আনা, বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১২৲ টাকা, ডানলপ রাবার ৫০৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স ২৯॥০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৬৸০ আনা, ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল ১২।৵০ আনা, এলুমিনিয়াম করপোরেশন ১২৸০ আনা এবং নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ৬৫৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ১৩ই নভেম্বর—৯৯৵০। ৩৲ সুদের বোম্বাই ঋণ (১৯৫৫) ১২ই নবেঃ—৯৯৲। ৩৲ সুদের দেশরক্ষা বণ্ড (১৯৪৬) ১৭ই নবেঃ—১০২।৵০ ; ১৮ই—১০২॥৵০। ৩৲ সুদের দেশরক্ষা ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১২ই নবেঃ—১০০৵০ ; ১৩ই—১০০৵০ ; ১৭ই—১০০৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই নবেঃ—৮০॥৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১২ই নবেঃ—৯৯৸৵০ ; ১৩ই—৯৯৸৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১২ই নবেঃ—৯৫।৵০ ৯৫॥৵০ ; ১৩ই—৯৫।৵০ ৯৫॥৵০ ; ১৭ই—৯৫॥০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১২ই নবেঃ—৯৩৸৵০ ৯৪৲ ; ১৩ই—৯৪৲ ৯৪।৵০ ; ১৭ই—৯৪৲ ; ১৮ই—৯৪৲ ৯৪৵০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৭ই নবেঃ—১০৩।৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১২ই নবেঃ—১০৯৸৵০ ১১০৲ ; ১৩ই—১১০৲ ; ১৭ই—১১০৲ ; ১৮ই—১১০।০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১২ই নবেঃ—১০৮৸৵০ ১০৯৲ ; ১৩ই—১০৯৲ ; ১৭ই—১০৮৸৵০ ১০৯৲। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৮ই নবেঃ—১০৪।৵০।

বিষাক্ত তীর → →

গুজব সম্বন্ধে হুঁসিয়ার।

গুজব হ'ল শত্রুর বিষাক্ত-তীর যা' দিয়ে সে চায়
আপনার মনকে বিভ্রান্ত করতে,
আপনার বিচার বুদ্ধি দুর্বল করে দিতে,
আর আপনাকে দিয়ে অবিবেচনার
কাজ করাতে।

গুজব বিশ্বাস করিবেন না

জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গ'ড়ে তুলুন

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত
হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা) ও নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা ব্রাঞ্চ ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর খোলা হইবে

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১৭ই নবেঃ—২৯৸৹ ৩০৲ ; ১৮ই—২৯৷৹ ৩০৲ । বেঙ্গল ১২ই নবেঃ—৩৮৮৲ ৩৯১৲ ; ১৮ই—৩৯১৲ । বোকারো এণ্ড রামগড় ১৭ই নবেঃ—১৮৷৹ ; ১৮ই—১৮।৵৹ । বরাকর ১২ই নবেঃ—১৩৷৹ ; ১৩ই—১৩৸৹ ; ১৭ই—১৩৸৶৹ ১৪।৵৹ ; ১৮ই—১৪৵৹ ১৪।৹ । ধেমো মেইন ১৩ই নবেঃ—১২৸৹ ১২৸৵৹ ; ১৭ই—১৩৶৹ ১৩।৹ ; ১৮ই—১৩।৹ । ঘুষিক এণ্ড মুশ্লিয়া ১২ই নবেঃ—৫৷৵৹ ; ১৩ই—৫৷৹ ৫৸৹ ; ১৭ই—৫৷৵৹ ৫৷৶৹ । মুণ্ডুলপুর ১২ই নবেঃ—৯৸৵৹ ; ১৭ই—১০।৹ ; ১৮ই—১০।৵৹ । নিউ বীরভূম ১৩ই নবেঃ—১৬৷৹ ; ১৭ই—১৬৷৶৹ ১৬৸৹ । রাণীগঞ্জ ১৭ই নবেঃ—২৬৸৶৹ ; ১৮ই—২৭৲ । তালচেড় ১২ই নবেঃ—২৸৹ ; ১৩ই—২৷৶৹ ; ১৭ই—২৸৹ ২৸৵৹ ; ১৮ই—২৸৹ ।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ১২ই নবেঃ—৬৸৵৹ ; ১৩ই—৬৸৹ ৭৶৹ ; ১৭ই—৭৵৹ ৭।৶৹ ; ১৮ই—৭।৲৹ ৭৷৹ ; (প্রেফ) ১২ই নবেঃ—৯৸৹ ৯৸৵৹ ; ১৭ই—৯৸৵৹ ১০।৵৹ ; ১৮ই—১০৲ ১০।৹ । বেঙ্গল-নাগপুর ১৮ই নবেঃ—২৭৷৹ ২৮৲ । বাউরিয়া ১৭ই নবেঃ—৫১৪৲ ৫১৬৲ ; (এ প্রেফ) ১৩ই নবেঃ—১৭১৲ ১৭৭৲ ; (বি প্রেফ) ১৩ই নবেঃ—১১৫৲ ; ১৮ই—১১৪৲ ১১৫৲ । ক্রাণপুর টেক্সটাইল ১২ই নবেঃ—১৪৶৹ ১৫।৹ ; ১৩ই—১৪৸৶৹ ১৫৵৹ ; ১৭ই—১৫৵৹ ১৫৸৵৹ ; ১৮ই—১৫৵৹ ১৫৷৹ । ডানবার ১২ই নবেঃ—২৭৫৲ ২৭৮৲ ; ১৩ই—২৭৪৲ ২৭৭৷৹ ; ১৭ই—২৭৯৲ ২৮২৲ ; ১৮ই—২৭৭৲ ২৮২৲ । এলগিন মিলস ১৩ই নবেঃ—৪২৷৲৹ ; (প্রেফ) ১২ই নবেঃ—১৮৮৲ । কেশোরাম ১২ই নবেঃ—১৩৲ ১৩৵৹ ; ১৩ই—১৩৹ ১৩৵৹ ; ১৭ই—১৩।৲৹ ; ১৮ই—১৩।৲৹ ; (প্রেফ) ১৮ই নবেঃ—১৩৮৲ । মুইয়ের মিলস ১২ই নবেঃ—৩৫২৲ । নিউ ভিক্টোরিয়া ১২ই নবেঃ—৮।৵৹ ৮৸৹ ; ১৩ই—৮৷৶৹ ৯৲ ; ১৭ই—৯৶৹ ৯৷৲৹ ; ১৮ই—৯৵৹ ৯।৶৹ ; (প্রেফ) ১৭ই নবেঃ—১১৸৵৹ ।

পাটকল

আদমজী ১২ই নবেঃ—২৫৸৹ ; ১৭ই—২৬।৵৹ ; ১৮ই—২৬৷৹ ২৬৷৲৹ । আগরপাড়া ১২ই নবেঃ—২৩৲ ; ১৩ই—২২৸৵৹ ২৩।৹ ; ১৭ই—২৩।৹ ২৩৷৵৹ । এংলো-ইণ্ডিয়া ১২ই নবেঃ—৩৫৯৲ ; ১৩ই—৩৫৭৲ ৩৬২৲ ; ১৭ই—৩৬৪৲ ৩৬৮৲ ; ১৮ই—৩৬৫৲ ৩৬৮৲ । অকল্যাণ্ড ১২ই নবেঃ—১৭৫৲ ; ১৭ই—১৮২৲ ১৮৪৲ ; ১৮ই—১৮৪৲ ; (প্রেফ) ১৭ই নবেঃ—১৩৬৲ ; ১৮ই—১৩৭৲ । বালি ১৩ই নবেঃ—২৬৩৲ ২৬৫৲ ; ১৭ই—২৭৪৲ ২৮০৲ ; ১৮ই—২৬৬৲ ২৮০৲ । বরানগর ১৩ই নবেঃ—১০৫৷৹ ১০৭৲ ১৭ই—১১১৲ ১১২৲ ; ১৮ই—১১০৲ ১১১৲ । বিরলা ১৩ই নবেঃ—৩১৸৹ ; ১৭ই—৩৩৷৹ ; (প্রেফ) ১৭ই নবেঃ—১২৭৷৹ । সেভিয়ট ১২ই নবেঃ—১৮৮৲ ১৯০৲ ; ১৭ই—১৮৯৲ ১৯০৲ ; ১৮ই—১৯০৲ ; (প্রেফ) ১২ই নবেঃ—১৫১৲ । চিতভলসা ১২ই নবেঃ—১৮৷৹ ; ১৩ই—১৮৷৹ ১৮৷৵৹ ; ১৭ই—১৮৸৹ ; ১৮ই—১৮৷৵৹ ১৮৸৵৹ । ক্লাইভ ১২ই নবেঃ—২৫৷৹ ২৫৸৹ ; ১৭ই—২৫৷৵৹ ২৫৸৵৹ । ডালহৌসী ১২ই নবেঃ—২২৬৲ ২২৯৲ ; ১৭ই—২২৩৲ ; (প্রেফ) ১৩ই নবেঃ—১৫৯৷৹ । গ্যাঞ্জেস ১৭ই নবেঃ—৩৪৬৲ ৩৫০৲ ; ১৮ই—৩৫০৲ । গৌরীপুর ১৩ই নবেঃ—৭৩০৲ ; ১৭ই—৭৪৫৲ ; ১৮ই—৭৩৮৲ ৭৪৫৲ ; হাওড়া ১৩ই নবেঃ—৫৬।৵৹ ৫৬৷৹ ; ১৭ই—৫৭৸৹ ৫৮৲ ; ১৮ই—৫৭৷৹ ৫৭৸৵৹ । হুকুমচাঁদ ১২ই নবেঃ—১৬৸৵৹ ; ১৭ই—১৭।৹ ১৭৷৲৹ ; ১৮ই—১৭৶৹ ; (প্রেফ) ১৩ই নবেঃ—১৫২৲ ; ১৮ই—১৫১৷৹ । ইণ্ডিয়া ১২ই নবেঃ—৪৩৩৲ ৪৩৭৲ ; ১৩ই—৪৩৫৲ ৪৩৮৲ ; ১৭ই—৪৪৫৲ ; ১৮ই—৪৩৮৲ ৪৪৩৲ । কামারহাটী ১৭ই নবেঃ—৪৯৯৲ ৫০৩৲ ; ১৮ই—৫০৪৲ । নৈহাটী ১২ই নবেঃ—২২০৲ ; ১৩ই—২১৬৲ ২২৪৲ । নস্করপাড়া ১৭ই নবেঃ—১৯৶৹ ; ১৮ই—২০।৵৹ ২০৷৹ । ন্যাশনাল ১২ই নবেঃ—২৪৵৹ ২৪।৹ ; ১৩ই—২৪৷৹ ; ১৭ই—২৪৸৵৹ ২৫৶৹ ; ১৮ই—২৪৸৵৹ ২৫৵৹ । নিউ সেণ্ট্রাল ১২ই নবেঃ—৩০৬৲ ৩১৫৲ ; ১৩ই—৩১৮৲ ; ১৮ই—৩২৫৲ । নর্থীয়া ১২ই নবেঃ—৭২৷৹ ৭৩৲ ; ১৩ই—৭২৷৹ ৭৩।৹ ; ১৭ই—৭৪।৹ ৭৪৷৹ । ওরিয়েণ্ট ১২ই নবেঃ—১৮৬৲ ; ১৩ই—১৮৬৲ ১৮৮৲ ; ১৭ই—১৮৮৲ ১৮৯৲ । রামেশ্বর ১৩ই নবেঃ—১১৷৹ ১২।৵৹ ; ১৭ই—১২৶৹ । সুরা ১৩ই নবেঃ—১১।৵৹ ; ১৭ই—১২৵৹ ; ১৮ই—১২৷৵৹ । ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১২ই নবেঃ—২১৮৲ ; ১৭ই—২২৫৲ ২২৬৲ ; ১৮ই—২২৪৲ ২২৫৲ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ১২ই নবেঃ—১৬৲ ১৬৵৹ ; ১৩ই—১৬।৹ ১৬৸৵৹ ; ১৮ই—১৬৷৵৹ । বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৭ই নবেঃ—১২৶৹ ; ১৮ই—১২৷৹ । বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক কনষ্ট্রাকসন ১৩ই নবেঃ—১০৸৹ ; ১৮ই—১০৸৵৹ ১১৶৹ । বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৩ই নবেঃ—৩৬৩৲ ৩৬৫৲ ; ১৮ই—৩৬৬৲ ৩৭০৲ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২ই নবেঃ—৩২৵৹ ৩৫।৲৹ ৩২।৵৹ ৩২৷৹ ; ১৩ই—৩২৵৹ ৩২।৹ ৩২।৲৹ ৩২।৵৹ ৩২।৶৹ ৩২৷৵৹ ; ১৭ই—৩২।৵৹ ৩২৷৲৹ ৩২৷৶৹ ৩২৸৹ ৩২৸৵৹ ৩২৸৵৹ ৩২৸৶৹ ; ১৮ই—৩২।৶৹ ৩২৷৲৹ ৩২৷৵৹ ৩২৷৶৹ ৩২৸৹ । ইণ্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাষ্টিং (অর্ডি) ১৭ই নবেঃ—৮৲ ৮৵৹ ; (ডেফার্ড) ১২ই নবেঃ—২৸৹ ২৸৵৹ ; ১৩ই—২৷৶৹ ২৸৵৹ ; ১৭ই—২৸৶৹ ৩৲ ; ১৮ই—৩৲ ৩৵৹ । ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১২ই নবেঃ—২১৶৹ ২১৷৹ ২১৷৶৹ ২১৸৹ ; ১৩ই—২১৷৹ ২১৷৵৹ ২১৷৶৹ ২১৸৹ ২১৸৵৹ ২২৲৹ ; ১৭ই—২২৷৹ ২২৷৲৹ ২২৷৵৹ ২২৷৶৹ ২২৸৹ ২২৸৵৹ ২২৸৵৹ ; ১৮ই—২২।৲৹ ২২।৶৹ ২২৷৹ ২২৷৲৹ ২২৸৹ ; (প্রেফ) ১৮ই নবেঃ—১১৪৲ ১১৪৷৹ । ষ্টীল প্রডাক্টস ১২ই নবেঃ—৬৷৹ ৬৷৲৹ ; ১৩ই—৬৷৹ ৬৷৶৹ ; ১৭ই—৬৷৲৹ ৬৷৵৹ ; ১৮ই—৬।৶৹ ।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি
সকল অবস্থাতেই
আপনাদের
সেবা করিতে
প্রস্তুত।

হেড্ অফিস :—
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শাখা সমূহ :—
ঢাকা ও কালি ঙ।

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চিনির কল

বলরামপুর ১৮ই নবেঃ—১৩৷৵০। বেলসাণ্ড ১২ই নবেঃ—৭৲ ৭৷০; ১৮ই—৭৷৷০। বুলাণ্ড ১৮ই নবেঃ—৩৯৵০; ১৮ই—৩৬৲। কেরু এণ্ড কোং ১২ই নবেঃ—১৫৸৵০ ১৬৵০; ১৩ই—১৬৷০ ১৬৷৵০; ১৭ই—১৬৷৷০ ১৬৸০; ১৮ই—১৬৷০ ১৬৷৵০। কাণপুর ১৩ই নবেঃ—২৮৲; (প্রেফ)০১৮ই নবেঃ—১৮৬৷০। চম্পারণ ১৩ই নবেঃ—২৬৲ ২৬৷৷০; ১৭ই—২৬৷৵০ ২৬৸০; ১৮ই—২৬৷৷০। দারভাঙ্গা সুগার ৯৩ই নবেঃ—১৮৲। ডায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারীজ ১৩ই নবেঃ—১১৲; ১৭ই—১১৷০। গোয়ালিয়র সুগার ১২ই নবেঃ—১৭৬৲। মারী ক্রয়ারী ১৩ই নবেঃ—২০৸০। নিউ সাভান ১৭ই নবেঃ—১৪৵০, ১৪৷০। প্রতাবপুর ১৮ই নবেঃ—১৪৷৵০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১২ই নবেঃ—১১৵০ ১১৵০; ১৭ই—১১৵০ ১১৷৵০। রাজা ১২ই নবেঃ—৩৭৷৵০; ১৩ই—৩৭৷৷০। সাউথ বিহার ১৭ই নবেঃ—২০৲; ১৮ই—২০৵০। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ১৩ই নবেঃ—১৪৲; ১৮ই—১৪৵০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৭ই নবেঃ—১৬৬৲ ১৬৭৷৷০; ১৮ই—১৬৬৷৷০ ১৬৮৷৷০। মহীশূর পেপার ১৩ই নবেঃ—২১৲ ২১৷৷০; ১৮ই—২২৲। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১৩ই নবেঃ—২৪৷৷০ ২৪৷৷৵০; ১৭ই—২৪৷০; ১৮ই—২৪৷৷৵০ ২৪৸০। শ্রীগোপাল পেপার ১২ই নবেঃ—২০৲; ১৩ই—২০৲; ১৭ই—২০৷০; ১৮ই—২০৵০ ২০৵০; (প্রেফ) ১৩ই নবেঃ—১৩৯৲। ষ্টার পেপার ১২ই নবেঃ—১৮৸০; ১৭ই—১৮৸০; ১৮ই—১৮৸৵০ ১৯৵০। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ১২ই নবেঃ—২১৷৷৵০ ২১৷৷৵০; ১৩ই—২১৸০ ২১৸৵০; ১৭ই—২১৸৵০ ২২৵০; ১৮ই—২২৲ ২২৵০; (ফাষ্ট প্রেফ) ১৩ই নবেঃ—১৯৬৲।

ডিবেঞ্চার

৫৷৷০ সুদের (১৯৩৪-৪৪) সালের বেলসাণ্ড সুগার ১৮ই নবেঃ—১০০৷৷০। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৮ই নবেঃ—১০৪৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজার বিশেষভাবেই তেজী ছিল। বিশেষ করিয়া আলগা পাটের বাজারে ও পাকা বেল বিভাগে যথেষ্ট কর্ম্ম-তৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত তিন সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতার পাটের বাজারে যে চড়তির ভাব দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতার বাজারে মফঃস্বল হইতে পাটের সরবরাহের পরিমাণ যানবাহন সমস্যার দরুণ খুবই কমিয়া গিয়াছে। যাহা কিছু পাট আসিয়া পৌছিতেছে তাহাতে বড় জোর স্থানীয় প্রয়োজন মিটিতে পারে। রেলওয়ে কোম্পানী ও জাহাজ কোম্পানীর সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে। মনে হয়, শীঘ্রই পাট সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে।

আলগা পাটের বাজারে বিক্রেতামহল পূর্ব্বের ন্যায় সুবিধামত দর হাঁকিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতেছেন। ক্রেতা মহল অর্থাৎ পাটকলওয়ালরা ঐ দরেই পাট কিনিতে বাধ্য হইতেছেন। অবশ্য সর্ব্বোচ্চ দরে পাট বিক্রয়ের পরিমাণ তেমন আশানুরূপ হইতেছে না। সপ্তাহের প্রথম ভাগে সুপার জাত মিডল ও বটোম প্রতি মণ যথাক্রমে ১৩৷৷০আনা ও ১০৷৷০আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষ ভাগে উহাদের দর উঠিয়াছিল যথাক্রমে ১২৷৷০ আনা ও ৯৲ টাকা। পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়।

থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে আকস্মিক চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। বাজারে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, অচিরেই জাহাজ চলাচল সম্পর্কে সুব্যবস্থা হইবে এবং রপ্তানীর পথে এতদিন যে বাধা ছিল তাহা অপসারিত হইয়া যাইবে। গত কল্য ৯নং পোর্টার নগদ ১৬৷৷৵০ আনা, ডিসেম্বর ১৬৷৷৵০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৬৸০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৬৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ১১নং পোর্টার নগদ ২১৷৷০ আনা, ডিসেম্বর ২১৷৷০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ২১৷৷০ আনা ও এপ্রিল-জুন ২১৷০আনায় ক্রয়বিক্রয় হয়।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত
বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ
কারখানা—আচার্য্যরায় নগর (কাঁথি সমুদ্রতীর)
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন
বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।
কারখানার কার্য্যপ্রণালী—
কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অফিসার, নাডাজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্ত্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে
বর্দ্ধিত মূলধনে প্রস্পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।
হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অশ্বান
তেজস্কর ও বলবর্দ্ধক
দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন
অশ্বানের নিয়মিত সেবনে
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া
দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২০শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বস্ত্রের বাজারে কর্ম্মতৎপরতার ভাব দেখা যায় নাই এবং কাজকারবারের পরিমাণ অল্পই হইয়াছে। বস্ত্রাদির ক্রম-বর্দ্ধমান মূল্য প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সাধারণ মোটা কাপড়ের দর যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে না পারে সেই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত জানান নাই। সুতরাং লোকের মন হইতে এখনও সংশয় দূর হইতেছে না। পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলসমূহ হইতে বস্ত্রের সরবরাহ এখনও আশানুরূপ হইতেছে না। বাঙ্গলার মিলসমূহ সাধারণশ্রেণীর বস্ত্র বিক্রয়ে খুব ব্যস্ত রহিয়াছে। এবার শীতবস্ত্রাদির সরবরাহ কম চাহিদাও কম। শীতবস্ত্রাদির মূল্য এই কারণে হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ২০শে নভেম্বর

পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে সোণার দরের চড়তি দর অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে সোণার কাজকারবারে কতকটা মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৪৸৵০ আনা। বড়ালঙ্কার প্রতি ভরি ৬৪৸৵০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে স্থানীয় রূপার বাজারেও কতকটা মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৪৲ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৪৷৹ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩½ পেন্স।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদি সংক্রান্ত বাজার বিভাগ হইতে ১৬ই নবেম্বর তারিখের কলিকাতার কৃষিপণ্যাদির যে দরের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

গম (চান্দৌসী) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৷৷০ ; বিশেষ শ্রেণীর 'আগমার্ক' আটা প্রতি মণ—৮৸০ ; 'আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ—৮৷৷৵০ ; বাকতুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৸০ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৪৲ ; মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৩৷৷৵০ ; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা ; পাটনাই চাউল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৭৷০ ; মোটা চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৸০ ; সরিষার তেল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—২০৷৷০ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৮৬৲ টাকা হইতে ১০২৲ ; 'আগমার্ক' ঘি প্রতি মণ—৯৬৲ ; ১নং চিনি প্রতি মণ—১৩৷৷০ আনা হইতে ১৩৸০ ; ২নং চিনি প্রতি মণ—১৩৷০ ; গোটুম্ব প্রতি টাকায়—৪ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি—(ক) শ্রেণী—১৷৷৵০ ; (খ) শ্রেণী—১৸০ ; (গ) শ্রেণী—৸৵০ ; (ঘ) শ্রেণী—৸৵০ ; সাধারণ শ্রেণী—৸৵০ ; হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি—৸৵০ ; শিলংএর আলু প্রতি মণ—১৩৷৷০ আনা হইতে ১৪৲ টাকা ; মাদ্রাজী আলু প্রতি মণ—১৩৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা ; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—২৩৲ ; রোহিত মাছ প্রতি মণ—২৭৲ ; চিংড়ি মাছ প্রতি মণ—২০৲ ; সবরী কলা প্রতি ডজন—৷৵০ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—৷৬ পাই ; কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায়—৫টী ; মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়—৫টী ; দার্জ্জিলিং-এর কমলালেবু প্রতি টাকায়—৩০টি ; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়—৩০টি ; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি—১২৲ টাকা।

ইকনমিক্ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(স্থাপিত ১৯২৯)
হেড অফিস :—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন :—ক্যাল ৫৯৪৪
ব্রাঞ্চ :—বাঁকুড়া
ঘাটাল ব্রাঞ্চ
নভেম্বর মাসে খোলা হইবে।
মিঃ এম, দত্ত রায়, বি-এ, সেক্রেটারী।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

কেহ বা বেতার বক্তৃতায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় নীতির সমর্থনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। লর্ড হ্যালিফাক্স, লর্ড লিট্‌ল্‌টন প্রমুখ রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ আমেরিকায় থাকিতে অ-বৃটিশ মুখপাত্রেরও অভাব ঘটিতেছে না। মিথ্যা প্রচার যতই ধরা পড়িতেছে, ততই তাঁহারা তালমাত্রা বোধটাও হারাইয়া ফেলিতেছেন। মিঃ লুই ফিশার মিথ্যার মৌচাকে ঢিল ছুড়িয়াছেন!

* * * * *

সম্প্রতি মিঃ গ্রাহাম স্প্রাই অপপ্রচারের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধান্ধ ভাষায় জানাইয়াছেন, ক্রিপস্ মিশান ব্যর্থ হইবার আসল কারণ সম্পর্কে মিঃ লুই ফিশার যে সকল কথা বিবৃত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। মিঃ স্প্রাইএর সত্যবাদিতার একমাত্র নজির এই যে, তিনি স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে ক্রিপস্ মিশনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল ঘটনাবলীর সহিত নাকি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের তিনি নাকি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। এই কারণে ভিতরের সকল কথা জানা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে—মিঃ লুই ফিশারের পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভব নহে। এহেন মিঃ স্প্রাই হলপ করিয়া বলিতেছেন, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ক্যাবিনেট গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই। ঐরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ, মিঃ গ্রাহাম স্প্রাই-এর অভিমতে, সম্পূর্ণই মিঃ লুই ফিশারের নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত।

* * * * *

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং মিঃ লুই ফিশারও তাঁহার প্রবন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি কাহারও দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া কিংবা সদিচ্ছাপ্রণোদিত অনুমানের আশ্রয় লইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আত্মঘাতী নীতির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। এমন কি মিঃ ফিশার এই বলিয়া চ্যালেঞ্জও জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের হাতে ক্রিপস্ দৌত্যের ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ সম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্যাদি রহিয়াছে। মিঃ ফিশারও তাঁহার 'স্যাশন' পত্রিকার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, স্যার ক্রিপস্ দৌত্যের আভ্যন্তরীণ গুপ্ত আলোচনায় তিনি স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন। মিঃ গ্রাহাম স্প্রাইও অনুরূপ দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু মিঃ স্প্রাই মিঃ ফিশারের ন্যায় অপর পক্ষের অর্থাৎ কংগ্রেস নেতৃগণের বিশ্বাসভাজন ছিলেন না বা সেদিকের সমস্যার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগও লাভ করেন নাই। মিঃ ফিশার উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তা ও আলাপ আলোচনায় সমভাবে লিপ্ত ও জড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহার অভিমতই নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর কাছে গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। মিঃ গ্রাহাম স্প্রাইএর একতরফা অভিজ্ঞতা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেরই পক্ষ-সমর্থন। তাঁহার সত্যভাষণ মিথ্যাচারেরই ছদ্মবেশ!

* * * * *

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলার মন্ত্রিসভার সদস্য পদে ইস্তাফা দিয়াছেন। গত ২১ নবেম্বর গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, গবর্ণর ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সংবাদ যেমনি অপ্রত্যাশিত, তেমনি শঙ্কাজনক। অবশ্য আমরা এখনও বাঙ্গলার মাননীয় অর্থ-সচিবের পদত্যাগের কারণ অবগত নহি—খবরের কাগজের সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকৃত কারণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। কারণ রাজনৈতিকই হউক কিংবা কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কিতই হউক, দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় জটিল অবস্থা আরও জটিল হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ আলাবক্সের অপসারণ ও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক বড়কর্ত্তা ও তাঁহাদের সিভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গদের খামখেয়ালের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ভারতের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধিহীনতা ও অদূরদর্শিতাই প্রমাণিত হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের প্রকৃত কারণ অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত আপাততঃ এই বিষয়ে আমরা আর অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

ফোন— বড়বাজার, ৬৩৮২ কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—
ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—
ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ৩০শে নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ২৯শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫০৭-৫০৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫১৪-৫২১
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৫১০	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫২২-৫২৩
খাদ্য সমস্যা ও তাহার সমাধান	৫১১	বাজারের হালচাল	৫২৪-৫৩০
চলচ্চিত্র শিল্পে ভারতের স্থান	৫১২-৫১৩		

সাময়িক প্রসঙ্গ

১৯৪৩ সালে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

পাটের দর পড়িয়া গিয়া বাঙ্গলার কৃষকদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। কৃষকেরা তাহাদের হাতের পাট বিক্রয় করিয়া মণকরা ৩৪ টাকার বেশী পাইতেছে না। কিন্তু অনেক স্থলেই তাহাদিগকে ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া খাইতে হইতেছে। আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য যেখানে এত কম সেখানে দরিদ্র লোকদের জীবনধারণের সমস্যা যে ক্রমেই খুব জটিল হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? অথচ দেশে এইরূপ একটি শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার মূলে গবর্ণমেণ্টের নানারূপ ত্রুটি বিচ্যুতিই নিহিত রহিয়াছে। যুদ্ধের জটিলতার ভিতর এদেশ হইতে পাট ও চট বিশেষ কিছু বাহিরে রপ্তানী করা যাইবে না জানিয়াও তাঁহারা ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে সৈন্য আমদানীর ফলে এদেশে চাউল ও গম প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহির হইতে ঐ সমস্ত খাদ্য সামগ্রী এখন আর মোটেই কিছু আমদানী হইতেছে না। এই অবস্থায় একদিকে সৈন্যদের প্রয়োজনে ও অপরদিকে বাঙ্গলার লোকদের জীবনধারণের জন্য এ প্রদেশে ধানের চাষ বৃদ্ধি করার চেষ্টা খুবই সঙ্গত ছিল। কম জমিতে পাট চাষ করা হইলে সেবিষয়ে স্বাভাবিকভাবে একটা সুবিধাও হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। ভারত সরকারের ধামাধরা সাজিয়া তাঁহাদেরই নির্দ্দেশক্রমে বাঙ্গলার মন্ত্রীরা এবার এ প্রদেশে বেশী পাট বুনিবার নির্দ্দেশ দিয়া বসিলেন। এই ভুলের জন্য প্রথমতঃ পাটের দর পড়িয়া গিয়া ও দ্বিতীয়তঃ চাউলের অনাটন হেতু উহার দাম চড়িয়া উঠিয়া লোকের দুর্দ্দশা আজ চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। অনেকে আশা করিয়াছিলেন, পাটের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী কার্য্যনীতির এই শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করিয়া এখন অন্ততঃ গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সেরূপ আভাষ এখনও আমরা কার্য্যতঃ কিছুই লক্ষ্য করিতেছি না। পাট বুনিবার নূতন মরশুম নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। ১৯৪৩ সালে যাহাতে ১৯৪২ সালের সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য আগামী বৎসরের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাঙ্গলা সরকারের কর্ত্তব্য। বাঙ্গলা সরকার যদি অচিরে ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা ১৯৪৩ সালে ১৯৪২ সালের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে (১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশ) পাট চাষ হইতে দিবেন না, তাহা হইলে দেশে পাটের মূল্য অচিরেই কিছু বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া এই ঘোষণা যথারীতি কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে আগামীবারে পাটের জমি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সঙ্গে ধানের জমিও স্বভাবতঃই কিছু বৃদ্ধি পাইবে। ফলে দেশে চাউলের যোগান বাড়িয়া উহার মূল্যও অবশ্যই কতকটা নামিয়া আসিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলা সরকার সেরূপ কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে এখনও কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। এদিকে, শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের মুখপত্র 'ক্যাপিটেল' রব তুলিয়াছেন, আগামী ১৯৪৩ সালে দেশে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। বিশেষ করিয়া এবারের তুলনায় আগামীবারে কম পাট বপন করিবার প্রস্তাব ত উঠাই উচিৎ নহে। এই পত্রের মতে আগামীবারে দুনিয়ার হাট-বাজারে পাট ও চটের

চাহিদা অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইবে। যুদ্ধের শেষে দুনিয়ার পুনর্গঠন কার্য্যে পাট ও চটের যে অফুরন্ত প্রয়োজন দেখা দিবে, তাহাতে ত সন্দেহই নাই। কাজেই একদিকে দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ও অপর দিকে বাঙ্গলার কৃষকদের কল্যাণের জন্য আগামীবারে দেশে বেশী জমিতে পাটের চাষ হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। 'ক্যাপিটেল' পত্রের এই যুক্তি আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। যুদ্ধ থামিলে দুনিয়ার পুনর্গঠন কার্য্যে পাট ও পাটের থলিয়ার যে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ থামিবার এমনকি সম্ভাবনা আছে যাহার জন্য এদেশের দরিদ্র লোকেরা বেশী পরিমাণ পাট উৎপন্ন করিয়া ন্যায্য মূল্যের আশায় দিন গণিতে থাকিবে? এহেন অনিশ্চিত আশায় বেশী পাট করিয়া রাখিলে পাট ব্যবসায়ী ও চটকলওয়ালাদের হাত দিয়া তাহা হয়ত কোনদিন দুনিয়ার কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে। কিন্তু উহা এদেশে কৃষকদের মঙ্গল সাধন না করিয়া নূতন করিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশারই কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই আমাদের মতে 'ক্যাপিটেলে'র তথাকথিত যুক্তিবাদে বিভ্রান্ত না হইয়া ১৯৪৩ সালে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে অবিলম্বে একটা ঘোষণা বাণী প্রকাশ করা সঙ্গত। চটকলওয়ালাদের প্রভাবে পড়িয়া তাঁহারা যদি এবারও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শৈথিল্য করেন, তবে উহা তাঁহাদের পক্ষে চরম দায়িত্বহীনতারই পরিচায়ক হইবে।

দারিদ্র্য মোচন ও শিল্পোন্নতি

ভারতবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিয়া তৎ-প্রতিকারের জন্য স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া কিছুকাল যাবৎ এদেশে শিল্পোন্নতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটি তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রচার করিয়া এ বিষয়ে তিনি দেশবাসীর আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তিকাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেস্থলে লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৫৩১ টাকা ও ১ হাজার ৪৯ টাকা, সেস্থলে ভারতবর্ষে লোকের মাথাপিছু আয় মাত্র ৬০ টাকা। এ দেশের এহেন দারিদ্র্যের মূল কারণ এই যে ভারতবর্ষের লোকেরা প্রয়োজনীয় শিল্প-ব্যবসা গড়িয়া তোলার দিকে যত্নপর না হইয়া কৃষির উপরই বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল থাকিয়া যাইতেছে। কৃষির তুলনায় শিল্প ব্যবসায় অধিকতর লাভজনক জানিয়া ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইয়া শিল্প ব্যবসায়ের দিকে ক্রমেই বেশী মনোযোগ নিয়োগ করিতেছে। ইংলণ্ডের লোকদের ভিতর শতকরা ৮ ভাগ ও যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের ভিতর শতকরা ২০ ভাগ মাত্র বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্যে রত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্প ব্যবসায়ের লাভের দিকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গতানুগতিক ভাবে কেবল কৃষির উপরই জোর দিতেছে। এদেশে এখনও শতকরা ৬৭ ভাগ লোক সাক্ষাৎভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা শিল্পের পিছনে এখন পর্য্যন্ত ২৩ হাজার কোটি টাকা নিয়োগ করিয়াছে। ইংলণ্ডের লোকেরা নিয়োগ করিয়াছে ৭ হাজার ৬৭ কোটি টাকা। ফলে ঐ দুই দেশে শিল্প বাবদ জনপ্রতি অর্থ নিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৭৬৫ টাকা ও ১ হাজার ৪৮৫ টাকা। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্পের পিছনে মোট ৭৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু মাত্র ১৯ টাকা নিয়োগ করিয়াছে। এই অবস্থায় শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় এদেশের লোকদের আয় নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে। দারিদ্র্যজনিত দুঃখগ্লানিও অপরিসীম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া শিল্প প্রসারের দিকে এদেশের গবর্ণমেণ্ট ও এদেশের জনসাধারণকে অবিলম্বে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এদেশে উপযুক্ত ধরণের বৃহৎ ও মৌলিক শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য তিনি সরকারী ও বেসরকারী সদস্য নিয়া একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনেরও পরামর্শ দিয়াছেন। স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া পূর্ব্বে অনেকবার এই প্রকার আবেদন জানাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়া দেশের গবর্ণমেণ্ট ও দেশের জনসাধারণ এখন হইতে ঐ বিষয়ে যথাসম্ভব মনোযোগী হইবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

কাগজের সমস্যা ও সরকারী কর্ত্তব্য

দেশীয় কাগজের কলসমূহের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া ভারত সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন, এই মর্ম্মে ইউনাইটেড প্রেস মারফৎ এক সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে দারুণ সমস্যা দেখা দিয়াছে সেই সম্পর্কে গত সংখ্যায় আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। সমস্যার গুরুত্বের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অগৌণে সরকারী সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত অভিপ্রায় ঘোষণা করার জরুরী প্রয়োজনের কথা জানাইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে এখনও নীরব হইয়া রহিয়াছেন। এদিকে কাগজের বাজারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাগজের মূল্য দিনের পর দিন দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সাময়িক পত্রিকা, পুস্তক প্রকাশক, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাপাখানা প্রভৃতি কাগজের উপর একান্ত নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কাগজ না থাকিলে বর্ত্তমান কালের সভ্য সমাজ রাতারাতি এক অচল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়। কাগজের সমস্যা শুধু গুরুতরই নহে, উহা বস্তুতই এক মারাত্মক সমস্যা। অথচ আমাদের গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্কিত অভিযোগ ও ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও কি উদ্দেশ্যে উৎপন্ন কাগজের ৯০ ভাগ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইল তাহা খোলসা করিয়া বলিতেছেন না।

একেই ত যুদ্ধের পূর্ব্বে কাগজের যে দর ছিল তাহা তিনগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের মোট প্রয়োজন দেশীয় কাগজের কলগুলির দ্বারা পূর্ব্বেও মিটান সম্ভব ছিল না। সংবাদপত্র মুদ্রণের মেকানিক্যাল কাগজ ছাড়াও বিদেশ হইতে নানা শ্রেণীর প্রচুর কাগজ ভারতে আসিত। যুদ্ধ বাধিবার পর নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও জার্ম্মানী হইতে সস্তা কাগজ আমদানীর পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় কাগজের দর স্বাভাবিক নিয়মে বাড়িয়া যায়। ফলে অনেক সাময়িকপত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নূতন গ্রন্থাদি প্রকাশও বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচার পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন, মূল্য তালিকা, দেওয়ালপঞ্জী প্রভৃতি মুদ্রণের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশের জনসাধারণের প্রয়োজন ছাড়াও গবর্ণমেণ্ট ও সামরিক বিভাগের প্রয়োজনও এতদিন ভারতের কাগজের কলসমূহ একাই মিটাইয়া আসিতেছে। ফলে কাগজ শুধু দুর্ম্মূল্যই নহে, উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অসহ অবস্থায় বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৯০ ভাগ কাগজ নিয়ন্ত্রণের সংবাদে জটিল সমস্যা আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া অহেতুক নয়।

আমরা গত সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, কাগজের কারসাজি ও বিশৃঙ্খলতার কথা বিবেচনা করিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে কাগজের উপযুক্তরূপ বিলিব্যবস্থা করার জন্যই যদি গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা ভরসার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা এখনও জানাইতেছেন না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের নীরবতা ও ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী গুপ্তস্থানে কাগজ মজুত করিয়া রাখিতেছে এবং আইনের চক্ষে ধুলা দিয়া দালাল মারফৎ অসম্ভব চড়া দামে বাজারে কাগজ ছাড়িতেছে। গবর্ণমেণ্টকে অনতিবিলম্বে এই অসংনীয় অবস্থার প্রতিকার করিতে হইবে। নহিলে অসাধু বিক্রেতা মহলের লোভ ও দুর্নীতির প্রকোপে ক্রেতাসাধারণের দুরবস্থা চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে।

শিল্পের মুনাফা বনাম শ্রমিকের কল্যাণ

ইংলণ্ডের শিল্পপতিদিগকে উহাদের মুনাফাবৃত্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব স্যার জর্জ্জ সুষ্টার সম্প্রতি লণ্ডনে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কো-পার্টনারশিপ এসোসিয়েশনের সভায় এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রসার ও সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির মহান লক্ষ্য নিয়া ইংলণ্ড বর্ত্তমানে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও দেশের শিল্প-পতিরা যদি তাহাদের মুনাফার লোভ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কলকারখানা পরিচালনা করিতে থাকে, তবে যুদ্ধের সে লক্ষ্য মোটেই সফল হইবে না। শিল্পকারখানার শ্রমিকেরা শিল্প কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে তাহাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিতে চায়। চাকুরীর স্থায়িত্ব ও জীবনযাত্রার আদর্শ বজায় রাখা সম্বন্ধে তাহারা চাহে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা। দেশের প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি কেবল মালিকের লাভের দিকে নজর রাখিয়া পরিচালিত হইতে থাকে, তবে শ্রমিক সমাজের এই দাবী দাওয়া পূরণ হইবে না। কাজেই তখন হয়ত গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে একটা সুকঠোর নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রমিকদের দাবী দাওয়া গবর্ণমেণ্ট অনেক কাল উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহা আর উপেক্ষা করা চলিবে না।

স্যার জর্জ্জ সুষ্টারের এই প্রকার উক্তিতে ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা তাঁহাদের মুনাফা-লোলুপতা পরিহার সম্পর্কে কতটুকু সজাগ হইবেন তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিকসমাজের মুখপত্র 'ক্যাপিটেল' এই উক্তিতে বড় ফাঁপরে পড়িয়াছেন। ইংরাজ বণিকেরা এদেশে বহুবিধ শিল্প কারখানা স্থাপন করিয়া ও ম্যানেজিং এজেন্সীর মারফতে সুকৌশলে নানারূপ আঁটসাট বাধিয়া দীর্ঘদিনের চেষ্টায় যে বিরাট লাভের ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তবে কি তাহার মিয়াদ আর বেশী দিন চলিবে না? কাজেই আতঙ্কে ও ভয়ে 'ক্যাপিটেল' পত্র উহার গত ২৬শে নভেম্বরের সংখ্যায় শিল্প ব্যবসায়ে মুনাফাবৃত্তির সার্থকতা বুঝাইয়া এক গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সনাতন যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া উহারা যেকথাটা বলিতে চাহিতেছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, মুনাফার অব্যাহত সুযোগ ছাড়া শিল্পব্যবসারের উন্নতি অসম্ভব। সুতরাং শিল্পপতিদের লাভের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের কোন কথাই উঠিতে পারে না। মানুষের সমাজে দারিদ্র্য, দুঃখদুর্দ্দশা ও অবিচার অত্যাচারের যে চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায় শিল্পপতি ও ধনীদের মুনাফাবৃত্তির ফলে তার সৃষ্টি হয় নাই, মানুষের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার জন্যই সমাজে তাহা প্রসার লাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। 'ক্যাপিটেল' পত্রের এই গবেষণা-পূর্ণ মন্তব্য আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে বাস করিয়াও একশ্রেণীর সুবিধা-ভোগীর দল নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য কিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোভাব আঁকড়াইয়া রহিয়াছে ইহা তাহারই পরিচায়ক। ব্যক্তিগত মুনাফার সুবিধা থাকিলে অনেকক্ষেত্রে, শিল্পের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সমাজের কল্যাণে মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলেই যে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি শোচনীয়ভাবে ব্যাহত হইবে সেরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। তাহাছাড়া মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য মানুষের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতাই মূল কারণ বলিয়া 'ক্যাপিটেল' যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাও আমাদের নিকট অসার ও অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। স্বার্থভোগী সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তির জন্য সমাজে বহু সক্ষম ও উপযুক্ত ব্যক্তি মনুষ্যোচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সুযোগ পাইতেছে না। শিল্পপতিদের অতিরিক্ত লভ্যাংশ যোগাইতে গিয়া অনেকস্থলে কলকারখানার শ্রমিকদিগকে নিতান্ত দুঃখদুর্দ্দশার ভিতর দিনাতিপাত করিতে হইতেছে। অথচ ধনিক ও পুঁজিপতিরা মানব-সমাজের কল্যাণে তাঁহাদের মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করিলে লোকের এই শ্রেণীর দুঃখদুর্দ্দশা অনেক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে। 'ক্যাপিটেল' পত্র সেদিক দিয়া বর্ত্তমান যুগের সমস্যাকে বিবেচনা না করিয়া মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ বণিকের অপরিমিত লাভের কথাটাই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। স্পষ্টতঃই বুঝিতেছি সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বৃটিশ রাজপুরুষ ও বৃটিশ রাজনীতিকদের মনে যদি বা কলকারখানার দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য সহানুভূতির উদ্রেক হইতে পারে, বিদেশীর রক্ত শোষণ করিয়া যে বণিক সমাজ নিজেদের অপরিমিত মুনাফার স্বপ্ন দেখিতে অভ্যস্ত, উহাদের নিকট সেইটুকু উদারতাও আশা করা বৃথা।

ভারতে ধানের চাষ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে ভাদই ও হৈমন্তিক (আউস ও আমন) ধানের চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিস্তারিত প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে এই অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য ফসল সম্পর্কে এবার দেশে একটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গত ১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতে ৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ধানের চাষ হইয়াছিল। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে সেইস্থলে ৬ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় এবার ধানের চাষ ১২ লক্ষ ৯১ হাজার একর অনুপাতে বাড়িয়াছে। বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উহা যেরূপ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেশে ধানের চাষ এইরূপভাবে বৃদ্ধি পাওয়া আমরা কতকটা ভরসার কথা বলিয়াই মনে করি।

তবে দুঃখের বিষয় সমগ্র ভারতে এবার ধানের চাষ বৃদ্ধি পাইলেও বাঙ্গলায় এবার তাহা বাড়ে নাই। বরং গতবারের তুলনায় এ প্রদেশে ধানের চাষ এবার যথেষ্ট কম হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৫ টি প্রদেশে ধানের জমি এবার হ্রাস পাইয়াছে, আর তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলা অনায়াসেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে সিন্ধুতে ২ লক্ষ ২৮ হাজার একর পরিমাণে, মধ্যপ্রদেশে ১ লক্ষ ১৭ হাজার একর পরিমাণে, উড়িষ্যায় ২৯ হাজার একর পরিমাণে ও পাঞ্জাবে ২ হাজার একর পরিমাণে ধানের জমি হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার ধানের জমি হ্রাস পাইয়াছে ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার একর। ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় ২ কোটি ৩১ লক্ষ একর জমিতে আউস ও আমন ধানের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে সেইস্থলে মাত্র ২ কোটি ২৩ লক্ষ একর জমিতে ঐসব ধানের চাষ হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে কেন্দ্রিয় সরকারের নির্দ্দেশে এদেশে যখন খাদ্য ফসল বাড়াইবার আন্দোলন সুরু হয় তখন বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রীরা সেবিষয়ে খুব আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। বক্তৃতা, বিবৃতি ও ইস্তাহার মারফতে এ বিষয়ে অনেক কিছু করিবার শুভ সঙ্কল্পও তাঁহারা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কৃষি বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা বলিয়াছিলেন যে প্রচুর পরিমাণ ধানের বীজ ছড়াইয়া এবার বাঙ্গলা দেশে তাহারা এতবেশী চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে বাঙ্গলা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ধান চাষের যে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উঁহাদের সে বড়াই ও আশা ভরসার কথা অলিনেসকারের স্বপ্নের মতই আজ অসার ও অর্থহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণ ধান উৎপন্ন হওয়ায় গত বৎসর বাঙ্গলায় চাউলের ভীষণ অভাব দেখা গিয়াছিল। উহা দেখিয়া এবার গতবারের তুলনায় ধানের চাষ বৃদ্ধি করা দূরের কথা বাঙ্গলার কৃষক আসলে সে তুলনায় অনেক কম জমিতে ধান বপন করিয়াছে। এই অবস্থায় এ প্রদেশে যে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা দিন দিনই বাড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বহু ঢাক-ঢোল পিটাইয়া যেসব করিৎকর্ম্মা সরকারী অফিসার এ প্রদেশে খাদ্য ফসল বাড়াইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অবস্থা দেখিয়া এক্ষণে তাহাদের কি বলিবার আছে তাহা জানিবার জন্য আমাদের স্বতঃই কৌতূহল হইতেছে।

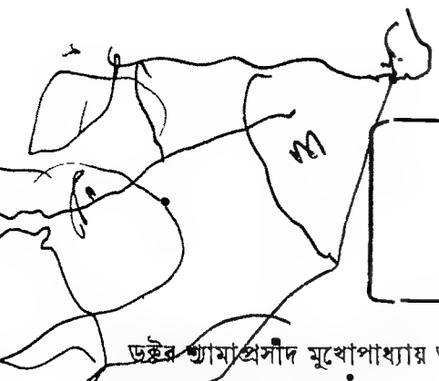

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কার্য্যকারণ সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে বহু অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে, অনেক গুপ্ত কথার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। এই বিবৃতি পাঠ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষুণ্ণ হইবেন, বলাই বাহুল্য।

ডক্টর মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা হইতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন নাই—পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যেক্ষেত্রে গবর্ণর ও তাঁহার সিভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গ মন্ত্রিসভার স্থির সিদ্ধান্ত ও সঙ্গত সংকল্পে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করেন, সেক্ষেত্রে অসন্তোষ ও অবমাননা কেবল ব্যক্তিগত মান-মর্য্যাদার প্রশ্ন নহে, উহা সমগ্র দেশের ইষ্টানিষ্টের সমস্যা! ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ জাতীয় আত্মমর্য্যাদা-বোধেরই সুস্পষ্ট পরিপ্রকাশ।

* *

সদ্যপ্রাক্তন অর্থসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরই কথায় "তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নামে যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে তাহা একটা বিরাট পরিহাস মাত্র"। প্রাদেশিক মন্ত্রী হিসাবে ঐ collosal mockery বা "বিরাট পরিহাসের" প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন, মন্ত্রীদের হাতে গুরু-দায়িত্ব নামেই আছে, বাস্তবে নয়। বিশেষ করিয়া জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়ে মন্ত্রিগণ যেন একদল নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। আমরা পুনরায় প্রাক্তন অর্থসচিবের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি :—"গত এক বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা দেশে একপ্রকার দ্বৈত শাসনের রাজত্ব চলিয়াছে। গবর্ণর বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া মন্ত্রীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। দায়িত্ব-শীল মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া যেভাবে জনসাধারণের স্বার্থ ও অধিকারকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী কিংবা ভারত সচিব যদি তদন্তের নির্দ্দেশ দিতে সাহসী হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র কতখানি চালু হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত অসারতার কথা প্রকট হইয়া পড়িবে।"

* * *

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিব মাঝেমাঝে গর্ব্বের সহিত জগদ্বাসীকে তারস্বরে শুনাইয়া থাকেন যে, ভারতে আইন পরিষদের দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এই তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ আমরা ভাল করিয়াই জানি। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুরাতন নিষ্ঠুর সত্যটাই আরও ভাল করিয়া জানাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত অভিমান বা জাতিগত ভাব-প্রবণতার বশে হঠাৎ কিছু করিবার মত ব্যক্তি তিনি নহেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় ধীর, স্থির ও তীক্ষ্ণধী। এই কারণে মন্ত্রী হিসাবে ও একজন ভারতীয় হিসাবে নানা বাধা ও নানা অমর্য্যাদা সহ্য করিয়াও বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক বিপর্য্যয় ও জাতীয় জটিল পরিস্থিতির বিবেচনায় তিনি এতদিন মন্ত্রিত্বের পদে ইস্তাফা দেন নাই। বর্ত্তমান অসহ ব্যবস্থার মধ্যেও জাতির এতটুকু স্বার্থসিদ্ধ হইবার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লওয়া যায় কিনা ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ভারত সরকারের অনুসৃত চণ্ডনীতির মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত এই কারণেই তিনি মন্ত্রিসভার দায়িত্ব হইতে বাহিরে আসেন নাই। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি এতটুকু সাড়া পান নাই। ভারতের অন্ধ আমলাতন্ত্র মূক হইয়া রহিয়াছেন। "মীমাংসার পথে ভারতীয়দের পারস্পরিক অনৈক্য প্রধান বাধা নহে, ভারতীয়দের হাতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রদানের অনিচ্ছাই আসল বাধা।"

* * *

ডক্টর মুখোপাধ্যায় ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য আপোষমীমাংসার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। প্রকৃত প্রতি-বন্ধ কি এবং কোথায় তাহা নিঃসংশয়ে বুঝাইয়াছেন বলিয়াই আজ তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিতেছেন, "আমাদের শাসকশ্রেণী আজও নিশ্চিন্ত মনে সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন ধারণাগুলি আঁকড়াইয়া আছেন এবং বিশ্বাস করেন যে, ভারতের জনমত অগ্রাহ্য করিয়াই ভারতবর্ষকে চিরকাল শাসন করা হইবে। .....যে গবর্ণমেণ্ট নিজেকে সুসভ্য ও উন্নতিশীল বলিয়া মনে করেন এবং পৃথিবী হইতে ফ্যাসিজম বা একনায়কত্ববাদের অকল্যাণ উচ্ছেদ করিবার জন্যই যে গবর্ণমেণ্ট মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, বাহিরের বিক্ষোভ দমন কারাই সেই গবর্ণমেণ্টের একমাত্র কর্ত্তব্য হইতে পারে না।" কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এখনও বাহিরের বিক্ষোভ দমন করিয়াই মূল সমস্যা সমাধানের শোচনীয় মূঢ়তা ভারত সরকারের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া আছে।

* * *

এই সব সর্ব্বভারতীয় শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন ছাড়াও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগের মূলে দুইটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক সমস্যা নিহিত রহিয়াছে। হিন্দু জনসাধারণের উপর নির্ব্বিচার পাইকারী জরিমানা ধার্য্য ও ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত মেদিনীপুরের অবস্থা সম্পর্কে অনুসৃত সরকারী কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে কোন সুবিচারের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়াই ডক্টর মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিসভার বাহিরে আসিতে বাধ্য হইলেন। অপরাধী ও নিরপরাধ নির্ব্বিশেষে হিন্দুদের উপর সাধারণভাবে জরিমানা ধার্য্য করার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ জানান সত্ত্বেও বাঙ্গলার গবর্ণর এখনও নীরব ও নির্ব্বিকার। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় অভিযোগ, মেদিনীপুরের ঝড় ও বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ অবিলম্বে সাহায্যদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী নাকি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অভিযোগ গুরুতর। মেদিনীপুরের অবস্থা আজ এতই শোচনীয় এবং তত্রস্থ ধ্বংসলীলা এতই ব্যাপক যে, উহা এখন বাঙ্গলার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান প্রাদেশিক সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুর সম্পর্কে তদন্ত বা সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে মন্ত্রীদের যদি অবাধ অধিকার ও স্বাধীন হস্তক্ষেপের ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে এই স্বায়ত্তশাসনের "চূড়ান্ত পরিহাসের' মধ্যে মন্ত্রিত্বের পদ আঁকড়াইয়া থাকিয়া লাভ কি?

খাদ্য সমস্যা ও তাহার সমাধান

ভারতবর্ষে খাদ্যাভাবের সমস্যা দিন দিনই খুব জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। চাউল, গম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা শোচনীয়ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে রীতিমত দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা যাইতেছে। ফলে বিপাকে পড়িয়া দেশের লোক আজ খাদ্য সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে খুবই চিন্তা ভাবনা করিতেছে। জনসাধারণের পীড়াপীড়িতে দেশের গবর্ণমেণ্টও আজ খাদ্য শস্য বৃদ্ধি সম্পর্কে আগ্রহ দেখাইতেছেন। কিন্তু এদেশের খাদ্য সমস্যা ও তাহার প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে কি জনসাধারণ, কি কর্ত্তৃপক্ষ সকলের ধারণা এমনই অস্পষ্ট যে আসল সমস্যার কোন কূল কিনারা হইতেছে না। এই সময়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি একটি সময়োচিত পুস্তিকা (The Food Supply—By Radhakamal Mukherjee. Published by Oxford University Press) প্রকাশ করিয়া দেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা খুব সুখী হইলাম। কিসব মূলগত কারণে ভারতের মত কৃষি প্রধান দেশে আজ এমন জটিল খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, এই সমস্যা সমাধানের স্থায়ী ব্যবস্থা কি হইতে পারে এবং দেশের গবর্ণমেণ্টেরই বা এ সম্পর্কে কি করণীয় রহিয়াছে—বর্ত্তমান পুস্তিকাটিতে সেই সমস্ত বিষয় পাণ্ডিত্য সহকারে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে কতকগুলি সময়োচিত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জ্জির মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সেই সব মন্তব্য ও নির্দ্দেশ আমরা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি, আর সেজন্য সংক্ষেপে তাহা 'আর্থিক জগতের' পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই।

ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তিকাটিতে দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য ভারতে খাদ্যাভাবের সমস্যা বেশী জটিল হইয়া উঠাতেই বর্ত্তমানে এসম্পর্কে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু আসলে এই সমস্যা কিছুমাত্র আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নহে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এদেশে এই সমস্যার সূচনা লক্ষ্য করা যাইতেছিল। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু এদেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন সে অনুপাতে বাড়িতেছে না। এই মূলগত অসামঞ্জস্য হেতু দেশে ক্রমেই খাদ্যের অকুলান ঘটিতেছে। গত ১৯৩০-৩১ সাল হইতে এই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাব নিয়া দেখা যায়, ঐ বৎসর এদেশে উৎপন্ন খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ এদেশের লোকদের সত্যিকার প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ কম হইয়াছিল। এতদিন বাহির হইতে চাউল ও গম আমদানীর সুবিধা থাকায় এই ধরণের ঘাটতি অনেকের কাছেই তেমন জটিল মনে হয় নাই। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে খাদ্য সামগ্রীর আমদানী বন্ধ হওয়ায় এবং অপরদিকে দেশে কোন কোন খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন বেশী পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এই সমস্যা বর্ত্তমানে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯২৮-২৯ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর ভারতে ৩ কোটি ৭ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে চাউলের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টন দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য বৎসর গড়ে বাহির হইতে ২৪ লক্ষ টন চাউল আমদানী হইত। এক্ষণে তাহাও বন্ধ হইয়াছে। ফলে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ভারতে চাউলের ঘাটতি বাড়িয়া এবার তাহা ৭৫ লক্ষ টনে পরিণত হইয়াছে। আলাদাভাবে গমের উৎপাদন ও চাহিদার কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এবার দেশে এই জিনিষটিরও ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে। এহেন ঘাটতির ভিতর চাউল ও গম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া যে দেশে জনসাধারণের চরম দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

এই ভাবে খাদ্য সমস্যার মূল কারণ ও স্বরূপ বিবৃত করিয়া ডাঃ মুখার্জ্জি অতঃপর তাহার প্রতিকারোপায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যুদ্ধকালীন অবস্থায় খাদ্যাভাবের জটিল সমস্যা লক্ষ্য করিয়া দেশের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বর্ত্তমানে এদেশে খাদ্য ফসল বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। এই আন্দোলন সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশের খাদ্যসমস্যার স্থায়ী প্রতিকার করিতে হইলে মূলগত গলদ ও অব্যবস্থার দিক দিয়া সমস্ত সমস্যাটিকে ভালরূপ বিচার করিতে হইবে এবং তাহার সমাধানের জন্য সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতে হইবে। সেইরূপ কর্ম্মনীতি হিসাবে প্রথমেই তিনি দেশে আবাদী ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির কথা তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষের আয়তন ১০০ কোটি ৫০ লক্ষ একর। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার মধ্যে ২৮ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ হইয়াছিল। বাকী জমির মধ্যে ১১ কোটি একর আবাদযোগ্য থাকা সত্ত্বেও তাহা আসলে পতিত ও অকর্ষিত ছিল। যেদেশে সমস্ত লোকের জীবন ধারণোপযোগী খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান নাই, সে দেশে এত বেশী জমি অনাবাদী রাখা অযৌক্তিক। দেশের লোকের কর্ত্তব্য এই সব আবাদযোগ্য জমিতে নানারূপ খাদ্য ফসলের চাষ করা এবং দেশের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সেবিষয়ে সাধারণকে সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া। ফলের বাগান ও গোচারণ ভূমির জন্য উপযুক্ত জমি অনাবাদী রাখিয়া এই ভাবে মোট ১১ কোটি একর আবাদযোগ্য জমির মধ্যে ৮ কোটি একরই চাষাবাদের আমলে আনা যাইতে পারে।

দেশের যে সমস্ত ভূ-ভাগ বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও কতকাংশ জমি এইভাবে চাষাবাদের আমলে আনার সুবিধা আছে বলিয়া ডাঃ মুখার্জ্জির ধারণা। তিনি বলিতেছেন, কৃষি ও সেচকার্য্যের প্রয়োজনে বনভূমির প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বনভূমির আয়তন দেশের মোট ভূমির আয়তনের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ হইলেই সেই প্রয়োজন মিটিতে পারে। এই হিসাবে আসাম, মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশে বনভূমির আয়তন প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বলা চলে। কাজেই এই সব প্রদেশে বনভূমির কতকাংশ চাষাবাদের আমলে আনিয়া খাদ্য ফসলের উৎপাদন বাড়ান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় ডুবা, নালা প্রভৃতিতে বিভিন্ন প্রদেশে যে জমি আটক হইয়া আছে তাহা ভরাট করিয়া লইয়া সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী খাদ্য ফসল ও ফলমূলের চাষ

(৫৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চলচ্চিত্র শিল্পে ভারতের স্থান

[শ্রীরজনী বন্দ্যোপাধ্যায়]

বিংশ শতাব্দীতে যে সকল যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানব সমাজ ও সভ্যতার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে চলচ্চিত্র এবং বিশেষতঃ সবাক চিত্রের স্থান অন্যতম। একসঙ্গে বিজ্ঞান ও কলার অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটাইয়া চলচ্চিত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আমোদ প্রমোদের যে মিলন সাধন করিয়াছে তাহা অতুলনীয়। জগতের ইতিহাসে এবং মানবজাতির অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রের অবদান অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

বর্ত্তমান জগতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই চলাচ্চিত্রের কম বেশী প্রচলন আছে। পৃথিবীর যে ৩১টী দেশ চলচ্চিত্র প্রস্তুত করে তাহাদের মধ্যে সবাক ও নির্ব্বাক চিত্র উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎপাদনের হিসাব গ্রহণ করিলে এই সত্য প্রমাণিত হইবে। অনেকেরই ধারণা যে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র-ই পৃথিবীর বেশীর ভাগ চলচ্চিত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু উপযুক্ত তথ্যাদি হইতে জানা যায়, এই ১২ বৎসরে চলচ্চিত্র উৎপাদনে জাপান প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। নিম্নে ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশে কতসংখ্যক চলচ্চিত্র (সবাক ও নির্ব্বাক) প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একটী খতিয়ান দেওয়া হইল :—জাপান ৬৯৩৫, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৫৯২, ভারতবর্ষ ২৩৫২, জার্ম্মানী ১৮৫২, ইংলণ্ড ১৭৭০, ফ্রান্স ১৩৮৫, রাশিয়া ৯০৫, চীন ৬৫২, চেকোশ্লোভাকিয়া ৩৪৭, ইটালী ২৭২, সুইডেন ২২০, মেক্সিকো ২১২, ফিলিপাইন ১৮৬, পোল্যাণ্ড ১৭৭, স্পেন ১৭৫, হাঙ্গেরী ১৫৬, অষ্ট্রিয়া ১৫০, আর্জ্জেনটাইন ১৩০, অষ্ট্রেলিয়া ১০৬, ডেনমার্ক ৯১, ফিনল্যাণ্ড ৮১, মিশর ৫৮, বেলজিয়াম ৪১, নরওয়ে ৩৮, হল্যাণ্ড ৩৩, ব্রাজিল ২৬, পর্ত্তুগাল ২০, পেরু ২০, নিউজিল্যাণ্ড ১২, ল্যাটভিয়া ৬ এবং ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ৪। বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির দিক দিয়া ভারতবর্ষ অন্য কয়েকটী দেশের তুলনায় পিছনে পড়িয়া থাকিলেও চলচ্চিত্র শিল্পে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা শ্লাঘার বিষয়।

চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সে "চার্জ্জ অব দি ড্রাগন্স" নামক প্রথম নির্ব্বাক ছায়া চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১২ সালের পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন দেশেই চলচ্চিত্র শিল্প তেমন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ১৯১২ সালে বোম্বাইয়ে মালেক শেখনা নামক জনৈক পার্শী একটী ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানী গঠন করেন এবং এই বৎসরই নানাভাই চিত্রে এবং রামরাও কীত্তিকর নামক দুইব্যক্তি "পুণ্ডলীক" নামক একখানা চিত্র তোলেন। গত মহাযুদ্ধের পরই পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রচলন আরম্ভ হয়। ১৯২১-২২ সাল হইতে ভারতে ধারাবাহিকভাবে বিদেশ হইতে চলচ্চিত্র আমদানী ও প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে।

১৯৩১ সাল হইতে ভারতে সবাক চিত্র তুলিবার ব্যবস্থা হওয়ার পর ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ভাষায় মোট্ট ১৫১৫ খানা ছবি তোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন ভাষায় কতখানা ছবি হইয়াছে তাহার একটী হিসাব প্রদত্ত হইল :—হিন্দি-উর্দ্দু ৯২৭, তামিল ২৪৯, বাঙ্গলা ১৩১, মারাঠী ৮৭, তেলেগু ৭৬, পাঞ্জাবী ১৭, গুজরাটী ৯, কানাড়ী ৭, পারশ্য ভাষায় ৫, আসামী ২, মালয়ালাম ২, ইংরাজী ২ এবং উড়িয়া ১ খানা। যে সকল সিনেমা কোম্পানী এই সকল ছবি তুলিয়াছে তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলার নিউথিয়েটার্স লিমিটেডই সংখ্যার দিক দিয়া সর্ব্বাধিক ছবি তুলিয়াছে। নিউথিয়েটার্স ছবি তুলিয়াছে ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে ৬৮ খানা। বৎসর হিসাবে গণনা করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৩১ সালে যেখানে ভারতে মাত্র ২৮ খানা ছবি তোলা হইয়াছিল, সেখানে ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালেই ভারতে দু'বৎসরে চলচ্চিত্র প্রস্তুতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩৩ খানা এবং ২১৭ খানা। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কাঁচা ফিল্ম আমদানী করা কষ্টসাধ্য হওয়ায় এবং সিনেমা তোলার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দর অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পে কতকটা মন্দার ভাব দেখা দিয়াছে। ১৯৪০ সালে ভারতে ১৭১ খানা ছবি তোলা হইয়াছে।

গত ১৯২১ সাল হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের গৃহ (সিনেমা হাউস) ১২১টী হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৩৫টীতে দাঁড়াইয়াছে। এই দিক দিয়া ভারতের উন্নতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্থায়ী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী গৃহ ছাড়াও ভারতবর্ষে ৩৬৭টী ভ্রাম্যমান সিনেমা প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা অস্থায়ী-ভাবে ভারতের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর ও পল্লী অঞ্চলে চলচ্চিত্র দেখাইয়া থাকে। ভারতে বহু ভাষার প্রচলন আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে মাত্র ১৩টী ভাষায় আজ পর্য্যন্ত চলচ্চিত্র তোলা হইয়াছে।

ভারতে যত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় তাহার বেশীর ভাগ এখনও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতে ৩ হাজার ৮৮৯ খানা চলচ্চিত্র ভারতে প্রদর্শন করার জন্য আনা হইয়াছিল। কোন্ কোন্ দেশ হইতে কতখানা ছবি এই সময়ে এদেশে আমদানী হইয়াছিল তাহার একটী বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩১৯৮, বৃটেন ৬৩৮, ফ্রান্স ১৭, জার্ম্মানী ২১, ইটালী ৩, চীন ২, রাশিয়া ৪, জেরুজালেম ১, চেকোশ্লোভাকিয়া ১, মিশর ২ এবং তুরস্ক ২। এই প্রসঙ্গে গত ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত ভারতে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে কত ফুট চলচ্চিত্র আমদানী হইয়াছিল এবং এই জন্য ভারতকে ইহার মূল্য বাবদ কোন বৎসর কত টাকা দিতে হইয়াছিল তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

বৎসর	চলচ্চিত্র আমদানীর আয়তন (ফুট হিসাবে)	চলচ্চিত্রের মূল্য (টাকা হিসাবে)
১৯৩৫-৩৬	৮,৮২০,৮০৮	২,৫৮০,৪২১
১৯৩৬-৩৭	৯,৪০৭,৮৮৮	২,৪৮৯,৮৮৭
১৯৩৭-৩৮	২২,২৭৮,৩৩৪	৩,৮১৪,৭৩৮
১৯৩৮-৩৯	২৬,০৩৪,৪৭৯	৩,৭৬৯,৩০৫
১৯৩৯-৪০	২০,০০৯,৮৫০	৪,২১৬,৬৯৫

অতএব দেখা যাইতেছে বিদেশ হইতে এদেশে চলচ্চিত্র আমদানী করিবার জন্য প্রতিবৎসর ভারতের একটা মোটা টাকা বাহিরে চলিয়া যায়।

ভারতে যে সকল চিত্র তোলা হয় তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা ফিল্ম, শব্দ গ্রহণ করিবার যন্ত্র, ফটোগ্রাফীর সাজ-সরঞ্জাম এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার যন্ত্রপাতি সকলই বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। দুঃখের বিষয় এই সকল জিনিষের কিছুই এদেশে প্রস্তুত হয় না এবং প্রস্তুত করিবার সুযোগও নাই। এই জন্য ভারতের সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল থাকার দরুণ ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের কাজ শুধু ছবি তোলার ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অথচ কাঁচা ফিল্ম এবং চলচ্চিত্র তুলিবার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এদেশে নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ভারতে যে একটী বিরাট শিল্প গড়িয়া তোলা যাইত তাহার সৌভাগ্য হইতে এদেশবাসীর বঞ্চিত হইতে হইয়াছে এবং ফলে এই জন্য প্রচুর পরিমাণে এদেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত কত টাকা মূল্যের কি পরিমাণ কাঁচা ফিল্ম প্রতি বৎসর ভারতে আমদানী হইয়াছে তাহার একটী হিসাব দিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে :—

বৎসর	কাঁচাফিল্ম আমদানী (ফুট হিসাবে)	মূল্য (টাকার হিসাবে)
১৯৩৫-৩৬	৬০,৬৬৯,৫৩৪	২,১০২,২৬২
১৯৩৬-৩৭	৬৭,৮৩২,১১২	২,৩৭৩,৮৯৯
১৯৩৭-৩৮	৭৪,২৩৫,১০৩	২,৫৪৪,৪৪৪
১৯৩৮-৩৯	৭৩,৮৫৫,৮৫৩	২,৪৭৯,১৮৮
১৯৩৯-৪০	৭০,২৬৫,৬০০	২,৬২৫,৫১৩

ইহা ছাড়া চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য সাজসরঞ্জামের দরকার হয় তাহা বিদেশ হইতে ভারতে আনয়ন করিতে ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর কত টাকা এদেশের প্রদান করিতে হইয়াছে তাহার নিম্নরূপ হিসাব দেওয়া হইল :—১৯৩৬-৩৭—৮৬৫.৪৪৭ ; ১৯৩৭-৩৮—১,২৩৯,৬৬০৲ ; ১৯৩৮-৩৯—৯৮৬,৫৩৬৲ ; ১৯৩৯-৪০—৫১৪,০০২৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত ভারতে চলচ্চিত্রের শব্দ গ্রহণ করিবার জন্য ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নরূপ :—১৯৩৬-৩৭—৩২৯,৪১৬৲ টাকা ; ১৯৩৭-৩৮—৫৭২,৭৫১৲ ; ১৯৩৮-৩৯—৩৯৪,৭৫৮৲ , ১৯৩৯-৪০—১৬৮,৮৪৪৲ টাকা।

ভারতে যে সকল ছবি তোলা হয় তাহা ভারতের বাহিরের বিভিন্ন দেশেও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভারতের বাহিরে যে সকল দেশে ভারতবাসীরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে সেখানে ভারতের চলচ্চিত্র আদৃত হইতেছে। মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ইরাণ, প্যালেষ্টাইন, তুরস্ক, আরব, আফগানিস্থান, এডেন, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, হংকং, শ্যাম, ইন্দোচীন, বৃটিশ গায়না, বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিসাস, সিলোন প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা আছে এবং এই সকল চিত্র প্রদর্শনকারী প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই ভারতীয়দের। ইহা যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ইহার কয়েটী স্থান জাপানের আওতায় যাওয়ায় এবং অন্যান্য স্থানে চলচ্চিত্র প্রেরণের অসুবিধার জন্য বিদেশে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

ভারতে যদি কাঁচা ফিল্ম এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার যন্ত্রপাতি ও শব্দ গ্রহণ করিবার যন্ত্র ও ফটোগ্রাফীর সাজসরঞ্জাম তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে চলচ্চিত্র শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশে ব্রোমাইড কাগজ (ফটোগ্রাফ তুলিতে দরকার হয়) প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই প্রচেষ্টা কতকটা সফলও নাকি হইয়াছে। অবশ্য সেলুলয়েড ফিল্ম (কাঁচা ফিল্ম) যাহা চলচ্চিত্র তুলিতে দরকার হয় তাহা এখনও প্রস্তুত করিবার কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। যদি দেশের শিল্পপতিগণ ও বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের সহযোগিতা দ্বারা কাঁচা ফিল্ম ও চলচ্চিত্র তুলিবার আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি এদেশে প্রস্তুত করিবার জন্য যথাক্রমে অর্থ সাহায্য এবং উদ্ভাবনা শক্তি প্রয়োগ করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র শিল্পের যে বিরাট ভবিষ্যত রহিয়াছে ইহা অনস্বীকার্য্য। ভারতে যে সকল চলচ্চিত্র তুলিবার ষ্টুডিও আছে এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য সিনেমা গৃহ আছে তাহাতে প্রায় ২০ কোটী টাকার মত মূলধন খাটিতেছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩০ হাজার লোকের কর্ম্মের সংস্থান হইয়াছে। চলচ্চিত্র শিল্পের যদি সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয় তাহা হইলে ভারতের বেকার সমস্যাও অনেকটা লাঘব হইবে। কাজেই ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের অধিকতর অগ্রগতি সকল দিক দিয়াই বিশেষ কাম্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

করাত...

কাজ বড়ই হোক, আর ছোটই হোক, করাত না হ'লে ছুতোরের চলে না। করাত ছাড়া সে কখনো মাপমত কাঠ কাটতে পারে না। ইস্পাত দিয়ে এই করাতের দাঁত তৈরী হয়; আর সব চাইতে শক্ত কাঠ কাটবার জন্য করাতের যে ধারালো দাঁত আবশ্যক হয়, একমাত্র ইস্পাত দিয়েই তা' তৈরী হ'তে পারে।

TATA

টাটা

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ কর্তৃক প্রচারিত।
হেড সেলস অফিস : ১০২-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে বিভিন্ন দেশের দেয় অর্থ

১৯৪১ সালে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ ইহার কার্য্যপরিচালনার জন্য ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৫৭ ফ্রাঙ্ক, ভারত ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৫৯ ফ্রাঙ্ক, কানাডা ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৯৯০ ফ্রাঙ্ক, অষ্ট্রেলিয়া ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৫১ ফ্রাঙ্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৮৫৩ ফ্রাঙ্ক এবং নিউজিল্যাণ্ড ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪২৬ ফ্রাঙ্ক দিয়াছে। ১৯২০ সালের ১৯শে মে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ যে সোণার 'ফ্রাঙ্ক' গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই ফ্রাঙ্কের মূল্য হইতেছে ১'৪১৩৮১৪১৮ সুইজ্যারল্যাণ্ডের ফ্রাঙ্ক এবং ইহাতে ০'২৯০৩২২৫ গ্রাম পাকা সোণা আছে। ইরাক, মেক্সিকো এবং হল্যাণ্ড তাহাদের দেয় অর্থের কতকাংশ প্রদান করেন। আর্জ্জেনটাইন ৩৫ হাজার ৫১৬ ফ্রাঙ্ক বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘকে দিয়াছে। ১৯৪২ সালে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের বাজেটে ৬৮ লক্ষ ২৩ হাজার ১৭৩ 'ফ্রাঙ্ক' (৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫০ পাউণ্ড) ব্যয় করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ভারতে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে তুলাচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে যে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে তাহার সহিত ১৯৪১-৪২ সালের তুলা চাষের জমির তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	তুলাচাষের জমি (একরে) ১৯৪২-৪৩	তুলাচাষের জমি (একরে) ১৯৪১-৪২
বোম্বাই	৩,৩৬৫,০০০	৪,৯০৭,০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩,১৬৬,০০০	৩,৫৫৬,০০০
পাঞ্জাব	৩,১৬১,০০০	৩,৩৬৭,০০০
সিন্ধু	৭৬৭,০০০	৯৯৫,০০০
মাদ্রাজ	৮৫৭,০০০	৮২৪,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৩৬০,০০০	৩৩৫,০০০
বাঙ্গলা	১০৭,০০০	১০২,০০০
বিহার	৪১,০০০	৪১,০০০
আসাম	৩২,০০০	৩৮,০০০
আজমীর-মারোয়াড	৭,০০০	১৮,০০০
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশ	১৭,০০০	১৬,০০০
উড়িষ্যা	৮,০০০	৮,০০০
দিল্লী	১,০০০	১,০০০
হায়দরাবাদ	১,৯০৭,০০০	২,০৬১,০০০
মধ্যভারত	৮৪৪,০০০	১,১৩২,০০০
বরোদা	৬১১,০০০	৮০৭,০০০
গোয়ালিয়র	৪২৩,০০০	৫৬৪,০০০
রাজপুতানা	২৭৭,০০০	৪০৮,০০০
মহীশূর	৮২,০০০	৫৫,০০০
	১৬,০৩৩,০০০	১৯,২৩৫,০০০

যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যুসংখ্যা

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাপান কর্ত্তৃক পার্ল হারবার আক্রান্ত হইবার পর ১৯৪২ সালের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত (আফ্রিকার অভিযান বাদ দিয়া) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ৫ হাজার ৬৯৪ জন হত, ৩ হাজার ৪৩৫ জন আহত এবং ৩৯ হাজার ৮২৭ জন নিরুদ্দিষ্ট অথবা যুদ্ধবন্দী হইয়াছে। অনুরূপ সময়ে কলকারখানায় দুর্ঘটনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৪ হাজার ৫ শত জন শ্রমিক মারা গিয়াছে এবং ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার জন আহত হইয়াছে।

বৃটিশ ভারতে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয়

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্যশুল্ক (লবণশুল্ক বাদ দিয়া) আয় হইয়াছে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে এইরূপ বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, দিয়াশলাই এবং চিনি ইত্যাদির উপর উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হইয়াছে ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে ৯০ লক্ষ টাকা; ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে এই খাতে আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয় হইয়াছে ২৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা; ১৯৪১ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা।

ভারত সরকারের আয়ব্যয়

কেন্দ্রীয় সরকারের মাসিক আয়ব্যয়ের সর্ব্বশেষ হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, (রেলপথ এবং ডাক ও তারবিভাগের হিসাব নিকাশ বাদ দিয়া) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের প্রথম ছয় মাসে (১৯৪২ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত) উক্ত সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় ৬৫ কোটি টাকা অধিক হইয়াছে। গত বৎসরের অনুরূপ সময়ে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী। গত বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের প্রথম ছয় মাসে দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৪১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের প্রথম ছয় মাসে স্থায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

ওরিয়েণ্টাল

রক্ষামূলক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তাই

ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার সর্ব্বোত্তম ও সুষ্ঠু-নীতি অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা সংগ্রাম কিবা শান্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান করিয়া আসিয়াছে। ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে ২৬ কোটী টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫½ কোটী টাকার উপর
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় প্রায় ৫ কোটী টাকা
মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটী টাকা

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ
এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।
স্থাপিত—১৮৭৪] [হেড অফিস—বোম্বাই।
ব্রাঞ্চ অফিস :—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্,
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন :—ক্যাল ৫০০

বঙ্গীয় রেশম কমিটি

বঙ্গীয় রেশম কমিটী গত জানুয়ারী মাসে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুনরায় এই কমিটী ৭ জন সরকারী এবং ১৩ জন বেসরকারী সদস্য লইয়া পুনর্গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর এবং রেশম শিল্প বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর যথাক্রমে এই কমিটীর সভাপতি এবং কর্ম্মসচিব (পদাধিকাররূপে) হইবেন। সদস্যদিগের কার্য্যকালের মেয়াদ তিন বৎসর।

চীনে জমির পরিমাণ

চীনের ২৭টী প্রদেশে ভূমির মোট পরিমাণ হইতেছে ১ হাজার ২২৭কোটী মৌ (এক মৌতে ০·১৬৪৪ একর জমি)। তন্মধ্যে চীনের ১৮টী প্রদেশের ভূমির পরিমাণ হইবে ৪৯ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৭০ মৌ এবং নয়টী সীমান্ত প্রদেশের ভূমির পরিমাণ ৬৭৮ কোটি ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৭০ মৌ। ইহার মধ্যে মাত্র ১৫০টী ৫৭ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৯১ মৌ জমিতে চাষ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ১২১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫ মৌ জমি হইতেছে মূল চীনে এবং ২৯ কোটি ২৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৭৬ মৌ সীমান্ত প্রদেশগুলিতে। কর্ষিত জমির ৮৬'৫ ভাগেরও অধিক জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ হয়। চীনে যে সকল খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে ধান, গম, বার্লি, কাওলিয়াং, ভুট্টা, যব, ওট এবং রাঙ্গা আলু প্রধান।

চীনের শিল্প সমবায়

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের এক হিসাবে দেখা যায় যে, চীনে শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা হইতেছে ১ হাজার ৭৩৭টী এবং উহাদের সদস্য সংখ্যা ২৩ হাজার ৮৮ জন। উক্ত তারিখে শিল্প সমিতিসমূহের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৫ ডলার। মূলধন ছিল ১৯ লক্ষ ৭২ হাজার ২০৪ ডলার। সমিতিতে যত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মূল্য ছিল ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৯২ ডলার।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির বাজেট

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে ১৭লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

আলুর চাষের জন্য বাঙ্গলা সরকারের ঋণদান

শ্রীরামপুর মহকুমায় আলু চাষের জন্য বাঙ্গলা সরকার চাষীদিগকে ২০ হাজার টাকা কৃষিঋণ দান করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণমূলক বীমার দাবী

ভারত সরকার কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ১৯৪০ সালে প্রবর্ত্তিত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণমূলক বীমা এবং ১৯৪২ সালে প্রবর্ত্তিত যুদ্ধজনিত ক্ষতি-পূরণমূলক (কারখানা) বীমা সংক্রান্ত যে সকল দাবী হইবে, তাহা সত্বর মিটাইবার জন্য যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ দাবী কমিটী নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার আয়োজন

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত আগষ্ট মাস হইতে রেলপথে খাদ্যদ্রব্য চালান দেওয়ার ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে খাদ্যদ্রব্য চালান দিতে রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। কোন এলাকার ব্যবসায়ীরা যদি প্রয়োজন মত মাল না পান তবে তাহারা রেলকর্ত্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে উহা জানাইবেন। সরবরাহকারীদের নিকট হইতে এইরূপ সহযোগিতা পাইলে বিভিন্ন স্থানের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা মিটান অনেক সহজসাধ্য হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর ব্যয়

এ পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬ হাজার কোটি ডলার। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মাসে যুদ্ধ বাবদ খরচের পরিমাণ ৫৫০ কোটি ডলার হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমেদাবাদের কাপড়ের কল

আমেদাবাদে যে ৬৪টি কাপড়ের কল এতদিন বন্ধ ছিল, তাহার মধ্যে ৫৪টী গত ২৩শে নবেম্বর হইতে কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

আপনি কি জাপানী কথা বলে বেড়ান ?

অনেকেই তা' করে।
তারা মিথ্যা গুজব গুলো রটিয়ে বেড়ায়
এবং তা'থেকে সৃষ্টি হয় অশান্তি আর ঘোর দুর্দ্দশা,
ষ্টক মার্কেটে আতঙ্ক আর বিষম ক্ষতি।
এই সব গুজবের উৎপত্তি জাপানে।
এ' সবে কান দেবেন না।
এ' সব রটিয়ে বেড়াবেন না।

গুজব বিশ্বাস করবেন না
জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গ'ড়ে তুলুন

T. 2789

সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে আর্থিক সচ্ছলতার পাকা বনিয়াদের উপর। জীবনে সচ্ছলতা আসে তখনই যখন তা একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর প্রসার লাভ করে। সুচিন্তিত কর্ম্মপন্থা একটা জাতীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ভিন্ন অসম্ভব। আপনার টাকা-কড়ির ভার এই অগ্রগতিশীল ব্যাঙ্কটির হাতে দিন। ব্যাঙ্কের সাহায্যে যে সঞ্চয় গড়ে উঠবে তা আপনার জীবনে এনে দেবে শ্রী।

ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
২, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা

(ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ এক্ট অনুসারে এই প্রস্পেক্টাসের একখণ্ড বাংলার যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট যথারীতি পেশ করা হইয়াছে)

১৯৪২ সালের ২৫শে নবেম্বর শেয়ারসমূহ বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইয়াছে এবং ৫ই ডিসেম্বর বন্ধ করা হইবে।

মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ্ এক্ট অনুসারে ব্রিটিশ ভারতে সংগঠিত)

অনুমোদিত মূলধন ... ... ২০,০০,০০০৲ টাকা

প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া শতকরা ছয় টাকার ৫,০০০টি প্রেফারেন্স শেয়ারে এবং প্রত্যেকটি ২৫৲ টাকা করিয়া ৬০,০০০টী অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত।

প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁহাদের প্রদত্ত মূলধনের উপর শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে একটি নির্দ্দিষ্ট কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্সিয়েল ডিভিডেণ্ড পাওয়ার অধিকারী হইবেন এবং কোম্পানী গুটাইবার কালে মূলধন ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে অন্য যে সমস্ত শেয়ার দ্বারা তৎকালে কোম্পানীর মূলধন গঠিত থাকিবে, তাহাদের পূর্ব্বে প্রেফারেন্স শেয়ারের মূলধন ফেরৎ পাইবেন, কিন্তু তাছাড়া লাভ বা সম্পত্তির কোন কিছু পাওয়ার অধিকারী হইবেন না।

মূলধন

৩৩৭টি প্রেফারেন্স শেয়ার	৩৩,৭০০৲ টাকা
৫৮,৯৯১টি অর্ডিনারী শেয়ার	১৪,৭৪,৭৭৫৲ টাকা

৫৮,৯৯১টি বিক্রীত অর্ডিনারী শেয়ারের ২৪,১৯৪টি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। এই ২৪,১৯৪টি শেয়ার এখন আবার ইস্যু করা হইতেছে। বাকী ১,০০৯টি অর্ডিনারী শেয়ারও ইস্যু করা হইতেছে।

বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ শেয়ার

কাজেই বর্ত্তমানে ২৫,২০৩টি অর্ডিনারী শেয়ার বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইতেছে, উহার প্রত্যেকটির বিক্রয় মূল্য ২৮৷৷০ আনা।

বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ যে শেয়ার ছাড়া হইতেছে, তন্মধ্যে ৯,২০৩টি শেয়ার ক্রয় করার জন্য ডিরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ দরখাস্ত করিয়াছেন। বাকী ১৬,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার সর্ব্বসাধারণের জন্যার্থ ইস্যু করা যাইতেছে। উহার মূল্য এইভাবে আদায় দিতে হইবে :—

অর্ডিনারী শেয়ার

দরখাস্তের সঙ্গে	প্রতি শেয়ার বাবত ১৬৲ টাকা
শেয়ার বিলির পর	প্রতি শেয়ার বাবত ১২৷৷০ টাকা

শেয়ার বিলি সম্পর্কে মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃএর বর্ত্তমান শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ অগ্রগণ্য হইবে।

ডিরেক্টরস্ :

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, এম-এ, বি-এল, মেম্বার—ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ, সলিসিটর, কলিকাতা হাইকোর্ট।

রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র দে বিশ্বাস, এজেণ্ট—পোর্ট ক্যানিং এষ্টেটস্ লিঃ।

শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন রায় চৌধুরী, বি-এল, ডিরেক্টর—ডুয়ার্স আসাম ইউনিয়ন টী কোং লিঃ ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দত্ত, মার্চ্চেণ্ট ও টী প্ল্যাণ্টার।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, বি-এল, মার্চ্চেণ্ট ও টী প্ল্যাণ্টার।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স, লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার্স :

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটর :

এস্ এন্ দাসগুপ্ত
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট এণ্ড অডিটর।

প্রস্পেক্টাস্

বর্ত্তমানে যে শেয়ার বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইল, তাহাতে মূলধন ৬ লক্ষ টাকার সামান্য অধিক হইবে, উহা দ্বারা ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করিয়া ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা হইবে এবং মহালক্ষ্মী কটন মিল্স্ লিঃ-এর কার্য্যকরী মূলধন বৃদ্ধি করা হইবে; এই মিল বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত একটী প্রতিষ্ঠান এবং এই মিলের প্রস্তুত বস্ত্রাদি বাংলার বাজারে সুপরিচিত এবং এই প্রদেশে উহার বস্ত্রাদি বিশেষ সমাদৃত।

কলিকাতা হইতে ষোল মাইল দূরে পলতায় এই কোম্পানীর মিল অবস্থিত। মালপত্র চালান দেওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক স্থানেই ফ্যাক্টরীটি করা হইয়াছে; ৪৬,০০০ বর্গফুট পরিমিত গৃহে মেশিনারী ও প্ল্যাণ্ট ইত্যাদি রহিয়াছে এবং কারখানা সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ট আয়গা আছে, কারণ কোম্পানী প্রায় ৫৪ বিঘা জমির মালিক।

১৯৩২ সাল হইতে এই মিলে কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বে ইহা একটি স্বয়ম্পূর্ণ মিলে পরিণত হইতে পারে নাই। ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত এই মিলে কেবল কাপড় বুনাই হইত; ডিরেক্টরগণ বুঝিতে পারিলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে যদি সূতা কাটার যন্ত্রাদির ব্যবস্থা করা না হয় এবং রং করার জন্য ও ফিনিস্ করার জন্য যদি ডাইং ও ফিনিসিং-এর যন্ত্রাদি স্থাপন না করা হয়, তবে সুলভ খরচে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইবে না। এই সমস্ত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাদি করিয়া ১৯৩৮ সালে উহা সম্পূর্ণ করা হয় এবং মিলটিকে স্বয়ম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন মিলে পরিণত করিলে যে ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া ডিরেক্টরগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ১৯৩৯ সাল হইতেই সেই ফল পাওয়া যাইতে লাগিল।

মিলের সমস্ত যন্ত্রপাতিই অতি উত্তম চালু অবস্থায় আছে এবং সমস্ত মিলটিই সুবিন্যস্ত; প্ল্যাণ্টের বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণের পর হইতে প্রত্যেক টাকু ও প্রত্যেক তাঁতের উৎপাদনের পরিমাণ সমসাময়িক ফলাফলের সহিত তুলনা করিলে উত্তম বলিয়াই মনে হয় এবং কার্য্যদক্ষতার মাপকাঠিও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এই মিলের প্রস্তুত বস্ত্রাদির খুবই চাহিদা আছে; এমনও সময় গিয়াছে যে, বহু মাস দিবারাত্র মিলের কাজ চালাইতে হইয়াছে। এক্ষণে মাসিক পড়ে ৫ লক্ষ গজ উৎপাদন করা হইতেছে; ১৯৩৮ সালের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা ২২০ ভাগ, ১৯৩৯ সালের সহিত তুলনায় শতকরা ১৬৫ ভাগ ও ১৯৪০ সালের সহিত তুলনায় ১৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এইরূপ বিপুল পরিমাণে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দরুণ অধিকতর পরিমাণে কাঁচা মাল ধরিয়া রাখার আবশ্যক হইয়াছে। মিল ষ্টোরের জন্য অধিকতর পরিমাণে দ্রব্যাদি মজুত রাখিতে হইয়াছে, তাহার ফলে অত্যধিক পরিমাণে কার্য্যকরী মূলধন বিনিয়োগ করার আবশ্যক হইয়াছে। এজন্য ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে কোম্পানীর সিকিয়োরড্ ঋণের পরিমাণ ৫·৮৫ লক্ষ টাকা ও আন্-সিকিয়োরড্ ঋণের পরিমাণ ১·১৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে যে শেয়ার বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইয়াছে, তাহা হইতে লব্ধ মূলধনের কতকাংশ এই ঋণের পরিমাণ কমাইবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

আইনের বিধানানুযায়ী লাভ ইত্যাদির তিন বৎসরের হিসাব অত্র প্রস্পেক্টাসের অংশ হিসাবে পরে প্রদত্ত হইল; কিন্তু ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলসমূহের যেরূপ সমৃদ্ধিশালী অবস্থা, তৎসম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা এই হিসাব দেখিয়াও করা যায় না। বস্ত্র শিল্পের প্রকৃত সমৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে ১৯৪১ সাল হইতে এবং বর্ত্তমান কাজের সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

নিম্নে কতিপয় কাপড়ের কলের লাভের সংখ্যা প্রদত্ত হইল, উহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, ১৯৪১ সালেই এই লাভের পরিমাণ কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে :—

আয়কর ও মূল্যাপকর্ষাদি বাদ দেওয়ার পূর্ব্বে নীট্ লাভ

(অর্দ্ধ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে)

	৩১-১২-৪১	৩০-৬-৪১	৩১-১২-৪০	৩০-৬-৪০
বেঙ্গল-নাগপুর ...	১,৭৫,৩১৮৲	১,০২,৭৫৩৲	৩০,৪০৬৲	২৬,০০১৲
ডানবার ...	৭,৬৬,৬৬৭৲	৫,০১,১৩১৲	২,১৪,৯০৬৲	১,০৮,১২৬৲
বাউরিয়া ...	৪,৩২,৫২৮৲	২,৬০,৭৩১৲	৮৭,৬১৩৲	৭৬,৮২২৲
বাকিংহাম এণ্ড কার্ণাটিক ...	৬১,২৬,৬১৫৲	৪২,৮৮,২২৬৲	২১,৯৭,৯৪২৲	১৭,২৪,১৬১৲

(ডিসেম্বরে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে)

	১৯৪১	১৯৪০	১৯৩৯	১৯৩৮
কোহিনুর ...	৪৪,২০,৫১৪৲	১০,৮৩,৬৭০৲	১০,১৭,১৭৫৲	১২,৫৯,০৩৫৲
মাদুরা ...	৩০,০২,০১১৲	১৪,৯৮,৮৯৫৲	২,০৩,৭১১৲	১৪,৭৭,৫৫৩৲
মুইর ...	৩৫,৭৭,৬৬২৲	১৩,৯৩,৭৪২৲	৯,০৮,৯৯৬৲	৮,০৩,৫১০৲

(অক্টোবরে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে)

নিউ ভিক্টোরিয়া ...	১০,৯৮,৮৭৫৲	৩,৬৯,৭১৮৲	২,১৬,৯৩৫৲	৩,৮০,৯৬৫৲

গত কয়েক বৎসরের সহিত তুলনা করিলে কাপড়ের কলসমূহ বর্ত্তমান বৎসরে যে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহা ১৯৩৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর কয় বৎসরে বিভিন্ন তারিখে ঐ সমস্ত মিলের শেয়ারের বাজার দর দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল :—

	১০ই আগষ্ট ১৯৩৯	১১ই জানুয়ারী ১৯৪০	২০শে নবেম্বর ১৯৪১	২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২
বেঙ্গল-নাগপুর ...	১০।০	১৭৷০	২০।০	২৬৸০
ডানবার ...	১৪১৲	২৪০৲	২৮৩৲	২৫৭৲
বাউরিয়া ...	১৯০৲	৩১৫৲	৪০৬।০	৪৪১৲
বাকিংহাম এণ্ড কার্ণাটিক ...	১৭৫৲	২২৮৲	৩১৯৲	২৩৭৲
কোহিনুর ...	২১১৲	৪১৯৲	৬২৯৲	৫০৪৲
মাদুরা ...	২৭৲	৩৯৸০	৫২৲	৫০৲
মুইর ...	২০৮৷০	৩৩২৲	৩৫১।০	৩২৪৲
নিউ ভিক্টোরিয়া ...	৷৵০	১৸০	৫৷০	৬৸০

কলিকাতায় কাপড়ের কলসমূহের শেয়ারসমূহের "ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্সের" ইনডেক্স (১৯০৫ সালের জুলাইর উপর ভিত্তি করিয়া) ১৯৩৯ সালের ২০শে আগষ্ট ছিল ১০৫·০৪ এবং উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২ সালের ৭ই অক্টোবর উঠিয়াছিল ১৬৬·৫৮। বোম্বাই-এর কাপড়ের কলসমূহের ইনডেক্স ১৯৩৯ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ছিল ৭২·৪২ এবং উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর উঠিয়াছিল ১৮৫·৬০।

অত্রাবস্থায় যাঁহারা অর্থবিনিয়োগ করিয়া লাভবান্ হইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে যে শিল্পের আর্থিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত সেইরূপ একটি সুবিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করার (লিখিত মূল্যের উপর সামান্য অধিক দর দিয়া) এই অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

এখানে আরও বলা যাইতে পারে যে, এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রেতাদিগকে, নূতন কোম্পানীর শেয়ার ক্রেতাদের মত, জমি ক্রয় করা, বাড়ীঘর নির্ম্মাণ, কল ইত্যাদি সংস্থাপন ইত্যাদির দরুণ, দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতে হইবে না। যে কোম্পানী কেবল একটি চালু অবস্থার প্রতিষ্ঠান নহে পরন্তু অর্থাগমের দিক দিয়াও উন্নতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে সেই কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করা যে অতীব সুবিধাজনক তাহা না বলিলেও চলে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে, কাজ কারবার হইতে আগত লাভ ছাড়াও ব্যাঙ্কের ঋণ আদায় হইলে উহার বাবত যে সুদ দিতে হইত তাহাও বাঁচিয়া যাইবে এবং উহার পরিমাণ সমস্ত মূলধনের (নূতন ও পুরাতন নিয়া) উপর শতকরা ছয় টাকার মত হইবে।

চুক্তিসমূহ

কোম্পানী কর্ত্তৃক বা উহার পক্ষে নিম্নরূপ চুক্তি করা হইয়াছে :—

১৯৪২ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে এক পক্ষে এই কোম্পানী এবং অপর পক্ষে মেসার্স এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ এর মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে, যাহার ফলে মেসার্স এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, অত্র প্রস্পেক্টাসের অন্যত্র বর্ণিত সর্ত্তাদিতে এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিয়োগ ও তাঁহাদের পারিশ্রমিক

আর্টিকল্স অব্ এসোসিয়েশনে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, ১৯৩৮ সালের ২২শে অক্টোবর (যে তারিখে কোম্পানীর আর্টিকল্স গৃহীত হইয়াছে) হইতে গণনা করিয়া ঠিক ২০ বৎসর কালের জন্য মেসার্স এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইবেন এবং ডিরেক্টরবর্গের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া কোম্পানীর কারবার পরিচালনা করিতে থাকিবেন এবং আর্টিকল্স্ অব্ এসোসিয়েশন বা আইনানুসারে যে সমস্ত স্থলে ডিরেক্টরবর্গ বা সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই সমস্ত স্থল ব্যতীত অন্য সমস্ত রকম ক্ষমতাই (যাহা কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে) প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এজন্য ম্যানেজিং এজেন্টস্ এইরূপ পারিশ্রমিক পাইবেন :—

(ক) ১৯৩৮ সালের ২৪শে মার্চ্চ হইতে ১০০০৲ (এক হাজার টাকা) করিয়া মাসিক ভাতা পাইবেন এবং ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুনের পর হইতে কোম্পানীর মূলধনের খাতে প্রতি লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় হইলেই (অবশ্য এই সমস্ত শেয়ারের বাবত প্রাপ্য পরিমাণের অন্ততঃ শতকরা ৫০৲ টাকা আদায় হওয়া চাই) এই ভাতা মাসিক ৫০৲ (পঞ্চাশ টাকা) টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে।

(খ) মিলের সকল রকম বিষয়ের উপর শতকরা এক টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

(গ) ডিবেঞ্চার সমূহের বাবত বা অন্য কোন ঋণাদির বাবত সুদ কাটিয়া রাখার পর এবং মূল্যাপকর্ষের বাবত যে পরিমাণ টাকা ধরা হইবে তাহা বাদ দেওয়ার পর কিন্তু মজুত তহবিলে বা অন্য কোন বিশেষ খাতে টাকা রাখার পূর্ব্বে কোম্পানীর যে লাভ দাঁড়াইবে তাহার উপর শতকরা দশ টাকা হারে একটি কমিশন পাইবেন।

কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর উক্ত পারিশ্রমিক ও কমিশনের মধ্যে, বাড়ীভাড়া, এষ্টাব্লিশমেণ্ট, দালাল, সলিসিটর, ইঞ্জিনীয়ার, কমিশন এজেণ্ট, লইয়ার, ব্যাঙ্কার, অডিটর, অফিসার, ক্লার্ক, মজুর, শ্রমিক, নিম্নতম কর্ম্মচারী ইত্যাদির ও কোম্পানীর পক্ষে উক্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্ কর্ত্তৃক যাঁহাদিগকে যে কোন রকম কাজে নিযুক্ত করা হইবে তাঁহাদের মজুরী ও পারিশ্রমিক এবং কোম্পানীর ব্যবসায় সম্পর্কে তাঁহাদের সমস্ত রাহা ও অন্যান্য আবশ্যক খরচাদি ধরা যাইবে না।

ন্যূনতম শেয়ার বিক্রয়

বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ যে শেয়ার ছাড়া হইয়াছে তন্মধ্যে ন্যূনতম যে পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় হইলে ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলির কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিবেন তাহার পরিমাণ হইতেছে ২,০০,০০০৲ টাকা ; ডিরেক্টরদের মতে এই টাকা বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ যে শেয়ার ইস্যু করা হইয়াছে অবশ্যই তাহা বিক্রয় করিয়া তুলিতে হইবে—এই টাকার ১,০০,০০০৲ টাকা ঋণ পরিশোধার্থ ব্যয়িত হইবে এবং ১,০০,০০০৲ টাকা কার্য্যকরী মূলধনে বিনিয়োগ করা হইবে।

ডিরেক্টারদের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক

কোম্পানীর সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ডিরেক্টর হইতে হইলে, প্রত্যেককে তাঁহার নিজের নামে কোম্পানীর মূলধনের খাতে অন্ততঃ ৫,০০০৲ (পাঁচ হাজার টাকা) লিখিত মূল্যের (face value) শেয়ারের অধিকারী হইতে হইবে (তাহা কোন ভাবে প্রাপক হিসাবে বা কোন কোম্পানী বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের ট্রাষ্টী হিসাবে হইলেও চলিবে)।

কিন্তু বর্ত্তমান বা ভবিষ্যত নির্ব্বাচনের সময়, বর্ত্তমান ডিরেক্টরগণের বেলায় এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

কোম্পানীর সাধারণ সভায় অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত না করা হইলে, ম্যানেজিং এজেন্টস্ ফার্ম্মের সদস্যগণ (যাঁহারা ডিরেক্টর বটেন) সহ প্রত্যেক ডিরেক্টর, সভায় উপস্থিত থাকিলে, প্রত্যেক সভার জন্য তাঁহার পারিশ্রমিক বাবত কোম্পানীর তহবিল হইতে ১৬৲ টাকা হারে পারিশ্রমিক পাইবেন এবং ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন ঋণের বাবত সুদ কাটিয়া রাখার পর এবং মূল্যাপকর্ষাদি বাবত যে পরিমাণ টাকা ধরা হইবে তাহা বাদ দেওয়ার পর কিন্তু মজুত তহবিলে বা অন্য কোন বিশেষ খাতে টাকা রাখার পূর্ব্বে এবং ম্যানেজিং এজেন্টস্কে প্রদেয় কমিশন বাদ দেওয়ার পূর্ব্বে কোম্পানীর বার্ষিক যে লাভ দাঁড়াইবে, তাহার উপর শতকরা ২৲ টাকা হারে ডিরেক্টরগণ কমিশন পাইবেন। উপরে বর্ণিত কমিশনের টাকা ডিরেক্টরগণের মধ্যে সমান ভাগে বা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

ডিরেক্টরগণ, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যাদি সম্পাদনার্থ সমস্ত রাহাখরচ ও অন্যান্য যথাযথ খরচাদিও পাইবেন।

ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ এ্যাক্টের ৯৩ ধারার (১এ) ও (১বি) প্রকরণানুযায়ী, নিম্নে কোম্পানীর অডিটরের রিপোর্ট প্রদত্ত হইল :—

এস্ এন্ দাসগুপ্ত বি-এস-সি, আর্-এ, ফোন—ক্যাল ৪৬৫৫।
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট। ১৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

আমি জানাইতেছি যে, ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে সেই তিন বৎসরই মহালক্ষ্মী কটন মিলস-এর লাভ হইয়াছে এবং ১৯৪০ ও ১৯৪১সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে সেই দুই বৎসরের জন্য যথাক্রমে শতকরা ৩৲ টাকা ও ৫৲ টাকা হারে (আয়কর বাদ যাইবে) ডিভিডেণ্ড (ঐ দুই বৎসরের লাভ হইতে) ঘোষণা করিয়াছে। ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই বৎসরের

সাধারণ সভা এখনও না হওয়ায় অর্ডিনারী শেয়ারের উপর এক বৎসরের জন্য কোন ডিভিডেণ্ড মঞ্জুর করা হয় নাই। ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে এবং ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই দুই বৎসরের জন্য প্রেফারেন্স শেয়ারের শতকরা বার্ষিক ৬% হারে কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্সিয়েল ডিভিডেণ্ড কোম্পানী কর্তৃক দেওয়া হইবে।

পূর্ব্বোক্ত তিন বৎসরের ব্যবসায়ের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল :—

	৩০-৬-৪০ তারিখে যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে	৩০-৬-৪১ তারিখে যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে	৩০-৬-৪২ তারিখে যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে
আয়			
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় লব্ধ (কমিশন, ডিস্কাউণ্ট ও এলাউয়েন্স বাদ যাইবে)	৭,৩৭,৭৪৩৵০	৮,৫৯,৬৯৭৷৯	১৩,০৬,০৪৩/৩
ক্লোজিং ষ্টক ...	৩,৭৭,৪৮৯৸/৮	৬,৩৩,৩৫৫৸/০	৬,৬১,৬৭৭/৬
মোট ...	১১,১৫,২৩২৸/৮	১৪,৮৩,০৫৩।৶৯	১৯,৬৭,৭২০৵৯
ব্যয়			
ওপেনিং ষ্টক ...	১,৫৭,৫৭৫৶৬	৩,৭৭,৪৮৯৸/৮	৬,২৩,৩৫৫৸/০
ক্রয়াদি বাবদ ...	৬,০৩,৮২০৷৮	৬,৮২,৬৭২৸/৬	৬,৮৯,২০২।৶৫
পারিশ্রমিকাদি ...	১,১৮,১১৪৲	১,৪৪,২০১৵৬	১,৯৬৬৮৯
মিল এষ্টাব্লিশমেণ্ট ইত্যাদি সহ ফ্যাক্টরীর অন্যান্য খরচাদি...	৮০,৯৮৫।৯	১,১০,৬৭৭৶৬	১,৫০,০১৭৷০
সুদ ও ব্যাঙ্ক চার্জ্জেস্ ...	৫৩,৭১৩৸/২	৬১,০৩৯৸/২	৯১,৪৯৯।৶৪
এষ্টাব্লিশমেণ্ট ...	১১,২১৫৷৵০	১০,৩৭৮৷/৯	১৭,০৫১৲৭
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এলাওয়েন্স ...	১২,০০০৲	১২,০০০৲	১২,০০০৲
অডিটর ও ডিরেক্টরদের ফী ও পারিশ্রমিক ...	১,৯৯২৲	২,২২০৷৵৯	২,৬৭৯৲
বিক্রয়ের উপর ম্যানেজিং এজেণ্টস্-এর কমিশন ...	৭,৪৮৫৷/৩	৯,২০০৲	১৩,২৭৯৲
ভাড়া, টেলিফোন ইলেকট্রিক্ ইত্যাদি সহ অন্যান্য অফিস খরচা ...	১১,৪৭৯৷৬	১৯,৮৫৪৷/১	৪৯,২১৩৶৪
মূল্যাপকর্ষ ...	২৬,৬১৬৷৵২	...	২২,০৮৩৷৩
লাভের উপর ডিরেক্টরদের ও ম্যানেজিং এজেণ্টসের কমিশন ...	৪,১০৪৵০	৬,৪৭২৸/২	১৩,০০৬।৶৩
নীট লাভ ...	২৬,১৩০৷/৮	৪৬,৮৪৫৷৵৮	৮৬,৬৮৩৷১
মোট	১১,১৫,২৩২৸/৮	১৪,৮৩,০৫৩।৶৯	১৯,৬৭,৭২০৵৯

উপরোক্ত হিসাবে আয়কর এবং অন্যান্য বিশেষ খাতে কোন কিছু রাখার পূর্ব্বে কিন্তু নীট লাভের উপর ম্যানেজিং এজেণ্টস ও ডিরেক্টরদিগকে কমিশন বাবত দেয় টাকা রাখার পর লাভ প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও বলা যাইতেছে যে, ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে সেই বৎসরের জন্য মূল্যাপকর্ষ বাবত কোন কিছু ধরিয়া না রাখিয়াই উপরোক্ত হিসাবে লাভ দেখান হইয়াছে, কারণ পূর্ব্ব বৎসর সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষের খাতে অত্যধিক ধরা হইয়াছে (ভ্যালুয়ার্স রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত হিসাবে, ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন, ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন ও ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে সেই তিন বৎসরের আয়ের দরুণ যথাক্রমে ৩,৯৬৬৷৵৪ পাই, ৬২২।৵০ আনা ও ৮,৬৯৭।/৩ পাই আয়ের উপরোক্ত তিন বৎসরের ব্যবসায়ের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকায়, তাহা ধরা হয় নাই।

(স্বাঃ) **এস এন্ দাসগুপ্ত**, রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট।

ভোটাধিকার

সভায় স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ উপস্থিত থাকিলে হাত দেখাইয়া প্রত্যেকে একটী ভোট দিতে পারিবেন। কিন্তু নির্ব্বাচনের ব্যাপারে স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ উপস্থিত থাকিলে, তিনি যতসংখ্যক শেয়ারেরই মালিক হউন না কেন, কেবল একটি মাত্র ভোটই দিতে পারিবেন।

স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ ভোট দেওয়া যাইতে পারিবে।

হস্তান্তর ও ভোটাধিকার সম্পর্কে বিধিনিষেধ

ডিরেক্টরগণ, তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন হস্তান্তরিত শেয়ার রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

কোন শিশু বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে কোন শেয়ার হস্তান্তর করা যাইবে না।

যদি কোন মেম্বারের কোন শেয়ারের বাবত কোম্পানীকে প্রদেয় কোন কলের টাকা বা অন্য কোন প্রাপ্য আদায় না দেওয়া থাকে, তবে তিনি কোন সাধারণ সভায় বা নির্ব্বাচনের ব্যাপারে স্বয়ং বা অন্যের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না বা কোন বিষয়ে ভোট্ দিতে পারিবেন না এবং তাঁহাকে কোরাম হিসাবে গণনা করা হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি হস্তান্তরসূত্রে কোন শেয়ারের অধিকারী হন, তবে তিনি যে সভায় উপস্থিত হইতে বা ভোট দিতে চান, সেই সভার অধিবেশনের তারিখ হইতে অথবা যদি ঐ সভা কোন মুলতুবী সভা হয় তবে উহার অধিবেশনের জন্য প্রথম যে তারিখ ধার্য্য ছিল, সেই তারিখ হইতে অন্ততঃ তিন মাস কাল পূর্ব্বে, তাঁহার শেয়ার রেজিষ্টারী না হইয়া থাকিলে, তিনি ঐ সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না বা ভোট দিতে পারিবেন না, কিন্তু কোন উইলসূত্রে প্রাপ্ত বা উত্তরাধিকারীসূত্রে বা ব্যাঙ্করাপ্টছি বা ইন্‌সল্‌ভেন্সী বা লিকুইডেশনসূত্রে প্রাপ্ত শেয়ারের বেলায় উহা প্রযোজ্য হইবে না।

ডিরেক্টরদের ক্ষমতা সম্পর্কে বিধিনিষেধ

আর্টিকল্‌স্ অব্ এসোসিয়েশনে এইরূপ বিধান আছে :—

সাধারণ সভায় কোম্পানীর অনুমোদন ব্যতীত ডিরেক্টরগণ (ক) কোম্পানীর কোন আণ্ডারটেকিং বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না এবং (খ) কোন ডিরেক্টরের নিকট প্রাপ্য ঋণ হইতে তাঁহাকে রেহাই দিতে পারিবেন না। ডিরেক্টরদের ক্ষমতা আর্টিকল্‌স্ অব্ এসোসিয়েশনের বা ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ এক্টের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রণীত যে কোন রেগুলেশনের (যাহা সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্তৃক প্রণয়ন করা যাইতে পারিবে) নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

শেয়ারের জন্য দরখাস্ত

এই প্রস্পেক্টাসের সহিত সংলগ্ন ফরমে শেয়ারের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে, এই ফরম কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে পাওয়া যাইতে পারে এবং দরখাস্তের সঙ্গে দেয় টাকা সহ দরখাস্তসমূহ ম্যানেজিং এজেণ্টসের নিকট বা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের নিকট পাঠাইতে হইবে। যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার বিতরণ করা হইবে না, সেই ক্ষেত্রে জমা দেওয়া পুরা টাকাই ফেরৎ দেওয়া হইবে, আর যে ক্ষেত্রে দরখাস্তে প্রার্থিত সংখ্যক শেয়ারের চেয়ে কম সংখ্যক শেয়ার দেওয়া হইবে, সেই ক্ষেত্রে জমা দেওয়া টাকার উদ্বৃত্ত টাকা শেয়ার বিলির পর প্রদেয় টাকার খাতে কাটিয়া রাখিয়া যদি উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে।

কমিশন

আর্টিকল্‌স্ অব্ এসোসিয়েশনের বিধানানুযায়ী কমিশনের পরিমাণ শেয়ারের লিখিত মূল্যের (face value) শতকরা ১০৲ টাকার অধিক হইতে পারিবে না। ১৯৪০—৪১, ১৯৪১—৪২ সালে এবং ১৯৪২ সালের জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ে কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করার বা বিক্রয় করণার্থ রাজী হওয়ার বা ঐ সমস্ত বাবত টাকা সংগ্রহ করার বা সংগ্রহ করণার্থ রাজী হওয়ার জন্য ১০,৬৩০৲ টাকা, ১১,১৯৫৲ টাকা ও ১,৭৭৷৷০ টাকা কমিশন হিসাবে বা ডিস্কাউণ্ট হিসাবে কোম্পানী দিয়াছে এবং এই সমস্ত টাকা ম্যানেজিং এজেণ্টসকে দেওয়া হইয়াছে।

দালালী

কোন অনুমোদিত দালালের ফার্ম্মের ষ্ট্যাম্পযুক্ত দরখাস্তের মধ্যে যে পরিমাণ শেয়ার বিলি করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি শেয়ারের লিখিত মূল্যের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে (প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর ২৷৷০ টাকা হারে এবং অর্ডিনারী শেয়ারের উপর দশ আনা হারে) দালালী দেওয়া হইবে বলিয়া ডিরেক্টরগণ স্থির করিয়াছেন।

দলিল

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এণ্ড আর্টিকল্‌স্ অব্ এসোসিয়েশনের কপিসমূহ এবং উপরে বর্ণিত চুক্তিপত্র কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অথবা কোম্পানীর সলিসিটরগণের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

সার্টিফিকেট

বিলির পর তিন মাস মধ্যে এলট্‌মেণ্ট লেটার-এর বিনিময়ে সার্টিফিকেট ডেলিভারী পাওয়া যাইবে।

প্রস্পেক্টাসের কপি এবং অর্ডিনারী শেয়ারসমূহের দরুণ দরখাস্তের ফরম কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অথবা কোম্পানীর ব্রোকার বা ব্যাঙ্কারদের নিকট পাওয়া যাইতে পারে।

স্বাঃ **এন সি চন্দ্র**
ডব্লিউ সি দে বিশ্বাস
এস আর রায় চৌধুরী
এইচ দত্ত
ডি দত্ত

তারিখ—১৯শে নবেম্বর, ১৯৪২

মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড

দরখাস্তের ফরম

তারিখ.....১৯৪২

মাননীয় ডিরেক্টর মহোদয়গণ,

মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড

ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদের কোম্পানীতে প্রত্যেকটি ২৫৲ টাকার করিয়া..... অর্ডিনারী শেয়ারের দরুণ প্রতি শেয়ার বাবদ ১৬৲ টাকা করিয়া আবশ্যক দরখাস্তের টাকাস্বরূপ.....টাকা এতৎসঙ্গে নগদে/চেকে আমি/আমরা প্রেরণ করিলাম। ১৯৪২ সালের ১৯শে নবেম্বর তারিখের কোম্পানীর প্রস্পেক্টাসের সর্ত্তানুযায়ী আমি/আমরা আমাকে/আমাদিগকে এই শেয়ারগুলি দেওয়ার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং উক্ত সংখ্যক শেয়ার বা তদপেক্ষা কম সংখ্যক শেয়ার আমাকে/আমাদিগকে দেওয়া হইলে আমি/আমরা উহা গ্রহণে রাজী আছি এবং উপরোক্ত শেয়ারগুলির হোল্ডার/হোল্ডারসরূপে আমার/আমাদের নাম/নামগুলি রেজিষ্টারীভুক্ত করিতে আমি/আমরা আপনাদিগকে ক্ষমতা দিতেছি এবং বিলির পর পাওনা টাকার প্লাতে অধিক টাকা আদায় দেওয়া হইলে তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

আমি/আমরা এতদ্দ্বারা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, বিলির পর প্রত্যেকটি অর্ডিনারী শেয়ারের দরুণ আমরা আরও ১২৷৷০ টাকা করিয়া আদায় দিব।

আপনাদের কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এণ্ড আর্টিকল্‌স্ অব্ এসোসিয়েশনের সর্ত্তাদি মানিতে আমি/আমরা রাজী আছি বলিয়া আরও অঙ্গীকার করিতেছি।

আবেদনের সঙ্গে জমার টাকার রসিদ

তারিখ.....১৯৪২

নং.....

উপরোক্ত কোম্পানীর প্রত্যেকটি ২৫৲ টাকা করিয়া.....অর্ডিনারী শেয়ারের দরুণ প্রতি শেয়ার বাবদ ১৬৲ টাকা হিসাবে আবেদনের টাকাস্বরূপ ... ...টাকা

নিকট হইতে ১৯৪২ সালের মাসের তারিখ পাইলাম।

... ... টাকা

তারিখ ১৯৪২

দ্রষ্টব্য :—টাকা সহ এই ফরমের সম্পূর্ণাংশ সরাসরী কোম্পানীর নিকট অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

এই রসিদের বিনিময়ে যথাসময়ে শেয়ার সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে। তজ্জন্য রসিদগুলি সযত্নে রাখা উচিত।

কলিকাতায় তাম্রমুদ্রার অভাব

গত ২৫শে নবেম্বর কলিকাতা করপোরেশনের অধিবেশনে তাম্রমুদ্রা, যথা পাই, আধপয়সা ও পয়সার অভাবে জনসাধারণের প্রভূত অসুবিধা এবং করপোরেশন আয়ের ক্ষতির প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে ভারত সরকারকে অবিলম্বে স্বল্প মূল্যের মুদ্রাসমূহ সরবরাহের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত অনুরোধ জানান হয়। কারেন্সী হইতে অধিক সংখ্যায় অর্দ্ধ আনা ও পয়সা পাইতে চেষ্টা করার জন্য এবং তদ্দ্বারা বাজারসমূহে টাকা ভাঙ্গানি দিবার ব্যবস্থা করার নিমিত্তও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে প্রতিমাসে শ্রমিকদিগকে মজুরী দিবার সময় যাহাতে প্রত্যেককে এক টাকার অর্দ্ধআনা মুদ্রা ও এক টাকার খুচরা পয়সা দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে তিনি ব্যবস্থ করিবেন।

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভারত সরকার শীঘ্রই খাদ্য শস্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সরকার অনুমোদিত এজেন্টদের মারফতে দেশের খাদ্যশস্য ক্রয় করিবেন। এই ভাবে গম ক্রয় করিবার কার্য্য ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান মাসের শেষভাগেই এইরূপ গম খরিদ করার কার্য্য শেষ হইবে। বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে তাহা ঐ সকল প্রাদেশিক সরকার স্থির করিয়া ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত সরকারকে জানাইবেন। এই তারিখের মধ্যেই ভারত সরকার কি ভাবে খাদ্য শস্য বণ্টন করিবেন, তাহার পরিকল্পনা ঠিক হইয়া যাইবে।

বিভিন্ন দেশে তূলার চাষ

১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ১৮ হাজার বেল তূলা (৪শত পাউণ্ডে এক বেল) উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে; ১৯৪১ সালে এইরূপ তূলা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ ৬১ হাজার বেল। ১৯৪১-৪২ সালে ইজ-মিশর সুদানে ৩ লক্ষ ২০ হাজার বেল (৪ শত পাউণ্ডে এক বেল) এবং উগাণ্ডায় ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল (৪ শত পাউণ্ডে এক বেল) তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মিশরে ১৯৪২-৪৩ সালে ৭ লক্ষ ৩ হাজার একর জমিতে তূলার চাষ এবং ৮ লক্ষ ৬১ হাজার বেল তূলা (৪ শত পাউণ্ডে এক বেল) উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এইরূপ তূলা চাষের জমি ও তূলা উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৫৭ ভাগ এবং ৫০ ভাগ কম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল কমিটি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল কমিটীর ১৯৪১ সালের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত কমিটী ৩ হাজার ১১৪ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। যে সকল ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে অনতিবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬৪·৭৬ ভাগ। ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫৪·৭ ভাগ এবং ৪৯·৩ ভাগ। আলোচ্য বৎসরে কলেজে অধ্যয়নরত যে ৩৩৩টী ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৩৩·৩ জন চক্ষুরোগে এবং পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে বিবিধ ব্যাধিতে ভুগিতেছে। যে ২ হাজার ২৮০ জন স্কুলের ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা চক্ষুরোগে এবং পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে বিবিধ ব্যাধিতে ভুগিতেছে তাহাদের সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে শতকরা ২৬·৭ এবং ৩৪·৭ ভাগ। ১৯৪১ সালে ৫০১ জন ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের স্বাস্থ্যও ছাত্রদের মতই খারাপ।

বিহার সরকারের বাজেট

বিহার সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের ব্যয়ের যে অতিরিক্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরের প্রারম্ভে ১০ লক্ষ ২৫ টাকা উক্ত সরকারের হাতে ছিল। যে সকল নূতন কার্য্যপরিচালনা করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিবৎসর ২০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং এককালীন ৬১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এককালীন যে ৬১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বিভিন্ন কার্য্যের জন্য খরচ করা হইবে, তাহার মধ্যে ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ব্যয় হইবে। এই টাকা কেন্দ্রীয় রাস্তা নির্ম্মাণ তহবিল হইতে নেওয়া হইবে। ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা বেসামরিক অধিবাসীদের আত্মরক্ষামূলক বিবিধ ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হইবে। ইহার মধ্যে ভারত সরকার ১৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা দিবে।

কানাডার বনজ সম্পদ

কানাডা হইতে ১৯৪১-৪২ সালে ৪০ কোটী ৯০ লক্ষ ডলারের কাঠের জিনিষপত্রাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ইহার পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব দুই বৎসরের রপ্তানী দ্রব্যাদির তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে কানাডায় আভ্যন্তরীণ গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য ৭৪ কোটী ২০ লক্ষ ডলারের কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছে।

শণের শ্রেণীবিভাগ

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে শণ বিদেশে চালান করিতে হইলে তাহার গুণানুসারে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে। এইজন্য ভারত সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগের পরামর্শদাতার একটি পরিকল্পনানুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

কলিকাতায় কেন্দ্রীয় গম প্রতিষ্ঠান

কলিকাতার মারোয়াড়ী এসোসিয়েশনের এক তারের উত্তরে ভারত সরকারের গম কমিশনার জানাইয়াছেন যে, একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মারফৎ যতশীঘ্র সম্ভব গম ক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। এই ব্যবস্থানুযায়ী যে গম ক্রয় করা হইবে, তাহা হইতে কলিকাতার অধিবাসীদের প্রয়োজনের জন্য গম সরবরাহ করা হইবে।

হায়দরাবাদে সুরাসার প্রস্তুতের ব্যবস্থা

হায়দরাবাদ রাজ্যের নিজামাবাদ জেলার অন্তর্গত বোধানে নিজাম রাজ-সরকারের একটী সুরাসার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কারখানাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। গত বৎসর এই কারখানায় ৩ লক্ষ গ্যালন সুরাসার উৎপাদিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই কারখানায় দৈনিক গড়পড়তায় ৩ হাজার গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত হইতেছে। বৎসরে ৮ লক্ষ ইম্পিরিয়াল গ্যালন (৫ সেরে এক ইম্পিরিয়াল গ্যালন) সুরাসার প্রস্তুত করিবার উৎপাদিকা শক্তি এই কারখানায় আছে।

মাদ্রাজ সহরে জনরক্ষার ব্যবস্থা

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত ১ হাজার ৫০৮ জন সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ওয়ার্ডেন ছিল। মোট বেতনভুক ওয়ার্ডেনের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ১৭৪ জন। ইহা ছাড়া ১৩৪ জন স্বেচ্ছাসেবকভাবে ওয়ার্ডেন হইবার শিক্ষাগ্রহণ করিতেছিল। ১৫৯ জন স্বেচ্ছাসেবক ও ১ হাজার ১৪ জন বেতনভুক্ বার্ত্তাবহ তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সহরে যে প্রাথমিক সেবাশুশ্রূষার জন্য ২৮টী কেন্দ্র আছে ৭৯ জন চিকিৎসক, ১৩৬ জন শুশ্রূষা-কারিণী এবং ২১৩ জন প্রাথমিক শুশ্রূষাকারী নিযুক্ত হইয়াছে।

তারা সংখ্যায়
অমরা যে সংখ্যাতীত

আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে কখনো এত অল্প লোকের দ্বারা এতো বেশী লোকের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয় নি। কিন্তু গুণ্ডাদের উৎপাতের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনোভাব দৃঢ় হ'লেই এই উৎপাতের অবসান হ'তে পারে, যেমন ভাবে আমেরিকায় দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের অত্যাচার বন্ধ হয়েছিল।

সংযোগের সূত্র নষ্ট হ'লে

আপনি আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারেন। সহরবাসিদের খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধির দরুণ কষ্ট পেতে হ'বে। গ্রামবাসিরা উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য বাজারে আনতে পারবে না। ফলে এই পূজার আগে তাদের নিষ্পদক থাকতে হ'বে।

এই হিংসাকাণ্ডের ফলে

আপনার নির্দ্দোষ প্রিয়জন আহত হ'তে পারেন। আপনার পেনসন সঞ্চিত অর্থ, আয় জমির মালিকানা-সংক্রান্ত দলিলপত্র নষ্ট হ'তে পারে। আমাদের স্কুল কলেজ গুণ্ডারা হানা দিয়াছে। এমনকি বে-সরকারী চিকিৎসকও তাদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন।

গুণ্ডা-রাজত্ব না গভর্ণমেণ্ট?

সোজা প্রশ্ন। কোনটা চান? গুণ্ডাদের দমন না করা পর্য্যন্ত আমাদের নেতাদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পিত হ'তে পারে না। তাই সুখ্যত এটা আমাদেরই কাজ। একা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই উৎপাত দূর করা সময় সাপেক্ষ। তা ছাড়া, এইসব লুণ্ঠন, হত্যা আর ধ্বংসের ফলে আমাদেরই ক্ষতি হ'চ্ছে বেশি; গভর্ণমেণ্টের কম।

গুণ্ডাদের নিপাত হোক

প্রত্যেক জায়গায় কমিটি করুন। উহল দেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন করুন। এই উদ্দেশ্যে গ্রামবাসিদের সংঘবদ্ধ করার জন্য সহর থেকে দল পাঠান।

CPU - 59/8

ভারত সরকার ও কুইনাইন

বোম্বাই মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ জে কে দাদা চাঁদজীকে ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকার তাহাদের মজুত কুইনাইন চিকিৎসক ও জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিবার জন্য খালাস করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সহর অঞ্চলে প্রতি পাউণ্ড কুইনাইন ৩ শত টাকা দরে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক সময়ে ইহার দর হয় পাউণ্ড প্রতি ৫৫৲ টাকা। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি পাউণ্ড কুইনাইনের মূল্য ছিল ১৮৲ টাকা।

যুদ্ধবীমার দাবী ক্ষতিপূরণ কমিটী

যুদ্ধ বীমা সংক্রান্ত দাবীসমূহের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকার আসাম হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত অঞ্চলের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া দাবী পূরণ কমিটী গঠন করিয়াছেন :—মিঃ সি ডব্লু হ্যারল, মিঃ এ আর হোলট, মিঃ ডব্লু ই প্রাইস, মিঃ এইচ বি স্কট, মিঃ এইচ এফ টাকার্ড, মিঃ জি বি সু, মিঃ আর বি ল্যাকডেন, মিঃ এম এ ইস্পাহানী, মিঃ আর ডি মাধব এবং কলিকাতার যুদ্ধবীমার বিশেষ কর্ম্মচারী।

ভারতে রবারের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

ভারত সরকার ভারতে রবারের চাষ বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করিতে এবং উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত একটী রবার উৎপাদন বোর্ড নিয়োগ করিয়াছেন। রবার চাষের কেন্দ্রস্থল কোট্টায়ামে উক্ত বোর্ডের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে। মালয়, ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশ জাপানের হস্তগত হওয়ায় ভারতে রবারের উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন রবারের শতকরা মাত্র এক ভাগ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমানে মিত্রশক্তিবর্গের এলাকায় যে পরিমাণ রবার উৎপন্ন হইতেছে তাহার শতকরা ৯ ভাগ ভারতবর্ষ যোগান দিতেছে। আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কোন অনুমোদিত রবারচাষী বা ব্যবসায়ী রবার উৎপাদন বিভাগের কণ্ট্রোলার ব্যতীত অপর কাহারও নিকট রবার বিক্রয় করিতে পারিবে না। ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ এতদ্দেশজাত সকল রবার কিনিতে রাজী হইয়াছেন। ভারতে বর্ত্তমানে বার্ষিক ১৬ হাজার ৫ শত টন রবার উৎপন্ন হইতেছে। রবারের উৎপাদন এই বৎসর ৫ শত টন ও আগামী বৎসর ১ হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে। প্রায় ১৭ হাজার একর জমিতে রবার চাষের জন্য নূতন করিয়া অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আগামী বৎসর ৫০ হাজার একর জমিতে রবারের চাষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতা করপোরেশনের কয়লার অভাব

গত ২৫শে নবেম্বর কলিকাতা করপোরেশনের এক সভায় মিঃ এস এম ইয়াকুব (অস্থায়ী প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা) জানান যে, করপোরেশনের অধীন বিভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশনে মজুত কয়লা দ্রুত ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। তাঁহার মত ইহাই যে, প্রধানতঃ মালগাড়ীর অভাব ও অন্যান্য কতকগুলি কারণে প্রয়োজনানুরূপ কয়লা পাওয়া যাইতেছে না। তিনি ইহাও জানান যে, পাম্পিং ষ্টেশনসমূহে কয়লা মজুত না করিলে অকস্মাৎ কোন দিন কলিকাতা মহানগরীর জল সরবরাহ ও ড্রেনের ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। তিনি ইহাও বলেন যে, গত জানুয়ারী মাসে করপোরেশনের বিভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশনে কয়লা মজুত রাখার নিমিত্ত প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে ৭০ হাজার টাকার কয়লা ক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশনে কয়লা মজুত করার জন্য পুনরায় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে ৫০ হাজার টাকার কয়লা ক্রয় করার ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন বলিয়া মিঃ ইয়াকুব অভিমত জ্ঞাপন করেন।

বাঙ্গলা সরকারের দুর্ভিক্ষ বীমা

গত ২৩শে নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ জে বি রসের এক প্রশ্নের উত্তরদান কালে বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব-সচিব মাননীয় মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জি বলেন যে, দুর্ভিক্ষ নিবারণ বীমা তহবিলে ১৫ লক্ষেরও অধিক টাকা জমা রহিয়াছে। মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণার বন্যার্ত্তদের সাহায্যের নিমিত্ত সমস্ত অর্থ বাজেট বরাদ্দের ব্যয় হইতেই নির্ব্বাহ হইতেছে।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ
  (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
(১৯৪০) লিমিটেড
কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শোরুম :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

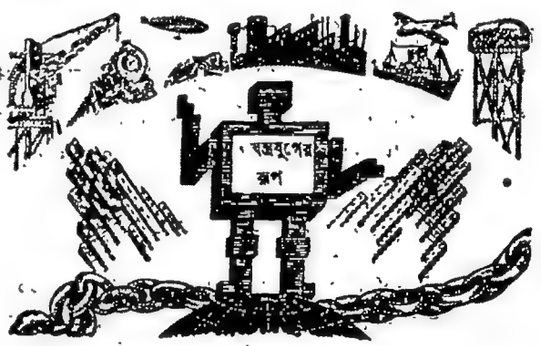

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস লিমিটেড
কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাচ্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস্
- মেকানিক্যাল ইনসার-শন সিটিংস্
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেন্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি: ৫৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইন্ডিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

দ্বিতীয় ভেলুয়েশন রিপোর্ট

সম্প্রতি কুমিল্লার ইন্ডিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত সময়ের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সুপরিচিত এ্যাকচুয়ারী মিঃ এইচ কে সেন এই রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। নানাদিক দিয়া খুব কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করিয়াও এই তরুণ বীমা কোম্পানীটির সমূহ উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। এই ভেলুয়েশনে 'ও এম' মৃত্যুতালিকা অনুসারে পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যুর হার বরাদ্দ করা হইয়াছে। যদিও কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকদের ভিতর যে মৃত্যুহার লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহা আসলে উপরোক্ত বরাদ্দের মাত্র শতকরা ৪১·৮৬ ভাগ। এই ভেলুয়েশনে বীমা তহবিলের উপর কোম্পানীর প্রাপ্তব্য সুদের হার ধরা হইয়াছে শতকরা মাত্র ৩৷৷০ টাকা। গত কয় বৎসরে কোম্পানী উহাদের নিয়োজিত তহবিলের উপর শতকরা ৫·৭৮ ভাগ সুদ পাইয়াছে। যদিও নানা কারণে বীমা কোম্পানীসমূহের আদায়ী সুদের হার বর্ত্তমানে কমিয়া আসিতেছে, তথাপি শতকরা ৫·৭৮ ভাগের স্থলে শতকরা ৩৷৷০ ভাগ হারে সুদের হার বরাদ্দ করাকে যথেষ্ট কড়াকড়ি ভিত্তিই বলিতে হইবে। বর্ত্তমান ভেলুয়েসনে কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনা বাবদ যে ব্যয় ধরা হইয়াছে তাহাতেও এমনি ধরণের সতর্ক কার্য্যনীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। গত তিন বৎসরে কোম্পানী পুরাতন পলিসি বাবদ আদায়ী প্রিমিয়ামের (Renewal premium) মধ্যে শতকরা ১৬·০৪ ভাগ প্রিমিয়াম কার্য্য-পরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ভেলুয়েসন রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে গিয়া এ্যাকচুয়ারী মহোদয় রিনুয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ২৪·০৫ ভাগ হারে এইরূপ খরচের বরাদ্দ করিয়াছেন। এইরূপভাবে ভেলুয়েসন হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য ভেলুয়েসনে কোম্পানীর মোট ৩৮ হাজার ৯৬১ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। এত কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করাইয়াও 'ইন্ডিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া'র মত একটি নূতন কোম্পানীর পক্ষে এত বেশী পরিমাণ উদ্বৃত্ত দখাইতে সমর্থ হওয়া আমরা খুব প্রশংসানীয় বলিয়াই মনে করি।

ভেলুয়েসনের ফল দৃষ্টে এ্যাকচুয়ারী মহাশয় মোট ৩৮ হাজার ৯৬১ টাকা উদ্বৃত্তের মধ্যে ২৩ হাজার ৪১৯ টাকা পলিসিগ্রাহকদের ভিতর বোনাস হিসাবে বিতরণ করিবার, ১৩ হাজার টাকা অংশিদারদের ভিতর লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করিবার এবং ২ হাজার ৫৪২ টাকা ভবিষ্যতের হিসাবে জের টানিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালকগণ এ্যাকচুয়ারীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ২৩ হাজার ৪১৯ টাকা নিয়োগ করিয়া পলিসিগ্রাহকদিগকে মেয়াদী বীমার উপর হাজার করা ১৩ টাকা ও আজীবন বীমার উপর হাজার করা ১৬ টাকা হারে বোনাস দেওয়া স্থির করিয়াছেন। তবে অংশিদারদের সম্পর্কে প্রদেয় অংশের পরিমাণ কমাইয়া মোটমাট ৮ হাজার ৫০০ টাকা নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে শেয়ারের উপর বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বাকী ৭ হাজার ৪২ টাকা ভবিষ্যতের হিসাবে জের টানা হইবে। নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়ার পর যে সব বীমা কোম্পানী নূতন ভেলুয়েসন করাইয়াছে, ভেলুয়েসনের ফল দৃষ্টে তাহাদের প্রায় সবকেই পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত হারের তুলনায় বোনাসের হার কমাইতে হইয়াছে। কিন্তু ইন্ডিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া পূর্ব্বে যে হারে বোনাস ঘোষণা করিয়াছিল, নূতন ভেলুয়েসনের পরও আজ সেই হার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বিভিন্ন দিক দিয়া কোম্পানীটির এই সাফল্য ভারতে বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। ইন্ডিওরেন্স অব ইণ্ডিয়ার উন্নতির মূলে উহার চেয়ারম্যান মিঃ এন সি দত্তের কর্ম্মকুশলতাই বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। আমরা সেইজন্য মিঃ দত্তকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

মহালক্ষ্মী কটন মিলস্

পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যাঁহারা কাপড়ের কলে টাকা খাটাইয়াছিলেন, ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির ফলে তাঁহারা বর্ত্তমানে বিশেষভাবেই লাভবান হইতেছেন। মিলসমূহের ক্রমোন্নতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় শেয়ার বাজারে (ষ্টক এক্সচেঞ্জ)। কলিকাতার শেয়ার বাজারে অধিকাংশ মিলের শেয়ারের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বেকার মূল্যের তুলনায় অন্যূন তিন গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিউ ভিক্টোরিয়া মিলের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে যে ক্ষেত্রে উক্ত মিলের প্রতি শেয়ারের দর ছিল মাত্র ৷৷৵০ আনা, সে ক্ষেত্রে ১৯৪২ সালের নবেম্বর মাসে অর্থাৎ বর্ত্তমানে উহার প্রতি শেয়ার ৯৲ টাকা দরে ক্রমবিক্রয় হইতেছে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দ্রুত ক্রমোন্নতি ও মিলসমূহের আয় বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিলে শেয়ারের এরূপ অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় মিলের দুই বৎসরের লাভের নিম্নলিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে উন্নতির অবস্থা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

কোহিনুর—১৯৩৮ সালে ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; ১৯৪১ সালে ৪৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ম্যুর মিলস্—১৯৩৮ সালে ৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকা; ১৯৪১ সালে ৩৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। মাদুরা—১৯৩৮ সালে ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা; ১৯৪১ সালে ৩০ লক্ষ ২ হাজার টাকা।

বস্ত্রশিল্পের এই দ্রুত উন্নতির সুবর্ণ সুযোগে মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড দেশবাসীর সম্মুখে বিক্রয়ার্থ শেয়ার উপস্থিত করিতেছেন। 'আর্থিক জগতের' বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত প্রস্পেক্টাসে এই বিষয়ে সকল খুঁটিনাটি বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। পূর্ব্বেকার আদায়ীকৃত সাধারণ শেয়ারের ভিতর যে সব শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, তাহা পুনরায় ২৮৷৷০ আনা হিসাবে ইস্যু করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে প্রস্পেক্টাস্ হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করা হইল :—

"এখানে উল্লেখ থাকে যে, শেয়ারের মালিকগণকে কোন নূতন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করার পর যেমন ঐ কোম্পানীর জমি কেনা, ঘর তোলা এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং উহা উপযুক্ত স্থানে স্থাপন ইত্যাদিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, সেইরূপ অনেকদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। এখানে একটি চালু প্রতিষ্ঠান এবং যাহা ইতিমধ্যেই উপার্জ্জনক্ষম অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে তাহার শেয়ারে টাকা খাটানোর যে বিশেষ সুবিধা

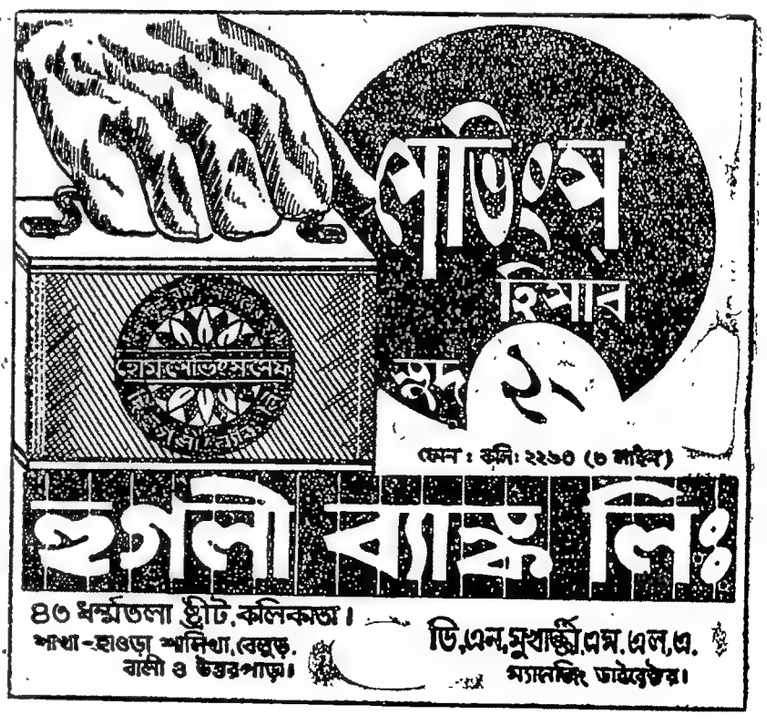

আছে, তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চালু লাভ ছাড়াও ব্যাঙ্কে আমানতি টাকার উপর যে সুদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাই পুরাতন এবং নতুন মূলধনের উপর শতকরা ৬৲ টাকা হিসাব দিতে সক্ষম।"

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২২শে রবিবার প্রাতঃকালে ২নং রসা রোডস্থ ভবনে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ভবানীপুর শাখার উদ্বোধন উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলার রাজস্ব সচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারিবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিমলাপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমবেত অতিথিগণ ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গীত হইবার পর অনুষ্ঠানের কার্য্য আরম্ভ হয়। ব্যাঙ্কের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অপরিহার্য্য ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করেন।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ, জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রজনী দত্ত ও ভবানীপুর শাখার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত লোভজিৎ মুখোপাধ্যায় সমাগত অতিথিগণের সন্তোষবিধান ও সম্বর্দ্ধনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এই দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ডেভেলপমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৫।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমি ক্রয়বিক্রয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন (বেঙ্গল) লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—বিল্ডার্স, কণ্ট্রাক্টার্স, ইঞ্জিনীয়ার্স।

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি (ক্লথ মার্চ্চেণ্টস্) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ চিত্তরঞ্জন মোদক। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১৮, হারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৭৫ হাজার টাকা। ব্যবসা—মোজা, গেঞ্জি, সিট, জামা কাপড় ও বিভিন্ন ধরণের বস্ত্রের কাজকারবার।

করলীভ্যালী এগ্রিকাল্‌চারেল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফার্ম্ম লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সেন মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, রাণী রাসমণি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—সর্ব্বপ্রকার শস্যের চাষাবাদ।

ইউনাইটেড ডিষ্ট্রীবিউটর্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মুরলীধর সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩ ও ৪ নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—এজেন্সী।

ভিক্টরি ওয়ার্কার্স লিঃ—সেক্রেটারী মিঃ গিয়াসুদ্দীন আমেদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, সৈয়দ আমীর আলী এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৭ হাজার টাকা। ব্যবসা—ইঞ্জিনীয়ার্স কণ্ট্রাক্টার্স ইত্যাদি।

বিদ্যাধরী স্পিল মৎস্যজীবী সমিতি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, দাতারবাদ ভিল, দমদম পোঃ, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন ২৭ হাজার টাকা।

কণ্টিনেণ্টাল মেশিনারী কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কলকারখানার যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ ও উহাদের কাজকারবার।

প্রবর্ত্তক কমার্শিয়াল কর্পোরেশন লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস্—প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিঃ। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—আমদানী ও রপ্তানীর কাজকারবার।

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ কর্পোরেশন লিঃ—এক্স-অফিসিও ডিরেক্টর মিঃ গোপালচন্দ্র সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—হবিগঞ্জ, ত্রিপুরা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ঘাস, কাঠ, ইত্যাদির কাজকারবার।

ইণ্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বাণীশঙ্কর সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস,—২, বারেটো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি
সকল অবস্থাতেই
আপনাদের
সেবা করিতে
প্রস্তুত।

হেড্ অফিস :—
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শাখা সমূহ :—
ঢাকা ও কালিম্পঙ্।

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্‌চারীং কোম্পানী লিমিটেড্
১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।
"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।
কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৫
হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর
জলপাইগুরী ও পুরী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
কার্য্যপ্রসার হেতু হেড অফিস নিরাপদ এবং বৃহৎ প্রকোষ্ঠে একতলায় স্থানান্তরিত করা হইতেছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—
ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৬শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। টাকার তেমনি প্রচুর স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়। টাকা ধার দিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব কিন্তু ঋণ লইবার কেহ নাই বলিলেই চলে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, টাকার বাজারের এই একটানা নিষ্ক্রিয়তার ভাব শীঘ্র কাটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বীজ ক্রয়ের জন্য কিছু পরিমাণ টাকার চাহিদা লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ চাহিদা এতই কম যে উল্লেখ না করিলেও চলে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ ।০আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

কলিকাতার বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কিছুটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। জাহাজ চলাচলের অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় উন্নতিলাভ করিয়া থাকিলেও অন্ততঃ বিনিময় বাজারে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাজারে যৎসামান্য ডলার বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে।

গত ২৪শে নবেম্বর তিনমাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৫ কোটী ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৪৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১০ কোটী টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৸৵৪ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ১লা ডিসেম্বর বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত ও ৩০শে নবেম্বর তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটী টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীদৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৩ই নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ৫৩৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ধার দেওয়া হয় ২১ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন টাকা ধার দেওয়া হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। আলোচ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩৳ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৩৳ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৫/৳ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নূতন কোনরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। সাধারণতঃ শেয়ার বাজার তেজী এবং কাজকারবারের পরিমাণও বেশী ছিল। সপ্তাহের শেষভাগে শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় কতকটা শৈথিল্যের লক্ষণ দেখা যায়। বাজারের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪৲ টাকায় বলবৎ রহিয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৸৵ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ১০২৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৵০ আনা, ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৸৵০ আনা, ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫৫ সালে পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯৭॥৵০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের আসাম ঋণপত্র ৯৬৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং-ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—**বড়বাজার, শ্যামবাজার** (কলিকাতা) ও **নারায়ণগঞ্জ**

ঢাকা ব্রাঞ্চ ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর খোলা হইবে

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের বাজারে বিশেষ কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। বাসন্তী ৮৸৹ আনা, কাণপুর টেক্সটাইলস ১৫৹ আনা, ডানবার ২৮৷৵ টাকা, কেশোরাম ১৩৸৹ আনা এবং এলগিন মিলস ৪৫৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার ক্রয়ের জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ কেহই দেখায় নাই। কয়লার খনির শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। এমালগেমেটেড ৩০৵০ আনা, বেঙ্গল ৩৯০৲ টাকা, বরাকর ১৪৵০ আনা, ইকুইটেবল ৩৩৸৵০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৭৲ টাকা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৷৵০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দরে ঊর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। আদমজী ২৭৷৵০ আনা, আগরপাড়া ৪৩৸০ আনা, বালি ২৭১৲ টাকা, হাওড়া ৫৭৸৵০ আনা, ন্যাশনাল ২৫৲ টাকা, নদীয়া ৭৩৷০ আনা, নেলিমার্লা ১৪৷০ আনা, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৭০৲ টাকা, চাঁপদানী ১৯৪৲ টাকা, ইণ্ডিয়া ৪৫৪৲ টাকা, গৌরীপুর ৭২৫৲ টাকা ও কিনিসন ৩৫৫৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

সপ্তাহের প্রথমভাগে এই বিভাগে বিভিন্ন শেয়ারের দরে তেজীর লক্ষণ দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩২৸০ আনা এবং ২২৷৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। পরে ইহাদের দর যথাক্রমে ৩২৷০ আনা এবং ২২৷০ আনায় নামিয়া আসে।

চিনির কল

এই বিভাগে বুলাণ্ড ৪৩৷০ আনা, বলরামপুর ১২৸৵০আনা, কাণপুর ২৯৸০ আনা, প্রতাবপুর ১৪৷৵০ আনা, সমস্তীপুর ১৩৸৵০ আনা এবং নিউসাভান ১৪৵০ আনায় বিকিকিনি হয়।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের বিশেষ চাহিদা ছিল এবং ইহার কাজকারবার হইয়াছিল প্রচুর। বীরপাড়া ৩২৭৲ টাকা, বিশ্বনাথ ৩০৷০ আনা, দেশাই পার্ব্বতিয়া ২৭৯৲ টাকা, হাসিমারা ৫০৸০ আনা, হাতীকুরী ২৫৷৵০ আনা, কিলকট ৬০৷০ আনা, তেলিয়াপাড়া ৪৬৫৲ টাকা এবং তেজপুর ১০৵০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩৷৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২৷৵০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৵০ আনা, এলুমিনিয়াম করপোরেশন ১৪৸৵০ আনা, বৃটানিয়া বিস্কুট ১২৷০ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৬৲ টাকা, পাবলিসিটী সোসাইটী ১০৷৵০ আনা ও নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ৬৭৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২৫শে নভেম্বর—৯৯৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৯শে নবেঃ—১০২৷৵০ ; ২৩শে—১০২৷০ ; ২৪শে—১০২৷৵০ ১০৩৲। ৩৲ সুদের দেশরক্ষা ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২০শে নবেঃ—১০০৷০ ; ২৪শে—১০০৷৵০ ১০০৷৵০ ; ২৫শে—১০০৷০ ১০০৷৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২০শে নবেঃ—৮০৷৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৯শে নবেঃ—৯৫৷৵০ ৯৫৷৵০ ; ২০শে—৯৫৷৵০ ৯৫৸০ ; ২৩শে—৯৫৷৵০ ৯৫৷৵০ ; ২৪শে—৯৫৷০ ৯৫৸০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২০শে নবেঃ—১০০৲ ; ২৪শে—৯৯৸৵০। ৩৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৫২) ২৫শে নবেঃ—৯৯৲। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯শে নবেঃ—৯৪৲ ৯৪৷০ ; ২০শে—৯৪৲ ৯৪৷০ ; ২৩শে—৯৩৸৵০ ৯৪৵০ ; ২৪শে—৯৪৲ ৯৪৵০ ; ২৫শে—৯৪৲ ৯৪৵০। ৩৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৯শে নবেঃ—১০৩৷৵০ ; ২৩শে—১০৩৷৵০ ১০৩৷৵০। ৩৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৪-৫৯) ২৫শে নবেঃ—১০৩৸০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৫শে নবেঃ—১০২৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ ; সুদ শতকরা ৩৷০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড্ কলিকাতা।
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
—শাখাসমূহ—
ঢাকা, মালদহ, শিলং রাঁচী, রাণাঘাট,বালী, দেওঘর, রোহনপুর, নাটোর, ঝালদহ, টিটাগড়, রাইগঞ্জ, মালুচী ওনিমাসরাই।
CALCUTTA EXCHANGE BANK LIMITED
ফোন :—
কলি : ১৮১৮
টেলিগ্রাম—সেফ্‌বণ্ড

১৯শে নবেঃ—১১০৲ ২৪শে—১১০৵০ ; ২৫শে—১১০৵০ ১১০।৵০। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১৯শে নবেঃ—১১৩৸৵০ ; ২৩শে—১১৩॥৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে নবেঃ—১০৯৲ ; ২৩শে—১০৮৸৵০ ১০৯৵০ ; ২৪শে—১০৮৸০ ১০৯৵০ ; ২৫শে—১০৯৲ ১০৯৵০। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ২০শে নবেঃ—১০৪।০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১৯শে নবেঃ—২৯॥৵০ ৩০।০ ; ২৩শে—৩০৵০ ; ২৪শে—২৯৸৵০ ৩০।০ ; ২৫শে—৩০৲ ৩০৵০। বনসরা ২৩শে নবেঃ—৪॥৵০ ; ২৪শে—৪॥৵০ ৪৸০ ; ২৫শে—৪৸০। বেঙ্গল ১৯শে নবেঃ—৩৯৩৲ ; ২০শে—৩৮৭৲ ৩৮৯৲ ; ২৩শে—৩৮৯৲ ৩৯২॥০ ; ২৪শে—৩৯২৲ ; ২৫শে—৩৯১৲ ৩৯৩৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৯শে নবেঃ—১৮।০ ; ২০শে—১৮॥০ ; ২৪শে—১৮।০ ১৮॥৵০। বরাকর ২০শে নবেঃ—১৪৲ ১৪৵০ ; ২৪শে—১৩৸৵০ ১৪।০ ; ২৫শে—১৪৲ ১৪৵০। ধেমো মেইন ২৩শে নবেঃ—১৩।৵০ ১৩।৶০ ; ২৪শে—১৩।৶০ ১৩॥০ ; ২৫শে—১৩॥৵০। ইকুইটেবল ১৯শে নবেঃ—৩৩৸০ ; ২০শে—৩৩৶০ ; ২৩শে—৩৩৸০ ৩৩৸৵০ ; ২৫শে—৩৩৸৵০। ঘুষিক এণ্ড ঘুল্লিয়া ২৩শে নবেঃ—৫৸০ ; ২৪শে—৫৸০ ; ২৫শে—

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৩
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

৫৮০। নিউবীরভূম ২০শে নবেঃ—১৬।০ ১৬৸০ ; ২৫শে—১৭৲ ১৭।০। রাণীগঞ্জ ২০শে নবেঃ—২৭৲ ; ২৩শে—২৭৲ ; ২৫শে—২৭/০ ২৭।০। সামলা ১৯শে নবেঃ—২৷৶০ ২৸০ ; ২০শে—২৸/০ ২৸৶০ ; ২৩শে—২৸৶০ ৩/০ ; ২৪শে—৩৲ ৩৶০ ; ২৫শে—৩/০ ৩৶০। তালচেড় ১৯শে নবেঃ—২৷৶০ ২৸০ ; ২০শে—২৷৶০ ; ২৩শে—২৸৶০ ; ২৪শে—২৸৶০ ; ২৫শে—২৸/০ ২৸৶০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৪শে নবেঃ—৩০।৶০ ৩০৷৶০ ; ২৫শে—৩০৷০ ৩০৷৶০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ১৯শে নবেঃ—৭৷৶০ ৭৸০ ; ২০শে—৭৷০ ৭৸৶০ ; ২৩শে—৭৸০ ৮৲ ; ২৪শে—৮।০ ৮।৶০ ; ২৫শে—৮৷০ ৯।০ ; (প্রেফ) ১৯শে নবেঃ—১০।০ ; ২০শে—১০৶০ ১০।৶০ ; ২৩শে—১০৷৶০ ১০৸৶০ ; ২৪শে—১১৶০ ১১।৶০। বেণারস কটন ১৯শে নবেঃ—৭৸০ ৮/০ ; ২০শে—৮।০ ৯৲ ; ২৩শে—৮৸০ ৮৸৶০ ; ২৪শে—৮৸/০ ৯/০ ; ২৫শে—৯৲ ৯৶০। বেঙ্গল-নাগপুর কটন ২৩শে নবেঃ—২৭৷৶০ ; ২৫শে—২৮৲। বাউরিয়া (বি প্রেফ) ১৯শে নবেঃ—১১৫৲ ; ২৪শে—১১৩৲। কাশপুর টেক্সটাইলস ১৯শে নবেঃ—১৫।০ ১৫।৶০ ; ২০শে—১৫৶৷ ১৫।৶০ ; ২৩শে—১৫।/০ ১৫।৶০ ; ২৪শে—১৫৷০ ১৫৸৶০ ; ২৫শে—১৫৸০ ১৬৲। ডানবার ১৯শে নবেঃ—২৭৯৲ ২৮২৷০ ; ২০শে—২৮২৲ ; ২৩শে—২৮১৲ ২৮৫৷০ ; ২৪শে—২৮১৲ ২৮৬৷০ ; ২৫শে—২৮২৲ ২৮৪৲। এলগিন মিলস ২০শে নবেঃ—৪৩।০ ; ২৩শে—৪৩৷০ ৪৩৸০ ; ২৪শে—৪৪৸০ ; ২৫শে—৪৫৷৶০ ৪৫৸০। কেশোরাম ১৯শে নবেঃ—১৩।৶০ ১৩৸০ ; ২০শে—১৩৷০ ১৩৸৶০ ; ২৩শে—১৩৸০ ১৩৸/০ ; ২৪শে—১৩৸৶০ ১৪৲ ; ২৫শে—১৩৸৶০ ; (প্রেফ) ২৪শে নবেঃ—১৪০৲। মহালক্ষ্মী কটন ২৫শে নবেঃ—২৯৲। মুইরের মিলস (প্রেফ) ২৪শে নবেঃ—৮০৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১৯শে নবেঃ—৯৶০ ৯।৶০ ; ২০শে—৯৲ ৯৶০ ; ২৩শে—৯৶০ ৯৸০ ; ২৪শে—৯৶০ ৯।৶০ ; ২৫শে—৮৸৶০ ৯।/০ ; (প্রেফ) ১৯শে নবেঃ—১২৲ ; ২০শে—১২/০ ; ২৩শে—১২।০ ; ২৪শে—১২৶০ ; ২৫শে—১২৸০।

পাটকল

আদমজী ১৯শে নবেঃ—২৬৷৶০ ; ২৩শে—২৭৲ ; ২৫শে—২৭।৶০ ২৭৷৶০। আগরপাড়া ১৯শে নবেঃ—২৩।০ ২৩।৶০ ; ২৪শে—২৩।৶০ ২৩৸০। এলায়েন্স ২০শে নবেঃ—৩১৬৲ ; ২৪শে—৩২৭৲ ; ২৫শে—৩৩০৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ১৯শে নবেঃ—৩৬৫৲ ৩৬৬৲ ; ২০শে—৩৬২৲ ৩৬৪৲ ; ২৩শে—৩৬৬৲ ৩৬৯৲ ; ২৪শে—৩৭০৲। অকল্যাণ্ড ১৯শে নবেঃ—১৮০৷০ ১৮১৷০ ; ২০শে—১৮০৲ ১৮৪৲ ; ২৪শে—১৮৪৲। বালি ১৯শে নবেঃ—২৬৫৲ ২৬৯৲ ; ২৪শে—২৬৯৲ ২৭১৲ ; ২৫শে—২৬৮৲ ২৭৩৲। বরানগর ২০শে নবেঃ—১১০৲ ১১১৲ ; ২৩শে—১১২৲ ১১৫৲ ; ২৪শে—১১২৷০ ১১৫৷০ ; ২৫শে—১১৬৲। বেলভেডিয়র ২০শে নবেঃ—৪১৫৲ ৪২০৲ ; ২৩শে—৪২১৷০ ৪২৬৲ ; ২৪শে—৪২৬৲ ; ২৫শে—৪২২৲ ৪৩০৲। বিরলা ১৯শে নবেঃ—৩৪৲ ৩৪।০ ; ২০শে—৩৪।/০ ৩৪৷০ ; (প্রেফ) ১৯শে নবেঃ—১২৮৲ ; ২০শে—১৩০৲ ; ২৫শে—১২৮৲। বজবজ ১৯শে নবেঃ—৩৭২৲ ; ২৩শে—৩৭০৷০ ৩৭৬৷০ ; ২৪শে—৩৭৮৲ ; ২৫শে—৭৮০৲ ৩৮২৲। ক্যালকাটা জুট—২০শে নবেঃ—২৬৷০ ২৬৷৶০ ; ২৪শে—২৬৸০ ২৭৲ ; (প্রেফ) ২৪শে নবেঃ—১২৬৲। চাঁপদানী ২০শে নবেঃ—১৮৬৲ ; ২৩শে—১৮৮৲ ১৯০৲ ; ২৪শে—১৯২৷০ ১৯৪৲। ক্লাইভ ২০শে নবেঃ—২৪৷৶০ ২৫।০ ; ২৫শে—২৪৸৶০। চিৎভলসা ১৯শে নবেঃ—১৮।০ ১৮৷৶০ ; ২৪শে—১৮৷০। ডালহৌসী ২০শে নবেঃ—২৩৪৷০ ২৩৫৷০ ; ২৪শে—২৪০৷০ ২৪২৲ ; ২৫শে—২৩৮৲। ডেল্টা ২০শে নবেঃ—৪৩৭৲ ৪৪২৲ ; ২৪শে—৪৪৫৲ ৪৪৭৲। গ্যাঞ্জেস ২০শে নবেঃ—৩৬২৲ ৩৬৩৲ ; ২৩শে—৩৭২৲ ৩৭৪৲ ; ২৪শে—৩৭৪৲ ৩৭৮৲ ; ২৫শে—৩৮২৲ ৩৮৩৲। গৌরীপুর ১৯শে নবেঃ—৭৩৬৲ ; ২০শে—৭২৭৲ ৭৩২৲ ; ২৩শে—৭১৫৲ ৭১৭৲ ; ২৫শে—৭২৫৲। হাওড়া ১৯শে নবেঃ—৫৭৷৶০ ৫৭৸৶০ ; ২০শে—৫৭৶০ ৫৭।০ ; ২৩শে—৫৮।০ ; ২৪শে—৫৮।০ ৫৮।৶০ ; ২৫শে—৫৮৷০ ৫৮৸০ ; (এ প্রেফ) ২০শে নবেঃ—১৫১৷০ ১৫৪৲। হুকুমচাঁদ ১৯শে নবেঃ—১৭৲ ১৭৶০ ; ২০শে—১৬৸০ ১৭৲ ; ২৩শে—১৭৶০ ১৭।০ ; (প্রেফ) ২৩শে নবেঃ—১৫৩৲। ইণ্ডিয়া ১৯শে নবেঃ—৪৪৩৲ ; ২০শে—৪৩৩৲ ৪৪০৲ ; ২৩শে—৪৪০৲ ৪৪৭৲ ; ২৪শে—৪৫০৲ ৪৫৪৲ ; ২৫শে—৪৫০৲ ৪৫৪৲। কামারহাটী ১৯শে নবেঃ—৫০১৲ ৫০৪৲ ; ২০শে—৫০০৲ ; ২৪শে—৫০৭৲ ; ২৫শে—৫০৮৲। কাঁকনাড়া ২৪শে নবেঃ—৪০৭৲ ৪০৮৲ ; ২৫শে—৪০৮৸০ ৪০৯৲। কেলভিন ২৩শে নবেঃ—৫৬০৲ ৫৬২৲ ; ২৪শে—৫৬২৲ ৫৬৪৲। কিনিসন ১৯শে নবেঃ—৩৪৫৲ ; ২৩শে—৩৫২৲ ; ২৪শে—৩৫০৲ ৩৫৩৷০ ; ২৫শে—৩৫৫৲। লরেন্স ২০শে নবেঃ—২৪৩৲ ২৪৬৲ ; ২৩শে—২৫২৲ ২৫৪৲ ; ২৪শে—২৫১৷০ ২৬০৲ ; ২৫শে—২৫৪৷০। নস্করপাড়া ১৯শে নবেঃ—২০।০ ২০৷৶০ ; ২৪শে—২০৸০ ; ২৫শে—২০৷৶০ ২০৸৶০। ন্যাশনাল ১৯শে নবেঃ—২৫৲ ; ২০শে—২৪৷০ ; ২৩শে—২৪৷৶০ ২৫৶০ ; ২৪শে—২৪৸৶০ ২৫৲ ; ২৫শে—২৫৲। নেলিমার্লা ২০শে নবেঃ—১৪।০ ১৪।৶০ ; ২৩শে—১৪৶০ ১৪।/০ ; ২৪শে—১৪।৶০ ; ২৫শে—১৪।৶০। নদীয়া ১৯শে নবেঃ—৭৪।০ ৭৪৷০ ; ২০শে—৭১৷০ ৭৪৲ ; ২৩শে—৭২৲ ৭৩৲ ; ২৪শে—৭৪৷০। ওরিয়েণ্ট ১৯শে নবেঃ—১৮৮৲ ; ২৩শে—১৯০৲ ; ২৪শে—১৯১৲ ১৯২৲ ; ২৫শে—১৯২৲ ১৯৫৲। প্রেসিডেন্সী ১৯শে নবেঃ—৬৶০ ৬।০ ; ২০শে—৬৲ ৬৶০ ; ২৩শে—৬৶০ ৬।০ ; ২৪শে—৬৶০ ৬।৶০ ; ২৫শে—৬৶০ ৬।/০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৯শে নবেঃ—২২২৲ ২২৩৲ ; ২৪শে—২২৭৲ ২৩২৲ ; ২৫শে—২৩১৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ২০শে নবেঃ—১৬৷০ ; ২৩শে—১৬৲ ১৬।০ ; ২৫শে—১৬৸৶০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯শে নবেঃ—১২৸০ ; ২০শে—১২৸/০। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক কনষ্ট্রাকসন ১৯শে নবেঃ—১১।০ ১১।/০ ; ২০শে—১১৲ ১১৶০ ; ২৩শে—১১।০ ; ২৪শে—১১৶০ ১১।০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৯শে নবেঃ—৩৭০৲ ৩৭১৲ ; ২৩শে—৩৭১৲ ৩৭৩৷০ ; ২৪শে—৩৭২৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৯শে নবেঃ—৩২।০ ৩২।৶০ ৩২।৶০ ৩২৷০ ৩২৷৶০ ; ২০শে—৩২৲ ৩২৶০ ৩২।/০ ; ২৩শে—৩২।৶০ ৩২৷০ ৩২৷/০ ৩২৷৶০ ৩২৸০ ; ২৪শে—৩২।/০ ৩২৷০ ৩২৷৶০ ৩২৸০ ৩৩৲ ; ২৫শে—৩২।৶০ ৩২৷৶০ ৩২৸০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ১৯শে নবেঃ—৫৷৶০

বাংলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের একটি বাণী

এ, আর, পি,

"আমরা যুদ্ধরত ; এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো নয় কি ?"

সাইরেন বাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধ্বনি না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয়স্থলে থাকবেন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি, বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

৫৸০ ; ২০শে—৫৸৶০ ; ২৩শে—৫৸০ ৫৸৵০ ; (প্রেফ) ১৯শে নবেঃ—১৫৯৲ ; ২৩শে—১৫৯৲ । ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২০শে নবেঃ—১৩৸০ ১৩৸৶০ ; ২৪শে—১৩৸৶০ ১৩৸৵০ ; ২৫শে—১৩৸০ ১৩৸৵০ । ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১৯শে নবেঃ—২২।০ ২২।৵০ ২২।৶০ ২২॥০ ২২॥৶০ ; ২০শে—২২৲ ২২৶০ ২২৵০ ২২৶০ ২২।৴০ ; ২৩শে—২২।৵০ ২২।৶০ ২২॥৴০ ২২॥৵০ ; ২৪শে—২২॥০ ২২॥৴০ ২২॥৵০ ২২॥৶০ ২২৸০ ; ২৫শে—২২।৶০ ২২॥০ ২২॥৴০ ২২॥৵০ ২২৸০ ; (প্রেফ) ১৯শে নবেঃ—১১৪৲ ; ২৪শে—১১৬॥০ ; ২৫শে—১১৬॥০ । ষ্টীল প্রডাক্টস ২০শে নবেঃ—৬॥০ ; ২৩শে—৬।৵০ ৬॥৴০ ; ২৪শে—৬৸০ ৬৸৵০ ; ২৫শে—৬॥৴০ ৬॥৶০ ।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ১৯শে নবেঃ—১৬৪৲ ; ২০শে—১৬৩৲ ; ২৪শে—১৬৫৲ ১৬৬৲ । ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৯শে নবেঃ—১৬৭॥০ ; ২৩শে—১৬৭৲ ১৬৮৲ ; ২৪শে—১৬৮৲ ; ২৫শে—১৬৮৲ ১৬৯॥০ । মহীশূর পেপার ২০শে নবেঃ—২২।০ ২২।৶০ ; ২৩শে—২২৸০ ; ২৪শে—২৩৵০ ; ২৫শে—২৩॥০ ২৩॥৵০ । ওরিয়েণ্ট পেপার ১৯শে নবেঃ—২৪॥৵০ ২৪৸০ ; ২০শে—২৪৸৵০ ২৫।০ ; ২৩শে—২৫॥৴০ ২৬৶০ ; ২৪শে—২৬।০ ২৬৸০ ; ২৫শে—২৭৵০ ২৭।০ ; (প্রেফ) ২৪শে নবেঃ—১১০৲ ; ২৫শে—১১০৲ । শ্রীগোপাল পেপার ২০শে নবেঃ—২০৴০ ; ২৪শে—২০।৶০ । ষ্টার পেপার ১৯শে নবেঃ—১৯৲ ১৯৵০ ; ২৩শে—১৯৲ ১৯।০ ; ২৪শে—১৯৶০ ১৯।৵০ ; ২৫শে—১৯॥০ ১৯॥৵০ । টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ২০শে নবেঃ—২১৸০ ; ২৩শে—২১৸৵০ ২২।৶০ ; ২৪শে—২২৲ ২২।৵০ ; ২৫শে—২২॥০ ২২॥৵০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ২০শে নবেঃ—১১১৲ ; ২৩শে—১১১৲ ।

চিনির কল

বলরামপুর ১৯শে নবেঃ—১৩।৵০ ১৩॥০ । বেলস্যাণ্ড ১৯শে নবেঃ—৭॥৴০ ; ২৩শে—৭৸০ ; ২৪শে—৭৸৵০ ৭৸৶০ ; ২৫শে—৭৸০ । বুলাণ্ড ২৩শে নবেঃ—৪১॥০ ; ২৪শে—৪২।০ । কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৯শে নবেঃ—১৬॥০ ১৬॥৵০ ; ২০শে—১৬।০ ১৬।৴০ ; ২৩শে—১৬।৴০ ১৬॥৴০ ; ২৫শে—১৫৸৵০ ১৬।৵০ ; (প্রেফ) ১৯শে নবেঃ—১৫০৲ । কাশপুর ২৫শে নবেঃ—২৯॥০ ২৯॥৵০ । চম্পারণ ১৯শে নবেঃ—২৬॥৵০ ২৭৲ ; ২০শে—২৬৸৵০ ২৭।০ ; ২৩শে—২৭।০ ; ২৪শে—২৭।০ ২৭।৵০ ; ২৫শে—২৭।০ ২৭॥০ । দ্বারভাঙ্গা সুগার ২৩শে নবেঃ—১৭৸০ ; ২৫শে—১৮৲ ১৮৵০ । ডায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারিজ ২৩শে নবেঃ—২০।৵০ ২০॥০ ; ২৪শে—২০॥০ ; ২৫শে—২১৲ । রামগড় কেন এণ্ড সুগার ২০শে নবেঃ—১১৵০ ; ২৪শে—১১।০ ১১।০ ; ২৫শে—১১।০ ১১৵০ । ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ১৯শে নবেঃ—১৪৵০ ; ২০শে—১৩৸৵০ ; ২৩শে—১৪৵০ ; ২৫শে—১৪৲ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ খুব বেশী হয় নাই। তথাপি বাজারের অবস্থাকে মন্দা বলা যায় না। পাটের সরবরাহ না থাকায় অথচ কলওয়ালাদের পক্ষ হইতে চাহিদা থাকায় পাটের দরে চড়তির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। পাটের সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। তবে বর্ত্তমানে যানবাহন সংক্রান্ত অসুবিধা যে শীঘ্র দূর করা যাইবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। থলে ও চটের বাজার সহসা তেজী হইয়া উঠিবার ফলে পাটের বাজারের চড়তির ভাব বাড়িবে বৈ কমিবে না বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য মফঃস্বল হইতে পাট সরবরাহ আশানুরূপ হইলে তখন বাজারের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা আলাদা কথা।

আলগা পাটের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে তেজীর ভাব দেখা যায়। সকল শ্রেণীর আলগা পাটের দরেই চড়তির ভাব বজায় আছে। ইণ্ডিয়ান ডিষ্টিক্ট মিডল ও বটোম পাটের দর উঠিয়াছিল যথাক্রমে ১৪॥০ আনা ও ১১॥০ আনা। পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার থলে ও চটের বাজারেও স্পষ্ট চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। অবশ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে চটের দরে ঘন ঘন উঠানামা হইতে দেখা গিয়াছে। কাজকারবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইলেও বাজারে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত চটের দর বৃদ্ধি পাইবে না। কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে সংবাদ পাওয়া যায় যে, পাট রপ্তানীর জন্য জাহাজ সংস্থান করা হইতেছে। এই সংবাদে চটের দর চড়িতে থাকে। ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৸০ আনা, ডিসেম্বর ১৭৸০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৭৸০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৭।৵০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২৩।৵০ আনা, ডিসেম্বর ২৩।৵০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ২৩৵০ আনা ও এপ্রিল-জুন ২২।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে পূর্ব্বের ন্যায় চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ধুতি ও শাড়ীর নিতান্ত অভাব ঘটায় সস্তা শ্রেণীর কাপড়ের দর বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া সংবাদ রটে। পশ্চিম ভারতের

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।
পৃষ্ঠপোষক—কুমার বিশ্বনাথ রায়

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।
দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা
—লিমিটেড—
পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
অফিস সমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা
শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।
চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
হেড আফিস ম্যাঙ্গালোর
চীফ্ এজেন্টস্— ফোন: ক্যাল ১৮০৮
মেসার্স এইচ্ কে, বানার্জ্জী এণ্ড সন্স
১০, ক্লাইভ রো কলিকাতা

কাপড়ের কলসমূহের হাতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন না থাকায় কাপড়ের সরবরাহ প্রয়োজন অপেক্ষা বহুল পরিমাণে কম হইতেছে। আমেদাবাদ মিলসমূহে পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে কাজ চলিতেছে, এই সংবাদে বাজারে যথেষ্ট আশা-ভরসার সৃষ্টি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র সম্পর্কে বাজারে শঙ্কার ভাব দেখা যায়। বাঙ্গলার মিলসমূহে জোর কাপড় তৈরী হইতেছে। বাঙ্গলা মিলের কাপড়ের চাহিদাও আশানুরূপ। তাঁতের কাপড়ের চাহিদাও সন্তোষজনক। এবার শীতবস্ত্রের ক্রয়বিক্রয় খুবই কম। শীতবস্ত্রাদির মূল্য এতই বেশী যে লোকে দর জিজ্ঞাসা করিতেই সাহসী হয় না। শীতবস্ত্রের যোগানও এতই কম যে, বিক্রেতা মহল অত্যন্ত চাহিদা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হইয়া আছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দরে নিম্নগতি লক্ষিত হয়। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণা ৬৫৷৷৵০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৷৷৵০ আনায় বিকিকিনি হয়। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৫৷৵০ আনা। বড়াল্‌বার প্রতি ভরি ৬৫৷০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৮৶০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার বাজার অনেকটা স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০৯৶০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৫৸০ আনা ও খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৬৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩½ পেন্স।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর

গত ২০শে নভেম্বর চায়ের ২৪ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগে সাধারণ শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি /৭ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পাতা চা এবং ভাঙ্গা চায়ের পাউণ্ড প্রতি ১৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সবুজ চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ১৷৵০ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত। গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার দর ছিল পাউণ্ড প্রতি /০ আনা। আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ৩৸০ আনা হইতে ৩৸৶০ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) ৮৷৵০ আনা হইতে ৮৷৷৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারের সকল রেড়ির খৈলই ক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ২৸০ আনা হইতে ২৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা প্রতি দুই মণী বস্তা সরিষার খৈল ৬৷০ আনা হইতে ৬৷৷০ আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। সরিষার খৈলের কতকটা কাজকারবার হইয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে সামান্য কাজকারবার হইয়াছে। কলিকাতার কসাইখানার ছাগলের চামড়ার দর শতকরা ২৫৲ টাকা হারে কমিয়াছে। গরুর চামড়ার জন্য মাদ্রাজী চর্ম্মব্যবসায়ীরা কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৩ হাজার ২ শত টুক্‌রা ৫৭৷০ আনা, ঢাকা-দিনাজপুর ৫২ হাজার ৫ শত টুক্‌রা ৭৫৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ৫৮ হাজার ৯ শত টুক্‌রা ৭৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৭ শত টুক্‌রা ৮৷৷০ আনা হইতে ৯৲ টাকা, আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৫ হাজার ২১০ টুক্‌রা ১২০৲ টাকা হইতে ১৮০৲ টাকা (কুড়ি হিসাবে)। আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৩ হাজার ৬ শত টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা, আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ১ হাজার ১০ টুক্‌রা ।২ পাই হইতে ।৩ পাই এবং আর্দ্র-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৫২০ টুক্‌রা ।/৬ পাই হইতে ।৵৩ পাই।

অষ্ট্রেলিয়ায় রবার চাষের আয়োজন

প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়া সরকার রবার চাষের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কুইন্সল্যাণ্ডে একপ্রকার বুনো গাছ হইতে ইতিমধ্যেই রবার পাওয়া গিয়াছে। ভালভাবে চাষ করিতে পারিলে দুই বৎসরের মধ্যেই এই গাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে রবার পাওয়া যাইবে।

জাতীয় জীবনের বিপর্য্যস্ত অবস্থার ভিতরেও আমরা যথাসম্ভব মফঃস্বল ব্যবসায়ীদের সর্ব্বপ্রকার সরবরাহ কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বিভিন্ন বিভাগ
- রেডিও
- ইলেক্‌ট্রিক্যাল
- হোসিয়ারী
- কনফেকসনারী
- বিস্কুট্
- 'রিলায়েন্স' বাটার
- 'ভিটা' ফুড্

—তা'ছাড়া—
- ষ্টেশনারী
- পাট
- কয়লা
- মনিহারী
- তামাক
- লবণ
- চা
- টীম্বার
- চিনি ইত্যাদি

দি জি এস এম্‌পোরিয়াম লিঃ
(জনসাধারণের সহানুভূতি-পুষ্ট একটি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান)
৪৭এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ : : কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি
টেলিগ্রাম—এনারজেটিক, কলিকাতা : ফোন বি, বি ৩১৬ ও ৪৪৫৭

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—কুমিল্লা
ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আছে।
এই ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসে সুদের হার
শতকরা বার্ষিক
চলতি হিসাবে ... ।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক ... ১৷৷০
স্থায়ী আমানত (১২ মাসের জন্য) ... ৩৷৷০
সুবিধাজনক সর্ত্তে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়।
কলিকাতা অফিস :—
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, ফোন:—কলি: ৬৫৪৪
১৩২নং রাসবিহারী এভেনিউ, ফোন:—সাউথ ২৬৩৬

বৃদ্ধি করা যায়। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সমস্ত দিকে অবিলম্বেই উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত।

ভারতের অনেক প্রদেশে লোকসংখ্যা অধিক বলিয়া কৃষির উপর তাহার চাপ খুব বেশী। আবার কয়েক প্রদেশে লোক সংখ্যা কম বলিয়া এখনও জমির পরিপূর্ণ চাষাবাদ সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। এসম্পর্কে ডাঃ মুখার্জ্জি বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রদেশ, আসাম, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাষী ও কৃষি শ্রমিক আমদানী করিয়া এই সব প্রদেশের আবাদযোগ্য জমি সমস্তই চাষাবাদের আমলে আনার ব্যবস্থা সঙ্গত। জমির অধিকার পাইয়া লোকে স্থায়ীভাবে এই সব প্রদেশে আসিয়া বাস করিবে এবং নিজেদের শ্রম নিয়োগ করিয়া ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু এক আসাম প্রদেশ ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে এইভাবে উপনিবেশ স্থাপনের রীতি এখনও বিশেষ কিছু উৎসাহিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ৫ লক্ষেরও বেশী লোক আসাম প্রদেশে গিয়া ইতিমধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আসাম প্রদেশে আরও বেশী ঔপনিবেশিক গ্রহণ করিবার এখনও সুবিধা রহিয়াছে। এই প্রথা অনুসরণ করিয়া অন্য কয়েকটি প্রদেশেও বর্ত্তমানের তুলনায় চাষাবাদ কার্য্যে অধিক জোর দেওয়া যাইতে পারে। এদেশের কৃষকেরা ধান, গম প্রভৃতি প্রধান খাদ্য ফসলের বদলে বর্ত্তমানে পাট, তূলা ও ইক্ষু প্রভৃতি চাষ করিবার দিকে অধিক আগ্রহ দেখাইতেছে। উহাতে যে কেবল ধান ও গম প্রভৃতি প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম হইতেছে তাহা নহে, উহাতে কলাই ও সর্ষপ প্রভৃতি রবিশস্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইতেছে। এদেশে খাদ্যশস্যের যোগান বৃদ্ধি করিতে হইলে ডাঃ মুখার্জ্জির মতে তূলা ও পাট প্রভৃতি শ্রেণীর ফসলের আবাদ বর্ত্তমানের তুলনায় কিছু নিয়ন্ত্রিত করা সঙ্গত। এদেশে উৎপন্ন ফসলের জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা না থাকায় কৃষকেরা অনেক সময়ে চাষাবাদ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ও ভরসা বোধ করে না। খাদ্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি সম্পর্কে জোর দিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এখন হইতে কৃষকেরা যাহাতে উৎপন্ন খাদ্য সামগ্রী ন্যায্য দরে বিক্রয়ের সুবিধা পায় তাহার সুবন্দোবস্ত করা। কৃষকদিগকে সময়োচিত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াও গবর্ণমেণ্ট দেশে খাদ্য ফসলের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে সমুচিৎ উৎসাহ দিতে পারেন।

তবে বিভিন্ন খাদ্য ফসলের জন্য আবাদী জমির পরিমাণ বাড়াইলেই দেশে খাদ্যাভাব সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হইবে না। এদেশের জমিতে যাহাতে একর প্রতি খাদ্য ফসলের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিকন্তু খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া যে সব খাদ্য লোকের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির অনুকূল, এদেশে তাহাই বেশী পরিমাণে প্রচলন করিতে হইবে। সুখের বিষয় ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি এই সব অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তিকায় ঐ সম্বন্ধেও সময়োচিত নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, এদেশে যে ভাবে জমির চাষাবাদ কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহাতে কোন ফসলেরই উৎপাদন সন্তোষজনক হয় না। কয়েকটি দেশের নজীর উপস্থিত করিলে ধান ও গমের দিক দিয়া এদেশের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

প্রতি একরে উৎপাদন

(পাউণ্ড হিসাবে)

	জাপান	চীন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ভারতবর্ষ
ধান	৩,০৭০	২,৪৩৩	১,৬৮০	৯৮৮
গম	১,৩৫০	৯৮৯	৯৯০	৮১১

ডাঃ মুখার্জ্জি বলিতেছেন, এদেশের জমিতে খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন যেখানে এত কম, সেখানে কেবলমাত্র জমির আবাদ বাড়াইয়া দেশের কৃষি সমস্যা ও খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে না। জমিতে একর প্রতি ফসলের উৎপাদন যাহাতে অন্যান্য দেশের মত বৃদ্ধি পায় সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। লেখকের মতে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের প্রচলনই এবিষয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। চাষাবাদের কাজে উন্নত যন্ত্রপাতি প্রচলন করিয়া, জমির জলসেচের সুবন্দোবস্ত করিয়া এবং জমিতে উন্নত শ্রেণীর বীজ বপন করিয়া বিভিন্ন দেশে ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে। সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়া এদেশেও সমুচিৎ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কাজেই এদেশে খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করিতে হইলে একদিকে চাষাবাদের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি ও উন্নত সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ও অপরদিকে ধান, গম প্রভৃতি ফসলের জন্য বেশী করিয়া উন্নত শ্রেণীর বীজ প্রচলন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জির এই সব নির্দ্দেশ আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। দেশের গবর্ণমেণ্ট ও দেশের জনসাধারণ এই সব নির্দ্দেশ অনুযায়ী একযোগে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে দেশের খাদ্য সমস্যার একটা স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব হইতে পারে।

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে—অনুগ্রহ করিয়া

আর্থিক জগৎ প্রেসে

অনুসন্ধান করুন।

১২২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পাত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ৭ই ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ৩০শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৩১-৫৩৩	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৩৮-৫৪৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৫৩৪	পুস্তক পরিচয়	৫৪৬
বস্ত্রসমস্যা ও তাহার সমাধান	৫৩৫	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫৪৭
মহাচীনে শিল্প সংগঠন	৫৩৬-৫৩৭	বাজারের হালচাল	৫৪৮-৫৫২

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইংলণ্ডে সমাজ কল্যাণের পরিকল্পনা

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমিক অগ্রগতি সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইতেছে না। ধন বণ্টনের মূলগত বৈষম্য হেতু জাতীয় আয় ও সম্পদ মুষ্টিমেয়ের হাতে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে। অপরদিকে দেশের অগণিত জনসাধারণ মনুষ্যোচিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। সম্পদ সৃষ্টির অফুরন্ত সুযোগ ও সুখ শান্তির অসংখ্য উপকরণ সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য ও বেকার দশায় কষ্ট পাইতেছে। এই অবস্থার আংশিক প্রতিকারের জন্য জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে বর্ত্তমান রাষ্ট্রের মারফতে নানারূপ সামাজিক বীমা প্রচলনের চেষ্টা সুরু হইয়াছে। ইংলণ্ডে এই বীমা ইতিমধ্যে কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছে। সেখানে কলকারখানার শ্রমিক ও আফিসের কেরানীরা তাহাদের রোগ, বার্দ্ধক্য ও অকর্ম্মণ্য দশায় কিছু কিছু ভাতা ও পেন্সন পাইতেছে। সেখানে কতিপয় শ্রেণীর বেকারকে তাহাদের কর্ম্মসংস্থান না হওয়া পর্য্যন্ত মাসে মাসে কিঞ্চিৎ সাহায্য দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই সামান্য বলা চলে। আয়ের স্বল্পতা, চাকুরীর অনিশ্চিয়তা ও কর্ম্মহীনতার জ্বালা অধিকাংশের জীবন এমনই গ্লানিময় করিয়া রাখিয়াছে যে, কর্ত্তৃপক্ষের সামান্য করুণা সিঞ্চনে তাহার বিশেষ কিছু প্রতিকার হইতেছে না। ফলে দেশের নিম্ন স্তরের লোকদের ভিতর বিক্ষোভ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ স্বভাবতঃই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। সে কারণে সাধারণের অভাব ও দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা যুদ্ধের পরে দেশের সমাজ-কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা আরও কিছু প্রসারিত করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। এসম্পর্কে একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্যার উইলিয়াম বেভারব্রিজের উপর ভার দিয়াছিলেন। সম্প্রতি উক্ত বিশেষজ্ঞ তাঁহার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট সমীপে পেশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য এই রিপোর্টে সামাজিক বীমার দফায় সরকারী খরচপত্র বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক পরিমাণে বাড়াইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রী ও দুইটি শিশু নিয়া কোন লোক বেকার হইলে বর্ত্তমানে তাহাকে সপ্তাহে ১ পাউণ্ড ১৮ শিলিং করিয়া ও অকর্ম্মণ্য দশায় উপনীত হইলে তাহাকে ১৮ শিলিং করিয়া সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্যার উইলিয়াম বেভারব্রিজের পরিকল্পনায় এই শ্রেণীর লোকদিগকে ভবিষ্যতে সপ্তাহে ২ পাউণ্ড ১৬ শিলিং করিয়া দেওয়ার নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কোন লোক বার্দ্ধক্যবশতঃ অবসর গ্রহণ করিলে বর্ত্তমানে তাহাকে (সস্ত্রীক) সপ্তাহে ১ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে সেস্থলে ২ পাউণ্ড করিয়া অবসরজনিত পেন্সন দিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। অসহায় শিশুদিগকে (১৬ বৎসর পর্য্যন্ত) ভবিষ্যতে সাপ্তাহিক ৮ শিলিং সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। প্রসূতিদের জন্য ও অসহায় বিধবাদের জন্য ভবিষ্যতে বেশী করিয়া ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া অসুখবিসুখে জনসাধারণ যাহাতে ভালরূপ চিকিৎসা পাইতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমণ্টকে বর্ত্তমানের তুলনায় অধিকতর কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সমাজে যে সব লোক উপযুক্ত কাজকর্ম্ম যোগাড় করিতে না পারিয়া নানারূপ দুঃখ গ্লানি ভোগ করিতেছে, বর্ত্তমান রিপোর্টে তাহাদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে। উপযুক্ত কার্য্যকরী

শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে উহাদের কর্ম্মসংস্থানের দায়িত্ব লইতে বলা হইয়াছে। স্যার উইলিয়াম বেভারব্রিজের এইসব নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হইলে ১৯৪৩ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৬৯ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। পরে এই ব্যয়ের হার ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫ সালে ৮৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে।

এই পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া স্যার উইলিয়াম বেভারব্রিজ আশা করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহার সুপারিশসমূহ যথাযথ কার্য্যে পরিণত করেন তবে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকই দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্ত হইবে। আমরা স্যার উইলিয়ামের মত ততটা আশান্বিত নই। তবে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ হইলে ভবিষ্যতে ঐ দেশে সাধারণের দুঃখ গ্লানি যে বর্ত্তমানের তুলনায় কতকটা কমিয়া আসিবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু কথা হইতেছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহা কার্য্যে ফলবতী করিয়া তুলিতে আদৌ যত্নপর হইবেন কিনা। সামাজিক বীমা ও অন্যান্য সমাজ-কল্যাণমূলক বিধি ব্যবস্থার জন্য উহাতে যে বিপুল অর্থ ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে, সে অর্থ মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইবে না। সেইজন্য গবর্ণমেণ্টকে বেশী হারে ট্যাক্স আদায়ের সুবিধা দেখিতে হইবে। যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে সেই ভাবে ট্যাক্স বাড়াইবার সুবিধা হইবে কিনা এবং দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সমাজের স্বার্থভোগী সম্প্রদায় বর্দ্ধিত ট্যাক্সভার গ্রহণে সম্মত হইবেন কিনা তাহাই বিবেচ্য। লণ্ডনের অনেক সাময়িক পত্র উপরোক্ত পরিকল্পনা আলোচনা করিয়া উহার সম্পর্কে ভবিষ্যতে ঘোরতর বিরোধিতা দেখা যাইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে নানাভাবে সঞ্চিত ধনসম্পদ খোয়াইয়া অদূর ভবিষ্যতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই শ্রেণীর ব্যয়-বহুল পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা খুব কঠিন হইবে বলিয়াও অনেকে মত প্রকাশ করিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অন্য আরও নানা প্রকার শুভ সঙ্কল্পের মত সমাজ-কল্যাণের বড় বড় বুলিও হয়ত বা শেষে লোক ভুলানো বাগাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হইবে।

বাঙ্গলা সরকারের নিন্দনীয় মনোভাব

এবার কম চাউল উৎপন্ন হওয়ায় এপ্রদেশে নিদারুণ অন্নকষ্ট আশঙ্কা করিয়া আমরা বাঙ্গলা সরকারকে বাহিরে চাউলের রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু এপ্রদেশ-বাসীর একান্ত দুঃখদুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়াও বাঙ্গলা সরকার এই শ্রেণীর অনুরোধে কর্ণপাত করিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। বাঙ্গলা সরকার সিংহলে চাউল রপ্তানীর প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া পূর্ব্বে একটা খবর প্রচারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বারের এক স্মারকলিপিতে প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার পশ্চিম ভারতের কোচিন রাজ্যেও অবিলম্বে কয়েক হাজার টন চাউল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া আমরা যুগপৎ ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়াছি। চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য বাঙ্গলার দরিদ্র জনসাধারণ অনাহার ও অর্দ্ধাহারে দিনাতিপাত করিতেছে। এহেন সময়ে বাঙ্গলার মন্ত্রীরা পশ্চিম ভারতের লোকদের অভাব ও অপ্রাচুর্য্যের কথা বিবেচনা করিয়া এপ্রদেশ হইতে চাউল পাঠাইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সদাশয়তার জন্য পশ্চিম ভারতের লোকেরা তাঁহাদিগকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গলার নিরন্ন চাষাভূষার দল তাহাদের একান্ত দুর্দ্দিনে উহাকে নির্লজ্জ পরিহাস বলিয়াই মনে করিবে।

বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বারের বিবৃতিতে প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশের দুঃস্থ জনসাধারণের সাহায্যকল্পে এতদিন যে চাউল মজুত করিয়া আসিতেছিলেন, সেই মজুত চাউল দিয়াই এক্ষণে তাঁহারা পশ্চিম ভারতের লোকদের অভাব মিটাইতে উদ্যত হইয়াছেন। এই ধরণের কার্য্যনীতি আমাদের নিকট নিতান্ত অশোভন বলিয়াই মনে হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার যখন এই চাউল ক্রয় ও মজুত করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা জনসাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ অভাব মিটাইবার জন্যই এই ভাবে চাউল সংগ্রহ রাখা হইতেছে। নূতন চাউল বাজারে উঠিবার পূর্ব্বে কোন অঞ্চলে চাউলের মারাত্মক অভাব দেখা গেলে এই মজুত চাউল দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা হইবে। আজ যখন সরকারী মজুত চাউল সেই সব উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সুর বদলাইতে সুরু করিয়াছেন। এপ্রদেশ-বাসীর নিদারুণ অন্নকষ্ট সত্ত্বেও তাঁহারা এপ্রদেশের সঞ্চিত চাউল বাহিরের লোকদের বিলাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে এহেন হৃদয়হীনতা যে কোন সভ্যদেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই নিন্দনীয়।

রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে পক্ষপাতমূলক নীতি

মহারাষ্ট্র চেম্বারের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উক্ত চেম্বারের সভাপতি মিঃ এম এল ধানুকর এদেশীয় রপ্তানীকারকদের নানারূপ অভিযোগ ও অসুবিধা সম্পর্কে দেশের গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বিদেশে বিভিন্ন জিনিষ পত্র প্রেরণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সরকারী লাইসেন্স না লইয়া এখন আর কেহ বাহিরে কোন মালপত্র চালান দিতে পারে না। তাহা ছাড়া কোন জিনিষ বাহিরে কি পরিমাণে রপ্তানী করা যাইবে তৎসম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে কতকগুলি নিয়ম কানুন জারী করিয়াছেন। এই দুই গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কোন রপ্তানীকারক যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাল প্রেরণের অনুমতি পায় তবে অতঃপর তাহাকে জাহাজে স্থান পাইবার আশায় বসিয়া থাকিতে হয়। বহু জাহাজ যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত হওয়ায় মাল প্রেরণের কাজে উহার ব্যবহার বর্ত্তমানে খুব কমিয়া গিয়াছে। যে সব জাহাজ কার্য্যতঃ ঐবাবদ নিয়োগ করা হয় তাহাতেও সরকারী মালপত্র ও সমর সরঞ্জাম প্রেরণ সম্পর্কে 'প্রাইওরিটি' বা প্রাথমিক সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। এদেশের পক্ষে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালান যখন অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন এই ধরণের 'প্রাইওরিটি' সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু সমর সরঞ্জাম প্রেরণ বিষয়ে 'প্রাইওরিটি' দিয়া গবর্ণমেণ্ট জাহাজে মাল চালান দেওয়ার বাকী সুযোগ সুবিধা সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিকে সমভাবে ভোগ করিতে দিবেন, ইহা ন্যায্যতঃই দেশের লোক আশা করে। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে কোন সুবিচার দেখাইতেছেন না। মিঃ ধানুকর এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, জাহাজে বাহিরে মাল রপ্তানীর ব্যাপারে সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের পরেই 'ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন' প্রকৃত সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছে। উক্ত কর্পোরেশনের দাবী দাওয়া মিটাইয়া গবর্ণমেণ্ট তৎপর অন্য বিদেশীয় ব্যবসায়ী ফার্ম্মসমূহকে মাল প্রেরণের সুবিধা দিয়া থাকেন। এহেন ধরণের বিচার বৈষম্যের পর যদি জাহাজে কোন স্থান অবশিষ্ট থাকে তবেই ভারতীয় রপ্তানীকারক-

দিগকে তাহা কাজে লাগাইবার সুযোগ দেওয়া হয়। এই ভাবে অসংখ্য নিয়ম কানুন ও বিধিনিষেধের চাপে পড়িয়া ভারতীয় রপ্তানীকারকেরা বর্ত্তমানে বাহিরে বিশেষ কোন মাল রপ্তানী করিতে পারিতেছে না। ফলে তাঁহাদের বহুদিনের ব্যবসা আজ অচল হইতে বসিয়াছে।

মিঃ ধানুকর ভারতীয় রপ্তানীকারকদের যেসব অভাব অভিযোগের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা শুনিয়া এদেশবাসী মাত্রেই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইবেন সন্দেহ নাই। আশা করা গিয়াছিল যুদ্ধের সময়ে বহিরে শিল্প পণ্যের রপ্তানী বাড়িয়া এদেশের জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সুবিধা হইবে। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক, নানা বিধিনিষেধের ভিতর এদেশের রপ্তানীকারকেরা বর্ত্তমানে সরকার নির্দ্ধারিত স্বল্প পরিমাণ মালও বাহিরে রপ্তানী করার সুযোগ পাইতেছে না। আর এই ব্যাপারে দেশের গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ফার্ম্মগুলির প্রতিকূলে বিদেশীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন। কেবল রপ্তানীকারকদের দিক হইতে নহে, এইরূপ একটি অবস্থা জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় মর্য্যাদার দিক হইতেও সর্ব্বথা শোচনীয় বলা চলে। এইরূপ বৈষম্যমূলক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের লোক ন্যায্যতঃই গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারে।

যানবাহন সচিবের ভাষণ

ভারত সরকারের যানবাহন সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেম্বল সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য লোকে যেভাবে রেল কর্ত্তৃপক্ষকে দায়ী করিতেছেন আসলে সেভাবে তাহাদিগকে দায়ী করা চলে না। রেল কর্ত্তৃপক্ষ লোকের ব্যবহারের জন্য এক স্থান হইতে অন্যস্থানে খাদ্যদ্রব্য চলাচলের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। এজন্য মালগাড়ী নিয়োগের ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে তাঁহারা কখনও ত্রুটি করিতেছেন না। আসলে খাদ্য সামগ্রী চলাচল না করিয়া স্বার্থপর লোকেরা তাহা মজুত করিয়া রাখিতেছে বলিয়াই বর্ত্তমান সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এদেশে খাদ্যদ্রব্যের যোগান যথেষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তির জন্য তাহা যথেষ্ট পরিমাণে লোকের ব্যবহারে আসিতেছে না। আর সে কারণে খাদ্যের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দেশের দরিদ্র লোকেরা কষ্ট ভোগ করিতেছে।

খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে গিয়া যানবাহন সচিব যে উক্তি করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে এদেশে অনেক সৈন্য আসিয়াছে, তাহাদের জন্য বর্ত্তমানে অতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন হইতেছে। তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট ভারতের নিকটবর্ত্তী ইরাক, ইরাণ ও মিশরস্থিত সৈন্য বাহিনীর জন্যও বর্ত্তমানে এদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেছেন। অপরদিকে বাহির হইতে ভারতে চাউল, গম, চিনি প্রভৃতির আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় দেশে যে চাহিদার তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান কম দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ স্যার এডওয়ার্ড বেম্বল বলিতেছেন, আসলে এদেশে খাদ্যদ্রব্যের কোন ঘাটতি পড়ে নাই। এই প্রকার উক্তির কি সার্থকতা আছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ভারত সরকারের সবজান্তা কর্ম্মসচিবের দল এই ভাবে কুইনাইন, গম ও চিনি প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সর্ব্বদাই ধাপ্পা দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রকার উক্তির মূলে যে কোন সত্য নাই তাহা লোকে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। যানবাহন সচিব বলিয়াছেন, খাদ্যসামগ্রী চলাচলের জন্য তাঁহারা উপযুক্ত গাড়ী নিয়োগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। কেবল এক শ্রেণীর লোকে খাদ্যদ্রব্য চালান দিতে রাজী হইতেছে না বলিয়াই তাঁহারা দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানে সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। প্রকৃত খবর যাহারা রাখেন তাহাদের নিকট যানবাহন সচিবের এই যুক্তি অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইবে। জাপানী আক্রমণের প্রাবল্যে কিছু দিন পূর্ব্বে যখন সমুদ্রপথে বাঙ্গলায় লবণ আমদানীর অসুবিধা ঘটিয়াছিল তখন পশ্চিম ভারতে লবণের প্রচুর যোগান সত্ত্বেও সেই সব অঞ্চল হইতে এপ্রদেশে রেলে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ আমদানী সম্ভবপর হয় নাই। উত্তর ভারত হইতে রেলে গম ও চিনি আমদানী বিষয়ে বর্ত্তমানেও বাঙ্গলার লোকেরা নিদারুণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। রেলযোগে স্থান হইতে স্থানান্তরে চাউল চালান দেওয়ার বিশেষ সুবিধা নাই বলিয়া বর্ত্তমানে বাঙ্গলার কোথাও বা ১০ টাকা মণে আবার কোথাও বা ১৬ টাকা মণে চাউল বিক্রয় হইতেছে। এসমস্ত দেখিয়াও যাঁহারা রেল বিভাগের সাফাই গাহিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন তাঁহাদের ভণ্ডামির নিন্দা করিবার ভাষা নাই।

অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব্ ইকনমিক্স এণ্ড সোসিওলজির কর্ত্তৃপক্ষগণ অধ্যাপক সি এন ভকিলের নেতৃত্বে বোম্বাই সহরের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি এক তদন্ত কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। এই কমিটি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর যোগান, চাহিদা ও মূল্য সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া খাদ্য সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে সময়োচিত নির্দ্দেশ দিতে চেষ্টা করিবেন। জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যে এই কমিটি একটি প্রশ্নপত্র বা questionnaire প্রচার করিয়াছেন। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ উদ্যোগী হইয়া সহরের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ দ্রব্য সামগ্রীর যোগান ও মূল্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। যেরূপ সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থায় সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে তাহাতে কমিটি অল্প সময়ের মধ্যে বোম্বাইয়ের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে।

অর্থ-নৈতিক তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যম আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। দুঃখের বিষয়, দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে এইভাবে কার্য্যকরী গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাইবার দিকে এখন পর্য্যন্ত দেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না। বাঙ্গলা দেশে পণ্যমূল্য সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, যানবাহন সমস্যা ও বেকার সমস্যা প্রভৃতি দিন দিনই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। কিন্তু কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কেহই এসব বিষয়ে কোন আলোচনা বা গবেষণা চালাইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন না। এই সব বিদ্যালয়ে অর্থনীতির অনেক বড় বড় অধ্যাপক রহিয়াছেন। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্স ও কমার্স বিভাগের ছাত্রদের কতকগুলি এসোসিয়েশনও রহিয়াছে। কিন্তু মামুলী ধরণের জ্ঞানচর্চ্চা ও পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া উহারা দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলিকে বাস্তব ক্ষেত্রে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার কখনও কোন চেষ্টা করেন না। অর্থ-নৈতিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সময়োচিত নির্দ্দেশ প্রদানেও উহাদের আগ্রহ নাই। বর্ত্তমান যুগের গতিধারা উপলব্ধি করিয়া ও দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালী অধ্যাপক ও বাঙ্গালী ছাত্র-সমাজ আজ তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা করিবার আমন্ত্রণ পাইয়া স্যার মীর্জ্জা ইস্‌মাইল ঢাকা গিয়াছিলেন। স্যার মীর্জ্জা ইস্‌মাইল শিক্ষিতজন-পরিচিত একজন মুস্‌লিম মনীষী। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত একজন মাননীয় অতিথি। কিন্তু সমাবর্ত্তন সভায় এই প্রাধান অতিথিকে অপমান করিবার জন্য সমাবর্ত্তন উৎসবে ঢাকার কোন মুস্‌লিম ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন না—এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলীরও কোন মুস্‌লিম সদস্যকে সভা-স্থলে দেখা যায় নাই। মাত্র দুইজন মুসলমান—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর ও রেজিষ্ট্রার—বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী মুসলমান ছাত্রদের নিন্দাবিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া বহুকষ্টে সভায় যোগদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথির এইরূপ অবমাননায় কেবল ঢাকার ছাত্রসমাজই নহে, ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র সমাজ লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে। স্যার মীর্জ্জা ইস্‌মাইলের অপরাধ, সম্প্রতি পাটনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসী এবং সেই পরিচয়ের পরেই তিনি মুসলমান। এই কারণে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প-কলুষিত ঢাকার শিক্ষিত মুসলমান সমাজ স্বধর্ম্মাবলম্বী একজন মুস্‌লিম মনীষীর মর্য্যাদা নষ্ট করিতে অসহযোগের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

* *

স্যার মীর্জ্জা ইস্‌মাইল কেবল একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিই নহেন। তিনি স্বাধীন চিন্তাধারার ধারক ও সমর্থক। তাই ঢাকার মুস্‌লীম সমাজ, বিশেষ করিয়া মুসলমান ছাত্র সমাজ, প্রবল বাধা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াও নির্ভীক মীর্জ্জা ইস্‌মাইলকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অভিমত হইতে এক চুল নড়াইতে পারে নাই। তিনি তাঁহার সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদের অর্থাৎ পাকিস্থানী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অকুণ্ঠ ভাষায় অখণ্ড জাতীয়তাবাদের জয়গান করিয়াছেন। পাকিস্থানওয়ালাদের কানে ইহা যদি অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মতানৈক্যের অধিকার আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি। কিন্তু আমন্ত্রিত অতিথির কথা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিবার মত শিক্ষা ও মার্জ্জিত রুচি ঢাকার শিক্ষিত ও মার্জ্জিত বলিয়া কথিত মুসলমান অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছে না মিলিলে, সেই অশিষ্ট ও অভদ্র আচরণকে কি আখ্যায় অভিহিত করা যায়?

* * *

একদিকে মীর্জ্জা ইস্‌মাইল ভারতে অখণ্ড জাতীয়তার উচ্চাদর্শ প্রচার করিয়াছেন, ওদিকে মিঃ জিন্না তাঁহার এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় অভিনব জাতিতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। মিঃ জিন্নার অভিমতে, মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানরাই নেশন বা জাতি এবং হিন্দুরা সাব-নেশন বা উপজাতি। তেমনি হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুরা হইবেন জাতি এবং মুসলমান সম্প্রদায় সেখানে উপজাতি। এরূপ অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট জাতিতত্ত্ব কেহ কোন দিন শুনিয়াছেন কি? ভাষা, ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি জাতি নিরূপণের নানারূপ প্রশ্নের অবতারণা এখানে অনাবশ্যক। আমরা কেবল জিন্না সাহেবের নূতন জাতি-বিভাগের বাস্তবগ্রাহ্য অসারতার দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

* * *

ভারতবর্ষে নয় কোটি মুসলমান। হিসাব করিলে উহার প্রায় চার কোটি মুসলমানই থাকিবে হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে। এই চার কোটি মুসলমান মিঃ জিন্নার বিধান মানিয়া উপজাতি হইতে রাজী হইবেন কি? মিঃ জিন্নার অভিমতে, সার্ব্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে কেবল জাতির—উপজাতির নহে। যে মনোভাবের সহিত বৃটিশ কূটনীতির নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহদান সংমিশ্রিত হইয়া পরিকল্পিত পাকিস্থানের জন্মলাভ, সেই অকারণ সন্দেহ ও অহেতুক ভীতি যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের নয় কোটি মুসলমানের প্রায় অর্দ্ধাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের রাজত্বে বঞ্চনা ও অবিচারের অপরিবর্ত্তিত অদৃষ্টলিপি মানিয়া লইতে সম্মত হইবে কিনা, এই কঠিন প্রশ্নের জবাব সর্ব্বাগ্রে জিন্না সাহেবকে দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মিঃ জিন্নার অত্যদ্ভুত জাতি ব্যাখ্যান অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠই কেবল জাতি এবং আর সকল সম্প্রদায় উপজাতি, এই তত্ত্ব মানিয়া লইয়া সমগ্র ভারতের দিক হইতে হিন্দুরা অনায়াসেই দাবী করিতে পারেন যে, তাহারাই শুধু জাতি ও আর সকল সম্প্রদায়ের ন্যায় নয় কোটি মুসলমান উপজাতি ছাড়া আর কিছু নহে এবং মিঃ জিন্নার বিধানানুসারেই ভারতের প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমানাধিকারের কোনরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

* * *

ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয় মিঃ জিন্নার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। বাঙ্গলার দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। বাঙ্গলা পাকিস্থানের আওতায় আসিলেও বর্ত্তমানের ন্যায় কোয়ালিশান গবর্ণমেণ্টের সাহায্যেই শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। কেন না, বাঙ্গলার হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমানদের প্রায় সমান এবং মুসলমানদের মধ্যে একাধিক রাজনৈতিক দল রহিয়াছে ও থাকিবে। সেক্ষেত্রে absolute majority বা সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে কোন না কোন হিন্দু দলের সহিত সহযোগিতা করিয়াই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। পাঞ্জাবেও হিন্দু ছাড়া স্বাধীনচেতা শিখ সম্প্রদায় রহিয়াছে এবং মুসলমানদের মধ্যেও রাজনৈতিক মতানৈক্য বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। এমন কি সিন্ধুর ন্যায় অমন অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও কোন না কোন হিন্দুদল বা উপদলকে মন্ত্রিসভার সমর্থক হিসাবে দাঁড় না করাইলে চলিতেছে না। মিঃ জিন্নার এই নব-বিধানে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ স্বার্থও সিদ্ধ হইবে না; অখণ্ড ভারতের জাতীয় মুক্তিও প্রতিরুদ্ধ হইবে। প্রকৃত সমস্যা সমাধানের পথ পারস্পরিক সহযোগিতা ও অকপট আস্থা—সন্দেহ ও ভেদবিভেদ নহে।

* * *

গত ৩রা ডিসেম্বর কমন্স সভায় ভারত সচিবকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, ভারতের দেশীয় নৃপতিগণ ও সম্রাটের মধ্যে যে সকল সন্ধি-সর্ত্ত ও তৎসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে তৎপ্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল কি? এই প্রশ্নের জবাবে মিঃ আমেরী স্পষ্ট জবাব এড়াইতে গিয়া কেবল ধোঁয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, ঐ তারিখেই লণ্ডনস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় নবনগরের মহারাজা জামসাহেব ভবিষ্যৎ

(৫৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বস্ত্রসমস্যা ও তাহার প্রতিকার

চাহিদার তুলনায় বস্ত্রের যোগান কম হওয়ায় দেশে উহা ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। দেশে পাট, তুলা প্রভৃতি অর্থকরী কৃষিপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় নাই। বরং তাহা পূর্ব্বের তুলনায় দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। এই অবস্থায় চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর সঙ্গে বস্ত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি স্বভাবতঃই কৃষকদের চরম দুঃখ দুর্দ্দশা সূচিত করিয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায়, যেসমস্ত শ্রেণীর লোকের আয় না বাড়িয়া তাহা পূর্ব্বেকার স্তরে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে; নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের মত তাঁহাদের দুঃখ গ্লানিও আজ অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহাদের আয় পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাঁহারা বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আহার ও পরিধেয় সংগ্রহ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সুবিধা পাইতেছেন সত্য, কিন্তু জিনিষ পত্রের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ের সহিত আয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা তাঁহাদের পক্ষেও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই ভাবে খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্যা কম বেশী পরিমাণে আজ দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে এই জটিল সমস্যা হইতে কি ভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তৎসম্পর্কে সকলেই বিশেষ ভাবে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। এদেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। ভারতে বস্ত্র-সঙ্কট দেখা যাওয়ার মূল কারণ ও তাহার যথাসম্ভব প্রতিকার সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, চাহিদার তুলনায় বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে উহা ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন দিক দিয়া চাহিদা ও যোগানের বর্ত্তমান গতি বিবেচনা করিলে বিষয়টি ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। সেজন্য এসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সংখ্যাবিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

বস্ত্রের যোগান
(লক্ষ গজ হিসাবে)

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
দেশীয় কলের উৎপাদন	৪২৬,৯২	৪০১,২৫	৪২৬,০৫	৪৪৯,৩৬
দেশীয় তাঁতের উৎপাদন*	১৯২,১০	১৮০,০০	১৯০,০০	২০৬,০০
বাহির হইতে আমদানী	৬৭,২০	৫৭,৯১	৪৪,৭০	১৮,১৫
মোট যোগান	৬৪৬,২২	৬৩৯,১৬	৬৬১,৬৫	৬৬৭,৫১

বস্ত্রের চাহিদা
(লক্ষ গজ হিসাবে)

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
সমুদ্রপথে রপ্তানী	১৯,২৭	২৩,৮০	৪৩,৩৬	৮৬,৪৬
স্থলপথে রপ্তানী	১১,৫০	১২,১০*	১২,১০*	১২,১০*
সরকারী প্রয়োজন*	...	৩০,০০	৬০,০০	১০০,০০
জনসাধারণের নিট প্রয়োজন	৬৫৫,৪৫	৬৫৫,৪৫	৬৫৫,৪৫	৬৫৫,৪৫
মোট চাহিদা	৬৮৬,২২	৭২১,৩৫	৭৭০৯১	৮৫৪,০১
মোট যোগান	৬৪৬,২২	৬৩৯,১৬	৬৬১,৬৫	৬৬৭,৫১
বস্ত্রের ঘাটতি		৮২,১৯	১০৯,২৬	১৮৬,৫০

*অনুমিত

উপরোক্ত বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, গত ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে, অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বৎসর হইতে, এদেশের প্রয়োজনে ও বাহিরে রপ্তানীর প্রয়োজনে যে ভাবে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে দেশে সে ভাবে বস্ত্রের উৎপাদন ও আমদানী বাড়িতেছে না। গত ১৯৩৮–৩৯ সালে দেশীয় কাপড়ের কলে ও তাঁতে সর্ব্বসমেত ৬১৯ কোটি ২ লক্ষ গজের মত বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অপরদিকে বাহির হইতে এদেশে ৬৭ কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল। এই ভাবে উক্ত বৎসরে মোট যে ৬৮৬ কোটি ২২ লক্ষ গজ বস্ত্রের যোগান পাওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে ৩০ কোটি ৭৭ লক্ষ গজ বস্ত্র বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল। আর বাকী ৬৫৫ কোটি ৪৫ লক্ষ গজ বস্ত্র এদেশবাসীর ব্যবহারে আসিয়াছিল। ভারতের অগণিত জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে এই পরিমাণ বস্ত্র অনেকটা অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলেও ইহাকে আমরা স্বাভাবিক সময়ে এদেশবাসীর ব্যবহার্য্য বস্ত্রের মান হিসাবে ধরিয়া লইতে পারি। এইরূপ মান স্থির করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরসমূহের যোগান ও চাহিদা বিবেচনা করিলে বস্ত্র সম্পর্কে একটা বড় রকম ঘাটতিই লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে গবর্ণমেণ্ট সামরিক প্রয়োজনে এদেশের কাপড়ের কলগুলির উপর বিস্তর পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ সাল হইতে বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানীও বাড়িয়া চলিয়াছে। অপরদিকে ১৯৪০-৪১ সাল হইতে দেশের কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্র উৎপাদন কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইলেও বাহির হইতে এদেশে বস্ত্রের আমদানী ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ফলে বিভিন্ন চাহিদা মিটাইয়া দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য প্রতি বৎসরই কম পরিমাণ বস্ত্র অবশিষ্ট থাকিতেছে। সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের অর্ডার যোগাইয়া ও রপ্তানীর প্রয়োজন মিটাইয়া ১৯৩৯-৪০ সালে বস্ত্রের মোট যোগানের মধ্যে মাত্র ৫৭৩ কোটি ২৬ লক্ষ গজ বস্ত্র সাধারণের ব্যবহারের জন্য অবশিষ্ট ছিল। ফলে ভারতবাসীর ব্যবহার্য্য ৬৫৫ কোটি ৪৫ লক্ষ গজ বস্ত্রের মান ধরিয়া উক্ত বৎসরে দেশে ৮২ কোটি ১৯ লক্ষ গজ বস্ত্রের ঘাটতি হইয়াছিল বলা চলে। ১৯৪০-৪১ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া ১০৯ কোটি ২৬ লক্ষ গজ দাঁড়ায়। ১৯৪১-৪২ সালে এইরূপ ঘাটতি আরও শোচনীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। চাহিদা অনুপাতে দেশে যে স্থলে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে না এবং উৎপন্ন বস্ত্র দ্বারা প্রথমে সরকারী সরবরাহ বিভাগের অর্ডার এবং রপ্তানীর প্রয়োজন মিটানই যেস্থলে নিয়ম, সেস্থলে দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের অভাব ঘটিয়া তাহা যে ক্রমেই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

এদেশে বস্ত্রের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা সম্পর্কে উপরে যে সব কারণ উল্লেখ করা হইল, জনসাধারণের উপকারার্থে অবিলম্বে তাহার সবকয়টির প্রতিকার করা সম্ভবপর নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট যে বস্ত্রের অর্ডার দিতেছেন দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের অভাব দেখিয়া তাঁহারা তাহা হ্রাস করিতে সম্মত হইবেন না। যুদ্ধ প্রচেষ্টার অপরিহার্য্য প্রয়োজন স্মরণ করিয়া

(৫৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহাচীনে শিল্প সংগঠন

শ্রীঅনাদিনাথ পাল

সাধরণতঃ ধ্বংসাবহী মড়কের বেশেই যুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে ; সেই হেতু ইহা অমঙ্গল ও অকল্যাণের বাহন। কিন্তু ইহা যে জাতীয় অকল্যাণেরও অগ্রদূত তাহা মহাচীনের ব্যাপারে কমবেশী প্রমাণিত হইয়াছে। চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে, আর যাহাই হউক, কেন্দ্রীয় চীন সরকার বিশেষতঃ ইহার বিশাল জনগোষ্ঠি আত্মানুসন্ধান ও আত্মসংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কৃষিনীতিক আর্থিক বনিয়াদের স্থলে চীনের আধুনিক শিল্পনীতিক অবস্থান্তর এই যুদ্ধের পরম আশীর্ব্বাদ।

চীন-জাপ যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে (১৯৩১-৩৩) মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের নিকট বিষম মার খাইয়া কেন্দ্রীয় চীন সরকার শিল্পনীতিক উন্নতির দিকে বিশেষ করিয়া সমরশিল্প বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহারা একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান-দেবতার আরাধনা না করিলে চীনের পতন অনিবার্য্য। এই হেতু, ১৯৩৩ সালে The National Defence Planning Committee নামক কমিশন তাঁহারা নিযুক্ত করেন ও উহাই সম্প্রতি রূপান্তরিত হইয়া জাতীয় শিল্পসম্পদ সংসদ বা The National Resources Commission নামে খ্যাত হইয়াছে। এই সংসদের প্রথম সাড়ে তিন বৎসর ব্যয়িত হয় চীনের খাতব সম্পদ, কাঁচামাল ও শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য্যে। ইহার পর বিগত ১৯৩৬ সালে মূল শিল্প প্রতিষ্ঠানে (Key industries) এক ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়, এবং কিয়াংসি, হুনান ও হুপ প্রদেশে পরিকল্পিত কাজ আরম্ভও হয়। গত পাঁচ বৎসর পদে পদে অসুবিধার মধ্যে কাজ করিয়াও এই সংসদের অধীনে ৪১টি কারখানা, ৪৩টি খনিস্তর ও ২৪টি বিদ্যুৎ-উৎপাদক কারখানা পূর্ণোদ্যমে কাজ চালাইয়া যাইতেছে, ইহাদের মধ্যে চীনের সর্ব্ববৃহৎ লোহা ও ইস্পাত কারখানা হ্যানোপিং কোম্পানী রহিয়াছে।

প্রাক্-যুদ্ধকালীন অবস্থায় 'জাতীয় শিল্প' বলিয়া চীনের কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল না, ১৯৩৭ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীনের 'দেশরক্ষা শিল্পও' অতি সামান্যই ছিল। সমুদ্রোপকূল ভাগের শিল্পগুলি বিদেশী অর্থ ও স্বার্থের পরিপোষক ও বাহন হিসাবে কাজ করিয়াও 'চীনের শিল্পসম্পদ' বলিয়া আখ্যাত ছিল, কিন্তু 'জাতীয় শিল্প' নামে পরিচিত হইবার যোগ্যতা ইহাদের কাহারো ছিল না। যুদ্ধারম্ভের পর একটা জাতীয় পরিকল্পনানুযায়ী চীনের মূলশিল্পগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে। পূর্ব্বে উত্তর, মধ্য ও উত্তরপূর্ব্ব চীনের কয়লা ও লৌহখনিগুলির মালিক ছিল হয় বিদেশী বণিককুল, নয় তাদের তাঁবেদারী প্রভাবসর্ব্বস্ব ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ। যুদ্ধারম্ভের একাধিক বৎসর পর দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশগুলিতে চীন সরকার জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে মনোযোগী হন। অবশ্য আত্মরক্ষার তাগিদেই বিদেশী শক্তির চোখে 'অপরাধজনক' এই কাজ করিতেও তাঁহারা সাহসী হন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শিল্পসম্পদ ২টি বৃহৎ ইস্পাত তৈয়ারীর কারখানা, ২টি কয়লাস্তর, তিনটি তামা সংশোধনাগার ও যন্ত্রপাতি নির্ম্মানের কারখানা চালু করিয়া তোলে। বিদ্যুত সরবরাহের উন্নতি বিধায়ক ব্যবস্থা, স্রোত-চালিত বিদ্যুত-উৎপাদক যন্ত্র, (hydroelectric plant) ও রাসায়নিক শিল্পপরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। আবার সমরশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য দেশজোড়া ব্যাপক পরিকল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে।

১৯৩৭ সালের আগে চীনে মাত্র ৭৪৫টি কয়লারখনি ও ৩৩টি লৌহখনিতে কাজ হইতেছিল, সেখানে আজ ১,৩৫০টি ব্যক্তিগত শিল্প কারখানা দেশের অভ্যন্তরভাগে পূর্ণোদ্যমে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া, ১০৮টি রহিয়াছে মূলশিল্পবিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এগুলি জাতীয় শিল্পসম্পদ সংসদের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। সামান্য কয়বছর মাত্র সতত প্রয়াসের ফলে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার মত হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর কারখানায়ও পুনর্গঠনের উপযোগী বন্দোবস্ত প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। একমাত্র ইস্পাত তৈয়ারীর বন্দোবস্ত হইলেই সমুদয় পরিকল্পিত ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হইবে। জেচুয়ান প্রদেশে ১৪৭,৫৯৭,৭০০ টন পরিমিত কাঁচা লোহা (raw iron) ভূগর্ভে নিহিত আছে বলিয়া পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে। ইহাকে কর্ম্মোপযোগী করিয়া তুলিবার সবকিছু বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া আসিয়াছে।

একমাত্র জেচুয়ান প্রদেশেই ৭ শতাধিক ছোটবড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এখানে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় সমরশিল্পগুলি অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে ১ শত আছে যন্ত্রপাতি নির্ম্মানাগার, ৩৪টি হইল যানবাহন সম্পর্কিত কলকব্জার কারখানা, ৩৪টি বিদ্যুৎ-উৎপাদক কেন্দ্র, ১৬টি সুরাসার শোধনাগার, ১২টি কাগজের কল, ৯০টি তুলা-পেঁজা ও সূতাবুনন কারখানা, আর আছে ৫৪টি ছাপাখানা। জাতীয় শিল্প গবেষণা বুরোর্ কয়েকটি আদর্শ কারখানাও (model plants) এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আগে সিকাং প্রদেশে একমাত্র চামড়া শিল্প ছাড়া অন্য কিছু শিল্প-সম্ভার ছিল না বলিলেই চলে। বর্ত্তমানে আজ দুই বৎসরকাল মধ্যে ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের রেশমী বুনন কারখানা, চামড়া শিল্প, কাগজ কল, কাঠ হইতে তেল নিষ্কাশন শিল্প, রাসায়নিক কারখানা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ও উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

কুয়েচোতে আধুনিক উন্নতপ্রণালীর ৫০টি কারখানা আছে। য়ুনানে আছে যুদ্ধ-পূর্ব্ব ১০টি ছাড়া আরও বহু নবসৃষ্ট কারখানা, কুয়াংসির অবস্থাও য়ুনানের মত। কুয়ানটাং বরাবরই শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বলিয়া খ্যাত ; যুদ্ধের আগেও এখানে বিলাতী মাটি তৈয়ারীর কারখানা, সুরাসার, এ্যাসিড ও কাগজ নির্ম্মাণ কারখানা বিদ্যমান ছিল।

১৯৩৮ সালে ক্যাণ্টনের পতনের পর এখানে ক্ষুদ্রাকারে বিভিন্ন কুটীর শিল্প প্রচলিত হইয়াছে। হুনান প্রদেশ যুদ্ধের আওতার মধ্যে আছে বলিয়া ইহার শিল্পোন্নতি তেমন বেশী কিছু হয় নাই, তথাপি সরকারী উৎসাহে এখানে ব্যক্তিগত ৩৭টি কাপড়ের কল, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম হুনানে ২৫টি কাগজের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া হুনানে কয়েকটি চা-বাগান, দুইটি যন্ত্রশিল্পাগার, দুইটি ধাতু-নিষ্কাষক কারখানা ও কতিপয় টিন, তামা, পারদ, টাংষ্টেন ও অপরাপর দ্রব্যের খনি রহিয়াছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্ম্মাণ শিল্প এবং সুরাসার কারখানাও এখানে কয়েকটি আছে। হুপের বহুলাংশ শত্রুকবলিত হওয়ায় বহু শিল্প অকালে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে সত্য,

তথাপি যুদ্ধের এলাকার বাহিরে এখনও বুনন, কাগজ, রসায়ন, সালফিউরিক এ্যাসিড, সুরাসার ও চামড়ার কারখানায় কাজ চলিতেছে। শিল্পসম্ভার নির্ম্মাণে একমাত্র কিয়াংসি প্রদেশ স্বয়ম্পূর্ণ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। এদের উৎপাদিত বস্তুর বিক্রীর বাৎসরিক পরিমাণ ৮ কোটি ডলার। চেকিয়াং প্রদেশে রকমারি শতাধিক কারখানা রহিয়াছে। অনুরূপ পরিমাণ বিশিষ্ট শিল্পকারখানা শেন্‌শীতেও আছে। বৎসরে ইহাতে ৫ হাজার বেল তূলা, ৪ লক্ষ টন যন্ত্রপাতি ও ৫ হাজার সিট্ চামড়া তৈয়ার হয়। এখানকার প্রাদেশিক সরকার একটি যন্ত্রশিল্পাগার, একটি কাপড়ের কল, একটি ময়দার কল, একটি সুরাসার সংশোধনাগার ও একটি এ্যাসিড তৈয়ারীর কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছে। কান্‌সু উন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান ৩০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকে। তন্মধ্যে কাপড়ের কল, বিলাতীমাটি, যন্ত্রশিল্প, ভেষজ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রকার রসায়নাগার আছে। সংক্ষেপে ইহাই নবীন চীনের শিল্প-সম্পদ—চীনা অধ্যবসায়, নিপুণতা ও ধৈর্য্যের বাহ্যিক জাতীয় প্রকাশ।

চীনের পুনর্গঠনে চীন সরকার এই শিল্পীকরণ নীতি বিশেষ দক্ষতা সহকারে প্রয়োগ করিতেছেন। একদিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে সরকারী কলকারখানা স্থাপন চলিতেছে, অন্যদিকে চলিতেছে ব্যক্তিগত কলকারখানার সঙ্গে সরকারী সহযোগিতা, উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ফলে দুইটি বিষয়ে খুবই লাভ হইয়াছে, যথা, (১) সরকার ও সাধারণের মধ্যে বুঝাপড়ার সুযোগ ও (২) বিভিন্ন ব্যবসায় ও কারখানার মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা হ্রাস। অধিকন্তু, মূলশিল্প-প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যেমন সরকার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি করিয়াছেন নূতন শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ। সরকার একদিকে শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য মোটা টাকা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দাদন দিতেছেন, অন্যদিকে শিল্পের যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বীমাপত্রও গ্রহণ করিতেছেন।

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত মূল সম্পদ ও খনিজ দ্রব্যসম্ভার সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে চীন সরকার 'জাতীয় শিল্পসম্পদ সংসদ' গড়িয়া তুলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে অথচ সরকারী পরিদর্শনাধীনে শিল্প সামগ্রী গড়িয়া তুলিবার ভার Industrial and Mining Adjustment Administration নামক আরএক প্রতিষ্ঠানের উপর বর্ত্তিয়াছে। যুদ্ধাঞ্চল হইতে শিল্পসামগ্রী অপসারণ করাই শুধু ইহার কাজ নয়, নবপ্রতিষ্ঠিত বা স্থানান্তরিত কারখানার স্থান নির্দ্দেশ করা, পুনর্গঠনের জন্য নিম্নসুদে তাহাদের টাকা ধার দেওয়া, অল্পদামে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল এবং শিল্পসম্পর্কিত উপদেশ দিয়া সাহায্য করাও ইহার প্রধান কাজ।

যুদ্ধরত চীনের শিল্পনীতিক পুনর্গঠনে যে কয়টি বিশিষ্ট প্রবণতা দেখা দিয়াছে তন্মধ্যে 'ইনডাস্‌কো' (Industrial Co-operative) বা শিল্প সমবায়, প্রধান স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে।

যুদ্ধের আবর্ত্তে ১৯৩৮-এর ৫ই আগষ্ট 'ইন্‌ডাস্‌কো'র প্রথম গোড়াপত্তন হয় হ্যাংকোতে। চীনা শিল্প সমবায় অথবা সংক্ষেপে সি, আই, য়ির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তখন দুইটি মূল উদ্দেশ্য কাজ করিয়াছিল। প্রথমতঃ দেশের আর্থিক ভিত্তি সর্ব্বাত্মক যুদ্ধের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা এবং দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের সুযোগে চীনের ভবিষ্যৎ জাতীয় শিল্পের গোড়াপত্তন। যেহেতু এতকাল বিদেশী বণিকস্বার্থের যূপকাষ্ঠে চীনের তথাকথিত জাতীয় শিল্প রজ্জুবদ্ধ ছিল, সুতরাং ইনডাস্‌কোর কাজ হইল দ্বিবিধ; যথা, রণক্ষেত্রে সামরিক চাহিদার যোগান দেওয়া এবং অসামরিক অধিবাসীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দৈনন্দিন অভাব মিটান। যুগপৎ রণাঙ্গন ও গৃহাঙ্গন রসদ সরবরাহ দ্বারা তাজা রাখাই হইল ইহার প্রধান কাজ। পরে অবশ্য ইহার কর্ম্মক্ষেত্র স্থানান্তরে প্রসারিত হইয়াছে, যেমন চীনের বিশিষ্ট শিল্পগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা করা এবং সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প গড়িয়া তোলা। সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার করিয়াও বলা যায় যে, শিল্প সমবায় আন্দোলন মূলতঃ সামাজিক, ইহার বাহ্যিক রূপ আর্থিক সংস্কার ও কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্গঠন। অর্থাৎ শিল্প সমবায় আন্দোলন সমাজমূলক আর্থিক আন্দোলন মাত্র।

এই ভাবে নবীন চীন গড়িয়া উঠিতেছে—দুঃসহ বেদনা, নির্য্যাতন ও ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে এক উন্নতর ও মহত্তর চীন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার নূতন সভ্যতা ও সামাজিক বনিয়াদ যে অতীত ও বর্ত্তমান হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠতর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার বীজ এই শিল্পনীতিক সংগঠনের মধ্যে লুকাইয়া আছে।

সেনট্রাল ক্যালকাটা
ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা
—শাখাসমূহ—
শ্যামবাজার | সিরাজগঞ্জ | নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা | দিনাজপুর | ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর) | রংপুর | বেনারস
নীলফামারি (রংপুর) ডুবরাজপুর (বীরভূম)
চাঁদবালী (বালেশ্বর—উড়িষ্যা প্রদেশ)
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কাগজের অভাব

ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবের নিকট একটী তার প্রেরণ করিয়া 'প্রবাসী', 'ইনসিওরেন্স ওয়ার্ল্ড', 'আর্থিক জগৎ' এবং 'অরণি' পত্রিকার সম্পাদকগণ কাগজ সরবরাহের ব্যাপারে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহাতে ভারত সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তদ্বিষয়েও তারে উল্লেখ করা হইয়াছে। তারে আরও জানান হইয়াছে, টিটাগড় কাগজের কলওয়ালারা সাদা মুদ্রণের কাগজ পাউণ্ড ।৵০ আনা ধার্য্য করিলেও কাগজব্যবসায়ীরা সেস্থলে ১।০ আনা করিয়া পাউণ্ড প্রতি দর হাঁকিতেছে। টিটাগড় কাগজের কলের মালিকগণ বর্ত্তমানে সাময়িক এবং অন্যান্য পত্রিকার জন্য কাগজ যোগান দেওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়াছে। এইজন্য পত্রিকাগুলির বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

ভারতের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের শিল্পোৎপাদনে ও কলকারখানার মালিকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। শিল্পপতিদের সুবিধার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রাঁচী, লাহোর, কাণপুর এবং নয়াদিল্লীতে শিল্প সম্বন্ধীয় কয়েকটী নমুনা প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল জিনিষ ভারতে প্রস্তুত হয় না অথচ এখানে যে সব মালপত্রের চাহিদা রহিয়াছে তাহার এবং অন্যান্য জিনিষপত্রাদির উৎপাদন কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সেই সম্পর্কে নানারূপ কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির নক্সা এই সব প্রদর্শনীতে একজন অভিজ্ঞ লোকের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে। দর্শকদের তিনি খুটিনাটি বিষয়গুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। কলকারখানার মালিকেরা এই প্রদর্শনী দেখিয়া নূতন নূতন জিনিষ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে ৬৯টী নূতন জিনিষের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাওয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনী দেখিয়া পাঞ্জাবের একজন অজ্ঞ ও নিরক্ষর গ্রামবাসী সেলাইয়ের কল তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে এবং ইহার মধ্যেই সে এইরূপ বহু কল সরবরাহ করিয়াছে।

বাঙ্গলার বাহিরে চাউল রপ্তানীর প্রতিবাদ

এই প্রদেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে চাউল গবর্ণমেণ্ট মজুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে সিংহল ব্যতীত ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রচুর পরিমাণ চাউল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স গবর্ণমেণ্টের নিকট তারযোগে ঐ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত প্রতিবাদে জানান হইয়াছে যে, সরকার ইতিপূর্ব্বে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলা দেশের কোনও জেলায় অন্নকষ্ট দেখা দিলে ঐ মজুত চাউল সেই জেলায় সরবরাহ করা হইবে। বন্যা ও ঝটিকার ফলে বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা দেশে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪০ভাগ ধান্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। ফলে বাঙ্গলায় চাউলের অভাব ঘটিবে। নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দেড়গুণ দরেও মাঝারি শ্রেণীর চাউল বাজারে পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় এই প্রদেশ হইতে বাহিরে চাউল প্রেরণের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের জন্য চেম্বার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

বোম্বাই-এ মাৎগুড় নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি বোম্বাই সরকার ১৯৪২ সালের বোম্বাই মাৎগুড় আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই আইনানুসারে কালেক্টরের নিকট হইতে অনুমতিপত্র না লইয়া কেহ মাৎগুড় মজুত রাখিতে পারিবে না। যাহারা গৃহকার্য্য বা শিল্পের প্রয়োজনে মাৎগুড় রাখিবেন অথবা যাহারা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট মাৎগুড় বিক্রয় করিবেন, কেবল তাহাদিগকেই মাৎগুড় রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

ইঙ্গ-মার্কিন টেকনিক্যাল মিশন

নয়াদিল্লীর ৩০শে নবেম্বর তারিখে এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইঙ্গ-মার্কিন টেকনিক্যাল মিশন তাঁহাদের তদন্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া রিপোর্ট রচনাও শেষ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন বন্দর ও জাহাজ নির্ম্মাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহারা তদন্ত করিয়াছেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রগামী জলজান (নৌকা প্রভৃতি) সম্পর্কে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা তৎসম্পর্কেও যে একটি সরকারী তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল তাহারা তদন্ত শেষ করিয়া কতকগুলি বিষয়ে সুপারিশ করিয়া একটী রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন। এই কমিটির সুপারিশগুলি বর্ত্তমানে ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

ভারতের বাহিরে চা রপ্তানী বন্ধের অনুরোধ

গত ৩০শে নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন কমিটি ও ক্যালকাটা টী ট্রেডার্স এসোসিয়েশনের একটি সম্মিলিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ঐ অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ভারত হইতে ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক বাহিরে চা রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের অনতিবিলম্বে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং এই সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রচার করা উচিত।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা।

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

মাদ্রাজে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি

মাদ্রাজে উত্তরোত্তর চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। বাজারের অবস্থা স্বাভাবিক রাখিবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ সরকার বেজওয়াদা হইতে স্পেশাল ট্রেনযোগে ২ হাজার টন চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলিকাতায় লস্কর ভবন

নয়াদিল্লীর ১লা ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সচিব বড়লাটকে জানাইয়াছেন, গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কলিকাতায় ভারতীয় লস্করদের বাসভবনের নির্ম্মাণ ব্যয় বাবদ ৩ লক্ষ টাকা সাহায্যদানের জন্য বৃটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছেন।

মহীশূরে সাংবাদিক বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সাংবাদিক বৃত্তি শিক্ষা সংক্রান্ত একটি পোষ্ট-গ্রেজুয়েট ডিপ্লোমা দিবার ব্যবস্থা করিবার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যার ঝড়ে মৃতের সংখ্যা

গত ২৭শে নবেম্বর উড়িষ্যা সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, গত ১৪ই নবেম্বর হইতে ১৬ই নবেম্বরের মধ্যে গঞ্জামের সমুদ্র উপকূলস্থ অঞ্চল, পুরী ও কটক জেলায় যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহাতে ৬৭১ জন লোক ও বহু সংখ্যক গবাদি পশু নিহত হইয়াছে।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন

১৯৫১-১৯৫৪

শতকরা ৩ টাকা

এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

কাগজ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

গত ২৮শে নবেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে বাঙ্গলার প্রাক্তন অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় কাগজের কলসমূহের শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রহণের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট অনুসৃত এরূপ কার্য্যের ফলে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে বহুলাংশে কার্য্যকলাপ অচল হইয়া দাঁড়াইবে এবং সহস্র সহস্র লোক সহসা কর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে। এরূপভাবে কাগজ নিয়ন্ত্রণের ফলে কাগজের বাজারে যে "চোরা বাজারের" সৃষ্টি হইবে এবং অস্বাভাবিক লাভ ও লোভের গুপ্ত রাজত্ব চলিতে থাকিবে সেই দিকে উক্ত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের অপৌণ মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। উক্ত সভা এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বানের এবং কাগজের কলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কুটীর শিল্প হিসাবে কাগজ প্রস্তুতে উৎসাহ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান হইয়াছে। এই সম্পর্কে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের নিকট তারযোগে সভার গৃহীত প্রস্তাব প্রেরণ করিয়া এক স্বতন্ত্র চিঠিও পাঠাইয়াছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের এই চিঠিতে জানান হইয়াছে যে, কয়েকটি মিল কাগজ ব্যবহারকারীদিগকে জানাইয়াছে যে, উহাদের হাতে যে ১০ ভাগ কাগজ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা যুদ্ধসংশ্লিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের প্রয়োজনেই লাগিবে; ফলে জনসাধারণের জন্য কোন কাগজ থাকিবে না। এই সঙ্কটজনক পরিণতির বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সম্যক অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়া উক্ত পত্রে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গবর্ণমেণ্টের অংশ হ্রাস করা যায় কিনা সেই বিষয়ে বাণিজ্য সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট ব্যয় বরাদ্দ

ওয়াশিংটন হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন সরকার আগামী জানুয়ারী মাসে কংগ্রেসের নিকট পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম ব্যয়-বরাদ্দ উপস্থাপিত করিবেন। ১৯৪৩ সালের ৭ই জানুয়ারী হইতে ঐ প্রস্তাবিত ১০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় বরাদ্দের আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে মার্কিন সরকার ৭ হাজার কোটি ডলার মত ব্যয় করিবেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। উপরোক্ত ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, বেতনের পরিমাণ সর্ব্বোচ্চ ২৫ হাজার ডলার ধার্য্য করা হইয়াছে। লগ্নী তহবিল হইতে আয়ের সর্ব্বোচ্চে পরিমাণও ২৫ হাজার ডলার ধার্য্য করিবার জন্য এবং তদতিরিক্ত আয় ট্যাক্স বাবদ রাজকোষে সংগ্রহের জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করিবেন। ওয়াশিংটনের কোন কোন সাংবাদিক মহলে প্রকাশ যে, ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ দেখা দিবে।

ইন্দোরে খ্যাণ্ডার্ড ক্লথের সুব্যবস্থা

হোলকার রাজ্যে বস্ত্রের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার একান্ত অভাবের কথা বিবেচনা করিয়া হোলকার সরকার ভারতরক্ষা আইন অনুসারে (হোলকার রাজ্যে প্রযোজ্য) ইন্দোর রাজ্যের সমস্ত কাপড়ের কলের প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, এখন হইতে মিলসমূহের প্রত্যেকটির শতকরা ৫ ভাগ তাঁত সর্ব্বপ্রথমে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সাধারণ পরিধেয় উৎপাদনের জন্য রিজার্ভ রাখিতে হইবে। ঐ সমস্ত তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্র গবর্ণমেণ্টকে একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সরবরাহ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এতাবৎ অনুরূপ ব্যবস্থা আর কোথাও হয় নাই।

বিহার হইতে ঘৃত রপ্তানী নিষিদ্ধ

বিহার সরকার গত ২৭শে নবেম্বর হইতে বিহার প্রদেশের বাহিরে ঘৃত প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারি করিয়াছেন। এই সঙ্গে সমগ্র বিহার প্রদেশে প্রতিমণ ঘৃতের দর ৬০৲ টাকা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল্যনিয়ন্ত্রণকারী প্রধান সরকারী কর্ম্মচারীর অনুমতি ছাড়া কাহাকেও বিহার প্রদেশের বাহিরে ঘৃত রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে না।

ইকনমিক্ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(স্থাপিত ১৯২৯)
হেড অফিস:—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন:—ক্যাল ৫৯৪৪
ব্রাঞ্চ:—বাঁকুড়া
ঘাটাল ব্রাঞ্চ
৪ঠা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।
মিঃ এম, দত্ত রায়, বি-এ, সেক্রেটারী।

সস্তায়, সুন্দর ও
টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৹ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বিগত ১৮ই মে নবদ্বাপ শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইংলণ্ডের লোক দেশের কল্যাণের প্রতীক বলেই গণ্য করতো—আর ভিক্টোরীয় যুগও ছিল সেদেশের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ। সে যুগের মেয়েদের লাজ-নম্র মেয়েলীপনার পরিচয় দিতো তাদের পায়ে লুটানো পোষাক-আষাক, হাতপাখার ভীরু, ত্রস্ত কম্পন আর কথায় কথায় মূর্চ্ছা যাবার অপরিসীম ক্ষমতা! যদিও মহারাণী ভিক্টোরিয়া ছিলেন ভারতের সম্রাজ্ঞী কিন্তু শাড়ি পরবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি; কারণ ভারতের মেয়েদের মতো এই চমৎকার সুশ্রী বেশটি পরবার জন্মগত অধিকার তাঁর ছিল না। দেখুন না, মহালক্ষ্মীর এই সাদাসিদে সুতীর শাড়িটিতে আমাদের ভানুমতীকে কি সুন্দর মানিয়েছে!

মহালক্ষ্মী

কটন মিলস্ লিমিটেড্

ম্যানেজিং এজেণ্ট্স্:

এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স্ লিঃ, ১৫ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

MCK 28.

ভারতে ইক্ষুচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

ভারতে ইক্ষুচাষের ১৯৪২-৪৩ সালের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহার সহিত ১৯৪১-৪২ সালের ইক্ষুচাষের একটী তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯৪২-৪৩ সাল জমি (একরে)	১৯৪১-৪২ সাল জমি (একরে)
যুক্তপ্রদেশ	১,৯৪৬০০০	১,৮৩৩০০০
পাঞ্জাব	৪৭৮০০০	৫০৬০০০
বিহার	৪০৩০০০	৩৮৪০০০
বাঙ্গলা	৩০০০০০	৩০১০০০
বোম্বাই	১৫২০০০	১৫৬০০০
মাদ্রাজ	১১৬০০০	১০৫০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৮১০০০	৯৩০০০
আসাম	৪১০০০	৪১০০০
উড়িষ্যা	৩২০০০	৩১০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২৮০০০	৩২০০০
সিন্ধু	৯০০০	৯০০০
দিল্লী	১০০০	১০০০
মহীশূর	৪২০০০	৪৬০০০
হায়দরাবাদ	৩৪০০০	৩৫০০০
ভূপাল (মধ্যভারত সহ)	৮০০০	৯০০০
বরোদা	৪০০০	৪০০০
জাওরা (মধ্যভারত)	১০০০	১০০০
	৩,৬৭৬০০০	৩,৫৮৮০০০

ভারতে ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে ৬ কোটী ৭৬ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; পূর্ব্ব বৎসরে ৬ কোটী ৬৩ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে ১৯৪১-৪২ সাল এবং ১৯৪২-৪৩ সালে কি পরিমাণ জমিতে ধান চাষ হইয়াছে তাহার একটী তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯৪২-৪৩ সাল জমি (একরে)	১৯৪১-৪২ সাল জমি (একরে)
বাঙ্গলা	২২,৩৬০০০০	২৩,১৪৩০০০
মাদ্রাজ	৬,১৭৯০০০	৫,৮০৯০০০
বিহার	৯,২৪২০০০	৮,৮১৯০০০
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার	৭,৬০৫০০০	৭,৭২২০০০
যুক্তপ্রদেশ	৭,২১৮০০০	৬,৫৩৮০০০
আসাম	৪,৯৩৯০০০	৪,৩৬৫০০০
উড়িষ্যা	৪,৬৮২০০০	৪,৭১১০০০
বোম্বাই	২,৫৭৬০০০	২,২৪২০০০
সিন্ধু	১,২৩৭০০০	১,৪৫৫০০০
পাঞ্জাব	৯১৪০০০	৯১৬০০০
হায়দরাবাদ	৫৬০০০০	৪৬৮০০০
বরোদা	১৮৩০০০	১২৬০০০
ভূপাল (মধ্যভারত সহ)	৩৪০০০	৩৪০০০
	৬৭,৬৩৯০০০	৬৬,৩৪৮০০০

মিশরে পাটচাষের প্রচেষ্টা

মিশর গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও সহযোগিতায় জনকয়েক বিশিষ্ট শিল্পবিদ্ মিশরে কতিপয় পাটকল স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। প্রকাশ, মিশর সরকারের কৃষিবিভাগের মন্ত্রী মিশরে পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহা পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ :

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত „ ৪০,০০,০০০ „
বিক্রীত „ ৩৪,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ) ২০,০০,০০০ „
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮,০০,০০০ „
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৪,০০,০০০ টাকা

ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলকামারী, মেদিনীপুর

জলপাইগুরী ও পুরী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যপ্রসার হেতু হেড অফিস নিরাপদ এবং বৃহৎ প্রকোষ্ঠে একতলায় স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—

ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

ভারতের দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়

ভারতে বর্ত্তমানে দেশরক্ষা বাবদ যে টাকা ব্যয় হইতেছে তাহার অধিকাংশই বৃটিশ সরকার বহন করিতেছেন। চ্যাটফিল্ড কমিটী ও রোজার মিশনের সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করার জন্য বৃটিশ সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই ব্যাপারে ভারত সরকারকে কোটী কোটী টাকা সাহায্য করিতেছেন। ভারতের নৌ, বিমান ও সৈন্যবাহিনীর প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য বৃটেন বিনা খরচায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বিমান, মোটরগাড়ী প্রভৃতি সরবরাহ করিতেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৬০ কোটী টাকার সমরসম্ভার আসিয়া পৌছিয়াছে। ভারতের দেশরক্ষা ব্যয় সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের সহিত ভারত সরকারের যে আর্থিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে এই ব্যাপারে ভারতকে এই বিরাট ব্যয়ের অতি সামান্য অংশই বহন করিতে হয়। ১৯৪১-৪২ সালে দেশরক্ষা খাতে মোট ৩ শত কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সালে) উহা ৫৩৩ কোটী টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার মধ্যে ভারতের রাজস্ব হইতে গত বৎসর মাত্র ১ শত কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ১৯৪২-৪৩ সালে খুব সম্ভবতঃ ১৩৩ কোটী টাকা ব্যয় হইবে।

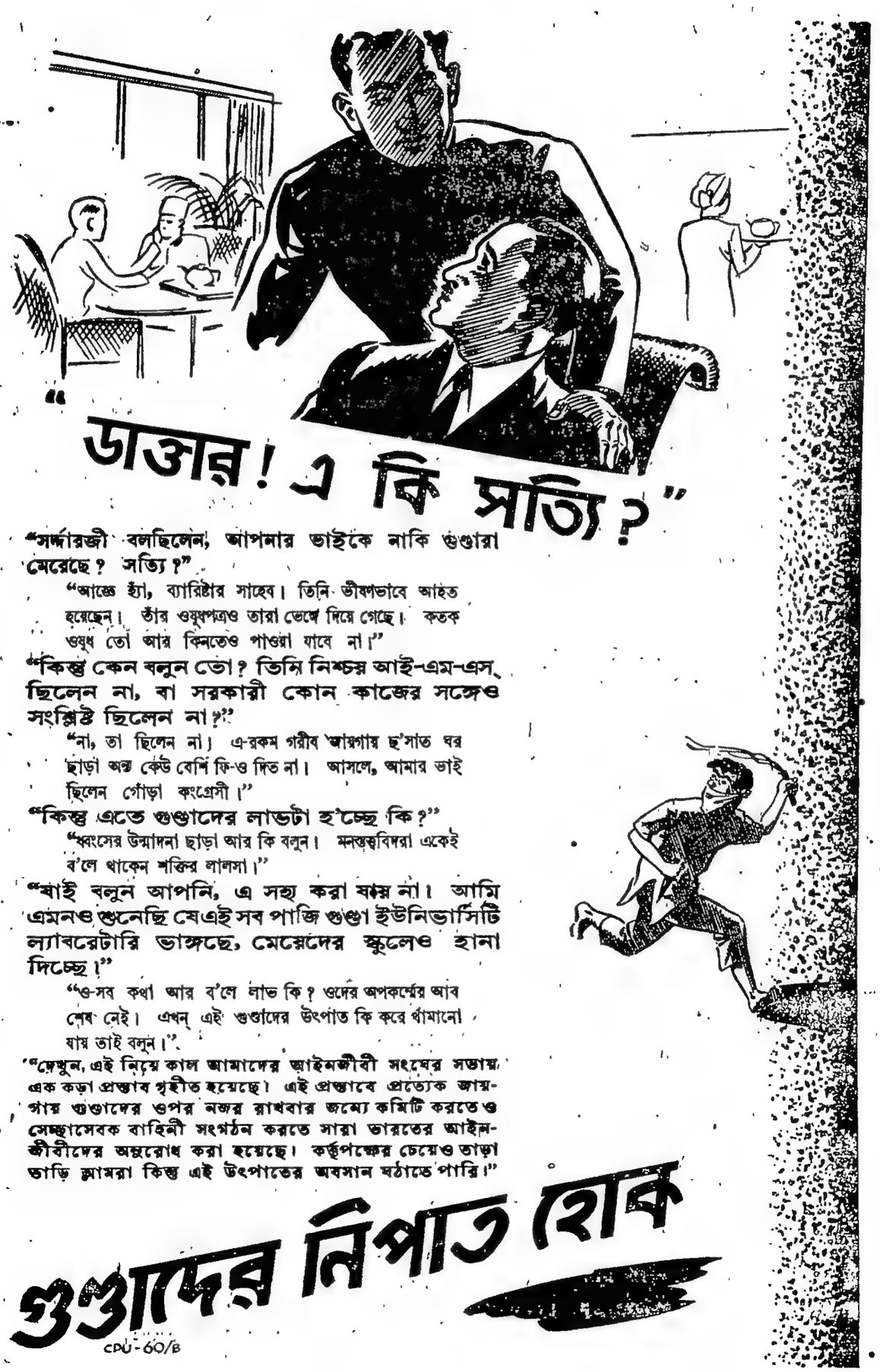

কুইনাইন বণ্টন নিয়ন্ত্রণ

যুদ্ধের দরুণ কুইনাইনের অভাব দেখা দেওয়ায় বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলা দেশে কুইনাইন বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের প্রয়োজনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কুইনাইন বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। ভারত সরকারের হাতে যে পরিমাণ কুইনাইন মজুত আছে তাহা এবং বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ প্রদেশে যে পরিমাণ কুইনাইন বৎসরে উৎপন্ন হইবে তাহা একটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী সমগ্র ভারতে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই ব্যবস্থানুসারে পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ কুইনাইন বণ্টনের জন্য পাওয়া যাইবে। বাঙ্গলা দেশে ১৯৩৮-৩৯, ১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৪০-৪১ সালে গড়পড়তায় বৎসরে ৪৯ হাজার ৮৪৬ পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হইয়াছে এবং ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৪২১ পাউণ্ড কুইনাইন খরচ হইয়াছে। ৪৭ হাজার ৯২ পাউণ্ড কুইনাইন প্রতি বৎসর গড়পড়তায় বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। এইজন্য বাঙ্গলা দেশে সরকারের অধীনে একটী স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কুইনাইন বিতরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

কুইনাইন সরবরাহের ব্যবস্থা

নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, চিকিৎসা ব্যবসায়ী, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং জনসাধারণকে কুইনাইন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে কুইনাইন দেওয়া হইয়াছে। এই কুইনাইন পাইবার জন্য ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস্ বা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন না জানাইয়া প্রাদেশিক সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

কুইনাইন সমস্যায় বাঙ্গলা সরকার

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় (২৬টী) বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য বাঙ্গলা সরকার ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া এসোসিয়েটেড্ প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ। জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কুইনাইন ব্যবহারের জন্য গবর্ণমেণ্ট আরও ৪২ হাজার টাকা জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের হাতে দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের হাতেও ২৪ হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাঙ্গলার শর্করা শিল্প

ভারত সরকারের শর্করা নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্ম্মচারী চলতি বৎসরের জন্য শর্করার যে মূল্য ধার্য্য করিয়াছেন, উহার ফলে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন চিনির কলের মালিকগণ ইক্ষু ক্রয় সম্পর্কে যে অসুবিধায় পড়িয়াছে তাহা জানাইয়া বাঙ্গলা সরকারের সিভিল সাপ্লাই বা বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টোরেট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি ডিরেক্টোরেট কর্ত্তৃক আহূত বাঙ্গলার চিনির কলসমূহের মালিক ও চিনি ক্রেতাদের প্রতিনিধিবর্গের এক যুক্ত-বৈঠকে উক্ত অসুবিধার কথা জানান হইয়াছিল। মিলমালিক পক্ষের প্রতিনিধিগণ বলিয়াছেন যে, ইক্ষুর নির্দ্ধারিত মূল্য এবং গুড়ের চলতি মূল্যের দরুণ আগামী মৌসুমে যথেষ্ট পরিমাণ ইক্ষু পাওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইবে।

ভারতে মোটর ইঞ্জিন নির্ম্মাণের তোড়জোর

মোটর ইঞ্জিন কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড সায়েণ্টিফিক রিসার্চ্চ মিঃ জে সি মাহীন্দ্রকে সভাপতি মনোনীত করিয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ যাহাতে অনতিবিলম্বে মোটর ইঞ্জিন প্রস্তুতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন ও অনুসরণ করাই উক্ত কমিটির উদ্দেশ্য। কমিটি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই সকল ইঞ্জিনের নির্ম্মাণ কার্য্য সুষ্ঠুভাবেই আরম্ভ হইয়াছে এবং কতকগুলি বিভিন্ন ধরণের ইঞ্জিন যুদ্ধার্থে সরবরাহ হইতেছে; কিন্তু ভারতকে এই ক্ষেত্রে পুরাপুরি আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে এই মোটর ইঞ্জিন শিল্পের দ্রুত প্রসারের একান্ত প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি ও আবশ্যক কাঁচা মাল যোগাড় হইলে অচিরেই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর। ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ উৎপাদনে ব্যাপৃত বিভিন্ন ছোট ছোট কলকারখানাগুলিকে একত্রীভূত করিয়া বোম্বাই, সাঁতারা, কোয়েম্বাটোর, কোচিন, লাহোর, কানপুর, জামসেদপুর প্রভৃতি কেন্দ্রীয় স্থানসমূহে উহাদের উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ে কমিটি বিশেষভাবে জোর দেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের প্রথানুযায়ী বাধা-নিষেধ উত্তীর্ণ হইবার জন্য ও ভারতের বাহিরে যে সমস্ত অংশ তৈয়ারী হয় উহা এখানেই নির্ম্মাণের জন্য যে নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহার জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলিয়া কমিটি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন দপ্তর

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের নূতন খাদ্যবিভাগ খোলা হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাই কমিশনার মিঃ বি জি হোল্ডস্‌ওয়ার্থ উক্ত বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন হইতে সিভিল সাপ্লাই কমিশনারের পদ আর থাকিবে না। পুনরায় কোনরূপ আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত খাদ্যবিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ সুখতাঙ্কর হুইট কমিশনারের কার্য্যের ভার লইয়া থাকিবেন। সেণ্ট্রাল ফুড্ এ্যাডভাইসরী কাউন্সিল খাদ্য-বিভাগের অধীনে থাকিবে। পূর্ব্বে বাণিজ্য বিভাগ কর্ত্তৃক যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত ও পরিচালিত হইত এবং অসামরিক সরবরাহ কমিশনার (চাউল ও বিবিধ) চিনির কণ্ট্রোলার ও ভারতের হুইট কমিশনার যে কাজগুলি করিতেন, এখন হইতে তাহার ভার উক্ত নূতন বিভাগ গ্রহণ করিল। চিনির কণ্ট্রোলার এবং তাঁহার বিভাগ বর্ত্তমানে কাজ করিতে থাকিবে, তবে এই বিভাগ বাণিজ্য বিভাগের পরিবর্ত্তে খাদ্য বিভাগের অধীন থাকিবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে জানান হইয়াছে, কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইবে এবং শেষ হইবে আগামী ৩১শে মার্চ্চ তারিখে। বে-সরকারী বিল ও প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য ছয় দিন ঠিক করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে বাজেট এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ বাজেট পেশ করা হইবে।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।
পৃষ্ঠপোষক—কুমার বিশ্বনাথ রায়

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড্ কলিকাতা।
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
—শাখাসমূহ—
ঢাকা, মালদহ, শিলং, রাঁচী, রাণাঘাট, বালী, দেওঘর, রোহনপুর, নাটোর, ঝালদহ, টিটাগড়, রাইগঞ্জ, মালুচী ও নিমাসরাই।
CALCUTTA EXCHANGE BANK LIMITED
ফোন :—
কলি : ১৮১৮
টেলিগ্রাম—সেফ্‌বণ্ড

আপ্রাণ চেষ্টা

যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপ লাঘব করতে চাই চা

যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আজ সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ খেটে তবে কারখানার শ্রমিকরা এই বাড়তি কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আর তাদের ক্লান্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের নেই—কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাত্রই আবার তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশক্তি ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চা-ই দেবেন। দেখবেন তারা কত বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে।

চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 166 A

(বস্ত্রসমস্যা ও তাহার প্রতিকার)

আমরাও তাহা বন্ধ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারি না। কিন্তু এদেশ হইতে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ অবিলম্বে কমাইয়া দেওয়ার জন্য দেশের জনসাধারণ অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিতে পারে। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমানের নিদারুণ অভাব বিবেচনা করিয়া দেশের কাপড়ের কলসমূহে ও দেশীয় তাঁতসমূহে এখন হইতে যথা-সম্ভব বেশী বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা যে সঙ্গত তাহাও আমরা জোর দিয়াই বলিতে পারি। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত হইতে বিদেশে (সমুদ্র পথে) ১৯ কোটি ২৭ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১-৪২ সালে তাহা ৮৬ কোটি ৪৬ লক্ষ গজে দাঁড়াইয়াছে। কাপড়ের অভাবে যেস্থলে এদেশের লোক বর্ত্তমানে অসহনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে, সেস্থলে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া সর্ব্বথা অনুচিত। বিশেষতঃ বাহির হইতে এদেশে যখন বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কম বস্ত্র আমদানী হইতেছে। ভারত সরকারের কর্ত্তব্য অবিলম্বে রপ্তানী সম্পর্কে একটা সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়া এদেশের উৎপন্ন বস্ত্র যথাসম্ভব এদেশের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে দেওয়া।

এক্ষণে দেশীয় কাপড়ের কলে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা যাউক। যুদ্ধের সময়ে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভারতীয় কলসমূহে কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ৪০১ কোটি ২৫ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ৪২৬ কোটি ৯৫ লক্ষ গজ দাঁড়ায়। ১৯৪১-৪২ সালে তাহা আরও বাড়িয়া ৪৪৯ কোটি ৩৬ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। এই বৃদ্ধি অনেকটা সন্তোষজনক হইলেও দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া কলসমূহে বর্ত্তমানের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াইবার চেষ্টা সঙ্গত। কাপড়ের কলসমূহের অবস্থা সম্পর্কে আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণের ব্যবস্থা হইলে সেরূপ বৃদ্ধি মোটেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্র সম্প্রতি এবিষয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। সে সমস্ত কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে কাপড়ের কলে সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় অবশ্যই কতকটা বাড়িতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। 'কমার্স' পত্র বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট কলসমূহে তাঁহাদের অর্ডারী মাল তৈয়ার সম্পর্কে যে পারিপাট্য ও বৈশিষ্ট্যের (specification) উপর জোর দিতেছেন, তাহাতে মিলগুলির সাধারণ ধরণের কাজ অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। সরকারী অর্ডার সরবরাহের জন্য সাক্ষাৎভাবে একদিকে কলসমূহের শতকরা ৩৫ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়োজিত হইতেছে। সরকারী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বিভিন্ন জিনিষ তৈয়ার করিতে গিয়া মিলসমূহকে আবার কতকগুলি যন্ত্রপাতি অংশতঃ অকেজো করিয়া রাখিতে হইতেছে। মিলসমূহের এই ক্ষতি দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি এখন হইতে অর্ডারী মালের স্পেসিফিকেসন সম্পর্কে কড়াকড়ি যথাসম্ভব হ্রাস করেন, তবে বিশেষজ্ঞদের মতে কলসমূহের কার্য্যক্ষমতা শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে। কাপড়ের কলসমূহে পূর্ব্বে যে সব তাঁতে ৪০ ইঞ্চি বহরের বস্ত্র তৈয়ার হইত সরকারী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ করিতে গিয়া এক্ষণে সে সমস্ত তাঁতে অনেক স্থলে ৩৬ ইঞ্চি বহরের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। স্পেসিফিকেশনের কড়াকড়ি হ্রাস পাইলে মিলসমূহ ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে ৩৬ ইঞ্চির স্থলে ৪০ ইঞ্চি বহরের কাপড় উৎপাদন করিয়া বস্ত্রের অভাব দূরীকরণে সাহায্য করিতে পারে। 'কমার্সে'র এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী সরকারী অর্ডারের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করা চলে কিনা, আশা করি গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

দেশের কাপড়ের কলসমূহ সৌখীন শ্রেণীর বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস করিয়া বর্ত্তমানে যদি অধিক পরিমাণে সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্র উৎপাদনের উপর জোর দেয়, তবে তাহাতেও দেশে বস্ত্রের অভাব মিটিবার পক্ষে অনেকটা সহায়তা হইতে পারে। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাপড়ের কলের উৎপাদন এখনকার চেয়ে বৃদ্ধি করাও সম্ভবপর বলিয়া 'কমার্স' পত্র মনে করেন। ভারতের অনেক কাপড়ের কলে বর্ত্তমানে দুই দল শ্রমিক দিয়া দ্বিগুণ পরিমাণে কাজ চালান হইতেছে। দেশে বস্ত্রের অভাব লক্ষ্য করিয়া মিলমালিকেরা তিনদল শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাপড়ের কলের কাজ আরও বৃদ্ধি করিবার কথা বিবেচনা করিতে পারেন। কাপড়ের কলের সাপ্তাহিক ছুটীর দিন একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াও এবিষয়ে সুবিধাজনক হইতে পারে। অনেক কাপড়ের কলে বর্ত্তমানে এক এক দল শ্রমিক দিন দশ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করিতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। যদি তিন দল শ্রমিক দ্বারা কাজ চালানোর ব্যবস্থা হয়, তবে এই হিসাবে কলের কাজের সময় বিস্তর বাড়িয়া যাইবে। তিন দল শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে দৈনিক ব্যক্তিগত কাজের সময় ৭৷৷০ ঘণ্টা হিসাবে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াও কলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই ধরণের নির্দ্দেশ আমাদের নিকট খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে হইতেছে। আশা করি কাপড়ের কলের মালিকেরা দরিদ্র জনসাধারণের প্রয়োজনে এই ভাবে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে ত্রুটি করিবেন না।

পুস্তক পরিচয়

চীনরাষ্ট্র ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের পাঁচ বৎসর—প্রকাশক : চীন পাবলিশিং কোম্পানী, চুংকিং, চীন। প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

বিগত ছয় বৎসর কাল চীন নিরবচ্ছিন্নভাবে একা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। চীন দেশের একাদিক প্রদেশ, বহু পল্লী ও জনপদ, বিশেষ করিয়া অনুন্নত চীনের শিল্পাঞ্চলসমূহেরও অধিকাংশ ভূখণ্ড ও উপকূলবর্ত্তী বন্দরগুলি জাপান একে একে করায়ত্ত করিয়াও চীনকে পরাভব মানাইতে পারে নাই। যন্ত্রশিল্পে সমুন্নত ও আধুনিক সমরসজ্জায় সুসজ্জিত জাপানের প্রচণ্ড অভিযানের সম্মুখে চীনের এই বিস্ময়কর প্রতিরোধ জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। জনসাধারণের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে; কিসের সাহায্যে ও কোন্ শক্তির বলে চীন রাষ্ট্র এখনও টিকিয়া রহিয়াছে? আলোচ্য গ্রন্থে চীনরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঁচ বৎসরের এক সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেবল সামরিক শক্তি-সমাবেশেরই পরিচয় নহে, চীনের খনিজ সম্পদ, শিল্প ও কৃষির অবস্থা, শিক্ষা ও সংগঠনের ব্যবস্থা, অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা, খাদ্য সমস্যার সমাধান, কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন, যানবাহন, পথঘাট, আমদানী রপ্তানী, সংবাদ আদানপ্রদান —এক কথায় জাপানের ন্যায় একটী প্রথম শ্রেণীর 'ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে'র সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেও অতি দ্রুত বেগে কি ভাবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চীন কতখানি শক্তি সঞ্চয় ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে ও এখনও নানাভাবে করিতেছে, সেই সব তথ্য এই গ্রন্থে বিভিন্ন চৈনিক বিশেজ্ঞ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত তথ্যাবলী অবগত না হইলে বর্ত্তমানে নবীন চীনকে বুঝা যাইবে না। নহিলে তাহার সুদীর্ঘ প্রতিরোধ শক্তি একটা ভোজবাজী বলিয়া মনে হইবে। ইহা ছাড়া ১৯৩৭ সালের যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিও সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেরই চীন সম্পর্কে মোটামুটি একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ১৬৫ পৃষ্ঠার এই পুস্তকখানির মাঝে মাঝে চীনের সামরিক শক্তির পরিচায়ক অনেকগুলি ছবি ও দুইখানি মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহার আকর্ষণ আরও বাড়িয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ

সম্প্রতি আমরা ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেডের গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সময়ের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে এই নূতন ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীটির সমূহ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেজেষ্ট্রীকৃত হয়। তারপর হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সময়ে এই কোম্পানীটির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এই যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধার ভিতরও অল্পসময়ের মধ্যে কোম্পানীর উদ্যোক্তারা তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় কারখানাতে ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি বসাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্য যাবতীয় ধরণের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাব দ্বারাও ইতিমধ্যে তাঁহারা কারখানাটিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। এই কারখানাটিতে বর্ত্তমানে বহু প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। সরকারী অর্ডার অনুযায়ী বিস্তর মাল তৈয়ার করিয়া এই কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ রীতিমতভাবে তাহা সরবরাহ করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর এদেশে এত বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের পরিচালকগণ অল্পকালের মধ্যে এদিক দিয়া যে কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন, এপ্রদেশে শিল্প ব্যবসায়ের ইতিহাসে তাহা একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলা চলে।

বর্ত্তমান রিপোর্টে ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস হইতে গত ১৯৪২ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত কোম্পানীর দেড় বৎসরের কার্য্যফল দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রথম ছয় মাস মূলধন সংগ্রহ ও কারখানা স্থাপনের কাজেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কোম্পানীর উদ্যোক্তারা বাকী এক বৎসর কালই শুধু কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বড়ই সুখের বিষয় এই অল্প সময়ের মধ্যেই কারখানাটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া উহা দ্বারা কোম্পানীর আয়ের পথ প্রশস্ত করা সম্ভবপর হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর কারখানাতে মোট ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৭২ টাকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইয়াছিল। উহার মধ্যে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৭ টাকার জিনিষ আলোচ্য সময়ে বিক্রয় হইয়াছে, বাকী ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৪৫ টাকার জিনিষ গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে কোম্পানীর হাতে বিক্রয়ার্থ মজুত ছিল।

কোম্পানীর আয় ও ব্যয়ের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরণের খরচ বাদে আলোচ্য সময়ের শেষে কোম্পানীর হাতে নীট লাভ দাঁড়াইয়াছিল ৮০ হাজার ৫৩২ টাকা। এই টাকা হইতে ২৬ হাজার ৮৪৪ টাকা আয়কর বাবদ নিয়োগ করা হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকগণ বাকী ৫৩ হাজার ৬৮৮ টাকা হইতে কোম্পানীর অংশিদারদিগকে শতকরা ৫ টাকা (আয়কর মুক্ত) হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। কাজ সুরু করিবার এক বৎসর মধ্যে কারবারে সন্তোষজনক লাভ দেখাইয়া এইভাবে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা একটি নূতন কোম্পানীর পক্ষে খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। প্রথম বৎসরে এই কোম্পানী যে কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে অনেক বেশী লাভ দেখাইয়া উহা যে অংশিদারদিগকে আরও অধিক লভ্যাংশ যোগাইতে সমর্থ হইবে তাহা খুবই আশা করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ভবিষ্যতে এই কোম্পানীর সহিত অধিকতর সহযোগিতা করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়াই আমাদের ধারণা।

মেসার্স ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন ম্যানেজিং এজেন্টস্ রূপে এই কোম্পানীটির কার্য্যপরিচালনা করিতেছেন। আলোচ্য সময়ের হিসাবে নিজেদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক ও ভাতা কতকাংশে ছাড়িয়া দিয়া উহারা কোম্পানীর জন্য যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছেন। তাহা ছাড়া বিনা সুদে ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া উঁহারা ইতিমধ্যে কোম্পানীর উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এক দিকে তাঁহাদের এই উদারতা ও অপরদিকে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকুশলতার জন্যই ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কৃতকার্য্যতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। সেজন্য আমরা কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতায় ১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের আফিস অবস্থিত।

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৮শে নভেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর এম এস এ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে হাজরাদি ব্যাঙ্কের শিয়ালদহ শাখার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ধর, বীরেন্দ্রনাথ বসু, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চারুচন্দ্র মুখার্জ্জি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়িবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ও এই অনিশ্চয়তার দিনে ব্যাঙ্কটি যে উন্নতি দেখাইয়াছে, তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

পাইওনীয়ার কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে নূতন কোম্পানী আইনের বিধান মতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া পাইওনীয়ার কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কটীর পরিচালকমণ্ডলীতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। মিঃ সনৎ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ রায় চৌধুরী জমিদার উভয়ে যুক্তভাবে এই কোম্পানীর কর্ণধার হইয়াছেন। আমরা এই তরুণ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

এইচ্ কে ব্যানার্জ্জি এণ্ড সন্স

নারায়ণগঞ্জের সুপরিচিত ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্ম মেসার্স এইচ্ কে ব্যানার্জ্জি এণ্ড সন্স এর স্বত্বাধিকারিগণ নারায়ণগঞ্জ আয়রণ ওয়ার্কস্ ও নারায়ণগঞ্জ ডকের শ্রমিকদিগকে অবিলম্বে একমাসের মাহিনার সমপরিমাণ টাকা বোনাস হিসাবে প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রমিকদিগকে গত বৎসর হইতে মাগ্‌গি ভাতা দেওয়া হইতেছে। ঐ ভাতা বজায় রাখিয়া উপরোক্ত বোনাস প্রদান করা হইবে। জিনিষপত্রের দর বাড়িয়া জীবন-যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতেই শ্রমিকদের জন্য এই বোনাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। মেসার্স এইচ্ কে বানার্জ্জি এণ্ড সন্সের এই সুবিবেচনা ও সদাশয়তা প্রসংশনীয়।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আছে।

এই ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসে সুদের হার

শতকরা বার্ষিক

চলতি হিসাবে	...	।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক	...	১।০
স্থায়ী আমানত (১২ মাসের জন্য)	...	৩।০

সুবিধাজনক সর্ত্তে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

কলিকাতা অফিস :—

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, ফোনঃ—কলিঃ ৬৫৪৪

১৩২নং রাসবিহারী এভেনিউ ফোনঃ—সাউথ ২৬৩৬

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩রা ডিসেম্বর

কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা এমনই একঘেয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। পূর্ব্বের ন্যায় একটানা অর্থের প্রচুর স্বচ্ছলতাই চলিয়া আসিতেছে। বাজারে টাকার কোন অভাব নাই, নাই কেবল টাকা ধার লইবার লোক। টাকা ধার দিবার জন্যই সকলে মিলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের চাপে ঋণ গ্রহণের জন্য কোথাও টাকার চাহিদা দেখা যাইতেছে না। অর্থের প্রাচুর্য্যে বাজারের অবস্থা স্ফীত অথচ নিষ্ক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্ববৎ কলিকাতায় ।০ আনা ও বোম্বাই-এ ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাবই পরিলক্ষিত হয়। নূতন করিয়া মন্তব্য করিবার বিশেষ কিছুই নাই। এ সপ্তাহে বাজারে ডলার বিলের যে কাজকারবার হইয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্য।

গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটী ২ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৭ পাই দরের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১০ কোটী টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৸৵৯ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কাজকারবার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীদৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২০শে নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৩৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৩৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয়, ৩৭ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{৪১}{৪২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{৩}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৪ঠা ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ষ্টীল কর্পোরেশনের আগামী মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশের হার সন্তোষজনক হইবে ধারণায় ঐ কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে বাজারে একটা আগ্রহের ভাব সূচিত হয়। ফলে ঐ শেয়ারের দর ২৭৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দর সর্ব্বোচ্চে ৩৬৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। পরে এইরূপ চড়া দরে বেশী শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেওয়ারা একটা ঝোঁক দেখা যাওয়ায় ঐ দুই কোম্পানীরই শেয়ারের দর আবার কিছু নিম্নাভিমুখী হয়। যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূল হইলেও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্ম্মান সৈন্যদের কার্য্যধারা ও তাহাদের ফলাফল সম্পর্কে লোকের ধারণা এখনও অস্পষ্ট। আর সেকারণে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ আশ্বস্ত হওয়া এখনও চলে না। কাজেই কাজকারবার সম্বন্ধে বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া অপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করাই বাজারে বেশীর ভাগ ব্যবসায়ীর অবলম্বনীয় নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। ট্রেজারী বিলের সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিভাগে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। কোম্পানীর কাগজের দর একটা সামান্য গণ্ডির ভিতর উঠানামা করিয়াছে। অদ্য বাজারে ৩ টাকা

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)

কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮০৷৶০ আনা। ৩৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪ টাকা ও ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১০২৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কল বিভাগে কানপুর টেক্সটাইল কোম্পানীর শেয়ারের দর পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে। অন্যান্য শেয়ার সম্বন্ধে দরের বিশেষ তারতম্য ঘটে নাই। অদ্য বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের দর নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে :—বাসন্তি ৯৷০ আনা, কেশোরাম ১৬৷৶০ আনা ও নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৮৷৶০ আনা ও বেনারস কটন ৯৸০ আনা।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কোন কোন শেয়ারের দর চড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই চড়া দর শেষ পর্য্যন্ত বজায় রহে নাই। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৪০৪ টাকা। তালগুড়া ৸০ আনা। বরাকর ৩৪৷৶০ আনা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৬৸০ আনা ও ওয়েষ্ট মুরিয়া ৩৩৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

চটের বাজারে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাওয়ায় পাটকল বিভাগে কোন কোন শেয়ারের দর তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা আবার নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে। অদ্য বাজারে আগড়পাড়া ২৪৸০ আনা। বালী ২৬৭ টাকা। নদীয়া ৭৪৷০ আনা। প্রেসিডেন্সী ৬৷৶০ আনা ও ওয়েভারলি ৩৸৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৬শে নভেম্বর—১০২৷৷৶০ ; ৩০শে—১০২৷৷৶০ ; ২রা—ডিসেম্বর—১০২৸৶০ ১০২৸০ ; ৩রা—১০৩৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৩০শে নবেঃ—৯৫৷৷৶০ ৯৫৸০ ; ১লা ডিসেঃ—৯৫৸৶০ ; ২রা—৯৫৷৷৶০। ৪৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৬শে নবেঃ—১১০৶০ ; ২৭শে—১১০৷৶০ ; ৩০শে—১১০৷০ ; ২রা ডিসেঃ—১১০৷৶০ ; ৩রা—১১০৲ ১১০৷০। ৪৷৷০ আনা সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ২৬শে নবেঃ—১১৩৸৶০ ; ৩রা ডিসেঃ—১১৪৷৷০। ৩৷০ টাকা সুদের কাগজ ২৬শে নবেঃ—৯৪৲ ; ২৭শে—৯৪৲ ; ৩০শে—৯৪৲ ৯৪৷০ ৯৪৶০ ; ১লা ডিসেঃ—৯৪৲ ৯৩৸৶০ ; ২রা—৯৪৲ ৯৪৷৶০ ৯৪৷০ ; ৩রা—৯৪৲ ৯৪৷০ ৯৪৶০। ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ২৭শে নবেম্বর—১০০৷৶০ ; ৩০শে—১০০৷০ ; ২রা ডিসেঃ—১০০৷৷০। ৩৲ টাকা সুদের কাগজ ৩০শে নবেঃ—৮০৷৶০ ; ৩রা ডিসেঃ—৮০৸০। ৩৲ টাকা সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৯) ২৬শে নবেঃ—৯৯৷৶০ ; ১লা ডিসেঃ—৯৯৸৶০। ৫৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬শে নবেঃ—১০৯৶০ ; ৩০শে—১০৯৲। ৫৲ টাকা সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ২৭শে নবেঃ—১০৪৷৶০। ৩৷০ আনা সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৩০শে নবেঃ—১০৩৷৷০। ৩৲ টাকা সুদের আসাম বণ্ড (১৯৫২) ২৬শে নবেঃ—৯৬৷০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৬শে নবেঃ—১৬৩৫৲ ; ২রা ডিসেঃ—১৬৩৫৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৬শে নবেঃ—১০৩৲ ১০৩৷০ ; ৩০শে—১০৩৲ ; ১লা ডিসেঃ—১০৩৷০ ; ২রা—১০৩৲ ১০৩৷০ ; ৩রা—১০৩৷০ ১০৪৲। ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২৬শে নবেঃ—১১৮৸০ ; ২৭শে—১১৮৸০ ১১৯৸০ ; ৫০শে—১১৷০ ১১৷৷৶০ ; ১লা ডিসেঃ—১১৮৸০ ; ২রা—১২৲ ১২৸০ ; ৩রা—১২৸০।

ইলেক্‌ট্রীক

রাওয়ালপিণ্ডি ২৬শে নবেঃ—২৭৸০ ; ২৭শে—২৮৷০ ২৮৶০ ; ১লা ডিসেঃ—২৭৲। সাজাহানপুর ২৬শে নবেঃ—৭৷০ ৭৷৶০।

রেলওয়ে

সারা সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ২৬শে নবেঃ—১০৫৲।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ২৬শে নবেঃ—৩৷৶০ ; ২৭শে—৩৷৯০ ; ৩০শে—৩৷৯০ ৩৷৷০ ; ১লা ডিসেঃ—৩৷৶০ ৩৷৷০ ; ২রা—২৲ ২৸০। ইণ্ডিয়ান কপার ২৬শে নবেঃ—২৷৶০ ; ২৭শে—২৷৶০ ২৷৯০ ; ৩০শে—২৷৷০ ২৷৷৶০ ; ১লা ডিসেঃ—২৷৷০ ২৷৷৶০ ; ২রা—২৷৷০ ২৷৷৶০। কন্‌সোলিডেটেড্ টিন ২৭শে নবেঃ—১৸৶০ ; ১লা ডিসেম্বর—২৲ ২৸০ ; ২রা—২৲ ২৸০।

ডিবেঞ্চার

৫৷৷০ আনা সুদের (১৯৩৪-৪৪) বেলসণ্ড সুগার ১লা ডিসেম্বর—১০০৷৷০। ৩৷০ আনা সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ১লা ডিসেঃ—৯৬৶০। ৭৲ টাকা সুদের (১৯১৭-২৭-৪৭) নাম্বুরনদী টী ২রা ডিসেঃ—১০১৷৷০।

কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেটেড ২৭শে নবেঃ—৩০৷০ ; ৩০শে—৩০৷০ ; ১লা ডিসেঃ—৩০৷০ ; ২রা—৩০৸০ ৩০৷৷০। বেঙ্গল ২৬শে নবেঃ—৩৯০৲ ৩৮৯৲ ; ২৭শে—৩৯০৲ ; ৩০শে—৩৯২৲ ৩৯৮৲ ; ১লা ডিসেঃ—৪০০৲ ৪০২৲ ; ২রা—৪০০৲ ৪১০৲ ; ৩রা—৪১০৲। ভালগোড়া ২৬শে নবেঃ—৬৶০ ; ২৭শে—৬৸০ ; ১লা ডিসেঃ—৬৷০ ৬৷৸০ ; ২রা—৬৶০ ৬৷৸০ ; ৩রা—৬৶০ ৬৷৸০। বড়ধেমো—৩০শে নবেঃ—৬৷০ ৬৷৶০ ; ১লা ডিসেঃ—৬৷৸০ ; ৩রা—৬৷৶০ ৬৷৷০। বরাকর ২৬শে নবেঃ—১৪৲ ; ৩০শে—১৪৸০ ১৪৷০ ; ২রা ডিসেঃ—১৪৷৷৸০ ১৪৷৸০ ; ৩রা—১৪৷৷০ ১৪৷৷০ ১৪৷৷৶০। বুলন বরারী ৩রা ডিসেঃ—১৩৸০। ব্রোকারো এণ্ড রায়গড় ৩রা ডিসেঃ—১৮৷৷০। দেওলী ২৭শে নবেঃ—১০৷৷০ ; ৩০শে—১০৷৶০ ; ১লা ডিসেঃ—১০৸০ ; ২রা—১০৸০। ধেমোমেইন ২৭শে নবেঃ—১০৷৷০ ; ৩০শে—১০৷৶০ ১০৷৶০ ; ১লা ডিসেঃ—

চরকা - - -

ভারতের প্রধান কুটীর শিল্প খদ্দর তৈরীর জন্য চরকায় সুতা কাটা হয়—আর এই চরকাই আমাদের অসংখ্য গ্রামবাসীকে জীবিকার্জ্জনে সাহায্য ক'রে থাকে।

চরকার অতি প্রয়োজনীয় অংশ হ'চ্ছে টাকু—এই টাকু ইস্পাত দিয়েই তৈরী হয়।

TATA

টাটা

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত।
হেড অফিস : ১০২-এ, রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১০৸০ ; ২রা—১০৸৵০ ১১৲ ; ৩রা—১৪৷৵০ ১৪৷৷০ ১৪৷৷৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২রা ডিসেঃ—১৮৷৷৵০ ১৮৸০ ; ৩রা—১৮৸৵০। ইকুইটেবল ২৭শে নবেঃ—৩৩৸০০ ; ২রা ডিসেঃ—৩৪৵০ ৩৬৵০ ; ৩রা—৩৬৷৷৵০। মণ্ডলপুর ১লা ডিসেঃ—১০৸০ ; ২রা—১০৷৷৵০ ১০৸৵০ ; ৩রা—১০৷৷০ ১০৷৷৵০। নিউ বীরভূম ৩০শে নবেঃ—১৭।৵০ ; ১লা ডিসেঃ—১৭৷৷৵০ ; ২রা—১৮।৵০ ; ৩রা—১৮৷৷০। পিওর শীতলপুর ১লা ডিসেঃ—১৪৵০ ; ২রা—১৪।০ ; ৩রা—১৩৸৵০ ১৪৵০। পেঞ্জ ভেলী ৩০শে নবেঃ—৩৬।৵০ ; ১লা ডিসেঃ—৩৭৲। রাণীগঞ্জ ১লা ডিসেঃ—২৭৷৷০ ২৭৸৵০ ২৮৲ ; ২রা—২৮।৵০ ; ৩রা—২৮।০। সিয়ারমোল ২রা ডিসেঃ—৫৵০ ; ৩রা—৫।০ ৫৵০। শীবপুর ২রা ডিসেঃ—২২৷৷৵০। তালচের ২৬শে নবেঃ—২৸০ ; ২৭শে—২৵০ ; ৩০শে—২৸৶০ ; ১লা ডিসেঃ—২৸৵০ ; ২রা—২৸৶০ ; ৩রা—২৸৶০ ৩৲। ওয়েষ্ট জাম্বরিয়া ২৬শে নবেঃ—৩০৷৷৵০ ; ২৭শে—৩০৵০ ; ১লা ডিসেঃ—৩১৸৵০ ; ২রা—৩২।০ ; ৩রা—৩২৷৷০ ৩২৸০ ৩২৷৷০ ৩৩৷৷৵০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ২৬শে নবেঃ—৮৸৶০ ; ২৭শে—৯/০ ৯৵০ ; ৩০শে—৯৶০ ৯।৵০ ; ১লা ডিসেঃ—৯।৵০ ৯৷৷/০ ৯৷৷৶০ ; ২রা—৯৷৷০ ৯৷৷৵০ ৯৷৷৶০ ৯৸০। বাসন্তী (প্রেফ) ২৭শে নবেঃ—১১৷৷/০ ; ৩০শে—১১।৵০ ; ১লা ডিসেঃ—১১৷৷০ ; ২রা—১১৷৷০ ১১৸০ ১১৸৵০। বেনারেস কটন ২৬শে নবেঃ—৯৶০ ; ২৭শে—৯/০ ; ৩০শে—৯।/০ ৯।৶০ ; ১লা ডিসেঃ—৯।৵০ ৯।৵০ ; ২রা—৯৷৷/০ ; ৩রা—৯।৶০ ৯৷৷/০। বেঙ্গল নাগপুর ৩০শে নবেঃ—২৭৷৷৶০ ; ১লা ডিসেঃ—২৮।০ ; ২রা—২৮।৵০ ; ৩রা—২৭৸০ ২৮৲। কানপুর টেক্সটাইল ২৬শে নবেঃ—১৫৸৵০ ; ২৭শে—১৬৲ ; ৩০শে—১৬৷৷৵০ ; ১লা ডিসেঃ—১৬৸০ ; ২রা—১৬৸৵০ ; ৩রা—১৬৷৷০ ১৬৷৷৶০। এলগিন্ মিলস্ ২৬শে নবেঃ—৪৪।০ ; ২৭শে—৪৪৵০ ; ২রা ডিসেঃ—৪৬৷৷০ ; ৩রা—৪৫৸৵০। কেশোরাম ২৬শে নবেঃ—১৩৸৶০ ; ২৭শে—১৬৸৶০ ; ৩০শে—১৪৷৷৵০ ১৫।০ ; ১লা ডিসেঃ—১৫৷৷/০ ১৬৷৷৵০ ; ২রা—১৬৷৷৵০ ১৬৸০ ; ৩রা—১৫৸৶০ ১৬।০। মহালক্ষ্মী ২৬শে নবেঃ—২৮৷৷০ ; ১লা ডিসেঃ—২৯৸০ ; ২রা—২৮৷৷০ ৩০৲ ; ৩রা—৩০৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ২৬শে নবেঃ—১২।০ ; ৩০শে—১১৸০ ; ১লা ডিসেঃ—১১৸০ ; ৩রা—৮৸০ ৮৷৷/০।

পাটকল

আগডপাড়া ২৭শে নবেঃ—২৩৸০ ; ৩০শে—২৪৵০ ; ১লা ডিসেঃ—২৪।০ ; ২রা—২৪৷৷৵০ ; ৩রা—২৪৸০। এলবিয়ন ৩০শে নবেঃ—২১০৲ ; ১লা ডিসেঃ—২১৫৲ ; ২রা—২১৫৲ ; ৩রা—২১৪৲। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৭শে নবেঃ—৩৬২৲ ; ৩০শে—৩৬৫৲ ; ১লা ডিসেঃ—৩৭২৲ ; ২রা—৩৭২৲ ৩৭২৲ ; ৩রা—৩৬৭৲। এম্পায়ার ১লা ডিসেঃ—২৯৷৷৵০ ; ২রা—৩০৲ ; ৩রা—২৯৸০। ফোর্ট গ্লষ্টার ৩০শে নবেঃ—৫৭৫৲ ; ২রা ডিসেঃ—৫৮৬৲ ; ৩রা—৫৭৪৲। গৌরীপুর ৩০শে নবেঃ—৭২৫৲ ; ১লা ডিসেঃ—৭৪২৲ ; ৩রা—৭৩৫৲। হাওড়া ২৬শে নবেঃ—৫৮৷৷০ ; ২৭শে—৫৬৸৵০ ; ৩০শে—৫৭।/০ ; ১লা ডিসেঃ—৫৭৷৷৵০ ; ২রা—৫৭৵০ ; ৩রা—৫৭।০। বজবজ ২৭শে নবেঃ—৩৮২৲ ; ৩০শে—৩৮৬৲ ; ১লা ডিসেঃ—৩৯৬৲ ; ২রা—৩৯২৲ ; ৩রা—৩৯১৲। হুকুমচাঁদ ২৭শে নবেঃ—১৭৷৷০ ; ৩০শে—১৭৸০ ; ১লা ডিসেঃ—১৮৵০ ; ২রা—১৯৵০ ; ৩রা—১৯৷৷৵০। ইণ্ডিয়া ২৬শে নবেঃ—৪৫২৲ ; ৩রা ডিসেঃ—৪৭৫৲। কামারহাটী ২৬শে নবেঃ—৫০৭৲ ; ২৭শে—৫১০৲ ; ৩০শে—৫২৬৲ ; ১লা ডিসেঃ—৫৩২৲ ৫৩৫৲ ; ২রা—৫৩৯৲ ৫৩১৲ ; ৩রা—৫২৪৲ ৫২৮৲। লরেন্স ৩রা ডিসেঃ—২৫৪৲। মেঘনা ৩০শে নবেঃ—৬৯৲ ; ৩রা ডিসেঃ—৬৮৲। নদীয়া ২৬শে নবেঃ—৭৩৸০ ; ৩০শে—৭৫৷৷০ ; ১লা ডিসেঃ—৭৫৸০ ; ৩রা—৭৪৷৷০। ওরিয়েণ্ট ২৬শে নবেঃ—১৯৩৲ ; ৩রা—ডিসেঃ—১৯৮৲। রিলায়েন্স ৩০শে নবেঃ—৫৭৷৷০ ; ৩রা ডিসেঃ—৫৭৷৷০। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ২৬শে নবেঃ—১৫৷৷৵০ ; ৩রা ডিসেঃ—১৫৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

• বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১লা ডিসেঃ—৩৫৫৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৬শে নবেঃ—৩২ ৶০ ; ২৭শে—৩২৷৷৵০ ; ৩০শে—৩৪৷৷০ ; ১লা ডিসেঃ—৩৬/০ ; ২রা—৩৫৸৵০ ৩৫।০। জেসপ্ (অর্ডি) ২৭শে নবেঃ—২০৲ ; ১লা ডিসেঃ—

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা।

সেণ্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬

কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ

কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শীঘ্রই নিম্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে।

বাংলা দেশ—মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, সম্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স ঃ

মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল।

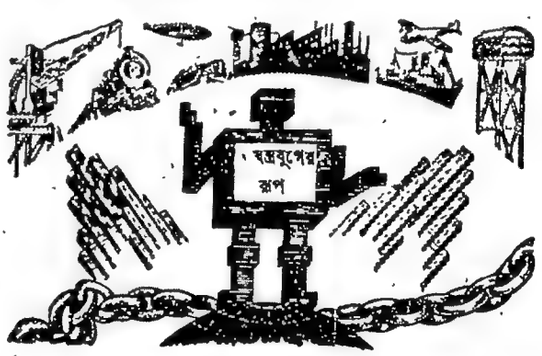

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ফ্লাট্স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসার-শন সিটিংস্
- গ্রাউণ্ড সিট্স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস ঃ—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ঃ কলি ঃ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯৭

২০।/০ ; ২রা—২০৷৷০। কুমারধুবী (অর্ডি) ২৬শে নবেঃ—৫৷৷৵০ ; ৩০শে—৫৸৵০ ; ১লা ডিসেঃ—৬।০ ; ২রা—৬৸৵০। ষ্টীল কর্পোরেশন ২৬শে নবেঃ—২২৷৷০ ; ২৭শে—২২৷৷৵০ ; ৩০শে—২৪৷৷০ ; ১লা ডিসেঃ—২৬৷৷৵০ ; ২রা—২৬৸৵০ ২৬৷৷৵০।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ১লা ডিসেঃ—১৬৭৲। ইণ্ডিয়া পেপার ২৬শে নবেঃ—১৭০৲ ; ২রা ডিসেঃ—১৭৪৲। মহীশূর পেপার ২৬শে নবেঃ—২৩৵০ ; ২রা ডিসেঃ—২৩৷৵০। ওরিয়েন্ট (অর্ডি) ২৬শে—২৭।০ ; ২রা ডিসেঃ—২৭৵০ ; ঐ (অর্ডি) ১লা ডিসেঃ—১১০৲ ; ২রা—১১২৲। শ্রীগোপাল (অর্ডি) ২৭। ডিসেঃ—২১৷৵০। ষ্টার ২৬শে নবেঃ—২০৲ ; ২রা ডিসেঃ—২০৷৷০। টিটাগড় ২৬শে নবেঃ—২২৷৷০ ; ২৭শে—২২৸০ ২৩।০ ; ৩০শে—২৩৷৷০ ২৩৷৵০ ; ১লা ডিসেঃ—২৩৷৵০ ২৩৸০ ; ২রা—২৩।০ ২৩৷৵০ ২৩৷৵০ ২৩৷৵০ ২৩৷৵০ ২৩৷৷০।

চিনির কল

বলরামপুর ২৬শে নবেঃ—১২।০। বেলস্তাণ্ড ২৬শে—১৸৵০ ; ১লা ডিসেঃ—১৸৵০। ভারত ২রা ডিসেঃ—১৪৷৷৵০। বুলাণ্ড ২৬শে নবেঃ—৪৩।০ ; ২রা ডিসেঃ—৪৪৸০। কেরু এণ্ড কোং ২৬শে নবেঃ—১৬।০ ; ২রা ডিসেঃ—১৬৲। চম্পারণ ৩০শে নবেঃ—২৭।০ ; ১লা ডিসেঃ—২৭৷৷০। গোয়ালিয়র ৩০শে নবেঃ—১৬১৲। নিউ সাভান ২৬শে নবেঃ—১৪৲। রামনগর ২৬শে নবেঃ—১১৲ ; ১লা ডিসেঃ—১৪৲। ইউনাইটেড ২৭শে নবেঃ—১৪৲ ; ২রা ডিসেঃ—১৪।৵০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। কাঁচা পাটের দর এবার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। থলে ও চটের বাজারে তেজীর ভাব বলবৎ রহিয়াছে এবং মিলমালিকগণ বাজারে পাট সরবরাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রয় করিয়া ফেলিতে চাহেন। সুতরাং পাট বিক্রেতা মহলের দরদস্তুর করার অনেকখানি সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা পাটের উচ্চ মূল্য হাঁকিতেছেন। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। এক দিকে কলিকাতার বাজারে ক্রেতা মহলের পক্ষ হইতে চাহিদার পরিমাণ সন্তোষজনক, অপর পক্ষে মফঃস্বল হইতে কলিকাতার বাজারে পাট সরবরাহের পরিমাণ এখনও আদৌ আশানুরূপ নহে। অবশ্য মফঃস্বল হইতে পাটের পর্য্যাপ্ত সরবরাহ আসিতে থাকিলে কলিকাতার পাটের বাজারের এরূপ চড়তির ভাব তখনও বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে না বলিয়াই মনে হয়। সকল প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে রেলওয়ে ও অন্যান্য প্রকার যানবাহন সাহায্যে কলিকাতার বাজারে কি পরিমাণ পাট আনয়ন করা যায় সেই আসল প্রশ্নের উপর। ভারতের বাহিরে পাট বা চট রপ্তানীর সম্ভাবনা কিছু বৃদ্ধি পাইলেও জাহাজ সম্পর্কে কতখানি সুব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে এখনও তাহা বুঝা যাইতেছে না। মোটের উপর কলিকাতার বাজারে আপাততঃ পাটের মূল্যের বৃদ্ধি দেখিয়া নিশ্চিন্ত ও উল্লসিত হইবার কিছু নাই। কেন না ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত।

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপীয়ান্ মিড্‌ল ও বটোম যথাক্রমে মণ প্রতি ১৬৲ টাকা ও ১৩৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। সুপার জাত মিডল ও বটোমের দর উঠিয়াছিল যথাক্রমে ১৫।০ আনা ও ১৩।০ আনা। পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে কাজকারবারের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার বেশ তেজী ছিল। কাজকারবার যাহা কিছু হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য, ভারতের বাহিরের চাহিদা বিশেষ ছিল না বলিলেই চলে। জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ভরসা না থাকা সত্ত্বেও চটের বাজারের এরূপ আকস্মিক চড়তির ভাব যে কতখানি যুক্তিসহ ও ফলপ্রসূ তাহাতে ঘোর সন্দেহ আছে। গতকল্য ৯নং পোর্টার নগদ ১৯৵০ আনা, ডিসেম্বর ১৯৵০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯৵০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৮৸০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২৪৸০ আনা, ডিসেম্বর ২৪৸০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ২৪৸০ আনা ও এপ্রিল-জুন ২৪৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস ঃ ১০ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন আইনানুসারে ৪ঠা ডিসেম্বর ব্যাঙ্কের

কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

ডিরেক্টরস্

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় এম, বি, এম, আর সি, পি, এল, এম, (লণ্ডন)

মিঃ সরল মল্লিক ল্যাণ্ড লর্ড

মিঃ অমূল্য কুমার সেন বি, এস, সি।

মিঃ দ্বিজেন্দ্র কুমার প্রামাণিক মার্চ্চেণ্ট

ডিরেক্টর বেকার বান্ধব ভাণ্ডার লিঃ।

„ জাতীয় কম্মিসঙ্ঘ লিঃ।

সেক্রেটারী বেকার বান্ধব সমিতি।

মিঃ সাধুচরণ সাহা মার্চ্চেণ্ট।

মিঃ রবীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী বি, এস, সি, বি, এল, জমিদার ও ব্যাঙ্কার, বালিয়াটি, ঢাকা।

মিঃ সনৎ চক্রবর্ত্তী মার্চ্চেণ্ট (এক্স-অফিসিও)।

মিঃ প্রফুল্লনাথ রায় চৌধুরী জমিদার, (এক্স-অফিসিও)।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

UPCO

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৪ঠা ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারের অবস্থায় বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাজকারবার যাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণ খুবই কম। কাপড়ের সরবরাহ খুব কম বলিয়া বাজারে নৈরাশ্য ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব দেখা দিতে বাধ্য। তবে আমেদাবাদ অঞ্চলের মিলসমূহে পূর্ণোদ্যমে পুনরায় বস্ত্র বয়ন সুরু হইয়াছে এই সংবাদে বাজারে আবার আশা-ভরসার সঞ্চার হইয়াছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শীঘ্রই বোম্বাই যাইতেছেন এবং অচিরেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবে বলিয়া বাজারে জোর গুজব শুনা যায়। ইতিমধ্যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় মহলই সতর্ক হইয়া কাজকারবার চালাইতেছে। শীত ঋতু পুরাপুরি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার শীতবস্ত্রের সরবরাহ অত্যন্ত কম থাকায় কাজকারবারের পরিমাণ সামান্য এবং যাহা কিছু শীতবস্ত্র বাজারে দেখা যায় তাহার মূল্যও এতই বেশী যে ক্রেতা মহল আগ্রহ দেখাইতেছে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোণা বাজারে একটা নিষ্ক্রিয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। সোণার দর এবার ঘন ঘন উঠানামা করিয়াছে। সোণার দরে একটা স্পষ্ট অবনতির ভাব দেখা যাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ভরি সোণা ৬৪।৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে এবং গিনি সোণার দর ছিল ৫৭৵০ আনা।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি
সকল অবস্থাতেই
আপনাদের
সেবা করিতে
প্রস্তুত।

হেড্ অফিস :—
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শাখা সমূহ :—
ঢাকা ও কালিম্পঙ্।

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

রূপা

কলিকাতার রূপার বাজারেও এবার মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। রূপার দর নামিয়া পড়িয়াছে। রূপার ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও এবার সামান্য। এবার রূপার দর ছিল প্রতি একশত তোলা ১০৬।৵০ মাত্র। লণ্ডনের রূপার বাজার অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে এবং প্রতি আউন্স রূপা পূর্ব্বের ন্যায় ২০½ পেন্স দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

ভারতে সামন্ত নৃপতিবৃন্দের অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনাইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার নির্গলিতার্থ এই যে, দেশীয় সামন্ত রাজাদের প্রতি সন্ধিসূত্রে সম্রাটের যে বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় তাহা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভারতেও কেন্দ্রে স্বৈরাচারী দেশীয় নৃপতিবৃন্দের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে অথচ দেশীয় রাজ্যে জনসাধারণের কোন-প্রকার গণতান্ত্রিক স্বাধিকার থাকিবে না। নবনগরের জামসাহেব ক্রিপস প্রস্তাবে রাজন্যবর্গের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে কোন স্পষ্ট কথা ছিল না বলিয়া অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, এবং লুই ফিশারও তাঁহার 'নেশান্' পত্রিকার প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড আসল সমস্যার সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া যখন নানা অজুহাতের অবতারণা করিতেছিলেন, সেই সময় দেশীয় রাজ্যের বাধ্যবাধকতার প্রশ্নকেও অন্যতম বাধা হিসাবে সহসা বড় করিয়া তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস যে ক্রিপস্ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহার অন্যতম কারণ দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের জাতীয়তাবিরোধী কূটনীতি। জামসাহেব তাঁহার বক্তৃতায় এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, যাহারা দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি করিবার কথা ভাবেন, তাহাদিগকে সম্প্রতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পাগল, প্রতারক ও মূর্খ ("lunatics, knaves or fools") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পণ্ডিতজী অনুরূপ উক্তি করিয়া থাকিলে উহাতে আমরা বিস্মিত হইব না। স্বাধীন ভারতে স্বেচ্ছাচারী সামন্ততন্ত্র একেবারেই অচল। বর্ত্তমানেও সামন্ত রাজন্যবর্গ ভারতের জাতীয় মুক্তি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক। উহাদের এখনে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন স্বার্থান্ধ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ। ভারতবর্ষকে অর্দ্ধ-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় আটকাইয়া রাখিতে পারিলে বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে অবাধ শাসন ও নিরঙ্কুশ শোষণ খুব সহজসাধ্য হয়। তাই আজও আমাদিগকে জামসাহেবের ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীল মুখপাত্রের জাতীয়া-বিরোধী ভাষণ শুনিতে হইতেছে।

এ, আর, পি,

আপনার আশ্রয়-গৃহে
খাদ্য, অতিরিক্ত কাপড়, পরিষ্কার নেকড়া, তূলা, আয়োডিন ও
ব্যাণ্ডেজ সর্ব্বদা তৈরি রাখা উচিত।
যদি না থাকে, অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্স্

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্স্

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ৩১শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৫৩-৫৫৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৬০-৫৬৭
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৫৫৬	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫৬৮
খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার	৫৫৭	বাজারের হালচাল	৫৬৯-৫৭৪
নারিকেল ও তাহার ব্যবহার	৫৫৮-৫৫৯		

সাময়িক প্রসঙ্গ

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

দেড় বৎসরেরও অধিককাল হইল ভারত সরকার এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা 'গরীব মার্কা' কাপড় প্রচলনের কথা বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। ইতিমধ্যে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রের দর ধাপে ধাপে বাড়িয়া পূর্ব্বের তুলনায় দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ দাঁড়াইয়াছে। শীত পড়িবার সঙ্গে বস্ত্রের অভাবে লোকের দুঃখদুর্দ্দশা নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা সরকারী কল্পলোক ছাড়াইয়া আজও কর্ম্মলোকে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। যাহা হউক, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ জিনিষটা লোকে এখনও চোখে দেখিতে না পাইলেও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের আলাপ-আলোচনার ধারা এতদিনে কার্য্যতঃ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রকাশ, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে টেক্সটাইল এড্‌ভাইসরী প্যানেলের এক সভায় দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের প্রস্তাবটি অনুমোদিত (এতদিনে) হইয়াছে। প্যানেলের এই অনুমোদনক্রমে ভারত গবর্ণমেণ্টও তাহাদের কাছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ারের অর্ডার দিয়াছেন। আপততঃ ধুতি, শাড়ী ও জামার কাপড়—এই তিন শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে। সাধারণ কাপড়ের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ কম দরে ঐ 'গরীব মার্কা' বস্ত্র বিক্রয় করা হইবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে এইরূপ বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব আমাদের নিকট খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট ও টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেল এই প্রস্তাবটি পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ না করিয়া এখনও তাহা নূতন বৎসরের জন্যই মুলতবি রাখিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রস্তাবটি শুধু অনুমোদিত হইয়াছে। জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ে টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেলের আর একটি বৈঠক হইবে আর তাহাতে প্রস্তাবটি পাকাপাকি গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইবে। জনকল্যাণমূলক কার্য্যধারা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতায় লোকের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রা আজ যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে পাকাপাকি সিদ্ধান্তের আরও একমাস বিলম্ব তাহারা ভাল চোখে দেখিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভরসা এই, বস্ত্র ও চাউলের একান্ত অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার ভিতর যে অসহায় নিপীড়িতের দল এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে আর দুই এক মাস মধ্যে তাহারা গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়া প্রাণে মারা যাইবে না।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন

'ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন' রূপী নূতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হইয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কিভাবে বৃটিশ বণিক স্বার্থের একাধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে ইতিপূর্ব্বে তৎসম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। দেশের লোক আশা করিয়াছিল ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের স্বার্থ বুঝিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিবেন এবং যাহাতে উহার প্রতি-যোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভারতীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বাণিজ্যসচিব হওয়ার পর এ বিষয়ে লোকের আশা ও ভরসা অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র চেম্বারের সভাপতি মিঃ এম এল ধানুকর ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সম্পর্কে সম্প্রতি যেসব অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃই

বুঝা যায়, গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত উপরোক্ত বিষয়ে কোন প্রতিকার করেন নাই। অবশ্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এদেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইয়া তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁহাদের নানারূপ আশঙ্কার কথা ইতিমধ্যে ভারত সচিবের দরবারে পেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা পাঠে আসল সমস্যা সম্বন্ধে কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না। ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন ভারত হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া তাহা রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে সরবরাহ করিতেছে। এই শ্রেণীর মাল রপ্তানী সম্পর্কে উহারা যানবাহনের দিক দিয়া 'প্রাইওরিটি' বা প্রাথমিক সুবিধা পাইতেছে। পারস্য দেশে সামরিক মালপত্র ছাড়া উহারা অন্য কতিপয় শ্রেণীর মালপত্রেরও ব্যবসা চালাইয়াছে। তবে শ্রীযুক্ত সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের নভেম্বর হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারতে কোন গম ক্রয় করিতেছে না। তাহা ছাড়া ভারত হইতে চিনি ক্রয় বন্ধ করিয়া বর্ত্তমানে উহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসাবে বিদেশী চিনিই শুধু মিশরে সরবরাহ করিতেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান পূর্ব্ব আফ্রিকায় বস্ত্র আমদানীর একচেটিয়া আধিপত্য ভোগ করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের সহিত বাণিজ্য বিভাগ হইতে এ বিষয়ে পত্রালাপ সুরু করা হইয়াছে। অভিযোগের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া পরে এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করা হইবে। এইসব মন্তব্যের পর শ্রীযুক্ত সরকার শেষ পর্য্যন্ত সাধারণকে ভরসা দিয়াছেন, ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের কার্য্যধারা সম্পর্কে তিনি সতর্ক নজর রাখিবেন এবং যুদ্ধের পরে উহার প্রতিযোগিতায় যাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। বাণিজ্য সচিবের এই শ্রেণীর ভরসায় এদেশের রপ্তানীকারকেরা কোন সান্ত্বনা পাইবে বলিয়া মনে হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে মাল চলাচল ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকগুলি ভারতীয় ফার্ম্ম রহিয়াছে। ভারত সরকার প্রয়োজন মত তাহাদের মারফতে সমর-সরঞ্জাম ও অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকেই সকলরকমে সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন। ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন এইভাবে সরকারী আনুকল্য লাভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্য হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে হটাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে এইভাবে যাহাদিগকে হটিয়া আসিতে হইতেছে যুদ্ধের পরে বাণিজ্য সচিব তাহাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন জানিয়া উহাদের কি লাভ হইবে? প্রতিকারের ক্ষমতা যেখানে খুবই সীমাবদ্ধ সেখানে একজন ভারতীয় বাণিজ্য সচিবের পক্ষে এইরূপ ভরসা দিতে যাওয়া অর্থহীন নয় কি?

মিঃ নোপানীর বক্তৃতা

ভারতের কল্যাণে এদেশের সঞ্চিত ষ্টার্লিং সদ্ব্যবহার করা সম্পর্কে ভারত সরকার যে শৈথিল্য দেখাইতেছেন ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি মিঃ আর এল নোপানী উক্ত চেম্বারে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারত হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সামরিক প্রয়োজনে মালপত্র সরবরাহ করিয়া বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ভারতের অনুকূলে ৪৫০ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছে। ভারতে লোকের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও এদেশবাসীর জীবনযাত্রার ধারা ক্ষুণ্ণ করিয়া এই ষ্টার্লিং তহবিল গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কাজেই এই তহবিল সর্ব্বতোভাবে এদেশবাসীর কল্যাণে নিয়োগ করা হইবে—ইহাই লোকে আশা করে। সেই আশা খুব সঙ্গত মনে করিয়া ইণ্ডিয়ান চেম্বারের কর্ত্তৃপক্ষ সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা এদেশের শিল্প ব্যবসায়ে ও এদেশের পোর্টট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন কিনিয়া লওয়ার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। দেশের অন্য অনেক বণিক সংসদও গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিচার ও বিবেচনার নামে বিষয়টি ফেলিয়া রাখিয়া এসম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যনীতি গ্রহণে বিলম্ব করিতেছেন। এদিকে লণ্ডনের কয়েকটি সাময়িক পত্র ষ্টার্লিং-এর ব্যবহার সম্পর্কে এমন সব নির্দ্দেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যাহা কোনদিক দিয়া ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল নহে। উঁহারা বলিতেছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নানারূপ মালপত্র বিক্রয় করিয়া ভারতের হাতে যে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইতেছে ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য বর্ত্তমানে তাহা ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য ধরিয়া রাখা। তাহা হইলে ভারতবর্ষ যুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক সংগঠন কার্য্যে উহা নিয়োগ করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে ষ্টার্লিং বিনিময়ে ইংলণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করাও ভারতবাসীর পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। মিঃ নোপানী লণ্ডনের সাময়িক পত্রসমূহের এই অযাচিত নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যুদ্ধের পরে এইভাবে ষ্টার্লিং সদ্ব্যবহারের সুবিধা হইবে মনে করিয়া গত মহাযুদ্ধের সময়ে উহা সঞ্চিত করিয়া রাখার ফল ভারতের পক্ষে শুভ হয় নাই। ইংলণ্ডবাসীদের সদুপদেশ মানিয়া লইয়া এবারও সেইভাবে ষ্টার্লিং সঞ্চিত করিয়া চলা ভারতের পক্ষে অবিবেচনার কার্য্য হইবে। যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার প্রয়োজনে ভারতবর্ষ তাহার সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ইংলণ্ড হইতে মাল খরিদ করিবে বলিয়া এখন হইতে কোন কথা দিয়া রাখাও এদেশের পক্ষে অনুচিত। নিজেদের সুযোগ সুবিধা বুঝিয়াই ভারতবাসীরা ভবিষ্যতে তাহাদের দরকারী মাল ক্রয় করিবে। প্রয়োজন বুঝিলে তাহারা ইংলণ্ড হইতে মাল না কিনিয়া অন্য কোন দেশ হইতেও মাল কিনিতে পারে। কাজেই ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং বর্ত্তমানে খরচ না করিয়া ভবিষ্যতে ইংলণ্ড হইতে মাল কিনিবার জন্য তাহা সযত্নে ধরিয়া রাখার কোন অর্থ হয় না। এই সমস্ত মন্তব্যের পর মিঃ নোপানী অবিলম্বে তাহাদের সঞ্চিত ষ্টার্লিং নিয়োগ করিয়া ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৃটিশকবলিত শেয়ার ও ঋণপত্র প্রভৃতি কিনিয়া লওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুরোধ যে খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট আর অযথা কালক্ষেপ না করিয়া অচিরে এবিষয়ে একটা কর্ম্মনীতি ঘোষণা করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

বাঙ্গলার চিনির কলসমূহের দুরবস্থা

প্রয়োজনের অনুপাতে চিনির সরবরাহ অনেক কম হওয়ায় যে কিরূপ অসহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, দেশের লোক প্রাত্যহিক জীবনে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। বাঙ্গলার অবস্থা নানা কারণে আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সকলেরই সুবিদিত যে, এই প্রদেশের চিনির মোট প্রয়োজনের মোটা অংশই বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সরবরাহ দ্বারা মিটান হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে রেলওয়ে ও অন্যান্য যানবাহন সমস্যার দরুণ উক্ত দুই প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় চিনি আমদানীর পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অথচ বাঙ্গলার নিজস্ব চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই সন্তোষজনক নহে। সমগ্র প্রদেশে উল্লেখযোগ্য চিনির কলের সংখ্যা চার-পাঁচটির বেশী হইবে না। অতএব আমাদের চিনি সমস্যার দিক হইতে এই চিনির কলগুলির উপর গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে

বাঙ্গলার চিনি উৎপাদনকারী কলসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চিনির কলের মালিকগণ এই বিষয়ের প্রতিকারের জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও এতাবৎ কোন ফল লাভ করেন নাই। বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকদের নানা চেষ্টাতদ্বির সত্ত্বেও সম্প্রতি ভারত সরকার আগামী বৎসরের জন্য চিনির নির্দ্দিষ্ট মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় বঙ্গীয় চিনির কল মালিক সমিতির (অল বেঙ্গল সুগার মিল্‌স্ এসোসিয়েশন) এক অধিবেশনে চিনির কলগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার এক সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। নিরুপায় কলমালিক পক্ষের আর গত্যন্তর কি? গত ১১ই ডিসেম্বর বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এ সি সেন তাঁহার সভাপতির সুচিন্তিত অভিভাষণে চিনি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে যে তথ্যাবলী প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে বাঙ্গলার চিনি উৎপাদনকারীদের বিপদের কথা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। বাজারে বর্ত্তমানে প্রতিমণ চিনির নিয়ন্ত্রিত দর ১৩৸০ আনা। অথচ বাজারে প্রতিমণ গুড়ের দর ১৫৲ টাকারও উর্দ্ধে। নানা কারণে গুড়ের দর বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং গুড় উৎপাদনকারীদের সহিত ইক্ষু ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া চিনি উৎপাদনকারীদিগকে প্রতি মণ ইক্ষু ১২৲ টাকা হইতে ১৪৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে কিনিতে হইতেছে। এই চড়া দামে আঁখ কিনিয়া বর্ত্তমানের গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত দরে (১৩৸০ আনা) বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলে চিনির কলসমূহের পক্ষে লাভের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চিনির নিয়ন্ত্রিত মূল্য বাড়াইয়া না দিলে বাঙ্গলার চিনির কলগুলি বাধ্য হইয়াই উৎপাদন বন্ধ করিবে। ফলে মালিকপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও হাজার হাজার শ্রমিক ও কর্ম্মচারী বেকার হইয়া পড়িবে এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও বর্ত্তমানে জনসাধারণকে চিনি পাইতে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে তাহা বাড়িবে বৈ কমিবে না। গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে অনতিবিলম্বে অবহিত হইয়া চিনির নির্দ্ধারিত মূল্য বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরাই মনে করি।

তামার চাহিদা ও পয়সার অভাব

পয়সা গলাইয়া চতুর ব্যবসায়ীরা যেভাবে বেশী দরে তামা বিক্রয় করিতেছে তাহাতে তামার যোগান ও চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া দেখা আজ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বর্ত্তমানে যে সব ধাতুর ব্যবহার বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে তামা অন্যতম। পৃথিবীতে বৎসরে গড়ে ২২৪ কোটি ৯০ লক্ষ টন তামা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বিপুল পরিমাণ তামার মধ্যে অর্দ্ধেক ভাগই বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে নিয়োজিত হইতেছে। বাকী তামার মধ্যেও বেশীর ভাগ বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম ও কলকব্জা নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে। তাপ সঞ্চালনের কাজে এইসব ক্ষেত্রে তামা অত্যাবশ্যক। যেসব শ্রেণীর যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে তামা ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান, যুদ্ধ জাহাজ ও সাধারণ গোলাগুলি ও কার্ত্তুজ সর্ব্বপ্রধান। কোন কোন বোমারু বিমান তৈয়ার করিতে ২ মাইল দৈর্ঘ্যের তামার তার প্রয়োজন হয়। কোন কোন জঙ্গী বিমান তৈয়ার করিতে ৬ মণ পর্য্যন্ত তামা লাগে। একটি যুদ্ধ জাহাজ তৈয়ার করিতে সাধারণতঃ তামা আবশ্যক হয় ২৫ হাজার মণ। গোলাগুলি তৈয়ারের কাজে তামার অভাব ঘটিলে দুনিয়ার বড় বড় কামান ত অল্প সময়ের মধ্যেই অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, আফ্রিকা, ক্যানাডা ও রাশিয়াতেই বেশীর ভাগ তামা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হিসাবে বর্ত্তমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির তুলনায় মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি বেশী তামার যোগান পাইতেছে। কিন্তু অধিক যোগান সত্ত্বেও যুদ্ধ-সরঞ্জাম তৈয়ারের তোড়জোড় বেশী বলিয়া বৃটিনে ও আমেরিকায় বর্ত্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় তামার অকুলান ঘটিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে তামার বদলে কতকাংশে রূপার ব্যবহার প্রচলন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তামা সংরক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ দেশে পুরানো তামা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্যও একটা আন্দোলন সুরু হইয়াছে। মিত্র শক্তির দিক হইতে তামার বেশীরকম চাহিদা ভারতবর্ষেও এই জিনিষটি দুর্ম্মূল্য করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে চড়া দামে তামা ক্রয়ের আগ্রহ দেখিয়া লোকে পয়সা গলাইয়া তামা বিক্রয়ের ঝোঁক দেখাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ ভাবে এই ধরণের ব্যবসায়ে কোন প্ররোচনা দিতেছেন না সত্য; কিন্তু পয়সা গলানো বন্ধ করার জন্য ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগে যথাসম্ভব কড়াকড়ি না করিয়া পরোক্ষ ভাবে তাঁহারা ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীদের জঘন্য বৃত্তিরই পরিপোষকতা করিতেছেন বলা চলে।

সরকারী 'মার্কেটিং' বিভাগের কীর্ত্তি

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা সহরে যে হারে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্রের দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন পণ্যদ্রব্যের মূল্য বহুদিন পূর্ব্বেই সে হার অতিক্রম করিয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মুখে চূণকালি নিক্ষেপ করিয়া আড়ৎদার ও দোকানদারেরা প্রকাশ্য দিবালোকে বসিয়া নির্দ্ধারিত হারের তুলনায় অনেক বেশী দরে জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। এই বাড়তির বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। দোকানদারেরা যে দর হাঁকিতেছে সাধারণ লোক কোন ছাড়, সরকারী অফিসারগণ পর্য্যন্ত সেই দরে চিনি ও অন্যান্য জিনিষপত্র কিনিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু এসমস্ত দেখিয়াও বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্য বিক্রয়সংক্রান্ত মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্টের চেতনা হইতেছে না। মাসাধিককাল পূর্ব্বে কৃষি পণ্যের যে মূল্য দেখাইয়া তাঁহারা সাপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেন এখনও জিনিষ পত্রের সেইরূপ দর দেখাইয়াই তাঁহারা ইস্তাহারের পর ইস্তাহার বিলি করিয়া চলিয়াছেন। মার্কেটিং বিভাগের 'অথরটির' ছাপ নিয়া তাহাদের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের যে বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি 'ষ্টেস্‌ম্যান' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের জ্ঞাতার্থে কলিকাতায় বিভিন্ন জিনিষের নিম্নলিখিত খাঁটী দর প্রচার করা হইয়াছে :—গম (চান্দোসী) প্রতিমণ ৬৷৷ আনা, আগ্‌মার্ক আটা প্রতি মণ ৮৷৷ আনা, আগ্‌মার্ক চাকী আটা ৮৷৷৵ আনা, বাঁকতুলসী (উৎকৃষ্ট) চাউল প্রতি মণ ১০ টাকা হইতে ১২ টাকা, মোটা চাউল ৬৸০ আনা, সরিষার তৈল (সাধারণ) প্রতি মণ ২০৷৷ আনা ও চিনি প্রতি মণ ১৩৷৷ আনা হইতে ১৩৸ আনা।

জনসাধারণের সুখসুবিধার দিকে নজর রাখিয়া তাহাদেরই জ্ঞাতার্থে সরকারী মার্কেটিং বিভাগ এই ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এইসব দরে কোথায় উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষপত্র কিনিতে পাওয়া যায় তাঁহারা তাহা বলিয়া দিবেন কি? আমরা যতদূর খবর রাখি তাহাতে গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ১৭৷৷ টাকার নীচে কলিকাতার বাজারে কোথাও কোন আটা বিক্রয় হয় নাই। অথচ তাঁহারা আটার দর দেখাইয়াছেন মণ প্রতি মাত্র ৮৷৷০ আনা। উক্ত তারিখে বাজারে উৎকৃষ্ট চাউলের নিম্নতম দর ছিল ১৫ টাকা, ঐ তারিখে বাজারে তৈল এবং চিনির চলতি দরও প্রতি মণ ২৫ টাকা ও প্রতিমণ ৩০ টাকার মত ছিল। অথচ মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্ট উৎকৃষ্ট চাউলের দর প্রতি মণ ১০ টাকা হইতে ১২ টাকা, তৈলের দর ২০৷৷ আনা ও চিনির দর ১৩৸ আনা লিখিয়া দিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। পণ্যের মূল্য সম্পর্কে এই ধরণের ভ্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়া সাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার কি অর্থ আছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

শুনা যায়, মার্কেটিং বিভাগের বড়কর্ত্তারা গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ করিতে চান না বলিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের বিজ্ঞপ্তিতে সরকারী নির্দ্ধারিত হারে জিনিষপত্রের মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। সরকারী নির্দ্ধারিত হার ছাড়াইয়া পণ্যদ্রব্যের দর যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা যথাযথ প্রদান করিতে গেলে নাকি গবর্ণমেণ্টের মান থাকে না। এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান নিয়া মার্কেটিং বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করাই যেখানে নীতি, সেখানে উক্ত বিভাগের কার্য্যধারা জনসাধারণের কোন উপকারের আশা বৃথা। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের নির্দ্ধারিত হারে সাধারণের নিকট জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে পারিতেন তবু হয়ত মার্কেটিং বিভাগের পক্ষে এই সব নির্দ্দিষ্ট মূল্য সাধারণের সমক্ষে প্রচার করার একটা সার্থকতা থাকিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেখানে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত হারে জনসাধারণকে জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না সেখানে উহা সর্ব্বথা অযৌক্তিক ও অর্থহীন।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারতের ভারী বড়লাট কে হইবেন তাহা লইয়া ইংলণ্ডে ও এদেশে যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল অবশেষে তাহার অবসান হইয়াছে। লর্ড লিনলিথগোই বহাল রহিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল আরও ছয় মাস বৃদ্ধি পাইল। বলা বাহুল্য, নয়া দিল্লীর প্রভুভক্ত মহলে এই সংবাদ সানন্দে গৃহীত হইয়াছে।

বড়লাটের কার্য্যকাল বৃদ্ধির দ্বারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে একথাটাই জানাইতেছেন যে, ভারতের বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণের এবং অনুসৃত শাসননীতির পরিবর্ত্তনের কোন অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতৃগণ কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই থাকিবেন এবং সরকারী-দমননীতি যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকিবে!

* * *

লর্ড লিনলিথগো বহালতবিয়তে আরও ছয় মাস ভারতবর্ষের স্থানীয় কর্ণধাররূপে সমাসীন থাকিবেন, এই সংবাদে নানা দিক হইতে —এমন কি বিলাতেও কোন কোন মহলে—অসন্তোষের ভাব দেখা যাইতেছে। এ-দেশের জাতীয়তাবাদী সমস্ত পত্রিকা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ লর্ড লিনলিথগোর দুঃশাসনী আমলের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। মুসলীম লীগের ইংরেজী মুখপত্র "ডন" পর্য্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ও বাস্তব-বোধের শোচনীয় অভাবের পরিচায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকাও নিশ্চিন্ত মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। অবশ্য 'টাইমস্'এর মতে ইহা একপ্রকার মন্দের ভাল ; কেন না, ভারতে বর্ত্তমানে উপযুক্ত লোক না পাঠাইয়া প্রতিক্রিয়াপন্থী কোন ইংরাজকে ভারতের রাজপ্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলে তাহাতে জটিল অবস্থা নাকি আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইত।

* * *

আমাদের অভিমতে, যে ব্যক্তিই ভারতের বড়লাট হইয়া আসুন না কেন, লণ্ডনস্থ গোড়া-ঘরের জেদ ও স্বার্থান্ধতা বজায় রহিলে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবার আশা নাই। তথাকথিত ভাল বড়লাট বা তথাকথিত মন্দ বড়লাট—সকলেই আসলে এক সুনির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এক একটি প্রতীক বা প্রতিনিধি মাত্র। এই বিষয়ে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত : "কায়েমী স্বার্থ পূর্ব্বের ন্যায় বজায় থাকিলে সদাশয় ও সুযোগ্য বড়লাটের দ্বারাও কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই।" বর্ত্তমান বড়লাট থাকুন বা যান, নূতন আর এক বড়লাট আসুন বা না আসুন, তাহাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। আসল কথা হইতেছে বৃটিশ মন্ত্রিসভার মূঢ় মতিগতির আমূল পরিবর্ত্তন। সেখানে এখনও কোন শুভ বুদ্ধির উদয়ের এতটুকু আভাষ পাওয়া যায় না। লর্ড লিনলিথগোর কার্য্যকাল বৃদ্ধি ঐ আত্মঘাতী বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিরই স্পষ্ট পরিচয়।

* * *

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ যে গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষায় পরিচালিত না হইয়া সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-সংরক্ষণেই পরিচালিত হইতেছে, মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের মনে সেরূপ শঙ্কা ও সংশয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত এড্‌মিরাল দারলাঁর ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের রহস্য বুঝিতে গেলে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে এতটুকু দেরী হয় না। সম্প্রতি মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের সামরিক অভিযান' সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "শান্তি স্থাপন সম্ভব কিনা এই যুদ্ধে জয়লাভের অনুসৃত উপায় দ্বারাই তাহা স্থির হইবে। কিন্তু আমাদের কোন কোন রাষ্ট্রনৈতিক কর্ণধার এই সত্যটাই বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি।" মিঃ উইল্কী এখনও 'মনে করি' এরূপ উক্তি করিতেছেন। আমাদের কাছে প্রথম হইতেই যুদ্ধ পরিচালনার স্বরূপ ও যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য জলের মত পরিষ্কার। পরাধীন ভারতের জনগণ মর্ম্মে মর্ম্মে জানে, এই যুদ্ধ কিসের জন্য—তাহারা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে, কাহাদের স্বার্থে এই বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্র।

* * *

দারলাঁর সহিত আপোষ করিয়া মিত্রশক্তির নৈতিক শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া এবং মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য কি তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণার দাবী জানাইয়া মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কী অতঃপর বলেন, "শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের বিশেষ দায়িত্ব বা কর্ত্তব্যের কথা যাঁহারা আওড়াইতে থাকেন এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারার মধুর স্বপ্নে যাহারা মশগুল হইয়া আছেন, তাঁহারা হয় এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য জানেন না কিংবা জানিয়া শুনিয়াও সকল কথা অগ্রাহ্য করিতেছেন। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, চীন এবং সমগ্র সুদূর প্রাচ্যের জনগণ স্বাধীনতা বলিতে সুনিশ্চিতভাবে ঔপনিবেশিক শাসননীতির অবসানই বুঝিয়া থাকে। আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও ইহাই কিনা, সে বিষয়ে সম্প্রতি তাঁহাদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়াছে।" প্রশ্ন জাগিবে কি? বহু পূর্ব্বে প্রশ্ন জাগিয়া তাহার স্পষ্ট জবাবও মিলিয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আমেরী, লর্ড ক্র্যান্‌বোর্ণ প্রমুখ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, চোখের উপর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে আর সেই দৃশ্য নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিতে থাকিবেন, তাঁহারা এত বড় নিরেট নির্ব্বোধ নহেন।

* * *

শুধু ইংলণ্ডেই নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও—মিঃ উইল্কীর স্বদেশে—একাধিক ইংরেজ রাষ্ট্রধুরন্ধর বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আপ্রাণ প্রচারকার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

মিঃ উইল্কীর উপরোক্ত ভাষণের দুই দিবস পরে গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ রাজদূত লর্ড হালিফ্যাক্স দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি মাঝে মাঝে এরূপ শুনিতে পান যে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ নাকি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে চায় না। মার্কিন অধিবাসীদের এরূপ অশিষ্ট ও ভ্রমাত্মক মনোভাব লর্ড হালিফ্যাক্সের পক্ষে সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। তাই সত্যনিষ্ঠ বৃটিশ রাজদূত বৃটিশবিরোধী মিথ্যা-প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় আমেরিকানদের নিকট প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, "আমার জাতির লোকেরা

(৫৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার

চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় বাঙ্গলায় এক জটিল খাদ্য-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষকেরা তাহাদের হাতের পাট বিক্রয় করিয়া মণকরা ৩।৪ টাকার বেশী পাইতেছে না। কিন্তু তাহাদিগকে অনেক স্থলেই ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হইতেছে। চাউলের যোগান কম বলিয়া কোন কোন স্থলে আবার এত বেশী দর দিয়াও উপযুক্ত পরিমাণ চাউল যোগাড় করা সম্ভবপর হইতেছে না। চাউল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ডাল, চিনি ও লবণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও কম বেশী পরিমাণে সেইরূপ অবস্থাই লক্ষিত হইতেছে। নিদারুণ খাদ্যাভাবে দেশে ইতিমধ্যেই অনাহার ও অর্দ্ধাহারের হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে এপ্রদেশের জনসাধারণের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গলা সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য খাদ্যসামগ্রীর অভাব এবং দুর্ম্মূল্যতার মূল কারণগুলি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া একটি সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুযায়ী বর্ত্তমান সমস্যার যথাসম্ভব প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়া। বাঙ্গলা দেশে কি সব কারণে চাউলের সমস্যা আজ এত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার আশু প্রতিকার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

যুদ্ধের জন্য খাদ্যাভাবের সমস্যা বেশী জটিল হইয়া উঠাতেই বর্ত্তমানে এসম্পর্কে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু আসলে কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় এই সমস্যার সূচনা লক্ষ্য করা যাইতেছিল। বাঙ্গলার লোকসংখ্যা দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এপ্রদেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন সে অনুপাতে বাড়িতেছে না। এই মূলগত অসামঞ্জস্য হেতু দেশে ক্রমেই খাদ্যের অকুলান ঘটিতেছে। বাঙ্গলার লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কেবল এই প্রদেশের জন্য প্রতি বৎসর ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ চাউলের যোগান আবশ্যক বলা যাইতে পারে। (গত ২৪শে আগষ্টের আর্থিক জগতে "বাঙ্গলায় চাউলের সমস্যা" নামক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা তাহা বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি)। কিন্তু এপ্রদেশে কোন বৎসরই এই পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইতেছে না। গত ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে গত ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গলায় গড়ে প্রতি বৎসর ২ কোটি ১৯ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল এবং উৎপন্ন ধান হইতে গড়ে প্রতি বৎসর ২২ কোটি ৭১ লক্ষ মণের মত চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় চাউলের উৎপাদন উপরোক্ত পরিমাণের তুলনায় আরও কমিয়া ১৬ কোটি ৩১ মণে দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় ধানের চাষ কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐদিক দিক দিয়া অবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও চাউলের দিক দিয়া বাঙ্গলার ঘাটতি পরিপূরিত হয় নাই। ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় ২ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল এবং ঐ সালে ২৭ কোটি ৫৮ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল (সরকারী বরাদ্দ)। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের জন্য যে বৎসরে ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন তাহার কথা বিবেচনা করিলে ১৯৪১-৪২ সালেও এপ্রদেশে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ মণ চাউলের ঘাটতি হইয়াছিল বলা চলে।

সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের আউস ও আমন ধান সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে চাউলের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায়ও বেশী শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। গত বৎসরের ১ কোটি ৬৯ লক্ষ একর জমির স্থলে এবার ১ কোটী ৬১ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। আর তাহাতে স্বাভাবিক ফসলের অনুপাতে এবার মাত্র শতকরা ৭৮ ভাগ ফসল উৎপন্ন হওয়ার আশা আছে। অপরদিকে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বাঙ্গলায় এবার শতকরা মাত্র ৬৭ ভাগ আউস ধান জন্মিয়াছে বলিয়া সরকারী পূর্ব্বাভাষে বরাদ্দ করা হইয়াছে। স্বাভাবিক সময়েই যেস্থলে উৎপন্ন ধান চাউল দ্বারা বাঙ্গলার অভাব মিটে না, সেস্থলে চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে পূর্ব্বেকার তুলনায় অনেক কম ধান উৎপন্ন হওয়াতে বাঙ্গলায় যে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা দিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

এতদিন বাহির হইতে, বিশেষ করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে প্রয়োজন মত চাউল আমদানীর সুবিধা থাকায় বাঙ্গলার জনসাধারণ চাউলের দিক দিয়া এপ্রদেশের এই ঘাটতি তেমন মারাত্মক বলিয়া মনে করে নাই। কিন্তু জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রহ্মদেশের সহিত এদেশের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অসুবিধার ভিতর অন্য কোন প্রদেশ হইতে চাউল আনয়ন করা দুষ্কর হইয়া পড়ায় চাউলের দিক দিয়া পরনির্ভরতার পরিণাম আজ বাঙ্গলার জনসাধারণকে বিশেষভাবে ভোগ করিতে হইতেছে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় নানাভাবে চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দুর্ভোগ আরও নিদারুণ হইয়া দাঁড়াইছে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য বর্ত্তমানে এপ্রদেশে বহু সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। এই সৈন্যদের জন্য বাঙ্গলা প্রদেশকে প্রয়োজনীয় চাউল ও অন্য খাদ্যসামগ্রী যোগাইতে হইতেছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে অন্যান্য প্রদেশে যে সব সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে (বা গড়িয়া তোলা হইতেছে) বাঙ্গলা হইতে তাহাদের জন্যও কতকাংশে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হইতেছে। অধিকন্তু ভারতের নিকটবর্ত্তী ইরাক, ইরাণ এবং মিশরস্থিত বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্যও এপ্রদেশ হইতে খাদ্যসামগ্রী চালান দেওয়া হইতেছে। সামরিক প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য স্থানের (সিংহল, কোচিন) অভাব পূরণের জন্যও ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে বাঙ্গলা হইতে বর্ত্তমানে বাহিরে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। কাজেই এইভাবে বর্ত্তমানে যোগানের তুলনায় চাউলের চাহিদা কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। আর সামরিক প্রয়োজন ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইয়া চাউলের মোট যোগানের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহা নিয়াই এপ্রদেশকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

দুঃখের বিষয়, এই বাকী অংশের সমস্তটাও বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারে আসিতেছে না। চাউলের বাজারে একটা কাড়াকাড়ির ভাব সূচিত হওয়ায় চাউলের আড়ৎদার ও ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে বড় রকম দাও মারিবার চেষ্টায় আছে। সাধারণের প্রয়োজনে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যতে বেশী মুনাফার আশায়

(৫৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নারিকেল ও তাহার ব্যবহার

—এম, আর, ইজ্‌দানী

নারিকেল একটা উপাদেয় দ্রব্য। হিন্দু মুসলমান সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাকে খুব পছন্দ করেন। আধুনিক যুগে নারিকেলকে অনেক প্রকারেই ব্যবহার করা হইতেছে। ইহার প্রত্যেকটী অংশই মানবের বিশেষ কাজে লাগে। নারিকেলের প্রথম কোথায় জন্মলাভ ঘটে, সেই সম্বন্ধে কেহই সঠিক কোন তত্ত্ব এই পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আনারস, গোল আলু, তামাক—ইত্যাদির মত নারিকেল যে বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আসে নাই, ইহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। কারণ হিন্দুদের অতি প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থে নারিকেলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকাল হইতেই হিন্দুদের অনেক দেবদেবীর পূজায় বা অনুরূপ শুভকার্য্যাদিতে নারিকেল ব্যবহার করিবার রীতি প্রচলিত আছে। সুতরাং সহজেই ধারণা করা যায় যে, নারিকেল কত হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এশিয়ার বুকে বিরাজ করিয়া আসিতেছে। ইহাতে নারিকেলেরও জন্মস্থান এশিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী স্থানগুলি বলিয়াই মনে হয়। নারিকেল সাগরের তীরবর্ত্তী প্রায় সকল স্থানেই জন্মে। যে স্থান নদী বা সাগরের লবণাক্ত জলে একবার বিধৌত হইয়া যায় সেখানেই নারিকেল জন্মে। লবণাক্ত জলই ইহার প্রধান খাদ্য।

বাংলা প্রদেশে প্রধানতঃ বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলায়ই বেশী পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রাম জেলার সাগর উপকূল অঞ্চলেও নারিকেল দৃষ্ট হয়। ভারতেরও বিভিন্ন স্থানে নারিকেল জন্মে। যেমন বোম্বাই প্রদেশের কাথিয়াবাড়, মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবার উপকূল ইত্যাদি। মহীশূর এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনাস্থিত স্থানসমূহেও নারিকেল জন্মিতে দেখা যায়। ভারত মহাসাগরের মধ্যস্থিত দ্বীপগুলিতেও নারিকেল জন্মে। কিন্তু সমগ্র ভারতে মালাবার উপকূলকে নারিকেল উৎপন্নের কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে পারে। আবার কোচিন নারিকেল তৈলের জন্য বিখ্যাত।

পূর্ব্বে নারিকেল শুধু এশিয়া মহাদেশের ভিতরই দৃষ্ট হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে অন্যান্য মহাদেশ—যেমন আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশেও ইহা জন্মে। সারা দুনিয়াতে যত নারিকেল উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৫৫ ভাগ একমাত্র এশিয়াতে জন্মে। আর বাকী ৪৫ ভাগ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, নারিকেল এশিয়ার বাহিরেও অনেক স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তবে আফ্রিকা ও আমেরিকাতেই বহির্দ্দেশের তুলনায় উৎপাদনের হার খুব কম। শতকরা দুই কি আড়াই ভাগ মাত্র। নারিকেলের গাছ সকল দেশেই সমান বড় হয় না। ফলনের তারতম্য হয়। ভারতের সিংহল দ্বীপে যে নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহার গাছ উচ্চতায় মাত্র ১২।১৩ হাতের বেশী হয় না। অন্যান্য স্থানে গাছগুলি আরও উচ্চ হয়। নারিকেল এক জাতীয়ই। ইহার আর ভিন্ন ভিন্ন জাতি নাই। তবে উৎপত্তিস্থানের নামানুসারে যে নাম হয় সেইগুলি নারিকেলেরও জাতীয় নাম নহে। যেমন মালাবার, নিকোবর, ইত্যাদি। এইগুলি স্থানের তারতম্যানুসারে ছোট বড় হইতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ নারিকেলের চাষের জন্য কেহ কোন রকম বাগান তৈয়ারী করে না। ক্ষেতের আলিতে বাটীর সীমানায় গাছগুলি লাগান থাকিতে দেখা যায়। উৎপাদিকাশক্তির অনুকূলে ধরা যাইতে পারে যে আমাদের দেশে এক বিঘা জমিতে নারিকেলের চাষ করিলে অন্ততঃপক্ষে ৫০টী গাছ রোপন করা যাইতে পারে। তাহা হইতে বাৎসরিক ৩৭৫০টীর মত নারিকেল পাওয়া যাইবে। কিন্তু পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উৎপাদনের হার বেশী। তথাকার এক বিঘা জমির পূর্ব্বোক্ত পরিমিত গাছ হইতে প্রায় ৪৫০০টী নারিকেল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যেমন প্রধান ফসল পাট, ধান, সেইরূপ অনেক সমুদ্র উপকূলের অধিবাসিগণ নারিকেলকে তাহাদের প্রধান ফসলস্বরূপে চাষ করে। ইহা দ্বারা তাহারা প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করে।

নারিকেলের ব্যবহার অনেক প্রকারের। ইহা হইতে খাদ্যদ্রব্যই অনেক প্রকারের তৈয়ার হইয়া থাকে। ইহার ভেষজ গুণও আছে। যেমন—ডাবের জল অতিশয় স্নিগ্ধকর শীতল পানীয়। পিপাসার সময় অনেকে ডাবের জল ব্যবহার করেন। ইহাতে হিক্কা ও বমি প্রশমিত হয় বলিয়া কলেরার সময় ডাক্তারগণ রোগীকে ডাবের জলের ব্যবস্থা দেন। কোন কোন জ্বরে ও মূত্রগ্রন্থী সম্বন্ধীয় পীড়ায় ডাবের জল একটী শ্রেষ্ঠ পথ্য। তরুণ শাঁসও এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকূল। অজীর্ণ রোগের বেলায়ও ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সর্দ্দিতে কিছু খারাপ করে। নারিকেলের শাঁসে শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ তৈলের অংশ থাকে। তাহা হইতে দুইটী উপায়ে তৈল বাহির করা যায়। প্রথম পন্থা, ঘানিতে পিষিয়া, দ্বিতীয় জলে ফেলিয়া জ্বাল দিয়া। ঘানিতে ফেলিয়া তৈল বাহির করাটাই সব চেয়ে সুবিধা। প্রতি ১০০ নারিকেলে প্রায় ৭।৮ সের তৈল পাওয়া যায়। কোচিনের নারিকেল তৈল আজকালকার বাজারে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য স্থানে প্রস্তুত তৈলের চেয়ে ইহার মূল্য বেশী হইলেও গুণের জন্য ইহার কাটতিও বেশী। নারিকেল তৈল রন্ধন ক্রিয়ায়ও ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে বোম্বাই প্রদেশে অনেকে রন্ধন ক্রিয়ায় ঐ তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাংলা দেশে একমাত্র কেশ তৈল হিসাবেই ইহার আদর দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় তৈল সাধারণতঃ মালাবার ও কোচিনেই নারিকেলের শাঁস হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নারিকেল বা শাঁস বিদেশে রপ্তানী হয়। শাঁস হইতে আবার কৃত্রিম দুগ্ধ, মাখন, গ্লিসারিণ সাবান ইত্যাদিও আজকাল তৈয়ারী হইতেছে। শাঁস হইতে তৈল বাহির করিলে পর ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট সার হয়। তাহাতে কিছু গুঁড় মিশ্রিত করিলে পশ্বাদির খাদ্যও হয়। নারিকেলের শাঁস শুকাইয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই শুষ্ক শাঁস রপ্তানীর ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই স্থান হইতে বাৎসরিক প্রায় ২ লক্ষ টন শুষ্ক শাঁস বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহাতে ন্যূনপক্ষে প্রায় ১৩০ কোটী নারিকেলের প্রয়োজন পড়ে।

একটী ঝুনা নারিকেলকে ষোল আনা হিসাবে ধরিলে নিম্নলিখিত অনুপাত দৃষ্ট হয়। ছোব্‌ড়া ৫৮·২৮ ভাগ, খোল ১১·৫ ভাগ, শাঁস ১৮·৫৪ ভাগ ও জল ১১·৬৮ ভাগ। আমাদের দেশে প্রায় ৪০ কোটীর মত নারিকেল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নারিকেলের কোন অংশই বিফল যায় না। ছোবরা হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দড়ি, কাছি, পাপোষ, মাদুর ইত্যাদি আরও অনেক দ্রব্যাদি তৈয়ার হয়। পল্লীতে নারিকেল খোল নির্ম্মিত একটী হুকার দাম একটী নারিকেলের মূল্যের চারগুণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বহির্দ্দেশে কোন কোন অঞ্চলে নারিকেলের খোল দ্বারা এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র তৈয়ার করা হয়। এই দেশ হইতে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের নারিকেলজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। আমাদের দেশের কাজে যত নারিকেল ব্যবহৃত হয়, সেইগুলির মোট মূল্যের প্রায় অষ্টমাংশ নারিকেলের খোল হইতে পাওয়া যায়। নারিকেল গাছের অন্যান্য অংশও মানুষের যথেষ্ট কাজেই লাগে :—গাছের কাণ্ডটী গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা ঘরের খুঁটী লাগাইলেও ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে নষ্ট হয় না। অনেক স্থানে ছোট ছোট রাস্তায় ইহার কাণ্ডের চুঙ্গ দ্বারা সেতু তৈয়ার করিতেও দেখা যায়। কাণ্ড মধ্যস্থিত তন্তু দ্বারাও অনেক কাজ চলে। পত্রগুলিকে অনেকে ঘর ছাঁইবার কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে। কাণ্ডের রস হইতেও শর্করা সুরা ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। খোলগুলি দগ্ধ করিলে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা বাষ্প শোধক। এই জন্য গত মহাসমরের সময় প্রচুর পরিমাণে ইহার কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

নারিকেল গাছের প্রতি বিশেষ কোন যত্ন নিতে হয় না। তবে যদি কোন সময় গাছ পোকায় ধরে তাহা হইলে গাছের গোড়ায় কিছু মাটী খুড়িয়া পরে গো-মূত্রের সঙ্গে কিছু লবণ মিশাইয়া দিলে সেই দোষ নিবারিত হয়। ইহাই নারিকেল গাছের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বোম্বাই প্রদেশে উৎপন্ন নারিকেলে অধিক পরিমাণে Hydrogen gas থাকে। ইহা বাতাসের চেয়ে ১৪ গুণ হাল্‌কা। তাই একবার একটী নারিকেল বোটা হইতে কাটিয়া দেওয়ার পর তাহা মাটীর দিকে না আসিয়া শূন্যে উঠিতে উঠিতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল। এতদ্দৃষ্টে অন্যান্য কয়েকটী নারিকেল পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, Hydrogen gas এর আধিক্যের জন্যই নারিকেলটী নীচে না নামিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

(খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার)

অনেক স্থলে তাহারা তাহা মজুত করিয়া রাখিতেছে। এদিকে, গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপূর্ণ চাষী ও মহাজন সম্প্রদায়ও পূর্ব্বের তুলনায় এক্ষণে চাউল সম্বন্ধে বেশী রকম সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের বিপাকে রাতারাতি এই জিনিষটির অভাব ঘটিতে পারে আশঙ্কায় বর্ত্তমানে ধান চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের জন্য তাহারা তাহা আগলাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থার ফলে বাজারে সাধারণের ব্যবহারের জন্য চাউলের উপযুক্তরূপ যোগান পাওয়া যাইতেছে না। চাউল যেটুকু মিলিতেছে তাহার জন্যও জনসাধারণকে অত্যধিক মূল্য দিতে হইতেছে।

চাউলের এই দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এক্ষণে তাহা বিবেচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রয়োজনের তুলনায় কম চাউল উৎপন্ন হওয়ায় কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এপ্রদেশে খাদ্য-সমস্যার সূচনা দেখা যাইতেছিল। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিক দিয়া চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সমস্যা আজ নিতান্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে বাহির হইতে চাউল আনয়নের সুবিধা একেবারেই নাই। এই অবস্থায় চাউল সমস্যার স্থায়ী প্রতিকার কিংবা সাময়িক প্রতিকার যেবিষয়েই আমরা মনোযোগ দিতে যাই না কেন, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে ধানের চাষ তথা চাউলের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে। এপ্রদেশে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে পাটের চাষ কমাইয়া বেশী জমিতে ধান চাষের পথ প্রশস্ত করা। প্রতি বৎসর চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাঙ্গলার কৃষক এক দিকে উহার সমুচিৎ মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে; অপরদিকে পাটের জন্য ধান ও রবিশস্যের চাষ বাড়িতে না পারায় বাঙ্গলা প্রদেশে উহাদের ক্রমিক অভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই শোচনীয় সমস্যার আশু সমাধানকল্পে বাঙ্গলা সরকারের উচিত আগামী বৎসরের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতেই একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে পাটের জমি দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে কমাইয়া দেওয়ার ফলে বাঙ্গলায় ঐ বৎসর ধানের জমি ৩০ লক্ষ একর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাঙ্গলা সরকার যদি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৩ সালে তাঁহারা কিছুতেই ১৯৪২ সালের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে (১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশ) পাট চাষ হইতে দিবেন না এবং এ বিষয়ে তাঁহারা যদি সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করেন, তবে ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় ধানের জমি অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। আর সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে চাউলের উৎপাদনও অবশ্যই বাড়িবে। ১৯৪৩ সালে পাটের চাষ ১৯৪০ সালের তুলনায় দুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া সম্পর্কে সরকারী স্থির সংকল্প প্রকাশ করা হইলে অচিরে পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কেও একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এইভাবে ধানের জমির আবাদ বাড়াইবার সঙ্গে বাঙ্গলা সরকারের অন্যতম কর্ত্তব্য হইতেছে জমিতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যথাসম্ভব যত্ন নেওয়া। এদেশে জমিতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তন করিয়া এবং ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ প্রচলন করিয়া এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে। সেজন্য অচিরে ঐ সব দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ নিবদ্ধ করাও বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে সঙ্গত হইবে।

এই ভাবে আগামী বৎসরে বঙ্গলায় বেশী চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকারকে কতকগুলি সাময়িক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনেও যত্নপর হইতে হইবে। সাময়িক প্রয়োজনে বর্ত্তমানে চাউলের যে অতিরিক্ত চাহিদা দেখা দিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে বর্ত্তমানের তুলনায় উহার চাপ কতকটা কমাইতে পারিবেন কিনা তাহা আমরা জানি না। তবে গবর্ণমেণ্ট সুসঙ্কল্পিত ভাবে চেষ্টা করিলে আড়তদারদের কারসাজি বন্ধ করিয়া চাউলের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে ও উহার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেকটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা সরকারের উচিত লাইসেন্স প্রথার কড়াকড়ি করিয়া সহর ও ব্যবসা কেন্দ্রের যাবতীয় আড়তদার ও দোকানদারের মজুত চাউল সম্বন্ধে তথ্য তালিকা নেওয়া এবং যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী সরকারী নির্দ্দেশে তাহার ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। আড়তদারগণ যদি অহেতুকভাবে চাউল মজুত করিয়া রাখার সুবিধা না পায় এবং তাঁহারা যদি নির্দ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে জনসাধারণের নিকট চাউল বিক্রয়ে বাধ্য হয় তবে ব্ল্যাক মার্কেট বা চোরাবাজারের

(৫৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখ বোম্বাইয়ে 'টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেল' (বস্ত্রসম্পর্কিত পরামর্শদাতা সমিতি) কর্ত্তৃক 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' (বিশেষ শ্রেণীর সস্তা কাপড়) প্রস্তুতের পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট ১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' এর ফরমায়েস দিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগেই পূর্ণোদ্যমে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রস্তুত ও উহার বিলি ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' সংক্রান্ত পরিকল্পনানুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রদেশে ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও সরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া প্রাদেশিক করপোরেশন (সঙ্ঘ) গঠিত হইবে। এই সকল করপোরেশন তাহাদের নিজেদের প্রদেশে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' এর বিলিব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবেন। বিভিন্ন জেলা প্রতিষ্ঠানও থাকিবে। একমাত্র এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপরই বিভিন্ন জেলায় উক্ত বস্ত্রের বিলি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার থাকিবে। যে সকল খুচরা ব্যবসায়ী উক্ত বস্ত্র বিক্রয় করিবে তাহারা অল্প পরিমাণে কমিশন পাইবে। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন করিয়া দালাল নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে উক্ত পরিকল্পনানুসারে উপযুক্তরূপে কার্য্য পরিচালিত হয়, এই দালাল সাধারণতঃ তাহার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং খুচরা ব্যবসায়ী ও অনুরূপ ব্যক্তিদিগকে মাল দিবার ব্যাপারে তিনি আর্থিক দায়িত্বও গ্রহণ করিবেন। প্রকাশ, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটী প্রাদেশিক সরকার এইরূপ সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। যে সকল প্রাদেশিক সরকার সমগ্র ঝুঁকি লইতে অসমর্থ সেই সকল প্রদেশের জন্যই দালাল নিযুক্ত করা হইবে। মাল প্রেরণ প্রভৃতির ভাড়ার তারতম্য থাকিলেও বিভিন্ন প্রদেশে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' এর দর ভারতের সর্ব্বত্র একই হারে ধার্য্য করা হইবে। একবার যে মূল্য নির্দ্ধারিত করা হইবে প্রতি তিনমাস অন্তর তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। প্রথমে তিন প্রকার 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' লইয়া কাজ আরম্ভ করার জন্য জামার কাপড়, ধুতী ও শাড়ী প্রস্তুত করা হইবে। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' এর মূল্য সাধারণ কাপড়ের দরের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ কম হইবে।

ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা

১৯৪০ সালে বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহের (উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের হিসাব ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই) এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের গবাদি পশুর সংখ্যার যে হিসাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে সমগ্র বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহে ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৬টী গরু, ২ কোটি ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৯৩টী মহিষ, ১০ লক্ষ ৯৬৫টী ঘোড়া, ৬ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৫৪টী মুরগী এবং ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯৬টী শূকর ও শূকর ছানা ছিল। দেশীয় রাজ্যসমূহে গবাদি পশুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ :—৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৮২ হাজার ৬০৮টী গরু, ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ২২টী মহিষ, ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৪৭৩টী ঘোড়া, ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৫৫টী মুরগী এবং ৮ লক্ষ ২১ হাজার ৮৯২টী শূকর ও শূকর ছানা।

সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সমস্যা

নয়াদিল্লীর এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কানাডা হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী যে কাগজ ভারতে আমদানী করা হইয়া থাকে, তাহার জন্য জাহাজে যথোপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা না থাকায় ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের এক প্রতিনিধি দল ভারত সরকারের নিকট অভিযোগ জানাইয়াছেন। এই অভিযোগের ফলে ভারত সরকার ভারতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানীর জন্য জাহাজে আবশ্যক পরিমাণ স্থান সঙ্কুলনের সুব্যবস্থা যাহাতে অবিলম্বে করা হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে ভারত-সচিবকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

কুইনাইন সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি কুইনাইন সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে :—বর্ত্তমানে দেশে কুইনাইনের যেরূপ অভাব ঘটিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও সরবরাহ যোগ্যতা ভেদে বণ্টন ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এই ভাবে বণ্টনের জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, তদনুসারে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যানুপাতে সরবরাহযোগ্য কুইনাইনের পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক জেলায় হেলথ্ অফিসার অথবা সিভিল সার্জ্জনের সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন ডাক্তারখানায়, হাসপাতালে ও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দোকানে কুইনাইন বণ্টন করা হইবে। কলিকাতার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর কুইনাইন সরবরাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন সাপেক্ষ, ইতিমধ্যে অবিলম্বে বণ্টনের জন্য ৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হইতেছে। খুচরা বণ্টনকারীদিগকে উহা ভাগাভাগি করিয়া দিবার জন্য উক্ত ৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট পাঠান হইতেছে।

পয়সার সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট প্রেরিত পত্রে পয়সার ওজন ও আকার ছোট করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কম করিয়া পয়সা তৈরী হইতেছে বলিয়া বাজারে পয়সার অভাব ঘটিতেছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এরূপ স্বীকারোক্তিতে চেম্বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

দি

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজেষ্টার্ড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯২২ সালে

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

আমানত ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

কার্য্যকরী তহবিল ৪,০০,০০,০০০৲ টাকারও অধিক

(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত)

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা :—

৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড,

২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,

পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

সাইকেলের টায়ার টিউবের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন প্রকারের সাইকেলের টায়ার টিউবের যে দর ইতিপূর্ব্বে ভারত সরকারের গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে, উহার অপেক্ষা অধিক মূল্যে সেই সাইজ (আকার) ও গ্রেডের (প্রকার) সাইকেলের টায়ার টিউব বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া একটি ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সরকারী ঘোষণায় প্রত্যেক সাইকেল টায়ার টিউব বিক্রেতাকে তাহার দোকানের সম্মুখে নির্দ্ধারিত মূল্যের তালিকা টানাইয়া রাখিতে বলা হইয়াছে।

সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রেডিওর ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশের ৪১টি বিভিন্ন সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ১২ হাজার ৪৫০ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি রেডিও রিসিভার বা বেতার-গ্রাহক যন্ত্র ক্রয় করিবার এক পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত অর্থ প্রতি বৎসর ২ হাজার ৯১০ টাকা হিসাবে কিস্তিতে দেওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর যে ১৪টি রেডিও সেট্ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ১৩ টি সেটই বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে বসান হইয়াছে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

তিন আনায় দশটি

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

NC.—11

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ভাষণ

গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাইএ ভারতীয় বণিক সমিতির (ইণ্ডিয়ান্ চেম্বারস্ অব কমার্স) প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এক দীর্ঘ বক্তৃতায় খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে বলেন যে, সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন প্রদেশের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন তাহা ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে সুসঙ্গত কার্য্যপন্থা অনুসরণের নিমিত্ত খাদ্য বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। বাণিজ্য-সচিব আশা করেন যে, জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিয়া খাদ্য-বিভাগ অধিকতর দক্ষতার সহিত ও আরও সন্তোষজনকভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে পারিবে। চাষীরা যাহাতে আরও মুক্তহস্তে তাহাদের মজুতমাল হাত-ছাড়া করে, সেই উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক তিনি তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, সিংহলে খাদ্যশস্য রপ্তানী সম্পর্কে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল মাত্র ইরাক ও ইরাণে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন এবং সিংহলের নূতনতম প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভারতের খাদ্যশস্য রপ্তানী হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাণিজ্য-সচিব বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর মাসের মধ্যে মাত্র ৩৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সিংহলে প্রেরিত হইয়াছে।

আটা ও ময়দার পরিমাণের হিসাব দাখিলের নির্দ্দেশ

কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূহে অবস্থিত (২৪ পরগণা সদর ও ব্যারাকপুর, হাওড়া জেলার সদর এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও সদর মহকুমা) ময়দা ও আটার কলগুলির প্রত্যেক মালিক, ম্যানেজার অথবা ভারপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণকে এখন হইতে সপ্তাহের প্রথম দিবসে তাঁহার বা তাঁহাদের কলে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গম হইতে প্রস্তুত মোট পরিমাণের একটি সঠিক হিসাব কলিকাতার সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। এইরূপ হিসাব দাখিলের প্রয়োজন হওয়ায় বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিতেছেন যে, উল্লিখিত অঞ্চলসমূহের মিলগুলির আটা ও ময়দার মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ মাল উৎপাদন সম্পর্কিত হিসাব দাখিলের তারিখ হইতে দশ দিনের জন্য মজুত রাখিতে এবং কলিকাতার সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলার কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ক্রেতাদিগকে বিক্রয় করিতে হইবে। চাকীওয়ালাদিগকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে উক্ত ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে।

ধান চাউল সরবরাহ সম্পর্কে উড়িষ্যা সরকারকে অনুরোধ

সম্প্রতি কলিকাতাস্থ মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের কমিটি উড়িষ্যা সরকারের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন যে, উড়িষ্যা হইতে বাহিরে ধান ও চাউল রপ্তানী সম্পর্কে যে সমস্ত বিধিনিষেধ রহিয়াছে, অনতি-বিলম্বে তাহা হ্রাস করিয়া বাঙ্গলার বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সর্ব্বহারা অধিবাসীদের সাহায্য করা হউক। উড়িষ্যা সরকারকে লিখিত উক্ত পত্রে কমিটি বলিয়াছেন যে, গত অক্টোবর মাসের সর্ব্বনাশকর বাত্যায় বাঙ্গলার ধান্য উৎপাদক ও ধান্যের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলসমূহের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং কমিটির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, অন্ততঃ বাঙ্গলার বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল সম্পর্কে উড়িষ্যা হইতে ধান-চাউল রপ্তানীর বিধিনিষেধ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর না হইলে উহা যথাসাধ্য হ্রাস করা হউক।

হোগলার চালা নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ

কলিকাতার হালসী বাগানের শোচনীয় অগ্নিকাণ্ডের পরে বাঙ্গলার জন-স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী যে সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার পুলিশের অনুমতি ব্যতীত কলিকাতার সর্ব্বত্র ইমারতসমূহের উপরে বা আশেপাশে হোগলার চালা নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ করিয়া এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। অনুমতি লইতে হইলে আলো ও বসিবার আসনাদির ব্যবস্থা এবং বাহিরে যাইবার ও ভিতরে প্রবেশ করিবার দরজা ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশন এবিষয়ে আইনকানুন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর স্থির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট উক্ত নোটিশ জারী করিয়াছেন।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

লিমিটেড্

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর

জলপাইগুরী ও পুরী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যপ্রসার হেতু হেড অফিস নিরাপদ এবং বৃহৎ প্রকোষ্ঠে একতলায় স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—

ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

সেনট্রাল ক্যালকাটা

ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার	সিরাজগঞ্জ	নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা	দিনাজপুর	ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর)	রংপুর	বেনারস

নীলফামারি (রংপুর) দুবরাজপুর (বীরভূম)

চাঁদবালী (বালেশ্বর—উড়িষ্যা প্রদেশ)

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারীং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্

মাদ্রাজে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা

মাদ্রাজের মেয়রের নেতৃত্বে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের এক প্রতিনিধি দলকে মাদ্রাজের গবর্ণর এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, সহরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আরও প্রকাশ যে, ফোর্ট সেণ্টজর্জ গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা মাদ্রাজ সরকার এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কমিশনার বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অনুমতিপত্র না লইয়া মাদ্রাজের কোনও ব্যক্তি সমুদ্রপথে ধান ও চাউল চালান দিতে পারিবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নির্ম্মাণের পরিমাণ

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি মার্কিন নৌ-বিভাগের এক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টে জানা যায় যে, গত নবেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাসমূহে মোট ৮৪টি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাদের মোট পরিমাণ হইবে ৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত টন। ইহা লইয়া চলতি বৎসরে মোট ৬৮ লক্ষ ৯০ হাজার টন পরিমিত ৬২৫ খানা জাহাজ নির্ম্মিত হইল। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বর্ত্তমান বৎসরে মোট ৮০ লক্ষ টন জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন।

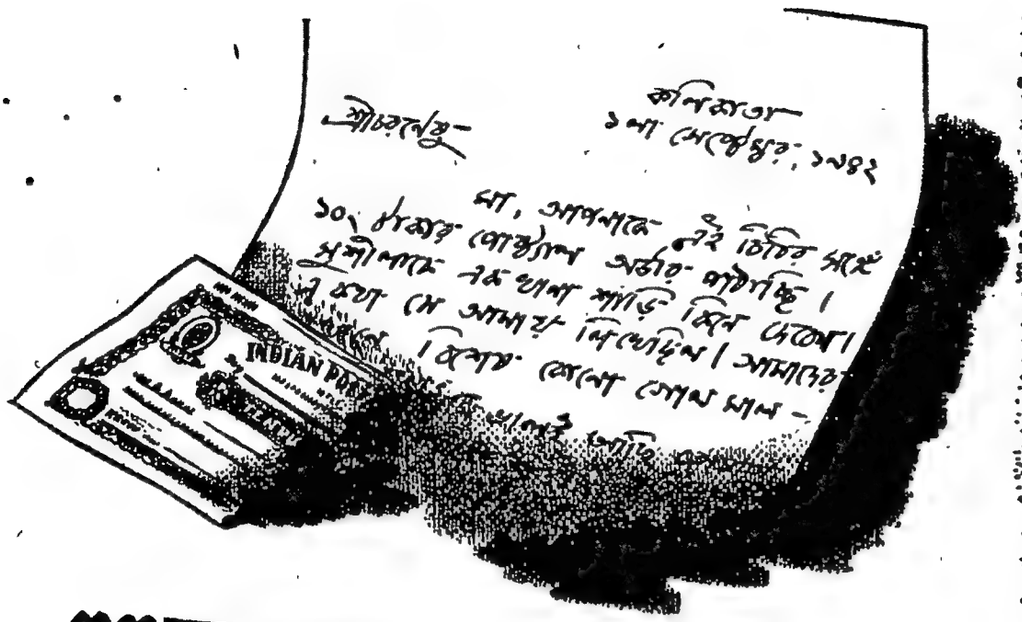

গুণ্ডারা আমাদেরই সর্ব্বনাশ করে

ডাকঘর, চিঠির তাড়া আর ষ্টেশন পোড়ানোর ফলে আমাদের গরীব লোকদের যতোটা ক্ষতি হয় গভর্ণমেণ্টের ততোটা নয়। কোন জাতীয়তাবাদীই এই ভাবে সাধারণের সংযোগ-সূত্র বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টাকে পছন্দ করতে পারেন না। বিশেষতঃ, গুণ্ডারা যখন এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে হত্যা করতেও দ্বিধা করছে না।

গুণ্ডারা ভারতমাতার কলঙ্কস্বরূপ। এই ভাবে তারা ছাড়া থাকলে, আমাদের স্বরাজ পেতে দেরি হতে পারে। কেবল সৈন্য আর পুলিশের সাহায্যে গুণ্ডাদের দমন করতে গেলে অনেক নিরীহ লোককে নাকাল হতে হয়। আমাদের দ্বারাই তাড়াতাড়ি গুণ্ডা-রাজত্বের অবসান হ'তে পারে।

গুণ্ডাদের ওপর নজর রাখবার জন্যে প্রত্যেক জায়গায় কমিটি করুন, টহল দেবার জন্য স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী সংগঠন করুন।

গুণ্ডাদের নিপাত হোক

CPU-61/B

বাঙ্গলা হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ

গত ১১ই ডিসেম্বর বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ কে ফজলুল হক এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশে এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি না থাকায় এই প্রদেশ হইতে চাউল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি অন্যত্র রপ্তানী করা হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, এই সম্পর্কে সরকারী তথ্যাদির উপর তাঁহার আস্থা নাই। তিনি এই সম্পর্কে তাঁহার নিজের দৃঢ়মত ভারত সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

বাঙ্গলায় চিনির কলের সঙ্কট

প্রকাশ, নিখিল বঙ্গ চিনিরকল মালিক সঙ্ঘ (অল-ইণ্ডিয়া সুগার মিলস এসোসিয়েশন) গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের চিনির কলসমূহের কাজ তাহারা বন্ধ করিয়া দিবেন। চিনির কলমালিকগণের মতে চিনির দর অত্যন্ত নিম্নহারে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং তাহারা মনে করেন যে, চিনির কলগুলি চালু রাখিলে তাহাদের লোকসান হইবে। বাঙ্গলা দেশে বেশীর ভাগ চিনি বিহার এবং যুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে যানবাহনের অসুবিধার জন্য উক্তস্থানগুলি হইতে সরবরাহ কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে ৬টীর বেশী উল্লেখযোগ্য চিনির কল নাই। এই সকল কলগুলি প্রয়োজনানুরূপ ইক্ষু পায় না। চিনি উৎপাদনের পড়তাও এখানে বেশী পড়ে। বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকগণ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চিনির দর বর্দ্ধিত হারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় চিনির কলমালিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের বাঙ্গলার বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্য সরবরাহকারী ডিরেক্টরেটের অফিসে এক ঘরোয়া বৈঠক হয় এবং এই সভায় চিনির কলমালিকদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে আলোচনাও চলে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত সরকার আগামী মরশুমের জন্য চিনির দর বাঁধিয়া দেন। এই দরে চিনি বিক্রয় করিতে হইলে লোকসান হইবার আশঙ্কায় বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকগণ ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। চিনির কলসমূহ কাজ বন্ধ করিলে বাঙ্গলায় বিশেষ ভাবে শর্করা সঙ্কট দেখা দিবে এবং ইক্ষুচাষীরাও তাহাদের ইক্ষু বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবে।

কলকারখানা নিয়ন্ত্রণের আদেশ

নয়াদিল্লীর গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত ৫ই তারিখে প্রকাশিত কারখানা নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুসারে যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ও এই উদ্দেশ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে যে কোন বে-সরকারী কারখানার বিশেষ কয়েক প্রকার কাজ করিতে না দেওয়ার এবং এই সমস্ত বিশেষ কাজ সম্পর্কিত সরকারী কাজ করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যে সকল সরকারী কলকারখানায় ইঞ্জিনীয়ারিং কাজ বা বাস্তব সামগ্রীর উৎপাদন হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কারখানা ব্যতীত অন্য সকল কারখানার উপর এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে। যে সকল কারখানায় উক্ত বিশেষ শ্রেণীর কাজ হইতে পারে বলিয়া কন্ট্রোলারের বিশ্বাস করিবার হেতু আছে, সেই সকল কারখানায় কন্ট্রোলার প্রবেশ ও সকল কিছু পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

ভারতে প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার কাগজের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮ লক্ষ ৭১ হাজার হন্দর অর্থাৎ ৯৩ হাজার ৫৪৭ টন। উক্ত ১৮ লক্ষ ৭১ হাজার হন্দরের মধ্যে সংবাদপত্রাদি মুদ্রণের অনুপযোগী সাদা ও ময়লা (unbleached) কাগজ ৭ লক্ষ ২৯ হাজার হন্দর অর্থাৎ শতকরা ৩৮·৯ ভাগ, সংবাদপত্রের অনুপযোগী রঙীন কাগজ ৬৪ হাজার হন্দর, সাধারণ লিখনের উপযোগী কাগজ ও খাম ৩ লক্ষ ২৪ হাজার হন্দর অর্থাৎ শতকরা ১৭·৩ ভাগ, ম্যানিলা ৩৬ হাজার হন্দর, বাদামী ১ লক্ষ ৫৫ হাজার হন্দর, প্যাকিং কাগজ ৩ লক্ষ ২৯ হাজার হন্দর অর্থাৎ শতকরা ১৭·৫ ভাগ। ইহা ছাড়া কিছু পরিমাণ পাল্প বোর্ড, ব্লটিং পেপার ও অন্যান্য বিবিধ কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই

ধুতী ও সাড়ী

পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

জীবন বীমায় বাঙ্গলার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান—

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স

এণ্ড

রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানী লিঃ

গত ভ্যালুয়েশনে বোনাসের হার প্রতি হাজারে

আজীবন বীমায়—১৬৲ মেয়াদী বীমায়—১৪৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
অমর কৃষ্ণ ঘোষ

—হেড অফিস—
১১৬ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

ডিরেক্টর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইষ্টার্ণ (কলিকাতা) এরিয়া

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা

—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিস সমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।

চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্

কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো

টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ

গত ২রা ডিসেম্বর হইতে যে নূতন খাদ্য বিভাগের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হইয়াছে, সেই বিভাগ খাদ্যশস্যের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধনের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার খাদ্য বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করিবেন। নয়াদিল্লীতে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর ও পরবর্ত্তী কয়েকদিন এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঋণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী বিভাগের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম সরকারী ঋণ দশ হাজার কোটি ডলার অতিক্রম করিল।

নূতন ইরাণ-ইরাক রেলপথ

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, ইরাক হইতে ইরাণ পর্য্যন্ত এক নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতীয় লোকজন ও ভারতীয় রেলিং ষ্টক ও রেল দ্বারা উক্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

কলিকাতায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ

বাঙ্গলা সরকার এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফৎ কলিকাতা সহরে চাউলের অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :—গত জুলাই মাসে (১৯৪২) চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে সরকারী আদেশ জারী করা হইয়াছিল, সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ অগৌণে প্রয়োগ করা হইবে বলিয়া ছোট ছোট চাউল আমদানীকারকদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় চাউলের যে আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ ঐরূপ শঙ্কার ভাব বলিয়া অনুমিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন যে, এই আশঙ্কা ভ্রমাত্মক এবং স্বীকার করিতেছেন যে, গত জুলাই মাসে চাউলের যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, আমদানীকারকরা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চল হইতে সেই নির্দ্দিষ্ট দরে চাউল কিনিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। প্রকৃত ব্যবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ব্যবসা চালাইতে বাধ্য করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। মজুত চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া বাজারের অবস্থার যথাসাধ্য উন্নতিসাধন করাই খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণাদেশের আসল অভিপ্রায়। যে সব স্থানে চাউল উৎপন্ন হয় সেই স্থানের মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসায়ী মহল যদি অবাধে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা সর্ব্বাধিক কার্য্যকরী পন্থায় উক্ত সরকারী নীতির সহায়ক হইতে পারেন। ২৪ পরগণার পশ্চিমস্থ অঞ্চলসমূহ হইতে যাহাতে কলিকাতার বাজারে তাড়াতাড়ি চাউল সরবরাহ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে চাউল বোঝাই নৌকাগুলিকে দ্রুতগতিতে কুলটি-শ্যামবাজার খাল দিয়া অবাধ যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাগজের নির্দ্ধারিত পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, অসংখ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আবেদন ও অভিযোগ প্রাপ্তির ফলে ভারত সরকার জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কাগজের নির্দ্ধারিত পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া দিবার বিষয় বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিতেছেন। আশা করা যায়, সাধারণের জন্য কাগজের নির্দ্ধারিত পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে।

ঢাকায় কাগজ বিক্রয়ে কড়াকড়ি

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় কাগজ ব্যবসায়ীদিগের প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, তাঁহারা একসঙ্গে কাহাকেও যেন এক রীমের বেশী পরিমাণ কাগজ বিক্রয় না করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ অনুসারে ঢাকার কাগজ ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের স্ব স্ব মজুত কাগজের পরিমাণ সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিবরণ দাখিল করিয়াছেন।

ভারতীয় রপ্তানীকারক সমিতি

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব গত ৬ই ডিসেম্বর বোম্বাই-এ ভারতীয় রপ্তানীকারক সমিতির পরিচালন কমিটির এক বৈঠকে যোগদান করেন। কমিটির পক্ষ হইতে বাণিজ্য সচিবের নিকটে একটি স্মারকলিপি দাখিল করা হয়। পূর্ব্ব আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর জন্য একচেটিয়া অধিকার দিয়া এই দেশে একটী কর্পোরেশন গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কমিটীর স্মারকলিপিতে তাহার উল্লেখ করা হয়। বর্ত্তমানে ঐ স্থানে যে অবাধ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা আছে তাহা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং যাহাতে কৃত্রিম বন্দোবস্তের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি অন্যায় আচরণ না করা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের নিকটে উপযুক্তরূপে বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য কমিটী ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরসমূহ ও ঐ স্থানে জাহাজ চলাচলের সুবিধা সম্পর্কে যে আমেরিকান্ টেকনিক্যাল মিশন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছিল, কমিটী তাঁহার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্ত মিশনে ভারতীয় জাহাজী কোম্পানীসমূহেরই হউক, কিংবা ভারতীয় রপ্তানীকারকদেরই হউক কোনও ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

কাগজ সমস্যায় শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা

ভারত সরকার এদেশস্থ কাগজের কারখানাসমূহের মোট কাগজ উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদির জন্য সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত করায় যে দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিখিল ভারত শিক্ষক সমিতি ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত শিক্ষক সমিতি কাগজের অভাবে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের তথা সমগ্র দেশের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে শঙ্কিত হইয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবকে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিতে এবং শিক্ষার স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সংশোধন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, কাগজের কলগুলিতে যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের জন্য এবং অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষাবিষয়ক ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সংরক্ষিত করা অত্যাবশ্যক।

ইউরোপের সর্ব্ববৃহৎ ইস্পাতের কারখানা

উরালের ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রে ম্যাগ্নিটোগরস্কে গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্লাষ্ট ফার্ণেসের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কেবল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেই নহে, সমগ্র ইউরোপে কোথাও এত বড় ব্লাষ্ট ফার্ণেস নাই। এই ফার্ণেসে দ্রব্য ধারণের পরিমাপ ১৩৪০ ঘন মিটার।

জাতীয় জীবনের বিপর্য্যস্ত অবস্থার ভিতরেও আমরা যথাসম্ভব মফঃস্বল ব্যবসায়ীদের সর্ব্বপ্রকার সরবরাহ কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বিভিন্ন বিভাগ
- রেডিও
- ইলেকট্রিক্যাল
- হোসিয়ারী
- কনফেকসনারী
- বিস্কুট্
- 'রিলায়েন্স' বাটার
- 'ভিটা' ফুড্

—তা'ছাড়া—
- ষ্টেশনারী
- পাট
- কয়লা
- মনিহারী
- তামাক
- লবণ
- চা
- টীম্বার
- চিনি ইত্যাদি

দি জি এস এম্পোরিয়াম লিঃ
(জনসাধারণের সহানুভূতি-পুষ্ট একটি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান)
৪৭এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ : : কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি
টেলিগ্রাম—এনারজেটিক, কলিকাতা : ফোন বি, বি ৩১৬ ও ৪৪৫৭

(খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলার সরকার)

কারসাজি বন্ধ হইয়া সহর অঞ্চলে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা অনেকটা হ্রাস পাইবে। যদি আড়তদার ও দোকানদারদের মারফতে ক্রয় বিক্রয়ের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত করা কঠিন হয়, তবে বাজারের সমস্ত চাউল নিজেদের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত সরকারী দোকান ও ডিপোর সাহায্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

গ্রামাঞ্চলে চাউলের ক্রয় বিক্রয় ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্যও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য প্রত্যেক থানা বা ইউনিয়ন বোর্ড এলাকার জন্য একটি সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করা। গ্রামের যেসমস্ত ধনী মহাজন ও সঙ্গতিপন্ন চাষী সাধারণের প্রয়োজনীয় চাউল বিক্রয় না করিয়া বেশী পরিমাণে তাহা মজুত করিয়া রাখিতেছে, মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষ, থানা কর্ত্তৃপক্ষ কিংবা সরকারী নিয়ন্ত্রণ অফিসারগণ তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য করিতে পারেন। থানা ও ইউনিয়ন এলাকায় যদি উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়, তবে গৃহস্থদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাউল খরিদ করিয়া তাহা গুদামে মজুত করিয়া রাখা যাইতে পারে। পরে থানা ও ইউনিয়নের অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট সময়মত তাহা নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। যেসমস্ত অঞ্চলে চাউলের বেশী যোগান রহিয়াছে সে সমস্ত অঞ্চল হইতে চাউল চালান দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া এই ধরণের কার্য্যে সহায়তা করা যাইতে পারে।

তবে গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক চেষ্টার উপরই এইসব বিধিব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি খাদ্য সমস্যার যথাসম্ভব প্রতিকার করিয়া এ প্রদেশবাসীর চরম দুর্দ্দিনে তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা বাস্তবিকই লাঘব করিতে চান তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে সাধারণের বিশ্বাসভাজন কতিপয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া এ বিষয়ে একটি এডভাইসরী বোর্ড বা পরামর্শ সমিতি গঠন করা। খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে উপরে যে আভাষ দেওয়া হইয়াছে উপযুক্ত পরামর্শ সমিতি গঠিত হওয়ার পর উহারা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। সমিতির ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক নূতন কর্ম্মধারাও পরিকল্পিত হইতে পারে। সরকারী কর্ম্মচারীদের অজ্ঞতা (অনেক স্থলে অসাধুতাও বটে) ও শৈথিল্যের জন্য সদুদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসরণের ব্যবস্থা করিয়াও অনেকক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট তাহার সুফল পান না। চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য যে পরিকল্পনাই শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হউক না কেন, গবর্ণমেণ্ট ও উক্ত পরামর্শ সমিতির কর্ত্তব্য হইবে প্রকৃত কাজের লোকদের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত করা। থানা ও ইউনিয়ন বোর্ডের মারফতে কাজ আদায় করিতে হইলে সেদিক দিয়াও যাহাতে কোন অনাচার বা দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সহর ও মফঃস্বলে চাউলের বাজার ব্যাপক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া তজ্জন্য যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে আমরা তৎসম্পর্কে উপরে কোন নির্দ্দেশ দেই নাই। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট পাটচাষীদের সাহায্যার্থে সম্প্রতি যে এক কোটি টাকা ঋণদানের প্রস্তাব করিয়াছেন উহা এইভাবে খরচ না করিয়া চাউল সরবরাহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য তাহা নিয়োজিত করিতে হইবে। (অনেক কৃষকই ইতিমধ্যে তাহাদের হাতের পাট কম দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই এত বিলম্বে পাট ধরিয়া রাখিবার জন্য কৃষকদিগকে ধার দিবার কোন সার্থকতা নাই।) তাহা ছাড়া চাউলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া আরও যে অর্থ আবশ্যক হইবে তাহার বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত পরামর্শ সমিতি সময়োচিত নির্দ্দেশ দিবেন। খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক চেষ্টা-যত্নের পরিচয় পাইলে এবং সাধারণের বিশ্বাসভাজন একটি কমিটি দ্বারা সমস্ত বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখিলে দেশের অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গুদামজাত মালের জামিনে ও অন্যান্য প্রকারে উপযুক্ত অর্থ সরবরাহে আগ্রহান্বিত হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। কাজেই গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক সঙ্কল্প ও সুপরিকল্পিত প্রয়াসই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বাঙ্গলার মন্ত্রীরা সেবিষয়ে কতদূর উদ্যোগী হন তাহা দেখিবার বিষয়। এই ব্যাপারে তাঁহারা যদি আন্তরিকতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে অধিকতর ব্যাপক কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিতে পারিব।

বিশিষ্ট সাংবাদিকের পরলোক গমন

গত ১১ই ডিসেম্বর (শুক্রবার) "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক মিঃ বি বি রায় নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রেসিডেন্সী, স্কটীশ চার্চ্চ ও রিপণ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি "ইণ্ডিয়ান অবজারভার" নামে "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ঐ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। মিঃ বি বি রায়ের মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সাংবাদিকের অভাব ঘটিল।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা।
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা),
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এইচ দত্ত এণ্ড সন্স

গত ৩রা ডিসেম্বর নূতন দিল্লীতে কলিকাতার সুপরিচিত ব্যবসায়ী ফার্ম্ম মেসার্স এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স এর একটি এজেন্সী আফিস খোলা হইয়াছে। এজেন্সি আফিসের উদ্বোধন উপলক্ষে যে সভার অনুষ্ঠান হয় স্যার আব্দুল হালিম গজনবী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় মেসার্স এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্সএর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ হেমেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যবসায়িক কৃতকার্য্যতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার পর মিঃ দত্ত দুধ বিক্রয় করিয়া নিজেদের পরিবার পালন করেন। কিছুকাল শিক্ষাদীক্ষার কাজে রত থাকিয়া অতঃপর তিনি নিজের ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে যত্নপর হন। প্রথমে তিনি একটি চা বাগিচার পরিচালনায় কৃতকর্য্যতা প্রদর্শন করেন। পরে ক্রমে ক্রমে নূতন শিল্প ব্যবসায় স্থাপন করিয়া তিনি এক্ষণে প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীরূপে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পরিচালনায় ও কর্তৃত্বে বর্ত্তমানে ষোলটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি কাপড়ের কল, একটি ব্যাঙ্ক, একটি বীমা কোম্পানী এবং একটি দৈনিক পত্রিকা রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁহার সমস্ত ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার মূলে তাঁহার পত্নীর সুমহান প্রেরণাই নিহিত রহিয়াছে। পত্নীর অনুপ্রেরণাতে তাঁহার তিনটি ছেলেও শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া বর্ত্তমানে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

মেসার্স এইচ দত্ত এণ্ড সন্সের নূতন এজেন্সী আফিসের উদ্বোধনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, স্যার বি এল মিত্র, স্যার এস এন রায়, মিঃ এম কে সেনগুপ্ত, মিঃ মেহুল, মিঃ জে চক্রবর্ত্তী, মিঃ ডি সি দাস, মিঃ এস সি সেন ও মিঃ এম সি উইল্ড।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৭শে নবেম্বর বাঁকুড়ায় দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা খোলা হইয়াছে। জেলা ও দায়রা জজ মিঃ অন্নদাশঙ্কর রায় এই শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় দেশে ব্যাঙ্ক প্রসারের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন এবং এই প্রসঙ্গে অত্যল্প সময়ে দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক যে সমুহ উন্নতি দেখাইয়াছে তিনি তাহার উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

ইকনমিক্ ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতায় ৮৬ বি ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ ইকনমিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ঘাটাল শাখার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় মহকুমা মুন্সেফ মিঃ বি এল সরকার এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। মাননীয় সভাপতি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করেন। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ এম দত্ত রায় ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ এস্ সরকার মহাশয় ঘাটাল শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ডাঃ চারুচন্দ্র মল্লিক মহাশয় সমবেত অতিথিবর্গের আদর আপ্যায়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আর্য্যস্থান ইনস্থিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মী ও কর্ম্মচারিগণ গত ৭ই ডিসেম্বর এক শোকসভায় সমবেত হইয়া স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর রায় বাহাদুর ডাঃ সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় স্বর্গীয় মহাপুরুষের সহিত কোম্পানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতঃ তিনি চেয়ারম্যান রূপে ও সহকারী সভাপতি রূপে কোম্পানীর উন্নতিকল্পে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার বসু এবং কর্ম্মচারীদিগের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র ঘোষও স্বর্গীয় মহাপুরুষের মৃত্যুতে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, আবেগপূর্ণভাবে তাহার উল্লেখ করেন।

স্বর্গীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ঐদিন আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আফিস বন্ধ রাখা হয়।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

গত ৪ঠা ডিসেম্বর ঢাকায় ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডিরেক্টারের চেয়ারম্যান কুমার যদুনাথ রায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্র কুমার দাশ, অধ্যাপক প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশ প্রমুখ বহু স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান প্রোডিউস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রজনীকান্ত পাল। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা।

রাজস্থান ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রসাদ পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—বণ্ড, ষ্টক, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির কাজকারবার।

কে সি বংশল এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি বংশল। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫৭, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স ও কমিশন এজেণ্টস্।

হাওড়া মোটর এক্সেসরিজ্ এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কিরণ চন্দ্র সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—পেট্রোল, মোটর গাড়ী চালাইবার তেল, মোটর গাড়ীর বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়বিক্রয় ও সরবরাহ।

গাঙ্গুলী এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭।১৯, আর জি কর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কমিশন্ এজেণ্টস্।

পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রফুল্লনাথ রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেলাপুর কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **লিন্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশান কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮।০ আনা। **সমস্তিপুর সেণ্ট্রাল সুগার কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **রায়েম সুগার কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **চম্পারণ সুগার কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **বোম্বে ষ্টীম নেভিগেশান কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **খরদহ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ**—গত ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ আনা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ব্ব সপ্তাহে আমরা যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত নূতন কিছু জানাইবার নাই। যথাপূর্ব্বং টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতাই বাজারের একমাত্র লক্ষণীয় বিষয়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইএ শতকরা ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে বাজারে ঋণের চাহিদা দেখা যায় না। এক কথায় টাকার বাজারে একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায় পূর্ব্বের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ তেজীর ভাব দেখা যায়। বাজারে এবার কিছু পরিমাণ ডলার বিলের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক, বিনিময় বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ দেখিয়া অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হইয়াছে বলা চলে না।

অবশ্য এই সপ্তাহের টাকার বাজার সম্পর্কে দুইটি নূতন পরিবর্ত্তনের খবর বলিবার আছে। আগামী সপ্তাহ হইতে ১০ কোটি টাকার স্থলে ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। বহু দিন পরে পুনরায় ইণ্টারমিডিয়েটে ট্রেজারী বিল বিক্রয় শুরু হইয়াছে। ইণ্টারমিডিয়েটের বিক্রয় হার ৯৯৸০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন ততদিন উক্ত বিলের বিক্রয় হইতে থাকিবে।

গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸০ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটী টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১।/০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং ১৪ই ডিসেম্বর অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে এবং যে স্থানে ঐ তারিখে ছুটির দিবস সেখানে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়। গত ৯ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে ৯৯৸০ আনা দরে পূর্ব্ব-ঘোষিত সর্ত্তানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে এবং আগামী ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ক্রয়বিক্রয় চলিতে থাকিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীদৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২৭শে নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৪০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৩হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৩৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয়, ৪১ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬৪ কোটি ৬৮লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৪৯/৩২ পে
ঐ জর্ম্মনী	,,	১ শি ৫৪৯/৩২ পে
ডি এ ও মাস	,,	১ শি ৬ ৩/২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা শৈথিল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। চট্টগ্রামে জাপানীদের বিমান হানার সংবাদে শেয়ার বাজারের উপর কতকটা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যাহা হউক শেয়ার বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতা কেহই বিশেষ আশঙ্কার ভাব দেখাইতেছে না। সকলেই ভবিষ্যতে বাজারে কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় তজ্জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে।

কোদাল - - -

গ্রামে গৃহস্থালীর ছোটখাট কাজই বলুন, আর গুরুত্বপূর্ণ খনন কার্য্যই বলুন, কোদাল দিয়াই তাহা করিতে হয়। আত্মরক্ষার পরিখা খননের জন্য চাই কোদাল, সেচ কার্য্যের জন্য খাল কাটিতে হইলেও চাই কোদাল। আবার এই কোদালকে এত সব প্রয়োজনীয় কাজ করবার মত মজবুত করে ইস্পাত।

TATA

টাটা

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত।
হেড সেলস অফিস : ১০২-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

TN. 2655

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। ৩৷৹ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪৲ টাকা। মেয়াদী ঋণ পত্রসমূহের মধ্যে ২৸৹ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯৷৹ আনা, ৩৲ সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০৩৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৷৵৹ আনা, ৪৷৹ সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ১৯৫২ সালের ইউ পি ঋণপত্র ৯৭৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলমালিকদের ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে বৈঠক বসিয়াছে তাহার ফলাফলের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দরে কতকটা নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে জাহাজে স্থান সঙ্কুলানের সুবিধা হওয়ায় পাট রপ্তানী করা সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় এবং পাটকলের শেয়ারের দরও বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারের দর বিশেষ ভাবে নামিয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২৸৹ আনা এবং ২৪৸৹ আনা।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না।

চা-বাগান

চাবাগানের শেয়ারের দর তেজী ছিল। বানারহাট ৫৭৬৲ টাকা, বিশ্বনাথ ৩১৲ টাকা, হাতীকীরা ২৫৸৵৹ আনা, পাত্রখোলা ১০৪০৲ টাকা, রায়গড় ১৪৷৹ আনা, তেজপুর ১০৷৵৹ আনা এবং ডুকডার ১৪৸৹ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩৷৹ আনা, ইণ্ডিয়া কপার করপোরেশন ২৷৹ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৵৹ আনা, বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৬৷৹ আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৯৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স ৩০৸৹ আনা, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ১০৷৹ আনা, এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ২৪৷৵৹ আনা, ন্যাশনাল রোলিং মিলস ১১৷৵৹ আনা এবং সাদার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ৯৸৵৹ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸৹ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ৯ই ডিসেম্বর—৯৯৷৹ ৯৯৷৵৹। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৪ঠা ডিঃ—১০২৸৵৹ ; ৯ই—১০২৸৵৹। ৩৲ সুদের দেশরক্ষা ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা ডিসেঃ—১০০৷৵৹ ; ৭ই—১০০৷৵৹ ; ৮ই—১০০৷৵৹। ৩৲ সুদের দেশরক্ষা ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৪ঠা ডিসেঃ—৯৫৷৵৹ ৯৫৸৹ ; ৭ই—৯৫৷৵৹ ; ৯ই—৯৫৷৵৹। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা ডিসেঃ—৮০৷৵৹ ; ৭ই—৮০৷৵৹ ; ৮ই—৮০৸৹। ৩৷৹ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা ডিসেঃ—৯৪৲ ৯৪৵৹ ; ৭ই—৯৪৲ ৯৪/৹ ; ৮ই—৯৩৸৵৹ ৯৪৷৹ ; ৯ই—৯৪৲ ৯৪/৹। ৩৷৹ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯ই ডিসেঃ—১০৩৷৹। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৭ই ডিসেঃ—১১০৷৵৹ ; ৮ই—১১০৷৵৹। ৪৷৹ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ৮ই ডিসেঃ—১১৩৸৵৹ ; ৯ই—১১৪৵৹। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৪ঠা ডিসেঃ—১০৯৲ ১০৯/৹ ; ৯ই—১০৯৲ ১০৯/৹।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৭ই ডিসেঃ—৩০৷৵৹ ৩০৷৵৹ ; ৮ই—৩০৲ ৩০৸৹ বেঙ্গল ৪ঠা ডিসেঃ—৪০৪৲ ; ৭ই—৪০৫৲ ; ৯ই—৪০১৲। ভালগোড়া ৪ঠা ডিসেঃ—৬৷৹ [৬৷৵৹ ; ৮ই—৬৵৹ ৬৷৵৹। বড়ধেমো ৪ঠা ডিসেঃ—৬৷৹ ; ৮ই—৬৷৵৹ ৬৷৹। বরাকর ৪ঠা ডিসেঃ—১৪৷৵৹ ১৪৷৵৹ ; ৭ই—১৪৷৹ ; ৮ই—১৪৵৹ ১৪৷৵৹। ধেমোমেইন ৯ই ডিসেঃ—১৪৵৹। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৪ঠা ডিসেঃ—১৮৸৹ ১৯৵৹ ; ৭ই—১৮৷৹ ১৮৷৵৹। ইকুইটেবল ৮ই ডিসেঃ—৩৬৲ ; (প্রেফ) ৪ঠা ডিসেঃ—১৪০৲ ; ৭ই—১৪২৷৹ ; ৮ই—১৪৩৲। হুরিলাদি ৪ঠা ডিসেঃ—১৫৲ ; ৮ই—১৫৲ ; ৯ই—১৫৲। কাটরাস করিয়া ৪ঠা ডিসেঃ—২৯৷৹ ; ৭ই—৩০৲ ; ৯ই—২৯৲। লাকুরকা ৪ঠা ডিসেঃ—১৩৷৵৹ ১৩৷৹ ; ৯ই—১৩৷৵৹। নিউবীরভূম ৪ঠা ডিসেম্বর—১৮৵৹ ১৮৷৹ ; ৭ই—১৭৸৵৹ ; ৯ই—১৮৲। রাণীগঞ্জ ৪ঠা ডিসেঃ—২৮৲ ; ৯ই—২৮৲। সেণ্ট্রা ৪ঠা ডিসেঃ—১৩৷৵৹ ১৪৷৹। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৭ই ডিসেঃ—২১৲ ; ৯ই—২০৷৹। তালচেড় ৪ঠা ডিসেঃ—২৸৵৹ ৩৵৹ ; ৭ই—২৸৵৹ ২৸৵৹ ; ৮ই—২৸৵৹। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা ডিসেঃ—৩৩৷৵৹ ; ৮ই—৩২৷৵৹ ৩২৸৵৹।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ৪ঠা ডিসেঃ—৯৷৵৹ ৯৷৹ ; ৭ই—৯৲ ৯৷৹ ; ৮ই—৮৷৵৹ ; (প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ—১১৷৹ ১১৷৵৹। বেণারস কটন ৪ঠা ডিসেঃ—৯৸৹ ১০৲ ; ৭ই—৯৷৹ ১০/৹ ; ৮ই—৯৲ ৯৷৹ ; ৯ই—৯৷৹। বেঙ্গল-নাগপুর কটন ৪ঠা ডিসেঃ—২৭৸৹। কানপুর টেক্সটাইল ৪ঠা ডিসেঃ—১৬৵৹ ১৬৷৹ ; ৭ই—১৬৵৹ ১৬৷৹ ; ৮ই—১৬৲ ১৬৵৹। ভানবার ৭ই ডিসেঃ—২৮০৲ ; ৮ই—২৮০৲ ; ৯ই—২৭৬৲। কেশোরাম ৪ঠা ডিসেঃ—১৬৷৹ ১৬৷৵৹ ; ৭ই—১৬৵৹ ১৬৷৹ ; ৮ই—১৬৲ ১৬৵৹ ; ৯ই—১৫৸৵৹ ১৬৵৹। মহালক্ষ্মী কটন ৭ই ডিসেঃ—৩০৷৹ ৩০৷৹ ; ৮ই—৩০৷৹ ; ৯ই—৩০৸৹। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৪ঠা ডিসেঃ—৮৷৵৹ ; ৭ই—৮৷৹ ; ৮ই—৮৷৹ ; ৯ই—৮৵৹ ৮৷৹ ; (প্রেফ) ৮ই ডিসেঃ—১১৷৵৹।

পাটকল

আদমজী ৪ঠা ডিসেঃ—২৮৸৵৹ ; ৭ই—২৭৸৹ ; ৮ই—২৭৷৹ ২৭৸৵৹ ; ৯ই—২৭৸৹। আগরপাড়া ৪ঠা ডিসেঃ—২৪৷৹ ২৪৸৹ ; ৭ই—২৩৷৵৹ ২৪৷৹ ; ৮ই—২৩৷৵৹ ২৩৷৹ ; ৯ই—২৩৷৹। এলবিয়ন ৪ঠা ডিসেঃ—২১৩৲ ; ৮ই—২০৭৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ৪ঠা ডিসেঃ—৩৬৮৲ ; ৭ই—৩৬০৲ ৩৬৭৲ ; ৮ই—৩৫৯৲ ; ৯ই—৩৬১৲ ৩৬২৲। বালি ৪ঠা ডিসেঃ—২৬৬৲ ২৬৭৲ ; ৭ই—২৬৩৲ ২৬৬৲ ; ৮ই—২৬৭৲ ; ৯ই—২৬৫৲। বরানগর ৪ঠা ডিসেঃ—১১৪৷৹ ;

বাংলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের একটি বাণী

এ, আর, পি,

"আমরা যুদ্ধরত ; এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো নয় কি ?"

সাইরেন বাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধ্বনি না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয়স্থলে থাকবেন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি, বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

৭ই—১১২৲ ১১৪৷৷০। বিরলা ৪ঠা ডিসেঃ—৩৬৸৵০ ; ৭ই—৩৬৷৵০ ; ৮ই—৩৬৷৷০ ; (প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ—১২৮৲। বজবজ ৯ই ডিসেঃ—৩৮০৲ ৩৮২৲। চাঁপদানী ৪ঠা ডিসেঃ—১৯৫৲ ; ৭ই—১৮৮৲ ১৯৩৲ ; ৮ই—১৯৩৲। ক্রেইগ ৪ঠা ডিসেঃ—২৷৷৵০ ; ৭ই—২৷৷০ ; ৮ই—২৷৷৵০ ২৷৷৵০ ; ৯ই—২৷৷৵০। ক্লাইভ ৭ই ডিসেঃ—২৪৷৷০ ; ৮ই—২৪৷৵০। কোর্ট ষ্টার ৪ঠা ডিসেঃ—৫৭৩৲ ৫৮৫৲ ; ৭ই—৫৬০৲ ৫৭৪৲ ; ৮ই—৫৬৩৲। কোর্ট উইলিয়াম ৪ঠা ডিসেঃ—২৫৮৲ ; ৮ই—২৫৬৲ ; ৯ই—২৫৬৲। গ্যাঞ্জেস ৮ই ডিসেঃ—৩৬০৲ ৩৬৭৲ ; ৯ই—৩৬০৲। হাওড়া ৪ঠা ডিসেঃ—৫৬৸৵০ ; ৭ই—৫৫৸৵০ ৫৬৷৷০ ; ৮ই—৫৫৷৵০ ৫৬৲ ; ৯ই—৫৫৷৷০ ৫৫৸০। হুকুমচাঁদ ৪ঠা ডিসেঃ—১৯৷৵০ ১৯৸৵০ ; ৭ই—২০৲ ২০৸৵০ ; ৮ই—২০৵০ ২০৸০ ; ৯ই—২০৷৷০ ২১৵০। ইণ্ডিয়া ৪ঠা ডিসেঃ—৪৬৮৲ ৪৭১৲ ; ৭ই—৪৬৪৲ ৪৬৬৲ ; ৯ই—৪৫৭৲ ৪৬৬৲। কাঁকিনাড়া ৪ঠা ডিসেঃ—৫১৯৲ ; ৭ই—৫১৫৲ ; ৮ই—৫১৮৲ ৫২১৲ ; ৯ই—৫১৮৲। কাঁকনাড়া ৭ই ডিসেঃ—৪১৫৲ ৪১৬৲ ; ৮ই—৪০৯৲ ৪১০৲। কিদিরপুর ৭ই ডিসেঃ—৩৫০৲ ; ৮ই—৩০৬৲ ৩৪৮৲ ; ৯ই—৩৫০৲ ৩৫২৲। লক্ষ্মেল ৭ই ডিসেঃ—২৩৬৲ ২৪৪৲। ন্যাশনাল ৪ঠা ডিসেঃ—২৫৷০ ২৫৷৵০ ; ৮ই—২৪৷৷০ ২৫৵০ ; ৯ই—২৪৸০ ২৪৸৵০। নেলিমার্লা ৪ঠা ডিসেঃ—১৫৷০ ১৫৷৵০ ; ৯ই—১৫৷৵০ ১৫৸০। নদীয়া ৪ঠা ডিসেঃ—৭৩৸০ ৭৪৷৷০ ; ৭ই—৭৩৷০ ৭৪৲ ; ৮ই—৭৩৲ ৭৪৲ ৯ই—৭৩৸০ ৭৪৲। ওরিয়েণ্ট ৪ঠা ডিসেঃ—২০০৲ ২০১৲ ; ৭ই—১৯১৲ ১৯৯৲ ; ৮ই—১৮৭৲ ১৯৪৲ ; ৯ই—১৯৬৲। প্রেসিডেন্সী ৪ঠা ডিসেঃ—৬৷৵০ ৬৷৵০ ; ৭ই—৬৵০ ; ৯ই—৬৵০। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ৪ঠা ডিসেঃ—১৫৲ ; ৯ই—১৫৷০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৯ই ডিসেঃ—২২৫৲ ২২৮৲। ওয়েষ্টার্লি ৪ঠা ডিসেঃ—৩৷৵০ ৩৸৵০ ; ৮ই—৩৷০ ; ৯ই—৩৷৵০ ৩৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ৭ই ডিসেঃ—১৬৷৷০ ১৭৷০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৪ঠা ডিসেঃ—১৩৸০ ১৪৲ ; ৭ই—১৩৸৵০ ; ৮ই—১৪৲ ১৪৵০। বৃটিশ-ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক কনষ্ট্রাকসন ৪ঠা ডিসেঃ—১৩৷০ ১৪৷০ ; ৭ই—১১৵০ ; ৮ই—১০৸৵০ ১১৷০ ; ৯ই—১১৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৮ই ডিসেঃ—৩৫৪৲ ; ৯ই—৩৫৬৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা ডিসেঃ—৩৪৵০ ৩৪৶০ ৩৪৷০ ৩৪৷৶০ ৩৪৷০ ৩৪৷৷৵০ ৩৪৸০ ; ৭ই—৩৩৷৵০ ৩৩৷৵০ ৩৩৷৶০ ৩৩৷৵০ ৩৩৸০ ৩৩৸০ ৩৩৸৵০ ৩৩৸৶০ ; ৮ই—৩৩৷০ ৩৩৷৵০ ৩৩৷৵০ ৩৩৷৶০ ৩৩৷০ ; ৯ই—৩৩৷৷৵০ ৩৩৸০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ৪ঠা ডিসেঃ—৬৷০ ৬৷৶০ ; ৭ই—৬৷৵০ ৬৷৷০ ; ৯ই—৬৷৵০ ৬৸০ ; (প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ—১৬৬৲ ১৬৭৲ ; ৮ই—১৬৬৲ ১৬৮৲। ষ্টীল করপোরেশন ৪ঠা ডিসেঃ—২৫৶০ ২৫৷৵০ ২৫৷৶০ ২৫৷৷০ ২৫৷৵০ ২৫৷৷৵০ ২৫৷৶০ ২৫৸০ ; ৭ই—২৪৷৵০ ২৪৷৵০ ২৪৷৶০ ২৪৷৷০ ২৪৸০ ২৪৵০ ২৫৶০ ২৫৷০ ; ৮ই—২৪৷৷৵০ ২৪৷৷৶০ ২৪৸০ ২৪৵০ ২৪৸৵০ ২৪৸৶০ ; ৯ই—২৪৸৵০ ২৫৲ ২৫৵০ ২৫৷০ ; (প্রেফ) ৪ঠা ডিসেঃ—১১৫৷৷০ ; ৭ই—১১৬৲ ১১৬৷৷০ ১১৭৷৷০ ; ৮ই—১১৭৷৷০ ; ৯ই—১১৭৷৷০। ষ্টীল প্রডাক্টস ৭ই ডিসেঃ—৭৷০ ; ৯ই—৭৷০।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ৮ই ডিসেঃ—১৭৩৲ ১৭৩৷৷০ ; ৯ই—১৭২৷৷০ ১৭৩৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৪ঠা ডিসেঃ—১৭১৲ ১৭৩৲ ; ৭ই—১৭১৲ ; ৯ই—১৭০৲। ওরিয়েণ্ট পেপার ৮ই ডিসেঃ—২৫৷৷০ ; ৯ই—২৫৷৶০ ; (প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ—১০৯৲ ১০৯৷৷০ ; ৯ই—১০৯৷৷০। শ্রীগোপাল পেপার ৪ঠা ডিসেঃ—২০৷০ ; ৮ই—২০৲ ; (প্রেফ) ৯ই ডিসেঃ—১৩৯৷৷০। ষ্টার পেপার ৪ঠা ডিসেঃ—২০৷৷০ ২০৷৷৶০ ; ৮ই—২০৵০। টিটাগড় পেপার ৪ঠা ডিসেঃ—২২৸৵০ ২৩৵০ ; ৭ই—২২৷৵০ ২২৸০ ; ৮ই—২২৷৷০ ; ৯ই—২২৷৵০ ; (প্রেফ অর্ডি) ৭ই ডিসেঃ—৫৷৶০ ৫৷৷০ ; ৯ই—৫৷৷০।

চিনির কল

বলরামপুর ৭ই ডিসেঃ—১৩৲। বেলসাণ্ড ৪ঠা ডিসেঃ—৮৲ ৮৵০ ; ৮ই—৭৸৵০ ; ৯ই—৮৲। বুলাণ্ড ৪ঠা ডিসেঃ—৪৪৷৵০ ৪৪৸৭ ; ৮ই—৪৪৷৷০ ; ৯ই—৪৪৲ ৪৪৸০। কেরু এণ্ড কোং ৪ঠা ডিসেঃ—১৫৸০ ; ৭ই—১৫৷৵০ ১৬৲ ; ৮ই—১৫৷৷০ ; ৯ই—১৫৷৷০ ১৫৷৷৵০ ; (প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ—১৫২৲ ; ৯ই—১৫৩৲ ১৫৪৲। দারভাঙ্গা সুগার ৪ঠা ডিসেঃ—১৯৲ ; ৮ই—১৮৷৵০ ১৮৸৵০ ; ৯ই—১৮৷৵০। ডায়ার মিয়াকিন ক্রুয়ারিজ ৭ই ডিসেঃ—১২৲ ; ৮ই—১১৸৵০ ১২৲। গোয়ালিয়র সুগার ৭ই ডিসেঃ—২০৫৲ ; ৮ই—২০৩৷৷০ ২০৪৲ ; ৯ই—২০২৲ ; (প্রেফ) ৪ঠা ডিসেঃ—১৫৩৲ ১৫৫৲ ; ৯ই—১৫৪৲ ১৫৭৲। নিউ সাভান ৭ই ডিসেঃ—১৪৲। প্রতাবপুর ৭ই ডিসেঃ—১৩৸০। রাজা ৮ই ডিসেঃ—৪৫৸০। সমস্তীপুর ৯ই ডিসেঃ—১৪৲। সাউথ বিহার (অর্ডি) ৪ঠা ডিসেঃ—২০৸৵০ ২১৲ ; ৮ই—২০৸০। শ্রীসীতারাম ৭ই ডিসেঃ—১৬৷০ ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ৪ঠা ডিসেঃ—১৪৷৷৵০ ১৫৲ ; ৭ই—১৫৲ ; ৮ই—১৪৸৵০ ১৫৵০ ; ৯ই—১৫৲ ১৫৷০।

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের (১৯৩৬-৬৬) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৭ই ডিসেঃ—৯২৸৵০। ৩৲ সুদের (১৯৩৭-৬২) ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৭ই ডিসেঃ—৯২৷৷০। ৩৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ৮ই ডিসেঃ—৯৬৸০ ; ৯ই—৯৪৲। ৪৲ সুদের (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ডিসেঃ—১০২৷০। ৫৲ সুদের (১৯২৯-৫৭) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৭ই ডিসেঃ—১১৪৲। ৫৲ সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ডিসেঃ—১১১৷৷০। ৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৮) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ডিসেঃ—১১১৷০। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৭-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ৯ই ডিসেঃ—১০৫৲। ৫৷৷০ সুদের (১৯১৫-৩০-৫০) ডালহৌসী প্রপার্টি ৯ই ডিসেঃ—১০১৷৷০। ৫৷৷০ সুদের (১৯২৯-৫৯) ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৭ই ডিসেঃ—১১৭৲। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৪-৪৪) বেলসাণ্ড সুগার ৯ই ডিসেঃ—১০১৲। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ৮ই ডিসেঃ—১০৪৷০। ৫৷৷০ সুদের (১৯৫৬-৮৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৮ই ডিসেঃ—১১৬৸০।

ব্যাঙ্ক

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৪ঠা ডিসেঃ—১২৵০ ; ৮ই—১২৲ ১২৵০ ৯ই ১২৲ ১২৵০। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৪ঠা ডিসেঃ—৫৬৷০। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭ই ডিসেঃ—১০৪৷৷০ ; ৮ই—১০৪৲ ; ৯ই—১০৪৲ ১০৪৷৷০।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শোরুম :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। আলগা পাটের বাজারে ও পাকা বেল বিভাগে মিলমালিক পক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় ক্রয়ের দিকে আর আগ্রহ দেখাইতেছেন না বলিয়াই পাটের দর নামিয়া পড়িতেছে এরূপ অনুমিত হয়। পাটের দর যাহাতে আর না চড়িয়া যায় সেই বিষয়ে মিলমালিকগণ হুঁসিয়ার রহিয়াছেন। অথচ বিক্রেতা মহল পড়্‌তি দরেও মাল বেচিতে চাহিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, বাজারে মজুত পাট বেশী নাই এবং যানবাহন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মফঃস্বল হইতে পাটের বিশেষ সরবরাহ হইতে পারিতেছে না।

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ সামান্য হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে জাত মিডল পাটের দর ছিল ১৬৷৷০ আনা সেক্ষেত্রে আলোচ্য সপ্তাহে উহা নামিয়া ১৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও কাজকারবারের পরিমাণ অল্পই হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে। জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৸৶০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৮৲ টাকা, এপ্রিল-জুন ১৭৷৷৶০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৷০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২৩৸০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ২৩৷৷৶০ আনা, এপ্রিল-জুন ২৩৲ টাকা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২।৶০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব দেখা যায়। বোম্বাইএ ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের সহিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে কি স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা না জানা পর্য্যন্ত কাপড়ের দর বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রচুর পরিমাণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের উৎপাদন হইতে থাকিলে অন্যান্য বস্ত্রের দর বর্ত্তমানের ন্যায় এত অধিক চড়া থাকিবে না বলিয়াই মনে হয়। এবার শীতবস্ত্রের ক্রয়বিক্রয় যৎসামান্য। কেন না, বাজারে মজুত শীতবস্ত্রের পরিমাণ খুব কম এবং ব্যবসায়ীরাও বিক্রয়ের জন্য বিশেষ ব্যগ্র নহেন। সুতরাং শীতবস্ত্রের দর হ্রাস পাইবার আপাততঃ কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে যাওয়ায় সোণার বাজারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা নাই এবং সোণার কাজকারবারেও বিশেষ কেহ আগ্রহ দেখাইতেছে না। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণা ৬৪৶০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৸৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৪।৶০ আনা। বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৪।/০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ১০৩৷৷০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছিল। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০২৷৷০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ১০২৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডন ও নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল যথাক্রমে ২৩½ পেন্স এবং ৪৪½ সেণ্ট।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

গত ৮ই ডিসেম্বর চায়ের ২৬ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—বাজার আরম্ভ হওয়ার দিকে চায়ের দরে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। ভাঙ্গা 'অরেঞ্জ পিকো' শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৶০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল এবং সাধারণ ও মাঝারি ধরণের ভাঙ্গা চায়ের দরও কমিয়াছিল পাউণ্ড প্রতি /৬ পাই। 'অরেঞ্জ ফেনিং' শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর তেজী ছিল। পরিষ্কার পাতা চায়ের দর স্থির ছিল কিন্তু ডাঁটা চায়ের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। সবুজ চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৶০ আনা হইতে ।৶০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৬ পাই হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি /০ আনা এবং আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৩৸০ আনা হইতে ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) ৮৷৷৶০ আনা হইতে ৮৸০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা রেড়ির খৈলের কাজ-কারবারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছিল এবং প্রচুর পরিমাণে খৈল ক্রয় করিয়াছিল।

সরিষার খৈল—এসপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২৸৶০ আনা হইতে ৩৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা

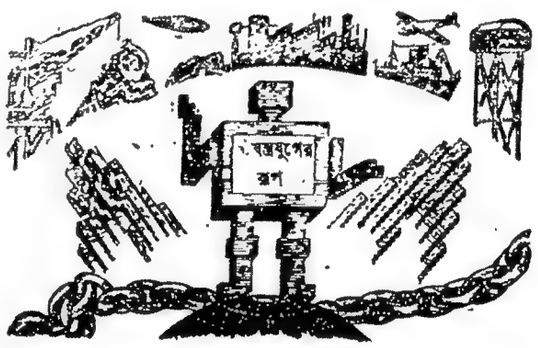

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অব:

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসার-শন সিটিংস্
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

প্রতি ছইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্ত অতিরিক্ত ।০ আনা ধার্য্য করিয়া) ৬।০ আনা হইতে ৬৸০ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা সরিষার খৈল ক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছে এবং সরিষার খৈলের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে সাধারণ কাজকারবার হয়; কিন্তু চামড়ার দরে তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে। শুকনো-লবণাক্ত ছাগলের চামড়া ক্রয় করিবার জন্ত নিউইয়র্ক হইতে অনেক ফরমায়েস আসিয়াছিল। চীনা চর্ম্মকারেরা গরুর চামড়া ক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বিভিন্ন প্রকারের চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৪৩ হাজার টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা; ঢাকা-দিনাজপুর ৮৪ হাজার ৫ শত টুক্‌রা ৮০৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ৩৮ হাজার ৭ শত টুক্‌রা ৭৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ১ হাজার ৯ শত টুক্‌রা ৯।০ আনা হইতে ১০৸০ আনা, আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৪ হাজার ১ শত টুক্‌রা ১২০৲ টাকা হইতে ১৯০৲ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে), আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৮ হাজার ২ শত টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা, আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৫ হাজার টুক্‌রা ।৩ পাই হইতে ।৬ পাই এবং আর্দ্র-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৫ শত টুক্‌রা ।/৬ পাই হইতে ।৵৬ পাই।

আই এ, আই এস সি এবং ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিভোগী ছাত্র

১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গৃহীত আই এ এবং আই এস সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিভোগী যে সকল ছাত্রছাত্রীগণ ১৯৪২ সালের ১লা জুন হইতে দুই বৎসর কাল মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া পাইবেন এবং যে সকল ছাত্রছাত্রী উক্ত সময়ের জন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিভোগী হিসাবে মাসিক ১৬৲ টাকা করিয়া পাইবেন তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

আই এ

(১) শ্রীহরগৌরীনারায়ণ গুপ্ত (কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ); (২) কল্যাণকুমার দত্ত (প্রেসিডেন্সী কলেজ); (৩) নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (মেদিনীপুর কলেজ); (৪) নারায়ণচন্দ্র সাহা (বঙ্গবাসী কলেজ); (৫) বিমলেন্দু ঘোষ (বরিশাল বি এম কলেজ); (৬) সত্যমাধব দত্ত চৌধুরী (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ); (৭) রামকৃষ্ণ শর্ম্মা (কালিম্পং এস ইউ এম ইন্‌ষ্টিটিউশন)।

আই এস-সি

(১) শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ (প্রেসিডেন্সী কলেজ); (২) অরুণকুমার চৌধুরী (সেণ্ট পলস্ কলেজ); (৩) সুকুমার বিশ্বাস (সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ); (৪) চিত্তপ্রসাদ দে (প্রেসিডেন্সী কলেজ); (৫) অসিতকুমার মিত্র (প্রেসিডেন্সী কলেজ)।

আই এ ও আই এস-সি (ছাত্রী)

(১) শ্রীনীলিমা মজুমদার (বেথুন কলেজ); (২) ইন্দিরা দত্ত (সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ)।

ম্যাট্রিকুলেশন

(১) শ্রীঅশেষপ্রসাদ মিত্র (কলিকাতা টাউন স্কুল), (২) অজিতকুমার দাশ-গুপ্ত (বালিগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল), (৩) শিবপ্রসাদ সমাদ্দার (বরিশাল জেলা স্কুল), (৪) সুনীল রায় চৌধুরী (বালীগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল), (৫) শান্তিব্রত ঘোষ (রংপুর জেলা স্কুল), (৬) কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য (বালীগঞ্জ জগবন্ধু ইনষ্টিটিউশন), (৭) ধনঞ্জয় নসিপুরী (কাশী রাজ হাই স্কুল), (৮) বনমালী দাস (শ্যামবাজার এ ভি স্কুল), (৯) কান্তিভূষণ মুখোপাধ্যায় (নৈহাটী মহেন্দ্র হাই স্কুল) (১০) অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া মহীয়ারী কুণ্ডু চৌধুরী ইনষ্টিটিউশন), (১১) অশোককুমার রায় (বরিশাল জেলা স্কুল), (১২) অজিতকুমার বিশ্বাস (কৃষ্ণনগর সি এম এস সেণ্ট জনস হাই স্কুল), (১৩) সনৎকুমার চট্টরাজ (বর্দ্ধমান এথোরা এস সি ইনষ্টিটিউশন), (১৪) নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা সরস্বতী ইনষ্টিটিউশন)।

ছাত্রী

(১) শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী (ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী হাইস্কুল), (২) ইভা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা কমলা গার্লস হাইস্কুল), (৩) গীতি দত্ত (কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল), (৪) জয়া সেন (কলিকাতা দেশবন্ধু গার্লস হাইস্কুল)।

ইন্সিওরেন্স অফ ইণ্ডিয়া
লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয় :—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

বোনাস (দ্বিতীয়বারের ভেলুয়েসন অনুসারে)

মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৩৲ টাকা
আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৬৲ টাকা

সুদের হার শতকরা ৩।০ আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে।

(ব্যয়ের জন্ত শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছে। প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগ বাদ দিয়া শতকরা ১৬ ভাগ অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুর হার হাজার করা ৪১)

জীবন বীমা তহবিল (আগষ্ট, ১৯৪২ সাল) ২৫৫,০০০৲ টাকা
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত ২৫৫,০০০৲ টাকা

এজেন্সী এবং বিশেষ এজেন্সীর জন্ত আবেদন করুন।

চেয়ারম্যান :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

টেলি { গ্রাম : যখেরধন / ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ } **হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড** স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস :—৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ, (সিলেট) খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ

স্মরণ রাখিবেন,—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি,
আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।

আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন
বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।

ননী গোপাল দত্ত রায়, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন।
কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোটি কোটি লোকের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা করিয়াছে, সেই মহান্ কার্য্যের জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করি। সেই বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের তথা মনুষ্য জাতি শত্রুরই শুধু সুবিধা হইবে।"

* * *

ইংরেজরা নিজেদের সাম্রাজ্যের গুণকীর্ত্তনে ও সংরক্ষণে পঞ্চমুখ হইবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখিবার জন্য মার্কিন পুঁজিবাদও এখন প্রচারক ও সমর্থক হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দীর্ঘকাল পরপদানত, শোষিত, রক্ষিত দেশগুলি সম্পর্কে মিঃ রুজভেল্ট টু শব্দও করিতেছেন না। তিনি বুদ্ধিমান। মৌনতা ভঙ্গ করিলেই স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু এত করিয়াও বুঝি মার্কিন গবর্ণমেণ্টের আসল অভিপ্রায় আর গোপন রাখা চলিতেছে না। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে বিস্তর খানাপিনা ও দহরম-মহরম সারিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মিসেস্ রুজভেল্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরূপ সমালোচকদের উপর খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ থাকিবে কি থাকিবে না সে প্রশ্নের জবাব মিঃ উইল্কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সুযোগ্যা পত্নীর উক্তি হইতেই পাইতে পারেন।

* * *

মার্কিনদের মধ্যে কিছু কিছু সমর্থক যোগাড় করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ভারত সম্পর্কে প্রবল জনমতের সম্মুখেও লর্ড হালিফ্যাক্স এরূপ নির্লজ্জ উক্তি করিতে পারিয়াছেন, "আমি জানি, এদেশের জনমত ভারত সম্পর্কে খুব উৎকণ্ঠিত। মাঝে মাঝে অনেকে এমন ভাবে কথা বলেন, যেন সমস্যাটা জলের মত সহজ; অর্থাৎ একটা পরাধীন জাতি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে, আর অপর এক জাতি তাহাকে পদানত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য যদি তাহাই হইত, তবে আর কোন সমস্যাই থাকিত না।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ স্পষ্টতঃ নিজের অনুকূলে জনমত গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। এদিকে বিভিন্ন পত্রিকা, বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অভিযোগ ও সমালোচনার মধ্য দিয়া আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট আভাষ পাইতেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রকৃত গণতন্ত্র বনাম ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছে। ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে যে শাসননীতির পরিচয় পাইতেছি তাহাতে সাম্রাজ্যবাদ এখনও তাহার শক্ত শিকড় শুধু গাড়িয়াই বসিয়া নাই, পরন্তু যুদ্ধের পরেও যাহাতে সাম্রাজ্যবাদের অবাধ আধিপত্য সর্ব্বাংশে বজায় থাকে তাহার জন্য সকল দিক দিয়া আঁটঘাট বাঁধিবার চেষ্টা চলিতেছে।

ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ২৭ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে আলোচ্য বৎসরে কি পরিমাণ তিলের চাষ হইয়াছে তাহার একটী তুলনামূলক হিসাব ১৯৪১-৪২ সালের সহিত দেওয়া হইল। বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাসমূহ ১৯৪১-৪২ সালের তিল চাষের জমির পরিমাণের হিসাব রূপে ধরা হইয়াছে; মাদ্রাজ প্রদেশে ৪৯০,০০০ একর (৪৩৫,০০০ একর); বোম্বাই প্রদেশে ৫১৮,০০০ একর (৪৮০,০০০ একর); মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৪৯১,০০০ একর (৪৮১,০০০ একর); বাঙ্গলা ১২৫,০০০ একর (১৩১,০০০ একর); বিহার ১১৮,০০০ একর (১১৬,০০০ একর); উড়িষ্যা ৯১,০০০ একর (৮৬,০০০ একর); পাঞ্জাব ৮৯,০০০ একর (৮০,০০০ একর); আজমীড়-মারোয়াড়া ১০,০০০ একর (৩,০০০ একর); সিন্ধু ৮,০০০ একর (৭,০০০ একর); হায়দরাবাদ ৩২০,০০০ একর (২৬৯,০০০ একর); ভূপাল ৪৮,০০০ একর (৫৪,০০০ একর); কোয়েটা ৪৭,০০০ একর (৪৮,০০০ একর); বরোদা ৪০,০০০ একর (৩৭,০০০ একর)॥

অশ্বান

তেজস্কর ও বলবর্দ্ধক

দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন

অশ্বানের নিয়মিত সেবনে
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া
দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলিকাতা শাখা—১২।২, ক্লাইভ রো

হেড অফিস কুমিল্লা। | কর্ম্মতৎপরতা দক্ষতা সততা সৌজন্যই আমাদের "সেবামন্ত্র" | স্থাপিত ১৯২৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয়)

পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড আফিস ম্যাঙ্গালোর

চীফ এজেন্টস— ফোন-ক্যাল-১৮০৮
মেসার্স এইচ্ কে. বানার্জ্জী এণ্ড সন্স
১০, ক্লাইভ রো কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জীবনসেবায়—

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স লিঃ

ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স লিঃ

ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২১শে ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ৩২শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৭৫-৫৭৭	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৮২-৫৯০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৫৭৮	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫৯১-৫৯২
ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ছয় মাস	৫৭৯	বাজারের হালচাল	৫৯৩-৫৯৮
কাগজের দুর্ভিক্ষ	৫৮০-৫৮১		

সাময়িক প্রসঙ্গ

চাউল সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব

চাউলের দর ক্রমাগত বাড়িয়া দেশে এক জটিল খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য এপর্য্যন্ত কোনরূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। অর্ডিনান্স ও ইস্তাহার মারফতে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন। তাহাও চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের কোন কোন স্থলে চাউলের দর মণকরা ১৬।১৭ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, আর আড়ৎদার ও দোকানদারেরা প্রকাশ্য দিবালোকে বসিয়াই সেই দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে। আশা করা গিয়াছিল এই নিদারুণ ব্যর্থতার পর গবর্ণমেণ্ট নিজেদের দোষত্রুটি বুঝিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য অন্ততঃ এখন হইতে খাদ্যসমস্যা সমাধান সম্পর্কে একটা সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি (বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ কার্য্যনীতি কি হইতে পারে গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে আমরা তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি) অবলম্বনে সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপ্রদেশের চাউল সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁহারা যে বিবৃতি দিয়াছেন উহা পাঠ করিয়া তাঁহাদের সেরূপ কোন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং একদিকে বাঙ্গলায় চাউলের কাল্পনিক প্রাচুর্য্য দেখাইয়া ও অপরদিকে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য উহার মজুতকারীদিগকে দায়ী করিয়া তাঁহারা যেভাবে ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে আসল সমস্যা সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা খুবই সুস্পষ্ট। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, এবৎসর বাঙ্গলায় উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ যে গতবারের তুলনায় অনেক কম হইবে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, গত ১৯৪১-৪২ সালে এপ্রদেশে প্রচুর চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপন্ন কৃষকেরা ও সহরের ধনী লোকেরা গতবারের সেই চাউল হইতে বিস্তর চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত অভাবের সময়ে (যেন অভাব এখনও দেখা দেয় নাই!) সেই জমানো চাউল অবশ্যই দেশের লোকের কাজে আসিবে। অতীতে অনেক অজন্মার বৎসরেও বাঙ্গলার কৃষকেরা খাইয়া বাঁচিয়াছে। এবার যখন দেশের ধনী শ্রেণীর হাতে বিস্তর পরিমাণ উদ্বৃত্ত চাউল রহিয়া গিয়াছে তখন বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে চাউল সমস্যা ভাবিয়া সন্ত্রস্ত বা ভীত হইবার কি আছে?

এই ভাবে তিন তুড়ি দিয়া গবর্ণমেণ্ট যেভাবে চাউল সমস্যাটিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। দেশে চাউলের যোগান ও চাহিদা ভালরূপ বিশ্লেষণ না করিয়া মুখে মুখে চাউলের উদ্বৃত্ত দেখাইয়া সাধারণকে এই ভাবে ধাপ্পা দেওয়ার কি অর্থ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার দেখাইয়াছি যে, এপ্রদেশবাসীদের স্বাভাবিক চাহিদা মিটাইবার জন্যই প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় ন্যায্যতঃ ৩১ কোটি মণ চাউলের প্রয়োজন। তাহার উপর বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে বিস্তর চাউল আবশ্যক হওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্ট এপ্রদেশ হইতে বাহিরে চাউল প্রেরণ করিতে আরম্ভ করায় এক্ষণে চাউলের চাহিদা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ বাহির হইতে বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে চাউলের একেবারেই আমদানী হইতেছে না; এ প্রদেশে চাউলের উৎপাদন ও চাহিদা মিটাইবার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে।

১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কিছু বেশী চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাও ২৭ কোটি মণের চেয়ে বেশী নয় বলিয়া সরকারী পূর্ব্বাভাষে বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই ২৭ কোটি মণ চাউল দ্বারা এপ্রদেশের স্বাভাবিক চাহিদা ও তদুপরি যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইয়া কিভাবে বাঙ্গলার লোকদের হাতে বিস্তর চাউল উদ্বৃত্ত রহিয়া গেল তাহা আমরা কিছুতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। একথা সত্য যে, দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বর্ত্তমানে ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু চাউল ধরিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই ভাবে জমানো চাউলের পরিমাণ এতই সামান্য যে, উহার উপর নির্ভর করিয়া এপ্রদেশের চাউলের অভাব মিটাইবার চেষ্টা নিতান্ত আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নহে।

চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়াতেই দেশে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা দিয়াছে। আড়ৎদার ও দোকানদারদের অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তির দরুণ সেই অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা কৃত্রিমভাবেও কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই চাউল সমস্যার প্রতিকার করিতে হইলে একদিকে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অপর দিকে চাউলের ব্যবসা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের বর্ত্তমান বিবৃতিতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বনের আভাষ দেন নাই। অপরদিকে যেসব লাভখোর ব্যবসায়ী চাউল নিয়া জুয়াখেলা সুরু করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে নিছক কয়েকটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদেব কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। এদেশবাসীর বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে গবর্ণমেণ্টের এই শূন্যগর্ভ বিবৃতি তাঁহাদের চরম দায়িত্বহীনতাই প্রমাণিত করিতেছে।

যুদ্ধ ও ভারতের রাসায়নিক শিল্প

যুদ্ধের দরুণ ভারতে যে সকল শিল্পের সম্প্রসারণ হইয়াছে, রাসায়নিক শিল্প তাহাদের মধ্যে অন্যতম। রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেষজ দ্রব্য প্রস্তুতকারী পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ত্তমানে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং নূতন নূতন রাসায়নিক দ্রব্য এবং ঔষধপত্রাদিও উৎপাদন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের সুযোগে কয়েকটী নূতন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানও দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উন্নতিশীল দেশসমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, রাসায়নিক শিল্পের ব্যাপারে ভারতবর্ষ এখনও শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পের জন্য যে সকল খনিজ পদার্থ এবং উদ্ভিজ সম্পদের প্রয়োজন ভারতে তাহার পর্য্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও এই দেশ সেই সকল মাল কাজে লাগাইবার সুযোগ সুবিধা খুব অল্পই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। ভারতে শিল্প প্রসারণের কোনরূপ ব্যাপক ও সুসংহত জাতীয় পরিকল্পনা না থাকায় ভারতের রাসায়নিক শিল্প উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া ভারতবর্ষকে বিদেশের প্রস্তুত রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্যাদি বেশী মূল্য দিয়া আমদানী করিতে হইতেছে। ভারতের রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পের এইরূপ পশ্চাৎপদ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সভায় সুযোগ্য সভাপতি মিঃ জে এন লাহিড়ী যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসায়নিক শিল্পে গন্ধকের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। ১৯৪০ সালে বেলুচিস্তানে ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগ প্রায় ১০ হাজার টন পরিশোধিত গন্ধক পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ একটী পাহাড়ের সন্ধান পাইয়াছেন। অথচ এই গন্ধক উত্তোলন করিয়া অদ্যাবধি ইহাকে কোনরূপ ব্যবহারিক রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বরং মিঃ লাহিড়ীর মতে বিদেশে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ প্রেরণ করিবার জন্য এদেশে তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। ভারতে কয়েকটী রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সাজিমাটী (সোডা এস), কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার এবং কৃত্রিম এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ার করিয়াছে বটে; কিন্তু অন্য অনেক অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের এখনও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তামা পরিশ্রুত করা, রঙ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য সালফিউরিক এসিডকে রূপান্তরিত করা, ক্ষারজাতীয় জিনিষ তৈয়ার করা, পারমাঙ্গানেট এবং ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা যদি ভারতবর্ষে সুরু না হয় তাহা হইলে কখনও এদেশে রাসায়নিক শিল্পের সম্যক প্রসার সাধিত হইবে না। ইহাছাড়া ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত করার জন্যও ভারতের উদ্ভিজ দ্রব্যাদি কাজে লাগাইতে হইবে। ভারত সরকারের অধীনে যে শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে তাহার কর্ত্তব্য হইবে ভারতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য যথোচিত উৎসাহ দেওয়া। দেশের শিল্পপতিগণেরও এই সম্বন্ধে বিশেষ গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে। যাহাতে তাহাদের অর্থ ভারতে রাসায়নিক শিল্পের ক্রমোন্নতির জন্য নিয়োজিত হয় তজ্জন্য তাহাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। ভারত সরকারেরও একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে ভারতের কাঁচামাল রাসায়নিক শিল্পে লাগান যায় তজ্জন্য এদেশীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারকদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুযোগ সুবিধা দান করা।

বিজ্ঞপ্তি

বড়দিন উপলক্ষে "আর্থিক জগৎ" কার্য্যালয় আগামী ২৪শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১লা জানুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। আগামী ২৮শে ডিসেম্বর "আর্থিক জগৎ" প্রকাশিত হইবে না। "আর্থিক জগতের" পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৩, সোমবার প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার,—"আর্থিক জগৎ"

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রবর্ত্তনে মোহিনী মিলের উদ্যোগ

পরিধেয় বস্ত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশে লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা আজ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য নির্দ্ধারিত মাপের সস্তা কাপড় (ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ) প্রচলন করা হইবে বলিয়া যে ভরসা দিয়াছিলেন তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হইল না। এদেশে জনকল্যাণমূলক কোন বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিলে সরকারী বিচার বিশ্লেষণের মাত্রা এত বাড়িয়া যাইতে থাকে যে, শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু করা আর হইয়া উঠেনা। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রস্তাব নিয়া গবর্ণমেণ্ট যেভাবে ক্রমাগত টালবাহনা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে সরকারী চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে দেশে এই বস্তুটি প্রচলিত হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। কাজেই বিপাকে পড়িয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে একটা আশু সুব্যবস্থার জন্য জনসাধারণ আজ দেশের কাপড়ের কলের মালিকদের সুবিবেচনার উপরই নির্ভর করিতেছে। দেশের দরিদ্র লোকদের একান্ত দুর্দ্দিনে তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া দেশীয় কাপড়ের কলের মালিকেরা যদি তাঁহাদের কতকাংশ তাঁত ঐ বাবদ নিয়োগ করেন, তবে অচিরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের উৎপাদন সুরু হইয়া দেশবাসীর দুঃখ লাঘবে অনেকটা সাহায্য করিতে পারে। আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, বাঙ্গলার সুবিখ্যাত মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের পরিচালকগণ দেশের একান্ত দুর্দ্দিন লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানে এই ধরণের কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা এখন হইতে তাঁহাদের কতকাংশ তাঁত সাধারণের ব্যবহারোপযোগী নির্দ্ধারিত মাপের সস্তা কাপড় তৈয়ারে নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ঐ কোম্পানীর কলে ৯ গজ ৪৪ ইঞ্চি মাপের সস্তা ধুতি ও ১০ গজ ৪৪ ইঞ্চ মাপের সস্তা সাড়ী তৈয়ারের কাজ সুরু করা

হইয়াছে। এই বস্ত্রের জোড়া প্রতি দর নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৩৷৷০ টাকা ও ৪৲ টাকা। আমরা নিজেরা মোহিনী মিলের উৎপন্ন এই শ্রেণীর কাপড় স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এই কাপড় আমাদের নিকট সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী বলিয়াই মনে হইয়াছে। মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ যে কাপড় জোড়া প্রতি ৩৷৷০ টাকা ও ৪ টাকা দরে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন বাজারে তাহার বর্ত্তমান দর ৬৷৷ টাকা ও ৮ টাকার কম নহে। বাজারের তুলনায় এত কম দরে বস্ত্র বিক্রয় করিতে গেলে আজিকার দিনে যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, দেশের জনসাধারণের জন্য সেরূপ স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত হইয়াই কোম্পানীর পরিচালকগণ উপরোক্ত শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ারে ব্রতী হইয়াছেন। মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের এই মহান দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার, অন্যান্য কাপড়ের কলের মালিকেরা যদি এখন হইতে এইভাবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের কাজে যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করেন, তবে বস্ত্র সম্পর্কে সাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা অনেকটা অপনোদিত হইবে সন্দেহ নাই।

সাধারণ রীতি অনুযায়ী পাইকার ও আড়ৎদারদের মারফতে বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিলে এই বস্ত্র সম্পর্কেও একটা লাভের ব্যবসা সুরু হইতে পারে। আর তাহাতে গরীবদের হাতে সস্তা দরে কাপড় পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যও মাটি হইয়া যাইতে পারে। সেজন্য মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের উৎপন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, বিভিন্ন এলাকায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় করিবেন এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মারফতে নির্দ্ধারিত দরে তাহা জনসাধারণের হাতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। আগামী মাসের মধ্যভাগে তাঁহারা তাঁহাদের উৎপন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ চালান দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। বিভিন্ন এলাকার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দ্ধারিত কমিশনে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়ের এজেন্সী গ্রহণের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টদের আফিসে (কুষ্টিয়া—নদীয়া) আবেদন করিতে পারেন। বাঙ্গলায় বহু আকাঙ্ক্ষিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলন সম্পর্কে মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের এই সময়োচিত উদার প্রচেষ্টা আমরা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। সেজন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতে বিভিন্ন ফসলের চাষ

ভারতের কৃষি সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ঐ সালে বৃটিশ ভারতের মোট ৫১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমির মধ্যে ২১ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করা হইয়াছে। যে সব জমিতে একবারের বেশী চাষ হইয়া থাকে তাহা আলাদাভাবে বরাদ্দ করিলে বৃটিশ ভারতে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর দাঁড়ায়। ১৯৩৯-৪০ সালে দেশে এইরূপ জমির পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ একর। সেই হিসাবে এক বৎসরে দেশে আবাদী জমির পরিমাণ ৩০ লক্ষ একর পরিমাণে বাড়িয়াছে বলা চলে। উক্ত জমির মধ্যে এবার ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ হইয়াছে। বাকী ৫ কোটি একর জমিতে তুলা ও পাট প্রভৃতি শ্রেণীর ফসলের আবাদ হইয়াছে। মোট আবাদী জমির মধ্যে ধান শতকরা ২৮ ভাগ, যব ১৬ ভাগ, গম ১১ ভাগ, তিসি ৭ ভাগ, তুলা ৬ ভাগ ও ছোলা ৫ ভাগ জমি অধিকার করিয়াছিল। বাকী জমিতে শতকরা ২ ভাগ (মোট আবাদী জমির) হিসাবে বার্লি, ভুট্টা, ইক্ষু ও পাটের চাষ হইয়াছিল। বিভিন্ন ফসলের মধ্যে আলোচ্য বৎসরে ছোলা, বজ্রা, ইক্ষু, তুলা ও পাটের চাষ পূর্ব্বের তুলনায় ১০ লক্ষ একর হিসাবে বাড়িয়াছে। ছোলা ও বজ্রার চাষ বাড়িয়াছে পাঞ্জাবে, ইক্ষুর চাষ বাড়িয়াছে যুক্তপ্রদেশে, তুলার চাষ বাড়িয়াছে মধ্যপ্রদেশে ও মাদ্রাজে এবং পাটের চাষ বাড়িয়াছে বাঙ্গলায়। আলোচ্য বৎসরে যে সব ফসলের চাষের জমি হ্রাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে ধানের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ ভারতে এবার পূর্ব্ববারের তুলনায় ১০ লক্ষ একর কম জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে, আর সেই কমতি ঘটিয়াছে মুখ্যতঃ বাঙ্গলা প্রদেশে।

বৃটিশ ভারতে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে ক্রমে ক্রমে নিদারুণ খাদ্যাভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় আমরা এদেশে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের চাষ বাড়িবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে, কার্য্যতঃ সে আশা বিশেষ কিছুই ফলবতী হইতেছে না। ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে বৃটিশ ভারতে ধানের চাষ বাড়ে নাই। বরং তাহা ১০ লক্ষ একরের মত (প্রধানতঃ বাঙ্গলায়) হ্রাস পাইয়াছে। গমের চাষ বাড়ে নাই; তবে ভুট্টা বজ্রা ও অন্য ছোটখাট খাদ্য শস্যের চাষ কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু গম না বাড়িয়া এসমস্ত বাড়িবার তেমন কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি সম্প্রতি তাঁহার একটি পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, গমের বদলে এদেশে বজ্রা ও ভুট্টা প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি পাওয়া শুভলক্ষণ নহে। কেননা শারীরিক পুষ্টির দিক দিয়া খাদ্য শস্য হিসাবে গমের তুলনায় এসমস্তের মূল্য অনেক কম। কাজেই গমের পরিবর্ত্তে এসমস্তের চাষ কিছু বৃদ্ধি পাওয়াতে তেমন লাভ নাই। বর্ত্তমান রিপোর্টে ১৯৪০-৪১ সালে এদেশে তুলা ও পাটের চাষ বাড়িয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে ব্যথিত হইয়াছি। চাহিদাতিরিক্ত তুলা ও পাট উৎপন্ন করিয়া এদেশের কৃষকেরা অতীতে অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এসমস্তের রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়ায় এখন জলের দরেও পাট বিক্রয় কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া দেশের কৃষকদের চেতনা হইতেছে না এবং এদেশের সরকারী অভিভাবকেরা তুলা ও পাট চাষ সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত কোন সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতেছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয়।

শ্রীযুক্ত সোমের প্রশংসনীয় উদ্যম

বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় উৎপন্ন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উৎপন্ন ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বস্ত্র মিলাইয়া যে ৩০।৪০ কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সূতা ব্যবহৃত হয় তাহা বিক্রয়ের ভার বাঙ্গালীর হস্তে ন্যস্ত না থাকার দরুণ এই প্রদেশের যে ক্ষতি হইতেছে তৎসম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রথমতঃ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত বস্ত্র ও সূতা বিক্রয়ের ভার বাঙ্গালীর হাতে না থাকার জন্য বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি দেশবাসীর যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ—এই বস্ত্র বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীদের যে ৩।৪ কোটি টাকা লাভ হইতেছে তাহার খুব কম অংশই বাঙ্গালীর হাতে পড়িতেছে। তৃতীয়তঃ—এই বিপুল ব্যবসায় পরহস্তগত থাকার দরুণ উহা বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা সমাধানেও তেমন কিছু সাহায্য করিতে পারিতেছে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফতে যদি এই ব্যবসা হস্তগত করার চেষ্টা আংশিকভাবেও সাফল্য লাভ করে, তাহা হইলে উপরোক্ত তিন দিক দিয়াই বাঙ্গলা দেশ সমূহ উপকৃত হইবে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সোমের নেতৃত্বে সম্প্রতি এই উদ্দেশ্য লইয়া ভারত মিলস্ এজেন্সী লিমিটেড (হেড আফিস—১৩নং পগেয়াপট্টি—বড়বাজার—কলিকাতা) নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বস্ত্র ব্যবসায়ে ক্ষীরোদ বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। বিগত ২৫ বৎসর কাল সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উহার ফলে এই ব্যবসায়ের সকল দিক সম্পর্কে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তি আর কেহ আছেন কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত সোমের পরিচালনায় ভারত মিলস্ এজেন্সী লিমিটেড উহার অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হইবে এবং বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের উন্নতি বিধান, বাঙ্গলার ধনসম্পদ বাঙ্গলা দেশে সংরক্ষণ ও বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা সমাধানে উহা কার্য্যকরীভাবে সহায়তা করিবে। শ্রীযুক্ত সোমের এই প্রশংসনীয় উদ্যমের আমরা পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখ কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বারস্ অব কমার্সের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে বড়লাট যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলি মামুলী হিতোপদেশ ও পুরাতন আশ্বাস ব্যতীত আর কোনও নূতন বস্তু নাই। আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটের দিনে বিড়ম্বিত এক পরাধীন জাতির অদৃষ্ট লইয়া ইহাকে পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়? রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বড়লাটের সকল কথার মধ্যে একটি কথা আমাদের রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। ভারতের বড়লাট ভারতের জাতীয় অখণ্ডতার আদর্শের কথা বড় বেশি জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন। এতকাল বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি কখনো প্রকাশ্যে কখনও বা পরোক্ষে—কখন এই দলের সাহায্যে, কখনও বা আর একটি সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া, নানান সুকৌশলে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকেই বাধা দিয়া আসিয়াছে। সুতরাং ভূতের মুখে রামনামের মত ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতাদের এক সুযোগ্য প্রতিনিধির মুখে অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শ প্রচারে ভুক্তভোক্তী ভারতবাসীদের মনে আজ স্বতঃই সন্দেহ দেখা দিবে।

* * * *

বড়লাটের অভিভাষণ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার যে মন্তব্য জানাইয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বড়লাটের "অখণ্ড হিন্দুস্থান বুলি" (Akhand Hindusthan cry) সম্পর্কে রাজাজী বলিতেছেন, গত নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎকালে স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক অবস্থায় "Ulster phase" অর্থাৎ সাময়িক ভাবে দ্বিখণ্ডিত রাষ্ট্র-বিন্যাসের উপযোগিতার কথা তিনি শুধু স্বীকারই করেন নাই, ঐরূপ অনিবার্য্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি রাজাগোপালাচারিয়ার বিচক্ষণতার তারিফ করেন। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ঐরূপ অপরিহার্য্য (রাজাজী ও বড়লাট উভয়েরই অভিমতে) প্রাথমিক ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া যখন মুসলিম লীগ ও অপরাপর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টা অনেকখানি সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তখন এই সম্ভাবিত ঐক্য প্রচেষ্টাকে ব্যাহত ও বিনষ্ট করিবার জন্যই যেন বড়লাট তথা ভারত সরকার সহসা নূতন সুরে নূতন কথা সুরু করিয়াছেন বলিয়া রাজাজী দৃঢ় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, দেশের লোক এই নূতন ফাঁদে কিছুতেই পা দিবে না। ভারতের জাতীয় ঐক্য আমরা চাই। অখণ্ড ভারতই আমাদের স্বপ্ন ও সাধনা। কিন্তু চিরকাল যে সরকারী মহল এই ঐক্য-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাল চালিয়াছে, আজ সেই তরফের অখণ্ড ভারতের আদর্শ প্রচারকে লোকে শূন্যগর্ভ আশ্বাসবাণী বলিয়াই সন্দেহ করিবে।

* * *

ভারতের বর্ত্তমান শাসননীতি সম্পর্কে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ভারত যে আর কেবল গ্রেট বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপারই নহে, যুদ্ধরত মিত্রপক্ষের নিজেদের স্বার্থেই এই সহজ সত্য ক্রমেই প্রকট হইয়া উঠিতেছে। বড়লাটের অভিভাষণকে প্রচার উদ্দেশ্যে খুব ভাল ভাবেই কাজে লাগান যাইতে পারে। অর্থাৎ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াই রহিয়াছেন, কেবল অখণ্ড ভারতের ভিত্তি রচিত হইতে পারিতেছে না বলিয়াই যত কিছু বিলম্ব! যাহা হউক, বড়লাটের সকল আশ্বাসকে আমরা অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াও এই প্রশ্ন ন্যায়তঃই করিতে পারি যে, কবে এবং কতদিনে ভারতবাসীর হাতে প্রকৃত ক্ষমতা অর্জ্জিত হইবে? এই বিষয়ে বড়লাটের অভিভাষণে কোনরূপ স্পষ্ট কথার বাষ্পটুকুও নাই। ধোঁয়াটে প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি কিস্তি মাৎ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু দেশের লোক ইহাতে ভুলিবে না। তাহারা এত সকালে ভুলিতে পারে না যে, কিছুদিন আগেই ভারত সচিব স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সকল দল ও সকল সম্প্রদায় এক মত ও এক পথের অনুগামী হইলেও বৃটিশ-রাজ বর্ত্তমানে অন্ততঃ যুদ্ধ-বিরতির পূর্ব্বে ভারতের হাতে অধিকতর শাসনভার ন্যস্ত করিতে পারেন না। বড়লাট ইহা জানেন। অখণ্ড ভারতের ফাঁকা আওয়াজ শুনাইতে গিয়া উহা বর্ত্তমানেই আমাদের করায়ত্ত হইবে কিনা সেই আসল প্রশ্নে তাই কি তিনি ফাঁকির আশ্রয় লইয়াছেন?

* * *

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য জেনারেল চিয়াংকাইশেক ও মাদাম চিয়াংকাইশেক ৫০ হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। চীন গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ কনসাল্-জেনারেল ডক্টর পাও-এর মারফৎ উক্ত অর্থ বাঙ্গলার গবর্ণরের সাহায্য তহবিলে প্রেরিত হইয়াছে। চিয়াং দম্পতির এই সাহায্য বাঙ্গলা দেশ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিবে। ভারতের সহিত চীনের সম্পর্ক বহুকালের। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া চীন যে কতখানি সমৃদ্ধ এবং চীনের নীতিগত ও শিল্পগত আদর্শের প্রভাবে ভারতও যে কিরূপ উপকৃত, সেই অতীত যোগাযোগের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও ভারত ও চীন জাতীয় দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে সহধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী। ইউরোপের ও আমেরিকার ক্ষমতা-গর্ব্বিত পুঁজিবাদের অবাধ শোষণে ও শাসনে উভয়েই নিঃশেষিত ও জর্জ্জরিত। এই কারণেও এই দুইটি প্রাচীন ও সুসভ্য জাতির মধ্যে যেন এক নাড়ীর সংযোগ রহিয়া গিয়াছে। চীনের বিপদে ভারতের কংগ্রেস মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিতে পারেন নাই—চীনে মেডিকাল মিশন, অর্থ-সাহায্য প্রভৃতি পাঠাইয়া অতীতের সৌখ্যসূত্র বজায় রাখিয়াছেন। চীনের বিগত দুর্ভিক্ষে দরিদ্র বাঙ্গলা দেশও তাহার সাধ্যমত অর্থ প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারীর সাহায্যার্থে চীন রাষ্ট্রের কর্ণধার ও তদীয় পত্নীর এই সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রেরণকে আমরা প্রত্যুপকার বলিয়া না ধরিয়া আত্মীয়তার স্বীকৃতি বলিয়াই মনে করিব। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এই ঐক্যবোধ আরও দৃঢ় হইবে সন্দেহ নাই।

* * * *

(৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ছয় মাস

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বাহিরের অনেক দেশের সহিত ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ১৯৪০-৪১ সালে পণ্য-বাণিজ্য খাতে ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ শোচনীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। পরে ১৯৪১-৪২ সালে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত পণ্য আদান প্রদানের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে নূতন করিয়া একটা উন্নতি লক্ষিত হয়। কিন্তু জাপান মালয়, জাভা ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া লইয়া ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত তাহার অভিযান চালাইতে আরম্ভ করায় এদিকে পুনরায় দেশের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় বহির্ব্বাণিজ্যের বিবরণ সম্পর্কে বর্ত্তমানে অনেকেই বিশেষ উৎসুক আছেন। কাজেই চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি কি দাঁড়াইয়াছে তৎসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯৭১-৪২ সালের মার্চ্চ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। অপরদিকে ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ২৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম কয়েক মাসে আমদানী ও রপ্তানী সে তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। ঐ সালের এপ্রিল মাসে এদেশে বিদেশ হইতে ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মালপত্র আসে, অন্যদিকে ঐ মাসে ভারত হইতে বাহিরে ১৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার মালপত্র প্রেরিত হয়। পরে আমদানী ও রপ্তানী ক্রমে আরও সঙ্কুচিত হইয়া জুন মাসে যথাক্রমে ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হয়। জাপানী আক্রমণের প্রাবল্যে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের এই মারাত্মক অবনতি লক্ষ্য করিয়া দেশের লোক খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুখের বিষয়, জুলাই মাস হইতে আমদানী ও রপ্তানী পুনরায় কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মালপত্র চালান হইয়াছে। গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের মোট হিসাবে দেখা যায়, একদিকে ভারতে মোট ৫৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে, অপরদিকে ঐ মাসে ৯৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১০০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছিল এবং ভারত হইতে বিদেশে ১১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছিল। কাজেই দেখা যায়, ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের আয়তন এইভাবে খর্ব্ব হইয়া পড়া খুবই আশঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই।

সাধারণ সময়ে এদেশের আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পাইতে দেখিলে আমরা তাহা সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু এই যুদ্ধের সময়ে এদেশের নানারূপ সমস্যার কথা ভাবিয়া আমরা আমদানী হ্রাসের বর্ত্তমান গতি মোটেই শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি না। বাহির হইতে এদেশে ক্রমেই বেশী পরিমাণ সৈন্য আমদানী হওয়ায় বর্ত্তমানে দেশের অভ্যন্তরে বস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রীর টান পড়িয়াছে। তাহাছাড়া যুদ্ধের সুযোগে এদেশে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির খুব প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ভারতের উৎপন্ন কাগজ এদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া বর্ত্তমানে দেশে ঐ জিনিষটিরও খুব অভাব দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ে বাহির হইতে দেশে বেশী পরিমাণ বস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও কাগজ প্রভৃতির আমদানী হইলে তাহা এদেশবাসীর পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হইত। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে এই সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী না বাড়িয়া ক্রমেই তাহা হ্রাস পাইতেছে।

১৯৭১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ডাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার জিনিষ, ৪৮ লক্ষ টাকার চিনি, ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার কাগজ ও ১০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার তুলা আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম ছয় মাসে ঐ সমস্তের আমদানী হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ১৮ লক্ষ টাকা, ১ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ও ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহাছাড়া আলোচ্য সময়ে পূর্ব্বের তুলনায় দেশে যন্ত্রপাতির আমদানী ৭১ লক্ষ টাকা, রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানী ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং সূতা ও বস্ত্রের আমদানী ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অনুপাতে কম হইয়াছে। ভারতে উৎকৃষ্ট লম্বা আঁশযুক্ত তুলা দুষ্প্রাপ্য হইলেও এদেশে সাধারণ শ্রেণীর তুলার অভাব নাই। সেই হিসাবে এদেশে তুলার আমদানী কমিয়া যাওয়াতে আমরা খুব শঙ্কিত হই নাই। কিন্তু দেশে বস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী, কাগজ ও যন্ত্রপাতির সত্যিকার অভাব সত্ত্বেও উহাদের আমদানী যেভাবে দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে তাহা বাস্তবিকই আশঙ্কার বিষয়। প্রধান পণ্যসামগ্রীর মধ্যে আলোচ্য ছয় মাসে ভারতে তৈলের দফায়ই শুধু আমদানীর পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখিয়াই যে উহার আমদানী বাড়ান হইয়াছে তাহা মনে হয় না। হয়ত সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কেরোসিনের আমদানী না বাড়িয়া সামরিক প্রয়োজনে তৈলের দফায় পেট্রোলের আমদানীই শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচনা করিলে সেদিক দিয়াও বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক মনে হয় না। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রধান পণ্যসামগ্রীর মধ্যে ভারত হইতে বিদেশে চিনির রপ্তানী ৫৮ লক্ষ টাকা পরিমাণে এবং বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে তুলার রপ্তানী ৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানী ৮৫ লক্ষ টাকা, চটের রপ্তানী ৭ কোটি টাকা এবং চামড়ার রপ্তানী ৩৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ভারতে বিস্তর তুলা ও পাট উৎপাদন হইয়া থাকে। এই দুইটি পণ্যের ভালরূপ কাটতির উপর এদেশের কৃষকদের আয় তথা ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই দুইটি পণ্যের রপ্তানী বাণিজ্য ক্রমেই বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ইহা দুঃখের বিষয়। অনুরূপ কারণে কাঁচা চামড়ার রপ্তানী হ্রাস পাওয়াও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। এদেশে জনসাধারণের আয় তথা তাহাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ বাড়াইতে হইলে অচিরে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নপর হওয়া গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।

কাগজের দুর্ভিক্ষ

ভারতবর্ষে কাগজের সমস্যা ক্রমেই খুব জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। যুদ্ধের অবস্থা ঘোরালো হইয়া আসিবার সঙ্গে বর্ত্তমানে বাহির হইতে কাগজের আমদানী একরূপ বন্ধ হইতে চলিয়াছে। অপরদিকে দেশের কাগজের কলসমূহে যে কাগজ তৈয়ার হইতেছে তাহা বর্ত্তমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কলের মালিকেরা তাহাদের উৎপন্ন কাগজের জন্য চড়া দর হাঁকিতেছে। কাগজ ক্রেতাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ীরা আবার তাহাদের নিকট হইতে মিলের দরের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী মূল্য আদায় করিয়া লইতেছে। ফলে যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় যে কাগজের পাউণ্ড প্রতি দর ছিল তিন আনা এক্ষণে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি পাউণ্ড পাঁচ সিকারও উপর দাঁড়াইয়াছে। অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, এইরূপ বেশী দর দিয়াও এক্ষণে বাজার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ সংগ্রহ করা যাইতেছে না। এই ভাবে কাগজের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা বাড়িয়া দেশে পুস্তক প্রকাশ, সাময়িক পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানো আজ নিতান্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পুস্তক প্রচার ও লেখাপড়া পরিচালনার কাজ জাতীয় প্রগতির দিক হইতে নিতান্ত অপরিহার্য্য। সকল বিষয়ে শিক্ষিত জনমত গঠন করিবার জন্য সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র পরিচালনার আবশ্যকতাও খুবই কম রহিয়াছে। সেকারণে কাগজের মত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের যাহাতে অকুলান ঘটিতে না পারে, সেজন্য প্রতি দেশের গবর্ণমেণ্টই কাগজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নিয়া থাকেন। দেশে কাগজ তৈয়ারের মাল মসল্লার অভাব থাকিলে বাহির হইতে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানীর সুবিধা দিতেও তাঁহারা কসুর করে না। কিন্তু আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট এই উভয় দিক দিয়াই প্রথম হইতে নানারূপ উপেক্ষা ও অবহেলার ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন। মুখ্যতঃ বিদেশী বণিকদের চেষ্টায় ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত এদেশে কয়েকটি কাগজের কল গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই কাগজের কলের সংখ্যা এত কম ও উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, উহাতে কাগজের দিক দিয়া দেশের চাহিদা মিটাইবার বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে চলতি কাগজের কলের সংখ্যা ছিল ৯টি আর তাহাতে কাগজ উৎপন্ন হইত মাত্র ৪৮ হাজার টন। বিদেশ হইতে বেশী কাগজ আমদানীর সুবিধা থাকায় কাগজ শিল্পের দিক দিয়া দেশের এই পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা অনেকেরই নিকট তেমন মারাত্মক বলিয়া মনে হয় নাই। তবে বিদেশী কাগজ দিয়া এদেশের চাহিদা মিটাইতে যাওয়া যে ক্ষতিকর এবং কাগজের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ সম্পর্কে এইরূপ পরমুখাপেক্ষী থাকা যে দেশের পক্ষ সঙ্গত নহে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন। ফলে এই সময় হইতে তাঁহাদের দিক হইতে নূতন নূতন কাগজের কল গড়িয়া তোলা সম্পর্কে একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ডালমিয়া ও বিড়লা প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় এদেশে কয়েকটি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে। এদেশের কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠ কাগজের কলের বিদেশী মালিকগণ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এই প্রচেষ্টা কখনও ভাল-চোখে দেখেন নাই। উহাদের প্রতিযোগিতায় নিজেদের লাভের ব্যবসা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কায় তাঁহারা প্রথমে কাগজের অতিউৎপাদনের ধুয়া তুলিয়া উহাদিগকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। তৎপর নূতন কলগুলির উৎপন্ন কাগজ বাজারে উঠিলে তাঁহারা নিজেদের তৈয়ারী কাগজের দর কমাইয়া দিয়া নূতন কলওয়ালাদিগকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ স্বার্থপর প্রচার কার্য্য ও অবৈধ কর্ম্মনীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে কার্য্যতঃ দেশে কাগজ শিল্পের সন্তোষজনক প্রসার সম্ভবপর হয় নাই। তবে কাগজের কল কিছু বাড়িবার ফলে দেশে পূর্ব্বের তুলনায় কাগজের উৎপাদন কতকটা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে মোট ৯টি কাগজের কলে ৪৮ হাজার ৫৩১ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে দেশে চলতি কাগজের কলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১৫টি আর তাহাতে মোট ৮৭ হাজার ৬৫০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও কাগজের দিক দিয়া দেশের অভাব মিটে নাই। ফলে ১৯৪০-৪১ সালে বিদেশ হইতে দেশে ১ লক্ষ ৫ হাজার টনের মত কাগজ আমদানী করিতে হইয়াছিল। এই আমদানীকৃত কাগজের মধ্যে পীজবোর্ড শ্রেণীর কাগজের পরিমাণ ছিল ১১ হাজার টন (অনুমিত)। কাজেই উহা বাদে ১৯৪০-৪১ সালে দেশীয় কলের উৎপাদন ও বাহিরের আমদানী কাগজ মিলাইয়া দেশে সাধারণ ব্যবহার্য্য কাগজের মোট যোগান দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৮১ হাজার টন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে উহার মধ্যে ২১ হাজার টন খরচ করিয়াছিলেন, আর বাকী ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন কাগজ নানা ভাবে সাধারণের ব্যবহারে আসিয়াছিল বলা চলে।

বর্ত্তমানে দুইটি কারণে কাগজের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে এক বড় রকম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে এখন আর বিদেশ হইতে পূর্ব্বের মত বেশী পরিমাণ কাগজ আমদানী হইতেছে না। নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি প্রধান কাগজ উৎপাদনকারী দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় এই দুই দেশ হইতে কাগজ আসা পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেও কাগজের আমদানী বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে। অবশ্য এই দুই দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট কাগজের উপর জোর না দিয়া এই দুই দেশ হইতে বর্ত্তমানে কেবল সমর সরঞ্জাম আনাইবার উপর জোর দিতেছেন বলিয়াই কাগজের আমদানী হ্রাস পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ কাগজের আমদানী কমিয়া আসিলেও ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেরা কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস করিতেছেন না বরং তাহা দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে অনেক পুরাতন সরকারী দপ্তরের কার্য্যধারা প্রসারিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক নূতন দপ্তরও খোলা হইয়াছে। এই কারণে কাগজের ব্যবহারও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যেস্থলে বৎসরে ২১ হাজার টন কাগজ ব্যবহার করিতেন এক্ষণে তাঁহারা সেস্থলে বাৎসরিক ৫২ হাজার টন হিসাবে কাগজ ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহেও গবর্ণমেণ্ট ৬ হাজার টন পরিমিত

কাগজ প্রেরণ করিতেছেন। বাহির হইতে কাগজের আমদানী বিশেষ ভাবে হ্রাস পাওয়ার পর সরকারীভাবে কাগজের ব্যবহার এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়াতে দেশে স্বভাবতঃই আজ কাগজের বেশী রকম অভাব সূচিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টে এদেশে কাগজ শিল্প গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে কখনও কোন আগ্রহ তৎপরতা দেখান নাই। এই দুর্দ্দিনে বাহির হইতে কাগজের আমদানী সম্পর্কেও তাঁহারা কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন না। কিন্তু এইরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও নিজেদের অভাব মিটাইবার জন্য নির্লজ্জের মত তাঁহারা দেশীয় কাগজের কলগুলির উপর আজ সরকারী কর্তৃত্ব জাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহারা নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন, কাগজের কলগুলিকে উহাদের উৎপন্ন কাগজের ৯০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। ভারতের কাগজের কলগুলিতে যে কাগজ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৫।৬ ভাগ কাগজই অব্যবহার্য্য শ্রেণীর। কাজেই ৯০ ভাগ কাগজ গবর্ণমেণ্টের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এখন হইতে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৪।৫ ভাগ দ্বারাই দেশের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। সাধারণের ব্যবহারের জন্য ইহার বেশী কাগজ দেওয়া হইবে না। গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত অর্ডার বহাল হওয়ার পর হইতেই দেশে কাগজের দর রাতারাতি বাড়িয়া উঠিতেছে। ব্যবসায়ীরা তাহাদের লাভের কারসাজি হইতে যে কাগজ মজুত করিয়া রাখিয়াছিলেন বর্ত্তমানে অত্যধিক দরে সেই সমস্ত কাগজ কিনিয়া লোকে তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতেছে। এইরূপ মজুত কাগজ নিঃশেষ হইলে কয়েকগুণ বেশী মূল্য দিয়াও কেহ ব্যবহারোপযোগী কাগজ পাইবে কিনা সন্দেহ। কাজেই পুস্তকের ব্যবসা, সাময়িকপত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানোর পক্ষে দেশে ক্রমেই ঘোরতর দুর্দ্দিন দেখা যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট কাগজের দিক দিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয়তাটাকে বড় করিয়া দেখিয়া দেশের উৎপন্ন ৯০ ভাগ কাগজ নিজেরা গ্রহণ করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি। উহার ফলে এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অচিরে এই স্বার্থপর ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত। তাহাছাড়া কাগজের মত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের বর্ত্তমান অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের কর্ত্তব্য একদিকে বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করা ও অপরদিকে ভারতে কাগজ শিল্পের উন্নতির যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করা। এদেশে কাগজের মণ্ড তৈয়ারের উপযোগী কাঁচামালের অপ্রাচুর্য্য নাই; কাগজ তৈয়ারীর যন্ত্রপাতিরই অভাব। গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা দিয়া দেশের শিল্প ব্যবসায়ীকে কাগজ শিল্প সম্পর্কে উৎসাহিত করিতে পারেন। তাহাতে চলতি কাগজের কলগুলির কাজ সম্প্রসারিত হইয়া এবং অনেক নূতন কল স্থাপিত হইয়া দেশে কাগজের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি হইতে পারে। আশা করি বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কথা ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট সেরূপ সাহায্যে অগ্রসর হইতে ত্রুটি করিবেন না।

অন্য অনেক শিল্পের মত বাঙ্গলার লোকেরা কাগজ শিল্পের দিক দিয়াও বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ রহিয়াছে। সরকারী উদাসীনতা এবং বিদেশী কাগজওয়ালাদের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্যের ভিতরও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টায় এদেশে কিছু কিছু কাগজের কল গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার শিল্প ব্যবসায়ীদের দিক হইতে এপর্য্যন্ত সেরূপ কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। বাঙ্গলার কাগজের বর্ত্তমান অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা দেখিয়া তাঁহাদের চেতনা হইবে এবং বাঙ্গলায় উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল গড়িয়া তোলা সম্পর্কে এখন হইতে তাঁহারা সচেষ্ট হইবেন ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

ওরিয়েণ্টাল

রক্ষামূলক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তাই

ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার সর্ব্বোত্তম ও সুষ্ঠু-নীতি অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা সংগ্রাম কিবা শান্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান করিয়া আসিয়াছে। ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে	২৬ কোটী টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	৮৫½ কোটী টাকার উপর
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয়	প্রায় ৫ কোটী টাকা
মোট তহবিলের পরিমাণ	প্রায় ৩০ কোটী টাকা

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ

এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

স্থাপিত—১৮৭৪] [হেড অফিস—বোম্বাই।

ব্রাঞ্চ অফিস :—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্, ২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন :—ক্যাল ৫০০

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস

(১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)

কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজষ্ট্রীট

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং কর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাঙ্গলা দেশে শিক্ষা বিভাগের কার্য্যবিবরণী

বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাঙ্গলাদেশের শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধীয় যে বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ৮৮০টী এবং এই সকল বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যয় দাঁড়াইয়াছিল মোট ১ কোটি ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৮ টাকা। ভারতীয় বালকদেব শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৭৩০টী এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল (২ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৭২ জন বালিকা ধরিয়া) ২৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৯৮ জন। ভারতীয় বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৫ লক্ষ ২০ হাজার ৯৬৮ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৫৫৯টী এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার ৫১৭ জন। কলিকাতা করপোরেশন পরিচালিত বালকদের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪৯টী। আলোচ্য বৎসরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৪৫১টী এবং ২ হাজার ২৭৩টী। ভারতীয় বালকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য এবৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ১কোটি ৫৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫১ টাকা। উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারী সাহায্য ছিল আলোচ্য বৎসরে ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৭৭ টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন ও ঢাকা বোর্ডের হাই-স্কুল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ১৩২ জন এবং ইহাদের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল ১৪ হাজার ২২২ জন। ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ এবং এম্ এস-সি ক্লাসের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৭২৫জন এবং ৩৭৫ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫৪৮ জন। তন্মধ্যে কলা বিভাগের ছাত্রের সংখ্যা (৮৮ জন ছাত্রী ধরিয়া) ছিল ৯৭৩ জন। বাঙ্গলা দেশে আর্ট কলেজের সংখ্যা ছিল ৬২টী; তন্মধ্যে ৫১টী পুরুষদের এবং ১১টী নারীদের জন্য। পুরুষদের আর্ট কলেজের মধ্যে ১১টী সরকারী পরিচালিত, ২২টী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ১৮টী সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী কলেজ। সরকারী কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৪ হাজার ৪৭৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪ হাজার ৫০১ জন হইয়াছিল। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট ১ হাজার ৬১৪ জন; তন্মধ্যে ১ হাজার ২০৫ জন হিন্দু, ৩৯১ জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত। চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতার তিনটী প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫০৪জন, ইহার মধ্যে ৪১ জন ছাত্রী। ইহা ছাড়া চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষাদানের যে ৯টী স্কুল আছে তাহা হইতে সর্ব্বশেষ পরীক্ষা দিবার জন্য ১ হাজার ১২৮ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল। বেলগাছিয়া পশু চিকিৎসা কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা ছিল ২২৫ জন। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং ঢাকার আসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৯৩ জন এবং ৫৩৩ জন। বাঙ্গলা দেশের মোট ৬টী চিত্রাঙ্কন বিদ্যালয়ে ২৪৩ জন (১৪ জন ছাত্রীসহ) ছাত্র ছিল। বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের জন্য ২৯টী, কৃষিবিদ্যাশিক্ষার জন্য ৩টি এবং রেশমকীট পালন শিক্ষার জন্য ১টী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া উচ্চ কারিগরী শিক্ষার জন্য আরও কয়েকটী বিদ্যালয় রহিয়াছে। ভারতীয় বালিকাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৬৮০টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ২৯ হাজার ২৪২ জন। ইহাদের মধ্যে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৯০ জন মুসলমান এবং ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৯৬ জন হিন্দু। মহিলাদের ১১টী আর্ট কলেজে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৬৫ জন। এতদ্ব্যতীত পুরুষদের কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও ৭৮৮ জন অধ্যয়নরত ছাত্রী ছিল। ভারতীয় বালিকাদের জন্য ২৪টী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল; তন্মধ্যে ৬টি সরকারী পরিচালিত এবং ৮৩টী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। উচ্চ ইংরেজী বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার ১৯১ জন। বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ১৩৫টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৪৪ জন। বালিকাদের জন্য মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৮৫টী। কারিগরী, শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ক বালিকাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১০০টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭ হাজার ৬৬১ জন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়দের শিক্ষার জন্য ৬৬টী প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৭৭৫ জন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৬৩ জন। ইহাদের মধ্যে ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৭৩ জন পুরুষ এবং অবশিষ্ট নারী। মোট ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৩·১ জন। অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫১৫ জন।

ভারতের খাদ্যসমস্যা

ভারত সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, গত ১৪ই এবং ১৫ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে ভারতের খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রায় সমস্ত প্রদেশ ও প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকায় যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাজারে অবাধে খাদ্যশস্য চালান দেওয়ার সম্বন্ধে যাহাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে কার্য্য পরিচালনা করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে সম্মেলন অনেকাংশে একমত হইয়াছেন; সেনাবাহিনীর জন্য যে পরিমাণ যি প্রয়োজন, অসামরিক ব্যক্তিদিগের প্রয়োজনের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহা কিরূপে প্রকৃষ্ট উপায়ে সংগ্রহ করা যায়, তৎসম্পর্কেও সম্মেলনে আলোচনা হয়।

দি

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯২২ সালে

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

আমানত ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

কার্য্যকরী তহবিল ৪,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত)

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা ঃ—

৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড,

২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—

ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,

পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

বাঙ্গলার শকরা শিল্প

বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্যসরবরাহ বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ডি এল মজুমদার ভারত সরকারের শর্করা নিয়ামক মিঃ এন সি মেটার নিকট এক তারযোগে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিনি যেন একটী প্রতিনিধিমূলক বৈঠক অনতিবিলম্বে আহ্বান করিয়া বাঙ্গলা দেশের চিনির সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার ব্যবস্থা করেন এবং বাঙ্গলার চিনির কলমালিকদের সঙ্গে যাহাতে চিনির দর সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যায় তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেন।

বৃটীশভারতে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয়

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে বৃটিশভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ (লবণ শুল্ক বাদ দিয়া) কেন্দ্রীয় সরকারের ২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা। পেট্রল, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর উৎপাদন কর বাবদ আলোচ্য মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৭ লক্ষ টাকা ; ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি

গত ১৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার একখানা ইস্তাহার প্রকাশিত করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা কাগজের দর পাউণ্ড প্রতি /৬ পাই বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই আদেশ বলে কাগজের কলসমূহ পাইকারী দরে বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজের মূল্য উক্ত বর্দ্ধিত হারে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবে।

যে সকল শ্রেণীর কাগজের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—(১) সাদা উডরিফ এম এফ লেখার ও ছাপাইবার উপযুক্ত কাগজ (১৪ পাউণ্ড) ডিমাই ও তাহার উপরের শ্রেণীর কাগজ—ইহার মধ্যে ক্রীমলেড ও একাউণ্ট বুক এম এফ কাগজ প্রভৃতিও ধরা হইবে। কিন্তু নকল আর্ট পেপার সুপার ক্যালেণ্ডার, মানচিত্র ছাপাইবার কাগজ ও ব্লটিং পেপার ধরা হইবে না। মূল্য পাউণ্ড প্রতি ॥০ আনা। (২) ব্রাউন, র‍্যাপিং ও কার্ত্তুজ পেপার (২২×২৯—৩০ পাউণ্ড ও তদূর্দ্ধ) পাউণ্ড প্রতি ।৶০ পাই। অতিরিক্ত নির্দ্ধারিত মূল্য—রঙীন এম এফ প্রিন্টিং এর জন্য ব্যবহৃত কাগজ ও পাল্পবোর্ড ১ আনা হিসাবে (খ) হালকা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কাগজ (১৪ পাউণ্ড এর কম—ডিমাই)—পাউণ্ড প্রতি /৯ আনা হিসাবে।

ইষ্ট আফ্রিকান ইমপোর্ট করপোরেশন

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ হোসেন ভাই লালজীর নেতৃত্বে একটী প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব এবং ভারত সরকারের বহির্ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছেন, পূর্ব্ব আফ্রিকায় উক্ত স্থানের ঔপনিবেশিক সরকারের সমর্থন লাভ করিয়া একটী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটী ভারত হইতে রোলাই এবং অধোলাই তুলার বস্ত্র, ড্রিল এবং খাকী কাপড় পূর্ব্ব আফ্রিকায় আমদানী করিবার জন্য জাহাজে স্থানের সঙ্কুলান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। প্রতিনিধিমণ্ডলের মতে এই প্রতিষ্ঠানটীর দ্বারা পূর্ব্ব আফ্রিকাস্থিত এক শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তত্রস্থ ভারতীয়দের অর্থ-নৈতিক জীবনের বিপর্য্যয় আনয়ন করিতে পারে। অতএব তাহারা ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, ভারত সরকার এবং পূর্ব্ব আফ্রিকাস্থ সরকারের মধ্যে যে পর্য্যন্ত না এবিষয় সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন না করার জন্য যেন ভারত সরকার পূর্ব্ব আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সরকারকে অনুরোধ করেন।

বাঙ্গলায় খাদ্য সঙ্কট ও কলিকাতা করপোরেশন

গত ১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা করপোরেশনের এক অধিবেশনে বাঙ্গলা দেশে চাউল, আটা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের অভূতপূর্ব্ব মূল্যবৃদ্ধি এবং তন্নিমিত্ত কলিকাতার নাগরিক ও করদাতাগণের যে দারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলা দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল বিদেশে চালান দিতে দেওয়ায় উক্ত কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয় ও ভবিষ্যতে বাঙ্গলা দেশ এবং কলিকাতা হইতে এইরূপ রপ্তানী বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান হয়। অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির উচ্চমূল্য হ্রাস করিয়া অবিলম্বে ন্যায্য মূল্যে তাহা বিক্রয়ের এবং কয়লা সরবরাহের জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। উচিত মূল্যে খাদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য একটী বিশেষ পরিকল্পনা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে করপোরেশনের ছয়জন সদস্য লইয়া একটী বিশেষ কমিটী গঠিত হয়। ইহাছাড়া বর্ত্তমান পণ্যমূল্য সমস্যা নিরাকরণের জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বণিক সমিতির ও করপোরেশনের প্রতিনিধি লইয়া একটী কমিটি গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার জন্যও একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিত্রশক্তিবর্গকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রৌপ্য ঋণদান

প্রকাশ, ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রচুর রৌপ্য মজুত আছে তাহা হইতে কিয়দংশ রূপা ঋণ বাবদ চাহিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইজারা ও ঋণদান আইনের বিধানানুযায়ী যে কোন মিত্রশক্তিকে এই সর্ত্তে রৌপ্য ঋণ হিসাবে প্রদান করিতে রাজী আছেন যে, ঋণ গ্রহণকারী দেশসমূহ যুদ্ধাবসানে সমপরিমাণ রূপা প্রত্যর্পণ করিবে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং
শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ :
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং মণ্ডলের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲	”
বিক্রীত	৩৭,০০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত(প্রত্যেক কলসহ)	২১,৪০,০০০৲	”
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি	৮,০০,০০০৲	”
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায়	১৫,৬০,০০০৲	টাকা

ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড আফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নালকামারী, মেদিনীপুর

জলপাইগুরী ও পুরী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যপ্রসার হেতু হেড অফিস নিরাপদ এবং বৃহৎ প্রকোষ্ঠে একতলায় স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—
ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারীং
কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।
“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে”

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার”

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।
কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ও খাদ্যসমস্যা

বাঙ্গলা দেশে খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাবের দরুণ যে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের নিকট এক পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইয়াছেন :—(১) বাঙ্গলা দেশের মোট মজুত ও মোট চাহিদার পরিমাণ নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে ছুই মাসের জন্য এই প্রদেশ হইতে চাউল বাহিরে রপ্তানী বন্ধ করা হউক (২) কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার অথবা কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় করা নিয়ন্ত্রণ করা হউক (৩) মুনাফার লোভে মজুত করার উদ্দেশ্যে চাউল প্রভৃতি দ্রব্যাদি ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক (৪) মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রণালী হয় কঠোরভাবে অনুসৃত হউক নতুবা মূল্য নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ব্যবস্থাই উঠাইয়া দেওয়া হউক। আটা, ময়দা ও কয়লার অভাব সম্পর্কেও চেম্বার অব কমার্স কতকগুলি পরামর্শ দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় যাহাতে আটা ও ময়দার চালান আসিতে পারে তজ্জন্য ইহাদের দর বাড়াইয়া দিতে হইবে। কয়লা সরবরাহের জন্য চেম্বার অব কমার্স অধিক সংখ্যক ওয়াগনের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ

বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক ব্যক্তিদের জন্য পণ্যসরবরাহ বিভাগ (ডাইরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লাইজ) কলিকাতায় চাউলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। সাধারণভাবে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, দেশের সর্ব্বত্র বিভিন্ন লোক ও তাহাদের দল কর্ত্তৃক বেপরোয়াভাবে চাউল খরিদ করার জন্য ইহার দর বিশেষ ভাবে চড়িয়াছে। ব্যবসায়ীদের কাহারও কাহারও মতে বর্ত্তমান অবস্থা সাময়িক এবং কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির গতি যদি সহসা বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধিকারীদের বিপদের সম্ভাবনা আছে।

খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় 'ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী'র কমিটীর এক সভায় খাদ্যদ্রব্যের অভাবের জন্য যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ ভারত হইতে বিদেশে খাদ্যদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম ভারতে আমদানী করিতে আবেদন জানাইবার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যাহাতে ভারতের বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী নিষিদ্ধ করা হয় এবং বস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে যাহাতে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেন তাহা ভারত সরকারকে জানান হইবে বলিয়া সভায় একটি সিদ্ধান্ত করা হয়।

সুতীর কাপড়ের শীতবস্ত্র

বৈজ্ঞানিক প্রথায় নূতন নূতন উপায়ে গরম জামা কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য ভারত সরকারের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক গবেষণা বোর্ড এবং সদর সামরিক কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানে নানারূপ পরীক্ষামূলক গবেষণা চলিতেছে। সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সম্বন্ধে একটি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নবাবিষ্কৃত পন্থায় সাধারণ সুতীর কাপড় পশমের ন্যায় গরম করা সম্ভব হইয়াছে। দুইরকম গাছের বীজ ভিজাইয়া উহাতে সুতীর কাপড় ডুবাইয়া লইলেই উহা পশমের ন্যায় গরম ও টেকসই হয়। এই গাছ দুইটীও ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

কয়লার জন্য মালগাড়ীর ব্যবস্থার দাবী

বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর যুদ্ধসংক্রান্ত যানবাহন বোর্ডের নিকট তারযোগে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার কয়লা সরবরাহের মালগাড়ীর নিতান্ত অভাব ঘটিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়লা বণ্টনের কণ্ট্রোলার বাঙ্গলার প্রয়োজনের মাত্র এক তৃতীয়াংশ সংখ্যক মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। পরে কয়লাবাহী মালগাড়ীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দৈনিক যত সংখ্যক কয়লাবাহী মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

ভারতে নূতন শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতের পরিমাণ

১৯৪১ সালে ভারতের পেটেণ্ট অফিসে বিভিন্ন নবাবিষ্কৃত শিল্পজাত দ্রব্যাদি রেজেষ্ট্রী করার জন্য ৭৫৫ খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৪০ সালে এইরূপ প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা ছিল ৭৪১ খানা। এই সকল পেটেণ্টের জন্য দরখাস্তের মধ্যে ২৭৯ খানা মাত্র ভারতবাসীদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। পেটেণ্টের জন্য অবশিষ্ট দরখাস্তগুলি আসিয়াছে বিদেশীয়দের নিকট হইতে। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ৮৬ খানা বোম্বাই প্রদেশ এবং ৭২ খানা বাঙ্গলা দেশ হইতে আসিয়াছে।

বিহার হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত

ভারতরক্ষা বিধান বলে বিহার সরকার বিহার সরকারের পণ্যমূল্য এবং পণ্যদ্রব্য সরবরাহ কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ বিহার প্রদেশের কোন জিলা হইতে রেলে, রাস্তায় বা নদীপথে অন্য প্রদেশে যব, ভুট্টা, বার্লি এবং কলাই রপ্তানী করিতে পারিবে না বলিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

ইকনমিক্ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(স্থাপিত ১৯২৯)
হেড অফিস :—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন :—ক্যাল ৫৯৪৪
ব্রাঞ্চ :—বাঁকুড়া
ঘাটাল ব্রাঞ্চ
৪ঠা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।
মিঃ এম, দত্ত রায়, বি-এ, সেক্রেটারী।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও
টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত
বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ
কারখানা—আচার্য্যরায় নগর (কাঁথি সমুদ্রতীর)
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন
বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।
কারখানার কার্য্যপ্রণালী—
কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্ত্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে
বর্দ্ধিত মূলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।
হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপ্রাণ চেষ্টা

যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপ লাঘব করতে চাই চা

যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আজ সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ খেটে তবে কারখানার শ্রমিকরা এই বাড়তি কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আর তাদের ক্লান্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের নেই—কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাত্রই আবার তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশক্তি ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চা-ই দেবেন। দেখবেন তারা কত বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে।

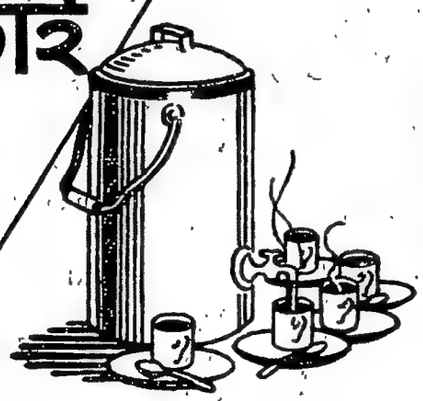

চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট-এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 166 A

কানাডায় গম ও তিসির চাষ

১৯৪২ সালে কানাডায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং ৬০ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৮ হাজার বুসেল (১ কোটি ৬২ লক্ষ ৭৭ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১ সালে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ৩০ কোটি ২৬লক্ষ ২৬ হাজার বুসেল (৮৯ লক্ষ ৬ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ১৯৪২ সালে কানাডায় ১৪ লক্ষ ৯২ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে এবং ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার বুসেল (৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ ও ৬৪ লক্ষ ৭৩ হাজার বুসেল (১ লক্ষ ৬২ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে তূলা উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ শত পাউণ্ডের ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ১৮ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ১ কোটী ১০ লক্ষ ৬১ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে মিশরে ৭ লক্ষ ৩ হাজার একর জমিতে তূলার চাষ হইবে এবং ৪ শত পাউণ্ডের ৮ লক্ষ ৬১ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের মরশুমে ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানে ৪ শত পাউণ্ডের ৩ লক্ষ ২০ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। উগাণ্ডায় ১৯৪১-৪২ সালে ৪ শত পাউণ্ডের ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪১-৪২ সালে পৃথিবীতে ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ১ হাজার টন চিনি (১ কোটি ৯৯ লক্ষ ২৪ হাজার টন ইক্ষু চিনি এবং ৯৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টন বীট চিনি) উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টন (১ কোটি ৯০ লক্ষ ৭৫ হাজার টন ইক্ষু চিনি এবং ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩৮ হাজার টন বীট চিনি)। ১৯৪১-৪২ সালে কিউবায় ৩৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পোর্টো রিকোতে ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টন, ডমিনিকান গণতন্ত্রে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টন, নেটালে ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে ইয়োরোপে (রাশিয়া ধরিয়া) ৮১ লক্ষ ৬৭ হাজার টন বীট চিনি উৎপাদিত হইয়াছে।

বৃটিশ ভারতে কৃষিকার্য্য

১৯৪০-৪১ সালে বৃটিশ ভারতে ৫১ কোটি ২০ লক্ষ একর চাষের জমির মধ্যে ২১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ হইয়াছিল। যে সকল জমিতে বৎসরে দুইবার চাষ হইয়াছে তাহা ধরিলে আলোচ্য বৎসরে ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ হইয়াছিল। এইরূপ জমির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ৩০ লক্ষ একর বেশী। ইহার মধ্যে ১৯ কোটী ৮০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ এবং ৫ কোটী একর জমিতে অর্থকরী ফসলের চাষ হইয়াছে। সমগ্র চাষের জমির মধ্যে ধানের চাষ হইয়াছে শতকরা ২৮ ভাগে এবং গম শতকরা ১১ ভাগে, যব শতকরা ১৬ ভাগে, তৈলবীজ শতকরা ৭ ভাগে, তূলা শতকরা ৬ ভাগে, কলাই শতকরা ৫ ভাগে এবং বালি ভুট্টা, ইক্ষু ও পাট শতকরা ২ ভাগে। আলোচ্য বৎসরে ৫ কোটী ৬০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৫ কোটী ৫০ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য্য করা হইয়াছিল।

বাঙ্গলা সরকারের চাউল আমদানী

প্রকাশ, অবিলম্বে বাঙ্গলা দেশের চাউল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের পণ্যসরবরাহ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ উড়িষ্যা হইতে সরকারী ব্যয়ে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসাম সরকারের নিকটও উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন।

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা
—লিমিটেড—
পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
অফিস সমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা
শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।
চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'.

ব্যাঙ্ক অফ কলার্স লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৹ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড্ কলিকাতা।
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
—শাখাসমূহ—
ঢাকা, মালদহ, শিলং, রাঁচী, রাণাঘাট, বালী, দেওঘর, রোহনপুর, নাটোর, বালদহ, চিটাগড়, রাইগঞ্জ, মালুচী ও নিমাসরাই।
ফোন :— কলি : ১৮১৮
টেলিগ্রাম—সেফ্‌রেণ্ড

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।
পৃষ্ঠপোষক—কুমার বিশ্বনাথ রায়

ভারতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

ভারতে বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। এতদ্ব্যতীত ইহার দশগুণ লোক ম্যালেরিয়া রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহার জন্য কম পক্ষে এদেশের বাৎসরিক গড়পড়তায় ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার পশম ও ভেড়ার চামড়া বিক্রয়

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর অষ্ট্রেলিয়া হইতে বৃটেন ১৮ কোটী ৮৪ লক্ষ ৪৯ হাজার পাউণ্ডের পশম এবং ৩৭ লক্ষ ৪ হাজার পাউণ্ডের ভেড়ার চামড়া ক্রয় করিয়াছে।

যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়

গত নবেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরব্যয়ের দৈনিক হার দাঁড়াইয়াছে ২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ডলার। নবেম্বর মাসে মোট যুদ্ধের ব্যয় ৬১১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে অক্টোবর মাসের তুলনায় ২৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার অধিক।

বৃটেনে যুদ্ধের ব্যয়

বৃটেন বর্ত্তমানে দৈনিক ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড করিয়া যুদ্ধের জন্য ব্যয় করিতেছে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

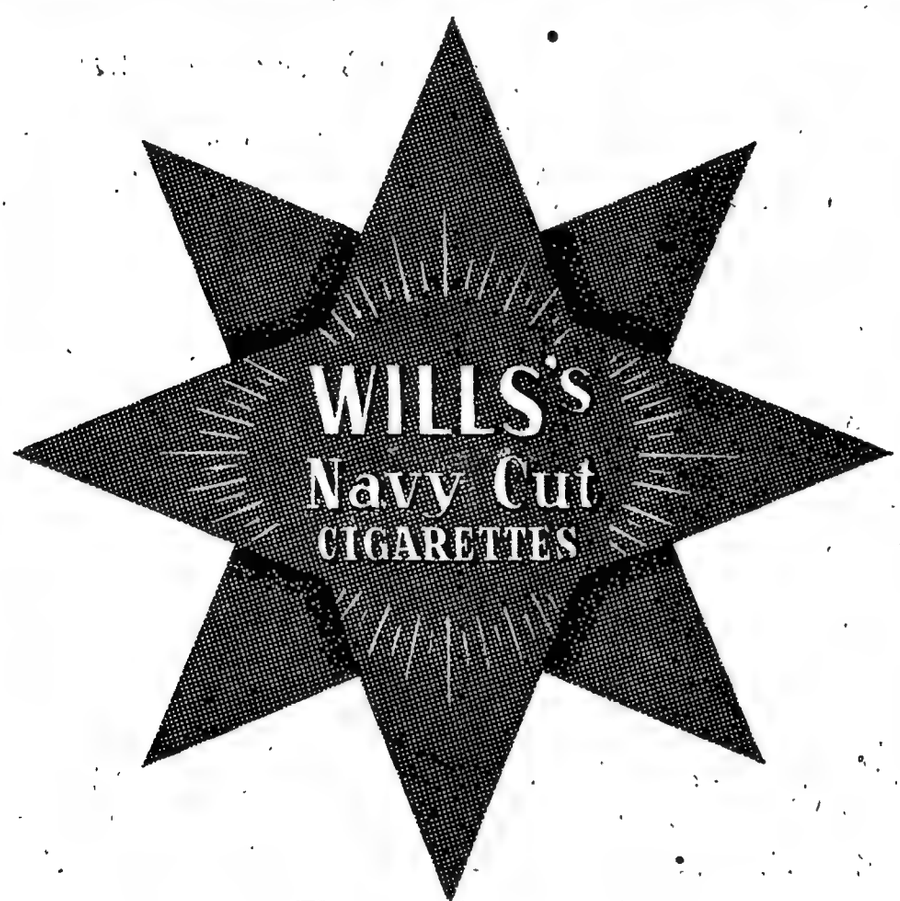

তিন আনায় দশটি

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

NC.—11

কলিকাতায় সস্তায় আটা বিক্রয়

বাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় কতকগুলি অনুমোদিত দোকানে প্রত্যহ বাঁধা দরে আটা ও ময়দা বিক্রয় হইবে। প্রত্যহ বিকাল ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে উহা পাওয়া যাইবে। কাহাকেও আধ সেরের অধিক দেওয়া হইবে না। ঠোঙা সমেত আধসেরের দর হইবে ৶০ আনা।

কোম্পানীর কাগজে জীবনবীমা কোম্পানীর টাকা খাটানো

বোম্বাই হাইকোর্টে ১৯৩৯ সালের বীমা বিষয়ক আইনের ২৭ (১) ধারা অনুসারে নবভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের নামে ভারত সরকারের বীমাসংক্রান্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটী মামলা রুজু করিয়াছিলেন। মামলার বিষয়বস্তু ছিল যে উক্তধারা অনুসারে যে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ জীবনবীমাকারীদের জন্য যে অর্থের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন তাহার শতকরা ৫৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজ অথবা সরকারী অনুমোদিত অন্যান্য সিকিউরিটীতে খাটাইতে হইবে। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং জাষ্টিস মিঃ কানিয়া বাদীর পক্ষে রায় দিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার

১৯৪১-৪২ সালে বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন শিক্ষায়তনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৩ হাজার ৩৫৩টী; পূর্ব্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার ৭৫১টী। এই সকল বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রসংখ্যা হইতেছে ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৭০ জন; পূর্ব্ব বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮১ জন।

কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা

বাঙ্গলা সরকারের শ্রমিক কমিশনার যাহাতে কলিকাতা করপোরেশন ইহার যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ৩৫৲ টাকার কম বেতন পান তাহাদের জন্য ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ৪৲ টাকা এবং যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ৩৫৲ টাকার অধিক বেতন পান তাহাদের জন্য বর্ত্তমান মাস (ডিসেম্বর) হইতে ৯৲ টাকা দুর্ম্মূল্য ভাতা প্রদান করেন তজ্জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের জন্য সুলভ মূল্যে খাদ্যদ্রব্যের দোকান খুলিয়া যাহাতে তাহাদের কমপক্ষে মাসিক ২৲ টাকার সাহায্য হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে করপোরেশনের বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বৃটেনে চা-ব্যবহারের পরিমাণ

বৃটেনের অধিবাসীরা পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ চা পান করিয়া থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের লোকেরা পৃথিবীর চায়ের শতকরা ২৫ ভাগ ব্যবহার করে। ১৯৩৬-৩৭ সালে বৃটেনে ৪৫ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড। বৃটেনে মাথাপিছু চা খরচের পরিমাণ হইতেছে ৯॥০ পাউণ্ড।

ভারতীয় রেলপথের আর্থিক অবস্থা

১৯৪৩-৪৪ সালে রেলওয়ের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং রেলগাড়ীর ইঞ্জিন প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রশস্ত রেলপথে চলাচলের উপযোগী ১০০ খানা এবং সঙ্কীর্ণ রেলপথে যাতায়তের জন্য ৯২ খানা অধিক ইঞ্জিন পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহার জন্য ৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৪১-৪২ সালে রেলওয়ের হিসাবে ২৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। উক্ত বৎসরে রেলওয়ের সংশোধিত হিসাবে ২৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ২০ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্বের খাতে প্রদান করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ৭ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা রেলপথের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ তহবিলে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালের ৩০শে নবেম্বর যে আট মাস শেষ হইয়াছে সেই সময় রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৯২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ১০ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে রেলপথসমূহের কার্য্য পরিচালনার জন্য ব্যয় হইয়াছে ৩১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৩ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা বেশী।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা।

সেন্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬

কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ

কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শীঘ্রই নিম্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে।

বাংলা দেশ—মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, সম্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স ঃ

মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল।

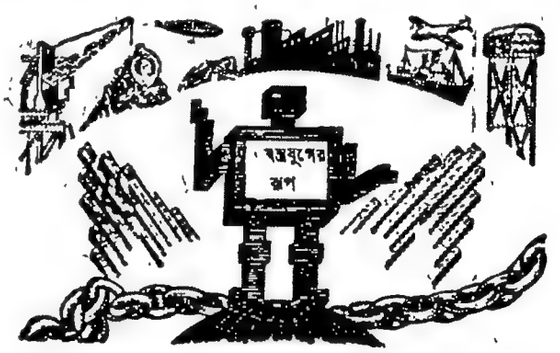

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস্
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেন্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলাহাটায় হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শেওড়াফুলী শাখা অফিস ও গুদামের শুভ উদ্বোধন উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। স্যার হরিশঙ্কর পাল কে টি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের অস্থায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম এন মুখার্জ্জি সমাগত অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া এক অভিভাষণ প্রদান করেন। রায় সাহেব এন্ এন্ চ্যাটার্জ্জি, অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ত্রিগুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ সেন, মিঃ এস্ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রবোধ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতব্য আলোচনা করেন। স্যার হরিশঙ্কর পাল তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, পাট ও গোলআলুর চাষাবাদের ক্ষেত্রে শেওড়াফুলীর একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং তিনি আশা করেন যে, শেওড়াফুলী ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহল হুগলী ব্যাঙ্কের কার্য্যপরিচালনায় সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়া উক্ত ব্যবসায়িক সুনাম আরও বর্দ্ধিত করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা ও শেওড়াফুলী অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য লোক উপস্থিত ছিলেন সভান্তে অতিথিগণকে চা-পানে ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। হুগলী ব্যাঙ্কের হেড অফিস ও শ্রীরামপুর শাখা অফিসের কর্ম্মচারিগণ সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন।

প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর সনদ বাতিল

১৯৩৮ সালের বীমা আইনের ৭০ ধারার ৪ উপধারার দ্বিতীয় বিধানের নিয়ম (ক) অনুসারে নিম্নলিখিত প্রোভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী কয়টির রেজিষ্ট্রেশন্ বা সনদ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব ইনসিওরেন্স নিম্নলিখিত তারিখ হইতে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। (১) দি পপুলার ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, জলপাইগুড়ি, বাঙ্গলা—১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে। (২) দি সি ই এস্ সি এমপ্লয়িজ্ মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটি, ২৫ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে। (৩) দি পিপ্‌ল্‌স্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ, চাউপট্টী পোঃ, কাটোয়া, জিঃ বর্দ্ধমান, বাঙ্গলা—১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে। উপরোক্ত তিনটি কোম্পানীই ১৯১২ সালের ৫নং আইন (Act V) অনুসারে রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইয়াছিল।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান প্রোডিউস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রজনীকান্ত পাল। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা।

রাজস্থান ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রসাদ পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ষ্টক, শেয়ার, বণ্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা।

কে সি বংশল এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি বংশল। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫৭, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স ও কমিশন এজেণ্টস্।

দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের বস্ত্র সঙ্কটের সমাধান

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের যে দুর্দ্দশার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ আমরা সুলভ মূল্যের ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহা নির্ভরযোগ্য ব্যবসা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মারফতে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

ধুতি ৯ গজ, ৪৪ ইঞ্চি প্রতি জোড়া ৩৷৷০

সাড়ী ১০ গজ, ৪৪ ইঞ্চি প্রতি জোড়া ৪৲

বর্ত্তমানে বাজারে ইহা দেড়গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার লোভ না করিয়া জনহিতের উদ্দেশ্যে মোহিনী মিলের নির্দ্ধারিত দরে এই সব ধুতি ও সাড়ী সাধারণ্যে পরিবেশন করিতে চাহেন তাহারা নিম্ন ঠিকানায় উপযুক্ত সার্টিফিকেট সহ আবেদন করুন।

শীঘ্রই এই শ্রেণীর ধুতি ও সাড়ী বাজারে বাহির হইবে।

মোহিনী মিলস লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

হাওড়া মোটর একসেসরিজ্ এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কিরণ চন্দ্র সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পেট্রোল ও মোটর গাড়ী সংক্রান্ত সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ।

গাঙ্গুলী এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭।১৯, আর জি কর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কমিশন এজেন্টস্।

পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রফুল্লনাথ রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়।

আর্য্য সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বি সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, সাদার্ণ এ্যাভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—রেশমের কারখানা।

ইণ্ডিয়ান কাটলারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—এ-৩, ক্লাইভ বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ছুরি কাঁচি ও অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের ব্যবসা।

ভারত টী ইষ্টেটস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ তুলসী চরণ বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চা-বাগান খরিদের ব্যবসা।

ইউনাইটেড্ ডিষ্টিলারী এণ্ড বণ্ডেড্ ল্যাবরেটরী লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। মদ চোলাইএর ব্যবসা।

কন্টিনেণ্টাল মেশিনারী কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি চৌদক। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও বিবিধ সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত, ক্রয়বিক্রয় ও সরবরাহ।

নরিনকো লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ গিলসেথ্। রেজিষ্টার্ড আফিস—১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেটস্।

নিউ ইণ্ডিয়া ষ্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মণ্ডল লাল শেখসারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত, ঢালাই ইত্যাদির কাজকারবার।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

রিলায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা। **হাওড়া মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা। **ডালমিয়া সিমেণ্ট লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১।০ আনা। **ফোর্ট গ্লষ্টার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **ফোর্ট উইলিয়াম জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **মারী ক্রয়ারী কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে, শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **জে কে কটন ম্যানুফ্যাকচারস লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। **মেঘনা মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲। **নাজীরা কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **টাপদানী জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা।

শণের চাষ

পানামা এবং কষ্টারিকায় ২০ হাজার একর জমিতে শণের চাষ করিবার জন্য আয়োজন চলিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের শেষভাগ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে ১৬ হাজার একর জমিতে শণ চাষের ব্যবস্থা করা হইবে।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আছে।

এই ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসে সুদের হার

শতকরা বার্ষিক

চলতি হিসাবে	... ।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক	... ১৷৷০
স্থায়ী আমানত (১২ মাসের জন্য)	.... ৩৷৷০

সুবিধাজনক সর্ত্তে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

কলিকাতা অফিস :—

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, ফোনঃ—কলিঃ ৬৫৪৪

১৩২নং রাসবিহারী এভেনিউ ফোনঃ—সাউথ ২৬৩৬

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি
সকল অবস্থাতেই
আপনাদের
সেবা করিতে
প্রস্তুত।

হেড্ অফিস :—
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শাখা সমূহ :—
ঢাকা, কালিম্পঙ্ ও
শিলিগুড়ী।

ফোন : কলিকাতা ৬১১

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বের ন্যায় টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়। চলতি কাঁচা তুলা ক্রয়ের টাকার যে চাহিদা দেখা গিয়াছিল তাহার পরিমাণ এতই কম যে, বাজারের একটানা স্বচ্ছলতার অবস্থা উহাতে এতটুকু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্ববৎ কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজার সম্পর্কে একটী মাত্র নূতন কথা বলিবার আছে। তাহা এই যে, রূপার দর এবার নামিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্ব্বের ন্যায়। বাজারে এবার কিঞ্চিৎ পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে। বিনিময় বাজারের মন্দার ভাব শীঘ্রই কাটিবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না।

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯॥৶৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটী টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১॥৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ২২শে ডিসেম্বর বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে এবং যে স্থানে ২৪শে তারিখে ছুটির দিন সেখানে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্যসর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ৯ই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ১৪ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০আনা দরে তিনমাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট টেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয়, ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৬লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬০ কোটি ৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১৮ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ২৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ও ৫ কোটী ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৪১/৪২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ৯/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। লিবিয়ার রণাঙ্গন হইতে রোমেলের পশ্চাদপসরণের সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর কতকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শেয়ারের দরও কোন কোন স্থলে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল। কিন্তু গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামের উপর জাপানী বিমান দুইবার হানা দেওয়ার সংবাদ শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় কতকটা নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু শেয়ার ক্রেতা বিক্রেতা কেহই বিশেষ আতঙ্কিত হয় নাই। ভবিষ্যতে শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব দেখা যাইবে বলিয়াই মনে হয়।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে মোটামুটী অপরিবর্ত্তিত অবস্থাই লক্ষিত হয়। ৩৷৷০ টাকা ও ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর যথাক্রমে ৯৪৲ টাকা ও ৮০৷৷০ আনায় স্থির রহিয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০/০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৸০ আনা। ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১৬৷/০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৷০ আনা। ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯৲ টাকা এবং ৪৷৷০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৪৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের ইউ পি ঋণপত্র ৯৯৷৵০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব ঋণপত্র ১০৪৷৷০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ পি ঋণপত্র ১০৪৷৷০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। ইহার দর মোটামুটী অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই।

পাটকল

কয়েকটী প্রধান প্রধান পাটকলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় রহিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৩৷০ আনা এবং ২৪৷০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ৩৪৲ টাকা ও ২৪৸০ আনায় উঠিয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয় নাই।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের কাজকারবারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১১৷৵০ আনা। বিশ্বনাথ ৩১৲ টাকা এবং তেজপুর ১০৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩৵০ আনা। ইণ্ডিয়া কপার করপোরেশন ২৷৷০ আনা। বি আই করপোরেশন ৬৲ টাকা। বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৪৷০ আনা। বরারি কোক ২৭৷৷৵০ আনা। ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল ১২৷৷৵০ আনা এবং রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২৫৷৷৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৪ই ডিসেম্বর—১০২৸০ ১০২৸৵০ ; ১৫ই—১০২৸০ ১০৩৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১১ই ডিসেঃ—১০০৷৵ ; ১৪ই—১০০৷৷০ ১০০৷৵০ ; ১৫ই—১০০৷৷০ ১০০৷৵০ ; ১৬ই—১০০/০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই ডিসেঃ—৮০৷৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৪ই ডিসেঃ—৯৫৷৷০ ৯৫৷৷৵০ ; ১৫ই—৯৫৷৵০ ৯৫৷৷৵০ ; ১৬ই—৯৫৷৷০ ৯৫৷৷৵০। ৩৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৫২) ১০ই ডিসেঃ—৯৯৷৵০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই ডিসেঃ—৯৪৲ ৯৪৵০ ; ১১ই—৯৪৲ ; ১৪ই—৯৩৸৵০ ৯৪৷০ ; ১৫ই—৯৩৸৵০ ৯৪৵০ ; ১৬ই—৯৪৲ ৯৪৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৪ই ডিসেঃ—১১০৷০ ১১০৷/০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব (১৯৪৮) ১৪ই ডিসেঃ—১০৪৷৷০ ১০৪৷৷৵০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১৪ই ডিসেঃ—১১৪৲। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৪ই ডিসেঃ—১০৮৸৵০ ১০৯/০ ; ১৬ই—১০৮৸৵০ ১০৯৲। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৪ই ডিসেঃ—১০৪৷৷০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১১ই ডিসেঃ—৩০৸০ ৩১৲ ; ১৪ই—৩১৲ ৩১৷০ ; ১৬ই—৩১৷০ ৩২৲। বেঙ্গল ১১ই ডিসেঃ—৪০০৲ ৪০৩৲ ; ১৫ই—৪০৫৷৷০ ৪০৭৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ১১ই ডিসেঃ—১৮৲ ; ১৫ই—১৮৵০। বরাকর ১৪ই ডিসেঃ—১৪৲ ; ১৫ই—১৪৲ ; ১৬ই—১৪/০। ধেমো মেইন ১৪ই ডিসেঃ—১৩৷৷০ ; ১৬ই—১৩৷০। ইকুইটেবল ১০ই ডিসেঃ—৩৫৷৵০ ৩৫৷৷০ ; ১৬ই—৩৫৷৵০ ৩৫৸৵০। কাটরাস ঝরিয়া ১১ই ডিসেঃ—২৯৷৷০ ২৯৷৵০ ; ১৫ই—২৯৷৵০ ২৯৸০ ; ১৬ই—২৯৸৵০। লাকুরকা ১০ই ডিসেঃ—১৪৲ ১৪৵০ ; ১৪ই—১৩৸০। পিওর শীতলপুর ১০ই ডিসেঃ—১৪৵০ ; ১৫ই—১৪৵০ ১৪৷০ ; ১৬ই—১৪৷৵০ ১৪৷৵০। রাণীগঞ্জ ১৪ই ডিসেঃ—২৬৸০ ২৭৲ ; ১৫ই—২৭৲। তালচেড় ১০ই ডিসেঃ—২৸৵০ ৩৵০ ; ১৪ই—২৸৵০ ২৸৵০ ; ১৫ই—২৸৵০ ৩/০ ; ১৬ই—৩৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ১০ই ডিসেঃ—৮৸০ ৯৵০ ; ১১ই—৯৲ ৯৵০ ; ১৪ই—৯/০ ৯৵০ ; ১৫ই—৮৸৵০ ৯৵০ ; ১৬ই—৮৸৵০ ৯৵০ ; (প্রেফ) ১৫ই—১১৵০ ১১৷/০ ; ১৬ই—১১৷৷৵০। বেণারস কটন ১০ই ডিসেঃ—৯/০ ৯৵০ ; ১৪ই—৯৲ ৯৵০ ; ১৫ই—৯৵০ ; ১৬ই—৯/০। বঙ্গলক্ষ্মী ১৫ই ডিসেঃ—৭৫৲। কাণপুর টেক্সটাইলস ১০ই ডিসেঃ—১৬৵০ ১৬৵০ ; ১১ই—১৬/০ ; ১৫ই—১৫৸০ ; ১৬ই—১৫৸৵০। ডানবার ১০ই ডিসেঃ—২৭৮৲ ; ১১ই—২৭৭৲ ; ১৫ই—২৭৫৲। কেশোরাম ১০ই ডিসেঃ—১৫৷৷৵০ ১৫৸৵০ ; ১১ই—১৫৷৷৵০ ১৫৸০ ; ১৪ই—১৫৸০ ১৫৸৵০ ; ১৫ই—১৫৸৵০ ১৬৲ ; ১৬ই—১৬/০ ; (প্রেফ) ১৫ই ডিসেঃ—১৪২৲ ১৪৩৲। মুইরের মিলস ১০ই ডিসেঃ—৩৫১৲ ; ১৫ই—৩৫৮৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—৮৵০ ৮৷০ ; ১১ই—৮৵০ ৮৷৵০ ; ১৮ই—৮৵০ ৮৷৷৵০ ; ১৫ই—৮৷/০ ৮৷৵০ ; ১৬ই—৮৷/০ ৮৷৵০।

পাটকল

আদমজী ১১ই ডিসেঃ—২৭৷৷৵০ ; (প্রেফ) ১৬ই—১৪৮৷৷০। আগরপাড়া ১০ ডিসেঃ—২৩৸০ ; ১১ই—২৩৷০ ২৩৷৷০। এলবিয়ন ১০ই ডিসেঃ—২০৯৲ ২০৯৷৷০ ; ১৪ই—২০৫৲ ; ১৫ই—২০৮৲ ; ১৬ই—২০৮৲। আলেকজেণ্ড্রা ১৫ই ডিসেঃ—১৭৯৲। এলায়েন্স ১১ই ডিসেঃ—৩৪১৲ ; ১৪ই—৩৪৩৲ ; ১৬ই—৩৩৲৷৷০ ৩৪০৷৷০। এংলো-ইণ্ডিয়া ১১ই ডিসেঃ—৩৫৩৲ ৩৫৭৲ ;

এ, আর, পি,

আপনার কি

জল এবং বালির বস্তা আছে ?

যে কোন সময় আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে।
যদি না থাকে, তবে এখনই বন্দোবস্ত করুন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি, বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

১৪ই—৩৫১৲ ; ১৬ই—৩৫৪৲। অকল্যাণ্ড ১১ই ডিসেঃ—১৮১৲ ১৮৪৲। বালি ১০ই ডিসেঃ—২৬৮৲ ; ১১ই—২৫৯৲ ২৬৫৲ ; ১৪ই—২৬১৲ ২৬৬৲ ; ১৬ই—২৬৪৲ ২৬৫৲। বরানগর ১৪ই ডিসেঃ—১১০৲। বেলভেডিয়র ১০ই ডিসেঃ—৪২৫৲ ৪২৯৲ ; ১৪ই—৪২০৲ ; ১৫ই—৪২৫৲ ; ১৬ই—৪২৬৲। বিরলা ১০ই ডিসেঃ—৩৭৲ ৩৭৷৷০ ; ১১ই—৩৭৲ ৩৭৷০ ; ১৫ই—৩৮৶০ ; (প্রেফ) ১১ই—১২৮৷৷০ ; ১৪ই—১২৯৲। বজবজ ১০ই ডিসেঃ—৩৮৪৲ ; ১১ই—৩৭৫৲ ; ১৪ই—৩৭৩৲ ; ১৫ই—৩৮০৲। ক্যালকাটা জুট ১১ই ডিসেঃ—২৬৷০ ২৭৷০ ; ১৫ই—২৭৷৷০ ; (প্রেফ) ১৪ই ডিসেঃ—১২৪৲। চাঁপদানী ১৪ই ডিসেঃ—১৮৯৲ ; ১৫ই—১৯১৷৷০। সেভিয়ট ১৫ই ডিসেঃ—১৯৩৲ ১৯৪৲। ক্লাইভ ১১ই ডিসেঃ—২৪৲ ২৪৷০ ; ১৪ই—২৩৸০। ক্রেইগ (প্রেফ) ১৬ই ডিসেঃ—৬০৷৷০। ডালহৌসী ১৪ই ডিসেঃ—২৩০৲ ২৩৮৲। ডেল্টা ১৫ই ডিসেঃ—৪৪২৲ ৪৪৫৲। এম্পায়ার ১৫ই ডিসেঃ—২৯৶০ ২৯৷৷০ ; ১৬ই—২৯৷০। ফোর্ট গ্লষ্টার ১১ই ডিসেঃ—৫৬৮৲। গ্যাব্রেস ১৫ই ডিসেঃ—৩৫২৲ ৩৫৪৲ ; ১৬ই—৩৫৮৲। গোন্দলপাড়া ১০ই ডিসেঃ—১২৫৫৲। গৌরীপুর ১৫ই ডিসেঃ—৭১৪৲ ; ১৬ই—৭১৬৲। হুগলী ১০ই ডিসেঃ—৭১৸০ ; ১৪ই—৭১৷৷০ ; (প্রেফ) ১১ই ডিসেঃ—২০৷০। হাওড়া ১১ই ডিসেঃ—৫৫৲ ৫৫৷৶০ ; ১৪ই—৫৫৲ ৫৫৷৶০। হুকুমচাঁদ ১০ই ডিসেঃ—২০৷৷০ ২১৶০ ; ১১ই—২০৷৷০ ২০৸০৶০ ; ১৪ই—২০৸০ ; ১৬ই—২০৷৶০ ২০৷৷০ ; (প্রেফ) ১০ই ডিসেঃ—১৫৬৷৷০ ; ১১ই—১৫৬৲ ১৫৭৲। ইণ্ডিয়া ১১ই ডিসেঃ—৪৩৯৷০ ; ১৪ই—৪৩৪৲ ৪৩৬৲। কামারহাটী ১০ই ডিসেঃ—৫১২৲ ৫১৭৲ ; ১১ই—৫০৩৲ ৫১২৲ ; ১৪ই—৫০১৲ ৫০৩৲ ; ১৬ই—৫০৫৲। কাকনাড়া ১১ই ডিসেঃ—৪০৩৲ ; ১৪ই—৪০৪৲ ৪০৫৲ ; ১৫ই—৪০৩৲ ; ১৬ই—৪০৯৲। কেলভিন ১০ই ডিসেঃ—৪৪৮৲ ১১ই—৫৪৯৲ ; ১৫ই—৫৫১৲ খরদা ১০ই ডিসেঃ—৪২০৲। কিনিসন ১০ই ডিসেঃ—৩৫০৲ ; ১৪ই—৩৪৫৲ ৩৪৮৲ ; ১৫ই—৩৪৪৲ ৩৪৫৷৷০। লরেন্স ১৪ই ডিসেঃ—২৪৬৲ ২৪৭৲ ; ১৫ই—২৪৮৲ ২৫২৲। নৈহাটী ১৫ই ডিসেঃ—২১৯৲। ন্যাশন্যাল ১০ই ডিসেঃ—২৪৸০ ২৫৶০ ; ১১ই—২২৷৷০ ২৪৷৷০ ; ১৪ই—২৪৷০ ২৪৸০ ; ১৫ই—২৪৸০ ২৪৸০। নেলিমার্লা ১০ই ডিসেঃ—১৫৷৷০ ১৫৸০ ; ১১ই—১৫৶০ ; ১৫ই—১৫৲। নর্থব্রুক ১৪ই ডিসেঃ—২৭৸০ ২৮৶০। নদীয়া ১১ই ডিসেঃ—৭৩৸০ ৭৪৲ ; ১৪ই—৭১৷৷০ ৭৩৲ ; ১৬ই—৭৩৷০। ওরিয়েণ্ট ১১ই ডিসেঃ—১৯১৲ ১৯৩৲ ; ১৪ই—১৯৩৲ ; ১৫ই—১৯৩৲ ; ১৬ই—১৯১৲ ১৯৪৲। প্রেসিডেন্সী ১০ই ডিসেঃ—৬৶০ ; ১১ই—৬৶০ ; ১৪ই—৫৸৶০ ; ১৫ই—৫৸৶০ ৬৲ ; ১৬ই—৬৶০। রামেশ্বর ১৪ই ডিসেঃ—১১৶০ ; ১৫ই—১০৸৶০ ১১৲। রিলায়েন্স ১০ই ডিসেঃ—৫৬৸০ ; ১৫ই—৫৬৶০ ; (প্রেফ) ১০ই—১৫৯৲ ১৬১৲ ; ১১ই—১৬০৷৷০। সুরা ১১ই ডিসেঃ—১২৷৷০ ; ১৪ই—১২৷০ ; ১৫ই—১২৸০ ; (প্রেফ) ১০ই ডিসেঃ—১৩৩৷৷০। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ১১ই ডিসেঃ—১৪৸০ ; ১৫ই—১৫৲ ; ১৬ই—১৫৶০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১০ই ডিসেঃ—২৩০৷৷০ ; ১১ই—২২৫৲ ; ১৪ই—২২৬৲। ইউনিয়ন ১০ই ডিসেঃ—৩৩৮৲ ৩৪২৲ ; ১৪ই—৩২৭৷৷০ ৩৩১৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল ১০ই ডিসেঃ—১৭৷৶০ ১৭৸০ ; ১১ই—১৭৷৷৶০ ; ১৪ই—১৭৷০ ১৭৷০ ; ১৫ই—১৭৷৶০ ১৭৷৶০ ; ১৬ই—১৭৷৶০ ১৭৷৶০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১১ই ডিসেঃ—১৪৲ ; ১৪ই—১৪৲। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকসন ১০ই ডিসেঃ—১১৲ ১১৶০ ; ১৫ই—১১৶০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১১ই ডিসেঃ—৩৫৬৲ ; ১৪ই—৩৫২৲ ৩৫৩৲ ; ১৬ই—৩৫৪৲ ৩৫৫৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১০ই ডিসেঃ—৩৩৸০ ৩৩৸৶০ ৩৩৸৶০ ; ১১ই—৩২৸৶০ ৩৩৷৶০ ৩৩৷৷০ ৩৩৷৷৶০ ; ১৪ই—৩২৷০ ৩২৷৷০ ৩২৷৷৶০ ৩৩৲ ; ১৫ই—৩৩৲ ৩৩৶০ ৩৩৸৶০ ৩৩৷০ ৩৩৷৶০ ; ১৬ই—৩৩৷৶০ ৩৩৷৷৶০ ৩৩৷৷৶০ ৩৩৸০ ৩৩৸৶০ ৩৩৸৶০ ৩৪৲। জেসপ এণ্ড কোং ১০ই ডিসেঃ—২০৷০ ২০৷৶০ ; ১৪ই—২০৷৶০ ; ১৫ই—২০৷৶০ ২০৷৷০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ই ডিসেঃ—৬৷৷৶০ ৬৸০ ; ১১ই—৬৷৷৶০ ৬৷৷৶০ ; ১৪ই—৬৷৶০ ; ১৫ই—৬৷৷০ ৬৷৷৶০ ; ১৬ই—৬৷৷০ ৬৷৷৶০ ; (প্রেফ) ১৪ই ডিসেঃ—১৭০৲ ১৭২৲ ; ১৬ই—১৭২৲। মার্সালস এণ্ড কোং ১০ই ডিসেঃ—২৫৷৶০ ২৫৸০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১ই ডিসেঃ—১২৷৶০ ১২৷৷০ ; ১৪ই—১২৷৷৶০। ষ্টীল করপোরেশন ১০ই ডিসেঃ—২৫৷৶০ ২৫৷৷০ ২৫৷৷০ ২৫৷৷০ ২৫৸০ ; ১১ই—২৫৶০ ২৫৷০ ২৫৷৶০ ; ১৪ই—২৪৷০ ২৪৷৶০ ২৪৷৷০ ২৪৷৷০ ২৪৸০ ; ১৫ই—২৪৷৷০ ২৪৸০ ২৪৸৶০ ২৪৸৶০ ২৫৲ ২৫৷০ ; ১৬ই—২৪৷৷০ ২৪৸৶০ ২৪৸৶০ ২৫৲ ২৫৷০ ২৫৶০ ; (প্রেফ) ১০ই ডিসেঃ—১১৭৷৷০ ; ১৫ই—১১৭৲।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ১৪ই ডিসেঃ—১৭৩৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৪ই ডিসেঃ—১৬৭৲ ১৬৮৲ ; ১৫ই—১৬৭৷৷০। মহীশূর পেপার ১০ই ডিসেঃ—২১৲ ২১৶০ ; ১১ই—২০৷৷০ ২০৸০। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১১ই ডিসেঃ—২৪৷৶০ ; ১৪ই—২৪৸০ ; (প্রেফ) ১৪ই ডিসেঃ—১০৯৷৷০ ; ১৫ই—১০৯৲ ১১০৲। শ্রীগোপাল পেপার ১০ই ডিসেঃ—২০৷০ ২০৷৶০ ; ১১ই—১৯৷৶০ ১৯৷৷০ ; ১৪ই—১৯৷০ ১৯৷৷০ ; ১৫ই—১৯৷৶০ ১৯৷৷৶০। ষ্টার পেপার ১৫ই ডিসেঃ—১৯৷৶০ ১৯৷৷০। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—২২৲

ফোন ক্যাল : ৩৮৯৪ টেলিঃ "ইন্টারেষ্টেড্"

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ৫,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত „ ১,৬২,০৩৭৷৷০ টাকা
কার্য্যকরী „ ৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
নগদ ও ব্যাঙ্কে মজুত ১,৮০,৫৮৭৶০ টাকা
(৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ পর্য্যন্ত)

—শাখা সমূহ—

বাঙ্গলা, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্রসমূহে।

দি ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল

ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

হেড অফিস:—৩০ নং রসা রোড, কলিকাতা।

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী।

ফোন ঃ সাউথ ২৭২৮ :: টেলিগ্রাম : "টিপ্‌টো"

পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড আফিস ব্যাঙ্গালোর

চীফ এজেন্টস্ :- ফোন-ক্যাল ১৮০৮
মেসার্স এইচ্ কে. বানার্জ্জী এণ্ড সন্স
১০, ক্লাইভ রো কলিকাতা

২২।৵০ ; ১১ই—২১৸০ ২২৲ ; ১৪ই—২১৸০ ২২।৵০ ; ১৫ই—২২।৵০ ; ১৬ই—২২৷৷০ ।

চিনির কল

বলরামপুর ১১ই ডিসেঃ—১৩৲ ১৩৸০ ; ১৪ই—১২৸০ । বেলসাণ্ড ১০ই ডিসেঃ—৭৸০ ৭৸৵০ ; ১১ই—৭৸৵০ ; ১৪ই—৮৲ । বুলাণ্ড ১৬ই ডিসেঃ—৪৩৷৵০ । কেরু এণ্ড কোং ১০ই ডিসেঃ—১৫৵০ ১৫।৵০ ; ১৫ই—১৪৸৵০ ; ১৬ই—১৪৸৵০ ১৬৲ ।০ কাণপুর ১৪ই ডিসেঃ—৩০৲ ৩০।০ ; ১৫ই—৩০।৵০ । চম্পারণ ১০ই ডিসেঃ—২৬৲০ ২৬৵০ ; ১১ই—২৪৷৵০ ; ১৬ই—২৫৲ । দারভাঙ্গা সুগার ১০ই ডিসেঃ—১৮৸০ । ডায়ার মিয়াকিন ক্রুয়ারিজ ১৬ই ডিসেঃ—১১৸০ । গোয়ালিয়র সুগার ১৪ই ডিসেঃ—২০৬৲ । মারীক্রয়ারী ১৪ই ডিসেঃ—২০৲ । নিউ সাভান ১৫ই ডিসেঃ—১৩৷০ । রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১১ই ডিসেঃ—১১/০ । রাজা ১৬ই ডিসেঃ—৪২৲ । ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ১০ই ডিসেঃ—১৫।৵০ ১৫।৵০ ; ১১ই—১৫।৵০ ১৫৸০ ; ১৪ই—১৫।৵০ ১৫৷৷৵০ ; ১৬ই—১৫।৵০ ১৫৸০ ।

চা-বাগান

বানারহাট (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—৫৭৮৲ ; ১১ই—৫৭৫৲ ৫৭৭৲ ; ১৪ই—৫৮২৷৷০ ; ১৫ই—৫৯০৲ । চুনাভূতি ১৪ই ডিসেঃ—৫০০৲ ; ১৫ই—৫৩২৲ । হাতীদীরা ১০ই ডিসেঃ—২৫৸৵০ ২৬৲ ; ১২ই—২৬৲ ; ১৪ই—২৬৲ ২৬।০ । পাত্রখোলা (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—১০৪০৲ ; ১১ই—১০৪০৲ ; ১৫ই—১০৫০৲ । রাজগড় ১০ই ডিসেঃ—১৪।০ ; ১১ই—১৪।০ ১৪৷৷০ ; ১৪ই—১৪।০ ১৪।৵০ ; ১৫ই—১৪৷৷০ । তেজপুর (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—১০৷৵০ ১০৸০ ; ১১ই—১০৷৵০ ; ১৪ই—১০৷৵০ ১০৸০ ; ১৫ই—১০৸০ ; ১৬ই—১০৷৷০ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। চটকলগুলি পাট ক্রয় করা বন্ধ রাখার জন্যই পাটের দর এইরূপ নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যাদির দর হ্রাস পাওয়ার জন্য কাঁচা পাটের দর কমিয়া গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বাজারে পাট আমদানী হইবার সম্ভাবনা অল্প থাকায় পাটকলসমূহের কর্তৃপক্ষগণ যাহাতে পাটের দর অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য পাট কেনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়াছেন। মফঃস্বলে পাটের দর কমিয়া যাওয়ায় কলিকাতার পাটব্যবসায়ীরা মফঃস্বল হইতে পাট ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছে এবং এই কারণেও পাটের দর কতকটা পড়িয়া গিয়াছে। অনেকস্থলে কম দরে পাটকলগুলি পাট ক্রয় করিতেছে এবং গত মঙ্গলবার পাটের ভাল কাজকারবারও হইয়াছে।

এসপ্তাহে আলগা পাটের বাজারেও কাজকারবারে শৈথিল্যের ভাব লক্ষিত হয়। জাত মিডল পাট মণপ্রতি ১৩৷৷০ আনায় নামিয়াছে ; পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহার দর ছিল মণপ্রতি ১৫৲ টাকা। পাকা বেল বিভাগের বেচাকেনায়ও মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের কাজকারবারে কোনরূপ স্থিরতা ছিল না। ইহাদের দর খুব পড়িয়া গিয়াছিল। বিদেশ হইতে থলে ও চট ক্রয় বন্ধ হওয়ার জন্যই ইহাদের দরে এইরূপ নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। ৯ নং পোর্টার নগদ ১৮৷৷০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৮৷৷০আনা, এপ্রিল-জুন ১৮৲ টাকা এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ১১ নং পোর্টারের নগদ দর ছিল ২৩৸০ আনা এবং জানুয়ারী-মার্চ্চ ২৩৷৷০ আনা, এপ্রিল-জুন ২৩৲ টাকা এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২৷৷০ আনা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং তুলার চাষ কম হইবে এইরূপ সংবাদের জন্যই তুলার দর কতকটা বাড়িয়াছে।

কাপড়ের দর নিয়ন্ত্রণ করা হইবেনা এইরূপ সংবাদে কলিকাতার বস্ত্রের বাজারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' বাজারে বাহির হইলেও সাধারণ কাপড়ের চাহিদা কোন অংশেই কমিবে না বলিয়াই ব্যবসায়ী মহলে একটা ধারণা হইয়াছে। যদিও কাজকারবারের পরিমাণ অল্প তবুও বস্ত্রব্যবসায়ীরা খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছে। পশ্চিম ভারত হইতে বস্ত্রের কোনরূপ সরবরাহ পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিই বেশীরভাগ বস্ত্রের যোগান দিতেছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে সোণার দরে কতকটা ঊর্দ্ধগতি লক্ষিত হয়। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৬৫৲ টাকা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৷৷০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬২৸০ আনা এবং বড়ালবার প্রতি ভরি ৬২৸০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

বোম্বাইয়ে রূপার বাজার তেজী ছিল। প্রতি একশত তোলা রেডিরূপা ১০৪৷৷০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপার দর ছিল যথাক্রমে ৯৪৸০ আনা এবং ৯৫৲ টাকা। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট্ রূপার দর হইতেছে ২৩৷ পেন্স।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

গত ১৫ই ডিসেম্বর চায়ের ২৭ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এবিভাগে চায়ের কিছু চাহিদা থাকিলেও চায়ের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 'টিপি' এবং পাতা চা পাউণ্ড প্রতি /৬ পাই পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। মাঝারি এবং সাধারণ শ্রেণীর ভাঙ্গা চায়েরদর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হ্রাস পাইয়াছিল। 'অরেঞ্জ পিকো' শ্রেণীর চায়ের মূল্য পাউণ্ড প্রতি /০আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। কয়েক শ্রেণীর

টেলি { গ্রাম : যখেরধন
ফোন ক্যাল ৩৭৩৪

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস :—৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ

স্মরণ রাখিবেন,—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি,
আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।

আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন
বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।

ননী গোপাল দত্ত রায়,
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন।

কালীচরণ সেন,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

দার্জ্জিলিং চায়ের দরে ঊর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছিল। গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৯ পাই পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

বর্ত্তমানে কলিকাতায় কোন কোন স্থলে চিনির মণ ২৩৷৷০ আনা হইতে ২৪৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। কোন কোন চিনির কল নিয়ন্ত্রিত মূল্য হইতে চিনির দর মণ প্রতি ৫৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা ঊর্দ্ধে হাঁকিতেছে। ভারত সরকার ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৪৩সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য বাঙ্গলা দেশ ও আসাম প্রদেশের জন্য যথাক্রমে ৩১ হাজার টন এবং ২ হাজার ৫ শত টন চিনি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন চিনির কলসমূহকে চিনি চালান দেওয়ার জন্য যে সকল অনুমতি পত্র নবেম্বর মাসের জন্য দেওয়া হইয়াছিল তাহা ডিসেম্বর মাসে চলিবে না বলিয়া জানান হইয়াছে এবং বাঙ্গলা সরকার চিনির কলসমূহকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, অনুমতি পত্র ব্যতীত কোন চিনির কল চিনি বিক্রয় অথবা চালান দিতে পারিবে না। প্রকাশ, ভারত সরকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে চিনির নির্দ্ধারিত দরের হার আর বাড়ান হইবে না।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে বাজার দরের তালিকা ও গবাদি পশুর দরের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। বাঙ্গলা সরকারের বাজার বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, এই দর সরকারী তরফ হইতে প্রকাশিত হইলেও যে সকল ব্যবসায়ীরা এই দরে কৃষিজাত পণ্যাদি বিক্রয় করিতেছে তাহারা এইজন্য কোনরূপ আইনে দণ্ডনীয় নয়, ইহা বুঝাইবে না।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর—আটা (চান্দোসী) প্রতিমণ ১৮৲; ময়দা প্রতি মণ—২০৲; বাকতুলসী ধান (পুরাতন) প্রতি মণ—১২৲; পাটনাই ধান প্রতি মণ—১০৵০; মোটা ধান প্রতি মণ—৮৷৷০; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ—২০৲; পাটনাই চাউল প্রতি মণ—১৪৷৷০; মোটা চাউল প্রতি মণ—১২৷৷০ আনা হইতে ১৩৷৷০ আনা; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ—২৭৲; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৯০৲ হইতে ১০৬৲ টাকা; আগমার্ক ঘি প্রতি মণ—১০২৲; ১নং চিনি প্রতি মণ—২৮৲; ২নং চিনি প্রতি মণ—২৬৲; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৪ সের; মহিষের দুগ্ধ প্রতি টাকায়—৩ সের; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি—(ক) শ্রেণী ১৷০, (খ) শ্রেণী—১৲, (গ) শ্রেণী—৸৵০, (ঘ) শ্রেণী—৸৵০, সাধারণ শ্রেণী—৸৵০ হাঁসের ডিম (সাধারণ শ্রেণী) প্রতি কুড়ি—৸৵০; বিহারের আলু প্রতি মণ—৬৷৷৵০ আনা; ফরোকাবাদের আলু প্রতি মণ—৯৲; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—২৫৲ হইতে ২৮৲ টাকা; রোহিত মাছ প্রতি মণ—৩০৲ হইতে ৩৫৲; চিংড়ী মাছ প্রতি মণ—২২৲ হইতে ২৫৲; সবরী কলা প্রতি ডজন—।৵০; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৵০; কাশ্মীরী আপেল প্রতি টাকায়—৬টী; দার্জ্জিলিং কমলা লেবু প্রতি টাকায় ২৫টী; আসামের কমলা লেবু প্রতি টাকায়—২৮টী; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি—১৫৲।

গবাদি পশুর দর—দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১৩৫৲; দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১০৫৲; দিন ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদীমহিষ—১৭৫৲; দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—১৫০৲।

[আমরা বাঙ্গলা সরকারের বাজার বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত কলিকাতায় কৃষি পণ্যাদীর বাজার দর গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ৩১শ সংখ্যার 'আর্থিক জগৎ' এ সন্নিবেশিত করি নাই। 'সরকারী মার্কেটিং বিভাগের কীর্ত্তি' শীর্ষক নিবন্ধে আমরা ঐ সংখ্যার 'আর্থিক জগৎ' এ সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছি তাহা দ্রষ্টব্য।]

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার তেজী ছিল এবং চামড়ার কাজকারবারের পরিমাণ ছিল সন্তোষজনক। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭ শত টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত টুক্‌রা ৮০৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ৩৫ হাজার ৬ শত টুক্‌রা ৭৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৪ হাজার ২ শত টুক্‌রা ১০৲ টাকা হইতে ১০৷৷০ আনা। দার্জ্জিলিং ৩ শত টুক্‌রা ৯৸০ আনা। আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৪ হাজার ৬ শত টুক্‌রা ১২০৲ টাকা হইতে ১৯০৲ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে)। আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ১৮ হাজার ৩ শত টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা, আর্দ্র-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৩ শত টুক্‌রা ।/৩ পাই হইতে ।৵৬ পাই এবং রাঁচি সাধারণ মহিষের চামড়া ৫ শত টুক্‌রা ৯৲ টাকা।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৪৲ টাকা হইতে ৪/০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারেরা প্রতি দুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) ৮৸০ আনা হইতে ৮৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। বাজারে খৈলের আমদানীর পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারে সমস্ত রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছিল।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজারে তেজীরভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ৩৲ টাকা হইতে ৩/০ আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা প্রতি দুমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তাপ্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) ৬৸০ আনা হইতে ৬৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা প্রচুর পরিমাণে সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছে।

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে—অনুগ্রহ করিয়া
আর্থিক জগৎ প্রেসে
অনুসন্ধান করুন।
১২২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে মিঃ উইলিয়াম ফিলিপস্ শীঘ্রই নয়া দিল্লীতে মার্কিন মিশনের ভার গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোন কোন রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে যথেষ্ট আশার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আমরা কিন্তু এখনও ভরসার কোন স্পষ্ট লক্ষণ খুঁজিয়া পাই না। মিঃ ফিলিপস্ যে ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের দায়িত্ব লইয়া আসিবেন না, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতেই তাহা প্রকাশ : "মিঃ ফিলিপস্ ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বিশেষ প্রস্তাব বা পরিকল্পনা লইয়া ভারতে যাইতেছেন না।" প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এখনও ভারতের শোচনীয় অবস্থাকে গ্রেট বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়াই মনে করিতেছেন এবং বাহির হইতে আশু হস্তক্ষেপের অপরিহার্য্য প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিতেছেন না। ইংলণ্ড প্রত্যাগত মিসেস্ রুজভেল্টের বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রশস্তিতে আমাদের এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়।

* * *

তথাপি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিরূপে মিঃ ফিলিপস্-এর ভারতে অবস্থানকে আপাততঃ আমরা মন্দের ভাল হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। মিঃ ফিলিপস্ যোগ্য ব্যক্তি। ভারত সম্পর্কে তিনি বহু বিষয়ে অনেকানেক বিশিষ্ট আমেরিকানের অপেক্ষা অধিকতর ওয়াকিবহাল বলিয়া প্রকাশ। সংবাদপত্র মারফৎ মিঃ ফিলিপস্-এর ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপের যে একটু আভাষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে কেবল নয়াদিল্লীতে বসিয়া সরকারী মহলের সংগৃহীত তথ্যাদির মধ্যেই তাঁহার কাজ নিবদ্ধ থাকিবে না তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিবেন। বহু বিশিষ্ট ভারতীয় ও প্রতিনিধিস্থানীয় নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ভারত সম্পর্কে তিনি প্রকৃত তথ্যই সংগ্রহ করিবেন। আমরাও ইহাই চাহি। সম্প্রতি ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ও বিশিষ্ট নাগরিকরা যতই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, ভারত সম্পর্কে ঐ দেশে মিথ্যা প্রচারের মাত্রাও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের ব্যাপারে আপাততঃ মিঃ ফিলিপস্ কোন কাজে যদি নাও লাগেন, তথাপি প্রকৃত সত্য জানাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থান্ধ পক্ষের অপপ্রচারের অপচেষ্টাকে তিনি ব্যাহত করিতে পারিলে ভারত ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র মিত্রপক্ষেরই উপকার করা হইবে। কেন না, ভারতের সমস্যা আর শুধু ইঙ্গ-ভারত সমস্যাই নহে। সমগ্র মিত্র পক্ষের ইষ্টানিষ্টের প্রশ্ন উহার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রত্যক্ষ সত্য প্রকট হইয়া উঠিতেছে। মিঃ ফিলিপস্-এর সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বা যুদ্ধোত্তর জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থাকিলে, আশা করি তিনি স্বার্থান্ধ মহলের প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন।

* * *

এসোসিয়েটেড প্রেসের গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বাই প্রেস এডভাইসরী বোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংবাদপত্র সম্পাদকদের এক জরুরী সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমেদাবাদ ও বোম্বাই-এর ৩৫ খানি সংবাদপত্রের প্রকাশ এক দিনের জন্য বন্ধ রাখিবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বোম্বে ক্রোনিকল্, বোম্বে সেন্টিনাল, ফ্রী প্রেস জার্ণাল, ইনক্লাব, খিলাফত, লোকমান্য, নবশক্তি, বিশ্বমিত্র, প্রভাত প্রমুখ ৩৫ খানি সংবাদপত্রের সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কারণ কি? সংবাদপত্রে প্রকাশিত বোম্বাইএর প্রেস এডভাইসরী কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত পত্রিকাগুলির প্রকাশ বন্ধের খবরটাই শুধু জানান হইয়াছে। আমরা এখানে কর্ত্তিত সংবাদ পাইয়াছি কিনা জানি না। যাহা হউক, আসল কারণ জানিবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

* * *

অধ্যাপক ভাঁসলীর দীর্ঘদিন অনশনের সংবাদে সমগ্র দেশে উদ্বেগের সৃষ্টি হইবে। গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত ভাঁসলীর প্রায়োপবেশনের ৩৮ দিবস উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইলে অনতিবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ আবশ্যক। এই সম্পর্কে কলিকাতার চেম্বার অব কমার্সের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম এল শাহ ভারত সরকারের বহির্ভারতীয় বিভাগের ভারতপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ আনের নিকট তারযোগে যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় মধ্য প্রদেশের চিমুর ও অষ্টি অঞ্চলে সরকারী কর্ম্মচারীদের মাত্রাহীন কার্য্যকলাপের তদন্তের জন্য মিঃ আনের মারফৎ ভারত সরকারকে বার বার আবেদন-নিবেদন জানাইয়া নিরাশ হইয়া নিরুপায় ভাঁসালি বহির্ভারতীয় সচিবের বাসভবনের সম্মুখে অনশন আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত ভাঁসলিকে পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তার করিয়া সেবাগ্রামে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নাই। চিমুরের জনগণের উপর কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারীর অন্যায় আচরণের সরকারী তদন্ত আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবার পণ করিয়াছেন। এদিকে আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টও অটল ও অনমনীয়।

* * *

অধ্যাপক ভাঁসলি একজন সাধু প্রকৃতির সুপণ্ডিত লোক। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম প্রিয় অনুগামী ও সেবাগ্রামবাসী। রাজনীতির সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। সমাজসেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আদর্শ। মানবতা-বোধের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভারত সরকারের নিকট তদন্তের দাবী জানাইয়াছিলেন। ঘটনাস্থলে যাইয়া ভারত সরকারের কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা তদন্ত কার্য্যে এত আপত্তির কারণ কি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উহাতে জনসাধারণের নিকট সরকারের সুনাম বরং বৃদ্ধি পাইবে। অভিযোগ মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে দেশের লোক প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিবে এবং অপরাধ সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইলে ও অপরাধী দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তদনুরূপ কার্য্য করা যে-কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টেরই আদর্শ ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহা না করিয়া অধ্যাপক ভাঁসলির অনশনের ৩৮ দিন পরেও গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে নির্ব্বিকার রহিয়াছেন। অভিযোগের প্রতিকারে অনশন ব্রত অবলম্বন এই নূতন নহে। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেশের জনপ্রিয় নেতৃগণও অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত ভাঁসলির ন্যায়সঙ্গত দাবীর সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ভাঁসলির অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া প্রকাশ। তিনি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে সমগ্র দেশে উহার ফলে এক অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে। আশা করি মিঃ আনে তথা ভারত সরকার ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে কালবিলম্ব করিবেন না।

অশ্বান

তেজস্কর ও বলবর্দ্ধক

দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন

অশ্বানের নিয়মিত সেবনে
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া
দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY, UNIVERSITY

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৩শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৯৯-৬০১	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬০৬-৬১১
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৬০২	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৬১২
অর্থনৈতিক সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব	৬০৩	বাজারের হালচাল	৬১৩-৬১৬
একটী ছোটখাটো শিল্পের কথা	৬০৪-৬০৫		

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিমান আক্রমণের পর

গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পাঁচবার বিমান হানা সংঘটিত হইয়াছে। জাপানী বিমানপোতসমূহ আসামের কয়েকটি সহরে ও চট্টগ্রামে সম্প্রতি ঘন ঘন বোমা ফেলিতে আরম্ভ করায় কলিকাতার উপর তাহাদের অভিযান আসন্ন বলিয়াই মনে হইতেছিল। কাজেই এই বিমান হানাতে আমরা মোটেই বিস্মিত হই নাই। তবে এই ব্যাপারে যে জিনিষটা আমাদিগকে বাস্তবিকই স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহা এই যে কলিকাতার উপর বিমান আক্রমণ একরূপ অবধারিত জানিয়াও গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে সকল দিক দিয়া উপযুক্তরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা এই স্থলে বিশেষ করিয়া বিমান-হানাজনিত নাগরিক বিশৃঙ্খলার কথাই বলিতেছি। বিমান-হানা আরম্ভ হইলে যে সহরের কিছু সংখ্যক লোক বাহিরে চলিয়া যাওয়ার জন্য রেল ষ্টেশনে ভিড় করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ আশা দিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা গাড়ীর সংখ্যা বাড়াইয়া প্রতি দিন যাহাতে কয়েক লক্ষ লোক সহর ত্যাগ করিবার সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু বিমান হানার প্রথম কয়দিন শিশু ও মহিলা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর রেলযাত্রী যে দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে, তাহাতে যানবাহনের সুবন্দোস্ত সম্পর্কে তথাকথিত সরকারী ভরসা নিতান্ত ভূয়া বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিমান-হানা সুরু হওয়ার পর প্রথম কয়দিন কলিকাতা সহরের হাটে বাজারে চাউল, ডাল, আটা ও দুধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর একান্ত অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। বহু দোকান পাট বন্ধ রহিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী অনেকগুণ বেশী মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়াছে। বিমান-হানার ফলে বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে সহরের আবর্জ্জনা নিয়া। করপোরেশনের ধাঙ্গরেরা কাজ বন্ধ করাতে রাস্তায় স্তূপিকৃত জঞ্জাল জমিয়া নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। বিমান-হানা ঘটিলে খাদ্য সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি essential service সম্পর্কে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতে পারে মনে করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই বিশেষভাবে সজাগ হইবেন বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর এবং ব্যয় বাহুল্য সত্ত্বেও কোন বিষয়েই সুপরিকল্পিতভাবে কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই, ইহা দুঃখের বিষয়।

জীবন বীমা কোম্পানীর দাদন সমস্যা

ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারায় প্রত্যেক জীবন বীমা কোম্পানীকে উহার তহবিলের অন্যূন শতকরা ২৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজে এবং শতকরা ৩০ ভাগ (শতকরা মোট ৫৫ ভাগ) ভারতীয় কোম্পানীর কাগজ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের গ্যারাণ্টিকৃত সিকিউরিটি অথবা অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই বিধানটি বলবৎ হওয়ার পর হইতে উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিয়া নানারূপ বিতর্কের সূচনা হইয়াছে। ভরতীয় বীমা ব্যবসায়ীদের ও এদেশের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, নূতন বীমা আইনের ৭নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে ২ লক্ষ টাকা জমা প্রদানের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেই জমার টাকাও সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন বলিয়া

ধরা হইবে। অধিকন্তু বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রদত্ত পলিসির বন্ধকে বীমাকারীদিগকে যে ঋণ প্রদান করিয়া থাকে তাহাও অনুমোদিত সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই ভাবে প্রাথমিক জমা ও পলিসির জামিনে প্রদত্ত ঋণ উপরোক্ত ২৭নং ধারায় নির্দ্ধারিত দাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া শতকরা ৫৫ ভাগ হওয়ার পক্ষে যাহা বাকী থাকিবে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিল হইতে তাহাই শুধু সরকারী ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু দেশের বীমা ব্যবসায়ীদের ও দেশের ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেই ২৭নং ধারার এই তাৎপর্য্য ধরিয়া লইলেও সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহা মানিয়া লন নাই। তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, প্রাথমিক জমা ও পলিসি বন্ধকে প্রদত্ত ঋণ বাদ দিয়া বীমা তহবিলের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে হইবে। দীর্ঘ বাদানুবাদের পর বীমা আইনের ২৭নং ধারার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্পর্কে আইনগত নির্দ্দেশ পাওয়ার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্সের নামে বোম্বাইয়ের নবভারত কোম্পানীর বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বীমা আইনের ২৭নং ধারা সম্পর্কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্সের ব্যাখ্যা ও দাবী সমর্থন করিয়া সম্প্রতি তাঁহাদের রায় প্রদান করিয়াছেন। এই রায় অনুযায়ী প্রাথমিক জমা ও পলিসি বন্ধকে প্রদত্ত ঋণ সরকারী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটির ভিতর অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে এখন হইতে বীমা কোম্পানীসমূহের দিক হইতে কোন আইনানুগ দাবী থাকিবে না।

এদেশের বীমা ব্যবসায়ীরা বোম্বাই হাইকোর্টের উপরোক্ত নির্দ্দেশ হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট দুই লক্ষ টাকা করিয়া প্রাথমিক জমা প্রদান করিবার পর দেশের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ যদি তাহাদের বীমা তহবিলের মধ্যে আরও ৫৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটিতে ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য হয় তবে নানাদিক দিয়া উহাদের অসুবিধা খুবই বাড়িয়া যাইবে। কোম্পানীর কাগজের সুদের হার কম বলিয়া ঐ শ্রেণীর সিকিউরিটিতে টাকা দাদন করিয়া কোম্পানীসমূহের বিশেষ কিছু লাভ হয় না। অনুমোদিত সিকিউরিটি অর্থে বর্ত্তমানে যেসব শ্রেণীর সিকিউরিটিকে ধরা হয় তাহাতেও বীমা কোম্পানীসমূহের লাভের সুযোগ অনেকটা সীমাবদ্ধ বলা চলে। কাজেই এই প্রকার ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে গেলে বীমা কোম্পানীসমূহের দাদন তাহাদের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধির পক্ষে তেমন কিছু সহায়ক হইবে না। দেশের বীমা-কারীরাও তাহাদের লগ্নিকৃত টাকার ভালরূপ প্রতিদান না পাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কাজেই দেশের বীমা ব্যবসায়ী ও দেশের বীমা-কারীদের বিহিত স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া বীমা আইনের ২৭ নং ধারা সম্পর্কে একটা সমুচিত পরিবর্ত্তন সাধন করা ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট বীমা আইনের একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া প্রথমতঃ বীমা কোম্পানীসমূহের দেয় প্রাথমিক জমাকে সরকারী সিকিউরিটির শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ সরকারী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা ৪০ ভাগ নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ অনুমোদিত সিকিউরিটির ভিতর হেড অফিসের বাড়ী ও শিল্প কোম্পানীসমূহের কতিপয় ধরণের সিকিউরিটি অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও অবশ্যই হইতে পারে। এদেশের বীমা কোম্পানী ও এদেশের বীমাকারীদের বিহিত স্বার্থ বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রকার কার্য্যনীতি অবলম্বন সম্পর্কে সত্বর অবহিত হউন—ইহাই আমাদের দাবী।

যানবাহন সমস্যা ও বাণিজ্যসচিব

উপযুক্ত সংখ্যক যানবাহনের অভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় একদিকে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের সহিত এদেশের বহির্ব্বাণিজ্যও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হওয়ার উপক্রম দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি এলাহাবাদে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার দেশের এই যানবাহন সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এদেশে কাগজের অভাব মিটাইবার জন্য সাংবাদিকেরা ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাগজ আমদানীর কথা উত্থাপন করায় বাণিজ্য সচিব মহোদয় তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, "জাহাজের অভাবে বর্ত্তমানে বাহির হইতে উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্যাদি আমদানী করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। গবর্ণমেণ্টকে দোষ না দিয়া এই বাস্তব অসুবিধার কথা আজ দেশের লোককে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। লোকে চাহিলেও আমি দশ দিনে জাহাজ তৈয়ার করিয়া ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারি না। উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ না থাকিলে কোন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও বাহির হইতে দ্রব্যাদি আনয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। জনসাধারণকে আজ এই অসহায় অবস্থা যথাযথ উপলব্ধি করিতে হইবে এবং বর্ত্তমান সমস্যার প্রতিকার চাহিলে তজ্জন্য উপযুক্ত কার্য্যকরী পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।" বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের এইসব উক্তি দেশের লোক সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বাণিজ্য সচিব তথা গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে দশ দিনে নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া বাহির হইতে দ্রব্যাদি আমদানীর সুব্যবস্থা করিতে পারেন না বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে জাহাজ তৈয়ারের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিতে পারিতেন। আর সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে এই যুদ্ধের সময়ে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের কাজে এদেশের তৈয়ারী জাহাজ অবশ্যই কিছু পরিমাণে নিয়োগ করা যাইত। কিন্তু অন্যান্য দেশে এই ধরণের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইলেও এদেশে সেরূপ দূরদৃষ্টির সহিত উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বের ব্যবস্থা একেবারেই নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেরা উদ্যোগী হইয়া দেশের প্রয়োজনে জাহাজ-শিল্প গঠন করা দূরে থাকুক, দেশবাসীর দিক হইতে জাহাজ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য এতদিন যেসব চেষ্টা হইয়াছে, বিদেশী জাহাজ রপ্তানীকারকদের সুবিধার্থ উঁহারা তাহারও প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন। এই প্রকার অনুদার সরকারী কার্য্যনীতির ফলে দেশে আজ পর্য্যন্ত জাহাজ তৈয়ারের কার্য্যকরী ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। সেই ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যানবাহনের নিদারুণ অসুবিধার ভিতর দেশের লোককে অসহনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। অবশ্য সেসব ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য বর্ত্তমান বাণিজ্য সচিব মহোদয় দায়ী নহেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সরকারী চেষ্টায় এদেশে জাহাজ-শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনিই বা প্রকৃত ভরসা দিতে পারিতেছেন কোথায়? যানবাহনের অসুবিধা দূরীকরণ সম্পর্কে তিনি জন-সাধারণকে গবর্ণমেণ্টের নিকট কার্য্যকরী পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সেরূপ পরিকল্পনা উপস্থিত করিলে যে তাহা যথাযথ বিবেচিত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? যুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতে ভিজাগাপট্টমে জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া সিন্ধিয়া কোম্পানীর

পক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিছক তৎসম্পর্কে অনুমতি লাভ করিতেই কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শেঠ বাঁলচাদ হীরাচাঁদ প্রমুখ ব্যবসায়ীরা ভারতে মোটর কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া গত ৬।৭ বৎসরের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা তাহা ত অনুমোদন করাইয়া লইতেই সমর্থ হইলেন না! সকল দিক দিয়া গবর্ণমেণ্টের এইসব অনুদার কার্য্যনীতি পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল শূন্যগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা নূতন বাণিজ্যসচিব মহোদয় কি ভাবে দেশের সমস্যা সমাধান করিবেন তাহা আমরা বুঝি না।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে—চীন ও ভারত

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম চড়িয়া উঠিয়া সকল দেশেই একটা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে এই সমস্যা যেরূপ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে অন্য কোন দেশে তাহা সেরূপ জটিল আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া পণ্যের দর নিয়ন্ত্রিত রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী চীনদেশেও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অনুরূপ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই জরুরী ব্যাপারে প্রথম হইতে এমন একটা শৈথিল্যের ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন, যাহার ফলে এদেশে পণ্যের দর নিয়ন্ত্রিত না থাকিয়া ধাপে ধাপে কেবলই চড়িয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত সুসভ্য ও উন্নতিশীল দেশের সহিত তুলনা করিয়া আমরা এদেশের গবর্ণমেণ্টের সেই মারাত্মক শৈথিল্য বিচার করিতে যাইব না। যে চীন দেশকে পাশ্চাত্যের লোকেরা সর্ব্বপ্রকারে অনুন্নত বলিয়াই আখ্যাত করিয়া থাকে সেই চীন দেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত তুলনায় এদেশের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট যে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়া কি পরিমাণ পশ্চাদ্‌পদ রহিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহাই শুধু উল্লেখ করিব।

চীন দেশের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি 'ইকনমিক কাউন্সিল' গঠন করেন। পণ্যের যোগান এবং সামরিক ও বেসামরিক চাহিদা বিবেচনা করিয়া দেশে সুপরিকল্পিতভাবে উহার দর নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার এই কাউন্সিলের উপর অর্পণ করা হয়। পরে ১৯৪২ সালের মে মাসে অর্থনৈতিক বিভাগের মন্ত্রীর অধীনে 'কমোডিটি এডমিনিষ্ট্রেশন' নামক একটি বিভাগ স্থাপন করিয়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল দিক দিয়া সুকঠোর কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিভাগের কার্য্যধারা পরিচালনার জন্য চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ৪৫ কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠন করিয়াছেন। দেশে খাদ্যদ্রব্য ও অন্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের যোগান বাড়াইবার জন্য এই বিভাগ একদিকে উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জোর দিতেছেন; অপর দিকে দেশের ধনী লোকেরা ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা যাহাতে প্রয়োজনীয় মালপত্র মজুত করিয়া কৃত্রিমভাবে উহার অভাব সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য সুকঠোরভাবে তাহাদিগকে দমন করিয়া আসিতেছেন। দেশের উৎপন্ন নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সে সমস্ত নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া উক্ত সরকারী বিভাগ লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা সরবরাহ করিতেছেন। অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র মজুত করিয়া রাখা সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন এলাকায় উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উক্ত বিভাগ দেশের কাপড়ের কলসমূহে নিয়মিতভাবে তূলা ও সূতা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে চীন দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার একটা সুসঙ্গত সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ জিনিষপত্রের যোগান সম্পর্কে কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ইস্তাহার ও অর্ডিনান্স মারফতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন। সে চেষ্টা বহুকাল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সেই অসাফল্যের অজুহাত হিসাবে সরকারী বড়কর্ত্তারা বলিয়া বেড়াইতেছেন—এদেশের সর্ব্বপ্রকার অনুন্নত অবস্থার ভিতর পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়া চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্যতা তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

যুদ্ধশেষে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন

যুদ্ধের শেষে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট এখন হইতেই বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর অর্থ-নৈতিক সমস্যার কথা বিবেচনার জন্য অন্যান্য দেশের অনুকরণে কয়েকটি কমিটি বসাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এইসব কমিটির কার্য্যধারা সম্পর্কে আজও কোন তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। কোন বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে বলিয়াও শুনা যায় নাই। যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষে ব্যাপক আকারে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তাহার মধ্যে বেকার সমস্যাই সর্ব্বপ্রধান। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা অত্যন্ত জটিল ছিল। সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের জন্য বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এদেশে অনেকগুলি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বেকার অনেক সরকারী কারখানা সম্প্রসারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের জন্য অনেক বেসরকারী কারখানার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং নূতন অনেক কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী কারখানায় সহস্র সহস্র ভারতবাসীর কর্ম্মের সংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে এই সমস্ত কারখানার মধ্যে বহু কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে বহু লোক বেকার হইবে। কলকারখানা ছাড়া দেশের সৈন্য বাহিনীতেও বর্ত্তমানে বহু লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে তাহাদের মধ্যেও অনেক লোকের চাকুরী যাইবে। কাজেই এইভাবে দেশে নূতন করিয়া একটা জটিল বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইবে। সেই সমস্যা সমাধান করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এখন হইতে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ কোন পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে না। দেশের যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার প্রতিকারের একটা উপায় হইতেছে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া ব্যাপক জাতি গঠনমূলক কার্য্য সুরু করা। ভবিষ্যৎ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশ ঐরূপ কার্য্যধারা অবলম্বনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে। যুদ্ধের পরে অষ্ট্রেলিয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া যাহাতে বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী লোককে চাষাবাদের কাজে নিয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে ঐ দেশের গবর্ণমেণ্ট একটি ব্যাপক কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের পরে দেশের জনসাধারণের জন্য ২ লক্ষ নূতন বাড়ীঘর তৈয়ার সম্পর্কেও অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই ধরণের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহারা যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সমাধানে সফলকাম হইবেন বলিয়া ন্যায্যতঃই আশা করিতেছেন। ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কার্য্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সে বিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলে যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার একটা সমুচিত প্রতিকার হইতে পারে। মুখে মুখে অনেক কিছু করিবার সঙ্কল্প আওড়াইলেও এদেশের গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন পরিকল্পনা গ্রহণের আগ্রহ দেখাইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয়।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে এই পর্য্যন্ত পাঁচ বার জাপানী বিমানের নৈশ আক্রমণ হইয়া গেল। আট শত মাইল দূর হইতে যথাসময়ে বড়লাট "সাবাস্ কলিকাতা" বলিয়া এক অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন। উপর্য্যুপরি বিমান হানা সত্ত্বেও কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের স্নায়বিক দৃঢ়তা যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, তাহা দুইশত বৎসরের পরপদানত দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের পক্ষে অপরিসীম মনোবলেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী মহলের কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই সঙ্কট কালে সৎসাহস বা সদ্দৃষ্টান্ত দেখান নাই বলিয়া গুজব শোনা যায়। গুজব অবশ্য গুজবই—মিথ্যাও হইতে পারে, সময় সময় সত্যও যে না হয় এমনও নয়। সহযোগী ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "There has been some adverse talk about absenteeism in high places—we are not sure with what justification, but of the absences there is no doubt. This, in our opinion, is not a proper time for either Indian Minister or British Secretariat official to continue seasonal holidays at a distance or keep engagements outside the city." অর্থাৎ কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অনুপস্থিত থাকায় বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ অনুপস্থিতির সমর্থনে কি বলিবার আছে তাহা আমরা জানি না। আমরা শুধু ইহাই জানি যে, কেহ কেহ এখন কলিকাতায় নাই। আমাদের অভিমতে, ভারতীয় মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারী কাহারও পক্ষেই বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে কিংবা অন্যবিধ কার্য্যব্যপদেশে এই সময়ে কলিকাতার বাহিরে অবস্থান করা উচিত নহে। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার অনুমান ও অভিযোগ সত্য হইলে তাহা চূড়ান্ত লাঞ্ছনার ও নিন্দার কথা!

* * * *

কলিকাতায় বোমা বর্ষণের ফলে জনসাধারণ আতঙ্কে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই একথাও যেমন সত্য, আবার জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার আতঙ্ক দেখা যায় না, ইহাও তেমনি মিথ্যা কথা। প্রতিক্রিয়ায় অভিভূত হয় নাই সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজই। কিন্তু কুলি, মজুর, ধাঙ্গড়, মেথর, মুচি, ঝি-চাকর, গাড়োয়ান, দোকানদার, ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিতান্ত অন্ধ ও কালা ছাড়া আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই আতঙ্কিত জনসমাজই নাগরিক জীবনের ভিত্তি। বিমান হানার পর দিবস হইতে দিন কয়েক নিরবচ্ছিন্নভাবে দলে দলে কুলি মজুর শ্রেণী সহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকারের বে-সামরিক আত্মরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জে পি শ্রীবাস্তব এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া এক অতিরঞ্জিত বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, "রাস্তা ও রেলপথযোগে কলিকাতার লোকজন সহর শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে, এই প্রকার সংবাদের মূলে বিন্দুমাত্র সত্যতা নাই। গতকল্য অপরাহ্ণে (২৫শে ডিসেম্বর) কলিকাতার অধিবাসীরা যথারীতি তাহাদের কাজকর্ম্মে মনোযোগ দিয়াছে এবং সহরের রাস্তাঘাট জনতার ভীড়ে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের মনে একমাত্র খৃষ্টমাস আনন্দোৎসব ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"

* * *

স্যার শ্রীবাস্তবের উপরোক্ত অবাস্তব বিবৃতিকে, "ষ্টেটস্‌ম্যান" bunkum বা শূন্যগর্ভ উক্তি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই কলিকাতা সম্পর্কে এরূপ অর্দ্ধসত্য বা বিকৃত সত্য বলিতে পারেন না। জনসাধারণ যাহাতে আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া পড়ে তাহা সকলেরই কাম্য। কিন্তু সত্য গোপন করিয়া এবম্বিধ বুদ্ধিহীন প্রচারকার্য্যের দ্বারা উল্টা ফল ফলিবারই সম্ভাবনা বেশী। ইহাতে পরিণামে গবর্ণমেণ্টেরই ক্ষতি হয়। স্যার শ্রীবাস্তব তথা ভারত সরকার এই জাতীয় সরকারী কর্ত্তব্যের অনিষ্টকারিতার কথা একবার তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেন কি?

* * *

কালনেমীর লঙ্কা ভাগের ন্যায় একদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাগবাঁটোয়ারা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, অন্য দিকে ঐ সব সাম্রাজ্যভোগী রাষ্ট্রের জনগণের মুখপাত্র হিসাবে বহু বিশিষ্ট মনীষী ও রাজনীতিবিদ সকল দেশের সকল লোকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পলোকের স্বপ্ন বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি এই সম্পর্কে স্পষ্টাক্ষরে একটা কথাও বলেন নাই। ভারতবর্ষের প্রশ্ন উঠিলেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রমুখ মার্কিন সরকারী মুখপাত্রগণ বড় বড় কথার ফাঁকে আসল কথাই এড়াইয়া চলিতে চাহেন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্রপতি মিঃ হেনরী এ ওয়ালেস্ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি স্থাপন ও পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, উহার কোথাও এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্ভাগা দেশগুলির নামগন্ধও নাই। আটলান্টিক সনদ যে ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে মিঃ চার্চ্চিল বহু পূর্ব্বে সে-কথা জানাইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট একটিবার উহার মৃদু প্রতিবাদও জানান নাই। ভারত যে একটি নেশন নহে এমন উক্তির বিরুদ্ধেও তথাকথিত শান্তিকামীরা আজ পর্য্যন্ত উচ্চবাচ্য করেন নাই। সুতরাং মিঃ ওয়ালেসের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকে আমরা বাগাড়ম্বর বলিয়াই মনে করিব।

* * *

মিঃ ওয়ালেসের অভিমত এই যে, মানব সমাজ এমন ভাবে সুগঠিত করিতে হইবে যাহাতে কোন হিটলার কিংবা কোন দেশের কোনও ক্ষমতালোলুপ যুদ্ধকামীর দল ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত ভারসাম্য আর নষ্ট করিতে না পারে। আমরাও ইহাই চাহি। প্রকৃত শান্তিকামীদেরও ইহাই লক্ষ্য। কিন্তু এই বাস্তব সত্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ফ্যাসিজম একটা স্বয়ম্ভু মতবাদ বা একটা ভূইফোঁড় তত্ত্বকথা নয়। হিটলারকে জন্ম দিয়েছে ভার্সাই চুক্তি। বিজয়ী ইঙ্গ-ফরাসী পুঁজিবাদীদের অপরিমেয় প্রতিহিংসা ও অপরিসীম স্বার্থান্ধতার কার্য্যকারণের স্বাভাবিক পথ ধরিয়াই নাৎসীবাদের অনিবার্য্য আবির্ভাব। লীগ অব নেশন্স বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ মূলতঃ ও কার্য্যতঃ পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জ্জাতিক

(৬১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অর্থ-নৈতিক সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব

যুদ্ধকালীন অবস্থার চাপে ভারতবর্ষে খাদ্য সমস্যা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা আজ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের পরে সামরিক প্রচেষ্টার তোড়জোর বন্ধ হওয়ার সঙ্গে দেশে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সমস্যা ও বেকার সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। এত সব সমস্যা সম্মুখে লইয়া দেশের লোকের দুশ্চিন্তা ও দুঃখকষ্টের আর সীমা নাই। এই সময়ে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি লাহোর ও এলাহাবাদে কয়েকটি বক্তৃতায় ভারতের উপরোক্ত সমস্যাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

এদেশে খাদ্যদ্রব্য ও অন্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িবার মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়াছেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে তাঁহাদের খরচপত্র খুব বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন। সরকারী ব্যয় বহর বাড়িবার সঙ্গে নানাদিক দিয়া দেশবাসীর হাতে টাকার আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ চলতি নোট ও টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্রের যোগান বৃদ্ধি না পাইয়া তাহা বরং হ্রাসই পাইতেছে। জিনিষ পত্রের কম যোগানের ভিতরও সর্ব্বসাধারণ ঐ সমস্ত ক্রয়ে তাহাদের বর্দ্ধিত আয় নিয়োগ করিতেছে। ফলে পণ্যদ্রব্যের দর অত্যধিক চড়িয়া উঠিয়া দেশে স্বভাবতঃই এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের আড়ৎদার ও দোকানদারেরা জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় উহার অতিরিক্ত চাহিদা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যৎ মুনাফার লোভে বিভিন্ন প্রকার মাল মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধনী এবং বিত্তশালী লোকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যও পণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। ফলে দেশে পণ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা কৃত্রিম-ভাবেও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার অতঃপর মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় পণ্যের দর দাবাইয়া রাখিয়া জনসাধারণকে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের সুযোগ দেওয়ার জন্য সকল দেশেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য দেশে এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনেকটা সুফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কার্য্যনীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট অমনোযোগী নহেন। খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে ও সাধারণভাবে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁহারা ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিধিব্যবস্থা অবলম্বনও করিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ততটা সাফল্যলাভ ঘটে নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনিবার সুযোগ দিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একদিকে দেশের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা প্রয়োজন এবং অপরদিকে জিনিষ-পত্রের যোগান অনুযায়ী লোকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও সঙ্গত। লোকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে তাহারা যাহাতে নির্দ্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী দ্রব্য কিনিতে না পারে তজ্জন্য 'রেসনিং' প্রথা বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক। কিন্তু এদেশে ঐরূপ সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের নানারূপ অসুবিধা রহিয়াছে। ইংলণ্ডে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের ভিতর একটা পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভাব বর্ত্তমান। উহাতে গবর্ণমেণ্ট দেশের উৎপন্ন খাদ্যসামগ্রী নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী সাধারণের ভিতর নির্দ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ সুবিন্যস্ত কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। লোকের বর্দ্ধিত আয় যাহাতে সমস্তই পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত না হইতে পারে সেজন্য এদেশে দেশরক্ষা ঋণ ও ডিফেন্স সার্টিফিকেট প্রভৃতির অধিক প্রচলন আবশ্যক। কিন্তু সেবিষয়ে দেশের লোক আজও গবর্ণমেণ্টের সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেছে না। এদেশের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র এবং এদেশের রাজনৈতিক অবস্থাও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সুপরিকল্পিত ব্যাপক কার্য্যধারা অনুসরণের পক্ষে সর্ব্বথা পরিপোষক নহে। কাজেই ভারতবর্ষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভিতর কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি যথাসম্ভব দূর করিয়া পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ ও উহাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিভাবে পরিপূর্ণ সুব্যবস্থা করা যায় ভারত গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন।

এদেশের খাদ্য-সমস্যা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার মূল কারণ সম্পর্কে বাণিজ্য-সচিব মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত সন্দেহ নাই। কিন্তু এইসব সমস্যা সমাধানের অক্ষমতা সম্পর্কে তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে সব অজুহাত দেখাইয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা অনেক পরিমাণে অসার ও অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের ভিতর যে একটা সহযোগিতার ভাব থাকা আবশ্যক, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইংলণ্ডের মত এদেশে যে সেরূপ-সহযোগিতা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না, সে জন্য গবর্ণমেণ্টই কি দায়ী নহেন? এদেশের রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া লইয়া লোকের সাহচর্য্য ও সহযোগিতার ভিতর যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার কথা প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন উদার মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। দেশে খাদ্যসমস্যা ও পণ্যমূল্য সমস্যা যেস্থলে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে সেস্থলে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের সহিত আলাপ ও পরামর্শ করিয়া এই সব সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখাইতে পারিতেন এবং দেশের ও দশের দাবী মানিয়া লইয়া সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের দিক হইতে সেরূপ কোন উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। এই অবস্থায় দেশের জনসাধারণের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের সহিত সকল বিষয়ে সহযোগিতার কোন উপায় আছে কি? তাহা ছাড়া লোকের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীতই গবর্ণমেণ্ট যেখানে তাঁহাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য অনেক কাজ যথারীতি সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন সেখানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বেলায় এই অসুবিধাটাই বা তাঁহারা এত বড় করিয়া দেখিতেছেন কেন? এদেশের

(৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একটি ছোটখাটো শিল্পের কথা

অধ্যাপক—শ্রীবরদা দত্ত রায়।

খবরের কাগজে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখা যায়, "ঘরে বসিয়া দৈনিক ৩৲ টাকা উপার্জ্জন করুন।" বিজ্ঞাপন-তত্ত্ব আমাদের দেশে কলা হিসাবে উন্নতি না করিলেও এবং অনেক বিজ্ঞাপনে সাধারণকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও এই বেকারের দেশে ঐ জাতীয় বিজ্ঞাপন এমন কি শিরোনামাটী পর্য্যন্ত যে মনোরঞ্জক, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন একটি বিজ্ঞাপনের শিরোনামা দেখিয়া বিজ্ঞাপনটী যখন তন্ন তন্ন করিয়া পড়া গেল, তখন দেখা গেল যে বিজ্ঞাপনদাতা বেকার সাধারণকে ছোটখাটো গেঞ্জী ও মোজা বুনিবার কল কিনিয়া কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিতেছেন, এবং উহাতে গেঞ্জী ও মোজা বুনিয়া দৈনিক ৩ (তিন) টাকার মত উপার্জ্জন করিবার আশ্বাস দিতেছেন। জীবিকা অর্জ্জনের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। জনসাধারণ মোজা ব্যবহার কালভাদ্রে করিয়া থাকে। এক কথায় মোজা বাবুদের,—কিন্তু গেঞ্জী আপামর-জনসাধারণের। বিশেষতঃ এই শীতকালে নিতান্ত গরীব দুঃখী, যাহাদের শীতনিবারণের কোন উপায় নাই, তাহারাও একখানি গেঞ্জী কিনিয়া গায় দেয়। পাড়াগাঁয়ে যাহারা শীতের চাদর কিনিয়া গায়ে দিতে পারে না, তাহাদিগকেও শীতকালে তাহাদের গামছা পরা অর্দ্ধনগ্ন দেহে একখানি গেঞ্জী দিতে দেখা যায়। এক হিসাবে এই গেঞ্জী ইদানীং শীতাতপ নিবারণে জনসাধারণের একমাত্র আচ্ছাদন। সেকালের কতুয়া আস্তে আস্তে বাতিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে গেঞ্জী আসিয়া দেখা দিয়াছে।

অথচ অনেকেই হয়ত জানেন না যে, এই গেঞ্জী ও মোজা শিল্পে বাংলা দেশই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যোগ দেখাইয়াছিল। ইংরাজী ১৮৯৩ সালে খিদিরপুর অঞ্চলে ৺অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কর্ম্মী সর্ব্বপ্রথমে এক গেঞ্জীর কল প্রতিষ্ঠা করেন। অন্নদাপ্রসাদ স্বর্গীয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানও লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু উক্ত শিল্পের লাভালাভ ও সুযোগ সুবিধার যে খতিয়ান সর্ব্বসাধারণের চক্ষের সাম্‌নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহার ফল ফলিতে থাকে। ঐ সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের নানা স্থানে প্রায় ১২৫টী শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৪৫০০ (সাড়ে চারি হাজার) লোক কাজ করিয়া অন্ন-সংস্থান করে। এই সব কারিগরদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই বাঙ্গালী। যদিও গেঞ্জী-শিল্পের কোন বিশ্বাসযোগ্য হিসাবপত্র নাই এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কুটীর শিল্পের মত বলিয়া তাহাদের আয়-ব্যয়, আমদানী-রপ্তানী, উৎপন্ন ও বিক্রয়ের হিসাব তেমন পরিষ্কার ও প্রামাণিক ভাবে পাওয়া যায় না, তথাপি যতটুক জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রায় ৩৪ (চৌত্রিশ) লক্ষ টাকা এই শিল্প ব্যবসায়ে খাটিতেছে। আজকালও বাংলা দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকার গেঞ্জীর সূতা মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই চল্লিশ লক্ষ টাকার সূতা দিয়া বাংলা দেশ প্রতি বৎসর যে গেঞ্জী উৎপন্ন করে তাহার আনুমানিক দাম প্রায় ৬০ (ষাট্) লক্ষ টাকা। ১৯৩২ সাল হইতে প্রাদেশিক সরকার গেঞ্জী-শিল্পকে সংরক্ষণ নীতির আওতায় আনিয়াছেন। উক্ত সংরক্ষণ নীতির ফলে গেঞ্জী-শিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে জাপান শত্রুপক্ষ বলিয়া এবং অন্যান্য দেশও যুদ্ধরত বলিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু বৈদেশিক শনির দৃষ্টির হাত হইতে মুক্ত হইলেও আমাদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ, প্রতিযোগিতা, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অবধি নাই। বাজার প্রচলিত গেঞ্জীর মধ্যে এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহাতে ৩৪″ ইঞ্চির মার্কা থাকিলেও আসলে তাহা হয়ত ৩০″ (ত্রিশ) কিংবা ২৮ (আটাশ) ইঞ্চি। এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহাতে হয়ত কোন নামজাদা কোম্পানীর ছাপ আছে, কিন্তু আসলে তাহা বাজে গেঞ্জী। আবার এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহার কোন মার্কাই নাই। এভাবে দরের মধ্যেও এমন প্রতিযোগিতা আছে যে, সকলের প্রতিযোগিতার চাপে আসলের কোন লাভই থাকে না। এ ভাবে এই প্রতিযোগিতার নামে যে লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা শুধু হোসিয়ারী শিল্পের লজ্জা নহে, ইহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরও লজ্জার বিষয়। ইহার কর্ম্মপদ্ধতির মধ্য দিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের যে দিক্‌টা উদ্ভাসিত হইয়া পড়িতেছে, তাহা এতই নিম্নশ্রেণীর যে ইহাকে শোষণের অপবাদ কিংবা দস্যুতার গৌরব দিয়া স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ জাতির কর্ম্মধারার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ইহা পরাধীন জাতির নীচ গোলামী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক মাত্র। কারণ এখনও এ দেশে ভাল পশমী গেঞ্জী, সোয়েটার ইত্যাদি তৈয়ার হয় না, আর সামান্য পরিমাণ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও এত সামান্য যে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। সূতি গেঞ্জী ও মোজা এবং ঐ জাতীয় বহু জিনিষ এদেশে তৈয়ার হয় এবং এখনও হইতেছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে বিদেশ হইতে আমদানী হয় না, তাহাও নহে। সূতি হোসিয়ারী দ্রব্য ১৯৩৬-৩৭ সালে আমদানী হইয়াছে প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার, ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সাড়ে সতর লক্ষ টাকার। এই ভাবে পশমী হোসিয়ারীও প্রতি বৎসর ১২।১৩ লক্ষ টাকার আমদানী করিতে হয়। তন্মধ্যে সব চাইতে বড় ভাগ ছিল জাপানের এবং তারপরই ছিল ইংলণ্ডের। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের ঘনঘটায় পূর্ব্বেকার পরিস্থিতির ওলটপালট হইয়া গিয়াছে এবং হোসিয়ারী শিল্প আজ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং সূতার অভাবে যে একটুখানি ম্রিয়মান হইয়া পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হাটে, একটুখানি চেষ্টা করিলে কি হোসিয়ারী শিল্প স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে না?

গবর্ণমেণ্ট হোসিয়ারী শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইলে এই শিল্প নানারূপ অসুবিধা কাটাইয়া উঠিয়া প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কোথায়? এ দেশে হোসিয়ারীর যন্ত্রপাতি তৈয়ার হয় না, এ দেশের স্বপ্ন-বিলাসী তরুণ এই সমস্ত অতি-আবশ্যকীয় শিল্পাদি শিক্ষা করিবার কোন সুযোগ পায় না। এই দেশীয় সরকার ইহা করিলে এই জাতীয় শিল্পে একদল তরুণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন এবং ক্ষুদ্র জাপান যদি সরকারের অনুকম্পার ছত্রছায়াতলে বসিয়া প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার)

হোসিয়ারী কারখানাতে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারে ও প্রতি বৎসর গড়ে দশ কোটী কাটার মাল উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ কেন উপযুক্ত সংখ্যক হোসিয়ারী কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া হাজার হাজার বেকারের অন্ন সংস্থান করিতে পারিবে না? অপর পক্ষে যাঁহারা বসিয়া আছেন এবং সকালে সন্ধ্যায় যুদ্ধের খবর ও গুজব লইয়া গবেষণা করেন এবং যুদ্ধের অজুহাতে কোন কাজে হাত দিতে পারেন না বলিয়া স্থান বিশেষে আপশোষ জানাইয়া সহানুভূতি লাভ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কুটীর-শিল্প হিসাবেও গেঞ্জী মোজার কল বসাইয়া এই প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন না কি? রাতারাতি বড় লোক হওয়ার কোন সুবিধা না থাকিতে পারে, কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিলে এই শিল্পের ভিতর দিয়া অনেক লোকের অন্ন-বস্ত্রের অভাব অবশ্যই দূর হইতে পারে।

(অর্থ-নৈতিক সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব)

ধনী লোকেরা খাদ্য সামগ্রী ও অন্য অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া মজুত করিয়া রাখিতেছে। আড়ৎদার ও দোকানদারেরা মুনাফার আশায় পণ্যদ্রব্য ধরিয়া রাখিয়া কৃত্রিমভাবে উহাদের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধি করিতেছে। ভারতরক্ষা আইনের বিরাট ক্ষমতা লইয়া যাঁহারা দাপটের সহিত দেশশাসন করিতেছেন মুষ্টিমেয় মজুতকারী ও মুনাফাকারীদের দমন করিয়া নির্দ্ধারিত মূল্যে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে এত কি কঠিন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার এলাহাবাদের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, এদেশের গবর্ণমেণ্ট 'ব্ল্যাক মার্কেট' বা চোরা বাজারের বেচাকেনা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নানা কারণে তেমন জোর দিতে পারিতেছেন না। প্রাদেশিক সরকারসমূহ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যদি এবিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে দেশে যথেষ্ট গোলযোগের সূচনা হইবে। চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চোরা বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুকঠোর বিধান অবলম্বনে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। সেখানে অন্যায়ভাবে জিনিষপত্র মজুত করিয়া রাখার জন্য একজন মেয়রকে নাকি গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকার বলেন, এদেশের গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে লোকে তাহা পছন্দ করিবে না। আমরা শ্রীযুক্ত সরকারের এই কথার কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইতেছি না। মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ধনী ও লাভখোর ব্যবসায়ীর জন্য এদেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু সমভাবে দুর্দ্দশা ভোগ করিবে ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। জনসাধারণের হিতার্থে আড়ৎদার ও দোকানদারদের লাভের ব্যবসা সুকঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট ইতিমধ্যে বহু আবেদন নিবেদনও জানান হইয়াছে। ইহার পরও যদি দেশের জনসাধারণ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুকঠোর কার্য্যনীতি অবলম্বন করা পছন্দ করে না বলিয়া অভিযোগ করা হয়, তবে আমরা বলিব হয় এদেশে পণ্যের মূল্য পরিপূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গবর্ণমেণ্টের অভীপ্সিত নহে, না হয় দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি করিয়া তাঁহারা ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিরাগভাজন হইতে ভয় করেন। মুখে মুখে জনসাধারণের প্রতি দরদ জানাইয়া ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহ সর্ব্ব ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত কেবল নিজেদের স্বার্থটাই বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। এই জন্যই দেখিতে পাই, বিভিন্ন প্রদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি বাহ্যিক আড়ম্বর চালাইয়া তাঁহারা নিজেদের প্রয়োজন মত (ও সরকারী অফিসারদের প্রয়োজন মত) নির্দ্ধারিত মূল্যে জিনিষপত্র ক্রয়েরই শুধু একটা সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ নির্দ্ধারিত মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে সে বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রুক্ষেপ মাত্র নাই। ভণ্ডামি ও হৃদয়হীনতা যেখানে এতদূর গিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে সরকারী চেষ্টায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হওয়ার আশা কোথায়?

যুদ্ধের পরে এদেশে যে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সমস্যা দেখা দিবে, বাণিজ্য সচিবমহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশের বহু লোক সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কাজ বাড়িয়া, পুরাতন কারখানাসমূহ সম্প্রসারিত হইয়া এবং কতকগুলি নূতন শিল্প কারখানা স্থাপিত হইয়া অনেক লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে একদিকে বহু সৈন্যকে কর্ম্মহীন হইতে হইবে, অপরদিকে গবর্ণমেণ্ট জিনিষপত্র ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করার সঙ্গে কলকারখানার কাজ কমিয়াও বহু লোকের চাকুরী যাইবে। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতে বেশী মালপত্র ক্রয় করিবেন না বলিয়াই যে কেবল দেশের অনেক কলকারখানার কাজ হ্রাস পাইবে তাহা নহে; যুদ্ধের পরে ভারতের হাটে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার ফলেও বহু কলকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এইভাবে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা ও অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সমস্যা জটিল হইয়া দাঁড়াইবে। যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সমাধান করিতে হইলে দেশে লোকের কর্ম্ম সংস্থানের নূতন সুযোগ-সুবিধা দেখিতে হইবে। দেশের নূতন শিল্প কারখানাসমূহকে ভবিষ্যতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তজ্জন্য এখন হইতে উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সরকার এদেশের যুদ্ধোত্তর অর্থ-নৈতিক সমস্যাটিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের নিকট খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে সেই সমস্যার সমাধান করা যাইবে এবং গবর্ণমেণ্টই বা সে সম্পর্কে কি কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবেন, তাঁহার বক্তৃতায় সে-সব বিষয়ে কোন কার্য্যকরী নির্দ্দেশ না পাইয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। এদেশের বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোনদিন কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কিংবা ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাজ (পাব্লিক ওয়ার্কস) সুরু করিয়া তাঁহারা যে বেকারের কর্ম্ম সংস্থানে যত্নবান হইবেন সে সম্ভাবনা কোথায়? বাণিজ্য সচিব মহোদয় এ বিষয়ে একটা ভরসা দিতে পারিলে লোকে তাঁহার আন্তরিকতা ও কার্য্যক্ষমতার পরিচয় পাইত। কিন্তু সে ভরসা তিনি দিতে পারেন নাই। যুদ্ধের পরে নবোদ্যমে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার পর এদেশের শিল্প কারখানাগুলিকে, বিশেষ করিয়া নূতন শিল্প কারখানাগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে বাণিজ্য সচিবের বক্তৃতায় সে বিষয়েও কোন সরকারী বিধি-ব্যবস্থার আভাষ পাওয়া যায় নাই। ইংলণ্ডের লোকেরা যুদ্ধের পরে তাঁহাদের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কি ভাবে এখন হইতেই সুসঙ্কল্পিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্কল্পের ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভবিষ্যতে এদেশে বিলাতী শিল্প দ্রব্যের আমদানী বাড়িয়া ভারতীয় শিল্পগুলি কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে—উচ্ছ্বসিত ভাষায় তিনি তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ডের মত দূরদৃষ্টি নিয়া সরকারী সাহায্যে যুদ্ধের পর এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য বিস্তারের কোন পরিকল্পনা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশের পুরাতন ও নূতন শিল্প কারখানাসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য ভবিষ্যতে কোন ব্যাপক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন নাই। কাজেই উপরোক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা একদিকে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি এবং অপর দিকে বাণিজ্যসচিব হিসাবে শ্রীযুক্ত সরকারের ব্যর্থতার পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হইয়াছি। উচ্চপদের মোহে ও অর্থের লোভে শ্রীযুক্ত সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদে আসন গ্রহণ করিতে যান নাই; দেশের ও দশের স্বার্থ সাধনের সঙ্কল্প নিয়াই তিনি বাণিজ্যসচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার আমলে দেশের স্বার্থ বুঝিয়া উপযুক্ত অর্থনৈতিক কার্য্যনীতি অবলম্বনের সুবিধা বিশেষ নাই তাহা জানি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার দুর্ব্বার কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিয়া দেশের স্বার্থরক্ষাকল্পে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার প্রমুখ ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্যসচিবদের বহুপ্রকার অপকর্ম্মের সময়োচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে—ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কলিকাতা সহরে খাদ্য সরবরাহ

গত ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অফিসে কলিকাতা সহরে চাউল সরবরাহ সমস্যা আলোচনার জন্য চাউল বিক্রেতা ও চাউল ব্যবসায়ীদের বৈঠক হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে যাহারা অপরিহার্য্য কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে ও জনসাধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে এবং বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত ২১টী বাজারে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে বৈঠকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। চাউল এবং ধানের মূল্য সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছে।

কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার বিমান আক্রমণ সম্পর্কিত সঙ্কেত ধ্বনির পর কলিকাতা অঞ্চলের চাউল, গম, আটা, ডাল, সরিষার তেল, লবণ, কোক কয়লা, দিয়াশলাই এবং অপর কয়েকটী প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান, গুদাম প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খোলা না হইলে কলিকাতা অঞ্চলের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সমস্ত ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নপদস্থ নহেন এরূপ সমস্ত পুলিশ কর্ম্মচারী এবং কলিকাতা করপোরেশনের বাজারসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ ঐসকল দোকান এবং গুদামসমূহ তালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন এবং দোকানসমূহের জিনিষপত্র দখলে আনিতে ও ঐগুলি সম্পর্কে নিজেদের বিবেচনা মত বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবেন। গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে চাল, ডাল, এবং চিনির যে সকল গুদাম তালাবন্ধ করা হইয়াছে, ঐসকল গুদামের মাল সম্পর্কে বাঙ্গলার অসামরিক বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত বিলি, বিক্রয় বা স্থানান্তরিত করা চলিবে না। ইহা ছাড়া অসামরিক বিভাগের কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতীত কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চল হইতে উহার বাহিরে চিনি চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কোন চাল, ডাল, সরিষার তৈল, আটা এবং ময়দার চালান উহাদের মালিকের নিকট বিলি না হইয়া থাকিলে অথবা উক্ত তারিখের পর কলিকাতা বা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত কোন রেলওয়ে বা ষ্টীমার ষ্টেশনে উল্লিখিত দ্রব্যাদির চালান পৌঁছিলে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতীত উহা মালিককে দেওয়া চলিবে না। কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলের প্রত্যেক আটা বা ময়দার কলের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন সকালে পূর্ব্বদিনের প্রস্তুত গমজাত দ্রব্যের মোট সঠিক হিসাব কলিকাতার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারকে জানাইতে হইবে। কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলের আটা বা ময়দার কলের মালিক, ম্যানেজার বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কণ্ট্রোলারের যথারীতি লিখিত অনুমতিপত্র ব্যতীত কাহারও নিকট গমজাতদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবে না। কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলের কোন রেলওয়ে বা ষ্টীমার ষ্টেশনে কোন মাল চালান দেওয়া হইয়া থাকিলে কণ্ট্রোলারের লিখিত অনুমতিপত্র ব্যতীত ঐ মাল ফেরৎ পাঠান বা অন্য কোন স্থানে প্রেরণ করা চলিবে না।

কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা

জরুরী অবস্থায় অতিপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য (চাউল, ডাল, সরিষার তেল, লবণ প্রভৃতি) বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত ২১টী বাজার নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে :—স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ মার্কেট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ল্যান্সডাউন মার্কেট, লেক মার্কেট, ইণ্টালী মার্কেট, গড়িয়াহাটা মার্কেট, স্যার চার্লস এলেন মার্কেট, পার্ক সার্কাস মার্কেট, শ্যামবাজার মার্কেট, হাতীবাগান মার্কেট, শোভাবাজার মার্কেট, জগুবাবুর মার্কেট, অরক্ষ্যানগঞ্জ মার্কেট, বৈঠকখানা মার্কেট, বৌবাজার মার্কেট, মল্লিকবাজার মার্কেট, পদ্মপুকুর মার্কেট, সরকার বাজার মার্কেট, কাশীপুর মার্কেট, নতুন বাজার মার্কেট ও স্যার গুরুদাস মার্কেট।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানী সমস্যা

গত ২৫শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে সাংবাদিক সঙ্ঘের এক বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ভারতে বিদেশ হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানী সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আনাইবার প্রয়োজনের জন্য সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ অপেক্ষা ইহাকেই জাহাজে প্রাথমিক সুবিধা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে সংবাদপত্রের আয়তন এবং প্রচার সংখ্যা হ্রাস করা যায় তৎপ্রতি অবহিত হইয়া উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কানাডা এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর কাগজ মজুত থাকিলেও জাহাজের অভাবে তাহা এদেশে আমদানী করা সহজসাধ্য হইতেছে না। কাগজ অন্যায়ভাবে মজুত করিবার জন্য যে সকল চোরাবাজারের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ শুনা যাইতেছে, তাহা বন্ধ করিবার পক্ষে জনমত গঠিত হইলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার-সমূহ নানা কারণে চোরাবাজার দূর করিবার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। তবে তিনি মনে করেন যে, এদেশে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ গোপনে মজুত করিয়া রাখার মত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা খুব বেশী নাই। তিনি আশা করেন আগামী মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসের পরে বিদেশ হইতে কাগজ আমদানী করার হয়ত সুবিধা হইবে।

ভারতে মিশরের তুলা

মিশর হইতে ভারতবর্ষে ১৫ হাজার গাঁইট তুলা আমদানীর জন্য এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। নূতন বৎসরে মিশর হইতে ভারতে আরও তুলা আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দি

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯২২ সালে

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

আমানত ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

কার্য্যকরী তহবিল ৪,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত)

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা :—

৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড,

২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,

পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

সংবাদপত্রের কাগজ সঙ্কট

প্রকাশ, সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ দুর্ঘট হওয়ায় ভারত সরকার উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ১৯৪২ সালের শেষ ছয় মাসের জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির নিমিত্ত ৯ হাজার ৪ শত টন কাগজ বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মাত্র ১ হাজার টনের মত কাগজ বিদেশ হইতে আসিয়াছে। বিদেশ হইতে কাগজ আমদানী করার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের অভাবে। যদি ভারত সরকার সংবাদপত্র ছাপাইবার কাগজ বিদেশ হইতে আনাইবার অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তাহা হইলে অনেক পত্রিকাকে কাগজ অভাবে প্রকাশ বন্ধ করিতে হইবে।

করপোরেশনের নিয়তম কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু কলিকাতা করপোরেশনের নিয়তম কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা প্রদানের জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে কলিকাতা করপোরেশনকে ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। করপোরেশনের যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ১৫০৲ টাকা বা তাহার কম বেতন পায় তাহারা বাঙ্গলা সরকারের শ্রম বিভাগের কমিশনারের নির্দ্দেশ মত মাগ্‌গী ভাতা পাইবেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় ব্যবস্থা

প্রকাশ, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহ ও বিতরণ করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঞ্জাব সরকার রোহটাক, আম্বালা, জলন্ধর, অমৃতসর, লাহোর, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি, ক্যাম্বেলপুর, মুলতান ও লায়ালপুরে দালাল ও ঠিকাদার মারফৎ ন্যায্য দরে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উক্ত সরকার মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়াছেন যে, তাহারা যেন 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ'কে নগর শুল্ক প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি দেন।

ইজারা ও ঋণদান আইন এবং ভারতবর্ষ

বর্ত্তমানে ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের মারফৎ ইজারা ও ঋণদান ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাজকারবার চালাইয়া থাকেন। ইহার পরিবর্ত্তে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সরকারের মধ্যে সরাসরি পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির জন্য আলাপ আলোচনা চলিতেছে। পরিকল্পিত চুক্তির ফলে ভারতের অবস্থা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মত হইবে। এই দুইটী দেশ ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইজারা ও ঋণদান সম্বন্ধে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সরাসরি চুক্তির ফলে ভারতের এই সম্পর্কে হিসাব নিকাশের সুবিধা হইবে এবং ভারত তাহার নিজ অধিকার বলে শান্তি সম্মেলনে ইজারা ও ঋণদান ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা চালাইবে। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এইরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শীঘ্রই ভারত তাহার বাহিরের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিতে পারিবে এবং ইহা ছাড়া লণ্ডনে প্রচুর পরিমাণ ষ্টার্লিং মজুত রাখিতে সক্ষম হইবে।

পাটের ভবিষ্যৎ

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর ডিসেম্বর মাসের প্রচারপত্রে প্রকাশ যে, ১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৮৮ লক্ষ গাঁইট পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ পাট ব্যবহারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ও ১১৩ লক্ষ গাঁইট। ১৯৪১ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪২ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ভারত হইতে মোট ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ৪ শত টন পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ পাট ও পাটজাত জিনিষপত্রাদি রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪ শত এবং ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭ শত টন।

ভারতে বিদেশ হইতে গম আমদানী

ভারতীয় বণিক সমিতি বড়লাটের নিকট একটী তার প্রেরণ করিয়া অবিলম্বে অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা অন্য কোন দেশ হইতে ভারতে গম আমদানীর ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যাহাতে প্রথম কিস্তিতে অন্ততঃ ২ লক্ষ টন গম আমদানীর বন্দোবস্ত করা হয় তজ্জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ইন্সিওরেন্স অফ ইণ্ডিয়া
লিমিটেড
প্রধান কার্য্যালয় ঃ—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

বোনাস (দ্বিতীবারের ভেলুয়েশন অনুসারে)

মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৩৲ টাকা
আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৬৲ টাকা

সুদের হার শতকরা ৩৷৷০ আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে।

(ব্যয়ের জন্য শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছে। প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগ বাদ দিয়া শতকরা ১৬ ভাগ অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুর হার হাজার করা ৪১)

জীবন বীমা তহবিল (আগষ্ট, ১৯৪২ সাল) ২৫৫,০০০৲ টাকা
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত ২৫৫,০০০৲ টাকা

এজেন্সী এবং বিশেষ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

চেয়ারম্যান ঃ—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর ও ঢাকা।

জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—
ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ ঃ—
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীং
কোম্পানী লিমিটেড্
১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

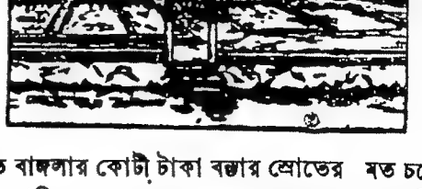

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।
কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস

ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য

গত ২৯শে ডিসেম্বর 'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স' এর কমিটি কাবুলস্থিত বৃটিশ দূতাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য বিভাগের প্রতিনিধি খান বাহাদুর মীরজা মমতাজ খাঁনের সঙ্গে আফগানিস্তানের সহিত ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারত হইতে আফগানিস্তানে সবুজ চা, ঔষধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, সাবান এবং রেশম প্রভৃতির রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা হয়। ভারত হইতে এবং বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশ হইতে আফগানিস্তানে মালপত্রাদি প্রেরণ করিবার ভাড়ার হার যাহাতে হ্রাস করা হয় তৎসম্বন্ধে কমিটী মত প্রকাশ করেন। খান বাহাদুর বলেন যে, রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যানবাহনের মাশুল কমাইবার যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করেন এবং যাহাতে ভারতীয় রপ্তানীকারকদের স্বার্থ বজায় থাকে তৎপ্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

মিত্রশক্তিবর্গের জন্য উত্তর আফ্রিকার কাঁচামাল

প্রকাশ, ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় যে সকল দস্তা, সীসা, কোবাল্ট (ধাতুবিশেষ), ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যাইবে তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রয়োজনের জন্য দেওয়া হইবে। ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া বৃটেনকে লোহা, পাইরাইট, ফস্‌ফেটের পাহাড়, দস্তা, সীসা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যাঙ্গানিজ, কোবালট প্রভৃতি দেওয়া হইবে। উত্তর আফ্রিকার খনিজ সম্পদের মধ্যে ফসফেটের পাহাড় এবং লৌহই প্রধান। বৎসরে গড়পড়তায় উত্তর আফ্রিকায় ৪০ লক্ষ টন অপরিশোধিত ফসফেট এবং ৩০ লক্ষ টন লৌহ পাওয়া যায়।

ভারতে ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

সমগ্র ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের ধান চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ৭ কোটি ১৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) ৭ কোটী ১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সালে) ধান চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ অধিক। স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের কোন কোন অংশে ফসলের ক্ষতি হইয়াছে; তথাপি মোটামুটী ফসলের অবস্থা ভাল বলিয়াই মনে হয়।

ভারতে কঙ্গোর অর্থ নৈতিক মিশন

প্রকাশ, আফ্রিকাস্থ বেলজিয়াম কঙ্গোর একটী সরকারী অর্থ-নৈতিক প্রতিনিধি দল ভারতে আসিবেন। যাহাতে ভারত হইতে বস্ত্র এবং পাট ছাড়াও কঙ্গোতে অন্যান্য ভারতীয় জিনিষপত্রাদি রপ্তানী হয় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। কঙ্গো হইতে ইহার পরিবর্ত্তে ভারতে কাঁচা মাল প্রেরিত হইবে।

বোম্বাই প্রদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন

১৯৪২ সালে বোম্বাই প্রদেশে (দেশীয় রাজ্যসহ) ২ কোটী ২৯ লক্ষ ৬৯ হাজার হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৮ সের) চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ চাউল উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪১·৪ ভাগ বেশী। ১৯৪২-৪৩ সালে গুজরাটের জেলাসমূহে ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০ হন্দর চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে গুজরাটে ১৫ লক্ষ ৪ হাজার ৮ শত হন্দর উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিহার হইতে চিনি, চাউল, গম প্রভৃতি রপ্তানী নিষিদ্ধ

বিহার সরকার এক আদেশ জারী করিয়া অনুমতি ব্যতিরেকে বিহার প্রদেশের বাহিরে ধান, চাউল, গম এবং ছোলা রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পণ্যমূল্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান নিয়ামকের আদেশ ব্যতীত উক্ত প্রদেশের এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চিনি চালান দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

কোলার স্বর্ণ খনির উৎপাদন

১৯৪২ সালের নবেম্বর মাসে কোলার স্বর্ণ খনিতে ১৭ হাজার ৩৯১ আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই

ধুতী ও সাড়ী

পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

—শাখাসমূহ—

ঢাকা, মালদহ, শিলং, রাঁচী, রাণাঘাট, বালী, দেওঘর, রোহনপুর, নাটোর, ঝালদহ, চিটাগড়, রাইগঞ্জ, মালুচী ও নিমাসরাই।

ফোন :—

কলি : ১৮১৮

টেলিগ্রাম—সেফ্‌বণ্ড

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

কারখানা—আচার্য্যরায় নগর (কাঁথি সমুদ্রতীর)

কারখানার প্রসার ও উৎপাদন বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

কারখানার কার্য্যপ্রণালী—

কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্ত্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

বর্দ্ধিত মূলধনে প্রস্‌পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দিল্লীতে গম আমদানীর ব্যবস্থা

প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পাঞ্জাব হইতে দিল্লীতে ১০ হাজার বস্তা গম আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দিল্লী এলাকায় গম বিতরণের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। বাজার হইতে গম যাহাতে অপসারিত না হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

ঝান্সীতে খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

গম সরবরাহের নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ঝান্সীতে প্রত্যেক পরিবারকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য অনুমতিপত্র নিতে হইবে। প্রত্যেকের আহারের জন্য দৈনিক দেড় পোয়া গম ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইবে। অল্প বেতনের কর্ম্মচারীরা তাহাদের পরিবারের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক তিন ছটাক হিসাবে গম কিনিতে পারিবে।

মাদ্রাজ হইতে আলু রপ্তানী নিষিদ্ধ

মাদ্রাজ সরকার মাদ্রাজের বে-সামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ কমিশনারের আদেশ ব্যতিরেকে মাদ্রাজের যে সমস্ত এলাকায় আলু জন্মে সে সমস্ত স্থান হইতে অন্যত্র আলু চালান দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য একটী আদেশ জারী করিয়াছেন।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন

১৯৫১-১৯৫৪

শতকরা ৩ টাকা

এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

চাউল এবং ডাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নিয়ামক জানাইয়াছেন যে, গত ৩০শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা করপোরেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত ৮টী বাজারে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল এবং ডাল বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ হইতে এক ব্যক্তির নিকট মাত্র ৫ সের চাউল এবং ১ সের ডাল এইরূপ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। শীঘ্রই এইরূপ পরিকল্পনানুযায়ী আরও ১৩টী বাজার খোলার বন্দোবস্ত করা হইবে।

সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার ব্যবস্থা

একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পাঞ্জাব সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার একটী সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঞ্জাব এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে উক্ত বিভাগ পাঞ্জাবে গম ক্রয় করিবে। যে সকল এলাকায় ঘাটতি পড়িবে সেই সকল স্থানের এবং সৈন্য বিভাগের জন্য ভারত সরকার গম খরিদ করিতেছেন।

সংবাদপত্রের হরতাল

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মিঃ কে শ্রীনিবাসন জানাইয়াছেন যে, আগামী ৬ই জানুয়ারী ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র-সমূহ তাহাদের প্রকাশ বন্ধ রাখিবে।

ভারত সরকারের কৃষিপণ্য বিভাগীয় পরামর্শদাতা

ভারত সরকার মিঃ বেভিনকে ইহার কৃষিপণ্য বিভাগীয় পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ মিঃ বেভিনকে এই পদের জন্য বিশেষভাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। আশা করা যায় মিঃ বেভিন ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করিবেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় চিকিৎসার উন্নতি

১৯১৩ সালে রাশিয়ায় রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালসমূহে মাত্র ১ লক্ষ ৩৮ হাজার খানা বিছানার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩৭ সালে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫ লক্ষ ৪৩ হাজারখানা হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রতি ৩১৩ জন লোক পিছু হাসপাতালে ১খানা করিয়া রোগীদের বিছানার ব্যবস্থা আছে। বৃটিশ ভারতে ১৯১৪ সালে হাসপাতালে বিছানার সংখ্যা ছিল ৪৮ হাজার ৪৩৫খানা; ১৯৩৪ সালে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র ৭২ হাজার ২৭১খানায় দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ ভারতে ৩ হাজার ৮১০ জন প্রতি ১খানা করিয়া রোগীর বিছানার বন্দোবস্ত আছে। ১৯৩১ সালে রাশিয়ায় লোক-মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ২৮'৩ জন; ১৯১৪ সালে ভারতে প্রতি হাজারে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩০ জন। ১৯২৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার লোক-মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়া প্রতি হাজারে ২০'৯ জন দাঁড়াইয়াছে; পক্ষান্তরে উক্ত বৎসরে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা হইতেছে প্রতি হাজারে ২৬'৭ জন। ১৯১৩ সালে মস্কোতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ২৭০ জন; ১৯২৮-২৯ সালে ইহার হার দাঁড়াইয়াছে প্রতি হাজারে ১২০ জন। ১৯১৪ এবং ১৯৩৪ সালে ভারতে বসন্ত রোগে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে যথাক্রমে ৩'২ এবং ৩ জন; পক্ষান্তরে ঐসময়ে রাশিয়ায় বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা হাজার জন প্রতি হইতেছে যথাক্রমে ৪'৭ এবং ০'৩৭ জন। সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৯১৩, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৯ সালে চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ হাজার ৮ শত, ৯৭ হাজার এবং ১ লক্ষ ১০ হাজার জন। ১৯৪১ সালে ভারতে রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা হইতেছে মাত্র ৪২ হাজার জন এবং শুশ্রূষাকারিণীর সংখ্যা ৩ হাজার ৬৯৭ জন।

পরলোকে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

গত ৩০শে ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ, আইনজ্ঞ ও গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল উড়িষ্যার সম্বলপুর রাজ্যের আইন পরামর্শদাতা ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

ইংলণ্ডে ভারতের পাওনা

প্রকাশ, ইংলণ্ডে ভারতের যে পাওনা হইয়াছে তাহার মধ্যে গত এক বৎসরে ৭ কোটী ষ্টার্লিং পরিশোধ হইয়াও এক্ষণে এইরূপ পাওনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৪ কোটী ষ্টার্লিং। এইরূপ অর্থের পরিমাণ হইতেছে গত বৎসরের পাওনার চেয়ে ১৪ কোটী ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং বেশী।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা।

সেণ্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬

কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ

কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শীঘ্রই নিম্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে।

বাংলা দেশ—মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, সম্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স ঃ

মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল।

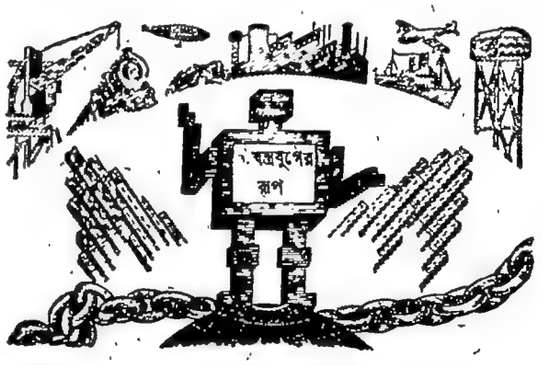

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং কাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসার্-শন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস ঃ—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

কলিকাতায় চাউল ও তেলের দর নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার ২১টি নির্ব্বাচিত বাজারে পুরাতন চাউল নিম্নলিখিত দরে ঠোঙ্গা ছাড়া বিক্রয় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে :—মোটা চাউল—/৫ সের ১।৩ পাই, /১ সের ।৩ পাই ; মাঝারি চাউল—/৫ সের ১।৵৬ পাই, /১ সের ।৬ পাই ; সরু চাউল—/৫ ১।৵৬ পাই, /১ সের ।/৩ পাই। ইহা ছাড়া সরিষার তেলের দর নিম্নহারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে :—কলের তেল ১নং—পাইকারী দর প্রতি মণ—২৭৲ টাকা ; খুচরা প্রতি সের ৸৹ আনা ; কলের তেল ২নং পাইকারী দর প্রতি মণ—২৪।৹ আনা ; খুচরা প্রতি সের—৷৵৬ পাই।

গুড়ের ফাটকা বন্ধ

বাঙ্গলা সরকার গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে গুড়ের ফাটকা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই আদেশ বলবৎ হইবার পূর্ব্বে এই সম্পর্কে যে সমস্ত ফাটকা হইয়া এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই তাহাও এতদ্বারা বাতিল হইয়া যাইবে। এই আদেশ অনুসারে ফাটকা বাজীর জন্য কোন গৃহও ব্যবহার করা চলিবে না।

বাঙ্গলায় খাদ্যসঙ্কট দূর করার ব্যবস্থা

খাদ্য সমস্যা ও উহার সমাধান সম্পর্কে পন্থা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার এক অধিবেশন ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কমিটী বাঙ্গলা সরকারের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করিয়াছেন :—(১) বঙ্গদেশের প্রত্যেক থানা, মহকুমা ও জেলায় এবং কলিকাতার প্রত্যেকটী ওয়ার্ডে সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া জনগণের কমিটী গঠন করিতে হইবে এবং প্রদেশেও অনুরূপ এক কমিটী গঠন করিতে হইবে। (২) খাদ্যদ্রব্য, কেরোসিন, কাপড় এবং জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার অবশ্যই ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) এই সকল দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে। (৪) মাল মজুত করা বন্ধ করিতে হইবে। (৫) গোপনে মাল বিক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। (৬) অধিকতর খাদ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে মনোযোগী হইতে হইবে। কমিটির মতে গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত নীতি গ্রহণ করা উচিত—(ক) যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ (খ) কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা গোপনে বিক্রয় নিবারণ এবং প্রয়োজন হইলে নিম্নমূল্যের হার সংশোধন (গ) ফাটকা নিবারণ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দ্বারা মাল মজুদ করা নিবারণ (ঘ) বাঙ্গলার বাহিরে চাউল রপ্তানী বন্ধ এবং যে সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় ঐ সকল প্রদেশ হইতে সামরিক প্রয়োজন মেটান (ঙ) বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ।

ভারতে তূলা উৎপাদনের পরিমাণ

প্রকাশ, ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন তূলা সহ ৮৪ লক্ষ বেল তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আগামী বৎসরে ৪২ লক্ষ বেল তূলা কলের জন্য ব্যবহৃত হইলেও এবং ভারতের প্রয়োজনে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানীর জন্য যথাক্রমে ৫০ হাজার বেল এবং ৪ লক্ষ বেল তূলা লাগিলেও, ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তূলা উদ্বৃত্ত থাকিবে।

বিহারে ইক্ষুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বিহার সরকার গত ৩০শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২-৪৩ সালের ইক্ষু মাড়ানির অবশিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ইক্ষু ক্রয়ের সর্ব্বনিম্ন দর মণ প্রতি ৷৵০ আনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিহার চিনি কারখানা নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত সেস উক্ত নির্দ্দিষ্ট দরের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

চা ফসল নিয়ন্ত্রণ

চা ফসল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির মেয়াদ ১০ বৎসর পরে আগামী মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে উত্তীর্ণ হইবে। ঐ চুক্তি পুনরায় বলবৎ করার জন্য আলোচনা চলিতেছে।

কানাডায় কাগজ উৎপাদন।

১৯৪০ সালে কানাডায় কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈয়ার করিবার কল ছিল ১০৩টী। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ কল কুইবেক এবং অন্টারিও প্রদেশে স্থাপিত।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

স্বার্থ-সংরক্ষণের এক পরিচালকমণ্ডলী বৈ আর কিছুই নয়। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা (ফোর্টিন পয়েণ্ট) সেখানে স্থান পাইবে কেমন করিয়া? মিঃ ওয়ালেস যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম (economic warfare) থামাইয়া পারস্পরিক অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার আদর্শ আওড়াইয়াছেন। কিন্তু যতদিন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান না ঘটিবে এবং এক জাতি কর্ত্তৃক অপর জাতির শাসন ও শোষণ অব্যাহত থাকিবে, ততকাল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম এবং উহারই অবধারিত পরিণাম স্বরূপ আত্মঘাতী মহাযুদ্ধ বন্ধ করা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নহে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আর কোন দেশে আর একজন হিটলার বা আর কোন নামে আর কোন মতবাদ যাহাতে বিশ্বব্যাপী বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে-সাম্রাজ্যবাদের সুখস্বপ্ন ত্যাগ করিতে হইবে—প্রত্যেক পরাধীন জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্মগত অধিকার দিতে হইবে। নতুবা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তথাকথিত শান্তির সময়টা পরবর্ত্তী মহাযুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন পর্ব্ব হইয়াই রহিবে। এই আসল সমস্যা সম্পর্কে মিঃ ওয়ালেস আদৌ স্পষ্ট নন। এখানেই আমাদের যত আপত্তি, যতকিছু সংশয় ও সন্দেহ। মিঃ ওয়ালেসের পরিকল্পনাও চার্চ্চিল-ইডেন-আমেরী কোম্পানীর ন্যায় কালনেমীর লঙ্কাভাগের ছদ্মবেশী এক সুমার্জ্জিত সংস্করণ নয় তো?

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত।
হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ৷৹ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷৹ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা),
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর হইতে নানা কারণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে বিস্তর অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার ফলে যুদ্ধ এখন ভারতের প্রত্যন্ত দেশে উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত জাতীয় দুর্য্যোগ ও আন্তর্জ্জাতিক দুর্দ্দিন সত্ত্বেও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্কের উপর দেশবাসীর আস্থাই সূচিত হইতেছে।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে ৪০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ৪০ হাজার টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৪৭ টাকা। সর্ব্ববিধ ব্যয় বাদে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছে মোট ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে আয়করবিমুক্ত লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থা বিবেচনায় অর্থাৎ আমানতকারীদের দাবী তৎপরতার সহিত মিটাইবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের নগদ টাকার ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক রাখা হইয়াছে। মোট আমানতের শতকরা ২২ ভাগ অর্থ হাতে ও ব্যাঙ্কে এবং শতকরা ২৮ ভাগ কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি নিরাপদ-জনক ব্যবস্থায় ন্যস্ত রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রচুর অর্থ নিরাপত্তামূলক দাদনে বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি যে খুব সন্তোষজনক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মূলধন, চলতি ও স্থায়ী আমানত জমা প্রভৃতি লইয়া ব্যাঙ্কের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৩৮ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩৫ লক্ষ টাকা; কোম্পানীর কাগজে ৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; পোর্ট ট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতে ৩ লক্ষ টাকা; ঋণদান প্রভৃতিতে ৭৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা; জমি ও ইমারতে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ইত্যাদি।

উপরোক্ত কার্য্যবিবরণী হইতে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উন্নতির ও উহার পরিচালকমণ্ডলীর কর্ম্মদক্ষতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে উহার উপর দেশবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান আস্থা কামনা করি।

নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী

আমরা সুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স জি এস এম্পোরিয়াম লিমিটেড (আফিস ৪৭এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা) ও কাজল কালি প্রস্তুতকারক সুপরিচিত ক্যামিকেল এসোসিয়েসন (কলিকাতা) লিমিটেডের (আফিস—৫৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা) নিকট হইতে নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

কানপুর টেক্সটাইল লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **এলগিন মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা। **নিউ ভিক্টোরিয়া মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **বুলন্দ সুগার কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২২৷৷০ আনা। **রাজা সুগার কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২২৷৷০ আনা। **মেকেঞ্জিস্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

মহারাজগঞ্জ সুগার মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মণ্ডললাল সেকসারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। চিনির ব্যবসা।

জয়পুরিয়া প্রোপার্টিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মাংতুরাম জয়পুরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা জেনারেল মার্চ্চেন্টস্।

কৃষ্ণ উড ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কাঠের ব্যবসা।

রূপশ্রী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২০এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাক। ব্যবসা ছায়াচিত্র প্রস্তুত ও প্রদর্শন।

এইচ দত্ত এণ্ড সন্স (এজেন্সিজ) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—এজেন্সি।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড সায়েন্টিফিক মেশিনারিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি.সি. মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৩, আশু বসু লেন, হাওড়া, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য বিবিধ শিল্পসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের কাজকারবার।

এ, আর, পি,

সাইরেন বাজলেই

আশ্রয় গ্রহণ করুন

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি বেঙ্গল, কর্ত্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২রা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকায় গত ২৮শে তারিখে "আর্থিক জগতের" কোন সংখ্যা বাহির হয় নাই। সুতরাং এবার আমাদিগকে সংক্ষেপে বিগত দুই সপ্তাহ কালের টাকা ও বিনিময় বাজারের হালচালের আলোচনা করিতে হইবে।

টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ব্ববৎ নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। বাজারে টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা মহানগরীর উপর উপর্য্যুপরি তিন দিবস ও আরও দুই দিন বিমান হানা হওয়া সত্ত্বেও টাকার বাজারে তেমন আতঙ্কের ভাব লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কগুলি হইতে আমানত জমা তুলিয়া লইবার অস্বাভাবিক ভীড় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। গত সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ ২ কোটি টাকারও কম দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পূর্ব্বের মতই মন্দার ভাব দেখা যায়। সামান্য পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে মাত্র।

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৵৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের টেণ্ডারসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটী ৯৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৲৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ৫ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৮ই জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে আগামী ৪ঠা জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বিঘোষিত সর্ত্তানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল শতকরা ৯৯৷৷০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতে থাকিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি ৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১৮ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ২৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৹৳ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৹৳ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৹৳ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার জন্য স্থানীয় শেয়ার বাজারে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ বিমান হানা স্বভাবতঃই শেয়ার বাজারের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং শেয়ারের দরেও মন্দার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোনরূপ অস্বাভাবিক তাড়াহুড়া লক্ষিত হয় নাই। প্রথম দিনের বিমানহানা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ কোনরূপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু কয়েকদিন উপর্য্যুপরি বিমানহানার জন্য বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করিয়াছিল। বৃটিশ বাহিনীর

টেলি { গ্রাম : যথেরধন / ফোন ক্যাল ৩৭৩৪

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস :—৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ

স্মরণ রাখিবেন,—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি,
আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।

আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন

বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।

ননী গোপাল দত্ত রায়,
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন।

কালীচরণ সেন,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

ব্রহ্মদেশের ভিতরে অভিযানের সংবাদ বাজারে কতকটা আশার সঞ্চার করিয়াছিল এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৪৸৹ আনা এবং ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে ইহাদের দর যথাক্রমে ৩০।৹ আনা এবং ২১।০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। ৪ঠা জানুয়ারী শেয়ার বাজার খুলিবে এবং ঐ দিন বাজারে শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে মন্দার লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে শেয়ার বাজারের কাজকারবার একটা অচল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে শেয়ার বেচাকেনার যে সকল চুক্তি হইয়াছিল তাহার মধ্যেই কাজকারবার সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। চা-বাগানের শেয়ারের কিছু কিছু বেচাকেনা হইয়াছিল। ৩৷০ টাকা সুদের কোম্পানী কাগজ ৯৩৸৹ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছিল। অন্যান্য বিভাগে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। কাপড়ের কল এবং চিনির কলের শেয়ারের সামান্য চাহিদা ছিল। কলিকাতায় কয়েকবার বিমান হানার জন্য কতক লোক কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অতএব কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে বিশেষ শৈথিল্যের ভাব দেখা যাইবে বলিয়াই সকলে আশঙ্কা করিতেছে।

গত ২২শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময়ে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৭ই ডিসেম্বর—১০২৸৹; ১৮ই—১০২৸০; ২২শে—১০২৸৹। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১৮ই ডিসেঃ—১০০৷৹ ১০০৸০; ২২শে—১০০৷৸০ ১০০৷৹। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই ডিসেঃ—৮০৸০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৮ই ডিসেঃ—৯৯৸৹। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২২শে ডিসেঃ—৯৫।৸০ ৯৫৷৹। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই ডিসেঃ—৯৪৹ ৯৪৸০; ১৮ই—৯৪৲ ৯৪৷৹; ২২শে—৯৪৲ ৯৪৷০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৮ই ডিসেঃ—১০৮৸৹। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২২শে ডিসেঃ—১১০৸০ ১১০।০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২২শে ডিসেঃ—১০৮৸৹। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই ডিসেঃ—১০৪।০; ১৮ই—১০৮৸৹।

ব্যাঙ্ক

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২২শে ডিসেঃ—১২৸০। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৭ই ডিসেঃ—৫৬৷০। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৭ই ডিসেঃ—১০৩৲ ১০৪৲; ১৮ই—১০৩৷০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১৭ই ডিসেঃ—৩১৸০ ৩২।০; ১৮ই—৩১৸৸০। বেঙ্গল ১৭ই ডিসেঃ—৪০১৲; ১৮ই—৪০০৲; ২১শে—৩৯৯৲। ভালগোড়া ১৭ই ডিসেঃ—৫৸৹। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৮ই ডিসেঃ—১৭।০। বরাকর ১৭ই ডিসেঃ—১৪৲; ১৮ই—১৪৲। ধেমো মেইন ১৮ই ডিসেঃ—১৩৹ ১৩।০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২২শে ডিসেঃ—১৭৸০। ইকুইটেবল ১৭ই ডিসেঃ—৩৪৸০; ১৮ই—৩৫৲ ৩৫৸০। ঘুষিক এণ্ড মুন্ড্রিয়া ১৮ই ডিসেঃ—৫৸০; ২২শে—৫৷৸০। লাকুরকা ১৮ই ডিসেঃ—১৪৷০। মুণ্ডলপুর ১৮ই ডিসেঃ—১০।০। নিউবীরভূম ২২শে ডিসেঃ—১৬৷৸০ ১৭৲; (প্রেফ) ২২শে ডিসেঃ—১৬।০। নর্থদামুদা ২১শে ডিসেঃ—৫৸০ ৫৸৸০। পরাসিয়া ১৮ই ডিসেঃ—১৷০ ১৷৸০; ২২শে—১৷০ ১৷৸০। পেঞ্চভেলী ১৮ই ডিসেঃ—৩৬৲। রেওয়া ১৮ই ডিসেঃ—২৯৷০ ৩০।০। সামলা ১৭ই ডিসেঃ—২৸০ ২৸৸০। শিবপুর ১৮ই ডিসেঃ—২৩।০; ২২শে—২২৲। সিঙ্গারান (এ) ১৮ই ডিসেঃ—৩০ ৩।০। সাউথ করণপুরা ২২শে ডিসেঃ—৪৷০। তালচেড় ১৭ই ডিসেঃ—২৸০ ৩৲; ১৮ই—২৸৸০ ২৸০; ২২শে—২৷০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ১৮ই ডিসেম্বর—৯৹; ২১শে—৮৸০; (প্রেফ) ১৭ই—১১৲ ১১৷৸০; ১৮ই—১১৷৸০ ১১৸০; ২১শে—১১।০ ১১।৸০; ২২শে—১১।০। বেণারস কটন ১৭ই ডিসেঃ—৯৲ ৯।০; ১৮ই—৯।০ ৯।৸০। বঙ্গলক্ষ্মী ১৭ই ডিসেঃ—৭৬৲; ১৮ই—৭৫৲। বেঙ্গল নাগপুর কটন ১৭ই ডিঃ—২৬৸০; ১৮ই—২৭।০; ২২শে—২৬৲। কাণপুর টেক্সটাইলস ১৭ই ডিসেঃ—১৫৷৸০ ১৫৸০; ১৮ই—১৫৷৸০ ১৫৸০; ২১শে—১৫।৸০। ডানবার ২১শে ডিসেঃ—২৭০৲; ২২শে—২৬৭৲। এলগিন মিলস্ ১৮ই ডিসেঃ—৪৫।৸০; ২২শে—৪১৲। কেশোরাম ১৭ই ডিসেঃ—১৫৸০ ১৬৸০; ১৮ই—১৬৸০ ১৬।৸০; ২১শে—১৬৲ ১৬৸০; ২২শে—১৪৸০ ১৫।৸০। মহালক্ষ্মী কটন ১৮ই ডিসেঃ—৩০৷০; ২২শে—২৯৷০। নিউ ভিক্টোরিয়া ১৭ই ডিসেঃ—৮।০ ৮।৸০; ১৮ই—৭৸০ ৮৸০; ২১শে—৮৲; (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১১৷৸০ ১১৸০।

ইলেকট্রীক

বেণারস ইলেকট্রীক ১৮ই ডিসেম্বর—১৫৸০ ১৫৸৸০। অক্সলপুর ইলেকট্রীক ১৮ই ডিঃ—১৬৷৸০। আপার যমুনা ইলেকট্রীক ২২শে ডিঃ—১২।০ ১২।৸০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ১৭ই ডিসেঃ—২৸৸০; ১৮ই—২৸৸০; ২১শে—৩৸০ ৩।০; ২২শে—৩৲ ৩৸০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৭ই ডিসেঃ—২।০ ২।৸০; ১৮ই—২।০ ২।৸০; ২১শে—২।০; ২২শে—২৸০ ২৸০। রোডেসিয়া কপার ১৭ই ডিসেঃ—১।৸০; ১৮ই—১।০।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৭ই ডিসেম্বর—১২।৸০ ১২৷৹; ২২শে—১২৷০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৮ই ডিসেম্বর—১৫৸০ ১৫৸৸০ (ডেফার্ড) ১৮ই ডিসেম্বর—৪।০; ২১শে—৪।০ ৪।৸০।

পাটকল

আদমজী ১৭ই ডিসেম্বর—২৭৸০। আগরপাড়া ১৭ই ডিসেম্বর—২৩৸৸০; ১৮ই—২৩৸৸০ ২৩৷০; ২২শে—২৩৷৸০। এলবিয়ন ১৭ই ডিসেম্বর—২০৬৲; ২১শে—১৯২৲ ১৯৯৲। এংলো ইণ্ডিয়া ১৭ই ডিসেম্বর—৩৪৯৲ ৩৫২৲; ১৮ই—৩৩৯৲ (প্রেফ) ২১শে ডিসেম্বর—১৬৩৲। অকল্যাণ্ড ১৮ই ডিসেম্বর—১৭৯৲। বালি ১৮ই ডিসেম্বর—২৬৪৲ ২৬৫৲; ২২শে—২৫১৲ ২৫৫৲। বরানগর ২১শে ডিসেম্বর—১০২৲। বেলভেডিয়ার ১৮ই ডিসেম্বর—৪১৫৲। বিরলা ১৭ই ডিসেম্বর—৩৮৷০। বজবজ ১৭ই ডিসেম্বর—৩৭৫৲; ২২শে—

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।

শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।

পৃষ্ঠপোষক—কুমার বিশ্বনাথ রায়

আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও
পৃষ্ঠপোষকগণকে
নববর্ষের
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
কুমিল্লা

অন্যান্য অফিস :
কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থানে

৩৫৮৲। কেলিডনিয়ান ২২শে ডিসেঃ—৩৬৫৲। চাঁপদানী ১৭ই ডিসেঃ—১৯০৲; ১৮ই—১৮৩৲। সেভিয়ট ২২শে ডিসেঃ—১৮০৲; (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৫৮৲। ডালহৌসী ১৭ই ডিসেঃ—২২৯৲ ২৩১৲; ১৮ই—২৩০৲; (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১৬৪৲। এম্পায়ার (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১৫০৲। ফোর্ট উইলিয়ম ২১শে ডিসেঃ—২৪০৲। গ্যাঞ্জেস ২২শে ডিসেঃ—৩৩৫৲। গোন্দলপাড়া ১৭ই ডিসেঃ—১২৬০৲ ১২৬৫৲। গৌরীপুরী ২১শে ডিসেঃ—৭০০৲ ৭০৩৲। হুগলী ১৮ই ডিসেঃ—৭১৲; (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—২০৵০। হাওড়া ২২শে ডিসেঃ—৫৩৸০; ('এ' প্রেফ) ২১শে ডিসেঃ—১৫১৲ ১৫১৷০। হুকুমচাঁদ ১৭ই ডিসেঃ—২০৷০ ২০৸০; ১৮ই—২০৵০ ২০৷৵০; ২১শে—১৯৸০; ২২শে—১৯৷৵০; (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৫৯৲। ইণ্ডিয়া ১৭ই ডিসেঃ—৪৩০৲; ১৮ই—৪৩০৲ ৪৩৩৲; ২১শে—৪২০৲ ৪২৮৲; ২২শে—৪১৫৲ ৪২১৲। কামারহাটী ২১শে ডিসেঃ—৪৯০৲ ৪৯৫৲। কাকনাড়া ১৭ই ডিসেঃ—৩৩৬৲ ৪০০৲; ১৮ই—৪০০৲ ৪০২৲। কেলভিন ১৭ই ডিসেঃ—৫৫৫৲; ২২শে—৫৪২৲। কিনিসন ১৮ই ডিসেঃ—৩৩৮৲ ৩৪১৲; ২১শে—৩৩৩৲; ২২শে—৩২৭৲। লরেন্স ১৮ই ডিসেঃ—২৩৬৲। লোথিয়ান ২২শে ডিসেঃ—২৩৫৲। মেঘনা ১৮ই ডিসেঃ—৬৩৲। নস্করপাড়া ২২শে ডিসেঃ—১৮৸০। ন্যাশনাল ২১শে ডিসেঃ—২৪৲ ২৪৵০; ২২শে—২২৷৵০ ২৩৷০; (প্রেফ) ২২শে ডিসেঃ—১৬৬৲। নেলিমার্লা ১৮ই ডিসেঃ—১৫৷০; ২২শে—১৪৷০। নর্থব্রুক (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৪২৲। নদীয়া ১৭ই ডিসেঃ—৭১৷০ ৭৩৲; ১৮ই—৭১৲ ৭৩৲; ২১শে—৭১৲। ওরিয়েণ্ট ২২শে ডিসেঃ—১৭৯৲। প্রেসিডেন্সী ১৭ই ডিসেঃ—৫৸০ ৬৲; ১৮ই—৫৸০ ৫৸৵০; ২২শে—৫৷০। রিলায়েন্স ১৮ই ডিসেঃ—৫৬৲ ৫৬৷৵০; ২১শে—৫৪৷০। সুরা (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৩৪৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ১৭ই ডিসেঃ—১৪৷০; ১৮ই—১৪৷০; ২২শে—১৪৲; (কটি) ১৭ই ডিসেঃ—১৭৷৵০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১শে ডিসেঃ—২২২৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার (অর্ডি) ১৭ই ডিসেঃ—১৪৵০; ২২শে—১৩৸০। ভারতীয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ১৭ই ডিসেঃ—১৭৷৵০; ২১শে—১৬৸০; ২২শে—১৩৸০। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক কনষ্ট্রাকসন ১৮ই ডিসেঃ—১১৲০ ১১৵০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২১শে ডিসেঃ—৩৩৮৲; ২২শে—৩৩৮৲ ৩৪০৲; (৭৲ স্যুদের প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১৬১৷০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭ই ডিসেঃ—৩২৸০ ৩২৸৵০ ৩২৸৶০ ৩৩৲ ৩৩৵০ ৩৩৵৵০ ৩৩৶০ ৩৩৷০ ৩৩৷৵০ ৩৩৷৵০; ১৮ই—৩২৲ ৩২৵০ ৩২৷৵০ ৩২৸০ ৩৩৲ ৩৩৵০; ২১শে—৩২৷৶০ ৩২৷৷০ ৩২৷৵০ ৩২৸০ ৩২৸৵০ ৩২৸৶০ ৩৩৲; ২২শে—৩০৷৵০ ৩০৷৷০ ৩০৸০ ৩০৸৵০ ৩০৸৵০ ৩১৵০ ৩১৵০ ৩১৶০ ৩১৷০ ৩১৷৵০ ৩১৷৵০ ৩১৷৶০ ৩১৷৷০ ৩১৷৵০ ৩১৸০। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৭ই ডিসেঃ—২০৷৷০; ২১শে—১৯৸০; ২২শে—১৯৷৵০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ১৭ই ডিসেঃ—৬৶০ ৬৷৷০; ১৮ই—৬৷০ ৬৷৵০; ২১শে—৫৸০ ৬৵০; ২২শে—৫৸০; (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১৭৩৲; ২২শে—১৭৩৷৷০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭ই ডিসেঃ—১২৷৵০ ১২৷৷০; ১৮ই—১২৷০ ১২৷৵০; ২২শে—১২৲ ১২৵০। ষ্টীল করপোরেশন ১৭ই ডিসেঃ—২৩৸০ ২৪৲ ২৪৵০ ২৪৶০ ২৪৷৷০ ২৪৷৷৵০; ১৮ই—২৪৲ ২৪৶০ ২৪৷০ ২৪৷৵০; ২১শে—২৩৷৵০ ২৩৶০ ২৩৷৷০ ২৩৷৷৵০ ২৩৷৵০ ২৩৸০ ২৩৸৵০ ২৩৸৶০ ২৩৸৶০; ২২শে—২১৷৵০ ২১৷৷০ ২১৷৷৵০ ২১৷৷৵০ ২১৷৶০ ২১৸০ ২১৸৵০ ২২৲ ২২৵০ ২২১৵০ ২২১৵০ ২২১৶০ ২২৷৷০ ২২৸০; (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১১৮৲। ষ্টীল প্রডাক্টস ১৭ই ডিসেঃ—৭৷৵০ ৭৷৷৵০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৮ই ডিসেঃ—১৬৩৲ ১৬৫৲; ২২শে—১৫৭৲। মহীশূর পেপার ১৮ই ডিসেঃ—২০৲ ২০৷০; ২২শে—১৯৸০। ওরিয়েণ্ট পেপার ১৭ই ডিসেঃ—২৫৷০ ২৫৷৵০; ১৮ই—২৫৵০ ২৫৶০। শ্রীগোপাল পেপার ১৭ই ডিসেঃ—১৯৷০; ১৮ই—১৯৷০ ১৯৷৷০। ষ্টার পেপার ১৮ই ডিসেঃ—১৯৷০ ১৯৷৷০; ২১শে—১৯৷০। টিটাগড় পেপার ১৭ই ডিসেঃ—২২৷৷৵০ ২২৸০; ১৮ই—২২৸০ ২২৸৶০; ২১শে—২২৷৵০ ২২৷৷৵০; ২২শে—২১৷৷০ ২২৷৵০; (প্রেফ অর্ডি) ১৭ই ডিসেঃ—৫৷৷০।

চিনির কল

বলরামপুর ২১শে ডিসেঃ—১২৷৵০। বুলাণ্ড ১৭ই ডিসেঃ—৪১৲ ৪১৷৷০; ২১শে—৪১৷৷০। কেরু এণ্ড কোং ১৭ই ডিসেঃ—১৪৸০ ১৪৸৵০ ১৮ই—১৪৸০ ১৪৸৵০; ২২শে—১৪৷৷৵০; (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৫৩৲। কাণপুর ১৮ই ডিসেঃ—৩০৵০। চম্পারণ ১৭ই ডিসেঃ—২৪৸০; ১৮ই—২৪৸০ ২৫৲; ২১শে—২৪৷৷০ ২৪৷৷৵০; ২২শে—২৪৷৵০ ২৪৷৷০। দারভাঙ্গা ২২শে ডিসেঃ—১৮৷৵০। গোরাশিয়র সুগার ১৭ই ডিসেঃ—২০০৲; ১৮ই—১৯৫৲। রাজা ১৮ই ডিসেঃ—৩৯৷০। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ১৭ই ডিসেঃ—১৫৸০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকায় ২১শে ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি আমরা পাটের বাজারের হালচাল সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, ইতিমধ্যে পাটের বাজারে এমন কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই যাহাতে সবিস্তারে কিছু বলিবার আছে। পাটের বাজারে পূর্ব্ববৎ একটানা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। শীঘ্র যে অবস্থার কোন সন্তোষজনক পরিবর্ত্তন হইবে সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা মনে হয় না। অধিকন্তু ৭৷৷০ কোটি বালুর বস্তার অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়ায় বাজারে দারুণ নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদেশিক চাহিদাও নৈরাশ্যজনক। কলিকাতায় বিমান হানার ফলে কোন কোন বিক্রেতা চড়া দামে মাল বেচিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রেতার অভাবে তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যে কাজকারবার হইয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্য। ১১নং পোর্টার চটের দর ২৩৸০ আনা হইয়া হ্রাস পাইয়া ২১৸ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সপ্তাহের শেষভাগে কিছুটা চড়তির ভাব দেখা গেলেও পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিবার মত ভরসা দেখা যায় না। পাকা বেল বিভাগে কোনরূপ তৎপরতার ভাব লক্ষিত হয় নাই। কাঁচা বেল বিভাগে পাটের দরে একটা ক্রমাবনতি লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ অতি সামান্য। মফঃস্বলের বাজার

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ. (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

হইতে এতাবৎ যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, কলিকাতার বাজারে মন্দার ভাব থাকার ফলেই হউক কিংবা অন্যান্য কারণেই হউক মফঃস্বলের বাজারেও পাটের দরে অবনতি ঘটিয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ, ইউরোপীয় ক্রেতারা পাট ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় বাজারের অবস্থা কিছুটা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে অপরিবর্ত্তনের ভাব লক্ষিত হয়। সরবরাহ নাই বলিলেই হয়। সুতরাং কাজকারবারের পরিমাণ সামান্য। কাপড়ের দর কোথাও হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখা যায় না। মিল মালিকগণের অনমনীয় মনোভাবের ফলে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতের সর্ত্তে কাজকারবারে অগ্রসর হইতে আদৌ উৎসাহিত হন নাই; এরূপ পরিস্থিতিতে কলিকাতায় পর পর জাপানী বিমানহানা হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বড়দিনের বাজারে কাপড়ের দর হ্রাস পায় নাই। বহু বিঘোষিত ও বহু প্রত্যাশিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এখনও বিক্রয়ার্থ বাজারে দেখা দেয় নাই। শীত বস্ত্রের বিভাগে পূর্ব্ববৎ মন্দার ভাব দেখা যায়। শীত বস্ত্রের মজুত ও সরবরাহ এবার এতই কম এবং দর এতই বেশী যে ক্রেতামহল সাধারণতঃ দরদস্তুর করিতেও সাহসী হইতেছে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে সোণা ও রূপার দর ছিল নিম্নরূপ :—

বোম্বাই—প্রতি ভরি রেডি সোণা—৬৫।৵০ আনা।

কলিকাতা—প্রতি ভরি পাকা সোণা—৬৪।৵০ আনা। বড়াল বার প্রতি ভরি—৬৪।৵০ আনা, প্রতিটী গিনি—৪৭৵০ আনা।

লণ্ডন—প্রতি আউন্স পাকা সোণা—৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং।

রূপা

বোম্বাই—প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা—১০২৷৷০ আনা।

কলিকাতা—প্রতি একশত তোলা রূপা—৯৬৷৷০ আনা। খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা—৯৬৸০ আনা।

লণ্ডন—প্রতি আউন্স স্পট রূপা—২৩½ পেন্স।

নিউ ইয়র্ক—প্রতি আউন্স স্পট রূপা—৪৪¾ সেণ্ট।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

রেড়ির খৈল—গত সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজারে স্থিরভাব লক্ষিত হইয়াছিল। কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৪৲ টাকা হইতে ৪৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনাসহ) ৮৸০ আনা হইতে ৮৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা রেড়ির খৈল কিনিবার জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছিল।

সরিষার খৈল—পূর্ব্ব সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ৩৲ টাকা হইতে ৩৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপর পক্ষে সরিষার খৈল ব্যবসায়ীরা প্রতি দুইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা ধার্য্য করিয়া) ৬৸০ আনা হইতে ৬৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। সরিষার খৈলের বাজারে কাজকারবারে কতকটা অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল; কিন্তু সরিষার খৈলের আমদানী সীমাবদ্ধ থাকার জন্য ইহার দরে দৃঢ়তার ভাব দেখা গিয়াছিল।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার কৃষিজাত দ্রব্যাদির দরের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর—গম (চান্দৌসী) প্রতিমণ—১৮৲; আটা প্রতি মণ—২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা; বাকতুলসী ধান (পুরাতন) প্রতি মণ—৯৷৷০ আনা; পাটনাই ধান (নূতন) প্রতি মণ—৬৷৷০ আনা হইতে ৭৲ টাকা; মোটা ধান (নূতন) প্রতি মণ—৪৷৷০ আনা হইতে ৫৲ টাকা; বাকতুলসী চাউল (সরু পুরাতন) প্রতি মণ—১৪৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা; পাটনাই চাউল প্রতি মণ—১২৲ টাকা হইতে ১৩৲ টাকা; মোটা চাউল প্রতি মণ—১১৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ—২৮৲; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৯২৲ হইতে ১০৬৲ টাকা; 'আগমার্ক' ঘি প্রতিমণ—১০৪৲; ১নং চিনি প্রতি মণ—২৪৲; ২নং চিনি প্রতি মণ—২১৲; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি—(ক) শ্রেণী ২৲, (খ) শ্রেণী—১।০ আনা, (গ) শ্রেণী—১৲, (ঘ) শ্রেণী ৸৵০; হাঁসের ডিম (সাধারণ শ্রেণী) প্রতি কুড়ি—৸৵০ আনা; বিহারের আলু প্রতি মণ—৮৲; ফরোক্কাবাদের আলু প্রতি মণ—১২৲; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা; রোহিত মাছ প্রতিমণ—৩০৲ হইতে ৩৫৲; চিংড়ী মাছ প্রতি মণ—২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা; সবরী কলা প্রতি ডজন—।৵০ আনা হইতে ।৵০; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৬ পাই হইতে ।৵৬ পাই; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি ১৫৲ টাকা।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে কলিকাতার চামড়ার বাজার মুসলমানদের ঈদপর্ব্ব উপলক্ষে চারদিন বন্ধ ছিল। চামড়ার কাজকারবার সন্তোষজনক ছিল এবং ইহার দর অনেকটা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৬১ হাজার টুকরা ৬৫৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা; ঢাকা-দিনাজপুর ৬২ হাজার ২ শত টুকরা ৮০৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা এবং আর্দ্র লবণাক্ত ১৪ হাজার টুকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—রাঁচি আর্সেনিক শুকনো ১ শত টুকরা ১২৷৷০ আনা, দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৭ শত টুকরা ১০৲ টাকা হইতে ১০৷৷৵০ আনা, আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৩ হাজার ৩ শত টুকরা ১২৫৲ টাকা হইতে ১৯০৲ টাকা প্রতি কুড়ি হিসাবে, আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ২ হাজার ৪ শত টুকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা; আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ১ হাজার ৯ শত টুকরা ।০ আনা হইতে ।৩ পাই এবং আর্দ্র-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৩ শত টুকরা ।৵৩ পাই হইতে ।৵০ আনা।

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা
—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিস সমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।

চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

পপুলার টাইপ রাইটিং কোং লিঃ
হেড আফিস ম্যাঙ্গালোর
চীফ্ এজেন্টস্ — ফোন-ক্যাল ১৮০৮
মেসার্স এইচ্ কে. বানার্জ্জী এণ্ড সন্স
১০, ক্লাইভ রো কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

জাতীয়তায়—

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১১ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৪শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬১৭-৬১৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬২৪-৬৩৩
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৬২০	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৬৩৪
মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়া	৬২১	বাজারের হালচাল	৬৩৫-৬৩৮
বাঙ্গলা দেশে কাঁচামালের যোগান	৬২২-৬২৩		

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের একান্ত আবশ্যকতা

পাট বুনিবার নূতন মরশুম নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের দিক হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গলা সরকার এবার পূর্ব্ব হইতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি করিবেন, ইহাই লোকে আশা করিতেছে। কিন্তু সেরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন দূরের কথা, এবৎসর (১৯৪৩ সাল) পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কৃষিমন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের আহ্বানে সম্প্রতি এ সম্পর্কে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ একটি বৈঠক হইয়াছিল। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক প্রমুখ ব্যক্তিগণ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বৈঠক সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আসল ব্যাপার সম্পর্কে কোন কিছু কার্য্যনীতি স্থির হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না। আমরা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের এইরূপ টালবাহানার কোন অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার দেখাইয়াছি যে, গত বৎসর এদেশে যেরূপ বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং এবৎসর এদেশে ও বিদেশে পাটের কাটতি সম্পর্কে যেরূপ অসুবিধা দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার পাটের চাষ গতবারের তুলনায় বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। পাটকল-গুলির কাজের সময় যে ভাবে হ্রাস করা হইয়াছে তাহাতে সারা বৎসর রীতিমতভাবে কাজ হইলেও ঐ সমস্তের প্রয়োজনে ৭০ লক্ষ বেলের বেশী পাট ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে পাটকলগুলিতে ঐ পরিমাণ পাট কাটতি হওয়াও অসম্ভব। কলিকাতায় বিমান আক্রমণ সুরু হওয়ার সঙ্গে চটকলের মজুরেরা কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভবিষ্যতে আক্রমণের প্রাবল্য বাড়িলে মজুরের অভাবে পাটকলের কাজ পরিচালনা খুবই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই পাটকলসমূহ বৎসরে ৭০ লক্ষ বেল পাট কাটতি হওয়া দূরের কথা, তাহাতে যে ৫০ লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইবে তাহারও ভরসা নাই। জাহাজের অভাবে বাহিরে পাটের রপ্তানী ইতিমধ্যে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এখন আর বৎসরে ১০ লক্ষ বেলের বেশী পাট বাহিরে রপ্তানী করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ অবস্থায় চটকলের প্রয়োজন ও বাহিরে সম্ভবপর রপ্তানী মিলাইয়া এখন সারা বৎসরে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতির সুবিধা নাই বলা চলে। ১৯৪২ সালের উৎপন্ন ৯০ লক্ষ বেল ও ১৯৪১-৪২ সালের উদ্বৃত্ত ৪০ লক্ষ বেল পাট লইয়া ১৯৪২-৪৩ সালে বাজারে পাটের মোট যোগান দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ বেল। বর্ত্তমানে পাটের কাটতি যেভাবে সকল দিক দিয়াই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে ১৯৪৩-৪৪ সালে ঐ পাটের মধ্যে যে বিস্তর পাট উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাঙ্গলার কৃষক-দিগকে জলের দরে পাট বিকাইতে হইয়াছে। চাহিদার তুলনায় যোগান কম বলিয়া এখনও বাজারে পাটের দর বাড়িতেছে না। এইরূপ অবস্থায় চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় গত বৎসরের

মত বেশী পাট চাষ করিবার সুবিধা দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। ১৯৪২ সালে ২৭ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করার ফলে বাঙ্গলায় ৮০ লক্ষ বেল (অন্যান্য প্রদেশ মিলাইয়া মোট ৯০ লক্ষ বেল) পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। বাজারে এবার যেরূপ বেশী পাট উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা আছে এবং আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে পাটের চাহিদা যেরূপ কম হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে তাহাতে আমাদের মতে চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় নূতন পাটের চাষ গতবারের তুলনায় কমপক্ষে অর্দ্ধেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। কেবল পাটের বেশী মূল্য পাওয়ার জন্যই নহে অন্য আর একটি কারণেও এবার বাঙ্গলায় পাটের জমি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। চাহিদার তুলনায় যোগান কম পড়ায় দেশে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা দিয়াছে। চলতি ১৯৪৩ সালে পাটের চাষ অর্দ্ধেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহার ফলে ধানের জমি বাড়িয়া দেশে বেশী চাউল উৎপন্ন হইবে। ফলে খাদ্য সমস্যার কতকটা প্রতিকার হইবে। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়াই আমরা বাঙ্গলা সরকারকে অবিলম্বে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

খুচরা মুদ্রার দুর্ভিক্ষ

ইদানীং সিকি, দুয়ানী, একআনী প্রভৃতি খুচরা মুদ্রার অভাবে জনসাধারণের যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা হইতেছে। কিন্তু অবস্থার কোন প্রতিকার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে নোট, এক টাকার নোট ও রৌপ্য মুদ্রা মিলিয়া দেশে মুদ্রার প্রচলন দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু এবং পণ্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে একসঙ্গে অধিক পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া উঠায় দেশে খুচরা মুদ্রার প্রয়োজন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আড়াই বৎসর কালের মধ্যে প্রায় ১২ কোটি টাকার খুচরা মুদ্রা বাজারে ছাড়িয়াছেন। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় উহা প্রায় আড়াইগুণ বেশী। কিন্তু গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমানে খুচরা মুদ্রার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইতেছেন না। প্রকাশ যে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রোঞ্জ ও তাম্রের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ খুচরা মুদ্রা দিতে সমর্থ হইতেছেন না।

সাধারণতঃ বাজারে কোন জিনিষের অভাব ঘটিলেই জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া উহা এরূপভাবে মজুদ করিতে আরম্ভ করে যাহার ফলে উক্ত জিনিষের অভাব আরও মারাত্মক হইয়া উঠে। খুচরা মুদ্রার ব্যাপারেও তাহাই ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে লোকে ইচ্ছামত টাকা, নোট ইত্যাদি ভাঙ্গাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ হইত। কাজেই ঘরে অধিক পরিমাণ খুচরা মুদ্রা জমাইয়া রাখার কেহ প্রয়োজনবোধ করিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে উহার অভাব দেখিয়া যাহার হাতে খুচরা মুদ্রা পড়িতেছে সে কিছুতেই পারতপক্ষে উহা খরচ করিতেছে না। উহার ফলে বাজারে খুচরা মুদ্রার অভাব দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এদেশে এমন এক সময় গিয়াছে যখন বাজারে রৌপ্য মুদ্রার চূড়ান্তরূপ অভাব ঘটিয়াছিল। এ সময়ে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তিদের ক্রমাগত পরাজয় ঘটাতে নোটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং রৌপ্যমুদ্রা ঘরে থাকিলে অন্ততঃ উহা গালাইয়া রূপার দরে বিক্রয় করিলে কিছু পাওয়া যাইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বহু লোক রৌপ্যমুদ্রা মজুদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এক টাকার নোট বাহির করিয়া এই সমস্যার অনেকটা সমাধান করেন। আর এক সময়ে দেশে তামার পয়সার চূড়ান্তরূপ অভাব ঘটে। উহার কারণ এই যে ঐ সময়ে বাজারে তামার দর এত চড়িয়া গিয়াছিল যাহার ফলে এক টাকার তামার পয়সা গালাইয়া তাহা তামার দরে বিক্রয় করিয়া এক টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যাইত। পয়সার এই সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয় নাই। কিন্তু খুচরা মুদ্রার বর্ত্তমানে যে অভাব ঘটিয়াছে তাহার সহিত রৌপ্যমুদ্রা বা তাম্রমুদ্রার অভাবের মূলীভূত কারণের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রোঞ্জ ও সীসা নির্ম্মিত এক-আনী দুয়ানী বা সিকি মজুত করিলে ভবিষ্যতে উহা হইতে লাভ হইবে—এরূপ মনে করিবার মত নির্ব্বুদ্ধিতা জনসাধারণের আছে, উহা আমরা বিশ্বাস করি না। খুচরা মুদ্রার অভাব হেতু পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যাইবে না, এই ভয়ে জনসাধারণ উহা প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে মজুদ করিয়া রাখিতেছে এবং এজন্যই বাজারে উহার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

একমাত্র গবর্ণমেণ্টেই এই অবস্থার প্রতিকার করিতে সমর্থ। যদি ব্রোঞ্জের একান্তই অভাব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন মিশ্রধাতু দ্বারা সিকি দুয়ানী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা বাজারে ছাড়িতে পারেন। এই ভাবে কিছুদিন প্রয়োজনানুরূপ-ভাবে বাজারে খুচরা মুদ্রা ছাড়িলে জনসাধারণের ভয় বিদূরিত হইবে এবং যাহার হাতে যত খুচরা মুদ্রা জমিয়া আছে তাহা পুনরায় বাজারে প্রচলিত হইয়া উহার স্বচ্ছলতা ঘটিবে। সুতরাং ব্রোঞ্জ ও তামার পরিবর্ত্তে অন্য কোন সহজলভ্য মিশ্রধাতু দ্বারা অবিলম্বে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সিকি, দুয়ানী, একআনী, পয়সা ইত্যাদি বাজারে বাহির করিবার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমানে খুচরা মুদ্রার অভাবে কেবল যে দরিদ্র জনসাধারণেরই অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ নহে, উহার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। উহার ফলে গবর্ণমেণ্টেরও কম ক্ষতি হইতেছে না।

বস্ত্র-সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার

সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান হ্রাস পাইয়া দেশে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া সম্প্রতি তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত চেম্বার বলিতেছেন, ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে এদেশে সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর দিকে ঐ সাল হইতে বাহিরেও বেশী পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে। ফলে দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের যোগান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানীজনিত স্বাভাবিক চাহিদা ও সাধারণ সামরিক প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতে কাপড়ের মোট যোগানের মধ্যে ৪০৩ কোটি ৪৪ লক্ষ গজ দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে একদিকে সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া ও অপরদিকে উহার রপ্তানী বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের লোকের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান কমিয়া ৩৯৩ কোটি ২২ লক্ষ গজ হয়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা আরও হ্রাস পাইয়া ৩৫০ কোটি ১৯ লক্ষ গজ দাঁড়ায়। ১৯৪১-৪২ সালে তাহা ২৬৮ কোটি ৯৩ লক্ষ গজে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তবে ফেডারেশন অব চেম্বার দেখাইয়াছেন যে, সামরিক প্রয়োজন ও রপ্তানী ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গেই যে সকল শ্রেণীর ব্যবহার্য্য বস্ত্রের যোগান সমভাবে কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে।

এদেশের দরিদ্র লোকেরা সচরাচর যেসব শ্রেণীর কাপড় ব্যবহার করে, বিশেষ করিয়া দেশে সেই সব শ্রেণীর বস্ত্রেরই অভাব ঘটিতেছে। কেননা সামরিক কারণে যে বস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে মুখ্যতঃ তাহা সাধারণ শ্রেণীরই বস্ত্র। এই অবস্থায় আজ দেশে দরিদ্র জনসাধারণের পরিধেয় বস্ত্র যে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্র কি? বর্ত্তমানের এই বস্ত্র সঙ্কটের প্রতিকারের নিমিত্ত ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার্স অব্ কমার্স প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে সামরিক প্রয়োজনে সাধারণ শ্রেণীর বস্ত্রের ব্যবহার যথাসম্ভব সঙ্কোচ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এদেশ হইতে বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ এদেশের কাপড়ের কলে ও এদেশের তাঁত-সমূহে যাহাতে সরেস শ্রেণীর বস্ত্রের বদলে এখন হইতে বেশী পরিমাণে সাধারণের ব্যবহার্য্য ধুতি প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন। এই সব নির্দ্দেশ আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়া মনে করি। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের চূড়ান্ত দুঃখ দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া অচিরে ঐসব নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্যে ব্রতী হইলে আমরা সুখী হইব।

সংখ্যাতথ্য সম্মেলন

বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় সংখ্যাতথ্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার সুচিন্তিত বক্তৃতায় ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকলের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন—আধুনিক জগতে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে যাবতীয় পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হইতেছে সংখ্যাবিবরণ। সেজন্য পাশ্চাত্যের সমস্ত উন্নতিশীল দেশসমূহেই নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বেশী রকম জোর দেওয়া হইতেছে। সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহের পদ্ধতিও সেখানে খুব উন্নত। কিন্তু ভারতবর্ষে সে ধরণের প্রচেষ্টা আজও বিশেষ কিছু হইতেছে না। এদেশের লোকের সমাজ জীবন ও অর্থ-নৈতিক জীবন সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদির যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশের ধনসম্পদ, এদেশবাসীর জাতীয় আয়ের পরিমাণ, এদেশে জনপিছু ট্যাক্সের হার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য বরাদ্দ প্রস্তুত হয় নাই। কৃষিপণ্য ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা না থাকায় এদেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা অনেক সময়ই খুব কঠিন হইয়া পড়ে। ভারতের অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় অর্থ-নৈতিক তথ্যাদির অভাব আরও বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রয়েল এগ্রিকালচারেল কমিশন, বেঙ্গল জুট এন্‌কোয়ারি কমিটি, পেডী এন্‌কোয়ারি কমিটি ও ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন সমস্তই এই অভাব সম্পর্কে বিশেষভাবে মন্তব্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এদেশে নানা বিষয়ে সংখ্যা-তথ্য সংগ্রহের যেটুকু ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যা-বিবরণ সংগ্রহের জন্য মুখ্যতঃ সরকারী রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন। রাজস্ব বিভাগের মারফতে পল্লী অঞ্চলের যে বিবরণ সংগৃহীত হয় গ্রাম্য চৌকিদার ও গ্রাম্য তহশীলদারগণই তাহার প্রধান বাহন। ফলে এই সমস্ত বিবরণে বাস্তব সত্যের বদলে কল্পনার আতিশয্যই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে।

এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যাবিবরণের অভাব ও অব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব হিসাবে তিনি এবিষয়ে কোন সুসঙ্কল্পিত সরকারী কার্য্যনীতি অবলম্বনের আভাষ দিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকারের বক্তৃতায় সেরূপ কোন আভাষ একেবারেই নাই। গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের মত জরুরী ব্যাপারে এই বিরাট দেশের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি আশা করা যায় না। দেশের অর্থ-নৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন কোন দিক দিয়া এবিষয়ে কিছু কিছু উদ্যোগ অবশ্যই দেখাইতে পারেন। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া একটা সুসঙ্গত কার্য্যনীতি অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও আগ্রহ-তৎপরতা একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে সেই দরকারী কথাটা আমরা বাণিজ্য সচিব মহোদয়কে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

অক্টোবর মাসের বহির্ব্বাণিজ্য

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত অক্টোবর মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমদানী ও রপ্তানী—এই উভয়বিধ বাণিজ্যে স্পষ্ট অবনতির ভাব লক্ষিত হয়। গত ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসের ১৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। অবশ্য গত বৎসরের সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনামূলক হিসাব করিতে গেলে ইতিমধ্যে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করার পর এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত ভারতের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত নিরাপত্তার অভাবে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য বেশ কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে ঐ অবনতির ভাব কাটাইয়া উঠিয়া উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার পণ্য আসিয়াছে। তৎপরবর্ত্তী মাসের অর্থাৎ গত অক্টোবরের আমদানীর পরিমাণ আলোচ্য বিবরণ দৃষ্টে হ্রাস পাইয়াছে দেখা যায়। যুদ্ধকালীন বর্ত্তমান অবস্থায় এই আমদানী হ্রাসকে দেশের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া ধরা যায় না। স্বাভাবিক সময়েও কোন এক শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও অনুন্নত দেশের আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর তুলনায় বৃদ্ধি পাইলেই তাহাতে শঙ্কিত হইবার কারণ নাই, যদি ঐ আমদানীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ capital goods বা ক্ষুদ্রবৃহৎ কারখানা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের সুযোগে এদেশে শিল্পোন্নতির যে সুযোগ সুবিধা দেখা দিয়াছে তাহার জন্য বিদেশ হইতে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আনাইবার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতে বর্ত্তমান সময়ে বহু বিদেশী সৈন্য স্থায়ীভাবে থাকায় বাহির হইতে বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্যাদির আমদানী বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অথচ আলোচ্য সেপ্টেম্বর মাসে আমদানীর খাতে ডাল, আটা, চিনি তেল প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনের পণ্যাদির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের পরিমাণ গত ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে যেক্ষেত্রে ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ও ৩২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, সেক্ষেত্রে আলোচ্য ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে উহাদের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৭৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা গেল আমদানীর কথা। রপ্তানীর দিকেও গত অক্টোবর মাসের প্রকাশিত বিবরণ নৈরাশ্যজনক। গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য অক্টোবর মাসের রপ্তানীর মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এক মাস কাল যাইতে না যাইতেই রপ্তানীর পরিমাণ ৪ কোটি টাকারও বেশী হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী—কিঞ্চিদধিক ২৬॥ কোটি টাকা। উপরোক্ত তুলনামূলক অলোচনা হইতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের যে অবস্থা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা দেশের পক্ষে নিতান্তই নৈরাশ্যজনক।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আনকারার এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তুর্কী সাংবাদিক মহলের এক প্রতিনিধি দল এবং তুর্কী পার্লামেণ্টের জন কয়েক ডেপুটি শীঘ্রই ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবেন। বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসের মধ্যেই তাঁহারা ভারতে পৌঁছিয়া দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার, আলীগড়, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও একাধিক দেশীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ করিবেন। কি উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিনিধি দল এদেশে আসিতেছেন তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার কথা বিবেচনা করিয়া জনসাধারণের মনে সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নহে। মিঃ জিন্না ও তাঁহার অনুপন্থী দলের প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার দাবীকে পরোক্ষভাবে দাবাইয়া রাখিবার কোন অভিসন্ধি ইহার পিছনে নাই তো? বৃটিশ কূটনীতির সহিত সুদীর্ঘকালের তিক্ত পরিচয় থাকায় আমাদের এরূপ সন্দেহের মূলে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রকৃত তথ্যাবলী সংগ্রহ করাই যদি উক্ত প্রতিনিধি দলের আসল উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে তাহাদের ভারত ভ্রমণ এখন অকারণ পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হইবে। কেননা, নিরপেক্ষ ও সত্যজিজ্ঞাসু বিদেশীদের ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও উহার কার্য্যকারণের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁহারা সঠিক তথ্য জানাইতে সক্ষম তাঁহারা—জাতির মুখপাত্র স্বরূপ সেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ—আজ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধকণ্ঠ। সরকারী প্রচার ও প্রভুভক্ত বে-সরকারী মহলের প্রশস্তির চশমা চোখে আঁটিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া ভারতের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী বিদেশীদের পক্ষেও সম্ভব নহে।

* * *

সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ না থাকিয়া যাহাতে সকল জাতি একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, মানুষের সেই মহান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ যুদ্ধ করিতেছে। শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই নহে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ববোধকে বাস্তব রূপ দিতে হইবে। সাধু! মিঃ রুজভেল্ট শ্রুতিসুখকর আদর্শের কথা প্রচার করিয়াছেন। "সকল জাতি" কথাটা লইয়াই যত গোলযোগ। আটলান্টিক চার্টার হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশীদার করিবেন না বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়া দিয়াছেন। মার্কিন জনমত যতই চঞ্চল হইয়া উঠুক না কেন, মার্কিন গবর্ণমেণ্টও এতাবৎ ভারত ও অন্যান্য পর-পদানত দেশগুলি সম্পর্কে কোন পরিষ্কার কথা বলেন নাই। উভয় দেশের সরকারী ও বেসরকারী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের বক্তৃতা ও বিবৃতি পড়িয়া আমাদের মনে হয়, ইউরোপের নাৎসী কবলিত শ্বেতকায় জাতিগুলি সম্পর্কেই তাহাদের যতকিছু চিন্তাভাবনা, যত সব আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। মিঃ রুজভেল্ট এখনও ভারত সমস্যাকে যেমন গ্রেট বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তেমনি তাঁহার যুদ্ধোত্তর সুখস্বপ্নের মধ্যেও তিনি হয়ত এক পরিবারের বিভিন্ন লোক বুঝাইতে ভারত ও ভারতের ন্যায় কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত দেশগুলিকে ধরেন নাই—সুবিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকারী গ্রেট বৃটেন হয়ত একাই ঐ বিশ্ব-পরিবারের অন্যতম "একজন"। মিঃ রুজভেল্ট প্রমুখ তথাকথিত শান্তিকামীরা যতদিন পর্য্যন্ত পরাধীন জাতিসমূহ সম্পর্কে অতি-স্পষ্ট ভাষায় আসল অভিপ্রায় খুলিয়া না বলিতেছেন, ততদিন তাঁহাদের বড় বড় আদর্শের বুলিকে অন্ততঃ এশিয়া ও আফ্রিকা কানেও তুলিবে না। স্বদেশের ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির এবং তাহাদের শাসনাধীন দেশসমূহের জনবল ও ধনবল যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী মহাযুদ্ধে আরও বেশী নিয়োজিত হইতে পারে তাহারই উদ্দেশ্যে কি মিঃ রুজভেল্ট সুকৌশল প্রচারকার্য্য করিতেছেন? এমন সন্দেহ ও অনুমান অহেতুক প্রতিপন্ন হইবার মত আজ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ মিলিয়াছে কি?

* * *

'ভারতবন্ধু' ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ আবার ভারতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। প্রাক্তন লর্ড প্রিভি সিলের পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির ন্যায় "নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এ" প্রকাশিত "ভারত ও বৃটেন" শীর্ষক লেখাটিও আদ্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও বিকৃত সত্যে পরিপূর্ণ। ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার জন্য সকল দোষ এবারেও তিনি কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপাইয়াছেন। দেশরক্ষার ব্যাপারে অহিংসা মতবাদের অসারতার আলোচনা ছলে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে অশিষ্ট উক্তি করিতেও ছাড়েন নাই। যুদ্ধ মিটিবার পূর্ব্বে ভারতবাসীর হাতে প্রকৃত শাসনভার অর্পিত হইলে তার ফলে ভারতে দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি হইয়া সব কিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত, এই জাতীয় আতঙ্কের চিত্র আঁকিয়া ক্রিপস্ সাহেব সন্দিগ্ধ আমেরিকাবাসীদের আর ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধের কতকাল পরে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে সুচতুর ক্রিপস্ "earliest moment possible" অর্থাৎ "যথাসম্ভব সুযোগ মত" ইত্যাকার অস্পষ্ট কথা বলিয়াই ধোকা দিতে চাহিয়াছেন। এই "earliest moment possible" এক যুগও হইতে পারে, স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদের নিকট এক শতাব্দী হইতেও বা বাধা কোথায়! যাহা হউক, নিজের দেশেই ক্রিপস্-এর বক্তৃতা ও বিবৃতির এখন আর বিশেষ মূল্য নাই—সমর মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত, ক্ষীণপ্রভ, মর্য্যাদাভ্রষ্ট স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের মতামতকে বহির্জ্জগতও আর সেই দাম দিবে না। সমাজতান্ত্রিক ও ভারতহিতৈষী বলিয়া প্রখ্যাত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড আজ সাম্রাজ্যবাদের এমনই অনুচর হইয়াছেন যে, বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের গুণকীর্ত্তনে তিনি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই যে শাসনকার্য্য চালাইতেছেন এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কথা বলিতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করেন নাই। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের স্বদেশেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মিলটনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট"-এর কথায় আমরা শুধু বলিতে পারি: "কোন্ উত্তুঙ্গ শিখর হইতে কি অতলস্পর্শী গহ্বরে তোমার অধঃপতন ঘটিয়াছে!"

মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধের সুরু হইতে ভারতবর্ষে চলতি নোট ও টাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের যোগান মোটেই বৃদ্ধি পাইতেছে না। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে—গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি টাকা। তাহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গত ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫৫০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ৭৫ কোটি টাকা (রৌপ্য টাকা) মজুত ছিল। গত ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহা কমিয়া ১২ কোটি টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অর্থাৎ উপরোক্ত সময়ে পূর্ব্বেকার মজুত টাকার মধ্যেও ৬৩ কোটি টাকা দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে। কাজেই স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, যুদ্ধের সুরু হইতে গত ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট ও টাকা মিলাইয়া দেশে অতিরিক্ত ৪৪১ কোটি টাকা প্রচলন করিয়াছেন। উপরে নোট বৃদ্ধির যে পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে এক টাকার নোট ধরা হয় নাই। যুদ্ধের সুরু হইতে গবর্ণমেণ্ট দেশে এই শ্রেণীর নোটও প্রচুর পরিমাণে ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকার সহিত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত এক টাকার সেই নোট যোগ করিলে দেশে টাকার প্রচলন যে উপরোক্ত ৪৪১ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সময়ে দেশে এই ভাবে বহু অতিরিক্ত টাকা লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে। এই অতিরিক্ত টাকা মুখ্যতঃ আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত হইতেছে। কিন্তু দেশে টাকার তুলনায় জিনিষপত্রের যোগান বাড়িতেছে না। আমদানী বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অসুবিধা ঘটায় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বরং পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাসই পাইতেছে। এদিকে দেশের আড়ৎদার ও দোকানদারেরা ভবিষ্যৎ মুনাফার আশায় হাতের মাল কতকাংশে মজুত করিয়া রাখিতেছে। ধনী এবং বিত্তশালী লোকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যও পণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখার ঝোঁক দেখাইতেছে। এই সমস্ত কারণে দেশে চাহিদার অনুপাতে জিনিষপত্রের যোগান কম হইয়া উহাদের দাম ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে।

একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রসারণ ও অপরদিকে জিনিষপত্রের যোগানের খর্ব্বতা ঘটিয়া আজ দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে অর্থনৈতিক ভাষায় তাহাকে বলা হয় "ইনফ্লেসন"। এই ইনফ্লেসন ও তজ্জনিত দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে দেশকে রক্ষা করার কি উপায় হইতে পারে এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত মুদ্রাপ্রসারণ ও অর্থ প্রসারণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমানে সকল যুদ্ধরত দেশেই মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়াছে। অনুরূপ কারণে ভারতেও মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশরক্ষা সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে দৈনিক ৩০ লক্ষ টাকার মত ব্যয় করিতেছেন। অপরদিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়াও তাঁহারা এদেশে নানা শ্রেণীর খরচপত্র নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই ধরণের অতিরিক্ত সরকারী ব্যয়বহর হেতু দেশে সাময়িকভাবে মুদ্রার প্রচলন খুবই বাড়িয়া যাইতেছে। যুদ্ধ যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন মুদ্রা প্রসারের এই গতি বন্ধ হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। অন্ততঃ এদেশের গবর্ণমেণ্ট যে সে সম্পর্কে যথাসম্ভব কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে রাজী হইবেন না তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দেশে মুদ্রা প্রসার ও অর্থ প্রসারের গতি যদি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে তবে 'ইনফ্লেসন'জনিত দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘবের দুইটি উপায়ই শুধু আমরা ধারণা করিতে পারি। প্রথম উপায়—যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ সাধারণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়া ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে উহা যাহাতে মুলতবী থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে অর্থের প্রসার ও পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে দেশে ব্যবহারযোগ্য জিনিষপত্রের উৎপাদন বাড়াইবার বন্দোবস্ত করা।

যুদ্ধের সময়ে দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ যাহাতে পণ্যের বাজারে অত্যধিক কাড়াকাড়ি সৃষ্টি না করিতে পারে তজ্জন্য সকল দেশেই ব্যাপকভাবে দেশরক্ষা ঋণ তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে লোকে এই শ্রেণীর ঋণে প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিতেছে। ফলে সেই সব দেশে লোকের বর্দ্ধিত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়া অনেক পরিমাণে তাহা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ পন্থা আজও বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া উঠিতেছে না। এদেশের গবর্ণমেণ্ট যে নানাশ্রেণীর ঋণ প্রচলনে সচেষ্ট হন নাই, তাহা নহে। বিভিন্ন কালের মিয়াদে এদেশে কয়েক প্রকার দেশরক্ষা ঋণ ও বণ্ড প্রচলন করিবার চেষ্টা ইতিমধ্যে যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু দেশের লোক সেই সব ঋণ সম্পর্কে বিশেষ কোন আগ্রহের ভাব দেখাইতেছে না, ইহাই হইতেছে আসল অসুবিধা। যুদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যাপারে এদেশে শাসক ও শাসিতের ভিতর আবশ্যকীয় যোগাযোগের অভাবই ইহার কারণ। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় জনসাধারণ বর্ত্তমান যুদ্ধকে তাহাদের নিজেদের যুদ্ধ বলিয়াই মনে করিতেছে। সেজন্য সামরিক ঋণ ও বণ্ড ক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা সম্পর্কে তাহাদের দিক হইতে আগ্রহপূর্ণ সহযোগিতার কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু এদেশে শাসক ও শাসিতের ভিতর পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার তেমন কোন বন্ধন মোটেই লক্ষিত হয় না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া লোকের ঐকান্তিক সমর্থন ও সাহচার্য্যের ভিতর যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার কথা প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন উদার মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার দাবী দাওয়া উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অনেকটা 'ডিক্টেটরী' নীতিতে দেশের শাসন ব্যবস্থা ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালনা করিয়া চলিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে দেশের জনমতের প্রতীক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই সব কারণে সামরিক ঋণ ক্রয় করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা সম্পর্কে এদেশে জনসাধারণের ভিতর তেমন কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। ভারতের জাতীয় দাবী দাওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট একটা উদার মনোভাব অবলম্বন করিলে এদিক দিয়া

(৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলাদেশে কাঁচামালের যোগান

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

বাঙ্গলা দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে শস্যরাজিতে পূর্ণ শ্যামলা ভূমি যেমন আছে, তেমনি নানা বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বনভূমিও আছে। উদ্যানে নানা প্রকার ফলবান্ বৃক্ষ রহিয়াছে। বনজ, কৃষিজ এবং নদীজাত দ্রব্য এখানে প্রচুর। এখানকার জনসাধারণ একটু বিবেচনার সহিত চলিলেই প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সুখে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। ঐধরণের জিনিষ ছাড়া এখানে বিভিন্ন ধাতু দ্রব্যও প্রচুর আছে। সমগ্র বঙ্গদেশের পরিমাণ ৮০ হাজার বর্গ মাইল। প্রায় ২৮ মিলিয়ান্ একর জমিতে অর্থাৎ ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বিঘা জমিতে নানাবিধ ফসলের চাষ হয়।

ধান প্রধান্ উৎপন্ন শস্য। ধানের পরেই পাট, সরিষা অন্যতম প্রধান শস্য। ৭৪০০০০ একর জমিতে সরিষার চাষ হয়। সর্ব্ব-প্রকার ডাল ও তৈলবীজ বঙ্গদেশে জন্মে। কোন্ কোন্ দ্রব্য কোন্ কোন্ জিলায় উৎপন্ন হয় নিম্নে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল :—

ধান—বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, মেদেনীপুর, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বর্দ্ধমান্, চব্বিশপরগণা এবং বঙ্গের প্রত্যেক জিলাতেই ধান্য উৎপন্ন হয়, তবে কমবেশী। গম—মালদহ নদীয়া, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রচুর, ইহা ব্যতীত বাকুড়া বীরভূম এবং পাবনা জিলাতে গমের চাষ হয়। যব—মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, মালদহ, ফরিদপুর, ময়মননিংহ জিলাতে প্রচুর জন্মে। পশ্চিম-বঙ্গের কোন কোন জিলাতেও জন্মে। দার্জ্জিলিং পাহাড়েও গম এবং যবের চাষ হয়। ছোলা—মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী এবং ত্রিপুরা জিলাতে ছোলার চাষ হয়। তিষি—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর। তিল—ময়মনসিংহ, পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীতে বেশী। সরিষা—ময়মনসিংহ, পাবনা, রঙ্গপুর, রাজসাহী, ঢাকা, বগুড়া, দিনাজ-পুর, জলপাইগুড়ি, অন্যান্য জিলায় অল্প পরিমাণ জন্মে। নারিকেল—বরিশাল, নোয়াখালী, খুলনা, ২৪ পরগণা এবং হাওড়া ও মেদনীপুর। সমুদ্রতীরবর্ত্তী জিলাতে নারিকেল বেশী জন্মে। সমুদ্র হইতে ১২০ মাইলের মধ্যে নারিকেল বেশী জন্মে। পাট—সকল জিলায়, ঠিক ধানের মতনই। ইক্ষু—ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, হাওড়া ও বীরভূম এবং বর্দ্ধমান জিলাতেও ইক্ষুর চাষ হয়। তামাক—রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ। বাঁশ প্রত্যেক জিলাতেই জন্মে। তন্মধ্যে ত্রিপুরা পর্ব্বত ও গারোপাহাড়ে নানাবিধ বাঁশ জন্মে। ত্রিপুরা পর্ব্বতে নানা প্রকারের মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, এবং ঐ সকল কাষ্ঠ নানা দেশে চালান যায়। বর্দ্ধমান, বাকুড়া প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানগুলিতেও শাল বৃক্ষাদি জন্মে। বাঙ্গলায় বর্দ্ধমান্ জিলাই কয়লার জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

ত্রিপুরা পর্ব্বত, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং গারো পর্ব্বতে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ তুলার আঁশ সাধারণতঃ লম্বা নহে; কাজেই এখন লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ আশা করেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই মিশর দেশীয় তুলার ন্যায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলা বঙ্গদেশে প্রচুর উৎপন্ন হইবে। অল্প দিনের ভিতরে বাঙ্গলায় অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তুলা চাষের উৎকর্ষ বিধানের জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছে।

সূত্রজাতীয় পণ্যের মধ্যে পাট সর্ব্বপ্রধান। বঙ্গদেশ ও নিকটবর্ত্তী ২।৩ টি প্রদেশ ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় কোথায়ও পাট উৎপন্ন হয় না। পশ্চিম বঙ্গ হইতে পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক পাট উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে বরিশাল, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও ঢাকার পাট উৎকৃষ্ট। পাট বাঙ্গলায় কেবল চাষী নহে, গৃহস্থ মাত্রেরই অর্থ উপায়ের প্রধান সহায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই পাট চালান যায়। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বাজার ডাণ্ডিই পাট বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র। পাট হইতে অন্যান্য নানা প্রকারের জিনিষও তৈরী হয়; যথা, দড়ি, সতরঞ্চ, চট্, গালিচা। ইহা ব্যতীত জার্ম্মানীতে পাট হইতে বস্ত্রও তৈরী হয়। পাটের চাহিদা যেমন, তেমনি পাটের উৎপাদনও খুব বেশী। ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সাড়ে পঁচিশ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। হুগলী নদীর তীরেই ৯৫টি পাটকল রহিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশ লোহার জন্য বিখ্যাত। পশ্চিম বঙ্গে লোহা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সিংহভূম, মানভূম ও ধলভূম প্রভৃতি জেলা বাঙ্গলার অন্তর্গতই ছিল। ঐ সকল জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলে লোহার খনি রহিয়াছে। ডালটন্‌গঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অনাবিষ্কৃত বহু লৌহ ও প্রস্তরের পর্ব্বত রহিয়াছে। এখানকার লোহাতে উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈরী হয়। বঙ্গদেশে আসানসোলের এলাকায় কুলটী নামক স্থানে এখনও দুইটী কারখানা হইতে লোহা ও ইস্পাত তৈয়ারের কাজ হইতেছে। কুলটীর লৌহ কারখানায় কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১১,৫৭৪ জন। এখানে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানীর বিরাট কারখানা রহিয়াছে। হীরাপুর—আসান্‌সোল হইতে তিন মাইল দূরে। বর্ত্তমান সময়ে ইণ্ডিয়ান্ আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর কারখানা এখানে অবস্থিত। ইহার কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫৭৪০ জন। হীরাপুরের বর্ত্তমান্ নাম বার্ণপুর। বার্ণ কোম্পানীর নামে ইহার নাম বার্ণপুর রাখা হইয়াছে।

কাগজ তৈরীর পক্ষেও বঙ্গদেশে কাঁচামালের অভাব নাই। বাঁশ এবং ঘাস কাগজ উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল। অথচ এই দুইটীই এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। ত্রিপুরা পর্ব্বত ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতারণ্যে বাঁশের এবং ঘাসের অভাব নাই। গারো পাহাড়েও এই জাতীয় উপাদানের ক্ষেত্র আছে, এ ছাড়া বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্তে বিহারের উপকণ্ঠে হাজারীবাগ ও রাঁচী জেলা হইতে প্রচুর কাগজের উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। বঙ্গদেশে উলুখড় নামক একপ্রকার ঘাস পাওয়া যায় এবং ধানের খড় হইতেও কাগজের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বহু লতাগুল্ম হইতেই কাগজের উৎপাদন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে যে পরিমাণ কাগজের চাহিদা, এবং প্রেস ও সংবাদপত্রের মালিকগণ বৎসরে যে পরিমাণ কাগজ বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা যদি উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল স্থাপনে যত্নবান হইতেন তবে আমাদিগকে কাগজের জন্য পৃথিবীর অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। আজ কাগজের হাটে কান্নাকাটি পড়িয়াছে। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মুখপানে তীর্থের কাকের ন্যায় সংবাদপত্র-সেবিগণকে ও কাগজ ব্যবহারকারীদিগকে চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। ১৯০৬ সালে প্রথমে "সঞ্জীবনী" পত্রিকায়

কাগজের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহার পরে বহু সংবাদপত্রে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কাগজের উপাদানের কথা আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের ধনীদের উহাতে চৈতন্য হয় নাই। আমাদের মত "সম্পদ" যদি জার্ম্মানীর বা জাপানের থাকিত তাহা হইলে উহাদের সমৃদ্ধি যে কতগুণ বাড়িয়া যাইত, তার ইয়ত্তা নাই।

বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর কোটী মণ লবণ আমদানী হয়। অথচ এক সময়ে বঙ্গদেশই পৃথিবীর বহু দেশকে লবণ যোগাইয়াছে। বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে লবণ তৈয়ারের অফুরন্ত সুযোগ রহিয়াছে। একটু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলেই এই লবণ বাঙ্গলায় প্রস্তুত হইতে পারে, এবং বিদেশ হইতে লবণ আমদানীর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল কতিপয় উৎসাহী বাঙ্গালী কর্ম্মী লবণ প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া আসিলেও বাঙ্গালী জনসাধারণ তাহাদিগকে তেমন সমর্থন করিতেছে না। আজ বিশ্ব-ব্যাপী যুদ্ধের দিনে বাঙ্গলা দেশে লবণের অভাব ঘটাতে এখন বাঙ্গালী লবণ শিল্পের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন না। মেদিনীপুর জিলার কাঁথির সমুদ্রতীরবর্ত্তী লবণাক্ত জমিগুলি (সহস্র সহস্র একর জমি) তথাকার লবণ কোম্পানীগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া এবং লবণ কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ লবণ প্রস্তুত-কারকগণকে প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রথম লবণ তৈয়ারীর ব্যাপারে সাহায্য করা উচিত।

ব্যাঙ্কে বাঙ্গালী ধনীদের টাকায় ছাতা ধরে, অথচ তাহারা উক্ত টাকা ব্যবসায়ে খাটাইবে না। টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার মূলে সকলেই জানেন প্রথম উদ্যম বাঙ্গালীর, কিন্তু বাঙ্গালী কৃপণেরা অর্থ দেয় নাই। বোম্বের ধনিগণ মুক্তহস্তে অর্থ দিয়া আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐ লৌহ কার-খানা স্থাপন করিয়াছে। পাটের কল স্থাপন করিয়া বাঙ্গলার বাহিরের লোক কিরূপে বিত্তশালী হইতেছে তাহা স্বচক্ষেই সকলে দেখিতে পাইতেছেন। দালালী করা বা কমিশন এজেণ্ট হওয়ায় আমাদের যেমন মন বসে না তেমনই মিলের মালিক হইয়া অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়ানোর দিকেও আমাদের লক্ষ্য নাই। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা এবং কর্ম্ম শেষে পেনসন ভোগ করা বাঙ্গালীকে আরও কর্ম্মহীন করিয়াছে। ঝরিয়াতেও এমন কতিপয় কচ্ছ দেশবাসী ভদ্রলোককে দেখিয়াছি। তাঁহারা কয়লার খনিতে সামান্য কাজ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে আজ বহু খনির মালিক হইয়াছেন। অথচ যে সকল বাঙ্গালী প্রথমে কয়লার ব্যবসায়ে ধনী হইয়াছিলেন, আজ তাঁদের বংশধরগণ বিলাসী বাবু ও নিঃসম্বল। সব "তাল গাছ শূন্য তালপুকুর"। দেশের ও দশের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গালীকে আজ ব্যবসামুখী হইতে হইবে। দেশের কাঁচামাল নিয়া উপরোক্ত শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

(মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়া)

সহজেই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। এদেশের লোক এই দুর্দ্দিনে তাঁহাদের সেই শুভ-বুদ্ধিরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

সামরিক ঋণ সম্বন্ধে এদেশবাসীর আগ্রহের অভাব লক্ষিত হওয়ার অন্য কারণ এই যে, ঐসব ঋণের সুদের হার খুব কম। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বার্ষিক তিন টাকা সুদের পরিবর্ত্তে এদেশে ৫।৬ টাকা সুদের ঋণপত্র বাহির করেন তবে দেশের সঞ্চয়ী লোকেরা এই সব ঋণপত্র সম্পর্কে আগ্রহশীল না হইয়া পারিবে না। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টকে একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করিতে হইবে, আর সেই অতিরিক্ত দায়িত্বটা শেষ পর্য্যন্ত দেশের ট্যাক্সদাতাদিগকেই মিটাইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে লোকের বর্ত্তমান ক্রয়-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রাখিবার ব্যবস্থা হইয়া দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা সুবিধাও হইবে। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সেই সুবিধার কথা মোটেই উপেক্ষণীয় নহে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় লোকের বর্দ্ধিত আয়কে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত হইতে না দেওয়ার একটি উপায় হইতেছে নানা দিক দিয়া 'ডেফার্ড পেমেণ্ট' নীতির প্রচলন। এদেশে নানাশ্রেণীর সরকারী কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া যেসব নূতন অফিসর পাঁচ শত টাকার বেশী মাহিয়ানা পাইতেছে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অতিরিক্ত পাওনা বর্ত্তমানে পরিশোধ না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা মুলতবী করিয়া রাখিতে পারেন। অর্থাৎ বর্ত্তমানে তাঁহারা মাসে কেবল পাঁচ শত টাকা করিয়া পাইবেন। উহা ছাড়া তাঁহাদের যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার কথা তাহা বর্ত্তমানে না দিয়া যুদ্ধের পরে তাঁহাদিগকে মিটাইয়া দেওয়া হইবে। ৫০০ টাকার উর্দ্ধ বেতনের পুরাতন অফিসরদের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত পাওনা সম্পর্কেও এই 'ডেফার্ড পেমেণ্টের' ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই 'ডেফার্ড পেমেণ্টের' নীতি দেশের শিল্পব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভ সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে। অন্যান্য দেশে শিল্পকারখানার যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভ সমস্তই গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স হিসাবে আদায় করিয়া লইতেছেন। অতিরিক্ত মুনাফা সম্বন্ধে এদেশে আজও সেরূপ সুকঠোর নীতি অবলম্বিত হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত মুনাফা কর বলবৎ করিয়া বর্ত্তমানে শিল্প কারখানার শতকরা ৬৬৷৷ ভাগ লাভই শুধু নিজেরা গ্রহণ করিতেছেন। এদেশে শিল্পকারখানার অবস্থা তেমন উন্নত নহে। কজেই যুদ্ধকালীন সমস্ত লাভ হইতে উহাদিগকে একেবারে বঞ্চিত করা ঠিক নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। তবে শিল্প ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের সেই অতিরিক্ত লাভ নিয়োগ করিয়া যুদ্ধের সময়ে যাহাতে পণ্যের বাজার চড়াইয়া দেওয়ার সুবিধা না পায় তজ্জন্য তাহাদের এই আয় ভবিষ্যতের জন্য ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা মন্দ নহে। সেজন্য শিল্প কারখানার যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৬৬৷৷ ভাগ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিবার সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট বাকী শতকরা ৩৩৷৷ ভাগ লাভ নিজেদের কাছে বর্ত্তমানের মত মজুত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। যুদ্ধ শেষে এইভাবে সঞ্চিত সমস্ত টাকা শিল্পকারখানার মালিক-দিগকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। নানাদিক দিয়া এইভাবে যথাসম্ভব 'ডেফার্ড পেমেণ্টের' ব্যবস্থা হইলে একদিকে লোকের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত আয় বর্ত্তমানে খরচ না হইয়া ভবিষ্যতে তাহাদের শক্তি ও সম্বল বৃদ্ধির কারণ হইবে। অপরদিকে উহা দ্বারা পণ্যদ্রব্যের বর্ত্তমান চড়তি বাজার অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভবপর হইবে।

অর্থ প্রসারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভিতর পণ্যদ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইলে এদেশে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন যে বাড়ান প্রয়োজন সেবিষয়ে আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন ও বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া সেবিষয়ে কিছু কিছু সরকারী প্রচেষ্টা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রকৃত আন্তরিকতার সহিত এই সব চেষ্টা চালাইবার ব্যবস্থা হইলে দেশে আবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতে পারে। কতিপয় আবশ্যকীয় নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে

(৬৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইএ বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধিগণের সহিত ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সস্তা কাপড় উৎপাদন ও উহার বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি খসড়া রচিত হইয়াছে। উক্ত খসড়ার অনুলিপি বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট বিচার-বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে মতামত সংগৃহীত হইবার পর আগামী ৩১শে জানুয়ারী তারিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বোম্বাইএ পুনরায় এক আলোচনা বৈঠক বসিবে। প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বোর্ড নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে যে কোন কাপড়ের কলকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত করিবার ও অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তাবলী অনুসারে ঐ বস্ত্র বিক্রয়ে বাধ্য করিবার ক্ষমতা উক্ত বোর্ডকে দেওয়া হইবে।

ভারত সরকারের কাগজ নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার ভারতের কাগজের কলসমূহে উৎপাদিত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের ব্যবহারের জন্য নিয়ন্ত্রণ করার ফলে যে দারুণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে একটী প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল ভারত সরকার যাহাতে কাগজ খরচ কম করেন ও সম্প্রতি ভারত হইতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে কাগজ রপ্তানীর ফলে যে ঘাটতি পড়িয়াছে তাহা পূরণের জন্য বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করেন, তজ্জন্য বাণিজ্য-সচিবকে অনুরোধ করেন। ভারতের কাগজের কলগুলিকে আরও অধিক পরিমাণে মুদ্রণ ও লিখিবার উপযোগী কাগজ প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা এবং হস্তনির্ম্মিত কাগজ উৎপাদনের ব্যাপক বন্দোবস্ত করার জন্যও প্রতিনিধিদল বলেন। ভারত সরকারকে ভারতের কলসমূহে উৎপন্ন শতকরা ৩০ ভাগ গ্রহণ করিতে এবং বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য অবশিষ্টাংশ বণ্টন করিতেও প্রতিনিধিদল অনুরোধ জানান।

ভারতের খনিজ সম্পদ

ভারত সরকারের অধীনে ভূতত্ত্ববিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং জিওলজিষ্ট ডাঃ জে এ ডান গত ৩রা জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব এবং ভূগোল শাখার অধিবেশনে ইহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, আর্থিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে যদিও ভারতবর্ষ খনিজ সম্পদে আমেরিকার সমতুল্য নহে, তথাপি ভারত খনিজ সম্পদে নগণ্য নহে। দুইটী খনিজ পদার্থে ভারত পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। উহা অভ্র এবং 'ইলমেনাইট'। রাশিয়া ব্যতীত ভারতের মত এত প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ উৎপাদনেও ভারত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ভারতে শুধু টিন, নিকেল এবং 'মেলিবেনাম' পাওয়া যায় না। ডাঃ ডানের মতে ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে বিহার প্রদেশেই ভারতের শতকরা ৪০ ভাগ খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশে খনিজপদার্থের ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, ইলমেনাইট এবং মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারিক প্রসারের সম্ভাবনা থাকিলেও, এইগুলি প্রায় কাঁচামাল হিসাবে বরাবর বিদেশে রপ্তানী হইয়া আসিতেছে। ৪৩ প্রকার বিভিন্ন খনিজ পদার্থের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতের যান্ত্রিক উন্নতির সাথে ইহাদের প্রস্তুত প্রণালীরও উন্নতি হইবে। তিনি একটী খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত গবেষণাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন।

ভারত হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী

প্রকাশ, ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স' এর এক সভায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে খাদ্যশস্যের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা চলিতে থাকিলে ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসের পর ভারত হইতে খাদ্যদ্রব্য আর বিদেশে রপ্তানী করা হইবে না। বর্ত্তমানে ভারত হইতে মাত্র সিংহলে ও মধ্যপ্রাচ্যে চাউল প্রেরিত হইতেছে। পূর্ব্ব ভারত হইতে সিংহলে ৩৮ হাজার টন চাউল প্রেরণের কথা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ হ্রাস করিয়া ১২ হাজার টন করা হইয়াছে। সিংহলে মাদ্রাজ হইতে চাউল প্রেরণ করা হইতেছে। চেম্বারের পক্ষ হইতে ভারত হইতে খাদ্যশস্য সম্পূর্ণরূপে বিদেশে চালান দেওয়া বন্ধ করা, উদ্বৃত্ত প্রদেশ হইতে খাদ্যশস্য যে সকল প্রদেশে উহার অভাব আছে সেস্থানে চালান করা নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা রহিত করা এবং অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য যানবাহনের সুব্যবস্থা করার সম্বন্ধে বাণিজ্য-সচিবকে অনুরোধ জানান হয়।

কলিকাতায় কয়লা-সমস্যা

কলিকাতার মারোয়াড়ী বণিক সমিতি বাঙ্গলা সরকার ও কলিকাতা করপোরেশনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলিকাতার প্রত্যেক বাজারে করপোরেশনের কিম্বা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নিজেদের তত্ত্বাবধানে একটী এজেন্সী মারফৎ একটী করিয়া কয়লার ডিপো খোলা উচিত। কমিটীর মতে বাঙ্গলা সরকারের রেলওয়ের সহিত মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করা উচিত এবং কয়লা উৎপাদনের মূল এলাকার মূল্য ও যানবাহনের ব্যয় অনুযায়ী কয়লার ন্যায়সঙ্গত দর নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

বাংলার বিশিষ্ট সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত আমাদের জনকল্যাণ বস্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রচারের পর আজ পর্য্যন্ত এত অধিক সংখ্যক আবেদন পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে যে, দৈনিক ১২৫ খানা হিসাবে পত্রের উত্তর প্রদান করিতেও অন্ততঃ দুই মাস সময় লাগিবে। সুতরাং বর্ত্তমানে আর কাহাকেও আবেদন পত্র প্রেরণ না করিতে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি।

বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত কাপড়ের পরিবেশন কেন্দ্র ও বিক্রয়ের একটা সম্মিলিত ব্যবস্থা স্থিরিকৃত হইলেই প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি হইতেই যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইবে।

চক্রবর্ত্তী, সন্স এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস,
মোহিনী মিলস লিমিটেড।

কাজ করে আনন্দে

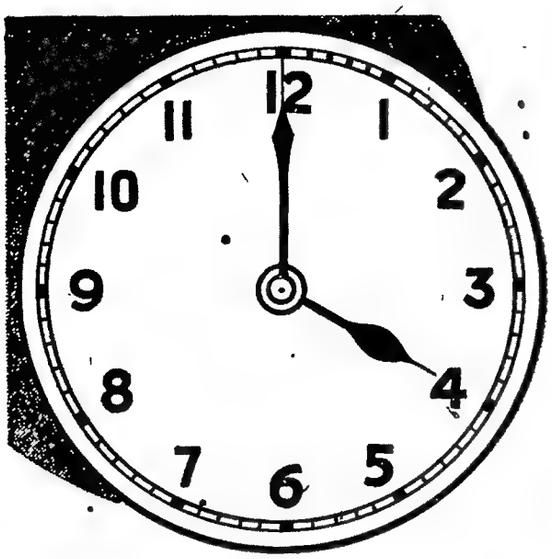

এই কর্মচারীটি কেমন সুখী! বিকেল বেলা চারটের সময় যে নিদারুণ ক্লান্তি আসে তাকে ইনি মোটেই পরোয়া করেন না। কেননা ইনি রোজ ঠিক ঐ সময়ে এক পেয়ালা তাজা-করা চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করেন ও এই ভাবেই তিনি কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চলেছেন। আপনি যদি আপনার অফিসের লোকজনদের এরূপ কর্মঠ ও তৎপর দেখ্‌তে চান তা'হলে রোজ বিকেল চারটেয় তাদের এক পেয়ালা করে চা খেতে দেবেন। চা-ই শ্রমশক্তির উৎস।

বেলা চারটের চা হারানো শক্তি ফিরিয়ে আনে

চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 168

চীনে শিল্পোন্নতি

১৯৪১ সাল হইতে চীনে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ২ লক্ষ গ্যালন সুরাসার উৎপাদিত হইয়াছে। ময়দার উৎপাদন ১৯৪০ সালের ৩২ লক্ষ ৩৯ হাজার থলে হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালে ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার থলেতে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে পূর্ব্বের তুলনায় সাবান, দিয়াশালাই এবং চামড়ার উৎপাদন বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সালে ৮৭টী খনি এবং ধাতুসংক্রান্ত কারখানা, ৩৭৭টী কলকব্জা তৈয়ার করিবার কারখানা, ৪৪টী বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানা এবং ৩৪টী রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রেজীষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ২৪টী কাপড়ের কলও ১৯৪১ সালে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কলিকাতায় সর্ব্বসাধারণের জন্য ভোজনাগার

ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার গত ৬ই জানুয়ারী ২নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট কলিকাতায় প্রথম সর্ব্বজনীন ভোজনাগারের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা সাহায্য সমিতির সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, সম্প্রতি এই সব ভোজনাগারে নিরামিষ আহার সরবরাহ করা হইবে। স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেলে চায়ের ব্যবস্থাও পরে করা হইবে। বাঙ্গলা সরকার এই ভোজনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য ও বিভিন্ন স্থানে আহার্য্য দ্রব্য সরবরাহ করিবার সুবিধার নিমিত্ত এই ভোজনাগারের কর্ত্তৃপক্ষকে একখানা লরী দিয়াছেন। ২নং ডালহৌসী স্কোয়ারের যে গৃহের ত্রিতলে এই ভোজনাগারটী স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী নামমাত্র এক টাকায় ভাড়া দিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাজেট

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সালে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাজেটে ৭ হাজার ৮ শত কোটী ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে যে নূতন আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসরে যুদ্ধব্যয় বাবদ ১০ হাজার কোটী ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বৎসর জনসাধারণের মোট ১৩ হাজার ৫ শত কোটী ডলার আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বিভিন্ন দফায় কর প্রদানের পর তাহাদের হাতে ১১ হাজার ৭ শত কোটী ডলার অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান বাজার দর অনুসারে জনসাধারণকে ৬ হাজার কোটী ডলার মূল্যের অধিক মাল সরবরাহ করা যাইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নূতন কর স্থাপনের ও বাজেট বরাদ্দের ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং মাসিক ২ হাজার ৫ শত ডলারের অধিক উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হইবে।

লবণের দর

বাঙ্গলা সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, উক্ত সরকার কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত কলিকাতার কোন কোন বাজারে নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা লবণের দর খরিদ্দারের নিকট হইতে বেশী দাবী করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের মতে লবণের এইরূপ বর্দ্ধিত মূল্য দাবী করিবার কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। বর্ত্তমানে যে লবণ মজুত আছে তাহা পর্য্যাপ্ত এবং লবণ যাহাতে প্রয়োজন মত যথাযথ ভাবে পাওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব কেহ লবণের নিয়ন্ত্রিত দর সের প্রতি ৵৯ পাই এর বেশী দাবী করিলে তাহাকে আইনানুসারে অভিযুক্ত করা হইবে। লবণবিক্রেতারা যদি নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চেয়ে লবণের অধিক দর দাবী করে বা নিয়ন্ত্রিত দরে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ বিক্রয় করিতে না চাহে, তাহা হইলে এই সকল লোকদের সম্বন্ধে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ইনস্‌পেক্টর অথবা পুলিশকে জানাইলে উক্ত লবণ বিক্রেতাদের অভিযুক্ত করা হইবে।

চিনির মূল্য বৃদ্ধি

ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে চিনির দর পূর্ব্ব নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চেয়ে মণপ্রতি ২৷৵০ আনা করিয়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই ঘোষণানুযায়ী ডি ২৪ শ্রেণীর চিনির দর হইবে (কলের বাহিরে) প্রতি মণ ১৪৲ টাকা।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ :

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত	৩৭,০০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	২১,৪০,০০০৲	,,
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি	৮,০০,০০০৲	,,
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায়	১৫,৬০,০০০৲	টাকা

ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

সেনট্রাল ক্যালকাটা

ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার	সিরাজগঞ্জ	নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা	দিনাজপুর	ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর)	রংপুর	বেনারস

নীলফামারি (রংপুর) দুবরাজপুর (বীরভূম)

চাঁদবালী (বালেশ্বর—উড়িষ্যা প্রদেশ)

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারীং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ও মাদ্রাজ সরকার

প্রকাশ, ভারত সরকার উত্তর ভারতের কাপড়ের কলসমূহ হইতে অল্পমূল্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, মাদ্রাজ সরকার উহার সহিত সহযোগিতা করিবেন না। মাদ্রাজ সরকারের মতে কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ পরিকল্পনা তাঁতীদের পক্ষে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামিল হইবে। মাদ্রাজ সরকার তাঁতীদের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রস্তুত করাইবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে কয়েকটী কল সূতা সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ হইতে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

মধ্যপ্রাদেশিক ও বেরার সরকার এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ছোলা, মসুর ও অন্যান্য জাতীয় ডাল উক্ত প্রদেশের বাহিরে চালান দিতে হইলে প্রাদেশিক মূল্য নিয়ামক ও খাদ্য সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হইবে।

ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা পরিষদ

আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা পরিষদের পরামর্শদাতা বোর্ডের এক অধিবেশন নয়াদিল্লীতে হইবে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

তিন আনায় দশটি

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

NC.—11

বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের অভাব অভিযোগ

গত ৪ঠা জানুয়ারী সোমবার, আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংএ 'ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট'-এর উদ্যোগে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের এক প্রতিনিধিদল শ্রীযুক্ত এস সি রায়ের নেতৃত্বে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি-বর্গের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত এস সি রায় বাণিজ্য-সচিবের নিকট বীমাকোম্পানী-সমূহের নানাবিধ অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করেন এবং বীমা আইনের ২৭নং ধারার সংশোধন করিতে অনুরোধ জানান। উক্ত ধারানুযায়ী বীমা-কোম্পানীগুলিকে প্রভূত অর্থ কোম্পানীর কাগজসমূহে জমা রাখিতে হয়। ইহাতে বীমাকোম্পানীগুলির স্বার্থ ও আয়ের অনেকাংশে হানি হয়। ফলে কোম্পানীগুলি বীমাকারীদিগকে 'বোনাস' এবং অংশীদারদিগকে 'ডিভিডেণ্ড' দিতে পারে না। দেশীয় রাজ্যের এ সম্পর্কিত সুবিধা অসুবিধার বিষয়ও তিনি উল্লেখ করেন। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে বীমা কোম্পানীর কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার জন্য যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহার প্রতিকার করার জন্য তিনি বাণিজ্য-সচিবকে অনুরোধ করেন। বীমা কোম্পানীর আয় নির্দ্ধারণ করিয়া আয়কর ধার্য্যের যে ব্যবস্থা আছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বীমা কোম্পানীসমূহের অসুবিধা লাঘব করিবার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, যুদ্ধের জন্য যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুপরিচালিত বীমা কোম্পানীগুলির উদ্বেগের কোন কারণ নাই। তিনি আরও বলেন যে, বীমাকোম্পানী সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা বিশেষ সতর্কতা ও সহানুভূতির মনোভাব লইয়া বিবেচনা করা হইবে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে বোম্বাইয়ে 'ইনসিওরেন্স এডভাইসরী কমিটী'র বৈঠকে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর এ সম্পর্কে কার্য্যক্রম স্থির করা হইবে। যুদ্ধজনিত ক্ষতি সম্পর্কিত বীমা পরিকল্পনা সত্বর প্রবর্ত্তনের সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না বলিয়া জানান। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিদলে ছিলেন :—খাঁ বাহাদুর এম এ মোমিন, সি আই ই ; শ্রীযুক্ত জে সি দাস ; শ্রীযুক্ত এইচ কে সেন ; শ্রীযুক্ত এস পি বসু ; শ্রীযুক্ত এ পাল ; শ্রীযুক্ত জে সি ঘোষ দস্তিদার ; শ্রীযুক্ত এন এন দত্ত ; শ্রীযুক্ত এস বাগচী ; শ্রীযুক্ত কে সি ব্যানার্জ্জি ; শ্রীযুক্ত পি আর গুপ্ত ; শ্রীযুক্ত এস এন রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত পি কে বসু।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

১৯০১-১১ সালের মধ্যে রাশিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ২৪৪টী ; ১৯৩৬ সালে ইহার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া হাজারে ১১৪টী হইয়াছে। ভারতে শিশুমৃত্যুর হার হইতেছে প্রতি হাজারে ১৬৭টী। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ায় প্রসূতিদের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার বিছানার বন্দোবস্ত ছিল। রাশিয়ায় বৎসরে গড়পড়তায় ৬০ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়। জারের আমলে রাশিয়ায় প্রসূতিদের জন্য মাত্র ৭ হাজার বিছানার ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে রাশিয়ায় ৪ হাজার ৩৮৪টী মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ায় ৪০ লক্ষ শিশুকে শিশুলালনাগারে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। জারের আমলের রাশিয়ায় যেস্থলে শিশুদের জন্য মাত্র ২ শত অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল, ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় সেস্থলে অবৈতনিক শিশু শিক্ষাগারের সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ৫ শতটী। ১৯৩৮ সালে প্রায় ২০ লক্ষ শিশুকে রাশিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ভর্ত্তি করা হইয়াছিল।

করপোরেশনের কর্ম্মচারিগণকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ

কলিকাতা করপোরেশন উহার অধীনস্থ ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী সমস্ত কর্ম্মচারিগণকে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য বাঙ্গলা সরকারের নিকট একটী পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। এইরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার জন হইবে। তাহাদের জন্য প্রতি মাসে আনুমানিক নিম্নরূপ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হইবে :—২৫ হাজার ৫ শত মণ চাউল ; ৬ হাজার ৩ শত ৭৫ মণ ডাল ; ৩ হাজার ১ শত ৮৭ মণ লবণ ; ৩ হাজার ১ শত ৮৭ মণ সরিষার তৈল ; ৪ হাজার ৫ শত টিন কেরোসিন তেল এবং ৫১ হাজার মণ কয়লা।

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসার-শন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেন্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)

কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

বৃটিশ সরকারের আয়-ব্যয়

১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে ৯ মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে বৃটিশ সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭৬ কোটী ৬৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৯৭ পাউণ্ড। এইরূপ রাজস্বের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ৫৪ কোটী ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার ৪১ পাউণ্ড বেশী। আলোচ্য সময়ে বৃটিশ সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৪০৫ কোটী ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৮৫ পাউণ্ড। এই সময়ে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে ২২৮ কোটী ৮৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৮৮ পাউণ্ড।

বঙ্গীয় চাষী-খাতক বিল

প্রকাশ, ভারতের বড়লাট বঙ্গীয় চাষী-খাতক (দ্বিতীয় সংশোধন—১৯৪২) বিলে সম্মতি দান করিয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বেতার যন্ত্রের ব্যবহার

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮৩ খানি বাড়ীতে বেতারযন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ বেতার যন্ত্রসম্বলিত গৃহের সংখ্যা হইবে প্রায় ২ কোটী ৯০ লক্ষ। নিউইয়র্কে বেতারবার্ত্তা প্রেরণের কেন্দ্রীয় এলাকায় শতকরা ৯৫টী বাড়ীতে বেতার যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে।

B.B. 2907 BENGALI

ভারতে কাগজ আমদানী ও ব্যবহার

১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতে বিদেশ হইতে ৫৫ হাজার ১৬৮ টন কাগজ আমদানী হইয়াছে এবং ভারতে ৫৯ হাজার ৬৯৮ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে সুলভ মূল্যের মুদ্রণের কাগজ আমদানী হইয়াছে ৩২ হাজার ৫৯১ টন এবং ৪৭ হাজার ৩৮৩ টন পুরাতন সংবাদপত্রও ভারতে আসিয়াছে। ১৯৩৯ সালে ভারতে আমদানীকৃত এবং উৎপাদিত মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৪০ টন কাগজের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যবহারে ২৫ হাজার টন কাগজ লাগিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৪০ পাউণ্ড কাগজ জনসাধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতে বিদেশ হইতে প্রায় ৬০ হাজার টন কাগজ আসিয়াছে এবং ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ৪০ হাজার টন। এই সকল কাগজের অধিকাংশই হইতেছে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ। ভারতে মাত্র ৯৬ হাজার টনের মত কাগজ বৎসরে উৎপন্ন হইতেছে। যদি ইহার শতকরা ১০ ভাগ এবং ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সম্পূর্ণ ৪০ হাজার টন কাগজও জনসাধারণের এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগান হয়, তাহা হইলেও এবৎসর জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ১ লক্ষ ২০ হাজার ২৪০ টন কাগজের ঘাটতি পড়িবে।

আগামী মরশুমে পাটের জমির পরিমাণ

গত ২রা জানুয়ারী বাঙ্গলার কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের কর্ত্তৃক আহূত কলিকাতায় এক বৈঠকে আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হইবে তদ্‌সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। ঐ বৈঠকে পরীক্ষামূলক কয়েকটী সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন—ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক, পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ শামসুদ্দিন আহম্মদ, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এল, জি, পিনেল ও উক্ত বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ডি, এল, মজুমদার।

ভারতে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী

গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর গৃহে বিভিন্ন বণিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভায় ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, বিদেশ হইতে যাহাতে ভারতে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা যায় তজ্জন্য অধিকতর জাহাজের ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকার ভারত সচিবের নিকট দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, সরকার কর্ত্তৃক অবলম্বিত নিয়ন্ত্রণ প্রণালী আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করিলেও এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকিলে অধিকতর গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইত। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যতদূর সম্ভব উদ্বৃত্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করিবেন। শ্রীযুক্ত সরকার ইহাও জানান যে, বর্ত্তমানে জাহাজের অভাব বশতঃ ব্রাজিল হইতে চাউল এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে গম ভারতে আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না।

মাদ্রাজে পশু পালন ব্যবস্থা

কিছুদিন যাবৎ মাদ্রাজ সরকার উক্ত প্রদেশের গবাদি পশু প্রভৃতির অবস্থা উন্নয়নের জন্য একটী তহবিল গঠন করিবার বিষয় বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। ১৯৩৯ সালে ভারত সরকার মাদ্রাজ প্রদেশে পশু পালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উক্ত সরকারের অধীনস্থ পল্লী সংগঠন দাতব্য তহবিল হইতে ৫০ হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ সরকার পশু উন্নয়ন তহবিলে ২২ হাজার টাকা দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রজনন বৃষ ক্রয় করিয়া কৃষকদিগকে বিলি করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

চেক কি টাকা?

পাশ্চাত্যদেশে বিশেষ করে আমেরীকাতে চেক টাকার মতই ব্যবহার হয়, ভারতবর্ষেও চেকের প্রচলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমাদের একটা চেক বই আপনার প্রতিদিন কার লেনদেন শুধু সহজ করে দেবে না, বিপদ থেকেও রক্ষা করবে।

সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

২, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

এইচ, এম ঘোষ,

এফ, আর, ই, এস, (লণ্ডন)

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ঋণ, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ

১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত বৃটেনের নিকট ভারত সরকারের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে ইহার অধিকাংশ ঋণই পরিশোধ করা হইয়াছে। এক্ষণে ভারতের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ১০ কোটী পাউণ্ডের বেশী হইবে না। ইহার মধ্যে রেলপথের মূলধনও আছে। এই সকল রেলপথের মূলধন বাবদ যে ষ্টার্লিং ঋণ করা হইয়াছে তাহাও পরিশোধ করা হইবে বলিয়া নোটীশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে যে সকল বৃটেনের মূলধন ভারতে খাটান হইয়াছে তাহার পরিমাণ ২৪ কোটী পাউণ্ডের অধিক হইবে। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ মূলধন বৃটিশ পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও জাহাজের ব্যবসায়ে খাটান হইয়াছে। কলিকাতার পাট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বৃটেনের প্রায় ২ কোটি পাউণ্ড মূলধন নিয়োজিত আছে। ইহা ছাড়া ভারতের চা-বাগানসমূহেও বৃটেনের প্রায় ৪ কোটি পাউণ্ড মূলধন খাটিতেছে।

কেন্দ্রীয় যুদ্ধ-বীমা দাবী কমিটী

প্রকাশ, যুদ্ধবীমা সম্পর্কিত দাবীদাওয়া মিটাইবার জন্য ভরত সরকার প্রাদেশিক কমিটি ছাড়াও একটী কেন্দ্রীয় যুদ্ধবীমা দাবীপূরণ কমিটী গঠন করিয়াছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, রমণ, অর্থ বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এস, সি, টার্ণার ও আইন বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ এস, এ, লাল উক্ত কমিটীর সভ্য হইয়াছেন।

স্যার এস এস ভাটনগরের নূতন সম্মান

স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ইংলণ্ডের 'সোসাইটী অব কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীর (রাসায়নিক শিল্পসঙ্ঘ) সদস্য হইবার সম্মান লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মাত্র ১১ জন জীবিত বিশিষ্ট রসায়নতত্ত্ববিদ্ এই সঙ্ঘের সদস্য হইবার সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র একজন ইংরাজ ও অপর ব্যক্তি কানাডার অধিবাসী। স্যার ভাটনগরের এই সম্মানলাভ ভারতের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

ভারতের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে রেলওয়ের স্থান

ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে বি এণ্ড এ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এল পি মিশ্র এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে অর্থ-নৈতিক সম্পদের দিক হইতে কৃষির পরেই রেলপথের স্থান। ভারতের এই সর্ব্ববৃহৎ শিল্পে (কৃষির পরে) ৮৫০ কোটি টাকার মূলধন খাটিতেছে এবং ৭৫ লক্ষ লোক কাজ করিতেছে। ভারতে এতাবৎ মোট ৪১ হাজার মাইল রেলপথ খোলা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম রবার

চিকাগোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দুইজন বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে সয়াবীন হইতে স্পঞ্জের ন্যায় এক প্রকার কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইতেছে। অবশ্য এই রবার দিয়া মোটরগাড়ী প্রভৃতির টায়ার প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। তবে অন্যান্য প্রয়োজনে এই কৃত্রিম রবার কাজে লাগান যাইবে।

ভারতে সরিষা ও তিসি চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে সরিষা ও তিসি চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বভাষে ৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে সরিষা ও ২৫ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে সরিষা ও তিসি চাষের পূর্ব্বাভাষে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমি ও ২৭ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে সরিষা ও তিসির চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিদেশে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বৃটিশ কোষাগার প্রদত্ত মূলধন দ্বারা 'ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন' পরিচালিত হইতেছে। বৃটিশ শিল্প ব্যবসায়ের দুইজন নেতা মিঃ য়্যাঙ্গাল ডাডার্ল ক্যাম্পেল এবং মিঃ আর্ণেষ্ট হ্যারি লেভার এই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস্—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৹ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

কাসাবিন
শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই সুখসেব্য ঔষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্নিগ্ধ হয়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

ষ্টার্লিং ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরের প্রশ্ন

লণ্ডনে ভারতের যে প্রভূত ষ্টার্লিং মজুত আছে জনহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিয়া দেশের মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার সমস্যা সম্বন্ধে কোন কোন মহলে আলোচনা চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোম্পানী পরিচালিত সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে এবং বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ভারত সরকার কিনিয়া লইলে ৯০ লক্ষ ষ্টার্লিং প্রয়োজন হইবে। ইহা ছাড়া ভারতে বৃটিশ কোম্পানীসমূহের যে মূলধন নিয়োজিত আছে, তাহা টাকায় পরিবর্ত্তন করিয়া বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধন নিয়োগকারীদিগকে উহা ভারতেই খাটাইতে বাধ্য করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রাধিক্য হইলে তাহার প্রতিকার করা যাইবে। ১৯৩৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতে সকল প্রকার নোটের পরিমাণ ছিল ২১৭ কোটী ১৭ লক্ষ টাকার। ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বৃটিশ সরকারের যে ব্যয় করিতে হইবে তজ্জন্য লণ্ডনে ভারত সরকারের পক্ষে যে ষ্টার্লিং মজুত আছে, তাহারই অনুপাতে ঐ টাকা রাখা হইয়াছে। ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ এর পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে মিঃ ফজলুল হক্

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক্ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব কমিশন (ফ্লাউড কমিশন) বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করা সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার একটী বৈকল্পিক পরিকল্পনার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। মিঃ হকের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :—(১) কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইন উঠাইয়া দেওয়া এবং উহা বাতিল করা। (২) বিশেষ আইন দ্বারা সমস্ত জমি, জলাশয়, বন ও খনি সরকারী আওতায় নেওয়া। (৩) কৃষাণ হিসাবে জমির দখলকারীদের এবং জল, বন ও খনির মালিকদের দখলিস্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। (৪) কৃষিজমি সম্পর্কে প্রকৃত চাষীকে সরাসরীভাবে সরকারকে মোট উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ দিতে হইবে; জল কর, বন কর এবং খনি কর সম্পর্কে উহাদের মালিকগণকে সরকারকে নির্দ্ধারিত অংশ দিতে হইবে। (৫) ভূমি, জল, বন ও খনি সম্বন্ধীয় সমস্ত কর উঠাইয়া দেওয়া হইবে। পথকর, বনকর, চৌকিদারী ও শিক্ষা কর প্রভৃতি রদ করা হইবে। (৬) রাজস্ব আদায়ীকারীদিগকে নিম্নরূপ পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে:—(ক) যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে রাজস্ব আদায়কারীদের যে আয় ছিল তাহার শতকরা ৫০ ভাগ। তাহাদের রাজস্ব, খাজনা, ট্যাক্স অথবা সেস দিতে হইবে না। (খ) মালিকানা বাদে রাজস্ব আদায়কারীদের সমস্ত আয় সরকারকে দিতে হইবে। (গ) বর্ত্তমানে যে সকল সম্পত্তি বা জমি কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ আছে, ঐ সকল সম্পত্তির যে মালিকানা দেওয়া হইবে, তাহা বর্ত্তমানে যে ভাতা দেওয়া হয় তাহার বেশী হইবে না। (ঘ) দায়গ্রস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে সরকার নিজ বিবেচনামত মালিকানার পরিমাণ কমাইতে পারিবেন। (৭) প্রকৃত চাষীদের কেহই ৫০ বিঘার অধিক জমি পাইবে না। (৮) যাহাদের ভূমিতে আয় নাই কিন্তু অন্যভাবে আয় হয় তাহাদের আয়ের একটা নির্দ্দিষ্টাংশ সরকার গ্রহণ করিবেন। এই প্রকারের আয় প্রদেশকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৯) বাঙ্গলা দেশ হইতে যে বাণিজ্যশুল্ক আদায় হয় তাহা বাঙ্গলা সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১০) খাসজমি ও বর্গা পত্তন করা জমি সরকারের সম্পত্তি হইবে; সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ভাবে ঐ সমস্ত জমির বিলি ব্যবস্থা করা হইবে।

বোম্বাইয়ে বাড়ীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ

বোম্বাইয়ের লাট খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত প্রদেশের বাড়ীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ এবং সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী আইন প্রণয়ন করিয়াছেন।

আর্জ্জেনটাইনে ভারত হইতে পাট আমদানী

প্রকাশ, ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানীর জন্য আর্জ্জেনটাইন সরকার ওয়াশিংটনের 'শিপিং কণ্ট্রোল' বিভাগের অনুমতি চাহিয়াছেন। ১৯৪৩ সালে কৃষিকার্য্যাদির জন্য আর্জ্জেনটাইনে ১২ কোটী চটের থলের প্রয়োজন হইবে।

বোম্বাইয়ে ময়দার অভাব

ময়দার অভাবে রুটীওয়ালাদের ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় তাহাদের প্রতিকারকল্পে বোম্বাই সরকার 'হোটেল ও রেস্তঁরা এসোসিয়েসন'কে প্রত্যহ ২ শত বস্তা ময়দা প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঞ্জাব সরকার প্রায় ৩০ হাজার টন বজরা বোম্বাই প্রদেশে চালান দিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারতে অষ্ট্রেলিয়ার গম

জানা গিয়াছে যে, ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ কোন বন্দরে সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২ খানি গমবাহী ষ্টিমার আসিয়া পৌছিয়াছে। এই ষ্টিমার দুইখানি নাকি ১৫ হাজার টন গম খালাস করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দুইখানি গমবাহী ষ্টিমার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতের কোন বন্দরে আসিয়াছে।

কলিকাতায় মোটরবাসের জন্য অতিরিক্ত পেট্রল

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে যে সকল মোটর বাস চলাচল করে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে সেই সকল বাসকে অবিলম্বে অতিরিক্ত পেট্রল দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়া)

এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় নূতন নূতন যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার একটা সুযোগ আসিয়াছে। আমরা এবিষয়ে বিশেষ করিয়া লবণের কারখানা, গব্যশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল স্থাপনের কথা উল্লেখ করিতে পারি। কি লবণ, কি গব্যশিল্প, কি বস্ত্র কোন দিক দিয়াই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নহে। এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় সেই মূলগত গলদ বহুল পরিমাণে আজ ধরা পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে ঐ সমস্ত দিক দিয়া খুবই শোচনীয় তাহা আমরা মর্ম্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করিতেছি। বর্ত্তমানে যখন দেশের লোকের হাতে নানাদিক দিয়া অতিরিক্ত অর্থাগমের নমুনা দেখা যাইতেছে তখন দেশের শিল্পোদ্যোগীদের কর্ত্তব্য নূতন নূতন যৌথ কোম্পানী গড়িয়া তুলিয়া ব্যাপক আকারে ঐ সব দ্রব্যাদি প্রস্তুতে যত্নবান হওয়া। অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসভাজন লোকেরা এবিষয়ে ব্রতী হইলে এই অর্থপ্রসারণের দিনে কম আয়াসে কলকারখানা স্থাপনের উপযোগী শেয়ার মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন (বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের গবর্ণমেণ্টও এবিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পারেন) বলিয়াই মনে হয়। উহাতে লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ নিয়োগের একটা সুব্যবস্থা হইবে। দেশে বহুবিধ আবশ্যকীয় জিনিষের উৎপাদনও স্থায়ীভাবে বাড়ানোর সুবিধা হইবে। ঐসব দিকে অচিরে দেশের শিল্পব্যবসায়ী ও দেশের গভর্ণমেণ্টের সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

মূলধন

অনুমোদিত এবং বিলিকৃত	২০,০৪,০০০৲
বিক্রিত	১০,০৪,৭৯২৲
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	৮,৫৯,০৮১৲

কলিকাতা অফিস :— ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, ফোন:—কলিঃ ৬৫৪৪

শাখা ও এজেন্সী :— সকল প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রাম :—"রেনবো", কলিকাতা ফোন :—পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়—

—অন্যান্য অফিস—

মধ্য কলিকাতা—৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট,

বড়বাজার শাখা—২০৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গলা	আসাম	বিহার	উড়িষ্যা
ঢাকা,	গৌহাটী,	ভাগলপুর,	পুরী,
নারায়ণগঞ্জ,	তেজপুর,	রাঁচি,	বহরমপুর (গঞ্জাম),
নিতাইগঞ্জ,	চারালী (ডেরাং)	পুরুলিয়া	খুরদা রোড,
ইছাপুরা (ঢাকা)			কটক (চৌধুরী বাজার)

মধ্যপ্রদেশ—নাগপুর মঙ্গলবাগ

এজেন্সী অফিস—বোম্বাই

বি, মুখার্জ্জী, বি, এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সিটাডেল ব্যাঙ্ক মহাযুদ্ধের বাজারে গত ১৯৪০ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের সময় নানা কারণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে বিবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বিশেষতঃ গত বৎসর যুদ্ধ ভারতের প্রান্তদেশে উপনীত হওয়ায় এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছিল। এই সব জাতীয় দুর্য্যোগ ও আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কট এবং তজ্জনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া কাজ করিয়াও সিটাডেল ব্যাঙ্কের ন্যায় একটি নূতন প্রতিষ্ঠান ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা আশা ও আনন্দের কথা।

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে সিটাডেল ব্যাঙ্কের হাতে আদায়ীকৃত, আমানত ও চলতি জমা প্রভৃতি লইয়া মোট দায় দেখান হইয়াছে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৩১ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩৭ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ২০ হাজার টাকা, অনাদায়ী বিল ৫৮ হাজার টাকা, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে জমা ৫৮ হাজার টাকা, আসবাবপত্রে ৯ হাজার টাকা ইত্যাদি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস্ রেলওয়েজ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ আনা। **বেলাপুর কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **কেশর সুগার ওয়ার্কস্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৯।৵০ আনা। **আমেদপুর কাটোয়া রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩।৶১০ পাই। **বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৵০ আনা। **বেঙ্গল কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **মহীশূর পেপার মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **মেকেঞ্জি লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। **এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ব্রকল্ ব্যাঙ্ক লিঃ—প্রোমোটার মিঃ হিউ ক্লার্ক ওয়াটার্স। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। জাহাজের ব্যবসা।

সেখবতী ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বলদেব দাস সারাওজী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—শেয়ার স্টক ডিবেঞ্চার ইত্যাদির কাজকারবার।

বেঙ্গল ষ্টার্চ্চ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ঘনশ্যাম দাস ভগৎ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, শিবঠাকুর লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—চর্ব্বি জাতীয় দ্রব্যাদির কাজকারবার।

এইচ্ ম্যান্দরি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এফ্ ই হিলম্যান। রেজিষ্টার্ড অফিস—ডি ৬, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড কণ্ট্রাক্টর্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বিমলকান্তি ধর। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। ব্যবসা—ইঞ্জিনীয়ারিং ও কণ্ট্রাক্টরী।

ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ তুলসীচরণ ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং।

নরিন্‌কো লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ্ গিল্‌সেথ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

নিউ ইণ্ডিয়া ষ্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মদনলাল সেখশারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত ও উহাদের কাজকারবার।

কুড়াল - - -

কাঠুরেকে যদি একটী কুড়াল দেওয়া যায়, তবে তা' দিয়ে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র ইস্পাতের কুড়াল দিয়াই মস্ত মস্ত গাছ কেটে, আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য তক্তা পাওয়া যায়।

TATA

টাটা

দি টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ হেড সেলস অফিস : ১০২-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রচারিত

TN. 2456

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পুরাতন বৎসরের ন্যায় নূতন বৎসরও বাজারে প্রচুর টাকার স্বচ্ছলতা লইয়া আরম্ভ হইল। টাকার চাহিদা পূর্ব্বের মতই যৎসামান্য। নূতন তুলার ফসল কিনিবার মরশুম সুরু হওয়ায় পাঞ্জাব হইতে কিছু অর্থের চাহিদা এবার দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ খুবই কম। নববর্ষের প্রথম সপ্তাহেও পূর্ব্বের ন্যায় বাজারে একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে। টাকার বাজার সম্পর্কে ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বিনিময় বাজার সম্পর্কেও নববর্ষের প্রারম্ভে নূতন কিছু বলিবার নাই। বাজারে কাজকারবার সামান্যই হইয়াছে। বড়দিনের ছুটির পরে ব্যাঙ্কসমূহ খুলিবার পর যৎকিঞ্চিৎ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে মাত্র।

গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৶৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদন সব অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটী ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৷১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ১২ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং ১১ই জানুয়ারী তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এবং যে স্থলে ঐ তারিখ ছুটির দিন সেখানে ১৪ই জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। গত ৬ই জানুয়ারী হইতে আগামী ১১ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বিঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে তিন মাসের ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭০ কোটি ৩৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৫৮ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৪ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৮ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি ৮৭ লক্ষ ১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ৫২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৪১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৯/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে দীর্ঘ ছুটীর পর কলিকাতার শেয়ার বাজার খুলিয়াছে; কিন্তু ইহার কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক কলিকাতায় কয়েকবার জাপানী বিমানহানার পরও যে শেয়ার বাজারের কাজকারবার কতকটা আরম্ভ হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ। প্রকাশ, শেয়ার বাজার বন্ধের সময় কোন কোন স্থলে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের যথাক্রমে ২৮৷৷০ আনা এবং ২০৷০ আনায় বেসরকারী ভাবে বেচাকেনা হইয়াছে। কেহই শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখায় নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। গত কয়েকদিনের মধ্যে শেয়ারের বেচাকেনার পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কেহই শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য কোনরূপ অর্ডার দেয় নাই। সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিছুদিন কলিকাতায় কোনরূপ জাপানী বিমানের আক্রমণ না হওয়া সত্ত্বেও শেয়ার বাজারে কোনরূপ আশার লক্ষণ দেখা যায় নাই। যতটা মনে হয় তাহাতে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্ত্তমানের ন্যায় মন্দা আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারে বিশেষ কোন মন্দার ভাব লক্ষিত হয় নাই। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪৲ টাকা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স ঋণ ১০০/০ আনা, ৩৷৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩৷৷৶০ আনা। ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৷/০। ৪৷৷০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০

সেভিংস
হিসাব
সুদ ২৲
ফোন : কলি: ২২৬৩ (৩ লাইন)
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা—হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়া।
ডি.এন.মুখার্জ্জী, এম.এল.এ.
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

সালের কাগজ ১১৩৸৶০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮৸০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের দর অপরিবর্ত্তিত ছিল। এমালগেমেটেড ৩০৷৷০ আনা। বেঙ্গল ৪০০৲ টাকা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এলবিয়ন ১৮৩৲ টাকা। এলায়েন্স ৩১৩৲ টাকা। বালি ২৫২৲ টাকা এবং বজবজ ৩৪০৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে বাজার খোলার দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ছিল ৩০৶০ আনা কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে ইহার দর ২৯৷৷৶০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছে। ষ্টীল করপোরেশনের দর ছিল সপ্তাহের প্রথমভাগে ২২।০ আনা; কিন্তু পরে ইহার দর ২১৷৷০ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দর কতকটা স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। কাণপুর ২৯।০ আনা, ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ১৪৷৷৶০ আনা এবং চম্পারণ ২৩৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৬ই জানুয়ারী—১০০৶০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা জাঃ—৯৩৸৶০ ৯৪৶০; ৫ই—৯৩৸৶০ ৯৪৶০; ৬ই—৯৩৸৶০ ৯৪৲; ৭ই—৯৩৸৶০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই জাঃ—১০৩৷৷৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৬ই জাঃ—১১০।৶০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ৬ই জাঃ—১১৩৸৶০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৫ই জাঃ—১০৮৸০; ৭ই—১০৮৲।

ব্যাঙ্ক

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ৫ই জানুয়ারী—১২৶০ ১২৶০; ৬ই—১২৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৪ঠা জাঃ—১৬৩০৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা জাঃ—১০২৲ ১০৩৲; ৫ই—১০২৷৷০ ১০৪৲; ৬ই—১০৩৷৷০; ৭ই—১০৩৷৷০ ১০৪৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৫ই জাঃ—৩০৷৷০। বেঙ্গল ৫ই জাঃ—৪০০৲; ৬ই—৪০০৲ ৪০২৲; ৭ই—৪০০৲। হরিলাদি ৫ই জাঃ—১৫।৶০ ১৫৷৷৶০; ৬ই—১৫৶০ ১৫।০; ৭ই—১৫।০ ১৫।৶০। কাটরাস করিয়া ৫ই জাঃ—২৮৸৶০। নিউবীরভূম ৫ই জাঃ—১৬৸০; ৭ই—১৬৷৷৶০। পেঞ্চভেলী ৪ঠা জাঃ—৩৪৸৶০। সিঙ্গারাম (এ) ৫ই জাঃ—৩৷৷০ ৩৷৷৶০। তালচেড় ৬ই জাঃ—২৷৷৶০; ৭ই—২৷৷৶০ ২৷৷৶০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা জাঃ—৩১৸৶০। বোকারো এণ্ড রামগড় ৭ই জাঃ—১৬।৶০। বরাকর ৭ই জাঃ—১৩।৶০। ঘুষিক এণ্ড মুন্নিয়া ৭ই জাঃ—৫৷৷৶০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ৪ঠা জানুয়ারী—৮৶০; ৫ই—৮।৶০ ৮৷৷০; ৬ই—৮৷৶০ ৮৸৶০। বেণারস ৪ঠা জাঃ—৮৶০। বাউরিয়া ৫ই জাঃ—৪৭০৲; ৬ই—৪৫৫৲। কাণপুর টেক্সটাইল ৪ঠা জাঃ—১৪৶০ ১৪।০; ৫ই—১৪৷৷৶০ ১৫৲; ৬ই—১৪৸০; ৭ই—১৪৷৷০। কেশোরাম ৪ঠা জাঃ—১৫৲ ১৫৴০; ৫ই—১৫।৴০ ১৫৷৷০; ৬ই—১৫৶০ ১৫।৴০; ৭ই—১৫৶০। মুইয়ের মিলস ৪ঠা জাঃ—৩৩৪৲; (প্রেফ) ৬ই জাঃ—৮১৲। নিউ ভিক্টোরিয়া ৬ই জাঃ—৭৷৷৶০ ৭৸০; ৭ই—৭৷৷৶০ ৭৸০; (প্রেফ) ৫ই জাঃ—১০৸০।

ইলেকট্রিক

রাওয়ালপিণ্ডি ৬ই জাঃ—২৭৷৷০ ২৮৲।

পাটকল

এলবিয়ন ৬ই জাঃ—১৮৩৲ ১৮৫৲। এলায়েন্স ৬ই জাঃ—৩১৩৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ৪ঠা জাঃ—৩২৭৲। বালি ৪ঠা জাঃ—২৫২৲ ২৫৫৲; ৫ই—২৫৬৲; ৬ই—২৫২৲ ২৫৫৲; ৭ই—২৫১৷৷০ ২৫৪৲। বরানগর ৬ই জাঃ—১০০৲। বেলভেডিয়র ৪ঠা জাঃ—৩৮২৲; ৭ই—৩৯০৲। বিরলা ৭ই জাঃ—৩৬।৶০। বজবজ ৪ঠা জানুয়ারী—৩৪৫৲; ৬ই—৩৪০৲; (প্রেফ) ৭ই জাঃ—১৬১৲। কেলিডনিয়ান ৫ই জাঃ—২৭৷৷০। চিতভলসা ৬ই জাঃ—১৬।০; ৭ই—১৬৶০। ডালহৌসী ৪ঠা জাঃ—২১২৲। এম্পায়ার ৪ঠা জাঃ—২৬৷৷০; ৬ই—২৬।০। গৌরীপুর ৪ঠা জাঃ—৬৮৪৲; ৬ই—৬৭৯৲। হাওড়া ৪ঠা জাঃ—৫৩৷৷০ ৫৩৸৶০। হুকুমচাঁদ ৪ঠা জাঃ—১৮৶০ ১৮।০; ৬ই—১৮৶০ ১৮৷৷০; ৭ই—১৮।০ ১৮।৶০। ইণ্ডিয়া ৪ঠা জাঃ—৪০৮৲ ৪১৩৲; ৫ই—৪০৯৲ ৪১৩৲; ৬ই—৪১২৲; ৭ই—৪১০৲ ৪১৩৲। কামারহাটী ৪ঠা জানুয়ারী—৪৭৬৲ ৪৮০৲; ৬ই—৪৭৪৲ ৪৭৬৲। কাকনাড়া ৫ই জাঃ—৩৮০৲ ৩৮২৲; ৬ই—৩৮১৲ ৩৮২৲। কিনিসন ৪ঠা জাঃ—৩১৭৲; ৫ই—৩২২৲; ৭ই—৩১৩৲; (প্রেফ) ৭ই জাঃ—১৬৩৲। নৈহাটী ৬ই জাঃ—২১০৲। ন্যাশনাল ৬ই জাঃ—২২৲; ৭ই—২১৸০ ২২৲; (প্রেফ) ৪ঠা জাঃ—১৬২৲। নিউ সেণ্ট্রাল ৪ঠা জাঃ—৩১০৲। নদীয়া ৪ঠা জাঃ—৭০৲; ৭ই—৬৮৲। রামেশ্বর ৪ঠা জাঃ—৯৸০। রিলায়েন্স ৪ঠা জাঃ—৫৩৶০; (প্রেফ) ৭ই জাঃ—১৬৩৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ৪ঠা জাঃ—১৫৲; ৭ই—১৪৷৷৶০। আগরপাড়া ৭ই জাঃ—২২৲ ২২৸০। কেলভিন ৭ই জাঃ—৫১৩৲। ল্যান্সডাউন ৭ই জাঃ—১৩০৲। লস্করপাড়া ৭ই জাঃ—১৮।০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৭ই জাঃ—১৯৭৲। ইউনিয়ন ৭ই জাঃ—২৯৭৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৪ঠা জাঃ—৩৶০ ৩৶০; ৫ই—৩৲ ৩।০; ৬ই—৩৶০; ৭ই—৩।০ ৩৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ৪ঠা জাঃ—২৶০ ২৶০; ৫ই—২৲ ২৶০; ৬ই—২৶০; ৭ই—২৲ ২৶০। রোডেসিয়া কপার ৭ই জাঃ—১৶০ ১।০।

এ, আর, পি,

আপনার আশ্রয়-গৃহে

খাদ্য, অতিরিক্ত কাপড়, পরিষ্কার নেকড়া, তূলা, আয়োডিন ও ব্যাণ্ডেজ সর্ব্বদা তৈরি রাখা উচিত।

যদি না থাকে, অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি বেঙ্গল কর্ত্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ৪ঠা জাঃ—১৬৲। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৪ঠা জাঃ—১১৸০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা জাঃ—৩০৷৷০ ৩০৷৷৵০ ৩০৷৷৶০ ৩০৸০ ৩০৸৶০; ৫ই—৩০৵০ ৩০৵০ ৩০৷৷০ ৩০৷৷৵০; ৬ই—২৯৷৷৶০ ২৯৸০ ২৯৸৵০ ২৯৸৶০ ৩০৲ ৩০৵০; ৭ই—২৯৷৷৵০ ২৯৸০ ২৯৸৶০ ২৯৸৵০ ৩০৲। ইণ্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাষ্টীং ৬ই জাঃ—৮৸৵০ ৮৸৶০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (ডেফার্ড) ৪ঠা জাঃ—৩৩।০। কুমারধুবী ৪ঠা জাঃ—৫৷৵০; ৫ই—৫।৶০। সারণ ৬ই জাঃ—৬৷৷৵০। ষ্টীল করপোরেশন ৪ঠা জাঃ—২২।৵০ ২২।৵০ ২২।৶০ ২২৷৷০ ২২৷৷৵০ ২২৷৷৶০; ৫ই—২২৲ ২২।৵০ ২২।৶০; ৬ই—২১।৵০ ২১৸৶০ ২২৵০ ২২৶০; ৭ই—২১৷৷০ ২১৷৷৵০ ২১৷৷৶০; (প্রেফ) ৭ই—১১৭৲। মার্সালস ৭ই জাঃ—৩৵০ ৩৶০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৭ই জাঃ—১১৷৷০।

কাগজের কল

বেঙ্গল (অর্ডি) ৫ই জাঃ—১৬৩৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৫ই জাঃ—১৫৭৲; ৬ই—১৫৪৲। ওরিয়েণ্ট (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—২৪৸০; ৫ই—২৪৸০। টীটাগড় (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—২১।০ ২১৷৷০; ৫ই—২১৸৵০ ২১৸৶০; ৬ই—২১৸০; ৭ই—২১৵০ ২১৸০; (সেকেণ্ড প্রেফ) ৬ই—১১২৲।

চিনির কল

নিউ সাভান ৭ই জাঃ—১৩৵০। বেলস্তাণ্ড ৪ঠা জাঃ—৭।৵০ ৭৷৵০; ৭ই—৭।৶০। কাণপুর ৬ই জাঃ—২৯।০ ২৯৸০; ৭ই—২৯৲ ২৯।০। চম্পারণ ৪ঠা জাঃ—২৩৷৷০; ৭ই—২৪৲। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (প্রেফ) ৫ই জাঃ—১৩৮৲ ১৩৯৲। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ৫ই জাঃ—১৪৷৷৵০ ১৪৸৵০; ৬ই—১৪৷৷৵০; ৭ই—১৪৷৷০। কেরু এণ্ড কোং—৭ই জাঃ—১৪৲।

চা-বাগান

বোকাহাট ৪ঠা জাঃ—১০৲; ৫ই—১০৲; ৬ই—১০৲। নিউ সমনবাগ ৬ই জাঃ—৩১৸০। পুসিঙ্কিং (প্রেফ) ৬ই জাঃ—১২৯৲। রাজনগর ৬ই জাঃ—১০৷৷০। রুতেমা ৬ই জাঃ—১২৷৷৵০ ১২৸০। সরুগাঁও ৫ই জাঃ—১৭।০। সিংটম ৫ই জাঃ—২০৯৲। মারফুলানি (প্রেফ অর্ডি) ৭ই জাঃ—১৩৸০। তেজপুর (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—১০।০। হাতীকীরা ৭ই জাঃ—২৫৵০।

বিবিধ

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ৪ঠা জাঃ—২৩।৵০ ২৩৸০; ৫ই—২৩।৵০ ২৩৷৷০; (প্রেফ) ৪ঠা জাঃ—১১৮৲। এলুমিনিয়াম করপোরেশন ৫ই জাঃ—১৫৵০; (প্রেফ) ৭ই—১০৫৲। আসাম সল্ক ৪ঠা জাঃ—৩৸০; ৫ই—৪৲; ৬ই—৩৸৵০। এসোসিয়েটেড হোটেলস (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—৬৸০। বৃটিশ বার্ম্মা পেট্রল ৪ঠা জাঃ—২৵০; ৫ই—২।৵০ ২৷৷০। বৃটিশ সিলোন কর পোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—১২৸০ ১৩।০। ক্যালকাটা সিল্ক (অর্ডি) ৫ই জাঃ—৯।০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—১৫৸৵০; ৬ই—১৫৸০। হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ) ৫ই জাঃ—১০৸৵০। মোরাদাবাদ ওয়াটার সাপ্লাই ৪ঠা জাঃ—৪।৵০। ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল (প্রেফ) ৫ই জাঃ—১০৫৲। বোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—২৪।০। টাইড ওয়াটার অয়েল ৪ঠা জাঃ—১৪।০। বৃটানিয়া বিস্কুটস ৭ই জাঃ—১৩৸০। ডানলপ রাবার (সেকেণ্ড প্রেফ) ৭ই জাঃ—১০৭৲। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ৭ই জাঃ—১৸৵০ ২৲; (প্রেফ অর্ডি) ৭ই জাঃ—২৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের চটকলসমূহের বহু মজুর বিমান আক্রমণের সংবাদে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত ভাব পোষণ করিতে না পারায় মিলমালিক পক্ষ বর্ত্তমানে পাট ক্রয় স্থগিত রাখিয়াছেন। কাজকারবার যাহা কিছু হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্য। বিক্রেতা মহল তাড়াতাড়ি মাল হাতছাড়া করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠায় পাটের দর স্বভাবতই নামিয়া পড়িয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বাঙ্গলা সরকারের উদ্যোগে আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইবে তৎসম্পর্কে এক আলোচনা বৈঠক বসিয়াছিল। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবও উক্ত বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রকাশ, এই বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে বরাবর মন্দার ভাবই ছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ব্যবসায়ী মহল ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখিয়া কাজকারবারে মনোযোগ দিবার জন্য প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান জাত মিড্‌ল ও বটোমের দর হ্রাস পাইয়া উহারা যথাক্রমে ১২।০ আনা ও ১০।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। অবশ্য সপ্তাহের শেষভাগে জাত মিডলের দর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া ১২৸০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে মন্দার ভাব চলিতেছে। কুলি ও মজুরের অভাব ঘটায় বাজারে একটা অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

থলে ও চটের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষভাবে মন্দা ছিল। বাজারে মিলমালিকগণের দেখা পাওয়া যায় নাই। বিমান হানার ফলে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে স্বাভাবিকভাবে পাটের এবং থলে ও চটের বাজার চলিতে পারিবে না বলিয়া অনেকে শঙ্কা প্রকাশ

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি
সকল অবস্থাতেই
আপনাদের
সেবা করিতে
প্রস্তুত।

হেড্ অফিস :—
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শাখা সমূহ :—
ঢাকা, কালিম্পঙ্ ও
শিলিগুড়ী।

ফোন : কলিকাতা ৬১১

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলকামারী,
মেদিনীপুর ও ঢাকা।

জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—
ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

করিতেছিলেন। অবশ্য এরূপ আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে চড়তির ভাব ফিরিয়া আসে। ৯নং পোর্টার নগদ ১৫৷৷০ আনায় হ্রাস পাইয়াছিল; উহা পুনরায় ১৭৵০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৯নং পোর্টার জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৭৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৵০ আনা, ও জুলাই সেপ্টেম্বর ১৬৵০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২২৵০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ২২৷০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২৷০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী

বোম্বাইএর তূলার বাজারে তূলার দরে ঘনঘন উঠানামা হইতে দেখা গিয়াছে। তূলার দরে কোনপ্রকার স্থিরতা নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগে বাজার কিঞ্চিৎ ভাল থাকায় মিলওয়ালরা তূলা ক্রয়ের জন্য উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে আর কোনপ্রকার কর্ম্মতৎপরতার ভাব কোথাও লক্ষিত হয় নাই। সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের তূলাচাষের যে তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ বাহির হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের (১৯৪১-৪২) তৃতীয় পূর্ব্বাভাষের তুলনায় এবার শতকরা ১৮ ভাগ জমি কম এবং উৎপাদনের পরিমাণও গত বারের তুলনায় শতকরা ১৯ ভাগ হ্রাস পাইবে।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। ছোটখাট ব্যবসায়ীরা মাল বিক্রয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাহাদের গুদাম বন্ধ করিয়া কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। দরিদ্র জনসাধারণ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যাহাতে এই নির্দ্ধারিত মূল্যের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র পাইয়া উপকৃত হইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থাই করা হইবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এখনও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তোড়জোর ও গবেষণা চলিতেছে। আসলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এখন পর্য্যন্ত বাজারে বাহির হইতেছে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে সোণার দরে কতকটা তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ক্রেতা এবং খুঁকিদারেরা সোণা ক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণা এবং প্রতিটী গিণির দর যথাক্রমে ৬৭৸০ আনা এবং ৪৯৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু ইহাদের দর যথাক্রমে ৬৫৷৷৵০ আনা এবং ৪৮৷৷০ আনায় পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৬৲ টাকা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৫৸৵০ আনা এবং প্রতিটী গিণি ৪৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণা ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার বাজারও তেজী ছিল। কিন্তু ইহার দর বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। রূপার কাজকারবারের পরিমাণ ছিল সামান্য। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৯৯৷০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৫৸০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৬৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডন এবং নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল যথাক্রমে ২৩½ পেন্স এবং ৪৪⅛ সেণ্ট।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

গত ৫ই জানুয়ারী চায়ের ২৯নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগের বেচাকেনায় কর্ম্ম-তৎপরতা লক্ষিত হয়। কলিকাতায় বিমান হানার জন্য যেরূপ অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে এবং চায়ের বাজারে একটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। বাজারের প্রথম দিকে চায়ের দরে মন্দা দেখা গিয়াছিল কিন্তু পরে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাধারণ শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হ্রাস পাইয়াছিল। গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ।৵০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল এবং মাঝারি ধরণের গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৶০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৯ পাই হইতে নামিয়া ৬ পাইতে দাঁড়াইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ৪৲ টাকা হইতে ৪৵০ দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল ৮৸৵০ আনা হইতে ৯৲ টাকা দরে (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ৩৵০ আনা হইতে ৩৸০ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈল বিক্রেতারা প্রতি দুইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা ধার্য্য করিয়া) ৬৸৵০ আনা হইতে ৭৲ টাকা দরে বিক্রয় করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারের সমস্ত সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছিল।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

কলিকাতায় কয়েকবার বিমান হানার জন্য চামড়ার বাজারে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল:—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৮০ হাজার টুক্‌রা ৬২৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ১ হাজার টুক্‌রা ৫৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৫ হাজার টুক্‌রা ৫৸০ আনা হইতে ৬।০ আনা, আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৩ হাজার টুক্‌রা ৭৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) এবং আর্দ্র-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৩ শত টুক্‌রা ৵৯ পাই হিসাবে।

টেলি { গ্রাম: যথেরধন / ফোন ক্যাল ৩৭৩৪

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস:—৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ

স্মরণ রাখিবেন,—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি,

আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।

আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে সেই সঞ্চয়ের পথ করুন

বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।

ননী গোপাল দত্ত রায়, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন।

কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৮ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৩৯-৬৪১	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬৪৬-৬৫১
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৬৪২	পুস্তক পরিচয়	৬৫২
ভারত সরকারের আগামী বাজেট	৬৪৩	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৬৫৩
কৃষি-বীমা	৬৪৪-৬৪৫	বাজারের হালচাল	৬৫৪-৬৫৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের চাষ

চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকার গত ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট উৎপাদনের ফলে পাটচাষী পাটের অত্যন্ত কম মূল্য পাইতেছে দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার গত ১৯৪১ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাট চাষের ব্যবস্থা করেন। উহার ফলে গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৫৫ একর জমিতে পাটের চাষ হয় এবং এই জমিতে ৪২ লক্ষ ৫১ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই বৎসর বাঙ্গলায় ৩৪ লক্ষ একর জমি পাটচাষ হইতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য এই প্রদেশে ধানের চাষ খুব বাড়িয়া যায়। এই সব কারণে ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলার কৃষক পাটের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য পাইয়াছিল এবং বাঙ্গলা দেশ চালের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়ার দরুণ এই প্রদেশে চালের মূল্য তেমন চড়ে নাই। ১৯৪২ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলায় চালের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা দেখা যাওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গলা সরকার স্বার্থান্বেষী চটকলওয়ালাদের প্রভাবে পড়িয়া পাটের জমির পরিমাণ বাড়াইয়া ১৯৪০ সালের তুলনায় আট আনা জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেন। উহার ফলে এই বৎসরে বাঙ্গলায় ২৭ লক্ষ ১২ হাজার ৯৪০ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। এই ভাবে পাট চাষের জমি বৃদ্ধি করার ফলে একদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়ার দরুণ পাটের মূল্য অনেক কমিয়া যায় এবং অন্যদিকে প্রায় ১২ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমি পাটচাষে আবদ্ধ হওয়াতে বাঙ্গলায় ধানের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার দরুণ মধ্যবিত্ত ও কৃষককে ১৫।১৬ টাকা মণ দরে চা'ল কিনিয়া খাইতে হয়। এবারও যাহাতে ১৯৪২ সালের সমপরিমাণ জমিতে—এমন কি ১৯৪০ সালের সমান জমিতে বাঙ্গলায় পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হয় তজ্জন্য স্বার্থান্ধ চটকলওয়ালাদের তরফ হইতে জোর প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। গত বৎসর উহারা অধিকতর পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়া বাঙ্গলার কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকের যে অনিষ্ট করিয়াছিলেন এবার পাটের চাষ কমানোর ফলে তাহার অনেকটা প্রতিকার হইবে। এজন্য বাঙ্গলা সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারকে একটি বিষয় সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেওয়া আমরা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। গত বৎসর যদিও ১৯৪০ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক জমিতে পাটচাষ করিবার জন্য কৃষককে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তথাপি এই নির্দ্দেশ যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করেন নাই। ফলে গত বৎসর ১৯৪০ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়া একদিকে পাটের মূল্য হ্রাস এবং অন্যদিকে ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধি—এই উভয়বিধ অনর্থকে অধিকতর ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছিল। এবার দেশে খাদ্য সমস্যা যে প্রকার মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা সরকার যদি তাঁহাদের নির্দ্দেশ যথাযথরূপে প্রতিপালন করাইবার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা না করেন তাহা হইলে উহা দ্বারা পরোক্ষভাবে চটকলগুলিকে সাহায্য করা হইবে এবং দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার পথ আরও প্রশস্ত হইবে। বাঙ্গলা সরকার একথা যেন স্মরণ রাখেন যে গত বৎসর অধিকতর জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়া এবং কৃষকদের দ্বারা তাহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করাইবার ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া দেশের যে অনিষ্ট করিয়াছেন এবারও যদি তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহা হইলে দেশবাসী তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবে না।

বাঙ্গলায় খাদ্যাভাব ও ভারত সরকার

পাটচাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করিবার ফলে বাঙ্গালায় ধানের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই প্রদেশের খাদ্যাভাব সমস্যার কতকাংশে সমাধান হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন ব্যবস্থার সুফল পাইতে কয়েক মাস অতীত হইয়া যাইবে। গত বৎসর ধান অনেক কম হওয়াতে বর্ত্তমানেই বাঙ্গালার মফঃস্বল অঞ্চলে ১০।১১ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। আগামী চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এই দর আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই এবং তখন বাঙ্গলায় সত্য-সত্যই একটা মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই দিক সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের কোন নজর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় নাই। ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ভারত সরকার এই দেশ হইতে বিদেশে সমস্ত প্রকার খাদ্যশস্যের চালান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখনও সিংহলে প্রতিমাসে ১২ হাজার টন করিয়া এবং পারশ্য উপসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে চাউল (পরিমাণ জানা নাই) রপ্তানী হইতেছে ও ভবিষ্যতেও অনেক দিন পর্য্যন্ত এই রপ্তানী চলিতে থাকিবে। ভারত সরকারের এই ব্যবস্থাতে বাঙ্গলা দেশের উপরই সবচেয় বড় অবিচার করা হইতেছে। কারণ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব পদে বর্ত্তমানে একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট বাঙ্গালী অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও খাদ্যসরবরাহ ব্যাপারে ভারত সরকার কর্ত্তৃক বাঙ্গলা দেশের স্বার্থই সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হইতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী

বাঙ্গলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ রাখা উচিত কিনা এবং এই প্রদেশে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত তদ্‌সম্বন্ধে গত ১৯৪০ সালের মে মাসে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে ক্ষতিপূরণ দিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সমস্ত জমিদারী ও তালুকদারী খাস করিবার এবং কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করা হয়। বাঙ্গলা সরকার উক্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া উহার বিবেচনার ভার কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের মিঃ গার্ণারের উপর অর্পণ করেন। কিন্তু মিঃ গার্ণার ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করিতে যে সমস্ত অসুবিধা রহিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে এই বিষয়ে অন্য কোন কার্য্যকরী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। উহার পরে ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই ব্যাপার লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। কিন্তু পরিষদও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। অতঃপর যুদ্ধজনিত বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া দেশের জনসাধারণ ও বাঙ্গলা সরকার উভয়েই যে প্রকার বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে যুদ্ধাবসান পর্য্যন্ত এই জটিল সমস্যার মীমাংসা স্থগিত থাকিবে বলিয়াই সকলে মনে করিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক হঠাৎ এই ব্যাপারে তাঁহার 'ব্যক্তিগত মত' ঘোষণা করিয়াছেন। যে ব্যাপারে বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনার ফলেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই এবং যাহার আলোচনার জন্য বর্ত্তমানে দেশবাসীর কোন সময় বা আগ্রহ নাই তৎসম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী হঠাৎ কেন তাঁহার 'ব্যক্তিগত মত' প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন তাহা বুঝা দুষ্কর। প্রধান মন্ত্রী বিরুদ্ধ পক্ষ—তিনি হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া এই সমস্যা ধামাচাপা দিয়াছেন এবং প্রজার উপকার সাধনে তাঁহার কোন আগ্রহ নাই—এরূপ প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই সম্ভবতঃ তিনি আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য বর্ত্তমানে তাঁহার 'ব্যক্তিগত মত' প্রকাশে বাধ্য হইয়াছেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের প্রচারকার্য্যে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দেশের একটি জটিল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মন্ত্রিসভা ও ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার সহকর্ম্মী ও সমর্থকদের মতামতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী এই ব্যাপারে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ যথাযথরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক পরিচালিত সমস্ত জমিদারী সরকারে খাস করা এবং অন্যান্য জমিদারগণকে আদায়ীকৃত খাজানা হইতে সমস্ত খরচা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র তাহাদিগকে প্রদান করা সম্পর্কে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি সমর্থন করিবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

কাগজের বাজারের ভবিষ্যৎ

কাগজের দুর্ভিক্ষের জন্য বাঙ্গলা দেশে যাহারা বিপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে বড়দিন উপলক্ষে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কলিকাতায় আসিলে তাঁহার নিকট হইতে এই সম্পর্কে একটু আশার বাণী শুনিতে পাইবেন। কিন্তু বাণিজ্য সচিব কাহাকেও এই বিষয়ে কোন ভরসা দিতে পারেন নাই। তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় কোন ভরসা দেওয়া যে সম্ভবপর নহে তাহা কাগজের তথ্যতালিকা দৃষ্টে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। গত ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের কাগজের কলগুলিতে ৫৯ হাজার ৬৯৮ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরে বিদেশ হইতে মোট ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৪২ টন কাগজ আমদানী হইয়াছিল। উক্ত মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৪০ টন কাগজের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রয়োজনে অনুমান ২৫ হাজার টন কাগজ ব্যয়িত হয় এবং বাকী ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৪০ টন কাগজই দেশের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়। বর্ত্তমানে অবশ্য দেশীয় কাগজের কলগুলিতে উৎপাদিত কাগজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরে ৯৬ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিদেশ হইতে কাগজের আমদানী ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন হইতে হ্রাস পাইয়া উহা মাত্র ৪০ হাজার টনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য বহু সংখ্যক নূতন কলকারখানা স্থাপিত হওয়াতে এবং যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ লইয়া জন-সাধারণের দিক হইতে কাগজের চাহিদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এদিকে দেশে উৎপন্ন ৯৬ হাজার টন কাগজের শতকরা ৯০ ভাগই গবর্ণমেণ্ট নিজেদের প্রয়োজনে গ্রহণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ বৎসরে বিদেশ হইতে আমদানী ৪০ হাজার টন কাগজের সাকুল্য অংশ জনসাধারণকে দেওয়া হইবে কিনা তাহারও কোন স্থিরতা নাই। যদি উহার সাকুল্য অংশও জনসাধারণকে দেওয়া হয় তথাপি উহা এবং দেশে উৎপন্ন ৯৬ হাজার টন কাগজের শতকরা ১০ ভাগ মিলিয়া দেশবাসী ৪৯ হাজার ৬ শত টনের বেশী কাগজ পাইবে না। অথচ বর্ত্তমানে জনসাধারণের পক্ষে অন্ততঃ উহার ৪ গুণ অর্থাৎ দুই লক্ষ টন কাগজ পাওয়া দরকার।

সুতরাং কাগজের সমস্যা এক প্রকার সমাধানের অতীত বলিয়াই মনে হয়। অনেকে আশা করিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট অদূর ভবিষ্যতে দেশে উৎপন্ন কাগজের শতকরা দশ ভাগের পরিবর্ত্তে ৩০ ভাগ কাগজ

জনসাধারণকে প্রদান করিবেন এবং উহার ফলে কাগজের মূল্য কিছু হ্রাস পাইবে। কিন্তু যেখানে চাহিদা দুই লক্ষ টন এবং যোগান মাত্র ৪৯ হাজার ৬ শত টন সেখানে বাজারে যদি আরও ১৯ হাজার ২ শত টন (ভারতে উৎপন্ন মোট কাগজের শতকরা আরও ২০ ভাগ) কাগজের যোগান বাড়ে তাহাতে অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে? বিশেষতঃ যে দেশে চোরা বাজারের উপদ্রবে জনসাধারণ বিব্রত হইলেও গবর্ণমেণ্ট উহার প্রতিকারের কোন উপায়ই করিতে পারিতেছেন না এবং যে দেশে কাগজের বণ্টনের ভার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেও উহা নিরপেক্ষভাবে বণ্টিত হইবার সম্ভবনা কম সেই দেশে এত অভাবের মধ্যে ১৯।২০ হাজার টন নূতন কাগজ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলেও উহার মূল্য হ্রাসের কোন আশাই নাই।

কলিকাতায় বোমা বর্ষণের পর কাগজের বাজার অনেকটা স্থির ভাব অবলম্বন করিয়া আছে। চলতি শুক্লপক্ষে কি হয় ভাবিয়া অনেকেই কাগজ মজুদ রাখিতে সাহস পাইতেছেন না। আমাদের বিশ্বাস এই ভয় কাটিয়া গেলে কাগজের বাজার পুনরায় আগুন হইয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষ ও আমেরিকার চুক্তি

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে শীঘ্রই দুইটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবে এবং ইতিমধ্যেই ভারত সরকার এই দুইটি চুক্তির সর্ত্ত কি প্রকার হইবে তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথম চুক্তির মর্ম্ম এই হইবে যে, ভারতবর্ষস্থিত মার্কিন সৈন্যদের জন্য ব্যয়িত টাকা এবং আমেরিকাকে ভারতবর্ষের সাহায্য লইয়া মোট যতটাকা হইবে আমেরিকা ভারতবর্ষকে লেণ্ড-লীজ ব্যবস্থা অনুযায়ী ঠিক তত টাকা মূল্যের সরঞ্জাম প্রদান করিবে। ভাল কথা। কিন্তু ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক আমেরিকাকে "সাহায্য" কথাটার কোন মর্ম্ম বুঝা গেল না। সমস্ত ব্যাপারটাই দেশের জনসাধারণের অগোচরে রাখিয়া অতি সঙ্গোপনে সুনির্ব্বাহ করা হইতেছে। কাজেই ভারতবর্ষের উপর এই চুক্তির অর্থনীতিক প্রভাব কি প্রকার হইবে তাহা বলা কঠিন।

আর যে একটি চুক্তি হইবে তাহার নাম হইতেছে বৃটিশ মাষ্টার এগ্রিমেণ্ট। উহাতে কি কি সর্ত্ত আছে তাহাও গোপন রাখা হইয়াছে। মাত্র ইহাই জানা গিয়াছে যে চুক্তির ৭ নং ধারা অনুযায়ী ভারতবর্ষের শুল্ক সম্পর্কিত স্বাধীনতা (ফিস্ক্যাল অটোনমী কনভেনশন) বজায় থাকিবে। এই তথাকথিত স্বাধীনতার যে কোন অর্থই নাই তাহা যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বেই ইঙ্গ-বৃটিশ বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে দেশবাসী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। তবে ইংলণ্ডের দিক হইতে উহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ এই তথাকথিত স্বাধীনতার নাম করিয়া যুদ্ধোত্তর কালে বৃটিশ বণিকগণ ভারতের বাজারে আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতে পারিবেন। প্রকাশ যে আমেরিকা এই সর্ত্তে সম্মত হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ভারতবাসীকে শোষণ, শিল্পদ্রব্য ব্যবহারকারীদের স্বার্থ রক্ষা ইত্যাদি কথাও উঠিয়াছে। কাজেই এইবার ইংলণ্ডের বণিকগণ একটু বিপাকে পড়িতেছেন। ভারতের বাজারে যদি সাম্রাজ্যজাত পণ্যের সুবিধাদানমূলক নীতি বলবৎ না থাকে এবং এদেশে বৃটিশ বণিকগণকে আমেরিকার সহিত যদি সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা না-থাকা বৃটিশ বণিকের পক্ষে সমান কথা। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থের কথা আসে না। কারণ চুক্তিটা হইতেছে বৃটিশ স্বার্থের প্রতিনিধি-স্থানীয় ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত আমেরিকার স্বার্থের প্রতিনিধিদের।

আফ্রিকা দক্ষিণ ও ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের ন্যায় দক্ষিণ আফ্রিকারও ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে ঋণ রহিয়াছে এবং যুদ্ধজনিত বহুবিধ কারণে ভারতবর্ষের ন্যায় দক্ষিণ আফ্রিকারও পাউণ্ডের হিসাবে অনেক টাকা ইংলণ্ডে মজুত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের যে টাকা জমা হইয়াছে তাহা দ্বারা আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে গৃহীত ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণের একটা অংশ শোধ করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ করা হয় নাই। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ডে মজুত টাকার পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করিতেছে। প্রথমতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা উহার মজুদ টাকা দ্বারা ইংলণ্ডে গৃহীত উহার ঋণের কতকাংশ শোধ করিয়া দেয়। তৎপর উক্ত দেশ ঋণ পরিশোধ বন্ধ করিয়া দিয়া উহার মজুত টাকার সাহায্যে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনিগুলিতে ইংলণ্ড-বাসীর যে সমস্ত শেয়ার ছিল তাহার বহুলাংশ কিনিয়া লয়। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকা উহার প্রাপ্য টাকার সাহায্যে বহুল পরিমাণ অর্থ ক্রয় করিয়া তাহা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে মজুদ করে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে দক্ষিণ আফ্রিকা এক্ষণে উহার মজুত টাকার সাহায্যে ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের সাকুল্য অংশ শোধ করিয়া দিবে স্থির করিয়াছে।

এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার কি বিরাট পার্থক্যই না দেখা যাইতেছে! ভারতবাসী বহু আবেদন-নিবেদন করা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মজুত টাকা দ্বারা এক তোলা স্বর্ণ অথবা ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ইংরাজদের অধিকৃত একটি শেয়ার ক্রয় করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই। ভারতের মজুদ টাকা দ্বারা ইংলণ্ডে ভারতবর্ষে ঋণের যে অংশ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও কম সুদের ঋণ। ঋণের সাকুল্য অংশ এখনও শোধ হয় নাই এবং যে অংশ পরিশোধের বাকী আছে তাহা বেশী সুদের ঋণ। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের ৪১১ কোটি টাকা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্রে নিয়োজিত রহিয়াছে। এই টাকার জন্য ভারতবর্ষ যে সুদ পাইতেছে তাহা নগণ্য—বিশেষতঃ যুদ্ধের পরে এই সব ঋণপত্রের বাজার মূল্য অনেক কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এই ৪১১ কোটি টাকা দ্বারা যদি ভারতবর্ষস্থিত বৃটিশ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কিনিয়া লইয়া তাহা ভারতবাসীর হস্তে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে ভারতবাসী চতুর্গুণ বেশী উপকৃত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন ভারতবাসী স্বাধীন না হয় ততদিন এই সব কথা বলিয়া লাভ নাই।

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের বদান্যতা

কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও যুদ্ধজনিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে যে অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে বহুসংখ্যক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের পক্ষে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এরূপ শঙ্কাজনক অবস্থার মধ্যে কুষ্টিয়া মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের নিকট হইতে অযাচিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি মোহিনী মিলের ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী আমাদিগকে পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে, দেশীয় শিল্প ও দেশীয় সংবাদপত্রাদির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে সম্যক সচেতন থাকিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে "আর্থিক জগৎ" ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁহাদের প্রদত্ত ও প্রতিশ্রুত বিজ্ঞাপনের হার দেড় গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। মোহিনী মিলের এই সময়োচিত সাহায্য বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের দিক হইতেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নহে, ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী পত্রিকাসমূহের এতখানি সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন বিদেশী শিল্পের ও ব্যবসায়ের মালিকপক্ষের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা। বিদেশী পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য বহুবিধ অর্থানুকূল্যে পরিপুষ্ট বলিয়াই বিদেশী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ-সংরক্ষণের এমন শক্তিশালী মুখপাত্র হইতে পারিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাসমূহও প্রথম হইতেই দেশীয় শিল্পের প্রসারের পথে বিদেশী কায়েমী স্বার্থ ও তৎসংক্রান্ত রাজনৈতিক বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্পের ও ব্যবসায়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিদেশী শিল্পপতিদের ন্যায় বিজ্ঞাপন ও অর্থানুকূল্য সম্পর্কে সেরূপ অবহিত নহেন। ফলে দেশীয় সংবাদপত্র ও দেশীয় শিল্প এই উভয়েরই উন্নতি ও ক্রমবিকাশ অল্পবিস্তর ব্যাহত হইতেছে। সংবাদপত্রাদির অস্তিত্ব বিপন্ন হইলে উহা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষেও যে ঘোর সঙ্কটের দিন, এই বিষয়ে আমাদের দেশের বণিকগণ যত বশী অবহিত হইবেন ততই ভরসার কথা। মোহিনী মিল এই বিষয়ে যে সৎদৃষ্টান্ত দেখাইলেন, আশা করি অন্যান্য শিল্পের মালিকপক্ষও তাহা অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রিকাগুলিকে এই দুর্দ্দিনে সাহায্য দিয়া নিজের স্বার্থ ও জাতির স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিবেন। বাঙ্গলার সংবাদপত্র মহল মোহিনী মিলস্ লিমিটেডকে এই অযাচিত সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন সন্দেহ নাই।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় "সাহেদ" এই ছদ্মনামে প্রতি সপ্তাহে জনৈক লীগপন্থী মুসলমান লেখক যে সব রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন তাহা মাঝে মাঝে সাধারণ শিষ্টতার সীমা ছাড়াইয়া যায়—কখনও আবার এমনই করুণ রসের সৃষ্টি করেন যে হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। গত ১২ই জানুয়ারী তারিখের স্টেটস্‌ম্যানে "সাহেদ" সাহেব হিন্দু মহাসভার উপর এক হাত লইতে গিয়া মুসলিম লীগের কর্ণধারের নিজের তৈরী মারাত্মক ফাঁদে পা বাড়াইয়াছেন। উক্ত ছদ্মনামী সমালোচক লিখিয়াছেন, "কানপুর সম্মেলনে হিন্দু মহাসভা এক অভিনব রাজনৈতিক মতবাদের জন্ম দিয়াছেন। যদি কোনও দেশে দুই বা ততোধিক ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বসবাস থাকে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই হইবে 'নেশন' বা 'জাতি' এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ জনসমষ্টি একটি 'কম্যুনিটি' বা 'সম্প্রদায়' ব্যতীত আর কিছু নহে। সুতরাং ভারতবর্ষে কেবলমাত্র হিন্দুরাই জাতি। মুসলমানগণের 'নেশন' হইবার অধিকার নাই।"

* * *

"সাহেদ" সাহেব অতঃপর স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার এক কলমব্যাপী স্থান জুড়িয়া হিন্দু মহাসভা ও বীর সাভারকরের মুণ্ডপাত করিতে গিয়া বিস্তর অযুক্তি ও ততোধিক কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবল গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখের "আর্থিক জগৎ" হইতে নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় অভিমতটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, "মিঃ জিন্না তাঁহার এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় অভিনব জাতিতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। মিঃ জিন্নার অভিমতে মুসলমানগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানরাই 'নেশন' বা জাতি এবং হিন্দুরা 'সাব্-নেশন' বা উপজাতি। তেমনি হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুরা হইবেন জাতি এবং মুসলমান সম্প্রদায় সেখানে 'সাব-নেশন' বা উপজাতি। .... মিঃ জিন্নার অত্যদ্ভুত জাতি-ব্যাখ্যান অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই কেবল জাতি এবং আর সকল সম্প্রদায় উপজাতি এই তত্ত্ব মানিয়া লইয়া সমগ্র ভারতের দিক হইতে হিন্দুরা অনায়াসেই দাবী করিতে পারেন যে, শুধু তাহারাই জাতি ও নয় কোটি মুসলমান উপজাতি এবং মিঃ জিন্নারই বিধানানুসারে ভারতের প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমানাধিকারের কোনরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে না।"

* * *

আমরা কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান—ভারতের অখণ্ড জাতীয়তারই পক্ষপাতী। তথাপি ছদ্মনামী "সাহেদ" ও তাঁহার অনুপন্থী মুসলমানদের সক্রোধ বিদ্বেষোক্তির জবাবে বলিতে পারি, "তোমারই শিল নোড়া, তোমারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।" গত ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে মিঃ জিন্না প্রাদেশিক দৃষ্টি-বিচারে যে উদ্ভট জাতিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, সমগ্র দেশের দিক হইতে সেই মূলনীতি মানিয়াই হিন্দু মহাসভাও এক চমৎকার পাল্টা জবাব দিয়াছেন। মুসলীম লীগের মখপাত্রের ঐ জাতি-উপজাতি তত্ত্ব "সাহেদ" সাহেব ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়াও হিন্দু মহাসভার অনুরূপ জাতি-তত্ত্ব ব্যাখানে কেন যে এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধতা নিজে যাহা নীতি বলিয়া প্রচার করে, অপরের ক্ষেত্রে তাহাকেই দুর্নীতি বলিয়া অভিহিত করে। বীর সাভারকরের মতবাদকে নাৎসী জাত্যভিমানের অপেক্ষাও জঘন্য মতবাদ বলিয়া চিৎকার করিতে গিয়া ছদ্মনামী লীগপন্থী লেখকটি সহজ মাত্রাবোধেরও শোচনীয় অভাব দেখাইয়াছেন।

* * *

বৃটিশ স্বরাষ্ট্র সচিব ও সমর মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হার্ব্বার্ট মরিসন গত ১০ই জানুয়ারী নিউক্যাসলে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বজাতির গুণকীর্ত্তন করিয়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বরূপ কি হইবে বা কি হওয়া উচিত তৎসম্পর্কে নানা শ্রুতিমধুর বড় বড় কথার অন্তরালে আসল অভিপ্রায়টা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সেই একই পুরাতন কথা—মিঃ চার্চ্চিল হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড লিনলিথগো পর্য্যন্ত সেই অসহ্য একঘেয়ে সুর। বলিয়া বলিয়া তাহাদের মুখ ব্যথা না হইলেও, শুনিয়া শুনিয়া সমগ্র সভ্য জগতের নিরপেক্ষ ও স্থিরমস্তিষ্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কান ঝালাপালা হইতেছে। মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসন বলিতেছেন, "সিংহল স্বায়ত্তশাসনের বহু অধিকার পাইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধের পর ভারতও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইতে পারে।" পাইলে পাইতে পারে—পাইবেই এমন কোন কথা নাই!

* * * *

মিঃ মরিসনের বক্তৃতায় শাসকশ্রেণীর সেই চিরন্তন অভিভাবকত্বের উপযোগিতার অযুক্তিটাই প্রকারান্তরে ঘোষণা করা হইয়াছে। পরাধীন দেশগুলিকে ধীরে ধীরে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে।—বিগত পৌনে দুই শত বৎসরে ভারতবর্ষ যেমন অনেকখানি মানুষ হইয়াছে! বলা বাহুল্য ভারত সম্পর্কে উক্তি করিবার সময় মিঃ মরিসনের মনের দৃষ্টি ভারতবাসীদের দিকে ছিল না—তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আটলান্টিকের ওপারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের বলগা আর বৃটিশ প্রচারকদের হাতে নাই। তাই আজ একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা সরাসরি বলিবার মত দুঃসাহস না দেখাইয়া মিঃ মরিসন শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন—"আমরা জানি যে, বহু উপনিবেশ দখলের প্রধান লক্ষ্য বাণিজ্য। বাণিজ্যক স্বার্থের ভূমিকা এখনও প্রধান। কিন্তু সরকারী নীতির দিক হইতে বৃটিশ শাসনের প্রথম হইতেই একটা ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য আমাদের সম্মানবোধের তাগিদে ঐ জনসাধারণের প্রতি আমাদের মহান্ কর্ত্তব্য সম্পাদন। বৃটিশ সংশ্রবে আসিয়া ঐ সব দেশ শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, আয়, শিক্ষা, সমাজসেবা ও নাগরিক বোধ প্রভৃতি বহু দিকে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। একটু আধটু ত্রুটিবিচ্যুতি যাহা ঘটিয়াছে তাহা না ধরিলে আমাদের তত্ত্বাবধানে অনগ্রসর দেশগুলির প্রতি আমাদের আচরণ বরাবর ভদ্র, মানবোচিত ও ন্যায়সঙ্গত"।

* * *

এই পর্য্যন্ত মিঃ মরিসন সুচতুর কূটনীতিবিশারদের মতই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নির্ব্বোধের ন্যায় নির্লজ্জ উক্তি করিয়াছেন,"আমরা এই বিষয়ে আদর্শ স্থাপন করিয়াছি এবং আলোকপ্রাপ্ত পৃথিবী তাহাই অনুসরণ করিতেছে। লীগ অব নেশনস্ বৃটিশ নীতিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে।" এই কথা সম্পূর্ণ সত্য! নহিলে বিশ বছরের মধ্যেই পৃথিবীব্যাপী আবার সাম্রাজ্যবাদী

(৬৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারত সরকারের আগামী বাজেট

এদেশে প্রত্যেক বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারত সরকারের রেলবিভাগের এবং ঐ মাসের শেষ সপ্তাহে সাধারণ বিভাগসমূহের বাজেট দেশবাসীর সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কাজেই বাজেট উপস্থিত হইবার আর মাসেক কাল মাত্র বাকী আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এদেশে প্রত্যেক বৎসরই বাজেট উপলক্ষ করিয়া দেশবাসীর উপর নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইতেছে। এবারও যে দেশের উপর নূতন নূতন ট্যাক্সভার পতিত হইবে তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত।

গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট পেশ করা হয় সেই সময়ে চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী এই বৎসরে গবর্ণমেণ্টের মোট ১৪০ কোটী টাকা আয় হইবে এবং ১৩৩ কোটী টাকা সামরিক ব্যয়ের বরাদ্দ সহ মোট ১৮৭ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। এই বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বৎসরে মোট ৪৭ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে মনে করিয়া উহা পূরণের জন্য আয়কর, কতিপয় জিনিষের উপর আমদানী শুল্ক এবং ডাকমাশুল বর্দ্ধিত করা হয়। উহার ফলে গবর্ণমেণ্টের আরও ১২ কোটী টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে এবং এজন্য চলতি বৎসরে ৪৭ কোটী ৭ লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৫ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। ঐ সময়ে উহাও জানান হয় যে উক্ত ৩৫ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া সঙ্কুলান করা হইবে।

কিন্তু সম্প্রতি চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম ৭ মাসে অর্থাৎ গত ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ভারত সরকারের আয়ব্যয় সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ৩৫ কোটী ৭লক্ষ টাকা অপেক্ষাও অনেক দূর ছাড়াইয়া যাইবে। উপরোক্ত ৭ মাসে রেল বিভাগ ও ডাক বিভাগ হইতে প্রাপ্য টাকা বাদে গবর্ণমেণ্টের মোট যত আয় হইয়াছে তাহার তুলনায় ব্যয় হইয়াছে ৭৮ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী। ভারত সরকার বর্ত্তমানে প্রত্যেক মাসে গড়ে ৭৫ হাজারের মত নূতন সৈন্য গ্রহণ করিতেছেন। এদিকে সামরিক অসামরিক সকল ক্ষেত্রেই নিত্য নূতন বিভাগ সৃষ্ট হইতেছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ভাতা ইত্যাদি প্রদানের জন্যও ইদানীং গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পূরা এক বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় আয়ের তুলনায় ১৬৫ কোটী টাকা ছাড়াইয়া গেলেও বিস্ময়ের কারণ হইবে না। অবশ্য এই হিসাবে রেল বিভাগ এবং ডাক বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য টাকার কথা ধরা হয় নাই। চলতি বৎসরে এই দুই বিভাগ হইতে ৬২ কোটী টাকার মত পাওয়া যাইবে বলিয়া বাজেটে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। তবে চলতি বৎসরে এই দুই বিভাগের আয় গত বৎসরের তুলনায় বেশী হইতেছে এবং এজন্য গবর্ণমেণ্ট এই দুইটী বিভাগ হইতে বরাদ্দকৃত টাকার তুলনায় বেশী টাকা পাইবেন আশা করা যায়। কিন্তু উহা কিছুতেই ৬৫ কোটী টাকার বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় উহা মনে করা যাইতে পারে যে, চলতি বৎসরে ভারত সরকারের মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০০ কোটী টাকার কাছাকাছি।

আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের অবস্থা যে আরও শোচনীয় হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ প্রত্যেক মাসে ৭৫ হাজার করিয়া নূতন সৈন্য ভর্ত্তি হওয়ার ফলে এবং ব্রহ্মদেশে যুদ্ধোদ্যমের জন্য আগামী বৎসরে সামরিক কাজে প্রত্যহ এক কোটী টাকা অর্থাৎ পূরা বৎসরে ৩৬৫ কোটী টাকা ব্যয় হওয়া বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের ঋণভার দিন দিন যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আগামী বৎসরে সুদ বাবদ গবর্ণমেণ্টকে কয়েক কোটী টাকা বেশী খরচা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে ভাবে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয় করিবার জন্য আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টকে বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় অনেক কোটী টাকা বেশী দিতে হইবে। চতুর্থতঃ এই একই কারণে আগামী বৎসরে মাগগি ভাতা ইত্যাদির জন্য গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত আরও কয়েক কোটী টাকা ব্যয় হইবে। পঞ্চমতঃ খাদ্যদ্রব্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব হেতু দেশে দিন দিন অশান্তি যে প্রকার বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে দেশের অভ্যন্তরে শান্তিরক্ষা এবং খাদ্যসামগ্রী যথাযথভাবে বণ্টনের জন্য আগামী বৎসরে ভারত সরকারের আরও অনেক নূতন নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এজন্যও কয়েক কোটী টাকা খরচা বাড়িবে। এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিলে উহাই মনে হয় যে আগামী বৎসরে ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪ শত কোটী টাকা অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম হইবে না।

এক্ষণে আয়ের কথা ধরা যাক। চলতি বৎসরে নূতন ট্যাক্স জনিত ১২ কোটী টাকা অতিরিক্ত আয় লইয়া মোট ১৪২ কোটী টাকা আয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বরাদ্দ ধরিয়াছেন। কিন্তু চলতি বৎসরে আয়কর, অতিরিক্ত লাভকর, রেল বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদিতে আয় বেশী হইলেও শুল্ক বিভাগের ও অন্যান্য বিভাগের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। এরূপ আয়বৃদ্ধি ও আয়হ্রাস কাটাকাটি হইয়া চলতি বৎসরে ১৪২ কোটী টাকাই আয় হইবে মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দেশের অধিকাংশ লোকের যে প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং যুদ্ধজনিত নানা কারণে দেশের অভ্যন্তরে যে প্রকার বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে আগামী বৎসরে চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী আয় এই ১৪২ কোটী টাকা বড় জোর ১৫০ কোটী টাকার অধিক হওয়ার কোন আশা নাই। এরূপ অবস্থায় আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের যদি ৪ শত কোটী টাকা ব্যয় হয় তাহা হইলে আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ২৫০ কোটী টাকা ঘাটতি পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

উহা খুবই সম্ভব যে আগামী বৎসরের প্রথম হইতে অর্থাৎ আগামী এপ্রিল মাস হইতে দেশবাসীর উপর আরও কতকগুলি নূতন ট্যাক্স বসাইয়া এই বিপুল ঘাটতির কতকাংশ পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইবে। ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে যে আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভারতীয় রেলপথসমূহে যাত্রী ও মালের ভাড়া বর্দ্ধিত হইবে, ডাক তার টেলিফোন বিভাগের মাশুল বাড়িবে এবং আয়করের উপর সারচার্জ্জ অর্থাৎ অতিরিক্ত আয়কর বাড়ান হইবে। এই তারিখ হইতে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত কতিপয় জিনিষের উপর শুল্কের হারও বাড়িতে

(৬৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষি-বীমা

জাতীয় অর্থ-নৈতিক জীবনে শিল্প এবং কৃষির অবদান অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত রহিয়াছে। সমাজের আর্থিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে শিল্প ও কৃষির সুষ্ঠুরূপে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। এই জন্য পৃথিবীর সকল উন্নত ও সভ্য দেশেই দেখা যায় যে, শিল্পের ক্ষয়ক্ষতির জন্য শিল্প-বীমার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কৃষির সংরক্ষণের জন্য কোনরূপ সুসংহত বীমা প্রণালী পাশ্চাত্য উন্নতিশীল দেশগুলিতেও এখন পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে কৃষি সম্পর্কিত ব্যাপারে চাষীরা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহার কবল হইতে তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই।

জীবন-বীমা, অগ্নিবীমা, দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বীমা অথবা জাহাজ প্রভৃতি যে সকল বীমার প্রচলন পৃথিবীর সকল দেশেই বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদ্বারা মৃত্যুজনিত এবং সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার জন্য যে সকল ক্ষতি হয় তাহার দাবী মিটানোর ফলে জনসাধারণের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান ও হিসাব নিকাশ দ্বারা গণিতিক অঙ্কপাতের সাহায্যে ক্ষয়-ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে একটী সুসংবদ্ধ ধারায় বিশ্লেষণ করিয়া এই সকল বীমার প্রচলন করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়ের বীমার উপযোগিতাও স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য বিগত দুই শতাব্দীব্যাপী সময়ের মধ্যে জীবন বীমা এবং শিল্প-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বীমা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা শিল্প হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নমুখীন গতিতে চলিয়া থাকে। প্রাকৃতিক দৈবদুর্ব্বিপাক, অজন্মা, অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল কর্ত্তৃক শস্যাদি ধ্বংস, গোমড়ক প্রভৃতি দুর্য্যোগের মধ্যে চাষীদের কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিতে হয়। সময়-মত বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ অথবা অনাবৃষ্টির জন্য শস্যাদি নষ্ট হইলে তাহাদের বিষম দুরবস্থায় পতিত হইতে হয় এবং তাহারা নিজেদের অভাব পূরণের জন্য অনেক স্থলে দারুণ ঋণভারে জড়িত হইয়া পড়ে। এই ঋণভার অনেক সময় বংশপরম্পরায় চলিতে থাকে। অতএব কৃষিকার্য্যের সফলতা অথবা বিফলতা ও কৃষকদের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি অনেকাংশে প্রকৃতির খামখেয়ালের উপর নির্ভর করে। হিসাব নিকাশ দ্বারা এইরূপ প্রাকৃতিক অনিশ্চিত অবস্থার পরিমাপ করা অনেকস্থলেই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহাছাড়া ফসলের নানারূপ ব্যাধি আছে যাহার জন্য কৃষিকার্য্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ ও বিশ্লেষণ করিয়া কোনরূপ কৃষি-বীমার প্রিমিয়াম ধার্য্য করা এতই দুরূহ ব্যাপার যে এই সম্পর্কে কোনরূপ পূর্ব্বাভাষ দিতে হইলেও সম্পূর্ণ অনুমানের উপরই চলিতে হয়। সুতরাং চাষীদের ক্ষয়ক্ষতি মিটাইতে হইলে তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ কৃষিবীমা সম্পর্কিত ব্যাপারে এইরূপ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত আবহাওয়া বিশেষভাবে কৃষিবীমা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়।

কৃষিবীমা পরিচালনা করিবার অনেক বাধাবিঘ্ন আছে বলিয়াই পৃথিবীর কোনদেশেই ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে এই শ্রেণীর বীমা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এইরূপ ঝুঁকি লইয়া কোন বীমা প্রতিষ্ঠানই কৃষিমূলক বীমা ব্যবসায়ে অগ্রসর হইবার উৎসাহ পায় না। কাজে কাজেই পল্লীজীবনের এই ধরণের বীমা অনেক-ক্ষেত্রেই এখনও শৈশবাবস্থায়ই রহিয়াছে। যে সকল দেশে এইরূপ কৃষিবীমার কিছু কিছু চলন হইয়াছে, সেই সকল দেশে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পরিচালনায়ই এই ধরণের বীমার কাজকর্ম্ম সাধারণতঃ চলিয়া থাকে। ১৯১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিবীমা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু তাহার পর দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে এইরূপ বীমা সম্বন্ধে কতকটা উন্নতি বিধান করা বর্ত্তমানে সম্ভবপর হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে ১০ কোটি ডলার মূলধন লইয়া 'ফসলী বীমা সংসদ' (Crop Insurance Corporation) গঠিত হওয়ার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিবীমার কার্য্য অনেকটা সুসংহত হইয়াছে। কিন্তু এই মূলধন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রদান করিয়াছেন। বুলগেরিয়ায়ও ফসল বিনষ্ট হওয়ার জন্য ক্ষতি-পূরণের দাবী মিটানো সম্পর্কে কৃষি-বীমার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত দেশসমূহেও চাষের জমিজায়গা প্রভৃতি রক্ষণের ও কৃষিবীমার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্ভবপর হয় নাই।

কৃষি-প্রধান দেশগুলিতে কৃষি-বীমার প্রচলন সম্পর্কিত সম্ভাবনা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং ভারতবর্ষে কৃষিবীমা প্রণালী গ্রহণ করা ও ইহাকে সফল ও কার্য্যকরী করা সম্ভবপর কিনা এসম্বন্ধে কেহ কেহ চিন্তা করিতেছেন। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য অনেকস্থলেই এদেশের কৃষককুল দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এইজন্য এদেশে প্রায় প্রতিবৎসরই দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভারতের কৃষক-সম্প্রদায়কে এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেহ কেহ কৃষি-বীমা সম্পর্কিত কতকগুলি পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এদেশে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই বিষয়ে ভারতের চাষীদের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবন ধারার সহিত পরিচিত হইয়া বর্ত্তমান কাঠামোর মধ্যে কৃষি-বীমাকে কিভাবে ফলপ্রদ করা যায় তৎসম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে এবং এদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। এখানকার বিভিন্ন প্রদেশের জমির, আবহাওয়ার, সেচ ব্যবস্থার, নদনদীর অবস্থা ও কৃষিকার্য্য প্রণালীর কর্ম্মধারা অনেকস্থলেই বিভিন্ন রকমের দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত এদেশের চাষীরা নিরক্ষর, দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সনাতনপন্থী—এবং এখানকার কৃষিকার্য্য এখনও মধ্যযুগীয় স্তরে রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার মত উন্নত দেশসমূহেও যখন কৃষি-বীমা পদ্ধতি অন্যান্য শ্রেণীর বীমার স্তরে পৌঁছাইবার সম্ভাবনাকে এখনও সুদূরপরাহত বলিয়া মনে করা হয় তখন ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে ইহাকে চালু করা যে কতদূর সম্ভবপর হইবে তাহা যে ধীর ও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিবার বিষয় এসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এই সম্পর্কে ভারতের কোন কোন সুপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাদের সুবিবেচিত পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক ই ডি এস ম্যানিয়াম ভারতীয় জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেস) কর্ত্তৃক গঠিত 'জাতীয় অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা সমিতির' (ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটী) নিকট কৃষি-বীমা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত কর্ম্ম-

সূচী দাখিল করিয়াছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথ-কৃষি প্রতিষ্ঠান-সমূহের কার্য্যপরিচালনার ব্যাপারে যে ধরণের কৃষি-বীমা পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-বীমা সম্বন্ধে তখন যে কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত হইতেছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাহার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। কৃষককুল বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে চাষাবাদের দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যাহাতে যৌথভাবে চাষাবাদের জন্য কোনরূপ সমবায় সমিতিতে যুক্তভাবে মিলিত হইয়া কৃষিকার্য্যের ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহার ব্যবস্থা করার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্মিলিত কৃষককুলের প্রিমিয়াম অল্প সংখ্যক কৃষকের ক্ষয়ক্ষতির দাবী মিটাইতে সক্ষম হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। তাহার মতে যৌথভাবে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপরই সমস্ত শ্রেণীর বীমার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পরিকল্পনার মধ্যে গম, ধান এবং ইক্ষু চাষের ব্যাপারে এইরূপ কৃষিবীমার প্রচলন পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করার ইঙ্গিত করা হইয়াছিল।

ভারতে কৃষি-বীমার প্রবর্ত্তন সম্পর্কে ১৯৩৯ সালে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার একটী প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। ভারতের মত কৃষি প্রধান দেশে কৃষিবীমার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়-তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু ভারতের কৃষককুলের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অনুন্নত অবস্থা এবং ভারতের পল্লী অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য সংখ্যা বিজ্ঞানমূলক তথ্যাদির অভাবের জন্য এদেশে কৃষিবীমার কার্য্যকারিতা সার্থক করিবার যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তাহার বিষয়ও তিনি বিস্তারিত ভাবে উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে কৃষিবীমাকে সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী করিতে হইলে কৃষকদের আবাসস্থল, শস্যভাণ্ডার, কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, গবাদিপশু এবং ফসলের বীমা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে, শ্রীযুক্ত সরকারের মতে, গবাদিপশুর বীমার বিষয় সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করা উচিত। এদেশের কৃষকদের গবাদিপশু সম্পদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই অবস্থায় যদি কোন কৃষকের দুই একটী গোমহিষও মারা যায় তাহা হইলে তাহাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ ক্ষতির হাত হইতে কৃষককুলকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষিবীমার আশু প্রয়োজন আছে। ফসলী বীমা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার মন্তব্য করেন যে এসম্বন্ধে কয়েকটী সমস্যা দেখা দিবে;—যথা, এইরূপ বীমা দ্বারা প্রতি একর চাষের জমির জন্য কৃষকদিগকে একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হইবে কিনা? অথবা প্রতি একর চাষের জমির উপর তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হইবে কি না? কৃষিপণ্যের মূল্য উঠানামার জন্য যাহাতে কৃষকদের ক্ষতি না হয় তাহার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা এইরূপ বীমা পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত করা হইবে কি না? ফসলের চাষাবাদ করিবার জন্য কৃষকদের যে শ্রম ও মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহার বিশেষ কোন অংশের উপর অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর ফসলের উপর কিভাবে এবং কি অনুপাতে ও কোন পদ্ধতিতে বীমার পরিমাণ ও প্রিমিয়াম নির্দ্ধারিত হইবে? এই সকল প্রশ্নের সমাধান করার যে সকল অসুবিধা দেখা দিবে তজ্জন্য শ্রীযুক্ত সরকারের মতে অন্যান্য দেশের কৃষিবীমার বিবরণ ও কর্ম্মপদ্ধতির বিষয় অবগত হইয়া তদনুসারে ভারতের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া কাজ করিতে হইবে। তিনি আরও মত প্রকাশ করেন যে, সরকারী সাহায্য লইয়া সমবায় প্রণালীতে পারস্পরিক সাহচর্য্যে ও সহযোগিতায় যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের মারফতে কৃষিবীমার প্রচলন করা উচিত।

সম্প্রতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'ইন্ডিওরেন্স ওয়ারল্ড' নামক পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে ভারতে কৃষিবীমা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতে কৃষি-বীমা প্রচলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদিও প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও মানুষের সামাজিক অবস্থার উপর কৃষির উন্নতি ও অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে—তথাপি বর্ত্তমানে আবহাওয়া-বিজ্ঞানের তথ্যাদি দ্বারা তুলনামূলকভাবে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগাদির তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং এইরূপে জলপ্লাবন প্রভৃতির জন্য শস্যাদি ধ্বংসের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করাও অনেকটা সহজসাধ্য হইয়াছে। অতএব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-বীমা ভারতে গ্রহণ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার অভিমত এই যে অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টির তথ্যাদির উপর কৃষিবীমার পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত। যদি কোন বৎসর কোন অঞ্চলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে বীমাকারীকে যাহাতে তদনুপাতে ক্ষতিপূরণ করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কৃষি-বীমা করার বিশেষ অসুবিধা আছে। বারিপাতের তারতম্য ছাড়াও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে ফসলের ক্ষতি হইতে পারে। ইহাছাড়া কোন জমিতে কি পরিমাণ বারিপাত দরকার এবং কৃষকেরা কোন অবস্থায় শস্যাদি রোপন করিয়া থাকে তাহা নির্দ্ধারণ করাও একরূপ দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। যাহা হউক আচার্য্য রায়ের মতেও কৃষি-বীমাকে সফল করিতে হইলে অধিকাংশ কৃষককে যাহাতে কোনরূপ যৌথপ্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত করা যায় তাহার জন্য চেষ্টিত হইতে এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহাতে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পর্য্যবসিত না হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। পল্লী অঞ্চলে যে সকল সমবায় সমিতি বিদ্যমান আছে সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল কৃষি বীমার কার্য্য চালান সুবিধাজনক হইবে। শিল্পের ক্ষেত্রে যৌথ-বীমা প্রণালী বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। কৃষিকার্য্যের উন্নয়ন ও মঙ্গলের জন্য কৃষি বীমার অবদান কৃষকদিগের প্রভূত হিত সাধন করিবে। কৃষি-বীমা প্রচলনের জন্য যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ অগ্রসর হইবে তাহাদিগকে যদি দেশের গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন তাহা হইলে ভারতবাসীদের মূলধন এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাপারে আন্দোলন চালান হইতেছে। কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়কে এই সম্পর্কে উৎসাহ দান করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের দরুণ ক্ষতির হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি-বীমার প্রবর্ত্তনই কৃষককুলের আর্থিক সমস্যা ও দুরবস্থার অনেকটা সুরাহা করিতে পারে। এই সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি-বীমা প্রবর্ত্তনের পূর্ণ দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয়

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকারের সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং স্থলপথ বাণিজ্যশুল্ক বাবদ (লবণশুল্ক বাদ দিয়া) ২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে পেট্রল, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হইয়াছে ৯৭ লক্ষ টাকা; ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে এইরূপ উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন

গত ১১ই জানুয়ারী ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের সদস্য স্যার যোগেন্দ্র সিং নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে অধিক খাদ্যফসল উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে ভারতে ৭ কোটী ৩০ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে ধান্য উৎপন্ন হইত, এখন উহা বাড়িয়া ৭ কোটী ৫৬ লক্ষ একরে দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য খাদ্যশস্য পূর্ব্বে যেখানে ৫ কোটী ১০ লক্ষ একর ভূমিতে উৎপন্ন হইত, বর্ত্তমানে সেখানে ৫ কোটী ৬০ লক্ষ একর জমিতে ঐগুলি উৎপন্ন হইতেছে। বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা ৪১ লক্ষ একর অধিক জমিতে ধান্যাদির চাষ হইয়াছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইয়া দিতে চাষীদিগকে উৎসাহিত করিতে ভারত সরকার ৩৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

শিল্প গবেষণা পরিষদের নূতন আবিষ্কার

গত তিন বৎসরের মধ্যে ভারতে শিল্প গঠনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বিদেশ হইতে আমদানী করা কষ্টসাধ্য হওয়ায় দেশীয় উপাদান দ্বারাই প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতীয় শিল্পবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ গত আড়াই বৎসর যাবৎ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা দ্বারা ২৫টী নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে উদ্ভিজ্জ তৈল, রাসায়নিক দ্রব্য, রং, বার্ণিশ, গন্ধক, কলকব্জা মসৃণ রাখিবার তৈল, গ্যাস প্রতিরোধক পোষাক পরিচ্ছদ, সনাক্তকরণ চাকৃতি, সীসার মুছী, টিনের পাত প্রভৃতিতে রং লাগাইবার বার্ণিশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অর্জ্জুন গাছের ছাল ও তেঁতুলের বীজ হইতে রংও তৈয়ার হইতেছে। বর্ত্তমানে কোন একটি তেল কলে বাৎসরিক ৮ হাজার টন উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপন্ন হইতেছে। কলিকাতা ও দিল্লীর কোন একটী কারখানা প্রায় ১ লক্ষ টন এয়ার-কোম সলিউশন তৈয়ার করিয়াছে। কাঁচের অনুকল্প এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের ব্যবহারযোগ্য কঠিন জ্বালানিও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইতেছে। কোন একটী কারখানা ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট কাঁচের অনুকল্প প্রস্তুত করিয়াছে এবং ঐ কারখানায় আরও ১৬ লক্ষ বর্গফুট অনুকল্প কাঁচের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার কোন একটী কারখানা প্রায় ১৫ লক্ষ সনাক্তকরণ চাকৃতি তৈয়ার করিয়াছে এবং আর একটী কারখানাতেও শীঘ্রই এই কাজ আরম্ভ হইবে।

বোম্বাই সরকারের পল্লীউন্নয়ন বিভাগ

বোম্বাই সরকারের পল্লীউন্নয়ন বিভাগ ১৯৪১-৪২ সালে ৮৮ হাজার পাউণ্ড আলুর বীজ নাসিক জেলায়, ১ লক্ষ ৭০ হাজার ইক্ষু কানাড়ায় এবং ২০ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী উন্নত ধরণের তুলার বীজ বোম্বাই প্রদেশের চাষীদের বিতরণ করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় যুদ্ধের ব্যয়

১৯৪২-৪৩ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় ৪৬ কোটী পাউণ্ডেরও বেশী যুদ্ধের জন্য অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বরাদ্দের তুলনায় ৭ কোটী পাউণ্ড অধিক। প্রকাশ, এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয় মিটাইবার জন্য আয়করের হার শতকরা আরও ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে।

আসামে সরিষার চাষ

১৯৪২-৪৩ সালে আসামে সরিষা চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩ শত একর জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এইরূপ সরিষা চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে ৮ হাজার ২ শত একর কম।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন

প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আরম্ভ হইবে। উভয় আইন সভায় যথাক্রমে ১৬ই এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট পেশ করা হইবে।

বস্ত্র ক্রয় হ্রাস করার আবেদন

কাপড়ের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও মিলের কাপড়ের সরবরাহ ঘাটতির দরুণ ভারতীয় বণিকগণের উদ্দেশ্যে এক আবেদন প্রচার করিয়া তাহাদের কাপড় ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কমিটী গরীব লোকেরা যে ধরণের কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও কাপড়ের কলের মালিকদের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

জবাকুসুমের জনপ্রিয় সাইজ সরবরাহ করা ক্রমশ আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে—কারণ কাঁচ, কাগজ, বোর্ড, ছিপি ইত্যাদি কিছুই আর প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমাদের অনুরোধ এখন থেকে জবাকুসুমের বড় শিশি কিনুন—তাতে আপনারও লাভ, আমাদেরও সুবিধা। আপনি অপেক্ষাকৃত বেশি জবাকুসুম পাবেন এবং আমাদেরও প্যাকিং নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। তা ছাড়া বড় শিশি কিনলে এই অনিশ্চয়তার দিনে অন্তত জবাকুসুম সম্বন্ধে আপনি অধিকতর নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। আমাদেরও একটা সান্ত্বনা থাকবে এখনও পর্যন্ত আমরা আপনাকে জবাকুসুম যোগাতে পারছি।

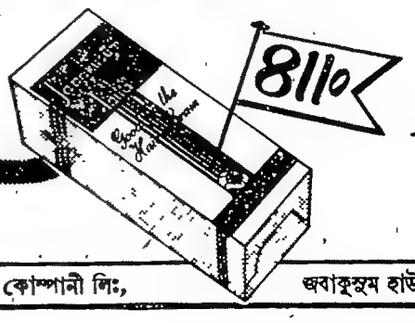

সি কে সেন অ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

JK2

লবণ প্রস্তুত সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনা

বাঙ্গলাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ঝটিকাপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য এবং বাঙ্গলাদেশের লবণের অভাব দূরীকরণার্থ এই সকল এলাকায় যাহাতে কুটিরশিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত করা প্রসার লাভ করিতে পারে তন্নিমিত্ত বাঙ্গলা সরকার একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলার উপকূল এলাকায় ৫টী ও ২৪ পরগণা জেলায় ডায়মণ্ডহারবারে দুইটী গুদাম স্থাপন মঞ্জুর করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঐ সকল জায়গায় স্থানীয় লবণ প্রস্তুতকারকদের নিকট হইতে প্রতিমণ লবণ ২৲ টাকার অনধিক মূল্যে ক্রয় করা হইবে এবং প্রতিমণ লবণ শুল্কসহ মোট ২৸০ আনা মূল্যে ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় করা হইবে। লবণশুষ্ক হওয়া ও উহা প্রেরণাদির ভাড়া প্রভৃতির দরুণ যে ক্ষতি হইবে তাহার বাবদ উক্ত অতিরিক্ত ৸০ আনা লওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কোন সাধারণ পরিবার লবণ প্রস্তুত করিয়া উহার মাসিক আয় অন্ততঃপক্ষে ৫৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

পৃথিবীর চা ব্যবহারের পরিমাণ

পৃথিবীতে বৎসরে ৩০ হাজার কোটীর অধিক পেয়ালা চা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৯০০ সাল হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে গড়পড়তায় পৃথিবীর চা-উৎপাদনকারী দেশগুলি হইতে ৬২ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল বৎসরে গড়পড়তায় ৭২ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে গড়পড়তায় বৎসরে ৮৭ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ হইতেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, সিংহল এবং ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যথাক্রমে বৎসরে গড়পড়তায় ৩৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ২২ কোটী পাউণ্ড এবং ১৪ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে বৃটেন, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, কানাডা, হল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ড বৎসরে গড়পড়তায় যথাক্রমে ৪৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, ৮ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, ৪ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, ৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড, ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড চা বাহির হইতে আমদানী করিয়াছে।

খুচরা রেজকি মজুত ও বিক্রয় অপরাধমূলক

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, খুচরা রেজকির বর্ত্তমান অভাবের কারণ হইতেছে কাহারও কাহারও প্রয়োজনাতিরিক্ত রেজকি মজুত করা এবং পরে তাহা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার আশা। ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ের জন্য আবশ্যক সংখ্যার অতিরিক্ত মুদ্রা জমাইয়া রাখা কিম্বা তাহা টাকা বা নোটের নির্দ্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দরে বিক্রয় অথবা বিনিময় করা উক্ত বিধানের ৯০ (২) ধারা অনুসারে অপরাধমূলক বলিয়া গণ্য করা হইবে। যাহাতে অপরাধীদের দ্রুত দণ্ডদানের ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য উক্ত অপরাধীদিগের সম্বন্ধে বিচার

দি

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯২২ সালে

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

আমানত ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার অধিক
কার্য্যকরী তহবিল ৪,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক
(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত)

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা ঃ—
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড,
২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—
ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা।

সেণ্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬
কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ
কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত

খাদ্য সমস্যা

প্রকাশ, সম্প্রতি দিল্লীতে বড়লাট, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবের লাট ও বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বর্ত্তমান খাদ্য সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানকল্পে যে বৈঠক হইয়াছে তাহাতে খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য একটী পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত ভারতে ৫ লক্ষ টন গমের প্রয়োজন হইবে। এই পরিমাণ গম অষ্ট্রেলিয়া একাই সরবরাহ করিতে পারে। ইতিমধ্যেই ৬০ হাজার টন গম অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছে। পাঞ্জাব সরকার ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন গম ন্যায্য দরে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ টন গম বোম্বাই প্রদেশকে দেওয়া হইবে। সমপরিমাণ গম বাঙ্গলা দেশকেও দেওয়া হইবে। সহরগুলিতে খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থার বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারত হইতে সামরিক প্রয়োজনে গম ক্রয় করা কমাইয়া অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানী করার সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার ইহার অধীনস্থ অত্যাবশ্যক কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণই এই সাহায্য পাইবে। এ পর্য্যন্ত পুলিশবাহিনীর লোক, এ আর পি ও দমকলের কর্ম্মচারিগণকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের সাহায্যের জন্য উহার কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বাঙ্গলা সরকার বহন করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছেন।

কয়লা সরবরাহের নূতন পরিকল্পনা

এখন হইতে ভারতসরকারের অধীনস্থ কয়লা সরবরাহের কণ্ট্রোলার বিভিন্ন প্রদেশের কয়লা নিয়ামকদের সময় সময় বিহার ও বাঙ্গলার খনি-সমূহের কয়লার দর (রেল মাশুলসহ) জানাইবেন। ইহা দ্বারা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার পর প্রাদেশিক কয়লা নিয়ামকগণ কয়লার খুচরা দর বাঁধিয়া দিতে পারিবেন। খনি অঞ্চলে কয়লার সর্ব্বোচ্চ দর প্রতি টন ১২৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য করা হইয়াছে। অতএব খনি অঞ্চল হইতে দূরত্বের ব্যবধানে প্রতি মণ কয়লার দর ১।০ আনা হইতে ১৸০ আনার বেশী হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না।

পাঞ্জাব হইতে ডাল রপ্তানী বন্ধ

ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমে পাঞ্জাব সরকার উক্ত প্রদেশের মূল্য নিয়ামকের অনুমতি ব্যতীত বৃটীশ পাঞ্জাবের সীমানা হইতে কেহ রেল, রাস্তা অথবা জলপথে ডাল অন্যত্র রপ্তানী করিতে পারিবে না বলিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে সরিষা চালান নিষিদ্ধ

জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী কলিকাতার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতীত কলিকাতা এবং শিল্পপ্রধান অঞ্চলের বাহিরে সরিষা চালান দেওয়া নিষেধ করিয়া একটি আদেশ জারী করিয়াছেন।

কারখানার এলাকার অধিবাসীদের সংখ্যা নির্ণয়

কলিকাতা এবং তদ্‌সন্নিহিত কারখানা এলাকায় অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার উক্ত এলাকার অধিবাসীদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন বণিক সমিতি ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কলকারখানাগুলির তালিকা, প্রত্যেক কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি অবগত হওয়ার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা

অষ্ট্রেলিয়ায় ১৪ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক মোট লোকের সংখ্যা হইতেছে ৩৪ লক্ষ। ইহার মধ্যে শতকরা ৬৮ জন লোক সৈন্যবিভাগে অথবা সমর-সম্ভার উৎপাদন শিল্পে নিযুক্ত আছে।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম 'রেন্‌বো' কলিকাতা ফোন-পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২

—শাখাসমূহ—

মধ্য কলিকাতা—৯এ, ড্যালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট,

বড়বাজার শাখা—২০৪, হ্যারিসন রোড,

এতদ্ভিন্ন বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র সমূহে ২০টি শাখা আছে।

এজেন্সী অফিস—বোম্বাই।

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি, মুখার্জ্জী।

জাতীয় জীবনের বিপর্য্যস্ত অবস্থার ভিতরেও আমরা যথাসম্ভব মফঃস্বল ব্যবসায়ীদের সর্ব্বপ্রকার সরবরাহ কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বিভিন্ন বিভাগ

- রেডিও
- ইলেকট্রিক্যাল
- হোসিয়ারী
- কনফেকসনারী
- বিস্কুট্
- 'রিলায়েন্স' বাটার
- 'ভিটা' ফুড্

—তা'ছাড়া—

- ষ্টেশনারী
- মনিহারী
- চা
- পাট
- তামাক
- টীমার
- কয়লা
- লবণ
- চিনি ইত্যাদি

দি জি এস এম্‌পোরিয়াম লিঃ

(জনসাধারণের সহানুভূতি-পুষ্ট একটি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান)

৪৭এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ : : কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি

টেলিগ্রাম—এনারজেটিক, কলিকাতা : ফোন বি, বি ৩১৬ ও ৪৪৫৭

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

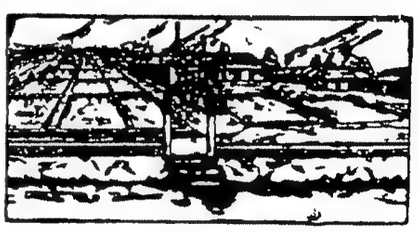

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্

হেন্‌রি দি এইট্‌থ্‌ আর

হেমন্তকুমার

ইংলণ্ডের জম্‌কালো রাজা হেন্‌রি-দি-এইট্‌থ্‌ আর আধুনিক যুগের ফ্যাসান-বিলাসী হেমন্ত কুমার—প্রেমের ব্যাপারে দু'জনেই সমান রোম্যাণ্টিক্‌। কিন্তু ফার্‌ ও ভেলভেটের প্রাচুর্য ও মণিমুক্তার জৌলস সত্ত্বেও হেন্‌রি দি-এইট্‌থ্‌ নারীর মনোহরণে ততটা সক্ষম হন্‌নি যতটা হয়েছেন একটি সামান্য ধুতি পরিহিত শ্রীমান হেমন্ত কুমার। কারণ যে কোন চেহারাকে সব থেকে সুন্দর দেখাতে এক খানি ধুতি, বিশেষত মহালক্ষ্মীর ধুতি আজো অপরাজেয়।

মহালক্ষ্মী
কটন্‌ মিলস্‌ লিমিটেড্‌

ম্যানেজিং এজেণ্ট্‌স্‌ ঃ এইচ্‌ দত্ত এণ্ড সন্স্‌ লিঃ, ১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

MCK 23

কলিকাতা করপোরেশনের অর্থসঙ্কট

সম্প্রতি কলিকাতা করপোরেশন ইহার 'ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইন্যান্স কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকারের নিকট পূর্ব্বের এক প্রস্তাবানুযায়ী ৪০ লক্ষ টাকা ছাড়া আরও অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের জন্য উক্ত সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। এই ২০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক শতকরা ২৲ টাকা সুদে ঋণস্বরূপ বাঙ্গলা সরকারের নিকট চাওয়া হইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশনের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ৩৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া দেখান হয় এবং ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা আদায় এবং উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় বাবদ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে হস্তস্থিত উপরোক্ত ৩৮ লক্ষ টাকা হইতে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ১৯৪১-৪২ সালের ব্যয় বাবদ খরচ করা হয়। হাতে থাকে মাত্র উদ্বৃত্ত ২০ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের আদায়যোগ্য টাকার মধ্যে ৯ লক্ষ টাকা অনাদায় হয়। কাজেই হাতে মাত্র ১১ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকে। ১৯৪২ সালে করপোরেশনের কর্ম্মচারীদিগকে অগ্রিম এক মাসের বেতন ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং শ্রমিকদের মাসিক ৩৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা দিবার প্রস্তাবানুযায়ী মাসিক ৬৫ হাজার টাকা করপোরেশনের খরচ হয়। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য 'ফাইন্যান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী' শতকরা ২৲ টাকা সুদে করপোরেশনকে বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে বলেন। 'ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইন্যান্স' কমিটির মতে অবিলম্বে টাকা পাওয়ার জন্যই ২০ লক্ষ টাকা ঋণস্বরূপ পাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে; কিন্তু করপোরেশনের আর্থিক অবস্থা বিচার করিলে উপরোক্ত অর্থ বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য হিসাবেই পাওয়া আবশ্যক।

বাঙ্গলায় চিনি বণ্টনের পরিকল্পনা

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ ডিরেক্টরেট কলিকাতা এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় চিনি, সরবরাহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিবার একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতের শর্করা নিয়ামক বাঙ্গলা দেশের প্রয়োজনে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য যে পরিমাণ চিনি সরবরাহ করা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বণ্টনের ব্যবস্থার মধ্যে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে। জেলাসমূহে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের হাতে চিনি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার ও দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ জেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত চিনি ব্যবসায়ীদের মারফৎ পাইকারী ও খুচরাভাবে চিনি যাহাতে বিক্রীত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সমস্ত পাইকারী চিনিব্যবসায়ীদিগকে ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় শর্করা সম্পর্কিত কাজ-কারবারের অনুমতি সম্বন্ধীয় আদেশ (বেঙ্গল সুগার লাইসেন্সিং অর্ডার) অনুসারে অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এই আদেশানুযায়ী প্রত্যেক পাইকারী চিনিব্যবসায়ীকে চিনি বিক্রয়ের বিস্তৃত হিসাব রাখিতে হইবে এবং কর্ত্তৃপক্ষকে সেই হিসাব নিকাশ দাখিল করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বাঙ্গলা সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের কোন চিনির কল ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে চিনি সরবরাহ ব্যাপারে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত কাহারও সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে না অথবা মজুত চিনি চিনির কলের বাহিরে কোথাও পাঠাইতে পারিবে না।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স' এর কমিটী ভারত সরকারের নিকট একখানি তারযোগে পাট চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তারে স্বাভাবিকের তুলনায় ইহার মোট একতৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ সীমাবদ্ধ রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। জাহাজের অভাব এবং বিদেশের পাটের চাহিদা কমিয়া যাইবার জন্য বর্ত্তমান বৎসরে যে প্রচুর পরিমাণে পাট জমিয়া গিয়াছে তদ্বিষয়েও কমিটী ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে পাটচাষের জমি কমাইয়া তাহাতে ধান ও অন্যান্য খাদ্য ফসলের চাষের ব্যবস্থা করা বিধেয় বলিয়া কমিটীর তারে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
—শাখাসমূহ—
ঢাকা, মালদহ, শিলং, রাঁচী, রাণাঘাট, বালী, দেওঘর, রোহনপুর, নাটোর, ঝালদহ, চিটাগড়, রাইগঞ্জ, মালুচী ও নিমাসরাই।
CALCUTTA EXCHANGE BANK LIMITED
ফোন :—
কলি : ১৮১৮
টেলিগ্রাম—সেফ্‌বণ্ড

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।
পৃষ্ঠপোষক—কুমার বিশ্বনাথ রায়

কলিকাতায় ব্লাড ব্যাঙ্ক

১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা ব্লাড ব্যাঙ্ক ২২ হাজার ৬১১ জন লোকের নিকট হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়াছে। উহা হইতে ৪ হাজার ৬৬২ কোয়াট সিরাম প্রস্তুত করা হইয়াছে।

কলিকাতায় সুলভমূল্যে কয়লা বিক্রয়

প্রকাশ, কলিকাতা করপোরেশন বাঙ্গলা সরকারকে জানাইয়াছেন যে, যথো পযুক্ত মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা হইলে করপোরেশন নিজ বাজারগুলিতে কয়লার আড়ৎ খুলিয়া সস্তা দরে কয়লা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে রাজী আছে।

ভারতে তুলাচাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে তুলা চাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষে ১ কোটী ৮২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং ৪৪ লক্ষ ৩৮ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

হাঙ্গরের যকৃত হইতে তৈল উৎপাদন

মাদ্রাজ এবং ত্রিবাঙ্কুরে হাঙ্গর মাছের যকৃৎ হইতে তৈল উৎপাদন করার একটী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে 'কড লিভার অয়েল' অপেক্ষা অনেক বেশী ভাইটামিন আছে। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের জন্য ৩ হাজার গ্যালন এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১ হাজার ৫৯৮ গ্যালন হাঙ্গর মাছের তৈল সরবরাহ করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় পাট চাষের জমি নির্দ্ধারণ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় ১৯৪০-৪১ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে উহার এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষ হইবে। ১৯৪০-৪১ সালে ৪৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে পাটচাষ হইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে পাটচাষের জন্য যে পরিমাণ জমি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গত বৎসর উহার দ্বিগুণ জমিতে পাট-চাষ হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত সোণার পরিমাণ

১৯৪৩ সালের প্রথমভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারে ২ হাজার ২৭৪ কোটী ডলারের সোণা মজুত ছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এইরূপ মজুত সোণার পরিমাণ হইতেছে ৬০ লক্ষ ডলার বেশী। পূর্ব্বের তিন বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারে ৬৪০ কোটী ডলার সোণা (২১ হাজার টন) মজুত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মোট সোণার শতকরা ৬০ ভাগ মজুত আছে। ১৯৩৯ সালের শেষভাগে ফ্রান্সে ২৮০ কোটী ডালার, জার্ম্মেনীতে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার, ইতালীতে ১২ কোটী ডলার এলং জাপানে ১৬ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার সোণা মজুত ছিল।

বৃটেনে ধর্ম্মঘটের খতিয়ান

১৯৩৯, ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে বৃটেনে যথাক্রমে ১ হাজার ৩৬০টী, ৯৪০টী এবং ১ হাজার ৮০টী শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইয়াছে। ১৯৪২ সালের প্রথম নয় মাসে এইরূপ শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৪টী।

দুই টাকার নোট

প্রকাশ, শীঘ্রই দুই টাকার নোট বাহির হইবে। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে এইরূপ দুই টাকার নোট বাহির হইবার কথা ছিল। কিন্তু এইরূপ নোট ছাপিবার প্রয়োজনীয় কাগজ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে বিলম্ব হওয়ায় এপর্য্যন্ত এইরূপ নোট বাহির করা সম্ভবপর হয় নাই। আশা করা যায়, দুই টাকার নোট ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগেই বাহির হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ক্রয় মিশনের কার্য্য

ভারত সরকারের সরবরাহ-সচিব স্যার হোমী মোদী দক্ষিণ ভারতের বণিক সমিতির এক স্মারকলিপির উত্তরে জানাইয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ক্রয় মিশনের কার্য্যাবলীর ফলাফল এবং ইজারা ও ঋণদান আইনের কার্য্যকলাপের বিবরণ প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা করিবেন।

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
(১৯৪০) লিমিটেড
কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

পুস্তক পরিচয়

দান বিধি—স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "দান বিধি" নামক একখানা পুস্তিকা আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যাহাদের হাতে টাকা আছে এবং দান করিবার ইচ্ছাও আছে, অথচ উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না, এই পুস্তিকা শুধু তাঁহাদেরই জন্য।"

এদেশে ধনী দরিদ্র সকলেরই সৎকার্য্যে দান করিবার প্রবৃত্তি আছে এবং সাধ্যমত প্রায় সকলেই অল্পাধিক দান করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দানের অযোগ্য ক্ষেত্রে দান করা হয় এবং বহু ক্ষেত্রে দানলব্ধ অর্থ দানের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হয় না। ফলে যে অর্থ সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হইতে পারিত তাহা অযোগ্য ও অসাধু ব্যক্তির হাতে পড়িয়া অপচয় হইয়া থাকে। এই জন্য "দান বিধি" নামক পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

আমরা শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুস্তকখানা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম। উহাতে কিরূপ ক্ষেত্রে কি ভাবে দান করা বিধেয় তাহার বহু প্রকার নির্দ্দেশ রহিয়াছে এবং চতুর ব্যক্তিগণ কি প্রকার নানা কৌশলে দাতার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার বর্ণনা আছে। এই বিষয়ে পুস্তকে উল্লিখিত অধিকাংশ মতের সহিত আমরা একমত। তবে "দান করিলে আয় বাড়ে", "সদুপায়ে অর্জ্জিত সম্পত্তি সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় ও বহুকাল স্থায়ী হয়," "কাহারও অনুরোধে পড়িয়া দান করা উচিত নয়", "সম্পত্তির স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি নষ্ট করিয়া দান করা উচিত নহে", "নিজের গ্রামের নিজের জেলার বা নিজের দেশের অভাবগ্রস্ত লোককে দান না করিয়া সেইরূপ অভাবগ্রস্ত অন্য গ্রামের, জেলার বা দেশের অভাবগ্রস্ত লোককে দান করা অবৈধ," "ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যতীত অন্যকে উপনয়ন কার্য্যের জন্য দান অনাবশ্যক", "কন্যাদায়ের জন্য দান করা উচিত নহে", "কলিকাতার কাঙ্গালীবিদায় ও কাঙ্গালীভোজন বাস্তবিক ভণ্ডামিদায় ও ভণ্ডামিভোজন"—গ্রন্থকারের এই ধরণের অভিমতের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না।

দান সম্পর্কে পুস্তকে একটী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। আজকাল দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ঘূর্ণিবাত্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, স্বস্তিরক্ষা, সার্ব্বজনীন পূজা, মঠ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহু ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া অগণিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চাঁদার খাতা খুলিয়া থাকেন এবং এই সব কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই মোট কত টাকা সংগৃহীত হইল এবং তাহার মধ্যে কত টাকা কি ভাবে ব্যয় করা হইল তাহার হিসাব সাধারণ্যে প্রকাশ করেন না। অথচ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে, বহু ক্ষেত্রে চাঁদালব্ধ অর্থ অভীপ্সিত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হইয়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় এবং বহু অর্থ চাঁদা সংগ্রহকারিগণ আত্মসাৎ করিয়া থাকে। আমাদের মনে হয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কেহ চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারিবে না এবং প্রত্যেক চাঁদা-গ্রহিতার পক্ষে প্রাপ্ত টাকার ব্যয়ের পরীক্ষিত (audited) হিসাব গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করা ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হইবে—এরূপ নিয়ম করিলে এই ধরণের অনাচার বহুলাংশে নিবারিত হইতে পারে। এই সম্পর্কে গ্রন্থকারের মত জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

পুস্তকখানার উপরোক্তরূপ ২।১টী ত্রুটীবিচ্যুতির কথা বাদ দিয়া আমরা উহা বলিতে পারি যে, উহাতে গ্রন্থকারের সুদীর্ঘকালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত এরূপ বহু সারগর্ভ নির্দ্দেশ ও সতর্কতাবাণী রহিয়াছে যাহার জন্য উহা প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। পুস্তকখানির মূল্য চার আনা মাত্র। উহা ৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ ইকনমিক ফার্ম্মেসীতে পাওয়া যায়।

(ভারত সরকারের আগামী বাজেট)

পারে। কিন্তু এই সব নূতন ট্যাক্স বাবদ গবর্ণমেণ্টের আয় খুব বেশী হইলেও ১৫ কোটী টাকার অধিক বৃদ্ধি পাইবে না। এরূপ ক্ষেত্রেও আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ঘাটতির পরিমাণ সোয়া দুইশত কোটী অপেক্ষাও বেশী হইবে।

বর্ত্তমানে যুদ্ধের এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে জাতি গঠনের জন্য কোন ব্যয়ের বরাদ্দ হয় নাই। সামরিক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি করা হইয়াছে—ইত্যাদি মামুলী কথার আমরা অবতারণা করিতে চাহি না। কিন্তু যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে আমরা পুনঃপুনঃ যে কথা বলিয়া আসিতেছি বাজেট প্রসঙ্গে আমরা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি। এদেশে আর কোন নূতন ট্যাক্স বসাইবার সুযোগ নাই। যেখানে আড়াই শত কোটী টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে সেখানে নূতন ট্যাক্সের মারফতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে উৎপীড়ন করিয়া এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়া অতিরিক্ত আরও ১০।১৫ কোটী টাকা সংগ্রহ করার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে এরূপভাবে দেশবাসীর নিকট হইতে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে যাহার ফলে ঐ দেশে ব্যবসা ও শিল্প কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে গত ৩।৪ বৎসর কাল ধরিয়া উহার বিপরীত নীতি অনুসৃত হইতেছে। এদেশে গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্সের উপরই অত্যধিক জোর দিতেছেন। এই নীতি বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আগামী বৎসরে যদি আড়াই শত কোটী টাকাও ঘাটতি হয় তাহা হইলেও কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা উচিত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি ঋণ করিয়া সোয়া দুইশত কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন তবে তাঁহারা আড়াই শত কোটী টাকাও সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এবার যদি পুনরায় ট্যাক্স না বাড়াইয়া দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও জনসাধারণকে একটু সোয়াস্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার ফলে রাজস্বের দিক দিয়া গবর্ণমেণ্টও কম উপকৃত হইবেন না। ভারত সরকার যত শীঘ্র এই নীতির স্বার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন ততই দেশবাসী ও তাঁহাদের নিজের পক্ষে মঙ্গল হইবে।

এ, আর, পি,

আপনার কি

জল এবং বালির বস্তা আছে ?

যে কোন সময় আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে।
যদি না থাকে, তবে এখনই বন্দোবস্ত করুন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি, বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সুবার্ব্বান্ ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি সুবার্ব্বান্ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী আমরা আলোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে সুবার্ব্বান ব্যাঙ্কের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। জাপবাহিনী কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে দেশে ত্রাসের সঞ্চার হইয়া বহু লোকজন ও ব্যবসায়ী কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যাওয়ার ফলে এবং ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্ব্বিপাকের পরিণামে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছিল তাহাতে বহুবিধ ব্যবসায়ের ন্যায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কেও দুরূহ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। সুখের বিষয় এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও সুবার্ব্বান ব্যাঙ্ক লিঃ তাহাদের ব্যবসায়ে যে উন্নতি করিতে পারিয়াছে উহা ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর কার্য্যদক্ষতার স্পষ্ট পরিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরে সুবার্ব্বান ব্যাঙ্কের অংশীদারগণের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ২৫ হাজার ২০৫ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ হাজার ৪৩০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কে জনসাধারণের আমানতের পরিমাণও ১৯৪১ সালের ৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসরে ৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

আদায়ীকৃত মূলধন, চলতি ও স্থায়ী আমানত প্রভৃতি লইয়া সুবার্ব্বান ব্যাঙ্কের হাতে গত ৩০শে জুন তারিখে মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪০৯ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—হাতে ৫০ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা; কোম্পানীর কাগজ, ডিফেন্স বণ্ড, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার প্রভৃতিতে ৩৭ হাজার ৪১১ টাকা, নিরাপদ ও আদায়যোগ্য ঋণদানের পরিমাণ ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, মোটর গাড়ী ও আসবাবপত্রে ২৫ হাজার ৪২০ টাকা, জমিতে ১৫ হাজার ২৪৫ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সুবার্ব্বান ব্যাঙ্কের নীট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৫ হাজার ৩৪ টাকা। উক্ত টাকা হইতে ১ হাজার টাকা মজুত তহবিলে জমা করিয়া এবং ১ হাজার ৬৪৬ টাকা পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানিয়া ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা হিসাবে ২ হাজার ৩৮১ টাকা (আয়কর বিমুক্ত) ডিভিডেণ্ড প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা সুবার্ব্বান ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

মহালক্ষ্মী কটন্ মিলস্ লিঃ

মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ সম্পর্কে গত ৩০শে নভেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগৎ'এ আমরা এক বিস্তারিত সংবাদ দিয়াছিলাম। ঐ প্রসঙ্গে আমরা লিখিয়াছিলাম "বর্ত্তমান সময়ে বস্ত্রশিল্পের এই দ্রুত উন্নতির সুবর্ণ সুযোগে মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড দেশবাসীর সম্মুখে বিক্রয়ার্থ শেয়ার উপস্থিত করিতেছেন।" আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যে মহালক্ষ্মী কটন মিলসএর উপরোক্ত সমস্ত শেয়ারই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেকার আদায়ীকৃত ২৫ টাকার শেয়ার জনসাধারণের নিকট ২৮।০ আনা দরে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। আমরা মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেডের দ্রুত ক্রমোন্নতি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বানারহাট টী কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **রাজা সুগার কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০ টাকা। **ষ্টার পেপার মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ৷৷০ আনা। **এলগিন মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ১৸০ আনা। **ন্যাশানাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ১৲ টাকা। **পেঞ্চ ভেলী কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে আয়করবিমুক্ত শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

গৌরীশঙ্কর কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গৌরীশঙ্কর হিম্মৎসিংকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪।১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের কাজ-কারবার।

ভুওয়ালকা ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নাগরমল ভুওয়ালকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

মোহিনী সুগার মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর কে জৈডকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩।৪, হাজরা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—চিনির কল ও তৎসংক্রান্ত কাজকারবার।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিফাইনারী এণ্ড ডিষ্টিলারী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর কে জৈডকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩।৪, হাজরা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—চিনির কল ও চিনি পরিশ্রুত করিবার কাজকারবার।

শ্রীগণেশ ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লোকনাথ কাকারনিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১।১এ, হরিপাল লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—পাটের দালালী এবং চট ও থলে ইত্যাদির কাজ-কারবার।

প্লাইক্রিট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ এন দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২ পি পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—প্লাইক্রিট্ ইঞ্জিনীয়ারিং।

নারায়ণ হোসিয়ারী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লোকনাথ জালান। রেজি-ষ্টার্ড অফিস—১০৮।১, বেনারেস রোড, শালকিয়া, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—মোজা, গেঞ্জী প্রভৃতি হোসিয়ারী দ্রব্যাদির কাজকারবার।

জয়পুর বিকানীর ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জিয়নরাম টেকমল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৫।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

এস্ পি গুচৈত এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কানাইলাল গুচৈত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, মধুসূদন পাল চৌধুরী লেন, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—লোহা ঢালাই-এর কাজকারবার।

লাহা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুধাংশুভূষণ লাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫২, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টর।

নিউ ইণ্ডিয়ান মেটাল ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে কংশবণিক। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—পিত্তল ঢালাই ও পিত্তলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত।

ডি জি পিকচার্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—চলচ্চিত্র।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৫ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় অত্যন্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কলটাকার সুদের হার কলিকাতায় ৷৷০ আনা ও বোম্বাইএ ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। বিগত কয়েক সপ্তাহে যে সামান্য পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা গিয়াছিল তাহা এতই কম যে উহার দ্বারা বাজারের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হয় নাই। এদিকে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৯৯৷৷৶৯ পাই দরের কমে ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণের অস্বীকৃতি বাজারের মন্দার ভাব বজায় রাখিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থাও আলোচ্য সপ্তাহে আদৌ সন্তোষজনক নহে। কাজকারবার যাহা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বের তুলনায় ভাল হইলেও পরিমাণের দিক দিয়া নৈরাশ্যজনক।

গত ১২ই জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মিয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছি ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৶৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৶৬ পাই দরের শতকরা ৪২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৴৫ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৯শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) ও অন্যান্য বিক্রয় কেন্দ্রে আগামী ১৮ই জানুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২২শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে।

গত ৬ই জানুয়ারী হইতে ১১ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। গত ১৩ই জানুয়ারী হইতে আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১লা জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৭০ কোটি ৩৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৬ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৬৬ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৫৮ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৪৮ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{৫১}{৫২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৫ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। সকলেই অদূর ভবিষ্যতের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিতেছে। কোন কোন শেয়ারের দরে স্থির অবস্থা পরিলক্ষিত হইলেও কাজকারবারের পরিমাণ অতি অল্প হইয়াছে। যাহা হউক শেয়ার বিক্রেতারাও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোনরূপ উদ্বিগ্নের ভাব দেখাইতেছে না।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দরে কতকটা স্থির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪৴০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। ৩৲ সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের দ্বিতীয় দফা ডিফেন্স ঋণ ১০০৷৷০ আনা। ৩৲ টাকা

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫।০ আনা। ৩৷৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩।৶০ আনা। ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৮৲ টাকা এবং ৪৷৷০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে কতকটা তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। বেঙ্গল ৪০২৲ টাকা। হুরিলাদি ১৫৷৷০ আনা। নিউবীরভূম ১৬৷৷০ আনা এবং নর্থদামুদা ৫৷৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের মধ্যে এলায়েন্স ৩০৮৲ টাকা। এংলো-ইণ্ডিয়া ৩২৪৲ টাকা। টাঁপদানী ১৭৬৲ টাকা। ক্লাইভ ২২।০ আনা। কামারহাটী ৪৭৬।০ আনা এবং ন্যাশনাল ২১৮৶০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩০৷৷০ আনা এবং ২২৷৷০ আনা।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দর কতকটা স্থির অবস্থায় ছিল। কেরু এণ্ড কোং ১৪৷৷০ আনা। কাণপুর সুগার ২৯৷৷০ আনা চাম্পারণ ২৫৲ টাকা। গোয়ালিয়র ১৮১৲ টাকা এবং রাজা ৪২৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

চা-বাগান

চাবাগানের শেয়ারের দর তেজী ছিল। বানারহাট ৬১০৲ টাকা। ভাটকোয়া ৪১৲ টাকা এবং তেলিয়াপাড়া ৫০০৲ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্মা করপোরেশন ৩৶০ আনা। ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২৶০ আনা। বি আই করপোরেশন ৫৮৶০ আনা। বরারি কোক ২৭৷৷৶০ আনা। ইণ্ডিয়ান কেলস ২৪৷৷৶০ আনা। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ১০৮০ আনা এবং মেদিনীপুর জমিদারী ৭০৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৮ই জানুয়ারী—১০০৷৷৶০ ; ১১ই—১০০।৶০ ; ১২ই—১০০৷৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৮ই জাঃ—৯৫।০ ; ১২ই—৯৫৷৷৶০ ৯৫৷৷৶০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই জাঃ—৯৩৸০ ৯৪ ; ১১ই—৯৩৸০ ৯৪৶০ ; ১২ই—৯৪৲ ; ১৩ই—৯৩৸০ ৯৪৶০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৮ই জাঃ—১০৩।৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৮ই জাঃ—১০৭৸০ ১০৮৲। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১৩ই জাঃ—১১৩৸০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১১ই জাঃ—১০৮।৶০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৮ই জাঃ—১৬৩০৲ ১৬৩৪৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৮ই জাঃ—১০৩৷৷০ ১০৪৲ ; ১২ই—১০৩৲ ১০৩৷৷০ ; ১৩ই—১০৩৲ ১০৪৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৮ই জানুয়ারী—৩০৷৷০ ৩০৷৷৶০। বেঙ্গল ৮ই জাঃ—৪০০৲ ; ১১ই—৪০১৲ ৪০২৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ৮ই জাঃ—১৫৮৶০ ; ১১ই—১৫৮০। ঘুষিক এণ্ড মুন্নিয়া ১১ই জাঃ—৫৷৷০। হরিলাদী ১১ই জাঃ—১৫৷৷০। নিউবীরভূম ৮ই জাঃ—১৬৷৷০ ; ১২ই—১৬।০। পরাসিয়া ১২ই জাঃ—১৷৷৶০ ; ১৩ই—১৷৷৶০। পিওর শীতলপুর ১১ই জাঃ—১৩৸০ ১৪৲। রেওয়া ১২ই জাঃ—২৯৮০। সামলা ৮ই জাঃ—২৷৷৶০ ; ১২ই—২৷৷০ ; ১৩ই—২৷৷৶০ ; ১৪ই—২৷৷০ ২৷৷৶০। সিঙ্গারাম (এ) ১১ই জাঃ—৩৷৷৶০ ; ১৩ই—৩৸০। তালচেড় ১২ই জাঃ—২৷৷৶০ ; ১৩ই—২৷৷৶০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৮ই জাঃ—৩১।০ ৩১৮০। নর্থদামুদা ১৪ই জাঃ—৫৷৷০।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড

হেড অফিস :—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৩০৫

পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

সুদ : স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%
২ বৎসরের জন্য ৫%
১ বৎসরের জন্য ৪%

ডিরেক্টার :—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

দি ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল

ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

হেড অফিস :—৩০ নং রসা রোড, কলিকাতা।

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী।

ফোন : সাউথ ২৭২৮ :: টেলিগ্রাম : "টিপ্‌টো"

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

মূলধন

অনুমোদিত এবং বিলিকৃত	২০,০০,০০০৲
বিক্রিত	১০,২০,০০০৲
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	৮,৭০,০০০৲

কলিকাতা অফিস :—
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,
ফোন:—কলি: ৬৫৪৪

শাখা ও এজেন্সী :—
সকল প্রধান প্রধান
ব্যবসা কেন্দ্রে

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা

—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিস সমূহ :
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।

চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

কাপড়ের কল

বাসন্তী ১১ই জাঃ—৮৷৷০ ; ১২ই—৮৷৷০ ৮৷৶০। বাউরিয়া ৮ই জাঃ—৪৪৫৲ ; ১২ই—৪৭৫৲ ৪৮২৲। বাউরিয়া (এ প্রেফ) ৮ই জাঃ—১৬৮৲ ; (বি প্রেফ) ৮ই জাঃ—১০৮৲। কাশপুর টেক্সটাইলস ৮ই জাঃ—১৪৷৷৶০ ; ১১ই—১৪৸০ ; ১২ই—১৪৷৷৶০ ; ১৪ই—১৪৸৶০ ১৫/০। ডানবার ৮ই জাঃ—২৬২৲ ২৬৩৲ ; ১২ই—৩৬৪৲ ২৭০৲। কেশোরাম ১১ই জাঃ—১৬৲ ১৬৶০ ; ১২ই—১৬৶০ ১৬৷০ ; ১৪ই—১৫৸০ (প্রেফ) ১২ই জাঃ—১৩৫৲। মহালক্ষ্মী ১১ই জাঃ—৩০৲ ; নিউ ভিক্টোরিয়া ৮ই জাঃ—৭৸৶০ ; ১১ই—৮৲ ; ১২ই—৭৸৶০ ৮৶০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রেথওয়েট ১৩ই জাঃ—৮৸০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১১ই জাঃ—১২৲। বার্ণ এণ্ড কোং ৮ই জাঃ—৩৩২৲ ৩৩৩৲ ; (৬৲ সুদের প্রেফ) ৮ই—১৩১৲ ; (৭৲ সুদের প্রেফ) ৮ই—১৫৪৲। হুগলী ডকিং ১৩ই জাঃ—৪২৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৮ই জাঃ—৩০/০ ৩০৶০ ৩০৷০ ৩০৷/০ ৩০৷৶০ ; ১১ই—৩০৶০ ৩০৷৷০ ৩০৷০ ৩০৷/০ ৩০৷৷৶০ ৩০৷৷০ ৩০৷৷/০ ৩০৷৷৶০ ; ১২ই—৩০৷৶০ ৩০৷৷০ ৩০৷৷/০ ; ১৩ই—৩০৶০ ৩০৷০ ৩০৷৶০ ; ১৪ই—৩০৷৶০ ৩০৷৷/০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১৩ই জাঃ—৫৷৷০ ৫৷৷৶০। মার্শালস ১১ই জাঃ—৩৶০ ৩৷৷০ ; ১৩ই—৩৶০ ৩৷৷০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২ই জাঃ—১১৷৷০ ; ১৩ই—১১৷৷/০ ১১৷৷০। সারণ ৮ই জাঃ—৬৷৷৶০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৮ই জাঃ—২১৸৶০ ২১৸৷০ ২২৲ ; ১১ই—২২/০ ২২৶০ ২২৷৷০ ২২৷০ ২২৷৷৶০ ২২৷৷/০ ২২৷৷০ ; ১৩ই—২২৲ ২২৷৷০ ২২৷০ ; ১৪ই—২২৷০ ; (প্রেফ) ৮ই—১১৭৲ ; ১২ই—১১৫৲ ১১৬৲ ; ১৩ই—১১৭৲ ১১৮৲। ষ্টীল প্রডাক্টস ১২ই জাঃ—৭৷০ ৭৷৷০। ভারতীয় ইলেক্ট্রীক ষ্টীল ১৪ই জাঃ—১৫৸০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ১৪ই জাঃ—৩৩৸০।

পাটকল

আদমজী ৮ই জাঃ—২৫৲। আগরপাড়া ১১ই জাঃ—২২৷৷৶০ ; ১৩ই—২৩৶০। এলবিয়ন ১৩ই জাঃ—১৭৯৲ ১৮০৲ ; ১৪ই—১৭৮৲। এলায়েন্স ৮ই জাঃ—৩০৫৲ ; ১১ই—৩০০৲ ; ১৩ই—৩১২৲ ; ১৪ই—৩০৮৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ৮ই জাঃ—৩২০৲ ; ১১ই—৩২০৲ ৩২১৲ ; ১২ই—৩২৩৲ ৩২৪৲ ; ১৪ই—৩২৪৲ ; (প্রেফ) ১১ই জাঃ—১৬০৲ ; ১২ই—১৬১৲ ১৬৩৲ ; ১৪ই—১৬১৲। অকল্যাণ্ড ১১ই জাঃ—১৭১৲ ; ১৩ই—১৬৯৲ ১৭১৲। বালি ৮ই জাঃ—২৫৩৲ ২৫৫৲ ; ১১ই—২৫৬৲ ; ১২ই—২৫৩৲ ২৫৫৲। বরানগর ৮ই জাঃ—৯৮৲ ; ১১ই—৯৮৲ ; ১৩ই—৯৮৷০ ; ১৪ই—৯৮৲ ৯৯৲। বেলভেডিয়র ৮ই জাঃ—৩৮০৲ ৩৮৫৲ ; ১৪ই—৩৭৭৲ ৩৮২৲। বিরলা ১১ই জাঃ—৩৬৷৷০ ; ১২ই—৩৮৲ ৩৮৷০। বজবজ (অর্ডি) ৮ই জাঃ—৩২৫৲ ; ১১ই—৩২০৲ ; ১২ই—৩২৬৲ ৩২৭৲। কেলিডনিয়ান ৮ই জাঃ—৩৬০৲ ; ১১ই—৩৬৩৲। চাপদানী ৮ই জাঃ—১৭৩৲ ; ১৪ই—১৭৬৲। সেভিয়ট ১১ই জাঃ—১৭২৲ ১৭২৲ ; ১৩ই—১৭৮৲ ; ১৪ই—১৭৮৲। চিৎভলসা ১১ই জাঃ—১৬৷৷০। ক্লাইভ ৮ই জাঃ—২১৸০ ; ১১ই—২২৷৷০ ২২৸০ ; ১২ই—২২৶০ ২২৷০ ; ১৩ই—২২৷/০ ২২৷৶০ ; ১৪ই—২২৷০। ভালহৌসী ৮ই জাঃ—২০৫৲ ; ১৪ই—২০৮৲। ডেল্টা ১১ই জাঃ—৪১৯৲। এম্পায়ার ৮ই জাঃ—২৫৲। ফোর্ট গ্লষ্টার ৮ই জাঃ—৫১০৲ ; ১১ই—৫১০৲ ; ১৩ই—৫১৫৲ ; ১৪ই—৫০৭৲। ফোর্ট উইলিয়ম ১১ই জাঃ—২২০৲। গ্যাঞ্জেস ৮ই জাঃ—৩১৮৲ ; ১১ই—৩১৭৲ ৩২০৲। গৌরীপুর ৮ই জাঃ—৬৭২৲ ; ১১ই—৬৭০৲ ; ১২ই—৬৬৮৲ ৬৭০৲ ; ১৩ই—৬৭৫৲। হাওড়া ৮ই জাঃ—৫৩৲ ৫৩/০ ; ১১ই—৫২/০ ৫৩৲ ; ১২ই—৫২৸৶০ ; (এ প্রেফ) ১২ই জাঃ—১৫১৷৷০। হুকুমচাঁদ ৮ই জাঃ—১৮৷০ ১৮৸০ ; ১১ই—১৮৲ ; ১২ই—১৮৲। ইণ্ডিয়া ৮ই জাঃ—১১৫৲ ; কামারহাটী ৮ই জাঃ—৪৭৬৲ ; ১১ই—৪৭৪৲ ; ১২ই—৪৭৩৲ ; (প্রেফ) ১৩ই জাঃ—১৪১৷৷০। কাকনাড়া ১২ই জাঃ—৩৭২৲ ৩৭৫৲ ; ১৩ই—৩৭৩৲ ; ১৪ই—৩৭৪৲ ৩৭৫৲ (প্রেফ) ১৩ই জাঃ—১৪১৷৷০। কেলভিন ৮ই জাঃ—৫১০৲ ; ১১ই—৫০৮৲ ; ১৩ই—৫১৮৲ ৫২০৲। খরদা ৮ই জাঃ—৩৯৮৲ ৪০২৲। কিনিসন ৮ই জাঃ—৩১২৲ ; ১১ই—৩১২৲ ; ১২ই—৩১২৲ ; (প্রেফ) ১২ই জাঃ—১৬২৲ ১৬২৷৷০। ল্যান্সডাউন ৮ই জাঃ—১৩২৲ ; ১১ই—১৩১৲ ; ১৪ই—১৩০৲। লরেন্স ৮ই জাঃ—২৩০৲ ; (প্রেফ) ৮ই—১৩৮৲ ; ১২ই—১৩৯৷৷০। লোথিয়ান ৮ই জাঃ—২৩০৲। ন্যাশনাল ৮ই জাঃ—২১৸০ ; ১১ই—২১৷৶০ ২২৲ ; ১২ই—২১৷৷/০ ২২৲ ; ১৩ই—২২৶০ ; ১৪ই—২১৸৶০ ২২৷০। নিউসেণ্ট্রাল ৮ই জাঃ—৩০৫৲ ; ১৩ই—

চেক কি টাকা?

পাশ্চাত্যদেশে বিশেষ করে আমেরীকাতে চেক টাকার মতই ব্যবহার হয়, ভারতবর্ষেও চেকের প্রচলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমাদের একটা চেক বই আপনার প্রতিদিন কার লেনদেন শুধু সহজ করে দেবে না, বিপদ থেকেও রক্ষা করবে।

সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

২, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
এইচ, এম ঘোষ,
এফ, আর, ই, এস, (লণ্ডন)

টেলি { গ্রাম : যখেরধন. ফোন ক্যাল ৩৭৩৪

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্থাপিত—১৯২৯

হেড অফিস :—৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ

স্মরণ রাখিবেন,—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি,
আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।

আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন
বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।

ননী গোপাল দত্ত রায়,
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন।

কালীচরণ সেন,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

৩০৩৲। নর্থব্রুক (প্রেফ) ৮ই জাঃ—১৩৮৲। নদীয়া ১২ই জাঃ—৬৮৷৹। ওরিয়েণ্ট ১৩ই জাঃ—১৭৮৲; ১৪ই—১৭৫৲। প্রেসিডেন্সী ১২ই জাঃ—৫।০ ৫৷৹; ১৩ই—৫৷৹। রিলায়েন্স ৮ই জাঃ—৫২৸০ ৫৩৲; ১১ই—৫২।০ ৫২৷৹। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ৮ই জাঃ—১৪৸৵০; ১১ই—১৪৸০; ১২ই—১৪৸০; ১৪ই—১৪৸০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৮ই জাঃ—১৯৬৲। ইউনিয়ন ৮ই জাঃ—২৯৬৲। কামারহাটী ১১ই জাঃ—৪৭৪৲ ৪৭৬৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৮ই জাঃ—৩/০ ৩৶০; ১১ই—৩/০ ৩৵০; ১২ই—৩৵০; ১৪ই—৩৵০ ৩৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ৮ই জাঃ—২৵০; ১১ই—২৵০ ২৶০; ১২ই—২৵০ ২৶০; ১৩ই—২৵০ ২৶০।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার পাল্প ১১ই জাঃ—১৬০৲; ১৩ই—১৫৮৲ ১৬১৲। ওরিয়েণ্ট ১২ই জাঃ—২৫৷০; ১৪ই—২৫।/০। ষ্টার পেপার ১২ই জাঃ—১৮৷৵০ ১৮৸৵০। টিটাগড় (প্রেফ অর্ডি) ১১ই জাঃ—৫৷০; (অর্ডি) ৮ই জাঃ—২১৷৶০ ২১৸০; ১৩ই—২১।৵০ ২১৷০। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৪ই জাঃ—১৬১৲।

চিনির কল

বলরামপুর ১২ই জাঃ—১২৲। বেলসাণ্ড ১৩ই জাঃ—৮৲। কেক্স এণ্ড কোং ৮ই জাঃ—১৪৶০ ১৪।০; ১৩ই—১৪।৵০। কাণপুর ৮ই জাঃ—২৯।০ ২৯।৵০। চম্পারণ ৮ই জাঃ—২৪।৵০ ২৪৷০; ১১ই—২৪৸০; ১২ই—২৫৲; ১৪ই—২৫৲। গোয়ালিয়র ১১ই জাঃ—১৮১৲। রাজা ১১ই জাঃ—৪১৸৵০ ৪২৵০; ১২ই—৪৪৲।

চা-বাগান

বানারহাট ১১ই জাঃ—৬১০৲; ১৩ই—৬১৮৲। ভাটকোয়া ১২ই জাঃ—৪১৲। বোকাহাট ১১ই জাঃ—১০।০। চণ্ডীচেড়া ১২ই জাঃ—৯৭৲। দেশাই এণ্ড পার্ব্বতিয়া ১১ই জাঃ—২৯১৷০। হাসিমাড়া ১১ই জাঃ—৫০৲। হাতীশীরা ১১ই জাঃ—২৫৵০। কর্ণফুলী ১১ই জাঃ—২০৲। মহিমা ১২ই জাঃ—৯৸৶০ ১০।০। মারফুলানী (প্রেফ অর্ডি) ৮ই জাঃ—১৩৸০। নিউ সমনবাগ ৮ই জাঃ—৩০৸০। নিউ তেরাই ১১ই জাঃ—২০৸০। রাজগড় ১১ই জাঃ—১৪৸৵০। রুতেমা ১২ই জাঃ—১২৸০। সরুগাঁও ১৩ই জাঃ—১৬।৵০। ডেলিয়া পাড়া ১২ই জাঃ—৫০০৲। তেজপুর (অর্ডি) ১১ই জাঃ—১০৲; ১২ই—১০৵০।

বিবিধ

এলকালি কেমিক্যাল ১২ই জাঃ—২৩৸০। এলুমিনিয়াম করপোরেশন ৮ই জাঃ—১৪৲ ১৪।০; ১১ই—১৪।৵০। আসাম সল্ল ১২ই জাঃ—৩৸৶০; ১৩ই—৩৸৶০। এসোসিয়েটেড হোটেল (অর্ডি) ৮ই জাঃ—৭৲; ১১ই—৭।০ ৭।৶০। বৃটানিয়া বিস্কুটস ১৩ই জাঃ—১৩।৵০। বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১১ই জাঃ—১৩৸০ ১৩৸৶০; ১২ই—১৩৷০ ১৪৲। বি আই করপোরেশন (অর্ডি) ৮ই জাঃ—৫৸৵০ ৬/০; ১১ই—৫৸৵০ ৬৲। ডালমিয়া সিমেণ্ট ১২ই জাঃ—১৫৷০ ১৫৷৶০; (ডেফার্ড) ১৩ই জাঃ—৩৸৵০ ৪৲; (প্রেফ) ৮ই—১২৭৲ ১২৮৷০; ১১ই—১২৮৷০। ইণ্ডিয়ান কেবলস ১৩ই জাঃ—২৪৸০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৫ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের শেষ ভাগেই তেজীর ভাব বিশেষ করিয়া লক্ষিত হইয়াছে। আগামী বৎসরে পাট চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করা হইবে এই সংবাদই বাজারের এই পরিবর্ত্তনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। বিক্রেতা মহল মাল হাত ছাড়া করার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। কিছুকাল চুপচাপ থাকিয়া মিলওয়ালারা পুনরায় পাট কিনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। আগামী মরশুমের পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্পর্কে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবে এবং সেই সংবাদে পাট চাষ হ্রাস করার সিদ্ধান্তই যদি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বাজারে আরও চড়তির ভাব দেখা যাইবে বলিয়াই মনে হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে বেশ চড়তির ভাব দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটম প্রতি মণ ১৩৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। সুপারভাইসড্ জাতের দর আরও ৷৷০ আনা বেশী ছিল। পাকা বেল বিভাগেও এবার বিশেষ তেজীর ভাব ছিল এবং মিলওয়ালাদের সঙ্গে কাজকারবারের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক বলা যায়।

বিদেশী বাজারের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও পাটের বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে ছিশেষ অসুবিধা হইবে না এরূপ ধারণাও বাজারে বেশ আশার সঞ্চার করিয়াছে। ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৸০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ১৭৷৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৷৷০ আনা, ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭।০ এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২২৷৵০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ২২৸০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২৷৷০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৫ই জানুয়ারী

বোম্বাই-এর তূলার বাজারে কাজকারবার সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে। যুদ্ধজনিত বিশেষ কোনরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। মিলওয়ালারা বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। রূপার বাজারে তেজীর ভাব থাকার ফলেও

GREAT WAR

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এই মহা সংগ্রামের উন্মাদনার মধ্যেও আপনার জীবন সংগ্রামের বিরাম নেই এবং তা'তে জয়ী হ'তে হ'লে চাই অপরিহার্য্য অস্ত্র—

সঞ্চয়

পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স—

মিঃ সনৎ চক্রবর্ত্তী ও মিঃ প্রফুল্লনাথ রায়চৌধুরী।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কিং লিঃ

● সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক ●

● কলিকাতা শাখা—১২।২, ক্লাইভ রো ●

হেড অফিস কুমিল্লা।

কর্ম্মতৎপরতা দক্ষতা সততা সৌজন্যই আমাদের "সেবামন্ত্র"

স্থাপিত ১৯২৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয়)

আলোচ্য সপ্তাহের তুলার বাজারে চড়তির ভাব দেখা যায়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড রূপের জন্য ও অন্যান্য প্রকার কাজের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাওয়ায় তুলার চাহিদাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং আশা করা যায়, তুলার বাজারের এই চড়তির ভাব বলবৎ থাকিবে।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে এবার একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। পশ্চিম ভারতের কাপড়ের কলসমূহের কর্তৃপক্ষ কোনরূপ চুক্তির মধ্যে আসিতে না চাওয়ার জন্যই বাজারে ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে কাজকারবার আদৌ হইতে পারিতেছে না। স্থানীয় কাপড়ের মজুত বেশী নহে বলিয়াই ব্যবসায়ী মহল মাল হাত ছাড়া করিবার জন্য আদৌ ব্যগ্র নহেন। সম্প্রতি উপর্য্যুপরি বিমান হানা সত্ত্বেও কাপড়ের বাজারে তেমন কোন মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নাই। শীতবস্ত্রাদির ক্রয়বিক্রয় খুবই কম।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৫ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৬৬৸৵০ আনা এবং প্রতিটী গিণি ৪৮৷৵০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৬৲ টাকা এবং বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৫৸৵০ আনা এবং প্রতিটী গিণি ৪৮৸৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজার তেজী ছিল। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০৩৲ টাকা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৮৷৵০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৮৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩½ পেন্স।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

মহাযুদ্ধের রণদামামা বাজিয়া উঠিত না! যাহা হউক, মিঃ মরিসন রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও উহার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের একটি সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান বা নূতন এক লীগ অব নেশনস্ সৃষ্টি করাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র ধ্যানধারণা। ভারত ও অন্যান্য পরাধীন দেশগুলিকে স্বাধীন করিবার কোন ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। কেবল যুদ্ধ জিতিতে গিয়া যতটুকু আদর্শের কথা নেহাৎ না বলিলেই নয়। ততটুকু দায়ে পড়িয়াই বলিতে হইতেছে! সেই দিক হইতেও মিঃ মরিসন প্রমুখ ব্যক্তিগণ তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ। অন্যথা ভারত ও অন্যান্য পদানত দেশের শোষিত ক্ষুধিত জনসাধারণের এবং এই সব দেশ সম্পর্কে ইদানীং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সচেতন জনগণের কানে বৃটিশ শাসনের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া অতখানি দম্ভ করিয়া মিঃ মরিসন কিছুতেই বলিতে পারিতেন না, "আইন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আমাদিগকে অর্থাৎ বৃটিশ শাসকদের বাহবা দিব।.....আমরা লুব্ধ শোষক নহি।" সত্যবাদিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!

* * * *

বিগত জুলাই মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধীর নিকট শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী প্রমুখ মাদ্রাজের কতিপয় নেতা যে পত্র লিখিয়াছিলেন সম্প্রতি রাজাজীর মানহানি মামলা সম্পর্কে তাহা কোর্টে দাখিল করা হইয়াছে। সংবাদপত্র মারফৎ ঐ পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া আমরা উক্ত নেতা কয়জনের, বিশেষ করিয়া রাজাজীর, নিদারুণ ভ্রান্তি সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া পারি না। পত্রে মহাত্মাজীকে তাঁহার সঙ্কল্পিত আন্দোলন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে আমরা তাহার জবাব আপাততঃ নানা কারণেই দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু রাজাজীদের উক্ত পত্রে পাকিস্থান গ্রহণ করিবার জন্য যে ওকালতি করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে দুই চারিটি কথা বলিব। পাকিস্থান যে কি বস্তু আজও ভারতবাসী তাহা জানে না। মিঃ জিন্না বহুবার উহার বহুবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি যে আসলে কি চাহেন তাহা তিনি ও তাঁহার অনুপস্থীরাও হয় নিজেরাই ভাল জানেন না, নয়ত বা ভাল করিয়া তাহা খুলিয়া বলেন না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক মতলবের হাওয়ার উপর নির্ভর করিয়া বা জাতীয়তা বিরোধী দাবীদাওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া কেবল জাপানী আক্রমণের ভয়েই ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জাতীয় স্বার্থকে বিস্মৃত হওয়া চলে না। উক্ত চিঠির জবাবে মহাত্মা গান্ধী যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছেন তাহা যেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি যুক্তিসহ। মহাত্মা লিখিয়াছিলেন, "আপনারা নিজেরাই কেন মীমাংসার জন্য প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সহিত একযোগে একটি লীগ গঠন করিতেছেন না? মিঃ জিন্নার পাকিস্থানের সংজ্ঞা কি আপনারা মানিয়া লইতে রাজী?.....কেবল জাপানীদের ভয়ে আরও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জড়িত হইবেন না।" ইহার পর মন্তব্য অনাবশ্যক।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি সকল অবস্থাতেই আপনাদের সেবা করিতে প্রস্তুত।

হেড্ অফিস :— ৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা সমূহ :— ঢাকা, কালিম্পঙ, শিলিগুড়ী ও শান্তিপুর

ফোন : কলিকাতা ৬১১

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলকামারী, মেদিনীপুর ও ঢাকা।

জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—

ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

পপুলার ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড আফিস ব্যাঙ্গালোর

টাফ্ এজেন্টস্ - ফোন-ক্যাল-১৮০৮

মেসার্স এইচ্ কে, বানার্জ্জী এণ্ড সন্স

১০, ক্লাইভ রো কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—

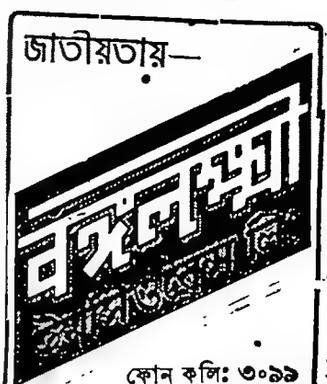

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪২ | ৩৬শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৫৯-৬৬১	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬৬৬-৬৭১
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৬৬২	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৬৭২
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন	৬৬৩	বাজারের হালচাল	৬৭৩-৬৭৬
জ্বালানী তৈল সমস্যা	৬৬৪-৬৬৫		

সাময়িক প্রসঙ্গ

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের ভবিষ্যৎ

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে জনসাধারণের পরিধেয় বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে গত ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে এরূপ প্রস্তাব হয় যে ভারতের বিভিন্ন কাপড়ের কলে দরিদ্র ব্যক্তিদের ব্যবহারোপযোগী সস্তা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত করা হইবে। কিন্তু এদেশে যাহারা শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেন তাঁহারা এতই অযোগ্য ও অপদার্থ যে উহাদের দ্বারা জনকল্যাণমূলক কোন কাজই সময় মত নির্ব্বাহিত হয় না। কাজেই আজ পর্য্যন্ত বাজারে এই ধরণের বস্ত্র বাহির হয় নাই। সম্প্রতি শুনা গিয়াছিল যে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব এই বিষয়ে একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন এবং জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলওয়ালাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বাজারে যাহাতে এক কোটী গজ করিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় হইতে পারে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পুনরায় উক্ত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে, ২।০ আনা দরে কোরা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের যে জোড়া বাজারে বিক্রয় করা হইবে মধ্য-ব্যবসায়ীগণ তাহা ক্রয় করিয়া ধোলাই করতঃ অনায়াসে ৭ টাকা দরে বিক্রয় করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট নাকি এই সমস্যার কোন প্রতিকার বাহির করিতে পারিতেছেন না। কাজেই জনসাধারণকে যদি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের জন্য অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে আরও বহুদিন চাহিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে উহাতে বিস্ময়ের কিছু হইবে না।

এই সম্পর্কে কলিকাতাস্থ একখানা শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত কাগজ মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাপড়ের কলওয়ালারা যদি জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়া মোটা ধরণের সস্তা কাপড় বাহির করতঃ তাহা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করেন তবে বস্ত্র সমস্যার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। উক্ত কাগজ একথা জানেন না যে বাঙ্গলার গৌরবস্থল মোহিনী মিলের পরিচালকগণ সস্তা দরে ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের মারফতে মিলের দরে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ক্রয়বিক্রয়ের কতকগুলি বিধিনিষেধ জারী হওয়াতে এবং মিলে উৎপন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ গবর্ণমেণ্টকে সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক হওয়াতে মোহিনী মিল এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এখানেও দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্য্যকলাপের ফলে বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রবর্ত্তনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে।

"ক্যাপিটালের" অভিনব আবিষ্কার

খুচরা মুদ্রার দুর্ভিক্ষ লইয়া সংবাদপত্র ও অন্যান্য মহলে জোর আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। সিকি, দু'আনী, একআনী প্রভৃতি খুচরার অভাবে জনসাধারণের যে কি চূড়ান্ত দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইতেছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। খুচরা মুদ্রার এরূপ আকস্মিক দুষ্প্রাপ্যতার কারণ লইয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। পয়সা মজুত করিবার প্রচেষ্টা বে-আইনী হইলেও, বর্ত্তমানে তামার বাজারের চড়তির ভাব বিবেচনা করিলে কোন কোন লোকের পক্ষে উহা একেবারে অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি নহে। লাভ ও লোভের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি সর্ব্বসময় আশা করা যায় না। কিন্তু সিকি, দু'আনী প্রভৃতি খুচরা মুদ্রার দুর্ভিক্ষ সত্যই সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিকেও হার মানাইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, যুদ্ধ-পূর্ব্ব স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বর্ত্তমানে খুচরা মুদ্রার পরিমাণ আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্যমূল্য অসম্ভব বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এক সঙ্গে অধিক জিনিষ ক্রয় করা সম্ভবপর নহে বলিয়া এবং আরও অন্যান্য কারণে খুচরা মুদ্রার ব্যবহার এই দারুণ দুর্ম্মূল্যের বাজারে এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের খুচরা মুদ্রার প্রচলন ও পরিমাণ বৃদ্ধি এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না বলিয়াই আমাদের অনুমান। অবশ্য আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বোধের ন্যায় খুচরা মুদ্রা মজুত করার দিকে অসম্ভব ঝোঁকও অন্যতম প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। "ক্যাপিটাল" পত্রিকার ছদ্মনামী লেখক "ডিচার" এই সম্পর্কে এক অভিনব কারণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। গত ২১শে জানুয়ারী তারিখের "ক্যাপিটালে" উক্ত লেখক বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত ও বিপন্ন করিবার জন্য রাজনৈতিক কারণেও খুচরা মুদ্রা মজুত করা হইতেছে। "ডিচার"-এর এই অদ্ভুত ও অশিষ্ট ইঙ্গিতের লক্ষ্য কাহারা তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান জনসাধারণ খুচরা মুদ্রা মজুত করিয়া এরূপ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে কেবল এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া "ডিচার" আরও অগ্রসর হইয়া নিশ্চিন্তে বলিতে পারেন যে, দেশে যে চাউল, তেল, নুন, কয়লা, কেরোসিন, কাপড় প্রভৃতি জীবনধারণের একান্ত অপরিহার্য্য দ্রব্যাদি একাধারে দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাও রাজনৈতিক 'মতলববাজদেরই' কারসাজির ফল। আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণের অদূরদর্শিতার এবং ততোধিক আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের অক্ষমতার ফলে যে অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার সকল দায় রাজনৈতিক মহলের স্কন্ধে চাপাইয়া আবোলতাবোল লিখিলে আর যাহাই হউক বা না হউক, আসল সমস্যার কোন কূলকিনারাই হইবে না।

ফেডারেশনের প্রস্তাব

বস্ত্র সমস্যার প্রতিকার কল্পে ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি-সভা দি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি গবর্ণমেণ্ট সকাশে ৫টী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি এই—(১) যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লোকের ব্যবহারের উপযোগী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র দেশের ভিতরে মজুদ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, (২) যেখানে যেখানে সম্ভব সামরিক বিভাগে কার্পাস বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পাটজাত চট থলে ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হউক, (৩) ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ও তাঁতসমূহে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক, (৪) কাপড়ের কলগুলিতে সৌখীন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে দরিদ্রের ব্যবহার্য্য বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য অধিকতর জোর দেওয়া হউক, (৫) দেশের ভিতরে "কম বস্ত্র ব্যবহার কর" বলিয়া একটা আন্দোলন করা হউক।

ফেডারেশনের উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ একমত এবং এই দিক দিয়া ভারতের বস্ত্র সমস্যার অনেকদূর সমাধান হইতে পারে বলিয়া অমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু ভারতের বাহিরে বর্ত্তমানে সৈন্যদলের জন্য শয্যাদ্রব, পরিচ্ছদ, তাঁবুর কাপড়, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি হিসাবে যে বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে তাহার প্রয়োজন দিন দিন বাড়িবে বই কমিবে না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। বর্ত্তমানে তাঁবু, গ্যাস প্রতিরোধ ইত্যাদি বহু প্রয়োজনে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই সব কাজ অনায়াসে মিহি ধরণের চট দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি সামরিক বিভাগে কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার কমাইয়া তৎস্থলে পাটজাত বস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন তবে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির অনেক তাঁত ও টাকু গবর্ণমেণ্টের কাজ হইতে মুক্ত হইয়া সাধারণের প্রয়োজনীয় কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। চটকলগুলির যে সমস্ত টাকু ও তাঁত অচল হইয়া আছে তাহা চালু হইবে, পাটের মূল্য বাড়িবে এবং চটকলে অধিকতর সংখ্যক মজুর কাজ পাইবে। ভারতীয় বস্ত্র সমস্যার সমাধানকল্পে উহা একটী খুব যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব সন্দেহ নাই। তৃতীয় প্রস্তাবে ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির যে কথা বলা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহাতে কার্য্যকরীভাবে খুবই সাহায্য করিতে পারেন। আমরা যুদ্ধের সূত্রপাতেই গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়াছিলাম। কিন্তু এই দিক দিয়া তাঁহারা উহার কিছুই করেন নাই। ফেডারেশনের প্রস্তাবে যদি এই দিকে গবর্ণমেণ্টের নজর পড়ে তাহা হইলে আমরা সুখী হইব। ফেডারেশনের চতুর্থ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কিছু অসুবিধা হইবে —কিন্তু গরীব মহা উপকৃত হইবে। কোন বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি এই প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। একমাত্র পঞ্চম প্রস্তাবটী পড়িয়া আমরা ফেডারেশনের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। যে দেশে শতকরা ৮০ জন ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ সময় নেংটী পড়িয়া থাকে, যে দেশে প্রতি ব্যক্তি সারা বৎসরে পরিচ্ছদ, শয্যা ইত্যাদি সমস্ত মিলাইয়া গড়পড়তায় ১৬ গজের বেশী কাপড় ব্যবহার করে না সেই দেশে "কাপড়ের ব্যবহার কমাও" বলিয়া আন্দোলন করা একটা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার হইবে এবং জনসাধারণ উহাকে তাহাদের দুর্ভাগ্য লইয়া পরিহাস ছাড়া আর কিছু মনে করিবে না। সত্য সত্যই ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মুখ দিয়া এরূপ প্রস্তাব বাহির হওয়াতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি।

বাঙ্গলায় চাউলের যোগান

অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাটচাষ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নীতি ও কর্ম্মপন্থা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু চলতি বৎসরে পাটের জমি না কমাইলে বাঙ্গলায় চালের যোগানের উপর যে কি প্রকার অনিষ্টকর প্রভাব পড়িবে তাহা স্থানাভাববশতঃ উক্ত প্রবন্ধে বলা হয় নাই। এই বিষয়টী আমরা সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতে ধান্যের চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই পূর্ব্বাভাষে দেখা যায় যে গত ১৯৪১ সালে পাটের চাষ কমাইয়া ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ করার দরুণ বাঙ্গলায় ২২ লক্ষ ৭ হাজার টন আউস ধানের চাষ এবং ৬৭ লক্ষ টন আমন চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৪২ সালে পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হওয়াতে এই বৎসরে ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টন আউস চাউল এবং ৫৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন আমন ধানের চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ পাটের চাষ পাঁচ আনা পরিমাণ জমিতে বৃদ্ধি পাওয়াতে গত বৎসর বাঙ্গলায় ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টন কম চাউল উৎপন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গলায় বৎসর বৎসর যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহার উপর ১০ লক্ষ টন চাউল হইলেই বাঙ্গালা দেশ উহার প্রধান খাদ্য চা'লের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে। উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের চাষ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশে সীমাবদ্ধ রাখিলে চাউলের ব্যাপারে বাঙ্গলা কেবল স্বাবলম্বী হয় না—উহার কিছু চাউল উদ্বৃত্ত হয়। দুঃখের বিষয় যে এরূপ অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণ চাউল অভাবে অনশনে

অর্দ্ধানশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। উহাকে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়!

যুদ্ধোত্তর কালের বেকার সমস্যা

বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধরত প্রত্যেকটী দেশেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক প্রয়োজনে অগণিত নূতন লোকের চাকুরী হইয়াছে। ভারতবর্ষেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এদেশে একমাত্র সৈন্য হিসাবেই ১২।১৩ লক্ষ নূতন লোকের চাকুরী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধজনিত বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত অগণিত নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতেও বহু লোক চাকুরী পাইয়াছে। সৈন্যদের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য দেশে অবস্থিত পুরাতন কলকারখানার কাজ এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং এত নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে যাহার ফলে মজুর, কারিগর, কেরাণী ইত্যাদি হিসাবেও কয়েক লক্ষ লোক কাজ পাইয়াছে। আমাদের ধারণা যে বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যত নূতন লোক চাকুরী পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ২৫ লক্ষের কম হইবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এইভাবে নব নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী। প্রকাশ যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সামরিক কার্য্যে ৩॥ কোটী লোক নিযুক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল দেশে যে লক্ষ লক্ষ নূতন লোকের চাকুরী হইয়াছে যুদ্ধাবসানে উহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বেকার হইবে। তখন এই সমস্ত লোক লইয়া কি করা হইবে—কি ভাবে উহাদিগকে জীবিকাসংস্থানের পথ করিয়া দেওয়া হইবে তাহা লইয়া বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই চিন্তাভাবনা করিতেছেন। কারণ সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন যে, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে এবং সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত ও তাহা যথাস্থানে প্রেরণের জন্য গলদঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতেছে যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যদি বেকার হয় এবং গৃহে ফিরিয়া নিজের আত্মীয় পরিজনকে ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা কোন গবর্ণমেণ্টকেই শান্তির সহিত দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে দিবে না। কাজেই যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনীতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সকল দেশে বিশেষ ভাবে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এই পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দিক হইতে কোন সাড়াশব্দই পাওয়া যাইতেছে না। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে ভারত সরকারের অধীনে দেশের কতিপয় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীকে লইয়া একটী অর্থনীতিক পুনর্গঠন কমিটী গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কমিটী আজ পর্য্যন্ত কি কাজ করিয়াছেন, যুদ্ধের পরে দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম সংস্থানের জন্য উহার মতামত কি, গবর্ণমেণ্ট এইসব মতামত সম্বন্ধে কি প্রকার মনোভাব পোষণ করেন—ইত্যাদি বিষয়ে দেশবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়াছে। ফলে বর্ত্তমানে দেশের যে অগণিত লোক নানা প্রকার বিপদ ঘাড়ে লইয়া গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, এ আর পি, সৈন্য বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ইত্যাদিতে কাজ করিতেছে তাহাদের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বর্ত্তমান থাকা এবং এজন্য উহাদের কর্ম্মক্ষমতার হ্রাস পাওয়া কিছুতেই বিচিত্র নহে।

আমাদের মনে হয় যে এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের দিক হইতে অবিলম্বে একটী সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ও কর্ম্মপন্থার কথা ঘোষণা করিয়া সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক ভাবে নিযুক্ত সমস্ত দেশবাসীকে আশ্বস্ত করা আবশ্যক। যুদ্ধোত্তরকালে দেশের সংরক্ষণনীতি দেশবাসীর স্বার্থের অনুকূলভাবে যদি পরিচালিত হয় তাহা হইলে এদেশে অগণিত নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইবে এবং এই সব কলকারখানাতে বর্ত্তমানে যুদ্ধোদ্যমে নিযুক্ত কয়েক লক্ষ লোকের চাকুরী হইবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, সেচকার্য্য, রেলের প্রসার ইত্যাদি কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলেও উহাতে যুদ্ধোদ্যম হইতে অবসরপ্রাপ্ত কয়েক লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হইবে। এদেশে জাতিগঠনমূলক কাজের এরূপ বিরাট সুযোগ পড়িয়া রহিয়াছে যাহা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে ২৫ লক্ষ কেন এক কোটী লোকের অনায়াসে চাকুরীর সংস্থান হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অর্থাভাবের দোহাই দিয়া চিরদিন এই সব কাজে অবহেলা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেশের মধ্যে যাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছে, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের একথা জানিবার অধিকার আছে যে, যে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য ৫।৭ শত কোটী টাকা খরচ করিতে দ্বিধা করেন নাই সেই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর কালে জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য একশত কি দেড় শত কোটী টাকা বিনিয়োগ করিয়া বর্ত্তমানে যুদ্ধরত ২৫ লক্ষ লোককে অনশন হইতে রক্ষা করিবেন কি না?

রোগীর পথ্য ও বার্লি সমস্যা

আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মদক্ষতার গুণে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একান্ত অপরিহার্য্য দ্রব্যাদি নির্দ্ধারিত মূল্যে কেবল সরকারী বিবৃতি-বিজ্ঞপ্তির মুদ্রিত অক্ষরগুলির মধ্যে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। কেবল চাউল, ডাল, আটা, তেল, নুন, কয়লা কেরোসিন প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজনের প্রাথমিক বস্তুই একাধারে দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে নাই, অসুখে পড়িলে কুইনিন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ভেষজ দ্রব্য ও সাবু-বার্লি প্রভৃতি রোগীর পথ্য সংগ্রহ করাও আজ দারুণ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বার্লির কথাই ধরা যাউক। জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত হওয়ার পর ঐসব স্থান হইতে চাউল, চিনি, রবার, কুইনিন প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সাবুর আমদানীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে এখন অসুখে পড়িলে পথ্যের ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের পক্ষে একমাত্র ভরসা এখন বার্লি। সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত পরিহাসের বাজারে এই বার্লির দরও আগুন। অথচ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়োচিত হস্তক্ষেপ ও যথাযথ মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বার্লি সমস্যা লইয়া এতখানি বিব্রত হইতে হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এখানে লিলি বিস্কুট কোম্পানীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত কোম্পানীর কারখানা হইতে বর্ত্তমানে যে-ক্ষেত্রে উহাদের প্রস্তুত সুবিখ্যাত "লিলি বার্লির" এক পাউণ্ড টিন ও আধ পাউণ্ড টিনের এক ডজন ও অর্দ্ধ ডজন যথাক্রমে ৯৲ টাকা ও ৫।০ আনায় পাওয়া যাইতেছে, সেক্ষেত্রে বাজারে অর্দ্ধ পাউণ্ড লিলি বার্লির টিন ৸০ আনা হইতে ৸৵০ আনা এবং এক পাউণ্ড টিন ১৵০ আনা হইতে ১।০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। বাজারের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের কঠোর ও সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যপরিচালনার অভাব ও অক্ষমতাই প্রধানত দায়ী। আশা করি গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে অগৌণে অবহিত হইবেন। নতুবা দেশের এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে অসুখে পড়িয়া বার্লির ন্যায় সাধারণ একটা পথ্যের অভাবেই কত লোক যে অকালে প্রাণ হারাইবে তাহার ইয়ত্তা কি?

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধশেষ হইবার আগেই সাম্রাজ্য রক্ষায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজকাল সংবাদপত্রে প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন বৃটিশ ধুরন্ধরের যুদ্ধোত্তর স্বপ্ন-বিলাস পাঠ করিয়া হাসিও পায়, করুণারও উদ্রেক হয়। ঐসব আগাম পরিকল্পনায় একাধারে দুশ্চিন্তাও দুরভিসন্ধি প্রকট হইয়া পড়িতেছে। মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আমেরি, মিঃ ইডেন, মিঃ মরিসন, মিঃ এটিলি, লর্ড হালিফ্যাক্স ও আরও বহু জনের সতর্ক ও সদম্ভ ভাষণের পর সম্প্রতি উপনিবেশ-সমূহের সচিব মিঃ ষ্ট্যানলিও মুখ খুলিয়াছেন। সেই একই কথা, একই সুর, একই মতলবের ছদ্মরূপ! তবে মিঃ ষ্ট্যানলির বক্তৃতায় এবার একটা নূতন প্রস্তাব ও তৎসম্পর্কে ঘোর আপত্তির আভাস পাওয়া গেল। একাধিক তথাকথিত উদারনৈতিক ব্যক্তি যুদ্ধের পরে অনগ্রসর উপনিবেশসমূহকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার ভার একটা আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের হাতে ছাড়িয়া দিবার পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মিঃ ষ্ট্যানলি উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম্ম এই যে, ভাগের মা গঙ্গা পান না; দশটি শক্তি মিলিয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন দেশগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে যাওয়ার অর্থই হইতেছে, কেহই তেমন দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না; ফলে, এইসব দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে; ঐ নাবালক দেশগুলির পক্ষে উহার অপেক্ষা গ্রেট বৃটেনের কর্ত্তৃত্বে ধীরে ধীরে সাবালক হইয়া উঠিবার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাই উচিত। প্রস্তাবও যেমনি অভিনব, উহার আপত্তিও তেমনি চমৎকার! আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের স্বরূপ কি হইবে অর্থাৎ কিরূপ হইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই। উহা যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ন্যায় একটা আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্র-বোর্ডের অপেক্ষা খারাপ ছাড়া ভাল কিছু হইতে পারে না তাহা প্রস্তাবের ভাষা ও আপত্তির ধরণধারণ দেখিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু একচেটিয়া বৃটেন পুঁজিবাদীদের ঐ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় গররাজী। মিঃ চার্চ্চিল হইতে মিঃ ষ্ট্যানলি পর্য্যন্ত সকলেই (কেহ স্পষ্ট করিয়া কেহ বা একটু রাখিয়া-ঢাকিয়া) আসল কথাটা জানাইয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে গোটা সাম্রাজ্য যেমন ছিল তেমনি রাখিবেন—সূচ্যগ্র ভূমিও হাত ছাড়া করিতে দিবেন না।

যুদ্ধ মিটিতে এখনও অনেক দেরী বলিয়াই আমাদের ধারণা। কোথাকার কত জল কোথায় যে কতখানি গড়াইবে তাহা আগে কে জানে? কালনেমীর লঙ্কা ভাগ যতই চলিতে থাকুক, মিত্রশক্তিবর্গ জয়লাভ করিলেও সারা দুনিয়া স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের ছক-কাটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকিবে এমন দুঃসাহসিক ভবিষ্যদ্বাণী আজ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করিতে পারেন না। অবশ্য বৃটিশ রাষ্ট্রবিদ্‌দের কথা আলাদা!

* * *

ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের উপর সরকারের অপার করুণার কথা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং এদেশে সংবাদপত্রের উপর গবর্ণমেণ্টের আচরণ সম্পর্কে আমরা ক্ষুব্ধ হইলেও বিস্মিত হই না। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ সহরে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকার্য্য পরামর্শদাতা বোর্ডের (এড্‌ভাইসরি বোর্ড) প্রথম অধিবেশনে যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর ভারতের সংবাদপত্র সম্পর্কে যে অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সত্যই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উক্ত লাটসাহেব সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ না পড়িবার জন্য ছাত্র সম্প্রদায়কে সতর্ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাংবাদিকগণের অপরাধ নাকি এই যে, তাঁহারা অল্প সময়ের নোটিশে তাঁহাদের প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি লিখিয়া থাকেন। দীর্ঘকাল সময় লইয়া বহু বিশেষজ্ঞ মস্তিষ্কের বকযন্ত্রে চোলাই হইয়া সরকারী প্রচার-পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদির যে সব নমুনা আমরা পাই তাহার কথা এখানে না-ই বা তুলিলাম। তবে এই-টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের "অল্প সময়ের নোটিশে লেখা" কঠোর মন্তব্য ও ভ্রান্তি প্রদর্শনের ফলে গবর্ণমেণ্টকে বহুবার বিব্রত হইতে হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাংবাদিকগণ সুদীর্ঘকাল মনন-শীলতার চর্চ্চা করিয়াই স্বল্প সময়ের নোটিশে সুচিন্তিত মতামত লিখিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন এবং এরূপ স্বল্প সময়ের নোটিশে সকল দেশের সকল সাংবাদিককেই লিখিতে হয়—তাঁহার নিজের অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকদেরও। যুক্তপ্রদেশ গবর্ণরের ভরসা এই যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড বা অন্য কোন স্বাধীন দেশ নহে—তাই তিনি ছাত্রসমাজকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সুচিন্তিত মতামত ও সুস্পষ্ট পথ-নির্দ্দেশের সহিত পরিচয় না রাখিবার উপদেশ ছড়াইয়া চূড়ান্ত ধৃষ্টতার পরিচয় দিতে দুঃসাহসী হইয়াছেন।

* * *

বাঁশের অপেক্ষাও কঞ্চি দড়। সংবাদপত্রের উপর ডাঃ আম্বেদকারের উক্তি শিষ্টতা ও শালীনতার শেষ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। রানাডে জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি পুনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সাবান প্রস্তুতকারকদেরও যতটুকু নৈতিক সাহস ও আদর্শ থাকে এদেশের সাংবাদিকদের সেইটুকুও নাই। তপশিলভুক্ত জাতির তথাকথিত মুখপাত্র ও বিদেশী প্রভু মনোনীত এই প্রতিনিধিটি অতঃপর ভারতের সাংবাদিকগণকে "ঢাকবাহী বালকের" সঙ্গে উপমা দিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা জ্ঞানপাপীর মত জানিয়া-শুনিয়াই অপরের উদ্দেশ্যের জয়-ঢাক পিটাইয়া থাকেন। কামলার রোগীর নিকট সব কিছুই হরিদ্রাভ মনে হয়। প্রভুপদ লেহন করিয়া "his master's voice" বা কর্ত্তার শেখান কথা আওড়ানই যাঁহার রাজনৈতিক দক্ষতার একমাত্র পরিচয়, তাঁহার নিকট জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের নির্ভীক উক্তি ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রতিদানে সরকারী নির্য্যাতনের মর্ম্মলিপ্ত ইতিহাস বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

* * * *

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সারা ভারতে খুঁজিয়া-বাছিয়া ডাঃ আম্বেদকরের ন্যায় আর কোন যোগ্য ব্যক্তি পান নাই, কেন-না তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য ডাঃ আম্বেদকার অদ্যাবধি জীবনে "মলমূত্র ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন ত্যাগই" করেন নাই। বরং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও হরিজন সেবক-সঙ্ঘ তপশিলভুক্ত জাতির কল্যাণসাধনে প্রাণপ্রাত করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপর কটাক্ষপাত করা ডাঃ আম্বেদকারেরই শোভা পায়! রানাডে জন্মতিথি উপলক্ষে উপরোক্ত বক্তৃতায় ডাঃ আম্বেদকার আরও বলিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি বীর পূজায় মশগুল—সেই পূজার প্রচারকার্য্যে তাঁহারা দেশের স্বার্থ নষ্ট করেন। "বীর পূজার" ইঙ্গিত করিয়া ডাঃ আম্বেদকার যে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক গান্ধীজী ও অন্যান্য জনপ্রিয় জাতীয়তা-বাদী নেতৃগণকে বুঝাইতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের দেশপ্রেমিক সাংবাদিক মহল "বীর পূজায়" ব্যাপৃত এই কথা স্বীকার করিলেও লজ্জার কোন কারণ নাই। তাঁহারা জাতির মুক্তি-সংগ্রামের প্রকৃত বীরদের পূজা করিয়া দেশের ও দশেরই পূজা করিতেছেন—মিঃ চার্চ্চিলের "দেশভক্ত ও জ্ঞানবৃদ্ধ" এগারজন ভারতীয়ের অন্যতম ব্যক্তিটির ন্যায় শ্বেতাঙ্গ পূজায় দেহ-মন সমর্পণ ও ন্যায়নীতিবোধ বিসর্জ্জন করিয়া দেন নাই। ভারতের সাংবাদিকগণের ইহাই গর্ব্ব—এখানেই শ্রেষ্ঠত্ব।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন

গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রচারিত হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে গত ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থিরীকৃত হইয়াছে। উহার পরে বড়লাটের শাসন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার যোগেন্দ্র সিং একটী বক্তৃতায় এসোসিয়েটেড প্রেসের উপরোক্ত সংবাদ সমর্থন করেন। বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক উক্ত সংবাদ সরকারী ভাবে সমর্থিত না হইলেও উহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। উহার ফলে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে পাটচাষ সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেস কর্ত্তৃক প্রচারিত সংবাদ সত্য এবং এজন্য আমরা গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম।

কিন্তু গত ২১শে জানুয়ারী তারিখের "ক্যাপিটাল" পত্রে এই সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমাদের চক্ষুস্থির হইয়াছে। উক্ত পত্র লিখিতেছেন—"গত সপ্তাহে একটী সংবাদ সরবরাহক কোম্পানী এরূপ জানাইয়াছেন যে বাঙ্গালা সরকার ১৯৪৩ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে পরে জানিতে পারা গিয়াছে যে উক্ত সংবাদ পাকা নহে এবং এবৎসরে পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। প্রকাশ যে ১৯৪৩-৪৪ সালে ইংলণ্ডের কি পরিমাণ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তৎসম্বন্ধে একটা বরাদ্দ দিবার জন্য ভারত সচিবকে অনুরোধ করা হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই বরাদ্দ না জানা যাইবে ততদিন এবার বাঙ্গলায় পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইবে না।"

"ক্যাপিটাল" পত্রের এই সব মন্তব্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া আমরা অত্যধিক শঙ্কিত হইলাম। পাঠকবর্গের একথা স্মরণ আছে যে বাঙ্গলায় গত ১৯৪১ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে যাহাতে ১৯৪১ সালের তুলনায় অধিক জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া না হয়—এমন কি এই বৎসরে যাহাতে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের তুলনাতেও কমাইয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য গত বৎসর দেশে তুমুল আন্দোলন উঠে। কিন্তু পাটের চাষ কমাইলে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় থলে চট ইত্যাদি সরবরাহ করা অসম্ভব হইবে বলিয়া চটকলওয়ালারা বিষম সোরগোল তুলে; ফলে ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে এই ব্যাপারে চাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং বাঙ্গলা সরকার দেশের জনমত ও পাটচাষীর অভিমত উপেক্ষা করিয়া এবং অধিক জমিতে পাটের চাষ হইলে দেশে অন্নাভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে উহা জানিয়া শুনিয়া ১৯৪২ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনা (১৯৪১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ) বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। উক্ত কার্য্যের স্বপক্ষে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্ম্মে পাটচাষীকে আশ্বাস দেন যে বাঙ্গলায় যদি ১৯৪০ সালের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলেও উহার সাকুল্য অংশ আমেরিকার যুক্তরাজ্য ক্রয় করিয়া নিবে বলিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অধিকন্তু ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে যদি কোন কারণে বাঙ্গলায় পাটের দর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে ভারত সরকার তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবেন। সুতরাং পাটচাষীর কোন ভয়ের কারণ নাই। প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে নির্ব্বোধ কৃষক সান্ত্বনা লাভ করিল, কিন্তু দেশে যাহাদিগকে বৎসরের অধিকাংশ সময় চা'ল কিনিয়া খাইতে হয় তাহারা প্রমাদ গণিল। অল্পদিন পরেই যুদ্ধের জটীল অবস্থার দরুণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভ্রম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। আবার ভারত সরকারের দ্বারে ধর্ণা দেওয়া হইল। অবশেষে স্থির হইল যে পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনা না হইয়া আট আনা করা হইবে। কিন্তু এই ঘোষণার পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় পাট চাষ সুরু হইয়া গিয়াছে। ফলে ১৯৪২ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় প্রায় দশ আনা জমিতেই পাটের চাষ হইল এবং যে স্থলে গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় ৪২ লক্ষ ৫১ হাজার ১৪৫ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৪২ সালে পাট উৎপন্ন হইল ৮০ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮১৫ বেল।

কিছুদিনের মধ্যেই উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইল। বাঙ্গলায় একদিকে চালের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, অন্যদিকে পাটের দর হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল এবং গত আগষ্ট মাসে বাঙ্গলায় পাটের দর সর্ব্বনিম্ন কোঠায় পৌঁছিল। প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক প্রমাদ গণিলেন। প্রথমে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইল যে পাটচাষীর নিকট হইতে সমস্ত পাট একটা নির্দ্দিষ্ট দরে কিনিয়া লইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের নিকট ১০ হইতে ১২ কোটী টাকা ঋণ চাহিয়াছেন। এই সময়ে যদিও "নির্দ্দিষ্ট দরের" তাৎপর্য্য কি তাহা জানান হইল না তথাপি কৃষক এই সংবাদে কতকটা আশ্বস্ত হইল। কিন্তু উহার কিছুদিন পরেই প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে দুঃস্থ পাটচাষী যাহাতে সুদিনের অপেক্ষায় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার তাহাদিগকে কৃষিঋণ প্রদান করিবেন। উহার অনেক পূর্ব্বেই অভাবগ্রস্ত পাটচাষী নিতান্ত স্বল্পমূল্যে ফড়িয়া ও আড়তদারদের নিকট প্রায় সাকুল্য পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই গবর্ণমেণ্টের এই ঘোষণায় কৃষকের কোন লাভই হইল না এবং ১৯৪২ সালে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসনের এই প্রকার শোচনীয় ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিল।

গত বৎসরের এই প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এবারও দেশবাসী সমস্বরে এই দাবী জানাইতেছে যে, গত বৎসরের তুলনায় এবার অর্দ্ধেক—অর্থাৎ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষের ব্যবস্থা করা হউক। বাঙ্গলায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স পর্য্যন্ত এই অভিমত সমর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী পেশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারও এই দাবীর সহিত একমত বলিয়া মনে হইতেছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারও

(৬৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জ্বালানী তৈল সমস্যা

(শ্রীরজনী বন্দ্যোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে অপরিহার্য্য যে সকল জিনিষের দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে জ্বালানী তৈল এবং বিশেষতঃ কেরোসিন তৈল অন্যতম। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই কেরোসিন তৈলের মূল্য এদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ইহার দর এমনভাবে চড়িয়াছে যে অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই চড়া দরেও কেরোসিন তৈল ক্রয় করা কঠিন, কেননা এই নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈল এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার ফলে জনসাধারণের যে কিরূপ অসুবিধা হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই আজ কেরোসিন তৈলের সমস্যা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সমস্যার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। কেরোসিন তৈলের পরিবর্ত্তে কোন সুলভ মূল্যের জ্বালানী তৈল ব্যবহার করা সম্ভব কিনা এবং তাহাও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যায় কিনা তাহা সকলেরই একটা বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের শতকরা ৯০ জনের অধিক লোক পল্লী অঞ্চলে বাস করে। ইহাদের রাত্রে আলো জ্বালাইবার একমাত্র প্রধান উপাদান কেরোসিন তৈল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বর্ত্তমানে কেরোসিন সংগ্রহ করা যে কিরূপ কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। ভারতের বড় বড় নগরে এবং অনেক ছোট ছোট সহরে যদিও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে তবু সেখানকার অনেকেই এই আলোর সুবিধা হইতে বঞ্চিত, কেননা অনেকেই বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিতে প্রাথমিক যে ব্যয় পড়ে তাহা একসঙ্গে সঙ্কুলান করিতে পারেন না, এবং ভারতের কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ নগরী বাদ দিলে অন্যত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করার শক্তিও সীমাবদ্ধ। বড় বড় নগরগুলির অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৪০ জন লোক কেরোসিন তৈল আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব ভারতের জনসাধারণের জ্বালানী তৈল হিসাবে কেরোসিন যে অপরিহার্য্য তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। এখন এই কেরোসিন তৈলের অভাব কিভাবে পূরণ করা যায় তাহাই হইতেছে প্রকৃত সমস্যা।

ভারতবর্ষ খনিজতৈল সম্পদে মোটেই আত্মনির্ভরশীল নহে। ভারতে যে পরিমাণ খনিজ তৈল বৎসরে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা এদেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। ভারতে ব্যবহার্য্য বেশীর ভাগ খনিজ তৈল বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় এবং ইহার মধ্যে অধিকাংশ কেরোসিন তৈল ব্রহ্মদেশ হইতেই এখানে আসিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ, আসাম এবং পাঞ্জাবে যে তৈলখনি আছে তাহা হইতেই প্রধানতঃ ভারতের কেরোসিনের চাহিদা মিটানো হইয়া থাকে। একটি হিসাবদৃষ্টে দেখা যায় যে, এই সকল স্থানের খনিসমূহে ১৯৩৬-৩৭ সালে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৮ হাজার গ্যালন কেরোসিন তৈল উৎপাদিত হইয়াছিল। এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে এই সকল খনিসমূহের উৎপন্ন কেরোসিন তৈলের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ২০ লক্ষ ৪ হাজার গ্যালন। ইহা ছাড়া ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল আসিয়াছিল ; ১৯৩৬-৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীকৃত কেরোসিন তৈলের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন। এতদ্ব্যতীত 'বেরিং'এ যে তৈলখনি আছে তাহা হইতে ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৫৭ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন খনিজ তৈল আসিয়াছিল ; ১৯৩৬-৩৭ সালে এইরূপ খনিজ তৈল আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন। বেরিং হইতে যে খনিজ তৈল ভারতে আসিয়াছে তাহার কতকাংশ কেরোসিন তৈল। উপরের তথ্যতালিকা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতকে খনিজ তৈল সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় এবং বিদেশ হইতে ভারতে খনিজ তৈল আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধিই পাইতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার কিছুকাল পরে এদেশে খনিজ তৈল আমদানী করা জাহাজের অভাবে অনেকটা কষ্টসাধ্য হইয়াছে এবং বিশেষতঃ মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সাময়িকভাবে বৃটিশের হস্তচ্যুত হওয়ায় ভারতে খনিজ তৈলের বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। বৎসরে গড়পড়তায় ব্রহ্মদেশে ১০ লক্ষ টন খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯৩৮ সালে ব্রহ্মদেশে খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ টন। ব্রহ্মদেশ হইতে খনিজ তৈল আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতের প্রধান তৈলখনি ডিগবয়ই এদেশের খনিজ তৈলের কতকটা অভাব মিটাইয়া থাকে। কিন্তু এই ডিগবয়ের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে গড়পড়তা ২ লক্ষ ৮০ হাজার টনের বেশী নহে, কিন্তু এই সামান্য পরিমাণ তৈল দ্বারা ভারতের প্রয়োজনের অতি নগন্য অংশও যে পূরণ করা যায় না তাহা সহজেই অনুমেয়।

খনি হইতে যে অপরিশ্রুত তৈল উত্তোলন করা হয় তাহা হইতেই পেট্রল এবং কেরোসিন তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। অপরিশোধিত তৈল শোধনাগারে স্তর ও শ্রেণীভেদে তিনটি পর্য্যায়ে পরিশ্রুত করা হয়। প্রথমতঃ বিমানপোত চালনের জন্য খুব হালকা পরিশোধিত পেট্রোল, (Aviation gas or blue petrol) দ্বিতীয়তঃ মোটরযান প্রভৃতি চালাইবার জন্য 'মোটর স্পিরিট' (পেট্রল) এবং তৃতীয়তঃ কেরোসিন তৈল। এই তিন প্রকার তৈলই বিভিন্ন পর্য্যায়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে ভারতে পেট্রল এবং কেরোসিন তৈলের ব্যবহার বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। সামরিক কার্য্যাবলীর জন্য খনিজ তৈল একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই জনসাধারণের জন্য এই তৈল ব্যবহারের পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্টরূপে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

১৯৪১ সালে পৃথিবীর অপরিশ্রুত তৈল উৎপাদনের হিসাব হইতে দেখা যায় মিত্রশক্তিপক্ষের তৈল সম্পদ অফুরন্ত। আলোচ্য বৎসরে মিত্রশক্তিবর্গের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় আনুমানিক ১৮২ কোটি ব্যারেল (৪২ গ্যালনে এক ব্যারেল)। ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই শতকরা ৭০ ভাগ তৈল সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৯৪১ সালে সেই তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে মাত্র ১২ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল। নিম্নে মিত্রশক্তি ও চক্রশক্তিসমূহের দেশগুলিতে আনুমানিক কি পরিমাণ অপরিশ্রুত খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটা তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

মিত্রশক্তিবর্গের দেশসমূহ—মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ১৪০ কোটি ৪০ লক্ষ ব্যারেল, সোভিয়েট রাশিয়া ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ ব্যারেল, ইরাণ ৬ কোটি ৪০ লক্ষ ব্যারেল, মেক্সিকো ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ব্যারেল, ত্রিনিদাদ

২ কোটি ১০ লক্ষ ব্যারেল, ইরাক ১ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল এবং কানাডা ১ কোটি ব্যারেল। ইহার তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের দেশগুলিতে আনুমানিক নিম্নলিখিত পরিমাণে অপরিশ্রুত খনিজ তৈল উৎপাদিত হইয়াছে :—

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ব্যারেল, রুমানিয়া ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ব্যারেল, ব্রহ্মদেশ ৭০ লক্ষ ব্যারেল, সারভিয়াক ৬০ লক্ষ ব্যারেল, জার্ম্মেনি ৫০ লক্ষ ব্যারেল, এবং পোলাণ্ড ৩০ লক্ষ ব্যারেল। ইহাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে ১৯৪১ সালে নিম্নলিখিত পরিমাণ তৈল উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে :—

ভেনেজুলিয়া ২ লক্ষ ২৩ হাজার ব্যারেল, কলম্বিয়া ২ কোটি ৪০ লক্ষ ব্যারেল, পেরু ১ কোটি দশ লক্ষ ব্যারেল, আর্জ্জেণ্টাইনা ২ কোটি দশ লক্ষ ব্যারেল ; এবং ইউকাডোর ও বলিভিয়ায় একত্রে ১১ লক্ষ ২২ হাজার ৫ শত ব্যারেল। এই দেশগুলির খনিজ তৈলের কতকাংশ মিত্রপক্ষ তাহাদের প্রয়োজনের জন্য পাইতে পারে। অতএব দেখা যায় যে, জাহাজাদির সুব্যবস্থা হইলে মিত্রপক্ষের দেশসমূহ হইতে ভারতের প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে তৈল আমদানী করা যাইতে পারে। ১৯৪১ সালে যে পরিমাণ অপরিশ্রুত খনিজ তৈল পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৮ ভাগ বেশী।

কিন্তু পৃথিবীতে খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে পৃথিবীতে ২০৬ কোটি ব্যারেল তৈল খরচ হইয়াছে এবং এইরূপ খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪০ সালের তুলনায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ব্যারেল বেশী। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৪১ সালে ১৪৯ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল খনিজ তৈল নানাবিধ কাজে লাগান হইয়াছে। এইরূপ তৈল খরচের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ব্যারেল বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশসমূহে বে-সামরিক লোকদের প্রয়োজনের জন্য ১৯৪১ সালে ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪১ হাজার ব্যারেল খনিজ তৈল লাগিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সামরিক প্রয়োজনেই খনিজ তৈল খরচ হইতেছে অত্যন্ত বেশী। ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে অন্যান্য দেশসমূহে সামরিক কার্য্যের জন্য ৩৯ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ব্যারেল তৈল খরচ হইয়াছে। ১৯৪০ সালে এইরূপ তৈল খরচের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ব্যারেল। যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্য খনিজ তৈলের চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই অনুপাতে বে-সামরিক জনগণের প্রয়োজনীয় তৈলের মাত্রা ক্রমশঃই হ্রাস করা হইতেছে। ফলে খনিজ তৈলের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। ভারতে যে শীঘ্রই এইরূপ তৈলের অভাব পূরণ করিবার কোন ব্যবস্থা হইবে তাহা আশা করা যায় না।

যুদ্ধ যতই দীর্ঘদিন চলিতে থাকিবে ততই জ্বালানী তৈলের অভাব জনসাধারণ বেশী করিয়া অনুভব করিবে। কেন না, সামরিক প্রয়োজনকেই প্রাথমিক সুবিধা দেওয়া হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে ভারতের প্রয়োজনীয় জ্বালানী তৈলের অভাব কিভাবে (সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে) মিটান যাইতে পারে। কেরোসিন তৈলের ক্রমবর্দ্ধমান অভাব দেখা দেওয়ার আরম্ভ হইতেই দেশে রেড়ির চাষ বাড়াইবার জন্য কিছু কিছু আন্দোলন চলিতেছে। রেড়ীর তৈল কেরোসিনের পরিবর্ত্তে জ্বালানী তৈলের কাজ কতকটা চালাইতে পারে। কিন্তু ভারতে রেড়ির চাষ হঠাৎ বৃদ্ধি করাও সহজসাধ্য ব্যাপার নহে এবং রেড়ির তৈলের দরও কেরোসিন তৈলের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। ইহা ভারতের মত দরিদ্র দেশে অনেকের পক্ষেই ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। তাহা ছাড়া রেড়ির তৈলের আলো ততটা প্রখর ও উজ্জ্বল নহে এবং রেড়ির তৈলের বাতি লইয়া কেরোসিন তৈলের বাতির ন্যায় প্রয়োজনমত রাত্রে চলাফেরা করা যায় না। এতদ্ব্যতীত ভারতে যে পরিমাণ রেড়ির চাষ হয় তাহার তৈলে অতি অল্প সংখ্যক লোকের চাহিদাই মাত্র মিটিতে পারে। ১৯৪০-৪১ সালের যে নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে ভারতে মাত্র ১ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে রেড়ির তৈলবীজের চাষ হইয়াছে এবং ১ লক্ষ ৫ হাজার টন রেড়ির তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গলাদেশে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য রেড়ির তৈলবীজের চাষ হয় নাই। প্রতিমণ রেড়ীর তৈলবীজ হইতে ১৩।১৪ সেরের বেশী তৈল পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই ভারতে উৎপন্ন রেড়ীর তৈলবীজ এদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে কোন প্রকারেই পর্য্যাপ্ত নহে।

বাঙ্গলাদেশে সাধারণতঃ কৃষক-সম্প্রদায় এবং পল্লীর অনেক গৃহস্থ 'ভেরেণ্ডা' গাছ নিজেদের বাড়ীতে জন্মাইয়া থাকে। ইহাই রেড়ির-তৈল-বীজের গাছ। ইহাছাড়া বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে ঝোপ-জঙ্গলে অগণিত 'এরণ্ড' বৃক্ষ দেখা যায়। ইহার ফল হইতেও তৈল নিষ্কাসন করিয়া আলোর জন্য ব্যবহার করা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে 'রয়না' গাছের ফল হইতে এখনও কেহ কেহ জ্বালানী তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের পল্লীসংস্কার বিভাগ হইতে চাষীদের রেড়ির চাষ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। শুধু প্রচার কার্য্যে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গলা সরকার যদি একটি ব্যাপক ও কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বে এবিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলেই রেড়ির তৈল উৎপাদনের সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। ইহাছাড়া ভারত সরকার যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়া নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ হইতে জ্বালানী তৈল,—বিশেষতঃ কেরোসিন তৈল, ভারতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতে পারেন তজ্জন্য তাহাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাহা না হইলে জ্বালানী তৈল অভাবে ভারতকে অন্ধকারেই থাকিতে হইবে।

ওরিয়েণ্টাল
রক্ষামূলক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তাই
ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার সর্ব্বোত্তম ও সুষ্ঠু-নীতি অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা সংগ্রাম কিবা শান্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান করিয়া আসিয়াছে। ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।
মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে ২৬ কোটী টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫½ কোটী টাকার উপর
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় প্রায় ৫ কোটী টাকা
মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটী টাকা
গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ
এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।
স্থাপিত—১৮৭৪] [হেড অফিস—বোম্বাই।
ব্রাঞ্চ অফিস :—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্,
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন :—ক্যাল ৫০৭

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কলিকাতায় কয়লার দর নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কয়লা সরবরাহ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইবে। কলিকাতায় কয়লা সরবরাহের জন্য প্রায় ১ হাজার ১ শত মালগাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান মাসে ঐ সমস্ত মালগাড়ী কয়লাব্যবসায়ীগণের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ কয়লা সরবরাহের জন্য কয়লার খনিগুলির সহিত চুক্তি করিতে বিলম্ব করিতেছে। তাহারা অবিলম্বে কয়লা সরবরাহের জন্য যদি চুক্তি না করে তাহা হইলে বর্ত্তমানে তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট মালগাড়ীর ব্যবস্থা নাকোচ করিয়া দেওয়া হইবে। কলিকাতায় এক্ষণে ডিপো হইতে প্রতি মণ কয়লার পাইকারী দর ১।০ আনা এবং খুচরা দর মণ প্রতি ১।৵০ আনা করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্য বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার যোগেন্দ্র সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য বৃদ্ধি করিবার ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে রাজী আছেন। খারিব শস্যের (ধান ও জোয়ার) চাষের জমির পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় আরও ৭৬ লক্ষ একর বাড়ান হইবে। পাঁচটী প্রদেশে ইতিমধ্যেই ৪১ লক্ষ একর অধিক জমিতে খারিব শস্যের চাষ হইতেছে। বর্ত্তমানে তূলা চাষের জমির পরিমাণ ৪০ লক্ষ একরেরও অধিক হ্রাস করা হইয়াছে। চাষীদিগকে দাদন, জমির সার ও ভাল বীজ খরিদ করিবার জন্য অগ্রিম কৃষি ঋণ দিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে টাকা ধার দিবেন। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে বিশদ বিবরণ সহ প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমাণ জানাইয়া প্রস্তাব প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

খাদ্য সমস্যায় বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ

গবর্ণমেণ্ট খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার যোগেন্দ্র সিং-এর আহ্বানে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অভিমতে, "অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন" আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে অগৌনে চাষীদের পতিত ও অলাভজনক জমি চাষের জন্য অন্ততঃ দুই কোটি টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যে সব প্রদেশে অধিক খাদ্য উৎপন্ন হয় তথাকার উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য ঘাটতি প্রদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিতে হইবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় কানাডা ও আফ্রিকা হইতে গম, যব ইত্যাদি যথাসম্ভব আমদানীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দেশে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য "রেশনকার্ড" প্রবর্ত্তন ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সিংহলে ভারতীয় শ্রমিকদের চাহিদা

জানা গিয়াছে যে, সিংহল সরকারের প্রতিনিধি স্যার ব্যারণ জয়তিলক সিংহলে রবার চাষের উদ্দেশ্যে ২০ হাজার ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ হ্রাস

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, উত্তর আমেরিকা হইতে আগত জাহাজে স্থানাভাবহেতু এবং অব্যবহৃত লাইসেন্সের দরুণ প্রচুর পরিমাণ সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ জাহাজে আনিবার জন্য ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী-জুন সময়ের নূতন বরাদ্দের কাগজ খুব অল্প পরিমাণে মঞ্জুর করা হইবে। এইরূপ বরাদ্দের হার ১৯৪২ সালের জুলাই-ডিসেম্বর কালের জন্য নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র হইবে। নূতন বরাদ্দে বর্ত্তমান হারের হিসাবে ৩ মাসের মাত্র প্রয়োজন মিটান চলিবে।

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা

প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার (মালপত্র সংক্রান্ত) প্রিমিয়াম বাবদ গবর্ণমেণ্ট ৩৯৭১১৯৩৩৷৵৪ পাই পাইয়াছেন এবং এইরূপ বীমার দাবী মিটানো বাবদ ৭১৩৮৮৩৬৫ পাই প্রদান করিয়াছেন।

জবাকুসুমের
বড় শিশি কিনলে

টাকা বাঁচবে

জবাকুসুমের জনপ্রিয় সাইজের দাম ১।০ আনা। বড় শিশিতে তেল পাবেন এর চারগুণ কিন্তু দাম সেই অনুপাতে ৫৲ টাকা না হয়ে ৪৷৷০ টাকা। অর্থাৎ প্রত্যেকবার আপনার ৷৷০ আনা বাঁচবে—আজকালকার দিনে তুচ্ছ নয়।

হাঙ্গামা কমবে

চার শিশি জবাকুসুম বাড়িতে থাকলে তেলের জন্য বেশ কিছুদিন আর ভাবতে হবে না। বিপদের সময় এ একটা কম সান্ত্বনা নয় যে অন্তত নিত্য ব্যবহারের তেলটি আপনার হাতের কাছেই আছে।

প্যাকিং সুবিধা হবে

বড় শিশি মানে কম প্যাকিং খরচ। এই খরচ কম থাকলে আপনার এই প্রিয় তেলের ভবিষ্যতে কখনই অভাব হবে না সে ভরসা দিতে পারি।

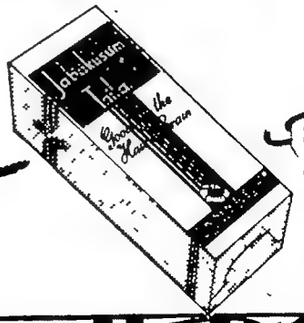

এবার বড় শিশি কিনবেন

জবাকুসুম

সি কে সেন অ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

JK3

মিছ্‌রির উৎপাদন বন্ধের প্রস্তাব

সমগ্র বৃটিশ ভারতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত মিছ্‌রি উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভারতের সুগার কণ্ট্রোলার বা চিনির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী শীঘ্রই একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রকাশ, পরিশ্রুত চিনি দিয়া মিছ্‌রি তৈরী করা হইতেছে। ফলে উহা বাজারে চিনির অভাবের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে বিধায় গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিষেধাজ্ঞার আশ্রয় লইয়াছেন। আশা করা হইতেছে, বৃটিশ ভারতের ন্যায় দেশীয় রাজ্যসমূহও চিনির সাহায্যে মিছ্‌রি তৈরী বন্ধ করিবার জন্য মিছ্‌রি উৎপাদন সম্পর্কে অনুরূপ কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন করিবেন।

ভারতে ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধের পরিমাণ

প্রকাশ, ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার বেশীর ভাগ ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ হইবে মাত্র ৮ কোটী পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ৪ কোটী ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড যাহাদের নিকট হইতে ঋণ করা হইয়াছে তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

তিন আনায় দশটি

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

NC.-11

ভারতে গম রপ্তানী

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২ লক্ষ টন (প্রায় ৫৪ লক্ষ ৫০ হাজার মণ) গম ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছেন। ঐ গম হইতে সিন্ধু প্রদেশকে ২৫ হাজার টন (প্রায় ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ২ শত ৫০ মণ) গম দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য সচিব মিঃ ডব্লিউ জে স্কুলী বলিয়াছেন, "বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি জাহাজের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া হইতে অবিলম্বে ১০ কোটি বুসেল (১ বুসেল=প্রায় ৯৷৷০ সের) গম ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইবে।"

ভারতের খাদ্যসঙ্কট

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, স্যার জন মেনার্ড জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, দেশের সমুদয় খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহা ন্যায়সঙ্গত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত না রাখিয়া খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিজের হাতেই রাখিতে হইবে।

দুই টাকার নোট ও নূতন পয়সা

বেসরকারী মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই দুই টাকার নোটের সঙ্গে নূতন এক পয়সাও বাজারে বাহির হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যেস্থলে মাসে ১ কোটী ৬০ লক্ষ খুচরা মুদ্রা বাজারে বাহির হইত, বর্ত্তমানে সেই স্থলে মাসে প্রায় ৮ কোটী খুচরা মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইতেছে। বর্ত্তমানে আরও অতিরিক্ত ১ কোটী ৯০ লক্ষ খুচরা মুদ্রা শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে। ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সাকুল্যে ১১ কোটী খুচরা মুদ্রা কয়েক মাসের মধ্যেই বাজারে ছাড়া হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ভারত সরকার যে নূতন পয়সা বাহির করিবেন সেই মুদ্রার মধ্যভাগে একটী গোলাকার ছিদ্র থাকিবে। এইগুলির ওজন বর্ত্তমান ৭৫ গ্রেণের পরিবর্ত্তে মাত্র ৩০ গ্রেণ হইবে। ইহার ধাতব উপকরণের মূল্য মুদ্রামূল্য অপেক্ষা কম হইবে। এইগুলি দেখিতে গোলাকার হইবে এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির ২৫ ভাগের ২১ ভাগ মাত্র হইবে।

ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বভাষে ৭ কোটী ১৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরের এইরূপ ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বভাষে (সংশোধিত) ৭ কোটী ১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের ধানচাষের আনুমানিক জমির আয়তন পূর্ব্ব বৎসরের শতকরা ২ ভাগ বেশী। নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	জমির আয়তন (একর)	চাউল উৎপন্নের পরিমাণ (টনহিসাবে)
বাঙ্গলা	২২৬৮৮০০০	৭০৭৪০০০
মাদ্রাজ	৯১৪৯০০০	
বিহার	৯২৬৩০০০	৩২৪৮০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৭৬১৭০০০	২৩৭৮০০০
যুক্তপ্রদেশ	৭০৭৮০০০	
আসাম	৪৯২৭০০০	১৬৫৩০০০
বোম্বাই	২৬১৬০০০	১১৪৮০০০
সিন্ধু	১৩২২০০০	
পাঞ্জাব	১০২৮৩৮০	
হায়দ্রাবাদ	৭৯০০০০	
বরোদা	২২০০০০	
ভূপাল	৩৪০০০	
	৭১৭৪১০০০	

সেনট্রাল ক্যালকাটা
ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার | সিরাজগঞ্জ | নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা | দিনাজপুর | ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর) | রংপুর | বেনারস
নীলফামারি (রংপুর) | দুবরাজপুর (বীরভূম)
এলাহাবাদ

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ :
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	২২,০০,০০০৲	,,
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি	১৮,০০,০০০৲	,,
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায়	১৫,৬০,০০০৲	টাকা

ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

লবণ কিমতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্

অধিক খাদ্যশস্য বৃদ্ধির আয়োজন

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষা ও ভূমিসংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার যোগেন্দ্র সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, খাদ্যশস্য বাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে একটা আনুমানিক হিসাব করা হইয়াছিল। ঐ হিসাব মতে খারিব শস্যের (ধান ও জোয়ার) আবাদী জমির পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় আরও ৭৬ লক্ষ একর বৃদ্ধি করা হইবে। এ পর্য্যন্ত পাঁচটি প্রদেশ হইতে যে সমস্ত হিসাব পাওয়া গিয়াছে তদৃষ্টে জানা যায়, ঐ কয়টি প্রদেশে ইতিমধ্যেই ৪১ লক্ষ একর অধিক জমিতে খারিব শস্যের (ধান ও জোয়ার) চাষাবাদ হইতেছে। ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া স্যার যোগেন্দ্র সিং বলেন, গত ডিসেম্বর মাসে তুলা চাষের পূর্ব্বাভাষে দেখা যায় যে, বিভিন্ন এলাকায় ৪০ লক্ষাধিক একর জমিতে তুলার চাষ হ্রাস করা হইয়াছে। আশা করা যায়, ঐ সব জমিতে এখন খাদ্য শস্যের চাষ হইতেছে। তিনি আরও বলেন যে, 'খাদ্য শস্যের আবাদ বাড়াইবার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিবেন।

কেন্দ্রীয় পাট কমিটী

মিঃ আই জি কেনেডি ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ পি এম খেয়ারগাট আই সি এস কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর বিভিন্ন সাব-কমিটীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—স্থানীয় সাব-কমিটী—মিঃ এস এন বিশ্বাস, মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী এবং মিঃ এম পি বিরলা ; কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণা সাব-কমিটী—মিঃ এ এম এ জামান, মিঃ এ এল মণ্ডল এবং মিঃ এস এন বিশ্বাস ; পাটের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাব-কমিটী—মিঃ এ এম এ এইচ ইস্পাহানী, মিঃ এম পি বিরলা এবং মিঃ সি এল বাজেরিয়া ; বাজার সাব-কমিটী—মিঃ এ এল মণ্ডল; মিঃ এস এন বিশ্বাস এবং মিঃ এ এম এ জামান ; অর্থনৈতিক গবেষণা ও প্রচার সাব-কমিটী—মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী, মিঃ এম পি বিরলা এবং মিঃ এস এন বিশ্বাস।

তুলাচাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাগ

ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের তুলাচাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষে ১ কোটী ৪২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; পূর্ব্ব বৎসরে ২ কোটী ২২ লক্ষ ৭০ হাজার একর (সংশোধিত) জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে আলোচ্য বৎসরের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষে কি পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং কত তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল।

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	জমির আয়তন (একর)	তুলা উৎপন্নের পরিমাণ (৪ শত পাউণ্ডের বেল হিসাবে)
বোম্বাই	৩,৭০৪০০০	৭০৩০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেবার	৩,১৬৭০০০	৬৪৮০০০
পাঞ্জাব	৩০৫৬০০০	১,৩৩৪,০০০
মাদ্রাজ	১৯৩১০০০	৭৬৮০০০
সিন্ধু	৭৬৮০০০	২৮২০০০
যুক্তপ্রদেশ	৩২০০০০	১৩৪০০০
বাঙ্গলা	১০৭০০০	৩২০০০
বিহার	৪২০০০	৮০০০
আসাম	৩১০০০	১০০০
আজমীর মারোয়াড়া	১২০০০	৩০০০
উত্তর-পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ	১৬০০০	৩০০০
উড়িষ্যা	৯০০০	১০০০
হায়দরাবাদ	২৭৭৬০০০	৪৭৬০০০
দিল্লী	১০০০	
মধ্য ভারত	৮৯৬০০০	১৫২০০০
বরোদা	৬৩৪০০০	১০৩০০০
গোয়ালিয়র	৪১৩০০০	৭০০০০
রাজপুতনা	২৮৩০০০	৭১০০০
মহীশূর	৯১০০০	১৩০০০
	১৮,২৫৬০০০	৪,৪৩৮০০০

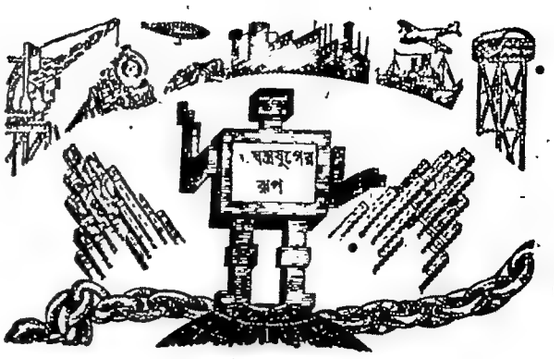

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ফ্লাট্স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসার্শন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্স্

ম্যানেজিং এজেন্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস

(১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)

কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

বাঙ্গলার ধান চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা

প্রকাশ, ভারত সরকারের যুদ্ধ সম্পর্কিত যানবাহন বিভাগ রেল গাড়ী ব্যতীত অন্য কয়েক ধরণের যানবাহন প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি যে সকল জেলায় ধান চাউল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই সকল জেলার নদীপথে ঐসকল যানবাহন যাতায়াত করিবে। ঐসকল জেলার উদ্বৃত্ত ধান চাউল অন্যান্য স্থানে সমপরিমাণে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

সরকারী রেলপথের আয়

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২ কোটি ১৫১ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ৬৫ লক্ষ টাকা বেশী।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়ের সংখ্যা

মালয় রিসার্চ্চ ব্যুরো কর্ত্তৃক একটি সংশোধিত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, সিঙ্গাপুর ও জাভার পতনের প্রাক্কালে মালয়, বোর্ণিও ও অন্যান্য পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ১২ শত ভারতবাসী ছিল।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

(পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন)

যে বর্ত্তমান বৎসরে ১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের পক্ষপাতী নহেন তাহাও আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। কিন্তু হইলে কি হয়। বাঙ্গলার ৬ কোটী লোককে অনাহারে মরিয়াও যদি স্বল্পসংখ্যক চটকলওয়ালার ভোগবিলাস বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলেও তাহাদিগকে তাহা করিতে হইবে। গত বৎসর ভারত সরকার উহার বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়রকে সামনে রাখিয়া বাঙ্গলায় অধিকতর জমিতে পাটচাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবারকার বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার সম্ভবতঃ এই ব্যাপারে ভারত সরকারকে সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। কাজেই যেমন জজকোর্টের উপর হাইকোর্ট—সেইরূপ ভারত সরকারের উপর ভারত সচিবকে পাটচাষের ব্যাপারে মুরুব্বী ধরা হইয়াছে। এমেরী সাহেব যখন এই ব্যাপারে হাত দিয়াছেন তখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এবারও বাঙ্গলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ হইবে এবং উহার ফলে একদিকে পাটের মূল্য হ্রাস ও অন্যদিকে বাঙ্গলায় ধানচালের যোগান হ্রাসের ফলে উহার মূল্য বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গলার অধিবাসীগণ গত বৎসরের ন্যায় বিপন্ন হইবে।

এই ব্যাপারে আমরা কাহাকে দোষ দিব? বাঙ্গলায় যাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাটের চাষ হয় এবং উহার ফলে যাহাতে জলের দরে পাট ক্রয় করিয়া অধিক লাভ করা যায় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা চটকলওয়ালাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারত সরকার ও ভারত সচিবের উপর যখন দেশবাসীর কোন প্রভাবই নাই এবং উহাদের উপর শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি যখন অসীম তখন উহাদের হাতে বাঙ্গলার অধিবাসীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় যাহারা জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে দেশের শাসনকার্য্য চালাইতেছেন এবং যাহাদের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক দেশবাসীর 'ডালভাতের' সংস্থান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন তাঁহারা কি লাভে ভারত সরকার ও ভারত সচিবের নিকট আত্মসমর্পন করিতেছেন? বাঙ্গলায় কত জমিতে পাটের চাষ হইবে না হইবে তাহা স্থির করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারের হস্তেই ন্যস্ত। এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের অথবা ভারত সচিবের বক্তব্য বিচার করিতে পারেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিতে পান যে ভারত সরকার অথবা ভারত সচিব তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত উপেক্ষা করিয়া পাটচাষীর স্বার্থের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিবার পথ প্রশস্ত করিতেছেন তখন কি বাঙ্গলার জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় মন্ত্রিমণ্ডলী জনমতের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া উহার ফলাফল মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না?

চলতি বৎসরে বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণের ব্যাপারে যখন ভারত সচিবের পরামর্শ লওয়া হইতেছে তখন এবার যে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে তাহা সুনিশ্চিত। শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় কত জমিতে পাটের চাষের ব্যবস্থা হয়, উহার ফলে বাঙ্গলার মন্ত্রীদের মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং দেশের পাটচাষী ও খাদ্যাভাবে বিপন্ন জনসাধারণ উহা কি ভাবে গ্রহণ করে তাহা আমরা আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করিব।

কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন

প্রকাশ, আগামী ৮ই মার্চ্চ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অফ কলাস লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৷০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

কাসাবিন
শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই সুখসেব্য ঔষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্নিগ্ধ হয়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের একটি প্রাথমিক কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। ঐ সংক্ষিপ্ত বিবরণী দৃষ্টে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বৎসরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের লাভের জের ধরিয়া) মোট ৫৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩২৯ টাকা। এই লাভ হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ অংশীদার-গণকে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে আয়কর-বিমুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৮ টাকা লভ্যাংশ ও আদায়ীকৃত ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার উপর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে আয়কর বিমুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮২ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি শেয়ারে ।৹ আনা হিসাবে অংশীদারগণকে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা এবং ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীবৃন্দকে বোনাস হিসাবে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মহাযুদ্ধের নানারূপ প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের এরূপ লাভের পরিমাণে এবং অংশীদার ও কর্ম্মচারীদিগকে লভ্যাংশ ও বোনাস প্রদানের উক্তরূপ সন্তোষজনক প্রস্তাবে ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর প্রশংসনীয় কর্ম্মদক্ষতা, সুবিবেচনা ও সংগঠননিপুণতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৬ই জানুয়ারী তারিখে এলাহাবাদে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এলাহাবাদ শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় উচ্চ পরিষদের সদস্য মাননীয় পণ্ডিত পি এন্ সপ্রু এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে এলাহাবাদের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাদের পক্ষ হইতে সমাগত অতিথিবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সীতারাম স্পিনিং মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **পাচোরা জামনার রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা। **মহীশূর স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **বন্দ্ বীরমতী রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা। **মেকেঞ্জিজ্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। **মহীশূর পেপার মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

অটল টী কোং (১৯৪৩) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন সি গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—কার্শিয়াং, দার্জ্জিলিং। অনুমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—প্ল্যান্টার্স।

ভারত কন্ষ্ট্রাক্শন্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হরবংশ লাল মাল-হোত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সি।

নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানশন বোর্ড (অফিস—১০১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) এবং দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড (অফিস—৩১, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা) এই দুইটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এই যুদ্ধের বাজারে দুইখানি সুদৃশ্য দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলকামারী, মেদিনীপুর ও ঢাকা।

জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সুদের সর্ব্বাদি লাভজনক এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—

ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

বাংলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের একটি বাণী

এ, আর, পি,

"আমরা যুদ্ধরত ; এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো নয় কি ?"

সাইরেন বাজলে আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধ্বনি না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয়স্থলে থাকবেন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি, বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারের অবস্থায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর স্বচ্ছলতার ভাবই চলিতেছে। ব্যাঙ্কগুলি বাজারে টাকা ধার দিবার লোক খুঁজিয়া পাইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও আলোচ্য সপ্তাহে দারুণ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ এতই কম যে উহা উল্লেখ না করিলেও চলে।

গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৷৶৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৶৬ পাই দরের ৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৯শে জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখ হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ হইতে আগামী ২৫শে জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৬ই জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৮৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ৫৭৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৬৩ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫ কোটি ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৫ কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৯৳৳ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৯৳৳ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৳৳ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে যদিও কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষের দুই দিন শেয়ার বাজারের কাজকারবার বেজ তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতায় জাপানী বিমানের হানা শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাই। অষ্টম সেনাবাহিনীর সাফল্য এবং কলিকাতার আকাশ পথে রাজকীয় বিমান-বাহিনী কর্ত্তৃক জাপানী বিমান ধ্বংসের কার্য্যকলাপ শেয়ার বাজারের উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শেয়ারের দরও চড়িয়াছে। কলিকাতায় যদি অদূর ভবিষ্যতে কোনরূপ বিমান আক্রমণ না হয় তাহা হইলে শেয়ার বাজারের অবস্থার আরও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর স্থির অবস্থায় ছিল। কাজ-কারবারের পরিমাণ ছিল অবশ্য গণ্ডীবদ্ধ। টাকার বাজারের অবস্থাও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং টাকার স্বচ্ছলতা বেশ দেখা গিয়াছে। ভারত সরকার ষ্টার্লিং ঋণ মোটামুটী এক প্রকার সমগ্রভাবে পরিশোধ করায় কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। ৩৷৹ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪ টাকায় বলবৎ আছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৸৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৷৹ আনা, ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮৷৹ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৲ টাকা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০৷৶০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

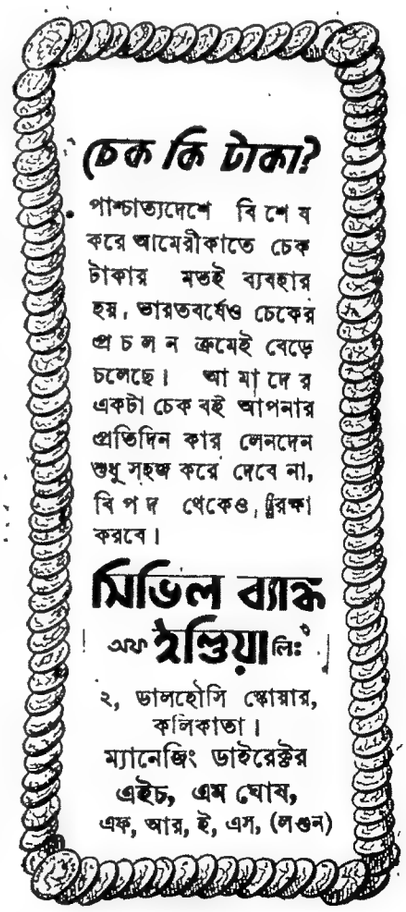

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের মধ্যে এমালগেমেটেড ৩২৲ টাকা। বেঙ্গল ৩৯৭৲ টাকা। বরাকর ১৩।০ আনা এবং ইকুইটেবল ৩৫৷৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দর সামান্য তেজী হইয়া উঠিয়াছে। আদমজী ২৪৵০ আনা। এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৩২৲ টাকা। হাওড়া ৫৩।০ আনা। ক্লাইভ ২২৸৵০ আনা এবং কামারহাটী ৪৮৮৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। সপ্তাহের শেষভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩১৸০ আনা এবং ২৩৸০ আনা।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বুলাণ্ড ৪৪৷৷০ আনা। কেরু এণ্ড কোং ১৪৸০ আনা এবং কাণপুর ৩০।৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় ছিল। দিমাকুসী ৩৩৲ টাকা। পাত্রখোলা ১০৫০৲ টাকা এবং সরুগাঁও ১৭৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কপার ২৵০ আনা, বার্ম্মা করপোরেশন ৩৵০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ৩১।০ আনা এবং হুমায়ুন প্রপার্টিজ ৮।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১৫ই জানুয়ারী—১০০।৵০ ১০০৷৷৵০ ; ১৯শে—১০০।৵০ ; ২০শে—১০০।৵০ ১০০।৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৯শে জাঃ—৯৯।৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯শে জাঃ—৮১৲। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৫ই জাঃ—৯৪।০ ৯৪৶০ ; ১৯শে—৯৩৵০ ৯৪৲ ; ২১শে—৯৩৷৷৵০ ৯৪।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৯শে জাঃ—১১০।০ ; ২০শে—১১০।৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে জাঃ—১০৭৷৷০ ; ২১শে—১০৮৶০ ১০৮।০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২১শে জাঃ—১০২৸৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে জাঃ—৯৫৷৷০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২০শে জাঃ—৩১৸৵০ ৩২৲ ; ২১শে—৩২৲। বেঙ্গল ১৫ই জাঃ—৩৯৩৲ ৩৯৪৲ ; ১৯শে—৩৯৫৲ ৩৯৭৲ ; ২১শে—৪০২৲। বরাকর (প্রেফ) ১৯শে জাঃ—১৫৪৲ ; ২১শে—১৩।০ ১৩।৵০। দেউলি ২০শে জাঃ—৯৸০। ইকুইটেবল ১৯শে জাঃ—৩৫৷৷০। মুণ্ডুলপুর ১৫ই জাঃ—১০৲। নিউ বাসনাদিপুর ১৫ই জাঃ—২৮।৵০। নিউবীরভূম ১৫ই জাঃ—১৬৸০। পরাসিয়া ১৯শে জাঃ—১৷৷৵০ ; ২০শে—১৷৷৵০ ১৸০ ; ২১শে—১৷৷৶০ ১৸০। পিওর শীতলপুর ১৫ই জাঃ—১৪।৵০। কাটরাস ঝরিয়া ২১শে জাঃ—২৮।৵০। সামলা ১৯শে জাঃ—২৷৷৵০ ; ২১শে—২৷৷৶০ ২৸০। সেণ্ড্রা ১৯শে জাঃ—১৩৷৷০। সিঙ্গারাম (এ) ১৯শে জাঃ—৩৸০। কালা-পাহাড়ী ২১শে জাঃ—১২।৵০ ১২৷৷০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৯শে জাঃ—২০৸০। তালচেড় ১৯শে জাঃ—২৷৷০ ২৷৷৵০ ; ২০শে—২৷৷৶০ ; ২১শে—২৸০ ২৸০। ইউনিয়ন ১৯শে জাঃ—৩২৸০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৫ই জাঃ—৩১৷৷৵০ ; ১৯শে—৩১৷৷৵০ ৩২৲ ; ২১শে—৩২৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ১৫ই জাঃ—৮৷৷৵০ ৮৸০ ; ২০শে—৮৸০। বেণারস ১৯শে জাঃ—৯।০ ; ২০শে—৯৲। কাণপুর টেক্সটাইল ১৫ই জাঃ—১৪৸০ ; ১৯শে—১৪৸৵০ ; ২০শে—১০৷৷০ ; ২১শে—১৪৷৷০ ১৪৷৷৵০। এলগিন মিলস ১৫ই জাঃ—৪৩৸০ ৪৩৸৶০ ; ২১শে—৪৩।০। কেশোরাম (অর্ডি) ২০শে জাঃ—১৫৷৷০ ১৫৷৷৵০ ; ২১শে—১৫৷৷০ ১৫৷৷৶০। নিউ ভিক্টোরিয়া ১৫ই জাঃ—৮/০ ৮৵০ ; ২০শে—৭৸৵০ ৭৸৶০।

ইলেক্‌ট্রিক

আপার গ্যাঞ্জেস ইলেক্‌ট্রিক ২০শে জাঃ—১২৷৷০ ; ২১শে—১৩।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ১৫ই জাঃ—১৫৸০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৫ই জাঃ—৩০৷৷৵০ ৩০৸০ ৩০৸৵০ ৩০৸৶০ ; ১৯শে—২৯৷৷০ ২৯৸০ ২৯৸৵০ ২৯৸৶০ ৩০৲০ ৩০৶০ ৩০।০ ; ২০শে—২৯৷৷৵০ ২৯৸০ ২৯৸০ ২৯৸৵০ ৩০৲ ৩০৵০ ৩০।০ ৩০।৵০ ৩০।৶০ ৩০৷৷০ ; ২১শে—৩০৸০ ৩০৸৵০ ৩০৸৶০ ৩১৲ ৩১।০ ৩১৵০ ৩১।০ ৩১।৶০ ৩১।৵০ ৩১৷৷০ ৩১৷৷৵০। আর্থার বাটলার ২১শে জাঃ—১৩৷৷৶০। মার্সালস ২০শে জাঃ—৩৶৯। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৫ই জাঃ—১।৶০ ১১৸০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১৫ই জাঃ—২২৷৷০ ২২৷৷০ ২২৷৷৵০ ২২৷৷৶০ ২২৸০ ২১৸০ ; ১৯শে—২১৸০ ২৩৶০ ২২৲ ২২।০ ২২।০ ; ২০শে—২১৷৷৶০ ২১৸৶০ ২২৲ ২২৵০ ২২।০ ২২।৵০ ২২।৶০ ; ২১শে—২২৸০ ২২৸৵০ ২৩৲ ২৩।০ ২৩৵০ ২৩।০ ২৩।৵০ ২৩৷৷০ ২৩৷৷৵০ ২৩৷৷৶০ ২৩৸০ ; (প্রেফ) ১৫ই জাঃ—১১৬৲ ১১৭৲ ১১৭৷৷০ ১১৮৲ ; ২০শে—১১৭৲। ষ্টীল প্রডাক্টস ২০শে জাঃ—৭৶০ ; ২১শে—৭।০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২১শে জাঃ—১২৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২১শে জাঃ—৩৪৩৲ ৩৪৬৲।

লাঙ্গল - - -

ভারতের সর্ব্বত্র কৃষকগণ নিজেদের এবং অগণিত নরনারীর আহার্য্যের জন্য হলচালনা করিয়া থাকে। কেবলমাত্র ইস্পাত নির্ম্মিত লাঙ্গলই মাটীর বুকে গভীরভাবে বসে এবং প্রচুর ফসল ফলানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

TATA

টাটা

দি টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত
হেড সেলস অফিস : ১০২-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

TN. 2456

পাটকল

আদমজী ২০শে জাঃ—২৪৵০ ; ২১শে—২৪৵০ ২৪।৵০। আগরপাড়া ২০শে জাঃ—২৩।০। এলবিয়ন ১৯শে জাঃ—১৮১৲ ১৮৩৲। আলেকজেণ্ড্রা ২০শে জাঃ—১৯২৲। এলায়েন্স ২০শে জাঃ—৩১৬৲। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ১৫ই জাঃ—৩২৬৲ ৩৩২৲ ; ১৯শে—৩২৮৲ ৩৩১৲ ; ২০শে—৩৩০৲ ; ২১শে—৩৩২৲ ; (প্রেফ) ২০শে জাঃ—১৬২৷৷০। অকল্যাণ্ড ১৫ই জাঃ—১৭২৲ ; ২১শে—১৭০৲। বালি ১৫ই জাঃ—২৫৭৲ ২৫৯৲ ; ১৯শে—২৫৪৲ ; ২০শে—২৫৭৷৷০ ; ২১শে—২৫৮৲ ২৫৯৲। বেলভেডিয়র ১৫ই জাঃ—৩৯০৲ ৩৯১৲ ; ১৯শে—৩৮৪৲ ৩৮৫৲। বিড়লা ২০শে জাঃ—৩৭৮৵০ ৩৮৲ ; ২১শে—৩৮৮০। বজবজ ১৯শে জাঃ—৩৩২৲ ; ২০শে—৩৩৫৲। ক্যালকাটা জুট (প্রেফ) ১৯শে জাঃ—১২৩৷৷০। কেলিডনিয়ান ১৯শে জাঃ—৩৬০৲ ৩৬১৲। চিৎতলসা ২১শে জাঃ—১৭৮৵০। চাঁপদানী ১৯শে জাঃ—১৭৯৲ ; ২০শে—১৭৯৲ ১৭৯৷৷০ ; ২১শে—১৮৩৲ ১৮৫৲। সেভিয়ট ১৫ই জাঃ—১৮০৲ ১৮২৲ ; ১৯শে—১৭৮৲ ১৮১৲ ; ২১শে—১৮৬৲। ক্লাইভ ১৫ই জাঃ—২২।০ ২২৸০ ; ২০শে—২২।০ ; ২১শে—২৩৸০ ২৩৸০। ডেল্টা ১৫ই জাঃ—৪২০৲। এম্পায়ার ১৫ই জাঃ—২৫৷৷০ ; ২১শে—২৫।৵০। ফোর্ট গ্লষ্টার ১৯শে জাঃ—৫২২৲ ৫২৬৲। ফোর্ট উইলিয়াম ২০শে জাঃ—২২২৲। গ্যাঞ্জেস ২০শে জাঃ—৩২৫৲ ৩৩৬৲ ; ২১শে—৩৩৯৲। হেষ্টিংস (প্রেফ) ১৫ই জাঃ—১৩৩৲। কিনিসন ২১শে জাঃ—৩১৯৲ ৩২০৲। হাওড়া ১৫ই জাঃ—৫৩।০ ৫৪৲ ; ১৯শে—৫২৷৵০ ৫৩।০ ; ২১শে—৫৩৷৷০। হুগলী (প্রেফ) ২১শে জাঃ—১৯৷৵০ ২০৲। হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ২০শে জাঃ—১৫০৲ ; ইণ্ডিয়া ১৫ই জাঃ—৪১৭৷৷০ ৪১৯৲ ; ১৯শে—৪১২৲ ; ২০শে—৪১৫৷৷০ ৪১৭৲ ; ২১শে—৪২০৲ ৪২৩৲। কামারহাটী ১৫ই জাঃ—৪৮২৲ ; ১৯শে—৪৮১৲ ৪৮৩৲ ; ২০শে—৪৮১৲ ৪৮৩৲ ; ২১শে—৪৮৮৲ ৪৮১৲ ৪৮৩৲। ডালহৌসী ২১শে জাঃ—২১৪৲। কাঁকনাড়া ১৫ই জাঃ—৩৮২৲ ৩৮৬৲ ; ২০শে—৩৮৩৲ ; ২১শে—৩৮৮৲। কেলভিন ১৫ই জাঃ—৫২৫৲ ; ২১শে—৫৩৪৲ ৫৩৮৲। লরেন্স ১৫ই জাঃ—২২৭৲ ২২৮৲। ন্যাশনাল ১৯শে জাঃ—২২৲ ; ২০শে—২২।৵০ ২২৷৷০ ; ২১শে—২২৷৷৵০ ২২৸০। নৈলিমার্লা ১৫ই জাঃ—১৫৷৷০ ১৫৷৵০ ; ১৯শে—১৫৷৷০ ১৫৸৵০ ; ২০শে—১৫৸৵০ ১৬৲ ; ২১শে—১৬৲। নিউসেণ্ট্রাল ১৯শে জাঃ—৩১২৲ ৩১৩৲। নৈহাটী ২১শে জাঃ—২০৮৲ ২০৯৲। নদীয়া ১৯শে জাঃ—৬৯৸০ ; ২০শে—৭০৷৷০। ওরিয়েণ্ট ১৫ই জাঃ—১৮০৲ ১৮৩৲ ; ১৯শে—১৮০৲ ১৮১৷৷০ ; ২১শে—১৯৫৲। রামেশ্বর ২০শে জাঃ—১০৸০ ১১৲। রিলায়েন্স ১৫ই জাঃ—৫৩৲ ৫৩৷৷০ ; ১৯শে—৫২৸০ ৫৩৷৷০ ; ২০শে—৫৩৷৷০ ৫৪৲। সুরা (প্রেফ) ১৫ই জাঃ—১৩৫৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ১৫ই জাঃ—১৫৲ ; ১৯শে—১৫৲ ; ২১শে—১৫৵০। ইউনিয়ন ১৫ই জাঃ—২৯৮৲।

রেলপথ

মৈমনসিংহ ভৈরব বাজার (গ্যারাণ্টী) ১৫ই জাঃ—১০৮৲। আমেদপুর কাটোয়া ২১শে জাঃ—৯০৲। বাঁকুড়া দামোদর ২১শে জাঃ—৯০৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ১৫ই জাঃ—৩৵০ ; ১৯শে—৩।০ ৩৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৫ই জাঃ—২৵০ ২৶০ ; ১৯শে—২৵০ ২৶০ ; ২০শে—২।০ ; ২১শে—২৵০ ২৶০। রোডেসিয়া কপার ২০শে জাঃ—১।০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্‌প ১৫ই জাঃ—১৬৩৲ ; ২০শে—১৬০৲ ; ২১শে—১৬৩৲। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১৯শে জাঃ—২৫।৵০ ; (প্রেফ) ১৫ই জাঃ—১১০৸০ ; ২০শে—১১১৲। ষ্টার পেপার ১৫ই জাঃ—১৯৷৵০ ; ২০শে—১৯।০ ১৯।৵০ ; ২১শে—১৯।৵০। টিটাগড় (অর্ডি) ১৫ই জাঃ—২১৸০ ২২।৵০ ; ১৯শে—২১৸০ ২২৲ ; ২০শে—২২৷৷০ ২৩৲ ; ২১শে—২০৷৵০ ২০৸০।

চিনির কল

বেলস্তাণ্ড ১৫ই জাঃ—৮৲ ; ২১শে—৮৲। বুলাণ্ড ২০শে জাঃ—৪৪৷৷০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৫ই জাঃ—১৪।৵০ ১৪৷৵০ ; ১৯শে—১৪৷৷০ ১৪৸০ ; ২০শে—১৪৸০ ; ২১শে—১৪৸০ ১৪৸৵০। কাশীপুর ১৫ই জাঃ—২৫৲। মারী ক্রয়ারী ১৯শে জাঃ—১৮৷৷০ ; ২১শে—১৮৷৷০। রাজা ২০শে জাঃ—৪৫৲ ৪৫৵০ ; ২১শে—৪৫।০। সমস্তীপুর ১৫ই জাঃ—১২৷৷০ ; ২১শে—১২৷৷০। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ১৫ই জাঃ—১৫।০ ১৫।৵০ ; ২১শে—১৫।৵০। বলরামপুর ২১শে জাঃ—১২।০।

চা বাগান

বাগমারী ১৫ই জাঃ—১০৲। বীরপাড়া (অর্ডি) ২০শে জাঃ—৩০০৲ ; (প্রেফ) ১৯শে—১৭০৲। বোকাহাট ১৫ই জাঃ—১০।০। চণ্ডীপুর ১৫ই জাঃ—১১০৲। দিমাকুসী ১৫ই জাঃ—৩৩৲। ধুনসারী ১৯শে জাঃ—৪৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৫ই জাঃ—১১৵০। ইষ্টার্ণ কাছাড় ১৫ই জাঃ—৯৲। গোপুর ১৫ই জাঃ—১১৸০। হাসিমাড়া ১৯শে জাঃ—৫০৲। হাতীকীরা ১৯শে জাঃ—২৫৵০ ; ২১শে—২৫৵০। কর্ণফুলী ১৫ই জাঃ—২০৸৵০। মারফুলানী (প্রেফ অর্ডি) ১৫ই জাঃ—১৪।০। নাগরী কার্ম্ম ১৫ই জাঃ—২৫৲। পাহাড়-শুমিয়া ১৯শে জাঃ—৪১০৲। পাত্রখোলা ১৫ই জাঃ—১০৫৲ ১০৫৷৷০। রূপচেড়া ২০শে জাঃ—১৪৸০। সরুগাঁও ১৫ই জাঃ—১৬।৵০ ; ২১শে—১৭৲। তেলয়জান ২০শে জাঃ—৯৸০। তেজপানি ১৫ই জাঃ—২১৸০ ২২৲। তেজপুর ১৫ই জাঃ—১০।০ ১০।৵০ ; ১৯শে—১০৵০ ১০।০। টাঙ্গপানি ১৫ই জাঃ—৯৲। টাইরুণ ১৯শে জাঃ—১৮৲। গীলাপুকরী ২১শে জাঃ—২১৷৷০।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রাম ঃ—'রেন্‌বো', কলিকাতা। ফোন ঃ—পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়—

—অন্যান্য অফিস—

মধ্য কলিকাতা—৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট,

বড়বাজার শাখা—২০৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গলা	আসাম	বিহার	উড়িষ্যা
ঢাকা,	গৌহাটী,	ভাগলপুর,	পুরী,
নারায়ণগঞ্জ,	তেজপুর,	রাঁচি,	বহরমপুর (গঞ্জাম),
নিতাইগঞ্জ,	চারালী (ডেরাং)	পুরুলিয়া	খুরদা রোড,
ইচাপুরা (ঢাকা)			কটক (চৌধুরী বাজার)
মধ্যপ্রদেশ—নাগপুর			মঙ্গলবাগ্

এজেন্সী অফিস—বোম্বাই

বি, মুখার্জ্জী, বি, এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার ঃ—		স্থায়ী আমানত ঃ—	
চলতি —	½%	৬ মাস —	২½%
সেভিংস্—	১½%	১ বৎসর —	৩%
		২ ,, —	৩½%
		৩ ,, —	৪%

শাখা—হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর-পাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী।

বিবিধ

এলুমিনিয়াম করপোরেশন (ওল্ড প্রেফ) ২০শে জাঃ—১২৬৲ ; ২১শে—১৫।০ ১৫।৶০। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (ডেফার্ড) ২০শে জাঃ—৩৲ ৩/০।। আসাম সঙ্ ১৫ই জাঃ—৪৲ ৪/০। এসোসিয়েটেড হোটেলস ১৫ই জাঃ—৭।০ ; ১৯শে—৮৲। বামার লরী ১৯শে জাঃ—৩৫০৲। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ (ডেফার্ড) ২১শে জাঃ—২৸৶০। বরারি কোক ১৫ই জাঃ—২৭৸৶০।। বৃটানিয়া বিস্কুটস ১৯শে জাঃ—১৩।০ ; ২১শে—১৩।০। বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৫ই জাঃ—১৩৷৶০ ১৫৲ ; ১৯শে—১৫৲ ; ২০শে—১৪৸৶০ ; ২১শে—১৫।০। বি আই করপোরেশন ২০শে জাঃ—৬৲। ক্যালকাটা সিল্ক ২০শে জাঃ—৮৸০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৫ই জাঃ—১৫৷৶০ ; ১৯শে—১৫৷৶০ ১৫৸০ ; ২০শে—১৫৷০ ১৬৲ ; (প্রেফ) ২০শে জাঃ—৪২৲।। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ২০শে জাঃ—৩১।০ ; ২১শে—৩১৷০।। ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল ১৯শে জাঃ—১২৷৶০। ন্যাশনাল রোলিং মিলস (অর্ডি) ১৫ই জাঃ—১০৸০। ন্যাশনাল সেফ ডিপোজিট ১৯শে জাঃ—১৷০ ; ২১শে—২৷০ ২৷৶০। নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল (অর্ডি) ১৫ই জাঃ—১০৲। মেদিনীপুর জমিদারী ১৫ই জাঃ—৭১৲। পাবলিসিটী সোসাইটী ১৯শে জাঃ—১০৸০ ; ২১শে—১১।৶০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ) ২০শে জাঃ—১৭০৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার পাটের বাজারে সুস্পষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ বহুকাল পরে এবার বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। ১৯৪০ সালের পাট চাষের জমির এক-তৃতীয়াংশ পরিমিত জমিতে আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের মরশুমে পাট বুনিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ফলেই বিক্রেতা মহল উচ্চ দর হাঁকিবার সুযোগ পাইয়াছে। অবশ্য উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সংবাদ এখনও সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই এবং এই বিষয়ে দিল্লী ও কলিকাতার মধ্যে মতামত বিনিময় ও আলোচনা-বৈঠক চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। অধিকন্তু পাট চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সচিব মিঃ আমেরী যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল কলওয়ালাদের স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত পাটচাষীদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে সমর্থ হইবেন কিনা সেই বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং এখনও উল্লসিত হইবার সময় আসে নাই।

এবার আলুগা পাটের বাজারেও বিশেষ চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোসা মিডল ও বটোম যথাক্রমে ১৪৲ টাকা ও ১১৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে বেশ তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। মিল মালিক পক্ষের সতর্ক নীতির জন্য কাজকারবার সেরূপ অধিক পরিমাণে হয় নাই। ৯নং পোর্টার নগদ ১৮৲ টাকা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ১৮।০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৮৲ টাকা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ১১নং পোর্টার নগদ ২৩৷৶০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ২৩৸০ আনা, এপ্রিল-জুন ২৩।০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

তূলার বাজার

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজার বেশ তেজী ছিল। এবার প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে। শ্রমিকগণের জন্য খাদ্যাদির সুব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বহু মিলের কাজ আবার পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সস্তা কাপড় প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা হইবে, এইরূপ সংবাদে স্বভাবতই তূলার বাজারে আশা ও তৎপরতার সৃষ্টি করিয়াছে।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। ব্যবসায়ীদের মজুত মালের পরিমাণ বেশী নহে বলিয়া তাহারা বিক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। শুনা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের কাপড়ের অর্ডার পূর্ব্বের শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে কমাইয়া ২৭ কি ৩০ ভাগ করা হইয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্র উৎপাদনে মিলগুলি আরও বেশী কাজ করিতে পারিবে। দুঃখের বিষয়, বাজারে এখনও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ দেখা দিতেছে না। শুনা যাইতেছে, উহা নাকি এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে বাজারে বাহির হইবে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই। সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৬৬৷৶০ আনা এবং প্রতিটি গিনি ৪৮।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৫৸৶০ আনা। বড়াসবার প্রতি ভরি ৬৫৸৶০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৮৷৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার বাজারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। রূপার কাজকারবার কম হইয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০০৷৶০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৮৸০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৯ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩৲ পেন্স।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

মূলধন

অনুমোদিত এবং বিলিকৃত	২০,০০,০০০৲
বিক্রিত	১০,২০,০০০৲
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	৮,৭০,০০০৲

কলিকাতা অফিস :—
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,
ফোন:—কলি: ৬৫৪৪

শাখা ও এজেন্সী :—
সকল প্রধান প্রধান
ব্যবসা কেন্দ্রে

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত
হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের পাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা),
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।
পে অফিস : মিরকাদিম
ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—

বঙ্গলক্ষ্মী

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—

বঙ্গলক্ষ্মী

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৭শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৭৭-৬৭৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬৮৪-৬৮৯
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৬৮০	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৬৯০
জাতীয় জীবনের দুর্য্যোগ	৬৮১	বাজারের হালচাল	৬৯১-৬৯৬
নূতন ক্ষেত্রে ভারতীয় কাঠ	৬৮২-৬৮৩		

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের জমির পরিমাণ

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম ২।৩ দিনের মধ্যেই বর্ত্তমান বৎসরে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে তদ্বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের কোন সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই। যদিও পাটের চাষ আরম্ভ হইতে আরও মাসেক দেরী আছে তথাপি বাঙ্গলা সরকার এখন হইতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কৃষক যাহাতে তাহা যথাযথভাবে প্রতিপালন করে তজ্জন্য যদি চেষ্টা না করেন তাহা হইলে এবারও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ একটা প্রহসনে পরিণত হইবে। আমরা অবগত হইলাম যে এবার যাহাতে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের অধিক জমিতে পাটের চাষ না হয় তজ্জন্য কৃষকদের তরফ হইতে বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গের উপর খুব চাপ দেওয়া হইতেছে। এদিকে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে পাট ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইলে পাটের অভাব ঘটিবে, এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষের সিদ্ধান্ত হইলে কৃষক ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু উহা অপেক্ষাও কম জমিতে পাটের চাষ করিবে—ইত্যাদি বাজে যুক্তি দেখাইয়া চটকলওয়ালাদের পক্ষ হইতেও মন্ত্রিগণকে প্রভাবিত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই সব টানাহ্যাঁচড়ার পরিণতি কি হয় তাহা বলা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গকে গত সপ্তাহে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম এবারও তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। বাঙ্গলার পাটচাষী দীর্ঘকাল ধরিয়া চটকলওয়ালাগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছে। বাধ্যতা-মূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উঠার পর চটকলওয়ালারা বহু বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী হইতে দেয় নাই। ফলে পাটচাষ কমাইবার জন্য প্রচারকার্য্য করিয়া বাঙ্গলা সরকার বহু অর্থব্যয় করিলেও উহাতে পাটচাষীর এক পয়সা লাভ হয় নাই। অবশেষে বাঙ্গলা সরকার বাধ্যত্যামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও চটকলওয়ালারা নানা অজুহাতে প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলা সরকারকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাট-চাষের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিতেছে। এখনও বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গ পাটচাষীর স্বার্থের নানাভাবে ক্ষতি করিতেছেন। এবার উহার আর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কেবল পাটের মূল্যের দিকে চাহিয়া নহে—বাঙ্গলার অধিবাসীদিগকে অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্যও এবার পাটচাষের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত। এবার যদি উহার অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার অধিবাসীদের উপর চূড়ান্ত-রূপ অবিচারই করা হইবে।

যুদ্ধ ও জনসাধারণ

যুদ্ধের সময় যে প্রকার কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিলে জয়লাভ করা যায় তাহা অবলম্বন কারাই বাঞ্ছনীয় এবং যুদ্ধকালে জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে হয় উহাও স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু জনসাধারণের সাহায্যেই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে এবং জনসাধারণের স্বার্থের জন্যই যুদ্ধে জয় লাভ প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধের

সময়ে জনসাধারণ যাহাতে বাঁচিয়া থাকে তৎপ্রতি প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট বিশেষপ্রকার দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য। যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে তাহাদেরই আত্মীয়স্বজন যদি গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্যতা কি অবহেলার জন্য অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সেই যুদ্ধে কখনও জয়লাভ ঘটিতে পারে না।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষের শাসকশক্তি জনসাধারণের সুখদুঃখের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। সম্প্রতি মিঃ নর্ম্মান ক্রাম্পের "ইংলণ্ডে ইনফ্লেশন নিবারণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে দেখিতে পাইলাম যে ইংলণ্ডে স্বাভাবিক সময়ে (১৯৩৮ সালে) জাতীয় সম্পদের শতকরা ৮১ ভাগ জনসাধারণ ভোগ করিত এবং বাকী ১৯ ভাগ গবর্ণমেণ্ট উহাদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদের ক্রমশঃ বেশী অংশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ পরিচালার জন্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ফলে ক্রমশঃ উহার কম অংশ জনসাধারণের ভোগে নিয়োজিত হয়। তথাপি ইংলণ্ডে গত ১৯৪১ সালে জাতীয় সম্পদের ৪৮ ভাগ এবং ১৯৪২ সালে ৪৬ ভাগ জনসাধারণের ভোগে আসিয়াছে এবং বাকী ৫২ ও ৫৪ ভাগ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে নিয়োজিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে কোন হিসাব প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু এদেশে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৯০ ভাগই গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া বাকী ১০ ভাগ মাত্র জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে দিতেছেন। ইট, সিমেণ্ট, লৌহ ইত্যাদি বহু জিনিষের প্রায় সাকুল্য অংশই গবর্ণমেণ্ট নিজেদের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেছেন। জনসাধারণ এই সব জিনিষের কিছুই ভোগ করিতে পারিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট নিজেদের প্রয়োজনে দেশে উৎপন্ন খাদ্য ও বস্ত্রের এত অধিক অংশ গ্রহণ করিতেছেন যাহার ফলে দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে এবং অনেককে বিবস্ত্র থাকিতে হইতেছে। দেশের যানবাহনও এমনভাবে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে, যে জন্য দেশবাসী বর্ত্তমানে যানবাহনের কোন সুবিধাই ভোগ করিতে পারিতেছে না। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ পরিচালনার জন্যই জাতীয় সম্পদ এই ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে—জনসাধারণ যাহাতে উহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামিগ্রী পাইতে পারে তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্ট সম্যক অবহিত কিনা; গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে জাতীয় সম্পদের যতটা অংশ নিজেদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতেছেন তাহার কম অংশ নিয়োজিত করিলে কাজ চলিত কি না এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য—অন্ততঃ দেশে যাহাতে আহার্য্য, পরিচ্ছদ, যানবাহন ইত্যাদির অধিকতর যোগান হয় তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত রূপ চেষ্টা করিয়াছেন কি না?

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা

ভারত সরকার সম্প্রতি এদেশের সমস্ত কলকারখানার পরিচালকদের নিকট কলকারখানার মজুরগণ যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে উহাদের মজুরীর কতকাংশ সমরঋণে নিয়োজিত করে তজ্জন্য একটী প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে যে সমস্ত মজুরের আয় মাসে ৫০ টাকার কম তাহাদের আয়ের উপর কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। তবে যাহাদের আয় মাসে ৫০ টাকার বেশী তাহাদের প্রাপ্য বোনাসের অর্দ্ধেক টাকা নগদ হিসাবে দেওয়া হইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক দ্বারা ভারত সরকারের ডিফেন্স সেভিং বণ্ড ক্রয় করা হইবে। যুদ্ধ শেষ হইবার এক বৎসর পরে মজুরগণকে এইভাবে নিয়োজিত টাকা সুদে-আসলে ফেরৎ দেওয়া হইবে। অবশ্য ইতিমধ্যে কোন মজুর যদি বেকার হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে এইভাবে সঞ্চিত অর্থের পুরা অথবা কতকাংশ প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইবে। এদেশে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব ঘটিয়াছে—অথচ বেতনবৃদ্ধি বোনাস ইত্যাদি হিসাবে মজুরদের হাতে অধিকতর পরিমাণে টাকা পড়িতেছে। উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইতেছে। এই জন্যই গবর্ণমেণ্ট মজুরদিগকে উহাদের প্রাপ্য সাকুল্য টাকা না দিয়া উহার কতকাংশ যাহাতে উহারা বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চিত করে তাহার প্রস্তাব করিয়াছেন।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি রহিয়াছে। এদেশে বেকার বীমার কি বার্দ্ধক্যকালের জন্য পেন্সনেরও কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে প্রত্যেক মজুরকেই একাধিক ব্যক্তির ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে হয়। ফলে বেতনবৃদ্ধি ও বোনাস সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কোন মজুরেরই কিছুমাত্র সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা নাই। এরূপ অবস্থায় যদি তাহাদের প্রাপ্য মজুরী ও বোনাসের কতকাংশ কাটিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে মজুরদের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। আর মজুরদের যদি সঞ্চয়ের ক্ষমতাই হয় তাহা হইলে তাহারা উহা ব্যাঙ্ক, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট, স্থায়ী আমানত ইত্যাদি দ্বারা ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট অপেক্ষা অনেক বেশী সুদ পাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা কম সুদের ডিফেন্স সার্টিফিকেট ক্রয় করিবে কেন? তৃতীয়তঃ যদি যুদ্ধের সময়ে কোন শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে নিজের সঞ্চিত অর্থ লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে যে অর্থব্যয় এবং ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িতে হইবে তাহাতে সে রাজী হইবে কেন?

ভারত সরকার যদি একথা মনে করেন যে লোকের হাতে অধিকতর অর্থাগম হেতু পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইতেছে, তাহা হইলে উহার প্রতিকারের জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের এক হাজার টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারীদের বেতনের একচতুর্থাংশ কাটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন না কেন? প্রয়োজন বোধ করিলে উহারা ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত লাভের যে একতৃতীয়াংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করা হয় না তাহার সাকুল্যই বাধ্যতামূলকভাবে ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটে বা কোন ডিফেন্স লোনে সঞ্চয় করাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রথমেই দরিদ্র শ্রমিকদিগকে উৎপীড়ণের চেষ্টা কেন?

তুলার বাজারে চড়তি

সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে ভারতে তুলার চাষ সম্বন্ধে তৃতীয় বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বরাদ্দ অনুসারে ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালে মোট ১ কোটী ৮২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং এই জমিতে মোট ৪৪ লক্ষ ৩৮ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে। ১৯৪১ সালে ভারতে ২ কোটী ২২ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হয় এবং মোট ৫৪ লক্ষ ৮৭ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হয়। কাজেই চলতি বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৮ ভাগ কম জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং শতকরা ১৯ ভাগ কম তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। চলতি বৎসরে কেবল যে ভারতবর্ষেই কম তুলা উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ নহে। মিশর দেশে গত বৎসর ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। উহা গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪৬ ভাগ কম। তবে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গত বৎসর গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বেশী তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত দেশে ১৯৪১ সালে ১ কোটী

৩৭ লক্ষ ২০ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইয়াছিল—১৯৪২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৬২ লক্ষ ২৮ হাজার বেল।

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে যে তূলা ব্যবহৃত হয় তাহার বেশীর ভাগ ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয় এবং মাত্র কতকাংশ তূলা সুদান ও বৃটীশ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য বৃটীশ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে তূলা আমদানী খুবই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে। কাজেই ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে ভারতীয় তূলার উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে হইবে। এই কারণে বর্ত্তমান বৎসরে ভারতে তূলার উৎপাদন কমিয়া যাওয়াতে তূলার দর গত আগষ্ট মাসের তুলনায় দেড়গুণ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় তূলার যে প্রকার অত্যধিক দর গিয়াছে গত ৫ বৎসর কালের মধ্যে কখনও তূলার এত অধিক দর হয় নাই। তূলার এই প্রকার মূল্য বৃদ্ধি বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীর পক্ষে খুবই ভয়ের কথা। কারণ বাঙ্গলায় এক প্রকার কিছুই তূলা উৎপাদন হয় না বলিয়া তূলাচাষী হিসাবে বাঙ্গালা দেশ তূলার মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোনই উপকার পাইবে না—অথচ বাঙ্গলার অধিবাসীগণকে আরও অধিকতর চড়া দরে কাপড় ক্রয় করিতে হইবে।

চায়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

একথা সকলেই জানেন যে অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু চায়ের মূল্য অত্যধিক কমিয়া যাওয়াতে এবং উহার ফলে সমগ্র জগতের চা শিল্প বিপন্ন হওয়াতে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে উহার উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটী আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হয়। এই চুক্তির ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় চা শিল্পও কেবল উহার বিপদ কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই—বর্ত্তমানে উহা দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ শিল্পে পরিণত হইয়াছে। চা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির ফলে আজ চা শিল্পের এত উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার মেয়াদ শীঘ্রই শেষ হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল যে বর্ত্তমানে যখন জাভা হইতে চা আমদানী করা অসম্ভব হইয়াছে এবং চায়ের চাহিদা যখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন চা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চুক্তি উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষ, সিংহল, পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অবাধভাবে চায়ের চাষের ব্যবস্থা হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব কেহ সমর্থন করেন নাই এবং বর্ত্তমানে উহা এক প্রকার নিশ্চিতভাবে স্থির হইয়াছে যে চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলেও উহা অন্ততঃ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তির ফলে দেশী ও বিদেশীয় পরিচালিত সমস্ত চা বাগানের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে বটে—কিন্তু উহার ফলে নূতন ভাবে আর কোন ভারতবাসীর পক্ষে চা বাগান স্থাপন ও পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়াছে। এই চুক্তি যতদিন বলবৎ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত এদেশের চা শিল্পে বিদেশীর যে অত্যধিক প্রভাব রহিয়াছে তাহার বিলোপ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই জন্য আন্তর্জ্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে আমরা উল্লসিত হইয়াছিলাম। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাভার প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাতে এখন যদি নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বাতিল হওয়ার দরুণ অধিকতর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয় তজ্জন্য প্রচলিত চা বাগানগুলির কোন ক্ষতি হইত না—পক্ষান্তরে নূতন নূতন লোক চা শিল্পে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইত। যাহা হউক বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বলবৎ রহিল। যুদ্ধোত্তর কালে চায়ের চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পাইবে। প্রথমতঃ যুদ্ধ শেষ হইলেও ইউরোপের বাজারে জাভার চা পৌঁছিতে কতিপয় বৎসর সময় লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে আমেরিকার সৈন্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহাদের মধ্যে চায়ের অভ্যাস খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই যুদ্ধের পরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চায়ের কাটতি অনেক বেশী হইবে। তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলের যে লক্ষ লক্ষ লোক বর্ত্তমানে সৈন্য বিভাগ, এ আর পি, কলকারখানা ইত্যাদিতে কাজ পাইয়া চা খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে যুদ্ধের পরে দেশে ফিরিয়া উহারা নিজের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে চায়ের অভ্যাস প্রচলন করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। উহার ফলে ভারতবর্ষেও চায়ের চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে। কাজেই যুদ্ধের পরে আন্তর্জ্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার সময় আসিবে। ঐ সময়ে যাহারা বর্ত্তমানে চা শিল্পের আওতার বাহিরে আছেন অথচ চা শিল্প পরিচালনার পক্ষে অর্থ ও যোগ্যতার যাহাদের কোন অভাব নাই তাহারা যাহাতে দেশে নূতন চা বাগান গড়িয়া তুলিতে সুযোগ পান তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য হইবে। বর্ত্তমানে চা শিল্পে একদল লোকের একাধিপত্য চলিতেছে। উহা চা শিল্প বা চা ব্যবহারকারী কাহারও পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে।

ষ্টার্লিং সিকিউরিটীর বিনিয়োগ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বর্ত্তমানে যে ষ্টার্লিং সিকিউরিটী বা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র মজুদ হইতেছে তাহার বিনিয়োগ সম্বন্ধে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সভা ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট একটী বিবৃতিপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ফেডারেশনের মত এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে ষ্টার্লিং সিকিউরিটী জমা হইতেছে তাহা দ্বারা ভারতবাসীর তরফে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া এবং ভারতবর্ষে ইংরাজদের যে মূলধন নিয়োজিত আছে ও উহাদের যে সমস্ত কলকারখানা রহিয়াছে তাহা কিনিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তদ্দ্বারা হয় স্বর্ণ ক্রয় করা হউক অথবা ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করা হউক। ইতিপূর্ব্বে আমরা একটী নিবন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি যে যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানের তুলনায় শোচনীয় হইবে এবং জগতের বাজারে ষ্টার্লিং মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় ভারতবাসীর সঞ্চিত অর্থের সাকুল্য অংশ যদি ষ্টার্লিংয়ে রূপান্তরিত করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে যুদ্ধের পরে উহার মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা হইবে। ফেডারেশনও অনুরূপ আশঙ্কা পোষণ করেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ কোন ক্ষতির প্রতিকারার্থ ফেডারেশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা পূর্ণভাবে সমর্থন করা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমানে স্বর্ণের দর যে প্রকার চড়িয়াছে তাহাতে এখন যদি সঞ্চিত অর্থ দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে ক্ষতি অনিবার্য্য হইবে। কারণ যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে ৬৫ টাকা ভরির স্বর্ণ যে ৪০ টাকায় নামিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ফেডারেশন ষ্টার্লিংয়ের পরিবর্ত্তে ডলার মুদ্রার হিসাবে ভারতের সঞ্চিত অর্থ মজুদ রাখার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই যুক্তিযুক্ত। কারণ যুদ্ধের পরে সমগ্র জগতের অর্থ-নীতিক ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাজ্যই কর্তৃত্ব করিবে এবং ডলারই হইবে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মুদ্রা।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানের সূচনা হইয়াছে কি? শান্তির জন্য কি ভিতরে ভিতরে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে? গত সপ্তাহের ঘটনাবলী হইতে আমাদের মনে এই সব প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। কাসাব্লাঙ্কাতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের নেতৃত্বে যে বিরাট সামরিক বৈঠক হইয়া গেল তাহাতে সামরিক ব্যাপারে ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্ম্মপন্থা কি হইবে তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করিলে যুদ্ধ বিরতি হইবে না একথা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মুখ দিয়া ঘোষণা করাইবার প্রয়োজন কি ছিল? কাসাব্লাঙ্কা বৈঠকে জার্ম্মানীর তরফ হইতে কোন সন্ধির প্রস্তাবের জবাবেই কি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একথা বলিয়াছেন? এদিকে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রের সংবাদদাতা এইরূপ একটী গুজবের কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাসাব্লাঙ্কা বৈঠকে স্পেনের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কো উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই নাকি এক্সিস শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিলের নিকট শান্তির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। বৈঠকের সময় কাসাব্লাঙ্কায় এই গুজবও রটিয়াছিল যে, বিপক্ষের কোন বিমানপোত যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে অবতরণ করিতে পারে এবং কোনপ্রকারে উহাকে ঘায়েল করিবার চেষ্টা না করা হয় এরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মানীর তরফ হইতে একথা বারবার বলা হইতেছে যে জার্ম্মানী কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত শান্তি হইবে না এবং কখনও আত্মসমর্পণ করা হইবে না—এই উভয়বিধ উক্তির খুব বেশী গুরুত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কোন পক্ষের কথা টিকিবে তাহা যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। তবে জার্ম্মানী যদি একথা মনে করে যে সন্ধির ফলে তাহার মারাত্মক কোন অনিষ্ট হইবে না তাহা হইলে উহার পক্ষে বর্ত্তমানে সন্ধির জন্য ব্যগ্র হওয়া বিচিত্র নহে। ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে একথা ঘোষণা করা হইয়াছে এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও সেদিন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ফ্যাসিষ্টবাদ ধ্বংস করাই মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য—জার্ম্মান জাতিকে ধ্বংস করা উহাদের অভিপ্রেত নহে। ইতিপূর্ব্বে উহাও বলা হইয়াছে যে আটলাণ্টিক সনদ সমস্ত ইউরোপে প্রয়োগ হইবে এবং নাৎসীবাদ বিমুক্ত জার্ম্মানীতেও উহা প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। উহা হইতে মনে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে হিটলার ও তাঁহার মতে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণ যদি জার্ম্মানী হইতে সরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে শান্তি হইতে পারে এবং উহার ফলে ভবিষ্যতে জার্ম্মান জাতির পক্ষে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে যে, হিটলার নাকি সমগ্র জার্ম্মান সৈন্যদলের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ করিতেছেন। উহা মিত্রপক্ষের একটা অলীক প্রচারকার্য্য হইতে পারে। তবে উহা আসন্ন সন্ধির পূর্ব্বাভাষ হওয়াও বিচিত্র নয়।

* * *

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়া লীগ অব আমেরিকার উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক ভোজ-সভায় বিশ্ববিশ্রুত লেখিকা মিস্ পার্ল বাক্ ভারত সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা নানা কারণে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের ঔপনিবেশিক অধিকারগুলির অবাধ শাসন ও শোষণের সমর্থনে অনভিজ্ঞ বহির্জ্জগতের নিকট এই দুর্ভাগা দেশগুলিকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার দুরূহ দায়িত্বের বড় বড় কথা প্রায়শঃ আওড়াইয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ইদানীং ভারত ও অন্যান্য শৃঙ্খলিত দেশগুলি সম্পর্কে চঞ্চল হইয়া উঠায়, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে কেহ কেহ এই সব 'নাবালককে' সাবালক করিবার গুরু ভার মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রকেও গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়া যেন ভীতি প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ অপরের কল্যাণের জন্য বৃটেন এতকাল স্বেচ্ছায় যে কি অপরিসীম কৃচ্ছ সাধন ও দুঃখ বরণ করিয়া আসিতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একবার দায়িত্ব লইয়া তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুক! এই তথাকথিত "White man's burden" বা শ্বেতাঙ্গ জাতির দুরূহ বোঝা সম্পর্কে সেদিন মিস্ পার্ল বাক্ যাহা বলিয়াছেন সেই তিক্ত সত্য ভাষণ বৃটিশ প্রভুদের কাণে গেলেও মনে গিয়া যে পৌঁছিবে না এই বিষয়ে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের দেহে গণ্ডারের চামড়া—তাঁহাদের লজ্জার কোন বালাই নাই।

* * *

মিস্ বাক্ বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডের অনুসৃত ভেদনীতির গুণে ভারতের অবস্থা ইউরোপের অবস্থার অপেক্ষাও জটিল। আমরা —আমেরিকাবাসীরা—নিজেরা এই জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি করিয়া পরে উহা শ্বেতকায় জাতির তথাকথিত বোঝা বলিয়া চালাইতে চাহি না। বস্তুতঃ "শ্বেতকায় জাতির বোঝা" বলিয়া কিছু নাই—কোন কালে ছিলও না। অবশ্য কোন শ্বেতকায় জাতি অন্যান্য জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার নিজের শাসনব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়া অকারণ বোঝার সৃষ্টি করিলে তাহা আলাদা কথা।" মিস্ পার্ল বাক্ যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন নূতন কোথা নয়। তবে তাঁহার ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত বিদুষীর মুখ হইতে এরূপ মতামতকে বৃটিশ শাসকরা গ্রাহ্য না করিলেও প্রত্যেক দেশের নিরপেক্ষ ও স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তি মাত্রেই সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া বক্তব্য শেষ করা যায় না। উপরোক্ত "শ্বেতকায় জাতির বোঝা" আদপে এতটুকু বোঝা নয়। সেরূপ হইলে বহু আগেই ভারবাহীদের স্কন্ধ হইতে বোঝার ভার আপন গরজেই খসিয়া পড়িত। বরং তাঁহারাই জগদ্দল পাষাণের মর্ম্মান্তিক বোঝা হইয়া অপরের দেশের উপর শক্ত করিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন।

* * *

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৬শে তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে একটি উপভোগ্য ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক জনৈক পাদ্রী, বিশ বৎসরের এক তরুণী এবং আরো তিন জন ব্যক্তি মিলিয়া উক্ত স্বাধীনতা দিবসে ওয়াশিংটনস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের সম্মুখে রীতিমত পিকেটিং করিয়াছেন। তাঁহারা যে সব প্লাকার্ড লইয়া রাজনৈতিক দাবী জানাইয়াছিলেন তাহার একটিতে লেখা ছিল, "ভারতের এই ত্রয়োদশ স্বাধীনতা দিবসে আমরা ইংলণ্ডকে সাম্রাজ্যবাদের নীতি পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করিতেছি।" রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের অভ্যন্তরে তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অমন ভদ্রাবেশী জাঁদরেল সমর্থক লর্ড হালিফ্যাক্সের মনে এই ঘটনা কি রেখাপাত করিয়াছে তাহা জানা নাই—জানা সম্ভবও নয়। তবে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স একজন অতি বিশুদ্ধ খৃষ্টান বলিয়া সুপরিচিত। তিনি বোধ হয় এরূপ পাপ কথা যাহাতে শুনিতে না পান সেজন্য দুই কানে আঙ্গুল দিয়া চোখ বুঝিয়া

(৬৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাতীয় জীবনের দুর্য্যোগ

জাতীয় জীবনে আজ যে দুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছে ইংরাজ রাজত্বে বোধ হয় আর কোন দিন এরূপ দুর্য্যোগের আবির্ভাব হয় নাই। আজ দেশবাসীকে বার টাকা মণ দরে চাল, চার টাকা মণে কয়লা, আট টাকা জোড়ায় কাপড়, এবং লবণ, কেরোসিন, মসল্লা, তৈল, ঘৃত, আলু, চা চিনি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য কোনটা দ্বিগুণ কোনটা বা চতুর্গুণ দরে ক্রয় করিতে হইতেছে। অথচ বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিরই টাকার হিসাবে আয়ের পরিমাণ বাড়ে নাই—বাড়িলেও খুব সামান্যই বাড়িয়াছে। যে পরিবার মাসে ৫০৲ টাকা খরচ করিয়া মোটামুটিরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিত সেই পরিবারকে এখন জীবন-যাত্রার পূর্ব্ব আদর্শ বজায় রাখিতে অন্ততঃপক্ষে দেড়শত টাকা ব্যয় করিতে হয়। এজন্য সকলেই আহার পরিচ্ছদ বিলাস সামগ্রীর পরিমাণ কমাইয়াছে—কিন্তু উহাতেও সমস্যার সমাধান হইতেছে না। দিনের পর দিন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে। শত প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ সত্ত্বেও স্বল্প আয় দ্বারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া উঠা সম্ভব হইতেছে না।

জাতীয় জীবনের এই মহা অনর্থের কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই একবাক্যে বলিবেন যুদ্ধ। কিন্তু একমাত্র যুদ্ধের জন্যই কি দেশের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে? যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ইংলণ্ড আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্টভাবে যুদ্ধে জড়িত হইলেও ঐ দেশের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম কেন? যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র ইংলণ্ডে যত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হইত তাহার একতৃতীয়াংশ মাত্র উক্ত দেশে উৎপন্ন হইত এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যুদ্ধের ফলে ইল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ হইতে ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বহুল পরিমাণে আমদানী হইত সেই সব দেশ শত্রুকবলিত হইয়াছে এবং আর্জ্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে গম, মাংস, চা ইত্যাদি আমদানী করা বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডে কোন প্রকার খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয় নাই এবং উক্ত দেশে সারা ১৯৪১ সালে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা ৫ ভাগ ও ১৯৪২ সালে শতকরা ৩॥ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কলিকাতায় ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর তুলনায় ডিসেম্বরে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা ১৩ ভাগ এবং ১৯৪২ সালের জানুয়ারীর তুলনায় ডিসেম্বরে উহা শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ অদৃষ্টবাদী নহে এবং রাজশক্তির অকর্ম্মণ্যতা, চোরাবাজারের অত্যাচার তাহারা নীরবে সহ্য করে না। এজন্য উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের তুলনায় খুচরা মূল্য খুব বেশী হইতে পারে না। কিন্তু এদেশে জনসাধারণ এমনই অসহায় যে, বাজারে যে জিনিষের পাইকারী দর দশ টাকা খুচরা বিক্রেতাগণকর্ত্তৃক তাহা অনায়াসেই কুড়ি টাকা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই এদেশের পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধির হার হইতে পণ্যদ্রব্য ব্যবহার-কারীগণ—যাহারা কখনও পাইকারী মূল্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারে না তাহাদের প্রকৃত দুরবস্থা উপলব্ধি করা যায় না। যাহা হউক আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে যুদ্ধই যদি দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড আমাদের তুলনায় অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও এবং খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারে ইংলণ্ড বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী পরনির্ভরশীল হইলেও ইংলণ্ডের তুলনায় বাঙ্গলায় পণ্যদ্রব্যের পাইকারীমূল্যের বৃদ্ধির হার প্রায় ৫ গুণ বেশী হয় কেন? খাদ্যদ্রব্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহে এদেশের অধিবাসীদের দুর্ভোগ ইংলণ্ডের অধিবাসীদের তুলনায় চতুর্গুণ কেন?

উহার একমাত্র জবাব এই যে, এদেশের শাসকবর্গের অকর্ম্মণ্যতাই দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশাকে এরূপ চরম অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। আমরা এই বিষয়ে মাত্র কয়েকটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিব। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য চা'ল এবং উহার ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশ কোনদিনই স্বাবলম্বী নহে বলিয়া বৎসর বৎসর এই প্রদেশে ব্রহ্মদেশ হইতে ১০ লক্ষ টন চাল আমদানী করিতে হয়। বাঙ্গলার শাসকবর্গ এই সব কথা জানিয়া শুনিয়াও এবং ব্রহ্মদেশ হইতে চালের আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে উহার সম্ভাবনা দেখিয়াও ১৯৪২ সালে ১৯৪১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ জমিতে পাট-চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চলতি ১৯৪৩ সালে কত জমিতে পাটের চাষ হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা এখনও নীরব। অথচ বাঙ্গলায় যদি ১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে এই প্রদেশে আরও ১২।০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়া বাঙ্গলার অন্নাভাব ও এই ব্যাপারে পরনির্ভরতা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এমনই অকর্ম্মণ্য যে এক কলমের খোঁচায় যে সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহাতে তাঁহারা কিছুতেই অগ্রসর হইবেন না। বাঙ্গলার মন্ত্রীবর্গ এমনই মেরুদণ্ডহীন এবং ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে সততঃ ভীত ও সন্ত্রস্ত যে বাঙ্গলার লোক না খাইয়া মরিতেছে উহা দেখিয়াও উহারা চটকলওয়ালা ও উহাদের সমর্থক ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইতে সাহস পাইতেছেন না।

কয়লা ও কাপড়ের ব্যাপারেও শাসকবর্গের অকর্ম্মণ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। কয়লার ব্যাপারে বাঙ্গলা পরনির্ভরশীল নহে। বাঙ্গলা দেশেরই রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে কয়লা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু খাদের মুখে প্রতিমণ কয়লা আট আনায় বিক্রয় হইলেও ৩ ঘণ্টার পথ কলিকাতাতে উহার খুচরা দর ৪ হইতে ৫ টাকা। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যেও এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছু আছে কিনা সন্দেহ। মালগাড়ীর অভাবেই নাকি কলিকাতায় কয়লা আসিতেছে না। অথচ আমরা শুনিতে পাই যে একশত কি দেড়শত টাকা ঘুষ দিলে অনায়াসে যে কেহ মালগাড়ী সংগ্রহ করিতে পারে। মালগাড়ীর অভাবের জন্য জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা কঠিন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে যে সব মালগাড়ী সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক তাহা ধনবান ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত হইতেছে কিনা তাহা কি রাজশক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? নিভৃত পল্লী অঞ্চলের কোন কোণে

(৬৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নূতন ক্ষেত্রে ভারতীয় কাঠ

[কালীচরণ ঘোষ]

যুদ্ধের নূতন পরিস্থিতিতে বিদেশী আমদানী অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে এবং বহু দ্রব্যাদি, যাহা আমরা বিদেশী ছাড়া ব্যবহার করিতাম না বা দেশের মধ্যে তাহা সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া জানিতাম না, সেরূপ দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া বিশেষ অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে যে প্রকৃত অনুসন্ধান চালাইলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রায় সমস্ত দ্রব্যের অভাব দেশ হইতে মিটিয়া যাইবে। অবশ্য কোনও কোনও দেশের কোনও কোনও জিনিষ গুণে অপর দেশের তৎস্থানীয় দ্রব্য অপেক্ষা অধিক গুণশালী হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিৎ নহে।

আমরা ববিন্ (bobbin) অর্থাৎ কাঠিম বা নাটাই সম্বন্ধে আজ এই প্রশ্নটী আলোচনা করিতে পারি। আধুনিক কারখানায় বয়ন কার্য্যে ববিন্ না হইলে চলে না, সুতরাং এদেশে কারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ববিন বিদেশ হইতে আসিয়াছে এবং তাহার মূল্য (১৯৩৭-৩৮) ৪৩ লক্ষ, (১৯৩৮-৩৯) ৩৮ লক্ষ ও (১৯৩৯-৪০) ৩৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কারখানার প্রয়োজন অনুযায়ী ইহাদের নাম tubes, skiwers, pirns, spools ও reels ; আমি সকলগুলির নামই "কাঠিম" বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমদানীর মধ্যে যুক্তরাজ্যের স্থান প্রথম, পরেই জাপান। অবশিষ্ট জার্ম্মানী ও অপরাপর দেশের স্থান। ইউরোপীয় ববিনে প্রধানতঃ বীচ্ (beech) এবং জাপানী দ্রব্যে মেপ্ল্ (maple), পীয়ার (pear) প্রভৃতি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহারা যে আমাদের দেশে জন্মায় না, তাহা এখানকার কাষ্ঠ তালিকা দেখিলেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং ইহার অভাব মিটাইবার জন্য এ দেশীয় কাষ্ঠের প্রয়োজন। এতাবৎ বেরিলীর সন্নিকটে ক্লটারবাক্‌গঞ্জে ববিনের একটী বড় কারখানা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতময়, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্রবৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ হলদু (Adina cordifolia), কায়েম (Mitragyna parvifolia), কঞ্জু (Holopteba integrifolia) ও কুঠান (Hymenodictyon excelsum) নামক কাঠগুলি ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ইহাতেই প্রয়োজনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে।

যুক্তপ্রদেশের গোণ্ডা ও বহ্‌রাইচ বিভাগ এবং নেপাল অধিকাংশ হলদু কাঠ সরবরাহ করে। যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য স্থান, আসাম, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং অপরাপর প্রদেশেও কমবেশী হলদু কাঠ পাওয়া যায়। কায়েম সাধারণতঃ বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে ; একস্থানে বহু গাছ পাইবার সম্ভাবনা কম। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে অধিক পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাইতে পারে ; বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় চেষ্টা করিলে সামান্য পরিমাণ সংগৃহীত হয়। কঞ্জু যুক্তপ্রদেশ, বিহার উড়িষ্যা এবং ভারতের পশ্চিম তীর প্রদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে কুঠান জন্মে. কিন্তু একস্থানে বহু পরিমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

ইহা ছাড়া আরও বহুপ্রকার কাঠ ববিনের উপযোগী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। পাটকলের জন্য খুব সস্তা ববিন তৈয়ারী করিতে আম কাঠ ও সালাই (Boswella serrata) উপযোগী। আম ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং এখন বহু ববিন কারখানায় প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে সালাই গাছ জন্মে। বিহারের সাহাবাদ জেলায় প্রচুর সালাই গাছ আছে এবং তাহার আঠায় টার্পিণের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায় ; সম্ভবতঃ ইহা হইতে সস্তায় টার্পিণ উদ্ধার করা সম্ভব হইবে।

বাঙ্গলা ও আসামে আরও কয়েক প্রকার গাছের সন্ধান হইয়াছে ; ইহার প্রত্যেকটীই ববিন তয়ারী করিতে প্রচুর ব্যবহার করিতে পারা যাইবে ; প্রকৃতপক্ষে এখনই কিছু কিছু ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার মধ্যে গামারি (Gmelina arborca) বাঙ্গলা, আসাম এবং বোম্বায়ে, চাঁপা বা চম্পক (Michelia champaca ও M. excelsa), তুঁত (Mulbery—Morus laevigata) চাপলাশা (Atrocarpus chaplash), আমুরা (Amoora rohifuka) এবং কদম (Anthocephalus cadamba) বাঙ্গলা ও আসামে, কেওড়া (Sonneratia apelata) কেবল বাঙ্গলায়, বনসম (Phobe Goalparensis) কেবল আসামে, চিকরাসি (Chukrasia tabularis) বাঙ্গলা, আসাম বোম্বাই ও মাদ্রাজে পাওয়া যায়। তালিকা হইতে দেখা যায়, যে-কাঠের দ্রব্যের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর মুখাপেক্ষী ছিলাম, তাহা ভারতে এমন কি বাঙ্গলা ও আসামে প্রচুর রহিয়াছে। এখন কিছুদিন ধরিয়া অজস্র ববিন প্রস্তুত হইলেও ইহার কাঠের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাটকলের নানারকম মাকু বা shuttleএর জন্যও আমরা সম্পূর্ণ পরনির্ভর ছিলাম। এই সামান্য দ্রব্যের আমদানী (১৯৩৭-৩৮) ৯ লক্ষ (১৯৩৮-৩৯) সাড়ে ৮ লক্ষ এবং (১৯৩৯-৪০) সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা। ইহার জন্য কর্ণেলউড (Cornelwood) ও পার্সিম্মন (Persimmon) কাঠ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে ইহার পরিবর্ত্তে ভারতীয় কয়েকপ্রকার কাঠ বিশেষ উপযোগী। ইহার অধিকাংশই বাঙ্গলার বাহিরে অধিক পরিমাণে জন্মায়।

প্রধানতঃ যে কয়টী কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, তাহার বাজার চল্‌তি নাম দিলাম ; যদি তাহাতে নির্দ্দিষ্ট কাঠ পাইবার অসুবিধা হয়, বাকী সন্ধান পরে দেওয়া যাইবে। আমাদের সাধারণ চল্‌তি বাবুল বা বাব্‌লা গাছ যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমাদের চাষী, কলু এবং কাঠের গাড়ীর মালিকদের নিকট বহু সমাদরের বস্তু। ভারতের উত্তর ভাগের প্রায় সর্ব্বত্র, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গেলেও সিন্ধুপ্রদেশে অজস্র বাব্‌লা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। মাকু ব্যতীত যন্ত্রপাতির হাতল বা বাঁট করিতে ইহা কাজে লাগে। আবলুষ (ebony) মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা ও বোম্বাই প্রদেশে অতি উৎকৃষ্ট আবলুষ জন্মে। আবলুষের মাকুতে অপেক্ষাকৃত বেশী দর পড়িয়া যায়। শিশু কাঠ পাওয়া যায় যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ ও বাঙ্গলায় ; শিশুর অপর এক জাতি সিতশাল বা সতিশাল (Rosewood) বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কূর্গে জন্মে ; বোম্বাই এবিষয়ে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তেলসর (Hopea species) মাদ্রাজের কাঠ ; পাপ্‌ড়া, হুদ্‌রি বা কিন্নরী (gardenia) মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদের

প্রায় এক চেটিয়া। বন্ধন বাতিন্‌সা (sandan),জারুল, ঝিঙ্গন প্রভৃতি কাঠ হইতে কলের মাকু সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। নিতান্ত অভাব না পড়িলে জারুল ব্যবহার করা উচিত নহে।

ববিন বা কাটিমের জন্য যে সকল কাঠ ব্যবহার করা যায় তাহার অধিকাংশই পাট কলের রোলার (roller) প্রস্তুত করিতে লাগিতে পারে। তাহা ছাড়া পিয়াল (মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) এবং অপরাপর দুই তিনটী কাঠ বিশেষ উপযোগী। ইহাদের অধিকাংশই মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের গাছ।

কোদাল কুড়ুল গাঁইতি ও যন্ত্রপাতির হাতলের জন্য বহু বিদেশী যে কাঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় তাহারা যন্ত্রপাতির আমদানীর সহিত এদেশে প্রবেশ লাভ করে। সাধারণতঃ মাকু তৈয়ারী করিতে যে কাঠ লাগে এখানেও সেই সকল কাঠ উপযোগী। তাহাছাড়া ধামিন (মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও কুর্গ), লেণ্ডি, নন্দী বা দৌরী (বাঙ্গলা, আসাম, যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ), লরেল, আসনা, সাঁই বা পাকা সাজ (যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং বাঙ্গলা) ও আরও দু'তিনটী কাঠ চলিতে পারে।

জুতার "সাজ" (last) এবং গোড়ালির জন্য হয় সমস্ত কাঠ আর না হয় তৈয়ারী মাল আমদানী করিতে হয়। এস্থলেও শিশু, ঝিঙ্গন পাপ্‌রা বা দুদ্‌রি, কায়েম, গামারি, জারুল প্রভৃতি কাঠ সহজেই পরিবর্ত্ত হিসাবে চলিতে পারে।

এস্থলে বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দিয়াশলাই-এর কাঠের কথা পাঠককে একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া ভাল। যখন বিদেশী কাঠের আমদানীর উপর বিশেষ শুল্ক ছিল না তখন aspen (Populus tremula) এবং জাপানী শিনো-কি (Tilia Japonica) ও হাকুয়ো (Populus tremula) না হইলে চলিত না। পরে ভারতীয় কাঠই, বিশেষতঃ সিমুল, পাপিতা, গিঁয়ো, ধুপ, বাকোটা কাঠই এতদিন চালাইয়া দিতেছে।

ভারতের বনভূমি ৭ কোটী একর বা ৯৮,৫৫৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্যে কত অজ্ঞাত কাষ্ঠ সম্পদের এখনও সন্ধান হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? প্রতি বৎসর এই জঙ্গল হইতে ২৯ কোটী ৩৭ লক্ষ ঘন ফুট (cu. ft.) কাষ্ঠ দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে ও জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইত; অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা বৎসরে এক কোটী ২০ লক্ষ টাকা আয় হয়। এখন যেরূপ কাষ্ঠাদি ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে ২৯ কোটী ফুট কাঠ ৪০ কোটী হইলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা নহে; প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিৎ। বিদেশী অহেতুক আমদানী হইতে আত্মরক্ষার প্রধান সুযোগ উপস্থিত।

(জাতীয় জীবনের দুর্য্যোগ)

একটা পটকা তৈয়ার করিলে অথবা গভীর অরণ্যের মধ্যে কোন স্থানে টেলিগ্রামের তার কাটা গেলে গবর্ণমেণ্টের চরেরা দুস্কৃতকারীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও কি গবর্ণমেণ্ট দুস্কৃতকারীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যানবাহন সমস্যার আংশিক সমাধান করিতে পারেন না? কেবল কয়লা নহে মালগাড়ীর অভাবে কলিকাতার বাজারে চায়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। অথচ আসাম, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ চা মজুদ হইয়া আছে। এই ক্ষেত্রেও দুস্কৃতকারীদের ঘুষের লোভ কলিকাতায় চা আমদানীর পক্ষে কতটা অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

শাসকবর্গের অকর্ম্মণ্যতার আর একটি নমুনা দেখা গিয়াছে বস্ত্রের ব্যাপারে। গত প্রায় দেড় বৎসর কাল ধরিয়া 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' অর্থাৎ গরীবের ব্যবহারের জন্য অল্প মূল্যের মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন্য তোড়জোড় হইতেছে। কিন্তু এখনপর্য্যন্ত বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের টিকিও দেখা গেল না। আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকার উপর নির্ভর করিয়া একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এখনও বাজারে ৩৲ টাকা মূল্যে মোটামুটিরূপ উৎকর্ষতা সম্পন্ন ১০ গজ ধুতি ও ৩৷৷০ টাকা মূল্যে এইরূপ সাড়ী বিক্রয় হইতে পারে এবং এই সব ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া কাপড়ের কলের পরিচালক, পাইকারী ব্যবসায়ীগণ ও খুচরা বিক্রেতাগণ ন্যায্যমত লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যানবাহনের অস্বচ্ছলতা এবং কাপড়ের কল ও কাপড় বিক্রেতাদের দুর্নিবার লোভ এই দরকে ঠেলিয়া ৭ হইতে ৮ টাকার কোঠায় পৌছাইয়াছে। রাজশক্তি উহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছেন। অন্য দেশে হইলে দেড় বৎসর নহে, দেড় মাস নহে, দেড় সপ্তাহের মধ্যে এই সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা হইত। ধনী কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের মনস্তুষ্টির জন্য অত্যধিক আগ্রহশীল শাসক নামধেয় কতকগুলি অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়িয়াই আজ দেশের দরিদ্র ব্যক্তিগণ বস্ত্রাভাবে এরূপ বিপন্ন হইয়াছে।

অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি সর্ব্বব্যাপারে আজ দেশবাসীর উপর যে দুর্য্যোগ হানা দিয়াছে তাহার কোন সমস্যাই সমাধানের অতীত নহে। দেশে জনবলের অভাব নাই, এদেশে এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমি অনাবাদী রহিয়াছে। আজ যদি রাজশক্তি একথা ঘোষণা করেন যে, কোন কৃষক কোন অনাবাদী জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ করিলে তাহাকে প্রতি একরে এক কি দেড় টাকা করিয়া পারিতোষিক দেওয়া হইবে তাহা হইলে আগামী ৭।৮ মাস কালের মধ্যে দেশবাসী খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে। রাজশক্তি ইচ্ছা করিলে ভারতের কাপড়ের কল ও তাঁতীদের সাহায্যে স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের লোকের প্রয়োজনীয় সাকুল্য বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারেন। দেশে রেল, ষ্টিমার ও মোটরের অভাব ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু সেই সনাতন গরুর গাড়ী ও দেশী নৌকার কোন অভাব এপর্য্যন্ত হয় নাই। রাজশক্তি যদি দেশবাসীর ভিতরে গরুর গাড়ী ও নৌকা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করিয়া ২০।৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন এবং প্রয়োজন হইলে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও খাল কাটিয়া দেন তাহা হইলে এক বৎসর কালের মধ্যে এদেশে যানবাহনের সমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসিতে পারে। চোরাবাজার অতি অল্পসময়ের মধ্যে বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের ভিতরেই চোরাবাজারের প্রতিনিধি রহিয়াছে কিনা তাহার খোঁজ করিতে হইবে। সেখানে উহা বন্ধ না হইলে বাহিরে উহা বন্ধ হওয়া অসম্ভব।

নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন, উৎপাদিত দ্রব্য দেশের সর্ব্বত্র সরবরাহের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ীদের লোভ দমন—দেশে এই তিনটীই বর্ত্তমানে বড় সমস্যা এবং এই তিনটির কোনটীই সমাধানের অতীত নহে। কিন্তু দেশবাসীর দুঃখে যাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, সরকারী ফাইলের মধ্যেই যাহাদের কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কোনওরূপে চাকুরী বজায় রাখাই যাহাদের কাম্য, ধনী ও কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোনও প্রকার বিরাগভাজন হইতে যাহারা কিছুতেই রাজী নহেন এবং কাজ করিতে হইলে যাহাদিগকে শত প্রকার আইন কানুনের নাগপাশ অতিক্রম করিতে হয় সেইরূপ আদর্শহীন দুর্ব্বল ও দ্বিধাগ্রস্তদের পক্ষে এই সব সমস্যার সমাধান অসম্ভব। যাহারা দেশবাসীর সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, যাহারা অনুগ্রহ চাহেন না, ভ্রূকুটী উপেক্ষা করেন, যাহারা আদর্শের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে সতত উন্মুখ, মন্ত্রীত্ব বা উচ্চ পদের সরকারী চাকুরীকে যাহারা অর্থাগমের ও খেতাবলাভের সুযোগ না ভাবিয়া জনসেবার সৌভাগ্যের পন্থা বলিয়া মনে করেন, সরকারী ফাইল ও নিয়মকানুনের খুটীনাটী অপেক্ষা প্রকৃত কাজকে যাহারা বড় বলিয়া মনে করেন একমাত্র তাঁহারাই দেশবাসীকে বর্ত্তমান দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। কিন্তু আজ তাঁহারা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতের খাদ্য সমস্যা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য এবং খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইহার সমাধানকল্পে আগামী তিনমাস কাল মধ্যে বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম আমদানী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গমের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করার ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইবে। অতি লাভকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং এমন কি কোন মূল্য না দিয়াই তাহাদের সমস্ত মাল বাজেয়াপ্তও করা চলিতে পারিবে। ভারতের সহর ও শ্রমশিল্প এলাকায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রসদ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে এবং এজন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহকে প্রস্তুত থাকিতেও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারতের উদ্বৃত্ত শস্য খরিদ করার জন্য সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, খাদ্যসম্পর্কে বর্ত্তমানের ন্যায় অচল অবস্থার যাহাতে আর উদ্ভব না হয়। যে সকল অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিবে সেই সকল স্থানের লোকদের ও দেশরক্ষা সৈন্যদলের জন্য ঐ শস্য ব্যয়িত হইবে। খাদ্যশস্য বিতরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসরণ করিবেন। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে যে বিশেষজ্ঞ ভারতে আসিতেছেন তিনি রসদ নির্দ্দিষ্ট ও বিতরণ করা সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দান করিবেন।

বৃটিশ ভারতে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয়

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের সামুদ্রিক এবং স্থলপথ বাণিজ্যশুল্ক (লবণশুল্ক বাদে) ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রূপা সংগ্রহের পরিমাণ

১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ আউন্স রূপা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৯৪২ সালের প্রথম পাঁচমাসে বিদেশ হইতে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ আউন্স, ৪ কোটি ৮০ লক্ষ আউন্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খনি হইতে এবং ১০ লক্ষ আউন্স রূপা অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪২ সালের শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারে ৩৩ কোটি ৪৩ লক্ষ আউন্স রূপা জমিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাম্র সম্পদ

১৯৩৮ সালে পৃথিবীর তাম্র উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৪১ হাজার টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯, ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে তাম্র উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন, ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন এবং ৩০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া ১৯৪২ সালে যে পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্য্য তামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা হইতে ৬ লক্ষ টন পরিশোধিত তামা পাওয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে চিলি, আফ্রিকা, কানাডা, জাপান এবং মেক্সিকো তাম্র উৎপাদন ব্যাপারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন

ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন ভারতে পৌঁছিয়া ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মালাবার ও মহীশূরের রবারের বাগানগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের সফর সমাপনান্তে মিশন দিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও সরবরাহ বিভাগের সহিত পরামর্শ করিবেন। অনতিবিলম্বে রবার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমস্ত রবারের বাগান কর্ত্তৃক কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মিশন সুপারিশ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার পরীক্ষক

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ গারনার স্পেশাল অফিসার-রূপে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ গারনার আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী তাঁহার নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। করপোরেশনের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বাংলা সরকার করপোরেশনকে ৬ লক্ষ টাকা ধার দিবেন। মিঃ গারনারের অনুপস্থিত কালে মিঃ জে, এ, পার্কস ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের কাজ করিবেন।

বাঙ্গলার বন্যার্ত্তের সাহায্যে কলম্বোর মেয়র

কলিকাতা মেয়রের বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে কলম্বোর মেয়র ১২ হাজার ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতার মেয়রের বন্যা-সাহায্য ভাণ্ডার ৬২ হাজার টাকার উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

আজকাল আমি বড় শিশি কিনছি

বড় শিশিতে জবাকুসুম শুধু যে খরচ বাঁচায় তা নয় অনেকখানি ভালো তেল সবসময়ে হাতের কাছেই থাকে। আমাদের বাড়িতে জবাকুসুম না হ'লে কারোরই চলেনা। আমি তো বিনা জবাকুসুমে স্নানের কথা ভাবতেই পারি না—আমার এই ঘন চুল তো জবাকুসুমের জন্যই। আমার স্বামী—একজন ব্যবসায়ী। অসংখ্য কাজের মধ্যে মাথা ঠিক রাখবার জন্য তাঁরও নিত্য জবাকুসুম প্রয়োজন। আমার ছোট্ট মেয়ে টুলটুলের অমন কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো চুল তো জবাকুসুম ব্যবহার করেই হয়েছে।

জবাকুসুম

JK 4

পাটের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ

কেন্দ্রীয় পাট কমিটী পাটের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগের এক পরিকল্পনা বিভিন্ন পাটকলমালিক সঙ্ঘের এবং পাট সম্বন্ধে আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতামত জানার উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে প্রচার করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। চূড়ান্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পাট-ব্যবসায়ীদের নিকট এবং আবশ্যকীয় সুপারিশসহ প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট প্রেরিত হইবে। উক্ত পরিকল্পনায় মাত্র সাদা পাটের ছয়টী শ্রেণী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাদা ও তোষা উভয় শ্রেণীর পাটের তিনটী শ্রেণী আছে। কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর কৃষি বিষয়ক গবেষণাগারে পাটগাছের ব্যাধি ও অনিষ্টকর কীটাদি দমন করার যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করিবার জন্যও একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত চিনির দর বৃদ্ধি

বাঙ্গলা সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার নিয়ন্ত্রিত দোকানসমূহের খুচরা চিনির দর নিম্নরূপ হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছে :—অর্দ্ধসের চিনির দর ঠোঙ্গাসমেত ৶০ আনার স্থলে ৶৬ পাই।

করপোরেশন কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা

প্রকাশ, কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা দেওয়ার জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হইবে তাহা পুরণার্থ বাঙ্গলা সরকার পূর্ব্ব বরাদ্দের চেয়ে আরও অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করপোরেশনকে প্রদান করিবেন। এই সাহায্য সমেত বাঙ্গলা সরকার করপোরেশনকে মোট ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

ক্ষুদ্র মুদ্রাসমূহের ওজন

১৯৪৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ভারতীয় মুদ্রা আইন অনুযায়ী প্রস্তুত দুই-আনি, এক-আনি, আধ-আনি এবং সিকি-আনি (পয়সার) নির্দ্দিষ্ট ওজন যথাক্রমে ৯০, ৬০, ৪৫ ও ৩০ ট্রয় গ্রেন হইবে। উপরোক্ত মুদ্রাগুলি প্রস্তুতের সময় উহাদের নির্দ্দিষ্ট ওজনের অনূর্দ্ধ চল্লিশভাগের একভাগ পর্য্যন্ত কমবেশী হইতে পারে।

বৃটেনে বিভিন্ন দেশের ষ্টার্লিং মজুতের পরিমাণ

প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বৃটেনে ভারতের ষ্টার্লিং মজুতের পরিমাণের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৩০৮ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালে বৃটেনে অষ্ট্রেলিয়ার মজুত ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড। নিউজিল্যাণ্ডের ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আয়ারের ৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার সংখ্যা

১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ হাজার জন লোক রাস্তায় দুর্ঘটনার দরুণ মারা গিয়াছে ; ১৯৪১ সালে এইরূপ রাস্তায় দুর্ঘটনাবশতঃ লোকমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। ১৯৪২ সালে যত লোক রাস্তায় দুর্ঘটনার জন্য মারা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ১৮ হাজার।

চীনে সংবাদপত্রের সংখ্যা

চীনের ২১টী প্রদেশে মোট ৭২৪ খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া ১৭টী প্রদেশে ১৭৪টী সংবাদ প্রেরণের প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে।

তিল চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২ সালের তিলচাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে ভারতে ৪১ লক্ষ ৮১ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৮ টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে ৩৯ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ এবং ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশ হইতে ইক্ষু রপ্তানী বন্ধ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলা দেশ হইতে এই প্রদেশের বাহিরে কোন স্থানে ইক্ষু চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

ভারতের কাঁচামালের তথ্যাদি গ্রহণ

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ভারতের কাঁচামাল সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি সহ একখানি পুস্তক প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পুস্তকখানি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হইবে। পুস্তকখানিতে প্রাকৃতিক কাঁচা মাল, বনজ উদ্ভিজ এবং খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হইবে। ইহা ছাড়া শিল্পজাত নানাবিধ মালেরও উল্লেখ পুস্তকখানির একখণ্ডে থাকিবে।

কলিকাতায় ও শিল্পাঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতায় এবং শিল্পাঞ্চল সমূহে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের একটী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। শীঘ্রই এ বিষয়ে একটী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

কৃষিকার্য্যের তথ্যাদি গ্রহণ

বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার আন্দোলনের দরুণ কি পরিমাণ জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছে এবং কোন কোন ফসল কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত তথ্যাদি গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে বাঙ্গলা সরকারের আনুমানিক ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

যাঁহারা মোহিনী মিলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অবগতির জন্য জানান হইতেছে যে,—

ভারত সরকার কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় ভারতীয় মিলগুলির দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয়ের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে ঐরূপ সরকারী পরিকল্পনার বিধিবিধানগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব বলিয়াই, আমাদের তৈয়ারী সতন্ত্র কোন পৃথক শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাহির করা সম্ভব হইবে না।

ভারত সরকারকর্ত্তৃক পরিকল্পিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাজারে ছাড়িবার ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের প্রস্তুত সমস্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ই বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান মারফৎ ইতি মধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

চক্রবর্ত্তী, সন্স এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস,
মোহিনী মিলস্ লিমিটেড্
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

বাঙ্গলা দেশে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা

গত ২০শে জানুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, বাঙ্গলার সর্ব্বত্র উচিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্যের সুষ্ঠু বিলিব্যবস্থার জন্য বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত আমদানী ও বিলিকারকদের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার কলিকাতার শেরিফ স্যার এ ফজলুল রহমানকে সভাপতি করিয়া বিলিকারক ব্যবসায়ী নির্ব্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে একটী 'ট্রেডস ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা স্থির করিয়াছেন। ডাঃ সত্যচরণ লাহা এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মিঃ ডি আর স্কট 'ট্রাইব্যুনাল'এর সভ্য নিযুক্ত হইবেন। মিঃ স্কট উক্ত 'ট্রাইব্যুনাল'এর সেক্রেটারী হইবেন। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জিনিষপত্রের ব্যবসায় প্রণালী পরীক্ষা, উচ্চতর শ্রেণীর ব্যবসায়ী বাছাই এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য বণ্টন এবং কাজের সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এইরূপ অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের সহিত স্থানীয় বিক্রেতাদের সংযোগ সাধন করাও এই 'ট্রাইব্যুনাল'এর কাজ হইবে। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী এই সকল বিক্রেতা নির্ব্বাচন করিবেন। বাঙ্গলা সরকার দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গলার যে সকল স্থানে চাউল উদ্বৃত্ত হয় সেই সকল এলাকা হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ চাউল ক্রয়ের উদ্দেশ্য হইতেছে কলিকাতায় চাউল যোগান দেওয়া এবং এই প্রদেশের অন্যান্য স্থানের চাউলের অভাব মিটাইবার জন্য উচিত মূল্যে চাউল সরবরাহ করা। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য ক্রেতারা চড়তি দরে চাউল কিনিতে আরম্ভ করায় বাঙ্গলা সরকার তাহাদের নিযুক্ত এজেন্টদের কেনা ধান বা চাউল ছাড়া অন্য চাউল বা ধান জেলার বাহিরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিবেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা, মেদিনীপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলা হইতে ধান এবং চাউল কেনা হইতেছে। শস্য ক্রয়কালে কৃষকদের জীবনযাত্রার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় ও উৎপাদন খরচা বিবেচনা করিয়া খাদ্যশস্যের দর নির্দ্ধারণ করিতে বলা হইয়াছে।

ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ

ভারত সরকারের একখানা বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ভারত সরকার তাহাদের ষ্টার্লিং ঋণ (ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণ) টাকার ঋণে রূপান্তরিত করার নীতি অনুসারে ২০ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নিম্নলিখিত ডিবেঞ্চার ষ্টকসমূহ ভারতীয় টাকার ঋণে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রতি একশত পাউণ্ডের প্রত্যেক সিকিউরিটির মূল্য টাকা আনায় নিম্নরূপ হইবে :—(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের শতকরা ৪॥০ পাউণ্ড সুদের অপরিশোধনীয় ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৪৯৯৵০ আনা; (২) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেল পথের শতকরা ৪ পাউণ্ড সুদের অপরিশোধনীয় ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৯২৲ টাকা; (৩) ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের শতকরা ৪ পাউণ্ড সুদের অপরিশোধনীয় ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৯২৲ টাকা; (৪) সাউথ ইণ্ডিয়া রেলপথের শতকরা ৪॥০ পাউণ্ড সুদের চিরস্থায়ী ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৪৯৯৵০ আনা; (৫) বার্ম্মা রেলপথের শতকরা ৩ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক—১১৭৭৵০ আনা; (৬) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল পথের শতকরা ৩ পাউণ্ড সুদের নূতন ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৭১৸৵০ আনা; (৭) বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেল পথের শতকরা ৫ পাউণ্ড সুদের স্পেশাল ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৭১৸৵০ আনা; (৮) বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের শতকরা ৪ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৬১৸৵০ আনা; (৯) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের শতকরা ৪ পাউণ্ড সুদের ১৯৪৫ সালে পরিশোধনীয় রেজিষ্ট্রীকৃত ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৬১৸৵০ আনা। এতদ্ব্যতীত ভারত-সচিব মোট ১১ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের নিম্নলিখিত ডিবেঞ্চারসমূহ পরিশোধ করিবার জন্য এক বৎসরের নোটীশ দিয়াছেন :—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের শতকরা ৩॥০ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক; গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের শতকরা ৩॥০ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক এবং বোম্বে বরদা এণ্ড সেণ্ট্রাল রেলপথের শতকরা ৩॥ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক। এই সকল ডিবেঞ্চার ষ্টকসমূহ ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পরিশোধ করা হইবে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ :

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲	"
বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	২২,০০,০০০৲	"
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি	১৮,০০,০০০৲	"
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায়	১৫,৬০,০০০৲	টাকা

ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

ইন্সিওরেন্স অফ ইণ্ডিয়া

লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয় :—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

বোনাস (দ্বিতীয়বারের ভেলুয়েসন অনুসারে)

মেয়াদী বীমায়	প্রতি হাজার টাকায় ১৩৲ টাকা
আজীবন বীমায়	প্রতি হাজার টাকায় ১৬৲ টাকা

সুদের হার শতকরা ৩॥০ আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে।

(ব্যয়ের জন্য শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছে। প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগ বাদ দিয়া শতকরা ১৬ ভাগ অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুর হার হাজার করা ৪১)

জীবন বীমা তহবিল (আগষ্ট, ১৯৪২ সাল)	২৫৫,০০০৲ টাকা
কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত	২৫৫,০০০৲ টাকা

এজেন্সী এবং বিশেষ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

চেয়ারম্যান :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারীং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্

বরোদা রাজ্যে ফলের চাষ

বরোদা রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষ প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে। নিম্নে কয়েক বৎসরের ফল চাষের জমির পরিমাণ দেওয়া হইল :—

বৎসর	জমির পরিমাণ (বিঘা)
১৯২৯-৩০	৬,২৯৪
১৯৩৬-৩৭	৬,২২৯
১৯৩৭-৩৮	৭,২৯৪
১৯৩৮-৩৯	৯,৯৭৪
১৯৩৯-৪০	৯,১৩৯

বিভিন্ন দেশে তুলার চাষ

১৯৪২ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫ শত পাউণ্ড বেলের ১ কোটী ২৯ লক্ষ ৮২ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; পূর্ব্ব বৎসরে ৫ শত পাউণ্ডের ১ কোটী ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ধরা হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে মিশরে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং ৪ শত পাউণ্ডের ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। উগাণ্ডায় ১৯৪১-৪২ সালে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে তুলা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৫ হাজার বেল।

গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ ব্যয়

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে গ্রেট বৃটেনের অর্থ-সচিব স্যার কিংসলি উড্ কমন্স সভায় বলেন যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য বৃটেনের দৈনিক প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে।

সঞ্চয় করার উৎসাহ দান

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে একটী পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে এক বৎসরে ১৫ শত টাকা জমা রাখা চলিবে। পূর্ব্বে এক বৎসরে একটী পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে এইরূপ জমা রাখার হার ছিল ৭৫০৲ টাকা।

ভারতের উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানী বন্ধের ব্যবস্থা

বর্ত্তমান অচল অবস্থা মিটাইবার জন্য সরকারী ক্রয় এজেন্সী খোলা হইবে। এই সমস্ত এজেন্সী প্রাদেশিক এবং ভারত সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবে। পাঞ্জাব প্রদেশে সরকারী এজেন্সী কাজ আরম্ভ করিয়াছে। যে যে প্রদেশে শস্য উদ্বৃত্ত থাকিবে সেইসব প্রদেশ হইতে ভারত সরকার উহা ক্রয় করিয়া যে সমস্ত প্রদেশে শস্যের অভাব ঘটিয়াছে সেইসব প্রদেশে আমদানী করিবেন। মহাজনগণ যাহাতে অতিরিক্ত মুনাফা করিতে না পারে তজ্জন্য প্রাদেশিক সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে খরিদ্দারদিগকে ক্রয় করিবার আদেশ দেওয়া হইবে। এই নীতি কার্য্যকরী হইলে চোরা বাজারের ভয় অনেকটা কমিবে আশা করা যায়। সম্প্রতি বিলাত হইতে ভারতে এ সম্পর্কে এক বিশেষজ্ঞ আসিবেন, তিনি রসদের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও বিতরণ বিষয়ে পরামর্শ দিবেন।

গমের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ রহিত সিদ্ধান্তের অপকারিতা

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিয়া ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তৎসম্পর্কে এক জরুরী আলোচনা বৈঠকে সিন্ধুর মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচিত কাজ হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিয়া গমের দর চড়িয়া যাইবার সুযোগ দিলে উহার ফলে দরিদ্র ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণের দুর্ভোগের চূড়ান্ত হইবে বলিয়া উক্ত বৈঠক মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, সিন্ধু সরকার এই বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট তাঁহাদের মতামত প্রেরণ করিয়াছেন।

মাগ্‌গী ভাতার হার বৃদ্ধি

নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের কর্ম্ম লাঘবের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট রেল কর্ম্মচারী ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের জন্য বর্ত্তমানে যে মাগ্‌গী ভাতার ব্যবস্থা আছে তাহাকে আরও ব্যাপকতর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে শতকরা ১২৷৷০ আনা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করা হইবে এবং বিভিন্ন এলাকায় দুর্ম্মূল্য ভাতার হারও বৃদ্ধি করা হইবে।

জাতির কল্যাণ হউক

ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সমগ্র জাতির সমস্ত পরিবারের প্রত্যেকটি প্রাণীর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই জাতীয় জীবন বীমার ঐকান্তিক কামনা।

সংসারের চিরন্তন দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য-দুর্দ্দশার গ্রাস হ'তে একমাত্র জীবন বীমাই জাতিকে উদ্ধার ক'রে আশার পথে—উদ্যমের পথে—অমরত্বের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের সিদ্ধহস্ত পরিচালনায় "হাওড়া ইনসিওরেন্স" এই জাতীয় কল্যাণের অভিযানে জয়যুক্ত হউক।

হা হাওড়া ডা

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

বাংলা সরকারের নূতন ডেপুটী ডিরেক্টর

মিঃ মুকুল গুপ্ত বাংলা সরকারের সহকারী ডিরেক্টর (শিল্প বিভাগের) পদ হইতে ডেপুটী ডিরেক্টর পদে (বাণিজ্য সম্বন্ধীয়) নিযুক্ত হইয়াছেন। কুটির শিল্পকে যুদ্ধোদ্যমে সংযুক্ত করার জন্য মিঃ গুপ্তকে এই পদে মনোনীত করা হইয়াছে।

কাগজের অভাব

লাহোরে কাগজের অভাবের দরুণ প্রায় ১২খানা দৈনিক সংবাদপত্র রবিবারের সংখ্যা বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে দুগ্ধ আমদানী

বাংলা সরকার মেদিনীপুরের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রথম হইতেই শিশু ও রোগীর দুগ্ধের ব্যবস্থা লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এতাবৎ বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ১০০০০ পাউণ্ড দুগ্ধ আমদানী এবং প্রয়োজনানুরূপে বণ্টন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে ২০০০ হাজার পাউণ্ড দুগ্ধ ফেণ্ডস্ এম্বুলেন্স এবং অন্যান্য সেবাসঙ্ঘের মারফৎ বণ্টন করা হইবে।

ভারতের খাদ্য সমস্যায় ভারত সচিব

কমন্স সভায় ভারতে খাদ্যাল্পতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে মিঃ আমেরী বলেন যে, যদি মজুত খাদ্যসামগ্রী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বাজারে আনার ব্যবস্থা করিয়া প্রয়োজনানুরূপে বণ্টন করা হয় তবে অভাবের আশঙ্কা অনেকটা লাঘব হইবে। মিঃ আমেরী বলেন, সহর অঞ্চলে লোকজন খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যসামগ্রীর তেমন অভাব বাস্তবিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব দেখাইয়াছেন যে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ গত ৫ বৎসর বা ১০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। বিপদ এই যে, যে সমস্ত মাল ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত আছে তাহা বাজারে বাহির হইতেছে না। অতঃপর ভারত সচিব আশ্বাস দেন যে, অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির বিপদ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য সরকারী খরিদের এজেন্সী করা হইবে। বিদেশ হইতে গম আমদানী করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা নজর রাখিবেন যাহাতে অতি লোভী ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভ করিতে না পারে।

বাংলা সরকারের আর্থিক অবস্থা

বাংলার জন-রক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু গত ২৬শে জানুয়ারী বড়লাটের শাসন বিভাগের সদস্য মিঃ জেরিমি রেইসম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সন্তোষজনক আশ্বাস পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত বসু ১৯৪৩-৪৪ সালের বাংলা প্রদেশের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। উপরন্তু ইহাও জানা গিয়াছে, বর্ত্তমানের চূড়ান্ত আর্থিক দুরবস্থায় এ প্রদেশের দরিদ্র শ্রমজীবীদের সাহায্যকল্পে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে অর্থ সাহায্য করিবেন।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক নূতন খাদ্য-তালিকার ব্যবস্থা

ভারত সরকারের সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কাউন্সিল সাব্যস্ত করিয়াছেন যে ভারতের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচা মালের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। সর্ব্বপ্রকার খাদ্যসামগ্রী, শাকশব্জী, জীবজন্তু, খনিজ দ্রব্যাদি ও শিল্প কার্য্যোপযোগী প্রাথমিক সরঞ্জামাদি এ-তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিচারপতি রক্স্‌বার্গ

বাংলার প্রধান বিচারপতির অনুমোদন অনুসারে বিচারপতি রক্স্‌বার্গ ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাই-এর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কর্পোরেশনের কয়লা সরবরাহ

কলিকাতার নাগরিকদিগের নির্দ্ধারিত মূল্যে কয়লা সরবরাহ করা সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত ব্যবস্থা শীঘ্রই ঠিক হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ। ইতিমধ্যে ধানবাদ হইতে কয়লাভর্ত্তি গাড়ীগুলি সব কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন।

ভারতা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা।

সেণ্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬

কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ

কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস আসানসোল, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া।

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শীঘ্রই নিম্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে।

বাংলা দেশ—মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, সম্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স ঃ

মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল।

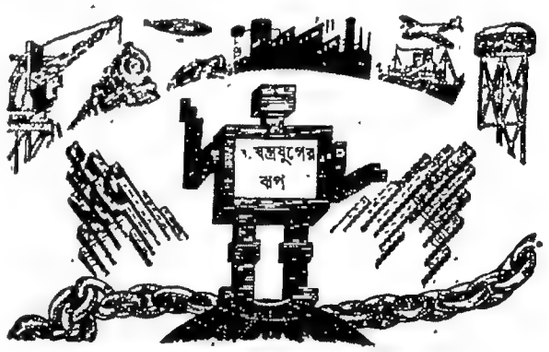

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেন্টস ঃ—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

খাদ্যদ্রব্য মজুত বন্ধের চেষ্টা

নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য মজুতকারীদের প্রতি কঠোর দণ্ড বিধানের বিষয় ভারত সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। প্রকাশ, ভারতরক্ষা বিধানে যদিও খাদ্যদ্রব্য/মজুতকারীদের যথোপযুক্ত দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তথাপি খাদ্য মজুতের ন্যায় সমাজস্বার্থবিরোধী কার্য্যকলাপের দণ্ডের ব্যবস্থা যাহাতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হয় তদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্যদ্রব্য মজুতকারীদের কঠোর দণ্ড বিধানের এক বিল পেষ করা হইবে।

বাংলা হইতে শর্করা রপ্তানী নিষিদ্ধ

বাংলা সরকার ভারতরক্ষা আইনে বাংলাদেশ হইতে অন্যত্র শর্করা রপ্তানী বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারী নির্দ্দেশদাতা বলেন এই নীতি বাংলার শর্করা কারখানার অনেকটা সাহায্য করিবে।

বোম্বাই-এ খাদ্যদ্রব্য বণ্টনের প্রাথমিক ব্যবস্থা

খাদ্যশস্য বণ্টনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বোম্বাই সহরের বাড়ীগুলিতে নম্বর দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারীরা অধিবাসীদিগের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে পাটনা ষ্টেটের কাটাবঞ্জি সহরে ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এক শাখা অফিসের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পাটনা ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী রায় বাহাদুর বাজ কানোয়ার এম-এ, পি-সি-এস্ মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের দিক দিয়া কাটাবঞ্জি উক্ত ষ্টেটের প্রধান নগর বলাজী হইতেও উন্নত। সুতরাং এই স্থানে একটি ভাল ব্যাঙ্কের অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। অতঃপর সভাপতি মহাশয় ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি ও বিভিন্ন স্থানে উহার শাখা আফিস স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণকে উক্ত ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কাটাবঞ্জি শাখার এই দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীবৃন্দ সমাগত অতিথিবৃন্দের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন।

মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বাইজনাথ কোম্পানী

কলিকাতায় বোমা বর্ষণের ফলে যেরূপ আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার ফলে অনেক হোটেল ও খাবারের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসীদের, বিশেষ করিয়া মধ্যশ্রেণী ও দরিদ্র জনসাধারণের, যৎপরোনাস্তি অসুবিধা ঘটায় এই সাময়িক গুরুসমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীযুক্ত ভুইয়ানীবালা অল্প দরে পুরি বিতরণের একটি কেন্দ্র খুলিয়াছেন। মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বাইজনাথ কোং পরিচালিত ৩১নং কটন ষ্ট্রীটস্থ উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রে পুরি প্রতি সের চার আনা দরে বিক্রয় হইতেছে, যদিও বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের বাজারে প্রতি সের পুরির দর আট আনার কম নহে। পুরির সঙ্গে তরকারী বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর জনকয়েক বিশিষ্ট কাউন্সিলরের সহিত উক্ত পুরি-তরকারী বিতরণ-কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া লক্ষ্মীচাঁদ বাইজনাথ কোম্পানীর মালিক শ্রীযুক্ত ভুইয়ানীবালাকে এই সময়োচিত হিতকর কার্য্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সিভিল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি সিভিল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কসবা শাখা অফিসের শুভ উদ্বোধন কসবার সেন মার্কেটে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ বি সি মণ্ডল এম-এল-এ এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে "বন্দে মাতরম" জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। কলিকাতার ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উক্ত দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ এইচ এম্ ঘোষ এফ-আর-ই-এস্ (লণ্ডন) সমাগত অতিথিবৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সভান্তে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইণ্ডিয়ান্ পেপার পাল্প্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **সীতারাম স্পিনিং মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **লিমসন্ এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা। **ত্রিবাঙ্কুর সুগার্স্ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। **বন্দ্ বড়মতী রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা। **দেওলী কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **এ্যালবিয়ন জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি ডি বিড়লা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৪ কোটি টাকা। ব্যবসা—ব্যাঙ্কিং।

বসন্তলাল মুরলীধর লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মুরলীধর হিমৎশিঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮।৫, রূপচাঁদ রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের কাজকারবার।

চারিয়া ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি এল চারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬।১, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—আমদানী ও রপ্তানীকারক এবং কমিশন এজেন্ট।

স্বৈকা সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি ভি স্বৈকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮এ, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ভারত সরকারের নিকট যুদ্ধসংক্রান্ত ও অন্যবিধ নানা প্রকার দ্রব্য ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহের কারবার।

হিমালয় লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি কে মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, রাধানাথ বসু লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেন্টস্।

ওভার-সী চাইনিজ্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এ সিহ্। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেন্ট ও কমিশন এজেন্ট।

এ আর্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অমূল্যরতন মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৬, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সী।

দাশ এণ্ড কোং (ফুড্ ষ্টাফ) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মাণিকলাল দাশ। ঠিকানা এখনও দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—খাদ্যদ্রব্যাদির খুচরা ও পাইকারী কাজকারবার।

ইণ্ডিয়ান মিলিটারী এণ্ড সিভিল সাপ্লায়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নগীরাম সেন। ঠিকানা এখনও দাখিল করা হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—মার্চ্চেন্ট ও এজেন্ট।

হুগলী ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯ বদ্রিদাস টেম্প্‌ল্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টর।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর ও ঢাকা।

জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—

ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। অবশ্য ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ এবার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন এতই নগন্য যে বাজারের প্রচুর স্বচ্ছল অবস্থায় উহা আদৌ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে বেশ চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল্ টাকার সুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, কিন্তু বোম্বাই-এর বাজারে এবার ।০ আনা হইতে ॥০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থাও এবার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ন্যায়। অর্থাৎ বাজারে একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে। এবার বাজারে রপ্তানী বিলের যে কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্য।

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৵৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৵৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখ হইতে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব্ববিঘোষিত ঘোষণা অনুসারে শতকরা ৯৯৷৹ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৩ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটি ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৪৳ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৪৳ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৳ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং কয়েকটী বিভাগের শেয়ারের দরেও ঊর্দ্ধগতি দেখা যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কলিকাতায় চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে গত সপ্তাহে কোনরূপ জাপানী বিমান আক্রমণ না হওয়া, অষ্টম সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি এবং ক্যাসাব্লাঙ্কায় মিঃ চার্চ্চিল এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রভৃতির সংবাদে আশা করা গিয়াছিল যে বাজার বিশেষ ভাবে

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

তেজী হইয়া উঠিবে; কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বাজারের কর্ম্মতৎপরতা কতকটা ব্যাহত করিয়াছিল। যাহা হউক, সমস্ত বিষয় বিচার করিলে গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারে কাজ-কারবারের অবস্থা ভালই ছিল বলা যায় এবং ভবিষ্যতে বাজারে আরও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

এই বিভাগে কতকটা তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। টাকার বাজার অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিলেও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের ব্যাপারে কেহই বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০৷৷৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৷৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৷৵০ আনা এবং ৪৷৷০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৸৵০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৪৲ টাকা সুদের পাঞ্জাব বণ্ড ১০৪৷৷০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছিল।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের দর তেজী ছিল।

কয়লার খনি

এই বিভাগে কাজকারবারের পরিমাণ ভাল ছিল এবং শেয়ারের দর কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উর্দ্ধগতি লক্ষিত হয়। পাটজাত দ্রব্যাদির দর তেজী থাকায় শেয়ারের দরেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৩৵০ আনা এবং ২৫৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু পরে যথাক্রমে ৩২৸০ আনা এবং ২৪৸০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল।

চিনির কল

এই বিভাগে কেরু এণ্ড কোং ১৬৲ টাকা, কাশপুর ৩৩৸০ আনা, বলরাম-পুর ১২৷৵০ আনা এবং চম্পারণ ২৬৷৷০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে।

চা-বাগান

চাবাগানের শেয়ারের মধ্যে বিশ্বনাথ ৩০৷৩ আনা, হান্তপাড়া ৪৭২৷৷০ আনা, নিউ সামাবাগ ৩০৷৩ আনা, রাজাহাট ৪২৲ টাকা এবং ১১৷৵০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩৷৵০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২৷৵০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৵০ আনা, ক্যালকাটা ট্রামস ১৪৷৵০ আনা, এলুমিনিয়াম করপোরেশন ১৬৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৫৷৷০ আনা, ডানলপ রাবার ৪৭৷৷০ আনা এবং বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৯৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে জানুয়ারী—৮০৷৵০ ৮১/০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২৫শে জাঃ—১০০৷০ ১০০৷৷০; ২৬শে—১০০৷৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৬শে জাঃ—৯৫৷৷০; ২৭শে—৯৫৷৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে জাঃ—৯৯৸০। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২২শে জাঃ—৯৪৵০; ২৫শে—৯৪৲ ৯৪৵০; ২৬শে—৯৪৲ ৯৪৷০; ২৭শে—৯৪/০ ৯৪৷০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২২শে জাঃ—১০৩৸৵০; ২৬শে—১০৩৸৵০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ২৬শে জাঃ—১০৪৷৷০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৫শে জাঃ—১০৯৸৵০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রাম :—'রেন্‌বো', কলিকাতা। ফোন :—পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়—

—অন্যান্য অফিস—

মধ্য কলিকাতা—৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট,

বড়বাজার শাখা—২০৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গলা	আসাম	বিহার	উড়িষ্যা
ঢাকা,	গৌহাটী,	ভাগলপুর,	পুরী,
নারায়ণগঞ্জ,	তেজপুর,	রাঁচি,	বহরমপুর (গঞ্জাম),
নিতাইগঞ্জ,	চারালী (ডেরাং)	পুরুলিয়া	খুরদা রোড,
ইছাপুরা (ঢাকা)			কটক (চৌধুরী বাজার)
মধ্যপ্রদেশ—নাগপুর			মঙ্গলবাগ্‌

এজেন্সী অফিস—বোম্বাই

বি, মুখার্জ্জী, বি, এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি
সকল অবস্থাতেই
আপনাদের
সেবা করিতে
প্রস্তুত।

হেড্‌ অফিস :—
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শাখা সমূহ :—
ঢাকা, কালিম্পঙ,
শিলিগুড়ী ও শান্তিপুর

ফোন : কলিকাতা ৬১১

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার :—		স্থায়ী আমানত :—	
চলতি —	½%	৬ মাস —	২½%
সেভিংস্‌—	১½%	১ বৎসর —	৩%
		২ ,, —	৩½%
		৩ ,, —	৪%

শাখা—হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর-পাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী।

(১৯৫৫-৬০) ২৬শে জাঃ—১১৩৸৶০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬শে জাঃ—১০৮।০ ; ২৭শে—১০৮।৶০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্টি) ২৭শে জাঃ—৪০৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২২শে জাঃ—১০৪৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২৭শে জানুয়ারী—৩২৷৶০ ৩৩৶০। বেঙ্গল ২৫শে জানুয়ারী—৪০৭৲ ৪১২৲ ; ২৭শে—৪১০৲ ৪১২৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৫শে জানুয়ারী—১৫৸০ ১৭৲ ; ২৬শে—১৬৸০ ১৭৲। বড়ধেমো ২৫শে জানুয়ারী—৬৶০ ; ২৭শে—৬৲ ৬৶০। বরাকর ২৬শে জানুয়ারী—১৩।৶০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ২৫শে জানুয়ারী—১৪৷৶০। ধেমোমেইন ২৫শে জানুয়ারী—১৩।০ ১৩।৶০ ; ২৬শে—১৩৷০ ১৩৸০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৭শে জানুয়ারী—১৮৸০। ইকুইটেবেল ২২শে জানুয়ারী—৩৫৸০। পুরিলাদি ২৫শে জানুয়ারী—১৫৸০ ১৫৸৶০ ; ২৬শে—১৫৸০। কালাপাহাড়ী ২২শে জানুয়ারী—১২৶০ ১২৶০ ; ২৭শে—১২৷০। কাটরাস ঝরিয়া ২৬শে জানুয়ারী—২৮৷০ ২৮৷৶০ ; ২৭শে—৩২৲। লাকুরকা ২৭শে জানুয়ারী—১৪৷০ ১৫৲। নাজীরা ২৫শে জানুয়ারী—৮৷৶০ ; ২৭শে—৮৸০। রেওয়া ২৫শে জানুয়ারী—৩০।০ ৩০৷০ ; ২৬শে—৩০৸০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫শে জানুয়ারী—৩২।০ ; ২৬শে—৩২।০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ২২শে জাঃ—৮৸৶০ ; ২৬শে—৮৸০ ৮৸৶০ ; ২৭শে—৯৶০। বেঙ্গল-নাগপুর ২৭শে জাঃ—২৯৲ ২৯।০। বেণারস ২৫শে জাঃ—৯।০ ৯।৶০ ; ২৬শে—৯।০ ৯৷৶০। বাউরিয়া (অর্ডি) ২৬শে জাঃ—৪৯৫৲ ; ২৭শে—৪৯৬৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২৫শে জাঃ—১৪৸০ ১৫৲ ; ২৬শে—১৫।০ ১৫৷৶০ ; ২৭শে—১৬৲ ১৬৸০। এলগিন মিলস ২৫শে জাঃ—৪৪৲ ৪৪৸০ ; ২৭শে—৪৪৷০ ৪৪৸০। কেশোরাম ২২শে জাঃ—১৫৸০ ; ২৫শে—১৬৲ ১৬।৶০ ; ২৬শে—১৬।৶০ ১৬৷।৶০ ; ২৭শে—১৬৷৶০ ১৬৸০। মহালক্ষ্মী ২৬শে জাঃ—২৯৷০ ; ২৭শে—২৯৸০। নিউ ভিক্টোরিয়া ২২শে জাঃ—৭৸৶০ ৭৸৶০ ; (প্রেফ) ২৭শে—১১।০।

ইলেকট্রিক

জব্বলপুর ২৭শে জাঃ—১৬।০। রাওয়ালপিণ্ডি ২৭শে জাঃ—২৮।০। আপার গ্যাঞ্জেস ২২শে জাঃ—১২৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২২শে জাঃ—৩১।৶০ ৩১।৶০ ৩১৷০ ৩১৷৶০ ৩১৷৶০ ৩১৸৶০ ৩১৸৶০ ; ২৫শে—৩২৶০ ৩২।০ ৩২।৶০ ৩২।৶০ ৩২।৶০ ৩২৸০ ; ২৬শে—৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২৶০ ৩২৶০ ; ২৭শে—৩২৷৶০ ৩২৸০ ৩২৸৶০ ৩২৸৶০ ৩৩৲ ৩৩৶০ ৩৩।০। বার্ণ এণ্ড কোং ২৫শে জাঃ—৩৪৬৲। জেসপ এণ্ড কোং ২২শে জাঃ—২০।০ ; ২৭শে—২০৷০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২২শে জাঃ—১১৷৶০ ১১৸০ ; ২৫শে—১১৷৶০ ১১৸৶০ ; ২৬শে—১১৸৶০ ; ২৭শে—১১৸৶০ ১২৲। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ২২শে জাঃ—২৩৷০ ২৩৷৶০ ২৩৷৶০ ২৩৷৶০ ২৩৸০ ২৩৸৶০ ২৩৸৶০ ; ২৫শে—২৪।৶০ ২৪৷০ ২৪৷৶০ ২৪৷৶০ ২৪৷৶০ ২৪৸০ ২৪৸৶০ ২৪৸৶০ ; ২৬শে—২৪।৶০ ২৪।৶০ ২৪৷০ ২৪৷৶০ ২৪৷৶০ ২৪৷৶০ ; ২৭শে—২৪৷৶০ ২৪৷৶০ ২৪৸৶০ ২৫৲ ২৫৶০ ২৫৶০ ২৫।০ ২৫।৶০ ২৫।৶০ ; (প্রেফ) ২৫শে জাঃ—১১৭৲ ১১৭৷০ ১১৮৲। ষ্টীল প্রডাক্টস ২২শে জাঃ—৭।৶০ ৭৷।০।

পাটকল

আদমজী ২২শে জাঃ—২৪৸০ ২৪৸৶০ ; ২৬শে—২৬।৶০ ২৬৸০ ; ২৭শে—২৬৲ ২৬৸৶০। আগরপাড়া ২২শে জাঃ—২৩৸০ ; ২৫শে—২৪৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ২২শে জাঃ—৩৩৬৲ ৩৪০৲ ; ২৫শে—৩৪৩৲ ৩৪৬৲ ; ২৬শে—৩৪৫৲ ; ২৭শে—৩৪৬৷০ ৩৪৯৲। অকল্যাণ্ড ২২শে জাঃ—১৭১৲ ১৭৩৲ ; ২৫শে—১৭৩৲ ১৭৫৲ ; ২৬শে—১৭৩৷০। বালি ২২শে জাঃ—২৬০৲ ২৫শে—২৬১৲ ২৬৩৲ ; ২৬শে—২৬৩৲ ২৬৪৷০ ; ২৭শে—২৭০৲ ২৭৩৲। বরানগর (অর্ডি) ২৫শে জাঃ—১০২৲ ; ২৬শে—১০৪৲ ১০৫৲ ; ২৭শে—১০৪৲ ১০৬৲। বেলভেডিয়র ২২শে জাঃ—৩৯৬৲ ৪০৭৲ ; ২৫শে—৪০৯৲ ৪১৫৲ ; ২৬শে—৪২২৲ ৪২৬৲ ; ২৭শে—৪২৯৲ ৪৩১৲। বজবজ ২২শে জাঃ—৩৪০৲ ৩৪৫৲ ; ২৫শে—৩৫০৲ ; ২৬শে—৩৫০৲ ; ২৭শে—৩৬০৲। চাপদানী ২৬শে জাঃ—১৯০৲ ; ২৭শে—১৯২৲। সেভিয়ট ২২শে জাঃ—১৮৮৲ ; ২৫শে—১৯২৲ ১৯৩৲ ; ২৬শে—১৯১৲ ১৯২৲। চিৎভলসা ২৫শে জাঃ—১৮।০ ১৮৷০ ; ২৬শে—১৮৷০ ১৮৷৶০। ডেল্টা ২২শে জাঃ—৪৩০৲ ; ২৫শে—৪৪৬৲ ৪৫০৲ ; ২৬শে—৪৫৭৲ ; ২৭শে—৪৬৪৲। গ্যাঞ্জেস ২২শে জাঃ—৩৪২৲ ; ২৫শে—৩৪৬৲ ; ২৭শে—৩৬৬৲। হাওড়া ২৫শে জাঃ—৫৩৸০ ৫৪।০ ; ২৬শে—৫৪৶০ ৫৪৷০ ; ২৭শে—৫৫।০ ৫৫।৶০। হুকুমচাঁদ ২২শে জাঃ—১৯৶০ ; ২৫শে—১৮৸০ ২০।৶০ ; ২৬শে—২০৷০। ইণ্ডিয়া ২২শে জাঃ—৪২৬৲ ৪৩০৲ ; ২৫শে—৪৩৭৲ ; ২৬শে—৪৩৮৲ ৪৪৩৲ ;

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা
—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিস সমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।

চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

এ, আর, পি,

সাইরেন বাজলেই

আশ্রয় গ্রহণ করুন

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি বেঙ্গল, কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

২৭শে—৪৫৪৲ ৪৫৫৲। কামারহাটী ২২শে জাঃ—৪৯৩৲; ২৫শে—৪৯৭৲; ২৬শে—৫০০৲; ২৭শে—৫০৬৲। কাঁকনাড়া ২২শে জাঃ—৩৯৮৲ ৪০০৲; ২৬শে—৪০৩৲ ৪০৫৷৷০; ২৭শে—৪০৮৲ ৪১৬৲। কেলভিন ২২শে জাঃ—৫৪১৲ ৫৪৬৲; ২৫শে—৫৫০৲; ২৬শে—৫৫২৲ ৫৫৭৲। কিনিসন ২২শে জাঃ—৩২২৲ ৩২৪৲; ২৫শে—৩৩২৲। ক্যাশনাল ২২শে জাঃ—২২৸০ ২৩৲; ২৫শে—২৩৲ ২৩৷৵০; ২৬শে—২৩৷০ ২৩৷৷০; ২৭শে—২৩৷৷০ ২৩৸৵০।

কাগজের কল

বেঙ্গল (ফাষ্ট প্রেফ) ২৫শে জানুয়ারী—৭৬৲ ৭৮৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২২শে জানুয়ারী—১৬৯৲ ১৬৫৲; ২৫শে—১৬৭৲ ১৬৯৲; ২৬শে—১৬৯৲ ১৭০৲; ২৭শে—১৭১৲ ১৭৩৲। শ্রীগোপাল পেপার ২৭শে জানুয়ারী—১৯৷৵০ ১৯৷৷০। ওরিয়েন্ট পেপার (প্রেফ) ২৫শে জানুয়ারী—১১১৲। ষ্টার পেপার ২২শে জানুয়ারী—১৯৵০ ১৯৷৵০; ২৫শে—১৯৷৷০ ১৯৷৷৵০। টিটাগড় (অর্ডি) ২২শে জানুয়ারী—২২৷৷৵০ ২৩৵০; ২৫শে—২৩৸০ ২৪৲; ২৬শে—২৩৷৷০ ২৩৷৵০; ২৭শে—২৩৷৷৵০ ২৩৸০।

চিনির কল

বলরামপুর ২৭শে জানুয়ারী—১২৷৵০। বেলস্তাণ্ড ২৫শে জানুয়ারী—৪৸০। ভারত ২২শে জানুয়ারী—১৪৵; ২৫শে—১৪৲। বুলাণ্ড ২২শে জানুয়ারী—৪৫৲ ৪৫৵০; ২৫শে—৪৪৷৷০ ৪৫৵০; ২৭শে—৪৫৵০। কেরু এণ্ড কোং ২২শে জানুয়ারী—১৪৸৵০ ১৪৸৵০; ২৫শে—১৪৸০ ১৪৸৵০; ২৬শে—১৫৷৷০ ১৫৸৵০; ২৭শে—১৫৷৷০ ১৬৲। কানপুর ২২শে জানুয়ারী—৩৩৲ ৩৩৷০; ২৫শে—৩৩৵০ ৩৩৷৵০; ২৬শে—৩৩৷৷০ ৩৩৸০। মারী ক্রয়ারী ২৭শে জানুয়ারী—১৮৷৷৵০ ১৮৸৵০। নিউ সাভান ২২শে জানুয়ারী—১২৸৵০; ২৭শে—১৩৸০ ১৩৸৵০। রাজা ২২শে জানুয়ারী—৪৫৷৵০ ৪৫৷৷০; ২৫শে—৪৫৷৷৵০ ৪৬৲; ২৬শে—৪৫৷৷৵০ ৪৫৸০। সমস্তীপুর ২২শে জানুয়ারী—১২৷৷৵০ ১২৸০; ২৫শে—১৩৲। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ২২শে জানুয়ারী—১৫৷৵০ ১৫৷৷৵০; ২৫শে—১৫৸০; ২৬শে—১৫৷৷০ ১৫৸০; ২৭শে—১৫৷৷৵০ ১৫৷৷৵০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে পাটের দরে একটা ঊর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ বেশী নহে। অবশ্য সপ্তাহের শেষের দিকে বিক্রেতা মহল বর্ত্তমান দরে মজুত পাট হাত ছাড়া করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় কাজকারবারের পরিমাণ অনেকটা সন্তোষজনক হইয়াছে। মফঃস্বল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মফঃস্বলের বাজারসমূহেও পাটের দরে চড়তির ভাব দেখা যায় এবং যাহাদের হাতে পাট মজুত রহিয়াছে তাহাদের অনেকে এখন বর্ত্তমান চড়তি দরে বিক্রয় করা লাভজনক বলিয়া মনে করিতেছেন। মোটামুটি পাটের বাজারের সকল বিভাগই এবার তেজী ছিল। আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় নাই। ১৯৪০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষের সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইতিমধ্যে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বাজারে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, যাহাতে অধিকতর জমিতে পাট চাষ হইবার ফলে জলের দরে পাট কিনিবার সুবিধা হয় তজ্জন্য পাটকলওয়ালের পক্ষ হইতে দিল্লীতে জোর তদ্বির চালান হইতেছে। এই সংবাদে পূর্ব্বেকার আশার ভাব অল্পবিস্তর ব্যাহত হইয়াছে। যাহা হউক এই সম্পর্কে শীঘ্রই সরকারী সিদ্ধান্ত পাকাপাকি ভাবে জানান হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে কাঁচা বেল বিভাগ বেশ তেজী ছিল। ইউরোপীয়ান মিডিল ১৫৲ হইতে ১৫৷৷০ আনায়, বটোম ১২৲ টাকা হইতে ১২৷৷০ আনায়, সুপার ও বেঙ্গল মিডল ১৫৲ টাকায় ও বটোম ১২৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব দেখা যায়। অবশ্য কাজকারবারের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আগাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই

ধুতী ও সাড়ী

পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা; সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৷০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

মূলধন

অনুমোদিত এবং বিলিকৃত	২০,০০,০০০৲
বিক্রিত	১০,৩৫,০০০৲ উপর
আদায়ীকৃত	৮,৮০,০০০৲ উপর

কলিকাতা অফিস :—
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,
ফোনঃ—কলিঃ ৬৫৮৮

শাখা ও এজেন্সী ঃ—
সকল প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বাজারে চাহিদার পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক। মিলওয়ালারা বিক্রয়ের দিকে বাস্তুত বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। ৯নং পোর্টার জানুয়ারী ১৮।০ আনা হইতে ১৮৷৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। ১১নং পোর্টার জানুয়ারী ২৩৷৵০ আনা হইতে ২৪৷৷০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ২৩৸০ আনা হইতে ২৪৲ টাকা, এপ্রিল-জুন ২৩৸০ আনা, এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩।০ আনা হইতে ২৩৷৷০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজারে সুস্পষ্ট চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের জন্য খাদ্যাদির সুব্যবস্থা করা হইবে এবং ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রচুর উৎপাদন ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত দুরূহ প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য শীঘ্রই বোম্বাই আসিতেছেন এরূপ সংবাদে বাজারে ভরসার ভাব দেখা যায়। কেন না, উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে মিলসমূহে কাজের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তূলার চাহিদা বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। সপ্তাহের শেষ ভাগে এবার ঝারিলা জানুয়ারী ৪২৩৲ টাকা, মার্চ্চ ২০৪৲ টাকা হইতে ২০৮৲ টাকা ও মে ২০৬৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বেশ তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের মজুত মাল হাত ছাড়া করিবার জন্য তেমন আগ্রহশীল নহেন। জাপানী বিমান হানার পর যে আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল এখন আর তাহা নাই। অনেকেই তাহাদের ব্যবসাক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁতের কাপড়ের দর সম্প্রতি চড়িয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই চড়তি দরই বজায় রহিয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ বেশী না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহের কাপড়ের বাজারের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই এবং সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৬৬৷৷০ আনা। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৫৸০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৬৫৸০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৮৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রূপা

বোম্বাইয়ে তূলার বাজার তেজী হইয়া উঠায় রূপার দরও কতকটা চড়িয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০১৷৷০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৯৸০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৯৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩৷ পেন্স।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

গত ২২শে জানুয়ারী চায়ের ২৯এ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—বাজার খোলার দিকে এই বিভাগে কাজকারবারের অবস্থা মন্দা ছিল, কিন্তু পরে কতকটা তেজীর লক্ষণ দেখা যায়। পাতা চা এবং 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের দরেও পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সবুজ চায়ের আমদানীর পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ এবং ইহার দর পাউণ্ড প্রতি ২৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। উৎকৃষ্ট এবং মাঝারি ধরণের গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হিসাবে বাড়িয়াছিল এবং সাধারণ শ্রেণীর গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনারও বেশী হারে চড়িয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই এবং আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই দরে বিকিকিনি হইয়াছিল।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড

হেড অফিস :—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৩০৫

পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

সুদ : স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%
২ বৎসরের জন্য ৫%
১ বৎসরের জন্য ৪%

ডিরেক্টার :—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

—শাখাসমূহ—
ঢাকা, মালদহ, শিলং রাঁচী, রাণাঘাট, বালী, দেওঘর, রোহনপুর, নাটোর, ঝালদহ, টিটাগড়, রাইগঞ্জ, মালুচী ও নিমাসরাই।

CALCUTTA EXCHANGE —BANK— LIMITED

ফোন :—
কলি : ১৮১৮
টেলিগ্রাম—সেফ্‌বণ্ড

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

কারখানা—আচার্য্যরায় নগর (কাঁথি সমুদ্রতীর)

কারখানার প্রসার ও উৎপাদন

বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

কারখানার কার্য্যপ্রণালী—

কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্ত্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

বর্দ্ধিত মূলধনে প্রস্‌পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।

শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।

পৃষ্ঠপোষক—কুমার বিশ্বনাথ রায়

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

রহিয়াছিলেন। পিকেটারদের মধ্যে পাদ্রীও আছেন, নারীও আছেন। অকপট খৃষ্টভক্তের চোখে নিশ্চয়ই এই দৃশ্য একেবারে ধর্ম্মের অপ-প্রয়োগ এবং নরীত্বের অপব্যবহার!

* * * * *

ভারত সরকারের অতিথিরূপে তুর্কী সাংবাদিক দলের ভারত সফর আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিবেন। গত ২৭শে জানুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে তাঁহাদিকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষ্যে তুর্কী সাংবাদিক দলের নেতা মঃ আতে যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে মিঃ জিন্না ও মুসলীম লীগের সমর্থকদের জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হইবে কিনা জানি না। কিন্তু ঐ সারগর্ভ মতামত হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল দেশ-কল্যাণকামীই সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করিবেন। "হিন্দু ও গবর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রামরত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আজ পর্য্যন্ত তুরস্ক কিছুই করে নাই কেন?" জনৈক লীগপন্থী মুসলমানের এই প্রশ্নের জবাবে মঃ আতে বলেন, "ইহা একটি আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন। হিন্দুস্থানের মুসলমানগণ আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতাম না।" যাঁহারা প্যান-ইসলাম বা বিশ্বমুসলিমতন্ত্রের স্বপ্নে মশগুল হইয়া ভারতের ইষ্টানিষ্ট নির্দ্ধারণের জন্য এতকাল ঘন ঘন কেবল বাহিরের দিকেই তাকাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ণে এই জাতীয় কথা পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। অতঃপর মঃ আতয়ে বলেন, "তুরস্কে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি বিশেষের বিবেকের সহিতই উহার সম্পর্ক। রাজনীতি অথবা দেশের শাসন-ব্যবস্থার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই।" ইসলামিক বিশ্বমৈত্রীর পরিবর্ত্তে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করিয়া তুরস্ক ইসলামের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে কিনা এই জাতীয় এক প্রশ্নের উত্তরেও মঃ আতে বলেন, "ধর্ম্মের ভিত্তিতে বিশ্বমৈত্রীর অবাস্তব স্বপ্নের অপেক্ষা উদ্বুদ্ধ জাতীয় চেতনার ভিত্তিতেই প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে খৃষ্টানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল। আমরা তাহাদিগকে হারাইয়াছি। আরব দেশগুলিও আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জাতীয়তাবাদের নীতি গ্রহণের ফলে এক্ষণে এই সব দেশ ও সম্প্রদায়ের সহিত আমরা অধিকতর সৈখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি।" এক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির মুখে এরূপ অখণ্ড জাতীয়তা জয়গান শুনিয়া মিঃ জিন্না কি তবে মঃ আতে এবং তৎসঙ্গে সমগ্র তুর্কী জাতিকে অ-মুসলমান বলিয়া আখ্যা দিবেন, না এখনও সময় থাকিতে তাঁহার শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে?

* * * *

উক্ত সম্বর্দ্ধনার পরবর্ত্তী দিবস লাহোরে পাঞ্জাব মুসলীম সংবাদ-পত্রের পক্ষ হইতে তুর্কী সাংবাদিক দলকে এক প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করা হয়। সেখানেও জনৈক মুসলিম সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মঃ আতে বলেন, "আমরা প্রথমে তুর্কী, পরে মুসলমান। সর্ব্ব ঐস্লামিক (Par Islamic) সঙ্ঘ বা ঐ জাতীয় ধর্ম্মাঙ্গীন কোন ফেডারেশন গঠনে আমরা আদৌ আগ্রহান্বিত নহি। তুরস্কের রাজ-নীতিতে ধর্ম্মের কোন স্থান নাই।" অথচ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস প্রতিনিধি ও অন্যান্য নেতারা এরূপ উক্তি করিয়া মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের নিকট হইতে এযাবৎ বিদ্রূপ ও কটূক্তি ছাড়া আর কোন প্রতিদান পান নাই। এমন কি জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাও স্বধর্ম্মীদের হাতে কম নাজেহাল হইতেছেন না। কিছুদিন আগেই ঢাকায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্য আহুত ও আমন্ত্রিত অতিথি স্যার মিরজা ইসমাইল ঢাকার মুসলিম ছাত্র ও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিলেন। স্যার মিরজা ইসমাই-লের অপরাধ এই যে, তিনি পাটনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমি সর্ব্বাগ্রে একজন ভারতবাসী এবং তৎপর একজন মুসলমান।" মঃ আতের স্পষ্ট ভাষণে জিন্না কোম্পানীর আঁতে ঘা লাগিলেও, সুখের বিষয় তাহার অভিমত বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার মত স্থিরবুদ্ধি মুসলমান ও হিন্দুর অভাব এদেশে নাই। বিভেদ-বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত বর্ত্তমান ভারতের সম্মুখে তুর্কী সাংবাদিক অনেকখানি আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

* * *

কারারুদ্ধ কংগ্রেসী নেতাদের সহিত বাহিরের অ-কংগ্রেসী প্রতিনিধিগণের আলাপ-আলোচনার পথে যে সব বাধানিষেধ রহিয়াছে তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ সোরেন্সেন ভারত সচিব মিঃ আমেরিকে অনুরোধ করায় তিনি বলেন যে, ভারত সরকারের পক্ষে তাঁহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিবার মত কোন সঙ্গত কারণ তিনি দেখিতেছেন না। ভারত সচিবের এই প্রত্যুত্তরে বৃটিশ শাসকশ্রেণীর চিরন্তন অহমিকা ও অপরিণামদর্শিতাই সূচিত হইতেছে। ইতিহাসের দুর্ণিবার স্রোতোবেগে এমন মূঢ়তার কত শক্ত বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। ভারতের অদৃষ্ট লইয়া বর্ত্তমান বিপর্য্যয়ের মধ্যে তাঁহারা যে খুশ-খেয়ালের পরিচয় দিতেছেন তাহা আগুণ লইয়া খেলারই নামান্তর। ভারতবর্ষের জটিল প্রশ্নের একটা সদুত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত। মিঃ আমেরির সাফ জবাবের মধ্যে শাসকশ্রেণীর যে জেদ প্রকাশ পাইল তাহা শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকিবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আজ হউক কাল হউক অবস্থা বিপাকে মিঃ আমেরি তথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষ আলোচনা চালাইতে বাধ্য হইবেন। এই প্রসঙ্গে গর্ব্বান্ধ লর্ড উইলিংডনের অনমনীয় আচরণের কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। লর্ড উইলিংডন প্রথমে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা চালাইতে চাহেন নাই। পরে তিনি এমন কতকগুলি সর্ত্তে তাঁহার সহিত গান্ধীজীকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতে চাহিয়াছিলেন, যে সব সর্ত্ত সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি-সংগ্রামের মূর্ত্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী মানিয়া লয়েন নাই। পরে লর্ড লিনলিথগো এদেশে বড়লাট হইয়া আসিয়া নিজেই সাধিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। মিঃ আমেরির ন্যায় ব্যক্তিদের অনমনীয় মূঢ়তার পরাজয় আছে, কিন্তু সত্য ও ন্যায়-পরায়ণতা পরিণামে জয় লাভ করিবেই। সর্ব্বকালের ইতিহাসেই ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ
  (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
(১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শোরুম :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

UNIVERSITY

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২ কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পাত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী, =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৯৭-৬৯৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৭০৪-৭১০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭০০	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭১১
ইনফ্লেশন (১)	৭০১	বাজারের হালচাল	৭১২-৭১৬
সুগন্ধি তৈল শিল্পে ভারতের স্থান	৭০২-৭০৩		

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের চাষ

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলায় কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গলা সরকারের কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল না। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে বিষয়টীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার ভারত সচিবের উপর দেওয়া হইয়াছে। ভারতসচিব এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিবেন এবং কবে তাঁহার মতামত জানা যাইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে ইতিমধ্যে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, অদ্য এবং আগামীকল্য (৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী) দিল্লীতে ফুড এডভাইসরি কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে "পাটের জমি কমাইয়া তৎস্থলে খাদ্য শস্যের চাষের ব্যবস্থা" সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইবার সম্বন্ধে উক্ত এডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্যগণ কিরূপ অভিমত পোষণ করেন তাহা আমরা অবগত নহি। তবে বর্ত্তমান বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—যিনি উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন তিনি বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইয়া তৎস্থলে ধানের চাষের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। সম্প্রতি চটকলওয়ালাদের তরফ হইতে এরূপ যুক্তি দেখান হইতেছে যে, বাঙ্গলায় বর্ত্তমান বৎসরে যদি ১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে এবার মোটমাট ৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হইবে না। উহাদের মতে আগামী ৩০শে জুন তারিখে বর্ত্তমান বৎসরের অবশিষ্ট ৩৭ লক্ষ বেল পাট লইয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে বাজারে মাত্র ৮৭ লক্ষ বেল পাটের যোগান হইবে। অথচ আগামী বৎসরে ৯২ লক্ষ বেল পাটের দরকার হইবে। সুতরাং এবার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কৃষকগণকে যত জমিতে ইচ্ছা পাটের চাষ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হউক। চটকলওয়ালাদের এইসব যুক্তি একেবারেই নির্ভরযোগ্য নহে। এইজন্য যে—প্রথমতঃ আগামী জুন মাসের শেষে কৃষক, আড়তদার, চটকলওয়ালা প্রভৃতি সকলের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ ৩৭ লক্ষ বেল অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান বৎসরে যদি ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে উৎপাদিত পাটের পরিমাণ ৫০ লক্ষ বেল নহে—৬০ লক্ষ বেল হইবে। তৃতীয়তঃ আগামী বৎসরে সমগ্র জগতের প্রয়োজনে ৯২ লক্ষ বেল অপেক্ষা অনেক কম পাটের দরকার হইবে। মোটের উপর বর্ত্তমান বৎসরে যদি ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে আগামী বৎসরে প্রয়োজনীয় সমস্ত পাট পাওয়া যাইবে, চটকলওয়ালাদের হাতে উপযুক্তরূপ পাট মজুদ থাকিবে, পাটচাষী পাটের জন্য উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে এবং বাঙ্গলা চা'লের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবে। বর্ত্তমানে হিসাবের মারপ্যাঁচ দ্বারা বাঙ্গলায় অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করাইবার যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহা চটকল-ওয়ালাদের স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল মাত্র। বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত সরকার এই সব স্বার্থান্ধ প্রচারকার্য্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন না—উহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা

ইতিপূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বাঙ্গলা দেশের অধিবাসী বলিয়া বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থার সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ স্বার্থ সম্পর্ক রহিয়াছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ বাঙ্গলার জনসাধারণের যে প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে এবার বাঙ্গলা সরকারের ভূমি-রাজস্ব, আবগারী, ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আয় অনেক হ্রাস

পাওয়াই সম্ভব। ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পাটের রপ্তানী কমিয়া যাওয়াতে পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদও বাঙ্গলা সরকারের আয় এবার অনেক কম হইবে। এদিকে যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর যখন বাঙ্গলা সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে চলতি বৎসরে—অর্থাৎ আগামী মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইবে তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় ১ কোটী ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা বেশী হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গলায় চলতি বৎসরে এই ঘাটতির পরিমাণ উহা অপেক্ষা বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়। আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে এই অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক—উহা আরও শোচনীয় হওয়ারই আশঙ্কা আছে।

প্রকাশ যে, গত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বাঙ্গলার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু যখন দিল্লী যান সেই সময়ে বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যানের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন। এই আলোচনার ফলে নাকি ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতি পূরণের জন্য পূর্ব্ব প্রদত্ত ঋণ ছাড়া আর একদফা নূতন ঋণ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার যদি ভারত সরকারের প্রদত্ত ঋণের সাহায্যে বর্ত্তমান অনটন কাটাইয়া উঠিতে পারেন তাহা হইলে উহা ভালই হইবে। কারণ বর্ত্তমানে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু বাঙ্গলার জনসাধারণের যে প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক দেশে নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইবে।

দরিদ্রের উপর আয়কর

যাহাদের আয় বৎসরে ৩০০০ হাজার টাকার কম তাহাদিগকে আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। বৎসরে তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট যে সমস্ত ব্যক্তি বর্ত্তমানে আয়কর প্রদান করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবি। চাকুরী ছাড়া উহাদের আয়ের আর কোন পন্থা নাই। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর স্বল্প আয় দ্বারা উঁহারা কষ্টেসৃষ্টে নিজের ও পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আহার্য্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমস্তের মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, যাহার ফলে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবিকানির্ব্বাহ অত্যধিক কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে যাহার আয় মাসে ১৬৭৲ টাকা ও বৎসরে দুই হাজার টাকা তাহাকেই আয়কর প্রদান করিতে হয়। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে এই শ্রেণীর আয় দ্বারা শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবন বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ ব্যয় সঙ্কুলান করা দূরে থাকুক, অনেকের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সঙ্কুলান করাই কঠিন। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি বৎসরে তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে আয়কর গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ পরিবার একটু রেহাই পাইতে পারে। বর্ত্তমানে দুই হাজার হইতে তিন হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে আয়কর প্রদান করিতেছে তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাপ্ত মোট আয়করের খুব কম অংশই পূরণ হইতেছে। কাজেই তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর হইতে আয়কর উঠাইয়া দিলে সরকারী রাজস্বের তেমন কিছু ক্ষতি হইবে না। আমরা আশা করি ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান আগামী বাজেট উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের এই প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমপ্লয়মেণ্ট বোর্ডের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্ন্যাল কর্ত্তৃক "বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী" শীর্ষক একখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা আমরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিলাম। শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল বাঙ্গলার শিল্প-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর পশ্চাদপদতা এবং গত ৩০।৩৫ বৎসর কালের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের জন্য বাঙ্গালীর যে মূলধনের অপচয় ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে দুঃখ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিল্পের দিকে অধিক ঝোঁক না দিয়া প্রথমে ব্যবসার দিকে বাঙ্গালীর অধিকতর মনোনিবেশ করা উচিত। এই সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ প্রস্তাব হইতেছে—(১) কোন ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধাদান কালে এরূপ সর্ত্ত রাখা হউক যে, প্রত্যেক প্রদেশে উক্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ভার উক্ত প্রদেশের অধিবাসীর হাতে অর্পণ করিতে হইবে। (২) ভারত সরকারের অধীনে একটী প্রতিনিধিমূলক কমিটী থাকিবে এবং এই কমিটী যাহাতে উপরোক্ত ১নং সর্ত্ত অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশে এজেন্সী দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং (৩) গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসাকেন্দ্র সম্বন্ধে তথ্যতালিকা প্রকাশ করিবেন।

শ্রীযুক্ত সান্ন্যালের উপরোক্ত প্রস্তাবের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। শিল্পোদ্যমে বাঙ্গালীর বহু কোটী টাকা মূলধনের অপচয় হইয়াছে বলিয়াই যে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত—এরূপ নহে। এই প্রদেশে শিল্পের মারফতে ইউরোপীয়, অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালী সকলে মিলিয়া বৎসরে যত টাকা লাভ করিতেছে তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ লাভ করিতেছে যাহারা দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যে লিপ্ত। অন্তর্ব্বাণিজ্যের মারফতে বাঙ্গলা দেশ হইতে বৎসর বৎসর শিল্পের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ টাকা বাহিরে চলিয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহা রোধ করিবার জন্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগ্রে উহাতে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীযুক্ত সান্ন্যালের প্রথম প্রস্তাবটী কতদূর কার্য্যকরী হইবে তাহাতে সন্দেহ আছে। অন্তর্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালীর মূলধন ও কার্য্য-দক্ষতা এত কম যে অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের সহিত বাঙ্গালীর প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন হইবে। আর বাঙ্গলার অধিবাসিবৃন্দ অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের তুলনায় সুবিধাজনক সর্ত্তে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়া সত্ত্বেও যদি শিল্প পরিচালকগণকে বাঙ্গালীর মারফতে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে এদেশের শিল্প প্রচেষ্টাকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া বিপন্নই করা হইবে। শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল যদি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালার কাপড়ের কল, কেমিক্যাল কোম্পানী ইত্যাদিতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী প্রধানতঃ অবাঙ্গালীর মারফতে বিক্রিত হইতেছে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কাঁচা মালও অবাঙ্গালীর মারফতে সরবরাহ হইতেছে। বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালী শিল্প পরিচালকদের স্বাভাবিক সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও উহারা অবাঙ্গালীর মারফতে নিজেদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন কেন?

বাঙ্গালীর মূলধন ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবই উহার কারণ। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি সমুন্নত হইয়া উঠাতে মূলধনের অভাব অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায় সম্বন্ধে

অভিজ্ঞতার অভাব, বাঙ্গালীর প্রধান অন্তরায় হইয়া আছে। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙ্গালীকে সাহায্য করিতে পারেন এবং যেহেতু উহারা বাঙ্গলা দেশে ব্যবসায় চালাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন তজ্জন্য উহারা বাঙ্গালীকে ব্যবসায় সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা দিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। এজন্য যদি উপযুক্তরূপ ফি দিতে হয় তজ্জন্যও বাঙ্গালী প্রস্তুত আছে। শ্রীযুক্ত সান্যাল যদি স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল প্রমুখ ইউরোপীয়গণ এবং অবাঙ্গালী ব্যবসায়িগণকে এই ব্যাপারে রাজী করিতে পারেন তবেই বাঙ্গলার অন্তর্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালীর প্রবেশের পথ সুগম হইবে।

পর্ব্বতের মুষিক প্রসব

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ—অর্থাৎ দরিদ্রের ব্যবহারযোগ্য সস্তা কাপড় সম্বন্ধে এতদিন পরে যে সিদ্ধান্ত হইল তাহা দেখিয়া পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের কথাই মনে হইতেছে। এই সিদ্ধান্তের মর্ম্ম হইতেছে যে (১) ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত এবং/অথবা গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুতে নিয়োজিত হইবে (২) আগামী ৩ মাসের মধ্যে ৫ কোটী গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ার হইবে (৩) ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত, চালান দেওয়া ও উহার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটী উপদেষ্টা কমিটী গঠিত হইবে এবং (৪) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মারফতে এই কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রথম ধারাটী এরূপ কৌশলক্রমে রচিত হইয়াছে, যাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখা দরকার। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এবং/অথবা সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুতে নিয়োজিত হইবে। উহার অর্থ এই যে প্রয়োজন হইলে কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতাই সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতে পারিবে। উহা দ্বারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের জন্য কাপড়ের কলগুলির কত অংশ ক্ষমতা নিয়োজিত রাখা হইবে তাহা কিছুই বুঝা যায় না। এই বিষয়ে কার্য্যতঃ যে কিছু হইবে না তাহা সরকারী সিদ্ধান্তের ২নং সর্ত্ত হইতে বুঝা যায়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, আগামী ৩ মাসে ৫ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত করা হইবে। অর্থাৎ আগামী ৩ মাস কালে ভারতবর্ষের ৩৮ কোটী লোকের মধ্যে মাত্র ১ কোটী লোক একখানা করিয়া ১০ হাত ধুতি পাইতে পারিবে। উহা যে প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তারপর এই কাপড়ের মূল্য কিরূপভাবে নির্দ্ধারিত হইবে এবং এই বস্ত্র বস্ত্রব্যবসায়ীদের মারফতে বিক্রয় করা সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহা এখনও অনিশ্চিত রহিয়া আছে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের দেখা পাওয়া যাইবে কিনা এবং পাইলেও তাহা দরিদ্রের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হইবে কিনা, তাহা অনিশ্চিতই রহিয়া গেল।

নবেম্বরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে গত নবেম্বর মাসের তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণে দেখা যায় যে, গত অক্টোবর মাসের তুলনায় নবেম্বরে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ১ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ৭ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ৫ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ২০ কোটী ২২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। স্বাভাবিক সময়ে হইলে ভারতে এইভাবে বিদেশ হইতে আমদানীর স্বল্পতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর আধিক্য একটা সুখের বিষয় হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকব্জা ইত্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হইতে পারিতেছে না। এদিকে ভারতবাসীর নিত্যব্যবহার্য্য বহু প্রকার জিনিষ সামরিক প্রয়োজনে বিদেশে রপ্তানী হওয়ার জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং পণ্যমূল্য দিন দিন অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এইসব কারণে বর্ত্তমানে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল পথে ধাবিত হইতেছে, একথা বলা যায় না।

বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে আরও একটা ভাবিবার বিষয় আছে। বর্ত্তমানে রপ্তানীকারকগণ এদেশে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত দরে মালপত্র ক্রয় করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করিতেছে। এই দর বাজার দরের তুলনায় অনেক কম। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে যে মালপত্র ক্রয় করিতেছে তজ্জন্য ভারতবাসীকে অত্যধিক মূল্য দিতে হইতেছে। এইভাবে বর্ত্তমানে বহির্ব্বাণিজ্যের মারফতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক মাসে কয়েক কোটী টাকা করিয়া ক্ষতি হইতেছে। তারপর আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হওয়ার দরুণ বিদেশের নিকট মাসে মাসে ভারতবর্ষের যে টাকা পাওনা হইতেছে তাহা ইংলণ্ডে নামমাত্র সুদে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্রে নিয়োজিত করিয়া রাখা হইতেছে। এইভাবে মজুদ ঋণপত্র দ্বারা ভারতবর্ষস্থিত বৃটীশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইবার জন্য দেশবাসী যে আন্দোলন করিতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিতেছেন না। উহার ফলে ভবিষ্যতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্রের মূল্য হ্রাসহেতুও ভারতবর্ষের বহু কোটী টাকা ক্ষতি হইবে। মোটের উপর বর্ত্তমানে সকল দিক দিয়াই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ভারতবাসীর সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

নিমন্ত্রণ বন্ধের প্রস্তাব

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া বাঙ্গলা দেশে যাহাতে কেহ কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত বা সামাজিক ব্যাপার উপলক্ষে ৩০ অথবা বেশীর পক্ষে ৪০ জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে না পারে তজ্জন্য ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইন অনুযায়ী কোন আদেশ জারী করিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটী আইন পাশ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। চেম্বারের মত এই যে, বর্ত্তমানে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে—কাজেই নিমন্ত্রণাদিতে উহার অপচয় নিবারণ করা আবশ্যক। সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ৫০ জনের অধিক লোককে নিমন্ত্রণ করা নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহা দেখিয়াই ইণ্ডিয়ান চেম্বার উপরোক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান চেম্বারের প্রস্তাবের আমরা যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কোন ব্যক্তি যদি দুই চার শত লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায় তবে এই জন্য সে যে পরিমাণ অধিক খাদ্যদ্রব্য খরচ করে সেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উক্ত ২।৪ শত লোকেরবাড়ীতে কম ব্যবহার হয়। তবে নিমন্ত্রণে খাদ্যদ্রব্যের কিছুটা বাহুল্য হয় এবং মাত্র উহাকেই অপচয় বলা যায়। কিন্তু উহার পরিমাণ খুব বেশী নহে। হইলেও উহা রোধ করা সমীচীন নহে। যাহার কিছু অর্থ আছে সে যদি বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিতে এই দুর্দ্দিনে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায় তাহা হইলে বহু লোকের খাদ্যসমস্যার আংশিকভাবে সমাধান হইতে পারে। আমাদের হিন্দু সমাজে বার মাসে তের পার্ব্বণ উপলক্ষে যে দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিত তদ্দ্বারা সমাজের কত লোক যে প্রতিপালিত হইত এবং বর্ত্তমানে উহা একপ্রকার উঠিয়া যাওয়া সত্ত্বেও যে কত লোক এই ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা বোধ হয় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অবগত নহেন। উহা জানিলে তাঁহারা খাদ্যদ্রব্যের অতি সামান্য অপচয় নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট সমক্ষে উপরোক্তরূপ একটী উদ্ভট প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন না।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কিছুদিন যাবৎ সরকারী প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে আজকাল প্রায়শঃই অনেকখানি স্থান লইয়া যে সব জমকালো মার্কিনী বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহাতে বড় বড় কথা ও সুন্দর সুন্দর ছবির সমাবেশ থাকে। মিত্রশক্তি, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ন্যায়ের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন—দুনিয়ার নির্য্যাতীত নিপীড়িত দেশ ও জাতি-সমূহের মুক্তির জন্য, গণতন্ত্রের মর্য্যাদার জন্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যে তাঁহারা এই বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ আশ্বাস ও আদর্শ নানা ভাবে নানা ভাষায় প্রচার করা হইতেছে। সম্প্রতি একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধ পৃষ্ঠা জুড়িয়া এক প্রচার-বিজ্ঞাপনে "এশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য-ই" আমেরিকার আজ এত দুর্ভোগ, এমন একটা মহান ব্রতের কথা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুন্দর আরও শোভন করিয়া জানান হইয়াছে। আমরা আশ্বস্ত হইলাম! কিন্তু হুঁসিয়ার মার্কিন সরকারকে আমরা তাঁহাদের একটা বে-হিসাবী কাজ সম্পর্কে সদুপদেশ দিতে চাই। এই যুদ্ধের বাজারে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া এদেশের জনমত উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম ও অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে। বিজ্ঞাপনে যে সব কথা শুনান হইতেছে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্বয়ং সেই কথাটা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ফেলিলেই ত সব লেঠা চুকিয়া যায়। এক সঙ্গে শ্রমও বাঁচে, সময়ও বাঁচে, অর্থও বাঁচে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি সেই সৎসাহসটা দেখাইতে পারিলে রাতারাতি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের সংবাদপত্রসমূহ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মারফৎ তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে যে অকপট আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে মাসের পর মাস কোটি কোটি ডলার প্রচার বিজ্ঞাপন মারফৎ ঢালিলেও তাহার শতাংশের একাংশ ফললাভ হইবে না। বহু আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই সহজ উপায়টা গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমানের কাজ করিতেন। এই যুদ্ধের বাজারে বৃথাই এতগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইত না—বিপর্য্যস্ত বর্ত্তমানে এই অর্থ ট্যাঙ্ক ও বিমানপোতের সংখ্যা বাড়াইবার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্মে আজ লাভজনকভাবেই নিয়োজিত হইতে পারিত।

* * *

মিঃ জিন্নার মুখে নূতন কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি বোম্বাইএ ইসমাইলী কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলীম লীগের কর্ণধার বলিয়াছেন, "এতাবৎ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসন-তান্ত্রিক অচল অবস্থাটাকেই বজায় রাখিবার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা তারস্বরে বলিতেছেন যে, ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য তাঁহারা অতি মাত্রায় উদ্‌গ্রীব হইয়াই আছেন। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য থাকার ফলেই উহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। দেশ-বিদেশে তাঁহারা এই যে অপপ্রচার চালাইতেছেন তাহার জবাবে আমরা কেন বলি না 'আমরা একমত হইয়াছি—এবার প্রকৃত শাসন বুঝাইয়া দাও।' এক মত ও এক দাবী লইয়া সমগ্র দেশের অখণ্ড সংগ্রামের জন্য সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব কেন হইতেছে না?" কেন যে হইতেছে না তাহা মিঃ জিন্না না জানেন এমন নহে। সুখের বিষয় মিঃ জিন্না এতদিনে একতার কথা বলিতেছেন। ইহা যদি তাঁহার অকপট মনের উক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান ভারতের অসহনীয় অচল অবস্থায় তাহা মস্ত বড় আশার কথা।

* * *

সম্প্রতি ডাঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ সংবাদপত্র মারফৎ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা যেমনি সুচিন্তিত তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। যে পাকিস্থান লইয়া এত গোলযোগ ডাঃ লতিফ সেই পরিকল্পনারই প্রথম উদ্ভাবক। সেই ডাঃ লতিফ আজ মিঃ জিন্নাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "সেদিন পর্য্যন্তও মুসলীম লীগের হাতে ভারতীয় রাজনীতির একটা কলকাঠি ছিল; কিন্তু আজ সেই লীগের স্থান কোথায়? এজন্য দায়ী কে? গত বৎসর লীগ নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ হারাইয়াছে। গত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কংগ্রেস যখন পাকিস্থান সম্পর্কে তাঁহাদের আপোষমূলক মনোভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিল, সেই সময়ে মুসলিম লীগ চূড়ান্ত সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সহিত আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি বৃটিশ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি একান্ত উদাসীন রহিলেন। 'আগে পাকিস্থান পরে সাময়িক জাতীয় শাসনতন্ত্র গঠন' এইরূপ জেদ আঁকড়াইয়া রহিলেন"। ডাঃ লতিফের বিচার-বিশ্লেষণ অকাট্য। মিঃ জিন্না অনমনীয় ছিলেন বলিয়াই তৃতীয় পক্ষ সেই সুবিধা ভাঙ্গাইয়া নিজেদের মতলব অনুযায়ী কাজ হাসিল করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের কাছে এই আত্মসমর্পণের ফলে মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের পরিণামে কি সুফল লাভ হইল? ডাঃ লতিফেরই ভাষায় "কংগ্রেস নেতৃগণ কারাগারে গিয়া আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা হারাইলেন। বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে মিঃ জিন্নার কাছেও আর উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে না। বড়লাট মিঃ জিন্নাকে আর বিশেষ আমলই দিলেন না। শুধু তাহাই নহে। বন্ধুবর মিঃ আমেরী পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়া বলিয়া বসিলেন যে, আকবরের শাসন পরি-কল্পনা অনুসারেই কি ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত ও প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না? সর্ব্বশেষে তুর্কী সাংবাদিক দল বলিলেন যে, তাঁহারা পাকিস্থানের ন্যায় ঘরোয়া একটা কলহ সম্পর্কে আদৌ কৌতূহল পোষণ করেন না। আজ লীগের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে"।

* * *

মিঃ আমেরির মুখে আকবরের শাসনতান্ত্রিক আদর্শ কিংবা লর্ড লিনলিথগোর বক্তৃতায় সহসা ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার জোরাল সমর্থনকে ভারতবাসী সন্দেহের চক্ষেই দেখে। এসবের পিছনে কোন এক নূতন মতলবের নূতন চাল রহিয়াছে। শাসক শক্তির সর্ব্বপ্রকার ভেদনীতি ব্যর্থ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধতা। মিঃ জিন্নার বোম্বাই বক্তৃতার উপসংহারে অবশ্য তাঁহার পুরাতন সুরের কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে, তথাপি মোটামুটি তাঁহার বক্তৃতায় সকলে মিলিয়া এবার একযোগে দাঁড়াইয়া শাসকশ্রেণীর ধাপ্পাবাজি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার এক আহ্বান উচ্চারিত হইয়াছে। এই সূত্র ধরিয়া একটা আপোষ-মীমাংসার পথে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হওয়া কি আজ অসম্ভব? অন্যান্য রাজনৈতিক মহলে মিঃ জিন্নার উক্তির কি প্রতিক্রিয়া হয়, আমরা তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিব।

(৭১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিহারে ঘৃত রপ্তানী নিষিদ্ধ

বিহার প্রদেশের বাহিরে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদেশের বিভিন্ন জেলাসমূহে পর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিহার সরকার ভারতরক্ষা বিধানের আশ্রয় লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত বর্ত্তমানে কয়েকটি জেলা হইতে ঘৃত, মাখন, সর ইত্যাদির রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। অবশ্য ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কোনপ্রকার অনুমতি না লইয়া দশ সের পর্য্যন্ত উপরোক্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করা চলিবে।

সিংহলে শ্রমিক প্রেরণের প্রস্তাব

ষ্ট্যাণ্ডিং এমিগ্রেশন কমিটি সিংহলের রবারের বাগানগুলিতে কাজ করিবার জন্য ভারত হইতে ৩০ হাজারেরও অধিক মজুর প্রেরণ সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও জানা গিয়াছে যে, সিংহলে ভারতীয়গণকে নাগরিকের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হইবে শুধু এই সর্ত্তে সিংহলে ভারতীয় মজুর সরবরাহ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে, এই মর্ম্মে ভারত সরকার সিংহল গবর্ণমেণ্টকে ভারতের জনমতের কথা জানাইয়া দিয়াছেন।

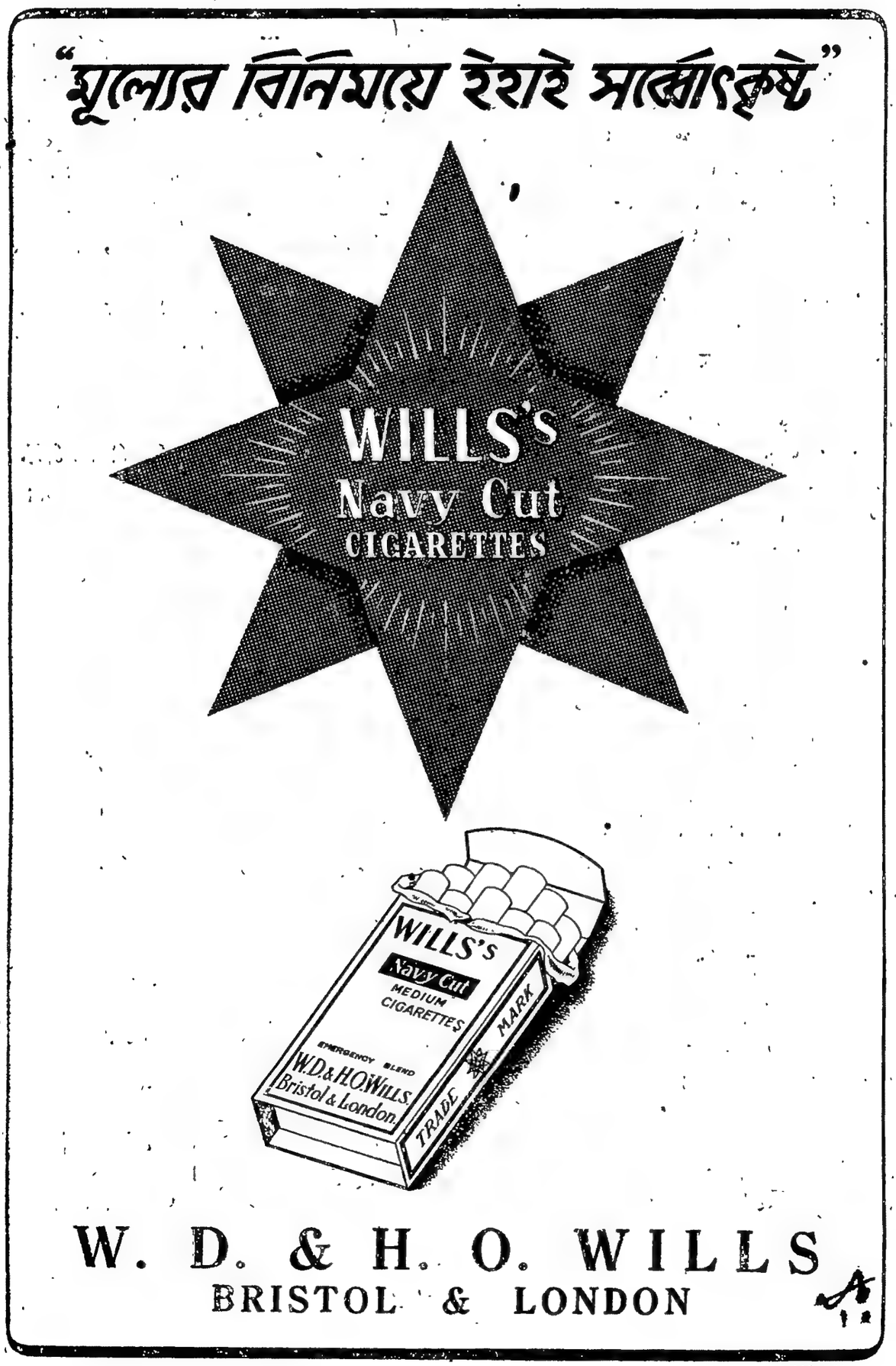

কলিকাতায় কয়লার মূল্য

বাঙ্গলার অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগ কয়লার মূল্য নিম্নোক্তরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন:—রেলওয়ে ডিপোর পাইকারী দর—প্রতিমণ ১৵০। সহরের ডিপোসমূহের খুচরা দর—প্রতি মণ ১৷৵০। জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, রেলওয়ে কয়লার ডিপোসমূহের ভারপ্রাপ্ত কয়লা ব্যবসায়িগণকে এই সকল ডিপোতে সাধারণ ক্রেতাদের নিকটে খুচরা হিসাবে কয়লা বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেবল মাত্র যে সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরা ব্যবসায়ী কিম্বা কোন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বড় বড় ক্রেতা সাধারণতঃ পাইকারী হিসাবে তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ কয়লা কিনিয়া থাকে তাহারা এই সকল ডিপোতে কয়লা পাইতে পারে। অন্যান্য ক্রেতাগণকে সহরের খুচরা বিক্রয়ের ডিপোসমূহ হইতে তাহাদের কয়লা সরবরাহ লওয়ার পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে। আশা করা যায়, এই সকল ডিপোতে কোনরূপ অভাব থাকিলে তাহা শীঘ্রই দুরীভূত হইবে। কারণ বর্ত্তমানে দৈনিক ৩০ হইতে ৪০ ওয়াগন হিসাবে কলিকাতায় কয়লা আসিয়া পৌছিতেছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ পরিকল্পনা

বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এবং সরবরাহ বিভাগ বস্ত্র ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছেন তাহা প্রস্তুতের জন্য তাঁহাদের উৎপাদন শক্তির শতকরা ৬০ ভাগ সংরক্ষিত রাখিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অদ্য ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এডভাইসারী প্যানেলের এক সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মিঃ গোলাম মহম্মদ বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিন মাসের জন্য ৫০ কোটি গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের জন্য সকলে একমত হইয়াছেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থার যে পরিকল্পনা এতকাল পরীক্ষামূলক অবস্থায় ছিল সেই সকল পরিকল্পনা সম্পর্কে বয়নশিল্পের প্রতিনিধিদের সহিত বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং একটি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উহার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে একমত হইয়াছেন এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত, স্থানান্তরে প্রেরণ, বিলিব্যবস্থা, বিক্রয় ও উহার মূল্য ধার্য্য করা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে একজন কমিশনার নিয়োগ করিবেন। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সম্পর্কে তিনি উহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইবেন। তাঁহার অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকজন কমিশনার থাকিবেন। যে প্যানেল গঠিত হইবে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহার সহিত পরামর্শক্রমে প্রতি তিন মাস অন্তর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের ক্রয় মূল্য ধার্য্য করিবেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ ও তত্ত্বাবধানে এবং প্রাদেশিক পরামর্শ কমিটির সহযোগিতায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ তাঁহাদের নিজেদের প্রদেশে উহার বিলি ব্যবস্থা করিবেন। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহকে এই পরিকল্পনায় যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে এবং যাহাতে তাঁহারা যোগদান করেন সেইজন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইবে। বাকী কয়েকটী খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা হইবে। বোম্বাইয়ে প্যানেলের প্রধান কার্য্যালয় হইবে। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, মিঃ ভেল্লড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ কমিশনার নিযুক্ত হইবেন।

ষ্ট্যাণ্ডিং মার্কেটিং কমিটির বৈঠক

কলিকাতায় ৩০শে জানুয়ারী ঢাকার নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে ষ্ট্যাণ্ডিং মার্কেটিং কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। উক্ত সভায় কমিটির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ড" রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্যাদি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করা সম্পর্কে সভায় বিশেষ আলোচনা হয়। প্রতি জেলায় খাদ্য শস্যের উৎপাদন ও প্রয়োজনের পরিমাণের একটি বিস্তৃত তালিকা গঠন করা হইবে বলিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে

দি

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯২২ সালে

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

আমানত ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার অধিক
কার্য্যকরী তহবিল ৪,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক
(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত)

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা:—

৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড,
২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—
ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

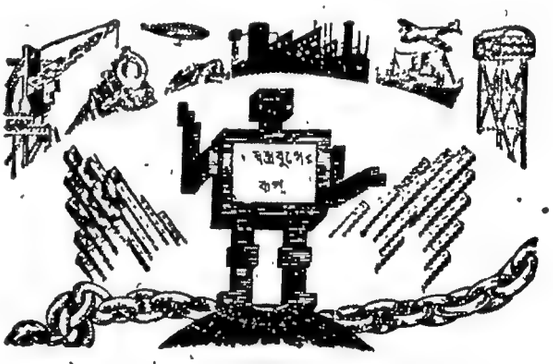

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ষ্ট্রাট্স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসার্শন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস:—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন: কলি: ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

চিনির নির্দ্ধারিত মূল্যের বৃদ্ধি

বাঙ্গলা সরকার চিনির নির্দ্ধারিত দর বাড়াইয়া দিয়া নিম্নলিখিত এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন :—বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চ মূল্য পাইকারী ১৫৶০ আনা হইতে ১৬৷৵৯ পাই (চিনির উৎকর্ষ হিসাবে); খুচরা ১৬৲ টাকা হইতে ১৭৶৯ পাই; খুচরা প্রতি সের ।৶০ (কাগজের ঠোঙ্গার জন্য ১ পয়সা)। এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারণে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদিগের ন্যায্য লাভের দিক বিবেচনা করা হইয়াছে। চিনি ক্রয়বিক্রয়ের এই নির্দ্ধারিত দর অমান্য করা হইলে উহা দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি না ক্রয় করেন তজ্জন্য উক্ত ইস্তাহারে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রথম প্রস্তাব হিসাবে মিঃ হাসান ইমামের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ ইমাম অন্যান্য বিষয়ের সহিত অতিরিক্ত লাভ কর শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি করার এবং ৩০ হাজার টাকা হইতে কমাইয়া ১০ হাজার টাকা সীমা ধার্য্যের সুপারিশ জানাইয়াছেন।

ত্রিপলির পতনের
সঙ্গে সঙ্গে
ইতালীয় সাম্রাজ্যের
অবসান হ'লো

যুদ্ধে যেমন নিশ্চিত সফলতা
জয়ের পর তেমনি আসবে স্বাধীনতা

মিত্রশক্তির বিজয়
সুনিশ্চিত
বিজয়ের দিনকে নিকটবর্ত্তী
করার জন্যে কোমর বেঁধে লাগুন

CPC-B-150

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের কার্য্যতালিকা পাকাপাকি হইয়াছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পরিষদে বাজেট পেশ করা হইবে। ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে বাজেট সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা আরম্ভ হইয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আলোচনা চলিতে থাকিবে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ফাইনান্স বিলের আলোচনা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৪২-৪৩ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ১১ই হইতে ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হইবে। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলা সরকারের বাজেট পেশ করা হইবে। ১৫ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে পরিষদের স্পীকার ও ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচন হইবে।

ছ্যাঁদা পয়সা

১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বাজারে নূতন পয়সা বাহির হইয়াছে। এই পয়সা আকারে আধ পয়সার মত। উহা পূর্ব্বের আধ পয়সারও কম পুরু। এক দিকে ইংরাজী, উর্দ্দু ও নাগরীতে এক পয়সার মূল্য লেখা আছে। ইহাতে রাজার কোনও মূর্ত্তি নাই। পয়সাটির মধ্যস্থলে মস্ত বড় একটা ছ্যাঁদা থাকায় বাজারে বাহির হইবামাত্র জনসাধারণ আগের পয়সার সহিত এই পয়সার পার্থক্য ঠিক রাখার জন্য এই পয়সার নাম দিয়াছে "ছ্যাঁদা পয়সা" এই ছ্যাঁদা পয়সাতে যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ আছে তাহা গলাইয়া কেহ লাভবান হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

খাদ্য সমস্যার সমাধানে সরকারী তোড়জোড়

মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৮ই এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শদাতা সভার (ফুড এডভাইসরী কাউন্সিল) দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। এই সভা বর্ত্তমানে দেশের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে এবং অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে আলোচনা করিবেন। এই সভায় বিশেষভাবে পাট, তুলা এবং অন্যান্য রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যসমূহের উৎপাদন হ্রাস করিবার আলোচনাও হইবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাক-শব্জির বীজের যে অভাব লক্ষিত হইতেছে সেই সমস্যা এবং চাউল, গম, ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্য শস্যের অবস্থাও এই সভায় আলোচিত হইবে।

কলিকাতায় কয়লা ও চিনি বিক্রয়

বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে চিনি ও কয়লা আমদানী হইতেছে তাহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনাল চূড়ান্ত মনোনয়ন সাপেক্ষে সাময়িকভাবে কলিকাতায় ৫৮ জন চিনি ব্যবসায়ী ও ৪১ জন খুচরা কয়লা ব্যবসায়ীকে মনোনীত করিয়াছেন। একটি প্রেসনোটে উপরোক্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সকল ব্যবসায়ী গভর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত মূল্যে চিনি ও কয়লা বিক্রয় করিতে বাধ্য। ইহার অন্যথাকরণ হইলে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা যাইবে এবং তাহাদের নাম অনুমোদিত তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। অধিকন্তু ভবিষ্যতে তাহাদিগকে চিনি ও কয়লা আর সরবরাহ করা হইবে না। উপরোক্ত তালিকার কোন পরিবর্ত্তন হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশ করা হইবে। উক্ত প্রেসনোটে আরও জানান হইয়াছে যে, মাত্র একপক্ষকাল পূর্ব্ব হইতে নূতন পরিকল্পনা অনুসারে চিনি ও কয়লা আসিয়া পৌঁছিতে থাকায় উপরোক্ত তালিকায় বর্ণিত সমস্ত ব্যবসায়ী এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত মাল পায় নাই।

কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বঙ্গীয় সরকার মিঃ সি ডবলিউ গার্ণারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মিঃ গার্ণার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের নিকট ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সকল শ্রমিক কাজ করিয়াছে তাহাদের একটি তালিকা চাহিয়াছেন।

সেনট্রাল ক্যালকাটা
ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা
—শাখাসমূহ—
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস
নীলফামারি (রংপুর) দুবরাজপুর (বীরভূম)
এলাহাবাদ
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ ঃ—
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারীং
কোম্পানী লিমিটেড্
১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।
"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"
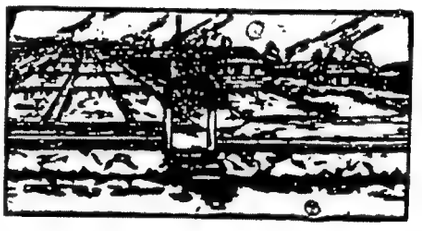
লবণ কিমতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।
কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার ঃ—		স্থায়ী আমানত ঃ—	
চলতি —	½%	৬ মাস —	২½%
সেভিংস্—	১½%	১ বৎসর —	৩%
		২ ,, —	৩½%
		৩ ,, —	৪%

শাখা—হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিবাদ

সিংহলের গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানীর জন্য যে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার ফলে স্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। সিংহলে নূতন কর্পোরেশন গঠন করিয়া তাহাকে ভারত হইতে দ্রব্য আমদানীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিবার জন্য সিংহল গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে ভাবে কাজ চলিয়া আসিয়াছে, এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হইবে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কেবল যে ব্যবসার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা নহে, পরন্তু এরূপ একচেটিয়া অধিকার পাইলে আমদানী মালের সর্ত্ত ও মূল্যাদি নির্দ্দেশে নবগঠিত কর্পোরেশনই সর্ব্বময় প্রভু হইয়া বসিবে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এই নূতন উদ্যোগের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

ব্লটিং পেপারের ব্যবহার হ্রাস করার সিদ্ধান্ত

ভারত সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থার বিবেচনায় তাহাদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্লটিং পেপার বা "চোষ-কাগজ" ভিন ভাগের এক ভাগ হ্রাস করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ জানা গিয়াছে। ভারত সরকার এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিকট অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে কল মালিক সমিতির সিদ্ধান্ত

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র প্রসঙ্গে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন (বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতি) ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কে আপাততঃ বিবেচনা করিবেন না বলিয়া প্রকাশ। ট্রেড মার্ক রেজেষ্ট্রি অফিস কলিকাতা হইতে বোম্বাইএ স্থানান্তর করণের বিরুদ্ধেও উক্ত সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

(ইনফ্লেশন)

বিক্রেতা, সৈনিক, কর্ম্মচারী, মজুর, কনট্রাক্টর ইত্যাদির হাতেই পতিত হইবে। এই ভাবে দেশবাসীর হাতে টাকার পরিমাণ আরও বাড়িবে এবং উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও চড়িবে। তখন গবর্ণমেণ্টকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৩।৪ শত কোটী টাকা অধিক ব্যয় করিতে হইবে এবং পণ্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়া হেতু সরকারী কর্ম্মচারী, সৈনিক, পুলিশ, আধা-সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, মজুর ইত্যাদি সকলের বেতন, ভাতা ইত্যাদির জন্য ৮।১০ কোটী টাকার পরিবর্ত্তে ২০।৩০ কোটী টাকা ব্যয় বাড়াইতে হইবে। এই ভাবে দেশবাসীর হাতে অর্থের পরিমাণ আরও বাড়িবে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। তখন হয়ত চালের মূল্য প্রতি মণ ৫০ টাকা, কাপড়ের জোড়া ২৫ টাকায় দাঁড়াইবে। জনসাধারণ তখন অত্যধিক ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সকলে যাহার যাহা কিছু সম্বল আছে তাহার পরিবর্ত্তে অপরিহার্য্য খাদ্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করতঃ তাহা মজুত করিতে আরম্ভ করিবে। জনসাধারণের এই ভীতি এবং উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কৃত্রিমভাবে আরও বৃদ্ধি হওয়ার জন্যও পণ্যমূল্য আরও দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকিবে। অবশেষে এমন এক অবস্থা ঘটিবে যে, হাতে সহস্র সহস্র টাকা থাকা সত্ত্বেও লোকের পক্ষে আহার্য্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া উঠা কষ্টকর হইবে। এক একটা পরিবারের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা উহার এক মাসের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইবে—হয়তঃ একটী লোকের জীবন বীমার সাকুল্য টাকা দ্বারা তাহার মৃতদেহ সৎকারের খরচাও কুলাইয়া উঠিবে না। এই সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং সমগ্র দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। ইনফ্লেশনের উহাই শেষ পরিণতি। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে এবং বিশেষ ভাবে জার্ম্মাণীতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়া কোটী কোটী লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল।

জার্ম্মাণীতে প্রচলিত মুদ্রা মার্কের মূল্য এই সময়ে এত কমিয়া যায়, অর্থাৎ মার্কের হিসাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য এত চাড়য়া যায় যে, ইনফ্লেশনের প্রতিকারার্থ উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টকে দেশে রেণ্টেন মার্ক নামক এক প্রকার নূতন মার্কের নোট প্রচলন করিতে হয় এবং ইনফ্লেশনের সময়ের প্রতি ১ লক্ষ কোটী (১,০০০,০০০,০০০,০০০) মার্ক নূতন ১ মার্কের সমান বলিয়া ধার্য্য করিতে হয়। আমাদের দেশে যদি জার্ম্মাণীর মত ইনফ্লেশন হয় এবং ভারত সরকার উহার প্রতিকারার্থ বর্ত্তমানের ১ লক্ষ কোটী টাকার নোটের বদলে একখানা নূতন ধরণের ১ টাকার নোট প্রদান করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ফলে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হইতেছেন তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

ইনফ্লেশন সম্বন্ধে মোটামুটি উহাও বক্তব্য। আগামীবারে জনসাধারণের হাতে প্রচলিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও ইনফ্লেশন ও উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পণ্যমূল্যবৃদ্ধি—কি ভাবে রোধ করা যায় তাহা আলোচনা করা হইবে এবং তৎপর আর একটী প্রবন্ধে ভারতবর্ষে কিরূপভাবে ইনফ্লেশনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি, তাহা আলোচনা করা হইবে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড
হেড অফিস :—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন ক্যাল ৩৩০৫
পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক
সুদ : স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%
২ বৎসরের জন্য ৫%
১ বৎসরের জন্য ৪%
ডিরেক্টার :—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

"কাসাবিন"
শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই সুখসেব্য ঔষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্নিগ্ধ হয়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ৬৩।৪ কর্ণ ওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি কানপুরে ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এক শাখা অফিসের উদ্বোধন উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার পদ্মপত সিংহনীয়া কে-টি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ভারত ব্যাঙ্কের উক্ত কানপুর শাখার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বোম্বাই শাখার দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গিয়াছে। স্যার শান্তিদাস আস্কুরান্ শাহ্ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় যে জাতির অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি অপরিসীম ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া ভারত ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি কামনা করেন। অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও দেশের অর্থ-নৈতিক অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার কর্ম্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষে বোম্বাই ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ও ধনী উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

শেক্তিষট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **ভেণ্টা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **লোথিয়ান্ জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা। **ওরিয়েণ্ট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **কাট্রাস্ করিয়া কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **হাবিব ব্যাঙ্ক লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **খাটাউ মাকেন্জী স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইষ্টার্ণ টকিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ আর সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩২ এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-ভারতীয় সবাক চিত্র প্রস্তুত।

হুগলী ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মাণিকলাল দত্ত। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ট্রাষ্টির কাজকারবার।

পাল মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোষ্ঠবিহারী পাল। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কাঠের কারবার ও কাঠের দ্রব্যাদি প্রস্তুত।

ভারত কনষ্ট্রাক্শন কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হরবংশলাল মালহোত্রা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সি।

বার্কমায়ার ব্রাদার্স লিঃ—প্রোমোটার মিঃ হিউ ক্লাফ্ ওয়াটার্স। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

অটল টী কোং (১৯৪৩) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন সি গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—কার্শিয়াং, দার্জ্জিলিং। অনুমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—চা, কাফি, সিঙ্কোনা প্রভৃতির চাষাবাদ।

রেওয়া বোর্ড এণ্ড পেপার মিলস্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি কোঠারি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬ বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—সর্ব্বপ্রকার কাগজ প্রস্তুত ও উহাদের কাজকারবার।

ইষ্টার্ণ ফিনান্স কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুকুমার লাহিড়ী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমিজমা ও অন্যবিধ পৈত্রিক সম্পত্তি ক্রয়, ইজারা, ভাড়া ইত্যাদির কাজকারবার।

প্রোপার্টি এণ্ড ফিনান্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শেওনাথ সিং। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৭, গ্র্যাণ্ড হোটেল, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমিজমা, বাসভূমি, ইমারত ইত্যাদি বিষয় সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকারবার।

ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি মিনোজ। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ১২ মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কমিশন এজেণ্ট ও জেনারেল মার্চ্চেণ্ট।

পাল কুণ্ডু এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোষ্ঠবিহারী পাল। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—খাদ্য-শস্যাদির কাজকারবার।

কাস্তে.....

ফসল কাটবার যখন সময় হয়, কৃষকদের জীবনে তখন এক আনন্দের দিন আসে। এই দিনটিতে সে তার কাস্তেখানি হাতে নিয়ে মাসের পর মাসের পরিশ্রমলব্ধ ফল আহরণ করে। এই কাস্তের ধারালো দাঁতগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরী।

TATA

টাটা

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত। হেড সেলস অফিস : ১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখ করিবার মত কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতায় শতকরা ॥৹ আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা ।৹ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থাও এবার পূর্ব্বের মতই। একটানা মন্দার ভাব কিছুতেই কাটিয়া উঠিতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে শুধু রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু উহার পরিমাণ যৎসামান্য।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত অবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯॥৶৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯॥৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েটের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট পূর্ব্ব-ঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸৹ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৯০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৮৩ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১২ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৪১/৪২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ৯/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸৹

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন কর ধার্য্য করিবার ভয়ে শেয়ার বাজারের এই অবনতির ভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। শেয়ার বাজারের কাজকারবারের পরিমাণ এবার খুবই কম ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন কর নির্দ্ধারণ এবং অন্যান্য চাঞ্চল্যকর অবস্থা শেয়ার বাজারের এই মন্দার ভাবের কারণ। গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারের কাজকারবার দেখিয়া শেয়ার ক্রেতা ও বিক্রেতা মহল যে বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করিতেছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক, গত কয়েক সপ্তাহের শেয়ার বাজার এরূপ অনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় থাকায়, আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার বাজারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ না করা পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক বুঝা যাইবে না। এরূপ অবস্থায় আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার বাজারের অবস্থা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। সামান্য পার্থক্যের মধ্যেই দর পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। টাকার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছিল। ৩॥৹ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪৲ এবং ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ছিল ৮০॥৵৹। মেয়াদী ঋণ-পত্রসমূহের মধ্যে ২৸৹ সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯৵৹, ৩৲ টাকা

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের কস্‌বা শাখার শুভ-উদ্বোধন গত ২৪শে জানুয়ারী হয়ে গেছে। দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন মিঃ বি, সি, মণ্ডল, বি,এ; এম, এল,এ

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
এইচ্, এম, ঘোষ, এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

সিভিল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ
২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০৶০, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৸৶০, ৪৲ সুদে ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০।০ এবং ৫৲ টাকা সুদে ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮।৶০। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন কেনাবেচা হয় নাই।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়—সামান্য কিছু কেনাবেচা হইয়াছিল। এমালগেমেটেড্ শেয়ার ৩২৸০ আনা, বেঙ্গল ৪১২৲ টাকা, ইকুইটেবেল ৩৫।০ আনা, নিউবীরভূম ১৭৸০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৬৲ টাকা ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩২৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছিল।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারে কাণপুর টেক্সটাইল ১৮।০ আনায়, এল্গিন ৪৭৲ টাকায়, ঢাকেশ্বরীর দর ডিভিডেণ্ড ব্যতীত ২১৷৶০ আনায়, কেশোরাম ১৬।৴০ আনায় বলবৎ ছিল।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের বাজারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে কিন্তু নিম্ন মূল্যের ক্রেতা যথেষ্ট ছিল। আদমজী ২৭৸০ আনায়, আগড়পাড়া ২৪৲ টাকায়, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৫০৲ টাকায়, বালি ২৭০ টাকায়, হাওড়া ৫৫৷০ আনায়, ন্যাশনাল ২৩৸০ আনায় এবং রিলায়েন্স ৫৫৷০ আনায় বলবৎ ছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারের দর সপ্তাহের প্রথম ভাগে সামান্য পার্থক্যের মধ্যে চলিতেছিল। সপ্তাহের শেষ দুইদিন শান্তভাব লক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ বর্ত্তমানে ৩২৸০—৩২৲ টাকায় এবং ষ্টীল করপোরেশন ২৩৸০—২৪৸০ আনায়, বার্ণ এণ্ড কোং ৩৬৩৲ টাকায়, ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২৸০।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩।০ আনায়, ইণ্ডিয়া কপার কর্পোরেশন ২।৴০, বি আই করপোরেশন ৬৶০, বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৮৲ টাকা। ক্যালকাটা ট্রামস্ ১৫।০, ডানলোপ রাবার ৪৮।০ আনায় উঠিয়াছিল। ন্যাশানাল ইন্সুলেটেড্ কেবেল্ ১১৷০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২৮শে জানুয়ারী—৯৯৶০ ; ১লা ফেব্রুয়ারী—৯৯৶০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯শে জাঃ—৮০৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৩রা ফেঃ—১০০৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৮শে জাঃ—৯৫৷৶০ ; ১লা ফেঃ—৯৫৷০ ৯৫৷৶০ ; ৩রা—৯৫৷৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১লা ফেঃ—১০২৸৶০ ১০২৸৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ২৮শে জাঃ—১০০৷০ ১০০৷৶০ ; ১লা ফেঃ—১০০৷৶০ ১০০৷০ ; ৩রা—১০০।৶০। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে জাঃ—৯৪৲ ৯৪/০ ৯৪৶০ ; ২৯শে—৯৪৲ (৯৩৸৶০ ৯৪৶০ ৯৪।০) ৯৪৶০ ; ১লা ফেঃ—৯৩৸৶০ ৯৪৲ ৯৪।০ ; ২রা—৯৪৶০ ; ৩রা—৯৪৲ ৯৪/০ (৯৪৶০ ৯৪।০)। ৩৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১লা ফেঃ—১০৩৸৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৮শে জাঃ—১১০।৴০ ; ১লা ফেঃ—১১০।৶০ ১১০৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৯শে জাঃ—১০৮৶০ ; ১লা ফেঃ—১০৮।৶০ ১০৮৷০ ১০৮।০ ; ৩রা—১০৮।৴০ (১০৮।০ ১০৮৶০ ১০৮।৶০ ১০৮৷০)।

ডিবেঞ্চার

৫।০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ৩রা ফেঃ—১০৪৷০। ৪।০ সুদের (১৯৩৬-৪১-৪৬) টিটাগর পেপার ৩রা ফেঃ—১০১৲। ৬৲ সুদের (১৯৪১-৫৩) অটল টী ২রা ফেঃ—১০৫৷০।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ২৯শে জাঃ—১৬১৷০। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১লা ফেঃ—১,৬৪০৲ ; (কর্ট) ৩রা—৪০৬৲ ৪০৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৮শে জাঃ—১০৩৷০ ; ২৯শে—১০৩৷০ ; ২রা ফেঃ—১০৪৲ ; ৩রা—১০৪৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১লা ফেঃ—৩৩৲। বারাবোনী ২৯শে জাঃ—৷৶০ ; ১লা ফেঃ—৷৶০। বেঙ্গল ৩রা ফেঃ—৪১০৲ ৪১১৲ ৪১২৲। বেঙ্গল নাগপুর ২৯শে জাঃ—২৮৲। ভালগোড়া ২রা ফেঃ—৬৶০ ৬৶০। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৯শে জাঃ—১৭৸৶০ ১৭৸৶০ ; ১লা ফেঃ—১৮৲। বড়-ধেমো ২৮শে জাঃ—৬/০ ৬৶০ ৬।০ ; ১লা ফেঃ—৬/০ ; ২রা—৬৲ ৬।০ ; ৩রা—৬৲ ৬।০। বরাকর ২৮শে জাঃ—১৪৲ ১৪৶০। চুড়ুলীয়া ২৮শে জাঃ—১৸০ ১৸৶০ ; ২৯শে—১৸৶০ ১৸৶০ ; ১লা ফেঃ—১৸৶০ ১৸৶০। দেওলী ২রা ফেঃ—৯৷০। ধেমোমেইন ২৮শে জাঃ—১৩৸০ ১৩৸৶০ ; ১লা ফেঃ—১৩৸৶০ ; ৩রা—১৩৷৶০ ১৩৷৶০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১লা ফেঃ—১৮৸৶০ ; ৩রা—১৯।০ ১৯।৶০। ইকুইটেবেল ২৯শে জাঃ—৩৬৲ ; ২রা ফেঃ—৩৫৲। ঘুষিক এণ্ড ঘুন্রিয়া ২রা ফেঃ—৫৸৶০ ; ৩রা—৫৸৶০। হরিলাদি ৩রা ফেঃ—১৬৲। কালাপাহাড়ী ২৯শে জাঃ—১২৷০ ; ২রা ফেঃ—১২৷৴০ ; ৩রা—১২৸০ ১২৸৶০ ১২৸৶০। কাটরাস করিয়া ২৯শে জাঃ—৩১৸৶০ ৩২৲। খাস্ কাজোরা (প্রেফ) ১লা ফেঃ—১১৲ ১১৶০। কুয়ারদী ২৮শে জাঃ—৪।০ ৪।৶০ ; ১লা ফেঃ—৪।৴০ ৪।৶০ ৪।৶০ ; ২রা—৪।৶০। লাকুরকা ২৮শে জাঃ—১৫।৴০ ১৫।৶০ ; ২রা ফেঃ—১৫৷৶০ ১৫৷০। মণ্ডলপুর ২৮শে জাঃ—১১।৶০ ১১৷০ ; ১লা ফেঃ—১১।০। নাজিরা ২রা ফেঃ—৮৷৶০ ; ৩রা—৮৸৶০। নিউ বীরভূম ৩রা ফেঃ—১৭৷৶০ ১৭৸০। নর্থ দামুদা ২৮শে জাঃ—৬৶০। পারাসিয়া ২৮শে জাঃ—২৶০ ২৶০ ২৲ ২৶০ ; ২৯শে—২।০ ২।৴০ ; ১লা ফেঃ—২৷০ ২৶০ ২৶০ ; ২রা—২।০ ২।৴০ ; ৩রা—২৶০ ২৶০ ২৶০। রাণীগঞ্জ ২৮শে জাঃ—২৬৲। রেওয়া ১লা ফেঃ—৩১৲ ; ২রা—৩১।০। শাম্লা ১লা ফেঃ—৩৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ২৯শে জাঃ—৯৸০ ৯৸৶০ ৯৶০ ৯৸৶০ ৯।০ ; ১লা ফেঃ—৮৸৶০। বাসন্তী (প্রেফ) ১লা ফেঃ—১১৷০ ; ২রা—১১।৴০ ১১।৶০। বেঙ্গল নাগপুর ২৮শে জাঃ—২৯৸০ ; ১লা ফেঃ—২৯৷০ ; ২রা—২৯।৶০ ; ৩রা—

দুই কূল রক্ষা !

১ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুইটিকেই রক্ষা করা জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য।

২ বীমাকারী এবং এজেণ্ট এই দুই পক্ষকেই সর্ব্বোত্তম সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য।

(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন)

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিমিটেড।

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

২৯৷৶০ ২৯৷০ । বেণারস ২৮শে জাঃ—৯৷৶০ ৯৷৶০ ৯৷০ ৯৷৶০ ৯৸০ । বিরলা কটন ১লা ফেঃ—২৫৷০ । বাউড়িয়া ২৮শে জাঃ—৫০৫৲ ৫০৮৲ ৫১০৲ ; ২৯শে—৫০৫৲ ; ১লা ফেঃ—৫১০৲ । চাকেশ্বরী ১লা ফেঃ—২১৸৶০ ২১৸০ ; ৩রা—২১৷৶০ । কেশোরাম (অর্ডি) ২৮শে জাঃ—১৬৸৶০ ; ২৯শে—১৬৷৶০ ১৬৷০ ১৬৷৶০ ; ১লা ফেঃ—১৬৲ ১৬৶০ ১৬৸০ ১৬৷৶০ ; ২রা—১৬৶০ ১৬৷০ ; ৩রা—১৬৷৶০ । মহালক্ষ্মী ২৮শে জাঃ—২৭৲ ২৮৷০ ; ২৯শে—২৯৷০ । নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৮শে জাঃ— ৮৶০ ৮৸৶০ ; ২৯শে—৮৶০ ৮৸৶০ ; ১লা ফেঃ—৮৶০ ; ২রা—৮৶০ ৮৷০ ৮৸৶০ ; ৩রা—৮৶০ । স্বদেশী ৩রা ফেঃ—১৩১০৲ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রেথ ওয়েট এণ্ড কোং ২৯শে জাঃ—৯৷০ । বৃটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২রা ফেঃ—১১৷৶০ । বৃটেনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২রা ফেঃ—১৪৶০ । বৃটিশ ইণ্ডিয়া ৩রা ফেঃ—১১৶০ ১১৶০ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৮শে জাঃ—৩৩৲ ৩৩৶০ ৩২৸৶০ ৩৩৷০ ৩৩৶০ ৩৩৶০ ; ২৯শে—৩২৸৶০ ৩২৸০ ৩২৷০ ৩২৷৶০ ৩২৷৶০ ৩২৷৶০ ৩২৷৶০ ৩২৸০ ; ১লা ফেঃ—৩০৲ ৩২৷৶০ ৩০৲ ৩৩৶০ ৩৩৶০ ৩২৸৶০ ৩২৸৶০ ৩২৸৶০ ৩২৸০ ৩২৷৶০ ; ২রা—৩২৷০ ৩২৷৶০ ৩২৸৶০ ৩২৷৶০ ; ৩রা—৩২৷৶০ ৩২৷৶০ ৩২৷০ । ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৮শে জাঃ—১১৸৶০ ১২৲ ; ২৯শে—১২৶০ ১২৶০ ১২৷০ ১২৷৶০ ; ১লা ফেঃ—১২৲ ১২৷০ ; ২রা—১২৷০ । সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ২রা ফেঃ—৬৸০ ৬৸৶০ ৬৸৶০ ৬৸৶০ ; ৩রা—৬৸৶০ ।

পাটকল

আদমজি ১লা ফেঃ—২৭৷০ ২৭৸০ ; (প্রেফ) ২রা—১৪৭৲ ১৪৬৲ ১৪৮৲ ১৪৯৲ । আগড়পাড়া ২৯শে জাঃ—২৪৷০ । এলবিয়ন ১লা ফেঃ—১৮৫৲ । আলেকজেন্দ্রা ২রা ফেঃ—১৯৭৲ । এংলো-ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ১লা ফেঃ—১৬৪৲ ১৬২৷০ ১৬৪৲ ; ৩রা—১৬৪৷০ । অকল্যাণ্ড ২৮শে জাঃ—১৭৮৲ ১৮০৲ ; ২রা ফেঃ—১৭৫৲ ; ৩রা—১৭৩৲ । বারণপোড় ২৮শে জাঃ—১১১৲ ১১২৲ ১১৩৲ ১১৪৲ ১১৫৲ ; ২৯শে—১১১৲ ১১২৲ ; ৩রা ফেঃ—১০৭৲ । বেল-ভেডিয়ার ২৮শে জাঃ—৪৩৮৲ ৪৪৫৲ ৪৪৬৲ ; ২৯শে—৪৩৭৲ ৪৪৪৲ ; ১লা ফেঃ—৪৩২৲ ৪৩০৲ ৪৩২৲ । বেঙ্গল ২৯শে জাঃ—২১৷০ ; ১লা ফেঃ—২১৷০ ২১৲ ২০৸৶০ ; ৩রা—২১৲ । বিরলা ২৮শে জাঃ—৪০৸০ ৪১৲ ৪১৷০ ৪১৷০ ; ২৯শে—৪১৷০ ৪১৸০ । বিরলা (প্রেফ) ২৯শে জাঃ—১২৮৲ । বজবজ ২৮শে জাঃ—৩৬৮৲ ৩৭৪৲ ; ২৯শে—৩৬৫৲ ; ১লা ফেঃ—৩৬৬৲ ; ২রা—৩৬২৲ । ক্লেলিডোনিয়া ২৮শে জাঃ—৪০৬৲ ; ১লা ফেঃ—৩৯৭৲ ; ৩রা—৩৯৭৲ । চেঙ্গিয়ট ২৯শে জাঃ—১৯৪৲ । ডালহৌসী ২৮শে জাঃ—২২৪৲ ; ২৯শে—২২২৲ ; (প্রেফ) ৩রা ফেঃ—১৬৩৲ ১৬২৷০ । ডেল্টা ২৮শে জাঃ—৪৭০৲ ; ২৯শে—৪৫৮৲ ; ১লা ফেঃ—৪৬০৲ ; ২রা—৪৫৪৲ ; ৩রা—৪৫৬৲ ৪৫০৲ । হেষ্টিংস্ (প্রেফ) ২৮শে জাঃ—১৩৬৲ ; ২৯শে—১৩৬৲ ; ১লা ফেঃ—১৩৮৲ । হুগলী ২৯শে জাঃ—৭২৲ । হাওড়া ২রা ফেঃ—৫৫৷০ । হুকুমচাঁদ ২৮শে জাঃ—২১৲ । ইণ্ডিয়া ২৯শে জাঃ—৪৫৮৲ ৪৫৮৷০ ৪৬০৲ ; ২রা ফেঃ—৪৫২৲ । কামারহাটী ২৮শে জাঃ—৫১৩৲ ; ২৯শে—৫১১৲ ৫০৬৲ ৫১২৲ ৫১২৲ ; ১লা ফেঃ—৫০৫৲ ; ২রা—৫০৮৲ । লেওসুণ্ডাউন ২৯শে জাঃ—১৪১৲ ; ৩রা ফেঃ—১৩৮৲ । মেঘনা ২৮শে জাঃ—৬০৲ ৬৪৲ ; ২রা ফেঃ—৬৩৷০ । নৈহাটী ২৮শে জাঃ—২২১৲ ; ২৯শে—২২২৲ ; ১লা ফেঃ—২২৩৲ । নস্করপাড়া ১লা ফেঃ—২১৶০ ; ২রা—২১৲ । ন্যাশনাল ২৮শে জাঃ—২৩৷৶০ ২৪৲ ২৪৶০ ২৪৷৶০ ; ২৯শে—২৩৸০ ২৩৸৶০ ; ৩রা ফেঃ—২৩৷৶০ ২৩৷৶০ ২৩৷৶০ । নিউ সেণ্ট্রাল ২৮শে জাঃ—৩৩০৲ ৩৪০৲ । রামেশ্বর ১লা ফেঃ—১১৷৶০ । রিলায়েন্স ২৮শে জাঃ—৫৬৸০ ৫৬৷০ ৫৭৲ ৫৭৷০ ; ১লা ফেঃ—৫৭৲ । শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ ২৮শে জাঃ—১৫৷৶০ ; ২৯শে—১৫৷০ ; ২রা ফেঃ—১৫৷০ ।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২৯শে জাঃ—১৭৫৲ ; ২রা ফেঃ—১৭১৲ ১৭৫৲ ১৭৩৲ । ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৯শে জাঃ—১৭১৷০ ১৭১৲ ১৭২৲ ১৭৩৲ ; ১লা ফেঃ—১৬৮৲ ; ২রা—১৬৮৲ । মাইশোর ২৯শে জাঃ—২০৸৶০ ২১৲ । ওরিয়েণ্ট (অর্ডি) ২৯শে জাঃ—২৫৷৶০ ; ৩রা ফেঃ—২৫৷০ । ওরিয়েণ্ট (প্রেফ) ২৮শে জাঃ—১১১৲ ; ১লা ফেঃ—১১১৲ । শ্রীগোপাল ৩রা ফেঃ—১৯৷৶০ ১৯৷৶০ । ষ্টার ২৮শে জাঃ—২০৲ ; ১লা ফেঃ—২০৶০ ২০৸৶০ ; ২রা—২০৸৶০ ২০৶০ ২০৲ । টিটাগড় (অর্ডি) ২৮শে জাঃ—২৩৷৶০ ২৩৸৶০ ; ২৯শে—২৩৷৶০ ; ২রা ফেঃ—২৩৶০ ; ৩রা—২৩৸৶০ ২৩৶০ ২৩৷০ ২২৸৶০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ১লা—১১১৲ ।

চিনির কল

বলরামপুর ২৮শে জাঃ—১২৷৶০ ১২৶০ ; ২৯শে—১২৷০ ; ১লা ফেঃ—১২৸৶০ ১২৶০ ১২৷০ ৩রা—১২৶০ । কাণপুর ২৮শে জাঃ—৩৩৸০ ; ২৯শে—৩৪৲ ৩৪৷৶০ ; ২রা ফেঃ—৩৪৷০ ; ৩রা—৩৪৷০ । চাম্পারণ ১লা ফেঃ—২৭৲ । দারভাঙ্গা ২৮শে জাঃ—১৭৸৶০ । গোয়ালীয়র ২৯শে জাঃ—১৮২৲ । মারী-ক্রয়ারী ২রা ফেঃ—২৮৷৶০ । সমস্তিপুর ৩রা ফেঃ—১২৷৶০ ১২৸৶০ ১২৸৶০ । সাউথ বিহার ৩রা ফেঃ—২০৷০ ২০৷৶০ । ইউনাইটেড প্রডিউস ২৮শে জাঃ—১৫৷৶০ ১৫৷৶০ ; ১লা ফেঃ—১৫৸০ ।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উর্দ্ধের উপর বার্ষিক শতকরা ৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা),
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পোঃ অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড আফিস ম্যাঙ্গালোর

চীফ এজেন্টস্ — ফোন: ক্যাল ১৮০৮

মেসার্স এইচ্ কে. বানার্জ্জী এণ্ড সন্স

১০, ক্লাইভ রো কলিকাতা

(সুগন্ধি তৈলশিল্পে ভারতের স্থান)

কর্পূর, লবঙ্গ, ইউক্যালিপটাস্, ল্যাভেণ্ডার, লেবু, গোলাপ, পিপারমেণ্ট বারগ্যামট্ প্রভৃতি সুগন্ধি তৈল অল্পবিস্তর ভারতে আমদানী করা হইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ ফ্রান্স হইতে বছরে প্রায় এক লক্ষ টাকার ল্যাভেণ্ডার আমাদানী করে। এই ল্যাভেণ্ডারের গাছ নীলগিরি ও হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীতে ৮ হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে অনায়াসে জন্মান চলে। বিদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ৭৫ হাজার টাকার পিপারমেণ্ট তৈল ভারতে আমদানী হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে ৪ হইতে ৫ হাজার ফিট উচ্চভূমিতে এই গাছ অতি সহজেই জন্মান যায়।

ভারতের কৃষিবিভাগ ও বনবিভাগ এবং দেশের ধনী শিল্পপতিগণ যদি এই শিল্পের দিকে মনোযোগী হন তবেই এই সুকুমার শিল্পের বহুপ্রসারী সম্ভাবনা দেখিতে পাইবেন। উৎপাদনের খরচের তুলনায় এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হয়। এদেশে এখনও বহু সুগন্ধি গাছগুলা অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে। ক্রমাগত অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বহু অবহেলিত অযত্নবর্দ্ধিত লতাগুল্মের মধ্যে কি অমূল্য সম্পদই না লুকাইয়া রহিয়াছে। 'শ্রীতুলসী' ও 'কৃষ্ণতুলসী'—সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদনের মসলা হিসাবে কেহই আদর করে না, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, চোলাই করিলে ইহা হইতে 'ল্যাভেণ্ডার' জাতীয় একটি সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। পুষ্পসুগন্ধি শিল্পও খুবই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রহিয়াছে। বহু সুগন্ধ পুষ্পই যথেষ্ট পরিমাণে চাষ করা হইতেছে না। কামিনী, রজনীগন্ধা, নাগকেশর, চম্পা, সুরঙ্গী, পারিজাতক পদ্মফুল প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি করিয়া সুগন্ধি শিল্পের প্রসার করিলে দেশের অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং কতক লোকের বেকারসমস্যাও ঘুচিতে পারে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ফুলের দেশ কাশ্মীরে কোন উল্লেখযোগ্য সুগন্ধি তৈল প্রস্তুতের কারখানা নাই।

সুগন্ধি তৈলগুলি প্রকৃতির নিপুণহস্তে মিশ্রিত নানা জাতীয় সুগন্ধ দ্রব্যের এক একটি যৌগিক পদার্থ। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাগারে পরীক্ষা দ্বারা এই বিভিন্ন জাতীয় সুগন্ধ দ্রব্যগুলিকে একটি একটি করিয়া আলাদা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাহা ছাড়া তাহাদের লব্ধ জ্ঞান হইতে রসায়নাগারে বসিয়াই কৃত্রিম উপায়ে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট ধরণের কৃত্রিম সুগন্ধি প্রস্তুত করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। সাবান, প্রসাধনদ্রব্য, লিমনেড, সিরাপ, লজেঞ্জস প্রভৃতিতেও আজকাল বেশীর ভাগই এই সকল কৃত্রিম সুগন্ধিদ্রব্যই ব্যবহৃত হইতেছে। দরে যথেষ্ট সস্তা হইলেও কার্য্যকারিতায় কোন অংশে ইহা ন্যূন নহে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কৃত্রিম সুগন্ধদ্রব্য-গুলির বেশীর ভাগ রাসায়নিক দ্রব্যই আলকাতরা চোলাই করিয়া পাওয়া যায়। বাঙ্গলাদেশে এযাবত একটিও সুগন্ধি চোলাইর কারখানা খোলা হয় নাই এবং এখানে সুগন্ধি গাছগুল্মের চাষ সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ বা উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে না; তথাপি সাবান, প্রসাধন, মিষ্টান্ন, সিরাপ, লিমনেড্ প্রভৃতি শিল্প ব্যবসায়ে ভারতের মধ্যে বাঙ্গলাদেশ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগারেও সুগন্ধি সম্পর্কে গবেষণা কম হয় নাই, তত্রাপি দেখিতে পাই ভারতের গৌরব বেঙ্গল-কেমিক্যাল ও অন্যান্য বিশিষ্ট কেমিকেল প্রতিষ্ঠানগুলি এই সুগন্ধি তৈল শিল্পের প্রতি কোনরূপ নজরই দিতেছে না। বাঙ্গলা দেশের বিশিষ্ট রসায়নশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধকালীন সঙ্কট সময়ে এই শিল্প বাঙ্গলায় গড়িয়া উঠিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বেঙ্গল কটন

কাল্টিভেশন এণ্ড মিল্‌স লিঃ

১৯নং ষ্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা

১৯৪২ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরের কাজে
শতকরা ১৫৲ লভ্যাংশ
দেওয়া হইয়াছে।
১৯৪৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাজের উপর
পরবর্ত্তী লভ্যাংশ
আশা করা যায়।

১৯৪৩ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইস্যুড শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হইবে। ঐ তারিখের পরে
প্রিমিয়ামে শেয়ার বিক্রয় হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, এন, চাটার্জ্জী।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ উত্তম সর্ত্তে এজেণ্ট আবশ্যক।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস

(১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। সপ্তাহের শেষ ভাগে এরূপ একটা আশঙ্কার ভাব দেখা গিয়াছিল যে, বাঙ্গলা সরকার হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পাট চাষের জমির পরিমাণ এবার নাও কমাইতে পারেন। এই শঙ্কার ফলে পাটের দরে সপ্তাহের শেষের দিকে একটা স্পষ্ট অবনতির ভাব লক্ষিত হয়। মিলমালিকগণও এবার পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহশীল নন। ফলে কাজকারবারের পরিমাণ খুব সামান্যই হইয়াছে। যাহা হউক, পাটচাষ সম্পর্কে একটা সরকারী সিদ্ধান্ত পাকা-পাকিভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাজারের এই অনিশ্চয়তার ভাব কাটিবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট পাট সমস্যা লইয়া আর টালবাহানা না করিয়া একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যত শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারেন ততই পাটের বাজারের তথা পাটচাষীদের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য। ইণ্ডিয়ান জাত মিড্‌ল্ ও বটোম যথা-ক্রমে ১৫৲ টাকা ও ১২৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কাজকারবারের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের শেষের দিকে চটের দরে স্পষ্ট ক্রমাবনতি দেখা গিয়াছে। আর জাপানী বিমান হানা না থাকায় শ্রমিক সমস্যা অনেকখানি দূরীভূত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, এখন হইতে চটকলের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। চটের বাজারে বিদেশ হইতে বিশেষ কোন চাহিদা দেখা যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৸৹ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ১৭৸৹ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৸৹ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৸৹ আনা এবং ১১নং নগদ ২৩৷৹ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ২৩৷৹, এপ্রিল-জুন ২৩৷৹ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩৷৹ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্ট ও মিল পক্ষের সহিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে একটা পাকাপাকি বোঝাপড়া হইয়াছে এবং আগামী মরশুমে তুলা চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করা সম্পর্কেও স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সংবাদে তুলার বাজারে স্বভাবতঃই আশা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ফরিদা মার্চ্চ ১৯৪৩ তুলার দর এবার ৪০৪৷৹ আনা হইতে ৪২৫৸৹ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফরিদা মে ১৯৪৩ ৪৩১৷৹ আনা ও জুলাই ১৯৪৩ ৪৩৬৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ খুবই কম। অন্যান্য বৎসর এই সময় গ্রীষ্মকালীন বস্ত্রাদির যে চাহিদা দেখা যায় এবার তাহা লক্ষিত হইতেছে না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে যে সরকারী সিদ্ধান্তের কথা নানাসূত্রে শুনা যাইতেছে তাহাতে বাজারে একটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা যায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বোম্বাইএর সোণার বাজারে মন্দার ভাব দেখা যায়। যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূলে পরিবর্ত্তিত হওয়াই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। এবার রেডি সোণার দর ছিল ৬৫৷৹ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে রেডি সোণা ৬৬৷৹ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল।

রূপার বাজারে যদিও নিষ্ক্রিয়তার ভাব চলিতেছে তথাপি অবস্থা সোণার বাজারের মত অতটা মন্দা নহে। তুলার বাজারের চড়তির ভাবই উহার কারণ বলিয়া মনে হয়। ইণ্ডিয়ান মিণ্ট রেডি রূপার দর ছিল এবার ১০০৸৹ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার দর ছিল ১০১৷৹ আনা। লণ্ডনের বাজার হইতে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

সমর মন্ত্রিসভার বাহিরে আসিবার পর হইতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স আবার তাঁহার সুস্থ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছেন কি? সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "এসোসিয়েটেড প্রেসের" প্রতিনিধি মিঃ ডিউএট মেকেঞ্জির সহিত সাক্ষাৎকালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড যে সব উক্তি করিয়াছেন (ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত) তাহা পাঠ করিয়া প্রথমে আমাদের একটু বিস্ময়েরই উদ্রেক হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় (ক্রিপ্‌স দৌত্যের কালে) গান্ধী উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনিই যে বৃটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার জন্য মূলতঃ ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না"। সে কি কথা! তারে, বেতারে, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে নানা সূত্রে নানা ব্যক্তির মারফৎ দেশে-বিদেশে এতদিন যে সব কথা প্রচার করা হইয়া আসিতেছে, তাহা কি তবে একেবারে মিথ্যা? স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স-এর বেতার বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া মিঃ গ্রেহাম স্পাই প্রমুখ তথাকথিত সত্যবাদী মহলের সহিত মিঃ লুই ফিশার প্রমুখ জন কয়েক প্রকৃত ভারতবন্ধুর যে বাক্যযুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ হইয়া গেল তাহাতে এতকাল স্যার ষ্ট্যাফোর্ড নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া মুখ বুজিয়া ছিলেন কেন? কারারুদ্ধ গান্ধীজীর উপর সকল দোষ চাপাইয়া, এমন কি তাঁহাকে প্রকারান্তরে ফ্যাসিষ্ট আখ্যা দিয়া, প্রচারকার্য্যের যে সব অপকৌশল অনুসৃত হইয়াছিল, এখন হইতে সেই মিথ্যার মুখোস খসিয়া পড়িবে আশা করি। এই সম্পর্কে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের মৌন-ব্রত বিলম্বে ভাঙ্গিলেও ইহা তাঁহার পক্ষে আশার কথা! মিঃ ক্রিপ্‌সকে মাঝখানে বোধ হয় ভুলের ভূতে পাইয়াছিল। নহিলে কণ্ঠরুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টির যে ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছে তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে তিনি যোগদান না করিলেও তাহার নীরব নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা উহাতে তিনি পরোক্ষ-ভাবে সায় দিয়াই আসিয়াছেন। সুখের বিষয় স্যার ক্রিপ্‌স-এর চৈতন্যের উদয় হইতেছে। তিনি এবার স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, "মিঃ গান্ধী বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও জননায়কগণের মধ্যে অন্যতম। আমি বিশ্বাস করি, তিনি সম্পূর্ণ অকপট।...ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি একক এবং সর্ব্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। কোনও প্রকার পরিপূর্ণ মীমাংসার জন্য কংগ্রেসকে আমাদের পাইতেই হইবে।"

* * *

তুর্কী সাংবাদিক প্রতিনিধি দল গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। বাঙ্গলার সাংবাদিকগণ ঐ দিবস অপরাহ্ণে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য আশুতোষ কলেজ হলে এক মহতী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সাংবাদিকদের তরফ হইতে একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিক তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন এবং প্রত্যুত্তরে তুর্কী সাংবাদিকদের মুখপাত্রগণও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রীতি সম্মেলনের সুফল সুদূরপ্রসারী। আজ জাতিতে-জাতিতে ও বর্ণে-বর্ণে যে বিরোধ-বিসংবাদ চলিতেছে তাহাতে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যত বেশী দেখা সাক্ষাৎ ও ভাবধারা বিনিময় হয় ততই এক-একটি দেশের তথা দুনিয়ার পক্ষে মঙ্গলের কথা। জাতিগত সংস্কার ও বৈষম্য এখনও বহু জাতি, বিশেষ করিয়া অতি-সভ্য শ্বেতকায় জাতিদের মধ্যে মারাত্মক ব্যাধির আকারে রহিয়া গিয়াছে। জাতীয় কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের পক্ষে এই সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্বও রহিয়াছে। সেই দিক হইতে ভারত ও তুরস্ক এই উভয় দেশের সাংবাদিক মহলের এরূপ যোগাযোগ স্থাপনে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৫
হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর ও ঢাকা।
পুরী শাখা খোলা হইয়াছে।
জলপাইগুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—
ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৯শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭১৭-৭১৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৭২৪-৭৩২
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭২০	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭৩৩
ইনফ্লেশন (২)	৭২১	বাজারের হালচাল	৭৩৪-৭৩৮
খাদ্য সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার	৭২২-৭২৩		

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের জমি ও সরকারী দায়িত্ব

গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে গত ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপীয় পাটকলওয়ালাদের মহল হইতে উহার বিরুদ্ধে একটা বিরূপ প্রচার-কার্য্য সুরু হয়। ফলে অল্পকালের মধ্যে পূর্ব্বেকার সিদ্ধান্ত বাতিল হইয়া গিয়া সম্প্রতি এক নূতন সিদ্ধান্তের কথা সাধারণের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বোক্ত এসোসিয়েটেড প্রেসই আবার নূতন করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার চলতি ১৯৪৩ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে পাট চাষ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। অর্থাৎ গত ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল এবারও সেই পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা সরকারের এই পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া আমরা যারপরনাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। চাহিদার তুলনায় বেশী জমিতে পাটচাষ হইতে দেওয়ায় ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় পাটের বাজার খুবই মন্দা গিয়াছে। হাতের পাট বিক্রয় করিয়া কৃষকেরা মণপ্রতি ৪।৫ টাকার বেশী পায় নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই তাহাদিগকে ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া খাইতে হইয়াছে। ১৯৪২ সালের তুলনায় চলতি ১৯৪৩ সালে এদেশে পাটের চাহিদা কোন দিক দিয়াই বাড়ে নাই। যুদ্ধের জটিলতা বাড়িবার ফলে গতবারের তুলনায় এবার বাহিরে পাট ও চটের রপ্তানী আরও কম হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, চলতি বৎসরে পাটের জমি হ্রাস করিতে না পারিলে পাটচাষীদের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়িবে বই কমিবে না। তাহাছাড়া দেশের বর্ত্তমান খাদ্য সমস্যার কথা ভাবিয়াও আমরা এবার পাটের চাষ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলিয়া আসিতেছি। চাহিদার তুলনায় চাউল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের যোগান কম বলিয়া দেশে উহাদের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা দিয়াছে। চলতি ১৯৪৩ সালে পাটের জমি বিশেষভাবে কমাইয়া দেওয়া হইলে এবার অধিক জমিতে ধান ও অন্যান্য খাদ্য ফসলের চাষ হইতে পারে; আর তাহাতে দেশে খাদ্য দ্রব্যের যোগান বাড়িয়া উহার মূল্যও স্বভাবতঃই কিছু হ্রাস পাইতে পারে। আমরা খুবই আশা করিয়াছিলাম, গত ১৯৪২ সালে বেশী পাট করিতে দিয়া পাটের দর সম্পর্কে ও খাদ্যাভাব সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া এবার তাঁহারা পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ (১৯৪২ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক) করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। কিন্তু আমাদের সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের একান্ত দাবী উপেক্ষা করিয়া চলতি ১৯৪৩ সালে গতবারের সম-পরিমাণ জমিতেই পাট চাষ করিতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ইউরোপীয় পাটকলওয়ালাদের স্বার্থ নির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়াই তাঁহারা এই অনিষ্টকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পাট চাষের নূতন মরশুম নিকটবর্ত্তী হইলে ইউরোপীয় পাটকল-ওয়ালারা ভবিষ্যতে বেশী পাট কাটতির প্রলোভন দিয়া ও অন্য নানা ভাবে চাপ দিয়া বরাবরই বাঙ্গলা সরকারকে বেশী পাট চাষ করাইবার জন্য প্ররোচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বেশী পাট চাষ করিয়া যখন বাঙ্গলার কৃষক উহার উপযুক্ত মূল্যলাভে বঞ্চিত হয় তখন

পাট ওয়ালাদের—ও গবর্ণমেণ্টের যে বিষয়ে কিছু বলিবার বা করিবার থাকে না। দেশের দরিদ্র পাট চাষীদের ভাগ্য নিয়া এইরূপ নির্ম্মম পরিহাস আর কতদিন চলিবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হওয়ায় গত কতিপয় বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশনের আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য বারের তুলনায় এবার আরও অনেক বেশী ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। নূতন বাজেটে আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য কর্পোরেশনের মোট ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অপরদিকে ঐ বৎসরের জন্য মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ফলে আগামী বৎসরে কর্পোরেশনের মোট ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে কর্পোরেশনের নগদ তহবিলে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা থাকিবার কথা। ঐ টাকা হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালের ঘাটতি পূরণ করিয়া আগামী বৎসরের শেষে কর্পোরেশনের নগদ তহবিল ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর মহোদয় বরাদ্দ করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সহরবাসী মাত্রেই আশঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই। নানাদিক দিয়া প্রতি বৎসর কর্পোরেশনের যে আয় হইয়া থাকে তাহার মধ্যে বাড়ী ভাড়ার আয়ই সর্ব্বপ্রধান। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বিমান আক্রমণের আতঙ্কে বহুলোক সহরের বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করায় বাড়ীঘর বাবদ কর্পোরেশনের আয় অনুমিত আয়ের তুলনায় ১৪ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও বিমান আক্রমণের আশঙ্কা বলবৎ থাকিলে আয় হ্রাসের এই গতি আরও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় আয়ের পরিমাণ কম করিয়া ধরিয়াই নূতন বাজেট রচনা করা সঙ্গত ছিল, আর ব্যয়ের বরাদ্দও তদনুযায়ী যথাসম্ভব হ্রাস করা উচিত ছিল। কিন্তু চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর মহোদয় বাজেট রচনা বিষয়ে সেরূপ সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা আয়ের বরাদ্দ ধরিয়া বাজেট প্রস্তুত করিবার পর বাড়ী ভাড়া বাবদ আয় ও অন্যান্য ধরণের আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার ফলে উক্ত সালে কর্পোরেশনের মোট আদায়ী রাজস্ব হ্রাস পাইয়া যে স্থলে মাত্র ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে, সেস্থলে আগামী বৎসরের হিসাবে তিনি কর্পোরেশনের আয় বরাদ্দ করিয়াছেন ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ এত অধিক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, এইরূপ ভাবে বেশী আয় ধরিয়াও তাহা মিটান সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে বাজেটে ৩৫ হাজার টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছিল। এবার ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্যই যে এবার এত বেশী ঘাটতি হইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু কর্পোরেশনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য যে কর্পোরেশনের অমিতব্যয়িতাও অনেক পরিমাণে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৩০-৩১ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে ১ কোটি টাকার মত নগদ তহবিল ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে কর্পোরেশনের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি হওয়ায় ঐ নগদ তহবিল কমিয়া গিয়া ৭ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে আয়ের তুলনায় বেশী ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই নগদ তহবিল এইভাবে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ কালীন অবস্থায় কর্পোরেশনের নিতান্ত আর্থিক দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। উচ্চ কর্ম্মচারীদের মোটা মাহিয়ানা ও নানারকম ভাতা মিটাইতে প্রতি বৎসর কর্পোরেশনের বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব হইতে এইসব দিকের ব্যয়সঙ্কোচ করার ব্যবস্থা হইলে কর্পোরেশনের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখা যাইত না। কিন্তু চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর মহোদয় সেদিকে নজর না দিয়া বাজেট বক্তৃতায় নূতন ট্যাক্স বসাইবার সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কেই শুধু আলোচনা করিয়াছেন। কর্পোরেশনের অবান্তর ব্যয় হ্রাস করা সম্পর্কে যতদিন পর্য্যন্ত সুব্যবস্থা অবলম্বিত না হইবে, ততদিন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব জনসাধারণ সমর্থণের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

অন্নবস্ত্র সমস্যায় মহাত্মাজী

বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে পত্র বিনিময় হইয়াছে তাহাতে তিনি কেবল দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহাতে এদেশবাসীর বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়াও তিনি তাঁহার আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দেশে দরিদ্র জনসাধারণের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। ভারতে যদি জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত তবে এই দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অনেকাংশে অবশ্যই লাঘব করা যাইত। মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তি যে খুবই সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। জেলের বাহিরে থাকিয়া দেশের অগণিত নরনারী যে কথাটা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে জেলের ভিতরে থাকিয়া দেশ ও দশের দরদী নেতা মহাত্মা গান্ধী আজ তাহা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। দেশবাসীর একান্ত দুর্দ্দিনে তাহাদের প্রতি সমবেদনা জানাইয়া আজ তিনি অনশন সুরু করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা ও অবিবেচনার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া এদেশের জনসাধারণ আজ যে অফুরন্ত দুঃখ গ্লানি সহ্য করিতেছে, মহাত্মাজীর অনশন তাহারই বিরুদ্ধে মূর্ত্ত প্রতিবাদ। কিন্তু ইহাতেও যে গবর্ণমেণ্টের চেতনা হইবে, তাহার আশা কোথায়? চাউল, গম, চিনি ও কয়লা প্রভৃতির অভাবে দেশে মারাত্মক খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রের দর ক্রমাগত চড়িয়া উঠিবার ফলে সেদিক দিয়াও একটা বড় রকম সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দেশে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে কখনও কোন সুপরিকল্পিত চেষ্টা হয় নাই। অথচ দেশের লোকের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার অজুহাতে এই সমস্ত জিনিষের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে নানাভাবে আজ তাঁহারা একটা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। সামরিক কারণে সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র অনেক পরিমাণ নিজেরা কিনিয়া লইয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত হইতেছেন না, দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া বাহিরের লোকদের জন্যও তাঁহারা এদেশ হইতে অন্নবস্ত্র রপ্তানী করিতেছেন। এইভাবে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের যোগান কম পড়িয়া উহাদের নিদারুণ অভাব দেখা দিয়াছে। ধনী লোক ও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীদের নানারূপ কারসাজির ফলে জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে উহাদের দুর্ম্মূল্যতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভাবে দেশের জনসাধারণকে আজ অন্নবস্ত্রের জন্য অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু দেশের গবর্ণমেণ্ট কোন দিক দিয়াই সুসঙ্কল্পিত ভাবে কোন প্রতিকারের উপায় বিধান করিতেছেন না। অসংখ্য রকমের কমিটি, কমিশন ও

কনফারেন্সের ভিতর দিয়া তাঁহারা আসল কার্য্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে ক্রমাগত ধাপ্পা দিয়াই চলিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাসভাজন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতিকার হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। সেকারণে দেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের পক্ষেই আজ একতাবদ্ধ হইয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য সজোর দাবী উত্থাপন করা সঙ্গত।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ"

যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে বস্ত্রের মূল্য ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে, আর তখন হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের কথা বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা সরকারী কল্পলোক ছাড়িয়া আজও কর্ম্মলোকে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। তবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ জিনিষটা আজও লোকে চোখে দেখিতে না পাইলেও এই কাপড় প্রচলনের আলাপ আলোচনা এতদিনে কার্য্যতঃ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রকাশ, টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেলের এক সভায় এসম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে, আর ১৯৪৩ সালের শেষভাগ মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বাস্তব ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা রাখেন। এই সংবাদে আমরা অনেকটা ভরসা পাইয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ এম এল শা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সেই ভরসাও আজ কতক পরিমাণে মাটি হইতে চলিয়াছে। মিঃ শা বলিয়াছেন—পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে এদেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া বঙ্গীয় কলমালিক সমিতি প্রত্যেক কাপড়ের কলেই নির্দ্ধারিত পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাব প্রতিপত্তিশালী কাপড়ওয়ালাদের উপরোধে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়েও একটা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের পরিকল্পনায় এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, কোন কাপড়ের কলের শতকরা ৬০ ভাগ তাঁত যদি যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে নিয়োজিত থাকে তবে ঐসব কাপড়ের কলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ার সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে দেশে উপযুক্ত পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত হইবে বলিয়া পূর্ব্বে যে আশা করা গিয়াছিল, কার্য্যতঃ সেরূপ বেশী ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত হইবে না বলিয়া মিঃ শা আশঙ্কা করিতেছেন। মিঃ শা'র এই আশঙ্কা কিছুমাত্র অমূলক নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলন করা হইলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে পারে সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য। আর সেজন্য সকল কাপড়ের কলকেই যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে উহা প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা সঙ্গত। তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট এবিষয়েও যদি অযথা শিথিলতা দেখাইতে আরম্ভ করেন তবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা শেষ পর্য্যন্ত একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে।

কাগজ সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট

এদেশের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ গবর্ণমেণ্টের নামে সংরক্ষিত রাখিতে হইবে বলিয়া ভারত সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে কাগজের কলসমূহের উপর যে অর্ডার দিয়াছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেও এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে। মিঃ বৈজনাথ বাজোরিয়া কাগজ সম্বন্ধে সরকারী অর্ডারের নিন্দা করিয়া একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেস দল ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যে যোগদান না করায় এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের বিরুদ্ধেই সেখানে আর জোর প্রতিবাদ ধ্বনিত করিবার সুবিধা নাই। তথাপি জাতীয়দল, লীগদল ও ইউরোপীয় দলের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া যেভাবে কাগজ সম্বন্ধে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে এই নিন্দাসূচক প্রস্তাবটি পাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গবর্ণমেণ্টের নামে শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ সংরক্ষিত রাখার অর্ডারটি এদেশের সকল শ্রেণীর লোককেই যে কতদূর ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, উহা তাহারই পরিচায়ক। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, এদেশে বর্ত্তমানে বাৎসরিক ৯৬ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর বাহির হইতে ভারতে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন কাগজ আমদানী হইয়াছিল। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এক্ষণে কাগজের আমদানী ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় ভারতের লোক বর্ত্তমানে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগজের উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। পুস্তক প্রচার, সাময়িক পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানো প্রভৃতি সকল ব্যাপারে দেশের উৎপন্ন কাগজই বর্ত্তমানে প্রধান সম্বল। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট মিলের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া বাকী শতকরা ১০ ভাগ শুধু জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দ্ধারিত করায় সকল দিক দিয়াই বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। কাগজ যেভাবে দিন দিন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে দেশে শিক্ষাদীক্ষার কাজ পরিচালনা ক্রমেই খুব দুষ্কর হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে। কাজেই দেশের স্বার্থ দেখিতে হইলে কাগজ সম্পর্কে উপরোক্ত সরকারী অর্ডার অচিরে সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে সরকারী প্রয়োজনে মাত্র ২০ হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে সামরিক কারণে কাগজের ব্যবহার কিছু বাড়িয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় কলের উৎপন্ন ৯০ ভাগ কাগজই সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত করার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহা এই অসঙ্গত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

ভারতে যৌথ চাষাবাদের প্রয়োজনীয়তা

সম্প্রতি লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় স্যার জন মেনার্ড "যৌথ চাষাবাদ" শীর্ষক যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য, যৌথ কৃষির প্রচলন ও সাফল্য একমাত্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেই হইয়াছে। বিপ্লবের পূর্ব্বে এবং বিপ্লবের অব্যবহিত পরেও রুশিয়া আমাদের ভারতবর্ষের মতই অত্যন্ত দরিদ্র এবং কৃষির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। ভারতের মত সেখানে অসংখ্য ছোট ছোট খণ্ড জমিতে মান্ধাতার আমলের চাষাবাদেরই চলন ছিল। কিন্তু বিপ্লবের পরে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ যে বলিষ্ঠ পরিকল্পনা লইয়া সমগ্র রাষ্ট্রে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন আরম্ভ করিলেন তাহার ফলে দেখিতে দেখিতে কৃষির ক্ষেত্রে রুশিয়া অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় যৌথ চাষাবাদের আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়াই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র বিশ বৎসরেরও অনধিক কালের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে অপরিসীম উন্নতি হইয়াছে। কৃষি ও শিল্পের অঙ্গাঙ্গী প্রসার ও উন্নতির ফলে স্যার মেনার্ডের মতে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম। অতঃপর স্যার জন মেনার্ড এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল দরিদ্র ভারতবর্ষকে অচিরকাল মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে সোভিয়েটের ন্যায় যৌথ চাষাবাদের প্রচলন করিতে হইবে। ভারতের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধান করিয়া রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতির জন্য কৃষিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদে আসমুদ্র-হিমাচল শঙ্কিত ও সংক্ষুব্ধ। সমগ্র পৃথিবীও এই উপবাসের সংবাদ আজ উদ্বেগের সহিত গ্রহণ করিবে। মহাত্মাজী কেবল ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ নহেন, হিংসাদ্বেষ-জর্জ্জরিত বিপর্য্যস্ত বর্ত্তমান দুনিয়ার চক্ষে তিনিই আজ একমাত্র বলিষ্ঠ ভরসার প্রতীক। গান্ধীজী একাধারে ভারতের জাতীয় অভ্যুন্নতির কর্ণধার ও আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলার অগ্রদূত। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, মহাত্মা ঐ দিবস হইতে তিন সপ্তাহ কাল উপবাস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। আমরণ অনশন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু মহাত্মাজীর বর্ত্তমান বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই সঙ্কল্প দেশবাসীর নিকট গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ ভারতের বৈদেশিক ভাগ্যবিধাতারা এই কৃচ্ছ্র বরণের সম্ভাবিত পরিণতি সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। লর্ড লিনলিথ্‌গো ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে পত্রালাপ চলিয়াছিল সংবাদপত্র মারফৎ তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া শাসক শক্তির অনমনীয় জেদ ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি, বহির্জ্জগতও স্তম্ভিত হইবে। লর্ড লিনলিথ্‌গো স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, এই অনশনের দ্বারা ভারত সরকারের পূর্ব্বানুসৃত নীতি কোনক্রমে প্রভাবিত হইবে না এবং ইহার ফলে মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভাল-মন্দের জন্যও গবর্ণমেণ্ট কোনপ্রকার দায়ী থাকিবেন না।

* * * *

মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভালমন্দের সঙ্গে যে ভারতের জাতীয় ইষ্টানিষ্টের, এমন কি ভবিষ্যৎ জগতের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন অচ্ছেদ্য-ভাবে বিজড়িত এই কথা বিস্মৃত হওয়া তাঁহাদের পক্ষেই স্বাভাবিক, দুনিয়ার দরবারে বাহুবলের বড়াই ছাড়া যাঁহাদের গর্ব্ব করিবার মত আর কোন আত্মিক সম্পদ নাই। মহাত্মাজীর জীবন-মরণের প্রশ্নের সহিত জড়িত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অনশনকে এরূপভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত খাট করিতে চাহিয়া তথাকথিত গণতন্ত্রের রক্ষকরা আজ গণতন্ত্রেরই মর্য্যাদায় আঘাত করিয়াছেন। মহাত্মাজী জনগণেরই বাণীমূর্ত্তি—তিনি মূর্ত্তিমান্ গণতন্ত্র। বড়লাট এই প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহাত্মার সঙ্কল্পিত অনশনকে একটা political blackmail বা রাজনৈতিক অপকৌশল বলিয়া অভিহিত করিতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মহাত্মাজীর মতবাদের যাঁহারা আদৌ সমর্থক নহেন এমন সব ব্যক্তি বা দলও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের চিরাচরিত কপটতার অপবাদ দিতে পারেন নাই। বরং রাজনীতির ন্যায় এক জাগতিক ব্যাপারে ধর্ম্মকে ও নীতিশাস্ত্রকে অতখানি প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই অনেকে মহাত্মার অনুসৃত পন্থাকে বরাবর অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু লর্ড লিনলিথ্‌গো মহাত্মাজীর অকপট সিদ্ধান্তে সন্দেহের কটাক্ষপাত করিয়াছেন!

* * * *

ইহার জবাবে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী লিখিতেছেন, "ছল করিয়া আমার মুক্তি লাভের ইচ্ছা নাই। একমাত্র সত্য ও অহিংসার জন্যই আমি জীবনধারণ করিতেছি এবং আমার বিরুদ্ধে যত কিছুই বলা হউক না কেন সত্য ও অহিংসার পথ আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।" অপরিমেয় ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী তাঁহার চিঠিতে যে উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিটি ছত্রে একটা বেদনার আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছে: "আমার অনশনকে আপনি 'রাজনৈতিক চাল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আপনার আদালতে ন্যায় বিচার না পাইয়া আমি এই অনশনের মধ্য দিয়া সর্ব্বশক্তিমানের এজলাসে সুবিচারের আবেদন জানাইতেছি। অনশনের এই অগ্নি-পরীক্ষায় আমি যদি উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তাহা হইলে এই সান্ত্বনা লইয়া যাইতে পারিব যে, আমি কায়মনোবাক্যে নিষ্পাপ ও সত্যাশ্রয়ী। পরবর্ত্তী যুগের বংশধরগণই আমার ও আপনার বিচার করিবে—যে আপনি আজ এক সর্ব্বশক্তিমান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আর আমি আমার স্বদেশের ও সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণব্রতের এক দীন সেবক।"

* * *

ভবিষ্যতের কথা থাক্। বর্ত্তমানেই সারা দুনিয়া মহাত্মাজীর প্রশ্নের জবাব দিবে। আজ গান্ধীজীর অপরিসীম প্রভাব কেবল ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সমগ্র মনুষ্য জাতির সম্মুখে তিনি আজ বর্ত্তমানের বিশ্বব্যাপী সঙ্কট ও ঘনঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে একমাত্র আশার আলো। মহাত্মাজীর মতই ভারতের শাসন-তান্ত্রিক সমস্যাও আর একান্তভাবেই কোন ভৌগোলিক সমস্যা বা বৃটিশ শাসকশ্রেণীর এক ঘরোয়া ভাবনা নয়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, মানুষের আবহমানকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, সকলে মিলিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া আরও উন্নতির পথে আগাইয়া যাইতে হইলে ভারতের স্বাধীনতা আজ অপরিহার্য্য। পরাধীন ভারত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিমুক্ত পৃথিবীর ধারণা এক স্ববিরোধী কল্পনা। বৃটিশ শাসকশ্রেণী ক্ষমতার মোহে ও কায়েমী স্বার্থের লোভে সমগ্র মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের ভালমন্দের প্রশ্নে উদাসীন। বৃটিশ রাজনীতি আজ একেবারেই দেউলিয়া। নহিলে মহাত্মা গান্ধীকে সর্ব্বাগ্রে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃগণকে সসম্মানে মুক্তি দিতেন এবং নিজেদের স্বার্থে, ভারতের কল্যাণে ও বিশ্বের হিতে ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়া স্থায়ী বিশ্বশান্তির গোড়াপত্তন করিতেন। কিন্তু লর্ড লিনলিথ্‌গোর পত্রাবলী সেই ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যের ধার ঘেঁষিতেও চাহে নাই। এখনও কি চৈতন্যের উদয় হইবে না? বিশ্বসঙ্কটের সম্মুখে মহাত্মার অনশন কি গর্ব্বান্ধ মূঢ়তার বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির এক সংক্ষুব্ধ প্রতিবাদ?

* * *

গান্ধী-লিনলিথ্‌গো পত্রাবলীর মধ্যে রাজনৈতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য উভয়পক্ষ পরস্পরকে দায়ী করিতে চাহিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পরম শত্রুও তাঁহাকে হিংসার সমর্থক বলিতে সাহসী হইবে না। সুতরাং প্রশ্ন উঠিয়াছে, গান্ধীজী সঙ্কল্পিত সংগ্রামের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঐরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে কি না। বড়লাট দৃঢ়কণ্ঠে সেরূপ অভিমতই বারবার ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী জানাইয়াছেন, ভারত-সরকারের অনুসৃত চণ্ডনীতিই গোলযোগের জন্য দায়ী। এই বাদানু-

(৭৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইনফ্লেশন (২)

গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছি যে কোন দেশে যখন সমষ্টিগত-ভাবে জনসাধারণের হাতে অর্থের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হয় অথচ সঙ্গে সঙ্গে তদনুপাতে ক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না তখন পণ্যদ্রব্যের মূল্য ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির নামই ইনফ্লেশন। সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহের সময়ই ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়া থাকে। কারণ এই সময়ে গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধজয়ের জন্য বেপরোয়াভাবে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয় এবং উহার ফলে দেশের জনসাধারণের হাতে সৈনিক, কর্ম্মচারী, মজুর, কণ্ট্রাক্টর, পণ্যদ্রব্য সরবরাহকারী ইত্যাদি হিসাবে প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে—কিন্তু এই সময়ে দেশের কলকারখানাসমূহের অধিকাংশ সমর-সম্ভার প্রস্তুতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য এবং বিদেশ হইতে দেশে পণ্যদ্রব্যের আমদানী সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অনেক কমিয়া যায়। ফলে যুগপৎ চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাসের জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে চড়িতে আরম্ভ করে এবং জনসাধারণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য মজুদ করিতে আরম্ভ করায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধির গতি ক্রমেই অধিকতর দ্রুত হইতে থাকে। অবশেষে এমন এক অবস্থা ঘটে যে, বহুগুণ মূল্য দিয়াও কেহ জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না এবং এজন্য অগণিত লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়।

বিগত ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে যুদ্ধরত প্রায় সকল দেশেই অল্পবিস্তর এইরূপ একটা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। তবে আমেরিকা অনেক পরে যুদ্ধে যোগদান করাতে এবং ইংলণ্ড অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ ছিল বলিয়া এই সব দেশের অবস্থা তেমন মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় সমৃদ্ধ ছিল না। এজন্য এই সব দেশের গবর্ণমেণ্টকে প্রধানতঃ নোট ছাপাইয়া তদ্দ্বারা সমরব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয়। উক্ত কারণে ইনফ্লেশনের ফলে এই সব দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে একটা বিপর্য্যয় দেখা দেয়। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে গত মহাযুদ্ধের তুলনায় সমররত প্রত্যেক দেশেই অনেক বেশী অর্থব্যয় হইতেছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দৈনিক অল্লাধিক ৫০ কোটী, ইংলণ্ডের ২০ কোটী, জার্ম্মানীর ১৮ কোটী এবং জাপানের ১৬ কোটী টাকা করিয়া অর্থব্যয় হইতেছে। ১৯১৪-১৮ সালে প্রত্যহ এরূপ অর্থব্যয় হইলে উপরোক্ত সমস্ত দেশই সর্ব্বস্বান্ত হইত এবং দেশে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ার ফলে সকল দেশকেই সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইতে হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রত্যেক দেশ গত যুদ্ধের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে ৪।৫ গুণ অধিক অর্থব্যয় করিলেও কোন দেশেই ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইতেছে না এবং সকল দেশেই পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। উহার কারণ এই যে, বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টই জনসাধারণের হাতে অপরিমিত অর্থাগম হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাখা যায়, তাহার কৌশল আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলে কোন দেশেই পণ্যদ্রব্যের মূল্য তেমনভাবে চড়িতেছে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমানে এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে যাহাতে এই সব দেশ যদি বর্ত্তমানের তুলনায় প্রত্যহ দ্বিগুণ এমনকি চতুর্গুণ অর্থব্যয় করে, তাহা হইলেও ইনফ্লেশন-জনিত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য তাহাদের ভয়ের কোন কারণ ঘটিবে না। এই বিষয়ে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংলণ্ড অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুদ্ধে জড়িত হইলেও এবং উক্ত দেশের অধিবাসীদের হাতে অর্থের যোগান ৩।৪ গুণ বাড়িয়া গেলেও বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে উক্ত দেশে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় অর্থাৎ সাংসারিক খাইখরচার পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই এবং গত ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উহা একই প্রকার রহিয়াছে (গত ২৮শ জানুয়ারীর ক্যাপিটাল পত্রে মিঃ নর্ম্মান ক্রাম্প কর্ত্তৃক লিখিত 'ইংলণ্ডে ইনফ্লেশনের প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

কি ভাবে উহা সম্ভবপর? জনসাধারণের হাতে যে অতিরিক্ত অর্থ অথবা ক্রয়ক্ষমতা (purchsing power) পতিত হইতেছে, ট্যাক্স ও সরকারী ঋণ দ্বারা তাহা তুলিয়া লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন সহায়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে জনসাধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াই উহা সম্ভবপর হইতেছে। অর্থনীতিক ভাষায় অর্থকে ক্রয়ক্ষমতা বলা হইয়া থাকে। কেনা যেমন হাতে রেলের টীকেট থাকিলে অবাধ ভ্রমণ করার ক্ষমতা জন্মে, অথবা সিনেমার টীকেট থাকিলে ইচ্ছামত সিনেমা দেখার ক্ষমতা হয়, সেইরূপ হাতে অর্থ থাকিলে তদ্দ্বারা ইচ্ছামত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা জন্মে। অবশ্য কোন ব্যক্তির হাতে অর্থ না থাকিলেও যদি বাজারে তাহার সুনাম (credit) থাকে এবং সে যদি ইচ্ছামত টাকা ধার করিতে পারে অথবা ধারে মালপত্র ক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহার ক্রয়ক্ষমতা রহিয়াছে বলা চলে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জনসাধারণের এই উভয়বিধ ক্রয়ক্ষমতাই নানা ভাবে, নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। এই বিষয়ে গত বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নির্দ্দেশে যে সর্ব্বাঙ্গীন কার্য্যক্রম অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই কার্য্যক্রম হইতেছে (১) ব্যক্তিগত আয় ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর অত্যধিক ট্যাক্স ধার্য্য করা (২) পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা মূল্য এবং বাড়ী ভাড়ার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ (৩) মজুরীর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ (৪) কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ (৫) সমর ঋণ ক্রয়ের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ দান (৬) বাজারে যে সব জিনিষের অভাব রহিয়াছে সেই সব জিনিষ রেশন করিয়া দেওয়া—অর্থাৎ এই সব জিনিষ কে কতটা ক্রয় করিতে পারিবে তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা এবং (৭) যাহাতে টাকা ধার দেওয়া ও কিস্তি হিসাবে মূল্য পাইবার সর্ত্তে মালপত্র বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় তাহার ব্যবস্থা করা এবং জনসাধারণকে ঋণ পরিশোধে উৎসাহ দান।

উপরোক্ত কর্ম্মপন্থা এতই সরল যে, উহা তেমনভাবে বিশ্লেষণ করা অনাবশ্যক। এই কার্য্যক্রম দ্বারা প্রথমতঃ জনসাধারণের হস্ত হইতে অর্থ অথবা ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৭২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খাদ্য সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার

চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও মূল্য হইয়া বাঙ্গলায় যে জটিল খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি একটি বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছিল। এপ্রদেশের বিশেষ করিয়া কলিকাতা সহরের খাদ্য সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কয়েকটি সময়োচিত পন্থার কথা উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ বৈঠকে একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ স্মারকলিপি পাঠ করিয়া জানা যায়, বাঙ্গলা সরকার জনসাধারণের সুবিধার্থ খাদ্যদ্রব্যের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতে একটি সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতে চান। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে জনসাধারণের জন্য খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত দুইটী পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথমতঃ কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মারফতে তাঁহারা ঐ সব প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন প্রবর খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার কতকটা সুবিধা দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কলিকতার সাধারণ অধিবাসীরা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে যেন কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা কতকগুলি দোকান ও ডিপো স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু একথা সত্য যে, প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় কলকারখানা ও কতিপয় শ্রেণীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কিছু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের সুবিধ হইলেও দ্বিতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া এখন পর্য্যন্ত কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীরা উপযুক্ত মূল্যে প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের তেমন কোন সুযোগ পায় নাই। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ নির্দ্ধারিত মূল্যে তাহা বিশেষ কিছুই কিনিতে পারিতেছে না। অপরদিকে জিনিষপত্রের কম যোগানের ভিতর ধনী লোকেরা ও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীরা উহা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া দরিদ্র জনসাধারণকে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ বিষয়ে বঞ্চিত করিতেছে। এই প্রকার অব্যবস্থার সমুচিত প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী সম্পর্কে রাশন প্রথা (Rationning system) প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতা সহরের অধিবাসীদের জন্য যথাসম্ভব খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিয়া তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্দ্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা হয়, তবে সকলের অভাবই কতকাংশে পরিপূরিত হইবে। অধিকন্তু ইহাতে অসাধু উপায়ে খাদ্যসামগ্রী মজুত ও তাহা অপচয়ের সম্ভাবনাও বিদূরিত হইবে। তবে রেসনিং প্রথা অবলম্বন সম্পর্কে কয়েকটি বিচার্য্য বিষয় রহিয়াছে। সেই বিচার্য্য বিষয়গুলি এই—(১) কোন খাদ্যসামগ্রীর ব্যাপারে কতদূর মাত্রায় রেসনিং করা হইবে (২) কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের মারফতে কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্ধারিত মূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বলবৎ রাখিয়া বাকী জনসাধারণের জন্য আলাদা ভাবে রেসনিং-এর পন্থা অবলম্বিত হইবে, না তাহা উঠাইয়া দিয়া সকল শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য একটি ব্যাপক রেসনিং প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইবে (৩) প্রত্যেক পরিবারের খাদ্য সামগ্রী বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইবে, না প্রত্যেক ব্যক্তি হিসাবে খাদ্যসামগ্রী ক্রয়ের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এই সব প্রশ্ন বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। এসব বিষয়ে প্রকৃত করণীয় কি তাহা স্থির করিয়া লইয়া তাঁহারা শীঘ্রই রেসনিং প্রথা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা সহরে রেসনিং প্রথা অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য এবং এপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা-বৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার চাউল, গম, চিনি কয়লা প্রভৃতির ব্যবসা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্ব্বত্র খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স প্রথা অবলম্বনে তাঁহারা বিশ্বাসভাজন ব্যবসায়ীদের নাম রেজেষ্টরী করিয়া লইবেন। যে সব ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার উপর জোর না দিয়া জনসাধারণের সুবিধার জন্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দ্ধারিত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ে সম্মত থাকিবে কেবল তাহাদিগকেই এই লাইসেন্স দেওয়া হইবে। সকল দিক যথারীতি বিবেচনা করিয়া এবং কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়া যাহাতে ব্যবসায়ীদের নাম তালিকাভুক্ত হয় তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার ইতিমধ্যেই একটি ডিষ্ট্রিবিউটিং ট্রেডস্ ট্রাইবিউনেল স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্যার ফজলুর রহমান (প্রেসিডেণ্ট), ডাঃ সত্যচরণ লাহা ও মিঃ ডি আর স্কটকে নিয়া এই ট্রাইবিউনেল গঠিত হইবে। এই ট্রাইবিউনেল বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের নাম মনোনয়ন করিবেন এবং খুচরা ব্যবসায়ী নিয়োগ সম্পর্কে সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

খাদ্যদ্রব্য বণ্টন ও চোরাবাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের এই পরিকল্পনা দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া অচিরে উহা কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে উহা দ্বারা কতকটা সুবিধা হইতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে আমাদের মতে এপ্রদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে গেলে কেবল জিনিষপত্রের উপযুক্তরূপ বণ্টন ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করিবার দিকেও গবর্ণমেণ্টকে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। এদেশে যে খাদ্যদ্রব্য আজ এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি ও চোরাবাজারের কারসাজি সেজন্য কতক পরিমাণে দায়ী সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে কোন মতেই প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। চাহিদার তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান কম বলিয়াই এদেশে আজ এরূপ জটিল খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে খাদ্যদ্রব্যের বণ্টন ও চোরাবাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুসঙ্গত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে দেশে খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধিরও যথাসঙ্গত চেষ্টা করিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের যোগান বাড়াইবার প্রধান উপায় দেশে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা। নিম্নলিখিত পন্থায় এবিষয়ে সুফল পাওয়া যাইতে পারে—(১) এপ্রদেশে যেসব জমি অনাবাদী রহিয়াছে সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া তাহার কতকাংশ চাষাবাদের আমলে আনার বন্দোবস্ত করা। অনাবাদী জমি চাষাবাদের আমলে আনা সম্পর্কে কৃষকেরা যাহাতে আগ্রহান্বিত হইতে পারে সেজন্য সরকারী অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(২) পাট চাষের জমি বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী জমিতে ধান ও অন্য খাদ্য ফসল চাষ করার বন্দোবস্ত করা (৩) উন্নত প্রণালীর সার ও বীজ বিতরণ করিয়া এবং জল সেচ বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া জমিতে একর প্রতি বেশী খাদ্য শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। এই ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান অবশ্যই বাড়িতে পারে।

খাদ্যদ্রব্যের যোগান বাড়াইবার অন্য উপায়, উহার আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ। যুদ্ধের জটিলতা বাড়িয়া যাওয়ায় যানবাহনের অসুবিধার জন্য বাহির হইতে বাঙ্গলায় অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্যের আমদানী, বিশেষ করিয়া চাউলের আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও বাঙ্গলা দেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানীর বিরাম নাই। সিংহল ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের জন্য ক্রমাগতই এপ্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে। বাঙ্গলায় যেস্থলে চাহিদা অনুযায়ী চাউল উৎপন্ন হইতেছে না সেস্থলে রপ্তানী বাড়াইবার এই রীতি খুবই মারাত্মক। বাঙ্গলার খাদ্যসমস্যার কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এখন হইতে বাহিরে খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং ঐসঙ্গে বাহির হইতে যথাসম্ভব তাহা আমদানীর বন্দোবস্ত করা। এই ধরণের ব্যাপক বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পাইয়া জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে ও সুবিধামূলক মূল্যে তাহা ক্রয় করার সুবিধা হইতে পারে। লোক দেখানো ছোটখাট বিধিব্যবস্থায় নিজেদের কার্য্যধারা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া এপ্রদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা বাঙ্গলা সরকারকে এখন হইতে সকল দিক দিয়া সেরূপ সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

(ইনফ্লেশন—২)

দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের হস্তে যাহাতে অধিক অর্থাগম না হয় তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ জনসাধারণ যাহাতে উহাদের সুনামের জোরে অধিক মালপত্র ক্রয় করিতে না পারে তাহার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ হাতে অর্থ থাকিলেও যাহাতে জন-সাধারণ পণ্যদ্রব্যের বাজারে ভীড় জমাইয়া উহার মূল্য বাড়াইয়া দিতে না পারে তজ্জন্য উহাদের ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে এবং পঞ্চমতঃ এই সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও যাহাতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিতে না পারে তজ্জন্য পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা দর সর্ব্বোচ্চে কি পরিমাণ হইতে পারিবে তাহার সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উপরোক্ত কার্য্যক্রমের ১ম ও ৫ম দফা এবং ৭ম দফার শেষাংশ দ্বারা জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা গবর্ণ-মেণ্ট টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ২য় দফার শেষাংশ এবং ৩য় ও ৪র্থ দফার দ্বারা জনসাধারণের হাতে যাহাতে অধিক অর্থাগম না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কার্য্যক্রমের ৭ম দফার ফলে যাহাদের হাতে অর্থ নাই অথচ যাহারা নিজেদের সুনামের জোরে বাজার হইতে টাকা ধার করিয়া অথবা বাকীতে মালপত্র ক্রয় করিতে পারে তাহাদের এই ক্ষমতা বিলোপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ দফা দ্বারা জনসাধারণের হাতে অর্থ থাকিলেও উহারা যাহাতে ইচ্ছামত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও চোরাবাজারের প্রভাবে অথবা অন্য কোন কারণে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়াইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য ২য় দফার প্রথমাংশে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা দর সর্ব্বোচ্চ কি পরিমাণ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ দফা—অর্থাৎ রেশন সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। পণ্যদ্রব্য রেশন করার অর্থ হইতেছে, কে কি পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। বিষয়টী নূতন নহে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়াই উহার উদ্ভব হয় নাই। গত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময়ে যুধ্যমান দেশগুলিতে এ ব্যবস্থা সীমাবদ্ধভাবে অবলম্বিত হয়। অতঃপর সোভিয়েট রা[illegible] বরাবর উহা পূর্ণাঙ্গভাবে অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত দেশে গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব দোকানের মারফতে ছাড়া অন্য কোথাও কেহ কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না এবং এই দেশে চাহিদার তুলনা পণ্যদ্রব্যের যোগান কম বলিয়া কোন ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অধিক পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সময় সময় দেশে চাহিদা ও যোগান বিচার করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি বা পরিবার প্রতি সপ্তাহ বা মাসে কি পরিমাণ রুটী, মাংস, বস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং প্রতি ব্যক্তি ও পরিবারের নামে তাহার ক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া এক এক খানা কার্ড দেওয়া হয়। এই কার্ড না দেখাইলে কেহ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না এবং কার্ড দেখাইলেও যাহার কার্ডে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখ আছে তদতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য কেহ ক্রয় করিতে পারে না। যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলেও আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি সকল দেশেই এই ভাবে পণ্যদ্রব্য রেশন করার রীতি অল্পবিস্তর অবলম্বিত হইয়াছে। উহার ফলে জনসাধারণের হাতে অধিক অর্থাগম হওয়া সত্ত্বেও বাজারে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং তজ্জনিত মূল্য বৃদ্ধি হেতু ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইতেছে না।

আমাদের মতে এই ভাবে পণ্যদ্রব্যের রেশন করিয়া দেওয়া—অর্থাৎ কে কতটা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া ইনফ্লেশন প্রতিরোধের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র। এই রেশন ব্যবস্থা যদি ঠিক ঠিক মতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় অর্থাৎ চোরাবাজার যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে না পারে তাহা হইলে জনসাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণ শতগুণ বৃদ্ধি পাইলেও পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থ টানিয়া লইবার কোন ব্যবস্থা না করেন তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন ব্যক্তির হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা মজুদ হইয়াছে—তাহার পরিবারে মোট ৫ জন লোক রহিয়াছে—কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দৈনিক অর্দ্ধসের চাল, বৎসরে ৪ জোড়া কাপড় এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য জিনিষের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির দেশবাসী অন্য দশজন দরিদ্র ব্যক্তি যে পরিমাণ আহার্য্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিবে, লক্ষপতি হইয়াও সে উহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ আহার্য্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে না। ফলে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার অতিরিক্ত ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে না এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতে পারিবে না। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একমাত্র রেশন বা মাথাপিছু পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াই যদি ইনফ্লেশন রোধ করা যায় তাহা হইলে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে একদিকে জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থ টানিয়া লইবার এবং অন্যদিকে জনসাধারণের হাতে যাহাতে অধিক অর্থ পতিত হইতে না পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা করিবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রয়োজন আছে—তবে তাহা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য নহে—অন্য কারণে উহা দরকার এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহা আলোচ্য বিষয় নহে।

আমরা আশা করি যে, পৃথিবীর যুধ্যমান দেশসমূহে জনসাধারণের হাতে অতিরিক্ত অর্থাগম সত্ত্বেও কেন ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইতেছে না—কেন ঐ সব দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং ঐ সব দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় কেন একই প্রকার থাকিয়া যাইতেছে বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে পাঠকবর্গ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আগামীবারে ভারতবর্ষের জনসাধারণের হাতে কি ভাবে অতিরিক্ত অর্থ পতিত হইতেছে, উহার ফলে পণ্যমূল্য কি ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারের প্রতিকারে কি ভাবে ব্যর্থকাম হইতেছেন, তাহা আলোচনা করিব।

অর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

শিল্প-বাণিজ্যে চারুকলা

সম্প্রতি বোম্বাইএ স্যার জে. জে. স্কুল অব আর্ট মনে স্যার ভি চন্দভারকরের পৌরোহিত্যে তৃতীয় বার্ষিক আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রি এ-হিবিশন্ বা শিল্প-বাণিজ্যে চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব সাড়ম্বর অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রসমূহের ছয় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বার্মা শেল কোম্পানীর উদ্যোগে এবং ভারতের বহু বিশিষ্ট নাগরিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির সাহায্য ও সহযোগিতায় উক্ত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে শিল্প-বাণিজ্য ও আর্টের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন যে, কেবল জনসাধারণের প্রচেষ্টা থাকিলেই চলিবে না; পুরস্কার বিতরণ ও অন্যান্য কার্য্যকরী উপায়ে গবর্ণমেণ্টকেও এই মহতী উদ্যমে যথেষ্ট সাহায্য দান ও যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে। অতঃপর স্যার চন্দভারকর ভবিষ্যৎ ভারতে শিল্পের দ্রুত প্রসার ও প্রভাবের সঙ্গে আর্টের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের সম্ভাবনার কথা জানাইয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। এই প্রদর্শনীতে প্রায় পাঁচ শত নিদর্শনের সমাবেশ করা হইয়াছে এবং পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রতিযোগী ছাত্রদের সংখ্যাও এবার অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক সঙ্কট

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেশনে এক বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪৩-৪৪ সালের বজেট পেশ করেন। উক্ত বাজেটে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ঘাটতি দেখা গিয়াছে। বাজেট সম্পর্কে কর্পোরেশনের আয়ব্যয়ের আলোচনা করিতে গিয়া প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বলেন যে, বৎসরারম্ভে হস্তস্থিত তহবিলের পরিমাণ ৯ লক্ষ টাকা থাকা আবশ্যক। আগামী বৎসরের শেষে যদিও উহা তহবিলে ইহার অপেক্ষা কিছু অধিক অর্থই থাকিবে, তথাপি উহা দ্বারা ১৯৪৪-৪৫ সালের প্রথম দুই মাসের ব্যয় নির্ব্বাহ করাও সম্ভব হইয়া উঠিবে না। উক্ত অর্থের পরিমাণ অন্যূন ২০ লক্ষ টাকা। বহু আতঙ্কিত লোক সহর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় এবং পণ্যমূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের প্রধান আয়ের পথ যে বাড়ীর ট্যাক্স আদায় তাহার পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এই কারণেই এরূপ আর্থিক সঙ্কটের সমস্যা দাঁড়াইতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের সংশোধিত বাজেটের সহিত তুলনামূলকভাবে ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

সাল	আয়	ব্যয়	মোট ঘাটতি
১৯৪৩-৪৪	২,৫২,২৩০০০৲	২,৫৬,৬৫০০০৲	৪,৪২,০০০
১৯৪২-৪৩	২,৫৯,৪৭০০০৲	২,৭৮,১৭০০০৲	১৮,৭০,০০০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের বণ্টন ব্যবস্থা

সম্প্রতি বোম্বাইএ গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে যেরূপ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে ১ বৎসরে ভারতবর্ষে ১৫০ কোটি গজের মত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাজারের বর্ত্তমান দর অপেক্ষা এই সকল কাপড়ের দর অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ কম হইবে অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে সাধারণ কাপড়ের জোড়া ৫৲ টাকা তাহা ৩৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে; অথবা টাকা প্রতি ছয় আনা কম হইবে। ভারত সরকার শীঘ্রই ৫ কোটি গজ কাপড়ের অর্ডার দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৪৩ সালের প্রথম তিন মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে বাজারে ছাড়া হইবে। গত নভেম্বর মাসে বিভিন্ন কাপড়ের কলগুলির সহিত অস্থায়ী ভাবে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ১৫০ কোটি গজ বস্ত্র পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের পর শ্রীযুক্ত বৈজনাথ বাজোরিয়া "রেজগীর অভাবজনিত গুরুতর অবস্থার উন্নতি বিধানে সরকারের অক্ষমতা" সম্পর্কে যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা ২৬-৩২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। মুসলিম লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলদ্বয়ের সদস্যবৃন্দ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। আলোচনার উত্তর দিতে গিয়া অর্থ-সচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান বলেন যে, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের টাকশাল দুইটি বর্ত্তমানে ২৪ ঘণ্টা কালব্যাপী কার্য্য চালাইতেছে এবং প্রতি মাসে সাড়ে বার কোটি সংখ্যক রেজগী প্রস্তুত করিতেছে। সরকার লাহোরে তৃতীয় টাকশাল খুলিতেছেন। উহা আগামী জুন মাস হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবে এবং তাহার ফলে মাসে আরো ৩ কোটি সংখ্যক অধিক রেজগী প্রস্তুত হইতে পারিবে।

জবাকুসুমের জনপ্রিয় সাইজ সরবরাহ করা ক্রমশ আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে—কারণ কাঁচ, কাগজ, বোর্ড, ছিপি ইত্যাদি কিছুই আর প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমাদের অনুরোধ এখন থেকে জবাকুসুমের বড় শিশি কিনুন—তাতে আপনারও লাভ, আমাদেরও সুবিধা। আপনি অপেক্ষাকৃত বেশি জবাকুসুম পাবেন এবং আমাদেরও প্যাকিং নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। তা ছাড়া বড় শিশি কিনলে এই অনিশ্চয়তার দিনে অন্তত জবাকুসুম সম্বন্ধে আপনি অধিকতর নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। আমাদেরও একটা সান্ত্বনা থাকবে এখনও পর্যন্ত আমরা আপনাকে জবাকুসুম যোগাতে পারছি।

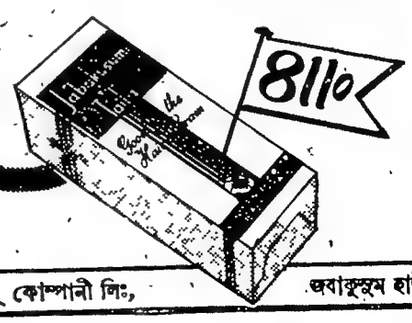

সি কে সেন অ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

JK 2

আপ্রাণ চেষ্টা

যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আজ সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ খেটে তবে কারখানার শ্রমিকরা এই বাড়তি কাজের ভার সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আর তাদের ক্লান্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের নেই—কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাত্রই আবার তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশক্তি ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চা-ই দেবেন। দেখবেন তারা কত বেশী তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে।

যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপ লাঘব করতে চাই চা

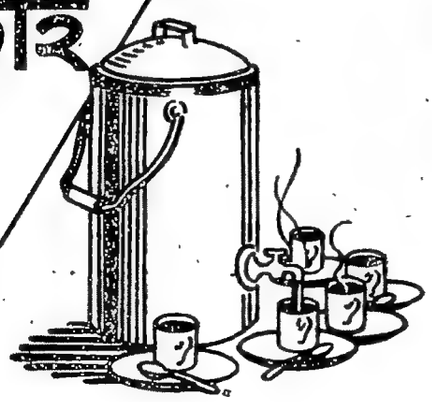

চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহ বিলম্ব

দরিদ্রদিগের উপকারার্থ বঙ্গীয় মিল মা সমিতি ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের ও সরবরাহের যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিতে কেন বিলম্ব ঘটিতেছে, তৎসংক্রান্ত অবস্থা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া উক্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম; এ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে,দের পরিকল্পনানুযায়ী ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের প্রশ্ন এখন উঠিতে র না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদন সরবরাহ টন সম্পর্কে যে আদেশ জারীর মনস্থ করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় বো নির্দ্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী এজেণ্টের মারফত ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের কেনা-বেচা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মিঃ শা আরও , সমিতি বিশেষ জোরের সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, ষ্ট্যা কাপড় প্রস্তুতের জন্য শতকরা যতগুলি তাঁত স্বতন্ত্র রাখা হইবে, তাকোন ক্রমেই সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনে লাগান হইবে না। কিন্তু শিল্পের মালিকগণের একটি প্রভাবশালী দল ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়কে সাহ বিভাগের আওতায় ফেলিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করিয়া ইহার ফল এই হইবে যে, যে মিলের উৎপাদন শক্তি শতকরা ৬০ ভাগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যয়িত হইত, সেই মিলের দরিদ্রদিগের জন্য ণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের আর কোনও দায়িত্ব থাকিবে না। সুতরাং দেখাইতেছে যে, যে পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুত হওয়ার আশা করা গিয়াছি এইরূপ ব্যবস্থার ফলে তাহা আর হইতে পারিবে না। মিল মালিক সঙ্ঘ পরিকল্পনা অনুসারে যাঁহারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ াছেন, মিঃ শা তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এই প্র করেন যে, পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ায়, উক্ত মিলগুলিকে ষ্টার্ড ক্লথ বোর্ডের নিকট নাম রেজিষ্টারীর জন্য দরখাস্ত করিতে অনুরোধ হইতেছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত আদেশ আর কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই উক্ত বোর্ড গঠন করিবেন।

খাদ্য সমস্যার সমাধান ষ্টা

কলিকাতায় ৫ই ফেব্রুয়ারী অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে সমস্ত সংবাদের সম্পাদকদের একটি বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে অসামরিক সরবরাহে ডিরেক্টার মিঃ রক্সবার্গ ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ঠকে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে দেড় ঘণ্টারও অধিককাল-ব্যাপী আলোচনা হ ও সম্পাদকদের নিকট সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলা য়।

বৃটেনে খাদ্য সমস্যা

সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ চার্চ্চিল বলেন, টেন মজুত খাদ্য খরচ করিতেছে এ কথা সত্য, তবে এ বিষয়ে আমি ছন্তাগ্রস্ত নহি। খাদ্যের দিক দিয়া যে ভাবে আমাদের চলিতেছে সে ভাবে আমরা ভাল মতই চালাইয়া যাইতে পারিব বলিয়া আমি মনে করি।

ভারতে যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষে যুদ্ধ জাহা নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। ১৯৪২ সালে নূতন জাহাজের সংখ্য ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের তুলনায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানাগিয়াছে। এই সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণের আবশ্যক কলকব্জা, ইঞ্জিন, ডায়নামা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম বর্ত্তমানে ভারতের কলকারখানায়ই প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

বাঙ্গলা সরকারের কাগজ ব্যবহার হ্রাস

কাগজ ব্যবহার সম্পর্কে মিতব্যয়িতার জন্য বাঙ্গলা সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল এই বৎসর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ বন্ধ রাখা উপরোক্ত ব্যবস্থার অন্তর্গত। বিষয়টি সম্যক বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টকে মতামত জানাইবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ :

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	২২,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি	৮,০০,০০০৲	,, উপর
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায়	১৮,০০,০০০৲	টাকা (প্রায়)

ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

জাতীয় জীবনের বিপর্য্যস্ত অবস্থার ভিতরেও আমরা যথাসম্ভব মফঃস্বল ব্যবসায়ীদের সর্ব্বপ্রকার সরবরাহ কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বিভিন্ন বিভাগ

- রেডিও
- ইলেকট্রিক্যাল
- হোসিয়ারী
- কনফেকসনারী
- বিস্কুট্
- 'রিলায়েন্স' বাটার
- 'ভিটা' ফুড্

—তা'ছাড়া—

- ষ্টেশনারী
- মনিহারী
- চা
- পাট
- তামাক
- টাম্বার
- কয়লা
- লবণ
- চিনি ইত্যাদি

দি জি এস এম্পোরিয়াম লিঃ

(জনসাধারণের সহানুভূতি-পুষ্ট একটি ষোল আনা জাতীয় প্রতিষ্ঠান)

৪৭এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ : : কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি

টেলিগ্রাম—এনারজেটিক, কলিকাতা : ফোন বি, বি ৩১৬ ও ৪৪৫৭

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ :—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্

বোম্বাইএ নূতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বোম্বাই সহর ও সহরতলী অঞ্চলসমূহে মজুত চাউল ও চাউলজাত দ্রব্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকার একটি আদেশ জারী করিয়া চাউলের গুড়া বা অন্য কোন প্রকার চাউলজাত দ্রব্য এবং পিষ্টক, মিঠাই ইত্যাদি খাবার তৈয়ারী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর একটি আদেশে বোম্বাই ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে, যদি কাহারও মজুত চাউলের পরিমাণ দশ মণ বা তদূর্দ্ধ হয়, তাহাকে প্রতি সপ্তাহে ঐ মজুত চাউল সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।

মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের খরচ বাড়ার জন্য বোম্বাই সরকার তাঁহার সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ও মাগ্‌গী ভাতার হার বাড়াইয়া দিয়াছেন। গত ১লা নভেম্বর হইতে উক্ত বিষয়ের আলোচ্য।

অষ্ট্রেলিয়ায় খাদ্য

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিনের আদেশে অষ্ট্রেলিয়ার লোক খাদ্য ব্যবস্থার সম্পর্কে সংযম অভ্যাস আরম্ভ। হোটেল এবং রেস্তোঁরাসমূহে কোন লোকই একবারে তিন প্রস্থ খাদ্য পায় না।

...্য এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ রহিত

স্যার জিয়মদ কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে বর্ত্তমান খাদ্য ...্য নিয়ন্ত্রণ নীতির পরিবর্ত্তনের এক প্রস্তাব আনয়ন করিবার সিদ্ধছন। তিনি সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভার প্রাদেশিক সর...জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তৃত্বাধীনে দিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়া...দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ ও বণ্টন ব্যবস্থাও ম্যাজিষ্ট্রেট এ...নীয় ক...দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে মনে করেন। ...স্ত বিভাগ এবং সমস্ত আর্থিক উপদেষ্টাকে বাতিল ... মত প্রকাশ করেন। স্যার জিয়াউদ্দিন অধিকন্তু ...ন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত মূল্য ...রিকারী কর্ম্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি করিবার মত দেন।

...ার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা

জাপানী বিনয় বাংলার রাজস্ব আদায়ের খানিকটা অসুবিধা ঘটায়, রাজস্ব আ...ও উপায় উদ্ভাবন কল্পে জনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুম...দিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব এবং বাণিজ্য সেক্রেটা... আলোচনা করিয়াছেন। ভারত সরকার বাংলা সরকারকে সাময়ি... হিসাবে ঋণদানে সাহায্য করিয়াছেন। ভারত সরকার এই ঋণের...বাড়াইয়া দিবেন এবং বাংলা সরকারকে বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা...য়া উঠিবার জন্য আরও ঋণ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

খাদ্য পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

"১৯৪৩ সালের...য়ে খাদ্য বরাদ্দ সম্পর্কে অনুসন্ধান আদেশ" নামে বোম্বাই সরকার আট হুকুম জারী করিয়াছেন। উক্ত হুকুম বর্ত্তমানে শুধু বোম্বাই সহরের...প্রযোজ্য হইবে। উহার উদ্দেশ্য খাদ্যবরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য হো...ক্লাব, ময়দার কল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য-শ...রিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

ভারতে...ওয়ে ইঞ্জিন আমদানীর ব্যবস্থা

দিল্লীর এক সংবা...প্রকাশ যে, গ্র্যাডি মিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতে মার্কিন রেল...শেষজ্ঞ প্রেরণের বিষয় অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আগামী আর্থি...সরে রেলের এক শত বড় ইঞ্জিন এবং আরও এক শত ছোট ইঞ্জিন ভার...পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে। বে-সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ...মস্ত ইঞ্জিনের জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে...সায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের পরিকল্পনা

ভারত সরকার ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের রাসায়নিক গবেষণাগারে রাসায়...দ্রব্যাদি প্রস্তুতের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারত সরকার...ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাদের রাসায়নিক ...বেষণাগারে গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য ...রাধ করিতেছেন।

খাদ্যশস্যের অবস্থা

ভারত সরকারের ...জ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষ...র (ফুড এডভাইসরী কাউন্সিল) দ্বিতীয় অধিবেশনে খাদ্য শস্যের সংখ্যা-তথ্য...পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান খাদ্য শস্যের পরিমাণ সন্তোষজনক নাইলেও বাজারে হা-হুতাশ সৃষ্টি করিবার মত তেমন গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়নাই। অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি মজুত রাখাতেই বাজারে এরূ... খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ...বং খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে ঘাটতি এলাকায় চালান দিবার উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য জনসাধারণক বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতে শ্রীযুক্ত সরকার অনুরোধ জানাইয়াছেন। অতিরিক্ত খাদ্যশস্য, ঘাস, বিচালী এবং শাকসব্জী উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টাই বর্ত্তমানে প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বাণিজ্য সচিব মনে করেন।

ভারতী সেণ্ট্রা...

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

সেন্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাত...

কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রী...

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ

কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, না...
ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ,
আসানসোল, রাজবাড়ী, কুষ্টি...

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের...
অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগ...
দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শীঘ্রই নিম্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস ...

বাংলা দেশ— মাদারীপুর, বরিশাল, ঝা...
সি, পিতে রায়পুর...
নাগপুর ও সোন...

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স

মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, ...

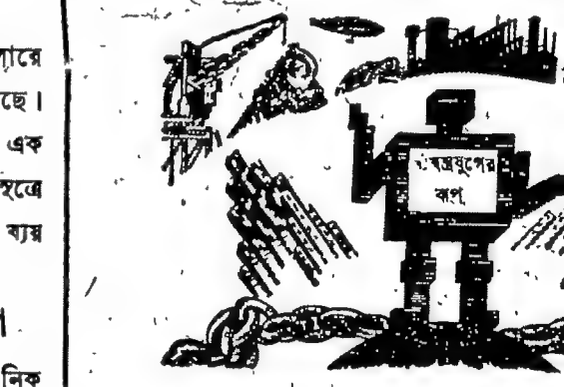

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ...

ওয়ার্কস্ লিমি...

কারখানা—বেলুড়...

ম্যানুফ্যাক্চারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ফ্লাট্স্
- সিট্...
- "এ্যা...
- রাবার...
- মেকা...
- গ্রাউণ্ড...

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—ইউনাইটেড ট্রে...

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি :...

অষ্ট্রেলিয়ার খুচরা পয়সার দুর্ভিক্ষ

খুচরা পয়সা জমাইয়া রাখিবার এবং জমাইয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভ করিবার লোভ ভারতবর্ষে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষ বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। সরকারী আশ্বাস ও নানাবিধ বিধিনিষেধও সেই সমস্যা সমাধান করিতে এখন পর্য্যন্ত সক্ষম হয় নাই। "অষ্ট্রল নিউজ"এ প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ারও বহু লোক সামান্য লাভের আশায় খুচরা মজুত করিতেছে। তাহার ফলে অষ্ট্রেলিয়ার বাজারের বেচাকেনায় বিভ্রাট বাধিয়াছে এবং সৈন্য ও শ্রমিকদের বেতন দেওয়াও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেজারার মিঃ চীফলে মজুদকারীদের কঠোর সাজা দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। খুচরা প লোভ ভারতের মত অষ্ট্রেলিয়ায় ও দেখা যায়,

ইন্দোরে ভারত সরকারের

ইন্দোরের খাদ্য বরাদ্দ পরিকল্পনা বিশেষ ভ সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা স্যার থিয়োডোর জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইন্দোরে অবস্থান করিয়াছি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের দোকান ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

ষ্ট্যালিনগ্রাদে
নাৎসীদের আত্মসমর্পন
৩,৩০,০০০ শত্রু সৈন্য নিহত বা বন্দীকৃত
বহু সামরিক সরঞ্জাম হস্তগত

যুদ্ধে যেমন নিশ্চিত সফলতা
জয়ের পর তেমনি আসবে স্বাধীনতা

অচিরে জয়লাভের জন্য
গৌরবময় লালফৌজ
আপনার সহায়তা
চায়

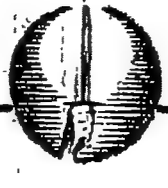

CPO-B-156

ালোরে খাদ্য বরাদ্দ প্রথা

এবং করাচীতে খাদ্য বরাদ্দ প্রথার প্রবর্ত্তন করা
ডরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাই মিঃ এস্, নারায়ণ রাও
শে জানুয়ারী তারিখে খাদ্য বরাদ্দ প্রথা সম্পর্কে এক

নির্দ্দেশ অনুসারে বাঙ্গালোর সহরকে ৯টি বিভাগে
ং সহরের ৫১ হাজার পরিবারের চাহিদা মিটাইবার
ত ডিপো খোলা হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারী,
এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই সমস্ত ডিপো চালান
ন্তবিধ লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকানও আছে। উপরোক্ত
বার চালাইবার বিধান করা হইয়াছে। ডিপো
াউল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কেন্দ্রীয় ডিপোতে মজুত
ী বণিকদের মজুত চাউলের এক চতুর্থাংশ এই
জমা করা হইয়াছে এবং পাইকারী বণিকদিগকেও
-প্রাপ্ত বিক্রেতার ন্যায় বিক্রি করিবার আদেশ
পাইকারী বণিকদিগকেও খুচরা বিক্রি করিবার
এই নিয়ম অনুসৃত হইলে পাইকারী বিক্রেতা
সুবিধাও পাইল, অধিকন্তু নিয়ন্ত্রণ নীতির দোষ-
ার চাপাইয়া নিজেকে রেহাই দিবার সুবিধা হইতে
র সহরের খাদ্য বরাদ্দ প্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই
(১) শিক্ষিত শ্রেণী ও (২) শ্রমজীবী শ্রেণী—এই দুই
হাদের চাহিদা পৃথকভাবে নির্দ্ধারণ করা হইতেছে।
করা ২০ জন প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। দশ বৎসরের
ককে দৈনিক এক পোয়া (মহীশূর ষ্টেট অনুসারে)
ও শিশুর জন্য অর্দ্ধ পোয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।
যাহারা মিশ্রিত খাদ্যে অভ্যস্ত তাহাদের প্রত্যে-
উল এবং একপোয়া মজুরদের ভোজ্য খাদ্য বরাদ্দ
কে এর অর্দ্ধ পরিমাণ খাদ্যের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

লায় শর্করা বিতরণ

াপ্লাই বাংলা প্রদেশে শর্করা বিতরণ করিবার
ন তাহা সম্পূর্ণ কার্য্যে পরিণত হওয়ায় এ প্রদেশে
র ন্যায় শর্করার অভাব হইবে না। ডিরেক্টর
ই পরিকল্পনা ভারতের কণ্ট্রোলার অব সিভিল
ছন। উক্ত পরিকল্পনানুসারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের
ারী জনসাধারণের মধ্যে শর্করা বিক্রয় ও বিতরণ
ক্ষ এই ব্যবসায় যাহারা গোরদর্শী এমন খুচরা
ই শর্করা বিতরণ করা হইবে, কিন্তু জেলা ম্যাজি-
ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। কলিকাতার এবং-
ী বিক্রেতাদের লাইসেন্স রক্ষা করিতে হইবে
রে কার্য্য চালাইতে হইবে। শর্করা বিক্রয়
সমস্ত তথ্যাদি প্রেরণের নিয়মকানুন উক্ত
থাকিবে। কলিকাতায় বহুদিন যাবত
এবং পাইকারী বিক্রেতা দ্বারা শর্করা

ন্ত শর্করা প্রস্তুতকারী কারখানার
র শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে কোন
ছন। ডিরেক্টর অব সিভিল
ইতে শর্করা বাহিরে পাঠান

ষিদ্ধ

রে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয়
ময়দা বিক্রয় করিতে
নিজেদের হাতে লইবেন

দুই কূল রক্ষা !

১ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ
এই দুইটিকেই রক্ষা করা
জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য।

২ বীমাকারী এবং এজেণ্ট
এই দুই পক্ষকেই সর্ব্বোত্তম
সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য।

(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন)

হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী, লিমিটেড।
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
(১৯৪০) লিমিটেড
কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শোরুম :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

ইন্দোরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়

বাজার চলতি দর অপেক্ষা শতকরা ৪০৲ টাকা কম মূল্যে দরিদ্রদিগকে সস্তায় কাপড় যোগাইবার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, গত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ইন্দোর সহরে তদনুযায়ী ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় করা হইতেছে। উপস্থিত চারিখানি দোকানে এই কাপড় বিক্রয় হইতেছে। ক্রমে চাহিদা বৃদ্ধি মাফিক সুবিধাজনক অঞ্চলে আরও কয়েকখানি দোকান খোলা হইবে। ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দোকানগুলিতে মোট ৩১,৭৩৫ গজ কাপড় দেওয়া হইয়াছে এবং ৯,৫৪১ গজ কাপড় বিক্রয় হইয়াছে।

মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিনের সম্ভাষণ

বৃটিশ শ্রম সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ারকে তাহাদের স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে সম্ভাষণ করিয়া বলেন; ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ভারতে শিল্পের দ্রুত উন্নতি করিতে হইবে, কারণ ভারতবাসীকে বহিশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার নিজের দায়িত্ব বাড়াইতে হইবে। এমতাবস্থায় মিঃ বেভিন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, ভারতবাসীকেও প্রাচীন কুটির শিল্প বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান যন্ত্র শিল্পকে পুরাপুরি গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

১৯৪৩-৪৪ সালের পাটের জমির পরিমাণ

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া বাঙ্গলা সরকার এরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গলায় পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০-৪১ সালের পাটের জমির অর্দ্ধেক হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৪০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে আগামী মরশুমে পাটের চাষ হইবে বলিয়া পূর্ব্বে এক সরকারী সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ পাইয়াছিল।

সরকারী দমননীতির ফলাফল

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সর্দ্দার সন্ত সিংহের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলেন, কংগ্রেসীদিগকে গ্রেপ্তার করার পর দেশে যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে সেই পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত ৫৩৮ বার গুলী চালাইতে হইয়াছে। পুলিশের বা সৈনিকের গুলীতে মারা গিয়াছে মোট ৯৬০ জন এবং আহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মোট ১ হাজার ৬৩০ জন। ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত এই হাঙ্গামা সম্পর্কে মোট ৯০ হাজার ২২৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং বর্ষশেষ পর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে প্রায় ২৬ হাজার জন লোককে।

সংবাদপত্র-মুদ্রণ সম্পর্কে সম্মেলন

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদপত্র মুদ্রণ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সংবাদপত্রসমূহের ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির এবং ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রসমিতির প্রতিনিধিগণকে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদ

নয়াদিল্লী কাউন্সিল হাউস শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের (ফুড এডভাইসরী কাউন্সিলের) এক অধিবেশন হইয়াছে। ভারতসরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমিবিভাগ কর্ত্তৃক প্রথমে কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। পরে উহা ভারত সরকারের নবগঠিত খাদ্যবিভাগের অধীনে আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি সুপারিশ করা হয় যে, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য খরিদ এবং সামরিক ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রয়োজনে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করাও আবশ্যক। উক্ত অধিবেশনে আরও সুপারিশ করা হয় যে, যে অঞ্চলে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ঐ অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং যে অঞ্চলে উহার ঘাটতি পড়িয়াছে, এতদুভয় অঞ্চলের মধ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের সুশৃঙ্খলা বিধানকল্পে স্বতন্ত্র একটি খাদ্যশস্য এবং তৎসহ প্রস্তাবিত সরকারী খরিদকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্যক। কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছিল তদনুসারে এবং বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনের আলোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকার প্রাদেশিক এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র দিয়াছেন। উক্ত পত্রে অসামরিক ও দেশরক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা স্থির করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। খাদ্যপরামর্শদাতা কাউন্সিল দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কসমূহের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই কাউন্সিলের মারফতে খাদ্যবিভাগের কার্য্যকলাপের সহিত জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের পথ সুগম হইবে। জনসাধারণের আতঙ্ক এবং ভ্রান্তধারণা দূর করার জন্য যে সকল বিধিবিধান প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইবে তাহাতে এই কাউন্সিলের সমর্থন পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যতে খারিব ও রবিশস্য উৎপাদনের সময় কি প্রকারে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য, পশ্বাদি এবং শাকসব্জী উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহার সুপরিকল্পিত কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি সকল অবস্থাতেই আপনাদের সেবা করিতে প্রস্তুত।

হেড্ অফিস :— ৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা সমূহ :— ঢাকা, কালিম্পঙ, শিলিগুড়ী ও শান্তিপুর

ফোন : কলিকাতা ৬১১

সুদের সর্ব্বাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

● সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক ●

● কলিকাতা শাখা—১২।২, ক্লাইভ রো ●

হেড অফিস কুমিল্লা।

কর্ম্মতৎপরতা দক্ষতা সততা সৌজন্যই আমাদের "সেবামন্ত্র"

স্থাপিত ১৯২৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয়)

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার :—

চলতি — ½%

সেভিংস্— ১½%

স্থায়ী আমানত :—

৬ মাস — ২½%

১ বৎসর — ৩%

২ " — ৩½%

৩ " — ৪%

শাখা—হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে পূর্ণিয়াতে ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ণিয়া শাখা অফিসের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা পি সি লাল চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ ও সুচিন্তিত বক্তৃতায় ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্কের প্রধান প্রধান কার্য্যাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যবসায়ী মহলের সহিতই প্রধানত উক্ত ব্যাঙ্কের কাজকারবার হইয়া থাকে এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত সংযোগ স্থাপনের ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অভ্যুন্নতির নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায়। এই দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পূর্ণিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে সমাগত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৷৷০ আনা। **নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা। **ষ্টীল কর্পোরেশন্ অব বেঙ্গল লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৷০ আনা। **প্রেমচাঁদ জুট মিলস্ লিঃ**—গত ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৷০ আনা। **নিউ মানভূম কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক ২০৲ টাকা। **কালাপাহাড়ী কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ার ।৵০ আনা হিসাবে। **টাইট ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ার ৷৷০ আনা হিসাবে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হরলালকা ব্রাদার্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কেশদেও হরলালকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭ রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চিনি, গুড় ইত্যাদির ব্যবসা।

ব্যানার্জ্জি ব্রাদার্স (আয়রণ কোং) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পান্নালাল ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টরের ব্যবসা।

বেঙ্গল হার্ডওয়েয়ার কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিরলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। লোহা ঢালাই ও অন্যবিধ লোহার দ্রব্য প্রস্তুতের কাজকারবার।

বেসিক্ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বীরেন্দ্রনাথ সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—খড়ের মঠ, ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা।

ইষ্টার্ণ কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯১এ, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সি।

ইণ্ডিয়ান শেয়ার ডিলার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯১এ, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়

ইণ্ডিয়ান ষ্টক্স্ এণ্ড শেয়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯১এ, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ষ্টক শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় ও মজুতের কাজকারবার।

হিন্দুস্থান মেশিনারীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। লোহা, পিতল প্রভৃতি ঢালাই-এর কারখানা।

আসাম সাপ্লায়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি পি হিম্মৎশিঙ্কা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—ষ্টোরস্ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

বালীগঞ্জ ইলেক্ট্রিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুরেশচন্দ্র বসু। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—তার, কেব্‌ল্, ল্যাম্প ও এতৎ-সংক্রান্ত বিবিধ জিনিষ প্রস্তুত, স্থাপন, যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ।

ইণ্ডো-বার্ম্মা এজেন্সিজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি হিম্মৎশিঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সী।

কেশবদাস রাইস্ মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোপাল লাল দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—সন্দগাড়া, পোঃ শোলপুর, বীরভূম। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চাউলের কল।

শুসকারা রাইস্ মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুনীলকুমার সুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—শুসকারা, পোঃ বীরভূম। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চাউলের কল।

প্লাইউড্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি এইচ হোম রেজিষ্টার্ড অফিস—ষ্টিফেন্ হাউস, ৪ ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কাঠের ব্যবসা ও করাত-কল।

ছোটলাল মাধবজী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ছোটলাল এম বর্ম্মা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭ সোয়ালো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—খনি ও খনির স্বত্ব ক্রয়।

আমরা আনন্দের সঙ্গে
জানাচ্ছি যে, আমাদের কস্‌বা
শাখায় শুভ-উদ্বোধন গত
২৪শে জানুয়ারী হয়ে গেছে।
দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন মিঃ বি,
সি, মণ্ডল, বি,এ ; এম, এল,এ।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
এইচ্, এম, ঘোষ, এফ্, আর, ই, এস্, (লণ্ডন)

সিভিল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বাজারে টাকার এতই স্বচ্ছলতা রহিয়াছে যে, টাকা ধার লইবার লোক বড় কেহ নাই, সকলেই টাকা ধার দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছে। কোম্পানীর কাগজের দরে এবার স্থির ভাব লক্ষিত হয় এবং অতি সামান্য পরিমাণ বণ্ডের ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও এবার বিশেষ মন্দার ভাব দেখা যায়। এবার রপ্তানী বিলের যে কাজকারবার হইয়াছে তাহার পরিমাণ এতই কম যে, সে কথা উল্লেখ না করিলেও চলে।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। উক্ত অবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৶৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য বিক্রয় কেন্দ্রে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাজ-কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ট্যাব বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ট্যাব বিল পূর্ব্বপ্রকাশিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸৹ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৯৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৯ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৩৯ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৮৩ লক্ষ টাকা। অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, ১ কোটি ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০ কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১২ লক্ষ ১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{১}{৩২}$ পে
ডি এ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{৯}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸৹

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব লক্ষিত হয় এবং কাজকারবারের পরিমাণ অল্প হইয়াছে। আগামী বাজেট পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত শেয়ার বাজারের অবস্থায় এরূপ মন্দার ভাবই চলিতে থাকিবে বলিয়া মনে হয়। আগামী বাজেটে নূতন করিয়া কর ধার্য্য করা হইবে এরূপ সংবাদ শেয়ার ক্রেতাদিগের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা যাইতেছে না। এবার ডিবেঞ্চার এবং করবিমুক্ত প্রেফারেন্স শেয়ারের চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে বিক্রেতারা শেয়ার বিক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ দেখান নাই। বাজারের বিভিন্ন বিভাগের কাজকারবারের পরিমাণ এবার সন্তোষজনক নহে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বাজেট সম্পর্কে অনিশ্চিত মনোভাব এই বিভাগের মন্দার ভাবের অন্যতম কারণ।

৩৷৹ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪/০; পরিবর্ত্তিত ঋণ মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০৩৷৹ এবং ৩৲ সুদের

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ৷৷৹ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷৷৹ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৸৵০ ; ৩৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৪৷০ এবং ৪৲ সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৷৵০ ; ৪৷০ সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৸৵০ ; প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৫৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড ১৯৪৪ সালের ১০৪৸৵০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৪৷০ ও ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ৪১০৲ টাকায়।

ডিবেঞ্চার

জনসাধারণের ডিবেঞ্চারের কোন কেনাবেচা হয় নাই কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডিবেঞ্চার মধ্যে অটল টি ১০৩৲।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের বাজারে কিয়ৎ পরিমাণ উচ্চ মূল্য লক্ষ্য করা হইয়াছে—

বালি ১৬১৲ ; কেলিডোনিয়ান (ডিভিঃ ব্যতীত) ১৬১৲ ; কেলভিন্ ১৬৫৲ ; নিউ সেণ্ট্রাল ১৬৪৲ ; নর্থব্রুক ১৪০৲ ; ষ্টীল কর্পোরেশন ১২০৲ ; ভালমিয়া সিমেণ্ট ১৩৩৲।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের বাজারে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

বেঙ্গল ৪১২৲ ; নিউ বীরভূম ১৭৸০ ; ইকুইটেবল ৩৪৸৵০ ; সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ১৷৵০ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৩৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩১৷০ আনা এবং ২২৷০ আনা ; কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৫৸০ ; ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৯৲ ; বেশপ এণ্ড কোং ২০৷০ ; ন্যাশানাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১৸০।

চিনির কল

কানপুর ৩১৷০ ; কেরু এণ্ড কোং ১৫৷০ ; মারী ব্রুয়ারী ১৮৷০।

চা-বাগান

চায়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয় ; বিশ্বনাথ ৩০৷০ ; দেশাই এণ্ড পার্ব্বতিয়া ৩১০৲ ; হাসিমাড়া ৫০৷০ ; তেজপুর ১২৵০।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের বাজারের মধ্যে বার্ম্মা কর্পোরেশন ৩৷০ ; ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ২৷৵০ ; ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৩৷০। নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ১০৷৵০ ; টীটাগড় পেপার মিলস্ ২৩৲ ; মহীশূর পেপার ২৫৷৵০ ; শ্রীগোপাল পেপার ১৯৷০।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৮ই ফেব্রুয়ারী—১০৩৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা ফেঃ—১০০৷০ ; ৫ই—১০০৷৵০ ১০০৷০ ; ৮ই—১০০৷০ ১০০৷৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৫ই ফেঃ—৯৯৸৵০। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা ফেঃ—৯৩৸৵০ ৯৪৷০ ৯৪৲ ; ৫ই—৯৪৶০ ৯৪৲ ৯৪৵০ ; ৮ই—৯৪৲ ৯৪৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৪ঠা ফেঃ—১১০৷৵০ ১১০৷০ ; ৮ই—১১০৷৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৮ই ফেঃ—১০১৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৫ই ফেঃ—১০৮৵০।

ডিবেঞ্চার

৬৲ সুদের (১৯৪৩-৫৩) অটল টি ৮ই ফেঃ—১০৩৲।

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৪ঠা ফেঃ—৬৩৷০। ইম্পিরিয়েল ৫ই ফেঃ—৪১০৲ ৪০৭৲ ; ৮ই—৪০৬৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা ফেঃ—১০৫৲ ; ৫ই—১০৪৷০ ১০৫৷০ ১০৫৲ ; ৮ই—১০৩৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৪ঠা ফেঃ—৩২৸০ ; ৫ই—৩২৸০ ৩৩৷০ ; ৮ই—৩৩৷০। বরবণী ৮ই ফেঃ—৸০। বেঙ্গল ৫ই ফেঃ—৪১০৲ ; ৮ই—৪০৭৲। ভালগোড়া ৪ঠা ফেঃ—৬৲ ৬৵০ ; ৮ই—৬৵০। বোকারো এণ্ড রামগড় ৫ই ফেঃ—১৭৸০ ১৭৸৵০। বড়ধেমো ৪ঠা ফেঃ—৬৲। দেউলি ৪ঠা ফেঃ—৯৸০ ৯৸৵০। ধেমো মেইন ৫ই ফেঃ—১৩৷৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৫ই ফেঃ—১৯৸০। হুরিলাদি ৫ই ফেঃ—১৫৷৵০। কালাপাহাড়ী ৪ঠা ফেঃ—১২৸৵০। কাটরাস-ঝরিয়া ৮ই ফেঃ—৩০৷০। কুয়ার্দ্দি ৮ই ফেঃ—৪৷০। নাজিরা ৮ই ফেঃ—

এরিয়ান সিল্ক অ্যাণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—

এস, চাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

গ্রাম :—"এরিওপ্লাণ্টস্" কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল { ১৪৬৪ ১৪৬৫

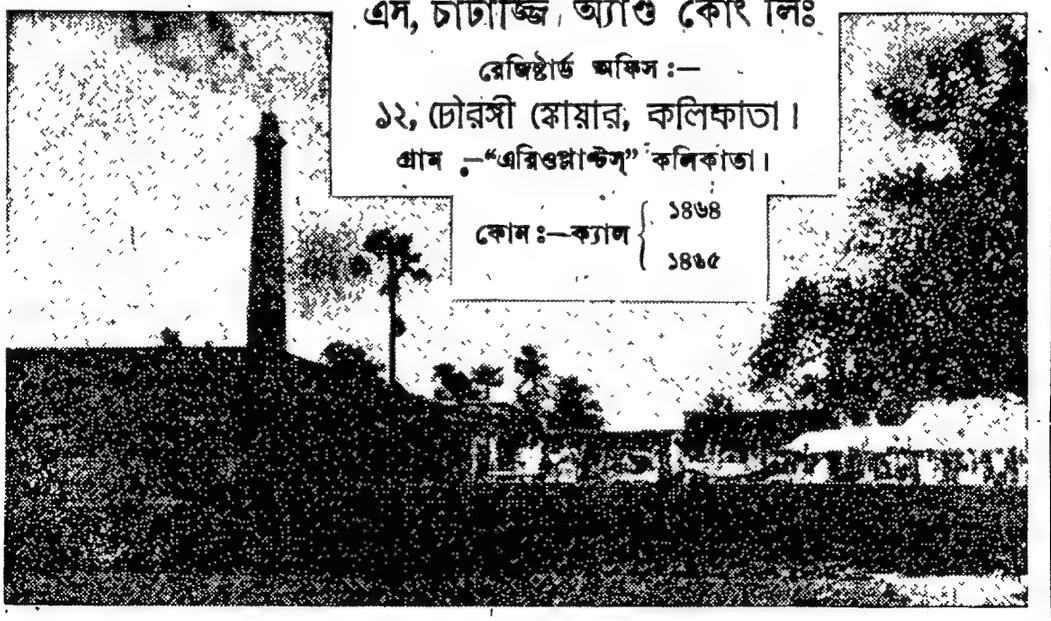

ফ্যাক্টরী মুর্শিদাবাদ জেলার ঝুমকায় অবস্থিত এবং সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও পরিচালিত। গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে চাটার্জ্জি আই সি এস্ মহোদয় কর্ত্তৃক ফ্যাক্টরীর উদ্বোধন হইতেই পূর্ণোদ্যমে রেশম প্রস্তুত হইতেছে।

মিঃ এস কে চৌধুরী সহকারী ডিরেক্টর—টেক্সটাইল, ডিজি সাপ্লাই (নিউ দিল্লী), সিল্কের স্পেশাল অফিসার মিঃ সি-সি ঘোষ এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীগণ ফ্যাক্টরী পরিদর্শনান্তে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

কোম্পানীর অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক

৮৮৶০ ৯৲। নিউ বীরভূম ৪ঠা ফেঃ—১৭৸০ ; ৫ই—১৭৷৶০ ; ৮ই—১৭৷০ ১৭৷৶০ ১৭৷৶০। নর্থ দামুদা ৪ঠা ফেঃ—৫৸৶০। পারাশিয়া ৪ঠা ফেঃ—২৶০ ২৲ ; ৮ই—২৲ ২/০। রেওয়া ৫ই ফেঃ—৩১৸০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানশোল ৫ই ফেঃ—১।০। শিবপুর ৮ই ফেঃ—২৩৷৶০। তালচেড় ৫ই ফেঃ—২৷৶০ ২৷৶০ ; ৮ই—২৷০ ২৷৶০। ইউনিয়ন ৫ই ফেঃ—৩৩৲ ; ৮ই—৩২৸০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৫ই ফেঃ—৩২৸০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ৪ঠা ফেঃ—৮৸০ ; ৫ই—৮৸০ ; (প্রেফ) ৮ই—১১৶০ ১১।০। বেঙ্গল-নাগপুর (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৫৫৲। বেণারস্ ৪ঠা ফেঃ—৯।০ ; ৫ই—৯।০। কানপুর টেক্সটাইলস্ ৪ঠা ফেঃ—১৬।০ ১৬।/০ ; ৫ই—১৬।০ ১৬৷৶০ ১৬৷৶০ ১৬৸০। ডানবার ৫ই ফেঃ—২৭১৷০। ঢাকেশ্বরী ৫ই ফেঃ—২১৸৶০ (ডিভিডেণ্ড ব্যতীত) ২১৸০। এল্‌গিন মিলস্ ৪ঠা ফেঃ—৪৬৸০ ৪৭৲ ; ৫ই—৪৬৸০ ৪৬৸৶০ ৪৭৲। কেশোরাম (অর্ডি) ৫ই ফেঃ—১৬।/০ ; ৮ই—১৬।/০। মুইর মিলস্ ৫ই ফেঃ—৩৯৫৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৫ই ফেঃ—৭৸৶০ ৭৸/০ ; ৮ই—৭৸৶০ ৭৸/০ ; (প্রেফ) ৫ই—১১৸/০।

ইলেক্‌ট্রীক

রাওয়ালপিণ্ডি ৫ই ফেঃ—২৮।০। ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস্ ৪ঠা ফেঃ—২০৩৷৷০।

কাগজের কল

বেঙ্গল ৪ঠা ফেঃ—১৭৫৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৪ঠা ফেঃ—১৬৫৲ ১৬৪৲ ; ৫ই—১৬৫৲ ১৬৪৲। মহীশূর ৪ঠা ফেঃ—২১৲। অরিয়েণ্ট ৪ঠা ফেঃ—২৬৲ ২৫৸০। শ্রীগোপাল ৫ই ফেঃ—১৯৷৶০। ষ্টার ৪ঠা ফেঃ—১৯৷৶০ ; ৫ই—১৯৷৶০ ১৯৷৶০ ; (প্রেফ) ৮ই—১১৬৲। টিটাগড় (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—২২৸৶০ ২২৸০ ; ৫ই—২২৷৶০ ২২৷৶০ ; ৮ই—২২৷০ ২২৷৶০ ২৩৶০ ২৩।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাট্‌লার ৫ই ফেঃ—১৩৷৶০ ১৩৸০ ১৩৸৶০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৫ই ফেঃ—৯৲। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৪ঠা ফেঃ—১১৸০ ১২৲ ; ৫ই—১১৸০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—৩৬৩৲ ৩৬৪৲ ; ৫ই—৩৬১৲ ৩৬৩৲। ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা ফেঃ—৩২।/০ ৩২।৶০ ৩২।০ ৩২/০ ৩২৲ ; ৫ই—৩২৲ ৩১৸/০ ৩১৸৶০ ৩২৶০ ৩১৸০ ; ৮ই—৩১৷৶০ ৩১৸৶০ ৩১৷৷০ ৩১৷০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস্ (অর্ডি) ৮ই ফেঃ—(ডিভিডেণ্ড ব্যতীত) ৫২৷৷০। যেশকী এণ্ড কোং ৫ই ফেঃ—২০।০। কুমারধুবী (অর্ডি) ৫ই ফেঃ—৫৸০ ৫৸/০। মার্শেলস্ এণ্ড কোং ৫ই ফেঃ—৩৷৶০ ৩৷৶০ ৩৷৶০। ন্যাশানাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা ফেঃ—১২৶০ ; ৫ই—১১৸৶০ ১১৸০। শারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৮ই ফেঃ—৬৷৶০। ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—২৪/০ ২৪৶০ ২৪৲ ২৩৸০ ২৩৸৶০ ২৩৸/০ ২৩৸০ ; ৫ই—২৩৸০ ২৩৸৶০ ২৩৸/০ ২৩৷৶০ ২৩৷৶০ ২৩৷৶০ ২৩৷৶০ ২৩৷০ ; ৮ই—২৩৷০ ২৩৷৶০ ২৩৶০ ২২৸৶০ ২৩৲ ২৩/০ ; (প্রেফ) ৪ঠা ফেঃ—১১৯৲ ; ৫ই—১১৯৲ ১২০৲ ; ৮ই—১১৯৲ ১১৯৷৷০।

পাটকল

এলবিয়ন ৫ই ফেঃ—১০৪৷৷০ ; (প্রেফ) ৮ই—১৬৩৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ৪ঠা ফেঃ—৩৪২৲ ; ৫ই—৩৪২৲ ৩৪০৲। অকল্যাণ্ড ৮ই ফেঃ—১৭৪৲। বালী ৪ঠা ফেঃ—২৭০৲ ; ৫ই—২৭২৲ ; (প্রেফ) ৮ই—১৬১৲। বেঙ্গল ৪ঠা ফেঃ—২১।০। কেলিডনিয়ন (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—(ডিভিডেণ্ট ব্যতীত) ১৬১৲। চিতভালশা ৪ঠা ফেঃ—১৮।/০। ক্রেগ ৪ঠা ফেঃ—২৷৷০। ডালহৌসী ৪ঠা ফেঃ—২০৭৲। ডেল্টা ৪ঠা ফেঃ—৪৫২৲। ফোর্ট গ্লষ্টার ৫ই ফেঃ—৫৬৪৲। ফোর্ট উইলিয়ম (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৬৩৲। গৌরীপুর ৫ই ফেঃ—৭০৮৲ ৭১৫৲ ; (প্রেফ) ৮ই—১৪১৲। হুগলী (প্রেফ) ৪ঠা ফেঃ—২০৲ ২০।০। হাওড়া ৫ই ফেঃ—৫৪৷৶০ ৫৪৸০। হুকুমচাঁদ ৫ই ফেঃ—১৯৸/০ ১৯৸০। ইণ্ডিয়া ৪ঠা ফেঃ—৪৪১৲ ৪৪২৲ ৪৩৯৲ ৪৪৩৲ ৪৪২৲ ; ৫ই—৪৪৩৲ ৪৪০৲। কামারহাটি ৪ঠা ফেঃ—৫০৩৲ ৫০২৲। কেলভিন ৪ঠা ফেঃ—৫৬২৲ ; (প্রেফ) ৮ই—১৬৫৲। খারদ ৪ঠা ফেঃ—৪৩৭৲। লরেন্স (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৪১৲। লোথিয়ান (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৬০৲। ন্যাশানাল ৪ঠা ফেঃ—

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই

ধুতী ও সাড়ী

পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড

হেড অফিস :—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৩০৫

পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

সুদ ঃ স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%
২ বৎসরের জন্য ৫%
১ বৎসরের জন্য ৪%

ডিরেক্টার ঃ—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা

—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিস সমূহ :
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।

চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্

কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো

টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা

টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

২৩৷৴০ ২৩৷৵০ ২৩৷৶০ ; ৮ই—২৩৷৶০। নিউ সেণ্ট্রাল (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৬৪৲। নর্থব্রুক (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৪০৲। ওরিয়েণ্ট ৫ই ফেঃ—১৮৪৲ ; ৮ই—১৮২৲। প্রেসিডেন্সী ৪ঠা ফেঃ—৫৸৴০ ৫৸০ ; ৫ই—৫৷৶০ ৫৸০ ; ৮ই—৫৷৵০ ৫৷৶০ ৫৸০। রামেশ্বর ৪ঠা ফেঃ—১১৷৴০।

চিনির কল

ভারত ৪ঠা ফেঃ—১৩৷৵০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—১৫৷৷০ ; ৫ই—১৫৷৶০ ১৫৷৵০। কাণপুর ৫ই ফেঃ—৩২৷০ ; ৮ই—৩১৸০। দারভাঙ্গা ৫ই ফেঃ—১৭৷৷৵০। মারী ক্রয়ারী ৪ঠা ফেঃ—১৮৷৴০ ১৮৷৷৵০ ১৮৷৷৶০ ১৮৸০। প্রতাপপুর ৮ই ফেঃ—১৩৲। রামনগর কেন (অর্ডি) ৫ই ফেঃ—১০৸০। সমস্তীপুর ৪ঠা ফেঃ—১৩৲ ১২৷০ ; ৮ই—১২৸৵০। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস্ ৪ঠা ফেঃ—১৫৷৷০।

চা বাগান

অটল টী ৪ঠা ফেঃ—১১৲ ; ৫ই—১১৲ ; ৮ই—১১৲। বাগমারী ৪ঠা ফেঃ—১৩৵০ ১৩৷৵০ ; ৫ই—১৩৷৷৵০ ১৪৲ ১৪৷০ ; ৮ই—১৪৵০ ১৪৷০। বানারহাট ৮ই ফেঃ—৬৯৫৲। দেশাই এণ্ড পার্ব্বতিয়া ৪ঠা ফেঃ—২৯০৲ ; ৫ই—২৯২৲ ; ৮ই—২৯৬৲ ২৯৮৲ ৩০১৲। ইষ্টার্ণ কাছার ৫ই ফেঃ—১০৷০ ; ৮ই—১০৷০ ১০৷৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৫ই ফেঃ—১১৷৴০ ১১৸০ ; ৮ই—১১৷৷৵০ ১১৸০। এথেলবারী ৪ঠা ফেঃ—১৫৷৷৵০ ; ৫ই—১৫৷৷০ ; ৮ই—১৫৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। মিলমালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাকাপাকিভাবে সেই সিদ্ধান্ত ঘোষিত না হওয়ার জন্যই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় মহলই উন্মন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। যাহা হউক, অদ্য ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৯৪০-৪১ সালের অর্দ্ধেক জমিতে পাট চাষের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সংবাদে বাজারে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে আমরা তাহা আগামী বারে যথাসময় জানাইব। ইতিমধ্যে এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তের খবর খাঁটি হইলে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে পাটচাষীর সর্ব্বনাশ হইবে এবং লাভবান হইবে কেবল বৈদেশিক মিলমালিক পক্ষ। অধিকন্তু খাদ্য সমস্যার এই মহাসঙ্কটে অধিকতর খাদ্যশস্যের জন্য যখন চতুর্দ্দিকে চীৎকার উঠিয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে ধানের চাষ কম হইয়া পাটের চাষ বেশী হইবে। বাঙ্গলা সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকিলে জনসাধারণের স্বার্থের কথাকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়া আমরা উহাকে অনিষ্টকর ও অপরিণামদর্শী বলিয়া অভিহিত করিব।

যাহা হউক আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারের সকল বিভাগেই মন্দার ভাব দেখা যায়। আলগা পাটের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ এবার যৎসামান্য। অত্যন্ত কম দরেও বিক্রেতা মহল মাল হাতছাড়া করিবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটম যথাক্রমে ১৪৷৷০ আনা ও ১১৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও এবার বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

থলে ও চটের বাজারেও অন্যান্য বিভাগের ন্যায় মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। এবার ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৷৷৵০ আনা, ফেব্রুয়ারী ১৭৷৷৵০ আনা, মার্চ্চ ১৭৷৷৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৸০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৭৸৵০ আনা, ১৭৸৵০ আনা, ১৭৸৵০ আনা, ১৭৸৵০ আনা, ও ১৭৸৵০ আনা। এবার ১১নং পোর্টার চটের দর ছিল নগদ ২২৸০ আনা, ফেব্রুয়ারী ২২৸০ আনা, মার্চ্চ ২২৸৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২৸৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২৷৷৵০ আনা।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর তূলার বাজারে বেশ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। তূলার দরে একটা ঊর্দ্ধগতি লক্ষিত হয়। এই উন্নতির মূলে দুইটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, প্রচুর পরিমাণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ উৎপাদনের স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মিলওয়ালারা প্রচুর পরিমাণে তূলা ক্রয় করিবেন বলিয়া করাচী হইতে পাকা খবর পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য বাজারের এই চড়তির ভাব শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকা সম্ভব হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহকাল অনশনের সঙ্কল্প করিয়াছেন এই সংবাদে সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে কিঞ্চিৎ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এবার তূলার বাজারে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে যে, শীঘ্রই লম্বা আঁশযুক্ত তূলার অভাব দেখা যাইবে। এই কারণে ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে কাজকারবারের পরিমাণ খুবই কম।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে এবার মন্দার ভাব দেখা যায়। মিলসমূহ পুরাদমে বস্ত্র উৎপাদনে মনোনিবেশ করিয়াছে এই সংবাদে কাপড়ের দরে কিঞ্চিৎ পড়তির ভাব সুরু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের দর বাজার চলতি বস্ত্রাদির দরের অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ কম হইবে বলিয়া বাজারে প্রকাশ। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের এই পরিবর্ত্তন সপ্তাহের শেষভাগ পর্য্যন্ত সমভাবে অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সংবাদ। এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ হইতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা আবার বৃদ্ধি হইতে পারে এবং ফলে ব্যবসাবাণিজ্য তথা কাপড়ের বাজারের কাজকারবার ব্যাহত হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

কলিকাতার সোণার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। অবশ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে এবং সোণার দরে কতকটা চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য। কলিকাতার বাজারে এবার রেডি সোণা ও প্রতিটি গিনি যথাক্রমে ৬৫৷৷০ আনা ও ৪৮৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ হইয়াছে খুবই কম। তূলার বাজারের চড়তির ভাব এবার রূপার বাজারকে তেজী রাখিতে পারে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রূপা ক্রয় বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত বাজারে এক প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। এবার রেডি রূপার কাজকারবার হইয়াছে ১০০৸০ আনায়, গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ১০০৸৵০ আনা। লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার রূপার বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে।

ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল

— ব্যাঙ্ক লিমিটেড —

এই সুবৃহৎ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় মূলধনে ভারতবাসীদের দ্বারা গঠিত এবং ভারতীয় স্বার্থে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক সুপরিচালিত।

CALCUTTA NATIONAL BANK LTD.

—হেড অফিস—

ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্।

মিশন রো, কলিকাতা।

—কলিকাতাস্থ অন্যান্য অফিস—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর ও বালীগঞ্জ

—অন্যান্য প্রধান শাখা অফিসসমূহ—

ঢাকা	পাটনা	দিল্লী	বোম্বাই
নারায়ণগঞ্জ	গয়া	লক্ষ্ণৌ	নাগপুর
ময়মনসিংহ	বেনারস	কাণপুর	রায়পুর
চট্টগ্রাম	এলাহাবাদ	জব্বলপুর	অমরাবতী

কারেণ্ট একাউণ্ট :—কারেণ্ট একাউণ্টে (Current Accounts) শতকরা বার্ষিক আট আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীগণকে উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ওভারড্রাফট্ ও ক্যাশ ক্রেডিট্ (overdraft and cash credit) দেওয়া হয়।

সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট :—ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুবই জনপ্রিয়। শতকরা বার্ষিক দেড় টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় এবং পঁচিশ টাকা একাউণ্টে জমা রাখিলেই চেকবহি দেওয়া হয়। সপ্তাহে একবার টাকা তুলিতে পারা যায় এবং এক চেকে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত বিনা নোটিশে তুলিতে পারা যায়।

স্থায়ী আমানত ও ক্যাশ সার্টিফিকেট :—তিন মাস অথবা তদূর্দ্ধকালের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়। সুদের হার সুবিধাজনক, পত্র লিখিলেই জানান হয়। তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় করা হয়। দশ টাকা মূল্যের তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেটের ক্রয়মূল্য ৯৲ টাকা। ছয় মাস পরে দশ দিনের নোটিশ দিয়া ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙ্গান চলে এবং নির্দ্দিষ্ট মত সুদও পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে আপনার একাউণ্ট রাখুন।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

বাদে একটা প্রশ্ন তুলিতে পারি। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবে আপোষ-মীমাংসার জন্য যে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিলেন কিসের জন্য? মহাত্মা গান্ধীকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়া অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি না করিয়া ভারতব্যাপী গ্রেপ্তার ও কংগ্রেস দলন আরম্ভ হইল কেন? কংগ্রেস প্রস্তাবে এমন কথাও বলা হইয়াছিল, স্বাধীনতা যদি স্বাধীনতার ছায়া না হইয়া স্বাধীনতার কায়া হয়, তাহা হইলে মুসলীম লীগের হাতে শাসনভার বুঝাইয়া দিলেও কংগ্রেসের তাহাতে এতটুকু আপত্তি নাই। অথচ এই আপোষমূলক বোম্বাই-প্রস্তাব সত্ত্বেও কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হইল। বড়লাট তাঁহার পত্রাবলীতে এই সব আসল প্রশ্নের সদুত্তর দেন নাই বা উত্তর এড়াইয়া চলিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পত্রগুলির মধ্যে এখনও সন্তোষজনক ও সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসার ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু গত আগষ্ট মাসের লর্ড লিনলিথগো এই ফেব্রুয়ারী মাসেও তেমনি অনমনীয়। ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা নাই বলিয়াই যেন শাসকশ্রেণী দোষারোপকে মূলধন করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতের এই অচল অবস্থার—বর্ত্তমানের এই চূড়ান্ত দুর্দ্দশার জন্য কে দায়ী নিরপেক্ষ জগতের চক্ষুষ্মান জনসাধারণ আজ হউক কাল হউক, তাহার সদুত্তর নিশ্চয়ই দিবে।

* * *

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি জাপ রেডিও মারফৎ ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হইয়াছে। জাপ অধিকৃত দেশগুলির আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠায় তত্রস্থ অধিবাসীদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই নাকি এরূপ শ্রুতিসুখকর প্রতিশ্রুতি শুনান হইয়াছে। যাহা হউক, উক্ত সংবাদে নূতনত্ব কিছুই নাই। ক্ষমতাক্ষিপ্ত শাসক জাতির সতর্ক কর্তৃত্বাধীনে এক পদানত জাতির তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ আমরা ভালই জানি। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় এরূপ স্বাধীনতার নমুনা বহু আগেই মিলিয়াছে। চিনের নানকিং গবর্ণমেণ্ট যে কতখানি স্বাধীন তাহা সকলেই জানেন। ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনেও সাম্রাজ্যবাদী জাপান অনুরূপ তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট বসাইয়া সুকৌশল শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখিতে চাহে। অবশ্য এই কূটনীতির খেলায় জাপান গুরু নহে—তাহার ইউরোপীয় সহধর্ম্মী শোষক রাষ্ট্রগুলির এক যোগ্য শিষ্য। বাহিরে একটা লোক-দেখানো স্বাধীনতার ঠাঁট বজায় রাখিয়া, শাসিতদের ও বহির্জ্জগতের জনসাধারণকে সুকৌশলে ধোঁকা দিয়া কি করিয়া কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সেই বিষয়ে জাপান বোধ হয় বৃটিশ শাসকদের নিকট হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষা পাইয়াছে। অনেক ইংরেজ প্রভু সময় পাইলেই গদগদ কণ্ঠে অন্যান্য দেশকে শুনাইতে থাকেন, ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসীদের দ্বারাই শাসিত হয় এবং কথাটা যে একেবারে মিথ্যা প্রচারকার্য্য নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ভারত সম্পর্কে সরকারী সংখ্যাতথ্যাদিও পেশ করেন।

* * *

সম্প্রতি আমেরিকায় প্রচারিত "Fifty Facts about India" (ভারত সম্পর্কে পঞ্চাশটি খাঁটি সত্য) নামক পুস্তিকায় ভারতবর্ষ বস্তুতঃ ততটা পরাধীন নহে, বরং বহুলাংশেই স্বাধীন জাতির মর্য্যাদা ও অধিকার পাইয়া আসিতেছে এরূপ নির্জ্জলা মিথ্যাকে নির্লজ্জের ন্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে। চার্চ্চিল-আমেরি-এডেন-হালিফ্যাক্স প্রমুখ মহারথীরা ত কথায় কথায় বড়লাটের শাসনপরিষদের একাদশ বৃহস্পতির গুণপনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন এবং এই কয়জন সর্ব্বশক্তিমান ভারতীয়ের দ্বারাই যে ভারতবর্ষ শাসিত ও পরিচালিত হইতেছে তাহা বুঝাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন। কিন্তু আমরা যে কতখানি স্বাধীন—আমাদের বিদেশী প্রভুরা ও তাঁহাদেরই পক্ষছায়াপুষ্ট দেশীয় ভক্ত-বৃন্দ যে ভারতের জনমতের কাছে কতখানী দায়ী এবং কতটুকু জনপ্রিয় ও জনকল্যাণকামী তাহা বোধহয় রাস্তার মুটে-মজুরেরও আজ আর বুঝিতে বাকী নাই। অথচ বহির্জ্জগতের কানে এই স্বায়ত্তশাসনের প্রহসন লইয়া কি অকাট্য সত্য কথাই না শুনান হইতেছে! ব্রহ্মদেশে নিপ্পনী স্বাধীনতার স্বরূপ আমরা এখান হইতে না দেখিয়াও আগেভাগেই বুঝিতে পারিব—কেন না আমরা তো স্বাধীনতার পনের আনা বহু আগেই পাইয়া গিয়াছি! যাহা হউক, ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী জাপপ্রভুরা এতদিনে একটা কথা শুনাইলেন। এদিকে ইংরেজ প্রভুরা ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের তোড়জোড় করিতেছেন—সংবাদপত্রে মাসের পর মাস ব্রহ্মদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্পর্কে কত কথা, কত না বিতর্ক ও বিবৃতি পাঠ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ব্রহ্মের লাট বা ভারতের জঙ্গীলাট বা ভারত সচিব (ব্রহ্ম সচিবও বটে) বা স্বয়ং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ভুলেও একদিন এমন কথা বলিতেছেন না যে, ব্রহ্মদেশ ফিরিয়া পাইয়া এবার ব্রহ্মবাসীদের আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শাসন ক্ষমতা প্রদান করিব!

ফোন: ক্যাল ১৪৬৪ (২ লাইন) গ্রাম—'Aryoplants

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস

লিমিটেড

ভারতে গুড়াদুগ্ধ এবং নানাপ্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রথম প্রস্তুতকারক

সারা ভারতে এবং বাহিরের প্রচুর চাহিদা মিটাইবার জন্য আমাদের কারখানাগুলিতে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কার্য্যকালের উপর ভাল লভ্যাংশ আশা করা যায়।

শীঘ্রই শতকরা ৭৷৷ টাকা লাভের প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হইবে।

আবশ্যক অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন:—

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

মূলধন

অনুমোদিত এবং বিলিকৃত	২০,০০,০০০৲
বিক্রিত	১০,৯৬,০০০৲ উপর
আদায়ীকৃত	৯,০৬,০০০৲ উপর

কলিকাতা অফিস:— ১২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, ফোন:—কলি: ৬৫৮৮

শাখা ও এজেন্সী:— সকল প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২ কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার।

স্বদেশীয়—
বঙ্গলক্ষ্মী
ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

জাতীয়তায়—
বঙ্গলক্ষ্মী
ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২২শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৪০শ সংখ্যা

CU CALCUTTA UNIVERSITY

= বিষয় সূচী:=

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৩৯-৭৪১	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৭৪৮-৭৫৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭৪২	পুস্তক পরিচয়	৭৫৫
বাঙ্গলা সরকারের বাজেট	৭৪৩	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭৫৬
রেল বিভাগের বাজেট	৭৪৪	বাজারের হালচাল	৭৫৭-৭৬৪
ইনফ্লেশন (৩)	৭৪৫-৭৪৬		

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের জমি ও সরকারী কৈফিয়ৎ

পাটের নিম্নমূল্য ও খাদ্যাভাব সমস্যার কথা ভাবিয়া বাঙ্গলা সরকার এবার এপ্রদেশে পাটের জমির পরিমাণ গতবারের তুলনায় বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া এবার গতবারের সমপরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাট সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নীতির সমালোচনা করিয়া আমরা পূর্ব্বে উহা বহুবার বলিয়াছি যে, এপ্রদেশে পাটের জমির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্পর্কে মন্ত্রিমণ্ডলীর কোন স্বাধীন মতবাদ নাই। একদিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং অপরদিকে শ্বেতাঙ্গ পাটকল-ওয়ালারা যে বৎসরে পাটের জমির পরিমাণ যতটুক নির্দ্ধারিত করিবার দাবী করিবেন পাট কাটতির প্রকৃত সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা না করিয়া বাঙ্গলা সরকারকে সেই পরিমাণ জমিতেই পাট চাষের অনুমতি দিতে হইবে; বিশেষতঃ বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করিতে যাইয়া বাঙ্গলার 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীরা তাঁহাদের মোটা বেতনের চাকুরী খোয়াইতে যেস্থলে মোটেই প্রস্তুত নহেন। আমাদের এই ধারণা যে কতদূর সত্য সম্প্রতি পাটের জমি সম্পর্কে সরকারী কৈফিয়ৎ দৃষ্টে তাহা সর্ব্বথা প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগের নিকট হইতে তাঁহারা যে স্মারকলিপি পাইয়াছেন, চলতি ১৯৪৩ সালে পাটের জমির পরিমাণ নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা উহা দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। উক্ত সরবরাহ বিভাগ তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এবৎসর দুনিয়ার চাহিদা মিটাইবার জন্য ৮৫ লক্ষ বেল নূতন পাট উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষে এই পরিমাণ পাট উৎপন্ন করিতে হইলে বাঙ্গলায় পাট চাষের জমি ১৯৪০ সালের তুলনায় একতৃতীয়াংশ (১৯৪২ সালের সমান) হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর বাঙ্গলা সরকারও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেবল বৃটিশ সরকারের মুরুব্বীয়ানার কথা বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভারত সরকার ও ভারতীয় পাটকল সমিতির সহিত নিজেদের যোগাযোগের কথাও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, চলতি বৎসরে কৃষকেরা গতবারের সমপরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিয়া যদি উহার সমুচিত মূল্য লাভে বঞ্চিত হয় তবে ভারত সরকার সেবিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারতীয় চটকল সমিতিও এসম্পর্কে পরিপূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের ভরসা দিয়াছেন।

বাঙ্গলার 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীদের কর্ত্তাভজা নীতি ও দাস-মনোবৃত্তি যে কতদূর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে এই কৈফিয়ৎ দৃষ্টে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, জনপ্রতিনিধি হিসাবে আজ যাঁহারা এপ্রদেশের মন্ত্রিত্বের গদী আগলাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন পাটের মত সর্ব্বপ্রধান অর্থকরী ফসল সম্পর্কেও স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবার দায়িত্ব বা সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়ায় ১৯৪২ সালে বাঙ্গলার চাষীদিগকে জলের দরে পাট বিক্রয় করিতে হইয়াছে। সে তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করা হইলে গতবারের তুলনায় এবার পাটের জমির-পরিমাণ হ্রাস করা খুবই সঙ্গত। পাটের জমি হ্রাস করিলে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বাড়িতে পারে ইহাও বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু স্বাধীনভাবে সেরূপ বিচার বিশ্লেষণের গরজ কোথায়। বৃটিশ সরকার যখন তাগিদ পাঠাইয়াছেন তখন হাজার বিপদের কারণ হইলেও পাটের জমি পূর্ব্বেকার স্তরে বজায়

রাখিতেই হইবে। এই প্রকার অদ্ভুত মনোবৃত্তির কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। পাটের মূল্য কম হইলে ভারত সরকার ও চটকল সমিতি সেই ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সহায়তা করিবেন বলিয়া যে ভরসা বাঙ্গলা সরকার দেখাইয়াছেন তাহাও আমাদের নিকট হাস্যকর বলিয়াই মনে হইয়াছে। গত ১৯৪২ সালে ভারত সরকার ও চটকল-ওয়ালাদের পরামর্শে অধিক পাট করিবার ফলে যখন পাটের দর বেশী পরিমাণে নামিয়া গিয়াছিল তখন উঁহারা এই ধরণের প্রতিশ্রুতি কতদূর রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমরা ভুলি নাই। তথাপি উঁহাদের ভরসায় এবারও বেশী জমিতে পাটের চাষ করাইতেই হইবে। সরকারী ধামাধরা বুদ্ধি ও দায়িত্বহীনতার ইহার চেয়ে নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

বেভারীজ পরিকল্পনা ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট

ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে সমাজ কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে স্যার উইলিয়ম বেভারীজ যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহাকে কেন্দ্র করিয়া হাউস্ অব্ কমন্স-এ এক তুমুল বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে স্যার জন এণ্ডারসন এক বক্তৃতায় জানান যে, গবর্ণমেণ্ট বেভারীজ স্কীমের সমাজ কল্যাণ-মূলক নীতিবাদ যথাসম্ভব গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই যুদ্ধের সময়ে ভবিষ্যৎ আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তাই বৃটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার পর গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতেছে বৃটিশ রপ্তানী বাণিজ্যের সুপ্রসারণ। এই দুই লক্ষ্যের পথে অগ্রবর্ত্তী হওয়ার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বেভারীজ পরিকল্পনা অনুযায়ী ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ সুরু করিবার আশা রাখেন। বেকার সমস্যার জটিলতা হ্রাস পাইয়া দেশে যাহাতে অধিক লোকের স্থায়ী কর্ম্মসংস্থানের সুবিধা হয় সেবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন। এসম্পর্কে বেভারীজ পরিকল্পনার মূল নির্দ্দেশগুলি যত্নসহকারে বিবেচিত হইবে। অসহায় শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য স্যার উইলিয়ম যে ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং অসুখ-বিসুখে লোকের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যেসব পরামর্শ দিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট সে সমস্তও যথাসম্ভব কার্য্যকরী করার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বেভারীজ স্কীমে বৃদ্ধ বয়সে সকল লোককে সপ্তাহে ৪০ শিলিং করিয়া ভাতা দেওয়ার যে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহেন। অধিকন্তু ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইন্সিওরেন্স সম্পর্কিত প্রস্তাবটি তাহারা একেবারে বাতিল করিয়া দিতে চান বলিয়া স্যার জন এণ্ডারসন জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে স্যার উইলিয়াম বেভারীজের সমাজ, কল্যাণমূলক পরিকল্পনাটি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে ইংলণ্ডে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা উহার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সত্বর এই পরিকল্পনাটি সমগ্রভাবে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করুন—প্রথম হইতে এই দাবীই তাহারা করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে স্যার জন এণ্ডারসনের বক্তৃতায় বেভারীজ রিপোর্ট সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তাহারা অনেকটা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই নৈরাশ্য পার্লামেণ্টের কোন কোন দলের সভ্যদের মধ্যেও বিশেষ ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বেভারীজ পরিকল্পনা আংশিকভাবে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া লেবর পার্টির এক সদস্য গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হাউস্ অব্ কমন্সএ এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ প্রস্তাবে সমাজ কল্যাণমূলক পরিকল্পনাটি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা কার্য্যকরী করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার পর পক্ষে ১১৯ ও বিপক্ষে ৩৩৫ ভোট হওয়ার ফলে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। মিঃ চার্চ্চিল প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে আর কখনও এত বেশী ভোট প্রদত্ত হইতে দেখা যায় নাই। ইংলণ্ডে জনমতের গতি যে কোন দিকে ধাবিত হইতেছে এই ভোটাভোটিতে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ধন বণ্টনের অসাম্য ও সমাজ জীবনের দুঃখ গ্লানি বিদূরিত করিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ আজ নিজেদের ন্যায্য সুখ সুবিধা বিধানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাবাহী হিসাবে আজ যাঁহারা গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের আংশিক উদারতার দান নিয়া আর উহারা সন্তুষ্ট থাকিতে রাজী নয়। সমাজ কল্যাণের বাঁধা বুলির বদলে উহারা ঐবিষয়ে সরকারীভাবে ব্যাপক কার্য্যপন্থা অনুসরণের প্রতিশ্রুতি চায়। নিজেদের মনুষ্যোচিত অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গণমনের এই জাগরণ এযুগের একটা শুভলক্ষণ বলিতে হইবে।

খাদ্য সমস্যা ও সরকারী আশ্বাস

চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতি জীবনধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য খাদ্যদ্রব্যাদি একাধারে দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ফলে সমগ্র দেশে যে সঙ্কটজনক দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সেই সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বে একাধিকবার বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। খাদ্য সমস্যাই আজ দেশবাসীর নিকট প্রধানতম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও এই খাদ্য সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। বৈঠকের পর বৈঠক আহ্বান করিয়া, এক পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দিয়া আবার নূতন পরিকল্পনায় হাত দিয়া, নানা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া এতাবৎ শাসকবর্গ খাদ্য সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের কোন কূলকিনারা পাইতেছেন না। নিজেদের অক্ষমতার কথা ঢাকিতে গিয়া গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে নিত্য নূতন তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে। কখনও শুনা যায়, আবশ্যক পরিমাণ খাদ্যের অভাব বশতঃই ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ম্মূল্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কখনও বলা হইতেছে যে, অতিলোভী মজুতকারীদের কারসাজির ফলেই যত সব অনর্থের উদ্ভব। কেহ বা রেলগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহনের অভাবকেই প্রধান কারণ বলিয়া দাঁড় করাইতে চাহেন। ইত্যাকার উক্তি ও বিবৃতি শুনিতে শুনিতে খাদ্য সমস্যা দিনের পর দিন আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে ভারত সরকারের খাদ্যবিভাগের এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী জেনারেল উড সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে বলেন যে, এক মাস পূর্ব্বে খাদ্য সম্পর্কে ভারতের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল বর্ত্তমানে অবস্থা তাহার অপেক্ষা অনেক ভাল। তাঁহার উক্তির সমর্থনে জেনারেল উড একটা হিসাবও দাখিল করিয়াছেন। গত বৎসরের তুলনায় এবার খারিব শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ২০ লক্ষ ৩০ হাজার টন অধিক হইয়াছে এবং রবি শস্যও নাকি এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণেই উৎপন্ন হইবে। অতপর উড সাহেব বলেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতে খাদ্য শস্যের বার্ষিক উৎপাদন সমগ্র দেশের প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ কম হইয়া থাকে এবং এবার উপরোক্ত খারিব শস্যের অতিরিক্ত উৎপাদন দ্বারা নাকি সেই ঘাটতি ইতিমধ্যেই পূরণ হইয়া গিয়াছে। জেনারেল উডের কথা সত্য হইলে, খাদ্য সমস্যা লইয়া আর আমাদের পক্ষে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মাথা ঘামাইবার কারণ নাই। কিন্তু আমরা এরূপ উদ্বৃত্ত শস্যের কোন প্রমাণ বা আভাস পাইতেছি না।

তাহা ছাড়া খাদ্যদ্রব্যের দর হ্রাস পাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। উড সাহেবের উক্তি কি বাস্তব তথ্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত, না বাজারে নূতন খারিব শস্যের আবির্ভাবের মুখে তিনি চিরাচরিত সরকারী কায়দায় একটা ফাঁকা আওয়াজ শুনাইলেন?

যানবাহন সমস্যার একদিক

ভারত সরকারের যানবাহন সচিব স্যার এড্‌ওয়ার্ড বেন্থল রেল বিভাগের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় ভারতীয় রেলপথের অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু সৈন্যদের জন্য বেশী সংখ্যক স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়া ও সামরিক মাল চলাচল সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দিয়া রেল বিভাগ যে দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছে তাহা ভাবিয়া তিনি গর্ব্ববোধ করিয়াছেন। যুদ্ধকালীন যানবাহন সমস্যার চাপে পড়িয়া এদেশের যে অগণিত নরনারী আজ অন্ন-বস্ত্রের জন্য নিদারুণ দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে যানবাহন সচিবের আত্মশ্লাঘাপূর্ণ উচ্ছ্বাস বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে কতদূর সান্ত্বনা প্রদান করিবে তাহা জানি না। তবে রেল বিভাগের তথাকথিত সমৃদ্ধি ও এ দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় উহাদের বহুমূল্য সহযোগিতার অন্তরালে আমরা তাহাদের নানারকম দায়িত্বহীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করিতেছি। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে যাত্রী ও মাল চলাচলের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া এই যুদ্ধের সময় রেল বিভাগ নিজেদের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বেসামরিক প্রয়োজনে গাড়ী নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাঁহারা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতেছেন, ইহা আর যাহাই হউক আত্মশ্লাঘার কথা নহে। রেলের বড়কর্ত্তারা সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনের ভিতর একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া যদি এদেশের রেলওয়ে নীতি পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতেন তবেই ঐ বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইত। যুদ্ধের সময়ে অতিরিক্ত যাত্রী ও মালগাড়ী প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া অন্য অনেক দেশেই পূর্ব্ব হইতে বেশী সংখ্যক গাড়ী তৈয়ার ও সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এদেশে সেরূপ দূরদৃষ্টি নিয়া কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা নাই। যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে এদেশে রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের বন্দোবস্ত করা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত অনেক কমিটি ও কমিশন সে সম্পর্কে কার্য্যকরী নির্দ্দেশও প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করেন নাই। ভারতবর্ষে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইলে ইংলণ্ডের তৈয়ারী ইঞ্জিন বিক্রয়ের অসুবিধা হইবে মনে করিয়া তাঁহারা সেইসব প্রস্তাব বরাবরই ধামাচাপা দিয়া আসিয়াছেন। দেশে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা না হইলে দরকার মত তাহা পাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে বাহির হইতে তাহা আমদানী করা। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে উপায়েও পূর্ব্বাহ্নে বেশী পরিমাণ ইঞ্জিন সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই। অনুরূপ ভাবে যুদ্ধের পূর্ব্বে মালগাড়ী তৈয়ার বা যোগাড় করিয়া রাখা সম্পর্কেও তাঁহারা শৈথিল্য দেখাইয়া আসিয়াছেন। ফলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় আজ স্বভাবতঃই দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইঞ্জিন ও গাড়ীর অভাব দেখা দিয়াছে। এই অভাবের জন্য দেশের সাধারণ লোক কোনদিক দিয়াই দায়ী নহে। কিন্তু উহার যাবতীয় খেসারৎ তাহাদিগকেই ভোগ করিতে হইতেছে। বেসামরিক প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া সরকারী যানবাহন বিভাগ দেশের রেলগাড়ীসমূহকে আজ মুখ্যতঃ সামরিক প্রয়োজনেই নিয়োজিত করিতেছেন। কেবল ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বেশী পরিমাণ রেলগাড়ী নিয়োগ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইতেছেন না। বৃটিশ সরকারের সামরিক কার্য্যে সহায়তার জন্য ইরাক, ইরাণ ও মিশর প্রভৃতি দেশেও সে সমস্ত চালান দেওয়া হইতেছে। ভারতের ৪২টি শাখা লাইন তুলিয়া লইয়া বাহিরে স্থানান্তর করা হইয়াছে, তাহাছাড়া এপর্য্যন্ত ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের ইঞ্জিনও বাহিরে চালান দেওয়া হইয়াছে। ইরাক, ইরাণ ও মিশরের প্রয়োজনে ইংলণ্ড হইতে রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি সংগ্রহ না করিয়া ভারত হইতে কেন এসমস্ত পাঠান হইতেছে তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ, রেলবিভাগ দেশের জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন না। সরকারী দায়িত্বহীনতা ও অদূরদর্শিতা যেখানে এতদূর গিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে এই যুদ্ধের সময়ে যানবাহনের অভাবে এদেশের লোকের যে নিদারুণ দুঃখদুর্দ্দশা দেখা দিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু এই অবস্থায়ও রেলবিভাগের বড় কর্ত্তারা নিজেদের কার্য্যনীতির সম্পর্কে সাফাই গাহিতে দ্বিধা বোধ করেন না—ইহাই আশ্চর্য্য।

ভারতে শ্রমিক-কল্যাণ সাধনের উপায়

ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি যুক্ত প্রদেশের ষ্ট্যাটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউটে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমনের সুবিধার্থ ইংলণ্ডের অনুকরণে এদেশে ওয়েজ বোর্ড বা মজুরী নির্দ্ধারক বোর্ড গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ লোকদের দ্বারা গঠিত এই শ্রেণীর ওয়েজ বোর্ডসমূহ কলকারখানার মজুরদের জন্য উপযুক্ত মজুরী নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেন। পণ্যমূল্য সম্পর্কে ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ব্যয় সম্পর্কে এই সমস্ত বোর্ড সর্ব্বদা সতর্ক নজর রাখিয়া থাকেন। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে দেখিলে তদনুযায়ী কলকারখানার মালিকদিগকে উঁহারা মজুরী ও ভাতা বাড়াইবার নির্দ্দেশ দেন। কলকারখানার বাৎসরিক লাভ বিচার করিয়া সেই অনুপাতে মজুরীর সহিত বোনাসের ব্যবস্থা করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন না। ওয়েজ বোর্ডসমূহের কার্য্যধারার ফলে ইংলণ্ডের শ্রমিকেরা শিল্প কারখানার মালিকদের নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় সম্পর্কে এক্ষণে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। ফলে সেখানে শ্রমিক বিক্ষোভও কম দেখা যাইতেছে। ডাঃ মুখার্জ্জি বলিতেছেন, ভারতবর্ষে শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে কোথাও বড় একটা সুসঙ্গত নীতি অনুসরণ করা হয় না। জীবনযাত্রা ব্যয় ও কলকারখানার লাভের অনুপাতে ন্যায্য মজুরী নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা এখানে খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পণ্যমূল্য বেশী রকম চড়িয়া উঠিবার ফলে বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুর ও কানপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় পূর্ব্বের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এইসব কেন্দ্রে শ্রমিকদের মজুরীর হার আজ পর্য্যন্ত শুধু শতকরা ১২½ ভাগ হইতে শতকরা ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়ান হইয়াছে। জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরীর হার তদনুযায়ী বাড়িতেছে না বলিয়া এদেশে শ্রমিক অশান্তিও বিদূরিত হইতেছে না। ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে যদি উপযুক্ত ওয়েজ বোর্ড স্থাপিত হয় এবং ঐসব বোর্ডের মধ্যস্থতায় যদি শিল্প কারখানার মজুরীর হার নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা হয় তবে এদেশেও শ্রমিক বিক্ষোভ নিবারণের একটা উপায় হইতে পারে। আমরা ডাঃ মুখার্জ্জির এই নির্দ্দেশ খুব সুচিন্তিত ও সময়োচিত বলিয়া মনে করি। শ্রমিকদের জন্য কেবল মৌখিক দরদের ভাণ না করিয়া ভারত সরকার যদি এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করেন, তবে আসল সমস্যার একটা স্থায়ী প্রতিকার হইতে পারে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধীর অনশনের এগার দিবস পার হইয়া গেল। তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই সরকারের অপরাহ্ণের এক সংক্ষিপ্ত ইস্তাহারে প্রকাশ, মহাত্মাজীর অবস্থা এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই সংবাদে সমগ্র ভারত নিদারুণ উদ্বেগে মুহ্যমান। কোটি কোটি নরনারীর শঙ্কিত দৃষ্টি এখন পুণার দিকে নিবদ্ধ। ভারতের জাতীয় মুক্তির কর্ণধার ও বিশ্ব-শান্তির অগ্রদূত মহাত্মা গান্ধী বিদেশী শাসকশ্রেণীর কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে দধিচীর মত তিলে তিলে নিজেকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন। এদিকে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের জনগণ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতিটি দণ্ড-পল-মুহূর্ত্ত গণিয়া চলিয়াছে। সমগ্র দেশের উপর ত্রিক সম্ভাবিত চূড়ান্ত বিপদের সত্রাস করাল ছায়া। পৃথিবীর ইতিহাসের এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে বলদৃপ্ত শাসকশ্রেণী তবু অনমনীয়, তবু নির্ব্বিকার!

* * *

মহাত্মাজীর মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে আতঙ্কিত জনসাধারণ ও চিন্তিত নেতৃগণের আবেদন, নিবেদন, অনুরোধ ও উপদেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়া দিল্লীতে গিয়া স্তূপীকৃত হইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও উদ্বেগের বার্ত্তা আসিতেছে, গর্ব্বান্ধ শাসনক্ষমতার শুভবুদ্ধি উদয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতেছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—যুবা, বৃদ্ধ, নারী, ছাত্র, কৃষক, মজুর—এক কথায় সমগ্র জাতি মহাত্মার জীবন রক্ষার জন্য সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে কোন-চেষ্টাই বাকী রাখিতেছে না। নয়া দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিগণের জরুরী সম্মেলন গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আরম্ভ হইয়া এখনও চলিতেছে। মহাত্মাজীর জীবন রক্ষার জন্য অনতিবিলম্বে তাঁহার মুক্তির দাবী জানাইয়া উক্ত নেতৃসম্মেলনে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত ও সঙ্গে সঙ্গে নয়া দিল্লীর উত্তুঙ্গ দরবারে প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু সকল অনুরোধ, সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা এখনও অরণ্যে রোদন হইয়াই রহিল। বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী সম্মেলনের অন্যতম প্রধান হোতা স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "অনশন সম্পর্কিত সকল দায়িত্ব মিঃ গান্ধীর নিজের এবং উহার অবসান ঘটাইবার দায়িত্বও তাঁহারই—গবর্ণমেণ্টের নহে।"

* * *

ভারত সরকার স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। বৃটিশ পুঁজিবাদের কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত মুখপত্র "ক্যাপিটাল" পত্রিকার নয়া দিল্লীর বিশেষ সংবাদদাতা রাজধানীর জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছেন, "কেহ অনশনের ভীতি প্রদর্শন করিলেই যদি তাহাকে মুক্তি দিতে হয় তাহা হইলে আইন ও শৃঙ্খলা একটা চূড়ান্ত প্রহসনে পর্য্যবসিত হইবে।" (Law and order will become a mockery if persons are released simply because they threaten to fast.) এই মূঢ় সিদ্ধান্ত ও ততোধিক মূঢ় মনোবৃত্তি আজ শাসকশ্রেণীর আচ্ছন্ন দৃষ্টিকে শুধু ভারতের ইষ্টানিষ্টেই নহে, সমগ্র দুনিয়ার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্নে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মহাত্মাজীর সঙ্কল্পের পরিণতি কি দাঁড়াইতে পারে সেই বিষয়ে তাঁহারা সকল কথা বুঝিয়াও এমনভাবে আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন কেন? মহাত্মাজীর জীবন সম্পর্কে এরূপ অবজ্ঞাপ্রসূত রাজনৈতিক 'প্রেষ্টিজ' আঁকড়াইয়া থাকিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান জটিল অবস্থাকেই কেবল বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন না, প্রকারান্তরে নিজেরাই তাঁহাদের ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছেন। মহাত্মার অনশন আর শুধু বৃটিশ শাসকদের ঘরোয়া প্রশ্ন নহে। সমগ্র মিত্রশক্তি-পুঞ্জের আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও বিঘোষিত আদর্শের সহিত মহাত্মাজীর সঙ্কল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দুঃখের বিষয় মহাত্মাজীর অনশনের এই দ্বাদশ দিবসেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না। বরং ফিলিপস্-রাজাজীর সাক্ষাৎকার সম্পর্কে সাংবাদিক মহল যেটুকু ভিতরের খবর জানিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনমনীয় জেদেই সায় দিয়া চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এদিকে অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে আরও জটিল, আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। গান্ধীজীকে বাঁচাইবার দায় ও দায়িত্ব কি কেবল ভারতবাসীর? মিত্রপক্ষের যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সাড়ম্বর পরিকল্পনা ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রচারিত আদর্শ কি তবে শুধুই একটা কথার কথা? কায়েমী স্বার্থ ও বাহুবলই তবে তথাকথিত সভ্যতার একমাত্র মূলধন?

* * * *

মিঃ চার্চ্চিল বর্ণিত বড়লাটের শাসন-পরিষদের "জ্ঞানী ও দেশভক্ত" একাদশ বৃহস্পতিমণ্ডলীর তিনজন সদস্য গান্ধীজীর অনশন প্রশ্নে বড়লাটের সহিত গুরুতর মতভেদের ফলে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই পদত্যাগে বর্ত্তমান সঙ্কট সম্পর্কে তাঁহাদের সম্যক চেতনার পরিচয় মিলিলেও ইহার দ্বারা তাঁহাদের পূর্ব্ব অপরাধ ঢাকা পড়ে না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী গত আগষ্ট মাসে সারা দুনিয়ার কাণে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, উক্ত "দেশপ্রেমিক" এগারজন ভারতীয় সদস্যের সম্মতিক্রমেই কংগ্রেসদলন পর্ব্ব ও দেশব্যাপী চণ্ডনীতির পালা আরম্ভ করা হইয়াছিল। দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট ও মহাত্মার সঙ্কল্পের জন্য মূলতঃ তাঁহারাও অল্পবিস্তর দায়ী। মুক্তিকামী ভারত ও শান্তিকামী দুনিয়াকে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে টানিয়া আনিতে তাঁহারাও কম-বেশী সাহায্য করিয়াছেন।

* * *

এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দারুণ শঙ্কায় আমাদের লেখনী আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী ও গান্ধীজীর পরিবারের অন্যান্য লোকজন আগা খাঁর প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং সর্ব্বক্ষণ মহাত্মাজীর শয্যাপার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। এক কথায় ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত-বিগ্রহ জীবন ও মৃত্যুর সঙ্কটজনক সন্ধিক্ষণে! মহাত্মার প্রাণরক্ষার এখনও সময় আছে। দু' হাজার বৎসর পূর্ব্বে যীশুখৃষ্টকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়া

(৭৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ও অর্থ সচিব মিঃ এ কে ফজলুল হক গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ঐ প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের শোচনীয় আর্থিক দুর্দ্দশার চিত্রই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যুদ্ধের চাপে নানাদিক দিয়া সরকারী ব্যয়বহর দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে, আর গবর্ণমেণ্ট তাহা মিটাইতে গিয়া রীতিমত গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছেন। কৃষি শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া জাতিগঠনমূলক কার্য্যের খরচপত্র কমাইয়া, সরকারী আয় বৃদ্ধির জন্য এপ্রদেশবাসীর উপর নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া এবং ভারত সরকারের নিকট হইতে ঋণ করিয়া তাঁহারা অতিরিক্ত ব্যয়ভার মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিশেষ কোন কুলকিনারা হইতেছে না। বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে ঘাটতির অঙ্ক দিন দিন কেবলই কাঁপিয়া উঠিতেছে।

গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করিবার সময় চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে রাজস্বের খাতে ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা আয় ও ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়া বাঙ্গলা সরকারের মোট ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু গত ৯।১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে প্রধান মন্ত্রী ও বর্ত্তমান অর্থ সচিব তাঁহার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, চলতি বৎসরে রাজস্বের হিসাবে আয়ের পরিমাণ পূর্ব্বেকার বরাদ্দের তুলনায় ২ লক্ষ টাকা কম হইবে এবং অপরদিকে ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ব্বেকার বরাদ্দ অপেক্ষা ৪৬ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত চলতি বৎসরে রাজস্বের খাতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪২-৪৩ সালের প্রাথমিক বরাদ্দে ঐ সালে মূলধন বিনিয়োগ খাতে আয়ের তুলনায় ব্যয় ৭০ লক্ষ টাকার কম হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এক্ষণে সেই বরাদ্দ সংশোধন করিয়া মূলধন বিনিয়োগ খাতে চলতি বৎসরে ৭০ লক্ষ টাকার স্থলে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অবশ্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আড়াই কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার ফলেই এত বেশী পরিমাণ উদ্বৃত্ত সম্ভবপর হইয়াছে। সে যাহা হউক, চলতি বৎসরে রাজস্বের খাতে ঘাটতি এবং মূলধন খাতে উদ্বৃত্ত—এই উভয় মিলিয়া গবর্ণমেণ্টের তহবিলে শেষ পর্য্যন্ত ২২ লক্ষ টাকার মত উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। এবৎসরের প্রথমে গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রারম্ভিক তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। কাজেই চলতি বৎসরের শেষে অর্থাৎ আগামী বৎসরের প্রথমে সরকারী তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়া ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

এক্ষণে আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে বাজেট বরাদ্দের কথা আলোচনা করা যাউক। প্রধানমন্ত্রী ও অর্থ সচিব মহোদয়ের অনুমান এই, ঐ বৎসর বাঙ্গলা সরকারের আয় হইবে ১৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা। অপরদিকে তাঁহাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। কাজেই রাজস্ব খাতে আগামী বৎসরের হিসাবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। মূলধন বিনিয়োগ খাতে আগামী বৎসরের হিসাবে ২৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা আয় ও ২৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। এই দিক দিয়া মোট উদ্বৃত্ত হইবে ৮৬ লক্ষ টাকা। কাজেই রাজস্বের খাতে ঘাটতি ও মূলধন বিনিয়োগ খাতে উদ্বৃত্ত মিলিয়া আগামী বৎসরের হিসাবে শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকারের মোট ৬৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথমে বাঙ্গলা সরকারের ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার তহবিল নিয়া কাজ সুরু করিবার কথা। উহা হইতে অনুমিত ঘাটতি বাদ দিলে আগামী বৎসরের শেষে বাঙ্গলা সরকারের হাতে মোট উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮৭ লক্ষ টাকা। রাজস্ব ও মূলধন বিনিয়োগ—এই উভয় খাতে যাঁহাদিগকে বর্ত্তমানে বৎসরে ৪৩।৪৪ কোটি টাকার মত ব্যয় করিতে হইতেছে তাঁহাদিগের পক্ষে হাতে মাত্র ৮৭ লক্ষ টাকা লইয়া কাজ করা কত কঠিন তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক দুর্দ্দশা কেবল এই স্তরে পৌঁছিয়াই শেষ হয় নাই। নানা কারণে ভারত সরকারের নিকট ঋণ জমিয়া গিয়া সেদিক দিয়াও তাহাদের শোচনীয় আর্থিক অবনতি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বেসামরিক আত্মরক্ষা ও 'এ আর পি' সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভারত সরকার এপর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকারকে যে টাকা অগ্রিম দিয়াছেন ইতিমধ্যেই তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মত দাঁড়াইয়াছে। আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে এই টাকার মধ্যে বাঙ্গলা সরকার ২৬ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা রাখেন। অপরদিকে ঐ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নূতন করিয়া আবার ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ঋণ করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন। এইরূপ অবস্থার ফলে আগামী ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ ভারত সরকারের নিকট বাঙ্গলা সরকারের মোট ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কোনরূপ ব্যাপক জাতি গঠনমূলক কার্য্যে হাত না দিয়া কেবলমাত্র চলতি খরচ মিটাইতে গিয়া একটা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এত বেশী পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়া কোন দিক দিয়াই ভরসার কথা নহে। ভবিষ্যতে কি ভাবে এই ঋণভার মোচন করা হইবে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় সেবিষয়ে কিছু বলেন নাই। ভবিষ্যৎ সুদিনের প্রতীক্ষায় আপাততঃ তিনি সে প্রশ্ন চাপিয়া রাখিতে চান। কিন্তু উহা মোটেই কাজের কথা নহে। বাঙ্গলা সরকারের আয় অল্প; কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া এ প্রদেশে ভবিষ্যতে অনেক অর্থব্যয়ের প্রয়োজনীয়তাও রহিয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের মতে ভারত সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ মকুব করিয়া দেওয়ার জন্য এপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এখন হইতেই একটা দাবী পেশ করিয়া রাখা উচিত। বাঙ্গলা প্রদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া এই প্রদেশের উপর জাপানী আক্রমণের প্রকোপ দেখা যাইতেছে; আর সে কারণে বেসামরিক আত্মরক্ষার দফায় ও অন্যান্য দফায় বাঙ্গলা সরকারকে বাধ্য হইয়াই সমধিক খরচপত্র করিতে হইতেছে। নির্ব্বিচারে এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিয়া যাওয়া বাঙ্গলার মত একটি স্বল্প আয় বিশিষ্ট প্রদেশের পক্ষে সম্ভবপর নহে। পাটশুল্ক ও আয়কর প্রভৃতি বাবদ আদায়ী রাজস্বের সাকুল্য অংশ এখনও যেস্থলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে ছাড়িয়া দিতেছেন না, সেস্থলে এই ব্যয়

(৭৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেল-বিভাগের বাজেট

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্র পরিষদে ভারত সরকারের রেল বিভাগের বাজেট পেশ করা হইয়াছে। এই বাজেট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা গিয়াছে (১) গত ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রেল বিভাগের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে এরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছিল যে, উক্ত বৎসরে রেল বিভাগের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া মোট ১১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। পরে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেলবিভাগের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার সময় ৯।১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে উক্ত বরাদ্দ সংশোধন করিয়া এরূপ বলা হয় যে ১৯৪১-৪২ সালে রেলবিভাগের উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৬ কোটী ২০ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি গত ১৫ই তারিখে রেল বিভাগের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে রেলবিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের আয়ব্যয়ের যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত করা হইয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে যে, উক্ত বৎসরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৮ কোটী ৮ লক্ষ টাকা। এই উদ্বৃত্ত হইতে ২০ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রদান করা হইয়াছে এবং বাকী ৭ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ড হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা হইয়াছে। (২) গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে রেলবিভাগের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে এরূপ বরাদ্দ করা হয় যে, উক্ত বিভাগের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ২৭ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রেলবিভাগের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করার সময়ে এই হিসাব সংশোধন করিয়া এরূপ বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২-৪৩ সালে রেলবিভাগে মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৬ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রাথমিক বরাদ্দের তুলনায় ৮ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী। এই উদ্বৃত্ত হইতে ২০ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের জন্য ও ১৬ কোটী ৮ লক্ষ টাকা ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ডের ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয়িত হইবে এবং বাকী ৭ লক্ষ টাকা রেলের মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। অবশ্য এই হিসাব চূড়ান্ত হিসাব নহে। আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রেলবিভাগের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইবে, সেই সময়ে উক্ত উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে চূড়ান্ত হিসাব জানা যাইবে। (৩) আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে—অর্থাৎ আগামী এপ্রিল মাস হইতে যে সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবে তাহাতে রেল-বিভাগে মোট আয় ১৫২ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১১৬ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বরাদ্দ অনুসারে আগামী বৎসরে রেলবিভাগে মোট ৩৬ কোটী ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। এই উদ্বৃত্ত হইতে ২৭ কোটী ১০ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগকে দেওয়া হইবে এবং ৮ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা রেলের মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে।

রেলবিভাগের বাজেট হইতে মোটামুটী উহা বুঝা যাইতেছে যে গত ১৯৪১-৪২ সালে উক্ত বিভাগে ২৮ কোটী ৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং ১৯৪২-৪৩ ও ১৯৪৩-৪৪ সালে উহার যথাক্রমে ৩৬ কোটী ২৮ লক্ষ ও ৩৬ কোটী ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ার আশা আছে। এই সব উদ্বৃত্তের অঙ্ক হইতে আপাতঃদৃষ্টিতে উহাই মনে হয় যে, ভারতীয় রেলবিভাগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ গত ১৯২৪-২৫ সালে রেলবিভাগের আয়-ব্যয় ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের আয়-ব্যয় হইতে পৃথক করিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন বৎসরেই উক্ত বিভাগে এত অধিক টাকা উদ্বৃত্ত হয় নাই। কিন্তু রেলবিভাগের এই সমৃদ্ধির কোন মূল্যই নাই। রেলবিভাগ একটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। সাধারণতঃ কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক উপায়ে যে আয় হয় তাহা হইতে উহার যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া যদি উহার পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা লাভ থাকে তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানকে আমরা সমৃদ্ধ বলিয়া থাকি এবং উহার পরিচালকদের ব্যবসাবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করি। কিন্তু রেলবিভাগের বর্ত্তমানে যে আয় বৃদ্ধি ঘটিয়া লাভের অঙ্ক ফাঁপিয়া উঠিয়াছে তাহা স্বাভাবিক আয় নহে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য রেল-বিভাগের কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রধানতঃ সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম এক স্থান হইতে অন্যস্থানে আমদানী রপ্তানী করিবার জন্যই সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এজন্য রেল বিভাগ বৎসর বৎসর ভারত সরকার, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট, আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট ও বার্ম্মা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ টাকা পাইতেছে এবং উহার ফলেই রেলবিভাগের বাৎসরিক আয় ১০০ কোটী টাকা হইতে ১৫০ কোটী টাকায় ফাঁপিয়া উঠিয়া উক্ত বিভাগে উদ্বৃত্তের পরিমাণকে এত বাড়াইয়া তুলিয়াছে। উহা একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র এবং যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে রেলবিভাগের এই সমৃদ্ধি কর্পূরের মত উড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, রেলবিভাগের উদ্বৃত্তের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগ এবং বিশেষভাবে সামরিক বিভাগ হইতে আদায় হইতেছে। ভারতবাসীর সমষ্টিগত স্বার্থের দিক হইতে উহার কোন মূল্য নাই। কারণ দেশবাসী ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগের মারফতে এবং অতিরিক্ত ভাড়া হিসাবে যে অর্থব্যয় করিতেছে তাহারই একটা অংশ মাত্র রেলের উদ্বৃত্ত হিসাবে ফিরিয়া পাইতেছে। উহা একটা হিসাবের মারপ্যাঁচ মাত্র। উহার ফলে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থার কোনই উন্নতি ঘটিতেছে না।

সুতরাং রেলবিভাগের তথাকথিত সমৃদ্ধির জন্য উৎফুল্ল হইবার কোন কারণ নাই। তবে এই প্রসঙ্গে রেলের উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ও উহার বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভারত সরকারের রেলবিভাগ একটী সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরই অনুরূপ। তবে সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক অংশীদার থাকে—আর রেলবিভাগের অংশীদার মাত্র ভারত সরকার। সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সব সময়েই দুর্দ্দিনের সম্বলের জন্য একটা মজুদ তহবিল রাখিতে হয় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাভ হইতেই এই মজুদ তহবিল সৃষ্ট হয়। এরূপ কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ যদি মজুদ তহবিল সৃষ্টি না করেন তাহা হইলে তাঁহারা অপরিণামদর্শীর ন্যায় কাজ করেন সন্দেহ

(৭৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইনফ্লেশন (৩)

ইনফ্লেশন শীর্ষক প্রবন্ধে গত দুই সপ্তাহেই আমরা একথা বলিয়াছি যে কোন দেশে যখন জনসাধারণের হাতে নূতন ভাবে অর্থাগম হইয়া থাকে সেই সময়ে যদি দেশের ভিতরে ক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের যোগান তদনুপাতে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে উহার ফলে দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যায় এবং এই ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির নামই ইনফ্লেশন। কিন্তু এই স্থলে একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই তাহা ইনফ্লেশন নহে। বিদেশ হইতে কোন কারণে হঠাৎ পণ্যদ্রব্যের আমদানী হ্রাস, দেশের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ধর্ম্মঘট ইত্যাদির ফলে পণ্যদ্রব্যের যোগান হ্রাস অথবা সাময়িক ভাবে কোনও কারণে হঠাৎ পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলেও পণ্যমূল্য চড়িতে পারে। এই ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধিকে ইনফ্লেশন বলা চলে না। দেশবাসীর হাতে যুগপৎ অর্থ অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে তদনুপাতে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে, তাহাই ইনফ্লেশন।

এখন কথা হইতেছে যে, ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা ইনফ্লেশনজনিত কি না। অনেকে বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে আমদানী বিশেষ ভাবে সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে এবং দেশে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বাজারে দেশবাসীর ক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে এবং এই অভাবের ফলেই পণ্যমূল্য এত চড়িয়াছে। উহাদের মতে বর্ত্তমানে দেশে যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা ইনফ্লেশনজনিত নহে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে ইদানীং বোম্বাইয়ের ব্রফ (ব্যাঙ্কার) এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার চুনীলাল মেটা যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি বলিতেছেন যে, দেশবাসীর হাতে যে নূতন ৪৫০ কোটী টাকা পতিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ২১৫ কোটী টাকা ব্যাঙ্কসমূহে আমানত পড়িয়াছে, ১৩০ কোটী টাকা দ্বারা সমর ঋণ ও ৬৫ কোটী টাকা দ্বারা ট্রেজারী বিল ক্রীত হইয়াছে এবং বাকী ৪০ কোটী টাকার অধিকাংশ দেশবাসী সঞ্চয় করিয়াছে। কাজেই দেশবাসীর হাতে যে অতিরিক্ত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা পতিত হইয়াছে তাহার খুব সামান্য অংশ মাত্র পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়াছে—সুতরাং দেশে বর্ত্তমানে পণ্যদ্রব্যের যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা ইনফ্লেশনজনিত নহে।

স্যার চুনীলালের যুক্তি যে অসাড় তাহা একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রথমতঃ ব্যাঙ্কসমূহে আমানত ২১৫ কোটী টাকা এবং সমর ঋণ ও ট্রেজারী বিল ক্রয়ে নিয়োজিত ১৯৫ কোটী টাকা পৃথক জিনিষ নহে। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে গবর্ণমেণ্ট সমর ঋণ বিক্রয় করিয়া ও ট্রেজারী বিল দ্বারা যে ১৯৫ কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার খুব সামান্য অংশই দেশের জনসাধারণ প্রদান করিয়াছে এবং উহার বেশীর ভাগই ব্যাঙ্কসমূহ উহাদের নিকট সাধারণের যে আমানতী টাকা আছে তদ্দ্বারা ক্রয় করিয়াছে। যদি একথা ধরিয়া লওয়া যায় যে, উপরোক্ত ১৯৫ কোটী টাকার মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহ ১৫০ কোটী টাকার এবং জনসাধারণ ৪৫ কোটী টাকার সমর ঋণ ও ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়াছে তাহা হইলে একথা বলা চলে যে, জনসাধারণের হস্তে পতিত ৪৫০ কোটী টাকার মধ্যে বাকী ২৫৫ কোটী টাকাই ব্যাঙ্কে ও জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। উহার মধ্যে ব্যাঙ্কে যে টাকা রহিয়াছে তাহা আমানতকারিগণ ইচ্ছামত তুলিয়া লইয়া পণ্যদ্রব্য ও মজুরী ক্রয়ে খরচ করিতেছে। উহা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কে যে টাকা মজুদ রহিতেছে তাহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যাঙ্কসমূহ ঋণ, ওভারড্রাফট, ক্যাসক্রেডিট ইত্যাদি হিসাবে দাদন করিতেছে এবং তাহাও শেষ পর্য্যন্ত পণ্যদ্রব্য ও মজুরী ক্রয়ে নিয়োজিত হইতেছে। অবশ্য উপরোক্ত ২৫৫ কোটী টাকার মধ্যে কতক টাকা জনসাধারণ নিজেদের নিকট মজুদ রাখিতেছে। কিন্তু প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে ৫ জন মাত্র উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং বাকী ৯৫০ জন লোকই টাকা উপার্জ্জন করা মাত্র তাহা কোন না কোন ভাবে খরচ করে। এবিষয় বিবেচনা করিলে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৫৫ কোটী টাকার বেশী হইবে না এবং বাকী ২০০ কোটী টাকাই পণ্যদ্রব্য ও মজুরী ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়াছে উহা বলা চলে। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট সমর ঋণ ও ট্রেজারী বিলের সাহায্যে যে ১৯৫ কোটী টাকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও তাঁহারা বাক্সবন্দী করিয়া রাখেন নাই। এই টাকাও সৈনিক, কর্ম্মচারী, মজুর ইত্যাদির বেতন এলাউন্স ইত্যাদি, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত পণ্যদ্রব্যের মূল্য, কণ্ট্রাক্টরদের মজুরী ইত্যাদি হিসাবে দেশের জনসাধারণের হাতেই পতিত হইয়াছে এবং জনসাধারণ উহা পণ্যদ্রব্য ও মজুরীক্রয়ে নিয়োজিত করিয়াছে। সুতরাং একথা বলা চলে যে, দেশবাসীর হাতে পতিত ৪৫০ কোটী টাকার নিতান্ত সামান্য অংশ পণ্যদ্রব্য ও মজুরী ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া স্যার চুনীলাল যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে উপরোক্ত ৪৫০ কোটী টাকার মধ্যে অধিকাংশ টাকাই দেশে পণ্যদ্রব্য ও মজুরী ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়াছে ও হইতেছে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে এদেশে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দেশে অর্থের প্রচলন, পণ্যদ্রব্যের যোগান, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হার, জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পূর্ণাঙ্গ তথ্যতালিকা প্রকাশিত হয় না। কাজেই বর্ত্তমানে দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য ইনফ্লেশন তথা দেশবাসীর হস্তস্থিত অতিরিক্ত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা কতটা দায়ী তৎসম্বন্ধে সঠিক ভাবে কিছু বলার উপায় নাই। তবে এই সম্বন্ধে যে কিছু তথ্যতালিকা রহিয়াছে তাহা হইতে এদেশে যে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়াছে তাহা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে হিসাব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত ১৯৩৯ সালে কলিকাতায় সর্ব্বশ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের গড়পড়তায় যে পাইকারী মূল্য ছিল ১৯৪০ সালে তাহা শতকরা ১১·১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৪১ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ১১·৬ ভাগ। ১৯৪২ সালে এই হার আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালের তুলনায় শতকরা ১৩·৩ ভাগে পরিণত হইয়াছে। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির গতি বৎসরের পর বৎসর ক্রমেই দ্রুততর হইতেছে। ইনফ্লেশন না হইলে এরূপ অবস্থা কখনও ঘটে না ও ঘটিতে পারে না। এই

সম্বন্ধে সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে যে তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আরও চিত্তাকর্ষক। এই তালিকায় ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ও দ্বিতীয় ছয় মাসে বিভিন্ন দেশে পাইকারী মূল্য ও জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয়ের শতকরা হার কিরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দেখান হইয়াছে। নিম্নে এই তালিকা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত হইল :—

	পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য		জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয়	
	১ম ৬ মাস	২য় ৬ মাস	১ম ৬ মাস	২য় ৬ মাস
আমেরিকার যুক্তরাজ্য—	৬·০	২·৩	৬·৬	৩·৫
ইংলণ্ড—	৩·০	০·৭	০·৮	০
জার্ম্মানী—	১·২	১·২	১·১	০
জাপান—	৬·০	১·৯	২·১	০·৭
ভারতবর্ষ—	৩·৮	২৩·৬	৮·৭	...

এই তালিকাতে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ভাগের তুলনায় এই বৎসরের দ্বিতীয় ভাগে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জাপানে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইয়াছে এবং জার্ম্মানীতে এই হার একই প্রকার আছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ এই সব দেশের ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত না হওয়া সত্ত্বেও এদেশে ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ভাগের তুলনায় দ্বিতীয় ভাগে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হার প্রায় ৬॥ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরোক্ত দেশগুলিতে এই সময়ের মধ্যে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয়ের হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয়ের হার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার হিসাব রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে প্রকাশ করা হয় নাই। যদিও উপরোক্ত বিবরণ অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের এবং অসম্পূর্ণ, তথাপি উহা হইতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হার যে অস্বাভাবিকরূপ বেশী হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। এদেশে ইনফ্লেশনের উদ্ভব না হইলে এরূপভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারিত না।

ভারতবর্ষে ইনফ্লেশন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের তরফ হইতে ইদানীং যে সমস্ত মতামত পাওয়া যাইতেছে তাহাও আমাদের উপরোক্ত অভিমতের সমর্থক। এদেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সূত্রপাত হইতে ভারত সরকারের মুখপাত্রগণ এরূপ বলিয়া আসিতেছেন যে, ইনফ্লেশন উহার কারণ নহে। কিন্তু ইদানীং উহারাও দেশে যে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেছেন। গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সে বক্তৃতাদানকালে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো পাকেপ্রকারে একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত অর্থ অর্থাৎ ক্রয়-ক্ষমতা পতিত হওয়ার জন্যই দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতেছে এবং দেশবাসী যাহাতে এই অর্থ পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত না করিয়া সমরঋণ ক্রয়ে নিয়োজিত করে তৎপক্ষে তিনি আবেদন জানাইয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার জেমস টেইলার গত আগষ্ট মাসে মাদ্রাজে উক্ত ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি একথা বলিয়াছেন যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এদেশে কোটী কোটী টাকার মালপত্র ক্রয় করা হইতেছে এবং টাকার হিসাবে এই মালপত্রের মূল্য শোধ করা হইয়াছে—এরূপ অবস্থায় দেশে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি অপরিহার্য্য। স্যার জেমস টেইলার একথা বলিয়া দেশে যে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়াছে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভারত সরকারের দিক হইতে উহা অপেক্ষাও স্পষ্ট স্বীকৃতি রহিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য সভাগুলির নিকট উচ্চ বেতনের মজুর ও কর্ম্মচারীদের বোনাসের একটা অংশ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী ঋণে নিয়োজিত করিবার প্রস্তাব করিয়া যে ইস্তাহার জারী করেন তাহাতে একথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়াছে ("A tendency of inflation is already apparent in India").

ভারত সরকারের কথা বাদ দিয়া এই বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের অভিমতও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক টমাস সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে একথা বলিয়াছেন যে, এদেশে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়াছে এবং "ইনফ্লেশনের ফলে এদেশে যে ভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য দ্রুত-গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার যদি সময় থাকিতে প্রতিকার না করা হয়, তাহা হইলে জাপান কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে বোমাবর্ষণ অথবা শত্রু কর্ত্তৃক এদেশ আক্রমণের জন্য দেশবাসীর যতটা দুঃখদুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে ইনফ্লেশনের জন্য দেশের লোকের তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দুঃখকষ্ট উপস্থিত হইবে।" এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট অর্থনীতি-বিদ অধ্যাপক ভকিল তৎপ্রণীত দি ফলিং রুপি (The Falling Ruppy—A study of war Finance & Inflation) শীর্ষক পুস্তকে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে বিচার্য্য। এই পুস্তকেও উহা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে এদেশে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি এরূপ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, এদেশে গবর্ণ-মেণ্ট অতি নগ্নভাবে ইনফ্লেশনের সাহায্য করিতেছেন।

মোটের উপর কি অর্থনীতি সম্পর্কিত তথ্যতালিকা, কি গবর্ণমেণ্টের স্বীকারোক্তি এবং কি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের অভিমত—সকল দিক হইতেই উহা প্রমাণিত হইতেছে যে ভারতবর্ষে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়াছে—যদিও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উহা এক তুড়িতে উড়াইয়া দিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন। এই ইনফ্লেশনের ভবিষ্যৎ ফল দেশের জনসাধারণের উপর অতি মারাত্মক হইবে। অবিলম্বে উহার সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। আগামীবারে ভারতবর্ষে ইনফ্লেশনের প্রতিকারে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা আমরা আলোচনা করিব।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ :

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	২২,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি	৮,০০,০০০৲	,, উপর
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায়	১৮,০০,০০০৲	টাকা (প্রায়)

ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

(বাঙ্গলা সরকারের বাজেট)

বহুল কার্য্যের দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়াও খুব অসঙ্গত। কাজেই আমরা মনে করি যুদ্ধের জন্য বেসামরিক আত্মরক্ষার দফায় বাঙ্গলা সরকারকে আজ যে টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে তাহার সম্পূর্ণ অংশ না হইলেও একটা মোটা অংশ ভারত সরকারের পক্ষে বহন করা উচিত। সেইদিক হইতে বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারের প্রদত্ত পৌনে পাঁচ কোটি টাকার সমস্তটা না হইলেও অন্ততঃ কতকটা মকুব করিয়া দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা সরকারের দিক হইতে অচিরে সজোর দাবী উত্থাপন করা সঙ্গত।

বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান শোচনীয় আর্থিক দুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ প্রতিকারকল্পে প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব আগামী বৎসরের জন্য কয়েকটি ছোটখাট ধরণের ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমোদ প্রমোদ, ঘোড়দৌড়, ফাটকাবাজি ও বিদ্যুতের উপর ইতিপূর্ব্বেই ট্যাক্স বসান হইয়াছিল। এক্ষণে আবার নূতন করিয়া এই সমস্তের উপর ট্যাক্স বাড়ান হইবে। এই ট্যাক্সের ফলে আগামী বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের ৩৩ লক্ষ টাকার মত বেশী আয় হইবে বলিয়া প্রকাশ। নানা দফায় এ প্রদেশবাসীর উপর পূর্ব্ব হইতে যে পরিমাণ ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে এই দুর্ম্মূল্যতার বাজারে হক সাহেব আর নূতন করিয়া তাহাদিগকে বেশী কিছু উৎপীড়ন করিতে সাহসী হন নাই—ইহা তাঁহার পক্ষে সুবিবেচনার পরিচায়কই বলিতে হইবে। আমোদপ্রমোদ, ঘোড়দৌড় ও ফাটকা বাজির উপর যে ট্যাক্স বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। তবে নূতন করিয়া বিদ্যুৎ কর বৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট আপত্তির কারণ রহিয়াছে। ছোট বড় অনেক শিল্পের জন্যই বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এই অবস্থায় বিদ্যুতের উপর কর বাড়াইতে গেলে উহাতে দেশীয় শিল্প কারখানার উপর অহেতুক চাপ পড়িয়া তাহাদের বিপদ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে। সামান্য আয়ের লোভে শিল্প ব্যবসায়ের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এই ধরণের ট্যাক্সের দিকে হাত না বাড়াইলেই সঙ্গত হইত।

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে বাঙ্গলার লোক এ প্রদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কার্য্য সুরু হওয়ার আশা করিতেছে। কিন্তু সে আশা তেমন কিছু ফলবতী হইয়া উঠিতেছে না। ঐ বিষয়ে কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা না করিয়া বাঙ্গলার তথাকথিত 'জনপ্রিয়' মন্ত্রিগণ এতদিন নানা অবান্তর কার্য্যে ঐ প্রদেশের বেশীর ভাগ রাজস্ব নিঃশেষ করিয়াছেন। জনসাধারণের অনুরোধ ও উপরোধে পড়িয়া জাতিগঠনমূলক কার্য্যের দিক দিয়া সামান্য ধরণের যেটুকু কাজ সুরু করা হইয়াছিল, যুদ্ধকালীন অবস্থায় অন্যান্য করণীয় কার্য্যের অজুহাত দেখাইয়া তাঁহারা আজ সেটুকুও বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিভাগ বাবদ ব্যয় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অপর দিকে শাসন বিভাগের ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। পুলিশ বিভাগের বার্ষিক ব্যয় ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে মাগ্‌গি ভাতা দিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিশেষ করণীয় হিসাবে অন্য কয়েকটি ধরণের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে জোর দিয়াছেন। বেসামরিক আত্মরক্ষা সম্পর্কে তাঁহারা বর্ত্তমানে যথেষ্ট অর্থ নিয়োগ করিতেছেন। দেশে পণ্য সরবরাহের সুবিধার জন্য ডিরেক্টরেট অব্ সিভিল সাপ্লাইজ নামক একটি বিভাগ পরিচালনা করা হইতেছে। খাদ্যশস্য বাড়াইবার আন্দোলন চালাইবার জন্য চলতি বৎসরে ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে। এদেশে বর্ত্তমানে ঐ সব ধরণের কার্য্যধারার যে প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের মতে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধরণের কার্য্য অব্যাহত রাখিয়া তৎসঙ্গে এই সব কার্য্যধারা চালাইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইলেই সঙ্গত হইত। তাহাছাড়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিশেষ করণীয় হিসাবে কয়েকটি কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট যে বেশী অর্থ নিয়োগ করিতেছেন তাহাও প্রকৃত পক্ষে সার্থক ভাবে ব্যয়িত হইতেছে কিনা সন্দেহ। এসম্পর্কে আমরা বিশেষ করিয়া খাদ্য ফসল বাড়াইবার আন্দোলন ও খাদ্য সরবরাহমূলক বিধিব্যবস্থার কথা আলোচনা করিতে চাই। দেশে খাদ্যসামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা যাওয়ায় জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা নাই। এই অবস্থায় দেশে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহাদের যোগান প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি করুন এবং জনসাধারণ যাহাতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দ্ধারিত পরিমাণে সর্ব্বত্র আবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য ডিরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লাইজ এর মারফতে তাঁহারা পরিপূর্ণ বন্দোবস্ত করুন—ইহা সকলেরই কাম্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে এসমস্ত পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে আসল উদ্দেশ্য কোন দিক দিয়াই বিশেষ কিছু সাধিত হইতেছে না। খাদ্য ফসল বাড়াইবার জন্য আন্দোলন চালাইতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে দেশে ফসল বৃদ্ধির কোন সুব্যবস্থাই হয় নাই। ডিরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লাইজ্ বিভাগ পরিচালনা করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট চলতি বৎসরে ঐ বাবদ ৪॥ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু এপ্রদেশের জনসাধারণ যাহাতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দ্ধারিত পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে সেবিষয়ে উক্ত বিভাগের মারফতে কোন সুবন্দোবস্ত হইতে দেখা যায় নাই। আসল কথা গবর্ণমেণ্ট জনকল্যাণ সাধনের আন্তরিক সঙ্কল্প নিয়া কোন বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না। যুদ্ধকালীন অবস্থার তাগিদে তাঁহারা নানা ধরণের কাজে যথেচ্ছভাবে শুধু অর্থ ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন। উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে এই প্রকার অর্থব্যয়ের দ্বারা প্রকৃত সুফল কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। কেবল সরকারী বাজেটে ঘাটতির অঙ্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ অবস্থার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে অচিরে সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার ঃ—		স্থায়ী আমানত ঃ—	
চলতি —	½%	৬ মাস —	২½%
সেভিংস্—	১½%	১ বৎসর—	৩%
		২ ,, —	৩½%
		৩ ,, —	৪%

শাখা—হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

প্রস্তাবিত নূতন কর

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী ও অর্থ-সচিব মৌলভী ফজলুল হক্ ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় অর্থ বিল (বেঙ্গল ফিনান্স বিল) আনয়ন করেন। এই বিলে (সর্ব্বোচ্চে) দুই বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত করগুলির চলতি হার বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। (১) আমোদ কর; (২) ঘোড়দৌড়ের বাজীতে বিশেষ এক শ্রেণীর টিকিটের উপর কর; (৩) বাজীর উপর কর ও (৪) বিদ্যুৎ শুল্ক। এই কয়টি কর বৃদ্ধি করিয়া মোট ৩৩ লক্ষ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সিনেমা প্রদর্শনীতে প্রবেশ মূল্য সম্পর্কে যে আমোদকর নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তার হার বৃদ্ধি পাইয়া নিম্নরূপ হইবে:—(১) ৶০ আনার বেশী কিন্তু ।০ আনার বেশী নয়—১০ পয়সা; (২) ।০ আনার বেশী কিন্তু ॥০ আনার কম—৵০ আনা; (৩) ॥০ আনা বা তদূর্দ্ধ কিন্তু ৸০ আনার কম—৵০ আনা; (৪) ৸০ আনা বা উহার বেশী কিন্তু ১৲ টাকার কম—৵০ আনা, (৫) ১।০ আনার কম—।০ আনা, (৬) ১।০ আনা ও তদূর্দ্ধ কিন্তু ১॥০ আনার কম—।৵০ আনা, (৭) ১॥০ আনা ও তদূর্দ্ধ কিন্তু ১৸০ আনার কম—।৵০ আনা, (৮) ১৸০ আনা ও তদূর্দ্ধ কিন্তু ২৲ টাকার কম—॥০ আনা, (৯) ২৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ কিন্তু ২॥০ আনার কম—৸০ আনা, (১০) ২॥০ আনা বা উহার অধিক কিন্তু ৩॥০ আনার কম—১৲ টাকা ও (১১) ৩॥০ আনা বা তদূর্দ্ধ—কর ছাড়া প্রবেশ মূল্যের এক তৃতীয়াংশ। ঘোড়দৌড়ের বাজীতে বিশেষ এক শ্রেণীর টিকিটের উপর করের হার শতকরা ৪৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া শতকরা ১০৲ টাকা করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বাজীর উপর করও শতকরা ৪৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ১০৲ টাকা করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিলে ১৯৩৫ সালের বঙ্গীয় বিদ্যুৎকর আইনের প্রথম দফায় যেরূপ করের হার নির্দ্ধারিত আছে তাহা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কোনও মাসে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার ১৫ ইউনিটের বেশী হইলে অথচ ২০ ইউনিট ছাড়াইয়া না গেলে প্রতি ইউনিটে ১০ পয়সা এবং ২০ ইউনিটের অতিরিক্ত হইলে প্রতি ইউনিটের জন্য ৵০ আনা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের জন্য ১০ পয়সা। ১৫ ইউনিটের কম বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার হইলে তাহার জন্য করের হার বৃদ্ধি করা হইবে না।

১৯৪৩-৪৪ সালের ব্যয় বরাদ্দে প্রধান প্রধান দফা

বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে প্রধান প্রধান দফায় কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ভূমিরাজস্ব—৩১,৬১,০০০৲; আবগারী—২৪,৮৪,০০০৲; বন—২৩,৬৮,০০০৲; শাসনব্যবস্থা—১,৬৩,৮৯,০০০৲; বিচার—১,০২,২৮,০০০৲; জেল ও বন্দীনিবাস—৫৭,১০,০০০৲; পুলিশ—২,৮৯,৪৪,০০০৲; শিক্ষা (সাধারণ)—১,৭৫,৫১,০০০৲; শিক্ষা (ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান)—১১,২৮,০০০৲; চিকিৎসা—৫৪,৮৫,০০০৲; জনস্বাস্থ্য—৪০,১৬,০০০৲; কৃষি—৫২,৩০,০০০৲; সমবায়—১৬,৭৪,০০০৲; ব্যবসা বাণিজ্য—১৭,৮৪,০০০৲; ব্যবসা সিক্কোনা—১২,৭২,০০০৲; পূর্ত্ত কার্য্য—১,১৭,৯১,০০০৲; দুর্ভিক্ষ—১৩,০০,০০০৲; ভাতা ও পেন্সন—১,১৭,২৫,০০০৲।

নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলন

ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্পমালিকদের উদ্যোগে গত ১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী বরোদাতে এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। স্যার এম্ বিশ্বেশ্বরায়া কে,সি, আই, ই, এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল। (১) শিল্প ব্যবসার আর্থিক অবস্থার উন্নতি, (২) খাদ্যাভাবজনিত দারুণ দুর্দ্দশার উন্নতি বিধান, (৩) ইনফ্লেশন, (৪) যুদ্ধোত্তর কালের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং (৫) শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির জন্য উপায় উদ্ভাবন।

কারিগরি শিক্ষার পরিকল্পনা

গত ২ বৎসর যাবত কারিগরি শিক্ষার যে পরিকল্পনা চলিতেছিল বর্ত্তমানে তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য ভারতবর্ষকে তিনটী কেন্দ্রে ভাগ করা হইবে এবং প্রত্যেকটী কেন্দ্রে একজন ডিরেক্টর জেনারেল থাকিবেন। এই পরিকল্পনা যুদ্ধের পরও দেড় বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হইবে বলিয়া ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে যুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষানবীশদের সংখ্যা কিছু কমান হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ৪০,০০০ লোককে উক্ত কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ৩৫,০০০ লোক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যে উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সরকার ৬০,০০০ লোককে শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়াছেন। শিক্ষানবীশদিগের মাসহারা বাবদ ২ কোটী টাকা এ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জবাকুসুমের
বড় শিশি কিনলে

টাকা বাঁচবে

জবাকুসুমের জনপ্রিয় সাইজের দাম ১৷০ আনা। বড় শিশিতে তেল পাবেন এর চারগুণ কিন্তু দাম সেই অনুপাতে ৫৲ টাকা না হয়ে ৪॥০ টাকা। অর্থাৎ প্রত্যেকবার আপনার ॥০ আনা বাঁচবে—আজকালকার দিনে তুচ্ছ নয়।

হাঙ্গামা কমবে

চার শিশি জবাকুসুম বাড়িতে থাকলে তেলের জন্য বেশ কিছুদিন আর ভাবতে হবে না। বিপদের সময় এ একটা কম সান্ত্বনা নয় যে অন্তত নিত্য ব্যবহারের তেলটি আপনার হাতের কাছেই আছে।

প্যাকিং সুবিধা হবে—

বড় শিশি মানে কম প্যাকিং খরচ। এই খরচ কম থাকলে আপনার এই প্রিয় তেলের ভবিষ্যতে কখনই অভাব হবে না সে ভরসা দিতে পারি।

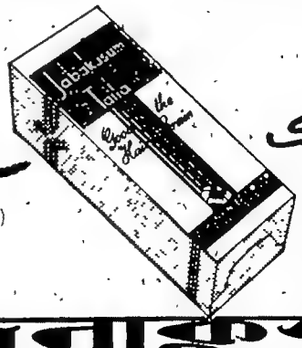

এবার বড় শিশি কিনবেন

জবাকুসুম

সি কে সেন অ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

JK3

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইংলণ্ডের লোক দেশের কল্যাণের প্রতীক বলেই গণ্য করতো—আর ভিক্টোরীয় যুগও ছিল সেদেশের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ। সে যুগের মেয়েদের লাজ-নম্র মেয়েলীপনার পরিচয় দিতো তাদের পায়ে লুটানো পোষাক-আষাক, হাতপাখার ভীরু, ত্রস্ত কম্পন আর কথায় কথায় মূর্চ্ছা যাবার অপরিসীম ক্ষমতা! যদিও মহারাণী ভিক্টোরিয়া ছিলেন ভারতের সম্রাজ্ঞী কিন্তু শাড়ি পরবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি; কারণ ভারতের মেয়েদের মতো এই চমৎকার সুশ্রী বেশটি পরবার জন্মগত অধিকার তাঁর ছিল না। দেখুন না, মহালক্ষ্মীর এই সাদাসিদে সুতীর শাড়িটিতে আমাদের ভানুমতীকে কি সুন্দর মানিয়েছে!

মহালক্ষ্মী

কটন মিলস্ লিমিটেড্

ম্যানেজিং এজেণ্ট্স্:

এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স্ লিঃ, ১৫ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

MCK 28.

(রেল-বিভাগের বাজেট)

নাই। কিন্তু এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ যদি লাভের অধিকাংশ টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করেন তাহা হইলে উহার অংশীদারগণ ন্যায্যমত লাভ পায় না। মোটের উপর কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কোন মজুদ তহবিল সৃষ্টি না করা যেরূপ দোষাবহ লাভের টাকা দ্বারা অনাবশ্যকরূপে মজুদ তহবিল স্ফীত করাও সেইরূপ দোষাবহ। রেলবিভাগ পরিচালনার ব্যাপারে ভারত সরকার শেষোক্ত নীতি অবলম্বন করিতেছেন। উহার ফলে রেলের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে সাধারণ বিভাগগুলির যত টাকা পাওয়া উচিত তত টাকা এই সব বিভাগ পাইতেছে না। এজন্য সাধারণ বিভাগে অর্থের টানাটানি বাড়িতেছে এবং উহা পুরণের জন্য দেশবাসীর উপর অনাবশ্যকরূপে ট্যাক্স বসান হইতেছে। রেলের ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ড ও মজুদ তহবিল হইতে আমাদের এই যুক্তির সার্থকতা বুঝা যাইবে। ভারত সরকারের অধীনস্থ রেলপথগুলির ইঞ্জিন, মালগাড়ী, যাত্রীগাড়ী, রেল লাইন, পুল, রেলের বাড়ীঘর ইত্যাদি যে সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার বৎসর বৎসর মূল্যাপকর্ষ ঘটিতেছে এবং এই মূল্যাপকর্ষ প্রতিরোধের জন্য রেলের আয় হইতে বৎসর বৎসর উপযুক্ত পরিমাণ টাকা ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ডে জমা দেওয়া অত্যাবশ্যক—উহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্ব্বসময়েই এই নীতি ধরিয়া কাজ করেন। কিন্তু রেলের মূল্যাপকর্ষ তহবিলে (ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ডে) সব সময়েই প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা জমা দেওয়া হইতেছে। উহার ফলে এই তহবিলে ইতিমধ্যেই ৮২ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা মজুদ হইয়াছে এবং ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে উহার পরিমাণ ৮৪ কোটী ৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে, আশা করা যাইতেছে। উহা ছাড়া আগামী বৎসরের উদ্বৃত্ত হইতে প্রায় ৯ কোটী টাকা (৮ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা) রেলের মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই সব হিসাব হইতে উহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে রেলের মূল্যাপকর্ষ ও মজুদ তহবিলে বর্ত্তমানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা জমা হইয়াছে এবং এখন হইতে প্রত্যেক বৎসর মূল্যাপকর্ষের জন্য ঠিক যত টাকা প্রয়োজন তদতিরিক্ত টাকা ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ডে গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতা নাই। ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ড ছাড়া আর একটা মজুদ তহবিল সৃষ্টি করারও আমরা কোন যৌক্তিকতা দেখি না। আমাদের এই মত অনুসারে কাজ হইলে রেলবিভাগে উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রত্যেক বৎসর আরও ৫।৬ কোটী টাকা বেশী হইবে এবং উদ্বৃত্তের সাকুল্য অংশ ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগে প্রদান করা সম্ভবপর হইবে।

ভারত সরকারও যে এই নীতি সমর্থন করেন তাহা বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। রেলের উদ্বৃত্ত টাকার বণ্টন সম্বন্ধে এতদিন ধরিয়া যে নীতি চলিয়া আসিতেছে তদনুসারে চলতি বৎসরে উদ্বৃত্ত ৩৬ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা হইতে ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগের মোট ১৭ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা প্রাপ্য হইলেও চলতি বৎসরের উদ্বৃত্ত হইতে সাধারণ বিভাগসমূহে ২০ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। আগামী বৎসরেও যে ৩৬ কোটী ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে আশা করা যাইতেছে তাহা হইতে ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগসমূহের মোট ১৪ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকার বেশী প্রাপ্য হইবে না—কিন্তু এই উদ্বৃত্তের দুই তৃতীয়াংশই সাধারণ বিভাগে দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। রেল বিভাগের উদ্বৃত্ত বণ্টনের এই নূতন নীতির আমরা প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে বর্ত্তমানে রেলের ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ড এবং মজুদ তহবিলে যে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা হইয়াছে তাহাতে ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ডের জন্য আরও কম করিয়া ব্যয় ধরা উচিত এবং রেলের উদ্বৃত্ত সাকুল্য টাকাই ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগে প্রদান করা বিধেয়। উহাতে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হইবে এবং দেশবাসী অনেক অনাবশ্যক ও বিরক্তিকর ট্যাক্স হইতে রেহাই পাইবে।

দি

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯২২ সালে

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

আমানত ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

কার্য্যকরী তহবিল ৪,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

(১৯৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত)

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা ঃ—

৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড,

২২৫; কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে।

বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—

ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,

পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

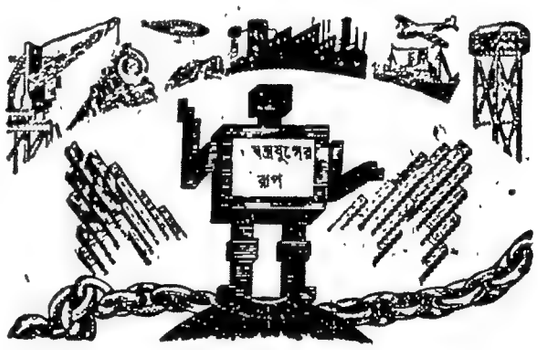

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস্
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

মিঃ আর, এল, নোপানীর মন্তব্য

নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রথম অবস্থা হইতেই মিঃ আর এল নোপানী নিয়ন্ত্রণ নীতির বিপক্ষে মত প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় বাজারের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ মূল্য রহিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে বলিতেছেন এবং তাঁহার মতে নিয়ন্ত্রণ নীতি বাতিল করিলেই বাজারে প্রত্যেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সুলভ হইবে। ইদানিং কেন্দ্রীয় সরকার গমের নিয়ন্ত্রণ মূল্য বাতিল করিয়াছেন, ইহাতে তিনি খুবই সন্তোষজনক ফলের আশা করিতেছেন। অনিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, অসংযত মূল্য নির্দ্ধারণ, দ্রব্য সরবরাহের উপর নানাপ্রকার নিষেধ এবং সামরিক ও অসামরিক উভয় প্রকার প্রয়োজনের জন্যই বিদেশে দ্রব্য রপ্তানি এই সমস্ত কারণেই বর্ত্তমানে এদেশে এই দুর্দ্দশার উদ্ভব হইয়াছে। মিঃ নোপানী ভারতসরকারকে এবং সমস্ত প্রাদেশিক সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ প্রথা রহিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বাংলায় পাটের চাষ

বাংলা সরকার ১৯৪০ সালের অর্দ্ধ পরিমাণ জমিতে আগামী ১৯৪৩ সালে পাট চাষ করিবার এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যদি কোন উৎপাদনকারী তাহার জমির অর্দ্ধেকের অপেক্ষা বেশী পরিমাণ জমিতে পাট না বুনিয়া খাদ্যশস্য বুনিতে ইচ্ছা করে সেক্ষেত্রে তাহার কোন লাইসেন্স দরকার হইবে না। সরকার ১৯৪৩ সালে অধিক পরিমাণ জমিতে খাদ্যশস্যের চাষের জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। পাটের দাম যাহাতে অত্যধিক পরিমাণ কমিতে না পারে তৎসম্পর্কে বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সাহায্যের আশ্বাস পাইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজ সমস্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে কাগজ সম্পর্কে এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় উহার প্রয়োজনের হিসাবে ১৯৪২ সালে ১৩ হাজার রীম কাগজের অর্ডার দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রায় ৫ হাজার রীম কাগজ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। যে কোম্পানীর নিকট কাগজের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বাকী ৮ হাজার ১৩০ রীম পরিমিত কাগজ আর সরবরাহ করিতে পারিবেন না বলিয়া অক্ষমতা জানাইয়াছেন। চলতি বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট প্রয়োজন হইবে ১২ হাজার ২৫৫ রীম কাগজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই গুরুতর সমস্যার সমাধানকল্পে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব ও বাঙ্গলা সরকারের সহিত পত্র বিনিময় ও দেখাসাক্ষাৎ করিতেছেন।

উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলায় চাউল সরবরাহ

উড়িষ্যা সরকার কটক, পুরী ও বালেশ্বর হইতে বাঙ্গলায় ১ লক্ষ মণ চাউল প্রেরণের অনুমতি দিয়াছেন। ১৫ হাজার মণ চাউল ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার জন সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এই চাউল ক্রয় করিতেছেন।

প্রতি মাসে এক কোটি পয়সা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে ভারত সরকারের অর্থসচিব বলেন, বর্ত্তমান সময়ে মাসে ১ কোটি পয়সা তৈয়ার হইতেছে। অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের মুদ্রাসমূহ সম্পর্কে অবস্থার উন্নতি হইলে উহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হইবে। ইহা ছাড়া প্রতি মাসে ৩ কোটি আধ-আনী প্রস্তুত করা হইতেছে।

মধ্যপ্রদেশ হইতে গোল আলু প্রভৃতির রপ্তানী নিষিদ্ধ

নাগপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মধ্যপ্রদেশ সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ সম্পর্কিত প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার অনুমোদন-পত্র ব্যতীত উক্ত প্রদেশ হইতে বাহিরে কোথাও গোলআলু, টোমাটো, বাঁধাকপি ও ফুলকপি রপ্তানী করা চলিবে না এই মর্ম্মে এক সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে।

কলিকাতায় আরও নলকূপ খনন

বিমান আক্রমণের ফলে পানীয় জলের স্বাভাবিক সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত বা বিনষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খল ব্যবস্থার সৃষ্টি হইলে যাহাতে নাগরিকগণের জল ব্যবহার প্রয়োজনানুরূপ চলিতে পারে তৎসম্পর্কে সতর্ক ব্যবস্থা হিসাবে বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা সহরে আরও ২ শত নলকূপ খনন ও স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা লইয়া কলিকাতার নলকূপের সংখ্যা দাঁড়াইবে ২ হাজার ৭ শত। উপরোক্ত ২ শত নলকূপের জন্য বাঙ্গলা সরকার ২ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বাংলায় খাদ্যাভাব

বর্ত্তমানে খাদ্যদ্রব্যের অত্যধিক অভাবে এ প্রদেশে যে অশান্তির এবং দুর্দ্দশার উদ্ভব হইয়াছে, এ সম্বন্ধে মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দ্দির বাড়ীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ব্যবসায়ীদের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, অত্যধিক খাদ্যাভাবজনিত দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে সমস্ত রাজনৈতিক দলের এবং ব্যবসায়িবৃন্দের কর্ত্তব্য হইবে, অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টাকেই প্রধান পন্থা বলিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া।

কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য মিঃ সি ডব্লিউ গার্ণার আই সি এসকে নিযুক্ত করার সংবাদ পূর্ব্বেই "আর্থিক জগতে" প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ গার্ণার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির তদন্ত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে:—(১) যুদ্ধের ফলে কর্পোরেশনের আয় কতটা হ্রাস পাইয়াছে; (২) বর্ত্তমান সঙ্কটকালীন অবস্থায় কাজ চালাইবার জন্য রাজকোষ হইতে কর্পোরেশনকে কি পরিমাণ অর্থ দেওয়া দরকার এবং (৩) ১৯২৩ সালের মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে কর্পোরেশনের আয়ের ক্ষেত্র কতটা প্রসারিত ও ব্যয়ের পরিমাণ কতটা হ্রাস করা যাইতে পারে।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক গুজরাট রেলওয়ে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারত সরকার গুজরাট রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের সহিত চুক্তি শেষ করিয়া ঐ রেলপথটি আগামী ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ক্রয় করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উপরোক্ত মর্ম্মে ঐ রেলকোম্পানীকে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত জানান হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেঙ্গল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন। উক্ত বাজেট অনুসারে ১৯৪২-৪৩ সালে ৩৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ইহা ৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং প্রাথমিক অনুমান অপেক্ষা ৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী। উক্ত হিসাবে ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া দেখান হইয়াছে।

রেজগি মজুতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

দার্জ্জিলিং-এর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে রেজগি মজুতকারীদের সম্বন্ধে সন্ধান দিতে পারিলে, যে সন্ধান আনিয়া দিবে তাহাকে উদ্ধার করা রেজগির শতকরা ১০ ভাগ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিজ্ঞপ্তিতে তিনি রেজগি মজুতকারীদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেজগি মজুত করার অভিযোগে কয়েকজন স্থানীয় ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আসানসোলে প্রচুর রেজগি উদ্ধার

আসানসোল পুলিশ আসানসোলের জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বহু টাকার খুচরা মুদ্রা উদ্ধার করিয়াছে, রেজগি মজুত করায় উক্ত ব্যবসায়ীকে ভারতরক্ষা বিধানমতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দুই কূল রক্ষা!

১ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুইটিকেই রক্ষা করা জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য।

২ বীমাকারী এবং এজেণ্ট এই দুই পক্ষকেই সর্ব্বোত্তম সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য।

(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন)

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিমিটেড।

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশান
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস:—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)

কলিকাতা শোরুম:—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬নং কলেজ ষ্ট্রীট

বোম্বাই শাখা:—৩৭৭ নং কর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ

ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্র সমিতির একদল প্রতিনিধি গতকল্য বাণিজ্য-সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাণিজ্য সচিবের নিকট প্রতিনিধিদল যে সমস্ত প্রস্তাব করেন তন্মধ্যে সংবাদপত্রের প্রতি সংস্করণে আইনঘটিত নোটিশ্ ব্যতীত অন্যান্য বিজ্ঞাপন কি পরিমাণ ছাপা হইবে তাহা বাঁধিয়া দেওয়া সম্পর্কীয় একটি প্রস্তাবও আছে। প্রতিনিধি দলে শ্রীঅমৃতলাল শেঠ, শ্রীরামনাথ গোয়েঙ্কা, মিঃ এস সদানন্দ ও শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল ছিলেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের অর্ডারের পরিমাণ

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে মিঃ এন আর পিলাই জানান যে, মোট ১ কোটী ৪৩ লক্ষ ৪৬ হাজার গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সস্তা কাপড় সরবরাহের জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার নিম্নলিখিত পরিমাণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহের অর্ডার দিয়াছেন :—আসাম সরকার ৪ লক্ষ ২৫ হাজার গজ, বাঙ্গলা সরকার ৩০ লক্ষ গজ, বোম্বাই সরকার ২৪ লক্ষ ২ হাজার গজ, পাঞ্জাব সরকার ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার গজ ও সিন্ধু সরকার ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার গজ।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

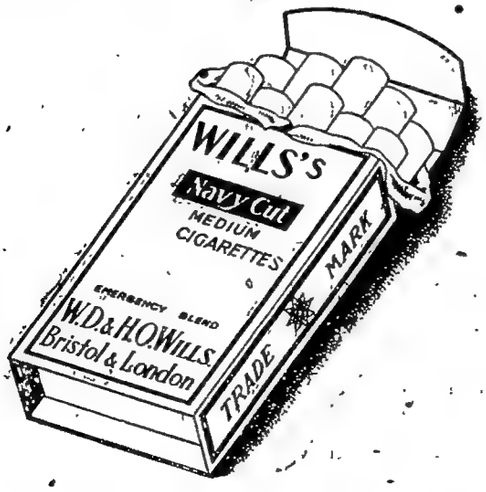

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

NC.—11

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

(হাজার টাকা হিসাবে)

আয়

	১৯৪১-৪২ (প্রকৃত)	১৯৪২-৪৩ (প্রাথমিক)	(সংশোধিত)	১৯৪৩-৪৪ (প্রাথমিক)
নগদ তহবিল	১,০৯,৫১	১,১৪,৭৩	১,৩২,৪০	১,৫৩,৭৬
রাজস্ব খাতে	১৪,৯৪,৫৮	১৫,৬৯,৭৯	১৫,৮৭,৫৩	১৬,০১,৮৭
কর্জ্জ খাতে —	২৫,৬০,৬২	১৮,৬৩,৩৯	২৮,৪৩,৯৮	২৬,৬২,৪২
মোট	৪১,৬৪,৪১	৩৫,৪৭,৯১	৪৫,৪৩,৯১	৪৪,১৮,০৫

ব্যয়

রাজস্ব খাতে	১৫,৫০,৩৮	১৬,৭০,৩৮	১৭,২১,৬১	১৭,৫৪,৮৫
মূলধনের খাতে	৪,৬৩	২,৩৮	৮০	২৯
কর্জ্জ খাতে	২৪,৮৬,২৬	১৭,৯৬,১৭	২৬,৬৯,৩৪	২৫,৭৬,৩৭
বৎসরান্তে তহবিল	১,৩২,৪০	৭৮,৭৪	১,৫৩,৭৬	৮৬,৫৪
মোট	৪১,৬৪,৪১	৩৫,৪৭,৯১	৪৫,৪৩,৯১	৪৪,১৮,০৫

নীট ফল (যোগ চিহ্নে যাহা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক বা উদ্বৃত্ত এবং বিয়োগ চিহ্ন দ্বারা কম বা ঘাটতি বুঝায়)।

রাজস্ব খাতে	—৫৬,১০	—১,০৫,৫৯	—১,৫৪,০৮	—১,৫২,৯৮
অন্যান্য খাতে	+৭৮,৯৯	+৬৯,৬০	+১,৭৫,৪৪	+৮৫,৭৬
নগদ তহবিল বাদে মোট	+২২,৮৯	—৩৫,৯৯	+২১,৩৬	—৬৭,২২

চায়ের প্রচার বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষে চায়ের কাটতি বাড়াইবার জন্য ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানশন্ বোর্ড উহাদের প্রচারকার্য্যে নিত্য-নূতন সুষ্ঠু পন্থা ও অভিনব পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়া থাকেন। সম্প্রতি উক্ত বোর্ড কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে বিভিন্ন ভাষার বহুসংখ্যক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে প্রচার উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে ৬১ প্রকার মনোজ্ঞ বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে। তন্মধ্যে ৩৮ প্রকার বিজ্ঞাপন সম্প্রতি পরিকল্পিত হইয়াছে। উক্ত তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা হইতে আরও জানা যায় যে, বোর্ড ভারতবর্ষে মোট ২২১খানি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। এই ২২১খানির মধ্যে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ৮৭খানি এবং বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ১৩৪ খানি। উক্ত ২২১খানি পত্রিকার আনুমানিক প্রচার-সংখ্যা হইবে অন্যূন ১৯ লক্ষ ৯৫ হাজার।

বাঙ্গলায় অষ্ট্রেলিয়ার গম

ভারত সরকার সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের নিকট ৬৬ হাজার মণ অষ্ট্রেলিয়ার গম পাঠাইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আগত চালানগুলির মধ্যে এই চালানটিই বৃহত্তম।

বাঙ্গলায় কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তর কালে ঢাকার নবাব বাহাদুর বলেন যে, হস্তচালিত যন্ত্রের দ্বারা কাগজ উৎপাদনের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার তিন বৎসরের এক সাময়িক পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

বাঙ্গলার সিঙ্কোনা চাষ

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার নবাব জানাইয়াছেন, বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে প্রায় ১ হাজার একর পরিমিত জমিতে সিঙ্কোনার চাষাবাদ হইতেছে। ঢাকার নবাব আরও বলেন যে, বাঙ্গলার প্রয়োজন মিটাইতে অন্যূন ৯০ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ৪৫ হাজার সের) কুইনাইন আবশ্যক। বাঙ্গলা সরকার সিঙ্কোনার আবাদ বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অবশ্য এই কর্ম্মপন্থার পুরাপুরি ফল পাইতে প্রায় আট বৎসর কাল সময় লাগিবে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই

ধুতী ও সাড়ী

পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ত্ত

স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে

ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।

শাখাসমূহ

টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি, সি, দাস, এম, এ, বি, এল।

পুস্তক পরিচয়

বিনয় সরকারের বৈঠকে—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক :—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি কেবল এদেশেই সীমাবদ্ধ নহে ইউরোপ ও আমেরিকায়ও তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও স্বাধীন মতামতের কদর হইয়াছে। অর্থনীতির একনিষ্ঠ ছাত্র হইলেও তিনি সকল বিষয়েই সমভাবে আকৃষ্ট এবং এমন বিষয় খুব কমই আছে যে সম্পর্কে তিনি অল্পবিস্তর পড়াশুনা করেন নাই। এক কথায় অধ্যাপক সরকার আধুনিক "ইণ্টেলেক্চুয়াল" বা প্রকৃত মননশীল ব্যক্তি। আজীবন জ্ঞানানুশীলন ও বহু দেশ পরিভ্রমণের ফলে তিনি এমন এক সুস্থ সামগ্রিক দৃষ্টি-বিচারের অধিকারী হইয়াছেন যে, তাঁহার সকল মতামতের সহিত সর্ব্বত্র একমত হইতে না পারিলেও শিক্ষিত লোক মাত্রেই শ্রদ্ধার সহিতই তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সাড়ে চার মাস কাল অধ্যাপক সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু ব্যক্তি ও বিবিধ বিষয় সম্পর্কে যে সব সুচিন্তিত অভিমত আদায় করিয়াছেন পুস্তকে তাহাই প্রশ্নোত্তররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথাবার্ত্তার বিষয়বস্তু নানাবিধ এবং সেই সম্পর্কে মতামত প্রকাশ ও তত্ত্ব উদ্ঘাটনও বিচিত্র ও মনোরম। দেশ-বিদেশের মনীষীদের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দর্শন ও উহাদের তুলনামূলক আলোচনা, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান—কত কি বিষয় সম্পর্কেই অধ্যাপক সরকার তাঁহার মতামত প্রদান করিতে গিয়া অনেক নূতন কথা শুনাইয়াছেন। তাঁহার সকল অভিমতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। কিন্তু তাহাতে অধ্যাপক সরকারের মতামতের মূল্য বা ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা এতটুকু খাট হয় না। নির্ভীক উক্তি করাই বিনয় সরকারের চির-কালের স্বভাব এবং এই জন্য তিনি একাধারে বহু প্রশংসা ও বিস্তর নিন্দার অধিকারী। এরূপ স্বাধীনচেতার মতামত সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির দাস ছাড়া আর সকলেই সশ্রদ্ধ মনে শুনিবেন—মতামত গ্রহণ করার প্রশ্ন গৌণ। লেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠায় বিনয় সর-কারের সহিত তাঁহার গভীর আলোচনা ও সূক্ষ্ম বিচার বিতর্কের ফলাফলগুলি ধরিয়া রাখিতে গিয়া যে পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। এই যুদ্ধের বাজারে পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, মলাট চমৎকার। পুস্তকখানি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পাঠক মহলে সমাদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

খুচরা মুদ্রার হিসাব

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইস্‌ম্যান বলেন যে, গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৪৩) জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারতে মোট ২৩ কোটি ৬৫ হাজার টাকার খুচরা মুদ্রা নির্মিত হইয়াছে।

হায়দরাবাদে নূতন শেয়ার বাজার

হায়দরাবাদে শীঘ্রই সরকারী উদ্যোগে ও ব্যবসায়ী মহলের সহযোগিতায় একটি শেয়ার বাজার (ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ) প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত
হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা),
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস্ঃ মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

করাত • • •

কাজ বড়ই হোক, আর ছোটই হোক, করাত না হ'লে ছুতোরের চলে না। করাত ছাড়া সে কখনো মাপমত কাঠ কাটতে পারে না। ইস্পাত দিয়ে এই করাতের দাঁত তৈরী হয়; আর সব চাইতে শক্ত কাঠ কাটবার জন্য করাতের যে ধারালো দাঁত আবশ্যক হয়, একমাত্র ইস্পাত দিয়েই তা' তৈরী হ'তে পারে।

TATA

টাটা

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত। হেড সেলস অফিস : ১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মিরকাদিম-এ ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মিরকাদিম শাখা অফিসের দারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কতিপয় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ১২ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রধান প্রধান সহর ও বন্দরে এবং বাঙ্গলার বাহিরেও একাধিক সহরে ও দেশীয়রাজ্যে উহার শাখা অফিস খুলিয়া সাফল্যের সহিত কাজকারবার চালাইতেছে। শীঘ্রই বাঙ্গলার বাহিরে ও বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এই ক্রমোন্নতি উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে সি চক্রবর্ত্তী ও মিঃ এন সি দত্ত'র কর্ম্মকুশলতার স্পষ্ট পরিচায়ক।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড একটি নূতন বীমা-প্রতিষ্ঠান। চলতি বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে এই নূতন কোম্পানীর কাজ সুরু হইয়াছে অর্থাৎ কাজ আরম্ভ করিবার পর এখনও দুই মাস কাল উত্তীর্ণ হয় নাই। অথচ ইহারই মধ্যে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসের কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৫ লক্ষ টাকা। একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীর পক্ষে ইহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। বীমা আইনের বিধানানুসারে হাওড়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ প্রাথমিক জমা বাবদ গবর্ণমেণ্টের নিকট যথাসময়ে ৫০ হাজার টাকা রাখিয়াছেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গলার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বহুদর্শী ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত আশামোহন দাশ উক্ত ডিরেক্টরমণ্ডলীর চেয়ারম্যান। কোম্পানীর ম্যানেজারের পদে মিঃ এন ভট্টাচার্য্য মনোনীত হইয়াছেন। প্রুডেন্‌শিয়াল ইনসিওরেন্স-এর সংগঠন কার্য্যে ও অন্যান্য বহুবিধ ব্যবসা ক্ষেত্রে মিঃ ভট্টাচার্য্য ইতিপূর্ব্বে যে কর্ম্মশক্তি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বীমা জগতে কাহারও অবিদিত নহে। এরূপ অভিজ্ঞ ও যোগ্যতম ব্যক্তির পরিচালনাধীনে হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ অল্প সময়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

আমেদাবাদ প্রাণতেজ রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৷৷০ আনা। **ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৩৷৷০ আনা। **নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৷৷০ আনা। **নিউ বীরভূম কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। **রিলায়েন্স ফায়ারব্রিক্ এণ্ড পটারী কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ৷৷০ আনা। **হিরাঝাদী রবার কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা। **নিউ বাঁশদেবপুর কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **টাইট ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা।

ওরিয়েণ্টাল

রক্ষামূলক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তাই

ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার সর্ব্বোত্তম ও সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা সংগ্রাম কিবা শান্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান করিয়া আসিয়াছে। ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে	২৬ কোটী টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	৮৫½ কোটী টাকার উপর
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয়	প্রায় ৫ কোটী টাকা
মোট তহবিলের পরিমাণ	প্রায় ৩০ কোটী টাকা

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ

এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

স্থাপিত—১৮৭৪] [হেড অফিস—বোম্বাই।

ব্রাঞ্চ অফিস :—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্,

২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন :—ক্যাল ৫০০

বেঙ্গল কটন

কাল্টিভেশন এণ্ড মিল্‌স লিঃ

হেড অফিস—১৯নং ষ্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা

বাগান—বেঙ্গল কটন এষ্টেট, পোঃ বামুটিয়া, ত্রিপুরা।

১৯৪২ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরের কাজে

শতকরা ১৫৲ লভ্যাংশ

দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাজের উপর

পরবর্ত্তী লভ্যাংশ

আশা করা যায়।

১৯৪৩ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইস্যুড শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হইবে। ঐ তারিখের পরে

প্রিমিয়ামে শেয়ার বিক্রয় হইবে।

মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী বলেন—"... আমি আনন্দের সহিত আপনাদের কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক হইব।"

মিঃ পি, জে, গ্রেগরী, বাঙ্গলার দ্বিতীয় ইকনমিক কোটানিষ্ট বলেন—"তূলা খুব ভাল জাতীয় এবং যেকোন মিলে সূতা কাটার পক্ষে উপযুক্ত।"

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, এন, চাটার্জ্জী।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ উত্তম সর্ত্তে এজেণ্ট আবশ্যক।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে একটানা নিষ্ক্রিয়তার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতাই একমাত্র লক্ষণীয় বিষয়।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বাজারে এবার রপ্তানী বিলের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ এতই কম যে উহা উল্লেখ না করিলেও চলে। জাহাজ সংস্থান সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত বিনিময় বাজরের বর্ত্তমান শৈথিল্য ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব দূরীভূত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। উক্ত অবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৶৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই সহরে বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কাজ-কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের আবেদন গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ১০ই হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 'ইণ্টার মিডিয়েট' বা ট্যাব বিলের মোট বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ১৭ই হইতে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ট্যাব বিল পূর্ব্ববিঘোষিত সর্ত্তানুসারে (অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন বোধ করিলে বিনা নোটিশে যে কোন সময় উক্ত বিলের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন) শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬০২ কোটি ১৯ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের বিভিন্ন দিকের তুলনামূলক হিসাব যথাক্রমে নিম্নরূপ:—ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ৮৩ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ও ৮৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১০ লক্ষ টাকা ও ৩৯ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৪৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও ৪৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ২৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ও ২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। ব্রহ্ম সরকারের আমানতের পরিমাণ ৮৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ও ১ কোটি ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{৫১}{৬২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে স্থির ভাব লক্ষিত হয়। ভারত সরকারের আসন্ন বাজেট সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি হওয়ায় শেয়ার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কাজকারবারের পরিমাণ এবার অল্পই হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের রেলওয়ে বাজেটে ৩৬ কোটি টাকা উদ্বৃত্তের সংবাদে এবং যানবাহন সদস্য কর্ত্তৃক যাত্রীদের রেলওয়ে মাশুল বৃদ্ধি করা হইবে না ঘোষণা করা হইলে শেয়ার বাজারে উৎসাহের ভাব লক্ষিত হয়।

বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ভ:—

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারীং কোম্পানী লিমিটেড্

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই।

"১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে"

লবণ কিন্‌তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়—বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব "পাইওনিয়ার"

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস
নীলফামারি (রংপুর) দুবরাজপুর (বীরভূম)
এলাহাবাদ

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

কোম্পানীর কাগজ

এবার কোম্পানীর কাগজের দর অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং অতি সামান্য পার্থক্যের মধ্যেই দর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। যদি সাধারণ কর বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত না হয় এবং শীঘ্রই আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয় তাহা হইলে বাজেট পেশ করার পর কোম্পানীর কাগজের দর বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। টাকার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অল্প সুদের হারে ট্রেজারী বিলের অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইতে পারিবে মনে হয়। ৩৷৹ সুদের কাগজ ৯৪৲ টাকায় বিক্রি হইয়াছে এবং ৩৲ টাকা সুদের কাগজ ৮০৸৹ আনায় বিক্রি হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত ঋণপত্রসমূহ মধ্যে ৩৲ সুদে (১৯৫১-৫৪) ৯৯৸৹। ৩৲ সুদের (১৯৬৩-৬৫) ৯৫৸৹। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড ১৯৪৬ সালের ১০৩।৵০। ৩৲ সুদের (১৯৪৯-৫২) ১০০।৶০। ৩৷৹ সুদের (১৯৪৭-৫০) ১০৪।৹ আনায় এবং ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ১০৪।৹ আনা এবং ৫৲ সুদের ইউ, পি বণ্ড (১৯৪৪) ১০৪৸৹ আনায়।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক শেয়ারের বাজারে স্থির ভাব লক্ষিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১০৫৲ কলিকাতা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক—১২৶০; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—৪১২।৹ এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক—২২৫৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড অধিক দরে—৩৫৸৹, বেঙ্গল—৪২০৲, বোকারো এণ্ড রামগড়—১৮৸৹, ইকুইটেবেল—৩৫৷৵০, ঘেমো মেইন—১৩৸৵০, নিউ বীরভূম—১৭৷৹ এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া—৩৩৷৵০।

পাটকল

পাটের শেয়ার বাজারে স্থির ভাব লক্ষিত হয়। আদমজি—২৭৵০, আগরপাড়া—২৩৸৹, এংলো-ইণ্ডিয়া—৩৪৮৲, ক্লাইভ—২৩।৹, হাওড়া—৫৬৲, কামারহাটি—৫৩০৲, ন্যাশনাল—২৩৸৹ এবং রিলায়েন্স—৫৮।৹ আনায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ—৩২৷৵০, ষ্টীল কর্পোরেশন—২৪।৹, ব্রেইথওয়েট এণ্ড কোং—৮৸৵০, ভারতীয় ইলেক্‌ট্রীক ষ্টীল—১৬।৹, ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবেল কাষ্টিং (অর্ডি)—৮৸৹, কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং—৬৵০।

চিনির কল

চিনির শেয়ার বাজারে স্থির ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। বলরামপুর—১২৷৵০; কেরু এণ্ড কোং—১৫৸৵০; কাণপুর—৩২।০; মারি ক্রুয়ারি—১৮।০; বিশ্বনাথ—৩২।০; হাসিমারা—৫১৸৹; দেশাই এণ্ড পার্ব্বটিয়া—২২০৲; তেলিয়াপাড়া—৫২০৲ এবং তেজপুর—১২।০।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা কর্পোরেশন—৩।০; ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন—২।৵০; বি, আই কর্পোরেশন—৬৵০ আনায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। এ্যালকালি এণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন—২৬৷৹ আনা; ডালমিয়া সিমেণ্ট—১৭।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীস্—২৬৸৹; মহীশূর পেপার—২১।০; ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প—১৬৮৲; শ্রীগোপাল পেপার—১৯৫৲।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১২ই ফেব্রুয়ারী—৮০৸৹; ১৬ই—৮১৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১২ই ফেঃ—৯৯৸৹। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১১ই ফেঃ—৯৫৸৹; ১২ই—৯৫৷৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১১ই ফেঃ—১০৩।৹; ১৫ই—১০৩৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১১ই ফেঃ—১০০।৶০; ১২ই—১০০।৶০; ১৫ই—১০০।৶০; ১৬ই—১০০।৶০। ৩৷৹ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১১ই ফেঃ—৯৪৲ ৯৪৶০ ৯৩৸৶০ ৯৪৲; ১২ই—৯৪৲ ৯৪৷৹ ৯৪/০ ৯৪৵০ ৯৪৶০ ৯৪।০; ১৬ই—৯৪/০ ৯৪৵০ ৯৪৶০ ৯৪।০; ১৭ই—৯৪৲ ৯৪/০। ৩৷৹ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১১ই ফেঃ—১০৪৵০ ১০৪।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১২ই ফেঃ—১১০।৶০; ১৫ই—১১০।০

৭০ বৎসর সততার সহিত পরিচালিত

অক্ষয় কুমার লাহা

৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

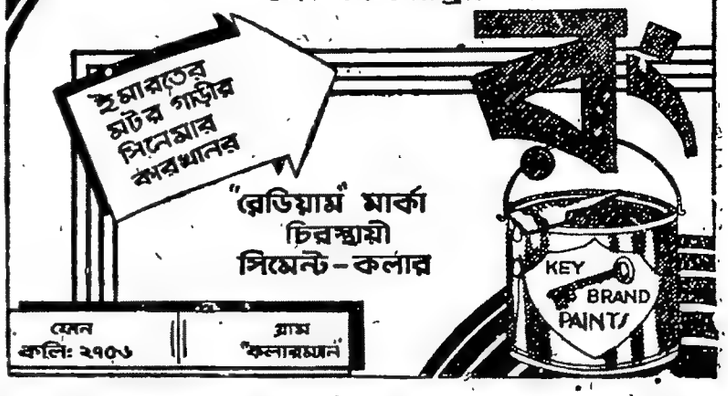

ফোন কলিঃ ২৭৫১ | গ্রাম "কলারম্যান"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

কারখানা—আচার্য্যরায় নগর (কাঁথি সমুদ্রতীর)

কারখানার প্রসার ও উৎপাদন

বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

কারখানার কার্য্যপ্রণালী—

কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্ত্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

বর্দ্ধিত মূলধনে প্রস্‌পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল

ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

হেড অফিস :—৩০ নং রসা রোড, কলিকাতা।

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী।

ফোন : সাউথ ২৭২৮ :: টেলিগ্রাম : "টিপ্‌টো"

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

—শাখাসমূহ—

ঢাকা, মালদহ, শিলং, রাঁচী, রাণাঘাট, বালী, দেওঘর, রোহনপুর, নাটোর, ঝালদহ, চিটাগড়, রাইগঞ্জ, মালুচী ও নিমাসরাই।

ফোন :—
কলি : ১৮১৮
টেলিগ্রাম—সেফ্‌বণ্ড

১১০৷৷০ ১১০৷৶০ ; ১৬ই—১১০৷/০ । ৪৲ টাকা সুদের পাঞ্জাব (১৯৪৮) ১৬ই—১০৪৷৶০ । ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৫ই ফেঃ—১০৮৶০ ; ১৬ই—১০৭৸৶০ ১০৮৶০ । ৫৲ সুদের ইউ, পি বণ্ড (১৯৪৪) ১১ই ফেঃ—১০৪৶০ ।

ডিবেঞ্চার

৩।০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ১৬ই ফেঃ—৯৭৲ । ৫৷৷০ সুদের (১৯৪১-৫০) কেরু এণ্ড কোং (দ্বিতীয় মর্টগেজ) ১৭ই ফেঃ—১০২৷৷০ । ৫।০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ১২ই ফেঃ—১৪৸০ ; ১৭ই—১০৪৸০ ।

ব্যাঙ্ক

কলিকাতা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক১৬ই ফেঃ—১২/০ ১২৶০ । ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ১২ই ফেঃ—৪১৫৲ ; ১৫ই—৪১০৲ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১ই ফেঃ—১০৪৷৷০ ১০৫৲ ; ১২ই—১০৪৸০ ১০৫৲ ; ১৫ই—১০৫৷৷০ ১০৫৲ ১০৪৸০ ; ১৬ই—১০৪৸০ ১০৫৲ ।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১১ই ফেঃ—৩৩।০ ৩৩।/০ ৩৩৷৷০ ; ১২ই—৩৩৷৷০ ৩৩।/০ ; ১৬ই—৩৩৷৷৶০ ৩৩৸০ ; ১৭ই—৩৩।৶০ ৩৩৷৷৶০ । বেঙ্গল ১১ই ফেঃ—৪১১৲ ;

তৃতীয় ডিফেন্স লোন

১৯৫১-১৯৫৪

শতকরা ৩ টাকা

এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

১২ই—৪১২৲ ৪১৪৲ ৪১৫৲ ; ১৬ই—৪১০৲ ৪১৫৲ ৪১৬৲ ; ১৭ই—৪১৭৲। ভালগোড়া ২৬ই ফেঃ—৬/০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৭ই ফেঃ—১৭৸০ ১৭৸৶৪ ১৮৲। ধেমো মেইন্ ১৫ই ফেঃ—১৩৸৶০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১১ই ফেঃ—১৯।/০। ইকুইটেবল ১১ই ফেঃ—৩৪৸৶০ ; ১৬ই—৩৫৷৷০ ; ১৭ই—৩৫৷৷০ ৩৫৷৷৶০ ৩৫৸৶০। সেণ্ট্রাল ১৬ই ফেঃ—২৲ ২/০ ; ১৭ই—২/০। কালা-পাহাড়ী ১৬ই ফেঃ—১৩৶০। লাকুড়কা ১৬ই ফেঃ—১৫৸৶০ ; ১৭ই—১৬।০ ১৬৷৷০। নিউ বীরভূম ১১ই ফেঃ—১৭৷৷০ ; ১৫ই—১৭৷৷০। রেওয়া ১১ই ফেঃ—৩১৸০। সাম্‌লা ১৬ই ফেঃ—২৸৶০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানশোল ১১ই ফেঃ—১।০ ১।/০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১১ই ফেঃ—৩৩৷৷০।

কাপড়ের কল

বাসন্তি ১২ই ফেঃ—৯৲। বেঙ্গল নাগপুর ১১ই ফেঃ—২৯।০ ; ১২ই—২৯।/০ ২৯।০। বেনারস্ ১১ই ফেঃ—৯।৶০ ৯৷৷০ ; ১২ই—৯।৶০ ৯৷৷/০ ; ১৬ই—৯।/০ ; ১৭ই—৯৷৷০ ৯৷৷/০। কাউড়িয়া (অর্ডি) ১১ই ফেঃ—৫০৯৲ ৫১৩৲। কানপুর টেক্সটাইল ১১ই ফেঃ—১৬।০ ১৬।৶০ ১৬।৶০ ; ১৭ই—১৬৸০ ১৬৷৷০। ডানবার ১২ই ফেঃ—২৭০৷৷০ ; ১৭ই—২৭৬৲। ঢাকেশ্বরী ১২ই ফেঃ—২১৷৷০। এল্‌গিন মিলস্ ১৬ই ফেঃ—৪৭।/০। কেশোরাম (অর্ডি) ১৬ই ফেঃ—১৬৷৷০ ১৬৷৷/০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১১ই ফেঃ—৭৸০ ; ১২ই—৭৸০ ; ১৫ই—৭৷৷৶০ ; ১৭ই—৭৸০ ৭৸৶০। নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ১১ই ফেঃ—১১।/০ ; ১৫ই—১১।০ ; ১৬ই—১১।০ ১১।/০ ; ১৭ই—১১।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বৃটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১২ই—১২৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৫ই—৩৬৫৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১ই ফেঃ—৩১৸০ ৩১৸০ ৩১৷৷৶০ ৩১৷৷/০ ৩১৷৷৶০ ; ১২ই—৩২।/০ ৩২৸০ ৩২।৶০ ; ১৫ই—৩২৷৷০ ৩২।৶০ ; ১৬ই—৩২৸০ ৩২৸৶০ ৩২৷৷/০ ৩২৷৷৶০ ৩২৸৶০ ; ১৭ই—৩২৸৶০ ৩২৷৷৶০। ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবল কাষ্টিং ১৭ই ফেঃ—৮৸০ ; (ডেফার্ড) ১৭ই—২৸৶০ ২৸০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্ (ডেফার্ড) ১২ই ফেঃ—৩৩।০ ; ১৭ই—৩৩৶০। কুমারধুবী (অর্ডি) ১১ই—৫৸০ ৫৸/০ ; ১২ই—৫।৶০ ; ১৫ই—৫৸/০ ৫৸৶০ ; ১৬ই—৬৲। মার্শেলস্ এণ্ড কোং ১১ই ফেঃ—৩৷৷/০ ; ১২ই—৩৷৷৶০ ; ১৫ই—৩৷৷/০ ; ১৭ই—৩৷৷০ ৩৷৷৶০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১ই ফেঃ—১১৷৷৶০ ; ১৬ই—১১৷৷৶০ ১১৸০ ১১৸৶০ ১৭ই—১১৷৷৶০ ১১৸০। ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ১১ই ফেঃ—২৩।/০ ২৩/০ ২৩৶০ ২৩।০ ২৩৲ ২৩৸৶০ ২২৸৶০ ; ১২ই—২৩।০ ২৩।/০ ২৩।৶০ ; ১৫ই—২৫৷৷৶০ ২৩৷৷০ ২৩৸০ ; ১৬ই—২৩৸৶০ ২৩৸৶০ ২৩৸৶০ ২৪/০ ২৪৶০ ২৪৲ ; ১৭ই—২৪/০ ২৩৸৶০ ২৩৸৶০। ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ১১ই ফেঃ—১২০৲ ; ১২ই—১২০৲ ; ১৫ই—১২০৷৷০ ১২০৲ ; ১৬ই—১২০৲। ষ্টীল প্রডাক্টস্ ১৬ই ফেঃ—৭৸০ ৭৸৶০।

পাটকল

আদমজী ১৬ই ফেঃ—২৭৶০। আলেকজেণ্ড্রা ১৬ই ফেঃ—২২৩৲। এলবিয়ন (প্রেফ) ১৫ই ফেঃ—১৬৩৲। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ১১ই ফেঃ—৩৪১৲ ; ১২ই—৩৪০৷৷০ ; ১৬ই—৩৪২৲ ৩৪৫৲ ৩৪৬৲। অকল্যাণ্ড ১৬ই ফেঃ—১৭৪৲ ; (প্রেফ) ১৫ই—১৪২৲। বালি (প্রেফ) ১৫ই ফেঃ—১৬১৲ ১৬১৷৷০। বেলভেডিয়ার ১৫ই ফেঃ—৪৩৫৲ ৪৩৬৲ ; ১৬ই—৪৩৫৲ ৪৪০৲ ; ১৭ই—৪৪১৲। বেঙ্গল ১২ই ফেঃ—২০৸৶০ ; ১৭ই—২১৸০। বিড়লা ১২ই ফেঃ—৪০৸০ ; (প্রেফ) ১৬ই—১৩২৲ ; ১৭ই—১৩৩৲। বজবজ ১২ই ফেঃ—৩৫৮৲। কেলিডোনিয়ান ১৫ই ফেঃ—৩৮৬৲ ; ১৬ই—৩৯৩৲। চেভিয়ট্ ১৬ই ফেঃ—১৮৫৷৷০ ; (প্রেফ) ১২ই—১৬১৲। ক্লাইভ ১১ই ফেঃ—২২৸৶০ ; ১২ই—২২৸৶০ ২২৸৶০ ২২৸৶০ ; ১৫ই—২৩৶০ ২৩৶০ ২৩।০ ; ১৭ই—২৩৷৷/০ ২৩৷৷৶০ ২৩৸০। ক্রেগ্ ১২ই ফেঃ—২।৶০ ; ১৫ই—২৷৷০ ২৷৷/০ ; ১৬ই—২৷৷৶০। ডালহৌসি ১৭ই ফেঃ—২২১৲ ২২৬৲ ২২৪৲। ডেণ্টা ১৫ই ফেঃ—(ডিভিডেণ্ট ব্যতীত) ৪৫০৲ ; ১৬ই—৪৫২৲। এম্পায়ার ১১ই ফেঃ—২৭৷৷০। ফোর্ট গ্লষ্টার ১১ই ফেঃ—৫৬৭৲ ; ১২ই—৫৬৬৲ ; ১৫ই—৫৬৬৲ ; ১৬ই—৫৭১৲ ৫৭৮৲। ফোর্ট উইলিয়ম ১১ই ফেঃ—২৩৬৲ ২৩৭৲ ; ১২ই—২৪৬৲ ; (প্রেফ) ১৭ই—১৬৫৲। গৌরীপুর ১১ই ফেঃ—৭০৫৲ ৭০৬৲ ; ১২ই—৭১০৲ ;

ব্যাঙ্ক অফ কলার্স লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ ; সুদ শতকরা ৩৷৷০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড

হেড অফিস :—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৩০৫

পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

সুদ : স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%
২ বৎসরের জন্য ৫%
১ বৎসরের জন্য ৪%

ডিরেক্টার :—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : যখেরধন স্থাপিত—১৯২৯ ফোন ক্যাল ৩৭৩৪

হেড অফিস :—৩৭ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, মাণিকতলা ও শিয়ালদহ

স্মরণ রাখিবেন—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।
আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে সেই সঞ্চয়ের পথ করুন।

বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।

ননী গোপাল দত্ত রায়, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন।
কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

"কাসাবিন"

শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ

সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই সুখসেব্য ঔষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্নিগ্ধ হয়।

বেঙ্গল কেমক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

১৫ই—৭১১৲ ; ১৭ই—৭১৮৲ ৭১৯৲। হেষ্টিংস্ (প্রেফ) ১২ই ফেঃ—১৩৫৲ ; ১৫ই—১৩৫৷৷০। হুগলী (প্রেফ) ১৫ই ফেঃ—২০৷৷০। হাওড়া ১১ই ফেঃ—৫৪৲ ৫৪৷০ ৫৩৸০ ৫৩৸৶০ ; ১২ই—৫৪৷০ ৫৪৷৷০ ; ১৬ই—৫৫৲ ৫৫৷৷৶০ ৫৫৷০ ৫৫৷৷০ ; ১৭ই—৫৫৷০ ৫৫৸৶০ ৫৫৸৶০। হুকুমচাঁদ ১১ই ফেঃ—১৯৷০ ; ১৭ই—১৯৷৷০ ২০৶০ ; (প্রেফ) ১৭ই—১৪৮৲। ইণ্ডিয়া ১২ই ফেঃ—৪৩৯৲ ৪৪০৲ ; ১৫ই—৪৪৫৲। কামারহাটি ১১ই ফেঃ—৫০৫৲ ; ১২ই—৫১৫৲ ; ১৫ই—৫১৬৲ ৫১৫৲ ; ১৬ই—৫১৫৲ ৫১৮৲ ৫২০৲ ; ১৭ই—৫২৫৲ ৫২২৲। কেলভিন্ ১২ই ফেঃ—৫৬৯৲ ; (প্রেফ) ১৬ই—১৬৬৷৷০ ১৬৭৲। খারদ ১৬ই ফেঃ—৪২৩৲। কিনিসন্ ১১ই ফেঃ—৩৩৭৲ ৩৩৮৲ ; ১৬ই—৩৪৫৲ ; ১৭ই—৩৫০৲ ; (প্রেফ) ১৬ই—১৬৬৷৷০। ল্যাণ্ডস্-ডাউন্ ১৫ই ফেঃ—১৩৭৲ ; ১৭ই—১৩৮৲ ১৩৯৲। লয়েন্স ১১ই ফেঃ—২২৯৲ ; ১৬ই—২৩২৲ ২৩৫৲। লোথিয়ান ১১ই ফেঃ—২২৬৲ ; (প্রেফ) ১২ই—১৬১৲ ; ১৫ই—১৬২৲। মেঘনা ১৭ই ফেঃ—৮২৷৷০। নৈহাটী ১৭ই ফেঃ—২৩২৲। ন্যাশনাল ১১ই ফেঃ—২৩৶০ ; ১২ই—২৩৷৷৶০ ; ১৫ই—২৩৷৷৶০ ২৩৷৶০ ২৩৷৷০ ; ১৬ই—২৩৸০ ২৩৷৷০ ২৩৸৶০ ; ১৭ই—২৪৲। নস্করপাড়া ১১ই ফেঃ—২০৷০ ২০৷৷৶০ ; ১৭ই—২১৷০ ২১৷৷০। নেলিমার্লা ১৫ই ফেঃ—১৬৲ ১৬৶০ ; ১৭ই—১৬৷০। নিউসেণ্ট্রাল ১৫ই ফেঃ—৩৪০৲। নদীয়া ১২ই ফেঃ—৭৪৲ ; ১৫ই—৭৪৸০ ; ১৬ই—৭৪৷৷০ ; ১৭ই—৭৫৲ ৭৫৷০ ৭৫৷৷০ ৭৫৸০। ওরিয়েণ্ট ১১ই ফেঃ—১৮৪৲ ; ১২ই—১৮২৲ ১৮৩৲ ১৮৫৲ ; ১৬ই—১৮৫৲। প্রেসিডেন্সী ১১ই ফেঃ—৬৲ ৫৷৷৶০ ৫৷৷৶০ ; ১২ই—৫৷৷৶০ ৫৸০ ; ১৫ই—৫৸৶০ ৫৸০ ৫৸৶০ ; ১৬ই—৫৸৶০ ৫৸৸৶০ ; ১৭ই—৫৸৶০ রামেশ্বর ১৭ই ফেঃ—১১৸০। রিলায়েন্স ১৬ই ফেঃ—৫৭৲ ৫৭৷০ ৫৭৷৶০। শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ ১২ই ফেঃ—১৫৶০ ; ১৬ই—১৫৷০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১১ই ফেঃ—২০৩৲ ; ১৬ই—২০২৲ ; ১৭ই—২১২৲ ২১০৲। ওরেণ্টাল ১৬ই ফেঃ—৩৷৶০ ৩৷৷০ ৩৷৷৶০ ৩৷৷৶০।

চিনির কল

বলরামপুর ১৬ই ফেঃ—১২৷৶০। ভারত ১২ই ফেঃ—১৩৶০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১১ই ফেঃ—১৫৷৷০ ১৫৷৷০ ; ১২ই—১৫৷৷০ ; ১৫ই—১৫৷৷০ ; ১৬ই—১৫৷৶০ ; ১৭ই—১৫৷৷৶০। কাশপুর ১২ই ফেঃ—৩১৸০ ৩২৷০ ; ১৫ই—৩২৶০ ৩২৶০ ৩২৷০ ৩২৷৶০ ; ১৭ই—৩২৷০ ৩২৷৷০। দারভাঙ্গা ১১ই ফেঃ—১৭৷৷০ ; ১২ই—১৭৷৷০ ১৭৷৷৶০। গোয়ালিয়র ১১ই ফেঃ—১৮০৲ ১৮২৲। নিউ ইণ্ডিয়া সুগার ১৭ই ফেঃ—১১৷৷০। সমস্তিপুর ১১ই ফেঃ—১৩৷০ ১৩৷৷০ ১৩৶০ ১৩৷৶০ ; ১৬ই—১৩৷০। সাউথ বিহার (অর্ডি) ১৬ই ফেঃ—২০৸০। ইউনাইটেড প্রভিন্স ১১ই ফেঃ—১৫৷৷৶০ ১৫৸০ ; ১২ই—১৫৸০ ; ১৫ই—১৫৷৷৶০ ১৫৸৶০।

চা বাগান

অটল টী ১৬ই ফেঃ—১১৲। বানারহাট ১২ই ফেঃ—৭১০৲ ; ১৬ই—৭২৭৲ ; (প্রেফ) ১৭ই—১৬৫৲। বরদিঘি ১২ই ফেঃ—৫১৲। বেসমেটিয়া ১১ই ফেঃ—১৬৲ ; ১২ই—১৬৸০ ১৭৲ ; ১৫ই—১৬৸৶০। বিরপাড়া ১৬ই ফেঃ—৩২০৲ ; ১৭ই—৩৪০৲ ৩৪২৲। বিশ্বনাথ ১১ই ফেঃ—৩০৷০ ; ১২ই—৩০৸০ ; ১৫ই—৩১৲ ; ১৬ই—৩১৷৶০ ৩২৲ ৩২৶০ ; ১৭ই—৩২৷০। সেণ্ট্রাল কাছার ১১ই ফেঃ—৯২৲ ৯৩৲। চামং ১৭ই ফেঃ—১৫৷৶০। চান্দিপুর ১৫ই ফেঃ—১১১৷৷০ ১১২৲। দার্জ্জিলিং টি এণ্ড সিঙ্কোনা ১৬ই ফেঃ—২৯৮৷৷০। দেশাই এণ্ড পার্ব্বতীয়া ১১ই ফেঃ—৩০১৲ ; ১২ই—৩০১৲ ; ১৫ই—৩০০৲। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১১ই ফেঃ—১১৮৸০ ১২৲ ; ১৫ই—১২৲ ১২৷০ ০১২৶০ ১২৷৷০ ; ১৬ই—১২৷৶০ ১২৷৷০ ১২৷৷৶০ ; ১৭ই—১২৷৷৶০ ১২৸০ ১২৮৶০। ইষ্টার্ণ কাছার ১১ই ফেঃ—১০৮৶০ ; ১২ই—১১৲ ; ১৫ই—১১৲ ১১৶০ ১১৷০ ১১৷৶০ ; ১৬ই—১১৷৷০ ; ১৭ই—১১৮০।

বিবাহে চেক

চেকের প্রচলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, একটা চেক বই পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বেচাকেনা লেনদেন অত্যন্ত সহজভাবে করা চলে। চেকের জনপ্রিয়তা যে পাশ্চাত্য দেশের মতই হয়ে উঠেছে তা' আজকালকার বড়ঘরের বিবাহ উৎসবে উপস্থিত হলেই বোঝা যায়। নববিবাহিত দম্পতিকে তাঁদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন আজকাল প্রায়ই একটি করে চেক উপহার দেন। বিবাহে চেক উপহার জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির ক্রমবর্দ্ধন জনপ্রিয়তারই পরিচয়।]

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
এইচ, এম, ঘোষ, এফ, আর,ই এস্ (লণ্ডন)

সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
২, ডালহাউসি স্কোয়ার কলিকাতা

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৫
হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর ও ঢাকা।
পুরী শাখা খোলা হইয়াছে।
জলপাইগুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—
ডাঃ এম, চাটার্জ্জী ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
হেড আফিস ম্যাঙ্গালোর
চীফ এজেন্টস্ — ফোন: ক্যাল ১৮০৮
মেসার্স এইচ, কে, বানার্জ্জী এণ্ড সন্স
১০, ক্লাইভ রো কলিকাতা

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১২ই ফেঃ—১৬৮৲ ১৬৯৲ ; ১৫ই—১৬৮৲ ১৬৯৲। শ্রীগোপাল ১১ই ফেঃ—১৯।৵০ ; ১৬ই—১৯৵০ ; (প্রেফ) ১২ই—১৩৮৲ ; ১৭ই—১৩৯৷৷০। টিটাগড় (অর্ডি) ১১ই ফেঃ—২৩৲ ; ১২ই—২২৸৵০ ২৩৵০ ২৩।০ ; ১৫ই—২৩৲ ২৩৵০ ; ১৬ই—২৩।০ ২৩৵০ ২৩৵০।

বিবিধ

এ্যালকলি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ১৬ই ফেঃ—২৫।৵০ ২৬৵০ ২৬৵০ ২৬।০ ২৬৵০ ; ১৭ই—২৬৷৷০ ; (প্রেফ) ১১ই—১১৮৲। এলুমিনিয়ম কর্পোরেশন ১১ই ফেঃ—১৫৷৷৵০ ; ১২ই—১৫৷৷৵০ ; (প্রেফ) ১৭ই—১২৬৲ ১২৭৲। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ১১ই ফেঃ—১২৸৵০ ১২৸৵০ ; ১২ই—১৩৲।। বৃটিশ বার্মা পেট্রল ১৫ই—২৷৷০। কলিকাতা আইস্ ১১ই ফেঃ—৮৷৷০ ; ১৫ই—৮৸৵০ ৯৲। কলিকাতা ট্রাম্ওয়েজ (অর্ডি) ১১ই ফেঃ—১৫।৵০ ; ১২ই—১৫৸৵০ ১৫।৵০ ; ১৬ই—১৫।০ ; ১৭ই—১৫।৵০ ১৫।৵০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১১ই ফেঃ—১৭।৵০ ১৭।০ ; ১৬ই—১৭।০ ; ১৭ই—১৭।০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ১১ই ফেঃ—১৩২৷৷০। নর্দ্দান ইণ্ডিয়া অয়েল (অর্ডি) ১১ই ফেঃ—১০৷৷৵০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ (অর্ডি) ১৫ই ফেঃ—২৬৸০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব দেখা যায়। বাজারের এই স্পষ্ট অবনতির মূলে একাধিক কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ বাজারে উপযুক্ত চাহিদার অভাব আছে ; দ্বিতীয়তঃ জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থা নাই ; তৃতীয়তঃ মিলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এরূপ সংবাদ ; চতুর্থতঃ নূতন করিয়া করধার্য্যের গুজব এবং পঞ্চমতঃ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক থলের অর্ডার বাতিল। এই সকল কার্য্যকারণের ফলে বাজারে স্বভাবতই মন্দার ভাব চলিতেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে গবর্ণমেণ্ট ১৯৪০ সালের পাটচাষের জমির তুলনায় আগামী মরশুমে অর্দ্ধেক জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়াছেন এই সংবাদ নৈরাশ্য ও নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। যাহারা লাভের আশায় পাট মজুত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের মধ্যেই নৈরাশ্যের ভাব বেশী দেখা যায়। সর্ব্বশেষে মহাত্মা গান্ধীর তিন সপ্তাহ কাল অনশনের সঙ্কল্প বাজারে বিশেষ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। এমন কি বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে মিত্রপক্ষের অনুকূল সংবাদাদিও বাজারে কোনপ্রকার অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। থলে ও চটের বাজারেই সর্ব্বাধিক মন্দার ভাব দেখা যায়। কাঁচা পাটের বাজারের অবনতি সেরূপ নহে। মফঃস্বল বাজার-সমূহের অবস্থাও আশাব্যঞ্জক নহে। কলিকাতায় পাটের দরে ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া অনেকেই পাট হাতছাড়া করিতেছে না এবং এই অবনতির ভাব কাটিয়া উঠে কি না তাহারই জন্য প্রতীক্ষায় থাকিবে বলিয়া মনে হয়। মফঃস্বলের কোন কোন নিম্নভূমি ও চর অঞ্চলে কিছু কিছু বীজ বুনা চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ফোন ঃ ক্যাল ১৪৬৪ (২ লাইন) গ্রাম—'Aryoplants

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস

লিমিটেড

ভারতে গুড়াদুগ্ধ এবং নানাপ্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রথম প্রস্তুতকারক

সারা ভারতে এবং বাহিরের প্রচুর চাহিদা মিটাইবার জন্য আমাদের কারখানাগুলিতে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কার্য্যকালের উপর ভাল লভ্যাংশ আশা করা যায়।

শীঘ্রই শতকরা ৭৷৷ টাকা লাভের প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হইবে।

আবশ্যক অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন ঃ—

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

পিপলস্ ক্রেডিট

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কার্য্যের প্রসারতা হেতু ব্যাঙ্কের হেড অফিস অদ্য হইতে পি ২ হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ এ (ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে) স্থানান্তরিত করা হইল

ফোন কলিঃ ৩৪৬

এস, চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

এরিয়ান সিল্ক এণ্ড কটন মিলস লিঃ

ম্যানেজিং এজেণ্টস ঃ—এস চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ

১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

বয়ন শিল্প পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শিল্প আর ভারতবর্ষে উহার বিস্তারের অবকাশ রহিয়াছে প্রচুর।

এরিয়ান সিল্ক ফ্যাক্টরী ভারতের বিখ্যাত রেশম কেন্দ্র মুর্শিদাবাদের ঝুমকায় গভর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত। মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, চাটার্জ্জি, আই সি এস কর্ত্তৃক উহার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই সিল্ক প্রস্তুত ও গভর্ণমেণ্টকে সরবরাহ করা হইতেছে।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ এজেণ্ট আবশ্যক।

আলোচ্য সাপ্তাহে কাঁচা বেল বিভাগে কর্ম্মতৎপরতার একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য। পাকা বেল বিভাগেও কাজকারবার প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে।

থলে ও চটের বাজারেই এবার মন্দার অবস্থাটা বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ এতই কম যে উহা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। মিলওয়ালারা আদৌ আগ্রহ দেখাইতেছেন না।

এবার ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৷৵০ আনা, মার্চ্চ ১৭৷৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৷৷০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৷৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৭৷৵০ আনা, ১৭৷৵০ আনা, ১৭৷৩০ আনা ও ১৭৷৷৵০ আনা। ১১নং পোর্টারের দর ছিল নগদ ২২৵০ আনা, মার্চ্চ ২২৷০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২৷৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২৷০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২২৷৩০ আনা, ২২৷৩০ আনা, ২২৷৩৵০ আনা ও ২২৷৷৵০ আনা।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজার বন্ধ ছিল। বোম্বাইএর কাপড়ের বাজারেও এবার কোনপ্রকার কাজকর্ম্ম হয় নাই। অবশ্য কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কিঞ্চিৎ চড়্তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কতকগুলি মিলের কাজ বন্ধ হওয়ার সংবাদে ভবিষ্যতে বস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে আবার অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে। ব্যবসায়ী মহল বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতির কিরূপ পরিণতি হয় তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার বেশ তেজী ছিল। মিলগুলি প্রতি মণ রেড়ির খৈল ৪৲ টাকা হইতে ৪৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। মিলসমূহে পুরা দমে কাজকারবার হইতেছে না বলিয়া রেড়ির খৈলের উৎপাদনের পরিমাণ অনেকখানি হ্রাস পাইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ৩৲ হইতে ৩৵০ আনা দরে কাজকারবার করিয়াছে। স্থানীয় খরিদ্দারেরা এবার প্রচুর পরিমাণ সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছেন।

বাতামের খৈল—বাতামের খৈলের বাজারও এবার বেশ তেজী ছিল। প্রতি মণ বাতামের খৈল এ সপ্তাহে ৩৵০ আনা হইতে ৩৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। এবার স্থানীয় উৎপাদনের পরিমাণ মন্দ নহে এবং বাতামের খৈলের আমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ফিনান্সিয়েল গ্যারাণ্টি ট্রাস্ট লিঃ

হেড অফিস :—চট্টগ্রাম। শাখা :—ধলঘাট, চট্টগ্রাম।

- জাতীয় আর্থিক উন্নতির ব্যাপক পরিকল্পনায় সংগঠিত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগে কার্য্যশীল প্রতিষ্ঠান রূপে বাঙ্গলাদেশে অনুরূপ একমাত্র **ইন্‌ভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট কোম্পানী**।
- এই ট্রাস্ট সুবিধাজনক সুদে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করে এবং ত্রৈবার্ষিক "**সিকিউরিটী রিজার্ভ ক্যাশ সার্টিফিকেট**" ইস্যু করে। গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।
- পত্র লিখিলে "উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা" বিষয়ক পুস্তিকা প্রেরিত হয়
- প্রোসপেক্টাসের সর্ত্তমত শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কর্ত্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা।

শাখাসমূহ :—

দ্বারভাঙ্গা লাহেরিয়াসরাই, বেলেঘাটা,
ভাগলপুর, মিরকাদিম, নাথনগর,
বোলাঙ্গীর (পাটনা ষ্টেট), ফরিদপুর, রায়পুর, কাটাবঞ্জী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে—অনুগ্রহ করিয়া

আর্থিক জগৎ প্রেসে

অনুসন্ধান করুন।

১২২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী

মহাত্মা গান্ধীর অনশনের জন্য বোম্বাইয়ে সোণার বাজার আলোচ্য সপ্তাহে বন্ধ ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করায় অতিরিক্ত দরে সোণা খরিদ করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ে কাজকারবার বন্ধ থাকায় স্থানীয় সোণার বাজারেও চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। এবার কলিকাতার বাজারে রেডি সোণা প্রতিভরি ৬৬।/০ আনায় এবং প্রতিটী গিনি ৪৮৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৬৫।৶০ আনা ও ৪৭৷৷০ আনা।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার বাজারও তেজী ছিল। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত ভাব ধারণ না করা পর্য্যন্ত রূপার বাজার এরূপই থাকিবে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার বাজারে এবার রেডি রূপা ১০৩৲ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহের উহার দর ছিল ১০০৶০ আনা।

লণ্ডনের রূপার বাজারেও মন্দার ভাব লক্ষিত হয়।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

জগদ্বাসী যে ভুল করিয়াছিল আজ যুগযুগান্তের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদ-সঞ্চয়ের অধিকারী হইয়াও এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার কি সেই বর্ব্বরতার পুনরাবৃত্তি হইবে? মহাত্মার এই অনশনের জন্য আমরাও কম দায়ী নহি। ১৯২১ সালে যে মহাপুরুষ হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ইতিহাসের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ কায়মনোবাক্যে পালন করিতে সক্ষম হই নাই। সক্ষম হইলে ভারতবর্ষ এখনও পরাধীন থাকিতে পারিত না। মহা পুণ্যবলে মহামানবকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া আমরাও তাঁহার পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারি নাই—গর্ব্বান্ধ শাসকশ্রেণীও তাঁহাকে অবহেলা করিয়া দুনিয়ায় সুনিশ্চিত শান্তি-স্থাপনের সুবর্ণ সুযোগ হারাইতে বসিয়াছেন। মহাত্মাজীর প্রাণরক্ষা না পাইলে যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর ন্যায় মানবেতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় চিরকালের জন্য দুরপনেয় কলঙ্কে মসীলিপ্ত ও মর্ম্মান্তিক হইয়া থাকিবে।

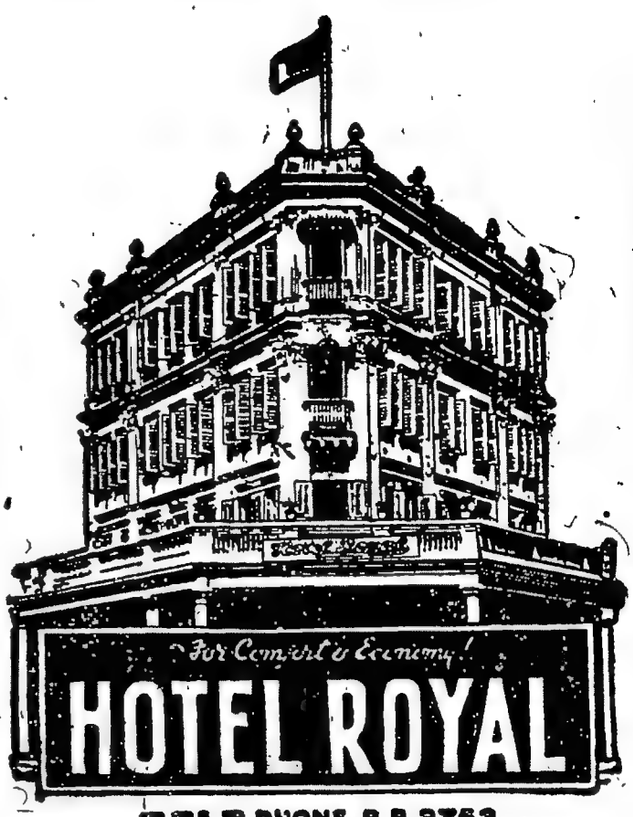

TELEPHONE B.B.3753.
GRAM "COOLBREEZE"
47, HARRISON ROAD
CALCUTTA

কলিকাতায় আসিয়া পারিবারিক জীবনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের
সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান
পূর্ব্বে চিঠি দিলে ষ্টেসন হইতে আনিবার জন্য গাইড পাঠান হয়।

ইন্সিওরেন্স অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তনের পর যে সব কোম্পানীর ভেলুয়েশন হইয়াছে তন্মধ্যে এই কোম্পানী ১৯৪১ সালের ২য় ভেলুয়েশনে অত্যন্ত উচ্চ হারে বোনাস দিয়াছেন।

বোনাস :—

মেয়াদী বীমায় — প্রতি হাজার টাকায় ১৩৲ টাকা
আজীবন বীমায় — প্রতি হাজার টাকায় ১৬৲ টাকা

সুদের হার শতকরা ৩৷৷০ আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে।

* জীবন বীমা তহবিল (ডিসেম্বর ১৯৪২ সাল) ২,৮০,০০০৲
(এই বৎসর শতকরা ৪০ ভাগ বীমা তহবিল বেশী হইয়াছে)
* সম্পত্তির পরিমাণ ... ... ৪,০০,০০০৲ টাকার উপর
(* অডিট্ সাপেক্ষে)

বীমাকারিগণের দাবীর শতকরা ১০০ ভাগের উপর কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে।

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) উহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৯৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৪৷৷০ আনা। ছয় মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে। নতুবা আর পাওয়া যাইবে না।

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা করা হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

নিবেদক—
ম্যানেজার
আর্থিক জগৎ

ফোন—বড়বাজার ৬৩৮২ ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

জাতীয়তায়—

ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪৩ | ৪১শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৬৫-৭৬৭	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৭৭২-৭৭৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭৬৮	পুস্তক পরিচয়	৭৭৫
ভারত সরকারের বাজেট	৭৬৯	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭৭৬
ইনফ্লেশন (৪)	৭৭০-৭৭১	বাজারের হালচাল	৭৭৭-৭৮২

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাংলায় চাউলের ঘাটতি

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলায় মোট ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮০০ শত টন চাউলের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইয়াছে, আর সেস্থলে মাত্র ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮০০ টন চাউল এবার এ প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলা হইতে বাহিরে কি পরিমাণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে এবং বাহির হইতেই বা এ প্রদেশে কি পরিমাণ চাউল আমদানী হইয়াছে সে সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি অকপটে জানাইয়াছেন যে, সে সব বিষয় তিনি কোন খবর রাখেন না। কৃষি বিভাগের মন্ত্রী চাউলের আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না—বর্ত্তমান জটিল খাদ্য সমস্যার ভিতরও এবিষয়ে তাঁহার কোন কৌতূহলের উদ্রেক হয় নাই—ইহা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন। কিন্তু যেদেশে ব্যক্তিগত যোগ্যতার কথা বিবেচনা না করিয়া কেবল দল ভারি করিবার জন্যই ব্যক্তিবিশেষকে মন্ত্রীত্ব দিয়া খুসী করিতে হয় সেদেশে ইহার চেয়ে বেশী দায়িত্বজ্ঞান, মন্ত্রীদের নিকট আশা করা যায় কি? সে যাহা হউক, কৃষি-মন্ত্রী মহোদয় চাউলের আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে কোন খবর না দিতে পারিলেও বাঙ্গলা দেশে এই বস্তুটির চাহিদা ও উৎপাদন সম্বন্ধে তিনি যেটুকু তথ্য উদ্গীরণ করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব ভাবিয়া আমরা রীতিমত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। কৃষিমন্ত্রী মহোদয় বাঙ্গলায় প্রয়োজনীয় চাউলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮০০ শত টন। আসল প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অনেক কম বলিয়াই আমাদের ধারণা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বরাদ্দ অনুযায়ী চাউলও বাঙ্গলা প্রদেশে বর্ত্তমানে উৎপন্ন হইতেছে না। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলায় মাত্র ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮০০ শত টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে কৃষি-মন্ত্রীর বরাদ্দ অনুসারেই এবার ২৩ লক্ষ ২৮ হাজার টন বা প্রায় পৌনে দুই কোটি মন চাউলের ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে। মোট প্রয়োজনের তুলনায় চাউলের উৎপাদন যেস্থলে শতকরা ২৫ ভাগ বা এক চতুর্থাংশ পরিমাণ কম দাঁড়াইয়াছে সেখানে লোকের খাদ্যাভাব সমস্যা যে ক্রমেই খুব জটিল হইয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অথচ চাউল সম্পর্কে বাঙ্গলা প্রদেশের এইরূপ মারাত্মক ঘাটতি দেখিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীরা এখনও নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইতেছেন না—ইহাই আশ্চর্য্য! চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে ভারত সরকার এদেশে খাদ্যশস্য বাড়াইবার একটা আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। লোক দেখানো আড়ম্বর হিসাবে বাঙ্গলা সরকারও সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীদের ও সরকারী অফিসরদের আন্তরিকতার অভাবে আসল কার্য্য বিশেষ কিছুই অগ্রবর্ত্তী হয় নাই। খাদ্যফসল বাড়াইবার আন্দোলন চালাইয়া চলতি বৎসরের বাজেটে ১৮ লক্ষ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে—কিন্তু চলতি বৎসরে বাঙ্গলায় খাদ্য-ফসলের উৎপাদন না বাড়িয়া বরং প্রয়োজনের তুলনায় উহাদের ঘাটতির অঙ্কই বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হইলে দেশে খাদ্য-ফসলের চাষ অবশ্যই বাড়িতে পারে। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে পাটের জমি দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবার ফলে বাঙ্গলায় কার্য্যতঃ ধানের জমি ২৫ লক্ষ একর

পরিমাণে বৃদ্ধিও পাইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডলী ১৯৪২ সাল হইতে সে বিষয়ে আর কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না। গত বৎসর পাটের জমি বৃদ্ধি করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এবারও গত বারের সম-পরিমাণ জমিতেই পাট চাষ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। পাটের জমি বাড়াইবার সঙ্গে খাদ্য-ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন চালাইয়া যে কোন সুফল পাওয়া অসম্ভব চলতি বৎসরে চাউলের ঘাটতি দেখিয়া তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রীরা আসল গলদটা এখনও ধরিতে পারিতেছেন না। চাউলের ক্রমাগত ঘাটতির সঙ্গে এদিকে আবার তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে বাহিরে রীতিমত চাউল রপ্তানী করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপ অদূরদর্শিতা ও দায়িত্ব-হীনতাই যেখানে নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেখানে খাদ্য সমস্যার কোন সময়োচিত প্রতিকার আশা করা বৃথা।

ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য নীতি

যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বর্ত্তমানে বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ডবাসীদের উন্নত জীবনযাত্রা বজায় রাখিবার পক্ষে রপ্তানী বাণিজ্যই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। এই অবস্থায় রপ্তানী বাণিজ্যের বর্ত্তমান গতি দেখিয়া সকলের মনেই একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। সম্প্রতি হাউস-অব্-কমন্সএ এবিষয়টি নিয়া আলোচনা হইয়াছিল। সেই আলোচনার সময়ে ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের কথা ভাবিয়া পার্লামেণ্টের বহু সদস্য এখন হইতে রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে বৃটিশ সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ডেল্টন এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে কোন দিক দিয়া কতদূর সুব্যবস্থা করা যায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে তাহা নিয়া যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। এবিষয়ে একটা সমুচিৎ পরিকল্পনা ইতিমধ্যে তাঁহারা প্রায় স্থির করিয়াও ফেলিয়াছেন। সেই পরিকল্পনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে গিয়া মিঃ ডেল্টন বলিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর কালে বিদেশে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের একটি উপায় হইতেছে সুবিধামূলক সর্ত্তে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যচুক্তির ব্যবস্থা করা। এই প্রকারের চুক্তি দ্বারা পূর্ব্বে বাহিরের অনেক দেশে ইংলণ্ডজাত পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইয়াছিল। এইরূপ চুক্তি সম্পাদন করিয়া ভবিষ্যতেও যাহাতে বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানীর সুবন্দোবস্ত করা যায় তৎবিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কাজেই রপ্তানী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইংলণ্ডের লোকদের পক্ষে এখন হইতেই সন্ত্রস্থ হওয়ার কোন কারণ নাই।

বৃটিশ বাণিজ্য সচিব ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাতে ইংলণ্ডবাসী অনেকটা আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের উপর উহার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবিয়া আমরা উহাতে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছি। পারস্পরিক সুবিধাদানের নীতিতে ইংলণ্ড পূর্ব্বে তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের সহিত যে সব বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছিল তাহার ফল ইংলণ্ডের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিশেষ করিয়া অটোয়া চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তির ফলে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর কালে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অভিলাষী হইয়াছেন তখন ভারতবর্ষের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সেই সব চুক্তিতে যে এদেশকেই বিশেষভাবে জড়াইবার চেষ্টা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সে অবস্থায় ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ন্যায্য দাবী দাওয়া উপস্থিত করিবার সুযোগ থাকিবে না। অথচ ইংলণ্ডের অনুকূলে যে কোন বাণিজ্য চুক্তি মানিয়া লইতে গিয়া নানাভাবে এদেশের স্বার্থহানির কারণ ঘটিবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পিত যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য নীতির সেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষে এখন হইতেই ঐবিষয়ে সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য।

ভিক্ষুকদের জন্য উপনিবেশ

কলিকাতা সহরের ভিক্ষা-জীবিদের সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার একটা বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। কলিকাতায় নানাশ্রেণীর ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাওয়াতে একটা বড় রকম সমস্যার সূচনা হইয়াছে। ভিক্ষা-জীবিদের ভিতর বিভিন্ন ধরণের রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রহিয়াছে বলিয়া উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নানাভাবে নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্য-সুখ বিপন্ন হওয়ারও আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। তাহাছাড়া অনেক সক্ষম ও সবল লোক কাজকর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা না দেখিয়া সহজ ব্যবসা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাতে জাতীয় কর্ম্মশক্তিরও শোচনীয় অপচয় ঘটিতেছে। বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ সমস্যার প্রতিকারের জন্য ইতিমধ্যে নানারূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট এতদিন এবিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন। বিমাণ আক্রমণ প্রতিরোধমূলক বিধি-ব্যবস্থা অবম্বন করিতে গিয়া তৎসঙ্গে কলিকাতা হইতে ভিক্ষুক অপসারণের কথাও গবর্ণমেণ্টকে আজ বিবেচনা করিতে হইতেছে। সেজন্য মুরশিদাবাদ জেলার মহালন্দী নামক স্থানে একটি ভিক্ষুক উপনিবেশ স্থাপনের কাজে তাঁহারা হাত দিয়াছেন—ইহা আনন্দের বিষয়। প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব মিঃ ফজলুল হকের বাজেট বক্তৃতা পাঠে জানা যায় মহালন্দীতে ৫ হাজার ভিক্ষুকের বাস ভবন নির্ম্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। চলতি বৎসরে ভিক্ষু-কোপনিবেশ গড়িয়া তোলার কাজে মোট ৬৷৷ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ভিক্ষুকোপনিবেশ গড়িয়া তোলার কাজ সমাপ্ত হইলে এসম্পর্কে অন্যান্য ধরণের বিধিব্যবস্থা চালাইতে গিয়া ভবিষ্যতে এই দফায় বাৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার মত প্রয়োজন হইবে বলিয়া প্রধান মন্ত্রী অনুমান করিতেছেন। কলিকাতা সহরের ভিক্ষুকদিগকে মহালন্দীর বাসোপভবনে সরাইয়া লইবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে ভেগ্রেন্সি এ্যাক্ট নামে আইন পাশ করিবার ব্যবস্থা হইবে। এবিষয়ে একটি বিলের খসড়া ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ বিলে কলিকাতার ভিক্ষুকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া একজন স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাদিগকে উপস্থিত করা সম্পর্কে পুলিশদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে কোন লোক প্রকৃত-পক্ষে ভিক্ষাজীবি বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তাহাকে উপরোক্ত ভিক্ষুক উপনিবেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। সেখানে ভিক্ষুকদিগকে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবিকার্জ্জনের কার্য্যে নিয়োজিত করা হইবে। রোগাক্রান্ত ভিক্ষুকদিগকে সুচিকিৎসার সুযোগ দিয়া তাহা-দিগকে যথাসম্ভব সুস্থ সবল করিয়া তোলারও সেখানে বন্দোবস্ত থাকিবে। ভিক্ষাজীবিদের সম্পর্কে এই সব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলা সরকার একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখাইয়াছেন। এই সব পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইলে সমাজ কল্যাণের দিক দিয়া একটা কাজের মত কাজ হইবে।

পাটচাষীর স্বার্থ বনাম পাটকলওয়ালাদের কারসাজি

পাটের দর বেশী পরিমাণে নামিয়া যাওয়ায় বাঙ্গলার চাষীদের নিদারুণ দুঃখদুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার উৎপন্ন পাট সম্বল করিয়া যাহারা এদেশে কলকারখানা পরিচালনা করিয়া থাকেন এরূপ দুর্দ্দিনেও তাহাদের মুনাফার হানি ঘটিতেছে না। ভারতীয় পাটকল সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ ডাব্লিউ, এ, ওয়াকার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতির ভিতরও গত বৎসর পাটশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন দিক দিয়া আতঙ্কের কারণ নাই। তিনি বলিতেছেন, যদিও গত ১৯৪২ সালের মে মাস হইতে পাটকল-সমূহের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ৬০ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া ৫৪ ঘণ্টাতে সীমাবদ্ধ করিতে হইয়াছে তথাপি পাটকলগুলি যে ভবিষ্যতে এই হারে অব্যাহতভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে সমর্থ হইবে তাহা খুবই আশা করা যায়। কাজেই পাটকলসমূহের পক্ষে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। অতঃপর পাটের দর ও পাটের যোগান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মিঃ ওয়াকার বলেন যে, ঐদিক দিয়া গত বৎসর বাজারের অবস্থা মোটামুটিভাবে সন্তোষজনকই ছিল। ভারতীয় পাটকলসমিতির তদ্বিরের ফলে বাঙ্গলা সরকার দশ আনা পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই হারে জমি চাষ করিবার ফলে যে পাট উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক পাট ইতিমধ্যে কাটতি হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার স্থির করিয়াছিলেন চলতি ১৯৪৩ সালে তাঁহারা বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের বেশী জমিতে পাটচাষ করিতে দিবেন না। অনেক চেষ্টার পর ভারতীয় পাটকল সমিতি বাঙ্গলা সরকারের সে সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের পূর্ব্বেকার সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া চলতি বৎসরে ১৯৪০ সালের তুলনায় আট আনা জমিতে পাটচাষ করিবার জন্য এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। আশা করা যায় উহার ফলে চলতি বৎসরে উপযুক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে, আর সে কারণে পাটকল পরি-চালনার পক্ষে এবৎসরে কোন অসুবিধার কারণ ঘটিবে না।

পাটের বাজারের বর্ত্তমান মন্দা দেখিয়া পাটশিল্পের সমৃদ্ধির কথায় অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে এই ব্যাপারটার আসল রহস্য বুঝা যাইবে। মিঃ ওয়াকার তাঁহার বক্তৃতায় পাটের জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতির জন্য বাহিরে এখন আর পাট ও চটের তেমন কাটতি হইতেছে না। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সুচতুর পাটকলওয়ালারা কলের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল হ্রাস করিয়া পূর্ব্বের তুলনায় কম চট উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ অবস্থায়ও বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কোন প্রস্তাবই তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। বিদেশে পাট রপ্তানী করা দিন দিনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। পাটকলের কার্য্যকাল হ্রাস করার দরুণ ঐদিক দিয়াও পাটের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পাটের চাষ কমান চলিবে না। বাঙ্গলা সরকার ঐ বিষয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করার মতলব করিয়াছিলেন। পাটকল ওয়ালারা বৃটিশ সরকারের সুপারিশ আনাইয়া ও ভারত সরকারের মারফতে নানারূপ প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইয়া তাহা পণ্ড করিয়াছেন। গত বৎসর বাঙ্গলায় পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয় নাই। এবৎসরও বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশে গতবারের সমপরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের জটিলতার ভিতর বাহিরে বেশী পরিমাণ চট বিক্রয় করিয়া পাটকলের মুনাফা বজায় রাখিবার সুবিধা নাই। পাটের দর বেশীরকম নিম্ন থাকিলে কম চট বিক্রয় করিয়াও সেই মুনাফা বজায় রাখার একটা সুবিধা হইতে পারে। এদেশের পাটকলওয়ালারা বর্ত্তমানে সে সুবিধাটাই বড় করিয়া দেখিতেছেন। কাজেই পাটের অতি উৎপাদন ঘটাইয়া উহার দর নামাইয়া দেওয়া সম্পর্কে তাঁহাদের দিক হইতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি হইতেছে না। ১৯৪২ সালে চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাঙ্গলার চাষী উহার ন্যায্যমূল্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। চলতি ১৯৪৩ সালে গতবারের সমপরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে গিয়া হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে জলের দরেই পাট বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু এইভাবে কৃষকদের স্বার্থহানি ঘটান ছাড়া বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে পাট শিল্পের সমৃদ্ধি বজায় রাখার ও পাটকলওয়ালাদিগের মুনাফা বাড়াইবার অন্য উপায় আছে কি?

বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি

সম্প্রতি বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের গত ১৯৪০-৪১ সালের যে কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে এই স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে কলিকাতা ছাড়া বাঙ্গলায় মোট মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা ছিল ১১৮টি। আলোচ্য ১৯৪০-৪১ সালে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা নূতন করিয়া বৃদ্ধি পায় নাই। গত ১৯৩১ সালে বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের (কলিকাতা ব্যতীত) এলাকাধীনে মোট লোক সংখ্যার পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০৭ জন। সমস্ত প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে উহা ছিল শতকরা মাত্র ৪·৭ ভাগ। মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন লোক সমষ্টির ভিতর মাত্র ৪ লক্ষ ৭ হাজার জন অর্থাৎ শতকরা ১৭·৩ ভাগ লোকের নাম করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত ছিল। ১৯৩১ সালের পর বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের লোকসংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩৯-৪০ সালে বাড়ী-ভাড়া ও ট্যাক্স বাবদ বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মোট আয় দাঁড়াইয়াছিল ৭৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ৮৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। আয়ের পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের প্রাপ্তব্য কর এখনও অনেক পরিমাণে অনাদায়ী থাকিয়া যাইতেছে। সেজন্য উহারা উহাদের আর্থিক দুরবস্থাও কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না; আর তাহাতে জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ করিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন করাও তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। আলোচ্য ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে মাত্র ৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন অঞ্চলসমূহের লোকের ভিতর প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে এই ব্যয়ের পরিমাণ যে অতি সামান্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থায় সমুচিৎ অর্থ ব্যয়ের জন্য এখন হইতে বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে সুপরিকল্পিত চেষ্টা সুরু হওয়া প্রয়োজন। এই শ্রেণীর স্বায়ত্বশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ নূতন ট্যাক্স বসাইয়া ও বকেয়া কর আদায় সম্পর্কে কড়াকড়ি করিয়া লোকের বিরাগভাজন হইতে চান না বলিয়াই উহাদের আয় উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। মিউনিসি-প্যালিটিসমূহের উন্নতি বিধানের জন্য ও জনকল্যাণ সাধনের দিক দিয়া উহাদের কার্য্যকারীতা বাড়াইবার জন্য এখন হইতে এইসব গলদ দূর করা সম্পর্কে সকলের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধীর অনশনের উনিশ দিন পার হইয়া গেল। গত সপ্তাহে তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে আমরা উদ্বেগজনক সংবাদ জানাইয়াছিলাম। সেই সঙ্কটাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া মহাত্মাজী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকখানি সক্ষম ও সজীব হইয়াছেন। অনশন ভঙ্গের আর দুই দিবস বাকী আছে। এই শঙ্কাজনক ৪৮ ঘণ্টা কালও তিনি নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়াই আমাদের দৃঢ় ধারণা এবং সকলের সশ্রদ্ধ মনের অহর্নিশ কামনা। আর দুই দিবস পরে সমগ্র ভারত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। সমগ্র সভ্য জগৎ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের অমূল্য জীবন সম্পর্কে সকল সংশয় দূর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। মহাত্মাজী কেবল আমাদেরই একান্ত আপনার নন, তিনি সমভাবে ভারতের ও জগতের। তাঁহার দীর্ঘ জীবন আমরা সর্ব্বান্তকরণে কামনা করি। ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সেনাপতিকে আরও বহুদিন বাঁচিতেই হইবে!

* * *

মহাত্মাজীর অনশন সম্পর্কে ভারতের শাসকশ্রেণী যে ঔদ্ধত্য ও ঔদাসীন্যের পরিচয় দিলেন তাহা ইতিহসাসের বিষয় হইয়া রহিল। ভবিষ্যৎ জগতের জিজ্ঞাসু বংশধরদের নিকট মহাত্মা গান্ধী আজিকার মতই ভাস্বর হইয়া থাকিবেন, কিন্তু বর্ত্তমানের ক্ষমতামত্ত কত বিশিষ্ট ও অশিষ্টের নামধাম ও কীর্ত্তিকলাপ সেদিন বিস্মৃতির তলে নিমজ্জিত হইবে। মহাত্মার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া উঁহাদের কাহারও কাহারও নাম হয় ত শুধু গুটিকয়েক অক্ষরে মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে। মহাত্মা আগামীকালেও মহাত্মা। চিরকাল যাঁহাকে সারা দুনিয়া স্মরণ করিবে, আজ তাঁহাকে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে না পারায় আমরা ক্ষুব্ধ হইলেও বিস্মিত হই নাই। ইতিহাসে এরূপ নজীরের অভাব নাই।

* * * * *

দিল্লীর নেতৃ-সম্মেলনের পক্ষ হইতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রির নিকট অবিলম্বে মহাত্মাজীর মুক্তির জন্য তারযোগে আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল। জাতি, ধর্ম্ম, ও দল নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের মিলিত কণ্ঠের সেই অনুরোধে মিঃ চার্চ্চিল পরিষ্কার 'না' জবাব দিয়াছেন। তিনি ভারত সরকারের অনুসৃত নীতির সাফাই গাহিয়া মহাত্মা ও কংগ্রেস নেতৃগণের উপর আর এক পালা দোষারোপ বর্ষণ করিয়াছেন। কমন্স সভায় ভারত সচিব আমেরিও প্রশ্নোত্তর কালে একই সুরে একই মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। লণ্ডন হইতে নয়া দিল্লী যে একসূত্রে বাঁধা তাহা আমরা জানি। কিন্তু এই মূঢ়তার ফলাফল যে কাহারও পক্ষে শুভ নহে—না ভারতের, না ইংলণ্ডের, না বা জগতের—সেই সহজ বোধটা পর্য্যন্ত বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নাই। বৃটিশ রাজনীতি সত্যই আজ একেবারের দেউলিয়া।

* * *

মিঃ চার্চ্চিলের স্বভাব ও স্বরূপের সহিত ভারতবাসী বহুকাল হইতেই পরিচিত। মাহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁহার অবজ্ঞামিশ্রিত মনোভাব একাধিকার বার প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা তিনি ভুলেও কোন দিন মুখে আনেন নাই। অথচ নেতৃসম্মেলনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে গিয়া তিনি ভারতের জনসাধারণের স্বার্থের কথাকে জোর গলায় প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। একজন ঝুনো সাম্রাজ্যবাদীর কণ্ঠে এই হাস্যোদ্দীপক কৈফিয়ৎ রীতিমতই এক উপভোগ্য প্রহসন! চার হাজার মাইল দূর হইতে ভারতদরদী মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রতি ভারত সরকারের যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাঁহারা সেই মহান কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না। দিল্লীর নেতৃসম্মেলনে শিখ, পার্শী, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, এমন কি ভারতস্থ বৃটিশ মিশনারীদের পক্ষ হইতে যে সকল প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন ভারতের জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য বোধেই তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। মহাত্মাজীর সহিত ভারতের জনগণের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথটা তাঁহারা ভালভাবে জানেন বলিয়াই মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা তথা ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহারা এমন উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল ও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট গোটা ভারতের সম্মিলিত প্রতিনিধিদের অপেক্ষাও ভারতের ইষ্টানিষ্ট সম্পর্কে অধিকতর সচেতন! মিঃ চার্চ্চিলের কি চমৎকার রসবোধ!

* * *

ইতিমধ্যে—মহাত্মাজীর উদ্বেগজনক দৈহিক অবস্থার মধ্যেই—ভারত সরকার বিগত আগষ্ট মাসের আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসকে দায়ী প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তথ্যাদি সম্বলিত এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা যেন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়াই একতরফা রায় প্রদান। কারারুদ্ধ মহাত্মাজী তাঁহার পত্রাবলীর একাধিক স্থানে নিরপেক্ষ ট্রাইবুন্যাল কর্ত্তৃক হিসাংত্মক কার্য্যকলাপের জন্য বস্তুত কে বা কাহারা দায়ী তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ন্যায়সঙ্গত দাবী জানাইয়াছেন। ঐরূপ করিলেই গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হইত। নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থা না করিয়া অভিযোগকারী নিজেই অভিযুক্তকে সরাসরি অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া কি আইন ও উদারতারই মূলনীতি অমান্য করেন নাই? অধিকন্তু এই পুস্তক প্রকাশ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আদৌ ব্যগ্র নহেন। সেরূপ সদিচ্ছা থাকিলে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে আপোষমূলক মনোভাবেরই আভাস পাওয়া যাইত। কিন্তু ভারত সরকার দেশের আভ্যন্তরীণ জটিল অবস্থাকে অকারণে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছেন। এই অনুসৃত নীতির ফল শুভ হইতে পারে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। যে সময় দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য জনমতের সাহায্য ও সমর্থন আরও বেশী প্রয়োজন, সেই সময় জননেতা মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কারারুদ্ধ রাখিয়া মিত্রশক্তিবর্গ কি শক্তি ও অসময়ের দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না?

* * * *

বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের সম্মিলিত কণ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অন্যান্য দেশের সুস্থদৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিকদের অনুরোধ ও উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের গুটিকয়েক ব্যক্তির জেদ ও মর্জ্জির দ্বারা চল্লিশ কোটি নরনারীর জাতীয় অদৃষ্ট যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পৌণে দুই শত কোটি নরনারীর জন্য তাঁহারা যে কোন্ শান্তি-শৃঙ্খলার গোড়াপত্তন করিবেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কায়েমী স্বার্থই আসল লক্ষ্য। আদর্শের বড় বড় বুলি শুধুই কথার কথা। মহাত্মার অনশনের কষ্টিপাথরে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ জয়ের বিঘোষিত আদর্শ ও প্রচারিত যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মূল্য যাচাই হইয়া গেল। কিন্তু সত্য চিরকালই আগুন। অসত্য ও অবিচারের দাহ্যমান আবেষ্টনে উহাকে বেশী দিন চাপিয়া রাখা যায় না। সত্যসন্ধ ও অহিংস গান্ধীকে কেন্দ্র করিয়া আজ হউক কাল হউক ভারতে আবার সত্য ও অহিংসার আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে। সেই আলোকে ভারতই শুধু অভ্রান্ত পথ চিনিয়া জাতীয় মুক্তি অর্জ্জন করিবে না, সমগ্র পৃথিবী অবশেষে প্রকৃত শান্তির উপায় খুঁজিয়া পাইবে। গান্ধীজীর অনশন সাঙ্গ হইবার প্রাক্কালে দেশবাসী মনে মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করুক। মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘজীবী হউন। তাঁহার আজীবনের সাধনা ও সংগ্রাম অক্ষয় হউক।

ভারত সরকারের বাজেট

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় আইন সভাতে ভারত সরকারের আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে এবং এই সঙ্গে চলতি বৎসরের বাজেটের সংশোধিত হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করার সময়ে অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ৯।১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে ভারত সরকারের অর্থসচিব এরূপ জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৯৪ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা। পাঠক-বর্গের স্মরণ আছে যে কিছুদিন পূর্ব্বে "ভারত সরকারের আগামী বাজেট" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে চলতি বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। আমাদের এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগ-সমূহে ৭৬ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা এবং সামরিক বিভাগে ১৮২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা একুনে ২৫৯ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে দেশে যে সমস্ত ট্যাক্স বলবৎ আছে তদনুযায়ী ১৯৯ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইবে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে। এই বরাদ্দ অনুসারে আগামী বৎসরে ভারত সরকারের ৬০ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি হওয়ার কথা। তবে এই ঘাটতি পূরণের জন্য নূতন সরকারী বৎসরে দেশের উপর কতকগুলি প্রচলিত ট্যাক্সের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং দুইটী নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। এই সব ট্যাক্সের ফলে গবর্ণমেণ্টের আগামী বৎসরে মোট ২০ কোটী ১০ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হওয়ার কথা। উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে চলতি বৎসরের ও আগামী বৎসরের সামরিক ব্যয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আয় ব্যয়ের হিসাবে না ধরিয়া মূলধন বিনিয়োগের হিসাবে ধরা হইয়াছে। উহার পরিমাণ চলতি বৎসরে ৪৯ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ১৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা। এরোড্রোম নির্ম্মাণ, সমর সম্ভার প্রস্তুতের জন্য কলকারখানার সম্প্রসারণ, যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ, সংবাদ আদান প্রদানের জন্য নূতন বিলিব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য ব্যয় উহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। এই সব ব্যয়ের ফলে স্থায়ীভাবে দেশের কতকটা উপকার হইবে সন্দেহ নাই—কিন্তু যুদ্ধের পরে বহু এরোড্রোম ও অন্যান্য অনেক জিনিষই অকেজো হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় এই সব দফায় খরচ আয়ব্যয়ের হিসাবে ধরিলেই সঙ্গত হইত। গবর্ণমেণ্ট এদেশের রাজস্বে ঘাটতির পরিমাণ কম করিয়া দেখাইতে চাহেন বলিয়াই খরচের একটা মোটা অংশ মূলধন বিনিয়োগের হিসাবে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উপরোক্ত ৪৯ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা এবং ১৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকার অধিকাংশ চলতি খরচেরই সামিল এবং চলতি বৎসরে ও আগামী বৎসরে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ অনুমিত ঘাটতির তুলনায় ৪৯ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা বেশী। এই প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য যে আগামী বৎসরের হিসাবে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ চলতি বৎসরের তুলনায় কিছু কম করিয়া ধরা হইয়াছে। উহাতে মনে হয় যে গবর্ণমেণ্ট এই পর্য্যন্ত যে পরিমাণ সৈন্য সামন্ত ও সমর সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই তাঁহারা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এমনও হইতে পারে যে আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টকে সামরিক ব্যয় হিসাবে বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ চলতি বৎসরের তুলনায় কম হইবে ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করা যায় না।

আগামী বৎসরে ঘাটতির কতকাংশ পূরণের জন্য যে সব নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব হইয়াছে এবং চলতি যে সব ট্যাক্সের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে তাহাতে দেশের নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অতি-রিক্ত ট্যাক্সভার হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। নূতন ট্যাক্সের মধ্যে উদ্ভিজ্জ-ঘৃতের উপর প্রতি হন্দরে ৭ টাকা উৎপাদন-শুল্ক এবং তামাক ও তামাক হইতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপর শুল্ক অন্যতম। শেষোক্ত শুল্কের জন্য সিগারেট, জর্দা, নস্য ইত্যাদির মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে। তবে কৃষক নিজের প্রয়োজনে যে তামাক উৎপাদন করিবে তাহার উপর কোন শুল্ক ধরা হইবে না। প্রচলিত যে সব ট্যাক্স বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার মধ্যে আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর সারচার্জ্জের পরিমাণ এবং ডাক-মাশুল ও টেলিফোনের ফি বৃদ্ধি অন্যতম। তবে যাহাদের আয় বৎসরে ৫ হাজার টাকার কম তাহাদের উপর সারচার্জ্জের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না। ডাক মাশুলের ব্যাপারেও মাত্র অধিক ওজনের খামের চিঠির উপর ফি বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে। মোটের উপর এবার দেশের উপর যে সব নূতন ট্যাক্সভার ফেলা হইতেছে তাহাতে দরিদ্র ও নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যয়ভার খুব সামান্যই বৃদ্ধি পাইবে। তবে অধিক ওজনের চিঠির ফি বৃদ্ধি, পার্শ্বেল ও টেলি-ফোনের ফি বৃদ্ধি এবং কর্পোরেশন-ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

উহাই আগামী বৎসরের বাজেটের মোটামুটি বিবরণ। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের অর্থসচিবের মুখ হইতে একটা কথা শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে সামরিক কার্য্যে যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহার সকল অংশ ভারতবর্ষ বহন করিতে দায়ী নহে। এদেশে ইংলণ্ডের প্রয়োজনেও সামরিক কার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করা হইতেছে; এই বিষয়ে পূর্ব্বে উহা স্থির হয় যে ভারতীয় সৈন্যদল যখন ভারতের বাহিরে যুদ্ধোদ্যমে নিযুক্ত থাকিবে তখন উহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। সম্প্রতি কয়েকমাস পূর্ব্বে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে উপরোক্ত ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যানকে ইংলণ্ডে ডাকিয়া নেওয়া হয়। স্যার জেরেমি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে এবং নূতন কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দেশবাসীকে কিছু জানাইতে অস্বীকৃত হন। উহার ফলে দেশে এরূপ একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের জন্য যে অর্থব্যয় হইবে তাহা ভারত-বাসীর ঘাড়ে ফেলা হইবে। এই সম্বন্ধে গত বাজেট বক্তৃতায় সার জেরেমি এরূপ বলিয়াছেন যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ভারতীয় সামরিক ব্যয়ের সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইয়াছিল বটে। কিন্তু ভারত সরকার উহাতে আপত্তি উত্থাপন করাতে এই সম্পর্কিত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থাই বলবৎ রাখা হইয়াছে। সার জেরেমির এই বিবৃতিতে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

বাজেট বক্তৃতায় ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের তরফে যে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি মজুদ হইতেছে তাহার বিনিয়োগ, ইনফ্লেশন, পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি সম্বন্ধেও সরকারী অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। আমরা বারান্তরে এই সব বিষয় আলোচনা করিব।

ইনফ্লেশন (৪)

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। উহার কি ভাবে প্রতিকার করা যাইতে পারে তাহাই এক্ষণে উল্লেখ করা যাইতেছে।

এক কথায় বলিতে গেলে উহা বলা যায় যে, জনসাধারণের হাতে পতিত ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতে দেশে পণ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি অথবা জনসাধারণের হস্তস্থিত ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লওয়া ও উহাকে অকেজো করিয়া দেওয়া অথবা এই উভয়বিধ পন্থা দ্বারা দেশে ইনফ্লেশনের প্রতিকার হইতে পারে। আমরা প্রথমে দেশে পণ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির কথাই আলোচনা করিব। তিনটী উপায়ে দেশে পণ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি হইতে পারে। তাহা হইতেছে দেশে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের ভিতরে যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে তাহা সংরক্ষণ এবং বিদেশ হইতে দেশে পণ্যদ্রব্যের আমদানীর সুব্যবস্থা। এই তিনটী পন্থার মধ্যে কোন পন্থা সম্পর্কেই গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত কোন সন্তোষজনক কর্ম্মনীতি অবলম্বন করেন নাই। পণ্যদ্রব্য বলিতে আমরা কৃষি ও শিল্পজাত উভয়বিধ পণ্যদ্রব্যের কথাই বুঝিয়া থাকি। কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য বা কাঁচামাল আমদানীর কোন আবশ্যকতা নাই। ভারতবর্ষ যদিও বর্ত্তমানে জনবহুল দেশে পরিণত হইয়াছে এবং যদিও ভারতের অনেক প্রদেশেই বর্ত্তমানে আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ বেশী নহে তথাপি একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, এখনও ভারতের বহু প্রদেশে লক্ষ লক্ষ আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে। জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমানে সৈন্য ও সমরসম্ভার প্রস্তুতের কারখানার জন্য মজুরদের চাহিদা এত বাড়িয়াছে যে, কৃষিকার্য্যের জন্য এই সব দেশে লোকের অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে লোকজনের কোন অভাব ঘটে নাই। যে দেশে আবাদযোগ্য বহু জমি পতিত রহিয়াছে এবং জমি আবাদ করিবার জন্য লোকজনের কোন অভাব নাই সেই দেশে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই জমি চাষ করাইয়া আর কিছু না হউক অন্ততঃ দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। কিন্তু এজন্য গবর্ণমেণ্ট 'অধিক খাদ্যশস্যের চাষ কর' এরূপ একটী আন্দোলন চালাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি গোড়া হইতে কোন প্রদেশে খাদ্যশস্যের চাষের উপযুক্ত কত পতিত জমি রহিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া এই সব জমির জন্য কৃষকগণকে প্রতি একরে ২।১ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং খাদ্যশস্যের উপযোগী জমিতে যাহাতে অনাবশ্যকরূপ অন্য জাতীয় ফসলের চাষ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে এতদিনে দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত। কিন্তু এই দিক দিয়া গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই—অধিকন্তু উহারা কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য অনেক জমিতে অনাবশ্যকরূপে অন্য ফসলের চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় ধানের জমিতে অধিক পরিমাণে পাটচাষের ব্যবস্থা উহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যখন বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণ ১৪।১৫ টাকা মণ দরে চা'ল কিনিয়া খাইতেছে এবং পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য পাইতেছে না তখনও গবর্ণমেণ্ট পাটের জমির পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় হ্রাস করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশের কাপড়ের কলগুলিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সম্প্রসারণ, কলের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ ও মূলধনের ব্যাপারে সাহায্য করিতেন তাহা হইলে এদেশে বস্ত্রের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইত এবং জনসাধারণকে ৮।৯ টাকা জোড়ায় কাপড় ক্রয় করিতে হইত না। মোটের উপর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সূত্রপাত হইতে দেশের জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ এবং দেশের কলকারখানাগুলিতে জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে যে অর্থব্যয় ও বিলিব্যবস্থা করিয়াছেন ভারতবর্ষে তাহার কিছুই হয় নাই। বিদেশ হইতে দেশে খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী এবং দেশের ভিতরে উহা সংরক্ষণের ব্যাপারেও ভারতীয় রাজশক্তি চূড়ান্তরূপ অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী পরাধীন। বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্য আমদানীও ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী বিঘ্নসঙ্কুল। বস্তুতঃ যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে ইংলণ্ডে যাহাতে বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী না হইতে পারে এবং ইংলণ্ডের লোক যাহাতে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তজ্জন্য শত্রুপক্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া তাহা মজুদ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যাপারে যাহাতে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্ট না হয় তৎপক্ষে বিলিব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের আজ পর্য্যন্ত তেমন কোন খাদ্যাভাব ঘটে নাই। ভারতবর্ষে সেই পক্ষে কোন চেষ্টাই হয় নাই। এতদিন পরে যখন ময়দার সের ১।০ আনায় উঠিয়াছে তখন, অষ্ট্রেলিয়া হইতে কিছু কিছু গম আমদানীর কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্যদ্রব্য এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করার খুবই অসুবিধা হইয়াছে—উহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন যে, জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য ও অপরিহার্য্য খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ সরবরাহ করা যুদ্ধপরিচালনার মতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাহা হইলে তাঁহারা এই অসুবিধার মধ্যেও বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ আমদানীর কিছু না কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। দেশের ভিতরে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংরক্ষণের ব্যাপারেও উঁহারা নিতান্ত দায়িত্বহীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এখনও এদেশ হইতে বহুল পরিমাণে চা'ল, বস্ত্র ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সিংহল, পারশ্য, ইরাক, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইতেছে। মোটের উপর দেশের ভিতরে অধিকতর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিদেশ হইতে এই সব জিনিষের আমদানী এবং দেশের ভিতরে এই সব জিনিষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দেশে ক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির ব্যাপারে এদেশের গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার কিছুই কাজ করেন নাই।

দেশের জনসাধারণের হাত হইতে অর্থ অথবা ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লওয়া অথবা এই ক্রয়ক্ষমতাকে অকেজো করিয়া দেওয়ার ব্যাপারেও

রাজশক্তি চূড়ান্তরূপ অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কি ভাবে দেশবাসীর হস্তে পতিত অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতাকে সরকারী ঋণ, ট্যাক্স ইত্যাদির সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট টানিয়া লইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রেশন ব্যবস্থা দ্বারা দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতাকে অকেজো করিয়া দিতেছেন তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এদেশে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অবলম্বিত সমস্ত ব্যবস্থা কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু উহার কতকগুলি ব্যবস্থা দ্বারা এদেশে অনায়াসে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধের ফলে এদেশের ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহ যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছে তাহার সাকুল্য অংশ গবর্ণমেণ্ট যদি নিজেদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করেন তাহা হইলে দেশবাসীর হস্তস্থিত ক্রয়ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পাইতে পারে। উহা দ্বারা অতিরিক্ত লাভের সাকুল্য অংশ গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করুন —উহা আমরা বলিতেছি না। বরং এই লাভের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নহে—উহাই আমাদের মত। অতিরিক্ত লাভের অর্দ্ধেক ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাকী অর্দ্ধেক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমানত রাখা হউক এবং যুদ্ধের পরে উহা এই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকগণকে ফেরৎ দেওয়া হউক—উহাই আমাদের বক্তব্য। গবর্ণমেণ্টের কনট্রাক্টর-গণ বর্ত্তমানে যে অপরিমিত লাভ করিতেছে তাহাদের লাভের একটা অংশ (ধরা যাক অর্দ্ধেক) এবং যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী মাসে ৫ শত কি ১ হাজার টাকার অধিক বেতন পাইয়া থাকেন তাহাদের অতিরিক্ত প্রাপ্যের একটা অংশ (শতকরা ২৫ টাকা) সম্বন্ধেও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হইতে পারে॥ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে নীতি অবলম্বনে মজুরীর সর্ব্বোচ্চ হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই নীতি অনুসারে এদেশে সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেও অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে ৩, ৪, ৫ হাজার টাকা বেতনের সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের কোন যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে যাহাদের আয়ের পরিমাণ বেশী তাহাদিগকে প্রতি ২০ শিলিং আয়ের উপর ১৯॥ শিলিং করিয়া আয়কর দিতে হইতেছে। এদেশেও যাহাদের আয়ের পরিমাণ বৎসরে ৪।৫ লক্ষ টাকার বেশী তাহাদিগের উপর উপরোক্ত হারে আয়কর বসাইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু এদেশের গবর্ণমেণ্ট এই সব ব্যবস্থার কোনটীই অবলম্বন করিতেছেন না। দেশের জনসাধারণের উপর দরদ উহার কারণ নহে। এদেশের ব্যবসা ও শিল্পে ইংরাজদেরই আধিপত্য রহিয়াছে। অত্যুচ্চ বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেও অধিকাংশই ইংরাজ। উপরোক্ত ব্যবস্থা-সমূহ অবলম্বন করিলে ইংরাজদেরই পকেটে বেশী হাত পড়িবে। গবর্ণমেণ্ট উহাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত করিতে অনিচ্ছুক ও অপারগ। এই কারণেই এদেশে উপরোক্তরূপ ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বিত হইতেছে না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট যদি সরকারী ঋণ, ট্যাক্স, দেয় টাকা পরিশোধে বিলম্ব (deferred payment) ইত্যাদি ব্যবস্থা দ্বারা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া নেন ও এই ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে বাধা দেন তাহা হইলেও দেশবাসীর হাতে অনেক ক্রয়ক্ষমতা থাকিয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় উপরোক্তরূপ বিলিব্যবস্থা করার পরেও দেশে পণ্যদ্রব্য রেশন করা—অর্থাৎ কে কি পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। এই রেশন ব্যবস্থাই যে ইনফ্লেশন প্রতিরোধের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র এবং জনসাধারণের হস্তস্থিত ক্রয়ক্ষমতার সঙ্কোচসাধন না করিয়াও রেশন ব্যবস্থা দ্বারা যে দেশে পণ্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভবপর তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এদেশে আজ পর্য্যন্ত রেশন ব্যবস্থা বলবৎ করা হয় নাই। যেটুকু করা হইয়াছে চোরাবাজারের প্রভাবে তাহারও কোন সুফল হইতেছে না। ফলে দিনের পর দিন পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দেশের কোটী কোটী লোকের পক্ষে অপরিহার্য্য খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করা দিনের পর দিন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থা আর কিছুদিন চলিলে দেশের কোটী কোটী লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, অগণিত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইবে, দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইবে এবং পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শাসনকার্য্য ও যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। ইনফ্লেশনের উহাই শেষ পরিণতি।

দেশের এই মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আশার কোন আলোক দেখিতেছি না। উহার কারণ এই যে, এদেশে যাহারা রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতেছে তাহারা অকর্ম্মণ্য, অযোগ্য ও অনেকস্থলে দুর্নীতিপরায়ণ। উহারা নিজেরা কেবল অজ্ঞ নহে—দেশবাসীর নিকট হইতে কিছু শিখিতে পর্য্যন্ত উহারা নারাজ। দেশশাসন অর্থে সরকারী ফাইল ঠিক রাখার অতিরিক্ত উহারা কিছু বোঝে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য যে দেশবাসীর দুঃখ লাঘবের যথাসম্ভব প্রতিকার, তাহারা উহা উপলব্ধি করিতে পারে না। রাষ্ট্র-পরিচালনাকে উহারা অর্থাগমের সুযোগ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে না। দেশবাসী যদি এই সব অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া নিজেদের বিশ্বাসভাজন কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তিগণকে দেশের শাসনভার প্রদান করিতে পারে—অন্য কথায় দেশে যদি জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলেই দেশের বর্ত্তমান সমস্যার প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু আপাততঃ তাহার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। উহার জন্য দেশবাসীই দায়ী। আজ দেশে যে দুঃখকষ্টের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা দেশবাসীরই পাপের ফল।

দুই কূল রক্ষা!

১ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুইটিকেই রক্ষা করা জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য।

২ বীমাকারী এবং এজেণ্ট এই দুই পক্ষকেই সর্ব্বোত্তম সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য।

(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন)

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিমিটেড।

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর বর্ত্তমান চুক্তি শেষ হইলে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইবার নিমিত্ত কর্পোরেশনের পাবলিক ইউটিলিটি কমিটি কর্পোরেশনের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, ট্রাম কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করার পর একজন এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া সহরের ট্রাম চলাচল ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হইবে। কর্পোরেশনের চীফ ল' অফিসারের সহিত পরামর্শ করিয়া চীফ ইঞ্জিনীয়ার যেরূপ নির্দ্দেশ দিবেন, এজেন্ট তদনুসারে কার্য্য করিবেন। এই সুপারিশ অনুসারে ট্রাম কোম্পানীর সহিত বর্ত্তমান চুক্তি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কোম্পানীই ট্রাম পরিচালনা করিবেন।

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের প্রশ্ন

কর্পোরেশনের ফিনান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, লেবার কমিশনারের নির্দ্দেশ অনুসারে কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য কর্পোরেশন কর্ত্তৃক বাঙ্গলা সরকারের নিকট নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের অনুমতি চাওয়া কর্ত্তব্য। অথবা গবর্ণমেণ্ট হইতেই কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করা কর্ত্তব্য। যদি গভর্ণমেণ্ট ইহাতে অসমর্থ হন তাহা হইলে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে বাজার দরের সহিত নিয়ন্ত্রিত দরের যে পার্থক্য হইবে উহা গবর্ণমেণ্টকেই বহন করিতে হইবে।

ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনা

২২শে ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট আলোচনা-প্রসঙ্গে বিরোধী মুসলিম লীগ দলের মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ অন্যান্য আলোচনার পর বলেন যে খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যাহাই করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতেই অবস্থা খারাপ হইয়াছে। ইউরোপীয় দলের পক্ষে মিঃ ড্রি গ্লোডিং বলেন যে, আগামী বৎসরে রাজস্ব বৃদ্ধির এবং যুদ্ধজনিত ব্যয়ের যে হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। খাদ্য সরবরাহ এবং মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় ইউরোপীয় দল সন্তুষ্ট নহে। এই সমস্যা সমাধান কল্পে গবর্ণমেণ্ট আরো কিছু ব্যয় বরাদ্দ করিলে তাঁহারা আপত্তি করিবেন না। মিঃ গ্লোডিং আরও বলেন,—কলিকাতায় ৩৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীদের মাসিক ৯৲ টাকা করিয়া মাগ্‌গী ভাতা দিবার সিদ্ধান্ত এবং কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ঐ হারে কর্ম্মচারীদিগকে ভাতা দিবার নির্দ্দেশ তাঁহারা বিস্ময়কর বলিয়া মনে করেন। তারপর গত ১০ই জানুয়ারী ও ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ঐ হার বাড়াইয়া কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে ১৪৲ মফঃস্বলের কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে ৮৲ টাকা প্রদানের যে দুইটি অতিরিক্ত আদেশ জারী করা হয় তাহার তাৎপর্য্য বোধগম্য হয় না। যুদ্ধের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন কিছু অসুবিধায় পড়িয়াছে সত্য; কিন্তু সেজন্য গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইউরোপীয় দলের মতে কর্পোরেশনকে সাহায্যের কতকাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করা উচিত। এ সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে দাবী করিবেন, ইউরোপীয় দল তাহা সমর্থন করিবে। মিঃ সি, ডবলিউ চিপেণ্ডাল (প্রগতিশীল কোয়ালিশন) বলেন,—জাতি গঠন বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ অল্প হইয়াছে। বক্তা বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, উহাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা দেশবাসীর স্কন্ধে চাপান হইবে। বক্তা বলেন—যাহারা খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত রাখিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক টেলিফোন কোম্পানীর ভার গ্রহণ

চলতি বৎসরের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভারত সরকার কলিকাতার টেলিফোন কোম্পানীর পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশন এই বিষয়টি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন যে টেলিফোন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন ঐ তারিখের পর হইতে তাহাও ভারত সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

বাঙ্গলায় উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তর কালে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত টন এবং সারা প্রদেশে মোট চাউল খরচ হইয়াছে ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮ শত টন।

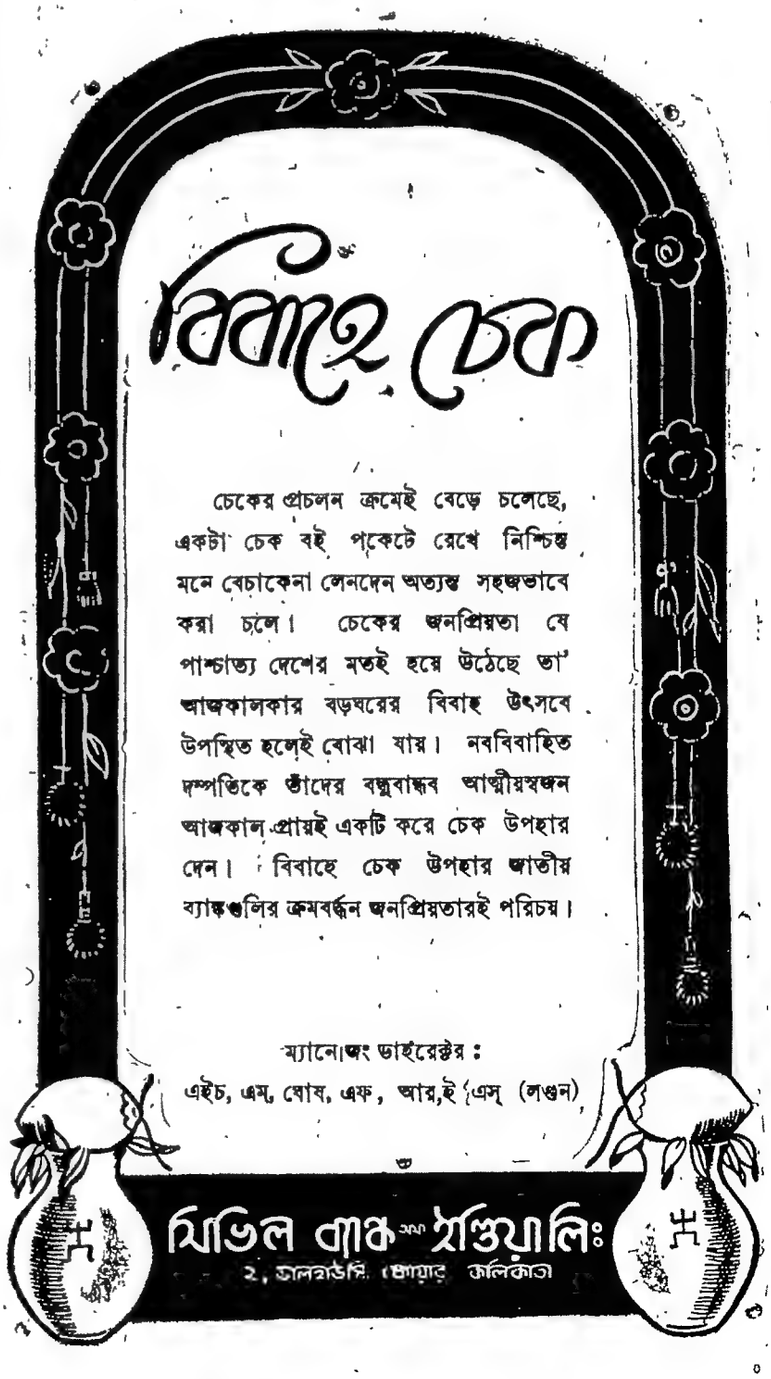

ভারতে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা

সম্প্রতি বরোদাতে ভারতীয় কলকারখানার মালিকদের তৃতীয় সম্মেলনে স্যার এম, বিশ্বেশ্বরায়া ভারতবর্ষকে শিল্পসমৃদ্ধ করার জন্য জনসাধারণের নিকট ৩টি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে, স্যার এম, বিশ্বেশ্বরায়া বলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে ন্যূনপক্ষে ২টি প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকিতে হইবে, প্রত্যেক জেলায় এই প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্যোপযোগী ছোট মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকিতে হইবে, এবং একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা সমস্ত প্রকার ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিতে হইবে। এই সমস্ত ছোট বড় শিল্পের উন্নতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করাই উক্ত পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইবে এবং যুদ্ধোত্তর কালের পুনর্গঠন সম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত দেশের অর্থনীতিবিদ্‌গণও উক্ত বিষয়ে এখন হইতে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতেছেন।

খাদ্যশস্য বণ্টন পরিকল্পনা

বাঙ্গলা প্রদেশে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়-তাহা এদেশের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এই মনে করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট আন্তঃ-প্রাদেশিক খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে আইনের প্রস্তাব করিয়াছেন, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় প্রধানতঃ এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যে সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, সেই স্থান হইতে যে সকল প্রদেশে উহা প্রয়োজনানুরূপ উৎপন্ন হয় না সেই সকল স্থানে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের মারফৎ খাদ্যশস্য সরবরাহের ভার গ্রহণ করিবেন। যে সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় সেই স্থান হইতে যে সকল প্রদেশে উহা প্রয়োজনানুরূপ উৎপন্ন হয় না, সেই সকল স্থানে খাদ্যশস্য প্রেরণ ও সরবরাহ সম্পর্কে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিবেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ তাঁহাদের নিজেদের এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু এজেন্সীর সর্ত্তাবলী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

জীবনযাত্রার ব্যয়ের পরিমাণ

সম্প্রতি ভারত সরকার সমগ্র ভারতব্যাপী জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক তথ্য তালিকা তৈরী করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতের দারিদ্র্য

গ্রেটবৃটেনে সমাজকল্যানমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে স্যার উইলিয়ম বেভারীজ যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহাতে স্যার বেভারীজ দেখাইয়াছেন যে, গ্রেটবৃটেনে ৪ জন লোক লইয়া গঠিত একটি পরিবারের আয় সাপ্তাহিক ৩৮৲ টাকা হইলে, সেই পরিবারের জীবনযাত্রা কোন প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে। এই হিসাবে উপরোক্তরূপ পরিবারের প্রতি জনের মাথা পিছু আয় বার্ষিক ৪৯৪৲ টাকা হইলে গ্রেটবৃটেনে লোকের জীবনযাত্রা সাধারণভাবে চলিতে পারে। উক্ত হিসাবের সমালোচনা করিয়া সম্প্রতি স্যার বিশ্বেশ্বরায়া বলেন যে, ভারতে পল্লী অঞ্চলে ৫ জন লোক দ্বারা গঠিত এমন একটি পরিবারের কর্ত্তা যদি দৈনিক ॥০ আনা অর্জ্জন করিতে পারে তবে সে নিজের অর্জ্জন যথেষ্ট মনে করে। ৫ জন লোক দ্বারা গঠিত পরিবারের মালিকের দৈনিক আয় ॥০ আনা হইলে তাহার মাসিক আয় দাঁড়ায় ১৫৲ টাকা। সোজা কথায় এই ৫ জনের পরিবারের প্রতিজনের গড়পড়তা মাসিক আয় মাত্র ৩৲ টাকা এবং উহাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ৩৬৲ টাকা।

ভারতে উৎপন্ন কাগজ

ভারতীয় কাগজ-কল সমিতি সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, ভারত সরকার ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৩০ ভাগ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে উপরোক্ত সমিতি কাগজ উৎপাদনের মোট পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়িয়া দিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া এক পত্র দিয়াছেন।

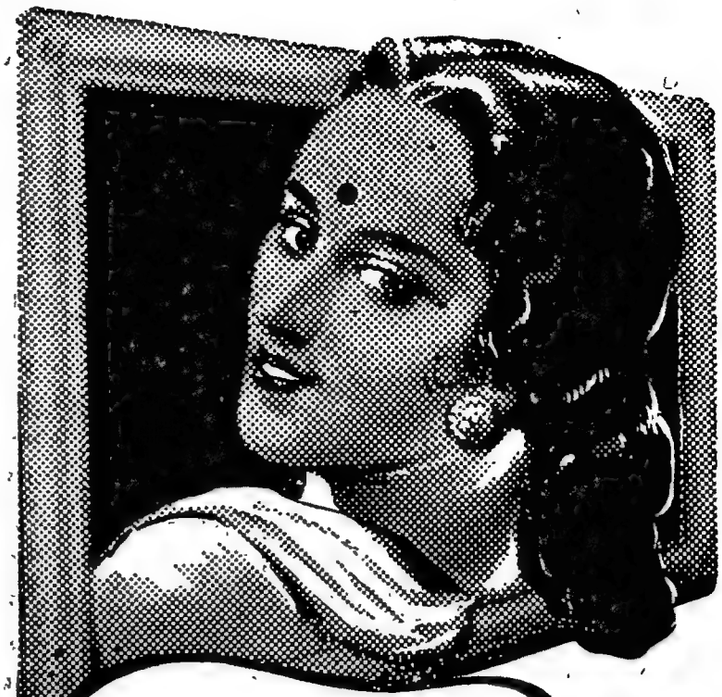

আজকাল আমি বড় শিশি কিনছি

বড় শিশিতে জবাকুসুম শুধু যে খরচ বাঁচায় তা নয়। অনেকখানি ভালো তেল সবসময়ে হাতের কাছেই থাকে। আমাদের বাড়িতে জবাকুসুম না হ'লে কারোরই চলেনা। আমি তো বিনা জবাকুসুমে স্নানের কথা ভাবতেই পারি না—আমার এই ঘন চুল তো জবাকুসুমের জন্যই। আমার স্বামী—একজন ব্যবসায়ী। অসংখ্য কাজের মধ্যে মাথা ঠিক রাখবার জন্য তাঁরও নিত্য জবাকুসুম প্রয়োজন। আমার ছোট্ট মেয়ে টুলটুলের অমন কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো চুল তো জবাকুসুম ব্যবহার করেই হয়েছে।

জবাকুসুম

JK 4

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহঃ

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

বিলিকৃত ও বিক্রীত ৪০,০০,০০০৲ ,,

আদায়ীকৃত (আগ্রিম কলসহ) ২২,০০,০০০৲ টাকার উপর

রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮,০০,০০০৲ ,, উপর

অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৮,০০,০০০৲ টাকা (প্রায়)

ব্যাঙ্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ডেপুটী গবর্ণর

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নূতন গবর্ণর নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত সি ডি দেশমুখ গবর্ণর হিসাবে কার্য্য করিবেন, এই মর্ম্মে সম্প্রতি এক সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী সমিতি

স্যার চুনীলাল মেটা এবং মিঃ জয়ন্তীলাল শা যথাক্রমে বোম্বাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী সমিতির (ব্যাঙ্কার্স্ এসোসিয়েশনের) প্রেসিডেন্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

রেলের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাবদ ১৯৪২-৪৩ সালের অতিরিক্ত ব্যয়সমূহ মঞ্জুর হইয়াছে। ঐ সমুদয়ের মধ্যে সমষ্টিগত ভাবে মোট ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের দাবী আছে। ফিনান্সিয়াল কমিশনার মিঃ টি, এস শঙ্কর আয়ার বলেন যে, উক্ত ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের দাবীর মধ্যে ন্যূনাধিক তিন কোটি টাকা দাবী সমূহের যে সমস্ত অংশের জন্য পরিষদের অনুমোদন অনাবশ্যক, ঐ সমস্ত অংশে যে অর্থ বাঁচিবে তদ্বারা পূরণ হইবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এই ব্যয়ের কারণ, বর্দ্ধিত হারে মাগ্‌গীভাতা দেওয়া, চাকুরী-জীবিদিগকে খরিদ মূল্য অপেক্ষা কম দরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা, এ, আর, পি, রেল লাইনে টহল দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন এবং বন্যা, ঝটিকা ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যের ফলে রেলের যে সমস্ত সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে তৎসমুদয় সংস্কার করা। স্যার এডওয়ার্ড বেঙ্গল ভারতীয় রেলওয়ে আইন সংশোধনের জন্য যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন, উহা সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবিত আকারে পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ঐ বিলে রেল দুর্ঘটনায় আহত একজন যাত্রীর জন্য দেয় ক্ষতিপূরণের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৭ হাজার টাকা ধরা হইয়াছিল। সিলেক্ট কমিটি উহা বাড়াইয়া ১০ হাজার টাকা করিয়াছেন এবং পাশ বা টিকেটহীন যাত্রীর জীবন নাশের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী না হওয়ার বিধান উঠাইয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গলায় কয়লা নিয়ন্ত্রণ

মিঃ বঙ্কুবিহারী মণ্ডল এম, এল, এ (আসানসোল) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রাদেশিক কয়লা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, কলিকাতা ও বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থা এবং বাঙ্গালা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্ত্তৃক কয়লা বণ্টন সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের নোটিশ দিয়াছেন।

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

কাগজের ব্যবহার কমাইবার দরকার হওয়ায় ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের কার্য্যবিবরণী অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ছাপা হয় নাই। উহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ও সরকারী কাজ বাড়িয়া যাওয়ায় আলোচ্য বর্ষে ডাক ও তার বিভাগের কাজও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে এ বৎসর এ বিভাগের তহবিলে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। মাশুল বৃদ্ধির জন্য এই আর্থিক উন্নতি কতকটা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য কাজের চাপ খুব বেশী হওয়ায় কাজ সম্পাদনে অনেক ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটিয়াছে। জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া বিমান চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শত্রু কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ ও মালয় অধিকৃত হওয়ায় ভারতীয় ডাক বিভাগ ব্রহ্মদেশের ক্যাশ সার্টিফিকেটের টাকা এবং ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে যাহার যাহা ছিল, উহা দিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তার বিভাগের উপর অত্যধিক চাপ কমাইবার জন্য ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে এদেশে যে সম্ভাষণমূলক টেলিগ্রাম পাঠান হইত উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবৎসর মোট ৩৭টি মেল ডাকাতি হইয়াছে, তন্মধ্যে সংযুক্তপ্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ডিফেন্স সেভিংস্ খোলা হইয়াছে।

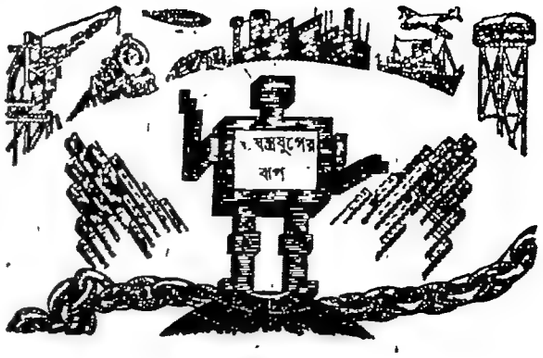

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অব:

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসার্শন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেন্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
(১৯৪০) লিমিটেড
কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

পুস্তক পরিচয়

বীরের দল—বালকদের জন্য লিখিত সচিত্র গল্প পুস্তক। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—এ, মুখার্জ্জি এণ্ড ব্রাদার্স, কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা।

বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা অর্থনীতিশাস্ত্র নিয়া চর্চ্চা করেন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম তাঁহাদের নিকট সুপরিচিত। অর্থনীতি ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা বহু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলার শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে ২।৩ খানা তথ্যপূর্ণ পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে লেখক হিসাবে দেবেন্দ্র বাবুর কৃতিত্ব কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই—শিশু সাহিত্যের আসরেও তাহা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থনীতি চর্চ্চার অবকাশে কিশোর বালকদের উপযোগী করিয়া সম্প্রতি তিনি 'বীরের দল' নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার ছেলেরা কোন দুঃসাহসের কাজ করিতে পারেনা—নিজেদের ভীরুতা ও আরামপ্রিয়তা নিয়া তাহারা মায়ের আঁচল আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে—এমনই ধরণের বহু অপবাদ তাহাদের সম্বন্ধে প্রচারিত আছে। 'বীরের দল' পুস্তকে লেখক এক বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর ভিতর দিয়া বাঙ্গলার ছেলেদের শৌর্য্যবীর্য্য সম্বন্ধে একটি গৌরবোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। "প্রায় চারশ বছর আগে বাংলায় না ছিল সুশাসন, না ছিল শৃঙ্খলা। সেই সুযোগে দুর্দ্দান্ত মগ ও ফিরিঙ্গিগণ আসিয়া বাংলার দক্ষিণদেশীয় জেলাগুলিতে ভীষণ অত্যাচার করিত এবং অবাধে লুঠতরাজ করিয়া নিজেদের দেশে ধনরত্ন লইয়া যাইত। এমনকি স্ত্রীপুরুষ ও ছেলেমেয়েদেরও ধরিয়া লইয়া ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিয়া দিত। বাংলার সেই দুর্দ্দিনে কেমন করিয়া এক তরুণ ছেলের দল মগদের কাছে বন্দী হইয়াও অদ্ভুত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং বাংলার বুকে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিল—সেই কাহিনীই এই বইখানিতে বলা হইয়াছে।" সরল ভাষায় যেরূপ চিত্তাকর্ষকভাবে কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে উহা কিশোর পাঠকদের নিকট খুব উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর পুস্তক বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সমাদর পাওয়ার যোগ্য।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের "ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ" কমিশনার

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিঃ এম, কে ভেলোডী আই, সি, এস কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

চাউল রপ্তানী বন্ধ

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা খাদ্যশস্য ক্রয়কারী কর্ম্মচারীর উপযুক্ত অনুমতি ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত ১০টি জেলা হইতে রেল, ষ্টীমার অথবা নৌকা যোগে ৩ শতাধিক মণ ধান অথবা চাউল বাহিরে প্রেরণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত জেলাগুলির নাম দেওয়া হইল :—হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর এবং ত্রিপুরা।

অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরকালে কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খানবাহাদুর মৌলভী হাসেম আলি খান বলেন যে, অধিক শস্য উৎপাদন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সরকার হইতে কৃষকদিগের মধ্যে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩ শত মণ ধানের বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত কৃষি বিভাগের মন্ত্রী বলেন যে, এই প্রদেশে ২ কোটি ৩১ লক্ষ ১৫ হাজার একর পরিমিত জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে।

কর্পোরেশনের সভায় ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশনের এক সভায় গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১০ লক্ষ টাকা চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যেই পরিশোধ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই দেনা শোধ দিয়া বৎসরান্তে কর্পোরেশনের কোন উদ্বৃত্ত তহবিল না থাকার সম্ভাবনায় ফাইন্যান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত কর্জ্জ শোধ দিবার তারিখেই পুনরায় ঐ পরিমাণ টাকা ধারের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করার সিদ্ধান্তও উক্ত সভায় গৃহীত হইয়াছে।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা।

সেণ্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬

কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ

কুমিল্লা, কুমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস আসানসোল, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মিরকাদিম।

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত **দেওগড় ও গোবিন্দপুরে** দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শীঘ্রই নিম্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে।

বাংলা দেশ— **মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, সম্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর।**

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স ঃ

মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল।

বেঙ্গল কটন

কাল্টিভেশন এণ্ড মিল্‌স লিঃ

হেড অফিস—১৯নং ষ্টেশন রোড, টাকুরিয়া, কলিকাতা

বাগান—বেঙ্গল কটন এষ্টেট, পোঃ বামুটিয়া, ত্রিপুরা।

১৯৪২ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরের কাজে

শতকরা ১৫৲ লভ্যাংশ

দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাজের উপর

পরবর্ত্তী লভ্যাংশ

আশা করা যায়।

১৯৪৩ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইস্যুড শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হইবে। ঐ তারিখের পরে

প্রিমিয়ামে শেয়ার বিক্রয় হইবে।

মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী বলেন—"... আমি আনন্দের সহিত আপনাদের কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক হইব।"

মিঃ পি, জে, গ্রেগরী, বাঙ্গলার দ্বিতীয় ইকনমিক বোটানিষ্ট বলেন—"তূলা খুব ভাল জাতীয় এবং যেকোন মিলে সূতা কাটার পক্ষে উপযুক্ত।"

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, এন, চাটার্জ্জী।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ উত্তম সর্ত্তে এজেণ্ট আবশ্যক।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

আমরা জানিয়া আনন্দ লাভ করিলাম যে, গত ১৯৪২ সালে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪১ সালের অপেক্ষা ইহা ১২ লক্ষ টাকা অধিক। মহাযুদ্ধের ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানীর এরূপ নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, বস্তুতঃই প্রশংসার বিষয়। জাপান কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার পর মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ হইতে কোম্পানীর বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্র উঠাইয়া আনিতে হয় এবং উহার ফলে আর্থিক ও ব্যবসায়িক ক্ষতি এবং অন্যবিধ বিস্তর অসুবিধা সত্ত্বেও এক বৎসরের মধ্যে নূতন কাজের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা ১২ লক্ষ টাকা অধিক হওয়া কোম্পানীর পরিচালকদের অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতারই পরিচায়ক। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ এন দত্ত এই অস্বাভাবিক ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কোম্পানীর উন্নতির জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ। তাঁহার অভিজ্ঞ পরিচালনাধীনে শক্তিশালী হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স আরও অধিক শক্তিশালী হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে।

লক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোং

গত ১৯৪২ সালে লাহোরের লক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। ইহা গত ১৯৪২ সালের নূতন কাজের পরিমাণের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ অধিক। মহাযুদ্ধের বাজারে নানারূপ প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে এত অধিক টাকার নূতন কাজ হওয়ায় আমরা উক্ত বীমা কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী, বিশেষ করিয়া উহার জেনারেল ম্যানেজার পণ্ডিত কে শান্তনমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় লক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর আরও শ্রীবৃদ্ধি আমরা কামনা করি।

ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিঃ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জি এম এ, জি ডি এ, আর এ (অডিটর) চলতি বৎসরের জন্য ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিমিটেডের বীমাকারীদের (পলিসি হোল্ডার) ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ ব্যানার্জ্জির ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিকে পাইয়া ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লাভবান হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এ্যাটক অয়েল কোং লিঃ—গত ১৯৪২ সালের জন্য শতকরা ৩৯ পাউণ্ড। **দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ২৷৷০ আনা। **হোসিয়ারপুর-দোয়াব ব্রাঞ্চ রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে প্রতি শেয়ার ২৷৷০ আনা। **ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ৷৷৵০ আনা। **নিউ গ্রেট ইষ্টার্ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **নিউ সিটি অব বম্বে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **কোলাবা ল্যাণ্ড এণ্ড মিল কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **খাটাউ মাকন্‌জী স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **ইণ্ডিয়ান ডড্‌ প্রোডাক্টস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৩৲ টাকা। **আমেদাবাদ-প্রাণতেজ রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১১৲ টাকা। **মুর মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **ওসমানিয়া মিলস্ লিঃ**—গত ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ৯৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হিন্দ কনষ্ট্রাক্‌শন্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি ডি কোঠারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্‌চেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কণ্ট্রাক্টর।

ডুমর প্রোপার্টিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মদনলাল শাকসারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, কুলেন প্লেস, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমিজমা, ইমারত ইত্যাদি ক্রয়, ভাড়া, ইজারা দেওয়া ইত্যাদি।

হিন্দ ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪৫, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ব্যাঙ্কিং।

দশানী এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নাম জানান হয় নাই। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬০, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কণ্ট্রাক্টর ও ইঞ্জিনীয়ার।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

"ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক"

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

অনুমোদিত মূলধন	...	৩,৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	৩,৩৬,২৬,৪০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	১,৬৮,১৩,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	...	১,৪৮,৩২,০০০৲ টাকা
১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ	...	৫৯,৬৫,৩৪,০০০৲ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শাখা এবং পে-অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি

—ডিরেক্টরগণ—

মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান

মিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম,
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ,
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, স্যার আরদেশীর দালাল, কে, টি,
মিঃ মুরমহম্মদ এম, চিনয়, মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট,

লণ্ডন এজেন্টস—মেসার্স বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেন অফিস—১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং ক্রস ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং হিণ্ডসে ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার শাখা—১৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা রোড। **বাঙ্গলার শাখা**—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাইগুড়ী ও বর্দ্ধমান। **বিহারের শাখা**—জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবণী, খাগারিয়া, রক্‌সৌল, কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ ও কিষণগঞ্জ। **উড়িষ্যার শাখা**—সম্বলপুর।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা সম্পর্কে নূতন করিয়া কিছু জানাইবার নাই। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতাই একমাত্র বক্তব্য বিষয়। কোম্পানীর কাগজের দরে বেশ চড়তির ভাব দেখা যায়, কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। চাহিবা মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে টাকা লেনদেনের (কল টাকা) সুদের হার কলিকাতায় ও বোম্বাইএ যথাক্রমে ॥০ আনা ও ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও পূর্ব্ববৎ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবার একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। বাজারে এবার সামান্য পরিমাণ রপ্তানী বিলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল মাত্র।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯॥৶৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯॥৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ২রা মার্চ্চ বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং ১লা মার্চ্চ অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের জন্য আবেদন গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ৫ই মার্চ্চ তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন মাসের পূর্ব্ব বিঘোষিত সর্ত্তানুসারে (অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় বিনা নোটিশে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন) ৯৯৸০ আনা দরে 'ইণ্টারমিডিয়েট' বা ট্যাব বিল বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। গত ১৭ই হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত বিলের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইয়াছে; নিম্নে তাহা যথাক্রমে উল্লেখ করা হইল :—সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ৬০৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ও ৬০২ কোটি ১৯ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ৮৪ কোটি ২২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ও ৮৩ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১৬ লক্ষ টাকা ও ১০ লক্ষ টাকা। অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৪৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ও ৪৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ মোট ২৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ও ২৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। ব্রহ্ম সরকারের আমানতের পরিমাণ ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ৮৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৯/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ অবশ্য অল্পই হইয়াছে। চড়তির ভাব বিশেষ ভাবে কয়েকটি বিভাগেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কয়েকটি জনপ্রিয় শেয়ার উচ্চ দরে বিক্রি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শেয়ার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

এবার কোম্পানীর কাগজের শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। আয়কর বৃদ্ধির সংবাদ কোম্পানী কাগজের শেয়ার বাজারে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ৩॥০ আনা সুদের কাগজ—৯৪৲ টাকায় বিক্রি হইয়াছে; ৩৲ সুদের কাগজের দর সামান্য বাড়িয়া ৮০৸৶০ আনায় বিক্রি হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২ সালের) ১০০।৶০ আনায় বিক্রি হইয়াছে; ৩৲ টাক সুদের কাগজ (১৯৫১-৫৪ সালের) ১০০৶০ আনায় বিক্রি হইয়াছে; ৩৲ সুদের (১৯৬৩-৬৫ সালের) কাগজ ৯৫॥৶০ আনায় বিক্রি হইয়াছে; ৪৲ সুদের (১৯৬০-৭০ সালের) কাগজ ১১০।৶০ আনায় বিক্রি হইয়াছে এবং ৫৲ সুদের (১৯৪৫-৫৫ সালের) ১০৮।৶০ আনায় বিক্রি

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : শিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহ মধ্যে ৫৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮ সালের) ১০৪৶০ আনায় বিক্রি হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ার বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার সামান্য উচ্চ মূল্যে ১০৬৲ টাকায় বিক্রি হইয়াছে; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১,৭০০৲ এবং কলিকাতা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ১২৸৶০ আনায় বিক্রি হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়; এমালগেমেটেড ৩৩৸০; বকারো এণ্ড রামগড় ১৮৷৶০; যেমো মেইন ১৭৷৶০; ইকুইটেবল ৩৫৷৶০; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৩৷৶০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

ডানবার এবং বাউরিয়া কাপড়ের কলের ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্ব ৬ মাস কালে সন্তোষজনক আয় হওয়ায় এবার কাপড়ের কলের শেয়ারের বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। বেঙ্গল নাগপুর অধিক দরে ৩০।০; বাউরিয়া ৫২৫৲; ডানবার অধিক দরে ২৮৪৲; কাণপুর টেক্সটাইল ১৬৷৶০; এল্‌গিন ৪৭৷৷০; শেয়ারের বাজারে কেশোরাম কাপড়ের কলের উচ্চ মূল্য ১৮৶০ আনা উল্লেখযোগ্য।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের বাজারে সন্তোষজনক অবস্থা লক্ষিত হয়। কয়েকটি শেয়ার উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ভারতীয় পাটকল সমিতির বার্ষিক সভায় চেয়ারম্যানের মন্তব্য পাটের বাজারে সন্তোষজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। আদমজী ২৭৷৷০ আনায়; এংলো ইণ্ডিয়া ৩৪৮৲ ৩৫৫৲; আগড়পাড়া ২৩৷৶০; ক্লাইভ ২৩৸০; কাযারহাটী ৫৩১৲; ন্যাশনাল ২৪৶০; রিলায়েন্স ৫৯৶০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ—৩৩।০; ষ্টীল কর্পোরেশন—২৪।০; ভারতীয় ইলেক্‌ট্রীক ষ্টীল—১৬৸৶০; ব্রেইথওয়েট—৮৷৶০; কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং—৬।৶০। মার্শালস্—৩৷৷০; ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১২।০; বার্ণ এণ্ড কোং—৩৭০৲; ইণ্ডিয়ান গ্যাল্‌ভেনাইজিং—৩৫৶০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

কাগজের কল

এবার কাগজের কলের শেয়ার বাজারে, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৭২৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ষ্টার পেপার—১৯৷৶০; বেঙ্গল পেপার—১৭৭৲; ওরিয়েণ্ট পেপার—২৬৷৶০; টিটাগড় পেপার—২৩৸০; ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন—৯৩৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

চা-বাগান

এবার চা'র বাজারের শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে অনেকটা উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। শেয়ারের মূল্য বিশেষভাবে উর্দ্ধে উঠিয়াছে। বিশ্বনাথ—৩৩৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহার দাম ছিল ৩২।০ আনা। হাতিক্ষীরা ২৭৸০; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহার দাম ছিল ২৬৷৷০; হাসিমারা—৫৪৲ পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহার দাম ছিল ৫১৸০; দেশাই এণ্ড পার্ব্বতিয়া—৩৪৮৲ টাকা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহার দাম ছিল ৩২০৲ টাকা; হস্তপাড়া—৫৩৫৲ টাকা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহার দাম ছিল ৫১২৲ টাকা; সেপয় উর্দ্ধ মূল্য—১৬৶০; তেজপুর ১২৷৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা কর্পোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান কপার যথাক্রমে ৩।০ আনায় এবং ২।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। অ্যালকালি এণ্ড কেমিক্যাল উর্দ্ধ মূল্যে ২৭৸০ আনায়; ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৭৷৶০; ডানলপ রাবার ৪৯৷৷০ এলুমিনিয়ম কর্পোরেশন ১৬৸০, বি, আই কর্পোরেশন অপরিবর্ত্তিত মূল্য ৬৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৯শে ফেব্রুয়ারী—১০৩৶০; ২৪শে—১০৩৷৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ১৮ই ফেঃ—১০০৷৶০; ২২শে—১০০৷৶০ ১০০৷৷০; ২৪শে—১০০৷৶০। ৩৲ ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৮ই

টাকা পয়সা লেন দেন
ব্যাঙ্কের মারফতই নিরাপদ
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৫
হেড অফিস—৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।
ফোন : সাউথ—৫৮২।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১৫, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল—২৬৯২।
অন্যান্য শাখাসমূহ
বেঙ্গল :—বহরমপুর, বরিশাল। বিহার :—ছাপরা।
আমাদের ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন।
জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ এন, বি, ঘোষ দস্তিদার।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আগাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
ঝাড়গ্রাম শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম : যথেরধন স্থাপিত—১৯২৯ ফোন ক্যাল ৩৭৩৪
হেড অফিস :—৩৭ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, মাণিকতলা ও শিয়ালদহ
স্মরণ রাখিবেন—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।
আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে সেই সঞ্চয়ের পথ করুন।
বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।
ননী গোপাল দত্ত রায়, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন।
কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

ফেঃ—৯৫৷৶০ ৯৫৷৶০ ; ২২শে—৯৫৷৶০। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই ফেঃ—৯৪৲ ৯৪/০ ৯৪৷০ ; ১৯শে—৯৪৲ ; ২২শে—৯৪৲ ৯৪৶০ ; ২৩শে—৯৪/০ ; ২৪শে—৯৫/০ ৯৪৶০ ৯৪৷০ ৯৪/০ ৯৪৲। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৩শে ফেঃ—১১০।/০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ১৮ই ফেঃ—১০৪৶০।

ব্যাঙ্ক

কলিকাতা ন্যাশনাল ১৯শে ফেঃ—১২৶০ ১২।০। ইম্পিরিয়েল ২২শে ফেঃ—১,৭০০৲। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ১৮ই ফেঃ—২২৫৲। রিজার্ভ ১৮ই ফেঃ—১০৫৷০ ; ১৯শে—১০৫৲ ১০৫৷০ ১০৫৷০ ; ২২শে—১০৬৲ ; ২৪শে—১০৬৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১৯শে ফেঃ—৩৩৷০। বারাবোনী ১৯শে ফেঃ—৸০ ; ২২শে—৸/০ ৸৶০ ; ২৪শে—৸০ ৸/০। বেঙ্গল ১৮ই ফেঃ—৪২১৲ ৪২০৲ ; ১৯শে—৪২৪৲ ; ২২শে—৪২৬৲ ৪২৭৷৷০ ; ২৪শে—৪২৮৲ ৪২৯৲। ভালগোড়া ১৮ই ফেঃ—৬।০ ৬।/০ ৬।৶০ ; ১৯শে—৬।৶০ ৬।৶০ ; ২২শে—৭৲ ৬৷৶০ ৬৸০ ৬৸/০ ৬৸৶০ ; ২৪শে—৬৷৶০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৮ই ফেঃ—১৭৸০ ১৭৸/০ ১৭৸৶০ ১৮৶০ ; ২৪শে—১৯।০। চুরুলিয়া ২৪শে ফেঃ—২৲। ধেমো মেইন ১৮ই ফেঃ—১৩৸৶০ ; ২৪শে—১৩৷৶০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৮ই ফেঃ—১৯৶০ ; ২৪শে—১৯।৶০ ১৯৷৷০। ইকুইটেবল ১৮ই ফেঃ—৩৫।৶০ ৩৫৷৶০ ; ২৪শে—৩৫৷৶০ ৩৫৸০। হরিলাদি ১৯শে ফেঃ—১৫৷৶০ ; ২৪শে—১৬৸০। জয়ন্তি সেণ্ট্রাল ২২শে ফেঃ—২৲ ২/০ ; ২৪শে—২৲ ২/০ ২৶০। কালাপাহাড়ী ১৯শে ফেঃ—১৩।০ ১৩।/০ ১৩।৶০ ১৩৷৷০ ; ২২শে—১৩৷৷০ ১৩৷৶০ ; ২৪শে—১৩৷৶০। নিউ বীরভূম ২৪শে ফেঃ—১৭৷৷০। পরাশিয়া ২৪শে ফেঃ—১৸৶০। পেঞ্চ ভেলি ১৮ই ফেঃ—৩৭৶০ ; ১৯শে—৩৭।০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৮ই ফেঃ—৩৩।৶০।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর ১৮ই ফেঃ—২৮৸৶০। বেনারস ২২শে ফেঃ—৯৷০ ৯৷৶০। বাউরিয়া ২৪শে ফেঃ—৫২০৲ ৫২৫৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২৫শে ফেঃ—১৬৷৶০। চাকেশ্বরী ১৯শে ফেঃ—২০৸৶০ ২০৶০ ; ২২শে—২১৷০ ২১৸০ ২১৸/০ ; ২৪শে—২১৸৶০ ২১৸৶০। ডানবার ১৮ই ফেঃ—২৭৫৲ ২৭৬৲ ; ২২শে—২৮৩৲ ২৮৪৲ ; ২৪শে—২৮৬৲ ২৮৮৲। এলগিন মিলস্ ২২শে ফেঃ—৪৭৷৷০ ; ২৪শে—৪৭।৶০ ৪৭৷৷০। কোলারাম (অর্ডি) ২২শে ফেঃ—১৭৸০ ১৭৸/০ ১৭৸৶০ ১৭৸৶০ ১৮/০ ১৮৶০ ; ২৪শে—১৮৲ ১৮।০ ১৮৶০ ১৮৶০। নিউ ভিক্টোরিয়া ১৮ই ফেঃ—৭৸০ ৭৸/০ ৭৸৶০ ; ১৯শে—৭।০ ৭৸৶০ ; ২২শে—৭৸৶০ ; ২৪শে—৭৸৶০ ৭৸০। নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ২২শে ফেঃ—১১৶০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাট্‌লার ১৮ই ফেঃ—১৪৲। ভার্টিয়া ইলেকট্রিক্ ষ্টীল ১৮ই ফেঃ—১৬।০ ; ২২শে—১৬।০ ১৬৷৶০ ১৬৷৶০ ; ২৪শে—১৬৸০। ব্রেইথওয়েট এণ্ড কোং ১৮ই ফেঃ—৪৸৶০ ; ২৪শে—৮৸০। বুটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৩শে ফেঃ—১১৸৶০। বার্ণ এণ্ড কোং ২৪শে ফেঃ—৩৬৯৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৮ই ফেঃ—৩২।৶০ ৩২।৶০ ৩২।০ ; ১৯শে—৩২।৶০ ৩২।/০ ৩২।৶০ ৩২।৶০ ; ২২শে—৩২৷৶০ ৩২৸০ ৩২৸৶০ ৩২৷/০ ৩২৸৶০ ৩৩৲ ৩৩৶০ ৩৩৶০ ; ২৪শে—৩৩।০ ৩৩।৶০। ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবল কাষ্টিং ১৮ই ফেঃ—৮৸০। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ (প্রেফ) ১৯শে ফেঃ—১৫৭৲। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্ ১৯শে ফেঃ—৫৩৲। কুমারধুবী (অর্ডি) ১৮ই ফেঃ—৬/০ ; ২২শে—৬/০ ৬।/০ ৬।৶০ ; ২৪শে—৬।০ ৬।৶০। মার্শেলস্ এণ্ড কোং ১৮ই ফেঃ—৩।৶০ ৩৷০ ৩৷/০ ; ২৪শে—৩৷৷০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৮ই ফেঃ—১১।৶০ ১১৷৷০ ; ১৯শে—১১৸০ ; ২২শে—১১৸০ ১১৸/০ ১১৸৶০ ; ২৪শে—১২৲ ১২৶০ ১২।০। সারণ ১৯শে ফেঃ—৬।৶০ ৬৸০। ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ১৮ই ফেঃ—২৩৷৶০ ২৩৷৷০ ; ১৯শে—২৩৷৶০ ২৩৷৶০

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

নগদ টাকার পরিবর্ত্তে কণ্ট্রাক্টার, সাপ্লায়ার এবং ক্লিয়ারিং এজেণ্ট্‌রা আমাদের দেওয়া 'গ্যারাণ্টি পত্র' জমা রাখতে পারেন এবং তা 'ইণ্ডিয়ান্ কাষ্টম' ও 'টাটা'র দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে।

হারাণো শেয়ার ডিুপ্, ইন্সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদি আবার 'ইস্যু' করার জন্য 'ইন্‌ডেম্‌নিটি বণ্ড' দেওয়া হয়।

বিভিন্ন বন্দরে ও জাহাজ ঘাটে মাল চালান ও খালাস করা হয়।

ভারতের মধ্যে ৬০টি ব্রাঞ্চ অফিস মারফৎ অত্যন্ত অল্প পারিশ্রমিকে বিল, চেক, হুণ্ডি এবং ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম্ আদায় করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থার জন্য বিশেষ দর পাওয়া যায়।

কোলিয়ারি, চা-বাগান, কল-কারখানা প্রভৃতিতে যৎসামান্য কমিশনে নিয়মিতভাবে খুচরা ও রেজ্‌কি সরবরাহ করা হয়।

অনুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল, টি-কোটা এবং ইন্সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদির পরিবর্ত্তে টাকা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—**এইচ্ দত্ত**

হেড অফিস : ১৫ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কাল ৫১৩০ (৫ লাইন) টেলিগ্রাম : 'ওয়ার্থস্' কলিকাতা

প্রগতিশীল ভারতীয় শেডিউলড্ ব্যাঙ্ক

CBK 13

২৩৷৷০ ; ২২শে—২৩৸০ ২৩৸৵০ ২৪/০ ; ২৩শে—২৩৸৵০ ; ২৪শে—২৪/০ ২৪৵০ ২৪৵০ ২৪৷০। ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ১৯শে ফেঃ—১২১৷০ ; ২৪শে—১১৯৲।

পাটকল

আদমজী ২২শে ফেঃ—২৭৷০ ২৭৷৵০। আগরপাড়া ১৮ই ফেঃ—২৩৸০ ; ১৯শে—২৩৷৵০ ২৩৷৵০। এ্যালবিয়ন (প্রেফ) ১৯শে ফেঃ—১৬৩৲। আলেকজেণ্ড্রা (প্রেফ) ১৮ই—১৪০৲ ১৪০৷৷০ ১৪১৲। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ১৮ই ফেঃ—৩৪৯৷৷০ ৩৪৮৲ ; ১৯শে—৩৪৯৲ ; ২৪শে—৩৫০৲ ৩৫২৲। বালি ১৯শে ফেঃ—২৭৪৲ ২৭৬৲ ; ২২শে—২৭৩৲ ২৭৪৲ ২৭৬৲ ; ২৪শে—২৭৭৲। বেলভেডিয়ার ১৮ই ফেঃ—৪৪১৲ ৪৪৫৲ ৪৪৬৲ ; ২২শে—৪৫০৲ ৪৫১৲ ৪৫২৲ ; ২৪শে—৪৫০৲ ৪৫২৲ ৪৫৩৲। বেঙ্গল ২২শে ফেঃ—২২৵০। বিড়লা ১৮ই ফেঃ—৪৪৲ ; ২২শে—৪৪৲ ; ২৪শে—৪৩৷৷০। বজবজ ১৯শে ফেঃ—৩৭০৲ ৩৭১৲ ৩৭১৷৷০ ; ২৪শে—৩৮১৲ ৩৮৮৲। কলিকাতা ১৮ই ফেঃ—২৭৷০ ; ২২শে—২৭৲ ২৭৷০। কেলিডোনিয়ন ১৮ই ফেঃ—৩৯১৲। ক্লাইভ ১৮ই ফেঃ—২৩৷৷০ ; ২২শে—২৩৸০। প্রেগ ১৯শে ফেঃ—২৷৷৵০। ডালহৌসি ১৮ই ফেঃ—২২৯৲ ; ২৯শে—২৩০৲। ডেল্টা ১৮ই ফেঃ—৪৫২৲ ; ২২শে—৪৫৫৲ ৪৫১৲ ৪৫৪৲ ৪৫৫৲ ৪৫৬৲ ; ২৪শে—৪৫৪৲ ৪৫৬৲ ৪৫৮৲। এম্পায়ার (প্রেফ) ১৮ই ফেঃ—১৫৫৲ ১৫৬৲। ফোর্ট উইলিয়ম ১৮ই ফেঃ—২৬০৲ ; ২২শে—২৬১৲ ; ২৪শে—২৬১৷৷০ ২৬৩৲। গাওালপাড়া ২৪শে ফেঃ—১,২৪৫৲। গৌরিপুর ১৮ই ফেঃ—৭২০৲ ; ১৯শে—৭২৩৲ ; ২২শে—৭২৩৲ ৭২৬৲ ৭২৮৲ ৭৩০৲ ; ২৪শে—৭৩০৲ ৭৩২৲ ৭৩৩৲ ৭৩৮৲। হেষ্টিংস (প্রেফ) ২২শে ফেঃ—১৩৮৲ ; ২৪শে—১৩৯৲। হাওড়া ১৮ই ফেঃ—৫৫৸০ ৫৫৷৵০ ৫৬৲ ; ১৯শে—৫৫৸০ ; ২২শে—৫৬৸০ ৫৬৸৵০ ৫৭৷/০ ৫৭৷৵০ ; ২৪শে—৫৭৲ ৫৭৷৵০। হুকুমচাঁদ ১৮ই ফেঃ—১৯৸৵০ ২০/০ ২০৷০ ; ২২শে—২১৸০ ২১৸৵০ ২১৸৵০ ; ২৪শে—২১৷৵০। ইণ্ডিয়া ১৮ই ফেঃ—৪৪৬৲ ৪৪৮৲ ৪৪৯৲ ৪৫১৲ ৪৫২৲ ; ১৯শে—৪৪৯৲ ৪৫০৲ ৪৫২৲। কামারহাটি ১৮ই ফেঃ—৫২৪৲ ৫৩০৲ ১৯শে—৫৩০৲ ৫২৮৲ ; ২২শে—৫৩৩৲ ৫৩৪৲ ৫৩৫৲ ৫৩৬৲ ৫৩৯৲ ; ২৪শে—৫৩১৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ১৮ই ফেঃ—১৫৷০ ; ২২শে—১৫৷৷০ ; ২৪শে—১৫৷৷৵০।

চা বাগান

অটল ১৯শে ফেঃ—১১৲ ১০৸৵০। বানারহাট ১৯শে ফেঃ—৭৩০৲ ৭৩২৷৷০ ; (প্রেফ) ২৪শে—১৭০৲ ১৭১৲। বার্দ্দুয়ার টি এণ্ড টিম্বার ১৮ই ফেঃ—৮৷০। সেণ্ট্রাল কাছার ২২শে ফেঃ—৯৫৲। চামং ২৪শে ফেঃ—১৫৷৷০। দেশাই এণ্ড পার্ব্বতিয়া ১৯শে ফেঃ—৩২৫৲ ৩৩০৲ ; ২২শে—৩৪৭৲ ; ২৪শে—৩৪৮৲ ৩৪৯৲। ইষ্টার্ণ কাছার ১৯শে—১১৷৵০ ১১৸০ ১১৸৵০ ; ২৪শে—১২৲। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৯শে ফেঃ—১২৸০ ; ২২শে—১২৸৵০ ; ২৪শে—১২৸০ ১২৸৵০ ১৩৲। এথেলবারী ১৮ই ফেঃ—১৬৷০ ; ১৯শে—১৬৷৷০ ; ২২শে—১৬৷৷০ ১৬৸০ ১৬৸৵০ ; ২৪শে—১৬৷৵০ ১৬৸৵০ ১৬৸৵০ ১৭৲। হান্তাপাড়া ১৮ই ফেঃ—৫২৪৲ ; ১৯শে—৫২৫৲ ৫৩৫৲ ; ২২শে—৫৪৫৲ ৫৪৭৲। হাসিমারা ১৮ই ফেঃ—৫১৸০ ৫২৷৷০ ৫৩৲। হাতিকীরা ১৮ই ফেঃ—২৬৷৷০ ২৭৲ ; ১৯শে—২৬৸০ ২৭৲ ; ২২শে—২৭৷০ ২৭৷৵০ ২৭৷৷০ ২৭৷৵০ ; ২৪শে—২৭৸০ ২৭৸৵০। মারফুলানি (প্রেফ এণ্ড অর্ডি) ১৮ই ফেঃ—১৯৷০ ; ২২শে—১৯৷০ ; ২৪শে—১৯৷৷০। নাগা হিলস্ ১৮ই ফেঃ—২১৷৷৵০ ২১৸০ ; ১৯শে—২১৸০ ২১৸৵০। তেলিয়াপাড়া (অর্ডি) ১৮ই ফেঃ—৫২০৲ ; ১৯শে—৫২৫৲ ; ২২শে—৫৩৭৲ ৫৪০৲।

কাগজের কল

বেঙ্গল ১৯শে ফেঃ—১৭৭৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৮ই ফেঃ—১৬৮৲ ১৬৯৲ ; ১৯শে—১৬৭৲ ১৬৭৷৷০ ১৬৮৲ ; ২২শে—১৬৯৲ ১৬৯৷৷০ ১৭০৲ ১৭০৷৷০ ১৭১৲ ; ২৪শে—১৭০৲ ১৭১৲। ওরিয়েণ্ট ১৮ই ফেঃ—২৫৸৵০ ; ২২শে—২৬৷৷৵০। শ্রীগোপাল ২৪শে ফেঃ—১৮৸০ ১৯/০ ১৯৸৵০। টিটাগড় (অর্ডি) ১৮ই ফেঃ—২৩৸৵০ ; ১৯শে—২৩৷৵০ ২৩৷/০ ; ২২শে—২৩৷৵০ ২৩৷৷০ ; ২৪শে—২৩৷৵০ ২৩৷৷০ ২৩৷/০ ২৩৷৷০ ২৩৷৵০ ২৩৸০।

চিনির কল

বলরামপুর ১৮ই ফেব্রুয়ারী—১২৷৷৵০ ১২৷৷৵০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৮ই ফেঃ—১৫৷০ ; ১৯শে—১৫৷৷৵০ ; ২২শে—১৫৵০ ১৫৷৵০ ১৫৷৵ ; ২৪শে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

কারখানা—আচার্য্যরায় নগর (কাঁথি সমুদ্রতীর)

কারখানার প্রসার ও উৎপাদন

বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

কারখানার কার্য্যপ্রণালী—

কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্ত্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

বর্দ্ধিত মূলধনে প্রস্পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্য

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩।১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ঃ কলি ঃ { ১১২২ ১১২৩

চেয়ারম্যান ঃ—শ্রীযুত মুরারীচরণ লাহা

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৩০৫

পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

সুদ ঃ স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%
২ বৎসরের জন্য ৫%
১ বৎসরের জন্য ৪%

ডিরেক্টার ঃ—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৭৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৷০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

—১৫৶০ ১৫।৵০। গোয়ালিয়র ১৯শে ফেঃ—১৮৩৲। মুরি ক্রয়ারি ২২শে ফেঃ—১৮৵০; ২৪শে—১৮৵০। ইউনাইটেড প্রডিন্স ১৮ই ফেঃ—১৫৸০ ১৫৸০ ১৫৸৵০; ১৯শে—১৫৸৵০ ১৫৷৵০; ২২শে—১৬৲; ২৪শে—১৬৲ ১৬৸০ ১৬৶০।

বিবিধ

অ্যালকলি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ২২শে ফেঃ—২৭৷৷০ ২৭৷৷৵০ ২৭৸০; ২৪শে—২৭।৵০ ২৭৷৷৵০৭ অ্যালকলি এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—১১৯৲ ১২০৲। এলুমিনিয়ম্ কর্পোরেশন (প্রেফ) ১৮ই ফেঃ—১২৭৲। আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৯শে ফেঃ—১২৸০। বৃটিশ বার্মা পেট্রল ১৮ই ফেঃ—২৲ ২৷৷০; ১৯শে—২।৶০ ২৷৷০; ২২শে—২৷৷৵০; ২৪শে—২৷৷০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৯শে ফেঃ—১৭।০; ২২শে—১৭।০; ২৪শে—১৭।০ ১৭।৵০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ১৮ই ফেঃ—১৩৪৲। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ (প্রেফ) ১৮ই ফেঃ—১৭২৲। স্পেন্সার এণ্ড কোং (অর্ডি) ২২শে ফেঃ—৭৸০ ৭৸৵০; ২৩শে—৭৸০; ২৪শে—৭৸০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ এবার খুবই কম। বর্ত্তমানে মিলমালিকগণ বাজার হইতে প্রায় দূরে সরিয়াই রহিয়াছেন, কিন্তু পাটের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তাহারা এরূপ ঔদাসীন্যের ভাব বজায় রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়না। মিল সমূহে যথারীতি কাজকর্ম্ম চলিতেছে, কিন্তু মজুত পাট ফুরাইয়া আসিলে এবং ইতিমধ্যে আবশ্যক পরিমাণ পাট সরবরাহ করিতে না পারিলে পাটকলসমূহের পক্ষে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালান সম্ভব হইয়া উঠিবে না।

এবার আলগা পাটের বাজারেও মন্দার ভাব দেখা যায়। তবে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা ততটা প্রকট নহে। এবার ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোষা মিডল ও বটম যথাক্রমে ১৩৶০ আনা ও ১০৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এবার কাজকারবার একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে।

থলে ও চটের বাজারের অবস্থা এমনই নিষ্ক্রিয় যে বলিবার মত বিশেষ কিছুই নাই। আলোচ্য সপ্তাহে ৯ নং পোর্টার চট নগদ ১৭৸০ আনা, মার্চ্চ ১৭৸০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৸৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৸০ আনায় এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২২৸৵০ আনা, মার্চ্চ ২৩৲ টাকা, এপ্রিল-জুন ২২৸০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২৸৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ এবার খুব কম হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে বাজারের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছেন এবং ইতিমধ্যে কাজকারবারে বিশেষ ব্যাপৃত না হইবার ভাব দেখাইতেছেন। বিক্রেতা মহল চড়া দাম হাঁকার ফলে এবার কাজকারবার আরও বেশী সঙ্কুচিত হইয়াছে। বাজারের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বস্ত্রের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হইতেছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। ভারত সরকারের আগামী বাজেটের অনিশ্চয়তা এবং আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে সোণার বাজারে অনিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে বিকিকিনি চলিতেছে। বাজেট পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোণার বাজারে অতিরিক্ত কাজকারবার চলিবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানে দেশের আভ্যন্তরিক অন্য কোন প্রকার বিপর্য্যয় না ঘটিলে সোণার দর কমিবে বলিয়া আশা করা যায়। এবার কলিকাতার বাজারে রেডি সোণা ৬৭৶০ আনায় বিক্রয়

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—কুমিল্লা
মূলধন
অনুমোদিত এবং বিলিকৃত ২০,০০,০০০৲
বিক্রিত ১১,৩০,০০০৲ উপর
আদায়ীকৃত ৯,৪৩,০০০৲ উপর
কলিকাতা অফিস :— ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, ফোন:—কলিঃ ৬৫৮৮
শাখা ও এজেন্সী :— সকল প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি, সি, দাস, এম, এ, বি, এল।

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড্ কলিকাতা।
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
—শাখাসমূহ—
ঢাকা, মালদহ, শিলং রাঁচী, রাণাঘাট, বালী, দেওঘর, রোহনপুর, নাটোর, ঝালদহ, টিটাগড়, রাইগঞ্জ, মালুচী ও নিমাসরাই।
CALCUTTA EXCHANGE BANK LIMITED
ফোন :— কলি : ১৮১৮
টেলিগ্রাম—সেফ্ বঙ

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।
দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা
—লিমিটেড—
পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
অফিস সমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা
শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।
চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

হইয়াছে ; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার দাম ছিল ৬৬।/০ আনা। গিনির দাম এবার ৪৮।৵০ আনায় অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রূপা

রূপার বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ এবার বেশী হয় নাই। তবু রূপার দরে এবার চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। কাজকারবার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চলিতেছিল। এবার কলিকাতার বাজারে রেডি রূপা ১০৩।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহার দাম ছিল ১০৩৲ টাকা। লণ্ডনের রূপার বাজারেও কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

রেড়ির খৈল—রেড়ীর খৈলের বাজারে এবার স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ রেড়ীর খৈল ৪৲ টাকা হইতে ৪৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। স্থানীয় বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ সন্তোষজনক নহে।

সরিষার খৈল—সরিষার খৈলের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব দেখা যায়। মিলগুলি প্রতি মণ সরিষার খৈল ২৷৵০ আনা ২৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে।

বাদামের খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে বাদামের খৈলের বাজার বেশ তেজী ছিল। প্রতি মণ বাদামের খৈল এবার ৩৵০ আনা হইতে ৩৷০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। এবার বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১০ হাজার ৩ শত টুকরা ৪৫৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা, ঢাকা-দিনাজপুর ৯৫ হাজার ৮ শত টুকরা ৬৫৲ টাকা হইতে ১১০৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ৪২ হাজার টুকরা ৭০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

গরু ও মহিষের চামড়া—রাঁচী সাধারণ ৫ শত টুকরা ৯৷০ আনা, আসাম-দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৪ হাজার টুকরা ৯৷০ আনা হইতে ১১৷০ আনা ও ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১ শত টুকরা ৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স

গত শনিবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ সচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান ভারত গবর্ণমেণ্টের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে নিম্নরূপ ট্যাক্স বসানের প্রস্তাব হইয়াছে :

আয়-কর, সুপার ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স, ডাক মাশুলের হার ও টেলিফোন সারচার্জ্জ বৃদ্ধি করিয়া মোট ২০ কোটী ১০ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি করা হইবে। তামাক ও বনস্পতি ঘৃতের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হইবে। তামাকের শুল্ক হার ফাইনান্স বিলে প্রকাশ করা হইবে। তবে এই কর বাবদ আয় হইবে প্রায় ১০ কোটী টাকা। বনস্পতির উপর প্রতি হন্দরে ৭ টাকা কর ধার্য্য করা হইবে। এই বাবদ আয় হইবে ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা। চিঠির মাশুল প্রথম তোলার পর প্রতি তোলায় দুই পয়সার স্থলে এক আনা, পার্শ্বেলের মাশুল প্রথম ৪০ তোলায় চারি আনার স্থলে ছয় আনা করা হইবে। টেলিফোনের সারচার্জ্জ এক ষষ্ঠাংশ স্থলে এক-তৃতীয়াংশ করা হইবে। পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর ধার্য্য করের কোনও পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলকামারী, মেদিনীপুর ও ঢাকা।

পুরী শাখা খোলা হইয়াছে।

জলপাইগুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—

ডাঃ এম, চাটার্জ্জী, মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার :—

চলতি — ½%

সেভিংস্ — ১½%

স্থায়ী আমানত :—

৬ মাস — ২½%

১ বৎসর — ৩%

২ „ — ৩½%

৩ „ — ৪%

শাখা—হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি সকল অবস্থাতেই আপনাদের সেবা করিতে প্রস্তুত।

হেড্ অফিস :— ৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা সমূহ :— ঢাকা, কালিম্পঙ, শিলিগুড়ী ও শান্তিপুর

ফোন : কলিকাতা ৬১১

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড আফিস ম্যাঙ্গালোর

চীফ্ এজেন্টস্ — ফোন ক্যাল ১৮০৮

মেসার্স এইচ্, কে, বানার্জ্জী এণ্ড সন্স

১০, ক্লাইভ রো কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ৮ই মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪৩ | ৪২শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী. =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৮৩-৭৮৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৭৯০-৭৯৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭৮৬	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৭৯৬
ভারতের বস্ত্র-শিল্প	৭৮৭	বাজারের হালচাল	৭৯৭-৮০২
বাংলায় লম্বা-আঁশযুক্ত তুলার চাষ (১)	৭৮৮-৭৮৯		

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৃটিশ শাসনে অর্থনৈতিক শোষণ

ভারতবর্ষের স্বাধিকার অর্জ্জনের ন্যায়সঙ্গত দাবী বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। অথচ আন্তর্জ্জাতিক দরবারে ভারত প্রসঙ্গে সেজন্য তাঁহাদিগকে অনেক সময়ই অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে। কাজেই বিপাকে পড়িয়া ইংরাজ রাজনীতিবিদ্‌রা ভারত শাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক বৃহত্তর ও মহত্তর বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফাক্স সম্প্রতি 'দি আমেরিকান' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষকে তাঁহাদের সম্পত্তি হিসাবে দেখেন না। ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত জনসাধারণের প্রতিভূ হিসাবে তাঁহারা ঐ দেশ শাসন করিয়া চলিয়াছেন মাত্র। এই ব্যাপারে ইংরাজ জাতির কোন লাভের সম্পর্ক নাই। ভারত হইতে তাঁহারা এক কপর্দ্দকও রাজস্ব গ্রহণ করেন না। লর্ড হ্যালিফাক্সের এই ধরণের উক্তি আমেরিকার জনসাধারণ কিভাবে গ্রহণ করিবে তাহা আমরা জানি না; তবে ভারতের লোকেরা উহাকে ইংরাজ জাতির নিছক ভণ্ডামী ও কপটতা বলিয়াই মনে করিবে। ভারতের জনসাধারণ বৃটিশ প্রভুদের ডাকিয়া কোন দিন তাহাদিগকে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানায় নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নানারূপ কারসাজি করিয়া নিজেদের গরজেই সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর হইতে ইংরাজ শাসনের খেসারৎ ভারতীয় জনসাধারণকে কতভাবেই না ভোগ করিতে হইতেছে। লর্ড হ্যালিফাক্স বলিয়াছেন ভারত শাসনের ব্যাপারে ইংরাজ জাতির কোন লাভের সম্পর্ক নাই। এদেশ হইতে তাঁহারা এক কপর্দ্দকও রাজস্ব গ্রহণ করেন না। কিন্তু আমরা জানি ভারতের শাসন কর্তৃত্ব রক্ষা করিয়া চলার পিছনে স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধি ও সুখ-সুবিধা বিধান ছাড়া ইংরাজ জাতির অন্য কোন দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই। ভারতের শাসনভার হাতে লইয়া আমাদের বৃটিশ প্রভুরা প্রথম হইতে এদেশকে শোষণ করিয়া চলিয়াছেন। শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে এদেশবাসীর কোন কর্তৃত্ব নাই। প্রথম হইতে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যগত সুবিধা বুঝিয়া তাঁহারা এদেশের শিল্পনীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিয়াছেন। বৃটিশ শিল্পের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইতে পারে এরূপ কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভারতে অবলম্বন করার সুবিধা নাই। বাহিরের কোন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ করিতে হইলে এদেশে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার দিকটাই ভারতবর্ষকে আগে দেখিতে হয়। বাণিজ্য ব্যাপারে এই নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে ভারতে শিল্প-ব্যবসায়ের অবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইতেছে। আর তাহারই বিনিময়ে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিন দিন ফাঁপিয়া উঠিতেছে। কেবল ভারতে পণ্য কাটতির দিক দিয়াই নহে আমাদের ইংরাজ প্রভুরা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ও এদেশের চাকুরী-ক্ষেত্রে স্বজাতীয়দের স্থান নানাভাবে সংরক্ষিত রাখিয়াও জাতিগত স্বার্থ সাধনের পথ প্রশস্ত করিতেছেন। ইংরাজ বণিকেরা তাঁহাদের বিপুল মূলধন সহায়ে এদেশে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া প্রচুর মুনাফার সুবিধা করিয়া লইতেছেন। তাঁহাদের সে প্রভাব প্রতিপত্তি যাহাতে কোন অবস্থায়ই খর্ব্ব না হয় সেজন্য ভারত শাসন আইনে নানারূপ রক্ষাকবচ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজ বণিকদের কায়েমী স্বার্থ ও তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিযোগিতার ফলে জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয়দের আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। তাহা ছাড়া বড় ছোট অন্য অনেক শিল্প ব্যবসায়ে দেশীয়দের অগ্রগতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরদিকে এই ভাবে ইংরাজ জাতির ধনভাণ্ডার রীতিমত স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

এদেশে সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া সুযোগ সুবিধার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণ অর্দ্ধ-শিক্ষিত ইংরাজও এদেশে আসিয়া কিভাবে সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে বিনা আয়াসে উপরিওয়ালার আসন দখল করিয়া বসে এবং মোটা বেতন ও মোটা ভাতার ভিতর দিয়া এই দরিদ্র দেশের অর্থ লইয়া যান তাহা আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি! সরকারী চাকুরীর মাহিয়ানা ও ভাতা দিয়া যে কেবল এদেশেই ইংরাজ অফিসরদের রাজসিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহা নহে; কার্য্য শেষে বিপুল পেনসনসহ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া সেখানেও তাঁহারা যাবজ্জীবন সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া থাকেন। যেসব সৌভাগ্যবান ইংরাজ ভারতে লাট-বড়লাট হওয়ার গৌরব লাভ করেন তাঁহাদের বিপুল পারিশ্রমিক ও তজ্জনিত ঐশ্বর্য্য ত পরিমাণ করাই চলে না। ঐ সমস্ত ধরণের অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত ভাবে চলিবার পরও ইংরাজ রাজনীতিবিদেরা ভারত শাসনের ব্যাপারে তাঁহাদের লাভের সম্পর্ক নাই বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন এবং এদেশবাসীর কল্যাণই তাঁহাদের পরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইংরাজ জাতির এই ভণ্ডামীর নিন্দা করিবার ভাষা নাই।

বাজেট ও বীমা কোম্পানী

ভারত সরকারের আগামী বৎসরের বাজেটে যে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান কতকগুলি দিক দিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। এই নূতন ট্যাক্সের চাপ কতক পরিমাণ এদেশীয় বীমা কোম্পানী সমূহকেও ভোগ করিতে হইবে। সেজন্য ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান-সমূহের তরফ হইতে ইতিমধ্যেই এই সমস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছে। ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস. সি. রায় এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, ভারত সরকারের অর্থসচিব আয়করের উপর সারচার্জ্জ বাড়াইবার ও কর্পোরেশন-ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা এদেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির উপর একটা গুরুভার ন্যস্ত করিবে। তাহা ছাড়া চিঠিপত্র ও পার্শ্বেল প্রভৃতির মাশুল বাড়াইবার যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাও পরোক্ষভাবে উহাদের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইবে। ডাক বিভাগের মারফতে বীমা কোম্পানী সমূহের বিস্তর কাজকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। ডামকাশুল বৃদ্ধি করা হইলে জনসাধারণের তুলনায় কোম্পানী সমূহকেই বেশী করিয়া উহার খেসারৎ ভোগ করিতে হইবে। এভাবে নূতন ট্যাক্সের ফলে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য পরিচালনার ব্যয় অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। আর তাহাতে হয়ত ভবিষ্যতে উহাদের পক্ষে বীমার প্রিমিয়াম হার বৃদ্ধি করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকিবে না। এই দরিদ্র দেশে লোকের আর্থিক সঙ্গতি কম বলিয়া সাধারণের ভিতর বীমার প্রচলন এখনও তেমন কিছু বৃদ্ধি পায় নাই। নূতন ট্যাক্সের ফলে যদি বীমা কোম্পানী সমূহ উহাদের প্রিমিয়ামের হার বাড়াইতে বাধ্য হয় তবে দেশে বীমার প্রচলন বর্ত্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে আরও বাধাপ্রাপ্ত হইবে। সেইরূপ একটী অবস্থার সৃষ্টি হইলে কেবল যে বীমা কোম্পানী সমূহের দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা নহে উহা অন্য নানা দিক দিয়াও দেশের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিঃ রায় এবিষয়ে 'ইন-ফ্লেশন' সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে নানা দিক দিয়া দেশবাসীর হাতে বেশী অর্থাগম হইতেছে। এই নূতন অর্থ একান্তভাবে জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়া যাহাতে মারাত্মক ইনফ্লেশন ঘটাইতে না পারে তজ্জন্য লোকের বর্দ্ধিত আয় অন্য নানাদিকে টানিয়া লওয়ার চেষ্টা হইতেছে। বীমা পলিসির প্রিমিয়াম হিসাবে যে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহা লোকের বর্ত্তমান ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ইনফ্লেশন নিবারণে সহায়তা করিয়া থাকে। নূতন ট্যাক্সের ফলে ভারাক্রান্ত হইয়া দেশের বীমা কোম্পানী সমূহ যদি উহাদের প্রিমিয়াম হার বাড়াইয়া দেয় এবং তাহাতে বীমা পলিসি গ্রহণ সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ যদি মন্দীভূত হইয়া আসে তবে ইন-ফ্লেশন প্রশমনের একটা বড় রকম সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা মিঃ রায়ের এইসব মন্তব্য খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। এই যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে নূতন ট্যাক্স বাড়াইবার যে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে মিঃ রায় তাহা অস্বীকার করেন না। তবে তিনি মনে করেন জন-কল্যাণের দিক দিয়া বীমা কোম্পানী সমূহের বেশী রকম সার্থকতার কথা বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে উহাদিগকে অনেকটা রেহাই দিতে পারেন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা খুবই সঙ্গত। এ সম্পর্কে মিঃ রায় তাঁহার বিবৃতিতে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যুদ্ধের জন্য বৃটিশ সরকারও বর্ত্তমানে নানাভাবে ট্যাক্স বাড়াইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা দেশের বীমা কোম্পানী সমূহের কথা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে ভুলেন নাই। জাতীয় জীবনে বীমা কোম্পানী সমূহের সার্থকতার কথা ভাবিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের দেয় করের পরিমাণ কম করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ যে হারে গবর্ণমেণ্টকে আয়কর প্রদান করে ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহকে আয়কর প্রদান করিতে হয় সে তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ কম। এইরূপ সুব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছে। ইংলণ্ডের সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মিঃ রায় এদেশের বীমা কোম্পানী সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরূপ সুবিবেচনা দাবী করিয়াছেন। এই দাবী সর্ব্বথা সঙ্গত। আমরা আশাকরি গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব অচিরে খোলাখুলিভাবে বিবৃত করিতে ত্রুটি করিবেন না।

ডিসেম্বর মাসের বহির্ব্বাণিজ্য

ডিসেম্বর মাসের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আলোচ্য মাসে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের একটা অবনতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। গত নভেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছিল। অপরদিকে ঐ মাসে ভারত হইতে ২০ কোটি ২২ লক্ষ টাকার মালপত্র বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া ৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কিন্তু রপ্তানী কমিয়া ১৮ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইভাবে আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী হ্রাসের ফলে আলোচ্য মাসে বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্ত অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নভেম্বর মাসে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর ১২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা আধিক্য দেখা গিয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে সেই আধিক্য হ্রাস পাইয়া ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হওয়া সব ক্ষেত্রে আক্ষেপের বিষয় নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এই যুদ্ধের সময়ে এদেশে যে-স্থলে খাদ্যদ্রব্যের নিদারুণ অভাব দেখা যাইতেছে সেস্থলে বাহিরে খাদ্যশস্যের রপ্তানী কম হইলে তাহাকে আমরা শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডিসেম্বর মাসে

ভারতীয় রপ্তানী সেদিক দিয়া হ্রাস পায় নাই। নভেম্বর মাসে ভারত হইতে বাহিরে ৪৯ লক্ষ টাকার ডাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় জিনিষ রপ্তানী হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে এই শ্রেণীর জিনিষের রপ্তানী বাড়িয়া ৭৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অপরদিকে এবার তুলা ও পাট প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে এদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার অভাবই সূচিত হইতেছে।

ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ও তাহার সদ্ব্যবহার

যুদ্ধের সুরু হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে নানাভাবে বিস্তর পরিমাণ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি আসিয়া মজুত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই ক্রমবর্দ্ধমান ষ্টার্লিং দ্বারা গত তিন বৎসরে ভারতের বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার একটা কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। উহার ফলে ইংলণ্ডে পাউণ্ড হিসাবে গৃহীত ভারতের ঋণ প্রায় সমস্তই পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদেশী ঋণ মোচনের এই কার্য্যনীতি অনুসৃত হওয়ার পর পূর্ব্বেকার সঞ্চিত ষ্টার্লিং-এর মধ্যে যাহা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে এবং নূতন যে ষ্টার্লিং আসিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে জমা হইতেছে গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বার্থ বুঝিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সেবিষয়ে কোন সুচিন্তিত কার্য্যনীতি গ্রহণ না করিয়া এতদিন এবিষয়ে অযথা টালবাহনা করিয়াছেন। যাহা হউক ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্যার জেরেমী রেইজ্‌ম্যান সম্প্রতি তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহাতে এদিক দিয়া সরকারী উদ্দেশ্য ও অভিরুচি কতকটা বুঝা গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের বিদেশী ঋণ শোধ হইয়া যাওয়ার ফলে ভবিষ্যতে ঐ বাবদ এদেশকে ষ্টার্লিং-এর হিসাবে কোন সুদ যোগাইতে হইবে না। তবে বিদেশী ঋণের সুদ যোগাইবার রীতি বন্ধ হইলেও এদেশের অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান-দের পেনসন প্রভৃতি দফায় ভারতকে ভবিষ্যতেও ইংলণ্ডে অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে, আর সেদিক দিয়া ষ্টার্লিং ব্যবহারেরও যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিবে। এইভাবে দেয় ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ বৎসরে ৫০।৬০ লক্ষ পাউণ্ডের কম হইবে না। রীতিমত ভাবে এই অর্থ পরিশোধের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা এখন হইতে একটি অগ্রিম তহবিল গঠন করিতে চান। তাহা ছাড়া যুদ্ধের পর এদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার জন্য বাহির হইতে যে যন্ত্রপাতি ও অন্য মাল মসলা আনয়নের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে তাহার কথা বিবেচনা করিয়া ঐ উদ্দেশ্যেও গবর্ণমেণ্ট একটি ষ্টার্লিং তহবিল গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছে উপরোক্ত দুই উদ্দেশ্যে তাহা মজুত করিয়া রাখাই গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দিকে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং নিয়োগের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ তাঁহাদের নাই—ইহা অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়াই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ষ্টার্লিং সিকিউরিটির সদ্ব্যবহার সম্পর্কে উপরোক্ত সরকারী ব্যবস্থা আমাদের নিকট অহেতুক গোঁড়ামী ও একদেশদর্শীতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে হইয়াছে। ইহার পিছনে দেশের জনমতের যে কোন সমর্থন নাই ভারতের বিভিন্ন বণিক সংসদগুলির সময়োচিত প্রতিবাদে তাহা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতার বেঙ্গল স্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমস্যার কথা তুলিয়া ওদেশের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং দ্বারা একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। অন্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজে ষ্টার্লিং সদ্ব্যবহারের বিধিব্যবস্থা না করিয়া এই ধরণের একটি বিরাট তহবিল গড়িয়া তোলার বিশেষ কোন যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে করা যায় না। এদেশের পোর্ট ট্রাষ্ট, মিউনিসি-প্যালিটি, ট্রাম কোম্পানী ও বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যথেষ্ট বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে। সেই মূলধনের উপর দেয় সুদ ও লভ্যাংশ বাবদ প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের কতকাংশ নিয়োগ করিয়া যদি এই সব বিদেশী মূলধন মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন তবে একটা কাজের মত কাজ হইত। এই নীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে পরোক্ষভাবে উহা দ্বারা বর্ত্তমান ইনফ্লেশন সমস্যারও কতকটা প্রতিকার সম্ভবপর হইত। বেঙ্গল স্যাশন্যাল চেম্বার যে ধরণের বিধি-ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং নিয়োগের কথা বলিয়াছেন তাহা সকল দিক দিয়াই খুব সমর্থন যোগ্য। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার এই প্রকার দাবী উত্থাপন করিয়াছি। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বার বার এই শ্রেণীর দাবী গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াও আসিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট সে সুপরামর্শে কোন কর্ণপাত করিতেছেন না, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

ডাক ও তার বিভাগ

ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ সম্পর্কে প্রতি বৎসর একটি করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করা হইত। কাগজের ব্যবহার সঙ্কোচ করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট এবার উক্ত বিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক ১৯৪১-৪২ সালের রিপোর্ট পুস্তকাকারে প্রকাশ না করা হইলেও উক্ত বৎসরের কার্য্যধারা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহারা সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াছেন। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য আলোচ্য বৎসরে ডাক ও তার বিভাগের কাজ নানা দিক দিয়া খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে এদেশে ডাকযোগে ১২·১ কোটি ৫০ লক্ষ চিঠিপত্র ও পার্শ্বেল চলাচল হইয়াছিল এবং ৪ কোটি ৩০ লক্ষ মণি-অর্ডার প্রেরিত হইয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে চিঠিপত্র ও মণি-অর্ডারের সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ১২৭ কোটি ২০ লক্ষ ও ৪ কোটি ৮০ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে টেলিগ্রামের সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ হইতে ২ কোটি ২০ লক্ষ পর্য্যন্ত, টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা ৯৪ হাজার হইতে ১ লক্ষ ১ হাজার পর্য্যন্ত এবং ট্র্যাঙ্ক টেলিফোন বাবদ 'কলের' সংখ্যা ২৮ লক্ষ হইতে ৩২ লক্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ভাবে সকল দিক দিয়া কাজকর্ম্ম বাড়িয়া যাওয়ায় ডাক ও তার বিভাগের আয় বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার খরচপত্র বাদে আলোচ্য বৎসরে উক্ত বিভাগের ৩৷৷ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ডাক ও তার বিভাগের ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে এবার তাহা সে তুলনায় সওয়া দুই কোটি টাকার মত বাড়িয়াছে। ডাক ও তার বিভাগের এই সমৃদ্ধি খুব উল্লেখযোগ্য হইলেও ইহাতে সাধারণের পক্ষে উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নাই। কেননা ডাক বিভাগের স্বচ্ছলতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট চিঠিপত্র, মণি-অর্ডার, টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের হার হ্রাস করিবেন না কিংবা উক্ত বিভাগের উদ্বৃত্ত নিয়োগ করিয়া সাধারণের সুবিধার জন্য ডাকঘর ও টেলিগ্রাম অফিসের সংখ্যাও তাঁহারা বাড়াইতে যাইবেন না। ডাক বিভাগের ক্রমিক আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও পূর্ব্বে ডাকমাশুলের হার বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। উক্ত বিভাগের ৩৷৷ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও এবার আবার নূতন করিয়া মাশুল বাড়ান হইয়াছে। কাজেই ডাক বিভাগের বিপুল সমৃদ্ধি দেখিয়া সাধারণের পক্ষে কোনরূপ আশাভরসা পোষণ করিতে যাওয়া বৃথা।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহ অন্তে তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার জীবন সম্পর্কে কোন শঙ্কার কারণ নাই। তিনি ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছেন।

মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা পাওয়ায় আমরা নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছি, অন্যান্য দেশের মনীষী ও সজ্জন সমাজ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। যখন সমগ্র জগৎ জুড়িয়া "স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংগ্রাম," সভ্যতার সেই ঘোর সঙ্কটের দিনে মহাত্মাকে শুধু পরাধীন ভারতের প্রয়োজনেই বাঁচিতে হইবে না, দিশাহারা মনুষ্য সমাজের প্রকৃত শান্তির জন্যও তাঁহার জীবন আজ একান্ত অপরিহার্য্য। অথচ এমন দুর্দ্দিনে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় বিশ্ব-মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসকের কিনা কারাগারের অভ্যন্তর ছাড়া আর স্থান হইল না! এই অপরিসীম লজ্জা ও ক্ষতি কেবল আমাদেরই নহে, শাসক-শ্রেণীও তাঁহাদের শুভবুদ্ধি একেবারে জলাঞ্জলি না দিলে এই অপকীর্ত্তিতে লজ্জায় অধোবদন হইতেন।

* * *

মহাত্মা গান্ধীর অনশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার আপোষ-মীমাংসার নানারূপ কলগুঞ্জন উত্থিত হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রখ্যাত সংবাদপত্র গান্ধীজীর অনশনকে প্রথম ধাপ স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সহিত অবিলম্বে নূতন করিয়া আপোষ-মীমাংসার কথাবার্ত্তা চালাইবার উপদেশ ও অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য উপরোক্ত দূরদর্শী বিদেশীদের আন্তরিকতা ও অকপটতায় আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিব না। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ শুভেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নহে। গুটিকয়েক ব্যক্তি বিভিন্ন পরাধীন দেশ বা উপনিবেশের জন্য এরূপ ন্যায়বোধের দ্বারা চালিত হইলেই সমস্যার সমাধান হয় না। বার্ক, পিট ও শেরিডিয়ানের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পার্ল বাক, রাসেল ও লুই ফিশারের যুগ পর্য্যন্ত ভারতের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার লোকের অভাব ঘটে নাই। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, ঐ সব ব্যক্তিদের সংখ্যা আজও মুষ্টিমেয় এবং তাঁহাদের স্ব স্ব দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণী ও শাসক-শ্রেণী কর্ত্তৃক দূষিত ও নিয়ন্ত্রিত জনসাধারণের উপর তাহাদের বিশেষ প্রভাব নাই। নহিলে তাঁহাদের তীব্র সমালোচনা ও সময়োচিত উপদেশ সত্ত্বেও তাঁহাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট কোন্ শক্তির বলে স্বৈরাচারের পথ ছাড়া আর কোন পথে অগ্রসর হইতে জানেন না? বৃটিশ শাসক শ্রেণী ও বৃটিশ জনসাধারণের আন্তরিকতায় আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যখন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়াছেন, এমন এক সঙ্কট-জনক পরিস্থিতির গুরুত্ব যাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না, তাঁহাদের সহিত আর আপোষ-আলোচনার আশা কোথায়? এরূপ মিথ্যা আশায় বসিয়া থাকিলে ভারতের জাতীয় শক্তির কেবল অপচয়ই হইবে।

* * *

মহাত্মাজীর অনশনের জন্য আমরাও কম দায়ী নহি। দেশের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিবার, জাতির হিতে নিজের হিত বিসর্জ্জন দিবার মত লোকের অভাব নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। নহিলে মহাত্মার ন্যায় মহাপুরুষকে কাছে পাইয়াও ভারত এখনও পরাধীন আছে কেমন করিয়া? মহাত্মাজীর অনশনকে উপলক্ষ্য করিয়া মীমাংসার পথ খুঁজিলে কোন ফললাভ হইবে না। তাঁহার আদর্শ ও নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পথে লইয়া যাইবার একমাত্র কর্ত্তব্য ছাড়া বর্ত্তমানে আমাদের আর কিছু ভাবিবার নাই। মহাত্মাজীর অনশনে এক দিকে যেমন আমাদের জাতীয় দৌর্ব্বল্য ধরা পড়িয়াছে, অপর পক্ষে তাঁহার আত্মিক শক্তির জয়ের দ্বারা আমাদের জাতিগঠনমূলক কার্য্য আরও বহুগুণ অনুপ্রাণিত হইবে। অপরের দয়াদানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে স্বাধীনতা আসে না। স্বাধীনতা নিজেদের শক্তি ও সাধনার বলে অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। সেই মুক্তি-সংগ্রামের নেতার জীবন রক্ষা পাইয়াছে, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা।

* * * *

মহাত্মা গান্ধীর অনশন সম্পর্কে মতানৈক্যের ফলে বড়লাটের শাসন পরিষদের তিন জন ভারতীয় সদস্য যথাসময় পদত্যাগ করিয়া শুভবুদ্ধি ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ সময় অনেকেই কিন্তু আশা করিয়াছিলেন, অন্যান্য ভারতীয় সদস্যরাও উপরোক্ত তিন জন সদস্যের পদাঙ্কানুসরণ করিবেন। বিশেষ করিয়া হিন্দু মহাসভার সদস্য স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব মহাত্মা গান্ধীর জীবন-সঙ্কট কালে শাসন-পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দিবেন এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল। এই বিষয়ে হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের উপর চাপ দেওয়া দূরে থাকুক, মহাসভার প্রেসিডেণ্ট বীর সাভারকর ও জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ মুঞ্জে নয়া দিল্লীতে স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবকে পদত্যাগ না করিবার নির্দ্দেশ ও অনুরোধ জানাইয়া তার ও পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাসভার অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অগৌণে মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠকে স্যার জওলাপ্রসাদের পদত্যাগের প্রশ্ন বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বীর সাভারকর এই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব জেনারেল সেক্রেটারী রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠ সংবাদপত্র মারফৎ এক বিবৃতিতে বীর সাভারকর ও ডাঃ মুঞ্জের আচরণের নিন্দাবাদ করিয়া সমগ্র হিন্দু-মহাসভার পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ দাবী করিয়াছেন। বীর সাভারকর ও ডাঃ মুঞ্জে যেরূপ মনোভাবের পরিচয় দিলেন তাহাতে তাঁহাদের প্রকৃত রূপ এতদিনে ধরা পড়িয়াছে। জন কয়েক সুবিধাবাদী লোক নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াইবার ও বজায় রাখিবার জন্যই নিজ সম্প্রদায়ের অখণ্ড স্বার্থের সমর্থক ও প্রচারক সাজিয়া থাকেন। এই জাতীয় লোক ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে অন্তরায়। যখন জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, ও রাজনৈতিক দল নির্ব্বিশেষে প্রায় সমগ্র ভারত কারারুদ্ধ মহাত্মাজীর প্রতি ভারত সরকারের কঠোর আচরণের নিন্দাবাদ করিতেছে, সেই সময় হিন্দু মহাসভার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজেদেরই জনসমক্ষে খাট করিয়াছেন।

(৮০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের বস্ত্র-শিল্প

বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েশন সম্প্রতি তাঁহাদের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের কাপড়ের কলগুলি সম্পর্কে গত ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু এদেশে আজ এক বড় রকম সঙ্কট দেখা দিয়াছে। কিভাবে ও কেমন করিয়া এই সঙ্কটের সৃষ্টি হইল তাহা নিয়া দেশের লোক যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিতেছেন। এই সময়ে মিলওনার্স এসোসিয়েশনের উপরোক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে সংখ্যা, কার্য্যকারিতা ও বস্ত্র উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতীয় কাপড়ের কল-সমূহের বর্ত্তমান অবস্থা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৩৯০টি। বর্ত্তমান রিপোর্ট পাঠে জানা যায় আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে তাহা বাড়িয়া মোট ৩৯৬টি দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে (আমেদাবাদ সহ) পূর্ব্বে মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ১৩৯টি। এবার ঐ প্রদেশে একদিকে ২টি নূতন কল চালু হইয়াছে, অপরদিকে একটি পুরাতন কলের কাজ বন্ধ হইয়াছে। কাজেই এবার চলতি কলের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪০টি। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বরোদা রাজ্যে ১৯৪১-৪২ সালে চলতি কলের সংখ্যা একটি করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে এবার নূতন কোন কল চালু করা হয় নাই। ১৯৪০-৪১ সালে এ-প্রদেশে চলতি কলের সংখ্যা ছিল ৩৩টি। ১৯৪১-৪২ সালেও তাহাই রহিয়াছে।

আদায়ী মূলধনের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় ১৯৪০-৪১ সালে যেস্থলে ভারতের কাপড়ের কলসমূহের সমষ্টিকৃত আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, ১৯৪১-৪২ সালে তাহা বাড়িয়া ৪৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এক রাজপুতানায়ই কাপড়ের কলের আদায়ী মূলধন এবার ২৮ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। প্রদেশগুলির মধ্যে বোম্বাই ও বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের আদায়ী মূলধন এবার ২৫ লক্ষ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে আদায়ী মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২০ লক্ষ টাকা, ১১ লক্ষ টাকা, ২॥ লক্ষ টাকা ও ১॥ লক্ষ টাকা করিয়া বাড়িয়াছে।

এক্ষণে তাঁত ও টাকুর দিক দিয়া কাপড়ের কলসমূহের বিস্তৃতির কথা আলোচনা করা যাউক। গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলে মোট তাঁত ও টাকুর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ও ৯৯ লক্ষ ৬১ হাজার। ১৯৪১-৪২ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ২ লক্ষ ও ১ কোটি ২৬ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট তাঁতের মধ্যে ১ লক্ষ ৮৪ হাজারটি ও মোট টাকুর মধ্যে ৯১ লক্ষ ৬৬ হাজারটি রীতিমতভাবে কার্য্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল। স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গলার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে এই প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহে মোট তাঁতের সংখ্যা ১০ হাজার ৬০০ হইতে ১০ হাজার ৭০০টি ও টাকুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার হইতে ৪ লক্ষ ৭২ হাজারটি পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। কেবলমাত্র মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে এবার এই সমস্তের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। তাহা ছাড়া সকল প্রদেশের কাপড়ের কলে তাঁত ও টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন্ প্রদেশের কাপড়ের কলে দিন কি সংখ্যক মজুর দ্বারা কাজ চালান হইয়াছিল তৎসম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আলোচ্য রিপোর্টে দেওয়া হয় নাই। তবে মোট হিসাবে জানা যায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলে যেস্থলে গড়ে দৈনিক ৪ লক্ষ ৬০ হাজার শ্রমিক কাজ করিয়াছিল সেস্থলে ১৯৪১-৪২ সালে গড়ে দৈনিক ৪ লক্ষ ৮০ হাজার শ্রমিক দ্বারা মিলের কাজ চালান হইয়াছে। যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের চাপে এবার অনেক কলে অতিরিক্ত শ্রমিক দল নিয়োগ করিয়া রাত্রিতেও কাজ চালান হইয়াছে। তবে রাত্রিতে গড়ে দৈনিক কত সংখ্যক শ্রমিক কাজ করিয়াছে তাহার কোন সঠিক হিসাব সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই।

আলোচ্য বৎসরে ভারতে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা এবং উহাদের তাঁত ও টাকুর সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে কলসমূহে তুলার ব্যবহার ও বস্ত্রের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ২১ লক্ষ ২৬ হাজার কেণ্ডি (এক কেণ্ডি ৭৮৪ পাউণ্ডের সমান) তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে তুলার ব্যবহার বাড়িয়া ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার কেণ্ডি দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সূচনা হইতেই এদেশের কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছিল। মিলওনার্স এসোসিয়েশনের বর্ত্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে সেদিক দিয়া আলোচ্য বৎসরে কাপড়ের কল-গুলির সমূহ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কলসমূহে ৪৩২ কোটি ৯৮ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে বস্ত্র প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৪৩৮ কোটি ৮৫ লক্ষ গজ দাঁড়াইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর কোন বৎসরেই ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে এত বেশী পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয় নাই।

উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে গত ৩।৪ বৎসরে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। যদিও এই উন্নতি ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহের পক্ষে কতটা স্থায়ী অগ্রগতির পরিচায়ক তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচনার বিষয়। একথা সকলেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈন্য বিভাগের জন্য গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলসমূহে নানা শ্রেণীর বস্ত্রের বিস্তর অর্ডার দিতেছেন। সেই অর্ডার অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ মাল তৈয়ার করিতে গিয়া কাপড়ের কলের মালিকদিগকে পূর্ব্বের তুলনায় তাহাদের কার্য্য তৎপরতা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। তবে দেশে চলতি কলের সংখ্যা নূতন করিয়া বিশেষ বাড়ে নাই (১৯৪১-৪২ সালে মাত্র ৬টি)। পুরাতন কলগুলির সাজ-সরঞ্জাম কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া তাহা-দিগকে বেশী মাত্রায় কার্য্যকরী করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের মূলগত গলদ—এদেশে কাপড়ের কলসমূহের কার্য্যকরী মূলধন কম, এদেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হয় না এবং কাপড়ের কল পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদিও এদেশে দুষ্প্রাপ্য। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই সব গলদ দূর করিয়া ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠ

(৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলায় লম্বা-আঁশযুক্ত তুলার চাষ (১)

শ্রীসুধীর গুহঠাকুরতা

আধুনিক যন্ত্রযুগ সুরু হওয়ার বহু পূর্ব্বেও আমাদের বাংলাদেশে ঢাকা, শান্তিপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্মকার্পাস-বস্ত্রের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। বলা বাহুল্য, সেযুগে আধুনিক বাষ্পীয় যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না, ফলে এক উৎপাদন কেন্দ্র হইতে অপর উৎপাদন কেন্দ্রও অতি সহজগম্য ছিল না। তাই অনায়াসেই বুঝা যায় যে, ঐ সকল সূক্ষ্মবস্ত্রাদি স্থানীয় উৎপন্ন তুলা হইতেই প্রস্তুত হইত এবং সূক্ষ্মবস্ত্র—মস্‌লিন্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে যে মিহি সূতার প্রয়োজন হয় তাহা কেবলমাত্র বাংলাদেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে উৎপন্ন লম্বা আঁশযুক্ত তুলা হইতেই প্রস্তুত করা সম্ভব হইত।

বাংলাদেশের সেই পুরাতন কার্পাস চাষের ব্যবস্থা কেন লোপ পাইয়াছিল সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বিদেশী শাসন আমলের বৈদেশিক মিলজাত আমদানীকৃত সূক্ষ্ম সস্তা সূতা ও বস্ত্রের প্রতিযোগিতা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। এদেশীয় তাঁতীরা বিদেশীয় সস্তা সূতাই সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুতের কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করা তখনকার মত লাভজনক মনে করিয়াছিল। ফলে হস্তচালিত চরকায় সূক্ষ্মসূতা প্রস্তুত করার বনিয়াদ অচিরে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাই উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের ব্যাপারেও ক্রমান্বয়ে উৎসাহ কমিয়া যায়।

বর্ত্তমানে সাধারণতঃ বাংলার বিভিন্ন স্থানে ও গারোপাহাড় অঞ্চলে যে তুলার চাষ হইয়া থাকে তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও ছোট আঁশযুক্ত—কাপড়ের কলের প্রয়োজনের অনুপযোগী। এই ছোট আঁশযুক্ত তুলার সামান্য পরিমাণ মাত্র চরকায় সূতা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয় ও কিয়দংশ লেপ, তোষক প্রস্তুতের কাজে লাগে—বাকী অধিকাংশই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বহির্ভারতে বিশেষতঃ জাপানে রপ্তানী হয় পশমের সঙ্গে মিশ্রনের জন্য। গত ১৯৪১ সালে বাংলা দেশ হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মাত্র ২৪ হাজার ৯ শত ৮৭ মণ তুলা রপ্তানী হয়। উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে ন্যূনাধিক ৭ লক্ষ ৯০ হাজার মণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। বাংলার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়াছিল প্রায় দেড় লক্ষ মণ। বাকী সমুদয় অংশই বহির্ভারতে রপ্তানী হইয়াছিল।

যন্ত্রযুগে প্রতিযোগিতা চালাইয়া আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রেরই সাহায্য লওয়া আবশ্যক। কিছু বিলম্বে হইলেও অধুনা বাংলাদেশে বস্ত্রকলশিল্প প্রসারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। এই প্রদেশে বর্ত্তমানে ৩২টি কাপড়ের কল চলিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে ২১টি কলে সূতা প্রস্তুতের জন্য কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকুর ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বাংলাদেশে কিঞ্চিদধিক ১০ হাজার ৬ শত হস্তচালিত তাঁতেও বস্ত্রবয়ন-কার্য্য চলিতেছে। যুদ্ধজনিত নানা অসুবিধার দরুণ কল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া কাপড় প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করিতে পারিতেছে না এরূপ আরও ২৫টি রেজিষ্ট্রিকৃত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান যুদ্ধোত্তর শান্ত অবস্থার প্রতীক্ষায় আছে। বাংলাদেশকে বস্ত্রশিল্পে স্বাবলম্বী হইতে হইলে আনুমানিক ১০০ কোটি গজ কাপড় (মাথাপ্রতি ১৬ গজ হিসাবে) —পরিধেয়, শয্যাদ্রব্য প্রভৃতিতে প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৪১-৪২ সালের হিসাবে দেখা যায় বাংলাদেশে মাত্র ৫ কোটি পাউণ্ড ওজনের ১৯ কোটি ৪৫ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। তাই আরও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ বাংলাদেশে রহিয়াছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে।

তুলার আঁশ শুভ্র, শক্ত ও লম্বায় ৳ ইঞ্চি না হইলে কাপড়ের কলের উপযোগী হয় না। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যে কয়টি কাপড়ের কল চলিতেছে তাহাদেরই জন্য বৎসরে প্রায় ৫৫ লক্ষ মণ তুলার প্রয়োজন হয়। গত ১৯৪১ সালে বাংলার মিলে ১১ লক্ষ ৭০ হাজার বেল তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে (১ বেলে = ৪ শত পাউণ্ড, প্রায় ৫ মণ)।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষের তেমন ব্যবস্থা না থাকায় বাংলার কলগুলিকে সূতা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় তুলা পাঞ্জাব, সিন্ধু, মাদ্রাজ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং মিশর, আমেরিকা, সুদান, বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী করিতে হয়। ১৯৪১ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ১২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬০৩ মণ তুলা বাংলাদেশে আমদানী করা হইয়াছে। বাকী প্রয়োজনীয় ৪২ লক্ষ মণ এই তুলা বিদেশ হইতেই আমদানী হইয়াছে।

সূতা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষের ব্যবস্থা যদি এই বাংলাদেশেই করা যায় তাহা হইলে এই কাঁচামাল আমদানীর খাতে রেল-ষ্টীমার ভাড়া ও অন্যান্য শুল্ক প্রভৃতির জন্য যে অতিরিক্ত খরচ বহন করিতে হয় তাহা এড়ান যায় এবং ফলে সূতা প্রস্তুতের পড়তা কমিয়া যায় এবং বাঙ্গলাদেশ এই প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের যোগানের ব্যাপারেও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে।

ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য চাষের জন্যই আবাদী জমির অধিকাংশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কৃষিজাত অর্থকরী ফসলের মধ্যে ধান্যের স্থানই সর্ব্বোচ্চ, তারপরে গম, তৃতীয় স্থান তুলার। কিন্তু যে সমস্ত পণ্যের রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যথেষ্ট অর্থাগম হইয়া থাকে তুলার স্থানই তার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। অবশ্য নানা কারণে বর্ত্তমানে তুলার রপ্তানী-বাণিজ্যে কিছুটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছে। অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, তুলার রপ্তানী-বাণিজ্যে বাংলার স্থান অতি নিম্নে। বাংলাদেশে তুলার চাষ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিলে বাংলা যে শুধু কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান ব্যাপারেই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে তাহা নহে, পরন্তু পাটের ন্যায় ইহার মারফতেও প্রতি বৎসর বহির্ব্বাণিজ্যে বিদেশ হইতে যথেষ্ট অর্থাগম হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জাপানই ভারতীয় তুলার সবচেয়ে বড় বিদেশী খরিদ্দার। ১৯৪০-৪১ সালে জাপান ৪ কোটি ১৭ লক্ষ বেল ভারতীয় তুলা খরিদ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের সঙ্কটে জাপানের সহিত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু চীনদেশে তুলার রপ্তানীর পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে চীনে ৬ লক্ষ ৮১ হাজার বেল ভারতীয় তুলা রপ্তানী হইয়াছিল, ১৯৪০-৪১ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার বেলে পৌঁছিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায়ও ভারতীয় তুলা খরিদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে অষ্ট্রেলিয়া খরিদ করিয়াছিল মাত্র ১৮ হাজার বেল

ভারতীয় তুলা। কিন্তু ঐ খরিদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে ৪১ হাজার বেলে পৌঁছিয়াছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের সঙ্কটেও ভারতীয় তুলার বাজার একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে নাই। বাংলাদেশে তুলার চাষ বৃদ্ধি করিতে পারিলে, রপ্তানী-বাণিজ্যের মারফতে বিদেশ হইতে অধিক অর্থাগমের পথ হইতে পারে।

সরস আবহাওয়া ও পর্য্যাপ্ত বারিপাতের দরুণ বাংলাদেশের বেলে দোআঁশ মাটিতে লম্বা-আঁশযুক্ত তুলার চাষের ব্যবস্থা করা অতি অল্প আয়াসেই সম্ভব। বাংলাদেশে বর্ত্তমানে আবাদের অযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৯৬ লক্ষ ৯১ হাজার একর। ৬০ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে চাষ আবাদ করা আয়াসসাধ্য কিন্তু ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৬০ একর জমিতে অতি অল্প আয়াসেই তুলার চাষের ব্যবস্থা করা চলে। স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীর অভাব থাকিলে সেচের ব্যবস্থা করিয়া লম্বা আঁশের তুলার চাষ, বহু অনাবাদী কেন্দ্রেই করা চলে। বর্ত্তমানে সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে বাংলাদেশে মাত্র ৭ শত ২৮ একর জমিতে লম্বা আঁশ তুলার চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে বিঘাপ্রতি সাধারণতঃ ন্যূনাধিক পাঁচ মণ কার্পাস ও দেড় মণ তুলা উৎপন্ন হয়। মিল-মালিকগণ অন্যূন পঁচিশ টাকা মণ দরে এই তুলা খরিদ করিতে পারেন এবং বীজের দরও কখনও মণ-প্রতি দেড় টাকার কম হয় না। প্রতিটি পূর্ণ কার্পাসে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তুলা পাওয়া যায়, বাকী অংশের বেশীর ভাগই বীজ—আবর্জ্জনা অতি সামান্য পরিমাণেই থাকে। মোটা-মুটি হিসাবে দেখা যায় যে, বিঘাপ্রতি ১৫ হইতে ২০ টাকা চাষের ব্যয় ও ৪০ হইতে ৪৫ টাকা তুলা ও বীজে বিক্রয়ের আয় হয়। বিশেষ অনুকূল আবহাওয়া ও উপযুক্ত স্বাভাবিক উর্ব্বর জমি নির্ব্বাচন করিতে পারিলে বিঘাপ্রতি সাত হইতে দশ টাকা মাত্র চাষের খাতে খরচ হয়; ফলে ফসলের আয়ও অধিকতর সন্তোষজনকই হয়।

বাংলার চাষীদের পক্ষে ধান ও পাট ব্যতীত এইরূপ একটি তৃতীয় অর্থকরী শস্য উৎপাদন করা বিশেষ মঙ্গলজনকই হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। এই চাষের ফসল হিসাবে শুধু তুলারই যে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়তা ও অর্থকরী মূল্য আছে তাহা নয়। বাজারে পশুখাদ্য হিসাবে তুলার বীজেরও বেশ চাহিদা ও দাম রহিয়াছে। 'বনস্পতি' ভেজিটেবল ঘি প্রস্তুত ব্যাপারে তুলাবীজের তৈল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রায় এক শতাব্দি পূর্ব্বে "এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির" উদ্যোগে বাংলাদেশে আমেরিকান তুলার চাষের চেষ্টা হইয়াছিল এবং সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে এবং অন্যান্য কারণে বাংলার মিল-মালিকগণের টনক নড়িয়াছে। গত ১৯৩৭ সাল হইতে সরকারী কৃষি-বিভাগের সহযোগিতায় বাংলার কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই লম্বা-আঁশযুক্ত তুলা চাষের ব্যবস্থা করিয়া ফলাফল পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাজ চলিতেছে। যশোহর, বাঁকুড়া, নদীয়া, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, চাটগাঁ, বীরভূম, নওগাঁ, ঢাকা, মালদহ, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানের নির্ব্বাচিত ভূমিতে এই তুলার চাষ করিয়া একমাত্র নোয়াখালী ব্যতীত সর্ব্বত্রই সুফল পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরের মানিকপাল ফার্ম্মে আশাতীত সুফল লাভ হইয়াছে। তথায় ৭ ফুট উচ্চ প্রত্যেকটি গাছে ২৬২টি করিয়া গুটি ধরিয়াছিল এবং ঐ গুটির তুলার আঁশগুলি সওয়া ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হইয়াছিল।

আশাকরি বাংলা সরকার ও বাংলার মিলমালিকগণ এবিষয় আরও উৎসাহশীল হইয়া বহুতর কেন্দ্রে এই পরীক্ষামূলক চাষের সুব্যবস্থা করিয়া এই অর্থকরী ফসলের চাষের প্রতি স্থানীয় চাষীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন এবং তাহাদিগকে সার-প্রয়োগ, সেচ-ব্যবস্থা, ও চাষের অন্যান্য আবশ্যকীয় শিক্ষা ও বীজসংগ্রহ ব্যাপারে যথাযথরূপ সাহায্য করিবেন।

বৃষ্টির জল না দাঁড়াইতে পারে এমন সরস বেলে-দোআঁশ মাটির উচ্চভূমিই এই তুলা চাষের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র। শীতের শেষে বৃষ্টি হইলে পর ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিল এই তিন মাস ধরিয়া মাঝে মাঝে ক্রমাগত লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি প্রস্তুতের কাজ করিতে হইবে। চাষের সময় প্রতি একর জমিতে অর্দ্ধমণ হাড়ের গুড়া ১৫০ মণ গোবর-সার ও ৪।৫ মণ ছাই দিলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পাঁচ ফুট অন্তর চওড়া আলের সারি বাঁধিয়া প্রত্যেক আলের মধ্যে তিন ফুট অন্তর দুই ইঞ্চি পরিমাণ গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া প্রত্যেক গর্ত্তে তিন চারটি করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। মে মাসের মধ্যেই এই রোপণ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। বৃষ্টি না হইলে মাঝে মাঝে সেচের ব্যবস্থা করা দরকার হয়। গাছের গোড়াগুলি নিড়াইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখাও প্রয়োজন। চারাগুলি ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা হইলে প্রত্যেক স্থানে এক একটি সতেজ চারা রাখিয়া বাকীগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। গাছের পাতায় নানারূপ পোকা জন্মাইয়া গাছগুলিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে পারে, গুটি ধরিলে তাহার মধ্যেও পোকা জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে, তাই প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে রাসায়নিক তরল পদার্থ সিঞ্চনেরও ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বীজ বপন হইতে ফলন শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণতঃ নয় মাস সময় লাগে। কার্পাস ফলিতে আরম্ভ করিলে তাহা গুটি হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া আসে। পক্ক কার্পাস পরিষ্কারভাবে ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিতে হয়, যাহাতে কোনরূপ ময়লা লাগিতে না পারে সে-বিষয়ে অতি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

কার্পাস গাছের আলের মধ্যবর্ত্তী ফাঁকা যায়গায় চীনাবাদাম, বরবটি, আলু, আখ প্রভৃতি অন্যান্য ফসলের চাষ করা চলে। তাহাতেও কিছু অর্থাগম হইতে পারে।

শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণও বাংলার অতি প্রয়োজনীয় এই অর্থকরী ফসলের চাষে মনোনিবেশ করিলে লাভবান হইতে পারেন। যুদ্ধোত্তর কালে যে দারুণ বেকার সমস্যা দেখা দিবে তাহার কথঞ্চিৎ সমাধানের ব্যবস্থায় পূর্ব্বাহ্নেই সচেষ্ট থাকা বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থই তাহার বাড়ীর চারি পাশের পতিত ভূমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই তুলা চাষের ব্যবস্থা করিয়া দেখিতে পারেন কি পরিমাণ ফল পাওয়া যায়। আশা করা যায় যে ফল অতি মঙ্গল-জনকই হইবে।

আগামীবারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাংলার তুলা চাষের মাটি, জমি, আবহাওয়া, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির তুলনামূলক অর্থনৈতিক আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ অফিস—আগরতলা।
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

ঝাড়গ্রাম শাখা খোলা হইয়াছে।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আয়করের হার বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় পরিষদে আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর আয়করের হার বাড়ান হইবে না। ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার টাকা আয়ের উপর অতিরিক্ত করের হার—টাকা প্রতি ৯ পাইয়ের পরিবর্ত্তে ১০ পাই, ১০ হাজার টাকা হইতে ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর অতিরিক্ত কর—টাকা প্রতি ১৪ পাইয়ের পরিবর্ত্তে ১৬ পাই এবং ১৫ হাজার টাকার বেশী আয়ের উপর অতিরিক্ত কর টাকা প্রতি ১৫ পাইয়ের পরিবর্ত্তে ২০ পাই হারে ধার্য্য হইবে। অতিরিক্ত কর এই ভাবে বৃদ্ধি করার ফলে সর্ব্বত্র উহার হার আয়করের শতকরা ৬৬ ভাগ দাঁড়াইবে। ২৫ হাজার টাকা হইতে ৩।০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর অতিরিক্ত করের হারও সঙ্গে সঙ্গে টাকা প্রতি অর্দ্ধ আনা হারে বাড়ান হইবে। অতিরিক্ত কর এবং আয়করের উপর নূতন করিয়া কর বৃদ্ধি করার ফলে কর প্রদানযোগ্য ন্যূনতম আয়ের উপর টাকা প্রতি দুই আনা হার হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ আয়ের উপর টাকা প্রতি সাড়ে দশ আনা কর ধার্য্য হইবে। কারবারের উপর করের হারও টাকা প্রতি দুই পয়সা বাড়াইয়া মোট দুই আনা ধার্য্য হইবে। অতিরিক্ত লাভকর আরও এক বৎসরের লাভ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে। করের হার (অতিরিক্ত লাভের দুই-তৃতীয়াংশ) বলবৎ থাকিবে। প্রত্যক্ষ করের হার পরিবর্ত্তনের ফলে আগামী বৎসর ৭ কোটি টাকা আয় বাড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

নূতন অপ্রত্যক্ষ কর

কেন্দ্রীয় পরিষদে আলোচনার পর এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থ আইনে (ফিনান্স এ্যাক্ট) আমদানী শুল্কের উপর যে এক-পঞ্চমাংশ জরুরী কর ধার্য্য হইয়াছিল, উহা বলবৎ থাকিবে। পরিশোধিত ও সেবনোপযোগী তামাকের উপর কর ধার্য্য করা হইবে। এই নূতনকর এরূপ ভাবে ধার্য্য করা হইবে যাহাতে খুচরা বিক্রয়-মূল্য সামান্যই বৃদ্ধি পায়। তামাক রপ্তানী করা হইলে উহার উপর সংগৃহীত কর ফেরত দেওয়া হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই খাতে প্রথম বৎসর ১০ কোটি টাকা আয় হইবে। উদ্ভিজ্জ চর্ব্বির উপর প্রতি হন্দরে ৭৲ টাকা হারে কর ধার্য্য করার প্রস্তাব হইয়াছে; তাহাতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আয় হইবে। খামের চিঠিতে ও পার্শেল মাশুলের হার এবং টেলিফোনের ভাড়ার উপর অতিরিক্ত করের হার বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় পরিষদে নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়া অর্থসচিব মিঃ জেরেমি রেইসম্যান নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন। "আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে ৬০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন সেই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান বৎসরেও ৯৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। ঘাটতির অধিকাংশ ঋণ গ্রহণ করিয়া সঙ্কুলান করিতে হইবে, তবে ২০ কোটি টাকা অর্থাৎ ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ নূতন কর বসাইয়া সংগ্রহ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।"

ইক্ষু চাষের উন্নতি

ভারতের ইক্ষু বাণিজ্যের তথ্য তালিকা সংগ্রহকারী বিভাগ জানাইয়াছে যে, ১৯৪২-৪৩ সালে মোট ৩,৫৯০,০০০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ করা হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৪১-৪২ সালে ৩,৫১৫,০০০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ করা হইয়াছিল। এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ শতকরা দুই ভাগ বাড়িয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে ৫,৬৯২,০০০ টন গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের গুড় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪,৩৭১,০০০ টন। অর্থাৎ আলোচ্য বৎসরে গুড়ের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বণ্টনের পরিকল্পনা

সম্প্রতি ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ, এপ্রিল মাসে বাজারে যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বাহির হইবে তাহার মূল্য বর্ত্তমান বাজার মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ কম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আরও প্রকাশ যে, আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বাজারে রীতিমত ভাবে বিক্রি আরম্ভ হইবে। নিম্নলিখিত ভাবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বণ্টন করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার জানাইয়াছেন। (১) আসাম প্রদেশ—৪০০,০০০ গজ, (২) বাংলা প্রদেশ—৩,০০০,০০০ গজ, (৩) বোম্বাই—২,৪০০,০০০ গজ, (৪) পাঞ্জাব—১,৯০০,০০০ গজ, (৫) সিন্ধু—৬,৭০০,০০০ গজ। উপরোক্ত ভাবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বণ্টন হইয়া যাহা অতিরিক্ত থাকিবে তাহা অন্যান্য দেশীয় রাজ্য মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ব্যবহারকারীরা যাহাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ পাইতে পারে তজ্জন্য যথাযথ সুব্যবস্থা করা হইবে। উক্ত বিষয়ে ভারত সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য চাহিয়াছেন।

জাপানের সুবিপুল বাজেট

টোকিও রেডিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সম্প্রতি জাপ পার্লামেণ্ট ১৩২৭ কোটি ৫০ লক্ষ ইয়েন বাজেট মঞ্জুর করিয়াছে। জাপানের ইতিহাসে অদ্যাবধি আর এরূপ বিপুল ব্যয় বরাদ্দ হয় নাই।

সরকারী ঋণের পরিমাণ

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব বৎসরে সুদের দায়যোগ্য সরকারী ঋণের পরিমাণ ছিল ১১৮৫ কোটি টাকা, উহা বাড়িয়া বর্ত্তমান বৎসরে ১২৭৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

দি

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯২২ সালে

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

আমানত ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

কার্য্যকরী তহবিল ... ৪,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

(১৯৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত)

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা ঃ—

৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড,

২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে।

বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—

ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,

পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের উন্নতি

সম্প্রতি কমন্স সভায় আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে স্যার কিংস্‌লে উড্‌ বলেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় সুচারুভাবে চালাইতে হইলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও কাঁচা মালের মূল্য বৃদ্ধির মূলে যে সমস্ত কারণ রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য যাহাতে সুচারুভাবে চলিতে পারে সেজন্য আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই উদ্ভাবিত উপায় অনুসৃত হইলে কোন দেশকেই মুদ্রা সম্প্রসারণ (ইনফ্লেশন) জনিত ক্ষতিজনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অস্বাভাবিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

ভিক্টোরিয়া ও এডওয়ার্ড মার্কা মুদ্রা

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ৩০শে এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু ডিপার্টমেণ্টে রাণী ভিক্টোরিয়া ও সপ্তম এডোয়ার্ড মার্কা রূপার টাকা ও আধুলি ফেরৎ লইবার শেষ তারিখ। উক্ত তারিখের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষকে বিলম্বের জন্য সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পারিলে ঐরূপ মুদ্রা ফেরৎ লওয়া হইবে না।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

NC.—11

আয়-ব্যয়ের হিসাব

সম্প্রতি ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইস্‌ম্যান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক যে হিসাব পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪১-৪২ সালে ১৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাত্র ১২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। আদায় বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুমিত ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সনে) আয় ২৬ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ৮৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধির জন্যই ঐরূপ অনুমান করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে অনুমান করা হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান বৎসরে ৩৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে, সংশোধিত হিসাবে অনুমিত হয় যে, ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া ৯৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। ১৯৪৩-৪৪ সনে ২৫৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং ১৯৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইবে ও ৬০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পরে দেশরক্ষা বিভাগের বরাদ্দ প্রতিবারই পূর্ব্ব বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী ধরা হইতেছিল ; কিন্তু এবার অর্থাৎ (১৯৪৩-৪৪ সনে) উহা পূর্ব্ব বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা কম ধরা হইয়াছে। আয়করের অংশ বাবদ বিভিন্ন প্রদেশ বর্ত্তমান বৎসরে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসর ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পাইবে।

যুদ্ধোত্তর কালের বাণিজ্য নীতি

যুদ্ধোত্তর কালে গ্রেট বৃটেনের ব্যবসা-বাণিজ্য কি ভাবে চলিবে এবং আর্থিক নিয়মকানুণই বা কিরূপ হইবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্প্রতি কমন্স সভায় এক আলোচনা হইয়াছে। স্যার কিংসলে উড্ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান কল্পে প্রথমেই (১) শিল্পের উন্নতি বিধান করিয়া লোকের স্থায়ী কর্ম্মসংস্থান করিতে হইবে। (২) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও কাঁচা মালের মূল্য যাহাতে অতিরিক্ত বৃদ্ধি না হয় এবং অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাহাতে পণ্যমূল্য সর্ব্বদা উঠানামা না করে তদুদ্দেশ্যে যথাযথ উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। (৩) আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের সুব্যবস্থা করিয়া অবাধ বাণিজ্যের নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। এই সব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে মুদ্রা সম্প্রসারণ (ইনফ্লেশন) জনিত আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া কোন দেশকেই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। এই সমস্ত নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক ঋণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণের সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

সিন্ধুতে প্রমোদ কর বৃদ্ধি

সিন্ধু প্রদেশের বাজেটে যে ঘাটতি পড়িয়াছে তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক পরিষদ সম্প্রতি দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইলেক্‌ট্রিসিটি এবং আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবের উপর পূর্ব্বে যে পরিমাণ কর বহাল ছিল তাহা বাড়াইয়া দিয়াছেন। শতকরা ২০৲ টাকা প্রমোদ কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শিল্পের প্রয়োজনে যে পরিমাণ ইলেক্‌ট্রিসিটি খরচ হয় তাহার প্রতি ইউনিট-এর উপর এক পয়সা হারে কর ধার্য্য করা হইয়াছে। উপরোক্ত পরিমাণ কর ধার্য্য করায় অতিরিক্ত ৬,০০,০০০৲ টাকা আয় বাড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। যুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ বর্ত্তমানে আমোদ প্রমোদের উপর যে কর বহাল হইয়াছে তাহা হইতে রেহাই পাইবেন। মফঃস্বলে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইলেক্‌ট্রিসিটি ব্যবহার করে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রতি আনায় তিন পয়সা করিয়া কম কর দিতে পারিবে।

দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ ভারতের ট্রেড কমিশনার মিঃ মোদী সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট বলেন যে, ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। অধুনা ভারতীয় সুবৃহৎ শিল্পের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় ভারত দক্ষিণ আমেরিকাকে বহু প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করিতে সমর্থ হইতেছে। আর্জ্জেন্টিনাতে ভারতীয় পাট চালানের সুব্যবস্থা করিবার জন্য মিঃ মোদী চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

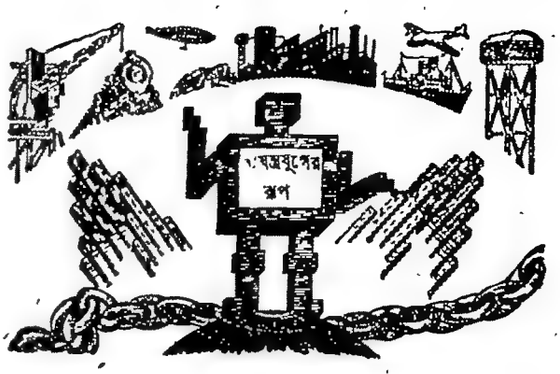

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাচ্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেন্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
(১৯৪০) লিমিটেড
কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

রেল ও সাধারণ তহবিল

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলওয়ে আর্থিক ব্যবস্থার পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ধারার সংশোধন করা হইয়াছে। সাধারণ আর্থিক ব্যবস্থা হইতে রেলওয়ে আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র করিয়া ১৯২৪ সালে যে রীতি প্রবর্ত্তিত হয় যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় তাহাতে কয়েকটি পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়া স্যার এড্‌ওয়ার্ড বেম্বল যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহা গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনগুলি সুপারিশ করা হয়—(১) ১৯২৪ সালের রীতি অনুসারে চলতি ও বকেয়া দেয় অর্থ ছাড়াও ১৯৪২-৪৩ সালে সাধারণ তহবিলে আরও ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। (২) ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে কনভেনশন অনুযায়ী উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে সাধারণ তহবিলে যাহা দিবার ব্যবস্থা আছে তাহা আর বলবৎ থাকিবে না। (৩) ১৯৪৩-৪৪ সালে মাল চালানের দরুণ উদ্বৃত্ত অর্থদ্বারা ক্ষতিপূরণ তহবিলের ঋণ শোধ করিয়া বক্রী টাকার শতকরা ২৫ ভাগ রেলওয়ের রিজার্ভ তহবিলে দেওয়া হইবে ও শতকরা ৭৫ ভাগ সাধারণ তহবিলে দেওয়া হইবে। যদি ঘাট্‌তি পড়ে তাহা হইলে সাধারণ তহবিল হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। (৪) নূতন কনভেনশান গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী বৎসরসমূহে উদ্বৃত্ত অর্থ কি ভাবে রেলওয়ে তহবিলে এবং সাধারণ তহবিলে বিতরণ করা হইবে তাহা পরিষদ নির্দ্ধারণ করিবেন। ঘাটতি টাকা সাধারণ তহবিল হইতে পূরণ করা হইবে।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

নূতন কর আদায়কারী কালেক্টর নিযুক্ত

সম্প্রতি ভারত সরকার তামাকের উপর নূতন কর ধার্য্য করিয়াছেন। এই নূতন কর আদায় করিবার জন্য বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশে যথাক্রমে রায়সাহেব মুখার্জ্জী, মিঃ পাপীয়া এবং মিঃ স্বামীনাথন নূতন কর আদায়কারী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধি

সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুযায়ী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ও মূল্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য ভারতসরকার এক মাস সময় দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ও মূল্য সম্পর্কিত নূতন আদেশ আগামী ১লা এপ্রিল হইতে বলবৎ হইবে।

উড়িষ্যা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিল এই তিন মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হিসাবে ১৭৷৷০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের অর্ডার দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে ধুতি, সাড়ী ও জামার কাপড় আছে। উপরোক্ত বস্ত্র পাওয়া গেলে উহা জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমস্ত জেলায় বিলি করা হইবে এবং নির্ব্বাচিত ব্যবসায়ীদের মারফত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ উহার বিলি ব্যবস্থা করিবেন। সহকারী প্রাইস্ কনট্রোলার মিঃ, পি, এন, মহান্তি সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিকে বলেন যে এই প্রদেশের আনুমানিক ১০ কোটি ৮০ লক্ষ বস্ত্রের স্বাভাবিক প্রয়োজন আছে। উহার মধ্যে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ গজ মিলের কাপড় ও অবশিষ্ট ৫ কোটি ৯০ লক্ষ গজ তাঁতের কাপড়।

উড়িষ্যা সরকারের বাজেট

১৯৪৩-৪৪ সালে উড়িষ্যার বাজেটে ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। ১লা মার্চ্চ সোমবার ব্যবস্থা পরিষদে উড়িষ্যার অর্থসচিব পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্র কর্ত্তৃক বাজেট উত্থাপন কালে উক্ত ঘাটতির কথা প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মিশ্র জানান যে, আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৯৪২-৪৩ সালের সংশোধিত বাজেটের নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা ৮০ হাজার টাকা এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত বাজেটের নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যাইবে কাজেই ঘাটতির পরিমাণ মোটের উপর ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ট্রেইডস্ ট্রাইবুন্যাল

বাংলা সরকার কর্ত্তৃক গঠিত ট্রেইডস্ ট্রাইবুন্যালের কার্য্যের সুবিধার জন্য সম্প্রতি বাংলা গভর্ণর খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (ফুড গ্রেন্স্ কণ্ট্রোল অর্ডার) অনুসারে উপরোক্ত ট্রাইবুন্যালের সভাপতি এবং অন্যান্য সভ্যবৃন্দকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। যে-সমস্ত দোকানের কিম্বা গুদামের বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের আইন ভঙ্গ করিয়া খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করিবে এবং অন্যান্য সন্দিগ্ধ বিকিকিনির স্থলে ট্রাইবুন্যালের সভাপতি এবং সভ্যবৃন্দ উক্ত ক্ষমতা বলে সেই সমস্ত স্থলের খাদ্যদ্রব্য সমস্ত পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মতানুসারে বিক্রি ও বিতরণের আদেশ জারী করিতে পারিবেন। যে সমস্ত গুদামে খাদ্য সামগ্রী মজুত রাখা হয় ট্রাইবুন্যালের সভাপতি উক্ত গুদামের হিসাবপত্র তাঁহার ইচ্ছানুরূপে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

বোম্বাইএ খাদ্য বরাদ্দ প্রথার বিশদ বিবরণ

বর্ত্তমানে বোম্বাইএর নাগরিকদিগকে ২৪ সপ্তাহের উপযোগী বরাদ্দ খাদ্যের কার্ড দেওয়া হইতেছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে গম, চাউল, জোয়ার ও বজরী সম্পর্কে বরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে। বরাদ্দ খাদ্যের কার্ড পাইবার যোগ্য ব্যক্তিগণকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—যথা (১) স্বগৃহে বাসিন্দা, (২) হোটেল, ক্লাব, রেস্তোরা প্রভৃতিতে ভোজনকারী, (৩) অনাথ আশ্রমবাসী ও (৪) গৃহহীন লোক। শেষোক্ত শ্রেণীর সংখ্যা এখনও গণনা করা হয় নাই। ভীড় লাঘব করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহেই খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইবে। বার ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিকে দুই ইউনিট এবং বার বৎসরের কম ও দুই বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ককে এক ইউনিট বলিয়া ধরা হইয়াছে। শ্রমিকদের জন্য ইউনিট স্বতন্ত্র।

টাকা পয়সা লেন দেন
ব্যাঙ্কের মারফতই নিরাপদ
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৫
হেড অফিস—৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।
ফোন : সাউথ—৫৮২।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১৫, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল—২৬৯২।
অন্যান্য শাখাসমূহ
বেঙ্গল :—বহরমপুর, বরিশাল। বিহার :—ছাপরা।
আমাদের ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন।
জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ এস, বি, ঘোষ দস্তিদার।

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
—আমাদের বৈশিষ্ট্য—
দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ত্ত
স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেণ্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে
ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

কাসাবিন
শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই
সুখসেব্য ঔষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্নিগ্ধ হয়।
বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

ভারতে প্রথম এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা

গত ২রা মার্চ্চ তারিখে এসোসিয়েটেড্ প্রেসের এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ ভারতের কোন এক বিখ্যাত কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারখানায় ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত এ্যালুমিনিয়াম কারখানার কাজ আরম্ভ হয় এবং বর্ত্তমানে পুরাদমে কাজ চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

(ভারতের বস্ত্র-শিল্প)

করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বস্ত্র-শিল্পের যে অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে তাহার পিছনে সে-সব ধরণের কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের যে উন্নতি দেখা গিয়াছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাহা কতদূর পর্য্যন্ত বজায় থাকিবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বর্ত্তমান উন্নতির কথা আলোচনা করিতে গিয়া এই যুদ্ধের সময় আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ও আমাদিগকে দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হইতেছে। তাহা এই যে, ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে এদেশবাসী জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন যোগ নাই। যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশের কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের মোট উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী পরিধেয় বস্ত্রের যোগান না বাড়িয়া তাহা বরং দিন দিন হ্রাসই পাইতেছে। ফলে কাপড়ের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার আজ আর কোন সীমা নাই। এইরূপ একটা মর্ম্মন্তুদ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণ এই যে, এদেশের কাপড়ের কলগুলি বর্ত্তমানে মুখ্যতঃ কেবল সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজেই জোর দিতেছে। সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সস্তা ধরণের কাপড় প্রস্তুত করিবার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, সরকারী অর্ডারের চাপে বর্ত্তমান অবস্থায় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার সুবিধা কম। তাহা ছাড়া কাপড়ের কলগুলিতে সাধারণের ব্যবহার-যোগ্য যেটুকু পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে দেশের গরীব লোকদের পক্ষে তাহা ন্যায্যদরে সংগ্রহ করাও অসম্ভব। ব্যবসায়ীদের অপরিমিত মুনাফার লোভ এদিক দিয়া একটা বিরাট প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এদেশের কাপড়ের কলের উৎপন্ন অধিকাংশ বস্ত্রই ধনী পাইকারদের মারফতে বাজারে ছাড়া হইয়া থাকে। যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগ লইয়া এই পাইকারেরা বর্ত্তমানে তাহাদের মরজি মত কাপড়ের দর বাড়াইয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে নানা কারণে মিলগুলিতে কাপড়ের উৎপাদন খরচ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের ধারণা এদেশের অনেক কাপড়ের কলে এখনও জোড়া প্রতি ৩ টাকা, ৩৷৷০ টাকা খরচে সাধারণের ব্যবহার্য্য ধুতি প্রস্তুত করা সম্ভবপর এবং কার্য্যতঃও তাহা হইতেছে। কিন্তু পাইকারদের একচেটিয়া আধিপত্যের এমনই মহিমা যে সেই ৩ টাকা ও ৩৷৷০ টাকা মূল্যের কাপড়ও আজ বাজারে ৮।৯ টাকার কম পাওয়া দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লাভখোর ব্যবসায়ীদিগকে দমন করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতেছেন না। দেশীয় কাপড়ের কলের মালিকেরা যদি বরাবরের জন্য জনসাধারণের আস্থা ও সমর্থন লাভ করিতে চান তবে এই যুদ্ধের সময়ে মিলে বেশী করিয়া সাধারণের ব্যবহার্য্য কাপড় প্রস্তুত করা এবং ন্যায্য মূল্যে উহা বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

দুই কূল রক্ষা!

১ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুইটিকেই রক্ষা করা জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য।

২ বীমাকারী এবং এজেণ্ট এই দুই পক্ষকেই সর্ব্বোত্তম সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য।

(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন)

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিমিটেড।
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

মাইকানাইট্!

প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট্, টিউব, "ভি" রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং
কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইণ্ডো-কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

মাদ্রাজের ইণ্ডো-কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে উক্ত ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানের যুদ্ধজনিত অনিশ্চয়তা ও নানা প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও ইণ্ডো-কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা সূচিত হইতেছে। উপরোক্ত বার্ষিক বিবরণীতে ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন ১৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, রিজার্ভ ফণ্ডে ৮৫ হাজার টাকা, চলতি ও স্থায়ী আমানত জমা, ক্যাশ সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, আলোচ্য বৎসরের নীট লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা প্রভৃতি লইয়া ইণ্ডো-কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭১৩ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ —ব্যাঙ্কে জমা ৩৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা; হাতে নগদ ২৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা; কোম্পানীর কাগজ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার, যৌথ কোম্পানীর ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে ৪০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা; আদায়যোগ্য ও নিরাপদ ভাবে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ২৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। উপরোদ্ধৃত হিসাব হইতে ইণ্ডো-কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের যেরূপ উন্নত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকগণ ধন্যবাদার্হ।

বেঙ্গল ফার্মস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

গত ৩রা মার্চ্চ বুধবার বেঙ্গল ফার্মস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের নদীয়া জিলান্তর্গত বাদকুল্লাস্থিত নবপরিকল্পিত সহর "সুরভিস্থানে" বিভিন্ন প্রকারের আনন্দোৎসব ও প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর জে, এন, মিত্র প্রধান অথিতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য :—মিঃ আদিনাথ ভাদুড়ী; মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি বার-এট-ল; রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি; ডাঃ এম, এল, কুণ্ডু ও ডাঃ বৈদ্যনাথ কুণ্ডু। উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভবদেব ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সহকারিগণ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সুখ-সুবিধার প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

উক্ত প্রতিষ্ঠান বাদকুল্লা নামক স্থানে ১০ হাজার বিঘা জমি নিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে ইহারা কলোনী স্থাপন করিয়াছেন এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থানে ডায়েরী ফার্ম, চাউলের কল, তৈলের ঘানি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি লইয়া ইঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ট্রাক্টরের সাহায্যে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। বর্ত্তমানে সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী প্রায় সমস্তই উৎপন্ন হইতেছে।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেলভেডিয়ার জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **নিউ সেণ্ট্রাল জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **মেয়ার স্যামুয়েল মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে ১০৲ টাকা। **ষ্টীল কর্পোরেশন্ অব বেঙ্গল লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা। **কোলাবা ল্যাণ্ড এণ্ড মিল কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **নিউ সিটি অব বম্বে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **নিউ গ্রেট ইষ্টার্ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

সিংহ দাস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সি।

ইউনিভার্সাল ট্রেড কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন, কে, ভট্টাচার্য্য। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা—লোহালক্কড়, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও বিবিধ প্রসাধন সামগ্রীর কাজকারবার।

কেমিক্যালস্ এণ্ড ড্রাগস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৫৯, নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ঔষধপত্র ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা।

হিন্দুস্থান ড্রাগস্ হাউস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ঔষধপত্রাদির কাজকারবার।

শিব জুট বেলিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ বাজোরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩০, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—পাটের কাজকারবার।

দেওঘর প্রোপার্টিজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মদনলাল শেকসারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, বুলেন ষ্ট্রীট, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমি, ইমারত ও অন্যান্য প্রকার বিষয়সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, ইজারা, তাড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজকারবার।

হরলালকা ব্রাদার্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর কেশবদিউ হরলালকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—চিনি, গুড় ইত্যাদির কাজকারবার।

বেসিক কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বীরেন্দ্রনাথ সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—খারের মঠ, ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও উহার উপাদান প্রস্তুতের কারখানা।

বেঙ্গল হার্ডওয়েয়ার কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিমলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা—লৌহ ঢালাই করা ও লৌহ সংক্রান্ত অন্যবিধ কাজকারবার।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড.

স্থাপিত—১৯৩১

হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নর্টন বিল্ডিংস

ফোন : ক্যাল : ৬৫৭৯,

বড়বাজার : ২০৪, হ্যারিসন রোড, ফোন : বি, বি, ২২০৪

অন্যান্য শাখা—বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

পে অফিস : ইছাপুরা (ঢাকা) ঃঃ এজেন্সি—বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ।

টেলিগ্রাম—"রেপবো" কলিকাতা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, মুখার্জ্জী টেলিফোন—পি, কে, ২৬৮১

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা এমনই নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ ছিল যে, বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই। পূর্ব্বের ন্যায় টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতাই একমাত্র বক্তব্য বিষয়। এই একটানা অত্যধিক স্বচ্ছলতার বাজারে টাকা ধার দেওয়ার লোকের কোন অভাব নাই। অভাব শুধু ধার লইবার লোকের। কেন্দ্রীয় সরকারের বিঘোষিত বাজেট টাকার বাজারে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করে নাই। বোম্বাইএর ব্যবসায়ী মহল বাজেট সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নিরাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্থানীয় টাকার বাজারে কোন প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও পূর্ব্ববৎ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিনিময় বাজারের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটিবার কোন ভরসা আপাততঃ দেখা যাইতেছে না।

গত ২রা মার্চ্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৵৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৵৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ৯ই মার্চ্চ তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং ৮ই মার্চ্চ অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১২ই মার্চ্চ তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী "ইণ্টারমিডিয়েট" ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত বিল গত ৩রা মার্চ্চ হইতে আগামী ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬০৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ভারতসরকারকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৮৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ২১ হাজরা টাকা ও ২৫ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৪ কোটি ২২ লক্ষ ৮৫ হাজার ও ১৬ লক্ষ টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৯ কোটি ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, ৬৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৯৳ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৯৳ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ৳ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৫ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। কয়েকটি বিভাগের বিকিকিনি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ হইবার পর বাজারে অনুকূল প্রতিক্রিয়াই লক্ষিত হইয়াছে। উক্ত বাজেটে নূতন নূতন কর ধার্য্য করা হইয়াছে, এই সমস্ত নূতন কর বিভিন্ন শিল্পের উপর যে ভাবে ধার্য্য করা হইয়াছে তাহাতে কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয়ের দ্বারাও ঐ নূতন কর-ভার বহন করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়

চরকা - - -

ভারতের প্রধান কুটীর শিল্প খদ্দর তৈরীর জন্য চরকায় সুতা কাটা হয়—আর এই চরকাই আমাদের অসংখ্য গ্রামবাসীকে জীবিকার্জ্জনে সাহায্য ক'রে থাকে।

চরকার অতি প্রয়োজনীয় অংশ হ'চ্ছে টাকু—এই টাকু ইস্পাত দিয়েই তৈরী হয়

TATA

টাটা

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত। হেড সেলস অফিস : ১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

না। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দর এবার যথাক্রমে ৩৩৷৷০ আনা হইতে ৩৩৷৷৵০ আনায় এবং ২৩৸৵০ আনা হইতে ২৫৸৵০ আনায় উঠিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে জাপানী নৌবহরের আক্রমণ আশঙ্কায় শেয়ার বাজারে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু জাপানী নৌবহরের সমূহ ধ্বংস হওয়ার সংবাদ শেয়ার বাজারের কাজকারবার সপ্তাহের প্রথম ভাগের মতই তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। শেয়ার বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে নিকট ভবিষ্যতেই শেয়ারের মূল্যে উর্দ্ধগতি দেখা যাইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

কোম্পানীর কাগজ

আয়কর এবং অতিরিক্ত করের হার বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর কাগজের শেয়ার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই তবে কোম্পানীর কাগজের শেয়ার বাজারের কাজকারবার অত্যন্ত অল্প পরিমাণ হইয়াছে। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪৸০ ; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৮৸৵০ ; পরিবর্ত্তিত ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১০০৷৵০ ; ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১০৩৵০ ; ৩৲ সুদের (১৯৫৪) ১০০৵০ ; ৪৲ সুদের (১৯৬০-৭০) ১১০৷৵০ ; ৫৲ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৮৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন বিকিকিনি হয় নাই।

ব্যাঙ্ক

বাঙ্কের শেয়ার বাজারে বিশেষ উর্দ্ধগতি লক্ষিত হয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৭২৭৲ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৬৲।

কয়লার খনি

অন্যান্য বিভাগের ন্যায় কয়লার শেয়ার বাজারেও উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। বেঙ্গল ৪৪১৲ ; এমালগেমেটেড ৩৩৸৵০ ; বোকারো এণ্ড রামগড় ১৯৷৵০ ; বরাকর ১৩৸৵০ ; ইকুইটেব্‌ল ৩৬৲ ; নিউ বীরভূম ১৭৸৵০ ; পেঞ্চ ভেলি ৩৭৷৵০।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। বেঙ্গল-নাগপুর ৩১৸০ ; কানপুর টেক্সটাইল ১৭৸০ ; ডানবার ২৯৩৲ ; এল্‌গিন্ ৪৭৸০ নিউ ভিক্টোরিয়া ৪৷৷০ ; কেশোরাম ১৮৸০।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের বাজার অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে চলিতেছিল। আদমজী ২৭৷৷০ ; এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৭২৲ ; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে মূল্য ছিল ৩৫৫৲ ; আগরপাড়া ২৪৷৷৵০ ; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহার মূল্য ছিল ২৩৷৵০ ; হাওড়া ৬০৸০ ; রিলায়েন্স ৬১৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ—৩৫৷৷৵০ ; ষ্টীল কর্পোরেশন—২৫৸৵০ ; আর্থার বাট্‌লার—১৫৸০ ; ভারতিয়া ইলেক্‌ট্রীক ষ্টীল—১৭৷৷৵০ ; বৃটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ—১২৷৷৵০।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা কর্পোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন—যথাক্রমে ৩৷০ এবং ২৷০ অপরিবর্ত্তিত ছিল। অ্যালকালি কেমিক্যাল—২৯৷৵০ ; আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট—১৩৷৵০ বি, আই কর্পোরেশন—৬৷৵০ ; বৃটিশ সিলোন কর্পোরেশন—১৮৲।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২৫শে ফেব্রুয়ারী—১০০৷৵০ ১০০৷৷০ ; ১লা মার্চ্চ—১০০৷৵০ ১০০৷৷৵০ ১০০৷৵০ ১০০৷৵০ ; ২রা—১০০৷০ ; ৩রা—১০০৷৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২রা মাঃ—১০২৸০ ; ৩রা—১০৩৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে ফেঃ—১০০৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে ফেঃ—৮০৸৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৫শে ফেঃ—৯৫৷৵০ ; ২৬শে—৯৫৷৷০ ; ১লা মাঃ—৯৫৸০ ; ৩রা—৯৫৷৵০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৩রা মাঃ—১০৩৵০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে ফেঃ—৯৪৲ ; ২৬শে—৯৪৲ ; ১লা মাঃ—৯৪৲ ৯৪৷০ ; ২রা—৯৪৲ ৯৪৷৵০ ৯৪৷০ ; ৩রা—৯৪৲ ৯৪৷০ ৯৪৸০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৬শে ফেঃ—১০২৸৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৬শে ফেঃ—১১০৷৵০ ; ১লা মাঃ—১১০৵০ ১০৯৸০ ; ৩রা—১১০৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১লা মাঃ—১০৮৲।

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের (১৯৪৩-৫০) অটল টি ১লা মাঃ—১০৫৲।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ২৬শে ফেঃ—১,৭২৫ ; ১লা মাঃ—১,৭২৫ ১,৭২৭ ; ৩রা—১,৭৩০। রিজার্ভ ২৫শে ফেঃ—১০৬৲ ; ২৬শে—১০৫৷৷০ ; ১লা মাঃ—১০৬৲ ; ২রা—১০৬৲ ; ৩রা—১০৬৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২৫শে ফেঃ—৩৩৷৵০ ৩৩৷৷০ ; ২৬শে—৩৩৷৷৵০ ; ২রা মাঃ—৩৩৸৵০ ; ৩রা—৩৩৷৵০ ৩৩৸০ ৩৩৸৵০। বেঙ্গল ২৬শে ফেঃ—৪৩২৷৷০ ; ৩রা মাঃ—৪৪০৲ ৪৪১৲। ভালগোড়া ২৫শে ফেঃ—৬৷৵০ ৬৷৵০ ; ২রা মাঃ—৬৷৵০। বোকারো এ্যাণ্ড রামগড় ২৫শে ফেঃ—১৮৷০ ১৮৷৷০ ১৮৷৷৵০ ; ২৬শে—১৮৷০ ; ৩রা—১৯৲ ১৯৵০ ১৯৷০ ১৯৷৵০। বড়িয়া (অর্ডি) ৩রা মাঃ—১৯৷৷০। বড়ধেমো ২৫শে ফেঃ—৬৷০ ৬৷৵০ ; ৩রা মাঃ—৬৷৷৵০। বরাকর ৩রা মাঃ—১৩৸০ ১৩৸৵০। ইকুইটেব্‌ল ৩রা মাঃ—৩৬৲। হরিলাদি ১লা মাঃ—১৬৷০ ১৬৵০ ১৬৲। কালাপাহাড়ী ২৫শে ফেঃ—১৩৷৵০ ১৩৷৷০ ; ২৬শে—১৩৸০ ; ১লা মাঃ—১৩৸০। কুয়ার্দী ২৫শে ফেঃ—৪৷০ ৪৸৵০ ৫৲ ; ২৬শে—৪৸৵০ ৪৸৵০ ৫৲ ৫৵০। মান্দালপুর ২৫শে ফেঃ—১১৷০। নাজিরা ২৬শে ফেঃ—৯৷০ ৯৵০ ৯৵০। নিউ বীরভূম ২৬শে ফেঃ—১৭৸০ ; ১লা মাঃ—১৭৷৵০। নর্থ দামুদা ২৫শে ফেঃ—৫৸৵০। পরাশিয়া ১লা মাঃ—২৲ ;

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত
হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—**বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।**

পে অফিস : **মিরকাদিম**

ডি, এফ স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

৩রা—১৸৶০। পেঞ্চ ভেলি ২৫শে ফেঃ—৩৭৲ ৩৭৶০ ৩৭৶০। রাণীগঞ্জ ২৫শে ফেঃ—২৬৲। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানশোল ৩রা মাঃ—১।৶০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ১লা মাঃ—৯।০ ; ২রা—৯।০ ৯।৶০ ; ৩রা—৯।০ ৯।৴০ ৯।৶০ ; (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১১।৶০ ; ২৬শে—১১৸০ ; ২রা মাঃ—১২৲ ১২৶০ ; ৩রা—১২৲ ১২।০ ১২৶০। বেঙ্গল নাগপুর ২৫শে ফেঃ—৩০।০ ; ১লা মাঃ—৩১৸০ ৩১৲ ; ২রা—৩১৲ ৩১।০ ৩১৶০ ; ৩রা—৩১॥০ ৩১৸০। বেনারস ২৫শে ফেঃ—৯॥৶০ ; ২৬—৯৸০ ৯॥০ ; ২রা মাঃ—১০৲ ; ৩রা—১০।০ ১০।৶০। বাউড়িয়া ("এ" প্রেফ) ৩রা মাঃ—১৮২৲ ; ("বি" প্রেফ) ২৬শে ফেঃ—১২০৲। কাণপুর টেক্সটাইলস্ ২৫শে ফেঃ—১৬।৶০ ১৬॥৶০ ; ১লা মাঃ—১৬॥৶০ ১৬৸০ ১৬৸৶০ ; ২রা—১৭৲ ; ৩রা—১৭৲ ১৭৶০। ঢাকেশ্বরী ১লা মাঃ—২১৸৶০ ২২৲। ডানবার ২৬শে ফেঃ—২৮৭৲ ; ১লা মাঃ—২৯০৲ ২৯১৲ ২৯২৲ ; ২রা—২৯২৲ ; ৩রা—২৯২৲ ২৯৩৲। ঢাকেশ্বরী ১লা মাঃ—২১৸৶০ ২২৲। এলগিন মিলস্ ২৫শে ফেঃ—৪৭৸০ ; ২৬শে—৪৭॥০ ৪৭৶০ ; ১লা মাঃ—৪৭।৶০ ৪৭॥৶০ ৪৭॥০ ; ২রা—৪৭।৶০ ৪৭॥০ ; ৩রা—৪৭।৶০ ৪৭॥০ ৪৭॥৶০ ৪৭॥৶০ ৪৭৸০। কেশোরাম ২৫শে ফেঃ—১৭৸০ ১৭৸০ ১৭৸৶০ ১৮৶০ ; ২৬শে—১৭৸৶০ ; ১লা মাঃ—১৮।০ ; ২রা—১৮।৶০ ১৮॥০ ১৮॥৶০ ১৮৸০ ; (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১৪৬৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৫শে ফেঃ—৭৸৶০ ৭৸৶০ ; ২৬শে—৭৸৶০ ; ১লা মাঃ—৭৮৶০ ৭৸৶০ ৭৸৶০ ; ২রা—৮।০ ৮৶০ ৮।০ ৮৶০ ; ৩রা—৮।৶০ ৮।৶০ ৮॥০ ; (প্রেফ) ৩রা মাঃ—১১।০ ১১।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাট্‌লার ২৬শে ফেঃ—১৪৲ ; ১লা মাঃ—১৪৸০ ১৫।০ ১৫।০ ১৫।০ ; ২রা—১৫॥৶০ ১৫৸০। ভারতিয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ২৫শে ফেঃ—১৬৸৶০ ১৭৲ ; ১লা মাঃ—১৭।০ ১৭।৶০। ব্রেইথওয়েট এণ্ড কোং ২৫শে ফেঃ—৮॥৶০ ; ২৬শে—৮॥৶০ ; ১লা মাঃ—৮৸০ ৮৸৶০ ৮৸৶০ ৯।০ ; ৩রা—৮৸৶০ বৃটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৩রা মাঃ—১২॥৶০। বার্ণ এণ্ড কোং (৬৲ প্রেফ) ২৬শে ফেঃ—১৩৮॥০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ২৬শে ফেঃ—৩৫৶০ ৩৫৶০ ৩৫।০ ৩৫।৴০ ৩৫।৶০ ; ১লা মাঃ—৩৫॥০ ; ৩রা—৩৮৲ ৩৮৸০ ৩৯৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৫শে ফেঃ—৩৩॥০ ৩৩।৶০ ৩৩।৶০ ৩৩৶০ ; ২৬শে—৩৩॥৴০ ৩৩॥০ ৩৩॥৶০ ৩৩।৶০ ৩৩।৶০ ; ১লা মাঃ—৩৪॥০ ৩৪৸৶০ ৩৪৸০ ৩৪॥৶০ ৩৫৴০ ৩৪॥৶০ ৩৫৲ ৩৫৶০ ৩৪৸০ ৩৫।০ ৩৪॥০ ৩৪৸৶০ ; ২রা—৩৫৶০ ৩৫৶০ ৩৪৸৶০ ৩৪॥৶০ ৩৪॥৶০ ৩৪৸০ ৩৪৸০ ৩৫৲ ; ৩রা—৩৪৸০ ৩৪॥৶০ ৩৪॥৶০ ৩৪॥৶০ ৩৪॥০। ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবল কাষ্টিং (ডেফার্ড) ১লা মাঃ—২৸০। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট ওয়াগন (অর্ডি) ৩রা মাঃ—৬১৲। মেশপ এণ্ড কোং ২৬শে ফেঃ—২০॥৶০ ; ৩রা মাঃ—২১॥০। কুমারধুবি (অর্ডি) ২৫শে ফেঃ—৬৶০ ৬।৴০ ৬।৶০ ; ২৬শে—৬।৴০ ৬।৶০ ; ১লা মাঃ—৬॥০ ৬॥৴০ ৬॥৶০ ; ২রা—৬॥০ ৬॥৴০ ৬॥৶০ ৬॥৶০ ; ৩রা—৬॥৶০ ৬॥৴০ ৬॥৶০ ৬৸০। মার্শেল এণ্ড কোং ২৫শে ফেঃ—৩॥০ ; ১লা মাঃ—৩॥০ ২রা—৩॥৶০ ; ৩রা—৩।৶০ ৩॥০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৫শে ফেঃ—১২৶০ ১২৶০ ১২।০ ; ২৬শে—১২৶০ ১২৶০ ১২।০ ; ১লা মাঃ—১২।৶০ ১২॥০ ; ২রা—১২॥৶০। ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ২৫শে ফেঃ—২৪।৶০ ২৪।৴০ ২৪।০ ২৪৶০ ২৪৴০ ২৪৲ ; ২৬শে—২৪।৶০ ২৪।০ ২৪।৴০ ; ১লা মাঃ—২৪৸৶০ ২৫।৴০ ২৫৶০ ২৫৲ ২৫।৶০ ২৫৸৶০ ২৫।০ ; ২রা—২৫৶০ ২৫।৶০ ২৫৶০ ২৫৸৶০ ; ৩রা—২৫৲ ২৫৸৶০ ২৫৶০ ২৫৶০ ; ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১২০॥০ ১২০৲ ; ২৬শে—১২০৲ ১২০॥০ ১২১৲ ; ১লা মাঃ—১২০৲ ; ৩রা—১২০॥০।

পাটকল

আদমজী ২৫শে ফেঃ—২৭॥০ ২৭।০ ২৭॥০ ; ২৬শে—২৭।৶০ ২৭॥০। আগরপাড়া ১লা মাঃ—২৪।০ ; ২রা—২৪॥০ ২৪॥৶০। এলবিয়ন ১লা মাঃ—২০৮৲ ; ২রা—২১৮৲ ২২০৲ ২২০॥০। আলেকজেণ্ড্রা ২৫শে ফেঃ—২৩০৲ ; ২৬শে—২৩৫৲ ; ১লা মাঃ—২৩৭৲ ; (প্রেফ) ১লা—১৪৩।০। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

নগদ টাকার পরিবর্ত্তে কণ্ট্রাক্টার, সাপ্লায়ার এবং ক্লিয়ারিং এজেণ্ট্‌রা আমাদের দেওয়া 'গ্যারাণ্টি পত্র' জমা রাখতে পারেন এবং তা 'ইণ্ডিয়ান্ কাষ্টম্' ও 'টাটা'র দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে।

হারাণো শেয়ার স্লিপ্, ইন্সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদি আবার 'ইস্থ' করার জন্য 'ইন্‌ডেম্‌নিটি বণ্ড' দেওয়া হয়।

বিভিন্ন বন্দরে ও জাহাজ ঘাটে মাল চালান ও খালাস করা হয়।

ভারতের মধ্যে ৬০টি ব্রাঞ্চ অফিস মারফৎ অত্যন্ত অল্প পারিশ্রমিকে বিল, চেক, হুণ্ডি এবং ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম্ আদায় করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থার জন্য বিশেষ দর পাওয়া যায়।

কোলিয়ারি, চা-বাগান, কল-কারখানা প্রভৃতিতে যৎসামান্য কমিশনে নিয়মিতভাবে খুচরা ও রেজ্‌কি সরবরাহ করা হয়।

অনুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল, টি-কোটা এবং ইন্সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদির পরিবর্ত্তে টাকা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—**এইচ্ দত্ত**

হেড অফিস : ১৫ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কাল ৫১৩০ (৫ লাইন) টেলিগ্রাম : 'ওয়ার্থ্‌স্' কলিকাতা

প্রগতিশীল ভারতীয় শেডিউলড্ ব্যাঙ্ক

CBK 13

২৫শে ফেঃ—৩৫৩৲ ৩৫৫৲ ; ২৬শে—৩৫৫৲ ; ১লা মাঃ—৩৬৩৲ ৩[illegible]৲ ; ২রা—৩৬৯৲ ৩৭০৲ ৩৭২৲ ; ৩রা—৩৬৮৲ ৩৬৯৲ ৩৭০৲ ৩৭২৲ ৩৭৩৲। অকল্যাণ্ড ২৫শে ফেঃ—১৮২৲ ; ৩রা মাঃ—১৮৮৲ ; (প্রেফ) ১লা—১৪৩৲। বালি ২৫শে ফেঃ—২৭৪৲ ২৭৬৲ ; ২৬শে—২৭৪৲ ২৭৬৲ ; ১লা মাঃ—২৭৯৲ ২৮০৲ ২৮১৲ ২৮২৲ ২৮৩৲ ২৮৪৲ ২৮৫৲ ; ২রা—২৮৫৲ ২৮৬৲ ২৮৭৲ ২৮৮৲ ২৯০৲ ২৯২৲ ২৯৪৲ ২৯৭৲ ; ৩রা—২৯৪৲ ২৯৫৲। বেলভেডিয়র ২৬শে ফেঃ—৪৫১৲ ৪৫২৲ ; ১লা মাঃ—৪৬০৲ ৪৬২৲ ৪৬৩৲ ৪৬৪৲ ; ৩রা—৪৭০৲। বেঙ্গল ২৬শে ফেঃ—২২॥০ ; ২রা মাঃ—২৩॥০। বিড়লা ২৫শে ফেঃ—৪৪৲ ; ২৬শে—৪৪।০। বজবজ ২৫শে ফেঃ—৩৮৩৲ ৩৮৪৲ ৩৮৬৲ ৩৮৮৲ ; ২৬শে—৩৮৫৲ ৩৮৭৲ ; ১লা মাঃ—৩৯৩৲ ; ৩রা—৪০১৲। কলিকাতা ২রা মাঃ—২৮॥৵০। শেভিয়ট ২৫শে ফেঃ—১৯৩৲ ; ২৬শে—১৯৪৲ ; ১লা মাঃ—২০০৲ ; ২রা—২০৬৲ ; ৩রা—২০৭৲। ক্লাইভ ২৬শে ফেঃ—২৩।৵০ ; ১লা মাঃ—২৪।০ ২৪।৵০ ; ২রা—২৪॥৴০ ২৫৲ ; ৩রা—২৪৸৶০ ২৫৵০ ; (৬৲ প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১৩৩৲ ক্রেগ্ ২৬শে ফেঃ—২॥৵০ ; (প্রেফ) ৩রা মাঃ—৬৬৲। ডালহৌসী ১লা মাঃ—২৩৪৲ ২৩৪॥০ ; ৩রা—২৪২৲ ২৪৪৲ ২৪৫৲ ; (প্রেফ) ২রা মাঃ—১৬৯৲। ডেল্টা ২৫শে ফেঃ—৪৫৬৲ ; ১লা মাঃ—৪৬১৲ ৪৬২৲ ৪৬৩৲ ৪৬৫৲ ৪৬৭৲ ৪৭০৲। এম্পায়ার ৩রা মাঃ—২৮॥৵০। হাওড়া ২৬শে ফেঃ—৫৭৸৵০ ৫৮৴০ ৫৮।৴০ ; ১লা মাঃ—৫৯৵০ ৫৮৸০ ৫৯৲ ৫৮৸৵০ ৫৯৶০ ৫৯॥০ ৫৯৸৵০ ; ২রা—৬০৲ ৬০।৵০ ৬০।৵০ ; ৩রা—৬০।০ ৬০।৵০ ৬০॥০ ৬০৸৵০ ৬০৸০। হুকুমচাঁদ ২রা মাঃ—২২৵০ ২২॥০ ; ৩রা—২২॥০ ২২৲ ২২॥৵০। ইণ্ডিয়া ২৫শে ফেঃ—৪৬৫৲ ৪৬৮৲ ৪৬৭৲ ; ২৬শে—৪৬৭৲ ৪৬৬৲ ; ১লা মাঃ—৪৬৮৲ ৪৭৩৲ ৪৭৪৲ ৪৮৪৲ ৪৮৫৲ ; ২রা—৪৮২৲ ৪৮৬৲ ৫০০৲ ৫০৩৲ ৫০৪৲ ৫০৫৲। কামারহাটি ২৫শে ফেঃ—৫৩৪৲ ; ২৬শে—৫৩৪৲ ৫৩৫৲ ৫৩৬৲ ; ১লা মাঃ—৫৩২৲ ৫৩৫৲ ৫৩৮৲ ; ২রা—৫৪০৲ ৫৩৮৲ ৫৪২৲ ৫৪৪৲ ৫৪৫৲ ৫৪৮৲ ৫৫০৲ ; ৩রা—৫৪৮৲ ৫৫২৲ ৫৫১৲ ৫৪৭৲ ৫৫০৲ ৫৫৩৲ ৫৫৪৲। কেলভিন্ ২৫শে ফেঃ—৫৮৫৲ ৫৮৮৲ ; ২৬শে—৫৮৮৲ ; ২রা মাঃ—৬০৩৲ ৬১০৲ ৬১২৲ ; ৩রা—৬০৪৲। ল্যান্সডাউন (অর্ডি) ৩রা মাঃ—১৫১৲ ১৫২৲ ; (প্রেফ) ২৬শে ফেঃ—১৪২৲। লরেন্স ২৬শে ফেঃ—২৪০৲ ; ১লা মাঃ—২৪৫৲। লোথিয়ান ৩রা মাঃ—২৫৩৲। মেঘ্না ২৫শে ফেঃ—৬৫।০ ; ১লা মাঃ—৬৬॥০ ; ২রা—৭০৲ ৭০॥০ ৭১॥০ ; ৩রা—৭২॥০। ন্যাশনাল ২৫শে ফেঃ—২৪৶০ ২৪।০ ; ২৬শে—২৪৶০ ২৪।০ ২৪৲ ; ১লা মাঃ—২৪৲ ২৪॥৵০ ২৪।৵০ ২৪॥০ ২৪।৶০ ; ২রা—২৪॥০ ২৪॥৴০ ২৪॥৵০ ২৪৸০ ২৪৸৵০ ; ৩রা—২৫।০ ২৫।৵০ ২৫॥০। নিউসেণ্ট্রাল ২৫শে ফেঃ—৩৩৮৲ ; ১লা মাঃ—৩৫০৲ ; ২রা—৩৫৭৲ ৩৫৮৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ২৫শে ফেঃ—১৫॥০ ; ২৬শে—১৫॥০ ; ১লা মাঃ—১৫৸০ ; ২রা—১৬৵০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৫শে ফেঃ—১৭১৲ ; ২৬শে—১৭০৲ ১৭০॥০ ; ১লা মাঃ—১৭০৲ ১৭১৲ ; ২রা—১৭০৲ ১৭০॥০। ওরিয়েণ্ট ১লা মাঃ—২৬৸০ ২৭৲ ২৭৴০ ; ২রা—২৭।০ ; ৩রা—২৭৵০। শ্রীগোপাল ২রা মাঃ—১৯॥৵০ ১৯॥৶০ ; ৩রা—২০৲। টিটাগড় (অর্ডি) ২৬শে ফেঃ—২৩॥৵০ ; ১লা মাঃ—২৪।০ ২৩৸০ ২৩৸৵০ ২৪৲ ; ২রা—২৩৸০ ২৩৸৴০ ২৩৸৵০ ২৩৸৶০ ; ৩রা—২৩॥৵০ ২৩৸৵০ ২৩৸০ ২৩৸৴০।

বিবিধ

এ্যালকলি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ২৫শে ফেঃ—২৭।৵০ ২৭॥৵০ ; ২৬শে—২৭॥০ ২৭॥০ ২৭৸০ ; ২রা মাঃ—২৭॥০ ; ৩রা—২৯৲ ২৯।০ ২৯।৵০ ; (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১২২৲ ১২২॥০। এ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন ২৫শে ফেঃ—১৫৸৵০ ১৬৴০ ; ১লা মাঃ—১৬৶০ ১৬।০ ; (প্রেফ) ২৬শে ফেঃ—১৩০৲ ; ৩রা মাঃ—১৩৬৲। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ১লা ফেঃ—১৩।০ ; ২রা—১৩।০ ১৩।৵০ ১৩।৶০। বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি) ৩রা মাঃ—৩৯৪৲। বৃটিশ সিলোন কর্পোরেশন ২রা মাঃ—১৭৸০ ১৭৸৵০ ; ৩রা—১৮৲। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৬শে ফেঃ—১৭।৵০ ১৭॥০ ; ২রা মাঃ—১৮৵০ ; (ডেফার্ড) ২৫শে ফেঃ—৪।৵০ ৪।৶০ ; ২রা মাঃ—৪॥৶০ ; (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১৩৪৲ ; ২৬শে—১৩৪৲ ১৩৩॥০ ; ৩রা মাঃ—১৩৪৲ ১৩৪॥০। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্ ২৫শে ফেঃ—৩১।০ ; ২৬শে—৩১॥০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (অর্ডি) ২৫শে ফেঃ—২৮৵০ ; ২রা মাঃ—২৮৵০ ; (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ—১৭২৲।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কর্ত্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা।

শাখাসমূহ :—

দ্বারভাঙ্গা লাহেরিয়াসরাই, বেলেঘাটা, ভাগলপুর, মিরকাদিম, নাথনগর, বোলাঙ্গীর (পাটনা ষ্টেট), ফরিদপুর, রায়পুর, কাটাবঞ্জী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

ফোন কলিঃ ২৮৬৭

এশিয়া ব্রিউচুয়োল

ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

২, ডাল হাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। এবার মিলওয়ালারাও পাট ক্রয়ের দিকে কিছুটা আগ্রহ দেখাইয়াছেন। মফঃস্বল হইতে পাট সরবরাহ দারুণ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যানবাহন বিভ্রাটের ফলে যদি আবশ্যক পরিমাণ পাট সরবরাহ না হয় তাহা হইলে চটকলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বাধ্য হইয়াই হ্রাস করিতে হইবে। এই সব কারণেই এবার থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব থাকা সত্ত্বেও কাঁচা পাটের বাজারে কিঞ্চিৎ তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে। কাঁচা বেল ও পাকা বেল বিভাগে এবার কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য হইয়াছে।

থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায়। সপ্তাহের প্রথমভাগে বাজারে একটু উন্নতির ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের মধ্য ভাগ হইতে সেই উন্নতি আর বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই এবং থলে ও চটের দরে নিম্নগতি লক্ষিত হয়। এবার ৯নং পোর্টার নগদ ১৭।০ আনা, মার্চ্চ ১৭।/০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭।৵০ আনা, ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭।৵০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২২।৵০ আনা, মার্চ্চ ২২৷৷০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২৸০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২৷৷৵০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। কিছুকাল পরে লম্বা আঁশযুক্ত তূলা আর আদৌ পাওয়া যাইবে না, বাজারে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলেই তূলার দরে এবার এমন চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে।

তূলার বাজারে চড়তির ভাব দেখা দেওয়ায় এবার কাপড়ের বাজারও তেজী হইয়া উঠিয়াছে। বস্ত্রের মূল্যে বিশেষ উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর অনশন সম্পর্কে রাজনৈতিক পরিস্থিতি মারাত্মক হইয়া উঠিবে বলিয়া যে শঙ্কার ভাব দেখা গিয়াছিল তাহা এখন কাটিয়া গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে গ্রীষ্মকালীন জামা কাপড়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা মহলের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্রাদির দর সহসা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজ-কারবারের পরিমাণ আদৌ সন্তোষজনক হইতে পারে নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৫ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে কাজকারবারে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। বোম্বাইএর সোণার বাজারও তেজী ছিল এবং গত কয়েক মাসের মধ্যে গত সপ্তাহেই সোণার মূল্য অত্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। বোম্বাইএর বাজারে রেডি সোণা ৬৮৵০ আনা, কলিকাতার বাজারে রেডি সোণা ৬৭৸৵০ আনা। গিনি ৪৮৸০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার বাজারও বেশ তেজী ছিল। রূপার মূল্যে বরাবর একটা উর্দ্ধগতি লক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের রূপার বাজারের কাজকারবারেও তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে রেডি রূপা ছিল ১০৬৸৵০; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহার দাম ছিল—১০৩।০। কলিকাতার বাজারে এবার রূপার দাম ছিল—১০৬৷৷০।

কলিকাতায় মাথা পিছু বরাদ্দ প্রথার পরিকল্পনা

সরবরাহ বিভাগ খাদ্যদ্রব্যাদি সম্পর্কে মাথা পিছু বরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। খাদ্যশস্য, রুটি, ডাল, চিনি, কেরোসিন, কয়লা, লবণ, সরিষার তৈল ইত্যাদি সমুদয় খাদ্যদ্রব্যই যে অবিলম্বে এবং একই সঙ্গে বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। গৃহবাসীরা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট দোকান হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন তজ্জন্য তাহাদিগকে কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেক ওয়ার্ড বা এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের লইয়া এ্যাড-ভাইসরী বা পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের কথাও উক্ত পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে সরবরাহ বিভাগের স্পেশাল অফিসার বিভিন্ন বণিক সভা, কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি-দের সঙ্গে গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন।

উন্নতির পরিচয় ঃ—

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

হেড অফিস
(নিজস্ব বাড়ী)
"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

মূলধন

অনুমোদিত	২৫,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত	১৮,০০,০০০৲	উপর
আদায়ীকৃত	৭,৫০,০০০৲	„

শাখাসমূহ
নয়াদিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কার্সিয়াং, আসানসোল, বাঁকুড়া রাঁচী, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বোম্বাই।

আমরা সর্ব্বপ্রকার শেয়ার যথা লোহ, ইস্পাত, পাট, কার্পাস ইত্যাদির এবং গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বেচা-কেনা করি।
এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের জন্য আমরা বার্ষিক ৪৷৷০ টাকা হারে সুদ দিয়া থাকি।
বাজারে চলতি যে কোন শেয়ারের শতকরা মাত্র ২৫৲ টাকা হারে জমা দিলে আমরা উহার বেচা-কেনার কাজ করিয়া থাকি।
আমাদের "শেয়ার মার্কেট রিপোর্টে" বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পাইবেন।
বিনামূল্যে নমুনা কপি পাঠান হয়।

ডিভিডেণ্ড ঃ— অংশীদারগণ দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের মূলধনের মোট শতকরা ১৬৲ টাকা লভ্যাংশ পাইয়াছেন।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

গত ১লা মার্চ্চ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী অকপটে তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের অসহায় অবস্থার কথা বিবৃত করিয়াছেন। এই সৎসাহসের জন্য মিঃ ফজলুল হককে ধন্যবাদ। সম্প্রতি বঙ্গীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তথাকথিত "প্রোভিন্সিয়াল অটোনমির" অন্তঃসারশূন্যতার কথা নিষ্ঠুরভাবেই উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সেদিন অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নানা গলদ লইয়া যে তুমুল বিতর্ক ও তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহার জবাব দিতে উঠিয়া প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং সমস্ত ত্রুটির কথা স্বীকার করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রকৃত স্বরূপের বাকীটুকুও একেবারে অনাবৃত করিয়া দিয়াছেন। যে সকল কথা এতদিন আমরা যুক্তি, বুদ্ধি ও অনুমানে বুঝিতাম এবং কানাঘুষায় শুনিতাম, এখন প্রকাশ্য দিবালোকে পরিষদ কক্ষে তাহা প্রামাণ্য তথ্য হইয়া রহিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনরূপ প্রহসনের নেপথ্যের কেলেঙ্কারী কেবল মন্ত্রিসভারই অবমাননার পরিচয় নহে, উহা জাতি হিসাবে আমাদের নিদারুণ অসহায়তার বাস্তব সত্যকেই বড় রূঢ়ভাবে জানাইয়া দেয়।

* * * *

মিঃ ফজলুল হক স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, মন্ত্রিসভার হাতে প্রকৃত ক্ষমতা নাই। বহু বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মন্ত্রীদের সঙ্গে কোন প্রকার পরামর্শ করা হয় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বনের পরে মন্ত্রিগণের সম্মতি (?) লওয়া হইয়াছে। একদিকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বাঙ্গলার লাট, আর একদিকে খামখেয়ালী সিভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গ; এই উভয়দিকের মাঝখানে আটকা পড়িয়া ("sandwitched between them") বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী যেন এক একটি সাক্ষীগোপাল মাত্র। পরিষদের বিতণ্ডা ও প্রধান মন্ত্রীর জবানবন্দী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অসামরিক সরবরাহ বিভাগের উদ্ভব, গঠন ও পরিচালন সম্পর্কিত ব্যাপারে মন্ত্রিসভার কোন হাত ছিল না এবং এখনও বিশেষ নাই। উক্ত সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ রক্সবার্গের নিয়োগ সম্পর্কে মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করা হয় নাই। খাদ্যশস্য সরবরাহের ভার দেওয়া হইয়াছে মিঃ ম্যাকইনেস নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গকে। ইনি চট্টগ্রামের একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। সরবরাহ সম্পর্কিত গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁহার যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু পরিহাসের বিষয় এই যে, উক্ত ভদ্রলোকটিকে মনোনীত করিবার ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সহিত পূর্ব্বাহ্নে কোনরূপ আলাপ-আলোচনাই করা হয় নাই। মিঃ ফজলুল হকের আপত্তি সত্ত্বেও মিঃ ম্যাকইনেসকে খাদ্যশস্য সরবরাহ বিভাগের বড় কর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগকে সরকারী তহবীল হইতে আগাম ৫৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে সেই সংবাদ আগে মন্ত্রীরা—এমন কি প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিবও জানিতেন না। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

* * * *

পদে পদে প্রাদেশিক প্রভুদের হস্তক্ষেপই "অটোনমি" প্রহসনের একমাত্র দৃশ্য নহে। সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে ও আরো বহু ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নির্দ্দেশ আসিয়া থাকে। বহু ক্ষেত্রে বাঙ্গলার শাসকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। আবার বাঙ্গলার শাসকমণ্ডলীর সহিত বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলীর সহৃদয় সহযোগিতার অভাব। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাবে ভারতের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের কাজকর্ম্ম যেন দশভূতের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত এক বৎসরকাল খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী অক্ষমতার যে চূড়ান্ত নিদর্শন মিলিয়াছে সেই কেলেঙ্কারির জন্য দেশীয় মন্ত্রিগণ কতটুকু বা কতখানি দায়ী তাহা এতদিন আমাদের ভাল জানা ছিল না। মিঃ ফজলুল হক এই বিষয়ে ভিতরের রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়া আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিলেন। তিনি জানাইয়াছেন, সরবরাহের বিলি-ব্যবস্থা করিবার ভার যে সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে, খাদ্য-সমস্যা সংক্রান্ত জটিল ও দুরূহ ব্যাপারে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতাই নাই। অথচ যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে মন্ত্রিগণকে পূর্ব্বাহ্নে বিন্দুবিসর্গও জানান হয় না। ইহারই নাম প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন! অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থা ঠিকই আছে, কিন্তু তাহা দেশের লোকের আয়ত্তাধীন নহে।

* * * *

মিঃ ফজলুল হকের বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। এমন যে হইবে তাহা ত জানা কথাই। বড়লাটের শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ পর্য্যন্ত আসল বিষয়ে কাহারও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নাই বা কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর অধিকার স্বীকৃত হইলেও তদনুসারে কাজ করিবার উপায় নাই। এই পরিহাস কেবল ব্যক্তিগত মান-অপমানের সহিতই সংশ্লিষ্ট নহে। উহা জাতীয় মর্য্যাদার সঙ্গে গুরুতরভাবে জড়িত। এই শাসনতান্ত্রিক প্রহসন আর সহ্য করিতে না পারিয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিত্বের পদে ইস্তফা দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। মিঃ ফজলুল হকের সর্ব্বপ্রকার উক্তি ও মতামতের সঙ্গে সর্ব্বত্র মতানৈক্য না থাকিলেও তাঁহাকে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমগ্র প্রদেশ শ্রদ্ধা করে। তাঁহার ন্যায় এরূপ একজন জনপ্রিয় ও যোগ্য ব্যক্তি যত শীঘ্র মন্ত্রিসভার বাহিরে আসিয়া জাতিগঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন ততই দেশের ও দশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। পরিষদ কক্ষে অসহায়ের ন্যায় হা-হুতাশ করিয়া বা ভগবানের দোহাই দিয়া তিনি যেন তাঁহার শক্তির অপব্যয় না করেন।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নৈহাটী, মেদিনীপুর, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ।

পুরী শাখা খোলা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—

ডাঃ এম, চাটার্জ্জী, মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

৭০ বৎসর সততার সহিত পরিচালিত

RADIUM BRAND

অক্ষয় কুমার লাহা

৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভারতের মটর গাড়ীর সিমেন্টের কারখানার

"রেডিয়াম" মার্কা চিরস্থায়ী সিমেন্ট-কলার

KEY BRAND PAINTS

ফোন কলিঃ ২৭০৬ গ্রাম "কলারম্যান"

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—
বঙ্গলক্ষ্মী
ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—
বঙ্গলক্ষ্মী
ফোন কলি: ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৫ই মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪৩ | ৪৩শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮০৩-৮০৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮১০-৮১৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮০৬	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৮১৫
খাদ্য সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার	৮০৭	বাজারের হালচাল	৮১৬-৮২২
বাংলায় লম্বা-আঁশযুক্ত তূলার চাষ (২)	৮০৮-৮০৯		

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের স্বাধীনতা বনাম শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থ

কংগ্রেস স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌এর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাতে ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন সম্পর্কে কোন আপোষ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু ক্রীপস্ প্রস্তাব আপাততঃ ব্যর্থ হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহা আজও প্রত্যাহার করেন নাই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত সচিব আমেরি সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই ইহা পরিষ্কার ভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ভারতের স্বাধীকার অর্জ্জনের দাবী স্বীকার করিয়া নিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কৃত-সঙ্কল্প আছেন এবং যুদ্ধের পরে এসম্পর্কে তাঁহারা পুনরায় বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। ভারতের লোকেরা যদি ক্রীপস্ প্রস্তাব মানিয়া লয় তবে ত কথাই নাই। যুদ্ধকালীন অবস্থার চাপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই সব আশার কথা শুনানো হইতেছে বটে, কিন্তু ভারতের লোকেরা ইহাতে বিশেষ কিছুই ভরসা পাইতেছে না। যুদ্ধের সময়ে যাঁহারা ভারতের জাতীয় দাবী মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না, যুদ্ধের পরে তাঁহারা যে সেসম্পর্কে বাস্তবিক পক্ষে গরজ বোধ করিবেন তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? কিন্তু ভারতের লোকেরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আশ্বাস তেমন নির্ভযোগ্য বলিয়া মনে না করিলেও এদেশের শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা তাহা শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ক্রীপস্ প্রস্তাবে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাতে এদেশে বৃটিশ বণিক-দের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে কোন সর্ত্ত একেবারেই ছিল না। কাজেই এদেশের শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা এই প্রস্তাবকে মনে প্রাণে সমর্থন করিতে পারেন নাই। এই প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়াতে তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাসই মোচন করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পরে ভারতের রাজ-নৈতিক দাবী দাওয়া পূরণ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান আশ্বাস ও এসম্পর্কে ক্রীপস্ প্রস্তাব পুনর্জ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া বিচলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে এদেশের শ্বেতাঙ্গ বণিকদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে একটা পাকাপাকি কথা রাখেন এবং ক্রীপস্ প্রস্তাব নূতন করিয়া আলোচিত হইলে তাহাতে যাহাতে এইরূপ একটা সর্ত্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় সেজন্য এদেশের ইউরোপীয় মহল হইতে জোর তদ্বির সুরু করা হইয়াছে। বক্তৃতা ও বিবৃতি মারফতে খোলাখুলি ভাবে সে দাবী উত্থাপন করিতেও তাঁহারা কসুর করিতেছেন না। সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভায় উহার সভাপতি মিঃ আর আর হেডো তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিতে ইংরাজ বণিকেরা যে সহায়তা করিয়াছেন এদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে তাহার যথোচিত মর্য্যাদা স্বীকৃত হওয়া সঙ্গত। ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইংরাজ বণিকেরা এদেশীয়দের সহিত এতদিন যে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন ভবিষ্যতেও তাহা বজায় রাখিতে হইবে। এবিষয়ে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা ভারতবর্ষকে দেওয়া চলিবে না। মিঃ হেডোর এই ধরণের উক্তিতে এদেশের শ্বেতাঙ্গ বণিকদের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা সর্ব্বথা আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি।

ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ভারতে যে কায়েমী স্বার্থ ভোগ করিয়া আসিতেছেন এদেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে তাহা মোটেই পরিপোষক নহে। সেকারণে ঐ কায়েমী স্বার্থের অবসান হওয়া ভারতবাসী মাত্রেরই কাম্য। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশের স্বাধীকার অর্জ্জনের দাবী মানিয়া লইতে চান তবে এই শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার দাবী তাঁহাদিগকে অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। নতুবা জাতীয়তাবাদী ভারত তাঁহাদের কোন প্রস্তাবই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ভারতীয় তাঁত শিল্প

তাঁত শিল্প সম্পর্কে তদন্তের জন্য ডাঃ পি জে টমাস, রায় বাহাদুর এইচ মুখার্জ্জি এবং মিঃ বি পি এডারকারকে নিয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল সম্প্রতি সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় তাঁত শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, এদেশের হস্তচালিত তাঁতসমূহে পূর্ব্বে যে পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইত এক্ষণে সে তুলনায় দেশে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পায় নাই। বরং ১৯২০ সালের পর হইতে মোট উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বৃদ্ধিই পাইয়াছে। তবে মুখ্যতঃ তাঁত ও অন্য সাজসরঞ্জামের উৎকর্ষ সাধনের ফলেই এই উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া উহাতে দেশের তন্তুবায়দের সমৃদ্ধি বাড়ে নাই। কমিটির ধারণা গত ১০।১৫ বৎসরে এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁতীদের আয় বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। মহিলাদের মধ্যে অনেকে তাঁতের কাপড় পছন্দ করেন বলিয়া এবং তাঁতের প্রস্তুত বস্ত্র অপেক্ষাকৃত টেকসই বলিয়া এই শিল্প এখনও দেশে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধীরে ধীরে এমন কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হইতেছে যাহার সময়োচিত প্রতিকার না হইলে তাঁত শিল্প তাহার মর্য্যাদা হারাইয়া দেশের একটি ছোটখাট কুটীর শিল্পে পরিণত হইবে বলিয়া কমিটি আশঙ্কা করিতেছেন।

দেশে তাঁত শিল্পের পক্ষে হানিকর যেসব অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে তাঁতবস্ত্রের সহিত মিলবস্ত্রের প্রতিযোগিতা তাহার অন্যতম। এই প্রতিযোগিতা হ্রাস করিবার জন্য তাঁত শিল্পের তরফ হইতে বহুপ্রকার দাবী উত্থাপন করা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, তাঁত শিল্পের সুবিধার জন্য মিলে জেকার্ড তাঁতের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। কেহ বলিতেছেন দেশের তাঁতগুলিতে যেসব সুতায় কাজ হয় কলসমূহে সেই সব নম্বরের সুতায় কাপড় প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ করা হউক। উপরোক্ত তদন্ত কমিটি এই সব দাবী দাওয়া যথারীতি বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট এসমস্ত সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। তাঁত শিল্পের সুবিধা দেখিতে গিয়া মিলে জেকার্ড লুমের ব্যবহার ও কতিপয় নম্বরের সুতার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে তাহাতে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তাঁত শিল্পের সামান্য সুবিধার জন্য সমগ্রভাবে বস্ত্র শিল্পের সেই ক্ষতি বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে এই ধরণের প্রস্তাব আপত্তিকর বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য দেশীয় কাপড়ের কলসমূহের কার্য্যধারাকে খর্ব্ব করিতে যাওয়া যে খুবই অসঙ্গত সেবিষয়ে আমরা পূর্ব্বে অনেকবার খোলাখুলিভাবে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছি। কমিটি সেই ধরণের প্রস্তাব একেবারে বাতিল করিয়া দিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তবে কমিটি মিলের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত জ্ঞাপন করিলেও অন্যান্য দিক দিয়া তাঁত শিল্পের উন্নতিমূলক কয়েকটি কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিতে ত্রুটি করেন নাই। সুতা সরবরাহ সম্পর্কে অব্যবস্থার দরুণ এদেশের তন্তুবায়দিগকে সর্ব্বদাই খুব অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সেই অসুবিধা দূর করিবার কার্য্যে কমিটি বিভিন্ন কেন্দ্রে সুতার কল ও সুতা বিক্রয়ের ডিপো স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাহাছাড়া সকল দিক দিয়াই তাঁত শিল্পের উৎকর্ষ বিধানে যত্নপর হওয়ার জন্য এদেশে একটি স্থায়ুলুম ইণ্ডাষ্ট্রী বোর্ড বা তাঁত শিল্প সংক্রান্ত বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাবও তাঁহারা উত্থাপন করিয়াছেন। কমিটির এই ধরণের নির্দ্দেশ আমরা সর্ব্বথা সমর্থন করি। এসমস্ত নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতীয় তাঁত শিল্পের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং নিয়োগে সরকারী কারসাজি

যুদ্ধের পর এদেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার জন্য বাহির হইতে যে যন্ত্রপাতি ও অন্য সাজসরঞ্জাম আনয়নের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে তাহার কথা ভাবিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজ্‌ম্যান একটি ষ্টার্লিং তহবিল গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইতেছে তাহার বেশীর ভাগ এইভাবে নিয়োগ করাই অর্থসচিবের লক্ষ্য। এইরূপ কার্য্যনীতির ফলে ভবিষ্যতে ভারতের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় মন্তব্য করিয়াছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও এদেশবাসীর সুযোগ সুবিধার দিকে অর্থসচিবের এই অতিরিক্ত ঝোঁক দেখিয়া অনেকেই তাঁহার প্রস্তাবটিকে সন্দেহের চোখে দেখিতেছিলেন। ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর কার্য্যকরী সমিতি সম্প্রতি এই প্রস্তাবের যে তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে উহার আসল উদ্দেশ্যটা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়িয়াছে। উক্ত চেম্বার যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঐ দেশের লোকদের মনে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। যুদ্ধের পরে কিভাবে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বাড়ান যায় তাহা নিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সেই চিন্তা ভাবনা লাঘব করিবার জন্য ভারত সরকারের শ্বেতাঙ্গ অর্থসচিব একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে ষ্টার্লিং আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে তাহা অন্যভাবে খরচ করিয়া ফেলিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ তাহার প্রয়োজনমত জিনিষপত্র আমদানী করিতে গিয়া ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল থাকিবে না; অথচ এই উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের বেশীর ভাগ আমদানী বাণিজ্যের জন্য মজুত করিয়া রাখিতে পারিলে তাহা সদ্ব্যবহার করিবার গরজে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে ইংলণ্ড হইতে জিনিষপত্র ক্রয়ে অনেকটা বাধ্য থাকিবে। কাজেই যুদ্ধ শেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্য্যে সহায়তার নামে অর্থসচিব একটি ষ্টার্লিং তহবিল গঠন করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য যুদ্ধোত্তর কালে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় মালপত্র যথাসম্ভব ইংলণ্ড হইতেই সংগ্রহ করা; আর এইভাবে ইংলণ্ডের শিল্প কারখানাগুলির উন্নতিতে ও রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণে যথাসম্ভব সহায়তা করা। যুদ্ধের পরে এদেশের জন্য যে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য মাল মসলা আনয়নের বিস্তর প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে তাহা ফেডারেশন চেম্বার

অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া একটি ষ্টার্লিং তহবিল গঠন করিয়া ভারতবর্ষকে প্রকারান্তরে বৃটেন হইতে মালপত্র ক্রয়ে বাধ্য করা তাঁহাদের মতে অশোভন ও অসঙ্গত। যুদ্ধের পরে যেসব দেশে সস্তাদরে উপযুক্ত মাল পাওয়া যাইবে ভারতবর্ষের পক্ষে সেই সব দেশ হইতেই তাহা সংগ্রহ করা সমীচীন হইবে। গবর্ণমেণ্ট আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে একটি ষ্টার্লিং তহবিল গঠন করিয়া মালপত্র ক্রয় সম্পর্কে স্বাধীন বিচার বিশ্লেষণের পথ যদি আগেই বন্ধ করিয়া দেন তবে তাহা ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কা আছে। আমরা ফেডারেশন কমিটির এই সব মন্তব্য সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। দেশবাসীর দাবী অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং দ্বারা এদেশের শিল্প কারখানা ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন না। একটা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন তহবিল গঠনের নামে প্রকারান্তরে তাহা ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের কাজেই নিয়োগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যনীতি এদেশের স্বার্থের দিক হইতে সর্ব্বথা আপত্তিকর।

ইজারা আইন ও ভারতবর্ষ

ইজারা ও ঋণ দান আইন অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের ভিতর এক নূতন দেনা পাওনা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে। এই আইনের বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিসব ধরণের জিনিষ ভারতবর্ষে আসিতেছে এবং ভারতবর্ষই বা কিভাবে তাহার প্রতিদান দিতেছে—সে সমস্ত বিষয় এতদিন বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের সংবাদ-প্রচার বিভাগ উপযুক্ত তথ্য বিবরণ দিয়া এবিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ইজারা ও ঋণ দান আইনের দফায় ভারতবর্ষ যে মালপত্র পাইয়াছে তাহার মূল্য ২৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ডলার। ভারতবর্ষে প্রেরিত মালপত্রের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই ছিল সমর সরঞ্জাম। বাকী এক তৃতীয়াংশ ছিল যন্ত্রপাতি, মেসিনটুল্ ও ইস্পাত প্রভৃতি। যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে জাহাজ মেরামত, বিমান ঘাঁটি নির্ম্মাণ এবং গুলি গোলা প্রস্তুতের জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হইতেছে। রেলপথের জন্য অতিরিক্ত ইঞ্জিনও দরকার হইতেছে। যন্ত্রপাতির দফায় আমেরিকা মুখ্যতঃ আজ সেই সমস্তই সরবরাহ করিতেছে। ভারতবর্ষে সামরিক লরী ও গোলাগুলি তৈয়ারের জন্য আমেরিকা হইতে ইস্পাত পাওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু মার্কিন ব্যবসায়ী ফার্ম্ম কর্ত্তৃক স্থাপিত ভারতস্থিত মোটর কারখানা সমূহে এদেশের জন্য মোটর যান তৈয়ার হইতেছে। এই সবের বদলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে যে ধরণের জিনিষ ও সার্ভিস পাইতেছে রিপোর্টে তাহারও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রহিয়াছে। আমেরিকা ভারতে যে সৈন্য দল প্রেরণ করিয়াছে এদেশের সমর সরঞ্জামের কারখানা হইতে তাহাদিগকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইতেছে। মার্কিন জাহাজের জন্য এদেশ হইতে কয়লা দেওয়া হইতেছে। প্রয়োজন মত সেই জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থাও করা হইতেছে। সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষ এদেশস্থিত মার্কিন সৈন্যদের খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করিতেছে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে ভারতবর্ষ যেখানে আজ মিত্রপক্ষের একটা বড় ঘাঁটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লইয়া সৈন্য ও সমর সরঞ্জামে এদেশকে সুসজ্জিত করিয়া তোলা আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করি। কেবল দুঃখের বিষয় এই যে, মার্কিন সৈন্যদিগকে বস্ত্র ও খাদ্যের যোগান দিতে গিয়া এদেশে এই সব অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ সম্পর্কে টান পড়িতেছে, আর মোট দেনা পাওনার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতের যে ডলার পাওনা হইতেছে কতকগুলি ষ্টার্লিং সিকিউরিটির বিনিময়ে তাহাও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই আত্মসাৎ করিতেছেন।

ইনফ্লেশন ও দরিদ্র জনসাধারণ

একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রা প্রসারণ ও অপরদিকে লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের যোগান হ্রাস—এই দুই কারণে ভারতবর্ষে আজ ইনফ্লেশনের সৃষ্টি হইয়াছে। এদেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র বলিয়া তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা সুবিদিত। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, ইনফ্লেশনের জন্য সেই দুঃখ দুর্দ্দশা আজ চরমে পৌঁছিবার উপক্রম হইয়াছে। মিঃ যমুনাদাস মেটা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর দর ধাপে ধাপে বাড়িয়া চলিয়াছে, আর লোকের জীবনযাত্রা সমস্যা দিন দিন জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে সুকঠোর নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন করিয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট স্তরে দাবাইয়া রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। ইংলণ্ডে যুদ্ধকালীন অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর দর পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ২১ ভাগের বেশী বাড়ে নাই। কিন্তু পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন সুসঙ্কল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় এদেশে জিনিষপত্রের দর শতকরা ১০০ ভাগ হইতে ২০০ ভাগ পর্য্যন্ত চড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের যে সমস্ত শ্রেণীর লোকের আয় স্বল্প এবং বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাদের উপার্জ্জন বাড়াইবার সুবিধা নাই জিনিষপত্রের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া উঠিবার ফলে তাহাদের দুঃখ গ্লানি আজ অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ সার্টিফিকেটে দেশের সর্ব্বসাধারণের যে অর্থ সঞ্চিত ছিল যুদ্ধের সুরু হইতে এপর্য্যন্ত তাহার মধ্যে ৫১ কোটি টাকা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ইনফ্লেশন হেতু জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে মুখ্যতঃ দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্তরাই যে এইভাবে সঞ্চিত টাকা তুলিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের কৃষকদের উপর ইনফ্লেশনের প্রতিক্রিয়া কিরূপ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে অধ্যাপক মিঃ এন সি ভকিল দিল্লীর 'কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী' পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া সম্প্রতি তাহা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশে কৃষকদের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দর ক্রমান্বয়ে চড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু তুলা, পাট, বাদাম প্রভৃতি প্রধান কৃষিপণ্যের মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় না বাড়িয়া তাহা বরং বিশেষভাবে হ্রাসই পাইতেছে। ফলে এই ইনফ্লেশনের বাজারে উহাদের দুঃখ গ্লানি আজ চরমে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু ইনফ্লেশনের পরিণাম কেবল বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ নহে। অর্থনৈতিক নিয়মে ইনফ্লেশনের পর ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা বড় রকম মন্দা সূচিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ মন্দার সূত্রপাত হইলে কৃষিপণ্যের দর আরও পড়িয়া কৃষকদের সমূহ ক্ষতি ঘটিবারই আশঙ্কা রহিয়াছে। মিঃ যমুনাদাস মেটা ও মিঃ এন সি ভকিল দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপর ইনফ্লেশনের যে শোচনীয় প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উহার সময়োচিত প্রতিকারে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সেন্সর কর্তৃপক্ষ ও বিশ্বদূত রয়টারের কৃপায় অনেক ঘটন ও অঘটনের সংবাদ হইতে এদেশের আমরা বঞ্চিত থাকি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশসমূহের সচিব মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলির সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আমরা নেপথ্যের একটা নূতন ঘটনা সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলাম। ঔপনিবেশিক সচিবের জোরালো মন্তব্যে প্রকাশ পাইয়াছে, কিছুকাল যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন উৎসাহী মহল যুদ্ধের পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপনিবেশগুলির পরিচালনার ভার এক আন্তর্জ্জাতিক শাসকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এমন এক অশিষ্ট প্রস্তাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশসমূহের সচিব মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলির পক্ষে উষ্মা প্রকাশ করা অসঙ্গত কিনা সে-প্রশ্ন থাক, কিন্তু উহা যে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মিঃ ষ্ট্যানলির বক্তব্যে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন ক্রোধের ভাব টের পাওয়া যায়। তিনি স্পষ্টাক্ষরে মার্কিন সমালোচকদের উদ্দেশ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে কি ভাবে বা না ভাবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে আমি রাজী নহি। বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে গ্রেট বৃটেন কি ভাবে তাহাই আমার ভাবনার বিষয়। স্বাধীনতার প্রতি আসক্তি, সমগ্র মনুষ্য সমাজের উন্নতিবিধানের অভিপ্রায় ও মানবতা বোধের ক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেন কাহারও তুলনায় খাট নহে।" সাধু!

* * *

অতঃপর মিঃ ষ্ট্যানলি হৃদয়াবেগ ছাড়িয়া যুক্তির (!) ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত উপনিবেশের শাসনের ভার গ্রেট বৃটেনের নিজের হাতেই থাকিবে এই কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া এবং এই বিষয়ে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ যেন না থাকে সেই কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া ঔপনিবেশিক সচিব উপনিবেশসমূহের জনস্বার্থের দোহাই পাড়িয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় অভিমত এই যে, প্রস্তাবিত (কে বা কাহারা প্রস্তাব করিলেন?) আন্তর্জ্জাতিক শাসনের অন্তর্গত হইতে উপনিবেশসমূহের অধিবাসীরা নিজেরাই রাজী হইবে না। উপনিবেশগুলি এই বিষয়ে এখনও কোন মতামত প্রদান করে নাই বা তাহাদের মতামত গ্রহণের কোন প্রস্তাবও উঠে নাই বা সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের আপাততঃ কোন সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলি জ্যোতিষীর ন্যায় উপনিবেশসমূহের জনগণের মনের কথা জানিয়া ফেলিয়াছেন। এই বিষয়ে আমাদের কেবল একটি কথাই বলিবার আছে। উপনিবেশসমূহের অকপট অভিমত চাহিলে, তাহারা নিঃসন্দেহে কেবল মাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীই করিবে। তাহারা আন্তর্জ্জাতিক খবরদারিও কামনা করে না, মহিমময় বৃটিশ শাসনও চায় না। এত কালের নিশ্চিন্ত কায়েমী স্বার্থে ভাগ-বাঁটোয়ার আশঙ্কায় মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলি সহজ মাত্রা-বোধ হারাইয়া বসিয়াছেন। নহিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন, প্রভু পরিবর্ত্তন করিতে কেহ চাহে না—সেই প্রভুর বসবাস আটলান্টিক মহাসাগরের এপারেই হউক কি ওপারেই হউক। সকল যুগের সকল দেশের সচেতন জনমত সর্ব্বপ্রকার বৈদেশিক অভিভাবকত্বের সমূহ বিলুপ্তিই শুধু চায়।

* * * *

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক খবর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি শীঘ্রই বাঙ্গলার মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হইবেন এবং এই সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী মৌলভী ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সরকার কর্তৃক ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিবের পদ ত্যাগ করায় আমরা যেমনি খুশি হইয়াছিলাম, উপরোক্ত সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা তেমনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, পরবর্ত্তী এক সংবাদে আমাদের সেই ক্ষোভের কারণ এক্ষণে দূর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবে স্পষ্ট 'না' জবাব দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিস্তারিত বিবৃতি ও পরিষদ কক্ষে স্বয়ং মিঃ ফজলুল হকের সখেদ স্বীকৃতির পর কোন স্থিরমস্তিষ্ক ও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নামক চূড়ান্ত প্রহসনের অভিনেতা হইতে রাজী হইবেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা। শ্রীযুক্ত সরকার প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া না দিয়া সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন।

* * *

গত ৮ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের অনুসৃত দমননীতির বিরুদ্ধে সর্দ্দার সন্ত সিং যে প্রতিবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা গৃহীত হয় নাই। যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিষদে যে বিচার-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে এক দিকে বিক্ষুব্ধ জনমত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, আর এক দিকে গবর্ণমেণ্টের আত্মঘাতী অপরিণামদর্শিতাও প্রকটিত হইয়াছে। বিতর্কের জবাব দিতে উঠিয়া স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল যথারীতি সরকারী চণ্ডনীতির সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও বিস্মিত হইবে না। কিন্তু একটি বিষয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের স্বীকারোক্তি ও তৎসংক্রান্ত অভিনব ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা আইন-শৃঙ্খলার কথা মানিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল স্বীকার করিয়াছেন, সরকারী দমননীতির ফলে বহু নিরপরাধ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের এরূপ দুর্ভোগ ও দুরদৃষ্টের জন্য নাকি গবর্ণমেণ্ট আদৌ দায়ী নন। সকল দায় ও দায়ীত্ব কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া পরিষদ কক্ষে সেদিন স্যার রেজিনাল্ড কুযুক্তি ও কূটনীতি যে কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে তাহার একটি জলন্ত প্রমাণ রাখিয়া দিলেন।

* * *

স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল ভাঙ্গিলেও মচকাইতে চান না। নিরঙ্কুশ পুলিশের নির্ব্বিচার আচরণের ফলে যে সব ক্ষেত্রে বিস্তর নির্দ্দোষ লোক দমননীতির বেড়াজালে জড়িত হইয়াছিল সেই সমস্ত ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্ট কি কারণে নারাজ, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটার এই প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র সচিবের ন্যায় অমন চতুর ও মুখর ব্যক্তি সহসা বোবা হইয়া গেলেন। তাই বলিয়া স্বরাষ্ট্র সচিব পুলিশের জোর সমর্থনে কিন্তু মূক বনিয়া যান নাই। বরং এই প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীর মুণ্ডপাত করিয়া তাঁহার অহিংস নীতির যে অভিনব ভাষ্য করিয়াছেন তাহাতে ভারত সরকারের শ্বেতাঙ্গ স্বরাষ্ট্র সচিবকে এ-যুগের মল্লিনাথ আখ্যায় অভিহিত করিয়া যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া উচিত। স্যার রেজিনাল্ড মহাত্মা গান্ধীর কোন এক রচনা হইতে বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ইঁদুর যদি বিড়ালের কবলে পড়ে সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশে ইঁদুর তাঁহার দাঁতের সদ্ব্যবহার করিবে বৈ কি এবং গান্ধীজীর অভিমতে ইঁদুরের ঐরূপ আত্মরক্ষা তখন অহিংস কার্য্যেরই অন্তর্গত! পুলিশও ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইঁদুরের মতই নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে ধারাল দাঁতের ব্যবহার করিয়াছে মাত্র এবং এরূপ আত্মরক্ষার কার্য্যে দুই চারিজন নিরীহ ব্যক্তি জড়িত হইয়া পড়িলে তাহার জন্য দায়ী পুলিশ নহে, আসলে জনতা বা জনসাধারণই দায়ী। এখানে ম্যাক্সওয়েলী ভাষ্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিয়া আমরা রসভঙ্গ করিতে চাহি না। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার মধ্যে যে চমৎকার উপমা রহিয়াছে সেই সম্পর্কে একটি কথা বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পৌনে দুই শত বৎসরের এই নিরামিষাশী দেশের নিরস্ত্র জনতা হইতেছে দুর্দ্ধর্ষ বিড়াল, আর লাঠি-ব্যাটন-বেয়নেটধারী পুলিশ সেক্ষেত্রে এক দল পরম নিরীহ ও একান্ত অসহায় জীব!! এমন একটা তত্ত্বকথা লোকে বহুকাল উপভোগ করিবে।

খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার

চাউল, ডাল, আটা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় বাঙ্গলায় যে জটিল খাদ্য সমস্যা সৃষ্ট হইয়াছে সম্প্রতি তাহা নিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তুমুল বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। খাদ্য সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নিদারুণ অক্ষমতার উল্লেখ করিয়া পরিষদের মুস্লীম লীগ দলের পক্ষ হইতে মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবটি মাত্র ৭৮-৯২ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। খাদ্য সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে লোকের বিক্ষোভ যে ক্রমেই বেশী মাত্রায় প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে মাত্র ১৪টি ভোটে কোনরকমে তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে দেখিয়া ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা গিয়াছে। পরিষদের কংগ্রেস দল (অফিসিয়াল কংগ্রেস পার্টি) ঐ ভোটাভোটিতে নিরপেক্ষ ছিলেন। জাতীয় দলের ৬।৭ জন সদস্য মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অনাস্থার ভাব দেখাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। তাঁহারা এইরূপ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন না করিলে মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে বর্ত্তমান নিন্দাসূচক প্রস্তাবটি ঠেকাইয়া রাখা খুবই কঠিন হইত।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যেসব সদস্য এই ভাবে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁহাদের গা বাঁচাইবার সুযোগ দিলেন দেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার কথা ভাবিয়া আমরা উঁহাদের সে কার্য্য সমর্থন করিতে পারিতেছি না। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে জনসাধারণের সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে এই শ্রেণীর আপোষমূলক মনোবৃত্তিকে আমরা অহেতুক দুর্ব্বলতা বলিয়াই মনে করি। এই দুর্ব্বলতার জন্যই জাতীয় কল্যাণ ও জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে মারাত্মক উদাসীনতা দেখাইয়াও পূর্ব্বতন মন্ত্রিমণ্ডলী নির্ব্বিবাদে দীর্ঘকাল বাঙ্গলার শাসন কর্তৃত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ দুর্ব্বলতার সুযোগেই বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে উপেক্ষা করিয়া নিরুদ্বেগে তিন হাজারী ও আড়াই হাজারী গদী আগলাইয়া থাকিতে সমর্থ হইতেছেন। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর বাঙ্গলায় জনপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রী সভার আমলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কার্য্য সুরু হইবে বলিয়া লোকে আশা করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলীর মন্ত্রিমণ্ডলী সেসব বিষয়ে কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া নানা অবান্তর কার্য্যে এপ্রদেশের বেশীরভাগ রাজস্ব নিশেঃষ করিয়া চলিয়াছেন। শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া এপ্রদেশের উন্নতি সাধন দূরের কথা, লোকের জীবন ধারণের মূল অবলম্বন যে কৃষি তাহার সম্বন্ধেও উহারা উপযুক্তরূপ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার অভাবে বাঙ্গলার ভূমি ক্রমেই অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে। চাষাবাদের বহু প্রকার দোষত্রুটির জন্য এপ্রদেশে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতেছে না। সুচিন্তিত পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়া এই ধরণের অবনতি অবশ্যই প্রতিরোধ করা যাইত। কিন্তু কৃষি উন্নতির বাহ্যিক আড়ম্বর ছাড়া ঐ বিষয়ে কার্য্যতঃ কিছু করা হইতেছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এই প্রদেশে একটা খাদ্য সমস্যার সূচনা দেখা যাইতেছিল। সরকারী উপেক্ষা ও উদাসীনতায় বর্ত্তমানে সেই সমস্যা এত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার আজ আর কোন সীমা নাই। আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার ছয় বৎসর কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্প্রতি বাঙ্গলার জনপ্রিয় মন্ত্রিরা সাধারণের অবগতির জন্য জানাইয়াছেন যে, চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলায় যেস্থলে ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার টন চাউলের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইয়াছে সেস্থলে আলোচ্য বৎসরে এপ্রদেশে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টন। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় চাউলের দিক দিয়া এবার বাঙ্গলায় শতকরা ২৫ ভাগ ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে। এই মারাত্মক ঘাটতির কথা প্রচারিত হওয়ার পর কলিকাতার বাজারে চাউলের দর ক্রমে বাড়িয়া মণ প্রতি ২৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে। মফস্বলেও উহার মূল্য দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে খাদ্যাভাবের নিদারুণ হাহাকারে আজ বাঙ্গলার আকাশ বাতাস মথিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ অবস্থা বাঙ্গলায় প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের শোচনীয় ব্যর্থতাই প্রমাণিত করিতেছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় তখন লোকে আশা করিয়াছিল প্রাক্তন মন্ত্রিসভার বহুপ্রকার অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উঁহারা সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করতঃ জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবেন। কিন্তু লোকের সে আশা যে কিছুমাত্র ফলবতী হয় নাই খাদ্য সমস্যার জটিলতা দেখিয়া তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে। জনসাধারণের মারাত্মক অন্ন বস্ত্র সমস্যার কোন প্রতিকারই যেস্থলে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী করিতে পারিতেছেন না সেস্থলে সমান্য ভোটের জোরে কোন মতে উহাদিগকে জিয়াইয়া রাখিবার কি অর্থ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিনা।

অবশ্য একথা সত্য যে, যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় খাদ্য সমস্যা এত বেশী জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধকালীন যানবাহন সমস্যার জন্য বাহির হইতে বর্ত্তমানে চাউল, ডাল ও আটা প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। তাহার উপর সৈন্যদের প্রয়োজনে এসমস্তের অত্যধিক দাবী দাওয়া হওয়াতেই যোগান ও চাহিদার মারাত্মক অসামঞ্জস্য ঘটিয়া খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু এইরূপ অবস্থা আকস্মিক ভাবে সৃষ্ট হয় নাই। ভারতের নিকটে যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ একটা অবস্থার সূচনা লক্ষ্য করা যাইতেছিল। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী তাহা দেখিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছিলেন কি? চাহিদার তুলনায় যোগান কম পড়ার নমুনা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে এপ্রদেশে খাদ্য ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে না পারিলে লোকের ভবিষ্যৎ দুঃখ দুর্দ্দশা ঠেকাইয়া রাখিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু বাঙ্গলার জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী সেবিষয়ে এপর্য্যন্ত কতটুকু সুব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন? চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথমে ভারত সরকার এদেশে খাদ্যশস্য বাড়াইবার একটা আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। লোক দেখানো আড়ম্বর হিসাবে বাঙ্গলা সরকারও সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার অভাবে

(৮২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলার লম্বা-আঁশযুক্ত তুলার চাষ (২)

শ্রীসুধীর গুহঠাকুরতা

উৎপন্ন ফসলের অর্থাগম সম্ভাবনা চাষীকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে একথা অতি বড় সত্য, কিন্তু চাষের তথা ফসলের উৎকর্ষ ও সফলতা নির্ভর করে জল, মাটি, আবহাওয়া ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালনার উপরে। জীব-জগৎ ও উদ্ভিদ্-জগৎ উভয়েরই পরিপুষ্টির জন্য বায়ু ও সূর্য্যাতপ ছাড়া সমুদয় প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় মাটির রস হইতে। প্রকৃতির অকৃপণ দানের প্রাচুর্য্যে মাটিই উদ্ভিদ্-জগতের সৃষ্টি, দেহ ও স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন ও রক্ষণের সর্ব্বপ্রধান বিধায়ক। ভূগর্ভনিহিত জলও এই মাটিরই মারফতে উদ্ভিদ্-জগতের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে।

চাষের ব্যাপারে আবহাওয়া কত বড় প্রভাব বিস্তার করে তাহার গুরুত্ব অভিজ্ঞ চাষী ও বৈজ্ঞানিকেরাই ভালরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে একজন অভিজ্ঞ চাষী স্থানীয় আবহাওয়া সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে তাহা আবহাওয়াতত্ত্ব-বিদের যান্ত্রিক ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পরে চাষীর প্রথম অবশ্য কর্ত্তব্যই হইল বাহিরে আকাশের দিকে তাকাইয়া ও বায়ুর গতির দিক ও বেগ নির্ণয় করিয়া ঐদিনের আবহাওয়া সম্পর্কে সম্যক তথ্য গ্রহণের চেষ্টা করা। আমাদের দেশেও অনেক সময় দেখা যায় চাষীরা লাঙ্গল, বলদ লইয়া মাঠে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আকাশের দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কাজে বাহির হয়।

এই প্রবন্ধে শুধু তুলার চাষ সম্পর্কে যে জাতীয় মাটি ও আবহাওয়ার প্রয়োজন সেই সম্পর্কেই আলোচনা করা হইবে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, সরস আবহাওয়া ও পর্য্যাপ্ত বারিপাত তুলা চাষের পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন। গড়ে চল্লিশ ইঞ্চি পরিমাণ বারিপাত হইলেই তুলাচাষের কাজ চলিতে পারে। বাংলাদেশে গড়ে প্রায় ষাট ইঞ্চি পরিমাণ বারিপাত হইয়া থাকে। বাংলার হাওয়ায় যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকার দরুণ বাংলার আবহাওয়া তুলা-চাষের পক্ষে অনুকূল অবস্থারই সৃষ্টি করে। বাংলার চাষযোগ্য জমিতে সাধারণতঃ তিন প্রকারের মাটি দৃষ্ট হয়। নীচু জমিতে সাধারণতঃ পলীমাটি থাকে। এই পলীমাটির জমিতে ধান ও পাটই ভালরূপ জন্মায়। নীচু জমির মাটি বছরের বেশীর ভাগ সময়ই বানের জলে ধুইয়া যাওয়ায় ভিজা অবস্থায় থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের মাটি—বেলে মাটি। এই বেলে মাটির উচ্চভূমিতে রবিশস্য ভাল জন্মায়। তৃতীয় প্রকারের মাটি—বেলে দো-আঁশ। এই বেলে দোআঁশ মাটিই তুলা চাষের পক্ষে প্রকৃষ্ট।

সাধারণের একটা ধারণা আছে যে "কালামাটি" ছাড়া অন্য মাটিতে তুলা জন্মায় না। সে কথা খুব সত্য নহে। কালামাটি ছাড়াও তুলা জন্মান সম্ভব এবং কালামাটিতে চাষের ফসলের তুলনায় আমাদের দেশীয় বেলে-দোআঁশ মাটিতে চাষের তুলা গুণে বা পরিমাণে কোন অংশেই ন্যূন নহে। কালামাটির জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে নিভিয়া যাওয়া কোনও নাম-না-জানা আগ্নেয়গিরির লাভার সম্পর্ক রহিয়াছে। তাই ঐ কালামাটিতে প্রকৃতির বিশেষ অবদান হিসাবে ফস্‌ফেট, পটাস্ ও নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি জাতীয় সারের কিঞ্চিৎ আধিক্য থাকে। নাইট্রোজেন্ সারে গাছের অবয়ব বৃদ্ধি করে, ফস্‌ফেট্ সারে ফসল বাড়ে এবং পটাস্ সারে ফসলের গুণ বৃদ্ধি পায়। তাই এই কালোমাটিই তুলা চাষের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন—এই ধারণা অনেকে পোষণ করেন। এই ধারণা হওয়ার পক্ষে আরও একটা কারণ আছে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় লম্বা আঁশযুক্ত তুলা আমদানী হয়। ঐসকল দেশে সাধারণতঃ কালোমাটিতেই লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ হয়। যাঁহারা এই লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে একটু বিশেষ উৎসাহশীল তাঁহারা জানেন যে, ভারতে তুলা রপ্তানীকারী দেশসমূহের কোথাও কোথাও লাল-পাহাড়িয়া মাটিতে এই লম্বা আঁশযুক্ত তুলার যথেষ্ট পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশগুলির তুলাচাষের মাটি এবং ফসলের গুণ ও পরিমাণ দৃষ্টে ইহা প্রমাণিত হয় যে, কালোমাটি ছাড়া ও অন্য প্রকার মাটিতে ইহার চাষে সুফল পাওয়া যায়। গাছের গোঁড়ার মাটি চাপ বাঁধিয়া যাইবে না—ঝুরঝুরে থাকিবে যাহাতে আলো হাওয়া চলাচল করিতে পারে এবং মাটি হইতে গাছের প্রয়োজনীয় রস সংগ্রহ করিতে পারে এমন ব্যবস্থাও থাকিবে।

আমাদের দেশে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং হায়দ্রাবাদে ও মধ্যভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহেই তুলার চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। চাষের জমির পরিমাণ ও ফসলের পরিমাণের দিক হইতে তুলনা করিলে দেখা যায়, বাংলার স্থান অতি নগণ্য। তুলা চাষের জমির পরিমাণে বোম্বাই সকল প্রদেশকেই হার মানায় কিন্তু ফসলের পরিমাণে ও গুণে পাঞ্জাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৯৪১-৪২ সালের তুলাচাষের হিসাবে দেখা যায় বোম্বাই প্রদেশে ৫৭ লক্ষ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল এবং ফসলের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ টন, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ ২ হাজার একর, ফসলের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৬৩ হাজার টন। পাঞ্জাব প্রদেশে ৩৬ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে চাষ করিয়া ফসল পাওয়া গিয়াছিল ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার টন। মাদ্রাজ প্রদেশের চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ ৪১ হাজার একর এবং ফসল ফলিয়াছিল ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টন। হায়দ্রাবাদে ৩২ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমিতে চাষ করিয়া মাত্র ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টন ফসল পাওয়া গিয়াছে, মধ্যভারতে ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার একর জমিতে ফসল ফলিয়াছিল ২ লক্ষ ২৭ হাজার টন। বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল এবং ফসলের পরিমাণ ছিল ২৯ হাজার টন।

বোম্বাই প্রদেশের গুজরাট অঞ্চলেই বেশী পরিমাণে তুলার চাষ হয়। এই অঞ্চলের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে "কালামাটি" বর্ত্তমান—তাই বোধ হয় তুলার ফসলে বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইতেছে। পাঞ্জাবের মাটি কালমাটি নহে তবু সকল প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাব তুলাচাষে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। পাহাড়িয়া লাল বালি ও আঁঠালে মাটির সংমিশ্রণ আছে বলিয়াই পাঞ্জাবের মাটি তুলাচাষের পক্ষে এতটা অনুকূল হইয়াছে। পাঞ্জাবের সেচ ব্যবস্থার জন্যও তুলার চাষে এত সন্তোষজনক ফল পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। "মুণ্ডি স্কীমের" সেচ ব্যবস্থায় পাঞ্জাব তুলা ও গমের চাষে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধেও বলা হইয়াছে যে, বাংলাদেশে বর্ত্তমানে আবাদের অযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৯৫ লক্ষ ৯১ হাজার একর। ৬০ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা আয়াসসাধ্য—ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৬০ একর জমিতে অতি অল্প আয়াসেই লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চাষের ব্যবস্থা করা চলে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাংলাদেশে সম্প্রতি যে সকল জমিতে ছোট আঁশযুক্ত তুলার চাষ হইতেছে সামান্য চেষ্টা ও যত্নের সাহায্যে অতি অল্পায়াসেই ঐ সকল জমিতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ করা চলিতে পারে। এই চাষের দরুণ ছোট-আঁশযুক্ত তুলার চাষের খরচের উপরে সামান্য বেশী খরচ লাগে। কিন্তু লম্বা আঁশযুক্ত তুলার ফসলের দামের পার্থক্য ঐ বাড়তি খরচের তুলনায় অনেক বেশী। তাই দেখা যাইতেছে যে বাংলার বস্ত্রশিল্পকে আত্মনির্ভরশীল হইতে এবং আর্থিক দিকে লাভবান হইতে—উভয় দিক দিয়াই ছোট-আঁশ তুলার জমিতে লম্বা-আঁশ তুলা চাষের ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলাদেশে মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে যে তুলার চাষ হইয়াছিল তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ জমিতেই ছোট-আঁশ তুলা জন্মান হইয়াছিল—মাত্র ৭ শত ২৮ একর জমিতে লম্বা-আঁশ তুলার চাষ হইয়াছিল। (উপরোক্ত ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে মাত্র ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার মণ তুলা জন্মায় কিন্তু বাংলার মিলগুলিতে প্রয়োজন হয় প্রায় ৫৫ লক্ষ মণ লম্বা-আঁশ তুলা। তাহা হইলেই বোঝা যাইতেছে যে বাংলাদেশকে বর্ত্তমান অবস্থায় আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে তুলা চাষের জমি প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি করিতে হয়। বর্ত্তমানে যে ৩৩টি মিল বাংলায় চলিতেছে তাহাদের জন্যই উক্ত পরিমাণ তুলা চাষের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু জানা গেল যে আরও ২৫টি মিলের গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হইয়াছে। তাহারা যখন কল কব্জার ব্যবস্থা করিয়া বস্ত্র প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করিবে তখন এই সকল নূতন মিলের প্রয়োজনে যে আরও বেশী পরিমাণ তুলার যোগান আবশ্যক হইবে তাহা বাংলার মাটিতে জন্মাইতে হইলে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইতেছে তাহার ১৫ গুণ পরিমাণ জমিতে চাষ হওয়া আবশ্যক।) পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে ৬০ লক্ষ ৩৩ হাজার একর অনাবাদী পতিত জমিতে অল্পায়াসেই চাষ কার্য্য করা সম্ভব। এই জমির এক তৃতীয়াংশ জমিতে যদি লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে বাংলার মিলগুলিকে অন্য প্রদেশ বা বহির্ভারত হইতে প্রয়োজনীয় তুলা আমদানী করিতে হয় না।

অনাবাদী জমি পূর্ব্ববঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণেই দৃষ্ট হয়,—বেশীর ভাগই পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গের এই প্রকার জমিগুলি সাধারণতঃ উচ্চভূমি—ধান্য প্রভৃতি ফসল চাষের অনুপযোগী এবং তাহাদের মাটিতে বালীর ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে বেশী। এই সকল পশ্চিম-বঙ্গীয় জমিতে চেষ্টা করিলেই তুলার চাষের ব্যবস্থা করা চলে। পশ্চিম-বঙ্গীয় নদীনালাগুলির বেশীর ভাগ আবার অন্তঃসলীলা, তাই তুলার চাষের প্রয়োজনে চাষের জমিতে ভাল সেচের ব্যবস্থা করা দরকার হইবে। জমির মাঝে মাঝে কূপ খনন করিয়া এই সেচের ব্যবস্থা করিলে কম খরচে বেশী কার্য্যকরী হইবে।

বাংলাদেশে নানা দিক দিয়াই এই লম্বা আঁশ তুলা চাষের যথেষ্ট অর্থ-নৈতিক গুরুত্ব রহিয়াছে। ভারতে তুলার রপ্তানী-বাণিজ্যে বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে অর্থলাভ হইয়া থাকে কিন্তু সেই লাভে বাংলার প্রাপ্তি অতি সামান্যই। অনেকে মনে করেন যে পাটচাষের জমির বরাদ্দ কমাইয়া সেস্থলে তুলা চাষের ব্যবস্থা করা উচিত। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাহাদের জানা উচিত যে, বহুক্ষেত্রেই পাট চাষের জমিতে তুলা উৎপাদন সম্ভব নয় কারণ তুলা চাষের মাটি ও পাটচাষের মাটি বিভিন্ন প্রকারের। পাটের জমি কমাইয়া ধানের চাষ বাড়ানই বরং আশু প্রয়োজন। ধান ও পাট একই প্রকারের জমিতে জন্মান সম্ভব। বাংলার নীচু জমিতেই ধান ও পাট জন্মায়। তুলা জন্মাইতে জল না দাঁড়ায় এরূপ উঁচু বেলে দোআঁশ মাটির ক্ষেত্র প্রয়োজন।

পূর্ব্ব বঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের উচ্চ-ভূমিতে লম্বা-আঁশ তুলা জন্মান সম্ভব ইহা পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গেও বহু স্থানেই পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গিয়াছে—একথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেও বলা হইয়াছে। এই তুলা চাষে সুফল লাভ করিতে হইলে সেচের সুব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানের চাষের মাটি সম্পর্কে এযাবৎ কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (Soil analysis) হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। বাংলার স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী সম্পর্কেও বিশেষ কোনরূপ গবেষণা করা হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গীয় হাজামজা নদীগুলিকে কি প্রকারে চাষের সহায়ক করিয়া তোলা যায় সে সম্বন্ধেও বিশেষ কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। মাটি ও জল চাষের প্রাণ কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুই-এর কোন দিকেই সরকারের কোন মনোযোগ নাই, কিন্তু চাষ সম্পর্কে উন্নতি করিতে হইলে মাটি ও পয়ঃপ্রণালী বিষয়ে গবেষণা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

লম্বা-আঁশযুক্ত তুলা চাষের ব্যাপারে শিক্ষিত জনসাধারণ ও বাংলা সরকারের উদ্যম ও দূরদৃষ্টির অভাবই বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা সমিতিও বাংলার প্রতি উদাসীন। তাহারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তুলাচাষের উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু এযাবৎ তুলাচাষের ব্যবস্থা করার বিষয় কোনরূপ দৃষ্টিই দেন নাই। বঙ্গীয় কলমালিক সমিতি ও প্রাদেশিক সরকারের কৃষিবিভাগের সহযোগিতায় বাংলাদেশে লম্বা-আঁশযুক্ত তুলাচাষের সম্ভাবনা পরীক্ষার জন্য যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও তাঁহারা নীরব রহিয়াছেন। ইহার কারণ বাস্তবিকই দুর্ব্বোধ্য—যদিও বাংলার মিলমালিকগণ 'তুলা-কর' বাবদ প্রতি বৎসর বহু টাকা এই সমিতিকে দিতেছে।

যুদ্ধের সঙ্কটে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণেই ব্যাহত হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশ পরনির্ভরশীল। গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাংলা ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার বস্ত্র আমদানী করিয়াছিল, এবং লম্বা-আঁশ তুলা আমদানী করিয়াছিল ২৩ লক্ষ টাকার।

বাংলার ৮০ হাজার বর্গ মাইল জমির মধ্যে মাত্র কিঞ্চিদধিক ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদ হইয়া থাকে। ধান ও পাট ব্যতীত অন্যান্য ফসলের চাষ অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে। ধান, পাট প্রভৃতি ফসল উঠিয়া গেলে ঐ সকল জমিতে অন্য কোন প্রকার ফসলের চাষ করা সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে চাষীর জ্ঞান না থাকার ফলে চাষীকে বছরের বেশীর ভাগ সময়ই অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। অশিক্ষিত জনসাধারণই এদেশের চাষ কার্য্য চালায়, তাই চিরাচরিত পথে ভাগ্য মানিয়া চলা ছাড়া অর্থাগমের নূতন পথের সন্ধান জানে না। শিক্ষিত জনসাধারণ ও সরকার ইহাদের সুপথে চালিত করিতে উদ্যোগী হইলে দেশের অশেষবিধ অর্থ-নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

(৮১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

হৈমন্তিক ধান্যের শেষ পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গলার হৈমন্তিক ধান্যের ১৯৪২-৪৩ সালের শেষ পূর্ব্বাভাষ (তৃতীয়) প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পূর্ব্বাভাষ দৃষ্টে জানা যায় যে, জেলা অফিসরদের প্রদত্ত হিসাব অনুসারে আলোচ্য বৎসরে ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৭ হাজার ১ শত একর জমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালে মোট ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৪ হাজার ১ শত একর জমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে হৈমন্তিক ধান্যের ফলন স্বাভাবিক পরিমাণের শতকরা ৬৮ ভাগ হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ফলন হইয়াছিল শতকরা ৯৬ ভাগ। উপরোক্ত পূর্ব্বাভাষে ফলন শতকরা ৬৮ ভাগ ধরিয়া লইয়া এবং স্বাভাবিক ফলনে প্রতি একরে গড়পড়তা ১২ মণ ১৬ সের চাউল হিসাব ধরিয়া আলোচ্য বৎসরে চাউলের মোট উৎপাদন ৫০ লক্ষ ২০ হাজার ১ শত টন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের চাউল উৎপাদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪ শত টন।

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক

ভারতের কোন ডাকঘরে (পোষ্ট অফিসে) এক বৎসর কাল সময়ের মধ্যে ৭৫০৲ টাকার অধিক অর্থ জমা রাখা যায় না; এতকাল এরূপ নিয়ম চলিত ছিল। জনসাধারণকে সঞ্চয়ের প্রতি অধিকতর উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি আমানত জমার উপরোক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখন হইতে কোন ব্যক্তি যে কোন ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে এক বৎসরের মধ্যে ১ হাজার ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত জমা রাখিতে পারিবেন।

চীনের দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা

মার্শাল চিয়াংকাইশেক চীন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে চীন দেশে ১৫ হাজার ৫ শত মাইল রেলপথ ২ লক্ষ ২০ হাজার মোটর গাড়ী এবং ১২ হাজার সামরিক বিমানপোত নির্ম্মাণ করা হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ২ লক্ষ ৪৬ হাজার গ্রাজুয়েটকে যন্ত্র-শিল্প সম্পর্কে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে।

গন্ধকের ব্যবহার হ্রাসের ব্যবস্থা

ভারতের বিভিন্ন চিনির কলে চিনি পরিষ্কার করার কাজে বিস্তর গন্ধকের প্রয়োজন হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে বেলুচিস্থান হইতে অপরিশ্রুত গন্ধক সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই গন্ধক সরবরাহের কাজে কোনও অনিবার্য্য কারণে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট চিনির কলগুলির জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে বিদেশ হইতে গন্ধক আমদানীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বেলুচিস্থানের গন্ধক পুনরায় পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু বেলুচিস্থানের গন্ধক আবশ্যক পরিমাণে পাওয়া যাইবে না বলিয়া সম্প্রতি জানা গিয়াছে। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন চিনির কলের মালিকগণকে তাঁহাদের কারখানার কাজে ন্যূনতম পরিমাণ গন্ধক ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। চিনির কলসমূহ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত শিল্পে গন্ধক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ঐ গুলির মালিকপক্ষকেও অনুরূপ অনুরোধ জানান হইয়াছে।

বাঙ্গলায় রেশম নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা দেশের কাঁচা রেশমের উৎপাদন ও উহার ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে ১৯৪৩ সালের রেশম নিয়ন্ত্রণাদেশ নামক এক নূতন বিধান জারী করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন পর্য্যায়ের রেশমের গুটির সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিবেন এবং কাঁচা রেশম কেবল মাত্র রেজিষ্টার্ড ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদেরই বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে। উক্ত বিধান অনুসারে রেশমের জন্য একজন প্রাদেশিক কণ্ট্রোলার বা নিয়ামক নিযুক্ত হইবেন এবং বিভিন্ন জেলার জন্যও একজন করিয়া কণ্ট্রোলার থাকিবেন।

বোম্বাই খাদ্য বরাদ্দ কার্ডের প্রবর্ত্তন

গত ৮ই মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত বোম্বাইএ এক লক্ষাধিক বরাদ্দ খাদ্যের কার্ড বিতরণ করা হইয়াছে। পরিবারের লোকসংখ্যা অনুসারে কোন্ পরিবার কি পরিমাণ 'ইউনিটের' খাদ্য পাইতে পারিবে, তাহা কার্ডের 'পাঞ্জ' দেখিয়া বুঝিতে হইবে। কার্ড বিতরণের কাজে প্রায় ৭ হাজার কেরাণী দিনরাত ব্যস্ত ছিল। কার্ডগুলির আকার ডাকঘরের মণি-অর্ডার ফর্ম্মের মত এবং উহাদের রং নীল।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

● সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক ●

● কলিকাতা শাখা—১২।২, ক্লাইভ রো ●

হেড অফিস কুমিল্লা। | ⊞ কর্ম্মতৎপরতা ⊞ দক্ষতা ⊞ সততা ⊞ সৌজন্যই আমাদের "সেবামন্ত্র" | স্থাপিত ১৯২৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয়)

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার ঃ—

চলতি — ½%

সেভিংস্ — ১½%

স্থায়ী আমানত ঃ—

৬ মাস — ২½%

১ বৎসর — ৩%

২ ,, — ৩½%

৩ ,, — ৪%

শাখা—হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী

আপ্রাণ চেষ্টা

যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপ লাঘব করতে চাই চা

যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আজ সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ খেটে তবে কারখানার শ্রমিকরা এই বাড়তি কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আর তাদের ক্লান্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের নেই—কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাত্রই আবার তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশক্তি ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চা-ই দেবেন। দেখবেন তারা কত বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে।

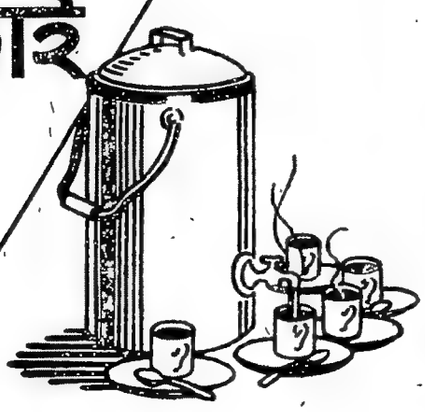

চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 166 A

আসামের ঘাটতি বাজেট

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট পেশ করিয়া অর্থ সচিব জানাইয়াছেন যে, আগামী বৎসরে রাজস্ব খাতে ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। চলতি বৎসর আরম্ভ হইবার সময় তহবিলে ৭৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসরে আনুমানিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০ কোটি ৪০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা (রাজস্ব খাতে ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং মূলধন খাতে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা) এবং আনুমানিক ব্যয় হইবে ১০ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। (রাজস্ব খাতে ৩ কোটি ৭২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা এবং মূলধন খাতে ৭ কোটি ৮৯ হাজার টাকা)। ইহার ফলে বৎসরান্তে ৪৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার উদ্বৃত্ত অনুমিত হইয়াছে। রাজস্ব খাতের আয়ব্যয়ের হিসাবে ৮ লক্ষ ৯ হাজার টাকার ঘাটতি দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি পড়িবে ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

ব্রহ্মদেশে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবীদাওয়া

ব্রহ্ম ত্যাগকারীরা যে বিষয় সম্পত্তি ব্রহ্মদেশে ফেলিয়া আসিয়াছেন তাহার মধ্যে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারত সরকার প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির দাবী গ্রহণ করিয়াছেন। মোট, ১ হাজার ৮৫৫টি দাবী পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে এই সকল দাবী নিষ্পত্তির জন্য একটি প্রামাণ্য বিবরণ গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিল এই মাত্র। এতদ্বারা গবর্ণমেণ্ট কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতায় গেলেন না বলিয়া পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, গত বৎসর এপ্রিল মাসে সর্ব্বপ্রথম ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ ব্রহ্ম ও মালয় ত্যাগকারীদিগের সম্পত্তির দাবী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এক সময়োচিত প্রস্তাব ভারতসরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পরিষদের অতিরিক্ত বৈঠক

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন ছাড়া এবার পরিষদের আরও দুইটি অতিরিক্ত বৈঠক বসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ। গত ৯ই মার্চ্চ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারপক্ষীয় দলপতি স্যার সুলতান আমেদের উক্তিতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আভাস পাওয়া গিয়াছে।

(বাংলায় লম্বা-আঁশযুক্ত তুলার চাষ—২)

বাংলার চাষী নিরক্ষর হইলেও এপ্রদেশের মাটি উর্ব্বর। ক্ষেত্র বিশেষ নির্ব্বাচন করিয়া বাংলার নিরক্ষর চাষীর অফুরন্ত শ্রম-সম্পদ যথাযথ সুপথে চালিত করিতে পারিলে ফল অতি মঙ্গলজনকই হইবে। লম্বা-আশযুক্ত তুলার চাষ বৃদ্ধি ও নূতন কাপড়ের কল স্থাপন পাশা-পাশি চলিলে বাংলার শ্রমসম্পদের প্রয়োজনীয় নিয়োগের সুব্যবস্থা অনায়াসেই হইতে পারে। বর্ত্তমানে মাত্র ২১ হাজার ৫ শত ৮৫ জন শ্রমজীবী বাঙ্গলার বস্ত্রকল শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে—এই সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া বাঙ্গলায় বহু লোকের বেকারত্ব ঘুচিবার সম্ভাবনা আছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ যেরূপ ভাবে বস্ত্রের অভাবে সাধারণকে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে তাহার মীমাংসা করিতে হইলে দেশে লম্বা-আঁশযুক্ত তুলার চাষ বৃদ্ধি করতঃ হস্তচালিত চরকায় সুতা প্রস্তুত করিয়া মিলে "টানা" তৈয়ার করিয়া ঐ টানায় দেশীয় তাঁতে স্থানীয় তাঁতীদের দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করান আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার তাঁতীদের শতকরা ৯৫ জনকেই মিলের সুতায় কাজ করিতে হয়। দেশীয় মিলগুলি যুদ্ধের ফরমাস অনুযায়ী বস্ত্রের যোগান দিতেই সম্প্রতি এত ব্যস্ত যে, দেশীয় হস্তচালিত তাঁতের সুতার যোগান দিতে তাহাদের অসুবিধা হইতেছে ফলে দেশীয় তাঁতীদিগকে বস্ত্র প্রস্তুতে নিযুক্ত রাখা সব সময় সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। লম্বা-আঁশ তুলাতেই একমাত্র উৎকৃষ্ট সুতা প্রস্তুত সম্ভব। এই জাতীয় তুলার চাষ বৃদ্ধি করিয়া উহা হস্তচালিত যন্ত্রে বস্ত্র প্রস্তুতের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিলে যথেষ্ট আর্থিক মঙ্গল দর্শাইবে।

দুই কূল রক্ষা!

১ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুইটিকেই রক্ষা করা জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য।

২ বীমাকারী এবং এজেণ্ট এই দুই পক্ষকেই সর্ব্বোত্তম সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য।

(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন)

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিমিটেড।

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

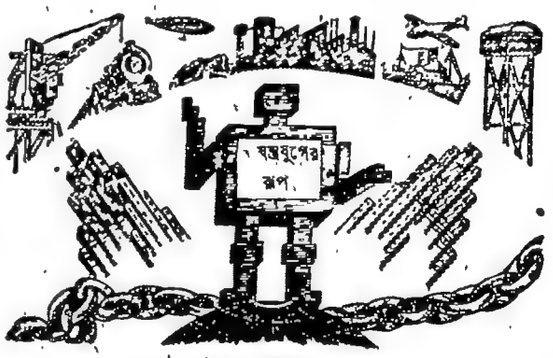

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাচ্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার অভাব

গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী খান বাহাদুর হাসেম আলী খান বলেন যে, বাঙ্গলায় কি পরিমাণ তুলার প্রয়োজন হয় তাহা তিনি জানেন না। অতঃপর তিনি বলেন যে, বাঙ্গলায় ৪ শত পাউণ্ডের ২৫ হাজার বেল সুতা হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি ছোট আঁশযুক্ত হইতে তৈয়ার হওয়ায় মিলের কাজের উপযোগী হয় নাই। বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন করা যায় কিনা সেই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় মিলমালিক সঙ্ঘের সহযোগিতায় ১৯৩৮ সালে এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। গত ৪ বৎসরের চেষ্টায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, রংপুর, নদীয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

ভারতে মার্কিন যন্ত্রপাতি সরবরাহ

মিঃ এডওয়ার্ড আর ষ্টেটিনিয়াস এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, ঋণ ও ইজারা বিধানানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি কারখানার সমুদয় সাজসরঞ্জাম জাহাজযোগে ভারতবর্ষে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য এই সম্পর্কে নয়া দিল্লী হইতে এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।
CPU-63

নূতন পাটজাত দ্রব্য

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি (ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পাটসংক্রান্ত যে গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ফলস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ রি সি গুহ ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী মিঃ বি বি দাস রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঝড়তি পাটকে ঢালাইএর উপযোগী এক প্রকার চূর্ণ বস্তুতে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐরূপ চূর্ণকে এক জাতীয় কঠিন পদার্থে পরিণত করা যায়। এই অভিনব পদার্থের রং ঈষৎ রক্তাভ অথবা খয়েরী রংও বলা যাইতে পারে। ঢালাই হইবার পর উক্তরূপ যে কঠিন জিনিষ প্রস্তুত হয় তখন তাহাতে ছিদ্রাদিও করা যায়। ঝড়তি পাটের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ উপরোক্ত চূর্ণে রূপান্তরিত হয়। ডাঃ গুহ ও মিঃ দাস মনে করেন, বহুল পরিমাণে এই নূতন জিনিষের উৎপাদন হওয়া সম্ভবপর। গবেষণালব্ধ এই পাটজাত নূতন জিনিষটি 'জুটেলাইট' নামে অভিহিত হইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সহরতলী অঞ্চলসমূহে চাষাবাদের প্রস্তাব

গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের খাদ্য বরাদ্দ কমিটির এক জরুরী অধিবেশনে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ যে সব মিউনিসিপ্যাল জমি পতিত রহিয়াছে সেই সমস্ত জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে কিনা তৎসম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কুল্‌টি খালের বরাবর ১৭ মাইল পরিমিত যে বিস্তৃত জমি পড়িয়া আছে তাহা এবং পলতা, টালা, যাদবপুর ও অন্যান্য সহরতলী এলাকায় যে খোলা জায়গা রহিয়াছে সেই সমস্ত জমি সম্পর্কে খাদ্যশস্য চাষের উপযোগী এক পরিকল্পনা রচনা করার জন্য বাঙ্গলা সরকারের নিকট একজন বিশেষজ্ঞ চাওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত কমিটি এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিবার জন্য যাহারা খোলা স্থান ব্যবহার করিবে শুধু তাহাদেরই খাজনা মাপ করা হইবে। কমিটি প্রত্যেক বাড়ীর মালিক বা বাসিন্দাদের স্ব স্ব গৃহের উন্মুক্ত স্থান বা প্রাঙ্গণ চাষাবাদের জন্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় ধান ও পাট চাষের পরিমাণ

গত ৫ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তর কালে কৃষিমন্ত্রী খান বাহাদুর হাসেম আলী খান বলেন যে, গত বৎসর ২৭ লক্ষ ১২ হাজার ৯৪০ একর জমিতে পাট এবং ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার একর জমিতে ধান বোনা হইয়াছিল।

ভারতে মার্কিন সরঞ্জাম সরবরাহ

ভারতবর্ষকে ঋণ ও ইজারা অনুসারে সাহায্য দান সম্পর্কে মার্কিন যুক্ত সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার বিভাগ এক বিশেষ বিবরণীতে জানাইয়াছেন, ১৯৪১ সালের মার্চ্চ হইতে ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে মোট ২৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৯ হাজার ৪৯৪ ডলার মূল্যের সাজসরঞ্জাম সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। যত সরঞ্জাম পাঠান হইয়াছে তাহার তিন ভাগের দুই ভাগই সমরসম্ভার। সাঁজোয়া গাড়ী, কামান ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য ভারতে অধিক পরিমাণে মার্কিন ইস্পাত প্রেরণ করা হইতেছে। অন্যান্য সরবরাহের মধ্যে ফ্ল্যাস লাইট ও রেলের ইঞ্জিনও আছে।

কলিকাতায় ধান-চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ বাতিল

কলিকাতার বাজারে মোটা ও মাঝারি চাউলের এবং ধানের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া গত ২১শে জুলাই (১৯৪২) বাঙ্গলার পণ্য মূল্যের চীফ কণ্ট্রোলার যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে অসামরিক সরবরাহ বিভাগ (সিভিল সাপ্লাইজ ডিরেক্টরেট) তাহা বাতিল করিয়া দিয়া এক নোটিশ জারী করিয়াছেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে উন্নত শ্রেণীর চায়ের চাষ

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিঞ্চিদধিক ২ শত ৫০ প্রকারের চা ও তামাকের বীজ প্রেরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় অতি-উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের বীজ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে উক্ত উন্নততর চায়ের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, শীঘ্রই ভারত, চীন, ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে তামাকু বীজের তিন হাজার পার্শেল পাঠান হইবে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং

শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ :

বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

মূলধন

অনুমোদিত	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)	২২,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি	৮,০০,০০০৲	,, উপর
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায়	১৮,০০,০০০৲	টাকা (প্রায়)

ব্যাঙ্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড.

স্থাপিত—১৯৩১

হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নর্টন বিল্ডিংস

ফোন : ক্যাল : ৬৫৭৯,

বড়বাজার : ২০৪, হ্যারিসন রোড, ফোন : বি, বি, ২২০৪

অন্যান্য শাখা—বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

পে অফিস : ইছাপুরা (ঢাকা) ঃঃ এজেন্সি—বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ।

টেলিগ্রাম— "রেশবো" কলিকাতা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, মুখার্জ্জী টেলিফোন— পি, কে, ২৬৮১.

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার	সিরাজগঞ্জ	নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা	দিনাজপুর	ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর)	রংপুর	বেনারস

নীলফামারি (রংপুর) দুবরাজপুর (বীরভূম)

এলাহাবাদ

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া গত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের যে ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া এই সুবিখ্যাত বীমা কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য আর্থিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ্যাকচুয়ারী মিঃ ডব্লিউ জি ব্যারেট এই ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। ভেলুয়েশনে 'ও এম্' মৃত্যু তালিকার সহিত ৫ বৎসর যোগ করিয়া পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যুর হার বরাদ্দ করা হইয়াছে। দাদনী তহবিলের সুদের হার ধরা হইয়াছে শতকরা ৩৷৷০ টাকা। ভবিষ্যতের জন্য খরচ বরাদ্দ করা হইয়াছে লাভসহ আজীবন বীমায় প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৭ ভাগ, লাভসহ মেয়াদী বীমায় প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৬ ভাগ এবং লাভবিহীন পলিসির উপর প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ। খুবই সুখের বিষয় এই যে, এইরূপ কড়াকড়ি ভাবে ভেলুয়েশন করাইয়াও আলোচ্য ভেলুয়েশনে কোম্পানীর ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯১২ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ বৎসর ১০ মাসে কার্য্যত উহাদের বীমা তহবিলের উপর বৎসরে গড়ে শতকরা ৪৷৷৵০ পাই হারে সুদ পাইয়াছেন। সেই স্থলে ভেলুয়েশনে সুদের হার ধরা হইয়াছে মাত্র ৩৷৷০ আনা। কোম্পানী যদি উহাদের ভেলুয়েশনে শতকরা ৩৷৷০ আনার বদলে শতকরা ৪ টাকা হারেও সুদের হার বরাদ্দ করিতেন তাহা হইলেও উহাদের উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইত ৩৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু তাহারা ভেলুয়েশানে প্রাপ্তব্য সুদের হার কম ধরিয়া ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইয়াছেন। কোম্পানীর আর্থিক দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া চলার জন্যই এত কড়াকড়ি করিয়া ভেলুয়েশন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোম্পানীর এই কার্য্যনীতি প্রশংসনীয়, ইহাতে এই বীমা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হইতেছে। মেসার্স ডি এম দাস এণ্ড সন্স লিঃ এই কোম্পানীর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেন্টস। কলিকাতায় ২৮নং ডালহৌসী স্কোয়ারে উহাদের আফিস অবস্থিত।

ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি করাচীর সুপরিচিত ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভেলুয়েশনে কোম্পানীর উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৫২ টাকা। উক্ত উদ্বৃত্ত হইতে কোম্পানীর পরিচালকগণ কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকদিগকে নিম্নলিখিত হারে বোনাস দেওয়া স্থির করিয়াছেন—আজীবন বীমায় প্রতি হাজারে ২০ টাকা ও মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজারে ১৬ টাকা।

ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড়

কলিকাতায় মিলের দরে ঢাকেশ্বরী কাপড় বিক্রয়ের জন্য মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথ ফার্ম্ম উক্ত মিলের এজেন্ট হিসাবে ৩১নং কটন ষ্ট্রীটে একটি দোকান খুলিয়াছেন। গত ১১ই মার্চ্চ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এই দোকানটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ডাক্তার মুখার্জ্জি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তির ফলে বাজারে কাপড়ের দাম অত্যধিক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সময়ে মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথ ফার্ম্মের কর্ত্তৃপক্ষ মিলের দরে কলিকাতায় ঢাকেশ্বরী কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ইহাতে দেশের দরিদ্র লোকেরা অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে কাপড় কিনিয়া উপকৃত হইবে। জন সেবার কাজে উক্ত ফার্ম্মের উদ্যোগ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ঢাকেশ্বরী মিলস লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ এস সি রায় এক বক্তৃতায় বলেন—এই যুদ্ধের সময়ে ঢাকেশ্বরী মিল কোম্পানী সাধারণের প্রয়োজনে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে বস্ত্র তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে লাভখোর ব্যবসায়ীদের কারসাজির জন্য মিলের তৈয়ারী কাপড় জনসাধারণ উপযুক্ত মূল্যে কিনিবার সুবিধা পাইতেছে না। ঢাকেশ্বরী মিলের এজেন্ট হিসাবে মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথ ফার্ম্ম বর্ত্তমানে যে দোকান খুলিয়াছেন তাহাতে মিলের দরে বিভিন্ন শ্রেণীর ধুতী সাড়ী ও ছিটের কাপড় বিক্রয় করা হইবে। উহাতে উপযুক্ত মূল্যে ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড় পাইয়া জনসাধারণ যে বিশেষ উপকৃত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ঢাকেশ্বরী মিলের কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ আরও দোকান খুলিবার ইচ্ছা রাখেন। শীঘ্রই সে সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কলিকাতার মেয়র মিঃ হেমচন্দ্র নস্কর, বসুমতী সম্পাদক মিঃ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ এবং কাউন্সিলর মিঃ এ সি মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

জন হার্ব্বার্ট এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং মেম্বার—মিঃ প্রফুল্লকুমার দত্ত। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। মেকানিক্যাল এণ্ড ইলেক্‌ট্রীক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিচিটপুর কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অঙ্কুরনাথ ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—কয়লার খনি পরিচালনা।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১২ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে নূতন কিছু বলিবার নাই। পূর্ব্ববৎ অর্থের একটানা স্বচ্ছলতায় কোথাও এক তিল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময়-বাজারের অবস্থায়ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ যৎকিঞ্চিৎ, রপ্তানী বিলের পরিমাণ যৎসামান্য।

গত ৯ই মার্চ্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৶৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। উহা হইতে নিম্নতর মূল্যের টেণ্ডার সব অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ১৬ই মার্চ্চ তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে আগামী ১৫ই মার্চ্চ তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৮ই মার্চ্চ তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ৩রা মার্চ্চ হইতে ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী "ইণ্টারমিডিয়েট" ট্রেজারী বিলের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত বিল গত ১০ই মার্চ্চ হইতে আগামী ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-বিঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৷৹ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ঐ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ লক্ষ টাকা; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫০ কোটি ৫২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯ কোটি ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, ৫২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯ কোটি ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, ৬৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৯ৣ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৯ৣ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৯ৣ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৷৹

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৩ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে এবার কাজ-কারবারের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। শেয়ার বাজারের এই উর্দ্ধগতির মূলে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বহুলাংশে কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিভিন্ন শেয়ারের মধ্যে এবার পাটকলসমূহের শেয়ারের দরেই সর্ব্বাধিক

ইন্সিওরেন্স অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তনের পর যে সব কোম্পানীর ভেলুয়েশন হইয়াছে তন্মধ্যে এই কোম্পানী ১৯৪১ সালের ২য় ভেলুয়েশনে অত্যন্ত উচ্চ হারে বোনাস দিয়াছেন।

বোনাস :—

মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৩৲ টাকা
আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৬৲ টাকা

সুদের হার শতকরা ৩৷৷৹ আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে।

* জীবন বীমা তহবিল (ডিসেম্বর ১৯৪২ সাল) ২,৮০,০০০৲
(এই বৎসর শতকরা ৪০ ভাগ বীমা তহবিল বেশী হইয়াছে)
* সম্পত্তির পরিমাণ ... ... ৪,০০,০০০৲ টাকার উপর
(* অডিট্ সাপেক্ষে)

বীমাকারিগণের দাবীর শতকরা ১০০ ভাগের উপর কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রারম্ভ হইতে উচ্চহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

বর্ত্তমানে ৭½% দেওয়া হইতেছে

স্থাপিত ১৯২১

হেড অফিস—নোয়াখালী।

মহারাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়

দিনাজপুর শাখা গত ৮ই ফেব্রুয়ারী খোলা হইয়াছে।

ঠাকুরগাঁও, কিষণগঞ্জ ও ফরবেসগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে একটা সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে এরূপ সংবাদই উহার অন্যতম কারণ। পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন আগামী ১৫ই মার্চ্চ হইতে তাঁহাদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত সকল মিলেই কার্য্যকাল বাড়াইয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার স্থলে ৬০ ঘণ্টা কাজ চলিবে এবং সমস্ত তাঁতই উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত রহিবে। কার্য্যকাল বৃদ্ধির এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের কারণও সঙ্গে সঙ্গে জানা গিয়াছে। আগামী ১৫ই মে তারিখের মধ্যে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আড়াই কোটি গজ চটের এক বড় অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদে এবার স্বভাবতঃই পাটের বাজারে, বিশেষ করিয়া থলে ও চটের বাজারে অপ্রত্যাশিত চড়তির ভাব দেখা দিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দরে এবার কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। গতকল্য ৩।০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪/০ আনা। ৫৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১০৮৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল-নাগপুর ৩৪৲ টাকায়; বেনারেস্ কটন এণ্ড সিল্ক ১১৵০ আনায়, ১০৸০ আনায়; কানপুর টেক্সটাইলস্ ১৮৸০ আনায়, ১৮৸৵০ আনায়; ১৮৸৵০ আনায়, ১৯৲ টাকায়, ১৯৷০ আনায়; ঢাকেশ্বরী ২২৲ টাকায়, ২২৷০ আনায়, ২২৷৵০ আনায়; এলগিন মিলস্ (অর্ডি) ৫১৸০ আনায়; কেশোরাম ১৮৸০ আনায়, ১৮৸৵০ আনায়, ১৮৸৵০ আনায় এবং নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৮৷৵০ আনায়, ৮৷৵০ আনায় ও ৮৸০ আনায় গতকল্য ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

গতকল্য বেঙ্গল ৪৪৭ টাকায়, বোকারো এণ্ড রামগড় ২০৵০ আনায়, বরাকর ১৪৷৵০ আনায়, বরাকর (প্রেফ্) ১৫৪৲ টাকায়, ভালগোড়া ৬৸০ আনায়, ধেমো মেইন ১৪৷০ আনায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২০৷০ আনায়, ইকুইটেব্‌ল্ ৩৬৷০ আনায়, কাট্রাস ঝরিয়া ৩২৷০ আনায়, নর্থ দামুদা ৬৷৵০ আনায়, সাউথ করণপুরা ৫৷৵০ আনায়, ইউনিয়ন ৩২৸০ আনায় ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৪৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলসমূহের শেয়ারের দরে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। এই বিভাগে এবার বরাবর একটা তেজীর ভাব বজায় ছিল। গতকল্য আদমজী ৩০৸০, এ্যালায়েন্স ৩৫৮৲, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৯০৲, অকল্যাণ্ড ১৯৮৲, বালী ৩০৩৲, বজবজ ৪১০৲, ক্যালকাটা জুট ৩৭৷০, সেভিয়ট ২১৩৷০, ডালহাউসী ২৬২৲, ফোর্ট উইলিয়াম ২৯২৲, হুকুমচাঁদ ২৩৮৵০, হাওড়া ৬৩৷০, কামারহাটি ৫৬৪৲, কাঁকনাড়া ৪৫৮৲, কেলভিন ৬৪০৲, ল্যান্সডাউন ১৫১৲, লরেন্স ২৬৩৲, লৌথিয়ান ২৫ ৲, নেলিমরিয়া ১৯৮৵০, নর্থব্রুক ২৮৮০, ওরিয়েণ্ট ২১৩৲, প্রেসিডেন্সি ৬৷০, রামেশ্বর ১৩৷৵০, রিলায়েন্স ৬৪৮০ ও শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ১৬৷৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

গতকল্য ব্রেথওয়েট ৯।০, বৃটেনিয়া ১৩৷৵০, বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৩৯২৲, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩৭৵০, জেসফ (অর্ডি) ২২।০, কুমারধুবী (অর্ডি)

৭৷৷৵০, ন্যাশনাল আয়রণ ১৩৵০, শারণ ৭৷৵০, ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ২৬৸৵০ ও ঐ (প্রেফ) ১২৩৷০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল

বেলসণ্ড ১০৷৵০, কেরু এণ্ড কোং ১৬৵০, চম্পারণ ২৭৷০, দ্বারভাঙ্গা ১৯৵০, মুরী ক্রয়ারী ১৮৷০ ও নিউ সাভান ১৪৷৵০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

চা-বাগান

এবার চা-বাগানের শেয়ারের দরে বেশ চড়তির ভাব দেখা যায়। গতকল্য আরকটিপুর ২০৵০, বোকাখাট ১২৸৵০, বাসমতিয়া ১৮৷৵০, সেণ্ট্রাল কাছার ৯৯৲, চুনাভুটি ৭০০৲, এথেলবাড়ী ১৭৲০ ও হাতিকীরা ৩০৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৭৭৲, মহীশূর ২৪৲, ষ্টার ২০৸৵০ ও টিটাগড় ২৪৸৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

বিবিধ

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দরে এবার একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয় এবং গতকল্য উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৩৭৲০ ও ২৭৵০; এ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন ১৭৸৵০, ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ২৮৵০, রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২৯৸০ ও ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ২৷৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই মার্চ্চ—৮১৵০। ৩৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৬১-৬৬) ৯ই মাঃ—৯৪৸০। ৩৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৫ই মাঃ—৯৫৷৵০ ; ৯ই—৯৫৷৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ৫ই মাঃ—১০০৷৷০ ; ৮ই—১০০৷৶০ ; ১০ই—১০০৷৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৯ই মাঃ—১০২৸৵০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই মাঃ—৯৪৲ ৯৪৵০ ৯৪৵০ ; ৯ই—৯৪৲ ৯৪৷০ ; ১০ই—৯৪৷৵০ ৯৪৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৫ই মাঃ—১১০৵০ ; ৮ই—১১০৷৶০ ; ৯ই—১১০৷৷৵০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ১০ই মাঃ—১০৪৷৷০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১০ই মাঃ—১১৩৸৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১০ই মাঃ—১০৮৶০।

ডিবেঞ্চার

৫৷৷০ সুদের (১৯৪১-৫০) কেরু এণ্ড কোং (দ্বিতীয় মর্টগেজ) ৫ই মাঃ—১০৩৷০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৫ই মাঃ—১৭২৮৲। ইম্পিরিয়াল (কন্টি) ৫ই মাঃ—৪৩০৲ ৪৩১৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ই মাঃ—১০৭৲ ; ৮ই—মাঃ—১০৭৲।

কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেটেড ৫ই মাঃ—৩৪৷০ ; ৮ই—৩৪৷০। বেঙ্গল ৫ই মাঃ—৪৫২৲ ৪৫৩৲ ; ৮ই—৪৫০৲ ; ১০ই—৪৪৯৲। ভালগোড়া ৫ই মাঃ—৬৸৵০ ৬৸৵০ ৭৲ ; ৮ই—৬৸৵০ ৬৸০। ভুলনরারী ৫ই মাঃ—১৩৸০ ; ১০ই—১৩৸৵০। বোকারো এণ্ড রামগড় ৫ই মাঃ—১৯৷০ ১৯৸০ ; ৮ই—১৯৷৷৵০। বড় ধেমো ৫ই মাঃ—৬৷৷০ ৬৷৷৵০ ; ৯ই—৬৷৵০ ৬৷৷৵০। বরাকর ৫ই মাঃ—১৪৷০ ১৪৷৵০ ; ৮ই—১৪৷৷০ ; ৯ই—১৪৷৵০ ; ১০ই—১৪৵০। দেওলী ৫ই মাঃ—১০৵০ ১০৷০। ধেমো মেইন ৫ই মাঃ—১৪৲ ১৪৵০ ; ৮ই—১৪৲ ১৪৵০ ১৪৷০ ; ৯ই—১৪৲ ১৪৵০ ১৪৵০ ; ১০ই—১৪৸৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৫ই মাঃ—২০৷৵০ ২০৷৷৵০ ; ৯ই—২০৷০। ইকুইটেবল ৮ই মাঃ—৩৬৵০ ৩৬৷৷০ ৩৬৸০ ; ৯ই—৩৬৵০ ; ১০ই—৩৬৵০ ৩৬৶০ ৩৬৷০ ৩৬৷৵০ ৩৬৷৷৵০। কালাপাহাড়ী ৫ই মাঃ—১৪৵০ ১৪৷০ ১৪৷৵০। কাটরাস্-ঝরিয়া ৮ই মাঃ—৩১৷০ ; ৯ই—৩১৸৵০। মণ্ডলপুর ৫ই মাঃ—১১৷৵০ ১২৲। নিউ বীরভুম ৫ই মাঃ—১৭৷৷৵০ ১৮৷০ ; ৯ই—১৮৸০ ১৮৷৷০ ; ১০ই—১৮৸৵০। শিবপুর ৫ই মাঃ—২৫৲। তালচের ৫ই মাঃ—৩৵০ ৩৵০ ৩৶০ ৩৷০ ৩৷৵০ ৩৷৵০ ; ৮ই—৩৷০ ৩৷৵০ ৩৷৵০ ; ৯ই—৩৷০ ৩৷৵০ ৩৷৵০ ; ১০ই—৩৷৵০ ৩৷৵০ ৩৷৶০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৮ই মাঃ—৩৪৵০।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক

—ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড—

বর্ত্তমান যুদ্ধের বাজারেও ইণ্ডিয়ান ইকনমিকের কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা ইণ্ডিয়ান ইকনমিকের জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিকে আপনার জীবন বীমা করুন।

—বোনাস্—

মেয়াদী বীমায় ... হাজার করা বার্ষিক ১২৲ টাকা।
আজীবন বীমায় .... হাজার করা বার্ষিক ১৫৲ টাকা।

—হেড অফিস—

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্।
মিশন রো, কলিকাতা।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা।

সেণ্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬

কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ

কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মিরকাদিম, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস, আসানসোল, রায়গড় সিপিতে।

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শীঘ্রই বোম্বাই শাখা খোলা হইতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স ঃ

মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ৮ই মাঃ—৯৸০ ৯৷৶০ ৯৷৶০ ; ৯ই—৯৷৶০ ৯৸০। বেঙ্গল নাগপুর ৫ই মাঃ—৩২৷০ ৩২৷৶০ ; ৮ই—৩৩৷০ ; ১০ই—৩৩৶০ ৩৩৷০। বেনারস ৮ই মাঃ—১০৷০ ১১৲ ; ৯ই—১০৸০ ; ১০ই—১০৷৷৶০ ১১৲। কানপুর টেক্সটাইল ৫ই মাঃ—১৭৷০ ১৭৷৷০ ১৮৶০ ; ১০ই—১৮৷৶০ ১৮৷৷৶০। চাকেশ্বরী ৫ই মাঃ—২২৷৵ ; ৮ই মাঃ—২২৸০ ; ৯ই—২২৷৶০ ; ১০ই—২২৷০। এলগিন মিলস্ ৫ই মাঃ—৪৮৷৷০। কেশোরাম (অর্ডি) ৫ই মাঃ—১৮৸০ ১৯৲০ ; ৮ই—১৮৸০ ১৮৸৶০ ; ৯ই—১৮৸৶০ ১৯৶০ ; ১০ই—১৯৲০ ১৯৶০। মহালক্ষ্মী ৫ই মাঃ—৩০৲ ৩০৷৷০ ; ৮ই—৩১৲ ; ৯ই—৩১৷৷০ ; ১০ই—৩১৷৷০ ৩২৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৫ই মাঃ—৮৷৶০ ৮৷৷৶০ ; ৮ই—৮৸৶০ ৮৸০ ; ৯ই—৮৸০ ; ১০ই—৮৷৷৶০।

ইলেক্‌ট্রিক

মিরজাপুর ১০ই মাঃ—৬৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ৫ই মাঃ—১৫৷৷৶০ ; ৯ই—১৫৸০। ব্রেইথওয়েট এণ্ড কোং ৫ই মাঃ—৯৷০ ; ৮ই—৯৲ ৯৸৶০। বুটেনিয়া ৫ই মাঃ—১৪৷৶০ ১৪৷৷০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৮ই মাঃ—৩৮২৲ ; ৯ই—৩৮৩৲ ; ১০ই—৩৮৩৲ ৩৮৮৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৫ই মাঃ—৩৫৷৶০ ৩৫৷৶০ ৩৫৷৷০ ৩৫৷৷৶০ ৩৫৷৷৶০ ৩৫৸৶০ ৩৬৲ ; ৮ই—৩৬৸৶০ ৩৬৷৷০ ৩৬৷০ ; ১০ই—৩৭৷৷৶০ ৩৭৶০ ৩৬৸৶০। জেশপ এণ্ড কোং ৯ই মাঃ—২২৲ ২২৶০। কুমারধুবী (অর্ডি) ৫ই মাঃ—৭৶০ ৭৶০ ; ৮ই—৭৷৶০ ৭৷৷০ ; ১০ই—৭৷৷৶০ ৭৸০। ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ৫ই মাঃ—২৫৲ ২৫৷৷৶০ ২৫৸০ ; ৮ই—২৬৸০ ২৬৶০ ; ৯ই—২৬৷৶০ ২৭৷০ ; ১০ই—২৭৷৶০ ২৬৸৶০। ষ্টীল প্রোডাক্টস্ ১০ই মাঃ—৭৸০ ৮৲।

রেলপথ

বর্দ্ধমান-কাটোয়া ৮ই মাঃ—৯২৲ ৯৩৲ ; ১০ই—৯৫৲। দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান (অর্ডি) ১০ই মাঃ—৯০৲। কাটাখাল-লালবাজার ৮ই মাঃ—৯০৲ ৯১৲ ; ১০ই—৯৩৲।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ৫ই মাঃ—৩৷০ ৩৶০ ; ৮ই—৩৷০ ৩৶০ ; ৯ই—৩৶০ ৩৶০ ; ১০ই—৩৶০ ৩৶৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ৫ই মাঃ—২৷৶০ ২৷৶০ ; ৮ই—২৷৶০ ; ৯ই—২৷৶০ ২৷৶০ ; ১০ই—২৷৶০ ২৷৷০। ট্যাভয় টিন ৯ই মাঃ—৮৶০ ১৲ ; ১০ই—৮৶০।

পাটকল

অদমজী ৯ই মাঃ—৩০৲ ৩০৶০ ; ১০ই—৩০৷৶০। আগড়পাড়া ৫ই মাঃ—২৫৲ ; ৮ই—২৫৷৷০ ; ৯ই—২৫৶০। এ্যালবিয়ন ১০ই মাঃ—২২০৲। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৫ই মাঃ—৩৭৮৲ ৩৮২৲ ; ৮ই—৩৮৪৲ ; ৯ই—৩৮২৲ ৩৮৮৲ ; ১০ই—৩৮২৲ ৩৮৩৲। অকল্যাণ্ড ৮ই মাঃ—১৯৩৲ ; ৯ই—১৯২৲ ; ১০ই—১৯৩৲। বালী ৫ই মাঃ—২৯৫৲ ২৯৮৲ ; ৮ই—২৯৯৲ ; ৯ই—২৯৬৲ ২৯৮৲ ; ১০ই—৩০০৲। বরাহনগর ৫ই মাঃ—১২২৲ ; ৮ই—১২৬৲ ; ৯ই—১২৬৲ ; ১০ই—১২৬৷৷০ ১২৬৲। বেলভেডিয়ার ৫ই মাঃ—৪৮১৲ ; ৮ই—৪৮১৲ ; ৯ই—৪৮৩৲ ৪৮৫৲ ; ১০ই—৪৮৩৲। বেঙ্গল ৮ই মাঃ—২৫৷৶০ ২৫৸০। বজবজ ৫ই মাঃ—৪০৮৲ ; ১০ই—৪০৭৲। ক্যালিডোনিয়ান ১০ই মাঃ—৪১২৲। ডালহৌসী (অর্ডি) ৯ই মাঃ—২৪৮৲ ২৪৯৲ ; ১০ই—২৫২৲ ২৫৪৲। ফোর্ট গ্লষ্টার ৯ই মাঃ—৬১৮৲ ; ১০ই—৬২২৲। গৌরীপুর ৫ই মাঃ—৭৭৫৲ ; ৮ই—৭৮২৲ ; ৯ই—৭৮৪৲ ; ১০ই—৭৭৮৲ ৭৮৩৲। হেষ্টিংস (প্রেফ) ৯ই মাঃ—১৪২৲। হাওড়া ৫ই মাঃ—৬২৶০ ; ৮ই—৬১৷৷০ ; ৯ই—৬১৸০ ; ১০ই—৬২৲। হুকুমচাঁদ ৫ই মাঃ—২২৶০ ; ৮ই—২২৷০ ; ৯ই—২২৸৶০ ; ১০ই—২২৸৶০। কামারহাটী ৫ই মাঃ—৫৬০৲ ; ৮ই—৫৬৫৲ ; ৯ই—৫৫৫৲ ; ১০ই—৫৬০৲। কাঁকনাড়া ৫ই মাঃ—৪৪৮৲ ; ৮ই—৪৫৬৲ ; ৯ই—৪৫২৲। রিলায়েন্স ৫ই মাঃ—৬৪৲ ; ৯ই—৬৩৸০ ৬৩৷০। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ৫ই মাঃ—১৬৶০ ; ৮ই—১৬৲ ; ১০ই—১৬৶০। ওয়েভারলি (প্রেফ) ৫ই মাঃ—৬৬৷৷০ ; ৮ই—৬৭৷৷০।

সিটি ব্যাঙ্ক.

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২০

হেড অফিস ঃ— কলিকাতা

ব্রাঞ্চ ঃ— ময়মনসিং

আপনার ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ সমস্যা আমাদিগকে সমাধান করিতে দিন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

কারখানা—আচার্য্যরায় নগর (কাঁথি সমুদ্রতীর)

কারখানার প্রসার ও উৎপাদন

বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

কারখানার কার্য্যপ্রণালী—

কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, ভারত সরকারের প্রাপিতত্ত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্ত্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

বর্দ্ধিত মূলধনে প্রস্‌পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ, আর, পি,

আপনার আশ্রয় গৃহে

খাদ্য, অতিরিক্ত কাপড়, পরিষ্কার নেকড়া, তূলা, আয়োডিন ও ব্যাণ্ডেজ সর্ব্বদা তৈরি রাখা উচিত।

যদি না থাকে, অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি বেঙ্গল কর্ত্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৫ই মাঃ—১৭২৲ ; ১০ই—১৭৫৷৹ ১৭৮৲। মহীশূর ১০ই মাঃ—২২৸৹। ওরিয়েণ্ট ৮ই মাঃ—১৭৷৹ ; ১০ই—২৭৷৵০। শ্রীগোপাল ৮ই মাঃ—১৯৸৵০ ২০৲। ষ্টার ৫ই মাঃ—২০৷৵০ ; ৯ই—২০৷৵০ ; ১০ই—২০৷৵০। টিটাগড় (অর্ডি) ৫ই মাঃ—২৩৸৵০ ২৩৸৵০ ২৪৵০ ; ৮ই—২৪৷৵০ ২৪৵০ ২৪৷০ ২৪৵০ ; ৯ই—২৪৵০ ২৪৵০ ২৪৷০ ২৪৷৵০ ; ১০ই—২৪৷০ ২৪৷৵০ ২৪৷৵০ ২৪৷৵০ ২৪৷৵০ ২৪৷৵০ ২৪৷৵০।

চিনির কল

বলরামপুর ৫ই মাঃ—১২৸৵০ ; ৮ই—১৩৷০। ভারত ৫ই মাঃ—১৫৷৵০। কানপুর ৮ই মাঃ—৩২৷০ ; ৯ই—৩২৵০ ৩২৷০ ; ১০ই—৩১৷০। চম্পারণ ৫ই মাঃ—২৬৷৷০ ; ৮ই—২৬৸০ ; ১০ই—২৭৲। দ্বারভাঙ্গা ৫ই মাঃ—১৭৷৵০ ; ৮ই—১৭৸৵০ ; ৯ই—১৮৷৷০ ; ১০ই—১৮৷৷০। পাঞ্জাব ৯ই মাঃ—৩০৮৲ ৩০৮৲। শ্রীসীতারাম ৯ই মাঃ—১৮৷৷০। ইউনাইটেড প্রোভিন্সেস্ ৫ই মাঃ—১৭৵০ ১৮৲ ; ৮ই—১৭৸৵০ ১৮৲ ; ১০ই—১৮৵০ ১৮৷০ ১৮৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৬ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। মফঃস্বল হইতে আবশ্যক পরিমাণ পাট সরবরাহ হইতে পারিতেছে না। এদিকে চটকলওয়ালারা পাট ক্রয়ের দিকে ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ দেখাইতেছেন। অবস্থা যদি এরূপই থাকে অর্থাৎ সরবরাহের পরিমাণ আপাততঃ বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে কলিকাতার বাজারে পাটের দর বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে। আলগা পাটের বাজারে এবার কাজকারবারের পরিমাণ বেশ আশাপ্রদ হইয়াছে। গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোমের দর ছিল যথাক্রমে ১৫৲ টাকা ও ১২৲ টাকা। পাকা বেল বিভাগেও কাজকারবারের পরিমাণ এবার সন্তোষজনক হইয়াছে।

সপ্তাহের প্রথম ভাগে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে চটের দরে আকস্মিক চড়তির ভাব সুরু হয়। ইহার কারণ স্পষ্ট। ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশন এরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১৫ই মার্চ্চ হইতে তাঁহাদের সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত সমুদয় মিলে বর্ত্তমানের সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টার স্থলে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাল কাজ আরম্ভ হইবে। এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ পরবর্ত্তী এক সংবাদে জানা গিয়াছে। আগামী ১৫ই মে তারিখের মধ্যে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আড়াই কোটি গজ চটের এক বিরাট অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া থলে ও চটের বাজার এবার স্বভাবতই তেজী হইয়া উঠিয়াছে। ৯নং ও ১১নং পোর্টার চটের দরে এবার যেরূপ উর্দ্ধগতি দেখা যাইতেছে তাহাতে সামনের সপ্তাহে উহার অপেক্ষাও বেশী মূল্য লক্ষিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজারে সমধিক তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। ঝরিলা তূলার দর ৫৬৫৲ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। করাচী তূলার বাজারের কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শনিবার ও রবিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিন করাচী তূলার বাজার ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকিবে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বেশ কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণও সন্তোষজনক হইয়াছে। বোম্বাই হইতে সম্প্রতি কিছু পরিমাণ সরবরাহ পৌঁছাইতে পারায় এবার গ্রীষ্মকালীন পোষাকাদির কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের জন্য ব্যবসায়ী মহল উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের সরবরাহ পাওয়া যাইবে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৩ই মার্চ্চ

সপ্তাহের প্রথম ভাগে বোম্বাইএর সোণার বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সোণার দরে আবার চড়তির ভাব সুরু হয়। সপ্তাহের শেষের দিকে এবার রেডি সোণার দর ছিল ৬৮৷৷০ আনা।

রূপা

রূপার বাজারও সপ্তাহের প্রথম ভাগে মন্দা ছিল, পরে অবস্থার উন্নতি ঘটায় রূপার দর বৃদ্ধি পায়। এবার রেডি রূপার দর ছিল ১০৬৸৵০ আনা। লণ্ডনের রূপার বাজারে এবারি মন্দার ভাব চলিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

ফোন : ক্যাল ১৪৬৪ (২ লাইন) গ্রাম—'Aryoplants

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস লিমিটেড

ভারতে গুড়াদুগ্ধ এবং নানাপ্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রথম প্রস্তুতকারক

সারা ভারতে এবং বাহিরের প্রচুর চাহিদা মিটাইবার জন্য আমাদের কারখানাগুলিতে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কার্য্যকালের উপর ভাল লভ্যাংশ আশা করা যায়।

শীঘ্রই শতকরা ৭৷৷ টাকা লাভের প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হইবে।

আবশ্যক অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন :—

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)

কলিকাতা শোরুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

(খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার)

এবং সর্ব্বোপরি মন্ত্রিদের আন্তরিকতার অভাবে আসল কার্য্য বিশেষ কিছুই অগ্রবর্ত্তী হয় নাই। খাদ্য ফসল বাড়াইবার আন্দোলনে চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে—কিন্তু চলতি বৎসরে বাঙ্গলায় খাদ্য ফসলের উৎপাদন না বাড়িয়া বরং উহাদের ঘাটতির অঙ্কইৎবড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হইলে বাঙ্গলায় ধান ও খাদ্যশস্যের চাষ বাড়িতে পারে। ১৯৪১ সালে পাটের জমি কমাইবার ফলে ধানের জমি কার্য্যতঃ ২৫ লক্ষ একর পরিমাণে বৃদ্ধিও পাইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী ১৯৪২ সাল হইতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের নীতি একরূপ পরিহার করিয়াই চলিয়াছেন। ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। চলতি ১৯৪৩ সালে দেশে খাদ্যদ্রব্যের নিদারুণ অভাব দেখিয়াও পুনরায় তাঁহারা সেইরূপ বেশী জমিতেই পাট চাষ করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ কার্য্যনীতির ফলে ভবিষ্যতে এপ্রদেশে খাদ্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কোন আশা নাই বলা চলে। অথচ এইরূপ অবস্থায়ও বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী এপ্রদেশ হইতে এখনও বাহিরে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। এহেন দায়িত্বহীনতা ও অদূরদর্শীতার ফলেই চাহিদার তুলনায় খাদ্য-দ্রব্যের যোগান কম পড়িয়া এক মারাত্মক খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

চাহিদার তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান কম হইলে সাধারণ অবস্থায় তাহার মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হইলে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহা অনেক পরিমাণে দাবাইয়া রাখিতে পারেন। জিনিষপত্রের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে র‍্যাশনিং প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া ও তাহাদের মূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই যুদ্ধের সময়ে অনেক দেশেই তাহা কার্য্যতঃ সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু সে দিক দিয়া এদেশের গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন নাই। খাদ্য-দ্রব্যের যোগান সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর না লইয়া বাঙ্গলা সরকার শুধু অর্ডিনান্স ও ইস্তাহার মারফতে উহাদের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার একটা বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন। জিনিষপত্রের দাম নির্দ্ধারিত মূল্যের তুলনায় অনেকগুণ বাড়িয়া উঠায় সে চেষ্টা অনেক কাল পূর্ব্বেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। আড়ৎদার ও দোকান-দারেরা যুদ্ধকালীন অবস্থায় চড়া মুনাফার লোভে জিনিষ পত্র মজুত করিতেছেন। ইহার ফলে জিনিষপত্রের দাম কৃত্রিম ভাবেও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আড়ৎদার ও দোকানদারদের মজুত মাল সম্বন্ধে কোন তথ্যতালিকা রাখেন না বলিয়া উহাদের সে কারসাজি বন্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই শ্রেণীর লাভের ব্যবসা কঠোর ভাবে দমন করিতে গিয়া তাঁহারা সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের বিরাগ ভাজন হইতেও ভয় করেন।

খাদ্যদ্রব্যের যোগান সম্বন্ধে নিজেদের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি প্রতি এলাকার অধিবাসীদের ভিতর নির্দ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন তবে তাহাতে সকল দিক দিয়াই সুবিধা হইতে পারে। অন্ততঃ সহর অঞ্চলে এইরূপ ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ত কোন সন্দেহ করাই চলে না। এই র‍্যাশনিং প্রথায় পণ্যের যোগান অনুযায়ী উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে ইতিমধ্যে এই প্রথা বলবৎ করা হইয়াছে। বোম্বাই সহরেও এই র‍্যাশনিং নীতি প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভিক বিধিব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়াছে। শীঘ্রই সেখানে জিনিষপত্রের যোগান অনুযায়ী তাহার মাথাপিছু ব্যবহার এবং তৎবাবদ দেয় মূল্যের হার বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে এহেন ধরণের অত্যাবশ্যকীয় র‍্যাশনিং প্রথা অবলম্বন সম্পর্কে এপ্রদেশের মন্ত্রিসভার দিক হইতে আজও কোন কার্য্যকরী উদ্যম দেখা যাইতেছে না। কলিকাতা সহরে কয়েকটি দোকান ও ডিপো স্থাপন করিয়া তাঁহারা নির্দ্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের ভিতর চাউল চিনি প্রভৃতি সরবরাহের একটা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দোকানের সংখ্যাল্পতা ও তাহাতে মালপত্রের কম যোগান হেতু তাহা দ্বারা আসল উদ্দেশ্য প্রায় কিছুই সাধিত হইতেছে না।

খাদ্য সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী এপর্য্যন্ত

(৮২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পিপলস্ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ
ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে
ফোন কলিঃ ৩৪৬
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
এস্ চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—কুমিল্লা
মূলধন
অনুমোদিত এবং বিলিকৃত ২০,০০,০০০৲
বিক্রিত ১১,৩১,০০০৲ উপর
আদায়ীকৃত ৯,৪৩,০০০৲ উপর
কলিকাতা অফিস :—
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,
ফোনঃ—কলিঃ ৬৫৮৮
শাখা ও এজেন্সী :—
সকল প্রধান প্রধান
ব্যবসা কেন্দ্রে

পপুলার
ইন্সিওরেন্স
কোং লিঃ
হেড আফিস ম্যাঙ্গালোর
চীফ এজেন্টস্ - ফোন-ক্যাল:১৮০৮
মেসার্স
এইচ্ কে. বানার্জ্জী
এণ্ড সন্স
১০, ক্লাইভ রো
কলিকাতা

(খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার)

কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করেন নাই। বাঙ্গলার দরিদ্র জনসাধারণের অসহনীয় দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া ভবিষ্যতেও যে এবিষয়ে তাঁহারা কোন সুসঙ্কল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহার কোন আশা দেখা যাইতেছে না। শিল্প ও পণ্য সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাঙ্গলার যে সমস্ত অঞ্চলে চাউলের যোগান কম সেই সমস্ত অঞ্চলে চাউল সরবরাহের জন্য বাঙ্গলা সরকার ডিরেক্টরেট অব্ সিভিল সাপ্লাইজ এর মারফতে চাউল কিনিয়া রাখিতেছেন। এই ভাবে চাউল যে কিনা হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল সেই চাউল জনসাধারণের ভিতর বণ্টন করা হইবে না সৈন্য বিভাগের দরকারে ও অন্যান্য স্থানের লোকদের প্রয়োজনে নিয়োগ করা তাহাই প্রশ্ন। কলিকাতায় চাউলের দর ২৪ টাকা হওয়া সত্ত্বেও এই সহরের লোকদের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মজুদ চাউল ছাড়িবার ব্যবস্থা করিতেছেন না—ইহাতে সন্দেহের মাত্রা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যদিগকে ভরসা দিয়াছেন, বাহির হইতে এপ্রদেশে চাউল আমদানীর জন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের সহযোগিতা চাহিয়াছেন এবং তাহার ফলে বাঙ্গলায় অদূর ভবিষ্যতে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল আমাদানী সম্পর্কে একটা ব্যবস্থাও হইয়াছে। সেই চাউল আসিয়া পড়িলে বাঙ্গলার খাদ্য সমস্যা সন্তোষজনকভাবে মিটাইবার পক্ষে আর কোন অসুবিধা হইবে না। এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গলা সরকার কোন স্থান হইতে এবং কিভাবে বাঙ্গলার জন্য বিস্তর পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। তবে এই শ্রেণীর ভরসা কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। খাদ্য সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে হক সাহেব আর একটি আশ্বাস দিয়াছেন যে, এপ্রদেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী সরবরাহ বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই একজন নূতন মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহার কার্য্যে সহায়তার জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে একটি ফুড এডভাইসরী কমিটি গঠন করিবেন। খাদ্য সরবরাহ বিভাগের জন্য একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার কথায় আমরা তেমন কোন ভরসা বোধ করিতে পারিতেছি না। খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে উপযুক্ত কার্য্যকরী নীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা না হইলে কেবল একজন নূতন মন্ত্রী নিয়োগে সমস্যার সমাধান হইবে না। ফুড এডভাইসরী কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় ঐ কমিটির সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু এই কমিটির বাকী সদস্য হিসাবে যে সাধারণের বিশ্বাসভাজন লোকদের লওয়া হইবে এবং এই কমিটি গঠিত হইলে তাঁহার সুপরামর্শ যে মন্ত্রিমণ্ডলী গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন সে নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতেও যে খাদ্য সমস্যার কোন প্রতিকার হইবে সেরূপ আশা আমরা কার্য্যতঃ কিছুই দেখিতেছি না। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে উঁহারা এপর্য্যন্ত যে অকর্ম্মণ্যতা ও অক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহার পর উঁহাদিগকে মন্ত্রিত্বের গদীতে সমাসীন থাকিতে দেওয়া আমাদের মতে অনুচিৎ। মোটা ভাতা ও মোটা মাহিয়ানা যোগাইয়া কতিপয় ধামাধরা লোককে মন্ত্রী হিসাবে পোষাইয়া রাখা জনসাধারণের কাম্য নহে। তাহারা চায় সেইরূপ মন্ত্রিমণ্ডলী যাঁহারা গরীব ও অসহায়ের পক্ষ হইয়া এপ্রদেশের শাসনভার পরিচালনা করিবেন এবং তাহাদের দুঃখ গ্লানি দূর করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আইন সভার সদস্যদের পক্ষে সমবেতভাবে আজ সেইরূপ এক মন্ত্রী সভা গঠনেই যত্নপর হওয়া সঙ্গত।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
ঝাড়গ্রাম শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

দি ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল
ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ
হেড অফিস :—৩০ নং রসা রোড, কলিকাতা।
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী।
ফোন : সাউথ ২৭২৮ :: টেলিগ্রাম : "টিপ টো"

টাকা পয়সা লেন দেন
ব্যাঙ্কের মারফতই নিরাপদ
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৫
হেড অফিস—৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।
ফোন : সাউথ—৫৮২।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১৫, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল—২৬৯২।
অন্যান্য শাখাসমূহ
বেঙ্গল :—বহরমপুর, বরিশাল। বিহার :—ছাপরা।
আমাদের ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন।
জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ এন, বি, ঘোষ দস্তিদার।

সস্তায়, সুন্দর ও
টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

সাপ্লাই বিভাগ
● চায়ের বাক্স
● চা
● কয়লা
● লবণ
● মণিহারী
● পাট
● তামাক
● টাম্বার
জি, এস, এম্পোরিয়ম লিঃ
একটি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিভিন্ন বিভাগ
● রেডিও
● ইলেক্‌ট্রিক্যাল
● হোসিয়ারী
● কনফেকসনারী
● বিস্কুট
● বাটার
● ভিণ্ডাক্ষুড
জি, এস, এম্পোরিয়ম লিঃ
কলিকাতা, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২২শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪৩ | ৪৪শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮২৩-৮২৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮৩০-৮৩৬
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮২৬	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৮৩৭
জমিদারী প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত	৮২৭	বাজারের হালচাল	৮৩৮-৮৪২
প্রভিডেন্ট বীমা	৮২৮		

সাময়িক প্রসঙ্গ

চাউল সমস্যার একদিক

বাঙ্গলায় বাহির হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হইয়াছে, এপ্রদেশে উহার উৎপাদনও পূর্ব্বের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু বাঙ্গলা হইতে এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষটির রপ্তানী আজও হ্রাস পাইতেছে না। মধ্যপ্রাচ্য, সিংহল ও কোচিন প্রভৃতি স্থানের বুভুক্ষু লোকেরা বিপাকে পড়িয়া বাঙ্গলার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছে, আর সেই তাগিদে এ প্রদেশের লোকদিগকে বঞ্চিত করিয়া অবলীলাক্রমে বাহিরে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' নামক কবিতায় এক 'দীন নারীর' একমাত্র বসন দান করিয়া দেওয়ার কাহিনী পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার পর এরূপ একনিষ্ঠ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত আর আমরা দেখি নাই। বাঙ্গলা হইতে সিংহল ও অন্যান্য স্থানে যে চাউল রপ্তানী হইতেছে তাহার পরিমাণ সম্পর্কে পূর্ব্বে যখনই প্রশ্ন উঠিয়াছে তখনই গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, এই শ্রেণীর রপ্তানী আসলে খুবই স্বল্প—বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে তাহা দুই এক দিনের খাই খোরাকেরই সমতুল্য। অতএব রপ্তানীর জন্য চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই। যেদেশে চাহিদার তুলনায় চাউলের যোগান কম সে দেশ হইতে লোকের দুই এক দিনের খোরাকও বাহির হইয়া যাইতে দেওয়া অনুচিৎ। তথাপি গবর্ণমেণ্টের কথায় বিশ্বাস করিয়া লোকে চাউল রপ্তানীর পরিমাণ অনেকটা নগণ্য বলিয়াই মনে করিয়াছিল এবং যথাসম্ভব এবিষয়ে চিন্তাভাবনা না করাই স্থির করিয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কোন এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গলা সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন বাঙ্গলা হইতে চাউল রাপ্তানীর যে পরিমাণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বিষয়টি খুব গুরুত্বব্যঞ্জক বলিয়াই মনে হইতেছে। তিনি জানাইয়াছেন ১৯৪২ সালের প্রথম হইতে চলতি ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গলা হইতে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টন চাউল বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। গত অক্টোবর মাস হইতে গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত সময়ে বাঙ্গলা হইতে রেল ও নদীপথে যে চাউল প্রেরিত হইয়াছে তাহা ঐ হিসাবে ধরা হয় নাই। সেভাবে প্রেরিত মাল যোগ না করিয়াও রপ্তানীর পরিমাণ ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টন দাঁড়াইয়াছে। যে দেশে বৎসরে ৭৪ লক্ষ টন চাউল ব্যবহৃত হয় (কৃষিমন্ত্রীর বরাদ্দ) সে প্রদেশে উহা যে লোকের দুই এক দিনের খোরাকমাত্র নহে তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারে। অথচ বাঙ্গলায় চাউলের মারাত্মক অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা লক্ষ্য করিয়াও এই রপ্তানী বন্ধ করা সম্পর্কে আজও কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে লোকের খাদ্যাভাব সমস্যার প্রতিকার বিষয়ে এই শ্রেণীর সরকারী উদাসীনতা আমরা খুব পরিতাপের বিষয় বলিয়াই মনে করি।

তুলার মূল্য ও গবর্ণমেণ্ট

বোম্বাইয়ের বাজারে তুলার দর চড়িতে চড়িতে প্রতি কেণ্ডি (এক কেণ্ডি ৭৮৪ পাউণ্ডের সমান) ৬১০ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। তুলার দর এইভাবে চড়িয়া উঠিতে দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট আতঙ্ক গণিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের তুলা ব্যবসায়ীদের কারসাজির ফলেই দর এইরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে মনে করিয়া অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজ্‌ম্যান্ তাঁহাদের উদ্দেশে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তুলার মূল্য এইভাবে বাড়িয়া চলিলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সস্তা দরে বস্ত্র সরবরাহ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন হইবে। তুলা চাষের জমি কতক পরিমাণে

নিয়ন্ত্রণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট এদেশে খাদ্য ফসলের চাষ বাড়াইবার যে আয়োজন করিতেছেন তাহাও ব্যর্থ হইবে। কাজেই তুলার দর বৃদ্ধি সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের কারসাজি গবর্ণমেণ্ট বরদাস্ত করিবেন না। যে অজুহাত দেখাইয়া অর্থসচিব তুলার অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধিতে খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন, সে অজুহাত সত্য হইলে তাহা খুবই ভরসার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হইতেছে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সস্তা বস্ত্র সরবরাহ ও এদেশবাসীর জন্য বেশী খাদ্য ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা—এ দুইই ভূয়া কথা তুলার দর বাড়িলে সৈন্য বিভাগের জন্য বস্ত্রের যোগান দিতে গিয়া সরকারী ব্যয় বাড়িয়া যাইবে ইহাই হইতেছে আসল কথা। নতুবা তুলার দর নিম্ন থাকার সময়ে কাপড়ের কলের লাভ কমাইয়া যাঁহারা তুলা চাষীদিগকে সস্তা বস্ত্র যোগাইবার চেষ্টা করেন নাই আজ তাঁহারা দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া রাতারাতি এত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন কেন?

যুদ্ধ শেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

যুদ্ধের শেষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট এখন হইতেই সজাগ হইয়াছেন। এসম্পর্কে অনেক দেশেই সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের আয়োজন দেখা যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই দিক দিয়া আজও কোন কার্য্যকরী উদ্যম লক্ষিত হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য ১৯৪১ সাল হইতে এদেশে কতিপয় রিকনষ্ট্রাকসন কমিটি বা পুনর্গঠন কমিটি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই সব কমিটি যে বিভিন্ন সমস্যা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তৎপ্রতিকারার্থ কোন সুচিন্তিত কার্য্যনীতি নির্দ্ধারণে যত্নপর হইয়াছেন সেরূপ কোন আভাস আজও পাওয়া যাইতেছে না। ভারতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ভাবী পরিকল্পনা এদেশেই তৈয়ার হইবে, না তাহা লণ্ডনের হোয়াইট হল বা ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস্ হইতে আসিবে দেখিয়া শুনিয়া সে বিষয়ে লোকের মনে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে। যুদ্ধোত্তর ব্যবসা বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি বিষয়ে জগতের কল্যাণে কিসব আন্তর্জ্জাতিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নিয়া মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির মধ্যে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে, ঘন ঘন আলোচনা চলিতেছে। ফলে নানা ঘোষণা-বাণী ও বিবৃতির ভিতর দিয়া যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক পরিকল্পনাও নির্গত হইতেছে। স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যুদ্ধ শেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত অনেক বিষয়েই ভারতবর্ষের কোন স্বাধীন মতামত থাকিবে না—ইংলণ্ড ও আমেরিকার দূরদর্শী রাজনীতিবিদগণ আন্তর্জ্জাতিক সুযোগ সুবিধার কথা ভাবিয়া এবিষয়ে যে নির্দ্দেশ দিবেন তাহাই এদেশকে মানিয়া লইতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের দিক দিয়া কতদূর সমর্থনযোগ্য হইবে তাহাই প্রশ্ন। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন তাঁহার অভিভাষণে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেই জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধশেষে অর্থনৈতিক দিক দিয়া যেসব সমস্যার উদ্ভব হইবে উপযুক্ত আন্তর্জ্জাতিক পরিকল্পনা স্থির করিয়া বিভিন্ন জাতির সহযোগিতার ভিতর তাহা সমাধানের চেষ্টা করা মন্দ নহে। কিন্তু এইভাবে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি বিধান করিতে গেলে জগতের দুর্ব্বল জাতিসমূহের কথা পূর্ব্বাহ্নে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ ও অন্য যে সমস্ত দেশ এখনও পরাধীন রহিয়াছে এবং শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া এখনও যাহাদের তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় তাহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠার উপযুক্তরূপ সুযোগ দিতে হইবে। যেসব দেশ শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া যথেষ্ট অগ্রগামী ভারতের মত অনুন্নত দেশের সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী তাহারা কতদূর মানিয়া লইতে সম্মত হইবে এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিকল্পনা স্থির করিতে গিয়া এই দুই বিষয়ে কতদূর সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইবে তাহাই বিবেচ্য। যুদ্ধশেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যেসব পরিকল্পনার কথা শুনা গিয়াছে, তাহাদের কোনটিতেই ঐদিক দিয়া কোন সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা হয় নাই। যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়া ইঙ্গ-মার্কিন বিশেষজ্ঞরা ভারত ও অন্য পরাধীন দেশের কথা বিশেষ কিছু আমলে আনিতেছেন না, উহাদের বিহিত স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ দেশের সুবিধা অনুযায়ী তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক স্কীম উদ্ভাবন করিয়া চলিয়াছেন। এই ধরণের পরিকল্পনা ভারতের মত পরাধীন ও অনুন্নত দেশের পক্ষে মোটেই উপযোগী হইবে না। ভারতের স্বার্থ দেখিতে হইলে এ দেশের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণকে আজ স্বকীয় প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত সেনের এই প্রকার অভিমত আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়া মনে করি। যুদ্ধোত্তর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন পরিকল্পনার কারসাজি বুঝিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এদেশবাসীর পক্ষে সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য।

পাট চাষীর স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা

এ বৎসর পাটের বিশেষ কিছু চাহিদা হইবে না জানিয়াও বাঙ্গলা সরকার এবার গত বারের সম-পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। পাটকলওয়ালাদের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া তাঁহারা এহেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু ১৯৪৩ সালে এত বেশী জমিতে পাট চাষ করিবার ফল যে পাটের মূল্যের দিক দিয়া খুবই মারাত্মক হইবে তাহা তাঁহাদের বুঝিতে বাকী নাই। গত বৎসর চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া কৃষকেরা উহার সমুচিৎ মূল্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। মণ প্রতি ৪।৫ টাকা দরে পাট বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা দরে চাউল কিনিয়া খাইতে হইয়াছে। এবার সেরূপ শোচনীয় অবস্থা সৃষ্ট হইলে (যাহা অবধারিতই বলা চলে) কৃষকদের সমক্ষে আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। তাই বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রীরা কৃষকদের উদ্দেশ্যে নানারূপ দরদ ও সদিচ্ছার বাণী আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাটের বাজারের মন্দা ও খাদ্যাভাব সমস্যার কথা ভাবিয়া যাঁহারা পাটের জমি হ্রাস করিতে সম্মত হন নাই এ বসৎসর কৃষকেরা কিভাবে পাটের ন্যায্য মূল্য পাইবে, তাহা ভাবিয়া তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের কৃষি মন্ত্রী খান বাহাদুর হাসেম আলী খান রাইটার্স বিল্ডিংস্এ কৃষি ও মার্কেটিং বিভাগের অফিসরদের এক বৈঠকে সম্প্রতি এই জরুরী বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাটচাষীদের সমবায় সমিতি গড়িয়া তুলিয়া পাটের পড়তি মূল্য সম্পর্কে একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে। সমবায় সমিতির মারফতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পাটচাষীরা যদি চটকলওয়ালাদের সহিত ও রপ্তানীকারকদের সহিত পাটের মূল্য সম্পর্কে একটা বুঝাপড়া করার চেষ্টা করে তবে ঐ দিক দিয়া অন্য অন্যবারের মত তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। মন্ত্রী মহোদয়ের এই উপদেশ খুবই মূল্যবান সন্দেহ নাই। তবে পাট

বিক্রয়ের জন্য সমবায় সমিতি গঠনের নির্দ্দেশ এদেশে নূতন নহে। কৃষকদের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত এই শ্রেণীর সমিতি গঠনের আলোচনা পূর্ব্বে অনেকবারই হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী এতদিন কাজ অগ্রবর্ত্তী না হওয়ার কারণ এই যে, এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের প্রতি মৌখিক দরদ দেখানো ছাড়া কার্য্যতঃ তাহাদের সুখসুবিধা সম্পর্কে কোন সুসঙ্কল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রস্তুত নহেন। দেশের কৃষকদিগকে সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহিত করা এবং এই প্রথায় পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বিষয়ে তাহাদিগকে সহায়তা করা আজ প্রত্যেক সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্টই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু এদেশে লোক দেখানো বাহ্যিক আড়ম্বর হিসাবে একটা সমবায় বিভাগ পরিচালিত হইলেও তাহার মারফতে আসল কাজ সাধিত হওয়ায় বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গলার প্রধান অর্থকরী পণ্য পাট। অথচ গত ৩০।৪০ বৎসর যাবৎ সরকারী সমবায় বিভাগ পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও এই প্রদেশে সমবায় প্রথায় পাট বিক্রয়ের কোন সুবন্দোবস্তই আজ পর্য্যন্ত হইল না। অশিক্ষিত কৃষকদের উদ্দেশ্যে হিতোপদেশ বর্ষণে ব্যস্ত না থাকিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীরা যদি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হন তবেই আসল কাজ অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে।

শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমনের উপায়

শ্রমিকদের মজুরী, ছুটিছাটা ও বাসস্থান সম্পর্কে প্রয়োজনানুরূপ সুব্যবস্থা নাই বলিয়া এবং মালিকপক্ষ সময়ে অসময়ে নানারূপ জবরদস্তিমূলক কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন বলিয়া এ প্রদেশের কল-কারখানাসমূহে প্রায়ই শ্রমিক বিক্ষোভ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইসব বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট অনেকস্থলেই ভালরূপ বিচার-বিশ্লেষণের গরজ দেখান না। শ্রমিকদের অসন্তোষ যখন ধর্ম্মঘটের আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং কলকারখানার কাজ যখন একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হয় তখন তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ধর্ম্মঘট প্রশমনের চেষ্টা করেন। অনেকক্ষেত্রে তাঁহাদের সেই চেষ্টা মালিকদের পক্ষ হইয়া ধর্ম্মঘটীদিগকে সায়েস্তা করারই সামিল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই প্রকার কার্য্যনীতির ফলে বিক্ষোভ প্রশমনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হয় না। শ্রমিকদের অসন্তোষ আপাততঃ চাপা পড়িয়া সুযোগমত পুনরায় রুদ্রমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এ প্রদেশে শ্রমিক সমস্যার প্রতিকারের জন্য আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ একটা সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের কথা বলিয়া আসিতেছি। বোম্বাই প্রদেশে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের প্রতিকারের জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট একটি ট্রেড ডিসপুটস্ এ্যাক্ট প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে শালিসী ব্যবস্থায় শ্রমিক বিক্ষোভ নিষ্পত্তির জন্য উক্ত প্রদেশে আরবিট্রেসন কোর্ট স্থাপনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। কোন কলকারখানায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট বাধিলে বা বাধিবার উপক্রম হইলে এই আরবিট্রেসন কোর্ট শ্রমিকদের দাবীদাওয়া ও মালিকপক্ষের কৈফিয়ৎ যথাযথ বিবেচনা করিয়া বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার অভাব অভিযোগ ও দাবীদাওয়া বিচার করিয়া বোর্ড যে রায় প্রদান করিবেন শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই আইনতঃ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। এই ব্যবস্থার ফলে বোম্বাই প্রদেশে শ্রমিক বিক্ষোভের প্রতিকার বিষয়ে অনেকটা সুফল লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বাঙ্গলা দেশেও শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমনের সহায়তা হইবে বলিয়া এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকেও আমরা বোম্বাই সরকারের অনুরূপ কার্য্যনীতি গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছি। বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী এতদিন সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। অনেক বিলম্ব করিয়া সম্প্রতি তাঁহারা এ বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত ১৩ই মার্চ্চ বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, এ প্রদেশে শ্রমিক সমস্যার প্রতিকারের জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে বাঙ্গলা সরকার একটি স্থায়ী আরবিট্রেসন কোর্ট স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে হাইকোর্টের একজন জজকে নিয়োগ করার কথা তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন। অনেকটা বিলম্বে হইলেও বাঙ্গলা সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করিয়া যদি তাঁহারা অচিরে ঐ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে একটা কাজের মত কাজ হইবে।

ভারতীয় শর্করা শিল্পের গলদ

জাপান কর্ত্তৃক জাভা অধিকৃত হওয়ার পর ঐ দেশ হইতে ভারতবর্ষে চিনি আসা বন্ধ হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে চিনির অতি উৎপাদন সত্ত্বেও যে আমদানী ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই যুদ্ধকালীন অভাব ও অপ্রাচুর্য্যের ভিতর সে আমদানী হইতে এদেশের লোক আজ নির্ম্মমভাবে বঞ্চিত হইয়াছে। চিনির দিক দিয়া ভারতের অগণিত জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে এদেশের উৎপাদনই আজ একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর এই দুঃসময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে চিনির বিপুল রপ্তানী সুরু হওয়ায় সেকারণেও ভারতীয় চিনির দাবীদাওয়া যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। আশা করা গিয়াছিল এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভারতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও চিনির কলওয়ালারা বিশেষভাবে যত্নপর হইবেন এবং তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেশে চিনির প্রয়োজনানুরূপ যোগান পাওয়া যাইবে। কিন্তু ভারতে এখনও কোন বিষয়ে সুপরিকল্পিতভাবে কোন অগ্রগতি সাধিত হওয়ার আশা বৃথা। এদেশে চিনির অভাব লক্ষ্য করিয়া চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট চিনির কলসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে চিনির কতকটা বেশী যোগানও পাওয়া গিয়াছে সত্য ; কিন্তু এই বৃদ্ধি কোন দিক দিয়াই তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই। পূর্ব্বে এদেশের চিনির কলসমূহে যেস্থলে চিনির ক্রমাগত অতি উৎপাদন দেখা যাইত সেস্থলে এই যুদ্ধের সময়ে চেষ্টা করিয়াও আজ আর কিছুতেই আবশ্যকানুরূপ চিনি উৎপাদন করা যাইতেছে না। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের চিনির কলসমূহে ১২ লক্ষ ৪১ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। চিনির উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে ও ১৯৪১-৪২ সালে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার টনে ও ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টনে পরিণত হয়। কাণপুরস্থ ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেক্নোলজির ডিরেক্টর সম্প্রতি যে পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে দেশে চিনির উৎপাদন পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কিছু বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৬১ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। ভারতের চিনির কলসমূহের বৎসরে ১৪ লক্ষ টনের উপর চিনি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে। দেশে চিনি যেরূপ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এবৎসর কলসমূহে উহাদের পূর্ণ সামর্থ্য অনুযায়ী চিনি উৎপন্ন হইতে দেখিলেই আমরা সুখী হইতাম ; কিন্তু সেরূপ বেশী চিনি প্রস্তুত হওয়া দূরের কথা, এবার কলসমূহে গত ১৯৩৯-৪০ সাল এবং ১৯৪০-৪১ সালের সমপরিমাণ চিনিও উৎপন্ন হয় নাই। চাহিদার সহিত মিল রাখিয়া সুপরিকল্পিতভাবে জিনিষপত্রের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে এদেশের শিল্প কারখানাগুলি যে আজও কতদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে ইহাতে তাহাই লক্ষ্য করা যায়।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ৩রা মার্চ্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অনশন ভঙ্গ করেন। এই সংবাদে দেশবাসী আশ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহারা পুরাপুরি নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। কেন-না বৃদ্ধ বয়সে একুশ দিবস ব্যাপী দুঃসহ উপবাসের পর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জননেতার জন্য ভারতের জনগণের পক্ষে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকা অস্বাভাবিক নহে। দুঃখের বিষয় পরাধীন ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতারা এই বিষয়ে আদৌ সচেতন নন, কিংবা সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা জনস্বার্থবিরোধী ঔদাসীন্যের ভাব বজায় রাখিতে চাহেন। ৩রা মার্চ্চ প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধীর অনশন সাঙ্গ হয়। দুই দিন পরেই ৬ই মার্চ্চ বোম্বাই সরকার তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ডাক্তারগণের প্রদত্ত এক সংক্ষিপ্ত বুলেটিন প্রকাশ করিয়া তৎসঙ্গে জনসাধারণের অবগতির জন্য এই কথা জানাইয়াছেন যে, অতঃপর আগা খাঁ প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধীকে পূর্ব্ববৎ বন্দীর ন্যায় রাখা হইবে এবং তাঁহার শরীরের অবস্থা সম্পর্কে আর কোন সংবাদ প্রকাশিত হইবে না। এদেশের শাসকগণের সঙ্গে এদেশের শাসিতের আন্তরিক যোগাযোগ বিদ্যমান থাকিলে মহাত্মা গান্ধী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত বোম্বাই সরকার প্রত্যহ বুলেটিন প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের উৎকণ্ঠা দূর করিতে এতটুকু দ্বিধা করিতেন না। জননেতাকে যেখানে অগ্রাহ্য করা হয়, সেখানে জনমতের মর্য্যাদা আশা করা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং মহাত্মাজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে বোম্বাই সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা বোধ করিলেও আমরা তিলমাত্র বিস্মিত হই নাই।

* * * *

যুদ্ধের পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশগুলির অভিভাবকত্বের ভার কাহার হাতে থাকিবে সেই সম্পর্কে উপনিবেশসমূহের সচিব মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলি যে নরম-গরম মন্তব্য শুনাইয়াছেন আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সব ব্যক্তি যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ঔপনিবেশিক অধিকারসমূহের খবরদারির ভার এক আন্তর্জ্জাতিক শাসনের উপর ছাড়িয়া দিবার দুঃসাহসিক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মিঃ ষ্ট্যানলি যথাসময় সেই সব সমালোচকদের অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা গলাইতে যথারীতি নিষেধ জানাইয়া প্রচ্ছন্ন সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলির এবম্বিধ অকপট কটূক্তিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোন কোন হুঁসিয়ার মহল অবিবেচনাপ্রসূত ও হঠকারিতাপূর্ণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের মধ্যে এরূপ জবাব ও পাল্টা জবাবে প্রবৃত্ত হইলে উহার ফলে মিত্রপক্ষের সংহতি ও সংযোগে ফাটল ধরিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার অর্থ কি এই নহে যে, আসল অভিপ্রায় এখন গোপন রাখিয়া যুদ্ধের আদর্শ সম্পর্কে বড় বড় বুলি এবং যুদ্ধোত্তর সুখ-শান্তি-সাম্য-স্বাধীনতা সম্পর্কে এক-একটি জমকালো পরিকল্পনার কথা সাড়ম্বরে প্রচার করাই বুদ্ধিমানের কাজ?

* * *

মিঃ চার্চ্চিলকে ধন্যবাদ! বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলির সমালোচকদের একেবারে নিরাশ করিয়া দিয়াছেন। গত ১৭ই মার্চ্চ কমন্স সভায় এক প্রশ্নের জবাবে মিঃ চার্চ্চিল বৃটিশ সম্রাজ্যের উপনিবেশসমূহ সম্পর্কে মিঃ ষ্ট্যানলির স্পষ্ট অভিপ্রায়কে আরও স্পষ্টাক্ষরে সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের কাছে ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। ঝুনো সাম্রাজ্যবাদী মিঃ চার্চ্চিলকে ভারতবর্ষ খুব ভাল করিয়াই চেনে, ভালভাবেই জানে। আটলান্টিক সনদ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর অনশন পর্য্যন্ত বহুবার বৃটিশ শাসকশ্রেণী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহাদের অভিসন্ধির কথা অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। জনকয়েক আশাবাদী যুদ্ধোত্তর পৃথিবী সম্পর্কে যতই আদর্শের কথা প্রচার করুন না কেন, সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের পরে তাঁহাদের জগৎজোড়া কায়েমী অধিকারের সূচ্যগ্র পরিমাণও ছাড়িবেন না। পরিতাপের বিষয় এই, অনেকে এখনও আশা রাখেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই এরূপ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় রাজী হইবেন না। মিঃ চার্চ্চিল ও অন্যান্য বৃটিশ কর্ণধার কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় প্রচারিত ও সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও এতাবৎ মিঃ রুজভেল্ট কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি উহার প্রতিবাদে টুঁ শব্দও করেন নাই। এক্ষেত্রে নীরবতার অর্থই হইতেছে পরোক্ষ সমর্থন। মিঃ চার্চ্চিলের আর যত দোষই থাক, তাঁহার অকপটতার প্রসংশা আমরা না করিয়া পারি না। তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আসল কথা খোলাখুলিই প্রকাশ করিয়াছেন—কোথাও এতটুকু ভরসা বা এক তিল অস্পষ্টতার অবকাশ রাখেন নাই। যুদ্ধের পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশগুলির অবস্থা যেমন ছিল তেমনি থাকিবে—অর্থাৎ খবরদারির একচেটিয়া অধিকার গ্রেট বৃটেন ছাড়া আর কাহারও নাই, থাকিতে পারে না এবং থাকিবেও না।

* * *

পাকিস্থান যে কি বস্তু আজও আমরা তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মুসলীম লীগের কর্ণধার মিঃ জিন্না স্বয়ং বহুবার উহার বহুরকম ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এমনকি পাকিস্থান পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তক ডক্টর লতিফের সঙ্গে বর্ত্তমানে মিঃ জিন্নার মিলের তুলনায় অমিলও কম নহে। এই কারণেই কিছুকাল যাবৎ ডক্টর লতিফ বক্তৃতায় ও প্রবন্ধাদিতে জিন্নাজীর অপরিণামদর্শী কার্য্যনীতির বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ জিন্না যখন-তখন তাঁহার বক্তৃতা ও বিবৃতিতে জোড় গলায় একটা কথা শুনাইয়া থাকেন। তাঁহার পাকিস্থান গৃহীত হইলে উহা নাকি ভারতের জাতীয়তার পরিপন্থী না হইয়া পরিপোষকই হইবে এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলিম শাসিত ও প্রভাবিত প্রদেশে নাকি সুবিচার ও সুশাসন পাইতে পারিবে। ইহা সত্য হইলে অর্থাৎ উক্তরূপ ভরসা বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভবপর হইলে তাহাতে হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ আপত্তি করিবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু অদ্যাবধি মিঃ জিন্না তাঁহার পাকিস্থানী পরিকল্পনার মূল নীতি ও তৎসংক্রান্ত খুঁটিনাটি সম্পর্কে খোলসা করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বাঙ্গলার কথা উল্লেখ করিতে পারি। প্রস্তাবিত পাকিস্থানের আমলে বাঙ্গলার দশা কি দাঁড়াইবে আজও তাহার হদিশ মিলিল না। কোন্ মূলসূত্র ধরিয়া ভৌগোলিক ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হইবে সেই সম্পর্কে ডক্টর লতিফ হইতে আরম্ভ করিয়া আজাদ পত্রিকার সাম্প্রতিক প্রবন্ধ পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পূর্ণ মিল নাই। মিঃ জিন্না তথা মুসলীম লীগকে আমরা পাকিস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ও অকুণ্ঠ ভাষায় সকল কথা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। তখন সেই পরিষ্কার পরিকল্পনা যদি মিঃ জিন্নার ব্যাখ্যা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে জাতীয়তাবিরোধী না হইয়া জাতীয় কল্যাণপ্রসূ হয়, তাহা হইলে জাতীয়তাবাদী ভারত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সেই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে রাজী হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু এখানেই যত ফ্যাসাদ এবং এই কারণেই কি মিঃ জিন্নার এমন অস্পষ্টতা-বিলাস?

জমিদারী প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙ্গলায় যে জমিদারী প্রথা সৃষ্টি হইয়াছিল সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আজ তাহার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। এ প্রদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া গত ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপকরতঃ জমিদারীসমূহ সরকারে খাস করিয়া লওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকার কমিশনের সেই সুপারিশের মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইয়া সম্প্রতি এবিষয়ে এক কার্য্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মিঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি গত ১৫ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, (১) এ প্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া চাষীদের সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন সম্পর্কে ফ্লাউড কমিশন যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন বাঙ্গলা সরকার তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী আপাততঃ কোর্ফা প্রজার উপরিস্থ সমস্ত শ্রেণীর খাজানা প্রদানকারীদের ভূমিস্বত্ব কিনিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (২) জমির স্বত্ব খাস করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট মালিকদিগকে তাহাদের নিট লাভের শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন। (৩) মালিকানা স্বত্ব বাবদ দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য সরকারী বিচার বিভাগের লোকদের লইয়া একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হইবে। (৪) এ সম্পর্কে ভারত শাসন আইনের বিধিনিষেধ পর্য্যালোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব শীঘ্র উপযুক্ত আইন প্রণয়নে ব্রতী হইবেন। (৫) আর্থিক ও অন্যবিধ দায়িত্বের কথা ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ একটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে জমিদারী খাস করিয়া লওয়ার কাজে হাত দিবেন; উক্ত জেলায় বর্ত্তমানে যে জরীপ কার্য্য পরিচালনা করা হইতেছে তাহা শেষ হইলেই সেই পরীক্ষামূলক কাজ সুরু হইবে।

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার এতদিন পরে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর দেড়শত বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উক্ত বন্দোবস্তের বহুপ্রকার কুফল লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলার লোকে ইহা ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থা বলবৎ করিবার মূলে যে, সার্থকতাই থাকুক না কেন বর্ত্তমানে উহাকে কায়েম করিয়া রাখিবার আর কোন যৌক্তিকতা নাই। এই বন্দোবস্তের ফলে অসংখ্য ধরণের জমিদারী ও তালুকদারী স্বত্ব সৃষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা সাধারণের ভিতর প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপনের অসুবিধা ঘটিয়াছে। বহু প্রকার মধ্যস্বত্ব ভোগীর উদ্ভব হইয়া দেশে কৃষক ছাড়াও ভূমির উপর নির্ভরশীল এক শ্রেণীর পরগাছা লোকের সংখ্যা অহেতুকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। শিল্প ব্যবসায়ের দিকে মনোযোগ না দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের সহজ সংস্থান হিসাবে ও সামাজিক মানসম্ভ্রম কুড়াইবার সস্তা ফিকিরে লোকে ভূমি স্বত্বের পিছনেই তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিয়া আসিয়াছে। এই ব্যবস্থার আমলে কৃষি ভূমির প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন সম্পর্কে প্রকৃত দায়িত্ব গ্রহণে কাহারও বিশেষ গরজ নাই। ফলে সমগ্র প্রদেশের আর্থিক জীবনের মূল অবলম্বন যে কৃষি তাহার সমুচিৎ উন্নতি সাধনের প্রশ্ন ক্রমাগতভাবে অবহেলিত হইতেছে। এই অবস্থায় বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আর অধিককাল জিয়াইয়া রাখার কোন অর্থই হয় না। সুতরাং ফ্লাউড কমিশনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ এবং জমিদারী ও তালুকদারীসমূহ কিনিয়া লওয়া সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; ইহা আমরা তাঁহাদের সুবিবেচনার পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি। একদিকে সরকারী আয় বাড়াইবার প্রয়োজন, অপরদিকে চাষীদের সমষ্টিগত কল্যাণ—এই দুই দিক হইতে বিচার করিয়া একটি আদর্শ রাজস্ব ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটান ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

তবে সাধারণভাবে বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেণীর ভূমি স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও বাঙ্গালা সরকার বর্গাজমির মালিকদিগকে আপাততঃ এই বিষয়ে রেহাই দেওয়াই সঙ্গত মনে করিয়াছেন। রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী বলিয়াছেন, বর্গা প্রথা অবলম্বন করিয়া এ প্রদেশের চাষী ও ভূম্যধিকারীদের ভিতর যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কৃষির দিক দিয়া ক্ষতিকর না হইয়া বরং সুফলপ্রদ হইয়াছে বলিয়াই অনেকের ধারণা। অবিলম্বে এই প্রথা বিলোপ করিতে গেলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নানারূপ গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজেই বর্গাজমির মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে হস্তক্ষেপ না করাই সমীচীন মনে করিতেছেন। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টেও প্রথমে বর্গাজমি সম্পর্কে কোন হাত না দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছিল। বর্গাজমি বাবদ ভূম্যধিকারীদের প্রাপ্য অনেক স্থলেই পণ্য দ্বারা পরিশোধ করা হইয়া থাকে বলিয়া এবং সেই পাওনা অনেক স্থলে বেশী বলিয়া উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া বর্গাজমির মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার পক্ষে নানারূপ অসুবিধা রহিয়াছে। সেই কারণে কমিশন প্রথমে বর্গাজমি বাবদ ভূম্যধিকারীদের পাওনা বর্ত্তমানের তুলনায় হ্রাস করিবার ও সেই পাওনা টাকার হিসাবে নির্দ্ধারিত করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকার আপাততঃ বর্গাজমির স্বত্ব না কিনিয়া কমিশনের নির্দ্দেশমত প্রথমে বর্গাজমি বাবদ ভূম্যধিকারীদের পাওনা উপরোক্তভাবে বাধিয়া দেওয়ারই চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাহা ছাড়া বর্গা জমি সম্পর্কে চাষীদের ন্যায্য অধিকার মানিয়া লওয়া বিষয়ে তাঁহারা আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। জমিদারী ও তালুকদারী কিনিয়া লওয়ার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবেন তাহার প্রকৃত সুফল দেখা না যাওয়া পর্য্যন্ত বর্গাজমি সম্পর্কে এই শ্রেণীর ছোটখাট বিধিব্যবস্থায় হাত দেওয়া আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় অনুচিৎ বলিয়াই মনে করি। দেশের আর্থিক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিপর্য্যয়ের আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বর্গাজমির মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন সেই আশঙ্কার কথা ভাবিয়া বর্গাজমির স্বত্ব ও তৎবাবদ ভূস্বামীর প্রাপ্য সম্পর্কেও অদূর ভবিষ্যতে কোন অদল বদল করিতে না যাওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য। বর্গাজমির সহিত এ প্রদেশের অগণিত

(৮২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রভিডেণ্ট বীমা

(শ্রীকুমুদকান্ত ভট্টাচার্য্য)

জীবন বীমা সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাহাতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহা প্রথম ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়। তখন হইতেই ইউরোপে বীমার কাজ নানা প্রকারে বাড়িতে থাকে। ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকায় জীবন বীমার সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর বীমাও প্রচলিত হয়। উক্ত দেশসমূহের উপযুক্তরূপ বীমা না করিয়াই এখন আর লোকে ব্যবসা বাণিজ্যে হাত দেয় না। ব্যবসাতে নানা বিপদ রহিয়াছে। যেখানে একাধিক লোকের মূলধনে ব্যবসায় ঘটিত সেখানে খুব সতর্কতার সহিত ব্যবসা চালাইতে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাহাজ ভর্ত্তি করিয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য দ্রব্য পাঠান হইয়া থাকে। সেই সব ব্যবসাতে সব সময়ই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই সম্ভাবিত বিপদ এড়াইবার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি সর্ব্বপ্রথমেই বীমার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সব কারণেই উরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ব্যবসা, বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার বীমারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

উক্ত দেশসমূহে নানা শ্রেণীর এরূপ বীমা প্রসার লাভ করিয়াছে যে, অনেক স্থলে গৃহপালিত পশুর বীমা সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে "আর্থিক জগতে" ২।১ বার লেখা ও সমালোচনা হইয়াছে। কৃষককুল তাহাদের আকস্মিক বিপদ হইতে যাহাতে রক্ষা পায় এই ধরণের বীমার তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চালিত জীবন বীমার প্রচলন খুব বেশী দিন হইতে হয় নাই। এদেশে প্রভিডেণ্ট বীমাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পরে। প্রভিডেণ্ট বীমাতে কোন এক ব্যক্তি ৫০০৲ টাকার বেশী বীমা করিতে পারেন না। অবশ্য বীমার টাকা পাওয়ার সময় লাভ সহ ৫০০৲ টাকার বেশী পাইতে পারেন। এদেশের প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীগুলি প্রথম অবস্থায় নানা কারণে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। পরিচালকগণের অসাধুতা যে সব ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্যতার জন্য দায়ী তাহা নহে। প্রভিডেণ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চালু না হওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্টের এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য না থাকায় প্রায়ই কোম্পানীগুলি সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

১৯১২ সালে প্রভিডেণ্ট বীমা সম্বন্ধে আইন পাশ হয়। কিন্তু এই আইন সত্ত্বেও প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীগুলি প্রথম প্রথম দেশের লোকের তেমন সাহায্য বা সহানুভূতি পায় নাই। তাহার কারণ এই যে আইন সত্ত্বেও প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী পরিচালনায় প্রথম প্রথম দেশে অনেক পরিমাণে অসাধুতা লক্ষিত হইয়াছিল। বীমা পরিচালকদের অসাধুতা ও অকৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকা অপচয়ও হইয়াছিল। এক্ষণে সেই শ্রেণীর অব্যবস্থা বহুল পরিমাণে দূর হইয়াছে এবং লোকের মন হইতে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব ধীরে ধীরে বিদূরিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

১৯১২ সালের বীমা সম্বন্ধীয় আইন জনস্বার্থ রক্ষার দিক দিয়া যথোপযুক্ত হয় নাই বলিয়া ঐ আইন সংশোধন সম্পর্কে দেশে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। ফলে গবর্ণমেণ্ট বীমা কোম্পানীগুলি পরিচালনা জনস্বার্থের দিক হইতে নিরাপদ ও দোষমুক্ত করিবার জন্য ১৯৩৮ সালে একটি নূতন বীমা আইন পাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। এই আইনটি ১৯৩৯ সাল হইতে দেশে প্রচলিত হইয়াছে। এই আইনে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলি কড়াকড়ি বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে। যে সব কোম্পানী সেই সব বিধান মানিয়া চলিবে তাহারাই শুধু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে, অন্যথায় ব্যবসা চালাইতে পারিবে না। বর্ত্তমানে উল্লিখিত আইন অনুযায়ী প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীসমূহের কাজ নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে উহারা ক্রমেই লোকের বিশ্বাসভাজন হইতেছে। প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীগুলি নূতন আইনের অধীনে কাজ করাতে সমাজ সেবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছে। দেশের লোকও উহাদের কার্য্যদ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইতেছে।

আমাদের দেশে লোকের আয় সাধারণতঃ যেরূপ কম তাহাতে অনেকের পক্ষেই উচ্চাঙ্গের জীবন বীমা করিবার সুযোগ হয় না। যাঁহাদের আয় স্বল্প (যেমন যাঁহারা কলকারখানায় অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সামান্য মাহিনায় কাজ করেন) তাঁহাদের পক্ষে প্রভিডেণ্ট বীমার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অনেক প্রতিষ্ঠানেই কর্ম্মচারীদিগকে বার্দ্ধক্যভাতা বা পেন্সন দেওয়ার রীতি নাই। বার্দ্ধক্য হেতু বা অন্য কোন কারণে কর্ম্মচারীরা কার্য্যে অপারগ হইলে তাহাদিগকে এককালীন কিছু টাকা দেওয়ারও ব্যবস্থা নাই। ফলে বার্দ্ধক্য হেতু বা অন্য কোন কারণে রোজগারে অপারগ হইলে তাঁহাদের অশেষ কষ্টের কারণ দেখা দেয়। তাহাতে সমাজ জীবনেই যথেষ্ট অকল্যাণ সূচিত হয়।

প্রভিডেণ্ট বীমা সাধারণ রোজগারীদিগকে ও তাঁহাদের পরিবার ও পরিজনকে অনেকভাবে সহায়তা করিতে পারে। কোন উপার্জ্জনশীল লোকের মৃত্যু হইলে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হইতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহাতে পরিবারের লোক আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা পায়। ঐদিকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিলে তাহাতে যে কেবল তাঁহাদের স্বকীয় কল্যাণের পথই প্রশস্ত হইবে তাহা নহে; উহাতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির পক্ষেও প্রকারান্তরে যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে। পলিসির প্রিমিয়াম মারফতে দেশের বিচ্ছিন্ন অর্থ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে কেন্দ্রীভূত হইবে। সে কেন্দ্রীভূত অর্থ কতক পরিমাণে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিতে নিয়োগ করিয়া দেশের আর্থিক প্রগতি সাধন করা যাইবে। দুঃখের বিষয় যাঁহাদের বীমা করিবার মত অর্থ-সঙ্গতি রহিয়াছে, তাঁহারা কি উচ্চাঙ্গের জীবন বীমা, কি প্রভিডেণ্ট বীমা, কোন দিকেই এখনও যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতেছেন না। এইরূপ অবস্থা দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পরিপোষক নহে। এদেশের উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই তাঁহাদের সাধ্যানুরূপ জীবন বীমা কিংবা প্রভিডেণ্ট বীমা করিতে পারেন। ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্য এবং পরিবার পরিজনের সংস্থানের জন্য তাহা করা খুবই সঙ্গত। প্রভিডেণ্ট বীমা স্বল্প আয়বিশিষ্ট লোকদের পক্ষে সর্ব্বথা উপযোগী। এই শ্রেণীর বীমার সার্থকতা সম্পর্কে সাধারণকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীসমূহের তরফ হইতে দেশে উপযুক্ত প্রচারকার্য্য সুরু হওয়া প্রয়োজন।

(জমিদারী প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত)

দরিদ্র মধ্যবিত্তের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। উপযুক্ত সময় ও সুদিন না আসা পর্য্যন্ত ঐদিকে কোন রকম হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

এ প্রদেশের প্রজাস্বত্ব আইন যেভাবে প্রজাদের অনুকূলে বারবার সংশোধন করা হইতেছে এবং প্রজাদের নিকট হইতে রীতিমত খাজানা আদায় করা ক্রমেই যেরূপ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে তাহাতে জমিদারী ও তালুকদারী পরিচালনা করা কাহারও নিকট এখন আর বড় একটা লাভের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে না। জমিদারী ও তালুকদারীর উপযুক্ত মূল্য পাইলে অনেকেই বর্ত্তমানে তাহা বিকাইয়া দিতে প্রস্তুত। বাঙ্গলার জমিদারদের মুখপাত্র হিসাবে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে সেই অভিমত জ্ঞাপনও করিয়াছেন। জমিদারী কিনিয়া লওয়ার বর্ত্তমান কার্য্যনীতি গ্রহণ করিতে গিয়া বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানে তৎবাবদ উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার কথাটাও ভালভাবে বিবেচনা করিয়াছেন—ইহা সুখের বিষয়। জমিদারীসমূহ কিনিয়া লওয়া হইলে তৎবাবদ কিরূপ মূল্য দেওয়া সঙ্গত সে সম্পর্কে ফ্লাউড কমিশনের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্নরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সদস্যের মতে জমিদারীর নিট লাভ বরাদ্দ করিয়া দশগুণ মূল্য দিয়া তাহা কিনিয়া লওয়ার সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছিল। তবে কমিশন জানাইয়াছিলেন যে প্রয়োজন বিবেচনায় দশ গুণ হইতে পনর গুণ মূল্য দেওয়া হইলেও তাহাতে তাঁহাদের আপত্তির কারণ নাই। বাঙ্গলা সরকার কমিশনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যথাসম্ভব বেশী হারেই জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে সরকারী বিচার বিভাগ হইতে লোক নিয়োগ করিয়া একটি ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করিবেন। প্রত্যেক ভূমি স্বত্বের প্রকৃতি ও লাভালাভ স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করিয়া উক্ত ট্রাইব্যুন্যাল যে মত প্রকাশ করিবেন তদনুযায়ী নিট আয়ের দশ গুণ হইতে পনর গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। জমিদারদের স্বার্থের দিক হইতে এই ব্যবস্থা খুব সঙ্গত হইবে এবং তাঁহারা ইহা মানিয়া লইতে রাজী হইবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। তবে সাকুল্য টাকা নগদে (এককালীন) না কিস্তিবন্দী হারে পরিশোধ করা হইবে রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর বক্তৃতায় তাহা কিছুই প্রকাশ পায় নাই। ফ্লাউড কমিশন একসঙ্গে এ প্রদেশের সমস্ত জমিদারী কিনিয়া লইয়া জমিদারদের পাওনা অনুযায়ী তাঁহাদিগকে ৬০ বৎসরের মেয়াদী ঋণপত্র প্রদান করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। দীর্ঘদিনে টাকা পরিশোধের সেই নীতি ভূম্যধিকারীদের মনঃপূত হয় নাই। এক সঙ্গে সমস্ত জমিদারী কিনিয়া লওয়ার কার্য্যনীতি অবলম্বন না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যখন ক্রমে ক্রমে এক এক এলাকার জমিদারী স্বত্ব খাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন তখন নগদ সাকুল্য টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না বলিয়া আমাদের ধারণা। এককালীনভাবে সমস্ত টাকা পাওয়া ভূম্যধিকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক। সেই হিসাবে তাঁহারা তাঁহাদের পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে এই নীতি অবলম্বনের জন্য অবশ্যই দাবী করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐবিষয়ে তাঁহাদের মনোভাব অবিলম্বে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করা সঙ্গত।

যাহা হউক, জমিদারী ক্রয়ের বর্ত্তমান পরিকল্পনাটি যেভাবে গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে উহার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। দেশের জমিদার ও দেশের জনসাধারণের দিক হইতেও উহার বিরুদ্ধে তেমন কোন আপত্তি উঠিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের যাহা কিছু সন্দেহ ও আশঙ্কা তাহা গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা নিয়া। নানা কারণে বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলীর সমক্ষে দুর্দ্দিনের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলার লোকদের অন্ন বস্ত্র সমস্যার কোন কুলকিনারা করিতে না পারিয়া ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলের আক্রমণে তাঁহারা বিপর্য্যস্ত হইতেছেন। সাধারণের সমক্ষেও ঐ কারণে তাঁহাদের পক্ষে মুখ দেখান কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। কাহারও কাহারও ধারণা এই দুঃসময়ে নূতন করিয়া জনপ্রিয় হইবার ফিকিরেই মন্ত্রিমণ্ডলী ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া জমিদারী খাসের একটা কার্য্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই ধারণা কতদূর সত্য তাহা আমরা জানি না। তবে জমিদারী কিনিয়া লওয়ার বর্ত্তমান পরিকল্পনা সম্পর্কে রাজস্ব মন্ত্রীর বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা উহা সত্বর যথোচিতভাবে কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ার তেমন কোন আশা দেখিতেছি না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করিয়া নূতন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা মানি, সেজন্য দেশের ভূমি স্বত্ব সম্পর্কে নূতন করিয়া জরীপ কার্য্য পরিচালনার আবশ্যকতাও আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই ধরণের কাজ সমস্তই ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখিলে আসল লক্ষ্য কোন দিন সাধিত হইবে কি না সন্দেহের বিষয়। রাজস্ব সচিব বলিয়াছেন ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ সম্পর্কে বিল উত্থাপন করিয়া তৎপর তাঁহারা একটি জিলায় পরীক্ষামূলকভাবে জমিদারী খাসের কার্য্যনীতি অনুসরণ করিবেন। সেই জিলাটির নাম তিনি গোপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা ফরিদপুর বলিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। ফরিদপুর জেলায় সম্প্রতি জরীপ-কার্য্য চালান হইতেছে বলিয়া এবং উহার এলাকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়াই হয়ত গবর্ণমেণ্ট এই জেলাতেই সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষামূলক কার্য্য সুরু করিবার কথা ভাবিতেছেন। ভবিষ্যতে আইন প্রণয়ন ও জরীপ কার্য্য সমাধার সঙ্কল্প, তদুপরি পরীক্ষামূলকভাবে কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরিকল্পনা ; কাজেই জমিদারী খাসের প্রস্তাব কবে পর্য্যন্ত যে বাস্তবে পরিণত হইবে তাহা আমরা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এ প্রদেশে জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে লোকে প্রতিনিয়ত আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার যে পরিচয় পাইতেছে তাহাতে সরকারী সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতিতে আর তাহাদের বিশ্বাস নাই। নিছক আশা ভরসার বদলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রকৃত কাজই প্রত্যাশা করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করিয়া গবর্ণমেণ্ট জনকল্যাণের ভিত্তিতে আদর্শ রাজস্ব ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যখন প্রয়োজন বোধ করিতেছেন এবং সে সম্পর্কে জনসাধারণের সমর্থনও যখন রহিয়াছে তখন যথাসম্ভব সত্বর সে লক্ষ্য সাধনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৫
হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলকামারী, মেদিনীপুর, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ।
পুরী শাখা খোলা হইয়াছে।
জলপাইগুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—
ডাঃ এম, চাটার্জ্জী, মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কর্পোরেশন তহবিলের ঘাটতি পূরণ সমস্যা

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট স্পেশাল কমিটি সম্প্রতি কর্পোরেশনের বাজেট সম্পর্কে এরূপ প্রস্তাব জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা সহরের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রমোদাগারসমূহ হইতে প্রাপ্ত প্রমোদ-করের একটি ন্যায়সঙ্গত অংশ কলিকাতা কর্পোরেশনকে গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত। উক্ত কমিটি আরও সুপারিশ করেন যে, কর্পোরেশন এলাকায় সামরিক যানবাহনসমূহের যাতায়াতে রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি হয় বলিয়া ভারত সরকার যাহাতে কলিকাতা কর্পোরেশনকে রাস্তাঘাট মেরামত বাবদ ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে হিসাব করিয়া বৎসরে অন্ততঃ ৬৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন সেইজন্য বাঙ্গলা সরকারের মারফৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা অত্যাবশ্যক। উপরোক্ত প্রস্তাব দুইটি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে উহার দ্বারা কর্পোরেশন তহবিলের ঘাটতি বহুলাংশে পূরণ করা যাইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত কমিটি কর্পোরেশনের শাসনসংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস করিবার জন্যও কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন। কয়েকটি বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট) উঠাইয়া দিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোন নূতন নির্ম্মাণকার্য্যে হাত না দেওয়া এবং বিল্ডিং ও শিক্ষা বিভাগের কিছু কিছু কর্ম্মচারীকে অন্য কোন ক্ষেত্রে কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় কি না তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্যও কমিটি এক সুপারিশ জানাইয়াছেন।

মূল্য বৃদ্ধির মানদণ্ডে ভারত ও বৃটেন

গত ১১ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে ফাইনান্স বিলের প্রথম দফার আলোচনা-কালে মিঃ যমুনাদাস মেটা বলেন যে, অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য ইংলণ্ডে যে স্থলে প্রাক্‌যুদ্ধ কালের তুলনায় শতকরা ২১৲ টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই স্থলে ভারতে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য শতকরা ১০০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সিন্ধুতে দিয়াশলাইএর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

সিন্ধু প্রদেশে পারিবারিক প্রয়োজনে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দিয়াশলাইএর অধিক ব্যবহার যাহাতে না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে এক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারকে প্রতি মাসে চারখানি করিয়া কুপন দেওয়া হইবে এবং একখানি কুপনে চারিটি করিয়া দিয়াশলাইএর বাক্স পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গলার কুইনাইন সমস্যা

গত ১৭ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কুইনাইন সরবরাহের দাবী সম্পর্কে আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ জানান যে, বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত পন্থায় প্রায় ৭ শত একর জমিতে সিন্‌কোনা বৃক্ষের চাষাবাদের আয়োজন করিয়াছেন। আগামী ১৯৪৪ সালের শেষ ভাগে উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ণ উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ হইয়া সাফল্য অর্জ্জন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীযুক্ত বর্ম্মণ অতঃপর জানান যে, বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর ৪৫ হইতে ৫০ হাজার পাউণ্ড পরিমিত কুইনাইন উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সাধারণ সময়ে কুইনাইনের গড়পড়তা বাৎসরিক প্রয়োজনের পরিমাণ ৯৫ হাজার পাউণ্ড। বিভিন্ন প্রদেশে কুইনাইনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের উদ্যোগে দিল্লীতে যে বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে ভারত সরকার বাঙ্গলা দেশে স্বাভাবিক চাহিদার শতকরা ৭৫ ভাগ কুইনাইন পাইবেন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আবগারী বিভাগের মন্ত্রী আরও জানান যে, বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে নির্দ্দিষ্ট দোকানসমূহে কুইনাইন বণ্টনের জন্য বাঙ্গলা সরকার প্রথম দফায় গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ৫ হাজার পাউণ্ড, দ্বিতীয় দফায় গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ৩ শত ৯৬ পাউণ্ড ও তৃতীয় দফায় গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১২ হাজার ৮৭৬ পাউণ্ড কুইনাইন বিভিন্ন জেলার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত বর্ম্মণ বলেন যে, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারকে ৮০ হাজার পাউণ্ড এটিব্রিন সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক চা-চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব

চা উৎপাদনকারীদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি বলবৎ রহিয়াছে তাহার মেয়াদ যুদ্ধকাল ও যুদ্ধের পরে আরও দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত বজায় রাখিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক চা-কমিটি এক সুপারিশ করায় ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ টি এস পিলাই ১৯৩৮ সালের চা নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধনকল্পে গত ১৭ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড.

স্থাপিত—১৯৩১

হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নর্টন বিল্ডিংস

ফোন : ক্যাল : ৬৫৭৯,

বড়বাজার : ২০৪, হ্যারিসন রোড, ফোন : বি, বি, ২২০৪

অন্যান্য শাখা—বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

পে অফিস : ইছাপুরা (ঢাকা) :: এজেন্সি—বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ।

টেলিগ্রাম— "রেণবো" কলিকাতা. ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, মুখার্জ্জী টেলিফোন— পি, কে, ২৬৮১

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রারম্ভ হইতে উচ্চহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

বর্ত্তমানে ৭½% দেওয়া হইতেছে

স্থাপিত ১৯২১

হেড অফিস—নোয়াখালী।

মহারাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়

দিনাজপুর শাখা

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী খোলা হইয়াছে।

ঠাকুরগাঁও, কিষণগঞ্জ ও ফরবেসগঞ্জ শাখা

শীঘ্রই খোলা হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-প্রধান ষ্টেটসমূহের গবর্ণরদের এক আলোচনা-বৈঠকে এইরূপ শঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান অবস্থা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আমেরিকায় খাদ্যাভাব দেখা দিবে। গবর্ণর গ্রীণ বলেন, "আজ হইতে পনের দিবসের মধ্যে আমেরিকায় দারুণ কৃষি-সঙ্কট দেখা দিবে আমি যদি এখন এমন কথা বলি তাহাতে কেহ বিস্মিত হইবেন না। কিন্তু সঙ্কট দূর করিবার নিশ্চিত উপায় রহিয়াছে এবং অবিলম্বে উহার আশ্রয় লইতে হইবে।"

বাঙ্গলায় চাউল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের আয়োজন

বাঙ্গলার বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ভাগলপুর জেলা হইতে চাউল রপ্তানীর চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই কারণে ভাগলপুরে চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভাগলপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ খাদ্যসঙ্কট দূর করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন এবং বিহার প্রদেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। প্রকাশ, রেলপথ, হাঁটাপথ ও জলপথে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কড়া নজর রাখিয়াছেন।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

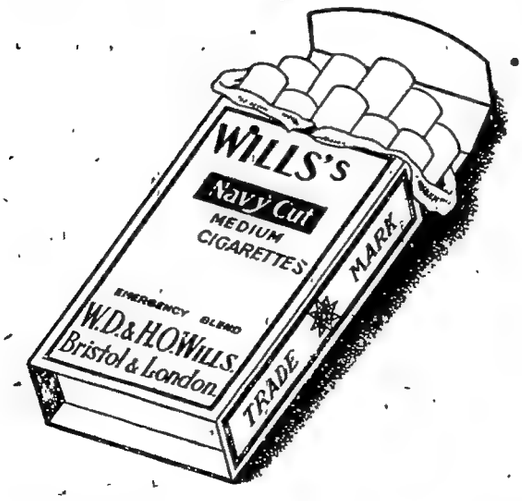

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

NC.—11

সংবাদপত্র সম্পর্কে 'রেশন কার্ড' প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এন আর পিল্লাই সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজের বিক্রেতা ও আমদানীকারীদের প্রতিনিধিগণের সহিত সংবাদপত্র সম্পর্কে কাগজ বণ্টন ও 'রেশন কার্ড' প্রথা (মাথা পিছু বরাদ্দ) প্রবর্ত্তনের উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করেন। প্রধান প্রধান বিষয় সম্পর্কে উভয়পক্ষই একমত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন সংবাদপত্রকে 'রেশন কার্ড' দেওয়া হইবে। তাঁহারা এই কার্ডের সাহায্যে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কাগজ লইবেন। ভবিষ্যতে সংবাদপত্রের জন্য যে সব কাগজ আমদানী হইবে গবর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের মারফৎ সে সমস্ত কাগজ সংবাদপত্রসমূকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীদের কাছে সংবাদপত্র মুদ্রণের যে কাগজ মজুদ আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার হিসাব সংগ্রহ করিতেছেন। উক্ত প্রকার মজুদ কাগজের সংগৃহীত হিসাব অনুসারে সংবাদপত্রগুলিকে 'রেশন কার্ড' দেওয়া হইবে।

লবণ শিল্পের সুবিধা দান প্রস্তাব

গত ১১ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের প্রসারে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া এক দরখাস্ত প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। লবণ শিল্পের এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে আবগারী বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ বলেন যে, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কুটির শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুতের ব্যবসায় মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে চালু করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বিষয়ে ভারত সরকারও লবণ সংক্রান্ত আইনের কড়াকড়ি শিথিল করিয়াছেন। বৃহৎ ব্যবসায় হিসাবে লবণ প্রস্তুতের এক পরিকল্পনার বিষয় বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানকালে বিবেচনা করিতেছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের উদ্যোগ আয়োজন

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার ফ্লাউড কমিশন বা ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। পরিষদ মহলের এক সংবাদে প্রকাশ যে এই বৎসরের মধ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ সাধনের কাজ আরম্ভ করা হইবে। ফরিদপুর জেলায় সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে কার্য্য সুরু হইবে। ফরিদপুরে ইতিমধ্যে জরিপের কাজ প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে। অধিকন্তু এই জেলায় বিশেষ বড় জমিদার না থাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্যায় ঐতিহাসিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের পরীক্ষামূলক কার্য্যের পক্ষে ফরিদপুর একটি আদর্শ জেলা। পরিষদের আগামী অধিবেশনে (সম্ভবতঃ আগামী মে মাসে) এই সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হইবে। এই আইন পাশ হইলে ক্রমে ক্রমে সমগ্র বাঙ্গলা হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত করা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই ব্যবস্থা বাঙ্গলায় যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন পর্য্যন্ত ইংরেজগণের ভারত অধিকার সম্পূর্ণ হয় নাই। ১৭৯৩ সালে ইংরেজ আমলের এই আদিতম ভূমি ব্যবস্থাকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলা হইয়া থাকে।

ভারতে গম আমদানীতে বৃটেনের ব্যবসাদারী

১৪ই মার্চ্চ তারিখের "রয়েজ উইকলি" নামক পত্রিকায় প্রকাশ, ভারতবর্ষে অষ্ট্রেলিয়ার সস্তা গম আসিতেছে শুনিয়া জনসাধারণ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল, কেননা সস্তা গমের আবির্ভাবে পাঞ্জাবের গম উৎপাদন-কারীরা গমের মূল্য কমাইতে বাধ্য হইবেন; কিন্তু লোকে এখন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে যে গম সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে খাস বৃটিশ সরকার উহা খরিদ করিয়া লইয়াছেন। বৃটিশ সরকার ঐ গমের জন্য ভারত সরকার ভারতে যে দরে গম ক্রয় করিয়া থাকেন সেই দর হাঁকিতেছেন। এই গমের কারবারে গ্রেট বৃটেনের শতকরা ৪০৲ টাকা লাভ দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের অসামরিক জনসাধারণের নিকট গম যেরূপ দুর্ম্মূল্য ছিল সেরূপ দুর্ম্মূল্যই থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

দি

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯২২ সালে

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

আমানত ... ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

কার্য্যকরী তহবিল ৪,০০,০০,০০০৲ টাকার অধিক

(১৯৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত)

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা ঃ—

৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড,

২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে।

বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—

ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল,

পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

দুই কূল রক্ষা!

১ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুইটিকেই রক্ষা করা জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য।

২ বীমাকারী এবং এজেণ্ট এই দুই পক্ষকেই সর্ব্বোত্তম সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য।

(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন)

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিমিটেড।

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ট্রাম কোম্পানীর কারবার ক্রয়ের প্রস্তাব

১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের কারবারের বর্ত্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে উক্ত কারবার ইচ্ছানুসারে ক্রয় করার যে অধিকার কলিকাতা কর্পোরেশনের রহিয়াছে তাহা কার্য্যকরী করা হইবে কি না সেই বিষয় সম্পর্কে সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আলোচনার ফলে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। শীঘ্রই কর্পোরেশনের এক সভায় বিষয়টি পুনরালোচিত হইবে।

ভারত সরকারের কাগজ ব্যবহার হ্রাস

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের সমস্ত বিভাগে গত বৎসর যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার শতকরা ৩০ হইতে ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোট যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হইত তাহা হইতে ৫ হাজার টন কাগজ হ্রাস করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারত সরকার শতকরা হিসাবে নিম্নলিখিতভাবে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন :—লিখিবার কাগজ শতকরা ৫০ ভাগ ; ছোট ও বড় আকারের খাম শতকরা ৭৫ ভাগ ও ৫০ ভাগ এবং ব্লটিং কাগজ শতকরা ৩৩ ভাগ।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণে পাঞ্জাবের আপত্তি

সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে পাঞ্জাবের রাজস্ব সচিব জানান যে, গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা করা হইলে পাঞ্জাব সরকার সকল শক্তি দিয়া উহাতে বাধা দিবেন। এরূপ না করিলে পাঞ্জাবের চাষীদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে; গত বৎসর নিয়ন্ত্রিত দরে মণ প্রতি ৫৲ টাকায় গম বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বোম্বাই তুলার বাজার সম্পর্কে অভিযোগ

গত ১৭ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ফাইনান্স বিলের প্রথম দফার আলোচনা কালে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান বোম্বাইএর তুলার বাজারের ব্যবসায়ীদিগের উদ্দেশে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। অর্থ-সচিব এইরূপ অভিযোগ করেন যে, কিছুকাল যাবৎ বোম্বাইএর তুলার বাজার যেরূপ অপকার্য্য করিতেছে সে রূপ গ্লানিকর ব্যাপার খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহারা যদি এরূপ কার্য্য করিয়া যাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কঠোর দণ্ড প্রদানের পন্থা অনুসরণ করিবেন। উক্ত ব্যবসায়ীরা দরিদ্রের জন্য সস্তা দরে বস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছেন বলিয়া অর্থ-সচিব অভিযোগ করেন।

ভারতে মার্কিণ পত্রিকার পুনর্মুদ্রণ ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বহুসংখ্যক মার্কিন সৈন্যের অবস্থিতির দরুণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকা ভারতে পুনর্মুদ্রিত করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। প্রকাশ যে, মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ছাঁচ ঢালাইএর কাগজ (ম্যাট্রিকস) বিমানযোগে ভারতে আনা হইবে এবং বোম্বাইএর বিভিন্ন ছাপাখানায় ঐ সাময়িক পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে মুদ্রিত হইবে। উক্ত সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে সুবিখ্যাত "রীডার্স ডাইজেষ্ট", "টাইম", "লুক" পত্রিকাও রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং ঐ তিনখানি ও আরও কয়েকটি সাময়িকপত্রিকা ভারতে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ক্রয় করা যাইবে।

কর্পোরেশনের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ

গত ১৭ই মার্চ্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় বাজেট স্পেশাল কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধিত ১৯৪৩-৪৪ সালের কর্পোরেশনের ব্যয় বরাদ্দ গৃহীত হইয়াছে। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পূর্ব্বেকার বাজেটের তুলনায় উক্ত কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধিত বাজেটে নিম্নোক্তরূপ আয়, ব্যয় ও উদ্বৃত্ত তহবিল ধার্য্য হইয়াছে :—

	পূর্ব্ব বাজেট	সংশোধিত বাজেট
প্রাথমিক তহবিল	১১,৮৬,০০০৲	২৪,২৪,০০০৲
আয়	২,৫২,২৩,০০০৲	২,৫২,৫৩,০০০৲
ব্যয়	২,৫৬,৬৫,০০০৲	২,৬৬,৯৪,০০০৲
উদ্বৃত্ত তহবিল	৭,৪৪,০০০৲	৯,৮৩,০০০৲

উপরোক্ত তুলনামূলক হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে বাজেট কমিটি আয় বাবদ মাত্র ৩০ হাজার টাকা বৃদ্ধি ধার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু ব্যয় বাবদ কমিটি বেশী খরচ ধার্য্য করিয়াছেন।

চাউলের খুচরা মূল্যে বৈষম্য

গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখের এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, কণ্ট্রোলের দোকান এবং অনুমোদিত বাজারসমূহে খুচরা বিক্রয় মূল্যের বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে কণ্ট্রোলের দোকান কিংবা অনুমোদিত বাজারগুলিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিক্রয়ার্থ সকল শ্রেণীর চাউল নিম্নলিখিতরূপ দরে বিক্রয় করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে :—মোটা চাউল—প্রতি সের সওয়া চারি আনা; মাঝারি চাউল—প্রতি সের চারি আনা তিন পয়সা ও সরু চাউল প্রতি সের সাড়ে পাঁচ আনা। কণ্ট্রোলের দোকানে বা অনুমোদিত বাজারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে গমপরিমাণে (২ সের করিয়া) চাউল বিক্রয় করা হইবে। কাগজের ঠোঙ্গা সমেত দুই সের চাউলের মূল্য পড়িবে উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে যথাক্রমে সাড়ে আট আনা, সাড়ে নয় আনা ও এগার আনা। অনুমোদিত দোকান ও বাজারগুলিতে প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা এবং বৈকালে ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত চাউল বিক্রয় করা হইবে।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শো-রুম :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

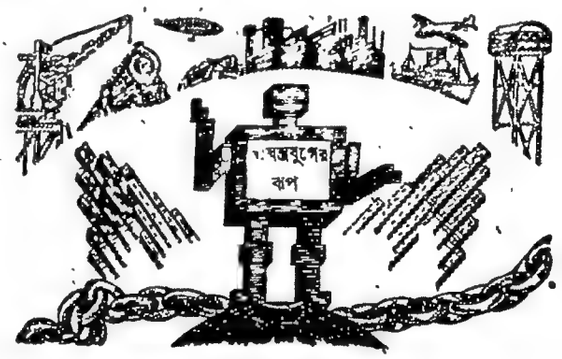

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০

ভেজাল সিন্দুরের অনিষ্টকারিতা

রক্তসীসক-মিশ্রিত সিন্দুরের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য রাসায়নিক পরীক্ষা বিভাগ বাঙ্গলা সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। রক্তসীসক একপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য। ইহা সহজেই চর্ম্মের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে এবং শরীরে উহার ফলে নানা প্রকারের সীসকজনিত বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। গত ১৯৪১ সালে রাসায়নিক পরীক্ষা বিভাগ কলিকাতার বাজার হইতে ৩৫ রকমের সিন্দুর সংগ্রহ করিয়া গবেষণাগারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা সুরু করেন। তন্মধ্যে ৩০ প্রকার নমুনার মধ্যেই কৃত্রিম লাল রং মিশ্রিত রক্তসীসক পাওয়া গিয়াছে। বিবাহিতা হিন্দু নারীরা সাধারণতঃ নিয়মিতভাবে সিন্দুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এরূপ বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত পদার্থ রীতিমত বিপজ্জনক। সুতরাং উক্ত রাসায়নিক পরীক্ষা বিভাগ অনতি-বিলম্বে এই সমস্যা সমাধানে বাঙ্গলা সরকারকে আইনের সাহায্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বিশেষ পরামর্শ দিয়াছেন।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কার্পণ্য

ভারত সরকারের গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি যে এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ আম্বেদকরের এক ভাষণে প্রকাশ, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর কংগ্রেস লাইব্রেরীর জন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ মিউজিয়ামের জন্য বৎসরে ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। সেক্ষেত্রে ভারত সরকার গ্রন্থাদির জন্য বৎসরে মাত্র ২৮ হাজার ৪৫০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। ডাঃ আম্বেদকর আরও জানান যে, গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে মাত্র ৬ লক্ষ খণ্ড পুস্তক রহিয়াছে।

ইজারা ও ঋণ দান আইন

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১১ই মার্চ্চ ইজারা ও ঋণ দান আইনের মেয়াদ আরও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে গৃহীত হইয়াছে। প্রতিনিধি পরিষদও এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন।

বোর্ড অফ ডিরেক্টারস ঃ

ডাঃ এম, নিয়োগী, ডি-এস-সি, এফ-সি-এস (লণ্ডন), দি কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার কাষ্টমস, (গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ও বর্ম্মা)।
চেয়ারম্যান

মিঃ জে, এল, সাহা, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—দি এসিয়া মিউচুয়েল ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ এবং বোস, সাহা লিঃ, ল্যাণ্ড হোল্ডারস।
ডেপুটি চেয়ারম্যান

ডাঃ বি, এন, ব্যানার্জী, এম-বি, এম-আর-সি-পি (এডিন)।

মিঃ বৈদ্যনাথ বড়াল, মার্চেণ্ট, ল্যাণ্ডলর্ড, ষ্টক ও শেয়ার ব্রোকার (প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স)।

মিঃ এস, এন, দাস,
ল্যাণ্ডলর্ড এবং মার্চেণ্ট।

ডাঃ পি, কে, পাল, বি-এস-সি, এম-বি, ডি-ও-এম-এস (লণ্ডন), ডাইরেক্টর, ল্যাণ্ডলর্ড, ব্যাঙ্কার এবং মার্চেণ্ট।

মিঃ এইচ, এম, ঘোষ, এফ-আর-ই-এস (লণ্ডন)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ এম, দত্ত রায়,
জেনারেল ম্যানেজার।

মিঃ এম, কে, সেন,
অর্গানাইজিং সেক্রেটারী।

ফোন : কলিকাতা ২৮৬৭

সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

২, ডালহাউসি স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা।

বোম্বাই সরকারের বাজেট

১৯৪৩-৪৪ সালে বোম্বাই সরকারের ৪৬ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আগামী বৎসর ১৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আয় ও ১৭ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে বোম্বাই সরকারের উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১ হাজার টাকা।

কয়লার নিয়ন্ত্রিত মূল্য হ্রাস

গৃহস্থদের ব্যবহার্য্য (সফ্‌ট) কোক কয়লার সর্ব্বোচ্চ নিয়ন্ত্রিত মূল্যের হার নিম্নোক্তভাবে সংশোধিত করিয়া সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে, রেলওয়ে ডিপো হইতে কয়লা প্রতি মণ ১৲ টাকা ও সহরের ডিপো হইতে প্রতি মণ ১৷৵০ আনা দরে বিক্রয় হইবে। 'হার্ড' কোক রেলওয়ে ডিপো হইতে প্রতি মণ ১৷৵০ আনায় ও সহরের ডিপো হইতে মণ প্রতি ১৸০ আনায় এবং ষ্টীম কোল রেলওয়ে ডিপো হইতে প্রতি মণ ৸৵০ আনা ও সহরের ডিপো হইতে ১৷০ আনায় বিক্রয়ের সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। যাহারা উপরোক্ত দর অপেক্ষা অধিক দরে কয়লা বিক্রয় করিবে তাহাদের কয়লা সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের যথোপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইবে।

পরলোকে ডক্টর গুহ ঠাকুরতা

গত ১৩ই মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্নে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ডের প্রচার-অধ্যক্ষ ডক্টর প্রভু গুহ ঠাকুরতা এম-এ পি-এইচ-ডি তাঁহার এলগিন রোডস্থ বাসভবনে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে তিনি একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক ছিলেন। "হিন্দুস্থান টাইমস্"এর সহিত তাঁহার সম্পর্ক খুব দীর্ঘকালের না হইলেও উক্ত সংবাদপত্রের দ্রুত উন্নতির মূলে সাংবাদিক শ্রীযুক্ত গুহ ঠাকুরতার দান বড় কম ছিল না। বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক দৃষ্টি-বিচার ও মার্জ্জিত মননশীলতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন অল্প, কিন্তু যেটুকু লিখিয়াছেন তাহার মূল্য অল্প নহে। তাঁহার লিখিত একাধিক কবিতাও রসজ্ঞ ও মননশীল পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিতে না পারিলেও বাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙ্গলা সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে তিনি সর্ব্বদা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করিতেন। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ডের প্রচার-অধ্যক্ষরূপে তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় আজ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। ভারতে ও ভারতের বাহিরে ভারতীয় চা-এর বর্ত্তমানে যে বিপুল প্রসার ও প্রচলন হইয়াছে তাহার মূলে শ্রীযুক্ত গুহ ঠাকুরতার সুনিপুণ প্রচার-কৌশল ও নব নব পরিকল্পনা বিশেষভাবেই নিহিত রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহল বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও অন্যান্য উপায়ে বিজ্ঞাপন মারফৎ স্ব-প্রচারের প্রতি যে সম্যক সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন তাঃ গুহ ঠাকুরতার প্রদর্শিত পন্থা ও সাফল্য তাহার অন্ত বহুলাংশেই দায়ী। কেবলমাত্র একজন প্রতিভাবান বাঙ্গালী হিসাবেই তিনি সমাদর লাভ করেন নাই, তাঁহার মধুর স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার পরিচিত মহল চিরদিন মনে রাখিবেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
ঝাড়গ্রাম শাখা খোলা হইয়াছে।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম : যশেরধন স্থাপিত—১৯২৯ ফোন ক্যাল ৩৭৩৪
হেড অফিস :—৩৭ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, মাণিকতলা ও শিয়ালদহ
স্মরণ রাখিবেন—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।
আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে সেই সঞ্চয়ের পথ করুন।
বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।
ননীগোপাল দত্ত রায়, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন।
কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

ফোন কলিঃ ২৮৬৭
এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

১৯৪১-৪২ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স লিঃর গত ১৯৪২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রয় বাবদ প্রিমিয়ামের দফায় ৯৮৮৭ টাকা আয় লইয়া মোট ৯৮৬৪২ টাকা আয় হইয়াছে এবং কোম্পানীর ব্যালান্স-সীট অর্গেনাইজেশন ও বিজ্ঞাপন বাবদ প্রদর্শিত সম্পত্তি হইতে ৮৩২৩ টাকা খরচ লিখিয়া মোট ৮১৯৯৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কাজেই আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬৬৪৫৲ টাকা। এই লাভ হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা (আয়করমুক্ত) হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

রিপোর্ট হইতে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর বিভিন্নমুখী উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৎসরে কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধন ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ১২ হাজার ৯ শত এবং ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৫০ টাকায় পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য বৎসরে ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ারে ২৭৩৮৭ টাকা মূল্যের একখণ্ড জমির উপর কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া উহাতে কোম্পানীর হেড অফিস স্থানান্তরিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ এই বৎসরে কোম্পানীর মাসিক ১২ শত টাকা পারিশ্রমিক এবং লাভের শতকরা ১০ টাকা পাওয়ার সর্ত্তে ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টস লিঃর ম্যানেজিং এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর কলিকাতা ও বেনারসস্থিত ২টী কারখানায় "ভিটা মিল্ক" ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে উহার মারফতে ভবিষ্যতে সিণ্ডিকেটের আরও অধিক আয় হইবে আশা করা যায়।

আমরা বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেটের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪১-৪২ সালের কার্য্যবিবরণী

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ গত ১৯৩০ সালে কুমিল্লা সহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গত ৮।৯ বৎসর কালের মধ্যে উহা কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। আলোচ্য বৎসরের প্রথম দিকে খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী মিঃ এন সি দত্ত এম-এ বি-এল উহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন এবং উহার কিছুদিন পরেই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ মিঃ জে সি চক্রবর্ত্তী তাঁহার সহযোগী হিসাবে ব্যাঙ্কে যোগদান করেন। মিঃ দত্তের কর্ম্মপ্রেরণা এবং মিঃ চক্রবর্ত্তীর ব্যবসা-বুদ্ধির ফলে গত এক বৎসর কালের মধ্যে ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ আশাতীতরূপ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। উঁহারা ব্যাঙ্কে যোগদানের সময়ে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল মাত্র ২ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান রিপোর্টের শেষ তারিখ (বাঙ্গলা ৩০শে চৈত্র ১৩৪৮; ইংরাজী ১৩ই এপ্রিল ১৯৪২) উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭॥ লক্ষ টাকা। আমরা অবগত হইলাম যে বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার পরিমাণ হইয়াছে ১৬ লক্ষ টাকা। মিঃ দত্ত ও মিঃ চক্রবর্ত্তী ব্যাঙ্কে যোগদানের পূর্ব্বে উহার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার টাকা। এক বৎসর কালের মধ্যে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে উহার আদায়ী মূলধন ৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়া ব্যাঙ্কটী একটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইবে। গত বৎসরের প্রারম্ভে ব্যাঙ্কের কুমিল্লাস্থিত হেড অফিস ছাড়া ৩টী মাত্র শাখা অফিস ছিল। বর্ত্তমানে কলিকাতায় ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্কের সেণ্ট্রাল অফিস স্থাপিত হইয়াছে এবং উহা ছাড়া ২০টী শাখা অফিসে ব্যাঙ্কের কার্য্য চলিতেছে। সামান্য এক বৎসর কাল সময়ের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানের এতদূর উন্নতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মিঃ দত্ত ও মিঃ চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মদক্ষতা ও পরিচালনা-গুণে ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ অদূর ভবিষ্যতে একটী শক্তিশালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে।

মিঃ জে সি দের সম্বর্দ্ধনা

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার চট্টগ্রাম শাখার এজেণ্ট মিঃ জে, সি, দে এম, এ, বি, কম, মহাশয়ের ছুটিতে যাওয়া উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনার্থ চট্টগ্রামের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে সম্প্রতি এক সভার অনুষ্ঠান হয়। মিঃ দে চট্টগ্রামের একজন কৃতিসন্তান। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি চট্টগ্রামের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চট্টগ্রাম প্রসূতি হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁহার অনুপম সংগঠনশক্তির পরিচায়ক বলা চলে। এই দুর্দ্দিনে অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা এই জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। মিঃ দে অর্থনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সুলেখক। ব্যাঙ্কিং বিষয়ে বিশেষভাবে কার্য্যকরী শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাঁহাকে বিলাত পাঠান। তথায় তিনি ব্যাঙ্কিং পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

দালাল এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল। ব্যবসা—জমি বাড়ী খরিদ ও বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

হালদার ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ননীগোপাল হালদার। বস্ত্রের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। আফিস—বনমালী নস্কর রোড, বেহালা।

এ, আর, পি,

আপনার কি

জল এবং বালির বস্তা আছে ?

যে কোন সময় আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে।

যদি না থাকে, তবে এখনই বন্দোবস্ত করুন।

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি, বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। বহুকাল পরে এবার কিয়ৎ পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা গিয়াছিল। তূলা ও চিনি ক্রয়ের জন্য ভারতের পশ্চিমাঞ্চল হইতেই এই চাহিদা আসিয়াছে। যাহা হউক টাকার একটানা প্রচুর স্বচ্ছলতার বাজারে এবার একটু উন্নতির ভাব দেখা গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পূর্ব্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ কর্ম্মতৎপরতার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে থলে ও চটের যে বিরাট অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তৎসংক্রান্ত বিলের আবির্ভাবের জন্য সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। এবার রপ্তানী বিলের কিছু পরিমাণ কাজকারবার হইয়াছে।

গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৶৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ২৩শে মার্চ্চ বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২২শে মার্চ্চ কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৬শে মার্চ্চ তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ১০ই মার্চ্চ হইতে ১৫ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী "ইণ্টারমিডিয়েট" বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৫ লক্ষ টাকা। উক্ত বিল গত ১৭ই মার্চ্চ হইতে ২২শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দেওয়া হয় নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫২ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি ৫২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ৩৬ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ও ১৭ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯ কোটি ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, ৫২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৪$\frac{১}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২০শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহের শেষের তিন দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব দেখা দেয়। যে সব শেয়ারের চাহিদা সাধারণতঃ বেশী থাকে, তাহাদের মূল্যও সর্ব্বনিম্ন ধাপে নামিয়া যায়। সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজার বেশ তেজী ছিল কিন্তু নগদ মূল্যে ক্রয়বিক্রয়ের ঝোঁকটাই বেশী দেখা যায়। তবে কাজকারবারের পরিমাণ বেশ ভালই এবং কোম্পানীর কাগজের চাহিদাও বেশ সন্তোষজনক ছিল বলিয়াই লক্ষ্য করা গিয়াছে। রাশিয়া, সুদূর প্রাচ্য এবং ব্রহ্মসীমান্ত হইতে আলোচ্য সপ্তাহে যুদ্ধের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা মোটেই সুবিধার নহে। শেয়ারের বাজারে খানিকটা মন্দার ভাব সৃষ্টি করিবার জন্য এই সংবাদও কিছুটা কাজ করিয়াছে। তবে সাধারণভাবে বাজারের অবস্থা খারাপ নহে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে খারাপ খবর যদি আর না আসে তাহা হইলে বাজার আবার চড়তির দিকেই যাইবে বলিয়া মনে হয়।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের মূল্যে এবার স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪/০ এবং ৩৲ সুদের

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৬৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৮১৵০; ৫৲ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) কোম্পানীর কাগজ ১০৮।৵০ এবং ৩৲ টাকা সুদের (১৯৪৯-৫২) কোম্পানীর কাগজ ১০০।৶০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) শেয়ারের দাম চড়িয়া ১৭৩৬৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর পূর্ব্ববৎ ১০৬৷৷০ আনাই আছে।

কয়লার খনি

গতকল্য এ্যামালগেমেটেড ৩৫৷৷০, বেঙ্গল ভাট্‌দি ৩।৵০, বরাকর ১৪৵০, ভালগোড়া ৬৷৷৵০, বেঙ্গল ৪৪৭৲ টাকা, বোকারো এণ্ড রামগড় ২০৵০, নর্থ দামুদা ৬৷৷৶০, সাউথ করণপুরা ৫।০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৩৸৶০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। তবে গত তিন দিন বিকিকিনি খুব সামান্যই হইয়াছে।

কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে এলগিণ কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যও ৫৪।০ পর্য্যন্ত উঠে। কানপুর টেক্সটাইল ১৯৷৷৵০, বেঙ্গল-নাগপুর ৩৪।০, ডানবার ৩০০৲ (ডিভিডেণ্ড সহ), কেশোরাম ১৮৷৷০, মহালক্ষ্মী ৩৩৲ এবং নিউভিক্টোরিয়ার শেয়ার ৮৷৷৶০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলগুলির সাপ্তাহিক কার্য্যকাল বাড়াইয়া ৬০ ঘণ্টা ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাছা বাছা কয়েকটি কোম্পানীর শেয়ারের বিকিকিনি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্যান্য শেয়ারের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় পাটকলের শেয়ারের দামও সপ্তাহের শেষের দিকে নামিয়া গিয়াছে। হাওড়ার শেয়ার ৬৩৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, গতকল্য ৬০৸০ আনা দরে কেনা-বেচা হইয়াছে। আদমজী ৩০।৵০, বালি ২৯৬৲, ক্লাইভ ২৫৷৷০, হুকুমচাঁদ ২৩।০, কাঁকনাড়া ৪৩৫৲, নেলিমারলা ২০৷৷০, রিলায়েন্স ৬৩।০, হুগলী ৮২৷৷০, ইণ্ডিয়া জুট ৫৩৪৲—৫২১৲, নদীয়া ৯০৲—৮৭।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৫।০, ষ্টীল কর্পোরেশন ২৫।০, ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ৪০৲, কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৷৷৵০, ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২৷৷০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের বাজারে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। বুলান্দ সুগার ৩৮।০, কেরু এণ্ড কোং ১৬।৵০, কাণপুর ৩২৵০, চম্পারণ ২৮৲, নিউ সাভান ১৪।০, প্রতাপপুর ১৪৵০, সমস্তিপুর সেণ্ট্রাল ১৪৷৷৵০, ইউ পি সুগার ১৯৲ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের দাম এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্রেতা পাওয়া দুষ্কর। বিশ্বনাথ ৩৫৷৷০, হাতিফীরা ৩১৷৷৵০, হাসিমারা ৫৫৲, তেজপুর ১৪৷৷০, স্যাপই ১৭৲, নম্বুরনাদী ১০৷৷৵০, রুতিমা ১৪।৵০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৭৭৷৷০, শ্রীগোপাল ২৪৸০, ওরিয়েণ্ট পেপার ২৭৲, টিটাগড় পেপার ২৪।৶০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে যুদ্ধের খারাপ সংবাদ আসায় বার্ম্মা কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম কমিয়া ২৸০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৮৲, ডানলপ রবার ৪৯৷৷০, ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল ২৮৲, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল প্রডাক্টস্ ৩১৷৷০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ইউ পি (১৯৫২) ১৬ই মার্চ্চ—৯৭।৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১১ই মাঃ—৯৫৷৷০। ৩৲ সুদের ইউ পি (১৯৬১-৬৬) বণ্ড ১৫ই মাঃ—৯৫৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ১৫ই মাঃ—১০০।৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৫ই মাঃ—১০৩৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৫ই মাঃ—৮১।০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১১ই মাঃ—৯৪৲, ৯৪৵০; ১২ই—৯৪৵০ ৯৪৵০; ১৫ই—৯৩৷৶০ ৯৪৲ ৯৪।০; ৪৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৬৭-৭০) ১৬ই মাঃ—১১০।৵০। ৫৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ১২ই মাঃ—১০৮৲; ১৫ই—১০৮৵০ ১০৮।৵০।

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ১৬ই মাঃ—১১৩৲। ৫।০ সুদের (১৯৪২-৬৪) বাসন্তী কটন ১৬ই মাঃ—১০৩৲। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৪-৪৪ বেলসণ্ড সুগার ১২ই মাঃ—১০৫৵০।

উন্নতির পরিচয় :—

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

হেড অফিস
(নিজস্ব বাড়ী)
"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার,
... কলিকাতা।

মূলধন

অনুমোদিত	... ...	২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত	... ...	১৮,০০,০০০৲ উপর
আদায়ীকৃত	... ...	৭,৫০,০০০৲ ,,

শাখাসমূহ
নয়াদিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কার্সিয়াং, আসানসোল, বাঁকুড়া, রাঁচী, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বোম্বাই।

আমরা সর্ব্বপ্রকার শেয়ার, যথা লোহ, ইস্পাত, পাট, কার্পাস ইত্যাদির এবং গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বেচা-কেনা করি।
এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের জন্য আমরা বার্ষিক ৪৷৷০ টাকা হারে সুদ দিয়া থাকি।
বাজারে চলতি যে কোন শেয়ারের শতকরা মাত্র ২৫৲ টাকা হারে জমা দিলে আমরা উহার বেচা-কেনার কাজ করিয়া থাকি।
আমাদের "শেয়ার মার্কেট রিপোর্টে" বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইবেন।
বিনামূল্যে নমুনা কপি পাঠান হয়।

ডিভিডেণ্ড :— অংশীদারগণ দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের মূলধনের মোট শতকরা ১৬৲ টাকা লভ্যাংশ পাইয়াছেন।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১১ই মাঃ—১৭২৭৲ ; ১৫ই—১৭৩২৲ ; ১৬ই—১৭৩৬৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১ই মাঃ—১০৬৷৷০ ; ১৫ই—১০৬৲ ; ১৬ই—১০৬৲ ১০৬৷৷০।

কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেটেড ১৫ই মাঃ—৩৫৲ ৩৫৷০ ৩৫৷৷০ ; ১৬ই—৩৪৸৶০। বেঙ্গল ১১ই মাঃ—৪৫১৲ ; ১২ই—৪৪৭৲। বেঙ্গল নাগপুর ১৬ই মাঃ—৩২৷০। ভালগোড়া ১১ই মাঃ—৬৸৶০ ৬৸৶০ ৬৸৵০ ; ১২ই—৬৸০ ; ১৬ই—৬৷৷৵০ ৬৸০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১২ই মাঃ—২০৶০। বড় ধেমো ১১ই মাঃ—৬৷৷৶০। বরাকর ১২ই মাঃ—১৪৷৷৶০ ; ১৫ই—১৪৷৷৶০ ; ১৬ই—১৪৷৷০। ধেমো মেইন ১১ই মাঃ—১৪৷০ ; ১২ই—১৪৶০ ১৪৷০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১১ই মাঃ—২০৷৶০ ২০৷৷০ ; ১২ই—২০৷৷০। ইকুইটেবল ১২ই মাঃ—৩৬৷০ ; ১৫ই—৩৬৷৵০। জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ১১ই মাঃ—২৲ ২৵০ ২৶০ ; ১৫ই—২৶০। কাটরাস্-ঝরিয়া ১২ই মাঃ—৩২৷০ ; ১৫ই—৩২৷৷০। নিউ বীরভূম ১১ই মাঃ—১৮৸০ ; ১৫ই—১৮৷৶০। নর্থ দামুদা ১২ই মাঃ—৬৷৷০ ৬৷৶০ ৬৷৷৶০ ; ১৫ই—৬৸০ ; ১৬ই—৬৸০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ১১ই মাঃ—১৷৵০ ১৷৶০। সাউথ করণপুরা ১১ই মাঃ—৫৷০ ; ১২ই—৫৷৶০ ; ১৫ই—৫৷৵০ ৫৷৶০ ; ১৬ই—৫৷০। তালচের ১১ই মাঃ—৩৷০ ৩৷৵০ ; ১৫ই—৩৷০। ইউনিয়ন ১২ই মাঃ—৩২৸০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১২ই মাঃ—৩৪৸০ ; ১৫ই—৩৪৷৶০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ১১ই মাঃ—৯৷৶০ ৯৸৶০ ; (প্রেফ) ১১ই মাঃ—১২৷৷৶০ ; ১৫ই—১২৸০ ১২৸৶০ ; ১৬ই—১৩৲। বেঙ্গল-নাগপুর ১১ই মাঃ—৩৩৷৵০ ৩৩৷৶০ ৩৩৸০ ; ১২ই—৩৪৲ ; ১৫ই—৩৪৲ ৩৪৷০। বেনারেস ১১ই মাঃ—১০৷৷৶০ ১০৷৷৶০ ১০৸৶০ ; ১২ই—১১৶০ ১০৸০ ; ১৫ই—১০৸০ ; ১৬ই—১০৷৷৶০ ১০৸৶০ ১০৷৷৶০ ১০৸০। কানপুর টেক্সটাইল ১১ই মাঃ—১৮৷৷৶০ ১৮৸০ ; ১২ই—১৮৸০ ১৮৸৶০ ১৮৸৶০ ১৯৲ ১৯৶০ ১৯৷০ ১৯৷৷০ ১৯৷৶০ ; ১৫ই—১৯৷৷৶০ ১৯৲ ১৯৸০ ; ১৬ই—১৯৸০। ঢাকেশ্বরী ১১ই মাঃ—২২৷০ ২২৷৷০ ; ১২ই—২২৲ ২২৶০ ২২৷৷০ ২২৷৷৶০ ; ১৬ই—২২৷৷০ ২২৷৶০। এলগিন মিলস্ ১১ই মাঃ—৪৯৷৷০ ৪৯৸৶০ ৫০ ; ১২ই—৫১৸০ ; ১৫ই—৫২৷৷০ ৫৩৲ ; ১৬ই—৫৩৷৶০ ৫৪৷০। কেশোরাম ১১ই মাঃ—১৮৸০ ১৮৸৶০ ১৯৲ ১৯৷৷০ ; ১২ই—১৮৸০ ১৮৸৶০ ১৮৸৶০ ১৯৲ ; ১৫ই—১৮৸০ ১৮৸৶০ ; ১৬ই—১৮৸৶০ ১৮৷৷৶০ ১৮৷৷৶০। মহালক্ষ্মী ১১ই মাঃ—৩২৷৷০ ; ১৫ই—৩৩৷৷০ ৩৩৸০। নিউ ভিক্টোরিয়া ১১ই মাঃ—৮৷৷৶০ ৮৸৶০ ; ১২ই—৮৷৷০ ৮৸০ ; ১৫ই—৮৸৶০ ৮৷৷৶০।

ইলেক্‌ট্রিক

আলিগড় ১৬ই মাঃ—১০৷০। ব্যারাকপুর ১২ই মাঃ—১৫৫৲। কটক ১৬ই মাঃ—১০৸৶০। রাওয়ালপিণ্ডি ১১ই মাঃ—২৪৷৷৶০। ইউনাইটেড প্রোভিন্সেস্ ১২ই মাঃ—২০২৲।

রেলপথ

হোশিয়ারপুর দোয়াব ১১ই মাঃ—৯৬৲।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ১১ই মাঃ—৩৶০ ৩৸০ ; ১২ই—৩৲ ৩৸০ ৩৶০। ইণ্ডিয়াম্ কপার ১১ই মাঃ—২৷৶০ ২৷৷০ ২৷৵০ ; ১২ই—২৷৶০ ২৷৵০ ; ১৫ই—২৷৶০ ২৷৵০ ; ১৬ই—২৷৵০ ২৷৵০ ২৷৶০। রোডেসিয়া কপার ১১ই মাঃ—১৷৷০ ; ১২ই—১৷৶০ ; ১৫ই—১৷৶০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাট্‌লার ১১ই মাঃ—১৫৸০ ১৫৷৶০ ; ১৫ই—১৬৲। ভারতীয় ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ১৬ই মাঃ—১৭৷৵০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১১ই মাঃ—৯৵০ ৯৶০ ; ১২ই—৯৸০ ৯৷০ ; ১৫ই—৯৶০ ৯৲ ৯৸০ ; ১৬ই—৯৸০। ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১২ই মাঃ—১৩৷৵০ ১৩৷৶০ ; ১৬ই—১৩৸৵০ ১৩৸০। ব্রিটেনিয়া ১১ই মাঃ—১৪৷৷০ ১৪৷৵০ ; ১৬ই—১৪৸০। বার্ণ এণ্ড কোং ১১ই মাঃ—৩৯১৲ ; ১২ই—৩৯২৲ ; ১৫ই—৩৯১৲। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ১৬ই মাঃ—৪০৵০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১ই

মাইকানাইট্ !

প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট্, টিউব, "ভি" রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয় ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার,

কলিকাতা।

নিরাপত্তা ও লাভের জন্য

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া

লিমিটেড

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"

১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

আমরা নিম্নরূপ নিয়মে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করি ঃ—

৩ মাস	৩½%	৫ ও ৬ বৎসর	৬ %
৬ „	৪ %	৭ „	৬½%
৯ „	৪½%	৮ „	৬½%
১ ও ২ বৎসর	৫½%	৯ „	৬৪%
৩ ও ৪ „	৫৪%	১০ „	৭ %

আমরা কলিকাতায় ও কাশীতে ও ঐ সমস্ত স্থানের আশেপাশে দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের জমি ক্রয় করিয়াছি।

আমরা প্রথম বৎসরে কাজের উপর শতকরা ৬৲ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছি।

অবশিষ্ট শেয়ারসমূহ বিক্রয় করার জন্য এজেণ্ট আবশ্যক।

মাঃ—৩৬।৶০ ৩৬৶০ ৩৬/০ ৩৬৵০ ৩৬।০ ৩৬।৵০ ৩৬৸৶০ ৩৬৸৵০ ৩৬৸/০ ; ১২ই—৩৬৸৶০ ৩৭৲ ৩৭৵০ ৩৬৸/০ ৩৭৵০ ৩৬৸০ ৩৭/০ ৩৬॥৶০ ; ১৫ই—৩৬৸৵০ ৩৭৲ ৩৬॥৶০ ৩৬৸০ ৩৬॥৵০ ৩৬॥০ ; ১৬ই—৩৫৸০ ৩৫॥৶০ ৩৫৸৶০ ৩৫৸৵০ ৩৬৲ ৩৬৶০ ৩৬৵০ ৩৫৸৶০ ৩৫৸৵০। ইণ্ডিয়া মেশিনারী ১১ই মাঃ—১১৸৶০ ; ১২ই—১১॥/০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস্ ১১ই মাঃ—৩৩।৵০ ৩৩॥০ ; ১৫ই—৩৩৸/০ ; ১৬ই—৩৩৸/০। জেসপ এণ্ড কোং ১১ই মাঃ—২২॥০ ; ১২ই—২২।০ ; ১৬—২২॥০। কুমারধুবী ১১ই মাঃ—৭॥/০ ৭৸০ ; ১২ই—৭॥/০ ৭৸০ ; ১৫ই—৭৸০ ৭৸/০ ; ১৬ই—৭॥০। ষ্টীল কর্পোরেশন ১১ই মাঃ—২৬৷/০ ২৬৶০ ২৬।/০ ২৬৸০ ২৬৸৵০ ; ১২ই—২৬৸৵০ ২৬৸৶০ ২৭৲ ; ১৫ই—২৬৸৵০ ২৬॥৶০ ২৬৸/০ ২৬।০ ; ১৬ই—২৫৸০ ২৬/০ ২৬৲ ২৫॥০ ২৫৸৶০ ২৫॥৵০।

পাট কল

আদমজী ১১ই মাঃ—৩০।৵০ ৩০৵০ ; ১২ই—৩০৸০ ; ১৫ই—৩০।০ ; ১৬ই—৩০॥০। এ্যালায়েন্স ১১ই মাঃ—৩৬০৲ ; ১২ই—৩৫৮৲। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১১ই মাঃ—৩৮২॥০ ; ১২ই—৩৮৮৲ ; ১৫ই—৩৯২৲ ; ১৬ই—৩৮৫৲। বালী ১১ই মাঃ—৩০০৲ ; ১২ই—৩০১৲ ; ১৫ই—৩০৫৲ ; ১৬ই—৩০১৲। বরানগর ১১ই মাঃ—১২৫৲ ; ১২ই—১২৭৲ ; ১৬ই—১২২৲। বেলভেডিয়ার ১১ই মাঃ—৪৮৪৲ ; ১৬ই—৪৬৮৲। বজবজ ১২ই মাঃ—৪১০৲ ; ১৬ই—৪০৩৲। ডালহৌসি ১১ই মাঃ—২৫৫৲ ; ১২ই—২৬২৲ ; ১৫ই—২৬৬৲ ; ১৬ই—২৬৭৲। ফোর্ট গ্লষ্টার ১১ই মাঃ—৬১৪৲ ৬২৬৲। ফোর্ট উইলিয়ম ১১ই মাঃ—২৭৯৲ ; ১২ই—২৯০৲ ; ১৫ই—৩০৬৲ ; ১৬ই—২৯৩৲। গৌরীপুর ১১ই মাঃ—৭৮৪॥০ ; ১৫ই—৮০২৲ ; ১৬ই—৭৯৮৲। হাওড়া ১১ই মাঃ—৬২।০ ; ১৫ই—৬২৸০। হুকুমচাঁদ ১১ই মাঃ—২৩৲ ২২৸৵০ ; ১২ই—২২৸০ ; ১৫ই—২৩॥৵০ ; ১৬ই—২৩॥০। কামারহাটি ১১ই মাঃ—৫৫৬৲ ; ১৬ই—৫৬০৲। কাঁকনাড়া ১১ই মাঃ—৪৫৮৲ ; ১৬ই—৪৪৮৲। কেলভিন ১২ই মাঃ—৬৪০৲। ল্যান্সডাউন ১২ই মাঃ—১৫১৲। রিলায়েন্স ১২ই মাঃ—৬৪॥০ ৬৫৲ ৬৪৸০। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ১১ই মাঃ—১৬।০ ; ১২ই—১৬।৵০ ; ১৫ই—১৮।০ ; ১৬ই—১৮৲।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১১ই মাঃ—১৭৭॥০, ১৭৮৲ ; ১২ই—১৭৮৲, ১৭৭৲ ; ১৬ই—১৭৮৲, ১৭৯৲। মহীশুর ১১ই মাঃ—২৩।০, ২৪॥৵০ ; ১২ই—২৩৸/০ ২৪৲ ; ১৫ই—২৪৲ ; ১৬ই—২৪॥০, ২৪।৵০। ওরিয়েণ্ট ১৫ই মাঃ—২৮৲, ২৭।৵০ ; ১৬ই—২৭৵০, ২৬৸৵০, ২৭৲। শ্রীগোপাল ১৬ই মাঃ—২১৲, ২০।০। ষ্টার ১২ই মাঃ—২০৸/০ ; ১৫ই—২০॥৵০ ; ১৬ই—২০।/০, ২০।৶০। টিটাগড় ১১ই মাঃ—২৪।৶০, ২৪॥০, ২৪॥/০, ২৪॥৵০, ২৪॥৶০, ২৪৸০ ; ১২ই—২৪॥৵০ ২৪॥৶০, ২৪৸০, ২৪৸৵০, ২৪৸৶০ ; ১৫ই—২৪৸০, ২৪॥/০, ২৪॥৵০ ; ১৬ই—২৪॥০, ২৪॥/০, ২৪॥৵০।

চিনির কল

ভারত ১৬ই মাঃ—১৫৸৵০। বুলান্দ ১১ই মাঃ—৩৭।০। কেরু এণ্ড কোং ১২ই মাঃ—১৬।৵০ ; ১৫ই—১৬॥০ ; ১৬ই—১৬৸০, ১৬।০। কাণপুর ১৫ই মাঃ—৩২।০ ; ১৬ই—৩২॥০, ৩২৵০। চম্পারণ ১১ই মাঃ—২৭৵০ ; ১২ই—২৭৲ ; ১৫ই—২৭।৵০ ; ১৬ই—২৭৲, ২৭॥৵০। দ্বারভাঙ্গা ১২ই মাঃ—১৯৵০ ; ১৫ই—১৯৲ ; ১৬ই—১৮৸০। ইউনাইটেড প্রোভিন্সেস ১১ই মাঃ—১৮।০, ১৮॥০ ; ১৫ই—১৯৲ ১৯।/০ ; ১৬ই—১৮৸৵০, ১৯৵০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। আমরা গত সপ্তাহে জানাইয়াছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ১২ কোটি গজ চটের এক বিরাট অর্ডার পাওয়ার ফলে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন্ মিলসমূহের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ৫৪ ঘণ্টা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০ ঘণ্টা স্থির করিয়াছেন। পাটের বাজারের চড়তির ভাবের ইহাই প্রধান কারণ। অবশ্য এই অর্ডার পাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই মফঃস্বল হইতে যথোপযুক্ত

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

"ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক"

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

অনুমোদিত মূলধন	...	৩,৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	৩,৩৬,২৬,৪০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	১,৬৮,১৩,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	...	১,৪৮,৩২,০০০৲ টাকা

১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ... ৫৯,৬৫,৩৪,০০০৲ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি

—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ, পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান

মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম,
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ,
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, স্যার আরদেশীর দালাল, কে, টি,
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট
মিঃ নুরমহম্মদ এম, চিনয়,

লণ্ডন এজেণ্টস—মেসার্স বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেণ্টস—দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেন অফিস—১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং ক্রস ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার শাখা—১৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা রোড। বাঙ্গলার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর ও বর্দ্ধমান। বিহারের শাখা—জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবণী, খাগারিয়া, রক্সৌল, কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ ও কিষণগঞ্জ। উড়িষ্যার শাখা—সম্বলপুর।

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক
কার্য্যকরী মূলধন ... ১২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা।

চেয়ারম্যান : শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

পাট সরবরাহ না হওয়ায় পাটের দর স্বভাবতঃই চড়িতে থাকে এবং বিক্রেতা মহল দর কষাকষির ব্যাপারে সুবিধা উপভোগ করিতেছিলেন। এই অবস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন অর্ডারের সংবাদে বিক্রেতা মহলের আরও সুবিধা হইল। আলগা পাটের বাজারে বেশী কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে। গত কয়েকদিন যাবৎ মিলমালিকগণ পাট ক্রয়ের জন্য পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী আগ্রহ দেখাইতেছেন। এবার ইণ্ডিয়ান জাভ মিডল, বটোম ও ক্রশ-বটোম যথাক্রমে ১৬৲ টাকা, ১৩৲ টাকা ও ১১৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীর কাজকারবারের পরিমাণ এবার সন্তোষজনক হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার যথেষ্ট তেজী ছিল। গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখ হইতে মিলসমূহে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং পূর্ব্বে যে শতকরা ১০ ভাগ তাঁতে কাজ বন্ধ ছিল তাহাতেও পুরাদমে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১৫ই মে পর্য্যন্ত সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাল কাজ চলিতে থাকিবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চটের দর হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, কেননা যুদ্ধের অর্ডারের তুলনায় বর্দ্ধিত উৎপাদন বেশী হইবার সম্ভাবনা নাই। এবার ৯নং পোর্টার নগদ ১৯৲ টাকা, এপ্রিল-জুন ১৯।০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৲ টাকা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২৫।০ আনা, মার্চ্চ ২৫।৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ২৪৸০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৪৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৯শেমার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই তূলার বাজারে পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আরও চড়তির ভাব দেখা যায়। তূলার এরূপ চড়তির দর সত্ত্বেও কাজকারবারের পরিমাণ যথেষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এরূপ চড়তির মূলে কোন স্থায়ী কারণ নাই। এবং শীঘ্রই তূলার দর আবার নামিয়া পড়িতে পারে। এই কৃত্রিম উন্নতি কতদিন স্থায়ী হইবে তাহা অন্যান্য বাজারের অবস্থার কার্য্যকারণের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। বোম্বাই তূলার বাজার সম্পর্কে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইস্‌ম্যান যে ভীষণ অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং উক্ত অভিযোগের পাল্টা জবাবে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অবশেষে আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে চড়তির ভাব বজায় আছে। অবশ্য কাজকারবারের পরিমাণ বেশী নহে। বস্ত্রের সরবরাহ এখনও সন্তোষজনক নহে। সুতরাং মজুদকারীরা কাজকারবারের জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিছেন না। বাঙ্গলা মিলের কাপড়, বিশেষ করিয়া মোটা কাপড়, এবার অধিক পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। বাজারে এখনও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ দেখা দেয় নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৯শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে সোণার দরে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা যায়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে স্বর্ণমান বজায় রাখিয়া নূতন ভাবে পুনর্গঠনের এক পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ায় সোণার দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সোণার দর এবার ৬৮৷০ আনা হইতে বাড়িয়া ৭১৷০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। অবশ্য পরে দর ৬৯৸৵০ আনায় নামিয়া পড়ে। কিন্তু গতকল্য বাজার বন্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংবাদে জানা যায় যে, সোণার দর পুনরায় ৭১৸০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোণার বাজারে চড়তির ভাব থাকার দরুণ রূপার বাজারও এবার বিশেষভাবে তেজী ছিল। রূপার দর এবার ১০৮৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১২৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। লণ্ডনের রূপার বাজারের অবস্থায় এবার কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

টাকা পয়সা লেন দেন
ব্যাঙ্কের মারফতই নিরাপদ
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৫
হেড অফিস—৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।
ফোন : সাউথ—৫৮২।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১৫, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল—২৬৯২।
অন্যান্য শাখাসমূহ
বেঙ্গল :—বহরমপুর, বরিশাল। বিহার :—ছাপরা।
আমাদের ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন।
জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ এম, বি, ঘোষ দস্তিদার।

"কাসাবিন"
শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই
সুখসেব্য ঔষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্নিগ্ধ হয়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসার্স রাহা ব্রাদার্সের পরিচালনাধীনে
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
—শাখাসমূহ—
ঢাকা, মালদহ, শিলং
রাঁচী, রাণাঘাট, বালী,
দেওঘর, রোহনপুর,
নাটোর, ঝালদহ,
টিটাগড়, রাইগঞ্জ,
মাজুচী ও নিমাসরাই।
CALCUTTA EXCHANGE BANK LIMITED
ফোন :—
কলি : ১৮১৮
টেলিগ্রাম—সেফ্‌বণ্ড

বেঙ্গল কটন কাণ্টিভেশন
এণ্ড মিলস লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস :—২১।এ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইবে তাহার হিসাব
নিকাশের উপর উত্তম লভ্যাংশ আশা করা যায়।
উপযুক্ত পারিশ্রমিকে শেয়ার বিক্রয়ার্থ
সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডি, এন, চাটার্জ্জী।
উপরে উল্লিখিত আমাদের নূতন ঠিকানা স্মরণ রাখিবেন।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—২২ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড,
(ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়)
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর
আলমবাজার ও দেওঘর।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি, সি, দাস, এম, এ, বি, এল।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২ কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

সাপ্লাই বিভাগ
● চায়ের বাক্স
● চা
● কয়লা
● লবণ
● মণিহারী
● পাট
● তামাক
● টাম্বার
জি, এস, এম্‌পোরিয়ম্‌
একটি যোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিভিন্ন বিভাগ
● রেডিও
● ইলেকট্রিক ক্যাল
● হোসিয়ারী
● কনফেকসনারী
● বিস্কুট
● বাটার
● ভিটামিন্‌ড
জি, এস, এম্‌পোরিয়ম্‌
কলিকাতা, কুচ-বিহার, জলপাইগুড়ি

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২৯শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪৩ | ৪৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৪৩-৮৪৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮৫০-৮৫৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮৪৬	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৮৫৯-৮৬০
যুদ্ধোত্তর মুদ্রানীতির পরিকল্পনা	৮৪৭	বাজারের হালচাল	৮৬১-৮৬৪
চীনের শিল্প-সাধনা	৮৪৮-৮৪৯		

সাময়িক প্রসঙ্গ

দরিদ্রের উপর ট্যাক্স

যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এদেশের ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য ভারত সরকার দেশবাসীর উপর নানারূপ ট্যাক্স বসাইয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া অর্থসচিব মহোদয় আগামী বৎসরে আবার নূতন করিয়া ২০ কোটি টাকার ট্যাক্স চাপাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই যুদ্ধের সময়ে সকল দেশেই ট্যাক্সের বোঝা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশরক্ষার ব্যয় মিটাইবার জন্য এদেশেও যে ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই; কিন্তু এসম্পর্কে যে জিনিষটা আমাদিগকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়াছে তাহা এই যে, অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট যেস্থলে দরিদ্র লোকদিগকে যথাসম্ভব রেহাই দিয়া ধনী ও বিত্তশালীদের নিকট হইতেই বেশী পরিমাণ ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন ভারত গবর্ণমেণ্ট সেস্থলে ধনী ও বিত্তশালীদের দিকে যথোচিত নজর না দিয়া দেশের দরিদ্র লোকদিগকেই বেশী করিয়া শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আগামী বৎসরে তামাক ও উদ্ভিজ্জ ঘৃতের উপর যে উৎপাদন শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে উহা তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নূতন ট্যাক্স দ্বারা যে ২০ কোটি টাকা তোলা হইবে তাহার মধ্যে ১০ কোটি টাকাই আসিবে তামাক শুল্ক হইতে। অথচ ইহা সকলেরই সুবিদিত যে, ভারতের উৎপন্ন বেশীর ভাগ তামাকই এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ ব্যবহার করিয়া থাকে। এদেশে প্রতিবৎসর যে তামাক উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৫৯ ভাগ হুকা বাবদ ও ১০ ভাগ বিড়ি বাবদ ব্যবহৃত হয়; কাজেই তামাকের উপর ১০ কোটি টাকা ট্যাক্স বসাইবার অর্থ মুখ্যতঃ গরীবদের নিকট হইতেই এই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা। এই দুঃসময়ে দরিদ্রের উপর এই প্রকার জুলুম খুবই অসঙ্গত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট আলোচনায় অনেক সদস্য তামাকের উপর ট্যাক্স বসাইবার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। মিঃ যমুনা দাস মেটা এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার ভিতর বিড়ি ও হুকা এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের একমাত্র সান্ত্বনা। ট্যাক্স দ্বারা সেই একমাত্র সান্ত্বনা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করার চেষ্টা অনুচিত। সরকারী ট্যাক্সের বোঝা এইভাবে দরিদ্রের উপর চাপাইতে যাওয়া নীতি হিসাবেও আপত্তিকর। বনস্পতি ঘৃতের উপর যে ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে অনুরূপ কারণে ব্যবস্থা পরিষদের কোন কোন সদস্য তাহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছিলেন। লালা রামরতন গুপ্ত এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, লোকের শারীরিক পুষ্টির জন্য ঘৃত একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। এদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে খাঁটি ঘৃত উৎপন্ন হয় কম। তাহার মূল্যও খুব বেশী। দেশে বনস্পতি ঘৃত তৈয়ার হইতে আরম্ভ হওয়ায় ঘৃতের অভাব কতকটা পরিপূরিত হইয়াছিল। বেশী মূল্যে খাঁটি ঘৃত সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোকেরা এই উদ্ভিজ্জ ঘৃত ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছিল। অর্থসচিব মহোদয় উহার উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইতে গিয়া দেশের সেই দরিদ্র মধ্যবিত্তদিগকেই শোষণ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। জনসাধারণের কল্যাণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই ট্যাক্স সর্ব্বথা আপত্তিকর বলা চলে; কিন্তু এই প্রকার প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত দুইটি ট্যাক্সই বলবৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বনস্পতি ঘৃতের উপর প্রথমে প্রতি হন্দরে ৭ টাকা উৎপাদন শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। পরে তাহা সামান্য সংশোধন করিয়া প্রতি হন্দরে

৫ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তামাকের উৎপাদন শুল্ক সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বাজেট বক্তৃতায় অর্থসচিব এসম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা যথাযথই কার্য্যে পরিণত করা হইবে। দরিদ্র জনসাধারণের অভাব ও অসুবিধার দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এইভাবে তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইবার নীতি আধুনিক জগতে যে কোন সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই নিন্দনীয়।

ইনফ্লেশনের প্রতিকার

একদিকে লোকের হাতে অতিরিক্ত অর্থাগম ও অপরদিকে ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের যোগান হ্রাস এই দুই কারণে ভারতবর্ষে আজ ইনফ্লেশনের সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় আবশ্যকীয় মালপত্র ক্রয়ে গবর্ণমেণ্ট বিস্তর টাকা ব্যয় করিতেছেন। ফলে দেশে বিবিধ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয় দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রয়োজনীয় মালপত্রের যোগান দিয়া অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও প্রচুর লাভ করিতেছে; কিন্তু শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি এই সব বর্দ্ধিত আয় ভবিষ্যতের জন্য মজুত করিয়া রাখিতেছে না। শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানা বাড়াইয়া, উহাদিগকে মাগগি ভাতা ও বোনাস দিয়া এবং অংশীদারদিগকে উচ্চ হারে লভ্যাংশ দিয়া সেই আয়ের বেশীর ভাগই তাহারা খরচ করিয়া ফেলিতেছে। এদিকে, দেশের গবর্ণমেণ্টও এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় সরকারী কর্ম্মচারীদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য তাহাদিগকে অধিক হারে ভাতা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইভাবে লোকের হাতে বর্ত্তমানে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চারিত হইতেছে; আর সেই বর্দ্ধিত ক্রয়ক্ষমতা নিয়া তাহারা জিনিষপত্রের কম যোগানের ভিতরও উহার জন্য বেশী রকম দাবী দাওয়া উপস্থিত করিতেছে। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দর চড়িয়া উঠিয়া দেশে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যে সমস্ত শ্রেণীর লোকের আয় স্বল্প এবং এই যুদ্ধের সময়েও যাহাদের উপার্জ্জন বাড়াইবার উপায় নাই তাহারা রীতিমত পথে বসিয়াছে। ইনফ্লেশনজনিত এই জটিল অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমরা ইতিপূর্ব্বে লোকের অতিরিক্ত আয় টানিয়া লওয়ার ও উহাদের বর্দ্ধিত ক্রয়ক্ষমতা কতক পরিমাণে অকেজো করিয়া দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছি। সম্প্রতি এই বিষয়টি নিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা হইয়াছিল। সেই আলোচনার সময়ে বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি স্যার ভিটল চান্দভরকর লোকের হাতে অর্থসঞ্চার ও তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাত্রা যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ করিবার জন্য কতকগুলি সুনির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লোকে যাহাতে অধিক অর্থ পাইয়া তাহা জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত করিতে না পারে সেজন্য অতিরিক্ত বোনাস, লভ্যাংশ ও মাগগি ভাতা দেওয়া সম্পর্কে এখন হইতে একটা নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের আয় হইতে এসমস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত অবশ্যই করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রদেয় টাকা সমস্তই লোকের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া আপাততঃ কতক পরিমাণে তাহা মুলতবী রাখিতে হইবে। ঐ টাকা বর্ত্তমানে প্রাপকদের নামে জমা থাকিবে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাহারা তাহা ব্যবহার করিতে পাইবে। এই প্রকারের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া মিঃ চান্দভরকর গবর্ণমেণ্টকে যথাসম্ভব সত্বর তাহা কার্য্যকরী করার জন্য অনুরোধ করেন। উপরোক্ত শ্রেণীর দাবীদাওয়ার জবাবে ভারত সরকারের অর্থ সচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান জানাইয়াছেন যে, এদেশে ইনফ্লেশন সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ যে চীৎকার সুরু করিয়াছেন তাহা তিনি অর্থহীন ও অবাস্তব বলিয়াই মনে করেন। তবে লোকের ক্রয়ক্ষমতা কিছু পরিমাণে হ্রাস করিবার প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেণ্ট সত্য সত্যই উপলব্ধি করিতেছেন, আর সেজন্য ভবিষ্যতে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও বোনাস কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিবার বিষয় তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন। দেশে যে ইনফ্লেশনের সূচনা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহা মানিয়া লইবেন না জানি, কেননা ইহাতে তাঁহাদের স্বকীয় ত্রুটিবিচ্যুতি লোকের সমক্ষে ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে। তবে অর্থসচিব লভ্যাংশ ও বোনাস নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া লোকের ক্রয়ক্ষমতা কতকটা সীমাবদ্ধ করার কথা বিবেচনা করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয়। ভারতবর্ষে বাস্তবিকপক্ষেই একটা ইনফ্লেশনের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, আর উপরোক্ত বিধান কার্য্যকরীভাবে প্রযুক্ত হইলে তাহাতে সেই অবস্থা প্রশমনের কতকটা সাহায্য হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি

বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহের গত ১৯৪২ সালের কার্য্যধারা সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বর্ত্তমান গতি অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। যুদ্ধের সুরু হইতে বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪০ সালে এই আমানতের পরিমাণ ছিল ২৭৮ কোটি পাউণ্ড। ১৯৪১ সালে তাহা ৩৩২ কোটি পাউণ্ড হয়। আলোচ্য ১৯৪২ সালে তাহা আরও বাড়িয়া ৩৬২ কোটি পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু দেশে নোটের প্রচলন যেরূপ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে আমানতের পরিমাণ এখনও ততবেশী মাত্রায় বৃদ্ধি পায় নাই। ইংলণ্ডে ১৯৪১ সালে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড কর্ত্তৃক প্রচারিত চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৭৮ কোটি পাউণ্ড। ১৯৪২ সালে তাহা বাড়িয়া ৯৫ কোটি পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু চলতি নোটের পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পাইলেও ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ৯ ভাগ। ট্যাক্স রিজার্ভ সার্টিফিকেট প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাধারণের নিকট হইতে অগ্রিম ট্যাক্স আদায়ের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতেই এই অবস্থার সূচনা হইয়াছে। উক্ত প্রথা অনুযায়ী দেশের যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহার দেয় ট্যাক্স নির্দ্ধারিত তারিখের পূর্ব্ব হইতেই ট্যাক্স রিজার্ভ সার্টিফিকেটের মারফতে গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা দিতে পারে। আর সে বাবদ উপযুক্ত সুদও পাইতে পারে। এই ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর লোকে ব্যাঙ্কের হিসাবে বিস্তর টাকা ফেলিয়া না রাখিয়া নিজেদের প্রয়োজন মত ট্যাক্স রিজার্ভ সার্টিফিকেট ক্রয়ে মনোযোগ দিয়াছে। ফলে দেশে নোটের প্রচলন বাড়িয়া লোকের হাতে বেশী অর্থাগম হইলেও ব্যাঙ্কে সাধারণের জমা তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। আলোচ্য ১৯৪২ সালে শিল্প ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহ পূর্ব্বের তুলনায় সাময়িক ধার হিসাবে কম অর্থ নিয়োগ করিয়াছে। ১৯৪১ সালে উহারা শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে সাময়িক ভাবে ৮০ কোটি পাউণ্ড কর্জ্জ প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে এই শ্রেণীর ঋণের পরিমাণ কমিয়া ৭৭ কোটি পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশে বিভিন্ন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করায় ঐসব দিকে সাময়িক ধার প্রদানের সুবিধা বা প্রয়োজনীয়তা এখন আর বিশেষ নাই। তাহা ছাড়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মাল সরবরাহ বিভাগ নানা জিনিষপত্র ক্রয় করিতে গিয়া শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতেছেন বলিয়া সেকারণেও ঐদিকে ব্যাঙ্কসমূহের লগ্নি সঙ্কুচিত হইয়া

আসিয়াছে। তবে শিল্প ব্যবসায়ের জন্য সাময়িক ধার প্রদান সম্পর্কে যাহাই হউক না কেন এই যুদ্ধের সময়ে সরকারী ঋণপত্রে ব্যাঙ্কসমূহের দাদন দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুদ্ধের ব্যয়বহর মিটাইতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ট্রেজারী বিল ও দেশরক্ষা বণ্ড প্রভৃতির মারফতে প্রচুর ঋণ করিতে হইতেছে, আর বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহ যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে সেই সব ঋণপত্র ক্রয় করিতেছে। ফলে উহাদের মোট দাদনের পরিমাণ বাড়িয়া আলোচ্য বৎসরের শেষে ১১২ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ট্রাম কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ২২শে মার্চ্চ তারিখের সভায় ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার চুক্তি অনুসারে উক্ত কোম্পানী আগামী ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরের ট্রামওয়ে পরিচালনা করিবেন। তাহার পর কর্পোরেশন কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লইয়া নিজেরা এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থার ভার লইবেন। কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়ার উপযোগী অর্থ সংস্থানের জন্য এবং সুশৃঙ্খলভাবে ট্রামওয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এক নূতন এজেণ্ট নিয়োগ করা হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়া আমরা খুবই সুখী হইয়াছি। বিদেশী মূলধনের দাসত্ব হইতে এদেশের শিল্প ও যানবাহন প্রতিষ্ঠানসমূহকে মুক্ত করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেকবার ব্যক্ত করিয়াছি। কর্পোরেশনের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত সেদিক দিয়া একটা প্রশংসনীয় চেষ্টাই সূচিত করিতেছে। ইংলণ্ডে গঠিত একটি বিজাতীয় কোম্পানী এতদিন যাবৎ কলিকাতার মত একটি বৃহৎ সহরের ট্রাম ব্যবস্থাকে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে। এই কোম্পানীর প্রদত্ত লভ্যাংশের ভিতর দিয়া প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ এদেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। অদূর অবিষ্যতে এই কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইলে উপরোক্ত ধরণের ক্ষতি হইতে দেশ রেহাই পাইবে। কেবল বিদেশী অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ যোগাইবার দিক দিয়াই নহে ট্রাম পরিচালনার ব্যাপারে বিজাতীয় কর্তৃত্বের কুফল আমরা অন্য অনেক দিক দিয়াও দীর্ঘদিন যাবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানী এই সহরে যানবাহন চালাইয়া প্রতি বৎসর বিস্তর লাভ করিতেছেন—মোটা মাহিয়ানা দিয়া কিছু সংখ্যক স্বজাতীয়কেও পোষাইয়া রাখিতেছেন; কিন্তু যে যাত্রীদের দেয় ভাড়া তাঁহাদের সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার মূল অবলম্বন সেই যাত্রীদের সুখসুবিধা সম্বন্ধে তাঁহাদের নজর নাই। ইতিপূর্ব্বে নানা অজুহাত দেখাইয়া তাঁহারা ট্রামের মাসিক ভাড়া বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অন্নবস্ত্র সমস্যা ও তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দ্দশার ভিতর সম্প্রতি কনসেশন টিকিট ও ট্রান্সফার টিকিট বন্ধ করিয়া দিয়াও তাঁহারা সহরবাসীকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন। এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার পিছনে এদেশবাসীকে শোষণ করা ছাড়া যে বিদেশী কোম্পানীসমূহের আর কোন লক্ষ্য নাই ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর কার্য্যধারায় তাহা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় কর্পোরেশন বর্ত্তমান কোম্পানীটির স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়া যে খুবই সঙ্গত কাজ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কর্পোরেশনের সভায় যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কাউন্সিলর বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, ট্রাম কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লইতে যে ৪ কোটি টাকার মত দরকার হইবে তাহা দিবার মত সঙ্গতি কর্পোরেশনের নাই। এত টাকা দেওয়ার সর্ত্তে এদেশীয় কোন এজেণ্ট পাওয়াও কঠিন। আমরা তাঁহাদের এই যুক্তি মোটেই অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করি না। কর্পোরেশনের পক্ষে চারি কোটি টাকা প্রদান করা হয়ত কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের জন্য অন্য ভাবে এই টাকা পাওয়ার সুবিধা যথেষ্টই রহিয়াছে। কলিকাতা সহরে ট্রাম পরিচালনার ব্যবস্থা যেরূপ লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে কোন যৌথ কোম্পানী গঠিত হইয়া কর্পোরেশনের এজেণ্ট হিসাবে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে চাহিলে দেশের সর্ব্বসাধারণ ঐ যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়োগ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। সাধারণের বিশ্বাসভাজন সঙ্গতিপন্ন লোকদের দৃষ্টি নিয়োজিত হইলে অল্প কালের মধ্যেই এ বিষয়ে সকল প্রকার সুব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা।

কাগজ সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট

যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে কাগজের যোগান কমিয়া সকল দিক দিয়াই বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটিয়াছে। কাগজের অভাবে দেশে সাময়িকপত্র ও পুস্তকাদি প্রকাশের কাজ ব্যাহত হইতে চলিয়াছে। উহার দুর্ম্মূল্যের জন্য দেশে লেখাপড়ার কাজ চালানো দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এহেন অবস্থায় দেশের গবর্ণমেণ্ট কাগজের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিবেন ইহাই আমরা আশা করিতেছি; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে ভাবে এই সমস্যাটিকে বিচার না করিয়া এতদিন কেবল নিজেদের প্রয়োজনীয়তার কথাটাই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে এদেশের কাগজের কলগুলিকে তাহাদের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ গবর্ণমেণ্টের নামে সংরক্ষিত রাখিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা এক অর্ডার জারী করেন। এই অর্ডার জারী হওয়ার পর উহার বিরুদ্ধে দেশে একটা বিক্ষোভের সূচনা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ এই অর্ডার সম্পর্কে সরকারী কার্য্যনীতির নিন্দা করিয়া একটা প্রস্তাব পাশ করেন। সেই নিন্দা-সূচক প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর হইতে কাগজ সমস্যা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কতকটা সুমতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; ইহা সুখের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পূর্ব্বেকার অর্ডার বাতিল করিয়া দিয়া বর্ত্তমানে এদেশের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে ৩০ ভাগ কাগজ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। দেশে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কেও এক্ষণে তাঁহারা কিছু কিছু আগ্রহ তৎপরতা দেখাইতেছেন সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে কাগজ সমস্যা সম্পর্কে মিঃ হোসেন ইমামের একটি প্রস্তাবের জবাবে বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এন আর পিলাই জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে এদেশে কাগজের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কাগজের কলসমূহে রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্য আবশ্যক সরঞ্জাম সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতেছেন। ভারতের ১৭টি কাগজের কলের মধ্যে ১২টি কলের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিশেষভাবে খোঁজ-খবর লওয়া হইয়াছে। উহাদের ভিতর বেশী করিয়া প্রয়োজনীয় কাগজ উৎপাদনের যাবতীয় বন্দোবস্তই তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতির ফলে ১৯৪৩-৪৪ সালে এদেশের কাগজের কলসমূহে পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী কাগজ প্রস্তুত হইবে বলিয়া বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী আশা করেন। কাগজ সম্পর্কে এই সব আশার বাণী শুনিয়া দেশের লোক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতকটা ভরসা বোধ করিবে সন্দেহ নাই। কেবল জনসাধারণের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত না থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট আজ কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির কথাও বিবেচনা করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয়।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ২৫শে মার্চ্চ তারিখের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা কৌতুক অনুভব করিয়াছি। স্টেটস্‌ম্যান্ যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই : পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্য্য কারণ নিহিত রহিয়াছে। লাভ ও লোভের উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রচলিত ব্যবস্থার সমূহ সংস্কার বা সংশোধন ব্যতিরেকে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা বাতুলের স্বপ্ন। ফ্যাসিষ্ট ও তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক অধিকার ও ভাগবাঁটোয়ারা লইয়া যতদিন পর্য্যন্ত না জঘন্য প্রতিযোগিতা বন্ধ হইবে ততকাল মহাযুদ্ধ অর্থাৎ আইনানুমোদিত নরহত্যাও ("legalised manslaughter") বন্ধ হইবে না। এই প্রসঙ্গে স্টেটস্‌ম্যান্ অকপটে স্বীকার করিতেছেন,...."the economic system as we have hitherto known must change, for its essentials do not differ sufficiently under Fascism and Democracy : the Fascists achieve their ends by abominably brutal suppression, whereas a Capitalist democracy tends to arrive at rather the same ends either by processes of deception or methods which seem relatively human " (আজ পর্য্যন্ত আমরা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছি সেই কাঠামোর পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয় ; কেননা তথাকথিত গণতন্ত্র ও ফ্যাসিষ্টবাদের মূলনীতি অভিন্ন। নিষ্ঠুর ও বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের আশ্রয় লইয়া ফ্যাসিষ্টরা তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে চায়, আর তথাকথিত গণতন্ত্র একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানারূপ কপটতা ও প্রতারণার আশ্রয় লয় অথবা এমন ছদ্মবেশী ভদ্র পন্থা গ্রহণ করে যাহা বাহ্যতঃ তেমন অমানুষিক বলিয়া মনে হয় না।)

* * *

স্টেটস্‌ম্যানের বিচার-বিশ্লেষণের সহিত আমাদের মূলতঃ বিশেষ কোন অমিল নাই। উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে স্থানে স্থানে "colony-hunting rival states" (উপনিবেশ শিকারীর দল), "all the treaty-drafting genius" (চুক্তিনামা রচনায় পারদর্শী যত প্রতিভা) ইত্যাকার বিদ্রূপাত্মক ভাষার ব্যবহার আমরা রীতিমত উপভোগ করিয়াছি ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটু কৌতূহলেরও উদ্রেক হইয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান মহানগরীতে বসিয়া ভারতস্থ শ্বেতাঙ্গ সমাজের এতকালের অমন জাঁদরেল মুখপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আজ এ সব কি কথা! যাহা হউক, প্রবন্ধটির শেষাংশে পৌঁছিয়া আমরা কৌতূহলের হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম। স্টেটস্‌ম্যানের অভিমতে উপরোক্ত কায়েমী স্বার্থজনিত সমস্যা ও উহার সন্তোষজনক সমাধান সম্পর্কে বিলাতের পুঁজিবাদও নাকি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে ("what we call capitalism is to some extent recognising this and visibly changing.") এই "visibly changing" বা স্পষ্ট পরিবর্ত্তনের প্রমাণস্বরূপ অতঃপর স্টেটস্‌ম্যান গ্রেটবৃটেনের অন্যতম প্রধান শ্রেষ্ঠী মিঃ কোর্টল্ডের "bold innovation" বা দুঃসাহসিক নবোদ্যমের উল্লেখ করিয়াছেন। চমৎকার! যুদ্ধকালীন গ্রেটবৃটেনের ধনিক ও বণিক সম্প্রদায় নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থের গরজেই মুনাফা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সঙ্কোচন ও নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন বা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই তথাকথিত "nationalisation" (জাতীয় সম্পত্তিকরণ) দেখিয়াই বোধ হয় স্টেটস্‌ম্যান অমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বা সমাজ-সংস্থানে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন সুরু হইলে ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই তাহার আভাস পাওয়া যাইত। ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসননীতির 'ব্যারোমিটার' বা চাপমানযন্ত্র। কিন্তু আমরা এখানে বসিয়া প্রতিদিন পুঁজিবাদের পূর্ণপরিণত রূপ যে নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্যবাদ কেবল তাহারই ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি।

* * *

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বাহিরে আসার পর হইতে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জাতীয় ঐক্য কংগ্রেসেরও কাম্য—আমাদের সকলেরই লক্ষ্য। তাই বলিয়া যে কোন মূল্যে জোড়াতালি-দেওয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য ক্রয় করা যায় না। এইখানে রাজাজীকে এখনও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাঁহার বিবৃতি ও বক্তৃতায় তিনি পাকিস্থান পরিকল্পনা স্বীকার করিয়া লইয়া মুসলিম লীগের সহিত একটা আপোষ-মীমাংসার অপরিহার্য্য প্রয়োজনের উপর কেবলি বারবার জোর দিতেছেন। তাঁহার অভিমতে পাকিস্থান মানিয়া লইলে ভবিষ্যৎ ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার দিক হইতেও শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। পাকিস্থান সত্যই যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়, তাহা হইলে উহা স্বীকার করিয়া লইয়া বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূর করিবার প্রচেষ্টায় কোন জাতীয়তাবাদীই আপত্তি তুলিবেন না। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছে পাকিস্থান যে আসলে কি বস্তু সেই প্রশ্ন লইয়া। এই সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। অদ্যাবধি মিঃ জিন্না ও তাঁহার অনুপন্থীরা কোন স্পষ্ট পরিকল্পনা পেশ করেন নাই। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়াও এযাবৎ পাকিস্থান আমলে ভোগৌলিক ভাগবাঁটোয়ারা ও তৎসংক্রান্ত জরুরী খুঁটিনাটি সম্পর্কে খোলসা করিয়া কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। রাজাজী ব্যক্তিগতভাবে যদি মিঃ জিন্নার নিকট হইতে প্রকৃত তথ্যাদি জানিয়া পাকিস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসু জনসাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ্যে খুলিয়া বলিলেই তো সমস্যা মিটিয়া যায়। কিন্তু শ্রীযুক্ত গোপালাচারিয়া সেই আসল প্রসঙ্গে এখনও নীরব কেন ?

* * *

গত ২৩শে মার্চ্চ পাকিস্থান দিবস উপলক্ষ্যে স্যার নাজিমুদ্দীন এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে অগৌণে আপোষ-মীমাংসার দ্বারা ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্যার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন, যেমন করিয়াই হউক বিদেশী শাসনের কবলমুক্ত হইয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেই হইবে। হয় সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড ভারত, অন্যথা দ্বিখণ্ডিত ভারত। অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনায় স্যার নাজিমুদ্দীনের বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা যখন এতাবৎ বাস্তবে পরিণত হইতে পারিল না, সেক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের জন্যই ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার আশু প্রয়োজনের কথা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। শেষোক্ত মতটি অতি পুরাতন কথা। প্রথমোক্ত অভিমত নূতন কথা না হইলেও স্যার নাজিমুদ্দীনের মুখে নিঃসন্দেহে অভিনব উক্তি। এই বিষয়ে কংগ্রেসের সহিত স্যার নাজিমুদ্দীনের কোন বিরোধ নাই। তাঁহার উপরোক্ত ভাষণ যদি অকপট মনের উক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপনে উদ্যোগী হউন, নয় তো তিনি মুসলীম লীগকে অনুরূপ আদর্শে ও অভিমতে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করুন।

যুদ্ধোত্তর মুদ্রানীতির পরিকল্পনা

যুদ্ধোত্তর দেনা-পাওনা ও মুদ্রানীতি বিষয়ে জগতের কল্যাণে কি সব আন্তর্জ্জাতিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রমুখ প্রধান মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির ভিতর সম্প্রতি এক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীনস্ কর্ত্তৃক রচিত একটি পরিকল্পনার খসড়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। আলোচনার ফল আপাততঃ কোন্ দিক দিয়া কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। তবে লর্ড কীনস্-এর মূল নির্দ্দেশগুলি সম্পর্কে কিছু কিছু খবর ও মন্তব্য ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে; আর রয়টারের কল্যাণে এদেশেও সংক্ষিপ্ত আকারে তাহা প্রচার লাভ করিয়াছে। সেই ধরণের খবর ও মন্তব্য হইতে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যুদ্ধোত্তর দেনাপাওনা ও মুদ্রানীতি সম্পর্কে কীনস্ পরিকল্পনার স্বরূপ ও তাহার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

উপযুক্ত আন্তর্জ্জাতিক বিধিব্যবস্থার অভাবে বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার পক্ষে ক্রমেই নানারূপ সমস্যার সূচনা হইতেছে। যুদ্ধের পরে এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কা আছে। বহির্ব্বাণিজ্য পরিচালনা ও বৈদেশিক দাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন সহযোগিতামূলক কার্য্যনীতি অনুসৃত না হওয়াতেই এই সমস্যা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছে। কাজেই লর্ড কীনস্ তাঁহার পরিকল্পনায় প্রথমেই এই ব্যাপারে একটা আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক কল্যাণ অনুযায়ী যাহাতে জগতের ব্যবসায় বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় তজ্জন্য একটি 'ইণ্টারন্যাশনেল কনসালটিভ বডি' বা আন্তর্জ্জাতিক পরামর্শ সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই সমিতি বিভিন্ন দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে ও বিশেষ করিয়া তাহাদের দেনা-পাওনা মিটান সম্পর্কে নানারূপ সুসঙ্গত বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন। এক দেশের সহিত অন্য দেশের দেনা-পাওনা মিটাইবার সুবিধার জন্য উক্ত সমিতির অধীনে একটি 'ইণ্টারন্যাশনেল ক্লিয়ারিং হাউস' পরিচালিত হইবে। বাহিরের লেন-দেন সম্পর্কে এবং সমস্ত দেশকেই ঐ 'ক্লিয়ারিং হাউস' মারফতে কাজকারবার সমাধা করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক কাজকারবার চালাইবার জন্য প্রত্যেক দেশকে ঐ 'ক্লিয়ারিং হাউস'এ উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসম্পদ জমা রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ লর্ড কীনস্ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও দেনা-পাওনা সম্পর্কে হিসাবপত্র রাখিবার জন্য ভবিষ্যতে তাহার একটি নূতন মান সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই মান বা 'ইউনিট অব্ একাউণ্ট'এর নামকরণ করা হইয়াছে 'ব্যাঙ্কর' (bancor)। স্বর্ণ ও মুদ্রার হিসাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে দেনা-পাওনা সৃষ্টি হইবে এই 'ব্যাঙ্কর'এর মারফতে তাহার পরিমাপ করা হইবে। প্রত্যেক দেশ তাহার নিজস্ব মুদ্রা বজায় রাখিতে পারিবে। মুদ্রার বিনিময় হার সম্পর্কে জাতিগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হইবে না। তবে 'ইণ্টারন্যাশনেল ক্লিয়ারিং হাউস'এর কাজকারবারে 'ব্যাঙ্কর'কে মুদ্রা ও স্বর্ণের একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক মান হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। উক্ত 'ক্লিয়ারিং হাউস' এই 'ব্যাঙ্কর'এর হিসাবে সকল দেশের দেনা-পাওনার হিসাব রাখিবেন এবং তদনুযায়ী সকল দেনা মিটাইবার ব্যবস্থা করিবেন। এক দেশের উপর অন্য দেশের পাওনা দাঁড়াইলে দেনাদার দেশকে অতিরিক্ত মাল সরবরাহ করিয়া কিংবা স্বর্ণ দিয়া তাহা পরিশোধ করিতে বলা হইবে। যদি সে দেশ স্বর্ণ দিয়া পরিশোধ করিতে সমর্থ না হয় তবে 'ইণ্টারন্যাশনেল ক্লিয়ারিং হাউস' হইতে 'ওভারড্রাফট্' বা অগ্রিম দিয়া তাহা শোধ করিবার ব্যবস্থা হইবে। পরে সেই ধার আদায় সম্পর্কে সম্ভবপর উপায় অবলম্বন করা যাইবে। এক দেশের উপর অন্য দেশের পাওনা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিলে আন্তর্জ্জাতিক পরামর্শ সমিতি (ইণ্টারন্যাশনেল কনসালটিভ বডি) দেনাদার ও পাওনাদার দেশের প্রতিনিধিদের ডাকাইয়া পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য তাহাদিগকে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে উপযুক্ত সংশোধনমূলক কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিবেন। কোন দেশের দেনা অপরিশোধিত থাকিলে কিংবা তাহাকে দেনা পরিশোধের জন্য 'ওভারড্রাফ্ট' দেওয়া হইলে ঐ দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্ভবপর সুযোগ দিয়া তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। তৃতীয়তঃ লর্ড কীনস্ তাঁহার পরিকল্পনায় আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনাকে একটা সুসঙ্গত স্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য স্বল্প মিয়াদী ও দীর্ঘ মিয়াদী সমস্ত শ্রেণীর বৈদেশিক দাদনকেই নিয়ন্ত্রিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কোন কারণে এক দেশ হইতে অন্য দেশে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হইতে থাকিলে তৎবাবদ পাওনা জমিয়া গিয়া একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে। কাজেই আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা মিটাইবার সুব্যবস্থা করিতে হইলে ঐ দিক দিয়া উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের জন্য একটি 'ইণ্টারন্যাশনেল ইনভেষ্টমেণ্ট বোর্ড' গঠন করিতে হইবে। ঐ বোর্ডের সুপারিশ ছাড়া ভবিষ্যতে এক দেশ হইতে অন্য দেশে অর্থ দাদন বা নিয়োগ করা চলিবে না। কোন দেশ শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ থাকার ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহার ক্রয় ক্ষমতা যদি যথেষ্ট কম বলিয়া মনে হয় তবে উক্ত বোর্ড সেই দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত বৈদেশিক দাদনের ব্যবস্থা করিবেন। এই ভাবে চীনের মত অনুন্নত দেশকেও ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যাইবে এবং তাহাতে জাতিগত সহযোগিতার ভিত্তিও দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে।

আধুনিক জগতে এক দেশের সহিত অন্য দেশের উন্নতি ও অবনতির প্রশ্ন যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রহিয়াছে তাহাতে সকলের মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া দুনিয়ায় কোন স্থায়ী কল্যাণ বা শান্তি আসিতে পারে না। সে হিসাবে লর্ড কীনস্ যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক দেনা-পাওনা ও ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে, আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার কথা তুলিয়াছেন, ইহা খুবই ভাল কথা। বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক দেনা-পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি 'ইণ্টারন্যাশনেল কনসালটিভ বডি' স্থাপন ও 'ইণ্টারন্যাশনেল ক্লিয়ারিং হাউস' পরিচালনার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা

(৮৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চীনের শিল্প-সাধনা

শ্রীবরদা দত্তরায় এম-এ

যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনের নব জাগ্রত দেশাত্মবোধ যে ভাবে এবং যে অবস্থায় শিল্প-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহা শুধু প্রশংসনীয় নহে, অনুকরণীয়ও বটে। লোক-সংখ্যা, আব্‌হাওয়া ও দারিদ্র্যের দিক দিয়া চীন,—অন্ততঃ পক্ষে দক্ষিণ চীন অর্থাৎ মহাচীনের যে ভাগটুকু জীবন-মরণ পণ করিয়া আজও জাপানী সাম্রাজ্য-লিপ্সার বহ্নি-শিখাতলে আত্মসমর্পণ করে নাই, সেই চীন ও ভারতে অনেক সাদৃশ্য আছে। লোক-সংখ্যায় মহাচীন ৪৬ কোটী, ভারত ৪০ কোটি; ধর্ম্ম, আচার ও ভাষার বিভিন্নতা মহাচীনে ভারত অপেক্ষা জটিল; দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতায় চীন ও ভারতের সমস্যা একরূপ এবং আব্‌হাওয়া ও জমির উর্ব্বরতায় দুইটী দেশের মধ্যে বিশেষ খুব পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। অথচ ১৯৩৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত অর্থহীন, স্বাস্থ্যহীন, সহায়-সম্পদহীন একটা দেশ কি ভাবে অমিতশক্তিশালী প্রতিবেশী রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া খাড়া থাকিতে পারে তাহা সত্য সত্যই ভাবিবার বিষয়। জাপানী অভিযানে চীনের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষতির মধ্য দিয়াও চীন যা লাভ করিতে পারিয়াছে তাহা অনবদ্য ও অতুলনীয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ বেলী (Baillie), একজন আমেরিকান খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারক, চীনে আসেন। তিনি চীনের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা দরদী দৃষ্টি দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে চীন দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে হইলে নূতন ধর্ম্ম প্রচারের কোন আবশ্যকতা নাই। বরং চীনের উন্নতির জন্য সেখানে শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ফলে তিনি একদল চীনা যুবক লইয়া কাজ আরম্ভ করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একদল চীনা যুবককে শিল্পী করিয়া তোলেন। ঐ মহানুভব ব্যক্তি অবশ্য কিছুকাল জীবিত থাকিয়া তাঁহার মহতী প্রেরণার ফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু রিবি এলি নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে আজও সেই যুবকদল 'বেলী যুবকদল' বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা তাঁহাদের বড় বড় চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া চীনের শিল্প ও অর্থনীতি সংস্কারের জন্য জীবন পণ করিয়াছেন। ফলে আজ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত চীনের সর্ব্বত্র বহু সংখ্যক ছোট ছোট যৌথ কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। চীনের সর্ব্বত্র তরুণ চীনের কর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রতীক্ রক্তবর্ণ ত্রিভুজের মধ্যে বর্ত্তমানে দুইটী চীনা শব্দ "কোং-হো" বা "কর্ম্ম সমবায়" কথাটী দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'কোং-হো'-কে কাজে লাগাইবার জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সাম্য, মৈত্রী প্রতিষ্ঠার সাধনা এবং তাহার মধ্য দিয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা। এই সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানের নাম ইন্‌ডাস্‌কো (Indusco.)।

এই ইন্‌ডাস্‌কো গড়িবার একটি বিশিষ্ট ধারা আছে। ইন্‌ডাস্‌কোর বাংলা অর্থ শিল্প-সমবায়। সাতজন কিংবা আরও অধিক সভ্য লইয়া একটি ক্ষুদ্র সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সভ্যগণই প্রথমে ইহার অংশ বা শেয়ার খরিদ করেন। তারপর তাঁহারা নিকটবর্ত্তী ইন্‌ডাস্‌কো অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পুঁজি ধার করেন। সমিতির পরিচালকেরা সমবেতভাবে ঐ টাকার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বড় বড় সমিতিতে পারদর্শী ম্যানেজারও নিযুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ কর্ম্মীরা আয়ের অনুপাতে বেতন পাইয়া থাকেন। ইন্‌ডাস্‌কোর লাভ হইতে কতক টাকা শিক্ষা, দেশ-সেবা ও ইন্‌ডাস্‌কোর শ্রীবৃদ্ধির জন্য মজুত রাখা হয়। বাকী টাকা, সাধারণতঃ অর্দ্ধেক টাকা, কর্ম্মীদের মধ্য বোনাস্ হিসাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই ভাবে তাহারা নিজেদের ব্যবসায় ও শিল্প নিজেরাই গড়িয়া তোলেন। এই সব ব্যবসায় চালাইবার জন্য লাভ-লোকসানের দায়িত্ব তাহাদের নিজেদের। সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ ইন্‌ডাস্‌কোর সহিত সমভাবে জড়িত আছে বলিয়া এবং সর্ব্বসাধারণ ইহা হইতে সমভাবে উপকৃত হন বলিয়া হয়ত ইহা এত তাড়াতাড়ি দেশের সর্ব্বত্র সমভাবে সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং চীনের এই দুর্দ্দিনেও চীনকে বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

ইন্‌ডাস্‌কোর বা শিল্প সমবায়ের সকল সভ্যকেই নিজ হাতে কাজ করিতে হয়। অবশ্য ২।১ জন এমন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীও সভ্যদের মধ্যে আছেন, যাঁহারা নিজের হাতে কাজ করিবার অবসর পান না; কিন্তু সাধারণ নিয়মানুযায়ী সকলকেই কাজ করিতে হয়। সকল সভ্যের পারিশ্রমিক সমান। বাইরের বেতনভোগী কোন লোককে ইহাতে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। শিক্ষানবীশদিগকেও পারিশ্রমিক দেওয়া হয় এবং যথাসম্ভব সত্বর এই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ইহার মূলনীতি সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিতর যোগ-সূত্র স্থাপন ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য কারণ, ইঁহাদের বিশ্বাস যে, সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা থাকিলে এবং আধুনিক উন্নত উপায়ে তাঁহাদিগকে একতাবদ্ধ করিতে পারিলে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করা খুব কঠিন নহে। এই জন্যই ইহারা একটি শিল্পকে অন্য শিল্পের সহিত যোগ করিয়া থাকেন। কাগজ-শিল্প-সমবায় চূণ-শিল্প-সমবায় হইতে চূণ খরিদ করে, ছাতা-শিল্প ও কাষ্ঠ-শিল্প-সমবায় তেল-শিল্প-সমবায় হইতে তেল খরিদ করে এবং এই ভাবে তাহারা ১২০টী বিভিন্ন শিল্প-সমবায়কে একত্র করিয়া সারা দেশে এক বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। ইন্‌ডাস্‌কো এভাবে যত রকম দরকারী শিল্প আছে তাহার প্রায় সব-গুলিকেই একত্র করিয়া লইয়াছে। ইহাতে সুদূর পল্লীর গ্রাম্য শিল্প ও সহরের সুরুচিসম্পন্ন শিল্পাদি রহিয়াছে। ফলে সমস্ত শিল্প এক সঙ্গে এক যোগে গড়িয়া উঠিতেছে এবং সমস্ত শিল্পেই আধুনিক উন্নত প্রণালী যথাসম্ভব প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারাদেশে এক ওজন, এক মাপ এবং এক ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে।

এই সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য বহুবিধ স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত স্কুলে পুস্তকাদি হইতে নানাবিধ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে, হাতে-নাতে কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও আছে। স্কুলের শিল্প-বিভাগে ছোট ছোট ছেলেদের পান-ভোজনের তৈজস-পত্রাদি এবং স্কুলের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি, যথা, কালি, কলম, নিব, চক্ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। স্কুল-গৃহও ছাত্র-ছাত্রীরা মিলিয়া নিজেরাই তৈয়ার করে। তাহাতে তাহাদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক খরচ পড়ে না। ইন্‌ডাস্‌কোর অধীনে এই জাতীয় ৬০০ স্কুল আছে এবং ঐ সমস্ত স্কুল যথাসম্ভব স্বাবলম্বী। অধিকন্তু ইহারা যে যে স্থানে স্থাপিত, সেই স্থানের জন্য ইহারাই তথাকার একমাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

সান্ধ্য-বক্তৃতা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বক্তৃতা প্রভৃতিও এসব স্কুলে দেওয়া হইয়া থাকে। যে সমস্ত চীনা-অধিবাসী জাপানী বোমার ভয়ে বাড়ী-ঘর শিল্প-ব্যবসায় ইত্যাদি ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়, ইন্‌ডাস্‌কো এই সমস্ত পলাতক-পরিবারকে নূতন শিল্পাদি শিক্ষা দিয়া এবং অন্যান্য সাহায্য দিয়া অতি অল্প সময়েই স্বাভাবিক করিয়া তোলে।

এই ভাবে তরুণ চীন গত ছয় বৎসর যাবৎ অমিত শক্তিশালী জাপানের সঙ্গে লড়িয়া আসিতেছে। দেশাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে যে ভাবে সংহতি-শক্তি বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া ভাল পোষাক ও ভাল রসদাদি ছাড়াও ইহারা শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিবে এবং জাপানী রাজ্যলিপ্সার মুখে চূণ-কালি দিয়া স্বাধীনতা ও জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে। ইহাদের অর্থবল নাই, নৌ-বল নাই, রণ-কৌশলও হয়ত তেমন নাই। ইহারা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ চীনা মান্দারিণ বা জমীদার শ্রেণী দ্বারা উৎপীড়িত, উৎখাত এবং বিধ্বস্ত। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ আছে, কন্‌ফুশ্চিয়ান আছে, মুসলমান আছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ও আছে; কিন্তু বৌদ্ধ হউক, কন্‌ফুশ্চিয়ান হউক, মুসলমান হউক,—চীন যে তাহাদের জন্মভূমি এবং তাহারা যে 'চীনা' একথা তাহারা আজকাল বুঝিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে বলিয়াই হয়ত আজ সকলে 'এক' হইতে পারিয়াছে এবং আজও টিকিয়া আছে। অন্যথা চীনকে হয়ত এতদিনে জাপানী সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদের বেদীতলে প্রাণহীন বলির পশুর মত দেখিতে পাইতাম। শতধা-বিভক্ত ভারতেও কি আজ এ কথা ভাবিবার সময় আসে নাই!

(যুদ্ধোত্তর মুদ্রানীতির পরিকল্পনা)

সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তবে তাঁহার পরিকল্পনায় অন্য যেসব নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা আসল সমস্যা সমাধানে কতদূর কার্য্যকরী হইবে তাহা সন্দেহের বিষয়। আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে এযাবৎ স্বর্ণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মালপত্র সরবরাহ করিয়া বা অন্য যাবতীয় সম্ভবপর বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোন দেশের দেনা পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইলে স্বর্ণ দ্বারাই এতদিন তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লর্ড কীনস্ তাঁহার পরিকল্পনায় জাতিগত দেনা মিটাইবার জন্য ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই। 'ইণ্টারন্যাশনেল ক্লিয়ারিং হাউস্' ও 'ইণ্টারন্যাশনেল কনসাল্‌টিভ বডি' বিভিন্ন দেশের দেনা-পাওনার হিসাব রাখিয়া 'ব্যাঙ্কর'এর হিসাবে তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন এবং তাহা মিটান সম্পর্কে দেশসমূহকে সময়োচিত উপদেশ দিবেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্বর্ণ দ্বারাই জাতিগত দেনা মিটাইতে হইবে। কাজেই এই দিক দিয়া স্বর্ণ ব্যবহারের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা লর্ড কীনস্ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে এই ভাবে ভবিষ্যতেও সমস্ত দেশ স্বর্ণের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া থাকিবে ইহা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, স্বর্ণ দ্বারা দেনা পরিশোধের নিয়ম বজায় থাকিলেও ভবিষ্যতে কোন দেনাদার দেশই পাওনাদারদের দাবী অনুযায়ী স্বর্ণ দিতে বাধ্য থাকিবে না। কোন দেশ স্বর্ণ দিতে না চাহিলে বা দিতে অপরাগ হইলে 'ইণ্টারন্যাশনেল ক্লিয়ারিং হাউস' হইতে তাহাকে দেনা মিটাইবার জন্য সাময়িকভাবে 'ওভারড্রাফ্‌ট' দেওয়া হইবে, অধিকন্তু তাহাকে রপ্তানী বাড়াইয়া দেনা বা 'ওভারড্রাফ্‌ট' শোধ করিবার যথাসম্ভব সুবিধা দেওয়া হইবে; কিন্তু তৎপরেও যদি কোন দেশ শেষ পর্য্যন্ত দেনা-পরিশোধে অসমর্থ হয় তবে তাহার নিকট হইতে পাওনা আদায়ের কি ব্যবস্থা হইবে তৎসম্বন্ধে কীনস্ পরিকল্পনায় কোন কার্য্যকরী নির্দ্দেশ নাই। অবশ্য তিনি এরূপক্ষেত্রে 'ইণ্টারন্যাশনেল কনসাল্‌টিভ বডি' বা আন্তর্জ্জাতিক পরামর্শ সমিতির মারফতে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু ঐ সমিতি সে সমস্যা সমাধানের জন্য কি সব উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন তাহা আমরা বুঝি না। ধরা যাউক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশ হইতে ইংলণ্ডে বিস্তর পরিমাণ শিল্প বা কৃষিপণ্য রপ্তানী হইবার ফলে ঐ দেশের নিকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা দাঁড়াইল। এরূপক্ষেত্রে ইংলণ্ড যদি উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ দিতে বাধ্য না থাকে তবে যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা মিটান সম্পর্কে সমিতি কি ব্যবস্থা করিতে পারেন? যুক্তরাষ্ট্র শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া পশ্চাৎপদ থাকিলে কমিটি ইংলণ্ড হইতে শিল্পকারখানা স্থাপনের উপযোগী প্রচুর যন্ত্রপাতি রপ্তানীর ব্যবস্থা করিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের ব্যবহারের জন্য অধিকতর পরিমাণ ইংলণ্ডজাত পণ্য পাঠাইয়া সেই পাওনা শোধের একটা উপায় করিতে পারিতেন; কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মত আত্মনির্ভরশীল দেশের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ কোথায়? কাজেই ঐরূপ ক্ষেত্রে স্বর্ণ না দিয়া পাওনা পরিশোধের কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিধান কিছুই হইতে পারে না। ভারত ও চীনের মত যে সমস্ত দেশ এখনও শিল্পের দিক দিয়া বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই ইংলণ্ডের মত শিল্পোন্নত দেশে নানারূপ কাঁচা মাল পাঠাইয়া এই সমস্ত দেশের পাওনা দাঁড়াইলে ইংলণ্ড হইতে বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও শিল্প-পণ্য রপ্তানীর ব্যবস্থা করিয়া স্বর্ণ ব্যতীতও আপাততঃ সেই পাওনা পরিশোধের উপায় হইতে পারে; কিন্তু দেনাদার দেশসমূহকে তাহাদের দেনা পরিশোধের সুবিধা দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশকে বরাবর শিল্পের দিক দিয়া অনুন্নত রাখা যাইবে না। সে চেষ্টা করাও খুব অনুচিত হইবে। ভবিষ্যতে একদিন ভারতবর্ষ সাধারণ শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া, এমনকি যন্ত্রশিল্পের দিক হইতেও, স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। তখন ইংলণ্ডের নিকট হইতে বেশী পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও অন্য শিল্প-দ্রব্য আনিবার প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষের থাকিবে না। অথচ কাঁচা মালের দিক দিয়া ইংলণ্ডের যে মূলগত অসুবিধা রহিয়াছে তাহাতে ঐ দেশকে ভারতের মত স্বভাবসমৃদ্ধ দেশ হইতে ভবিষ্যতেও বিস্তর কাঁচা মাল ক্রয় করিতে হইবে। সেরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডের দেনা মিটাইবার পক্ষে সমিতি কি বিধান করিবেন? তখন স্বর্ণ দেওয়া ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মত দেশের পাওনা পরিশোধের কোন উপায় আছে কি? জগতের সমস্ত দেশকে একটা আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রশক্তির অধীনে আনিয়া প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক সংস্থান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা হইলে স্বর্ণ ছাড়া কেবল জিনিষপত্রের বিনিময়ে বাণিজ্যগত আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা হয়ত সম্ভবপর হইত; কিন্তু সকল দেশের আন্তরিক ইচ্ছা ও সহযোগিতার ভিতর সেরূপ পরিকল্পনা গ্রহণের সুদিন এখনও আসে নাই। কাজেই সমস্ত দিক ভাবিয়া লর্ড কীনস'এর বর্ত্তমান পরিকল্পনা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য ও আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা সুনিয়ন্ত্রণে তেমন কোন সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই পরিকল্পনার মূল গলদ এই যে, ইহাতে বিভিন্ন দেশের দেনা-পাওনা মিটাইবার ব্যাপারে স্বর্ণকে চরম অবলম্বন হিসাবে ধরিয়া লইয়াও স্বর্ণ হাতছাড়া করা সম্পর্কে কোন দেশের উপরই কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নাই। দুনিয়ার তিন-চতুর্থাংশ স্বর্ণ নানাভাবে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের হাতে যে স্বর্ণ অবশিষ্ট ছিল যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সমরসরঞ্জামের মূল্য যোগাইতে গিয়া তাহাও নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। কাজেই ভবিষ্যতে স্বর্ণের মারফতে দেনা-পাওনা পরিশোধের সঙ্গতি ইংলণ্ডের থাকিবে কি না সন্দেহ। নিজ দেশের সেই অক্ষমতার কথা ভাবিয়াই হয়ত লর্ড কীনস্ তাঁহার পরিকল্পনায় আন্তর্জ্জাতিক দেনা পরিশোধ সম্পর্কে স্বর্ণ প্রদানের রীতি কোন দেশের পক্ষেই বাধ্যতা-মূলক করেন নাই। জাতিগত স্বার্থপরতা নিয়া এইভাবে যুদ্ধোত্তর দেনা-পাওনা ও মুদ্রানীতির বিরাট আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাসমূহ কি ভাবে সমাধান করা যাইবে তাহা আমরা বুঝি না।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সহরসমূহে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

যে সকল সহরে লক্ষাধিক নরনারীর বাস সেই সকল সহরে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতসরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, এই পরিকল্পনা যাহাতে কার্য্যকরী হইতে পারে তজ্জন্য ইতিমধ্যেই ইরাক ও ইরাণে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করা হইয়াছে এবং সিংহলে চাউল রপ্তানির পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য ভারতসরকার পাঞ্জাব হইতেও দেড়লক্ষ টন গম ক্রয় করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য গোটা দেশটাকে ৫।৬টি এলাকায় বিভক্ত করিয়া এক একটি এলাকার জন্য এক এক জন কমিশনার নিযুক্ত করা হইবে। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রত্যহ দশ ছটাক আটা অথবা চাউল বরাদ্দ করা আছে। ভারতের সর্ব্বত্রই এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইবে। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে বর্ত্তমান মাসের মধ্যেই মতামত জানাইতে বলা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় চাউল এবং গম আমদানী

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থার ফলে শীঘ্রই বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল আমদানী করা হইবে। এতদ্ব্যতীত ১৫ হাজার টন গম ও অল্প দুই চার দিনের মধ্যেই বাঙ্গলায় আসিয়া পৌছিবে।

কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের প্রস্তাব

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন ট্রামওয়ে কোম্পানীটি ক্রয় করিয়া লইবেন, গত সোমবার কর্পোরেশনের সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কর্পোরেশন কর্ত্তৃক একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠানটি চালান হইবে। কর্পোরেশনের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারকেও এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে ল' অফিসারের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি যেন এই সম্পর্কিত সর্ত্তাবলী প্রণয়ন করেন। প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন যে এজেন্সী ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনের যেমন সুবিধা হইবে অন্যদিকে কোম্পানীটি ক্রয় করিবার জন্য অর্থেরও তেমনি ব্যবস্থা হইবে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বলেন এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিবার কাজে ভারতীয় মূলধনের অভাব হইবে না।

বনস্পতি ঘৃতের উপর কর ধার্য্য

অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান বনস্পতি ঘৃতের উপর কর স্থাপন সংক্রান্ত বিলটি কেন্দ্রীয় পরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় জানা যায় যে বর্ত্তমান বৎসরে ভারতে প্রায় একলক্ষ টন বনস্পতি ঘৃত প্রস্তুত হইয়াছে। উৎপাদনের কলকব্জা, টিন এবং যানবাহন প্রভৃতির অসুবিধা না থাকিলে উৎপাদনের পরিমাণ আরও অনেক বেশী হইতে পারিত। তিনি আরও বলেন যে এই কর ধার্য্যের ফলে যাহারা বনজ ঘৃত ব্যবহার করেন তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইবে না; কারণ, বনজ ঘৃতের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আবার নূতন করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ক্রেতাগণের উপর করভার চাপাইয়া দেওয়া উৎপাদকগণের পক্ষে সম্ভব হইবে না। সরকারী প্রস্তাবে প্রতি হন্দরে ৭৲ টাকা করিয়া কর ধার্য্যের কথা ছিল। পরে সর্দ্দার সন্ত সিংহের সংশোধন প্রস্তাব অনুসারে হন্দর প্রতি ৫৲ টাকা করিয়া কর বসাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

কাগজের ব্যবহার কমাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ

কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে কাগজের ব্যবহার কমাইবার জন্য তাঁহারা যেন লিখিত এবং আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহের সংখ্যা হ্রাস করেন। তাঁহারা আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন যেন পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তন করা না হয়। ফলে প্রতি বৎসর নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তক ছাপাইবার জন্য যে কাগজ দরকার হয় তাহা আর লাগিবে না। নূতন ছাত্রেরাও বিদায়ী ছাত্রদের নিকট হইতে ন্যায্য মূল্যে পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিবে। 'টেক্সটবুক কমিটী'কেও অনুমোদিত পুস্তকের সংখ্যা কমাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

বাঙ্গলার বে-সামরিক সরবরাহ মন্ত্রী

রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়কে বে-সামরিক সরবরাহ দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে। বিভাগীয় কর্ম্মচারীদেরও কিছু কিছু রদবদল করা হইয়াছে। বিচারপতি রক্সবার্গ আবার হাইকোর্টে ফিরিয়া গেলেন। সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর হিসাবে উক্ত বিভাগের স্পেশাল অফিসার মিঃ পিনেল তাঁহার স্থানে পূর্ণ করিলেন। প্রাদেশিক যানবাহন নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ত্তা মিঃ এম এন আয়ার সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড.

স্থাপিত—১৯৩১

হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নর্টন বিল্ডিংস,

ফোন : ক্যাল : ৬৫৭৯,

বড়বাজার : ২০৪, হ্যারিশন রোড, ফোন : বি, বি, ২২০৪

অন্যান্য শাখা—বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

পে অফিস : ইছাপুরা (চাকা) :: এজেন্সি— বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ।

টেলিগ্রাম— "রেণবো" কলিকাতা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, মুখার্জ্জী

টেলিফো— পি, কে, ২৬৮১

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার :—		স্থায়ী আমানত :—	
চলতি —	½%	৬ মাস —	২½%
সেভিংস্—	১½%	১ বৎসর—	৩%
		২ ,, —	৩½%
		৩ ,, —	৪%

শাখা—হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী

শাড়ীর বাজার দিন দিন যেরকম চড়ছে তাতে আজ আপনি যে শাড়ীখানি বহুমূল্যে কিনতে পাচ্ছেন দুদিন পরে হয়ত তা আর পাওয়াই যাবে না। সুতরাং যে ক'খানি শাড়ী আপনার আছে সেগুলির প্রতি যত্ন নিতে হবে। কি কি করলে শাড়ী বেশিদিন টেকানো যায় তা নিচে দেওয়া হলো :

প্রথমতঃ ট্রাম বাস বা কোন গাড়ী থেকে নামার সময়ে খেয়াল রাখবেন যেন কাপড়ে পা জড়িয়ে না যায়।

দ্বিতীয়তঃ আঁচল ছোট রেখে শাড়ী পরবেন বা কোমরে গুঁজে রাখবেন ; কারণ চলে ফিরে বেড়াতে এতে তাতে লেগে আঁচলই অনেক সময়ে ছেঁড়ে।

তৃতীয়তঃ শাড়ীতে একটুখানি ফুটো হলে বা ছিঁড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তা সেলাই করে নেবেন ; কারণ তা না হলে ফুটো বাড়তে বাড়তে শাড়ীটিকে নষ্ট করে দেবে।

সর্ব্বশেষে এবং বিশেষভাবে, কাপড় বাড়ীতেই কেচে নেবেন—পারতপক্ষে ধোপার হাতে শাড়ী সঁপে নিশ্চিন্ত থাকবেন না।

যুদ্ধের পর অবশ্য মনের মত চমৎকার চমৎকার শাড়ী আপনি যত চাইবেন মহালক্ষ্মীর কাছেই পাবেন ; কিন্তু যুদ্ধ যতদিন না থামে ততদিন শাড়ী সামলে চলুন।

মহালক্ষ্মী
কটন মিলস লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস্—এইচ্. দত্ত এণ্ড সন্স্ লিঃ
হেড্ অফিস — ১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

MCK 34

কেন্দ্রীয় কাঁচশিল্প গবেষণা পরিষদ

গত সোমবার কলিকাতায় ভারতগবর্ণমেণ্টের "বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ" বিভাগের ডাইরেক্টর স্যার শান্তি স্বরূপের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কাঁচশিল্প গবেষণা পরিষদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় ঠিক হয় যে কাঁচশিল্প সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ স্থাপন করা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব না হইলেও তাহার উদ্যোগ আয়োজন এখন হইতে চলিতে পারে। বঙ্গীয় কাঁচ শিল্পপতিগণের পক্ষ হইতে বলা হয় যে এইরূপ কেন্দ্রীয় পরিষদ স্থাপনের পক্ষে স্থান হিসাবে কলিকাতাই সর্ব্বোত্তম। কলিকাতার মত সুবিধা অন্য কোথাও নাই। পক্ষান্তরে এই পরিষদ স্থাপনের জন্য অর্থ দান করিতেও বঙ্গীয় কাঁচ শিল্পপতিগণ প্রস্তুত আছেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে সুবিধামত স্থানে এক খণ্ড জমিও তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণকে রসদ সরবরাহের পরিকল্পনা

কলিকাতা কর্পোরেশনের যে সমস্ত কর্ম্মচারী ৩৫৲ টাকার কম বেতন পাইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল বাঙ্গলা সরকার তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার সমস্ত ক্ষমতা চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে দেওয়া হইয়াছে।

আসাম হইতে ধান্য ও চাউল রপ্তানি হইবে না

আসাম সরকারের সরবরাহ বিভাগ হইতে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানান হইয়াছে যে, আসামের ন্যায় যে সকল প্রদেশে বাড়তি খাদ্যশস্য আছে সেই সকল প্রদেশ হইতে খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ভারতসরকারের সিদ্ধান্ত না জানা পর্য্যন্ত আসাম হইতে কোন ধান্য ও চাউল রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে না।

মেদিনীপুরের বিধ্বস্ত অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা

মেদিনীপুরের বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা যাহাতে আরও ভালভাবে চলিতে পারে তজ্জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ৭৪১২৬৲ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করিয়াছেন।

উড়িষ্যায় উদ্বৃত্ত চাউলের পরিমাণ

উড়িষ্যা পরিষদে শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মিঃ এ এস খাঁ বলেন যে গত তিন বৎসরের হিসাব নিলে দেখা যায় যে উড়িষ্যাবাসিগণের প্রয়োজন মিটাইয়াও গত তিন বৎসর যাবৎ উড়িষ্যায় প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার মণ ধান্য উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইতেছে।

বাঙ্গলায় খাদ্য সরবরাহের ববস্থা

প্রকাশ বাঙ্গলা দেশের খাদ্য সঙ্কট দূর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল বাঙ্গলা দেশে আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যতদিন প্রয়োজন এই ব্যবস্থা ততদিন পর্য্যন্ত বজায় রাখার ইচ্ছাও গভর্ণমেণ্টের আছে। তবে যে সকল প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য হইতে এই চাউল আমদানী করা হইবে তাহাদেরও যাহাতে ঘাটতি না পড়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সেদিকেও লক্ষ্য রাখিবেন। ঐ সকল স্থানে অভাব ঘটাইবার ইচ্ছা গভর্ণমেণ্টের নাই, অভাবের সম্ভাবনা দেখা দিলেই তাহা পূরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

ইক্ষু চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ

বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪২-৪৩) ভারতবর্ষে মোট ৩৫ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, গত বৎসর আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ ১৫ হাজার একর। এবৎসর ৫৬ লক্ষ ৯২ হাজার টন গুড় পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ। গত বৎসর মোট ৪৩ লক্ষ ৭১ হাজার টন গুড় পাওয়া গিয়াছিল। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর শতকরা ৩০ ভাগ বেশী গুড় পাওয়া যাইবে। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমান বৎসরে ৩ লক্ষ ৩ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে এবং ৪১ লক্ষ ২৩ হাজার টন গুড় পাওয়া যাইবে। গত বৎসর ৪৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টন গুড় পাওয়া গিয়াছিল।

ওরিয়েণ্টাল

রক্ষামূলক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা

ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার সর্ব্বোত্তম ও সুষ্ঠু-নীতি অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা সংগ্রাম কিবা শান্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান করিয়া আসিয়াছে। ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে	২৬ কোটী টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	৮৫½ কোটী টাকার উপর
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয়	প্রায় ৫ কোটী টাকা
মোট তহবিলের পরিমাণ	প্রায় ৩০ কোটী টাকা

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ

এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

স্থাপিত—১৮৭৪] [হেড অফিস—বোম্বাই।

ব্রাঞ্চ অফিস :—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্,

২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন :—ক্যাল ৫০০

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে, রহিয়াছে কর্ত্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা।

শাখাসমূহ :—

দ্বারভাঙ্গা লাহেরিয়াসরাই, বেলেঘাটা,
ভাগলপুর, মিরকাদিম, নাথনগর,
বোলাঙ্গীর (পাটনা ষ্টেট), ফরিদপুর, রায়পুর, কাটাবঞ্জী।

শ্যামবাজার শাখা—
পাইকপাড়ার কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ
মহোদয় কর্ত্তৃক খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ও বাঙ্গালা দেশ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য এবং শিল্প বিভাগের মন্ত্রী জানান যে গত জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলা দেশে বিক্রয়ের জন্য ৯৬১০ গাঁইট বা ৩০ লক্ষ গজ গরীব মার্কা কাপড় বরাদ্দ করা হইয়াছিল ; কিন্তু এপর্য্যন্ত মাত্র ৩৯৯ গাঁইটের রেলওয়ে রসিদ পাওয়া গিয়াছে। ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল মাসের বরাদ্দ ছিল ৪ হাজার গাঁইট বা ৭৫ লক্ষ গজ। এপ্রিল মাসে অতিরিক্ত ৭৫ লক্ষ গজ পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত আদেশ পাওয়া যায় নাই।

তুলা চাষের পূর্ব্বাভাষ (৪র্থ)

অন্যান্য বৎসর ৪র্থ পূর্ব্বাভাষকেই চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ বলিয়া গণ্য করা হইত। এবার এপ্রিল মাসে আরও একটি হিসাব প্রকাশ করা হইবে এবং তাহাই হইবে চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ। বর্ত্তমান হিসাবে জানা যায় যে এবার (১৯৪২-৪৩ সালে) সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ১ কোটী ৮৭ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে বিভিন্ন রকমের তুলার চাষ হইয়াছে এবং মোট ৪৪ লক্ষ ২৯ হাজার গাঁইট তুলা পাওয়া যাইবে। প্রতি গাঁইটে ৪০০ পাউণ্ড তুলা থাকে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার উৎপাদন শতকরা বিশ ভাগ কম হইবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার আন্দোলনের ফলে তুলার আবাদ এত কম হইয়াছে।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

সংবাদপত্রের কাগজের বণ্টন ব্যবস্থা

গত ২৫শে মার্চ্চ কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে ভারত সরকারের বাণিজ্য-বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ পিলাই এক প্রশ্নোত্তরে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪০ সালে বিভিন্ন সংবাদপত্র কর্ত্তৃক সংবাদপত্র মুদ্রণে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছিল সেই ভিত্তিতেই সংবাদপত্রসমূহের জন্য কাগজের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালে যে সকল সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় তাহাদের জন্য কাগজের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম প্রকাশের তারিখ হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ হিসাব করিয়া ১৯৪১ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে সংবাদপত্রগুলির জন্য ব্যবহারের পুরা অংশই বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য উহার পরিমাণ চার আনা এবং ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য আট আনা হ্রাস করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের প্রথম তিন মাসের জন্য মূলতঃ ব্যবহারের শতকরা ১২·৫ ভাগ নির্দ্দিষ্ট করা হয়। বর্ত্তমানে সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজ সঙ্গত ও সমভাবে বণ্টন করা সম্পর্কে ভারত সরকারের একটি পরিকল্পনা আছে। মিঃ পিলাই আরও বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের মূল্য বাধিয়া দেন নাই। গবর্ণমেণ্ট শুধু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং আকার অনুযায়ী মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

বোম্বাই সহরে রেশন্ কার্ড বিতরণ

বোম্বাই সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে বোম্বাই সহরের ১৮ লক্ষ অধিবাসীর জন্য রেশন্ কার্ড বিলি করা হইয়াছে। আরও বহু লোকের আবেদন এখনও বিবেচনাধীন আছে। এতদ্ব্যতীত ভিক্ষুক এবং আশ্রয়হীনদের জন্য দুই সপ্তাহের মেয়াদে প্রায় ৭ হাজার কার্ড বিতরণ করা হইয়াছে। যে সকল সামরিক কর্ম্মচারী নিজ নিজ বিভাগ হইতে খাদ্য পাইতেছে তাহাদের জন্য কোন কার্ডের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার জানাইয়াছেন, যে চারি প্রকার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে তাহার সরবরাহের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই, কাজেই টান পড়িলে হয়ত নিয়ন্ত্রিত খাদ্যের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে। বর্ত্তমানে অবশ্য চাউল এবং বাজরার সরবরাহের পরিমাণ সন্তোষজনক। এক্ষণে সরকারী নিয়ন্ত্রণ দোকানের সংখ্যা হইতেছে ১৪০; তবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হইবার পূর্ব্বেই সরকারী নিয়ন্ত্রিত দোকানের সংখ্যা বাড়াইয়া ১৫০ করা হইবে।

বাঙ্গলায় খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা

বঙ্গীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তর হইতে জানা গিয়াছে যে বিহার হইতে ধান, চাউল, লবণ, মাখন, চিনি ছোলা, ডাল, ঘি, সরিষার তেল বাহিরে রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছে। বহু চেষ্টার পর বিহার গভর্ণমেণ্ট গত জানুয়ারী হইতে আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে মাত্র ৪০ হাজার মণ ধান রপ্তানি করিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা ছাড়া গত দুই মাস ধরিয়া মাসে ৫৪ হাজার মণ করিয়া ডালও বাঙ্গালা দেশে পাঠান হইতেছে। উড়িষ্যাতেও ধান, চাউল রপ্তানি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টরকে ২ লক্ষ মণ চাউল দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের যে সমস্ত ব্যবসায়ী উড়িষ্যাতে চাউল কিনিয়া মজুত রাখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতেও অনেককে চাউল রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। আসাম এবং যুক্ত প্রদেশেও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। আসাম সরকার এ পর্য্যন্ত মাত্র ১০ হাজার মণ চাউলের প্রতিশ্রুতি এবং যুক্ত প্রাদেশিক সরকার কিছু ডাল, বাজরা এবং জোয়ার দিয়াছেন।

নিয়ন্ত্রিত দোকানের সংখ্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হয় যে বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় মোট ১৪০টি দোকান আছে। এই ধরণের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পনা তৈরী হইতেছে বলিয়াও আশ্বাস দেওয়া হয়।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার বেড
- এয়ার রিং ও কুশন
- গামবুট্ ও ওভার সু প্রভৃতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস

(১৯৪০) লিমিটেড

কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)

কলিকাতা শো-রুম্ :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬নং কলেজ ষ্ট্রীট

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই

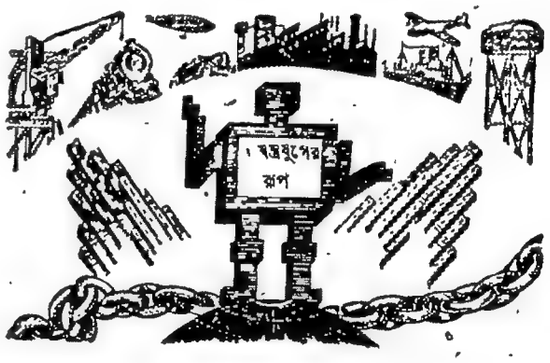

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং কাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসার-শন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ডিরেক্টার ইন্‌চার্জ্জ—মিঃ কে, এন্ দালাল।

১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন্ : কলি : ৩২৫৩ (৩টি লাইন)

জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেশনের সাহায্য হ্রাস

বর্ত্তমান বৎসরে আর্থিক অনটনের জন্য হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেশনের সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কোন প্রতিষ্ঠানকে এককালীন সাহায্য দেওয়া হইবে না এবং বার্ষিক সাহায্য সম্পর্কে নূতন কোন আবেদনও গ্রহণ করা হইবে না। অনেক প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২২৲ টাকা কম দেওয়া হইবে। '১৯৪২-৪৩ সালে' জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য হেল্‌থ অফিসার ৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৮৭৲ টাকা মঞ্জুর করিবার সুপারিশ করেন; কিন্তু বাজেটে এই খাতে মাত্র ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় বিপুল পরিমাণ চাউল সরবরাহ ?

গত ২৫শে মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জির বিবৃতি অনুসারে জানা যায়, বাঙ্গলায় শীঘ্রই যে বিপুল পরিমাণে চাউল আমদানী করা হইতেছে তাহা আসিয়া পৌঁছিলে দিন কয়েক মধ্যেই কলিকাতায় এবং আরও কিছুকাল পরে সমগ্র বাঙ্গলায় চাউলের সমস্যা অনেকখানি লাঘব হইবে। এই প্রসঙ্গে মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, উড়িষ্যা হইতে কিঞ্চিদধিক ৫৪ লক্ষ মণ ও বিহার হইতে ১০ হাজার মণ চাউল আমদানী করা হইতেছে বলিয়া যে সংবাদ ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশিত হইয়াছে উক্ত সরবরাহের সহিত অসামরিক সরবরাহ সচিব বর্ণিত সরবরাহের কোন সম্পর্ক নাই।

দিয়াশলাইএর মূল্য বৃদ্ধি

গত ২০শে মার্চ্চ হইতে ভারত সরকার দিয়াশলাইএর খুচরা মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। ৫০ কাঠির অধিক কিন্তু ৬০ কাঠির অনধিক একটি দিয়াশলাইএর মূল্য গড়ে ৮ পাই হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৯ পাই করা হইয়াছে।

কলিকাতায় উড়িষ্যার চাউল সরবরাহ

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, মেদিনীপুরের ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সাহায্যার্থে যে 'আউস' ধানের বীজের আবশ্যক হইবে উড়িষ্যার অর্থসচিব পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্র তাহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা মারফৎ সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছেন। পণ্ডিত মিশ্র হিন্দু মহাসভাকে আরও জানাইয়াছেন যে, উড়িষ্যা সরকার বাঙ্গলা সরকারের মারফৎ কলিকাতার বাজারে ছাড়িবার জন্য ১৬ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ২৫ হাজার মণ করিয়া চাউল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উড়িষ্যা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারও বাঙ্গলায় ২ লক্ষ মণ পরিমিত চাউল প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কুইনাইন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক কুইনাইনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দৃষ্টে জানা যায় যে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কলিকাতা ও প্রত্যেকটি জেলার জন্য কি পরিমাণ কুইনাইন সরবরাহ করা হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চলের দরিদ্র রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে আবশ্যক পরিমাণ কুইনাইন সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া খুচরা বিক্রয়কারী নির্ব্বাচন ও উহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। ইহারা অন্যান্য রোগীর নিকট কুইনাইন বিক্রয় করিবে।

অনুষ্ঠানপত্র বা প্রস্পেক্টাস।

(এই অনুষ্ঠানপত্রের একটি প্রতিলিপি বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের বরাবরে পেশ করা হইয়াছে।)

শেয়ারের জন্য আবেদন গ্রহণ সুরু হইবে আগামী ৫ই এপ্রিল তারিখে এবং আগামী ১৯শে এপ্রিল তারিখে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হইবে। ডিরেক্টরগণ প্রয়োজন বোধ করিলে শেষোক্ত তারিখের পূর্ব্বেও শেয়ার বিক্রয়ের কাজ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

[১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে বৃটিশ ভারতে রেজিষ্ট্রিকৃত]

অনুমোদিত মূলধন (২৫৲ টাকা মূল্যের মোট ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত)	২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রিত মূলধন (৬৪,০৩২টি শেয়ার)	১৬,০০,৮০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (১৯৪৩ সালের ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত—অগ্রিম 'কল' সহ)	১২,৭২,২৪৪৲ ৸৶৬ পাই

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। তন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৬৫ হাজার শেয়ার গত ১১ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে বিক্রয় হইয়াছে। বর্ত্তমানে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ বাজারে যে ২৮ হাজার শেয়ার ছাড়া হইতেছে উহাদের প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য প্রিমিয়াম বাবদ ৫৲ টাকা সহ মোট ৩০৲ টাকা। শেয়ারের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে ১৲ টাকা করিয়া প্রবেশ মূল্য দিতে হইবে।

প্রতিটি শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ কিস্তিতে টাকা দিতে হইবে :—

দরখাস্তের সঙ্গে ৮৶০ আনা।

শেয়ার মঞ্জুর হওয়ার সংবাদ অবগত হওয়ার পর ষাট দিনের মধ্যে ৩৶০ আনা।

অতঃপর প্রথম কলে ৩৶০ আনা ; দ্বিতীয় কলে ৩৶০ আনা ; তৃতীয় কলে ৩৶০ আনা ; চতুর্থ কলে ৩৶০ আনা ; পঞ্চম কলে ৩৶০ আনা ; সর্ব্বশেষ কলে ৩৶০ আনা—একটি কলের পর আর একটি কলের মধ্যবর্ত্তী সময় কোন ক্ষেত্রেই ৩০ দিনের কম না হয় এই সর্ত্তে।

রেজিষ্টার্ড অফিস
১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যাঙ্কার্স
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

অডিটর্স
এস, সি, দত্ত বি-এ, বি-কম (বোম্বাই), জি-ডি-এ, আর-এ

প্রস্পেক্টাস্

ব্যাঙ্কের দ্রুতবর্দ্ধমান আমানতের সহিত আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মজুত তহবিল ও আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্যই বর্ত্তমানে উপরোক্ত পরিমাণ শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৬০ লক্ষাধিক টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সুদের হার বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমানতের পরিমাণ এরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া ব্যাঙ্কের দায়ের পরিমাণও বাড়িয়া যাইতেছে এবং এই বিপুল আর্থিক সঙ্গতি নানাপ্রকার ব্যবসায়ে খাটাইবার সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় ডিরেক্টরগণ অবিক্রিত শেয়ারসমূহ জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

এতাবৎ প্রতি শেয়ারে ২৷৷০ আনা প্রিমিয়াম লইয়া শেয়ার বিক্রয় করা হইতেছিল। কিন্তু অদ্য ২৯শে মার্চ্চ তারিখ হইতে প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৫৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

১৯৪২ সালের জন্য ডিরেক্টরগণ শতকরা ৮৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। ২৫৲ টাকার স্থলে ৩০৲ টাকায় বিক্রিত শেয়ারের উপর ঐ হিসাবে লভ্যাংশের হার যদি শতকরা ৬৶৩ পাই দাঁড়ায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে সুদের হার যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া উক্ত ৬৶৩ পাই হারকে সন্তোষজনকই বলিতে হইবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বস্তুতই শতকরা ৩৲ টাকা সুদের যুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর কোন কালে গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৩৲ টাকা সুদে ডিফেন্স লোন তুলিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই সুদের হার নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে নাথ ব্যাঙ্কের ন্যায় উন্নতিশীল ও সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কের শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হার শতকরা ৬৶৩ পাই নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

নাথ ব্যাঙ্ক উহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে অদ্যাবধি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নিরাপত্তামূলক বিধিব্যবস্থা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা যথোচিতভাবে পালন করিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ, ন্যায়সঙ্গত ও সুবিধাজনক সুদের হারে আমানত জমা লইয়াছে—কখনও অধিক সুদের লোভ দেখাইয়া ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে নাই। ১৯৪২ সালে ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগেরও অধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের সুদ বাবদ ১৯৪১ সালের ৩ লক্ষ ৯ হাজার ২৯০ টাকা ৯ আনা ২ পাই,র তুলনায় ১৯৪২ সালে মাত্র ৩ লক্ষ ১ হাজার ৫৬৬ টাকা ৫ আনা ৮ পাই দিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, দাদনী টাকা সমধিক পরিমাণে নগদ ও নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখাই ব্যাঙ্কের লক্ষ্য। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ; উক্ত প্রকার দায়ের বদলে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা ও কোম্পানীর কাগজের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ও ৬৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। এইরূপে দেখা যায়, ব্যাঙ্কের নগদ অর্থের দিক শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক। এই বিষয়ে প্রবীণ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কসমূহের সহিত নাথ ব্যাঙ্কের তুলনা চলিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ নিরাপদ এবং ত্রুটিহীন করিবার বিষয়ে ব্যাঙ্ক সর্ব্বদাই সচেতন ও হুঁসিয়ার। ব্যাঙ্কের দাদনের শতকরা ৮৫ ভাগেরও অধিক পরিমাণ অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে ন্যস্ত আছে।

চতুর্থতঃ, সুস্থ, সুসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি সাধনের দিকে পরিচালকমণ্ডলী সর্ব্বক্ষণই সচেষ্ট। নিম্নে নাথ ব্যাঙ্কের বিগত সাত বৎসরের ক্রমোন্নতির একটি তুলনামূলক হিসাব প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	আমানত	মূলধন ও মজুত তহবিল	নগদ, ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীর কাগজ	লভ্যাংশ (আয়করের অধীন)
১৯৩৬	২৯,২৩,২২৫	২,৬৫,২৮১	২২,৭১,৩৭৫	শতকরা ৭৷৷০ আনা
১৯৩৭	৫০,১৯,২২৩	৫,৭১,৫৩৪	২৭,৬০,১৫৩	„ ৭৷৷০ „
১৯৩৮	১,০৩,৮৯,৫১৯	৭,৮৬,৭৪৫	৩৯,৬৮,৪৪২	„ ৭৷৷০ „
১৯৩৯	১,১৭,৬৮,৩০৯	৯,৩৫,৫২৮	৪৫,৮৩,৫৬০	„ ৭৷৷০ „
১৯৪০	১,৩৪,৯৪,২৬১	১০,৫২,৯৪৬	৬৪,২৩,৬২১	„ ৭৷৷০ „
১৯৪১	১,৪৩,০৪,৩২৮	১২,১৭,৪০৭	৬৭,৭৭,২০৪	„ ৬৷০ „
১৯৪২	২,০৬,২১,৪৪৫	১৩,৫০,৭৬৫	১,২৯,৩৯,৪৩২	„ ৮৲ টাকা (প্রস্তাবিত)

এই ব্যাঙ্ক উহার স্থাপন কাল হইতে শেয়ারের উপর লভ্যাংশ দিয়া আসিয়াছে। কোনরূপ একত্রীকরণ নীতি বা অন্যকোন সহজ পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়াই এই ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। সুপরিকল্পিতভাবে বাঙ্গলা, বিহার, দিল্লী, আসাম ও যুক্তপ্রদেশে এই ব্যাঙ্ক তাহার শাখা আফিসসমূহ স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। কলিকাতাস্থ হেড আফিস ছাড়া এই ব্যাঙ্কের মোট শাখা আফিসের সংখ্যা বর্ত্তমানে ২৬টি, দাঁড়াইয়াছে। এইসব শাখা আফিসের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। উহাতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—উহার লাভের সংস্থানও দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত এক বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহে লোকের আমানতী জমার পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪২ সালে ব্যাঙ্কসমূহের লাভের পরিমাণও খুবই উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া ব্যাঙ্কসমূহের ভবিষ্যৎ সর্ব্বথা উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হইতেছে। নাথ ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে যে সুব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে সেই ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির বিশেষ একটা অংশ এই ব্যাঙ্ক ন্যায্যতঃই পাইবার আশা রাখে।

নাথ ব্যাঙ্ক ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের মেম্বার। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরের ক্লিয়ারিং হাউসেরও উহা সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে এই ব্যাঙ্কই সর্ব্বপ্রথম ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য দেয় কমিশন প্রকৃত শেয়ার মূল্যের শতকরা ৫

ভাগের বেশী হইবে না। সর্ব্ব-প্রথমে নিম্নতম পরিমাণ হিসাবে ১২ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ৫০০ শেয়ার বিক্রিত হওয়ার পর তাহা বিলি করা হইয়াছিল।

গত ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত দুই বৎসরে কোম্পানীর ১২ হাজার ২৫৮ টি শেয়ার বিক্রিত ও বিলিকৃত হইয়াছে। এই শেয়ার বাবদ মোট ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮৪ টাকা আদায় হইয়াছে। ঐ শেয়ার বিক্রয় বাবদ কমিশন পরিশোধ করা হইয়াছে ৯ হাজার ৭৮৯ টাকা।

কোন সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত বা অংশতঃ আদায়ীকৃত শেয়ার বা ডিবেঞ্চার নগদ টাকা ছাড়া অন্য কোনভাবে বিক্রিত হয় নাই। প্রোমোটার বা উদ্যোক্তাদিগকে ঐ বাবদ পূর্ব্বেও কোন অর্থ দেওয়া হয় নাই—ভবিষ্যতেও দেওয়া হইবে না।

নাথ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অডিটরদের রিপোর্ট

কোম্পানী আইনের ৯৩(১ক) ও ৯৩(১খ) ধারা অনুযায়ী

১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালের হিসাব

আয়—	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২
বাদনী তহবিলের সুদ, কমিশন, ডিসকাউণ্ট, লভ্যাংশ ইত্যাদি	৭,১৮,৪৪০৸৶০	৭,৬৮,০৪৯৸০	৮,৭৬,১৪৬/৫
শেয়ারের উপর আদায়ী প্রিমিয়াম হিসাবে বাদ	...	৫,০৮৭৷৷০	১৩,৫৩৫৲
মোট	৭,১৮,৪৪০৸৶০	৭,৬২,৯৬২৷০	৮,৬২,৬১১/৫
ব্যয়—			
আমানতী জমার সুদ ইত্যাদি	২,৯৫,৯১৫৷৷৮	৩,০৯,২৯০৷৷/২	৩,০১,৫৬৬৷/৮
কার্য্য পরিচালনা (ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সুপারভাইজিং ডিরেক্টরের পারিশ্রমিক এবং ডিরেক্টরদের ফি ও অডিটরদের ফি প্রভৃতি)	১,৭৫,৩৩৭৷১১	১,৮৪,১৯৪৷২	২,০১,০৪৬৸৶০
আফিস ব্যয় (ভাড়া, ট্যাক্স, আয়কর, ইলেকট্রিক, টেলিফোন, ডাকখরচ মুদ্রন ব্যয় প্রভৃতি)	৫৭,০৭৮৸৶৩	৭১,৬১৮৷/৩	৮৭,৮৮৪৷/৫
বিবিধ—রাহাখরচ, শেয়ারের কমিশন, টাকা পাঠাইবার খরচ প্রভৃতি	৭০,৮০৬৷৷৶২	৮৭,২০১/১১	১,০১,২৫১৷৶৭
শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৩,৫১৬৷৬	১৯,৬০০৶০	১১,৫১৬৲
বীমার প্রিমিয়াম	৩,৭৪৬৸৶৭	৫,৫০৮৸০	৬,৫৬৪৸৶০
কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে প্রদত্ত	৩,৫৩১/০	৩,০৫৬৷৶৩	২,৯৬২৸৶০
রেমিশন অব্ ও ডি ব্যালান্স	১২,১৭৮৷৷৯	...	...
ঋণ কাটিয়া দেওয়া বাবদ	...	...	২৬,১১৭৸৶৬
শেয়ারের কমিশন বাবদ	...	১৪,৬১৯৷/০	...
আসবাবপত্র ও মোটরযান প্রভৃতির ক্ষয়পুরণ	৮,২৪৭৷/০	৪,৪৯৬৶৩	৮,৩৯৮৷৶৬
নিট লাভ	৮৮,০৮২৷৶২	৬৩,৮২৭/৩	১,১৫,৩০১৸৯
	৭,১৮,৪৪০৸৶০	৭,৬২,৯৬২৷০	৮,৬২,৬১১/৫ পাই

ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৯৩ (১ ক) ধারা অনুসারে আমি এই রিপোর্ট প্রদান করিতেছি যে, ১৯৪০ সালে (৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে), ১৯৪১ সালে ও ১৯৪২ সালে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের যথাক্রমে ৮৮,০৮২৷৶২ পাই, ৬৩,৮২৭/৩ পাই এবং ১,১৫,৩০১৸৯ পাই নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত ধরণের খরচপত্র ধরিয়া, ক্ষয়পূরণ বাবদ ব্যবস্থা করিয়া, ব্যাড-ডেটস্ কাটিয়া দিয়া আয়কর ও লভ্যাংশ প্রদানের পূর্ব্বে কোম্পানীর এইরূপ নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে। বণ্টনযোগ্য লাভ হইতে ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে শেয়ারের উপর শতকরা ৭৷৷০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসপেক্টাস বাহির করিবার পূর্ব্বে তিন মাস কালের মধ্যে উপরোক্ত হিসাব প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমি আরও বলিতেছি যে ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৯৩ (১খ) ধারা অনুসারে উহাই নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালের কাজকারবারের সত্যকার ফলাফল।

১০ই মার্চ্চ, ১৯৪৩,
৯৮।৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

(স্বাক্ষর) এস সি দত্ত, বি-এ, বি-কম,
জি ডি এ, আর এ,
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট।

গত ১৯৩৮ সালের ৪ঠা মার্চ্চ কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের ৬০ নং দফা অনুসারে কোম্পানীর সহিত উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের একটি চুক্তি হয়। তিন দিন পূর্ব্বে নোটিশ প্রদান করিয়া অফিসের সময় কোম্পানীর হেড অফিসে গিয়া সেই চুক্তিপত্র পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কে ও কোম্পানীর সভায় মেম্বরদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিম্নোক্তরূপ নিষেধ প্রযুক্ত আছে :—যদি কোন অংশীদারের নিকট শেয়ার বাবদ কোম্পানীর কোন পাওনা অনাদায়ী থাকে তবে সেই অংশীদার নিজে বা কোন প্রতিনিধির মারফতে কোম্পানীর কোন সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারিবেন না।

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব্ এসোসিয়েশনের ২৪, ২৯ ও ১০৮ (ঘ) ধারা অনুসারে কোম্পানীর অংশীদারদের শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষমতা কোম্পানীর নিকট তাহার সর্ব্বপ্রকার ঋণ ও দায় পরিশোধ করিয়া দেওয়ার উপর সর্ত্তাধীন থাকিবে।

সাধারণ ভোটাভোটির ব্যাপারে উপস্থিত সভ্যদের একটি করিয়া ভোট থাকিবে। কিন্তু কোন নির্ব্বাচনের ব্যাপারে প্রতি ১০টি শেয়ারে প্রতিটিতে অংশীদারদের একটি করিয়া ভোট থাকিবে। প্রথম ১০টি শেয়ারের পর অতিরিক্ত প্রত্যেক ৫টি শেয়ারে একটি করিয়া ভোট থাকিবে।

নিজের নামে কমপক্ষে ২০০ শেয়ার না থাকিলে কেহ কোম্পানীর ডিরেক্টর হইতে পারিবে না। ডিরেক্টরগণের পক্ষে দুই জন নূতন ডিরেক্টর নোমিনেট করিবার ক্ষমতা থাকিবে। সভায় ডিরেক্টরগণ উপস্থিত থাকার দরুণ প্রত্যেকে (প্রতি সভায়) ১৬ টাকা ফি পাইবেন।

শেয়ার ক্রয়ের জন্য দরখাস্ত

এই প্রস্পেক্টাসের সহিত যে আবেদনের ফরম্ প্রদত্ত হইল তাহাতে শেয়ার ক্রয়ের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্তের সহিত প্রথম কিস্তিতে দেয় টাকাও (প্রতি শেয়ারে ৮৶০ আনা) পাঠাইতে হইবে। উপরোক্ত ফরম্ ব্যাঙ্কের রেজিষ্টার্ড অফিসে বা ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা অফিসে কিংবা ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার্স ও উহাদের শাখা অফিসসমূহে পাওয়া যাইবে। সমস্ত আবেদন সরাসরি ব্যাঙ্কের নিকট অথবা উহার ব্যাঙ্কার্সদের নিকট উপরোক্ত দেয় টাকা সহ পাঠাইতে হইবে। কোন আবেদন অগ্রাহ্য হইলে আবেদনকালে প্রদত্ত টাকা পুরাপুরি ফেরৎ দেওয়া হইবে। দরখাস্তে যে পরিমাণ শেয়ার চাওয়া হইয়াছে শেয়ারের বিলিব্যবস্থার পর প্রকৃত পরিমাণ উহার অপেক্ষা কম হইলে, যে সংখ্যক শেয়ার মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই পরিমাণ অর্থ কাটিয়া রাখিয়া প্রদত্ত অর্থের বাকী অংশ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

দালালী

সুপরিচিত ব্রোকার্স প্রতিষ্ঠানের মারফৎ গৃহীত যে সকল আবেদন অনুমোদিত হইবে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৷৷০ আনা দালালী দেওয়া হইবে।

দলিল

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন ও মেমোরেণ্ডামের প্রতিলিপি এবং উপরে উল্লিখিত চুক্তিনামা ব্যাঙ্কের রেজিষ্টার্ড অফিসে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া হইবে। প্রস্পেক্টাস ও শেয়ার ক্রয়ের জন্য দরখাস্তের ফরম্ ব্যাঙ্কের রেজিষ্টার্ড অফিস বা উহার শাখা অফিসসমূহে কিংবা ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার্স ও তাহাদের শাখাগুলিতে পাওয়া যাইবে।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পক্ষে,
ডি পি দাশগুপ্ত,
ডিরেক্টর।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পক্ষে,
কে এন দালাল,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শেয়ার ক্রয়ের আবেদন 'ফরম'

নাথ ব্যাঙ্ক, লিমিটেড

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড সমীপেষু,

মহাশয়,

আমি/আমরা উপরোক্ত ব্যাঙ্কের ২৫৲ টাকা মূল্যের প্রত্যেকটি শেয়ার ৩০৲ টাকা মূল্যে ক্রয়ে অভিলাষী হইয়া.....সংখ্যক শেয়ারের মূল্য বাবদ মোট .....টাকা ও তৎসহ রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ১৲ টাকা পাঠাইতেছি।

আমার/আমাদের অনুরোধ এই যে উক্ত ব্যাঙ্কের অনুষ্ঠানপত্রে উল্লিখিত নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসারে আপনি আমার/আমাদের জন্য উপরোক্ত সংখ্যক অথবা প্রয়োজনবোধে ন্যূন সংখ্যক শেয়ার বিলি করিয়া অংশীদার হিসাবে আমার/আমাদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া লইবেন। শেয়ার বিলি হইলে পর পরবর্ত্তী সদমুর কিস্তি ও কলের দেয় অর্থ সময়মত দিতে আমি/আমরা স্বীকৃত আছি।

সম্পূর্ণ নাম.....
পিতা বা স্বামীর সম্পূর্ণ নাম.....
... ...
পেশা... ... ...
বর্ত্তমান ঠিকানা... ... ...
তারিখ... ... ...
স্বাভাবিক স্বাক্ষর... ... ...

আবেদনসহ প্রাপ্ত অর্থের রসিদ

তারিখ.....১৯৪৩

নম্বর.....
অদ্য ১৯৪৩ সালের... ... ...
মাসের... ... ...
তারিখে... ... ...
নিকট হইতে উপরোক্ত কোম্পানীর.....শেয়ার ক্রয়ের আবেদন হিসাবে ২৫৲ মূল্যের প্রত্যেকটি শেয়ারের জন্য ৮৶০ হিসাবে এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ১৲ টাকা, এই মোট.....টাকা পাইলাম।

"নাথ ব্যাঙ্ক, লিমিটেডএর" পক্ষে
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অথবা ব্যাঙ্কার

টাকা.....
তারিখ.....১৯৪৩

দ্রষ্টব্য :—এই 'ফরম' এবং টাকা একসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।
এই রসিদ সযত্নে রক্ষা করুন; এই রসিদের বদলেই যথাসময়ে শেয়ার সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে।

খাদ্য সমস্যা ও কর্পোরেশনের প্রচেষ্টা

গত শুক্রবার কলিকাতা সহরের খাদ্য সমস্যা লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় আলোচনা হয়। ঠিক হয় যে কর্পোরেশনের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কমিটীর পক্ষ হইতে বাঙ্গালা সরকারের বে-সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিনিধিদল পাঠান হইবে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত এন সি চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ, মিঃ মেথল্ড, এবং মিঃ সিদ্দিকিকে লইয়া এই প্রতিনিধিদলটি গঠিত হইবে। কলিকাতায় যাহাতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হয় তজ্জন্য তাঁহারা গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন।

হিন্দু-মুসলীম ঐক্য সমিতির উদ্যম

গত শুক্রবার হিন্দু-মুসলীম ঐক্য সমিতির সভায় কলিকাতার খাদ্যসঙ্কটের কথা আলোচনা হয়। ঠিক হয়, সহরের বিভিন্ন এলাকায় সমিতির পক্ষ হইতে অবিলম্বে চাউলের গোলা খোলা হইবে। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলা এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে কি ভাবে চাউল আমদানী করা সম্ভব তাহা আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঁচজন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

সঙ্কটের দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের

পাঞ্জাব বণিক সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতি মিঃ জে জে থাসলেট বলেন যে কণ্ট্রোলারের নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত না করার ফলেই চোরা বাজারের সৃষ্টি, প্রসার এবং খাদ্য সঙ্কট এত চরম হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় শৈথিল্য প্রদর্শন না করিয়া সরকার যদি অসাধুতা দমনের জন্য কঠোর হইতেন তাহা হইলে এমন অন্যায় ভাবে মাল গুদামজাত হইতে পারিত না এবং ন্যায্য ও স্বাভাবিক বণ্টন প্রথাও ব্যহত হইতে পারিত না।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই
ধুতী ও সাড়ী
পরিধান করিয়া
তৃপ্তিলাভ
করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড
সংগ্রাম ও শান্তি সকল অবস্থাতেই আপনাদের সেবা করিতে প্রস্তুত।
হেড্ অফিস :— ৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা সমূহ :— ঢাকা, কালিম্পঙ, শিলিগুড়ী ও শান্তিপুর
ফোন : কলিকাতা ৬১১
সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড
হেড অফিস :—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন ক্যাল ৩৩০৫
পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক
সুদ : স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%
২ বৎসরের জন্য ৫%
১ বৎসরের জন্য ৪%
ডিরেক্টার :—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

সিটি ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২০
হেড অফিস :— কলিকাতা
ব্রাঞ্চ :— ময়মনসিং
আপনার ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ সমস্যা আমাদিগকে সমাধান করিতে দিন।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৷০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

অন্যত্র নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি প্রসপেক্টাস মুদ্রিত হইয়াছে এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা, উহা ২৫ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। ইতিপূর্ব্বে এই ১ লক্ষ শেয়ারের মধ্যে ৬৫ হাজার শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ বাকী শেয়ারের মধ্যে আরও ২৮ হাজার শেয়ার বর্ত্তমানে সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন।

এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নাম সুপরিচিত। সর্ব্বপ্রকার বিবেচনাসম্মত রীতিতে পরিচালিত হইয়া এই ব্যাঙ্কটি ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইয়াছে। কলিকাতাস্থ হেড অফিস ব্যতীত দেশের নানা ব্যবসায় কেন্দ্রে উহার ২৬টি শাখা অফিস স্থাপিত রহিয়াছে। এইসব শাখা অফিসের মারফতে সর্ব্বত্রই ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা সুপরিকল্পিতভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতের পরিমাণ দ্রুত বাড়িয়া চলার ফলে বর্ত্তমানে মূলধনের দিক দিয়া উহার আর্থিক ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। সেজন্য এই ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কের বাকী কিছু পরিমাণ শেয়ার সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের কার্য্যধারার বিস্তৃতির সঙ্গে উহার মূলধন বৃদ্ধির এই ব্যবস্থা খুবই সময়োপযোগী, আর দেশের লগ্নিকারীরা ইহাকে লাভজনক ভাবে অর্থ নিয়োগের একটা সুযোগ বলিয়াই মনে করিবেন, সন্দেহ নাই। নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রতি শেয়ারের মূল্য ২৫ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ৫ টাকা বর্দ্ধিত মূল্যে অর্থাৎ ৩০ টাকায় বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশের সুপরিচালিত অনেক ব্যাঙ্কের শেয়ারই বর্ত্তমানে এইরূপ প্রিমিয়ামে বিক্রয় হইতেছে। নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড যেস্থলে সকল বিষয়েই উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং উহা যেস্থলে বর্ত্তমানে বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা হারে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ দিতেছে, সেস্থলে শেয়ার বিক্রয় করিতে গিয়া তজ্জন্য একটী বর্দ্ধিত মূল্য দাবী করা উহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আমরা আশা করি সঞ্চয়শীল বাঙ্গালী মাত্রেই এই সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কটির শেয়ার কিনিয়া উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন এবং নিজেরাও লাভবান হইবেন।

জি এস্ এম্পোরিয়ম লিঃ

গত ২১শে মার্চ্চ তারিখে জি এস্ এম্পোরিয়ম্ লিমিটেডের কলিকাতাস্থ কার্য্যালয়ে উক্ত কোম্পানীর দশম বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে অতি সামান্য মূলধন লইয়া জি এস্ এম্পোরিয়ামের গোড়াপত্তন হইয়াছিল; কিন্তু এই অত্যল্প কাল সময়ের মধ্যে উক্ত কোম্পানী প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়া আজ সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে জি এস এম্পোরিয়ামের উপর জনসাধারণের আস্থা ও সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কতিপয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দেশের বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের দিনে বহু সংখ্যক যুবক ও শ্রমিক ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেছে। জি এস এম্পোরিয়ামের ক্রমোন্নতি ও সাফল্যের জন্য উহার পরিচালকবর্গ সকলেরই ধন্যবাদার্হ। গত বৎসর এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান বৎসরে ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ২॥ লক্ষ টাকায় দাঁড় করাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে কোম্পানীর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর পক্ষ হইতে মিঃ চক্রবর্ত্তী সমাগত অতিথিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পুলকেশ দে সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির সুচিন্তিত বক্তৃতার পর অতিথিবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য শ্রীযুক্ত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নৃত্য, গীত, কৌতুকাভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সভান্তে অতিথিগণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেডের ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেডের ক্রমোন্নতি ও উহার পরিচালকবর্গের কর্ম্মকুশলতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধকালীন নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন এবং কলিকাতার উপর জাপানী বিমান হানার ফলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও পরিচালকমণ্ডলী ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আলোচ্য বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, মজুত তহবিল ২॥ হাজার টাকা এবং চলতি ও স্থায়ী আমানত প্রভৃতিতে ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৭৮ টাকা ও অন্যান্য দায় লইয়া ব্যাঙ্কের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৭৬ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—নগদ ও ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, মোটরগাড়ী আসবাবপত্র ইত্যাদিতে ১৪ হাজার ৮১৯ টাকা ও নিরাপদজনকভাবে অর্থ বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

প্রিমিয়ার সায়েন্টিফিক গ্লাস্ ওয়ার্কস্

গত ২১শে মার্চ্চ তারিখে ১২৯ সি, মনোহরপুকুর রোডস্থ ভবনে অস্ত্রচিকিৎসা সংক্রান্ত ও বিভিন্ন বিজ্ঞানের গবেষণাকার্য্যে ব্যবহৃত কাচের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম নির্ম্মাতা প্রিমিয়ার সায়েন্টিফিক গ্লাস ওয়ার্কস্-এর শুভ উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সহকারী সভাপতি মিঃ আই বি সেন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত

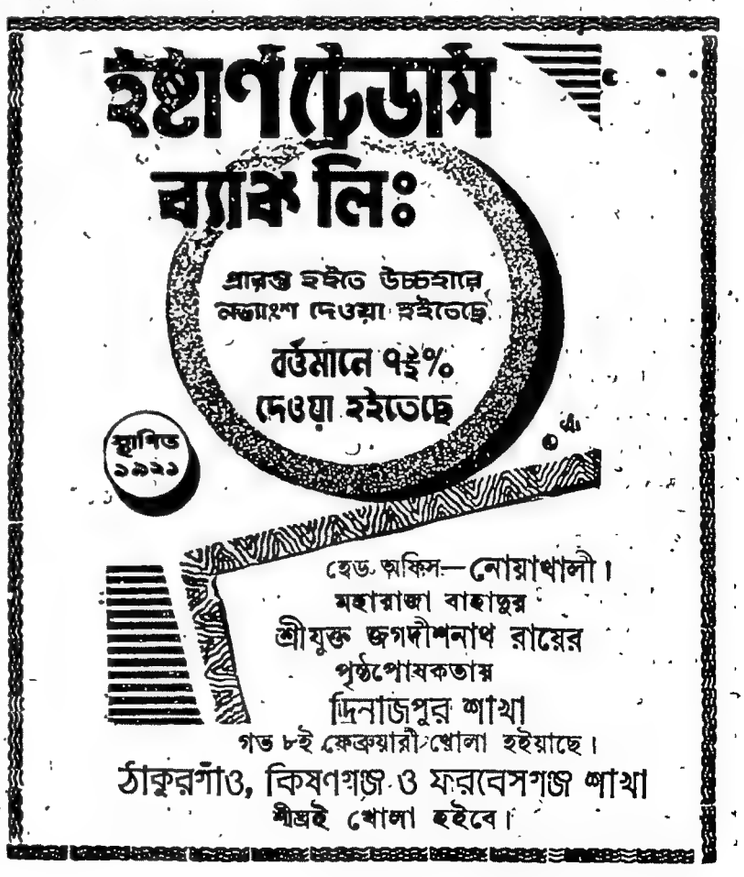

ছিলেন। সমাগত অতিথিবর্গকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কৌশল ও প্রক্রিয়া দেখান হয় এবং সর্ব্বশেষে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইউনাইটেড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে পি গোয়েঙ্কা। শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। আফিস—১৪৫নং মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুর ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শিশিরকুমার সুর। কাঠ ও কাঠের জিনিষের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। আফিস—৯নং মিডল রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা।

ড্রাগ্‌ন কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (রিসার্চ) লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ প্রসাদচন্দ্র রায়। ঔষধপত্র তৈয়ার ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

লাহাটি ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিহারীলাল লাহাটি। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস এণ্ড কমিশন এজেণ্টস্। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা।

মথুরাপ্রসাদ মোহনলাল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মোহনলাল লাথ। ব্রোকার এণ্ড এজেণ্টস্। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। আফিস—৪৯নং বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জেমস এণ্ড কোং—ডিরেক্টর মিঃ এ টি কুপার। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। আফিস—১৮নং ট্যাংরা রোড, কলিকাতা।

আলীপুর দুয়ার কোর্ট রাইস এণ্ড অয়েল মিলস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রামকৃষ্ণ সোমানী। ব্যবসা—চাউলের কল ও তৈলের কল পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। ঠিকানা—আলীপুর-দুয়ার কোর্ট, জলপাইগুড়ী।

বেঙ্গল এণ্ড বিহার কোল্ এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ধনওয়ারী লাল আগরওয়ালা। ব্যবসা—খনি পরিচালনা। আফিস—১৪নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ প্রপার্টিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রশান্তকুমার দেব বর্ম্মণ। শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। আফিস—৫৯নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

দাশ এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মাণিকলাল দাস। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সী। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

শিব জুট বেলিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ বাজোরিয়া। পাটের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। আফিস—১৩০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুস্থান ড্রাগস্ হাউস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ। রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্রের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা।

কেমিক্যালস্ এণ্ড ড্রাগস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। আফিস—পি৫৯ নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা
—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিস সমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়।

চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

দি মডেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯১৪

হেড অফিস :—
২৫, সোয়ালো লেন, ওয়ার্ডলে হাউস, কলিকাতা।

শাখা অফিসসমূহ :—

কলিকাতা কেন্দ্র	মধ্যপ্রদেশ	বিহার
উত্তর কলিকাতা	অম্বিকাপুর	কাটিহার
দক্ষিণ কলিকাতা	রামানুজগঞ্জ	আরারিয়া
	(সারগুজা ষ্টেট)	

নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে

সুদের হার
স্থায়ী আমানত

৬ মাস	৪%
১ বৎসর	৫%
২ বৎসর	৫½%
৩ বৎসর	৬%

পেট্রোন—
হিজ হাইনেস মহারাজা অব্ সারগুজা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—
মিঃ এস বিশ্বাস মিঃ এ কে চন্দ

নিরাপত্তা ও লাভের জন্য
ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া
লিমিটেড
"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

আমরা নিম্নরূপ নিয়মে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করি :—

৩ মাস	৩½%	৫ ও ৬ বৎসর	৬ %
৬ „	৪ %	৭ „	৬½%
৯ „	৪½%	৮ „	৬½%
১ ও ২ বৎসর	৫½%	৯ „	৬¾%
৩ ও ৪ „	৫¾%	১০ „	৭ %

আমরা কলিকাতায় ও কাশীতে ও ঐ সমস্ত স্থানের আশেপাশে দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের জমি ক্রয় করিয়াছি।

আমরা প্রথম বৎসরে কাজের উপর শতকরা ৬৲ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছি।

অবশিষ্ট শেয়ারসমূহ বিক্রয় করার জন্য এজেণ্ট আবশ্যক।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে অত্যধিক মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক সময়ে বৎসরের এই সময়টা ব্যাঙ্কগুলি হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য টাকা তুলিবার হিড়িক পড়িয়া যায়; কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলা দূরে থাকুক, ব্যাঙ্কেই আমানতের পরিমাণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের হিসাব লইলেই টাকার বাজারের অপরিমেয় স্বচ্ছলতার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলিবে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মাত্র আড়াই মাস কাল সময়ের মধ্যে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কে নূতন আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে অন্যূন ২০ কোটি টাকা।

এবার বিনিময়-বাজারের অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ তেজী ছিল। বাজারের কিয়ৎ পরিমাণ ডলার বিলের কাজকারবার সংঘটিত হইতে দেখা গিয়াছে।

গত ২৩শে মার্চ্চ তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৶৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়-পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ৩০শে মার্চ্চ বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২৯শে মার্চ্চ কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২রা এপ্রিলের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ১৭ই মার্চ্চ হইতে ২২শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী "ইণ্টার-মিডিয়েট" বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ২৪শে মার্চ্চ হইতে আগামী ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উক্ত বিল পূর্ব্ববিঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬৩৯ কোটি ৩২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৩৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৭২ লক্ষ টাকা; উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫ কোটি ২ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আলোচ্য সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, ৩২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৭০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৯/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনেকটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া কাজকারবার যে কম হইয়াছে বা কোম্পানীর কাগজ, বণ্ড, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির মূল্যও যে নামিয়া গিয়াছে তাহা নহে; তবে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন প্রভৃতির মত যে সকল কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা খুব বেশী তাহাদের শেয়ারের মূল্য খুব উঠা নামা করে। তবে যুদ্ধের অবস্থা ভালর দিকে না গেলে দাম আর বাড়িবে বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাঙ্গলায় আবার জাপানী বিমান আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার ফলেই শেয়ারের বাজারে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। গত সপ্তাহের প্রথম দিকে আফ্রিকার যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে অষ্টম আর্ম্মির সাফল্যের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজার কিছুটা তেজী হইয়া ওঠে। ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার ৩৪৷৷০ হইতে ৩৫৷৷০ টাকায় চড়িয়া যায়, কিন্তু বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে চট্টগ্রামে বিমান আক্রমণের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে দাম ৩৫৸০ আনায় নামিয়া যায়।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বিকিকিনি নাই বলিলেই হয়। তবে দরও কমে নাই। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪৲ এবং ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর

এ, আর, পি,

সাইরেন বাজলেই

আশ্রয় গ্রহণ করুন

এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্ কমিটি বেঙ্গল, কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।

কাগজের দাম ৮১৵০ আনাই রহিয়াছে, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ৩৲ সুদের মেয়াদী (১৯৪৬) ১০৩৴০, ৩৲ টাকা সুদের মেয়াদী (১৯৪৯-৫২) ১০০।৶০ এবং ৩৲ টাকা সুদের মেয়াদী (১৯৬৩-৬৫) ৯৫৸৵০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ এবং ডিবেঞ্চার প্রভৃতির বিক্রেতা না থাকায় নাম করা বড় বড় কোম্পানীগুলির শেয়ারের উপর ক্রেতাদের ঝোঁক দেখা যায়।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের শেয়ার খুব বেশী হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করা যায় নাই। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ার ৬২৲ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ১০৬৷৷০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের মূল্যের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গত শুক্রবার বেঙ্গল-নাগপুর ৩২৸০, ডানবার ২৮৪৲, বাউরিয়া ৫০০৲, মুইর ৪১০৲, এলগিন ৫৩৷৷০, কেশোরাম ১৮।৶০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। জিয়জিরাও এর কতিপয় শেয়ারও ১২৫৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের মূল্যের বিশেষ তারতম্য না হইলেও বাজারে মোটামুটী মন্দার ভাবই দেখা গিয়াছে। এ্যামালগেমেটেড ৩৫৶০, বেঙ্গল ৪৪১৲, বেঙ্গল-নাগপুর ৩৪৸০, বরাকর ১৪৲, ধেমো মেইন ১৩।৵০, ইকুইটেবল ৩৫।৵০, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১৲, নিউ বীরভূম ১৭৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

সম্প্রতি পাটকল শেয়ারের মূল্য কিছু বৃদ্ধির ফলে কাজকারবার করিয়া অনেকে বেশ লাভও করিয়াছে। আদমজী ৩০৸০, বালী ২৯৯৲, চম্পারণ ২০৩৲, গ্যাঞ্জেস্ ৪১৫৲, হাওড়া ৬১৲, কামারহাটী ৫৫০৲, কাঁকিনাড়া ৪৪৪৲, নদীয়া ৪৬।০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দামেরই খুব বেশী ওঠানামা হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে দাম ছিল ৩৪৷৷০, বুধবারে দাম চড়িয়া ৩৫৷৷০ আনা দাঁড়ায়। বৃহস্পতিবারে চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণের খবর পাওয়ার পর দাম আবার ৩৪৸৵০ আনায় নামিয়া যায়। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড অয়ার প্রডাক্টস্ ৩৩৵০, জেসফ ২২।৵০, ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ৩৯৷৷৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের বাজারে বেশ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। ভারত ১৬৵০, কেরু ১৬৷৷৵০, কাণপুর ৩১৷৷০, প্রতাপ সু ১৪৸৵০, সমস্তিপুর ১৫৲ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের বাজার বেশ তেজী ছিল। হাসিমারা ৫৬।০, বিশ্বনাথ ৩৪৸০, হাতিক্ষীরা ৩০।০, তেজপুর ১৪৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৭৭৷৷০, ষ্টার ২০৲, টীটাগড় ২৪৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

বি আই কর্পোরেশন ২১৩৲, কলিকাতা ট্রাম ওয়েজ ১৫৸০, ডানলপ রবার ৪৯৷৷০, গ্যাঞ্জেস্ রোপ ৪০৫৲, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল ২২০৲, মেদিনীপুর জমিদারী ৭৭৲ এবং বেঙ্গল কেমিকেলের শেয়ার ৪১৫৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ২৩শে মার্চ্চ—১০০।৵০। ৩৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ২৩শে মাঃ—৯৫৸৵০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই মাঃ—৯৪৵০ ৯৪।০ ৯৪৲ ৯৪৴০; ২৩শে—৯৪৲; ২৪শে—৯৪৲ ৯৪৴০।

ডিবেঞ্চার

৩৷৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৪) হাওড়া ব্রিজ ২৪শে মাঃ—৯৭৵০। ৫।০ সুদের (১৯৪২-৬৪) বাসন্তী কটন ২৩শে মাঃ—১০৩৲। ৫৷৷০ সুদের চৌরঙ্গী প্রপার্টী ২৩শে মাঃ—৯৯৷৷০ ১০০৲। ৩৲ সুদের (১৯৩৫-৪৫) হুমায়ুন প্রপার্টী ২৩শে মাঃ—১০৬।০।

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ২৪শে মাঃ—৬২৲। রিজার্ভ ১৮ই মাঃ—১০৬৲; ২৩শে—১০৭৲ ১০৫৷৷০ ১০৬৲ ১০৬৷৷০; ২৪শে—১০৬৷৷০।

কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেটেড ১৫ই মাঃ—৩৫৷৷০। বেঙ্গল ২৩শে মাঃ—৪৩৯৲ ৪৪২৲; ২৪শে—৪৪২৲। বড়িয়া (প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১৩৪৲ ১৩৪৷৷০।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত

হেড অফিস—৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২১,৭,৫০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১৬,৩১,৩০০৲	টাকা
আমানত	৫০,০৬,৭০০৲	টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান :—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

চলতি হিসাব—দৈনিক ৩০০৲ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের উপর বার্ষিক শতকরা ৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্মাসিক সুদ ২৲ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব—বার্ষিক শতকরা ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।

স্থায়ী আমানত—১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে লওয়া হয়।

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে অফিস : মিরকাদিম

ডি, এফ স্যাণ্ডার্স, জেনারেল ম্যানেজার।

পপুলার ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড আফিস ম্যাঙ্গালোর

চীফ্ এজেন্টস্ - ফোন-ক্যাল-১৮০৮

মেসার্স এইচ্, কে, বানার্জ্জী এণ্ড সন্স

১০, ক্লাইভ রো কলিকাতা

বড়ধেমো ২৪শে মাঃ—৬৷৷০ ৬৷৵০। বরাকর ১৮ই মাঃ—১৪৵০; ২৩শে—১৩৵০। ধেমো মেইন ২৪শে মাঃ—১৩৸৵০ ১৩৸৵০। ইকুইটেবল ২৩শে মাঃ—৩৫৸০; ২৪শে—৩৫।৵০। কাট্টাস ঝরিয়া ২৪শে মাঃ—৩০৷৷০। নিউ বাঁসদেওপুর ২৩শে মাঃ—২৯৷৷৵০ ২৯৸০ ২৯৸৵০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৮ই মাঃ—৩৩৸৵০।

কাপড়ের কল

বাসন্তি (প্রেফ) ১৮ই মাঃ—১২৲; ২৩শে—১২৵০ ১২৵০ ১২।০। বেঙ্গল-নাগপুর ২৩শে মাঃ—৩৯৷৷০। বেনারস ১৮ই মাঃ—১০৸৵০; ২৩শে—১০৷৷৵০ ১০৸০। বাউরিয়া ("বি" প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১২৩৲। কানপুর টেক্সটাইল ১৮ই মাঃ—১৯৷৷৵০ ১৯৷৷০ ১৯।০ ১৯৷৷৵০ ১৯৸০ ১৯৷৷৵০; ২৩শে—১৯৷৷০; ২৪শে—১৯।৵০ ১৯৵০ ১৯৲। চাকেশ্বরী ২৩শে মাঃ—২২৲। ডানবার ১৮ই মাঃ—২৮৫৲। এলগিন মিল্‌স ২৪শে মাঃ—৫৩৲। কেশোরাম ১৮ই মাঃ—১৮।৵০ ১৮৷৷০ ১৮।৵০; ২৩শে—১৮৵০; ২৪শে—১৮।৵০ ১৮।৵০ ১৮।৵০। মুইর মিল্‌স (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ—৭৯৷৷০ ৮০৲।

ইলেকট্রীক

আজমীর ২৪শে মাঃ—১৫।০ যুক্তপ্রদেশ ২৩শে মাঃ—২০৬৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ১৮ই মাঃ—১৫।৵০ ১৫।৵০ ১৫।০ ১৫৵০; ২৩শে—১৫৷৷০ ১৫৷৷৵০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৮ই মাঃ—৯৵০; ২৩শে—৯৲ ৯৵০। ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৩শে মাঃ—১৩।০ ১৩।৵০ ১৩৲ ১৩৵০; ২৪শে—১৪৷৵০। ব্রিটেনিয়া ২৩শে মাঃ—১৪৷৷০; ২৪শে—১৪৸৵০ ১৪৸০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৩শে মাঃ—৩৮০৲। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ১৮ই মাঃ—৪০৲; ২৩শে—৪০৲ ৩৯৷৷৵০ ৩৯৷৷৵০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৮ই মাঃ—৩৫।৵০ ৩৫।৵০ ৩৫৷৷০ ৩৫।৵০ ৩৫।০ ৩৫৵০; ২৩শে—৩৪৷৷৵০ ৩৪৸৵০ ৩৪৸০ ৩৪৷৷০ ৩৪৷৷৵০ ৩৪৷৷৵০ ৩৪।৵০; ২৪শে—৩৫।০ ৩৫৵০ ৩৫৵০ ৩৫।০ ৩৫।৵০ ৩৫৷৷০ ৩৫।৵০ ৩৫৷৷০। ইণ্ডিয়া মেশিনারী ১৮ই মাঃ—১১।০; ২৩শে—১১।০। জেসপ এণ্ড কোং ১৮ই মাঃ—২২৷৷৵০ ২২৷৷৵০ ২২।৵০; ২৪শে—২২।৵০। কুমারধুবী ১৮ই মাঃ—৭৷৷৵০; ২৩শে—৭৲ ৬৸৵০ ৬৸৵০; ২৪শে—৭।৵০ ৭৵০ ৭।০ ৭।৵০ ৭।৵০; (প্রেফ) ২৩শে—১৭০৷৷০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৮ই মাঃ—১২৷৷০; ২৩শে—১২।০ ১২।৵০; ২৪শে—১২।৵০। ষ্টীল কর্পোরেশন ১৮ই মাঃ—২৫৵০ ২৫।৵০ ২৫।৵০ ২৫।০ ২৫৵০; ২৩শে—২৪৷৷৵০ ২৪৸৵০ ২৪৸৵০ ২৪৸০ ২৪৸৵০ ২৪৸৵০ ২৪৸৵০ ২৪৷৷০; ২৪শে—২৫।৵০ ২৫৵০ ২৫।০ ২৫৷৷০ ২৫৷৷০ ২৫৷৷৵০ ২৫৸০। ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ১৮ই মাঃ—১২৪৷৷০ ১২৫৲ ১২৫৸০; ২৩শে—১২৬৲ ১২৪৷৷০ ১২৫৷৷০; ২৪শে—১২৪৷৷০ ১২৫৲।

রেলপথ

আরা-শাসারাম ১৮ই মাঃ—৬৫৲ ৬৫৷৷০। বারাসত-বসিরহাট ১৮ই মাঃ—৬৩৲। সারা-সিরাজগঞ্জ ২৩শে মাঃ—১০৫৲।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ১৮ই মাঃ—২।০ ২৸৵০; ২৩শে—২৸৵০ ২৸৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৮ই মাঃ—২।৵০; ২৩শে—২।৵০ ২।৵০; ২৪শে—২।৵০ ২।৵০। করণপুর ডেভেলেপমেণ্ট ১৮ই মাঃ—৮৸৵০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৮ই মাঃ—১৭৭৲ ১৭৭৷৷০; ২৪শে—১৭৬৲ ১৭৭৲ ১৭৭৷৷০। টিটাগড ১৮ই মাঃ—২৪৵০ ২৪৵০ ২৪।০ ২৪।৵০ ২৪।৵০; ২৩শে—২৩৸৵০ ২৩৷৷৵০ ২৩৸০; ২৪শে—২৪৲ ২৪।০ ২৪৵০।

চিনির কল

বলরামপুর ২৩শে মাঃ—১৩।০। বেলসুন্দ ১৮ই মাঃ—৯৷৷৵০ ৯৸০; ২৩শে—৯৷৷৵০। বুলান্দ ১৮ই মাঃ—৩৮।০; ২৩শে—৩৮।০। কেরু এণ্ড কোং ১৮ই মাঃ—১৬৲ ১৬৵০ ১৬।৵০; ২৪শে—১৬৷৷০ ১৬।৵০। চম্পারণ ১৮ই মাঃ—২৮৵০ ২৮।০ ২৮৵০ ২৮৲; ২৩শে—২৭৸০ ২৮।০; ২৪শে—২৭৸৵০। প্রতাপপুর ১৮ই মাঃ—১৩৸০ ১৩৷৷৵০ ১৪৲ ১৪৵০; ২৩শে—১৪৲ ১৩৷৷৵০ ১৩৸০; ২৪শে—১৪৵০ ১৪।৵০। সমস্তিপুর ১৮ই মাঃ—১৪৷৷০ ১৪৷৷৵০; ২৩শে—১৪।৵০ ১৪৷৷০; ২৪শে—১৪৷৷৵০।

চা বাগান

বাগমারী ১৮ই মাঃ—১৬৲; ২৩শে—১৬৷৷০। বিশ্বনাথ ১৮ই মাঃ—৩৫৷৷০ ৩৫।০ ৩৫।৵০; ২৩শে—৩৫।৵০; ২৪শে—৩৫৸৵০ ৩৫৲। জয়বীরপাড়া ১৮ই মাঃ—৩৩৸০ ৩৫।০। লংভিউ ২৪শে মাঃ—২৫৷৷০ ২৫৸০ ২৫৸৵০।

পাট কল

আদমজী ১৮ই মাঃ—৩০।০ ৩০।৵০। আদমজী (প্রেফ) ১৮ই মাঃ—১৫৪৲। বালী ১৮ই মাঃ—২৯৫৲ ২৯৬৲; ২৩শে—২৮৭৲ ২৮৮৲ ২৮৯৲ ২৯০৲ ২৯১৲ ২৯২৲; ২৪শে—২৯৬৲। গ্যাঞ্জেস ১৮ই মাঃ—৪০৫৲ ৪০৭৲ ৪০৮৲ ৪০৯৲; ২৩শে—৪০৮৲ ৪০৬৲; ২৪শে—৪০৮৲ ৪০৯৲ ৪১০৲ ৪১২৲ ৪১৩৲। গৌরীপুর ২৩শে মাঃ—১১৫৲ ১১৪৲ ১১৬৲; ২৪শে—১১৮৲। হেষ্টিংস্ (প্রেফ) ১৮ই মাঃ—১৪২৷৷০; ২৪শে—১৪৫৲। হুগলী ১৮ই মাঃ—৮১৲ ৮২৷৷০। হাওড়া ('এ' প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১৫২৲। হাওড়া (শতকরা ৭৲ প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১৬৪৲। হুকুমচাঁদ ১৮ই মাঃ—২৩৲ ২৩৷৷০ ২৩।০; ২৪শে—২২৸৵০ ২৩৲। ইণ্ডিয়া ১৮ই মাঃ—৫২০৲ ৫২১৲ ৫২২৲; ২৩শে—৫০৮৲ ৫১২৲ ৫১৩৲। কাঁকিনাড়া ১৮ই মাঃ—৪৩৫৲; ২৩শে—৪৩৮৷৷০ ৪৩৭৷৷০; ২৪শে—৪৩৮৲। কেলভিন ১৮ই মাঃ—৬১৮৲; ২৪শে—৬০৫৲। ল্যান্সডাউন ২৪শে মাঃ—১৪০৲; (প্রেফ) ২৪শে—১৪৫৲। মেঘনা ১৮ই মাঃ—৭৭৲ ৭৭।০; ২৪শে—৭৭৲। ন্যাশনাল ২৩শে মাঃ—২৫৷৷০ ২৫৷৷৵০; ২৪শে—২৫।৵০ ২৫।০ ২৫৷৷০ ২৫৷৷৵০। নদীয়া ১৮ই মাঃ—৮৪৲ ৮৫৲; ২৩শে—৮৫৷৷০; ২৪শে—৮৪৷৷০ ৮৫৷৷০ ৮৬৲ ৮৬৷৷০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৮ই মাঃ—২২১৷৷০ ২২৩৲; ২৩শে—২১৪৲ ২১৫৲ ২১৮৲; (প্রেফ) ১৮ই—১৪০৲। ইউনিয়ন ১৮ই মাঃ—৩৩৫৲; ২৩শে—৩২৫৲।

সেনট্রাল ক্যালকাটা
ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬।০ টাকা

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার	সিরাজগঞ্জ	নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা	দিনাজপুর	ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর)	রংপুর	বেনারস

নীলফামারি (রংপুর) ভুবরাজপুর (বীরভূম)

এলাহাবাদ

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

বলেন, জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করবার গুরুদায়িত্ব ভারতবাসী মাত্রেই উপলব্ধি করবেন এই আমি আশা করি। ভারতবাসীর সঞ্চিত প্রতিটি টাকা ভালভাবে বিবেচনা করে খরচ করা উচিত। দেশবাসীর জন্য যাতে নূতন নূতন কাজের ব্যবস্থা হয় আর দেশবাসীর অর্থ যাতে তাদের হাতে গড়া নূতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে সে বিষয় আমাদের সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ডোমিনিয়ান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৫১৩০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মতই তেজী ছিল এবং কাজকারবারের পরিমাণ বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব থাকার ফলে এবং শীঘ্রই মফঃস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণ পাট সরবরাহ হইবে এরূপ সংবাদে বাজারে কিঞ্চিৎ মন্দার অবস্থা দেখা যায়। অবশ্য বিক্রেতামহল ইহাতে ঘাবড়ান নাই এবং অসুবিধাজনক দরে মাল ছাড়িতে তাঁহারা আদৌ রাজী নহেন। মিল মালিকগণের মধ্যে পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষভাবেই ঝোঁক দেখা যাইতেছে। মজুত পাটের পরিমাণের কথা বিবেচনা করিলে কলিকাতার বাজারে পাটের দর হ্রাস পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান ও নিকট ভবিষ্যতের পাটের বাজার সম্পর্কে আশার বাণীই উচ্চারণ করা যায়। অবশ্য মফঃস্বলের অবরুদ্ধ সরবরাহ আসিয়া পৌঁছিতে থাকিলে অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে তাহা পরের কথা।

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে কিঞ্চিৎ নিষ্ক্রিয়তার ভাব দেখা গিয়াছে। এবার সুপারভাইস্‌ড জাত মিডল প্রতি মণ ১৬।০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও এবার কাজকারবারের পরিমাণ মন্দ নহে।

আলোচ্য সপ্তাহের থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৯নং পোর্টার চটের দর ১৯৵০ আনা হইতে নামিয়া ১৮৷৷০ আনায় আসিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য সপ্তাহের শেষভাগে বাজার পুনরায় চাঙ্গা হইতে সুরু করিয়াছে। ৯নং পোর্টার নগদ ১৮৸৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৮৸৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৮৷৷০ আনায় এবং ১১ নং পোর্টার নগদ ২৪৸৵০ আনা এপ্রিল-জুন ২৪৸৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৪৷৷০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৬শে মার্চ্চ

কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব বোম্বাইএর তূলার বাজার সম্পর্কে যে তীব্র অভিযোগ ও তৎসহ তীক্ষ্ণ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করিয়াছি। অর্থ-সচিবের ঐরূপ হুমকির পর বোম্বাইএর বাজারে তূলার দর সহসা নামিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ শুনা গিয়াছিল যে, ভবিষ্যতের সর্ত্তে কাজকারবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশন ঐরূপ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য সপ্তাহের শেষের দিকে তূলার বাজারে যৎকিঞ্চিৎ চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। বারিলা মার্চ্চ এ সপ্তাহে ৫৪৮৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার দর ছিল ৬১০৲ টাকা। এবার বারিলা মে ও জুলাইএর দর ছিল যথাক্রমে ৫৪৩৲ টাকা ও ৫৪৭৲ টাকা। গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৬০৭৲ ও ৬১৪৲ টাকা। বাজারের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, কিছুকাল তূলার দরে উঠানামা চলিতে থাকিবে। ব্যবসায়ী মহল ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কিরূপ দাঁড়ায় তাহার অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

কাপড়

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্ত্রের মূল্য এবার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজারে চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ অত্যন্ত কম। কতিপয় মিলের কর্ত্তৃপক্ষ বাজারে সস্তা দরে মোটা কাপড় বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে সূতা আমদানী নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে স্থানীয় বাজারে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে বলিয়া শঙ্কা দেখা দিয়াছে। কতকগুলি মিলকে বাহিরের সূতার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং সূতার সরবরাহ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হইলে সূতার দর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ফলে কাপড়ের দরও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইবে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে বোম্বাইর সোণার বাজার তেজী হইয়া উঠে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে স্বর্ণমান সম্পর্কে যে সব জল্পনাকল্পনা ও গবেষণা চলিতেছে তাহার ফলেও সোণার বাজারে চড়তির ভাব দেখা দিয়া থাকিবে। অবশ্য সপ্তাহের শেষের দিকে সোণার দর আবার একটু নামিয়া পড়ে। নগদ সোণার দর প্রথম দিকে ৭১।০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া শেষভাগে ৭০।০ আনায় হ্রাস পায়। গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ৭১৵০ আনা। এবার গিনি সোণার দর ছিল ৫০৵০ আনা। কলিকাতার সোণার বাজারে এবার একটু মন্দার ভাবই লক্ষিত হইতেছে। নগদ সোণার দর ছিল ৬৯৷৵০ আনা।

রূপা

তূলার বাজার মন্দা থাকায় বোম্বাইএর বাজারেও এবার মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। নগদ রূপার দর ১১০৷৵০ আনা হইতে হ্রাস পাইয়া ১০৮৸০ আনায় দাঁড়ায়। লণ্ডনের রূপার বাজার অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

পিপলস্ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ
ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে
ফোন কলি: ৩৪৬
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
এস্ চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্য
শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩।১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি : ১১২২, ১১২৩
চেয়ারম্যান :—শ্রীযুত মুরারীচরণ লাহা

দুই কূল রক্ষা!
১ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুইটিকেই রক্ষা করা জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য।
২ বীমাকারী এবং এজেণ্ট এই দুই পক্ষকেই সর্ব্বোত্তম সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য।
(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন)
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী, লিমিটেড।
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফান—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

নসে বায়—
বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—
বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ৫ই এপ্রিল, সোমবার ১৯৪৩ | ৪৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৬৫-৮৬৭	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮৭২-৮৭৭
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮৬৮	পুস্তক পরিচয়	৮৭৭
শ্রীযুক্ত মেটার অভিভাষণ	৮৬৯	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৮৭৯-৮৮০
ভারতের যন্ত্র-শিল্পের বিস্তার	৮৭০-৮৭১	বাজারের হালচাল	৮৮১-৮৮৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

আসল গলদ কোথায় ?

কাপড়ের মূল্য ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠায় দেশে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। গত দেড় বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্ট এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য নির্দ্ধারিত মাপের ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যের বস্ত্র (ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ) প্রবর্ত্তনের কথা বলিয়া আসিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার আশ্বাস সত্ত্বেও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ আজ পর্য্যন্ত বাজারে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। এক-দিকে বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা ও অপরদিকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনে বিলম্ব—এই দুই কারণে লোকের মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে; আর সেজন্য তাহারা দেশীয় কাপড়ের কলওয়ালাদিগকেই দায়ী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা, অতিরিক্ত লাভের ফিকিরে কলমালিকেরা কাপড়ের দাম ক্রমান্বয়ে চড়াইয়া দিতেছেন। সেই ধরণের অভিসন্ধি হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ উৎপাদনেও তাঁহারা শৈথিল্য দেখাইতেছেন। এই ধারণা কেবল সাধারণের ভিতর সীমাবদ্ধ নহে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আমেদ প্রমুখ কতিপয় সদস্যও দেশীয় কাপড়ের কলওয়ালাদের সম্পর্কে উপরোক্ত ধরণের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। কলমালিকদের তরফ হইতে এতদিন কোন উচ্চবাচ্য না হওয়ায় আসল ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝা যায় নাই। সম্প্রতি উঁহাদের পক্ষ হইতে দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমস্ত অভিযোগের জবাব দেওয়ায় বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কট সম্পর্কে অনেক বিষয় জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ হইয়াছে। ফেডারেশন চেম্বারের বার্ষিক সভায় স্যার শ্রীরাম এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশের কাপড়ের কলগুলি বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিয়া আসিতেছে; কিন্তু কলসমূহের উৎপন্ন বস্ত্রের বেশীর ভাগ অংশ সামরিক প্রয়োজনে ও রপ্তানীর প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়ায় কলের উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও বেসামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের যোগান হ্রাস পাইয়া স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বর্ত্তমানে তাহা এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়াইয়াছে। ফলে কাপড়ের মূল্যও স্বভাবতঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে স্যার শ্রীরাম বলেন যে, দেড় বৎসরকাল পূর্ব্বে যখন গবর্ণমেণ্ট টেক্স-টাইল কমিটির সমক্ষে এই শ্রেণীর কাপড় তৈয়ারের প্রস্তাব উপস্থিত করেন তখন কাপড়ের কলের প্রতিনিধিরা এক বাক্যে সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। দরিদ্র জনসাধারণের সুবিধার্থ তাঁহারা এই বস্ত্র তৈয়ার করিয়া যথাসম্ভব কম দরে তাহা বিক্রয় করিতেও রাজী হইয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণ-মেণ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া যদি তাহা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা না করেন তবে সেজন্য কলমালিকদিগকে দোষ দেওয়া অনুচিৎ। স্যার ভিঠল চন্দ্রভরকর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, এদেশের কাপড়ের কলের মালিক-গণ সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্র সরবরাহের চুক্তি বজায় রাখিয়াও দেশের লোকদের জন্য প্রতি বৎসর ১৫০ কোটি গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট কথা দিয়াছেন। কাজেই কাপড়ের কলের মালিকদিগকে জন-সাধারণের প্রতি উদাসীন বলা চলে না। বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তিনি বলেন, এদেশে উপযুক্ত মূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করিতে হইলে ভারত হইতে বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী বিশেষ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্টের নিকট বারবার এই দাবী উপস্থিত করা সত্ত্বেও তাঁহারা এবিষয়ে এখনও কোন সুবন্দোবস্ত করেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে মধ্যপ্রাচ্য হইতে একদল ব্যবসায়ী বোম্বাইয়ে আসিয়া ঐস্থানের বাজার হইতে বিস্তর পরিমাণ বস্ত্র বাহিরে চালান দেয়। কিভাবে উহারা রপ্তানীর লাইসেন্স সংগ্রহ

করিল এবং কেনই বা এদেশ হইতে উহাদিগকে কাপড় রপ্তানী করিতে দেওয়া হইল বাণিজ্য বিভাগকে প্রশ্ন করিয়া এপর্য্যন্ত সে সম্পর্কে কোন সুসঙ্গত জবাব পাওয়া যায় নাই। বস্ত্রের কম যোগানের ভিতর এই ধরণের রপ্তানী বন্ধ না হইলে এদেশে সাধারণের নিকট কাপড় সুলভ ও সুপ্রাপ্য হওয়ার আশা কোথায়? স্যার শ্রীরাম ও স্যার ভিঠল চন্দ্রভরকরের উপরোক্ত-বক্তৃতা পাঠ করিয়া আসল গলদ যে কোথায় তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সামরিক প্রয়োজনে দেশীয় কাপড়ের কলগুলিতে বিস্তর পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার দিতেছেন। ঐ অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহে ব্যাপৃত থাকিয়া কাপড়ের কলগুলি বেসামরিক প্রয়োজনে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদনের সুযোগ পাইতেছে না। বিদেশে বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ হইলে তাহাতে এই কম উৎপাদন সত্ত্বেও দেশের অভাব হয়ত অনেকটা মিটান যাইত, কাপড়ের দামও হয়ত কতকটা কম হইত; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রপ্তানী বন্ধ করা সম্পর্কে কোন সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে যে প্রস্তাব হইয়াছে দেশীয় কাপড়ের কলের মালিকেরা তাহাতে সম্পূর্ণ রাজী আছেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের টালবাহানার জন্য এদিক দিয়াও কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতেছে না। সরকারী দায়িত্বহীনতা যেখানে এতদূর গিয়া পৌছিয়াছে সেখানে বস্ত্রসঙ্কটের সমুচিৎ প্রতিকারের আশা কোথায়?

ভারতে বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ

গত জুলাই মাসে ভারত সচিব মিঃ আমেরী কমন্স সভায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ভবিষ্যতে যে পরিকল্পনাই গৃহীত হউক না কেন, এদেশে বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে কোন সর্ত্ত তাহাতে থাকিবে না। এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে ভারতের ইংরাজ বণিকেরা এবং তাঁহাদের লণ্ডনস্থ উপরিওয়ালারা যথেষ্ট প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তবে কি শিল্প ব্যবসায়ের নামে ভারতের উপর দিয়া রুজী-রোজগার একেবারে বন্ধ হইবে? তবে কি এদেশে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন আর ফেরৎ পাওয়া যাইবে না? লণ্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস্ পত্র সম্প্রতি এক প্রবন্ধ লিখিয়া অতিলোভী ইংরাজ বণিকদের সেই উদ্বেগ ও আশঙ্কা কতকটা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইংরাজ জাতির যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইবে বলিয়া সর্ব্বত্রই একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত। একথা সত্য যে, পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও ভারতের সম্পর্ক ছিল অনেক দিক দিয়া পাওনাদার ও দেনাদারের সম্পর্ক, কিন্তু এক্ষণে সে সম্পর্ক অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে ষ্টার্লিং ঋণ বাবদ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট ইংলণ্ডের ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পাওনা ছিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ সে ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু ঋণ পরিশোধের পর বর্ত্তমানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আরও ৩৬ কোটি ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। অথচ ভারতে যে বৃটিশ মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে তাহার পরিমাণ এক্ষণে ২৪ কোটি পাউণ্ডের বেশী নহে। এই ২৪ কোটি পাউণ্ড নিম্নরূপভাবে ছড়ান আছে—মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট ঋণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত কোম্পানীতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, বিদেশে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানীতে (যাহাদের কার্য্যধারা মুখ্যতঃ ভারতেই সীমাবদ্ধ) ১০ কোটি পাউণ্ড ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্যবসায় বাণিজ্যে লগ্নিকৃত মূলধন ৫ কোটি পাউণ্ড। ভারতে যে সব বিলাতী কোম্পানীর আফিস রহিয়াছে তাহাদের সমষ্টিকৃত মূলধন হইতেছে ৭০ কোটি পাউণ্ড। এই অর্থের মধ্যে খুব সামান্য অংশই ভারতে নিয়োজিত আছে বলা চলে। কাজেই দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ গত কয়েক বৎসরে যে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং সঞ্চয় করিয়াছে ভারতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ তাহার চেয়ে কম। অতঃপর ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যের গতি আলোচনা করিয়া 'ফিনান্সিয়াল টাইমস্' পত্র বলেন যে, সেদিক দিয়া বিবেচনা করিলেও প্রকৃত অবস্থা ইংলণ্ডের পক্ষে সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইবে না। গত ১৯২১ সাল হইতে ভারতে শিল্প সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হওয়ার পর ভারতের আমদানী বাণিজ্যে ইংলণ্ডের অংশ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ১৯১৪ সালে ভারতে আমদানীকৃত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে শতকরা ৬৩ ভাগই ছিল ইংলণ্ডজাত পণ্য। ১৯৩৮ সালে বিলাতী পণ্যের পরিমাণ কমিয়া মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ভারতে ৩০০ কোটি গজ বস্ত্র প্রেরিত হইত। ১৯৩৯ সালে তাহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মাত্র ৩০ কোটি গজ দাঁড়াইয়াছে। ভারতে বিলাতী দ্রব্যের আমদানী কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু এদিকে ইংলণ্ডে ভারতীয় মালপত্রের রপ্তানী বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই বাণিজ্যের দিক দিয়াও ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সেই লাভের ব্যবসায় আর নাই বলা চলে। এদেশের যেসব শ্বেতাঙ্গ বণিক ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথায় বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের নামে চেঁচামেচি সুরু করিয়াছেন ফিনান্সিয়াল টাইমস্-এর ঐসব মন্তব্য পড়িয়া তাঁহাদের কতকটা চৈতন্য হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন

যুদ্ধের সুরু হইতে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন নামক একটি বিলাতী কোম্পানী মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহ হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে হটাইয়া দিয়া সেখানে বৃটিশ বণিকদের কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যধারা সম্পর্কে কোন আপত্তি না তুলিয়া সর্ব্বপ্রকারে উহার সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট অনেক ভারতীয় রপ্তানীকারককে স্বাধীনভাবে মধ্যপ্রাচ্যে মাল প্রেরণের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সম্পর্কে সেরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন না করিয়া উহাকে ভারত হইতে মাল কিনিবার ও মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহে তাহা রপ্তানী করিবার অব্যাহত সুযোগ প্রদান করিতেছেন। উপরোক্ত দেশসমূহে সামরিক মালপত্র প্রেরণের ব্যাপারেও ভারত গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিবার সুবিধা দিতেছেন। ইউনাইটেড কর্পোরেশনের এই শ্রেণীর কার্য্যধারা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর; উহাদের সম্পর্কে ভারত সরকারের অহেতুক পক্ষপাতও সর্ব্বথা আপত্তিজনক। কাজেই ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী সম্প্রতি তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশনে এবিষয়ে সময়োচিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। 'ফেডারেশন' তাঁহাদের প্রস্তাবে বলিয়াছেন, ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোশেনের মত একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানকে অহেতুক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে বর্ত্তমানে মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহে ভারতীয় রপ্তানীকারকদের ব্যবসায়গত সংযোগ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই ব্যবস্থা বজায় থাকিলে যুদ্ধের পরেও ঐসব দেশে রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনা এদেশীয়দের পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে। বহির্ব্বাণিজ্য প্রসারের অসুবিধা ও দেশীয় রপ্তানীকারকদের অহেতুক ক্ষতির কথা ভাবিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া ক্ষমতা ও প্রভুত্ব খর্ব্ব করা সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষে অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। স্যার আব্দুল হালিম গজনবী এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিতে গিয়া ইউনাইটেড কর্পোরেশন ভারত সরকারের বাৎসল্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়া কিভাবে ভারতের চরম অনিষ্টসাধন করিতেছে এক বক্তৃতায় তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, উহারা ভারত হইতে মাল রপ্তানীর ব্যাপারে নানারূপ সুবিধা পাইয়া এদেশের পুরাতন রপ্তানীকারকদিগকে তাহাদের বহুদিনের ব্যবসায় বাণিজ্য হইতে হটাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতে মাল ক্রয়ের ব্যাপারে উহারা এদেশস্থ বিদেশীয় ফার্ম্মগুলির সহিতই শুধু কারবার করিতেছে। দেশীয় ফার্ম্মসমূহ অপেক্ষাকৃত কম দামে মাল দিতে প্রস্তুত হইলেও উহারা তাহাদের নিকট হইতে মাল ক্রয় করে না। ইরাক ও ইরাণ প্রভৃতি দেশে রপ্তানী বাণিজ্যের একচেটিয়া সুবিধা পাওয়ার ফলে ভারত হইতে অল্প দরে চিনি কিনিয়া ঐ সমস্ত দেশে উহারা প্রায় দশগুণ বেশী মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেছে। যুদ্ধের সময়ে রপ্তানী বাণিজ্যের কাজ চালাইয়া এইভাবে একটি বিলাতী প্রতিষ্ঠান অত্যধিক মুনাফা করিয়া লইতেছে। অপর দিকে ভারত

সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া ভারতীয় রপ্তানীকারকেরা আজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ফেডারেশন চেম্বারের গৃহীত প্রস্তাব ও এ সম্পর্কে স্যার হালিম গজনবীর বক্তৃতা ইউনাইটেড কর্পোরেশনের যে স্বরূপ উন্মোচিত করিয়াছে তাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের অনিষ্টকর কার্য্যধারা হইতে এদেশের স্বার্থ রক্ষা বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অচিরে মনোযোগী হওয়া সঙ্গত।

খাদ্য-সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার

দেশব্যাপী যে খাদ্য-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত অনেকে অনেক প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, চোরাবাজারের কারসাজির ফলে দেশে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। অতএব সুকঠোর কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া চোরাবাজারের ব্যবসায়ী-দিগকে সায়েস্তা করা হউক। কেহ বলিতেছেন, এই যুদ্ধের সময়ে র‍্যাশনিং বা বরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তন ছাড়া খাদ্যদ্রব্যের যোগান ও মূল্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় নাই। কাজেই এদেশে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। এই ধরণের নির্দ্দেশ যে খুবই সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এদেশের খাদ্য-সঙ্কট সমাধানের জন্য বর্ত্তমানে আমাদের নিকট সবচেয়ে যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে তাহা হইতেছে অধিক খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, চাহিদার তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান কম পড়াতেই দেশে খাদ্য-সমস্যা আজ এত মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই চোরাবাজার নিয়ন্ত্রণ, র‍্যাশনিং প্রথা প্রবর্ত্তন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা যতই জোর দিই না কেন, এসমস্তের সঙ্গে খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদিগকে বিশেষ-ভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। নতুবা খাদ্য-সমস্যার কোন সমুচিত প্রতিকার অসম্ভব। সুখের বিষয়, বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই মূল কথাটা বর্ত্তমানে কিছু কিছু করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন এবং অনেকস্থলেই খাদ্য শস্যের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতেছে। মাদ্রাজ প্রদেশের সরকারী কৃষি বিভাগ একদিকে জন-সাধারণকে বেশী খাদ্য-ফসল চাষের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য ব্যাপক প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন, অপরদিকে ঐ বিষয়ে কার্য্যকরী সাহায্যের জন্য তাঁহারা কতকগুলি বিধিব্যবস্থাও অবলম্বন করিতেছেন। সেখানে চাষভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য জল-সেচের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করা হইতেছে। যেসব জমিতে সাধারণতঃ বৎসরে একটি ফসল হয় তাহাতে বৎসরে দুইটি ফসল ফলাইবার চেষ্টা হইতেছে। রেল লাইন, পুকুরের ধার, স্কুল এবং গীর্জ্জার সন্নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত জমি এতদিন চাষাবাদের আমলে আসে নাই সে সব জমিতে এক্ষণে বিনা খাজনায় কৃষকদিগকে ফসল চাষের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। তাহা ছাড়া কৃষি-বিভাগ প্রয়োজনীয় বীজ এবং সার সরবরাহ করিয়াও কৃষকদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। পাঞ্জাব সরকার খাদ্য ফসলের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে নানারূপ সুপরিকল্পিত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ প্রদেশে অনেক পড়ো জমি সংস্কার করিয়া বর্ত্তমানে চাষাবাদের আমলে আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা সম্পর্কে ও সার বিতরণ সম্পর্কেও সেখানে সুবন্দোবস্ত হইতেছে। বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তুলা চাষ সম্পর্কে একটা নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বের তুলনায় এবার ঐ প্রদেশে বেশী জমিতে খাদ্য-ফসল চাষের ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। সুবিধাজনক মূল্যে কৃষকদিগের ভিতর খাদ্যশস্যের বীজ সরবরাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আসাম প্রদেশে এখনও খাদ্য সমস্যা তেমন জটিল হইয়া দেখা দেয় নাই। তথাপি আসামের গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ হইয়া সেখানকার ২০ লক্ষ পতিত জমি সংস্কার করিয়া তাহাতে খাদ্য-ফসল চাষের ব্যবস্থা করিতেছেন। খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের এই সব সুপরি-কল্পিত প্রচেষ্টা খুবই ভরসাজনক সন্দেহ নাই। কেবল দুঃখের বিষয় এই যে, এই সব দিক দিয়া অন্যান্য প্রদেশের সহিত সমান তালে অগ্রসর না হইয়া বাঙ্গলা এখনও নিদারুণভাবে পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইতেছে। গত বৎসর ভারত সরকারের তরফ হইতে এদেশে খাদ্য-শস্য বৃদ্ধির একটি আন্দোলন সুরু হওয়ার পর বাঙ্গলা সরকার তাহাতে যোগদান করিয়া-ছিলেন; কিন্তু ঐ বাবদ গত ১৯৪২-৪৩ সালে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইলেও আসল কার্য্য কোন বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হয় নাই। এ প্রদেশে খাদ্য-শস্যের চাষ বাড়াইতে হইলে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও পতিত জমি সংস্কার করিয়া ধান ও অন্য খাদ্য-ফসলের জমি বাড়ান দরকার। বীজ ও সার সরবরাহের কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা প্রয়োজন। চাষভূমির জলসেচ বিষয়েও সুবিধান হওয়া আবশ্যক; কিন্তু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সে সব বিষয়ে কোন সুপরি-কল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন না করিয়া অনেকটা অবান্তরভাবে (মুখ্যতঃ অফিসরদের মাহিয়ানা, বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য্যের পিছনে) ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ফলে উহাতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন না বাড়িয়া বরং কার্য্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে তাহা পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাসই পাইয়াছে। এক বৎসর আন্দোলন চালাইয়া সরকারী অফিসরেরা এতদূর হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছেন যে, এবার আর ঐ বিষয়ে তাঁহাদের কোন উচ্চবাচ্য শুনা যাইতেছে না। খাদ্য-ফসলের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহাদের করণীয় কতকটা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

যুদ্ধশেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

যুদ্ধের সময়ে নূতন কারখানা স্থাপন ও পুরাতন কারখানাসমূহ সম্প্রসারিত করার ফলে বিভিন্ন দেশে শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে এই উন্নতি খুব সন্তোষের বিষয় হইলেও যুদ্ধের পরে তাহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া অনেকে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পর শিল্পদ্রব্যের কাটতি বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে, আর তাহাতে শিল্প কারখানায় অতি উৎপাদন ঘটিয়া উহাদের দুর্দ্দিন সূচিত হইবে—ইহাই তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন; কিন্তু একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই ধরণের আশঙ্কাকে বিশেষ আমল দিতেছেন না। ঐ দেশের ওয়ার প্রডাকসন বোর্ডের প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ রবার্ট নাথন সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গতানুগতিক নিয়ম অনুসারে লোকে যুদ্ধের পর অতি উৎপাদন ও মন্দা দেখা যাওয়ার আশঙ্কা করিতেছে; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ভবিষ্যতে যে মহত্তর জগৎ গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই শ্রেণীর আশঙ্কা অনেকটা অর্থহীন। যুদ্ধের সময়ে শত্রু পরাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ অস্ত্রশস্ত্র উৎ-পাদনের শেষ নাই, শান্তির সময়েও তেমনই সমস্ত দুনিয়ার লোকদের অভাব পরিপূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হওয়ার কোন হেতু নাই। বড় বড় দেশসমূহে জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ লইলে দেখা যাইবে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রের অভাবে কতলোক এখনও মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। অগণিত জনসাধারণের সেই অভাব যে পর্য্যন্ত মিটান সম্ভবপর না হইবে সে পর্য্যন্ত শিল্প কারখানার উৎপাদনকে অতি উৎপাদন বলিয়া আখ্যাত করা অনুচিৎ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকল দেশের কল্যাণের উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যৎ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। সেই সুমহান লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া আমেরিকার লোকেরা যদি অনুন্নত দেশসমূহের শিল্পোন্নতির জন্য উহাদিগকে উপযুক্ত সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিতে ও ঐসব দেশের তৈয়ারী পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে যত্নপর হয় তবে ভবিষ্যতে শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন অবসাদ বা সঙ্কট দেখা যাওয়ার আশঙ্কা নাই বলা চলে।

মিঃ রবার্ট নাথন তাঁহার বক্তৃতায় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমস্যা সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা সর্ব্বথা সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ইংলণ্ড ও আমে-রিকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই যদি এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সংগঠনে প্রবৃত্ত হন তবে দুনিয়ায় শান্তি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক পদত্যাগ করিয়াছেন। দৃশ্যতঃ তাহাই বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মিঃ ফজলুল হক পদত্যাগ করেন নাই—পদত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন।

গত ২৮শে মার্চ্চ স্যার জন হার্ব্বাট প্রধান মন্ত্রীকে লাট ভবনে ডাকিয়া লইয়া তাঁহাকে হয় পদত্যাগ করিতে নতুবা পদচ্যুত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। পরদিন পরিষদ কক্ষে মিঃ ফজলুল হকের বিবৃতিতে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রীর স্বাক্ষরের জন্য টাইপ-করা একখানি পদত্যাগপত্র নাকি আগে হইতেই তৈরী ছিল। হক সাহেব তাঁহার স্ব-দল ও সহকর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইবার জন্য সময় চাহিয়াছিলেন। স্যার জন হার্ব্বার্ট তাঁহাকে সেই সময়টুকুও দেন নাই। সমগ্র ব্যাপারটা যেন সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতার কঠোর বিধানে এক নাটকীয় তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্যার জন হার্ব্বার্টের মাতৃভাষায় একটা প্রবাদবাক্য আছে—Give a dog a bad name and hang it. কিন্তু এক্ষেত্রে গবর্ণর নিজেও অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের সময় লয়েন নাই। তাঁহার এই বিধান-দণ্ড বিশেষ ক্ষমতার ক্ষিপ্র প্রয়োগ একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

* * *

মিঃ ফজলুল হকের পদত্যাগের ফলে বাঙ্গলায় অতি গুরুতর শাসনতান্ত্রিক জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। একদিকে খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে দেশের দুঃখদুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। আর একদিকে গবর্ণমেণ্ট সমগ্র বাঙ্গলাকে "রেড এরিয়া" বা বিপজ্জনক অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যখন ঘরে ও বাহিরে এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, সেই সময় বাঙ্গলার গবর্ণরের এই অপ্রত্যাশিত আচরণ শাসকোচিত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতান্ত্রিক বৈধতার দিক হইতে বিচার করিলেও মিঃ ফজলুল হককে জোর করিয়া সরাইয়া দিবার কিংবা মিষ্ট কথায় অনুরোধ করিয়া বিদায় করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। মিঃ ফজলুল হক জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এবং পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন ও সহযোগিতার উপর তাঁহার মন্ত্রিসভা যথারীতি দাঁড়াইয়া আছে। দিন দুই আগেই অনাস্থাসূচক প্রস্তাব লইয়া ভোটাভুটির ফলে প্রমাণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার উপর পরিষদের প্রতিনিধিগণের আস্থা এখনও নষ্ট হয় নাই। গবর্ণর যদি মনে করিয়া থাকেন যে, হক সাহেবের উপর পরিষদের আস্থা লুপ্ত হইতেছে এবং বাস্তব ঘটনা যদি বস্তুতঃ সেরূপ হইয়াই দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিলে পরিষদের পরবর্ত্তী কোন এক অধিবেশনেই ত হক সাহেবকে শাসনতান্ত্রিক পন্থায়ই প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করা চলিত। গবর্ণর সেই গণতান্ত্রিক পথে যান নাই। কেননা নূতন শাসনতন্ত্রের কৃপায় গবর্ণরের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। তাহার অপপ্রয়োগ করিতে লাট সাহেবের এক তিল দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই। না থাকিবারই কথা। ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতাদের জনমতের বালাই নাই!

* * *

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনরূপ প্রহসনের স্বরূপ বহু আগেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। গবর্ণর ও তাঁহার সিভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গরা মন্ত্রিসভার সদস্যদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত ও বৈধ কার্য্যকলাপে পদে পদে বাধা দিয়া যে কিরূপ অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন, প্রাক্তন অর্থসচিব শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের একাধিক বক্তৃতা ও বিবৃতির পর সেই কথা আজ আর কাহারও জানিতে ও বুঝিতে বাকী নাই। শাসনতান্ত্রিক চূড়ান্ত প্রহসনের সেই বেলুন স্যার জন হার্ব্বার্ট সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে ফাটাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বাধিক উপভোগ্য সংবাদ এই যে, গবর্ণর হক সাহেবের সহিত জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে বহুক্ষণ আলোচনা করিয়া জনহিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই নাকি এরূপ কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য গবর্ণরের প্রবল আগ্রহ যুগপৎ হাস্যকর ও কৌতূহলোদ্দীপক। সকল দলের সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার একমাত্র ক্ষমতা আছে কংগ্রেসেরই। অবরুদ্ধ কংগ্রেস নেতৃগণকে বাদ দিয়া বড়জোর একটা সাময়িক সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়া স্বায়ত্তশাসনের প্রহসনটাকে একটু জাঁকাইয়া তোলা যায় মাত্র। তাহারই জন্য এতখানি অসহিষ্ণু তোড়জোড়, বিশেষ ক্ষমতার এমন জ্বলন্ত অপপ্রয়োগ? না, ইহার পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রহিয়াছে?

* * *

ঐ তথাকথিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের কার্য্য এখন মহাশূন্যে ঝুলিতেছে। গত ১লা এপ্রিল তারিখে গবর্ণর শেষ পর্য্যন্ত ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারার আশ্রয় লইয়া বাঙ্গলাদেশে আপাততঃ শাসনতন্ত্রের প্রহসনের উপর যবনিকা পাত করিলেন। সর্ব্ববিঘ্নমুক্ত স্যার জন অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন, যখন তিনি বুঝিবেন যে আইন সভার আস্থাভাজন ও প্রতিনিধিস্থানীয় এবং প্রদেশের শাসনের ভার গ্রহণেচ্ছু স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন সম্ভবপর, কেবল তখনই আবার বাঙ্গলায় স্বায়ত্তশাসন (!) চালু করা হইবে। হয় ত শীঘ্রই নূতন এক মন্ত্রিসভা গঠিত হইতেও পারে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ছদ্মবেশী শাসনসংস্কারের সকল ধাপ্পাবাজি একে একে ধরা পড়িয়াছে। সুতরাং কে কে মন্ত্রী হইলেন এবং কে বা কাহারা হইলেন না—কোন্ গবর্ণরের পর কোন্ গবর্ণর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিলেন, সেইসব সরকারী ও শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে বাঙ্গলার বুভুক্ষু জনসাধারণ এক অবজ্ঞামিশ্রিত ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা ছাড়া আর কি করিতে পারে?

* * *

বোম্বাই নেতৃসম্মেলনের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি চাহিয়া বড়লাটের নিকট যে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হইয়াছিল বড়লাট যথাসময়ে তাহার জবাব দিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় বড়লাট শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূর করিতে দিতে রাজী নহেন। এই সদম্ভ প্রত্যাখ্যানের সুযোগে বড়লাট আবার মহাত্মা গান্ধীকে লক্ষ্য করিয়া বিষোদ্গার করিয়াছেন। কংগ্রেসের উপর একতরফা পুরাতন অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া বড়লাট বহু কথা ব্যয় করিয়া বহু কষ্টে যাহা বলিয়াছেন, এক কথায় তাহা এই :—যে যত চেষ্টাই করুক, মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা একেবারে অসম্ভব। লর্ড লিনলিথগো গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেসনেতৃগণকে অপমানজনক সর্ত্তে মুক্তি দিবার ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। মধ্যস্থ নেতৃগণকেও তিনি মার্জ্জিত কথার আবরণে মিষ্টি জুতা মারিয়াছেন। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য নেতারা এতখানি অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, বড়লাটের অভিমতে, তাহা নাকি গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচায়ক নহে। এরূপ মূঢ় ও অনমনীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাজাজীর মন্তব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব: "কেবল যে তাঁহারা (গবর্ণমেণ্ট) আপোষ-মীমাংসা চান না তাহাই নহে, তাঁহারা কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। ভারত ও বৃটেনের মধ্যে যে সম্পর্ক রহিয়াছে ইহার ফলে তাহা আরও তিক্ত হইবে।"

শ্রীযুক্ত মেটার অভিভাষণ

সম্প্রতি দিল্লীতে 'ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী'র বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। 'ফেডারেশন চেম্বার' শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক দিয়া ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি হিসাবে সুপরিচিত ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ মিঃ জি এল মেটা যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া ভারতীয় অর্থ-নৈতিক সমস্যার স্বরূপ এবং তৎপ্রতিকার সম্পর্কে এদেশবাসীর দাবীদাওয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মিঃ মেটার সেই অভিভাষণটি বিশ্লেষণ করিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত মন্তব্য ও নির্দ্দেশ-সমূহ আলোচনার প্রয়াস পাইব।

অর্থনৈতিক দিক দিয়া নানারূপ অভাব ও অব্যবস্থার জন্য ভারতে জনসাধারণের ভিতর যে অসন্তোষ দিন দিন প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে মিঃ মেটা তাঁহার অভিভাষণে প্রথমেই সে বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ সামান্য—সেই আয় বণ্টনের দিক দিয়াও একটা বেশী রকম অসাম্যের ভাব বর্ত্তমান। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে জনসাধারণ মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার সুযোগ পাইতেছে না। একদিকে চরম দারিদ্র্য, অপরদিকে সমাজ-জীবনের বিভেদ-বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা—এই সমস্তের ভিতর তাহারা অগণিত দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার ও বাসস্থানের দিক দিয়া এদেশে অধিকাংশ লোকের জীবন ধারণের প্রণালী পূর্ব্বেই যথেষ্ট নিম্ন ছিল। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার চাপে তাহা ক্রমে আরও নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতেছে। অসহনীয় দুঃখগ্লানির ভিতর ভারতের অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত নরনারী আজ সমস্ত ধরণের অবিবেচনা ও অব্যবস্থার প্রতিকার চাহিতেছে। উপযুক্ত বিধিবিধান অবলম্বন করিয়া তাহারা সমুচিৎ আর্থিক উন্নতি সাধনের দাবী জানাইতেছে। মিঃ মেটার মতে এই দাবী খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এদেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে এসব দাবীদাওয়া পূরণ সম্পর্কে অচিরে অবহিত হওয়া এবং তজ্জন্য সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনে সচেষ্ট হওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য।

দুঃখের বিষয় দেশের গবর্ণমেণ্ট সে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র সজাগ বলিয়া মনে হইতেছে না। মিঃ মেটা বলিতেছেন, এই যুদ্ধের সময়ে অন্য অনেক দেশের অনুকরণে ভারত সরকারও সামরিক ব্যয়ের নামে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলার পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া চলিয়াছেন। দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়বহর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিয়া ভারত রক্ষার সঙ্গে তাঁহারা ইংরাজের সাম্রাজ্য রক্ষায়ও বিশেষ-ভাবে সহায়তা করিতেছেন; কিন্তু এদেশের অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত নরনারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য মানবতার নামে সেরূপ অর্থব্যয়ের কোন আগ্রহই তাঁহাদিগের দিক হইতে দেখা যাইতেছে না। জনকল্যাণ সাধনের জন্য কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিলে পূর্ব্বে তাঁহারা অর্থাভাবের নজীর দেখাইয়াছেন। এখনও তাঁহারা বারবার সেই অজুহাতই দেখাইতেছেন।

কেবল অর্থাভাবের অজুহাত নহে ভারতের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে দেশের গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতার অভাবও প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করা যাইতেছে। মিঃ মেটা তাঁহার অভিভাষণে এবিষয়ে, বিশেষ করিয়া এদেশের শিল্প ও যান-বাহন ব্যবস্থার উন্নতির কথা, আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই যুদ্ধের সময়ে শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থার দিক দিয়া ভারতের গলদ ভালভাবেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা নাই। ফলে বিদেশ হইতে সে সমস্ত ক্রয় করিতে গিয়া প্রতি বৎসর এদেশ হইতে বিস্তর টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে। উপযুক্ত অর্থ দিয়াও যে সব সময় বাহির হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা সম্ভবপর —তাহা নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় হাজার প্রয়োজন সত্ত্বেও বিদেশ হইতে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আনয়ন করা যাইতেছে না। ফলে উহাদের অভাবে এদেশে অনেক শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াও এদেশে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈয়ারের জন্য গবর্ণমেণ্ট এখনও কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ, রেলের ইঞ্জিন তৈয়ার ও মোটরযান নির্ম্মাণের বৃহদাকার মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা ও উদাসীনতা সর্ব্বজন-বিদিত। যুদ্ধ বাধিবার বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে মোটরের কারখানা ও জাহাজের কার-খানা স্থাপনের কথা উঠিয়াছিল। এদেশের কতিপয় সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। দেশী ও বিদেশী অনেক বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করিয়া উপরোক্ত ধরণের কারখানা সম্পর্কে যথোচিত পরিকল্পনাও, তাঁহারা গবর্ণ-মেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই সব পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন সুবিবেচনা দেখান নাই। অবান্তর ধরণের নানা অজুহাত দেখাইয়া তাঁহারা মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া-ছেন। জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত অনুমতি দিয়াছেন সত্য; কিন্তু ঐ বিষয়ে ইতিমধ্যে এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে যে, এই যুদ্ধের সময়ে ঐ কার-খানা হইতে বিশেষ কিছু সহায়তা পাওয়ার আশা নিতান্তই বৃথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজ শিল্পের সমুচিৎ উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে ঐ দেশে এক্ষণে প্রতিদিন চারিটি করিয়া জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে; কিন্তু জাহাজ শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ এখনও এতই পশ্চাদপদ যে যুদ্ধের চারি বৎসরের মধ্যে এদেশে একটি বাণিজ্য জাহাজও নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হয় নাই। রেলের ইঞ্জিন তৈয়ার সম্পর্কে এদেশের গবর্ণমেণ্ট যে মারাত্মক অব-হেলা দেখাইয়া আসিয়াছেন দুনিয়ার কোন দেশে তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। উপযুক্ত সংখ্যক ইঞ্জিনের অভাবে গত মহাযুদ্ধের সময় দেশের যানবাহন সম্পর্কে কতকটা বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সেই অভিজ্ঞতা হইতে কোন শিক্ষালাভ করেন নাই। ভবিষ্যতে নূতন করিয়া যুদ্ধ বাধিলে দেশে ইঞ্জিনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে মনে করিয়া সেবিষয়েও পূর্ব্ব হইতে কোন দূরদর্শিতামূলক কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন নাই। গত মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু এই সময়ে দেশে ইঞ্জিন তৈয়ারের ব্যবস্থা করিয়া উহাদের সংখ্যা বাড়ান দূরের কথা গবর্ণমেণ্ট প্রায় প্রতি বৎসরই তাহা হ্রাস করিয়া চলিয়াছেন। এদেশে যে সামান্য সংখ্যক ইঞ্জিন মজুত ছিল বর্ত্তমানে আবার

(৮৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে যন্ত্র-শিল্পের বিস্তার

(কালীচরণ ঘোষ)

বিদেশী আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী নানা প্রকার যন্ত্রের চাপে পড়িয়া চেপ্টা হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। শাসনযন্ত্র তাহার মধ্যে প্রধান। সেই যন্ত্রের ক্রিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি এবং দেখিতেছি তাহা আমাদের পিষিয়া নূতন ছাঁচে ফেলিয়া নিজের মত করিয়া গড়িয়া লইতে চায়। শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্প বিস্তারে, জাতীয়তা গঠনে, নিজেদের শাসন "যন্ত্র" নির্ম্মাণে আমরা বিদেশী শাসনযন্ত্রের প্রভাবমুক্ত হইতে পারিতেছি না। তাহার সাধারণ, অসাধারণ, আইন, রেগুলেশন, রুল, অর্ডিনান্স এমনই বেড়াজালে বাঁধিয়াছে যে আমরা একেবারে খাঁচার পাখী হইয়া বসিয়াছি।

এই সঙ্গে আমরা আরও যন্ত্রের চাপে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছি। এই যন্ত্রের রূপ আছে। ইহা যত প্রবল ও কার্য্যকরী হইয়াছে, বিদেশীর বাঁধন ততই আমাদের সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিদেশীরা কেবল যে আমাদের নিকট যন্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া কোটী কোটী টাকা প্রতি বৎসর লইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যাদি আমাদের দেশের লোকের মুখের অন্ন হরণ করিয়াছে।

এক ক্ষেত্রে আসিয়া শাসনযন্ত্র ও ধাতব-যন্ত্র কোলাকুলি করিয়াছে। বিলাতে যন্ত্রের মালিকরা কেবল মাত্র ভারতের সর্ব্বক্ষেত্রে তৈয়ারী মাল পাঠাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা ভারতের শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে; তাহারই সহায়তায় ভারতের শিল্প প্রচেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে বাধাদান করিয়াছে। বর্ত্তমানে যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি আমদানীর কথা ছাড়িয়া দিয়া খোদ যন্ত্রপাতি আমদানীর কথা আলোচনা করিতে পারি।

অন্যান্য আমদানীর তুলনায় যন্ত্রপাতি আমদানী অনেকাংশে ভাল; কারণ ইহা দেশের মধ্যে ধন উৎপাদনের সহায়তা করে; অপর আমদানীতে দেশ হইতে যে অর্থ বাহির হইয়া যায় তাহার প্রতিদান নাই। এই সান্ত্বনা লইয়া বলিতে হয়, এই ব্যাপারেও আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কয়েক সহস্র কোটী মুদ্রা। বলা বাহুল্য এই হিসাব বড় যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত; অন্যান্য ছোট যন্ত্রপাতি, কর্ত্তন অস্ত্র প্রভৃতি ভিন্ন হিসাবে আসিয়াছে। ১৮৪৯-৫০ সালে ৮০,৭৯০ টাকার মাল আসিয়াছিল; ১৮৭৪-৭৫ সালে ১ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা হয়। বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯২১-২২ সালে ৩৪ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা হয়; এখনও ২১ কোটী টাকার উপর আছে। ইহা ছাড়া সরকারী হিসাবে আমদানী কোনও কোনও সময় ৩ কোটী টাকা হইয়াছে।

এই আমদানীর সহিত আমরা বিদেশী কারিগর মিস্ত্রি আনিয়াছি, তাহারা কত টাকা লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার সহিত তাহারা অভিজ্ঞতা লইয়া গিয়াছে; যখন একজন গিয়াছে, তখন যাহাকে দিয়াছে, সেও তাহার জ্ঞাতি ভাই। A Chatterton তাঁহার Industrial Evolution in India (পৃঃ ২০৬) পুস্তকে বলিয়াছেন, "Much outcry has been made regarding the drain of India's wealth, but the drain of experience which is constantly going on has almost entirely escaped your attention.... There is much industrial enterprise in India, but it is mainly in the hands of foreigners, and yearly these men retire from the country taking with them not only some of the wealth they have helped to create but all the experience they have been able to gain." ইহার ফলে আমাদের দেশের লোকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ শিক্ষা করিতে পারে না।

যন্ত্রপাতির আমদানী লক্ষ্য করিলে আমরা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের খানিকটা চিত্র দেখিতে পাই। যতদিন বৈদেশিক কাপড়ের কলমালিকেরা চাপ দিয়া রাখিয়াছিল ততদিন ভারতবর্ষে কাপড়ের কল বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র কয়েকজন দুঃসাহসী লোকে কল স্থাপিত করিয়াছিল। যখন এখানে আন্দোলনের ফলে বিদেশী সূতা কাপড়ের উপর সামান্য পরিমাণ আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে; তখন কাপড়ের কল আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার আরও দুইটী অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ভারতে তৈয়ারী কাপড়ের উপর হইতে ঘরোয়া শুল্ক (Excise) অপসারিত হইলে আর এক দফা যন্ত্রপাতির আমদানী বাড়িয়াছে। আর যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনের সংবাদ রাখেন নাই, তাঁহারাও আমদানীর হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারিবেন ১৯০৬-০৮, ১৯২১-২৩ এবং ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষে এমন কিছু ঘটিয়াছিল, যাহাতে দেশের লোকের মধ্যে কাপড়ের কল স্থাপনের প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে এবং দেশের মধ্যে দেশী কাপড়ের চাহিদা বাড়িয়াছে। সংবাদ লইলেই জানিতে পারা যাইবে ইহারা যথাক্রমে 'বিদেশী' 'অসহযোগ' ও 'নিরুপদ্রব আইন অমান্য' আন্দোলন। এই তিন আন্দোলন এবং দেশে স্বদেশী মিল বিস্তারের ফলে তুলার কাপড় ও সূতার আমদানী বৎসরে ১০৮ কোটী টাকার স্থলে মাত্র ১১ কোটী টাকায় নামিয়াছে; বৎসরে প্রায় ১০০ কোটী টাকা বাঁচিতেছে।

১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত ভূগর্ভে খনিজের অবস্থান অনুসন্ধান কার্য্যে সরকারী বাধানিষেধ বহু ছিল, খনি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির আমদানীও অত্যন্ত কম ছিল; সেই সকল অসুবিধা দূর হওয়ার সংবাদ প্রচার হইতে যে সময় লাগিয়াছে, তাহার পরই অর্থাৎ ১৯০৯-১০ সাল হইতে খনির যন্ত্রপাতি আমদানীর স্বতন্ত্র হিসাব রাখার প্রয়োজন হইয়াছে। এই ভাবে দেশের মধ্যে যখন রক্ষণ শুল্ক প্রবর্ত্তিত হইয়া লৌহ, চিনি, দিয়াশলাই, কাগজ প্রভৃতি শিল্প প্রসারের সুবিধা হইয়াছে, তখনই এতৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে চিনির কল আমদানী হইয়াছিল ৩০ লক্ষ টাকার। ঐ সময় রক্ষণ-শুল্ক বসিলে পরের তিন বৎসর হঠাৎ আমদানী বৃদ্ধি পাইল—(১৯৩২-৩৩) ১ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা, ৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা (১৯৩৩-৩৪) এবং ১ কোটী ৫ লক্ষ টাকা (১৯৩৪-৩৫)। পরে কয়েক বৎসর গড়ে ৭৫ লক্ষ টাকার চিনির যন্ত্রপাতি আসিয়াছে। ইহার ফলে দেশের মধ্যে প্রচুর চিনি উৎপাদিত হইয়া বৎসরে গড়ে অন্ততঃ দশ কোটী টাকার চিনির আমদানী বন্ধ হইয়াছে। আকের চাষ বাড়িয়াছে এবং ১৯৩১-৩২ সালে চাষীরা কলে আক বিক্রয় করিয়া ১ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল, তাহা ১৯৩৮-৩৯ সালে ৮ কোটী ৫০

লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। যাঁহারা কিছু সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন এক ইক্ষু চাষ করিয়াই বিহার ও যুক্তপ্রদেশের চাষীর আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে।

উদাহরণ বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। যেমন বিদেশী যন্ত্রপাতির আমদানীর বহুমুখী অর্থ শোষণের ব্যবস্থা আছে, তেমনিই তাহা প্রতিরোধ করিতে আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। যন্ত্রপাতির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় নাই। সুতরাং আমরা যাহাতে ঐ সকল নিজেরাই তৈয়ারী করিতে পারি, সেই দিকে কর্ম্মশক্তি পরিচালিত করা দরকার। ইহাতে কেবল যে যন্ত্রের আমদানী বন্ধ হইয়া দেশের স্বার্থ রক্ষা হইবে, তাহা নহে, দেশীয় দ্রব্যাদি বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইলে ক্রমে আমাদের কলে প্রস্তুত জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হইবে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা যাহারা পিছাইয়া আছে তাহারা ক্রমে আমাদের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবে।

বড় কারখানার যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর আড়ম্বর খুব বেশী; সেই কারণে নানা দেশে ক্রেতা না থাকিলে তাহাতে লোকসান হইতে পারে। শিল্পদ্রব্য তৈয়ারের কাজে বহু প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। নিজ দেহের প্রসাধন ও পরিচ্ছদের দিকে নজর দিলেই দেখা যায় অন্ততঃ পঞ্চাশ রকম যন্ত্র মিলিয়া আমার সমস্ত অভাব মিটাইতে পারে নাই। একটা সেফ্‌টীপিন, ক্ষৌর কার্য্য সম্পর্কিত দ্রব্যাদি, জুতার আইলেট প্রভৃতি ধরিলে মনে হইবে যন্ত্র আমাদের বেষ্টন করিয়াছে; আজ-কালকার "সভ্য লোকে" যন্ত্রের সাহায্যে বাঁচিয়া আছে। স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টার সঙ্গে আমরা ক্রমে নানারূপ যন্ত্র আমদানী করিতেছি। তালিকা দেখিলে মনে হইবে, আমাদের আজ কিছুই নাই, এমনকি সোডার বোতলে জল ভরিবার যন্ত্র পর্য্যন্ত আমদানীর তালিকায় পাওয়া যায়। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবার ভয়ে যাহাদের স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয় নাই, তাহারাও বৎসরে দেড় হইতে দুই কোটী টাকা লইয়া যায়। আমাদের লক্ষ্য প্রথমে এই দিকে নিয়োজিত করিতে হইবে।

এই সঙ্গে আমাদের ভাবিতে হইবে পল্লীশিল্প উন্নয়নের কথা। যে সময় উপস্থিত, তাহাতে সমস্ত দ্রব্য কায়িক শ্রমে প্রস্তুত করিয়া সেই জাতীয় কলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা চলিবে না। এসময় কুটীর শিল্পের কোনও না কোনও অবস্থায় ক্ষুদ্র স্বল্পদামের যন্ত্রাদি প্রয়োজন। ইহার ক্রেতার সংখ্যার সীমা নাই। শ্রম স্বীকার করিয়া মূল পরিকল্পনা স্থির করিয়া যন্ত্রের উদ্ভাবন প্রয়োজন। এই কার্য্যে অনেক বুদ্ধিমানের জীবিকার্জ্জনের সুযোগ হইবে।

যন্ত্রই যন্ত্রের উৎপাদক। কতকগুলি যন্ত্র দেশে তৈয়ারের ব্যবস্থা হইলে তাহা হইতে সমস্ত যন্ত্রই তৈয়ারী হইবে। বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত যাহাদের আনুমানিক মূল্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা আমাদের দেশে সহজেই তৈয়ারী হইবে। প্রধান অন্তরায় ছিল, নানাপ্রকার গুণবিশিষ্ট ইস্পাত বা পেটা লোহার। যুদ্ধ শেষে দেখিতে পাওয়া যাইবে এবিষয়ে ভারত বহু অগ্রসর হইয়াছে এবং ব্যবহারের যথোপযুক্ত ক্ষেত্র না থাকিলে সেই সব লৌহের প্রকৃত ব্যবহার হইবে না। যন্ত্রপাতির শিল্প একটী বিশেষ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আর একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। একই যন্ত্রের জন্য সকল প্রদেশ মাথা না ঘামাইয়া, অযথা অর্থ ও সময় নষ্ট না করিয়া উদ্ভাবিত যন্ত্রের নাম ও কার্য্যক্রম প্রকাশ করিয়া একটী কেন্দ্রীয় স্থানে জানাইয়া রাখা প্রয়োজন হইতে পারে। তাহাতে কেবল যে একই বাস্তব প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোধ হইবে, তাহা নহে। যাঁহার প্রয়োজন তিনি সেই স্থানে অনুসন্ধান করিলেই ঠিক প্রয়োজনের যন্ত্রটী পাইবেন। অন্যান্য শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে যন্ত্র দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। যাহার শিল্পের সহিত জাতির অর্থনৈতিক মঙ্গলামঙ্গল এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাহা এতদিন উপেক্ষিত রহিয়াছে।

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার | সিরাজগঞ্জ | নৈহাটী
দক্ষিণ কলিকাতা | দিনাজপুর | ভাটপাড়া
হিলি (দিনাজপুর) | রংপুর | বেনারস
নীলফামারি (রংপুর) যুবরাজপুর (বীরভূম) এলাহাবাদ

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

পিপলস্ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ
ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে
ফোন কলি: ৩৪৬

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

এস চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্য

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩।১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: কলি: ১১২২, ১১২৩

চেয়ারম্যান:—শ্রীযুত মুরারীচরণ লাহা

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিজ্ঞান কলেজের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের বক্তৃতায় ডাঃ মেঘনাদ সাহা দুঃখ করিয়া বলেন যে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই বিজ্ঞান কলেজ যথোপযুক্ত সাহায্য পায় নাই। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে এবং হৃদয়বত্তার দিক হইতে বিচার করিলে অবশ্য ঘোষ এবং পালিতের দানকে যথেষ্টই বলিতে হইবে, কিন্তু অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় এবং ভারতে বিজ্ঞানচর্চ্চার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় এই দান পর্য্যাপ্ত নহে। ডাঃ সাহা দুঃখ করিয়া বলেন যে, স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও বিজ্ঞান কলেজে জ্ঞান চর্চ্চার গণ্ডী প্রসারিত করিবার জন্য এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য আশানুরূপ কোন চেষ্টা করেন নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বেতনের টাকা জমাইয়া যে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন তাহা ছাড়া বিজ্ঞান কলেজ আর বিশেষ কোন অর্থ লাভ করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে ভারতীয় শিল্পপতিগণের সাহায্য এবং পোষকতা লাভের জন্যও কোন চেষ্টা করা হয় নাই। উপসংহারে ডাঃ সাহা বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যদি কলেজে বিজ্ঞান চর্চ্চার গণ্ডী আরও বিস্তৃত করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেন এবং জনসাধারণের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেন তবে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের সার্থকতা থাকিত।

বাঙ্গলায় চাউল রপ্তানি করিতে আসাম সরকারের সম্মতি

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা বলেন যে বর্ত্তমান বৎসরে আসামে প্রায় ৫০ লক্ষ মণ চাউল উদ্বৃত্ত হইবে। বাঙ্গলায় যে দারুণ খাদ্যসঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে তাহা প্রশমিত করিবার জন্য ভারতসরকারের পরামর্শমত আসাম সরকার বাঙ্গলায় ৫ হাজার টন চাউল প্রেরণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

কয়লা সরবরাহে কর্পোরেশনের উদ্যম

কলিকাতাবাসীদিগকে কয়লা সরবরাহের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সহরের বিভিন্ন অংশে কয়লার ডিপো খোলা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব কর্পোরেশন বিবেচনা করিতেছেন। কর্পোরেশনের পাবলিক ইউটিলিটিজ এণ্ড মার্কেট কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন যে সহরের বিভিন্ন এলাকায় ন্যূনাধিক একশত কয়লার ডিপো খোলা হউক। কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্সী দ্বারা ডিপোগুলি চালান হইবে। প্রতি মাসে কর্পোরেশন যাহাতে সহরবাসিগণের চাহিদা মিটাইবার জন্য ৫ শত টন কয়লা অগ্রে পান তাহার ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার জন্যও একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিহার সরকারের উদ্বৃত্ত বাজেট

১৯৪৩-৪৪ সালে বিহার সরকারের বাজেটে ৬১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমান বৎসর অনুমিত আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৬ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকা এবং ৬ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা।

ভারতের শিল্প প্রগতির বাধা

সম্প্রতি দিল্লীতে নিখিল ভারত শিল্প-শ্রমিক সমিতির বার্ষিক সভায়, সভাপতি মিঃ করমচাঁদ থাপ্পার তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, কেবল মাত্র সরকারী প্রতিশ্রুতিতে কোন কাজ হইবে না। অবিলম্বে যদি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয় এবং সেই গভর্ণমেণ্ট যদি দেশের শিল্প প্রগতির জন্য সুসম্বদ্ধ এবং সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহা হইলেই যুদ্ধোত্তর ভারতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পোন্নতি সম্ভব। আজ গ্রামাঞ্চল হইতে অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবকদিগকে সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সকল কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, যুদ্ধের পরও তাহারা যাহাতে শিল্প কারখানায় কাজ করিবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা এখন হইতেই করা দরকার। এ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া না রাখিলে যুদ্ধান্তে কর্ম্মহীন সৈন্য এবং কারিগরদিগকে লইয়া প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে।

ব্রিটীশ সাপ্লাই মিশন

প্রকাশ ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটি ব্রিটীশ সাপ্লাই মিশন নিয়োগ করা হইবে। ইষ্টার্ণ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুসম্বদ্ধ করাই হইবে এই মিশনের কাজ। ভারতবর্ষে এই মিশনের প্রতিনিধি হিসাবে খুব সম্ভব মিঃ ইলিয়টকে নিয়োগ করা হইবে।

ডাক মাশুল বৃদ্ধি

বর্ত্তমান মাসের ১লা তারিখ হইতে ডাক মাশুল বৃদ্ধি করিয়া খামের চিঠির মাশুল ১ম তোলার জন্য /১০ এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক তোলা বা তোলার অংশবিশেষের জন্য অতিরিক্ত /০ এবং পার্শেলের মাশুল ১ম ৪০ তোলার জন্য ।৵০ এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক ৪০ তোলা বা তাহার অংশবিশেষের জন্য ।০ ধার্য্য করা হইয়াছে।

গারো-পাহাড়ী তুলার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

মধ্য প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, আগামী মে মাসের পর হইতে আটটি নির্দ্দিষ্ট জেলায় গারো-পাহাড়ী তুলার চাষ করা যাইবে না বা অন্য কোন প্রকার তুলার সহিত সংমিশ্রণ করিয়া এই জাতীয় তুলার চাষ চলিবে না। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট জেলা হইতে জোয়ার এবং জোয়ারের ময়দাও বাহিরে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

কারখানা—আচার্য্যরায় নগর (কাঁথি সমুদ্রতীর)

কারখানার প্রসার ও উৎপাদন

বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

কারখানার কার্য্যপ্রণালী—

কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অফিসার, নাডাজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্ত্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

বর্দ্ধিত মূলধনে প্রস্পেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অফ কলসাস লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৷০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

রঙীন পাড়ের অবশ্য সঞ্চয়ন!

পুরানো বা ছেঁড়া শাড়ী বাতিল করার সময় তার পাড়ও কি ফেলে দেন? এবার থেকে পাড় আর নষ্ট করবেন না কিম্বা বাজে কাজে ব্যবহার করবেন না। পাড়ের এখন অনেক দাম, কারণ যুদ্ধের জন্য রং আর পাওয়াই যাচ্ছে না। এমনিতেই শাড়ীর দাম হু হু করে বাড়ছে, তার উপর রংএর অভাবে কিছুদিন পরে হয়ত পাড় দেয়া শাড়ী আর তৈরী করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এখন থেকে যদি পাড় সঞ্চয় করে রাখেন তাহলে শাড়ী যখন আর পাওয়া যাবে না তখন সাদা থানের উপর সঞ্চিত পাড়গুলি শেলাই করে নূতন নূতন শাড়ী পরতে পারবেন। অবশ্য যুদ্ধ শেষ হলে হরেক রকমের পছন্দসই পাড়ের শাড়ী মহালক্ষ্মীই আপনাকে যোগাবে, কিন্তু যতদিন তা না হয় পাড়গুলি তুলে রাখুন।

মহালক্ষ্মী

কটন মিলস লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেন্টস্—এইচ্. দত্ত এণ্ড সন্স্ লিঃ

হেড্ অফিস: ১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

MCK 38

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপে আপত্তি

সম্প্রতি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ৯১তম অধিবেশনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ সম্বন্ধে মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ জানান হয়। সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজাবাহাদুর প্রস্তাব উথাপন করিয়া বলেন, একেই প্রজাদের মধ্যে খাজানা না দেওয়ার মনোভাব বাড়িয়া গিয়াছে—এই ঘোষণার ফলে তাহাকেই আরও প্রশ্রয় দেওয়া হইল। খাজানা আদায় করা ইহার পর অসম্ভব হইবে এবং ফলে গভর্ণমেণ্টের সেস এবং রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় কায়েমী স্বার্থভোগী শ্রেণীর স্বত্ব সম্পর্কে কোন প্রকার রদ-বদল করা বাঞ্ছনীয় নহে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ সম্পর্কে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাকে তিনি স্বৈরাচারের একটি নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করেন। এই দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা দেশের সমাজের উপর সুগভীরভাবে শিকড় ছড়াইয়াছে। আজ জোর করিয়া ইহাকে উৎপাটিত করিতে গেলে শোচনীয় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতে পারে। এই পরিকল্পনায় প্রজার সত্যকারের উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তিনি আশা করেন যে, গভর্ণর জেনারেল হস্তক্ষেপ করিয়া প্রদেশকে শোচনীয় পরিণতির হাত হইতে উদ্ধার করিবেন। উপসংহারে তিনি বলেন আঘাত আজ কেবল সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপরই আসিয়া পড়ে নাই, কেন্দ্রীয় পরিষদে হিন্দু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যে নূতন বিল উথাপিত হইয়াছে তাহার দ্বারা হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম এবং সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তির উপরই আঘাত করা হইয়াছে।

বোম্বাই সহরে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

বর্ত্তমান মাসের মাঝামাঝি হইতে বোম্বাই সহরে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। সরকারী দোকান এবং যে সকল অনুমোদিত দোকানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যাইবে সেই সকল দোকানে ইতিমধ্যেই রেশন্ কার্ড রেজিষ্টারী করা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চাউল, চাউলের গুঁড়া, বাজরা, বাজরার গুঁড়া, জোয়ার, জোয়ারের গুঁড়া, গম, আটা, ময়দা, সুজি, রুটি প্রভৃতি কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কোন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রীতিভোজে এক সঙ্গে ৫০ জনের অধিক লোকের জন্য খাদ্য যাহাতে সরবরাহ করা না হয় কর্ত্তৃপক্ষ সে দিকে আরও কড়া নজর রাখিতেছেন।

শিক্ষা ও জনহিতে কর্পোরেশনের ব্যয় সঙ্কোচ

ঘাটতি মিটাইবার জন্য শিক্ষা ও জনহিতকর কার্য্যেও কর্পোরেশনকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে। সহরের অবৈতনিক পাঠাগারগুলি বাবদ কর্পোরেশন হইতে যে সাহায্য বরাদ্দ করা হইত বর্ত্তমান বৎসরে তাহার পরিমাণ শতকরা ২৩ ভাগ হ্রাস করা হইবে। বিদ্যালয়সমূহের সাহায্যের পরিমাণ গত বৎসরের সমান রাখা হইলেও কার্য্যের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই সাহায্য বণ্টন করা হইবে। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহেও ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য শতকরা ২৭ ভাগ কম সাহায্য দান করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান

প্রতি একর জমিতে পাউণ্ডের (প্রায় আধ সের) হিসাবে পৃথিবীর গম উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলির গড়পড়তা উৎপাদনের সহিত ভারতের গম উৎপাদনের এক তুলনামূলক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—বেলজিয়াম—২৫০০; ডেনমার্ক—২৬৮০; ফ্রান্স—১৫৩০; জার্ম্মানী—১৮৩০; হল্যাণ্ড—২৮৮০; ইটালী—১২৫০; জাপান—১৭৯০; গ্রেট বৃটেন—২২৩০; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৮০০ এবং ভারতবর্ষ—৬২৮।

ভারতে কৃষিকার্য্যে মাথা পিছু ব্যয়

পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার হিসাব অনুসারে সেই সেই দেশে কৃষিকার্য্যে মাথা পিছু ব্যয়ের পরিমাণ কত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—ভারতবর্ষ—০·৮৪ টাকা; গ্রেট বৃটেন—২·৪৬ টাকা; সুইডেন—৭·৬৩ টাকা; নরওয়ে—৮·৭৯ টাকা; আয়ার্ল্যাণ্ড—৯·৬ টাকা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—১২·৩৭ টাকা ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র—১২·৪৫ টাকা।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা।

সেণ্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬

কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ

কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মিরকাদিম, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সুপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস, আসানসোল, রায়গড় সিপিতে।

বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শীঘ্রই বোম্বাই শাখা খোলা হইতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স ঃ

মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল।

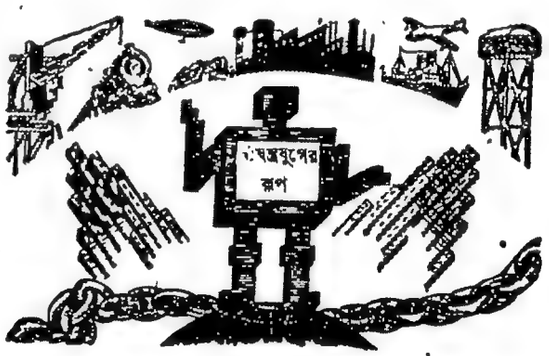

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাট্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ডিরেক্টার ইন্‌চার্জ—মিঃ কে, এন দালাল।

১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৩২৫৩ (৩টি লাইন)

বেসরকারী কাজে অধিকতর কাগজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা

কিছুদিন পূর্ব্বে এক সরকারী আদেশ জারী করিয়া ভারতে উৎপন্ন মোট কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ সরকারী প্রয়োজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেও এখন মনে হইতেছে যে শতকরা ৭০ ভাগেই গভর্ণমেণ্টের কাজ চলিয়া যাইবে এবং বেসরকারী কাজে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। প্রকাশ কাগজ ব্যবহারে সরকারী মিতব্যয়িতা এবং কাগজ উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

প্রাদেশিক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাজেট

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে প্রাদেশিক পুলিশের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, বিতর্কের সময় তাহার তীব্র সমালোচনা করা হয়। সমালোচনার উত্তরে অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ সি ই জোন্স বলেন যে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এত বেশী হইয়া উঠিয়াছে যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রদেশগুলিকে নির্দ্দেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ব্যয়ের দিকে না তাকাইয়া তাঁহারা যেন পুলিশ বিভাগের কার্য্য চালাইয়া যান। ব্যয়ের অংশ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টও বহন করিবেন।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

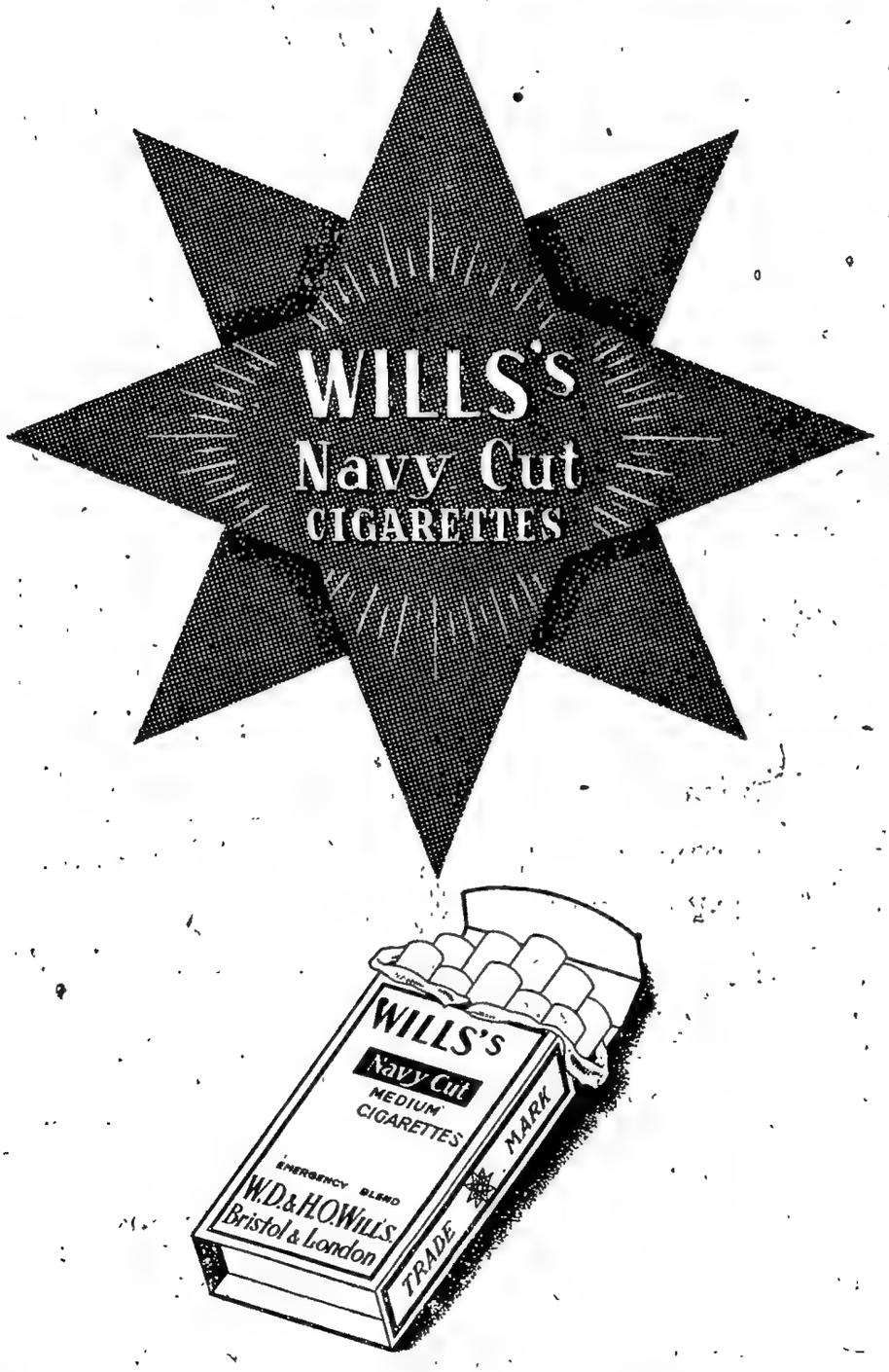

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

NC.—11

ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের প্রস্তাব

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভারতের জনমতের দাবীর প্রতিধ্বনি করিয়া বণিক সমিতি সঙ্ঘও ভারত হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশে খাদ্য রপ্তানীর নীতির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। বাড়তি প্রদেশ হইতে ঘাটতি প্রদেশে খাদ্য প্রেরণের সুষ্ঠু এবং যানবাহনের সুব্যবস্থা করিয়া সঙ্কটের তীব্রতা হ্রাস করিবার জন্য সঙ্ঘ গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে কর্জ্জ ও ইজারা আইন অনুসারে ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমেরিকার নিকট হইতে যে পরিমাণ সাহায্য লওয়া হইবে ভারতবর্ষ কেবল তাহাই স্বীকার করিবে এবং পরে চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের সময় ভারতবর্ষ আমেরিকাকে যে সমস্ত সাহায্য করিয়াছে তাহাও গণনা করা হইবে। ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের সহিত পরামর্শ না করিয়া গভর্ণমেণ্ট যাহাতে কোন সিদ্ধান্ত না করেন প্রস্তাবে তাহারও দাবী জানান হইয়াছে।

আর একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, ব্রহ্মদেশে পোড়া মাটীর নীতি অবলম্বনের ফলে এবং শত্রু কর্ত্তৃক বোমাবর্ষণ এবং ব্রহ্মদেশ হস্তগত করিয়া লওয়ার ফলে ভারতের যে সমস্ত বণিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করা হউক।

সরকারী শিল্প কারখানাগুলির জন্য যে সকল কাঁচা মাল ভারতে আমদানী করা হইতেছে তাহার মধ্য হইতে কিছু কিছু ভারতীয় কারখানাগুলিকে দিবার জন্যও দাবী জানান হইয়াছে।

কর্পোরেশন কর্ম্মচারীদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা

প্রকাশ কলিকাতা কর্পোরেশন যাহাতে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার কর্পোরেশনকে অবিলম্বে এক লক্ষ টাকা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপাততঃ জলের কল, ড্রেন, আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা ও স্বাস্থ্য বিভাগের যে সকল কর্ম্মচারীর বেতন মাসে ৩৫৲ টাকার কম তাহারাই এই পরিকল্পনার সুবিধা পাইবে। আফিসের আর্দ্দালী ও ভৃত্যগণ বাদ পড়িবে।

ভারতের লোকসংখ্যা

সম্প্রতি ১৯৪১ সালের লোক গণনার চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা মোট ৩৮ কোটী ৮৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯ শত ৫৫; দশ বৎসর পূর্ব্বে লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটী ৮১ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত ৫৪। ব্রিটীশ ভারতের প্রদেশগুলির লোক সংখ্যার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:—

প্রদেশ	১৯৪১	১৯৩১
বাঙ্গলা	৬০৩০৬৫২৫	৫০১১৫৫৪৮
বোম্বাই	২০৮৪৯৮৪০	১৭৯৯২০৫৩
মাদ্রাজ	৪৯৩৪১৮১০	৪৪২০৫২৪৩
যুক্তপ্রদেশ	৫৫০২০৬১৭	৪৮৪০৮৪৮২
পাঞ্জাব	২৮৪১৮৮১৯	২৩৫৮০৮৬৪
বিহার	৩৬৩৪০১৫১	৩২৩৬৭৯০৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৬৮১৩৫৮৪	১০৩২৩০৫৮
আসাম	১০২০৪৭৩৩	৮৬২২৭৯১
উঃ পঃ সীমান্ত	৩০৩৮০৬৭	২৪২৫০৭৬
উড়িষ্যা	৮৭২৮৫৪৪	৮০২৫৬৭১
সিন্ধু	৪৫৩৫০০৮	৩৮৮৭০৭০

কয়েকটি প্রধান সহরের হিসাব:—

সহর	১৯৪১	১৯৩১
কলিকাতা	২১০৮৪৯১	১১৬৩৭৭১
বোম্বাই	১৪৮৯৮৮৩	১১৬১৩৮৩
মাদ্রাজ	৭৭৭৪৮১	৬৪৭২০৩
দিল্লী	৫২১৮৪৯	৩৪৭৫৩৯
ঢাকা	২১৩২১৮	১৩৮৫১৮
হাওড়া	৩৭৯২৯২	২২৪৮৭৩

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

"ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক"

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

অনুমোদিত মূলধন	...	৩,৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	৩,৩৬,২৬,৪০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	১,৬৮,১৩,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	...	১,৪৮,৩২,০০০৲ টাকা

১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ... ৫৯,৬৫,৩৪,০০০৲ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি

—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ, পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান

মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম,
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ,
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, স্যার আরদেশীর দালাল, কে, টি,
মিঃ বিঠলদাস কাজি, মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট
মিঃ মুরমহম্মদ এম, চিনয়,

লণ্ডন এজেণ্টস—মেসার্স বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেণ্টস—দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেন অফিস—১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং ক্রস ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার শাখা—১৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা রোড। বাঙ্গলার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর ও বর্দ্ধমান। বিহারের শাখা—জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবণী, খাগারিয়া, রক্সৌল, কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ ও কিষণগঞ্জ। উড়িষ্যার শাখা—সম্বলপুর।

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা

—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক: ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিস সমূহ: বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়

চিফ্ অফিস: আগরতলা: ত্রিপুরা ষ্টেট,
কলিকাতা অফিস: ১১, ক্লাইভ রো,
টেলিফোন: ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম: 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

টাকা পয়সা লেন দেন ব্যাঙ্কের মারফতই নিরাপদ

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।
ফোন: সাউথ—৫৮২।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১৫, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: ক্যাল—২৬৯২।

অন্যান্য শাখাসমূহ

বেঙ্গল:—বহরমপুর, বরিশাল। বিহার:—ছাপরা।

আমাদের ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন।

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ এন, বি, ঘোষ দস্তিদার।

কলিকাতায় চাউলের সরবরাহ বৃদ্ধি

গত ৩০শে মার্চ্চ এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সরবরাহ আসিয়া পড়ায় কলিকাতায় নিয়ন্ত্রিত দোকানগুলি মারফৎ যে চাউল বিক্রয় করা হয় তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। প্রত্যেকটি দোকানে প্রতি সপ্তাহে ২৭০ মণ বিক্রয় হইবে। তাহা ছাড়া কলিকাতায় ৩৫টি অনুমোদিত বাজার আছে, প্রত্যেক বাজার মারফৎও সপ্তাহে এক হাজার মণ চাউল ছাড়া হইবে। নিয়ন্ত্রণ মূল্যও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মোটা দুই সেরের দাম—৷৶১০, মাঝারি দুই সের—৷৷৵১০, মিহি দুই সের—৸১০।

ভারত সরকারের চটের অর্ডার

প্রকাশ ভারত সরকারের নিকট হইতে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন প্রচুর তাঁবু এবং ক্যানভাসের অর্ডার পাইয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের এই চাহিদা মিটাইতে আড়াই কোটী গজ চটের প্রয়োজন এবং এই চট তৈরী করিতে ৭৮ হাজার গাঁইট পাট লাগিবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট আরও একটি অর্ডার দিয়াছেন তাহা সরবরাহ করিতেও প্রায় দশ এগার কোটী গজ চটের প্রয়োজন হইবে।

বোম্বাইয়ে 'খাদ্য বাড়াও' আন্দোলন

বোম্বাই সরকারের পল্লী-উন্নয়ন বোর্ড অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কৃষকদের মধ্যে সভাসমিতি করিয়া প্রচারকার্য্য চালান হইবে এবং প্রয়োজন হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে শস্যবীজও ধার দেওয়া হইবে। গভর্ণমেণ্ট ১০ লক্ষ টাকার শস্যবীজ ধার দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রমিক বিরোধের হিসাব

১৯৪২ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে মোট ১৮৪টি শ্রমিক বিরোধের হিসাব পাওয়া যায়। ফলে একজন শ্রমিকের কাজের হিসাবে মোট ১৯৪১৩৭২ দিন নষ্ট হইয়াছে। মোট ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৯৪ জন শ্রমিক এই বিরোধের সহিত জড়িত ছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর ঠিক এই সময় শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা ছিল ৭১; কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০৬ এবং যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ৯৪৫ জন।

ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের নবনির্ব্বাচিত কমিটি

কুমাররাজ স্যার মুথিয়া চেট্টিয়া—সভাপতি, মিঃ জে সি শীতলবাদ—সহঃ সভাপতি, স্যার চুণীলাল মেটা—অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, লালা করমচাঁদ থাপ্পার (চিনির কল), মিঃ জে সি শীতলবাদ (বীমা) মিঃ এম এ মাষ্টার (যানবাহন) মিঃ দেবীপ্রসাদ খৈতান; (শিল্প) মিঃ এস বর্ম্মণ, মিঃ এম এ ইস্পাহানী। নিম্নলিখিত সদস্যগণকেও কো-অপ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছে—মিঃ জি এল মেটা, স্যার পদমপৎ সিংহনীয়া, মিঃ এন আর সরকার, স্যার এ এইচ গজনবী, মিঃ এ ডি সরফ, মিঃ জি ডি বিড়লা।

পুস্তক পরিচয়

উপহার—শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ, ৬বি এ্যাসটন রোড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

"আর্থিক জগতের" পাঠকগণের নিকট শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কিত কোন প্রবন্ধের পুস্তক নহে—কালীচরণবাবু এই পুস্তকের বিভিন্ন প্রবন্ধে কয়েকটি সামাজিক প্রথা, বিশেষ করিয়া ক্ষয়িষ্ণু মধ্যশ্রেণীর গুটিকয়েক লৌকিক গলদ, লইয়া সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহার প্রথম প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করিব। বিবাহে 'উপহার' প্রদান করার রেওয়াজ মানিতে গিয়া কত দরিদ্র, ভদ্র পরিবারকেই না প্রাণান্ত হইতে হয়। কারণটা যে কেবল "পাছে লোকে কিছু বলে" তাহাই নয়। 'উপহার' প্রদানকারীদের নিজেদের মধ্যেও সামাজিকতার দুঃসহ ঠাট বজায় রাখার দুরন্ত তাগিদ রহিয়াছে। ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক দুর্গতির যুগে এই একদা আনন্দদায়ক প্রথাটি আজ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শতকরা ৯০ জনের পক্ষেই দস্তুরমত নিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি সাহস করিয়া বড় কেহ এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছেন না। শ্রীযুক্ত ঘোষ এই মনোবৃত্তির কারণতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। 'উপহার' প্রদানের ন্যায় আরও কয়েকটি সামাজিক অন্ধতা লইয়া তিনি গল্পচ্ছলে সমাজের চেতনা উদ্রেকের চেষ্টা করিয়াছেন। গল্পের আশ্রয় লওয়াতে তাঁহার রচনাশ্রেণী শুধু যে সুখপাঠ্য হইয়াছে তাহাই নহে, তাহার সহজ-বোধ্য বক্তব্যের পশ্চাতে আন্তর একটা বহুদিনের গভীর চিন্তাভাবনার পটভূমি থাকায় তাহা একাধারে শিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত লোকের মনে আঘাত করিয়া তাহাদিগকেও অনুরূপ ভাবিতে চিন্তিতে বাধ্য করিবে। চিরাচরিত বিনয় প্রকাশের বশবর্ত্তী হইয়া লেখক ভূমিকায় তাঁহার পুস্তক সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "নূতন পুস্তকের বন্যার মধ্যে আরও এক অজ্ঞাল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিল মনে হয় না।" কিন্তু আমরা বলিব গতানুগতিক গল্প-উপন্যাসের অব্যাহত গড্ডালিকাস্রোতে মাঝে মাঝে এমন দু'একখানা পুস্তক হাতে পাইলে একঘেয়েমি ভাঙ্গিয়া আমরা খানিকক্ষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারি। শ্রীযুক্ত ঘোষ কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের কিউরেটর। তাঁহার ঐরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে তিনি সময় করিয়া এই জাতীয় রচনার দিকে মনোনিবেশন করিলে আমরা খুসী হইব। যুদ্ধের বাজারে পুস্তকের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভালই বলিতে হইবে। 'উপহার'-প্রথাপ্রপীড়িত ভুক্তভোগী দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারে পুস্তকখানির সমাদর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

শিক্ষার হার বৃদ্ধি

১৯৩১ সাল অপেক্ষা বর্ত্তমান হিসাব অনুসারে শিক্ষিতের হার শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের হিসাব অনুযায়ী পাঞ্জাবে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩০ জন; যুক্তপ্রদেশে ৮ জন; বোম্বাই প্রদেশে পুরুষ শতকরা ৩০, মেয়ে শতকরা ৯ জন; বাঙ্গলায় পুরুষ শতকরা ২৬ জন এবং মেয়ে শতকরা ৭ জন।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৩০৫

পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

সুদ ঃ স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%
২ বৎসরের জন্য ৫%
১ বৎসরের জন্য ৪%

ডিরেক্টার ঃ—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার ঃ—		স্থায়ী আমানত ঃ—			
চলতি —	½%	৬ মাস —	২½%	১ বৎসর —	৩%
সেভিংস্—	১½%	২ বৎসর —	৩½%	৩ ,, —	৪%

শাখা—হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী

(শ্রীযুক্ত মেটার অভিভাষণ)

বাহিরের প্রয়োজনে তাহার কতকাংশ চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। যানবাহনের অভাবে দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে জিনিষপত্র চলাচলের অসুবিধা ঘটায় অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া লোকের চরম দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। অথচ এদেশে পূর্ব্বাহ্নে জাহাজ, মোটর ও রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈয়ারের ব্যবস্থা হইলে এইরূপ জটিল সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণ দাঁড়াইত না। ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে আগ্রহান্বিত নহেন বলিয়াই তাঁহারা উপরোক্ত যানবাহন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এইরূপ অবহেলা দেখাইয়া আসিয়াছেন। এদেশে জাহাজ, মোটরযান ও রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈয়ারের ব্যবস্থা হইলে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে ইংলণ্ড হইতে এসমস্ত আমদানী করিবে না, আর তাহাতে যন্ত্র-শিল্পের দিক দিয়া ও বহির্ব্বাণিজ্যের দিক দিয়া ইংলণ্ডের সমূহ ক্ষতি হইবে—ইহাই হইতেছে তাঁহাদের ভাবনা। সেই কূটনীতি হইতে ভারতে বৃহদাকার মৌলিক শিল্প গঠনে তাঁহারা উদাসীন থাকিয়া যাইতেছেন। মিঃ মেটার মতে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ মনোভাবই এদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের কল্যাণের জন্য এই মনোভাব অচিরে প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার।

মিঃ মেটা তাঁহার অভিভাষণে অতঃপর যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যার কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের পর বহির্ব্বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি প্রভৃতি বিষয়ে জগতের কল্যাণে কি সব আন্তর্জ্জাতিক বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রমুখ প্রধান মিত্রপক্ষীয় দেশ-গুলির ভিতর আলোচনা সুরু হইয়াছে। আধুনিক জগতে এক দেশের সহিত অন্য দেশের উন্নতি ও অবনতির প্রশ্ন যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রহিয়াছে তাহাতে সকলের মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া দুনিয়ায় কোন স্থায়ী কল্যাণ আসিতে পারে না। সে হিসাবে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমস্যা সম্পর্কে এখন হইতে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার কথা উঠিয়াছে, ইহা ভাল কথা; কিন্তু যে মনোভাব নিয়া কতিপয় ক্ষমতাশীল দেশের পক্ষ হইতে এই ধরণের আলোচনা সুরু করা হইয়াছে তাহা ভারতের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে কোন দিক দিয়াই বিশেষ ভরসাজনক বলা চলে না। উহারা ভারত ও অন্যান্য অনুন্নত দেশসমূহের নিকট হইতে কতিপয় ধরণের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার ধুয়া তুলিতেছে; কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার নামে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে উহারা একেবারেই প্রস্তুত নয়। সে দিক দিয়া এখনও উহারা উহাদের উগ্র জাতীয়তাবাদকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশ চাহে ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ তাহাদিগকে বরাবর শিল্পোযোগী কাঁচামাল সরবরাহ করিবে, আর তাহার বিনিময়ে উহারা সেই সমস্ত দেশে উহাদের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চলিবে। উপযুক্ত পরিমাণে রক্ষণশুল্ক বলবৎ রাখিয়া এশিয়ার অনুন্নত দেশসমূহ শিল্পের দিক দিয়া নিজেদের সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে ইহা তাহাদের অভিপ্রেত নহে। সেজন্য তাহারা এই সব দেশের শিল্প সংরক্ষণ নীতিকে ভবিষ্যতে কতকাংশে দমাইয়া রাখিবার পক্ষপাতী। সেইরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধার্থ তাহারা আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার নামে ভারত ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের নিকট নানারূপ স্বার্থ ত্যাগের দাবী উপস্থিত করিতে চাহে। পারস্পরিক সহযোগিতার নামে উন্নতিশীল দেশসমূহের এই প্রকার দাবী-দাওয়া মিঃ মেটা তাহাদের জাতিগত স্বার্থ সাধনের সঙ্কীর্ণ কারসাজি বলিয়াই মনে করেন। ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এদেশের কোন রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নাই। শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া এদেশ আজ পর্য্যন্ত খুবই পশ্চাদপদ রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মত উন্নত দেশের সহিত ইহার সমান সহযোগিতা ও সমান স্বার্থত্যাগের কথা উঠে না। আন্তর্জ্জাতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এদেশের নিকট হইতে সমান সহযোগিতা পাইতে হইলে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মত দেশের কর্ত্তব্য প্রথমে ভারতবর্ষের স্বাধিকার অর্জ্জনের দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া, এবং এদেশকে শিল্পের দিক দিয়া সমুচিৎ উন্নতির সুযোগ দেওয়া। ভারতের আত্মোন্নতি সম্পর্কে সে দাবী স্বীকৃত না হইলে আন্যান্য দেশের সমান পর্য্যায়ে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা করিতে যাওয়া এদেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার নামে কারসাজি করিয়া ভারতকে বরাবরের জন্য একটি কাঁচামাল উৎপাদন-কারী দেশে পরিণত করিবার যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে মিঃ মেটার মতে অচিরে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সে বিষয়ে সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য।

তবে এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এদেশের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টকে সজাগ হইতে অনুরোধ করিলেও তাঁহারা যে সুবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সে সব বিষয়ে অবহিত হইবেন সে ভরসা মিঃ মেটা মোটেই করিতে পারিতেছেন না। ঐ কারণে তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র এদেশে প্রকৃত ন্যাশনেল গবর্ণমেণ্ট বা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়াছেন। কেন্দ্রে জনপ্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না থাকায় এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের ন্যায্য দাবীদাওয়া প্রতিনিয়ত অবহেলিত হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও এদেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবী উপেক্ষা করিয়া ভারতের স্বার্থের বিনিময়ে তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থই বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। নানা রকমের রক্ষাকবচের সাহায্যে বিদেশী বণিকেরা শিল্প ব্যবসায়ের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়া এদেশকে শোষণ করিতেছে। তাহাদের জনৈক প্রতিনিধি বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদে স্থান গ্রহণ করিয়া এই যুদ্ধের সময়েও যানবাহন বিভাগের মত অত্যাবশ্যক বিভাগের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ফলে সকল দিক দিয়াই ভারতের দুর্গতি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ অবস্থায় কেবল পরাধীনতার অভিশাপ মোচনের জন্য নহে, ভারতের সমুচিৎ আর্থিক উন্নতির জন্যও এদেশে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা আজ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিঃ মেটার মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদের এইসব নির্ভীক মতবাদ আমরা সকলেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি।

শিলং
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড।
স্থাপিত—১৯০১ ইং
হেড অফিস—শিলং
গ্রাম—"শিলব্যাঙ্ক", ফোন : ১৬৬ শিলং
—ব্রাঞ্চ—
শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য
জেনারেল ম্যানেজারকে
লিখুন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত বৎসরে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ২ লক্ষ ২ হাজার ৯৩ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৬৮ টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং ব্যাঙ্কে জনসাধারণের আমানতের পরিমাণও ১১ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৭৯ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এবার মোট ১৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮২৮ টাকা হইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে একেই ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে নানারূপ অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছে, তদুপরি জাপান কর্ত্তৃক মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার পর হইতে দেশের অভ্যন্তরে যে শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার আবহাওয়া দেখা দিয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অবস্থা আরও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক দুর্দ্দিন ও দুর্দ্দশার কালে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বুঝিতে হইবে, এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকগণ সুদক্ষ ও বিচক্ষণ। ব্যাঙ্কটির ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও সুনামের আর একটি পরিচয় এই যে, আলোচ্য বৎসরে নীলফামারী, দুবরাজপুর, হিলী, চাঁদবালী ও এলাহাবাদে ব্যাঙ্কের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯ হাজার ৭ শত টাকা। এই টাকা হইতে ডিরেক্টরগণ ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করিয়াছেন। অবশিষ্ট টাকা হইতে মজুত তহবিলে ৪ হাজার টাকা রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

গত ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হাতে আদায়ীকৃত মূলধন ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, মজুত তহবিল ৯ হাজার ৩ শত টাকা, আমানতের পরিমাণ ১৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ইত্যাদি লইয়া মোট দায় দেখান হইয়াছে ২০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮২৮ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—কোম্পানীর কাগজে ৪ হাজার ৫১৭ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারে ২ হাজার ৬৮৪ টাকা, যৌথ-কোম্পানী-সমূহের শেয়ারে ৩২ হাজার ৭৮৪ টাকা এবং ব্যাঙ্কে ও নগদে ৫ লক্ষ ৭৯৯ টাকা।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের হিসাবের জের ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা লইয়া আলোচ্য বৎসরে উক্ত সুবিখ্যাত ব্যাঙ্কের নীট লাভের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। এই টাকা হইতে ১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসের লভ্যাংশ বাবদ অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হিসাবে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, মজুত তহবিলে ৭ লক্ষ টাকা; কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য সিকিউরিটি ক্রয়ের বাবদ ৫ লক্ষ টাকা, ট্যাক্স দিবার তহবিল বাবদ ১০ লক্ষ টাকা, জমি ও ইমারত সংক্রান্ত ঋণ পূরণ তহবিলে ৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদিগকে বোনাস্ বাবদ ৫ লক্ষ ৫০ টাকা—মোট এই ৩৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবার পর যে ২০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকে তৎসম্পর্কে ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিতরূপ বণ্টন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন :—১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে বোনাস বাবদ ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ও পরবর্ত্তী বৎসরের (১৯৪৩) হিসাবে জের টানা বাবদ ১০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা।

উপরোক্ত বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, এই যুদ্ধের বাজারে নানারূপ বাধাবিঘ্ন ও অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সত্ত্বেও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ক্রমোন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্কের উপর দেশের লোকের অটুট আস্থার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ন্যায় ভারতবিখ্যাত ও সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের এরূপ বিশ্বাস ও ভরসা যে থাকিবেই, তাহা না বলিলেও চলে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার হাতে ১ কোটি ৮৯লক্ষ টাকার মজুত তহবিল, চলতি আমানত ও সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে ৪৮ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, স্থায়ী আমানত ও ক্যাশ সার্টিফিকেটে ১১ কোটি ৫১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা প্রভৃতি লইয়া মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৬৮ কোটি ১৫ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—নগদ ৪ কোটি ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, অন্যান্য ব্যাঙ্কে চলতি আমানত ৭ কোটি ৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, অন্যান্য ব্যাঙ্কে আমানত জমা ৮৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, ভারতসরকারের ট্রেজারী বিলে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদিতে ২৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ও যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

ক্যালকাটা মিউচুয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কর্ত্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা।

শাখাসমূহ —

দ্বারভাঙ্গা, লাহেরিয়াসরাই, বেলেঘাটা, ভাগলপুর, মিরকাদিম, নাথনগর, বোলাঙ্গীর (পাটনা ষ্টেট), ফরিদপুর, রায়পুর, কাটাবঞ্জী।

শ্যামবাজার শাখা—

পাইকপাড়ার কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৪৲ টাকা। **চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অষ্ট্রেলিয়া এণ্ড চায়না**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫ পাউণ্ড। **মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হিন্দুস্থান লিমিটেড—ডিরেক্টর মিঃ এম জি পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড অফিস—শম্ভুনাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—টাইপ তৈরী ও মুদ্রণের কাজ-কারবার।

কাজারিয়া ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নাথমল কাজারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৪এ, নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

এশিয়াটিক ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ভূপতিচরণ মুখোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৭এ, পুলিশ হস্‌পিট্যাল রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস।

চারুচন্দ্র এষ্টেটস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কুমুদচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—চারু মার্কেট, রসা রোড সাউথ, কলিকাতা। ব্যবসা—আমদানী ও রপ্তানীর কাজ।

ক্যালকাটা সিটি কমার্শিয়াল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জিতেন্দ্রমোহন মজুমদার। রেজি-ষ্টার্ড অফিস—১৪।২, ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা—কালি ও তৎসংক্রান্ত ও অনুরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত।

ফেডারেশন অব ইলেক্‌ট্রিসিটি আণ্ডারটেকিংস অব ইণ্ডিয়া—মেম্বার মিঃ ডি ম্যাডিং। রেজিষ্টার্ড অফিস—ভিক্টোরিয়া হাউস, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ জন মেম্বার। ব্যবসা—সমিতির স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং বৃদ্ধি করা।

বেঙ্গল কন্‌জিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অনাথবন্ধু দত্ত চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৭, দীননাথ সেন রোড, পোঃ ফরিদাবাদ, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ঘৃত, মাখন, দুগ্ধ, আটা, চাউল প্রভৃতি ক্রয়, মজুত ও প্রস্তুত।

রামলাল মণ্ডল এণ্ড সন্স (টিম্বার) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সত্যকিঙ্কর মণ্ডল। রেজিষ্টার্ড অফিস—ঠিকানা দেওয়া নাই। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। কাঠের ব্যবসা।

মথুরাপ্রসাদ মোহনলাল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মোহনলাল লাথ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৯, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—দালালি ও এজেন্সী।

আলীপুরদুয়ার কোর্ট রাইস এণ্ড অয়েল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রামকৃষ্ণ সোমানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—আলীপুরদুয়ার কোর্ট, জলপাইগুড়ী। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—চাউল ও তেলের কল।

হালদার ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ননীগোপাল হালদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—বনমালী নস্কর রোড, বেহালা, ২৪পরগণা। অনু-মোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। কাটা কাপড়ের কাজকারবার।

লাহাটি ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিহারী লাল লাহাটি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬১।১, হ্যারিসন রোড, রুম্ নং ৫২, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

জেমস এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ টি কুপার। রেজিষ্টার্ড অফিস—ট্যাংরা রোড, এণ্টালী কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

ইষ্টার্ণ প্রপার্টিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রশান্তকুমার দেব বর্ম্মণ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫১, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনু-মোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার ষ্টক ইত্যাদি ক্রয় ও মজুতের ব্যবসা।

বেঙ্গল এণ্ড বিহার কোল্ এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বনওয়ারীলাল আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—খনি ও খনির স্বত্ব ক্রয়।

সুর ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শিশিরকুমার সুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, মিডল রোড, এণ্টালী, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কাঠ ও কাষ্ঠজাত দ্রব্যাদির কাজকারবার।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২০
হেড অফিস ঃ— কলিকাতা
ব্রাঞ্চ ঃ— ময়মনসিং
আপনার ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ সমস্যা আমাদিগকে সমাধান করিতে দিন।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ন্যায় তেজী না হইলেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সুদীর্ঘ একটানা মন্দার ভাবের তুলনায় সন্তোষজনক সন্দেহ নাই। তুলা ও চিনি ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ী মহলের নিকট হইতে এবার কিছু পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত টাকার চাহিদা বহুকাল যাবৎ ছিল না। সুতরাং টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব এখনও পুরামাত্রায় বজায় রহিলেও বাজারের অবস্থা তুলনায় ভাল।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময়-বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় মন্দা বলিতে হইবে। কিছু কিছু রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ খুবই কম।

গত ৩০শে মার্চ্চ তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৶৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে এবং তন্নিম্ন দরের আবেদন সব অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং উহার গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ৬ই এপ্রিল বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ৫ই এপ্রিল কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৯ই এপ্রিল তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ৩১শে মার্চ্চ হইতে ৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী "ইণ্টার-মিডিয়েট" ট্রেজারী বিল পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। গত ২৪শে মার্চ্চ হইতে ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উক্ত বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৪ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৩৯ কোটি ৩২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৩৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৭২ লক্ষ টাকা; তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫ কোটি ২ লক্ষ ১ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। উপরোক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, ৩২ লক্ষ ১২ হাজার ও ১২ কোটি ৭০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫$\frac{৫১}{৫২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩রা এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাবই চলিয়াছে বলা চলে। দরের ওঠা-নামা বা কাজকারবারের পরিমাণ কোনটাই খুব বেশী হয় নাই। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাঙ্গলায় উপর্য্যুপরি জাপ বিমান আক্রমণই যে ইহার কারণ সে কথা না বলিলেও চলে। তবে সূতার দাম বাঁধিয়া দিয়া সম্প্রতি যে সরকারী আদেশ জারী করা হইয়াছে তাহাও বাজারের মন্দারভাব বাড়াইয়া তুলিবার কাজে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে। তিউনিসিয়া হইতে ৮ম আর্ম্মির সাফল্যের সংবাদ যদি না আসিত তবে বাজারের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাইত বলিয়া মনে হয়।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের ক্রয়বিক্রয় নাই বলিলেই হয়। দরও প্রায় অপরিবর্ত্তনীয়ই রহিয়াছে। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪৵০ মেয়াদী কাগজের বিকিকিনি কশ্চিৎ লক্ষ্য করা গিয়াছে। ৩৲ সুদের মেয়াদী (১৯৪৬) ১০৫/০ এবং ৩৲ সুদের মেয়াদী (১৯৪৯-৫২) ডিফেন্স বণ্ড ১০৬৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির কোন ঋণপত্র হস্তান্তরিত হইতে দেখা যায় নাই।

ডিবেঞ্চার

ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশনের ৫৲ সুদের ডিবেঞ্চার ১০০/০ এবং রোটাস ইণ্ড্রাষ্টীজ এবং ৫৷৷০ সুদের ডিবেঞ্চার ১০৪৸৵ মূল্যে হস্তান্তরিত হইয়াছে। ৩৷০ সুদের হাওড়া ব্রিজের ডিবেঞ্চারের দাম উঠিয়াছিল ৯৭৷৷০ আনা।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের শেয়ারও বিশেষ বিকিকিনি হয় নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৭৪১৲ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ১০৫৷৷০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

দুই কূল রক্ষা!

১ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ
এই দুইটিকেই রক্ষা করা জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য।

২ বীমাকারী এবং এজেণ্ট
এই দুই পক্ষকেই সর্ব্বোত্তম
সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য।

(প্রস্পেক্টাসের জন্য আবেদন করুন)

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলগুলির মধ্যে কানপুর টেক্সটাইল এবং এলগিন মিলের শেয়ারের দামই হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়। কানপুর টেক্সটাইলের শেয়ার ১৯।৵০ আনা হইতে হঠাৎ ২৩৲ চড়িয়া যায়। বোনাস প্রাপ্তির সম্ভাবনাই অবশ্য এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ। এলগিন মিলস্‌এর শেয়ারের মূল্যও ৫৪৲ হইতে ৫৮৲ টাকা হয়। বেঙ্গল-নাগপুর—৩২৸০ আনাতেই আছে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ডানবার—২৮৪৲ কেশোরাম—অনুর্দ্ধ ১৮।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

এ্যামালগেমেটেড—৩৫৶০, বেঙ্গল—৪৪১৲, ইকুইটেবল—৩৪৸০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া—৩৩৸০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটকল

আদমজী—৩০৷৵০, আগরপাড়া—২৭৷৷০, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া—৩৮০৲, হাওড়া—৫৯৸০, হুকুমচাঁদ—২৩৸০ চম্পারণী—১৮৯৲ ইণ্ডিয়া—৫১১৲ কামারহাটী—৫৪৫৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ারের মূল্য খুব অল্প গণ্ডীর মধ্যে ওঠানামা করিতে দেখা যায়। ষ্টীল কর্পোরেশন—২৫।০ ; ভারতীয় ইলেক্‌ট্রীক ষ্টীল—১৪৸০ বার্ণ এণ্ড কোং—৩৮০৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

চিনির কল

এই মন্দার সপ্তাহে এক চিনির কলের শেয়ারের বাজারই তেজী দেখা যায়। কেরু এণ্ড কোং—১৬৸০, চম্পারণ—২৯৲, সমস্তিপুর—১৪৸০, ইউ, পি, সুগার ১৮৷৷০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারও বিশেষ কেনাবেচা হয় নাই। বিশ্বনাথ—৩৪৲০, হান্তাপাড়া—৫৫৫৲, হাতীকীরা—৩০।০, তীস্তাভ্যালী—৩৩।০, তেজপুর—১৪৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প—১৭৬৲, ষ্টার—২০৲, টিটাগড়—২৪।০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

বিবিধ

বার্ম্মা কর্পোরেশন—২১৩৲, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল—২৪০৲, মেদিনীপুর জমিদারী—৭৭৲, এল্যুমিনিয়ম কর্পোরেশন—১২।৵০, আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট—১৩।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর শেয়ারের দাম ১৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার ১৮৲ টাকায় নামিয়া যায়।

এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ২৫শে মার্চ্চ—১০০৷৷০ ; ২৯শে—১০০৷৵০৷ ৩৲ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৬৩-৬৫) ২৫শে মাঃ—৯৫৷৵০ ; ২৬শে—৯৫৸০ ; ২৯শে—৯৫৷৷০ ৷ ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৯শে মাঃ—১০৩৲ ; ৩০শে—১০৩৵০। ৩৲ সুদের লোন (১৯৫১-৫৪) ২৯শে মাঃ—৯৯৸০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ২৯শে মাঃ—৯৯৷৷০। ৩৷৷০ সুদেরি কোম্পানীর কাগজ ২৫শে মাঃ—৯৪৲ ৯৪৵০ ৯৪৷০ ; ২৬শে—৯৪৲ ৯৪৵০ ; ২৯শে—৯৪৲ ৯৪৷০ ; ৩০শে—৯৪৵০ ; ৩১শে—৯৪৵০। ৩৷৷০ সুদের লোন (১৯৪৭-৫০) ৩১শে মাঃ—১০৩৸৵০। ৫৲ সুদের লোন (১৯৪৫-৫৫) ২৫শে মাঃ—১০৮৷০ ; ২৯শে—১০৮৲।

ডিবেঞ্চার

৩৷৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ২৯শে মাঃ—৯৭৲ ৯৭৷৷০। ৫৲ সুদের (১৯১৫-৪৫) ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ৩১শে মাঃ—১০৮৲। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ ৩১শে মাঃ—১০৪৸০।

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ (প্রেফ) ২৬শে মাঃ—১৫৬৲ ; ২৯শে মাঃ—১৫৮৲। সেণ্ট্রাল ২৫শে মাঃ—৬১৲ ৬৩৲। ইম্পিরিয়াল (আদায়ীকৃত) ২৫শে মাঃ—১৭২৩৲ ১৭৩৮৲ ; ৩০শে—১৭৩৫৲ ; ৩১শে—১৭৪০৲। রিজার্ভ ২৫শে মাঃ—১০৬৲ ; ২৬শে—১০৬৷৷০ ১০৭৲ ১০৬৲ ; ২৯শে—১০৭৲ ১০৬৷৷০ ; ৩০শে—১০৬৲ ; ৩১শে—১০৫৷৷০।

কয়লার খনি

এ্যামালগেমেটেড ২৫শে মাঃ—৩৫৶০ ; ২৯শে—৩৪৸০ ; ৩০শে—৩৫।০। বেঙ্গল ২৫শে মাঃ—৪৪১ ; ২৯শে—৪৩৮৲ ; ৩১শে—৪৪০৲। বেঙ্গল-নাগপুর ২৫শে মাঃ—৩৪৸০ ; ৩১শে—৩২৸০। বরাকর ২৫শে মাঃ—১৪৲ ; ২৬শে—১৪৷৵০ ; ৩০শে—১৪৵০। বেমো মেইন ২৫শে মাঃ—১২৸৶০ ১৩৲ ১৩৷৵০ ; ২৯শে—১৩৲। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৫শে মাঃ—২০৲ ; ৩১শে—১৯৷৷০। ইকুইটেবল ৩১শে মাঃ—৩৪৷৵০ ৩৪৸০। কাটরাস-ঝরিয়া ২৬শে মাঃ—৩১।০ ৩১৷৵০ ; ৩০শে—৩১৲ ; ৩১শে—৩১৷৷০। মণ্ডলপুর ২৬শে মাঃ—১০।০। নিউ বীরভূম ২৬শে মাঃ—১৮৲ ১৮৷৵০। সাউথ করণপুরা ৩০শে মাঃ—৫৵০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১শে মাঃ—৩৩৷৵০ ৩৩৸০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ২৫শে মাঃ—৯৷৷০ ; ৩০শে—৯৷৵০ ৯৸০। বেঙ্গল-নাগপুর ২৫শে মাঃ—৩২৸০ ৩২৸০ ৩২৸৵০ ৩২৸৵০ ; ২৯শে—৩২৸৵০ ৩২৸০। বেনারস ২৫শে মাঃ—১০৷৵০ ১০৸০ ১০৸৵০ ; ২৬শে—১১৲ ; ২৯শে—১১৲ ; ৩০শে—১১।০ ১১৷৵০ ১১৷৵০ ; ৩১শে—১১৵০ ১১৵০। বাউরিয়া ২৫শে মাঃ—৫০০৲ ; ৩০শে—৫০২৲। কানপুর টেক্সটাইল ২৫শে মাঃ—১৯।০ ; ২৬শে—১৯৷৷০ ১৯৸০ ২০৲ ২০৵০ ২০৵০ ; ২৯শে—২১৲ ২১৵০ ২১।০ ২১৷৵০ ২১৷৷০ ২১৷৵০ ২১৷৷০ ২১৸৵০ ২১৸৵০ ২২৲ ; ৩০শে—২১৸০ ২২৲ ২২৵০ ২২৷৷৵০ ২২৸০ ২২৸৵০ ২৩৵০। ঢাকেশ্বরী ৩০শে মাঃ—২১৸০। ডানবার ২৫শে মাঃ—২৮১৷৷০ ২৮৪৲ ; ২৬শে—২৯১৲। এলগিন ২৬শে মাঃ—৫৪৵০ ৫৪।০ ৫৫৲ ; ২৯শে—৫৫৷৷০ ৫৬৲ ৫৬।০ ৫৫৲ ; ৩০শে—৫৫৷৵০ ৫৫৷৷০ ৫৫৷৷৵০ ; ৩১শে—৫৮৸০। কেশোরাম (অর্ডি) ২৫শে মাঃ—১৮।০ ; ২৯শে—১৭৸৵০ ; ৩০শে—১৭৸৵০ ১৮৲ ১৮৵০ ১৮৵০ ১৮।০ ; (প্রেফ) ৩০শে—১৪৫৷৷০ ১৪৬৲। মহালক্ষ্মী ২৬শে মাঃ—৩৩৸০। মুইর মিলস্ ২৫শে মাঃ—

স্থাপিত—১৯৩১
হেড অফিস—
ভবানীপুর, কলিকাতা।
টেলিফো—পি, কে, ২৬৮১
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :
১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নর্টন বিল্ডিংস
ফোন : ক্যাল : ৬৫৭৯,
পে অফিস : ইছাপুরা (ঢাকা) ::
এজেন্সি—
বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড.
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ বি, মুখার্জ্জী

বড়বাজার :
২০৪, হ্যারিশন রোড,
ফোন : বি, বি, ২২০৪
টেলিগ্রাম—"রেণবো"
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা—
বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্য প্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯
আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক
কার্য্যকরী মূলধন ... ১২ লক্ষাধিক
শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা।
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

সাপ্লাই বিভাগ
● চায়ের বাক্স
● চা
● কয়লা
● লবণ
● মণিহারী
● পাট
● তামাক
● টীম্বার
জি, এস্, এম্পোরিয়ম্ লিঃ
একটি ঘোষ জাতীর প্রতিষ্ঠান

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিভিন্ন বিভাগ
● রেডিও
● ইলেক্‌ট্রিক ক্যাল
● হোসিয়ারী
● কনফেকসনারী
● বিস্কুট
● বাণার
● ভিটামিন্স
জি, এস্, এম্পোরিয়ম্ লিঃ
কলিকাতা, কুচ-বিহার, জলপাইগুড়ি

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১২ই এপ্রিল, সোমবার ১৯৪৩ | ৪৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৮৫-৮৮৭	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮৯৩-৯০০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮৮৮	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৯০১
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব	৮৮৯-৮৯০	বাজারের হালচাল	৯০২-৯০৬
বাংলায় খাদ্য-সঙ্কট	৮৯১-৮৯২		

CUTTA UNIV

সাময়িক প্রসঙ্গ

খাদ্য সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব

কলিকাতার একটি বাঙ্গলা দৈনিক পত্র বর্ত্তমান যুগকে প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির যুগ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। উহাদের এই মন্তব্য যে কতদূর সত্য বর্ত্তমান খাদ্য সঙ্কট উপলক্ষে আমরা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। চাউল, ডাল, আটা প্রভৃতির মূল্য ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠায় এই দরিদ্র দেশে অগণিত জনসাধারণকে অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে হইতেছে। কিন্তু দেশের গবর্ণমেণ্ট খাদ্য সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে নিছক আশাভরসা দেওয়া ছাড়া এবিষয়ে কার্য্যতঃ প্রায় কিছুই করিতেছেন না। এবার প্রথম যখন চাউলের মূল্য বাড়িতে সুরু করে তখন বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রীরা জানাইয়াছিলেন যে, চাউলের বাজারের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ সচেতন আছেন। এবিষয়ে শীঘ্রই সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা হইতেছে; কাজেই ফলে বাঙ্গলার লোকদের আর কোন চিন্তাভাবনার কারণ নাই। সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এক বৈঠক ডাকাইয়া সগর্ব্বে সেই পরিকল্পনার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উক্ত পরিকল্পনায় ট্রেড ডিস্‌ট্রিবিউসন ট্রাইব্যুনেলের সাহায্যে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বিশ্বাসভাজন ব্যবসায়ী নিয়োগ করিয়া তাহাদের মারফতে নিয়ন্ত্রিত দরে সাধারণকে চাউল সরবরাহের প্রস্তাব ছিল। সেই পরিকল্পনার মুখবন্ধে গবর্ণমেণ্ট ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, কলিকাতা সহরে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য তাঁহারা শীঘ্রই রেসনিং বা বরাদ্দ-প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। কোন খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কতদূর মাত্রায় রেসনিং করা হইবে এবং প্রত্যেক পরিবারের জন্য খাদ্য সামগ্রী বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইবে, না প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ বাধিয়া দেওয়া হইবে—সেসব ছোটখাট প্রশ্ন বিবেচনাই শুধু বাকি রহিয়াছে। ঐ প্রস্তাবের পর প্রায় আড়াই মাসকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত কোন দিক দিয়া কার্য্যকরী হইল না। উপরোক্ত বৈঠক হওয়ার পর কলিকাতা ও বাঙ্গলার অন্যত্র চাউলের দর বাড়িয়া মণপ্রতি ২০ হইতে ২৩ টাকা পর্য্যন্ত পৌঁছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দল উহা নিয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ফলে সরকারপক্ষের প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির মাত্রা বাড়িয়া যায়। মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে এক নিন্দাসূচক প্রস্তাবের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক ঘোষণা করেন যে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে তাঁহারা শীঘ্রই একটি ফুড এডভাইসরী কমিটি গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ভারত সরকারের সহিত বুঝাপড়া করিয়া কলিকাতায় প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আনয়ন সম্পর্কে তাঁহারা একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই সেই খাদ্যদ্রব্য আসিয়া পড়িতেছে। কাজেই কলিকাতাবাসীদের আর কোন ভয় নাই। তৎপর মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জি খাদ্য সরবরাহ বিভাগের নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া আরও কয়েকবার এই শ্রেণীর প্রতিশ্রুতিরই পুনরাবৃত্তি করেন। ফুড এডভাইসরী কমিটি গঠনের প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই। তবে কলিকাতায় গাড়ী বোঝাই চাউল আমদানীর খবর রীতিমতই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইতে থাকে। সেই খবর কতদূর সত্য তাহা জানি না, কিন্তু গাড়ী ভর্ত্তি চাউল আসিবার কোন সুফল কলিকাতাবাসী আজ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করে নাই। চাউলের দর যথানিয়মে বাড়িয়া সম্প্রতি ২৬ টাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আর সেই দরে চাউল কিনিয়া লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। কলিকাতা সহরে সাধারণের ভিতর চাউল বিতরণের

জন্য গবর্ণমেণ্ট যে মুষ্টিমেয় দোকান ও ডিপো বসাইয়াছিলেন খাদ্য সমস্যার জটিলতা বাড়িলেও তাহার সংখ্যা বাড়িতেছে না। বরং গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটি নোটিশ জারী করিয়া ঐসব ডিপো হইতে প্রদেয় চাউলের মূল্যের হার কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। ডিপো হইতে সেই বর্দ্ধিত দরে চাউল কিনিতে গিয়া জনসাধারণ পূর্ব্বের মতই নাজেহাল হইতেছে। খাদ্য সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে যাবতীয় সরকারী প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির এই পরিণতি দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। দেশে চাউল, ডাল ও আটা সরবরাহের সুব্যবস্থা করিয়া যেসব মন্ত্রী জনসাধারণের দুঃখ মোচনের ভরসা দিয়াছিলেন মন্ত্রিত্বের মসনদে আজ আর তাঁহারা উপবিষ্ট নাই সত্য, কিন্তু গবর্ণর বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া মাল সরবরাহ বিভাগের কৃতকর্ম্মা রাজপুরুষেরা ত বহাল তবিয়তেই বজায় রহিয়াছেন! দেশে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে গিয়া শাসিতদের মারাত্মক খাদ্য সমস্যা সমাধানে তাঁহাদের কি কোন দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য নাই? বোম্বাই প্রদেশে কোন জন-প্রতিনিধি-মূলক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত না থাকাতেও গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় গত ১১ই এপ্রিল হইতে বোম্বাই সহরে রেশনিং প্রথায় জনসাধারণের ভিতর নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়ের পাকা বন্দোবস্ত হইয়াছে। এ প্রদেশের জনসাধারণ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট সেইটুকু সুব্যবস্থাও কি দাবী করিতে পারে না?

বেভারীজ পরিকল্পনা ও তাহার পরিণতি

ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে সমাজকল্যাণমূলক কার্য্যধারা অবলম্বন সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম বেভারীজ যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন স্বার্থভোগী সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে তাহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম বলিয়াই মনে হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার জন এণ্ডারসন কিছুদিন পূর্ব্বে হাউস্ অব্ কমন্সএ এরূপ ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট উক্ত পরিকল্পনা যথাযথ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, উহার কয়েকটি নির্দ্দেশই শুধু তাঁহারা কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করিবেন। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর বেভারীজ পরিকল্পনা সম্পর্কে লোকের সে উৎসুক আগ্রহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে একটা বড় রকম জাতীয় দুর্য্যোগের সম্মুখীন হইয়া গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিবার জন্য স্যার উইলিয়াম বেভারীজের উপর একটা সমাজ-কল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার ভার দিয়াছিলেন। কিন্তু পুঁজিবাদীদের বিরাগ-ভাজন হইবার ভয়ে এখন আর তাঁহারা ঐ শ্রেণীর ব্যাপক কার্য্যধারা অবলম্বনে আগ্রহান্বিত নহেন। বেভারীজ পরিকল্পনার যে কয়েকটি প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন উহাদের বিরোধিতায় তাহাও শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইবে কি না সন্দেহ। বেভারীজ পরিকল্পনার এ হেন পরিণতির সম্ভাবনা দেখিয়া লণ্ডনের ফেবিয়ান সোসাইটির চেয়ারম্যান সুবিখ্যাত অর্থনীতি-বিদ মিঃ জি ডি এইচ্ কোল সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা সকল দিক দিয়াই খুব প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি। তিনি বলিয়াছেন, বেভারীজ পরিকল্পনা সম্পর্কে ইংলণ্ডের স্বার্থভোগী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা সম্পূর্ণ গতানুগতিক ধারায়ই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যখন কোন কারণে দেশে বিপদের সূচনা দেখা যায় তখন দেশের শাসকশ্রেণী সাধারণের উপকারার্থ অনেক কিছু করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিপদ কাটিয়া গেলে বা কাটিয়া যাওয়ার নমুনা দেখা গেলে তখন সে সব সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা সম্পর্কে আর তাঁহারা কোন আগ্রহ বোধ করেন না। ফলে লোকের দারিদ্র্য ও দুঃখ-গ্লানি অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় দেশের শাসকশ্রেণী জন-কল্যাণ সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলিয়া তাহা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করেন নাই। জার্ম্মাণীর প্রাথমিক আক্রমণের প্রাবল্যে এবার যখন ইংলণ্ডের উপর দিয়া বিপর্য্যয়ের ঝড় বহিয়াছিল তখন এদেশের শিল্প ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের বড় বড় কর্ণধারগণ যুদ্ধে জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য সমাজকল্যাণের সুমহান বাণী আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এবার স্থায়িভাবে বিজয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাদের সহিত সুর মিলাইয়া গবর্ণমেণ্টও তখন অনেক কিছু সঙ্কল্প শুনাইয়াছিলেন। এক্ষণে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইংলণ্ডের সে বিপদ কাটিয়া যাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে, আর সকলেই অন্যরূপভাবে কথা বলিতে সুরু করিয়াছেন। সমাজকল্যাণের কার্য্যনীতি সম্পর্কে এক্ষণে আবার বিচার ও বিশ্লেষণের সেই মামুলী যুক্তিই শুনা যাইতেছে। শিল্প ও বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির বড় কর্ত্তারা বলিতেছেন, সমাজকল্যাণমূলক কার্য্যধারা অবলম্বনে তাঁহাদের আপত্তি নাই, তবে যুদ্ধের পরে দেশের আর্থিক অবস্থার গতি বুঝিয়া সাবধানতার সহিত ঐ বিষয়ে হাত দিতে হইবে। উহাদের অভিরুচি অনুযায়ী গবর্ণমেণ্টও বেভারীজ পরিকল্পনার অনেকগুলি নির্দ্দেশ বাতিল করিয়া দিয়া মাত্র অংশতঃ তাহা কার্য্যকরী করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিঃ কোলের এই প্রকার উক্তিতে জনকল্যাণ সম্পর্কে ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণীর আন্তরিকতার স্বরূপ সকলেই বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

সরকারী আর্থিক বিলিব্যবস্থা ও তাহার গলদ

যুদ্ধের সুরু হইতে ভারত সরকার যেভাবে তাঁহাদের বাজেটনীতি ও রাজস্বনীতি পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে দেশের স্বার্থ অবহেলিত হইয়া ক্ষতি ও অপচয়ের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি মিঃ আর এল নোপানী সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ভারতীয় অর্থনীতির সে শোচনীয় দিকটা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ একটি দরিদ্র দেশ, সেকারণে এদেশের সামরিক ব্যয় যথাসম্ভব কম করিয়া নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত। কিন্তু এদেশের গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে যত্নপর না হইয়া দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের মাত্রা প্রয়োজনাতিরিক্ত-রূপে বাড়াইয়া চলিয়াছেন। এমন অনেক শ্রেণীর সামরিক ব্যয় ভারতের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে যাহা বহন করার কোন ন্যায়সঙ্গত দায়িত্ব এদেশবাসীর নাই। ভারত হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নামে মালপত্র ক্রয়ের ব্যাপারে ভারত সরকার বর্ত্তমানে যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন এদেশের বিহিত স্বার্থের দিক দিয়া তাহাও যথেষ্ট আপত্তিকর। বৃটেনের নামে মালপত্র সরবরাহ করিয়া ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে তাহার বিনিময়ে কোন জিনিষ পাইতেছে না, স্বর্ণ রৌপ্যও আসিতেছে না। ভারতবর্ষ পাইতেছে শুধু ষ্টার্লিং। ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটেনকে মালপত্র দিয়া প্রথমতঃ তাহার বিনিময়ে স্বর্ণ দাবী করিতেছে। স্বর্ণ দেওয়ার পর যে দেনা অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহা পরিশোধের জন্য বৃটেনকে ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহাদের নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন খোয়াইয়া দিতে হইতেছে। ভারতের পাওনা মিটান সম্পর্কে সেই পন্থা অনুসৃত না হওয়ায় বৃটেনকে মাল দিয়া এদেশের অনুকূলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেবল কতগুলি ষ্টার্লিং সিকিউরিটিই সঞ্চিত হইতেছে—কোন দিক দিয়া প্রকৃত লাভের পথ প্রশস্ত হইতেছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত হইতে মাল প্রেরণ করিয়া এখনও কিছু কিছু ডলার পাওয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের অদ্ভুত বিধি-ব্যবস্থার দরুণ তাহাও এদেশের কাজে লাগান সম্ভবপর হইতেছে না। ভারতের জন্য সেই ডলার ব্যবহার না করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট উহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নামে সংরক্ষিত রাখিতেছেন। আর তৎবিনিময়ে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা করিতেছেন। এইভাবে নানা-দিক দিয়া যে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইতেছে তাহাও যথাসম্ভব ভারতের কল্যাণে নিয়োগ করার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া রাখিয়াছেন—যুদ্ধের পরে

ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের যখন কোন উপায় থাকিবে না বৃটিশ শিল্প ও বৃটিশ বাণিজ্যের সুবিধার্থ তখন ঐসব ষ্টার্লিং দিয়া তাঁহারা ভারতের নামে ইংলণ্ড হইতে মালপত্র ক্রয় করিবেন। আপাততঃ ঐসব ষ্টার্লিংকে ভিত্তি করিয়া গবর্ণমেণ্ট এদেশে নোটের প্রচলন বাড়াইয়া চলিয়াছেন। নোটের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বে বেশী পরিমাণে স্বর্ণ রৌপ্য মজুত রাখিবার রীতি ছিল। এক্ষণে প্রচলিত নোটের জামীনস্বরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র শতকরা ৭॥ ভাগ। যুদ্ধের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট নানাভাবে এদেশ হইতে স্বর্ণ চালান করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাহির হইতে ভারতবর্ষে যাহাতে কোন স্বর্ণ না আসিতে পারে সেজন্য তাঁহারা এই যুদ্ধের সময়ে উহার আমদানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। রৌপ্য সম্পর্কে সরকারী কার্য্যনীতির ধারা আরও বেশী মারাত্মক হইয়া দেখা দিয়াছে। ভারতের লোকেরা ৩৩ পেনী দরেও এক আউন্স রূপা কিনিবার সুবিধা পাইতেছে না। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স ২৩॥ পেনী দরে প্রচুর পরিমাণে এদেশীয় রূপা বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন। ভারত সরকারের অর্থনীতিক বিলিব্যবস্থার গলদের দরুণ এইভাবে সকল দিক দিয়াই দেশবাসীকে যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। ভারতের কল্যাণ দেখিতে হইলে এই শ্রেণীর গলদের সময়োচিত প্রতিকার প্রয়োজন। আমরা মিঃ নোপানীর এই মন্তব্য সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই সব ইচ্ছাকৃত গলদ ও অব্যবস্থার কোন প্রতিকার আছে কি?

জনকল্যাণের প্রচেষ্টা

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যা নিয়া সর্ব্বত্র আলোচনা সুরু হইয়াছে। যুদ্ধের শেষে লোকের দুঃখ গ্লানি নূতন করিয়া বৃদ্ধি না পাইয়া যাহাতে এখনকার তুলনায় তাহা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায় সেজন্য ব্যাপকভাবে জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের কথা উঠিয়াছে। বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য সমস্যার প্রতিকারের জন্য পূর্ব্ব হইতে সুসঙ্গত কার্য্য-ধারা অবলম্বনের কথা শুনা যাইতেছে। জনকল্যাণ সম্পর্কে এই ভাবে সর্ব্বত্রই যে আগ্রহ দেখান হইতেছে, তাহা আমরা এ যুগের একটা বিশেষ শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি। তবে একথা বোধ হয় বলা অনুচিত হইবে না যে, লোকের বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য সমস্যা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিলেও এ সম্পর্কে সমুচিত ব্যবস্থা কি হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহাদের অনেকেরই কোন সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা নাই। এ বিষয়ে উপযুক্ত কার্য্যনীতির নমুনা হিসাবে এই স্থলে আমরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের টেনিজ ভেলী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট একটা বিস্তীর্ণ অনুর্ব্বর অঞ্চলকে যেভাবে ধনসম্পদে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন পৃথিবীর হিসাবে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিজ ভেলী অঞ্চলটি পূর্ব্বে নানাকারণে একটা অভিশপ্ত দেশে পরিগণিত ছিল। এই দেশের জমিতে খাদ্যশস্য বিশেষ কিছুই ফলিত না। তামাক ও তূলার চাষ কিছু পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাহাড়ীয় নদীর বন্যায় তাহাও অধিকাংশ সময়ই বিনষ্ট হইয়া যাইত। বর্ষার সময়ে পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টির জল জমিয়া ও শীতের দিনে বরফ গলিয়া এই বন্যার সৃষ্টি হইত। উহার প্রাবল্যে শস্য রক্ষা তো দূরের কথা গাছপালা পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইত। একবার এই বন্যা এরূপ মারাত্মক আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহাতে টেনিজ ভেলীর ৭ লক্ষ লোক নিজেদের আবাস ভূমি হইতে ভাসিয়া গিয়াছিল। মিঃ রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর টেনিজ ভেলীর লোকদের শোচনীয় দুঃখদুর্দ্দশা সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি নিয়োজিত হয়। তাঁহার অনুপ্রেরণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৩ সালে ঐ অভিশপ্ত অঞ্চলের সমুচিৎ উন্নতি সাধনের জন্য ৫০ কোটি ডলারের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং কলা কৌশল অবলম্বন করিয়া ঐ দেশের আর্থিক সংগঠনের জন্য ব্যাপক বিধিব্যবস্থা সুরু করা হয়। ঐ বিধিব্যবস্থার ফলে উপযুক্ত সংখ্যক বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া বর্ত্তমানে টেনিজ ভেলীর পার্ব্বত্য নদীসমূহকে সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব-পর হইয়াছে, তাহাতে বন্যার প্রকোপ সম্পূর্ণ-ভাবে নিবারিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে টেনিজ ভেলীতে নানা প্রকার খনিজ শিল্প গড়িয়া তোলার সুব্যবস্থা হইয়াছে। ওহিও ও মিসিসিপি নদীর মধ্যবর্ত্তী পাঁচশত মাইলব্যাপী নদীপথ সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার মারফতে এলুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, গন্ধক ও এমোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে চালান দেওয়া হইতেছে। সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়া তাহার সাহায্যে টেনিজ ভেলীর সর্ব্বত্র বহু প্রকার অত্যাবশ্যক শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ঐ অঞ্চলটি একটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিগণিত হইয়াছে। বন্যার জল প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় টেনিজ ভেলীতে বর্ত্তমানে চাষাবাদের কাজেও অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে যেসব শস্য উৎপন্ন হইত না এক্ষণে ঐস্থানে তাহাও অনেক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ফলে টেনিজ ভেলীর লোকদের আয় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আজ পূর্ব্বের তুলনায় শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনার সাফল্য আজ দুনিয়াবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। অন্যান্য দেশের গবর্ণ-মেণ্ট জনকল্যাণ সম্পর্কে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতে গিয়া আজ এই শ্রেণীর পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। দুনিয়ার অনেক দেশই কৃষি শিল্পের দিক দিয়া অনেক পশ্চাৎপদ অঞ্চল রহিয়াছে। উপযুক্ত পরি-কল্পনা নিয়া সেই সব অঞ্চলের অর্থনৈতিক সুযোগ সম্ভাবনা কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইলে লোকের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার প্রতিকার হইতে পারে, জাতীয় সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হইতে পারে।

ধানের পূর্ব্বাভাস

এদেশে ধানের চাষ ও চাউলের উৎপাদন সম্পর্কে সম্প্রতি গত ১৯৪২-৪৩ সালের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে। চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দেশে বর্ত্তমানে যে জটিল সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এই পূর্ব্বাভাস সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গত ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মোট ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল, ১৯৪২-৪৩ সালে সে স্থলে ৭ কোটি ৪৯ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। অর্থাৎ ধানের জমি শতকরা দুই ভাগ বাড়িয়াছে। কিন্তু জমি বাড়িলে কি হইবে, যে ফসলের জন্য জমি চাষ করা তাহার উৎপাদন এবার বাড়ে নাই। গত ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। সেস্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে উহার উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টন দাঁড়াইয়াছে। এই দুর্দ্দিনে চাউলের উৎপাদন এইভাবে শতকরা ৩ ভাগের মত হ্রাস পাওয়া খুবই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন প্রদেশের বিবরণ আলোচনা করিলে জানা যায় গত ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলা, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও সিন্ধু প্রদেশে চাউলের উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও আসামে উহা কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও সিন্ধু প্রদেশে প্রয়োজনীয় সরকারী চেষ্টা নিয়োজিত হওয়ার ফলে ধানের জমি কিছু পরিমাণে বাড়িয়াছিল। কিন্তু আবহাওয়াজনিত বিপর্য্যয় ও অন্য নানারূপ দুর্ব্বিপাকে ঐ সব প্রদেশে সে অনুপাতে ফসল হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় ধানের চাষ ও চাউল উৎপাদন—এই উভয় দিক দিয়াই এবার একটা বিরূপ অবস্থা লক্ষ্য করা গিয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে এ প্রদেশে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া ২ কোটি ৩১ লক্ষ একরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ফলে এ প্রদেশে চাউলের উৎপাদন পূর্ব্ববারের তুলনায় ২৯ লক্ষ টন কমিয়া এবার মাত্র ৬৯ লক্ষ ১৬ হাজার টন দাঁড়াইয়াছে। যে বাঙ্গলা সরকার ১৯৪২-৪৩ সালে খাদ্য ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া-ছেন এবং প্রথম হইতে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক কিছু করিবার সঙ্কল্প আওড়াইতে-ছেন ইহা তাঁহাদের সমুচিৎ কৃতিত্বের পরিচয় নয় কি?

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহধর্ম্মিণী বেগম আজাদ গত ৯ই এপ্রিল দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ আরও বেশী মর্ম্মান্তিক এই কারণে যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীকে দেখিবার জন্য বেগম আজাদের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্য্যন্ত অপূর্ণ রহিয়াই গেল। ভারত সরকার মৌলানা আজাদকে তাঁহার মরণাপন্ন সহধর্ম্মিণীর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেন নাই। আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি এতখানি মর্য্যাদা মানুষের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় আর কোন শাসকশ্রেণীই দেখাইতে পারেন নাই। মৃত্যুর দিন কয়েক পূর্ব্ব হইতেই বেগম আজাদের অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে। মৌলনা আজাদকে দিন কয়েকের জন্য সাময়িকভাবে "মুক্তি" দিবার আবেদন জানাইয়া যথাসময় বোম্বাই সরকারকে তার প্রেরণ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারও ব্যক্তিগতভাবে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের নিকট তারযোগে অনুরূপ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সকল আবেদন-নিবেদনই নিষ্ফল হইয়াছে। ভারতের বৈদেশিক আমলাতন্ত্র মানবতাবোধের ধার ধারে না। মৌলানা আজাদকে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সহিত শেষ দেখার অনুমতি দিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইত কি?

* * *

মিঃ চার্চ্চিল যেমন মিষ্টভাষী, মিঃ আমেরী তেমনি সত্যবাদী। গত ৮ই এপ্রিল কমন্স সভায় জনৈক শ্রমিক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন, "প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের বিধিবিধান অনুসারেই বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের পদত্যাগ ঘটিয়াছিল। তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় নাই।" পুরাপুরি সত্য কথা বলা হইল বটে, কিন্তু তথ্যগ্রাহ্য প্রমাণ দিতে না পারিলে কমন্স সভার বুদ্ধিমান সদস্যগণ তাহা সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিবেন কেন! সুতরাং পরক্ষণেই আমাদের সত্যসন্ধ ভারতসচিব তাঁহার খাঁটি খবরের স্বপক্ষে জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে এক বিবৃতিও দিয়াছেন। ইহার পরে কমন্স সভার সদস্যগণের মনে আর কোন সংশয় থাকা উচিত নহে। যাহা হউক, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পদত্যাগের খবরটা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ যদিও ভারত-সচিব মিঃ আমেরী মারফৎ প্রত্যক্ষভাবে শুনিবার সুযোগ পান নাই, তথাপি স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের মুখ হইতে স্বকর্ণে তাঁহারা সকল কথা বহু আগেই জানিতে পারিয়াছিলেন। দেশের লোকও যথা-সময় যথার্থ খবর জানিতে পারিয়াছেন। এতদিনে ইংলণ্ডের লোকেরাও 'যথার্থ' সংবাদটা পাইলেন। উভয় দেশের এই যথার্থ তথ্য জানার মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থাকে, সেই দোষ নিশ্চয়ই মিঃ আমেরীর নহে—সেই অপরাধও বোধ হয় আমাদেরই শ্রবণেন্দ্রিয়ের। কেননা, মিঃ আমেরী যে সত্যবাদী একথা আগেই আমরা অকপটে স্বীকার করিয়া লইয়াছি।

* * *

কোনও বিশিষ্ট মুসলমান বা কোন এক মুসলিম দল অপর কোন হিন্দু বা নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নিকট সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিলে অমনি এক শ্রেণীর মুসলমান এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন যে, বর্ণ হিন্দুরা অখণ্ড মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। স্বীয় বা স্বদলীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থ রক্ষার অপকৌশল ছাড়া এই জাতীয় অভিযোগের মূলে কোন প্রকার শুভ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। সম্প্রতি মুসলিম লীগের বাঙ্গলা মুখপত্রখানি অনুরূপ কুযুক্তির বিষবাষ্প ছড়াইয়া বর্ণ হিন্দু-গণের উপর অযথা দোষারোপ করিয়াছেন। আমরা কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া এই সম্পর্কে প্রগতিশীল কোয়ালিশন পার্টির সেক্রেটারী মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দুজা সম্প্রতি যে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি: "বর্ণ হিন্দুরা বাঙ্গলার মুসলমান সম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া হৈ চৈ সুরু হইয়াছে। এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। ইহাকে জঘন্য মিথ্যা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বর্ণ হিন্দুরা আমাদের মধ্যে কোনদিনই বিভেদের সৃষ্টি করিতে আসেন নাই। পাঠান ও মোগলদের মধ্যে বিরোধের মূলে হিন্দুরা ছিলেন না। সিয়া ও সুন্নি বিভেদের জন্য হিন্দুরা যে দায়ী নহেন তাহা বলাই বাহুল্য। মৌলানা মোহম্মদ আলী, মৌলানা মামুদুল হোসেন, মৌলানা হোসেন, আমেদ মাদানী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ মনীষিগণ ও মিঃ জিন্নার অনুপন্থী মুসলিম রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে যে অনৈক্য ও বিসংবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বর্ণ হিন্দুদের কার্য্যকলাপের ফলাফল নহে।" এরূপ অকাট্য যুক্তি ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের পর মন্তব্য অনাবশ্যক।

* * *

সম্প্রতি আমেরিকার মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি প্রণীত "ওয়ান ওয়ার্ল্ড" বা "অখণ্ড দুনিয়া" নামক এক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু-কাল পূর্ব্বে মিঃ উইল্‌কি মধ্যপ্রাচ্য, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দেশে ভ্রমণ করিয়া যে রাজ-নৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন উক্ত পুস্তকে সেই সব অভিজ্ঞতার কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের পক্ষে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই যে, মিঃ উইল্‌কি তাঁহার গ্রন্থে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশ উদ্ঘাটিত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ উইল্‌কির আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণে আর যাহাই থাকুক্ বা না থাকুক, তাহাতে মিঃ চার্চ্চিলের সদম্ভ বাগাড়ম্বর নাই, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ধোঁয়াটে প্রতিশ্রুতি নাই, মিঃ কর্ডেল হালের অর্থপূর্ণ নীরবতাও নাই, মিঃ এণ্টনি ইডেনের সুমার্জ্জিত ছলচাতুরীও নাই। তিনি মিত্রপক্ষের সব চেয়ে বড় অসুবিধার প্রশ্নটাকেই বড় বেশী স্পষ্টাক্ষরে উত্থাপন করিয়াছেন: "What about India?" আফ্রিকা হইতে আলাস্কা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মিঃ উইল্‌কিকে বার বার এই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে: "ভারত সম্পর্কে কি করা হইতেছে?"

* * *

বিদেশে ভারত সম্পর্কে এবম্বিধ প্রশ্নবাণে মিঃ উইল্‌কিকে পদে পদে বিব্রত হইতে হইয়াছে। কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট যে-ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও অতলান্তিক

(২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য সম্প্রতি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব দুইটি এইরূপ—(১) অনুমোদিত মূলধনের অর্দ্ধেক পরিমাণ বিক্রীত মূলধন দেখাইতে না পারিলে কোন ব্যাঙ্ককে কার্য্য সুরু করিতে দেওয়া হইবে না। (২) অর্ডিনারী বা সাধারণ শেয়ার ছাড়া ব্যাঙ্ক কোম্পানীসমূহ অতঃপর অন্য কোন ধরণের শেয়ার বাহির করিতে পারিবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২৭৭ (আই) ধারার সহিত এই দুইটি বিধান যোগ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের তরফ হইতে যে খসড়া বিল উপস্থিত করা হয় তাহাতে উপরোক্ত বিধান দুইটিও সংযোজিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময় হইতে জগদ্ব্যাপী নূতন মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ ঐরূপ আইন প্রণয়নে ব্রতী না হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও সে সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি তুলেন নাই। তবে তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নের কার্য্য মুলতুবী থাকিলেও ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার মূলধন সম্পর্কে তাঁহাদের প্রস্তাবের মূলগত যুক্তি এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা যথাসম্ভব মানিয়া লইবেন এবং অতঃপর নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যাপারে বেশী করিয়া আদায়ী মূলধন দেখাইবার ঝোঁক ও অর্ডিনারী শেয়ার ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর শেয়ার বাহির করিবার রীতি অনেক পরিমাণে বন্ধ হইবে। কিন্তু যুদ্ধের গত সাড়ে তিন বৎসরে এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা সে বিষয়ে নিতান্তই নিরাশ হইয়াছেন। এই সময় মধ্যে দেশে ৩৮টি নূতন ব্যাঙ্ক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই শেয়ার মূলধন বিষয়ে প্রকৃত বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। কাজেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে সাধারণের নিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ স্বভাবতঃই আশঙ্কিত হইয়াছেন, আর সে কারণে বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর না হইলেও অন্ততঃপক্ষে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার মূলধন সম্পর্কে কোম্পানী আইনের ২৭৭ (আই) ধারায় উপরোক্ত দুইটি বিধান সংযোজিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কল্যাণের জন্য ও জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই ধরণের প্রচেষ্টা আমরা সময়োচিত ও সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। অনুমোদিত মূলধনের অর্দ্ধেক পরিমাণ বিক্রিত মূলধন দেখাইতে না পারিলে কোন ব্যাঙ্ককে কার্য্য সুরু করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া তাঁহারা যে প্রস্তাব করিয়াছেন প্রথমে তাহাই আলোচনা করা যাউক। ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানী গঠনের ব্যাপারে কোম্পানীর উদ্যোক্তারা উহার অনুমোদিত মূলধন বেশী করিয়া নির্দ্ধারণ করা সম্পর্কে প্রায়ই একটা ঝোঁক দেখাইয়া থাকেন। যে কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত ৫০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারিবে না সেই কোম্পানীর উদ্যোক্তারাও প্রথমে তাঁহাদের অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা ঘোষণা করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। কোম্পানী সম্পর্কে লোকের মনে সহজে একটা বড় রকম ধারণা জন্মাইবার ফিকিরেই অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। কোম্পানীর উদ্যোক্তারা বিজ্ঞাপন মারফতে তাঁহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ জাঁকজমকের সহিত প্রচার করেন এবং উহা দ্বারা দেশের লগ্নিকারীদিগকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। কোম্পানী পরিচালকদের পক্ষে, বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্ক পরিচালকদের পক্ষে, এইভাবে সাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা আমরা খুবই অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। কোন কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ বেশী হইলেই তাহা দ্বারা উহার আর্থিক দৃঢ়তা বা কার্য্যকারিতা প্রমাণ হয় না। আসলে কোম্পানী কি পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইল এবং তৎবাবদ কি পরিমাণ অর্থ আদায় হইয়া আসিল তাহার উপরই উহার সঙ্গতি ও আর্থিক ভিত্তি নির্ভর করিয়া থাকে। অথচ শেয়ার বিক্রয় ও তৎবাবদ টাকা আদায়ের প্রকৃত সম্ভাবনা বিবেচনা না করিয়া কোম্পানী গঠন করিতে গিয়া অনেকেই তাহাদের ইচ্ছামত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের গত সাড়ে তিন বৎসরে এদেশে মোট ৩৮টি ব্যাঙ্ক কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, আর তাহার মধ্যে ১৩টি ব্যাঙ্কের বিক্রিত মূলধনের খবর তাঁহারা পাইয়াছেন। ঐ তেরটি ব্যাঙ্ক কোম্পানীর মধ্যে মাত্র চারিটি কোম্পানী তাহাদের আদায়ী মূলধনের অনুপাতে অর্দ্ধেক বা অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাকী সমস্ত কোম্পানীর বিক্রিত মূলধনই অনুমোদিত মূলধনের অর্দ্ধেকের চেয়ে কম দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কল্যাণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই রীতি সর্ব্বদা অবাঞ্ছনীয় বলা চলে। উহার ফলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনসাধারণের অযথা বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও রহিয়াছে। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই অনিষ্টকর রীতি বন্ধ করিবার জন্য অনুমোদিত মূলধনের অর্দ্ধেক পরিমাণ বিক্রিত মূলধন না দেখাইয়া কোন ব্যাঙ্ক কার্য্য সুরু করিতে পারিবে না বলিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি।

অর্ডিনারী বা সাধারণ শেয়ার ছাড়া ব্যাঙ্ক সমূহকে আর কোন শেয়ার বাহির করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে অপর প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন আমাদের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারও খুব

যৌক্তিকতা রহিয়াছে। এদেশে অনেক ব্যাঙ্ক কোম্পানীকেই অর্ডিনারী শেয়ারের সঙ্গে প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডেফার্ড শেয়ার প্রভৃতি বাহির করিতে দেখা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্মারকলিপিতে বলিয়াছেন, যুদ্ধের গত সাড়ে তিন বৎসরে ভারতে যে ৩৮টি ব্যাঙ্ক কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে ২৩টি কোম্পানীর শেয়ার মূলধন সংক্রান্ত বিবরণ তাঁহাদের হাতে পৌঁছিয়াছে। ঐ ২৩টি কোম্পানীর মধ্যে ৪টি কোম্পানী অর্ডিনারী শেয়ারের সঙ্গে একযোগে প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডেফার্ড শেয়ার বাহির করিয়াছে। ৩টি কোম্পানীর অর্ডিনারী শেয়ারের সঙ্গে প্রেফারেন্স শেয়ার রহিয়াছে, তবে ডেফার্ড শেয়ার নাই। একটি কোম্পানী অর্ডিনারী শেয়ারের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ প্রেফারেন্স শেয়ার বাহির করিয়াছে। এদেশে সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের সুবিধা কম। সচরাচর ব্যাঙ্কসমূহ সেরূপ ঋণ প্রদান করেও না। কাজেই বাজারে প্রচুর পরিমাণ প্রেফারেন্স ও ডেফার্ড শেয়ার ছাড়িয়া যে কোন সর্ত্তে মূলধন যোগাড় করিবার সমীচীনতা ও সার্থকতা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মিছা-মিছি শুধু ভারাক্রান্তই করা হয়। সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কাজকারবার নির্ব্বাহ করার পক্ষে অর্ডিনারী শেয়ার মূলধন ও সাধারণের আমানতী জমা—এই দুইই সব চেয়ে উপযোগী। বিবেচনাসম্মত রীতিতে কার্য্য পরিচালনা করিয়া সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করতঃ এই দুই শ্রেণীর কার্য্যোপযোগী মূলধন সংগ্রহ বিষয়েই ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে যত্নপর হওয়া উচিৎ। তাহা না করিয়া দেশের অনেক ব্যাঙ্ক কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ে অযথা জোর দিতেছেন; ইহা পরিতাপের বিষয়। ব্যাঙ্কসমূহের এইরূপ কার্য্যধারা আলোচনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্মারক-লিপিতে উহার মূলগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্যাঙ্ক কোম্পানীর উপর নিজেদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও উহা হইতে নিজেদের অপরিমিত লাভের সুবিধা করিয়া লওয়ার ফিকিরেই কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্যোক্তারা প্রেফারেন্স ও ডেফার্ড শেয়ার ছাড়িবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই ধরণের অভিযোগ যে কতক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐ শ্রেণীর অনাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য উহাদের পক্ষে অর্ডিনারী শেয়ার ছাড়া অন্য কোন শেয়ার বাহির করা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়া দরকার।

এই যুদ্ধের সময়ে দেশে নানাভাবে লোকের হাতে বিস্তর নূতন অর্থ সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ অর্থ লাভজনকভাবে নিয়োগ করিবার সুবিধা বর্ত্তমানে খুবই কম। কাজেই সহজে বেশী পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করিবার প্রলোভনে সম্প্রতি দেশে নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। এই প্রকার ঝোঁক কতদূর সঙ্গত তাহা নিয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার আর্থিক ভিত্তি সম্বন্ধেও যে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা যুদ্ধকালীন অবস্থায় অল্পায়াসে যেরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার সুযোগ হইতে পারে, ব্যাঙ্কের আর্থিক বনিয়াদ শিথিল থাকিলে যুদ্ধোত্তর মন্দার সময়ে তাহার অস্তিত্বও তেমনই সহজেই বিপন্ন হইতে পারে। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধন সম্পর্কে উপরোক্ত দুইটি প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টকে অচিরে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। আশা করি সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব শীঘ্র ঐ বিষয়ে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিবেন না। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের একটি নির্দ্দেশ সম্পর্কে আমাদের আপত্তি আছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত স্মারকলিপিতে উক্ত ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানী আইন সংশোধন করা হইলে ভবিষ্যতে নূতন ব্যাঙ্ক সম্পর্কে তাহাতো কার্য্যকরী হইবেই—ইতি-মধ্যে, বিশেষ করিয়া এই যুদ্ধের সময়ে, দেশে যেসব ব্যাঙ্ক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কেও উহা প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইবে। আমরা এই ধরণের নির্দ্দেশ সর্ব্বদা অসমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। যে সব ব্যাঙ্ক কোম্পানী ইতিমধ্যে উপযুক্ত সর্ত্তে উহাদের প্রেফারেন্স ও ডেফার্ড শেয়ার বিক্রয় করিয়াছে শেয়ার মূলধন সম্পর্কে তাহাদের উপর এত বিলম্বে কোন বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে যাওয়া আমাদের মতে অনুচিৎ। তবে ভবিষ্যতে এই সব ব্যাঙ্ক যাহাতে নূতন করিয়া প্রেফারেন্স ও অর্ডিনারী শেয়ার বিক্রয় করিতে না পারে তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ অবশ্যই কার্য্যকরী করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের অন্য সব নির্দ্দেশ সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। অচিরে সে সমস্ত কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইলে ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিসঃ কুমিল্লা, স্থাপিত ১৯২২

সেণ্ট্রাল অফিসঃ ৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য অফিস ঃ—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ৯৯এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৩৯বি রসা রোড।

অন্যান্য অফিস সমূহ

বরিশাল,	ডিব্রুগড়,	নেতাইগঞ্জ,
ভৈরব,	যুবড়ি	নওগাঁ
ব্রাহ্মণবেড়িয়া,	গৌহাটী	পাবনা
বসির হাট,	জোড়হাট,	পাটনা
চাঁদপুর,	ময়মনসিংহ,	পুরাণ বাজার
চট্টোগ্রাম,	নারায়ণ গঞ্জ,	রাজসাহী
ঢাকা,		তিনসুকিয়া

ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস

অমেরিকান এজেণ্টস ঃ—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী অব নিউইয়র্ক

লণ্ডন এজেণ্টস ঃ—বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস ঃ—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ সিডনি,

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ঃ—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বিএল, পি, এইচ ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল

বাংলার খাদ্য-সঙ্কট

(শ্রীনীহাররঞ্জন বসু, বি-কম)

জগদ্ব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের চতুর্থ বৎসরে আজ যে সমস্যা দুঃস্বপ্নের মতো আমাদের রাত্রির সুনিদ্রা ব্যাহত কোরছে তাহা যুদ্ধ-চালানোর সমস্যা নয়, যুদ্ধে জয়-লাভ করারও সমস্যা নয়—তাহা জনসাধারণের বাঁচামরার প্রশ্ন—ডালভাতের সমস্যা—আটা-গমের সমস্যা। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে এই সমস্যার গুরুত্ব কত বেশী—কত ব্যাপক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ দেশের মধ্যে এই বিরাট সমস্যার সমাধানের জন্য কোনও সুসংহত ও সুনির্দ্দিষ্ট প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না। যে সময় দেশে চালের দাম ৪।৫ টাকা থাকার কথা সে সময় দেখা গেল চালের দাম দাঁড়িয়েছে ২৫ হইতে ৩০ টাকা। বাঙ্গালীরা ভাত খেয়েই জীবন ধারণ করে থাকে। এমত অবস্থায় আমাদের মতো গরীব দেশে যদি সবচেয়ে বেশী দরকারী খাদ্যশস্যের দাম এই রকমভাবে চড়তে থাকে তা'হলে আমরা বাঁচব কতদিন ?

আজ দেশের এই অবস্থায় সরকার বাহাদুরের কি কিছুই করবার নেই ? 'নিশ্চয়ই আছে'—একথা অস্বীকার কোরবার উপায় নেই, কি করেছেন তাঁরা তা দেখতে গেলে আমরা পাব যে তাঁরা লম্বা লম্বা বেতন সমন্বিত কতকগুলি পদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে বসিয়ে দিয়েছেন কয়েকজন বিভিন্ন উপাধিধারী হোমরাচোমরাকে—যাঁদের কাছে দেশের স্বার্থ থেকে নিজের স্বার্থ বড়—যাঁদের দীর্ঘসূত্রতা সর্ব্বজনবিদিত এবং যাঁদের কোনও সিদ্ধান্তে আসতেই এত সময়ের দরকার হয় যে সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা হবার আগেই সমস্যা জটিল হতে জটিলতর—ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হয়ে দাঁড়ায়। আজ অনতিবিলম্বে সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে খাদ্যসমস্যার সমাধানের চেষ্টা না কোরলে দেশবাসীর কি অবস্থা হবে ভেবে আমরা শঙ্কিত হচ্ছি।

বরিশাল জেলাকে বলা হোত বাংলার শস্যভাণ্ডার ; এবার অগ্রহায়ণ মাসে সেখানে চা'ল যখন প্রথম উঠতে আরম্ভ কোরল তখনই তার দাম ছিল প্রতি মণ ৭॥ টাকা ৮ টাকা, অর্থাৎ অন্যান্য বৎসরের দ্বিগুণ, তারপর চালের দাম ক্রমাগত বেড়েই চোলল। এই ভাবে চালের দাম বাড়তে থাকলেও সাধারণ লোক কিছুতেই ভাবতে পারলে না যে এই দাম কমবে না। তারা ভাবল ফাল্গুন চৈত্র মাসে দাম কমবে। তাই যারা পারত তারাও বৎসরের খোরাকী চাল সংগ্রহ ক'রল না। তারপর বরিশাল থেকে সপ্তাহখানেকের জন্য অন্য জিলাবাসীরা চাল নিয়ে যেতে অনুমতি পেল। এতে বরিশাল থেকে একটা মোটা পরিমাণ চাল গেল বেরিয়ে। হঠাৎ চালের দামের উপর যে একটা নামমাত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল তাও দেওয়া হোল উঠিয়ে। একদিনে চালের দর বেড়ে গেল দু'টাকা, এক সপ্তাহে চালের দাম ১১।১২ টাকা থেকে উঠে এসে দাঁড়াল ১৯।২০ টাকায়। প্রায় এই ভাবই এখনও চলছে। এ অবস্থায় দেশের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে একবার দেখা যাক্।

যারা ভূম্যধিকারী নয়, যারা দিনমজুরী ক'রে জীবন ধারণ করে তাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সে মজুরী পায় ॥০ আনা ৷৶০ আনা বা বেশী হলে ১৲ টাকা। এই এক টাকা দিয়ে তাকে তার দিনের প্রয়োজন মেটাতে হবে। বাড়ী গিয়ে জানল যে তার ঘরে নেই কিছুই—চাল, ডাল বা মাছ, নুন, তেল, লঙ্কা—সবই আনতে হবে। বাজারে যেয়ে দেখল এক টাকায় সে পাচ্ছে দুই সের মাত্র চাল, যা দিয়ে তার পাঁচজনের পরিবারকে এক বেলাও পেট ভরে খাইয়ে রাখা চলে না। যাহোক করে অন্ততঃ চাল আর একটু নূন তাকে কিনতেই হবে। কিন্তু তার দুঃখ কি শুধু এক জায়গায় ? এক টাকার কম অর্থাৎ ৸০ আনার বা ৸৵০ আনার চাল সে কিনতে পাচ্ছে না, কেননা কেউই তাকে বাকী ।০ আনা বা ৶০ আনার খুচরো পয়সা দিতে পাচ্ছে না। অনেক কষ্টে, অনেক খোসামোদ করে হয়তো সে চাল নিয়ে বাড়ী আসে। এই ভাবে আধপেটা বা তারও কম খেয়ে সে দিন কাটায়। তাতে ক্রমে ক্রমে তার কাজ কোরবার শক্তি আসে ক'মে। বিংশ শতকের মধ্যভাগে সুসভ্যজগতে সভ্য শাসনে বাস করেও তার এই পরিণতি। সরকার তাকে দেখবে না—প্রতিবেশী তাকে সাহায্য কোরতে পারবে না—কোথাও কেউ তার জন্য ভাববে না—একেই কি বোলব বর্ত্তমান সভ্যতার অভিমান ?

মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা আরও ভয়ানক, ৫।৭।১০ জনের এক একটা পরিবার হয়তো ৩০।৪০।৫০ টাকা মাসিক আয়ের উপর নির্ভর ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ভদ্রলোকের অবস্থা বড়ই মর্ম্মান্তিক তার অদৃষ্টের পরিহাস সবচেয়ে বেশী এইখানে যে তার পেটে ভাত পড়ুক বা না পড়ুক—শরীর মন ভাল থাক বা না থাক—তাকে ভাল জামা কাপড় পরতে হবে—হেসে কথা কইতে হবে। সে মুখ ফুটে বলতে পারে না যে সে একবেলা খায়—সে বলতে পারে না যে তার পুত্রপরিবার অনাহারে দিন যাপন করে। তার দুঃখ—তার ব্যথা—তার কষ্ট কেউ বুঝবে না—কাউকে সে বোঝাতে পারবে না। জগতের অজ্ঞাতে সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে—তাতেও সে রাজি। বাঁচবার চিন্তায় তার শয্যা কণ্টকময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন অতীষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবস্থাপন্ন টাকাওলা লোকও কি নিশ্চিন্ত আছে ? নেই, চাল কিনে বাড়ীতে রাখলে ক্ষুধার্ত্ত নিরন্ন জনসাধারণ তা লুঠ করে নেবে। ঘরে ঢুকে চাল নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে এখনই। পথ থেকে—নৌকা থেকে—কুলীর মাথা থেকে চাল নিয়ে সরে পড়ার সংবাদ মাঝে মাঝেই আসছে। কেউই আজ খাদ্যসমস্যার করাল কবল থেকেই রেহাই পায় নি। ধনী দরিদ্র আজ সকাই একই কথা ভাবছে—কি করে চাল সংগ্রহ কো'রবো—কি করে বাঁচবো।

বর্ত্তমান যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে আমরা আশ্বাস পেয়েছিলাম যে জার্ম্মানী ও তদধিকৃত দেশসমূহে খাদ্যাভাব অনিবার্য্য এবং তাইতে ওদের ওখানকার যুদ্ধ চালাবার morale পড়বে ভেঙ্গে ; তার ফলে এক্সিস পক্ষের পরাজয় সুনিশ্চিত। এই ভাবে কোনও দেশকে যুদ্ধে পরাভব স্বীকার কোরতে বাধ্য করাকেই বলে economic warfare বা অর্থনৈতিক সমর। সেই জন্যই যুধ্যমান সমস্ত দেশই অর্থনৈতিক যুদ্ধে আত্মরক্ষা করার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকে। জার্ম্মানীতে হয়তো বা সে সেম্পর্কে অনেকটা সতর্ক—তাই আজও তাকে চরম পরাজয় স্বীকার করানো যায়নি। আমার মনে হয় মিত্রপক্ষ এই economic defence-এর বা অর্থনৈতিক আত্মরক্ষার উপযোগিতা ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষ কোরে উপলব্ধি করেন না। আমার মনে হয় দেশব্যাপী খাদ্যাভাব

ভারতীয় সৈন্যদেরও উন্মনা কোরে তুলবে, তারা যখন দেখবে যে তাদের পরিজনেরা নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারছে না তখন যুদ্ধজয়ের একাগ্রতায় ভাঁটা পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। আজ দেশের জন্য—যুদ্ধের জন্য—সভ্যতার জন্য খাদ্যসমস্যা সমাধানে সরকার বাহাদুরের সুপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ বিশেষ আবশ্যক।

চালের দাম এই রকম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ খুঁজতে গেলে আমরা প্রথমেই দেখতে পাব ইনফ্লেশন। ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় আজ আর কারও কোন সন্দেহ নেই। টাকা—যা পণ্য বিনিময়ের মান, তা দেশের উৎপন্নদ্রব্যের তুলনায় অত্যন্ত বেড়ে গেছে। তাই অর্থনীতির সাধারণ নিয়মানুযায়ী শুধু চাল কেন সব জিনিষেরই দাম বহুগুণ বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ চালের যোগানের অত্যল্পতা—ধান উৎপন্ন হয়েছে অন্যবারের তুলনায় অনেক কম। তদুপরি সরকারের মারফৎ বেশ কিছু পরিমাণ ধান সিংহল, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়েছে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের আগে ব্রহ্মদেশ থেকে আমাদের দেশে যে চাল আমদানী হো'ত তাতেই এখানকার যোগানের ঘাটতি পূরণ হয়ে যেত। এবার চালের আমদানী একেবারেই বন্ধ। চতুর্থতঃ এবার স্বল্প যোগানের মধ্য থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যথা—সরকার বাহাদুর, বিভিন্ন শিল্প কারখানা এবং মহাজনেরা) দরকারের অতিরিক্ত চাল ক্রয় করে মজুত করে রেখেছে। ফলে স্বভাবতঃই চাল দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। বাংলার সরকারী মহল থেকে জানা গিয়েছে যে বাংলায় উৎপন্ন চাল বাংলার প্রয়োজনের দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র মেটাতে পারে। এর উপর সম্প্রতি জানা গেল যে মধ্যপ্রাচ্য, কোচিন, সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৩ লক্ষ টন চাল রপ্তানী করা হয়েছে। যেখানে নিজের দেশের প্রয়োজনই মিটবে না সেখানে অন্যের প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টাকে আত্মহত্যামূলক নীতি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। অধিকন্তু গভর্ণমেণ্ট সৈন্যদের জন্য খাদ্য সঞ্চয় কোরে রাখছেন। ভারতে কোন বৎসরই শস্য একেবারে মারা যায় না। এই অবস্থায় শস্য মজুত করে রাখার যে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা আমরা মনে করি না। কিন্তু শস্য এই ভাবে ধরে রাখার ফলে বাজারে একটা ভয়ানক অভাব দেখা দিয়েছে যার ফলে চালের দাম বাড়ছে অস্বাভাবিকভাবে। ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে বাংলা সরকার আসাম, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি স্থান থেকে চাল আমদানী করার চেষ্টায় আছেন। নিজেদের চাল অন্য প্রয়োজনে লাগিয়ে অন্য প্রদেশের উপর নির্ভর করে থাকা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হয় নি। যাহা হউক অবস্থা যখন গুরুতর তখন সরকার বাহাদুরের উচিত বাহির থেকে যথাসম্ভব চাল ক্রয় করে নিয়ে অবিলম্বে কোনও সুনির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মারফত তাহা দেশের ভিতর নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা; অন্যথায় আসন্ন দুর্ভিক্ষের কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নেই।

শিলং
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড।
স্থাপিত—১৯০১ ইং
হেড অফিস—শিলং
গ্রাম—"শিলব্যাঙ্ক", ফোন : ১৬৬ শিলং
—ব্রাঞ্চ—
শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য
জেনারেল ম্যানেজারকে
লিখুন।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক
স্থাপিত ঃ ১৯৩০ ঃ ঃ ঃ লিমিটেড
হেড অফিস—কুমিল্লা।
সেণ্ট্রাল অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ২৫৪৬
কলিকাতা অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ঃ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ
কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মিরকাদিম, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস, আসানসোল, রায়গড় সিপিতে।
বামড়ার (উড়িষ্যা) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
শীঘ্রই বোম্বাই শাখা খোলা হইতেছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার ঃ
মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল।

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কারখানা—বেলুড়।
ম্যানুফ্যাকচারার্স অবঃ
- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ক্লাচ্‌স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাক্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসারশন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্‌স্

ডিরেক্টার ইন্‌চার্জ—মিঃ কে এন দালাল।
১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি : ৩২৫৩ (৩টি লাইন)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বার্ষিক সাহায্য পাইয়া থাকেন। প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসর (১৯৪২-৪৩) সালে এই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করা হইয়াছে। আগামী পাঁচ বৎসর এই বর্দ্ধিত হারে সাহায্য দানের কথাই ঠিক হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্য চাষ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্যের চাষ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স খুলিবার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটি প্রস্তাব পাঠান হয়। প্রস্তাবটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন

সম্প্রতি মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশনের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সমিতির নূতন কর্ম্মকর্ত্তৃমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে :—প্রেসিডেণ্ট মিঃ নন্দলাল চ্যাটার্জ্জি—দশ ব্যাঙ্ক লিঃ; ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ বি মুখার্জ্জি—দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ; সেক্রেটারী মিঃ এইচ সি পাল—ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ; কোষাধ্যক্ষ মিঃ আর রায়—ইণ্ডিয়ান স্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ : মিঃ এ সি গুহ—এসোসিয়েটড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ; মিঃ এ কে মজুমদার—সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ; মিঃ সি এইচ পাল—কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিঃ; মিঃ পি সি দত্ত—পি সি দত্ত (ব্যাঙ্কার্স) লিঃ; মিঃ পি ঘোষ—ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ; মিঃ এস্ এম্ রায়—ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিঃ এস এন ঘোষ—মিডল্যাণ্ড ষ্ট্রাষ্ট (ব্যাঙ্কার্স) লিঃ।

বাঙ্গলায় ধান চাউল চলাচলের কড়াকড়ি হ্রাস

বাঙ্গলা সরকার গত ৬ই এপ্রিল এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে কলিকাতায় অধিক পরিমাণে চাউল আমদানী হইতেছে এবং এই আমদানী অব্যাহত থাকিবে। কাজেই বাঙ্গলার এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় ধান চাউল চালান দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা শিথিল করা হইল। নূতন বিধান অনুসারে বাঙ্গলা দেশকে তিনটি অবাধ এলাকায় বিভক্ত করা হইল। যথা—উত্তর-বঙ্গ (রাজসাহী বিভাগ), পূর্ব্ব-বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ। এক একটি এলাকার অভ্যন্তরে ধান চাউল আমদানী-রপ্তানীর কোন বাধা থাকিবে না। তবে কোন একটি এলাকা হইতে অন্য এলাকায় ২০ মণের অধিক ধান চাউল চালান দিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হইবে। তবে দার্জ্জিলিঙ জেলা, চট্টগ্রাম জেলা এবং কলিকাতার শিল্পাঞ্চল হইতে কোন খাদ্যশস্য রপ্তানী করা যাইবে না। সম্প্রতি চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ জারী করিয়াছেন যে চট্টগ্রামের জন্য বর্ত্তমানে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়া যাইতেছে তাহা জেলার সর্ব্বত্র সঙ্গতরূপে বিলি হওয়া প্রয়োজন। কাজেই জেলার সর্ব্বত্র ধান চাউলের অবাধ চলাচল প্রয়োজন। যদি কেহ ইহাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তবে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে।

সাবমেরিণ ধ্বংসের নূতন অস্ত্র

প্রকাশ, সাবমেরিণ ধ্বংসের কাজে 'ডেপথ চার্জ্জ' অপেক্ষা শক্তিশালী এক নূতন অস্ত্র মার্কিণ নৌবহর কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। এই অস্ত্রের ব্যবহার ও কার্য্যকরী শক্তি নাকি সাংবাদিক-দিগকেও দেখান হইয়াছে; তবে তাঁহারা এ সম্পর্কে কোন বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। এই নূতন অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে ডেপথ চার্জ্জের ব্যবহার বন্ধ হইবে না। ডেষ্ট্রয়ার-রক্ষী জাহাজ-সমূহে এই নূতন অস্ত্র বসান হইবে। উহাদের মধ্যে নাকি বর্ম্মভেদকারী এক প্রকার অতিকায় বোমা আছে—যাহা অতি সহজেই রণতরীর বর্ম্মভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক বিদীর্ণকারী আঘাত হানিতে সক্ষম।

ভারত রক্ষার আর্থিক দায়িত্ব ভারতের

সম্প্রতি লর্ড সভায় প্রদত্ত সহকারী ভারত সচিবের বক্তৃতায় প্রকাশ, ভারতে বিমান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক নূতন বিমান ঘাঁটীও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই কার্য্যে যে ব্যয় পড়িয়াছে সমুদয় না হইলেও তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষকে বহন করিতে হইবে। কিছুটা ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে প্রত্যর্পণ করা হইবে। ভারত রক্ষার দায়িত্ব ভারতের, যুদ্ধের খরচার ব্যাপারে ব্রিটেন সর্ব্বদাই এই নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। ব্রিটীশ সৈন্যই হউক বা ভারতীয় সৈন্যই হউক যতক্ষণ তাহারা ভারতের সীমার মধ্যে আছে ততক্ষণ তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হইবে। যে বিরাট সমরসজ্জা আজ ভারত রক্ষার কাজে প্রয়োজন হইতেছে তাহার ব্যয়ভারও ভারতের। তবে ভারতের বাহিরে কোন স্থান রক্ষার জন্য বা ভারতের বাহিরে কর্ম্মরত ভারতীয় সেনাদের ব্যয়ভার ভারতকে বহন করিতে হয় না বা উহাদের জন্য যে সকল সাজ-সরঞ্জাম বা সমরোপকরণ প্রয়োজন হয় তাহার ব্যয়ও ভারতবর্ষকে দিতে হয় না। ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে ভারত হইতে যে সকল দ্রব্য লওয়া হয় তাহার দায়ও ভারতের ঘাড়ে চাপান হয় না।

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : যখেরধন স্থাপিত—১৯২৯ ফোন ক্যাল ৩৭৩৪

হেড অফিস :—৩৭ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, মাণিকতলা, শিয়ালদহ ও বালীগঞ্জ।

স্মরণ রাখিবেন—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।

আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে সেই সঞ্চয়ের পথ করুন।

বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।

ননীগোপাল দত্ত রায়, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন।

কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি সকল অবস্থাতে আপনাদের সেবা করিতে প্রস্তুত।

হেড অফিস :—৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ঢাকা, কালিম্পঙ, শিলিগুড়ী, শান্তিপুর ও রাজসাহী।

বালী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ফোন : কলিকাতা ৬১১

সুদের সর্ত্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস, কে, চক্রবর্ত্তী

যুদ্ধোত্তরকালীন বাট্টা নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব

যুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুদ্রামানগুলির স্থিরতা রক্ষা করা একটা জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। এই সমস্যার জটিলতা এড়াইবার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা চলিতেছে। প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ মিঃ মর্‌গেন্থু সেনেটের সদস্যদের নিকট স্বর্ণের ভিত্তিতে রচিত একটি ব্যাপক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। প্রস্তাবের সারমর্ম্ম হইতেছে যে মুদ্রামানগুলি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক তহবিল খোলা হইবে। মিত্ররাষ্ট্রসমূহ এবং সহযোগী রাষ্ট্রসমুদয় এই প্রস্তাবিত তহবিলে টাকা দিয়া ইহার সহিত যুক্ত থাকিতে পারিবেন। একটি আন্তর্জ্জাতিক পরিষদ দ্বারা এই তহবিল পরিচালনা করা হইবে। এই তহবিলের সহিত সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলি উক্ত আন্তর্জ্জাতিক পরিষদের সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের দেয় অর্থের পরিমাণ অনুসারে ভোটাধিকারের তারতম্য হইবে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে এই মর্ম্মে চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে যে বাট্টার হার হ্রাসের জন্য তাঁহারা কোনরূপ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন না। স্বর্ণের ভিত্তিতে মুদ্রার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাট্টার হার নির্দ্ধারিত হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারেই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য চলিবে এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মারফৎ আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন হইবে। মিঃ মর্‌গেন্থু প্রস্তাব করিয়াছেন যে ৫ শত কোটী ডলার চাঁদা দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই তহবিলের সহিত যুক্ত করা উচিত।

বিশ হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী

ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটীর হিসাবে প্রকাশ ইতালী ও জার্ম্মানীতে ২০ হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী আছে। ইতালীতে যে সকল বন্দী আছে তাহাদের অধিকাংশই উত্তর আফ্রিকায় ধরা পড়ে।

চীনে করাল দুর্ভিক্ষ

চীন সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহারে জানা যায় যে চীনের হোনান প্রদেশে করাল দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ৫০ লক্ষ নরনারীর দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত নাই। গত পাঁচটি বৎসর যাবৎ চীনকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ব্বিপাক এবং ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছে; কিন্তু হোনান প্রদেশের এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ তাহার সব কিছুকেই ম্লান করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান মাস পর্য্যন্ত চীন গভর্ণমেণ্ট ১১ কোটী ডলার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন এবং কৃষিব্যাঙ্ক ১০ কোটী ডলারের খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের আদেশ দিয়াছেন। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ নিকটবর্ত্তী কয়েকটি প্রদেশেও খাদ্যাভাব এত বেশী যে সেই সকল অঞ্চল হইতে কোন সাহায্য প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। আনহুই প্রদেশ হইতে খাদ্য প্রেরণ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু শীতকালে জাপানী আক্রমণের ফলে সে ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। হোনানে সৈন্য বাহিনীর জন্য যে খাদ্য মজুত আছে তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আগামী তিন মাস ধরিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা চালান হইবে।

নর্দ্দামার জল হইতে সার তৈরীর প্রচেষ্টা

প্রকাশ বিভিন্ন সহরের নর্দ্দামার ময়লা জল সারে রূপান্তরিত করার একটি পরিকল্পনা এক্ষণে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। প্রায় ১২টি প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যে এই সম্পর্কে কাজ চালাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের বাইয়োকেমিষ্ট্রী বিভাগের অধ্যাপক সুব্রাহ্মণ্য এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। আপাততঃ ১২ জন বায়োকেমিষ্ট এবং ৬০ জন এ্যাসিষ্টেণ্ট বায়োকেমিষ্টকে কোন একটি কেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হইবে। পুণা অথবা বাঙ্গালোরে এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষান্তে তাহারা স্ব স্ব প্রদেশে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন। ভালভাবে কাজ চলিলে দেড় বৎসরের মধ্যেই দশ লক্ষ টন সার এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারিবে।

চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় চাউলের বরাদ্দ-পত্র বিলি

গত ১লা এপ্রিল হইতে চট্টগ্রাম সহরের মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ১৭ হাজার লোকের জন্য বরাদ্দ-পত্র বিলি করিয়া চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মাথাপিছু দৈনিক আধসের চাউল দিবার কথা। এ, আর, পি, বিভাগের লোকগণনার ভিত্তিতেই এই সকল বরাদ্দ-পত্র বিলি করা হইয়াছে। ৩৮টি কণ্ট্রোল দোকান মারফৎ টাকায় আড়াই সের চাউল বিক্রয় হইতেছে। কুমিল্লা সহরেও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জন্য বরাদ্দ-পত্র বিলি করা হইয়াছে।

কত কাপড় তৈরী হইবে

বোম্বাই মিল-মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ কৃষ্ণরাজ থ্যাকার্স বলেন যে, মিলের যত কাপড় তৈরীর শক্তি আছে তাহার শতকরা ৬০ ভাগ সামরিক প্রয়োজনে এবং অবশিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুতের জন্য নিয়োগ করা হইবে।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৩৮-নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৩০৫

পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

সুদ ঃ স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%
২ বৎসরের জন্য ৫%
১ বৎসরের জন্য ৪%

ডিরেক্টার ঃ—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

মাতৃ দুগ্ধের অভাবে বা
মাতৃ দুগ্ধ বিকৃত হইলে

ভিটা-মিল্ক

শিশুর জীবন রক্ষা করে
ভিটামিল্ক

শিশুর খাদ্য, রুগ্ন ও
দুর্ব্বলের পথ্য।

মাতৃসদন, হাসপাতাল ও মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে ভিটামিল্ক প্রশংসার সহিত ব্যবহৃত হয়।

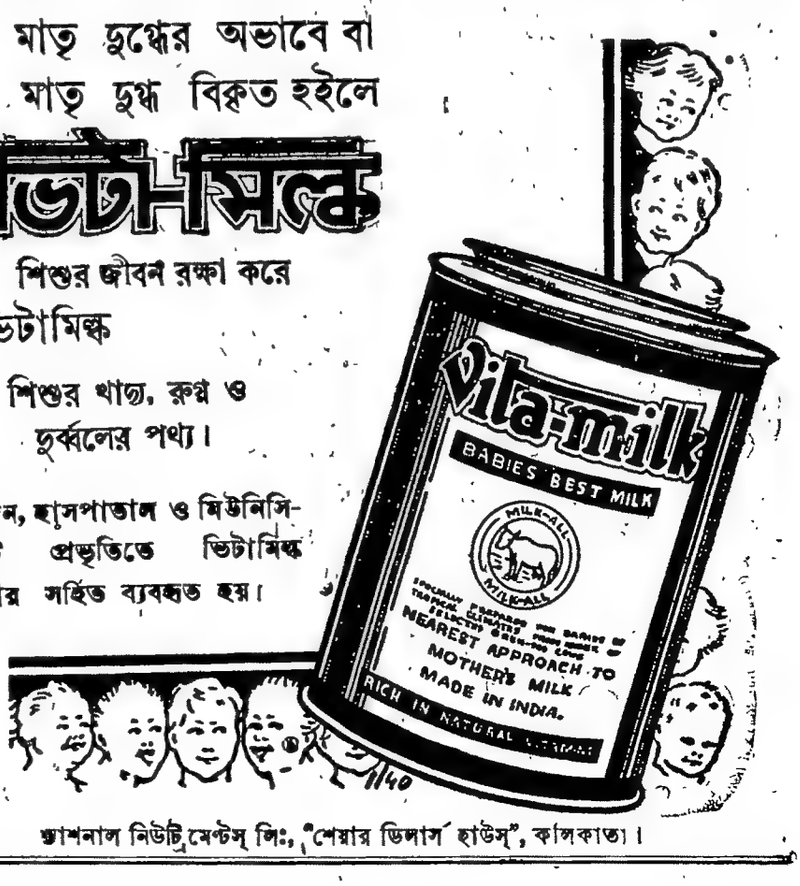

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ, "শেয়ার ডিলার্স হাউস্", কলিকাতা।

যারা খেটে খায়

কর্মীরা উৎসাহী, চট্‌পটে আর সন্তুষ্ট থাকে কিসে? রোজ বেলা এগারোটা আর বিকেল চারটেয় কাজের মাঝখানে তাজা-করা এক পেয়ালা গরম চা পেলে। কেননা সেই সময়ই তারা সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত বোধ করে। যারা খেটে খায় তাদের কি চা না-হলে চলে! কাজের প্রেরণা চা থেকেই পাওয়া যায়।

বেলা এগারোটার চা

আনন্দের পাত্র

বিকেল চারটের চা

চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 171

শিল্প-ব্যবসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

বারোয়াড়ী ছাত্র সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে এক বক্তৃতায় ডাঃ মেঘনাথ সাহা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদিগকে বিজ্ঞানের সাহায্য লাভে যত্নপর হইতে অনুরোধ করেন। কেবলমাত্র নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টির জন্য নয়, যে সকল ব্যবসা এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহারাও যাহাতে ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হঠিয়া না যায় তজ্জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য লাভের প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন আছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যখন শেষ হয় প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় তখনই।

কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্যদের বেতন সম্পর্কিত বিল

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদের বেতন দানের প্রস্তাব করিয়া পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস যে বিল রচনা করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আয়কর বিমুক্তভাবে সদস্যদিগকে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন দিতে হইবে। তাহা ছাড়া নিজ বাসস্থান হইতে আইন সভার অথবা কমিটির অধিবেশন স্থান পর্য্যন্ত ২ জন ভৃত্য ও তিন মণ লাগেজসহ যাইবার জন্য রেল অথবা ষ্টীমারযোগে প্রথম শ্রেণীর পাশ দিতে হইবে। পরিষদ অথবা কমিটির অধিবেশন স্থানে বিনা ব্যয়ে থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য সরকারী সদস্যগণের সম্পর্কে এই বিলের ধারাগুলি প্রযোজ্য হইবে না।

মেদিনীপুর বন্যায় ইংরাজ জনসাধারণের দান

মেদিনীপুরের বন্যাবিধ্বস্ত জনসাধারণের সাহায্যার্থ ব্রিটেনের জনসাধারণ স্যার আজিজুল হকের আবেদনে ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৯০২৲ টাকা দান করিয়াছেন। স্যার আজিজুল কলিকাতায় আসিয়া এই অর্থ বাঙ্গলার লাটসাহেবের হাতে প্রদান করিয়াছেন।

উড়িষ্যায় কাগজ নিয়ন্ত্রণ

উড়িষ্যা সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ শীঘ্রই বিভিন্ন জেলায় কাগজের খুচরা দর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। চোরাবাজারের ব্যাপারীদের জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে কাগজ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি নূতন আদেশ জারীর কথাও বিবেচনা করা হইতেছে। এই আদেশ প্রচারিত হইলে কাগজ বিক্রেতাদিগকে লাইসেন্স লইতে হইবে এবং নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী দরে কাগজ বিক্রয় করিলে শাস্তি পাইতে হইবে।

ব্রিটেনে যুদ্ধ সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ

বিলাতের যুদ্ধ সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ কমিশনের সভাপতি স্যার ম্যাকম ট্রাষ্ট্রাম বলেন যে, ১৯৪২ সালের শেষাশেষি পর্য্যন্ত শত্রুর বোমায় ব্রিটেনে প্রায় ৩০ লক্ষ ঘরবাড়ী বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ পর্য্যন্ত মোট ১২ লক্ষ ঘরবাড়ী সম্পর্কে দাবী মেটান হইয়াছে, তাহাতে ১০ কোটী পাউণ্ডেরও বেশী ব্যয় পড়িয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরে জাহাজ পরিচালন কোম্পানী গঠনের প্রস্তাব

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার ত্রিবাঙ্কুরের বণিক এবং ব্যবসায়ীদিগকে বাণিজ্য জাহাজ পরিচালনের জন্য একটি কর্পোরেশন গঠন করিতে বলেন। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। বণিক, বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিগণের এক বৈঠক আহ্বান করিয়া তিনি এই প্রস্তাব করেন। ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই চারিখানি বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য অর্ডার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যে তাঁহারা আরও চারখানি জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন। এই সকল জাহাজের জন্য উপযুক্ত পোতাশ্রয় এবং বন্দর নির্ম্মাণের দায়িত্বও গভর্ণমেণ্টই গ্রহণ করিবেন। প্রস্তাবিত কর্পোরেশন জাহাজগুলি চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এই জাহাজী ব্যবসার লভ্যাংশ হইতে ত্রিবাঙ্কুর রাজসরকারকেও উপযুক্ত পরিমাণ অংশ দিতে হইবে। এই কর্পোরেশন গঠন এবং পরিচালনের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য ১২ জনের একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

বস্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা

ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তৈরী কাপড় যাহাতে ক্রেতা সাধারণের নিকট গিয়া পৌঁছে তাহার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ইস্তাহারে এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে এখনই কাপড়ের পাইকারী কেনাবেচা নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ইচ্ছা গভর্ণমেণ্টের নাই। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার পথে শিল্পপতিগণের সহযোগিতাই তাঁহারা লাভ করিবেন। নূতন তুলা উঠিলে তুলার যাহাতে কাটকাবাজী সুরু না হয় গভর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং তুলার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার ঃ— চলতি — ½% সেভিংস — ১½%

স্থায়ী আমানত ঃ— ৬ মাস — ২½% ১ বৎসর — ৩% ২ বৎসর — ৩½% ৩ ,, — ৪%

শাখা—হাওড়া, শালকিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

"খাদ্য বাড়াও" আন্দোলন

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহারে প্রকাশ, অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য গত বৎসর হইতে যে আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে তাহার ফলে ৮০ লক্ষ একর পরিমাণ জমি বেশী আবাদ হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরেও সমান উদ্যমে এই আন্দোলন চালান হইতেছে। আশা করা যায় এ বৎসর আরও ২০ লক্ষ একর বেশী জমিতে খাদ্য শস্যের চাষ হইবে। সরকারের তরফ হইতে কৃষকদিগকে অশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে যদি যুদ্ধকালীন অবস্থায় বা তৎপরবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে খাদ্য শস্যের মূল্য সাধারণতঃ যাহা থাকা উচিৎ তাহা অপেক্ষা হ্রাস পায় তাহা হইলে ন্যায্য মূল্যে প্রকাশ্য বাজারে গভর্ণমেণ্ট সমস্ত উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কিনিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক যুক্ত ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কৃষির উৎকর্ষ সাধনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার ফলে ১ কোটী ৬০ লক্ষ একর নূতন জমি আবাদ হইবে, তন্মধ্যে এক কোটী একর জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে।

(ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১০৫সি ধারার বিধান অনুযায়ী অংশীদারগণের প্রতি নোটীশ।
১৯৪৩ সালের ৫ই মে পর্য্যন্ত এই সুযোগ বলবৎ থাকিবে।)

(কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জে আবেদন করা হইয়াছে এবং কোটেশন ইত্যাদি চাহিয়া বোম্বাই ষ্টক এক্সচেঞ্জেও আবেদন করা হইবে।)

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

(১৯১৩-৩৮ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—১২নং চেরাঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ঃ—২৫,০০,০০০৲ (পঁচিশ লক্ষ টাকা)

উহা নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত

১০০৲ টাকা মূল্যের (শতকরা ৭৲ টাকা সুদের) ২০০০ কিউমিলেটিভ শেয়ার।
২৫৲ টাকা মূল্যের ৯০৮৪০ অর্ডিনারী শেয়ার।
২৷৷০ টাকা মূল্যের ১১৬০০ ডেফার্ড শেয়ার।

বিক্রিত মূলধন ৫০০০০৲ (পাঁচ লক্ষ টাকা)
১০০ টাকা মূল্যের ১০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার।
২৫ টাকা মূল্যের ১৫৮৪০ অর্ডিনারী শেয়ার।
২৷৷০ মূল্যের ১৬০০ ডেফার্ড শেয়ার।

আদায়ীকৃত মূলধন ৩১০৬৮৮৲

বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে ঃ—৭,৫০,০০০৲ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)

উহা নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত

১০০৲ টাকা মূল্যের ৫০০ প্রেফারেন্স শেয়ার
২৫৲ টাকা মূল্যের ২৭,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার
২৷৷০ মূল্যের ১০,০০০ ডেফার্ড শেয়ার

পাঁচ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া কোম্পানী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে, উক্ত মূলধন সম্পূর্ণ বিক্রিত হইয়া গিয়াছে। কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্যাদির বহুল এবং ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা ও শিল্পোৎপাদনের কতিপয় লাভজনক পন্থা অবলম্বনের ফলে অংশীদারবর্গের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কোম্পানীর কারখানা এবং খনির ব্যাপকতা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাই বর্ত্তমানে এই সকল শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইতেছে।

বর্ত্তমানে যাঁহারা শেয়ার ক্রয় করিবেন, শেয়ারের পূর্ণ মূল্য শোধ করিয়া দিবার পর তাঁহারাও লভ্যাংশ পাইবেন।

শেয়ারের মূল্য প্রদানের সর্ত্ত

আবেদনপত্রের সহিত শতকরা ১০ ভাগ এ্যালটমেন্টের পর শতকরা ১০ ভাগ ১৯৪৩ সালের ১লা জুলাই তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট দেয়।

এ্যালটমেন্টের সময় বা তৎপরবর্ত্তী যে কোন সময় পূর্ণ মূল্য অগ্রিম দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা সুদ কোম্পানী পৃথক চেকে পাঠাইবে। অগ্রিম মূল্য দিবার সময় এই চেক গ্রাহ্য হইবে। প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১৲ টাকা প্রবেশ ফি পাঠাইতে হইবে।

ডিরেক্টরমণ্ডলী

১। মিঃ এস্ চাটার্জ্জী, ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট
প্রোপ্রাইটার :— মেসার্স এরিয়ান প্লান্টার্স এজেন্সী
ম্যানেজিং এজেন্টস :—দি সেণ্ট্রাল ত্রিপুরা টি কোং লিঃ
দি লোহার ভ্যালি টি কোং লিঃ
দি গিড্ডাপাহাড় টি এষ্টেট
ডিরেক্টর :—দি এরিয়ান সিল্ক এণ্ড কটন মিল্‌স্ লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—দি বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
দি এরিয়ান প্রভিডেণ্ট এসিওরেন্স লিঃ
ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ
ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ

২। মিঃ পি সি চাটার্জ্জী, জমিদার এবং ব্যবসায়ী
ডিরেক্টর :—দি পিয়ারলেস টি কোং লিঃ
দি সিলেট ডুয়ার্স টি কোং লিঃ
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেণ্ট কোং লিঃ

৩। মিঃ বি বি সরকার, ব্যবসায়ী
ডিরেক্টর :—বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ
ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ
এরিয়ান সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ

৪। মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জী, ব্যবসায়ী এবং দালাল

৫। মিঃ নিখিলরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ব্যবসায়ী এবং টেকনিক্যাল এক্সপার্ট
ডিরেক্টর :— এরিয়ান সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ
ইকনমিক ট্রেডার্স লিঃ

৬। মিঃ জে এম মুখার্জ্জী, ব্যবসায়ী এবং দালাল
ডিরেক্টর :— এরিয়ান সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ

টেকনিক্যাল ডিরেক্টর

মিঃ নিখিলরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

দালাল

জহরলাল দত্ত এণ্ড সন্স, কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এসোসিয়েসনের সদস্য, ৯নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার্স

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—কলিকাতা এবং অন্যান্য শাখা।
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—কলিকাতা এবং অন্যান্য শাখা।
পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ—কলিকাতা ও অন্যান্য শাখা।

সলিসিটর

মিঃ এম কে রায় চৌধুরী, এম এ, বি এল, ৭নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অডিটারগণ

মেসার্স এ সি রায় এণ্ড কোং,
রেজিষ্টার্ড একাউণ্টাণ্টস্, ইনকর্পোরেটেড একাউণ্টাণ্টস্,
২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।
মেসার্স গুহ এণ্ড গুহ, আর এ,
২১নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেন্টস্

মেসার্স গুহ, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সরকার লিমিটেড,
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

কারখানা

গিরিডি ও কলিকাতায়

উদ্দেশ্য

কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ উহার স্মারকলিপিতে যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অভ্র ও অভ্রজাত বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি, রেডিও ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য কণ্ডেন্সর, এম্পায়ার ক্লথ, হলদে এডেলিভ টেপ, টিউব ইত্যাদি যাবতীয় অভ্র-সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদন ও অভ্র খনির মালিক হিসাবে উহাদের কাজকারবার করা কোম্পানীর প্রধান লক্ষ্য।

অভ্র ব্যবহার ও উপযোগিতা

"প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে যে অদ্ভুত উন্নতি দেখা যায় উহার মূলে রহিয়াছে অভ্র। বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামে অভ্রের ব্যবহার অপরিহার্য্য। বিগত ত্রিশ বৎসর কাল যাবত শিল্পে ও সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ইতিহাসের সহিত অভ্র-শিল্পের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে।"

গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে—১৮৯৫ সালের পরে বিশেষজ্ঞ মহল হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, যথোপযুক্ত ইনসুলেটিং মিডিয়াম বা বিদ্যুৎরোধক বাহন পাওয়া গেলে একদিনে ১০ হাজার ভোল্ট বা তড়িতাঙ্ক সম্ভবপর হইবে। আজ বুলদার বাঁধ হইতে লস এঞ্জেলস পর্য্যন্ত ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ভোল্ট বা তড়িতাঙ্কে শক্তির চলাচল হইয়া থাকে। এই অপরিমেয় উন্নতির মূলে রহিয়াছে অভ্রের বিদ্যুৎরোধক মিডিয়াম বা বাহন।

নানা শ্রেণীর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কাজে অভ্রের প্রয়োজন পড়ে। ইহার প্রধান উপযোগিতা হইতেছে জল ও উত্তাপনিরোধক, পাতলা, নমনীয় বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর বা তড়িতরোধক বাহন তৈরীর কাজে। ইহা ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বৈদ্যুতিক শক্তি বিতরণের কাজেও অভ্রের বহুল ব্যবহার অত্যাবশ্যক। অভ্রের বড় বড় পাত হইতে কাটিয়া নানা আকারে পাত তৈরী হইয়া বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অভ্র আজ একান্তই অপরিহার্য্য। মোটর ও জেনারেটারের জন্য কমিউটেটর বা সেগমেণ্টের কাজে অভ্র না হইলেই চলে না। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটরগাড়ীর শিল্পেই ২৩ কোটি অভ্র-খণ্ড ব্যবহৃত হইতে পারে। 'ভি'রিং প্রস্তুত করিতে অভ্রের প্রয়োজন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

জেনারেটর বা মোটর আর্মেচার নির্ম্মাণের কাজে অভ্রের উপযোগিতা আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত। ট্রান্সফর্ম্মার, স্পার্কিং প্লাগ, রেডিও টিউব (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ হইবে ৭ কোটিরও উপরে), রেডিও কণ্ডেনসার ও টেলিফোনের ক্ষেত্রেও বিদ্যুৎরোধকের কাজ করিতে অভ্রের চাহিদা অপরিমেয়। এতদ্ব্যতীত রান্নাবান্নার যন্ত্রপাতি, বাড়ির চিমনী, চুল্লি, গগোলস্ ও পরদা, নিয়ন লাইটন, ওয়াশার টিউব ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেও অভ্রের পাত অত্যাবশ্যক। চলচ্চিত্র নির্ম্মাণের কাজে, রবার শিল্পে ও আরও নানাবিধ ক্ষেত্রে অভ্র আজ অসাধ্য সাধন করিতেছে। সর্ব্বশেষে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণে অভ্র একান্ত প্রয়োজনীয়। গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতেও প্রচুর অভ্র দরকার হয়।

গত ১৯৪০ সালে দিল্লীতে অভ্র সম্মেলনে সরবারহ বিভাগের সেক্রেটারী কর্ণেল ই উড বলেন, "আধুনিক ট্যাঙ্ক, বেতার, সাবমেরিন, বিমানপোত প্রভৃতি নির্ম্মাণে অভ্রের উপযোগিতা কি অপরিসীম তাহা আপনাদের কাহারও অজানা নাই। এই সব সামরিক উপকরণ নির্ম্মাণে অভ্রের এতই প্রয়োজন যে, যুদ্ধে হার-জিত বহুলাংশে অভ্রের সরবরাহ ও উহার সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে বলিলে অন্যায় হইবে না।" ভারত সরকারের নিউ-ইয়র্কস্থ ট্রেড কমিশনারের ত্রৈমাসিক রিপোর্টে (এপ্রিল-জুন ১৯৪০) প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে অতি-গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ১৪টি 'ষ্ট্র্যাটেজিক' উপকরণের মধ্যে অভ্রকে অন্যতম গণ্য করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন এই উভয়বিধ অবস্থায়ই অভ্র ও অভ্রজ দ্রব্যাদির ব্যবহার ও উপযোগিতা অপরিহার্য্য।

অভ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের সুযোগ-সুবিধা

যন্ত্রশিল্পে উন্নত বর্ত্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো অভ্রের উৎপাদন ও সরবরাহের উপর যে নির্ভর করিয়া আছে তাহা বলাই বাহুল্য। অতীব আনন্দ ও গর্ব্বের কথা এই যে, এই অভ্র বলিতে গেলে ভারতেরই একচেটিয়া সম্পদ—সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগই ভারতীয় অভ্র।

সম্ভাবনা

ভারতবর্ষে মাইকা ও মাইকানাইট উৎপাদনের এরূপ স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে যে পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ নাই। সুতরাং ভারতবর্ষে অভ্রকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট ও লাভজনক শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। ভারতে শ্রমিকের মজুরী খুবই কম। এত সস্তা মজুর বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই মজুর-শক্তির সাহায্যে ভারত অভ্র-শিল্পে পৃথিবীতে এরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে যে অন্যান্য দেশ আমাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।

কার্য্যকলাপ

কোম্পানী বর্ত্তমানে উহাদের কলিকাতাস্থ কারখানায় নানা আকার ও প্রকারের মাইকা ও মাইকানাইট প্রস্তুত করিতেছেন। ভারত সরকার, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানী ও অন্যান্য বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই কোম্পানীর খরিদ্দার। আরও সুখের বিষয় এই যে, কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রতি বিদেশী আমদানীকারকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা নিজ নিজ দেশের জন্য এই কোম্পানীর এজেন্সী লইতে ব্যাগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কোম্পানীর দ্রব্যাদির দর ও গুণ এরূপ সুবিধাজনক ও প্রশংসনীয় যে, আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহাকে হঠাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ বিদেশের বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য চিঠিপত্র লেখালেখি করিতেছেন। এই বিষয়ে শীঘ্রই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অভ্রের কারখানা

গিরিডিতে কোম্পানীর অভ্রের কারখানা রহিয়াছে। সকল রকমের ব্লক মাইকা, কণ্ডেন্সার এবং স্প্লিটিংস তৈয়ারের পক্ষে তাহাকে একটি বৃহত্তম কারখানা বলা চলে। ভারত গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট অভ্র ও অভ্রজাত জিনিষ ক্রয়ের জন্য সম্প্রতি যে মিশন স্থাপন করিয়াছেন সেই মিশনকে উক্ত কারখানা হইতে বিস্তর পরিমাণ অভ্র সরবরাহ করা হইতেছে।

খনিসমূহ

অভ্র এবং অভ্রজাত জিনিষের জন্য বর্ত্তমানে যে বর্দ্ধিত চাহিদা দেখা গিয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোম্পানী তাঁহাদের বর্ত্তমান চলতি খনিসমূহ ছাড়া বিহার ও রাজপুতানায় আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট অভ্রের খনি হাতে লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কভারতের সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদদের নির্দ্দেশ ও পরামর্শ অনুসারেই ঐ বিষয়ে কার্য্যধারা অবলম্বন করা হইতেছে।

বিদ্যুৎ শিল্প ও অন্য নানাপ্রকার শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ রোধক কাল ফিতা ও অন্যান্য উপাদানের আমদানী এত কমিয়া গিয়াছে যে, দেশে এই শ্রেণীর জিনিষপত্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থা আজ একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান কোম্পানী সেই আবশ্যকতার কথা বিবেচনা করিয়া খুব সুবিধাজনক সময়ে সেই ব্যবস্থায় হাত দিয়াছেন। এই দেশে ইহার পূর্ব্বে এইরূপ লাভ-জনক ব্যবসা আর সুরু হইতে দেখা যায় নাই। উহার ফলে যে কোম্পানীর অংশীদারদের প্রচুর লাভ পাইবার সুযোগ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিশেষজ্ঞ নিয়োগ

কোম্পানী নিপুণতার সহিত তাঁহাদের কাজ পরিচালনার জন্য অভ্র সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ একদল লোক নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উঁহাদের সহযোগিতায়ই এত অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানীর এইরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিতে উঁহাদের সেবা ও সহযোগিতা মূল্যবান সম্পদ বলা চলে।

দেশের লগ্নিকারকেরা ইহা জানিয়া সুখী হইবেন যে, এই কোম্পানী খনি হইতে অভ্র সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া অভ্রজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের সমস্ত ব্যবস্থাই পরিচালনা করিতেছেন। আর কোন কোম্পানী এইভাবে অভ্রসংক্রান্ত যাবতীয় জিনিষ প্রস্তুতের ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত হাত দেন নাই। ঐদিক দিয়া কোম্পানীটির একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আর সে কারণে কি যুদ্ধের সময়ে, কি শান্তির সময়ে এই কোম্পানীর লাভের সুবিধাও যথেষ্ট।

লভ্যাংশ

এই কোম্পানী বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাদের অধীনে পরিচালিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রথম বৎসর হইতে অংশীদারদিগকে রীতিমত লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে। গত দুই বৎসরে মজুত তহবিলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লাভের অংশ জমা রাখিয়াও এই কোম্পানী অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা মোট ২২৷৷০ আনা এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা মোট ১৪৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে। এ বৎসরও অনুরূপ লভ্যাংশ দেওয়া হইবে বলিয়া অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে।

শেয়ার মূল্যের চড়া ভাব

কোম্পানী যেভাবে অংশীদারদিগকে রীতিমত চড়া হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়া চলিয়াছেন তাহাতে শেয়ার বাজারে এই কোম্পানীর শেয়ারের জন্য অবিলম্বেই যথেষ্ট চাহিদা দেখা যাইবে এবং ফলে শেয়ারের মূল্যও বাড়িবে। কোম্পানীর মূল অংশিদারগণ এই মূল্য বৃদ্ধিতে লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

কার্য্যভার

মেসার্স গুহ, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সরকার লিমিটেডের উপর এই কোম্পানীর কার্য্যভার ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতে খ্যাতিসম্পন্ন অনেক শিল্প ব্যবসায়ী এই কোম্পানীতে রহিয়াছেন। তাঁহাদের সুপরিচালনায় কোম্পানীটি রীতিমত লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে।

শেয়ারের আবেদন

কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস হইতে দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে এবং কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ ও পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ এর যে কোন শাখায় উহা দাখিল করা যাইবে।

ব্যাঙ্কারের নং..... নং.....

শেয়ার ক্রয়ের আবেদন ফরম

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ডিরেক্টর মহোদয়গণ সমীপেষু:—

মহোদয়গণ,

আমি/আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর.....সংখ্যক অর্ডিনারী/প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়ে অভিলাষী হইয়া প্রতি শেয়ারের মূল্য ২৷৷০/১০৲ হিসাবে আবেদনপত্রের সহিত মোট...টাকা পাঠাইলাম। আমার/আমাদের অনুরোধ এই যে উক্ত কোম্পানীর অনুশীলপত্রে উল্লিখিত সর্ত্ত অনুসারে আমার/আমাদের নামে উল্লিখিত বা প্রয়োজনবোধে ন্যূন সংখ্যক শেয়ার বিলি করা হউক। শেয়ার বিলি করা হইলে প্রতি শেয়ারের ২৷৷০/১০৲ হিসাবে পরবর্ত্তী কিস্তির টাকা দিতে স্বীকৃত আছি। আমি/আমরা প্রত্যেক শেয়ারের বাবদ বক্রী দেয় অর্থ ১৯৪৩ সালের.....তারিখ বা তৎপূর্ব্বে দিতে প্রস্তুত আছি এবং আমার/আমাদের নামে যে সকল শেয়ার বিলি করা হইল তাহার ভিত্তিতে আমার/আমাদের নাম কোম্পানীর অংশীদার হিসাবে তালিকা ভুক্ত করিয়া লওয়া হউক।

সম্পূর্ণ নাম... ... ...
পেশা... ... ...
পূর্ণ ঠিকানা ... ...
তারিখ... ... ...১৯৪ স্বাক্ষর (এস)... ... ...
... ...
আবেদনকারীর স্বাক্ষরের নমুনা আবেদনকারীর স্বাক্ষরের নমুনা
... ...

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ব্যাঙ্কারের নং..... নং.....

আবেদনের সহিত প্রাপ্ত অর্থের রসিদ

অদ্য ১৯৪৩ সালের.....মাসের.....তারিখে.....

নিকট হইতে উপরোক্ত কোম্পানীর ২৫৲/১০০৲ টাকা মূল্যের.....সংখ্যক অর্ডিনারী/প্রেফারেন্স শেয়ারের আবেদনপত্রের সহিত প্রতি শেয়ারের বাবদ অগ্রিম দেয় ২৷৷০/১০৲ হিসাবে মোট.....টাকা পাইলাম।

ধান চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ

সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের সর্ব্ব-ভারতীয় ধান চাষের যে চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৯৪১-৪২ সালের ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৯ হাজার একর জমির তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ধান্য চাষের জমির মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৯ হাজার একর। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় এবার জমির পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের ২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫১ হাজার টন চাউলের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালের মোট চাউল উৎপাদনের পরিমাণ অনুমিত হইয়াছে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টন। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৩ ভাগ চাউল কম উৎপন্ন হইবে। বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে এবার ধান চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ চাউল ও ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে নিম্নের তালিকায় তাহা দেখান হইতেছে :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	জমির পরিমাণ (হাজার একর হিসাবে)	উৎপাদন (হাজার টন হিসাবে)	উৎপাদন (প্রতি একরে পাউণ্ড হিসাবে)
বাঙ্গলা	২৩,১৪২	৬,৯১৬	৬৬৯
মাদ্রাজ	১০,৩৯৪	৪,৫৭৫	৯৮৬
বিহার	৯,২৭৫	৩,২৫২	৭৮৫
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৭,৬১৭	২,৩৭৮	৬৯৯
যুক্তপ্রদেশ	৭,০৯৪	৪,৮৫৮	৫৮৭
আসাম	৫,০৮৩	১,৬২২	৭১৫
উড়িষ্যা	৫,০৫৫	১,২৪৭	৫৫৩
বোম্বাই	২,৬২৮	১,১৫৫	৯৮৪
সিন্ধু	১,৩২২	৩২৪	৫৪৯
পাঞ্জাব	১,০৯৭	৩৮৪	৭৮৪
কুর্গ	৮৮	৬০	১,৫২৭
হায়দরাবাদ	১,০৯৫	৪৭৩	৯৬৮
মহীশূর	৭৫৪	২৩১	৬৮৬
বরোদা	২৪১	৫২	৪৮৩
ভূপাল (মধ্য ভারত)	৩৪	৬	৩৯৫
মোট (১৯৪২-৪৩ সালের)	৭৪,৯১৯	২৪,৫৩৩	৭৩৪

১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্তরূপ তিন দফায় মোট ছিল যথাক্রমে ৭৩,৫৭৯, ২৫,৩৫১ ও ৭৭২।

লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা

শিল্প ও ব্যবসায় প্রভৃতির লভ্যাংশ দান ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং লভ্যাংশ দানের পরিমাণ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আতঙ্কিত হইয়া বোম্বাইয়ের শেয়ার হোল্ডার এসোসিয়েশন ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিবের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া তার প্রেরণ করিয়াছেন। এই তারে অনুরোধ করা হইয়াছে যে শেয়ার হোল্ডার এসোসিয়েশনের সহিত পরামর্শ না করিয়া গভর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে যেন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন।

কিশোরগঞ্জে কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ

কিশোরগঞ্জে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম এই দুর্দিনের ভিতরও উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যে এই বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এ বৎসরই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে।

বোম্বাইয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা

প্রথম কিস্তিতে যে পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন জেলার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল, বোম্বাই সরকার ইতিমধ্যেই তাহা জেলায় জেলায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তবে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনসাধারণের চাহিদার তুলনায় এই কাপড়ের পরিমাণ নিতান্ত কম। আমেদাবাদে গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরীর জন্য যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা মিলমালিক সমিতি কর্ত্তৃক সস্তাদরের কাপড় তৈরী করিবার জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতেই অধিকতর কম মূল্যে কাপড় পাওয়া যাইবে।

যুদ্ধের বিপুল ব্যয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের হিসাবে প্রকাশ, হিটলারের পররাজ্য লোভের ফলে এবং তাহা প্রতিরোধের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এ পর্য্যন্ত ৪০০০০০০০০০০০ ডলারেরও অধিক ব্যয় পড়িয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ করিতে না পারিলে ব্যয়ের পরিমাণ ৫০০০০০০০০০০ ডলার ছাড়াইয়া যাইবে।

এই হিসাবে আরও দেখা যায়, হিটলার কর্ত্তৃক ক্ষমতা লাভের পর হইতে জার্ম্মানীর সামরিক ব্যয় হইয়াছে ১০০০০০০০০০০০ ডলার। ১৯৪০ সালে যুদ্ধে যোগ দিবার পর হইতে ইতালীর ব্যয় হইয়াছে আনুমানিক ৮০০০০০০০০০ ডলার। অনেক পরে যুদ্ধে জড়িত হইলেও ইতিমধ্যেই অক্ষ যে কোন দেশ অপেক্ষা আমেরিকাকে অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে। আমেরিকার ব্যয় পড়িয়াছে ১১২৩০০০০০০০ ডলার। হিটলারের অভ্যুদয়ের পর হইতে ইংলণ্ডের ব্যয় হইয়াছে ৫৮২০০০০০০০ ডলার এবং রাশিয়ার ব্যয় হইয়াছে ৯৬০০০০০০০০ ডলার।

যুদ্ধান্তে বেকার সৈন্যদের জন্য ব্যবস্থা

যুদ্ধান্তে বেকার সৈন্যরা কি ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবে ভারত গভর্ণমেণ্ট এখন হইতেই তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভাবিতেছেন। এ সম্পর্কে দেশরক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক একটি পরিকল্পনা রচিত হইতেছে।

বাঙ্গলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়

প্রকাশ বাঙ্গলা কেন্দ্রে অবস্থিত কাপড়ের কলগুলিতে এ পর্য্যন্ত ১০৬৯৬৫৭ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে এবং বাঙ্গলার বাহির হইতে বাঙ্গলা দেশের জন্য ১৮২৪২৬০ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বরাদ্দ করা হইয়াছে। তবে এই কাপড় প্রস্তুত হইতে দুই তিন মাস সময় লাগিবে। প্রকাশ সামান্য কয়েক খণ্ড (২৪০০ খানি) ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের একটি চালান ঢাকাতে পৌঁছিয়াছে। এক একখানি কাপড় ২।০ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

বাঙ্গলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় আমদানী

প্রকাশ কলিকাতার কোন এক ব্যবসায়ীর নিকট বোম্বাই এবং আমেদাবাদ হইতে ৪০০ গাঁইট ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যাহারা সরকারী অনুমতিপত্র পাইয়াছে কেবল তাহাদের নিকটই এই সকল কাপড় পাইকারী দরে বিক্রয় করা হইবে। কলিকাতা ট্রামওয়ে, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি ইতিমধ্যেই উক্ত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কিছু কিছু কাপড় সংগ্রহ করিয়াছেন। যতদূর জানা গিয়াছে, ১০×৪৪—৪৷০, এবং ৯×৩৯—৩৷৵০ খুচরা দরে ঐ সকল কাপড় বিক্রয় করা হইবে। বাংলা সরকার কর্পোরেশনকেও তাড়াতাড়ি কিছু কাপড় সংগ্রহ করিয়া লইতে বলিয়াছেন।

মার্কিন বিমানের নূতন রেকর্ড

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর দপ্তরের এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন সমর বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট একখানি বড় বোমারু বিমান ৬৭ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ১১৭৪৮ মাইল অতিক্রম করিয়া আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছে। এই বিমানখানি বিমানের গতিবেগ সম্পর্কে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিল।

আসাম হইতে চাউল রপ্তানির কড়াকড়ি

আসাম সরকার এক ইস্তাহার জারী করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থে আসাম হইতে চাউল রপ্তানি করিবার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হইবে না। একমাত্র গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টের মারফৎই ধান্য ও চাউল রপ্তানি করা যাইবে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

বলেন, জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করবার গুরু দায়িত্ব ভারতবাসী মাত্রেই উপলব্ধি করবেন এই আমি আশা করি। ভারতবাসীর সঞ্চিত প্রতিটি টাকা ভালভাবে বিবেচনা করে খরচ করা উচিত। দেশবাসীর জন্য যাতে নূতন নূতন কাজের ব্যবস্থা হয় আর দেশবাসীর অর্থ যাতে তাদের হাতে গড়া নূতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে সে বিষয় আমাদের সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ডোমিনিয়ান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৫১৩০

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

অদ্যত্র এই কোম্পানীর একটি প্রসপেক্টাস প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে এই কোম্পানীর ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রিত হইয়াছে। কোম্পানী বর্ত্তমানে আরও ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিয়াছেন।

ভারতে অভ্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর নাম কাহারও অজানা নাই। এই সুপরিচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের তৈয়ারী অভ্র সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিষ ভারত সরকারের ষ্টোর বিভাগ ও দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, বাজারের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য উক্ত কোম্পানীর সুদক্ষ পরিচালকবর্গ রাজপুতানা এবং বিহারে আরও কয়েকটি খনি স্থাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে অভ্রের প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে এমন একটি লাভজনক ব্যবসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প লইয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ গ্রেটবৃটেন, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই জাতীয় ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে আরও অধিক মূলধনের প্রয়োজন যে অপরিহার্য্য এ কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর পরিচালকগণ উহার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির ক্রমোন্নতির মূলে অভ্র ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ এবং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন গুহঠাকুরতার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্ম্মকুশলতা বহুলাংশেই দায়ী। তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে কোম্পানী অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নতি লাভ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি। এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিষয়ে দেশের সঞ্চয়শীল লোকেরা আগ্রহান্বিত হইবেন। বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, সুবিখ্যাত বীমা কোম্পানী ওরিয়েণ্টালের গত ১৯৪২ সালের নূতন কাজের পরিমাণ সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানী মোট ৯ কোটি ৫১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৬৪ টাকার ৩৬ হাজার ৭১৩টি নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪১ সালের নূতন কাজের পরিমাণ অপেক্ষা উপরোক্ত নূতন কাজের পরিমাণ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮ হাজার ১৩৯ টাকা অধিক। যুদ্ধজনিত অনিশ্চয়তা ও আর্থিক দুর্দ্দশার দিনে এরূপ অধিক পরিমাণে নূতন কাজের বৃদ্ধি ওরিয়েণ্টাল লাইফ এসিওরেন্সের পক্ষেই সম্ভব।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বোম্বাই ডাইং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২৬৲ টাকা। **আর্থার বাটলার এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **সেঞ্চুরি স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২৬৲ টাকা। **তামসজ টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **বেঙ্গল-নাগপুর কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। **সরুগাঁও টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **গোকক মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৪৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হিন্দুস্থান পেপার মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি প্রসাদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কাগজ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

প্রেপার্টি ডেভেলপমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর ওঁপ্রবাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—ইফেন্স হাউস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমি, ইমারত ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯, ষ্টেসন রোড, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ব্যাঙ্কিং।

মাতাদীন খৈতান এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মাতাদীন খৈতান। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯।১, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। চিনি, গুড় ইত্যাদির ব্যবসা।

কানপুর প্লেট মিলস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কালীচরণ রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮০, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা। লোহার ও ইস্পাতের পাত ঢালাই'এর ব্যবসা।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭,৫০০৲ „

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩১,৩০০৲ „

আমানত ... অর্দ্ধ কোটী টাকার উপর

(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে, কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা :—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা

পে অফিস :—মিরকাদিম

ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স—জেনারেল ম্যানেজার

স্থাপিত—১৯৩১

হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা।

টেলিফো—পি, কে, ২৬১৮

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নর্টন বিল্ডিংস

ফোন : ক্যাল : ৬৫৭৯,

পে অফিস : ইছাপুরা (ঢাকা) ::

এজেন্সি—বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, মুখার্জ্জী

বড়বাজার : ২০৪, হ্যারিসন রোড, ফোন : বি, বি, ২২০৪

টেলিগ্রাম—"রেণবো" কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্য প্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল

গত সপ্তাহে আমরা কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে যে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাবের উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা এবারেও বজায় রহিয়াছে। বোম্বাইএর টাকার বাজারেও অনুরূপ উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহ পর্য্যন্ত বহুকাল বাজারে টাকার চাহিদা আদৌ ছিল না। সকলেই ধার দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ধার লইবার কেহ ছিল না। যাহা হউক সেই একটানা স্বচ্ছলতার অবস্থা আজ দিন পনের হইল কাটিয়া গিয়াছে। অবশ্য টাকার চাহিদা এরূপ বৃদ্ধি পায় নাই যে টাকার বাজারের বর্ত্তমান অবস্থাকে তেজী বলা যাইতে পারে। তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় ইহাকে মন্দের ভাল বলা যায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-বাজারের অবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। তবে কাজকারবার গত সপ্তাহের পরিমাণের অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে।

গত ৬ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৶৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদনগুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৵০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ১৩ই এপ্রিল বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ১২ই এপ্রিল তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৬ই এপ্রিল তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ৩১শে মার্চ্চ হইতে ৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী "ইণ্টার-মিডিয়েট" ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত বিল গত ৭ই এপ্রিল হইতে আগামী ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৬শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬৪৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৩৯ কোটি ৩২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১৮ লক্ষ টাকা; তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭২ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৭ কোটি ৯১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটি ২ লক্ষ ১ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, ৭৮ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, ৩২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৭০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা।

ঐ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫ ৪১/৪২ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৯ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বেশ মন্দার ভাবই দেখা গিয়াছিল, তবে আফ্রিকায় অষ্টম আর্ম্মির সাফল্যের সংবাদ যত বেশী আসিতে লাগিল শেয়ারের বাজারও সেই পরিমাণে তেজী হইয়া উঠিল। তবে গত তিন দিন যাবৎ আবার মন্দার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আরাকান হইতে মিত্রপক্ষের সৈন্য অপসারণ এবং ফেণী ও চট্টগ্রামে ঘন ঘন জাপানী বোমা বর্ষণই সম্ভবতঃ তাহার প্রধান কারণ। বুধবার বিকালে বহু শেয়ার বিক্রি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণের দাম সপ্তাহের প্রথম দিকে ৩৫৷৷৵০ উঠিয়াছিল। বুধবারে সেই দর নামিয়া ৩৪৷৷৵০ আনায় দাঁড়ায়। তবে পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে যুদ্ধের খারাপ সংবাদ যদি না আসে তাহা হইলেই আবার বাজার তেজী হইয়া উঠিবে। তাহা না হইলে অবশ্য পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা কম।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারে উল্লেখযোগ্য কোন খবর নাই। বিকিকিনিও খুব কমই দেখা গিয়াছে। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, ৯৪৵০ আনাই আছে। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড ১০৩৵০, ৩৲ সুদের (১৯৬৩-৬৫) বণ্ড ৯৫৸০, ৩৷৷০ সুদের (১৯৫৪-৫৯) ১০৩৸৶০, ৩৷৷০ সুদের (১৯৪৭-৫০) ১০৩৷৷৵০, ৫৲ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৮৷০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ডিবেঞ্চার

কশ্চিৎ এক আধখানি ডিবেঞ্চার হস্তান্তরিত হইতে দেখা গিয়াছে। ৩৲ সুদের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ৯৩৷৷৵০, ৩৷০ সুদের হাওড়া ব্রিজ ডিবেঞ্চার ৯৭৲ এবং কেরু এণ্ড কোং-এর ৫৷৷০ সুদের ডিবেঞ্চার ১০৭৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের শেয়ার বেশ তেজীই দেখা গিয়াছে। ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৭৩৲, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৬৲, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৬৪৷৷০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

এবার কয়লার খনিসমূহের লাভের রিপোর্ট খুব উৎসাহজনক হয় নাই, তাই কয়লার খনির শেয়ারের বাজারও মোটামুটি মন্দাই ছিল। বড়

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক—এবৎসর শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৬৷০ টাকা

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার, সিরাজগঞ্জ, নৈহাটী, দক্ষিণ কলিকাতা, দিনাজপুর, ভাটপাড়া, হিলি (দিনাজপুর), রংপুর, বেনারস, নীলফামারি (রংপুর), দুবরাজপুর (বীরভূম), এলাহাবাদ

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে

ধেমো ৭৷৷০ পর্য্যন্ত উঠে পরে নামিয়া ৬৸০ আনায় দাঁড়ায়। বেঙ্গল ৪৪০৲, বোকারো এণ্ড রামগড় ১৯৸০, ইকুইটেবল ৩৪৷০, নিউ বীরভূম ১৮৷৷০, রেওয়া ৩৫৷৷০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৩৸০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহে এলগিন এবং নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ারের দামই খুব চড়া দেখা যায়। বোনাসের সম্ভাবনা থাকায় কানপুর টেক্সটাইলের শেয়ারও ২৩৷০ আনায় উঠে, পরে ২২৷০ আনায় নামিয়া আবার আজ ২২৸৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। এলগিন মিলের শেয়ারের দামও ৫৮৲ হইতে বাড়িয়া ৬৩৲ টাকায় উঠিয়াছে। ডানবার—২৭২৲, বাওরিয়া—৫০০৲, মুইর মিল্‌স্—৩৮৬৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ার বাজার মোটামুটি মন্দাই দেখা গিয়াছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া—৩৭৬৲, বালী—২৮৬৲, হাওড়া—৫৯৷৷০, হুকুমচাঁদ—২২৸৵০, কামারহাটী—৫৩৫৲, কাঁকিনাড়া—৪২৯৲, ভাশনাল—২৫৲, রিলায়েন্স—৬১৲ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের মূল্যই বেশ ওঠানামা করে। ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার ৩৫৷৷৵০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। পরে মাঝখান নামিয়া ৩৪৷৶০ আনায় দাঁড়ায়, আজ আবার ৩৫৵০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারও ২৪৷৷৵০ আনা এবং ২৫৷৷০ আনার মধ্যে ওঠানানা করিয়াছে। ভারতীয় ইলেকট্রীক ষ্টীল—১৫৵০, বার্ণ এণ্ড কোং—৩৭৯৲, কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং—৭৷৷০, স্যাশলাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১১৮৵০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল

কেরু—১৭৲, প্রতাপপুর—১৭৲, চম্পারণ—২৯৷৷০, নিউ সাভান—১৪৸০, ইউ পি সুগার—১৮৸০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় বিশেষ দেখা যায় নাই। বাজারও মন্দাই ছিল। বিশ্বনাথ—৩৩৸৵০, হাতীক্ষীরা—২৯৷৷০, তেলীয়াপাড়া—৫২৬৲, তেজপুর—১২৸০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প—১৭৫৲, ষ্টার—২০৷৷৵০ ও টিটাগড়—২৪৷০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

এ্যালকেলী এণ্ড কেমিকেল—৩২৲, কলিকাতা ট্রামওয়ে—১৮৵০, ডানলপ রবার কোং—৪৯৸০, মেদিনীপুর জমিদারী—৭৭৷৷০, রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ—২৯৵০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১লা এপ্রিল—১০৩৵০ ১০৩৷০। ৩৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৫ই এঃ—৯৫৸০ ৯৫৷৷৵০; ৭ই—৮৫৸০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১লা এঃ—৯৪৵০; ২রা—৯৪৵০; ৫ই—৯৪৵০; ৬ই—৯৪৲ ৯৪৵০; ৭ই—৯৪৸৵০। ৩৷৷০ সুদের ঋণপত্র (১৯৫৪-৫৯) ১লা এঃ—১০৩৸৵০। ৩৷৷০ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৫০) ২রা এঃ—১০৩৸৵০। ৫৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ৬ই এঃ—১০৮৷০।

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের (১৯৩৯-৬৬) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ৬ই এঃ—৯৩৷৷৵০। ৩৷০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ৬ই এঃ—৯৭৲; ৭ই—৯৭৲। ৫৷৷০ সুদের (১৯৪১-৫০) কেরু এণ্ড কোং (২য় মর্টগেজ) ৭ই এঃ—১০৩৷৷০ ১০৩৸০।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ৭ই এঃ—১৬৩৷৷০ ১৬৪৷৷০। ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১লা এঃ—১৭২৲; ৭ই—১৭২৫৲। রিজার্ভ ১লা এঃ—১০৫৷৷০ ১০৬৲; ৫ই—১০৬৲ ১০৫৷৷০ ১০৬৲; ৬ই—১০৫৷৷০; ৭ই—১০৫৷৷০ ১০৪৲।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ১লা এঃ—৪০৭৷৷০; ২রা—৪০৫৲ ৪০৭৲ ৪০৮৲; ৬ই—৪০৮৲। ভালগোরা ২রা এঃ—৬৷৷৵০; ৫ই—৬৸০; ৭ই—৬৸০। বোকারো এণ্ড রামগড় ২রা এঃ—১৯৵০। বড়ধেমো ১লা এঃ—৬৷০ ৬৷৷০; ২রা—৬৶৭; ৫ই—৬৷০ ৬৷০ ৬৷৵০; ৬ই—৬৷৷৶০ ৭৷৶০ ৭৶০ ৭৶০ ৬৸৶০ ৭৲; ৭ই—৬৸০। বরাকর ১লা এঃ—১৪৷০; ২রা—১৪৲; ৫ই—১৪৲; ৭ই—১৩৸৶০। ধেমো মেইন ১লা এঃ—১৩৶০ ১৩৵০; ২রা—১২৸৵০ ১৩৲ ১৩৵০; ৫ই—১৩৲; ৬ই—১৩৵০। ইকুইটেবল ৫ই এঃ—৩৪৶৵০ ৩৪৷০। কুয়ারদি ২রা এঃ—৫৷৷৵০; ৫ই—৫৷৷৶০; ৭ই—৫৸৵০। নিউ বীরভূম ১লা এঃ—১৮৷৵০ ১৮৷৷০। নর্থ ওয়েষ্ট (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২রা এঃ—২২৵০; (কল্টি) ৭ই—৭৷৷৵০। পিওর শীতলপুর ৬ই এঃ—১৫৸০ ১৬৲; ৭ই—১৬৷৵০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ৭ই এঃ—১৷৵০ ১৷৵০। তালচরে ২রা এঃ—৩৵০ ২৸৶০ ৩৲ ৩৵০; ৫ই—২৸৶০ ৩৲; ৭ই—৩৲। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৬ই এঃ—৩৩৷০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ১লা এঃ—৯৸০ ৯৸৵০; ৭ই—৯৵০ ৯৵০ ৯৷৷০। বেঙ্গল-নাগপুর ১লা এঃ—৩৩৲; ৬ই—৩২৷৷৵০; ৭ই—৩২৸০। বঙ্গলক্ষ্মী ১লা এঃ—৮২৲। বেনারস ১লা এঃ—১১৲ ১১৵০ ১১৵০; ২রা—১০৷০ ১০৸০; ৫ই—১০৸৵০ ১০৸৶০; ৬ই—১০৸৶০ ১৯৵০ ১১৵০। কানপুর টেক্সটাইল ১লা এঃ—২২৷৷৶০ ২৩৲; ২রা—২২৵০ ২২৷০ ২২৷৵০ ২২৷৷০; ৫ই—২২৵০ ২২৷৵০ ২২৷৷০; ৬ই—২২৷৵০ ২২৷৵০ ২২৷৷৵০ ২২৸৵০; ৭ই—২২৸০ ২২৸৵০ ২৩৲ ২৩৵০। চাকেশ্বরী ২রা এঃ—২২৲। এলগিন মিল্‌স ২রা এঃ—৫৫৸০ ৫৬৲ ৫৫৷৷০ ৫৬৷০; ৫ই—৫৭৷০; ৭ই—৫৮৷৷০ ৬০৷৷০ ৬০৸০ ৬১৲ ৬১৷৷০। কেশোরাম (অর্ডি) ১লা এঃ—১৮৵০; ৫ই—১৭৷৷৵০ ১৭৷৷৵০; ৭ই—১৮৷০। মুইর মিল্‌স ১লা এঃ—৩৯২৲ ৪০০৲; ৭ই—৩৮৬৷৷০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১লা এঃ—৮৷৵০ ৮৷৶০; ২রা—৮৷০ ৮৷৵০; ৫ই—৮৷৶০ ৮৷৷০ ৮৷৷৵০; ৬ই—৮৷৷৵০ ৮৷৷৵০ ৮৷৷৶০; ৭ই—৮৸০ ৮৸৵০ ৮৸৵০।

ইলেকট্রীক

বেনারস ৫ই এঃ—১৬৷৷৩। মীর্জ্জাপুর ৬ই এঃ—৫৸৶০ ৬৲ ৬৵০। আপার গ্যাঞ্জেজ ১লা এঃ—১৩৷৵০।

মাইকানাইট !

প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট্, টিউব, "ভি" রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ১লা এঃ—১৬।০; ৫ই—১৫৷৶০ ১৫৸০ ১৫৸০; ৬ই—১৫৷৶০ ১৫৸০ ১৫৸০ ১৫৸৶০ ১৫৸৶০; ৭ই—১৬৲ ১৫৸০। ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২রা এঃ—১২৸০; ৬ই—১৩৶০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১লা এঃ—৩৭৲ ৩৭৮৲; ২রা—৩৭৮৲; ৫ই—৩৭৬৲; ৬ই—৩৭৯৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১লা এঃ—৩৫।৶০ ৩৫।৶০ ৩৫৷০ ৩৫।৵০ ৩৫৶০; ২রা—৩৪৸৶০ ৩৪৬৶০ ৩৫৲ ৩৪৸০; ৫ই—৩৫৶০ ৩৫।৵০ ৩৫।০ ৩৫।৶০ ৩৫৶০ ৩৫।০; ৬ই—৩৫৶০ ৩৫।০ ৩৫।৵০; ৭ই—৩৫।৶০ ৩৫৷০ ৩৫।০ ৩৫।৵০। ইণ্ডিয়া মেশিনারী ১লা এঃ—১১।০; ২রা—১১৶০; ৫ই—১০৷৶০ ১০৷০ ১০৷৶০; ৭ই—১০৷৶০। কুমারধুবী ১লা এঃ—৭৷০ ৭৷৵০; ৭ই—৭৷৶০ ৭৷০; (প্রেফ) ২রা—১৭৩৲; ৬ই—১৭৬৲। মার্শালস্ এণ্ড কোং ১লা এঃ—৩৷৶০ ৩৷৶০ ৩৸০; ২রা—৩৸০; ৫ই—৩৸০; ৬ই—৩৷৵০ ৩৷৶০ ৩৷৶০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২রা এঃ—১২৲ ১১৸০ ১১৸৶০; ৫ই—১১৸০ ১২৲; ৬ই—১১৸০ ১২৲। সারণ ১লা এঃ—৭।৶০ ৭৷৶০ ৭৷৶০; ৫ই—৭।৶০; ৬ই—৭৶০। ষ্টীল কর্পোরেশন ১লা এঃ—২৫।৶০ ২৫।৶০ ২৫৷০ ২৫।০; ২রা—২৫৵০ ২৫৸৶০ ২৫৲ ২৪৸৵০; ৫ই—২৫।০ ২৫।৶০ ২৫।৶০ ২৫৷০ ২৫।৵০; ৬ই—২৫।৵০ ২৫।৶০ ২৫।৶০; ৭ই—২৫৷০; (প্রেফ) ২রা—১২৬৲; ৬ই—১২৬৷০; ৭ই—১২৫৲।

পাট কল

এ্যালবিয়ন ৫ই এঃ—২০১৲ ২০২৲। আলেকজেণ্ড্রা ১লা এঃ—২২০৲ ২২২৲; ২রা—২২১৲ ২২১৷০ ২২৩৲ ২২৬৲; ৭ই—২২৮৲। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ১লা এঃ—৩৭৪৲ ৩৭৩৲; ৫ই—৩৭১৲ ৩৭০৲ ৩৭১৲; ৭ই—৩৭৬৷০। অকল্যাণ্ড ১লা এঃ—১৮৪৲; ২রা—১৮৫৲; ৭ই—১৮৩৷০। বালী ১লা এঃ—২৯৬৲; ২রা—২৯২৲ ২৯২৷০; ৫ই—২৯১৲ ২৯০৲ ২৯১৲ ২৯৩৲; ৬ই—২৯৩৲ ২৯৫৲; ৭ই—২৯৪৲ ২৯৫৲ ২৯৬৲ ২৯৭৲; (প্রেফ) ৭ই—১৬৫৷০। বরানগর ১লা এঃ—১১৮৲; ৫ই—১১৫৲ ১১৬৲। বেলভেডিয়ার ১লা এঃ—৪৪০৲; ২রা—৪৩৫৲; ৫ই—৪৩৭৲ ৪৩৮৲; ৬ই—৪৪১৲। বজবজ ২রা এঃ—৩৮৪৲; ৫ই—৩৮৫৲; ৭ই—৩৪৪৷০; (প্রেফ) ৫ই—১৭৩৲ ১৭২৲; ৭ই—১৭৩৲। ক্যালকাটা ৫ই এঃ—৩৭৵০ ৩৭৷০। ক্যালেডোনিয়ন ২রা এঃ—৩৯৩৲ ৩৯৫৲; ৫ই—৩৯২৲। ক্লাইভ ১লা এঃ—২৫৲; ৫ই—২৪৶০। ডেল্‌টা ১লা এঃ—৪৭০৲; ৫ই—৪৬৮৲; (প্রেফ) ৭ই—১৪১৲। ফোর্ট উইলিয়ম (প্রেফ) ২রা এঃ—১৭২৲। গ্যাঞ্জেজ ১লা এঃ—৪০৫৲ ৪০৬৲ ৪০৮৲ ৪০৯৲; ৫ই—৪০৩৷০ ৪০৩৲ ৪০৪৲; ৬ই—৪০৭৲; ৭ই—৪০৬৲। গৌরীপুর ২রা এঃ—১৬৫৲ ১৬৭৲; ৬ই—১৬৫৲; ৭ই—১৮৩৲ ১৮৪৲; (প্রেফ) ৫ই—১৫৫৲। হেষ্টিংস্ (প্রেফ) ১লা এঃ—১৪৬৲; ২রা—১৪৬৲; ৬ই—১৪৭৲; ৭ই—১৪৭৷০। হাওড়া ৫ই এঃ—৫৯।০ ৫৯৷০; ৭ই—৫৯৷০। হুকুমচাঁদ ১লা এঃ—২৩৶০; ৭ই—২১৸০ ২২৸৶০; (প্রেফ) ৫ই—১৫৪৲। ইণ্ডিয়া ১লা এঃ—৫১০৲ ৫১১৲ ৫১৩৲; ৫ই—৫০৩৲ ৫০৪৲; ৬ই—৫১০৲ ৫০৫৲ ৫০৭৲ ৫১০৲ ৫১১৲। কামারহাটী ১লা এঃ—৫৩৭৷০ ৫৩৫৲; ২রা—৫৩১৲; ৭ই—৫৩৫৲; (প্রেফ) ৬ই—১৫৭৷০। কাঁকিনাড়া ২রা এঃ—৪২০৲; ৫ই—৪২০৲ ৪২২৲ ৪২২৷০ ৪২৩৲; ৭ই—৪২৭৲ ৪২৯৲। লরেন্স ১লা এঃ—২৬৩৲; ৭ই—২৬৬৲। নস্করপাড়া ৬ই এঃ—২৫৲; ৭ই—২৪৸৶০ ২৫৲। ন্যাশনাল ৫ই এঃ—২৪৸৶০ ২৫।০; ৬ই—২৪৸৶০ ২৫।০; ৭ই—২৫।০; (প্রেফ) ৫ই—১৭৪৲ ১৭৩৲। নিউ সেণ্ট্রাল ৭ই এঃ—৩৪২৲; (প্রেফ) ২রা—১৭২৲; ৭ই—১৭২৲। নদীয়া ১লা এঃ—৮৫৲ ৮৬৲; ২রা—৮৪৲; ৫ই—৮৪৷০ ৮৫৷০ ৮৫৷৶০; ৬ই—৮৫৷০ ৮৬৲; ৭ই—৮৭৲। রিলায়েন্স ৫ই—৬১৲ ৬ই—৬০৸০; ৭ই—৬১৲; (প্রেফ) ৭ই—১৭২৷০ ১৭৩৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ১লা এঃ—১৮৲; ২রা—১৮৲; ৬ই—১৭৸০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২রা এঃ—২১২৲; ৫ই—২১২৲। ইউনিয়ন ১লা এঃ—৩২৭৲; ২রা—৩২৫৲ ৩২৬৲; ৫ই—৩১৯৲ ৩২১৲; ৭ই—৩২৩৲।

রেলপথ

আরা-শাসারাম ৫ই এঃ—৬৭৷০ ৬৮৲। দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান (প্রেফ) ৭ই এঃ—৯৮৲ ৯৯৲।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ১লা এঃ—২৷৶০ ২৸০ ২৸৶০; ৫ই—২৸০ ২৷৶০; ৭ই—২৸০; ইণ্ডিয়ান

দি মডেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৪

হেড অফিস :—

২৫, নোয়ালো লেন, ওয়ার্ডলে হাউস, কলিকাতা।

শাখা অফিসসমূহ :—

কলিকাতা কেন্দ্র	মধ্যপ্রদেশ	বিহার
উত্তর কলিকাতা	অম্বিকাপুর	কাটিহার
দক্ষিণ কলিকাতা	রামানুজগঞ্জ	আরারিয়া

(সারগুজা ষ্টেট)

নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে

সুদের হার

স্থায়ী আমানত

৬ মাস	৪%
১ বৎসর	৫%
২ বৎসর	৫½%
৩ বৎসর	৬%

পেট্রোন—

হিজ হাইনেস মহারাজা অব সারগুজা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—

মিঃ এস বিশ্বাস মিঃ এ কে চন্দ

সুন্দর ডিজাইনের

ইংরাজি ও বাংলা

সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ

সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে

পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া

আর্থিক জগৎ প্রেসে

অনুসন্ধান করুন।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

কপার ১লা এঃ—২।/০ ২৷৵০ ; ২রা—২।/০ ; ৫ই—২।/০ ; ৬ই—২।/০ ; ৭ই—২।/০ ।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১লা এঃ—১৭৫৷৷০ ১৭৬৷৷০ ; ৫ই—১৭৫৲ ১৭৬৲ ১৭৫৲ ; ৬ই—১৭৫৲ । ওরিয়েণ্ট ২রা এঃ—২৬৷৷৵০ ; ৫ই—২৬৷৷০ শ্রীগোপাল ১লা এঃ—২০৵০ ; ৫ই—২০।০ ; ৬ই—২০৵০ ২০।০ ২০৷৷৵০ ; ৭ই—২০।০ ২০৷৷৵০ ২০৸০ । ষ্টার ১লা এঃ—২০৵০ ; ৬ই—২০৷৷৵০ । টিটাগড় ১লা এঃ—২৪।/০ ; ২রা—২৪।৵০ ২৪৵০ ; ৫ই—২৪৲ ২৪।/০ ; ৭ই—২৪।০ ২৪৵০ ২৪।০ ; (প্রেফার্ড অর্ডি) ৬ই—৫।০ ।

চিনির কল

বলরামপুর ৭ই এঃ—১৩।০ ১৩৲ । ভারত ৬ই এঃ—১৬।৵০ ১৬।০ । কেরু এণ্ড কোং ১লা এঃ—১৬৷৵০ ১৬৸০ ১৬৸৵০ ১৭৲ ; ২রা—১৬৸০, ১৬৸৵০, ১৬৸৵০, ৫ই—১৬৸০, ১৬৸৵০, ৬ই—১৭৲ ; চম্পারণ ১লা এঃ—২৯।০ ; ৫ই—২৯।৵০ ২৯৷৷০ ; ৬ই—২৯।৵০ ; ৭ই—২৯৵০ ২৯।০ ২৯।৵০ । মোহিনী ১লা এঃ—১১।০ ১১।৵০ ; ২রা—১১৵০ ; ৫ই—১১৵০ ; ৭ই—১০৸০ ১১৲ ১১৵০ । প্রতাপপুর ১লা এঃ—১৬।৵০ ১৬৷৷৵০ ১৬।০ ১৬।/০ ; ২রা—১৫৸৵০ ১৬৵০ ১৫৸৵০ ১৬/০ ; ৫ই—১৬৸৵০ ১৭৲ ; ১৭৵০ ; ৬ই—১৬৸০ ১৬৸৵০ ১৬৸০ ; ৭ই—১৬৸৵০ । সমস্তিপুর ১লা এঃ—১৪৷৵০ ; ২রা—১৪৷৷৵০ ; ৫ই—১৪৷৷০ ; ৭ই—১৪৷৵০ ১৪৷৷০ ১৪৷৷৵০ । ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ১লা এঃ—১৮৸৵০ ১৮৸৵০ ১৯৲ ; ২রা—১৮৷৷৵০ ; ৬ই—১৮৷৵০ ১৮৷৷০ ১৮৷৷৵০ ; ৭ই—১৮৷৷০ ১৮৷৷৵০ ১৮৸০ ।

চা বাগান

বিশ্বনাথ ২রা এঃ—৩৩৸৵০ ; ৫ই—৩৩৸০ । ঘেলাখাট ১লা এঃ—২৬৸০ ২৬৸৵০ ২৭৲ ; ৬ই—২৭৲ ২৭৵০ ; ৭ই—২৭।০ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১লা এঃ—১৩৲ ১৩/০ ১৩৵০ ১৩৵০ ; ৫ই—১২৸৵০ ১৩৲ । হাতীকীরা ১লা এঃ—২৯৷৷০ । হলদিবাড়ী ২রা এঃ—৩৪৷৷০ ; ৭ই—৩৩৷৷০ । জয়বীরপাড়া ৫ই এঃ—৩৪।০ । লংভিউ ৬ই এঃ—২৬৷৷০ । নিউ ডুয়ার্স (প্রেফ) ৭ই এঃ—১৭৩৲ । রাজাভাত ৫ই এঃ—৪৮৷৷৵০ ৪৮৸০ ; ৬ই—৪৮৷৷৵০ । রাজগড় ১লা এঃ—২১৸০ ২২৲ ২১৷৷০ । তেলিয়াপাড়া ৬ই এঃ—৫৫৫৲ ৫৫৬৲ । তেজপুর ২রা এঃ—১৩৷৷০ ; ৫ই—১৩৷৷০ ; ৬ই—১৩।০ ; ৭ই—১২৸০ ।

বিবিধ

এ্যালকেলী এণ্ড কেমিকেল ২রা এঃ—৩১৸৵০ ৩২৸০ । এ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন ১লা এঃ—১৯।০ ১৯।৵০ ; ২রা—১৯৲ ; ৫ই—১৯৲ ১৯৵০ ১৯/০ ১৯৵০ ১৯।০ ১৯।৵০ ১৯।৵০ ১৯৷৷৵০ ১৯৷৷৵০ ; (নিউ প্রেফ) ২রা—১১২৲ । আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট ১লা এঃ—১৩।৵০ ১৩।৵০ ; ২রা—১৩৲ ; ৫ই—১৩৲ ; (ডেফ) ৫ই—৩।৵০ । বেঙ্গল কেমিকেল, ২রা—৪১৫৲, ক্যালকাটা ট্রামওয়ে (অর্ডি) ১লা এঃ—১৮৲ ১৮।০ ১৮৵০ ১৮৵০ ১৮।০ ১৮।৵০ ১৮।৵০ ; ২রা—১৮৲ ১৮৵০ ১৮৵০ ১৮।০ ; ৫ই—১৮৲ ১৮৵০ ১৮।০ ; ৬ই—১৮৲ ; ৭ই—১৮৲ ১৮/০ ১৮৵০ । ডালমিয়া সিমেণ্ট ১লা এঃ—১৭৷৷৵০ ; ২রা—১৭৷৷৵০ ; (প্রেফ) ৫ই—১৩৯৲ ; ৬ই—১৩৯৷৷০ ১৪০৲ ; ৭ই—১৩৯৷৷০ । ডালমিয়া সিমেণ্ট (ডেফ) ৬ই এঃ—৪।০ । ডানলপ রবার (অর্ডি) ৫ই এঃ—৪৯৸০ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কাজ-কারবারের পরিমাণ গত সপ্তাহের তুলনায় সন্তোষজনক নহে। সপ্তাহের প্রথম দিকে স্পষ্ট মন্দার ভাবই দেখা গিয়াছিল। পরে সপ্তাহের শেষ দুই দিবসে বাজারে আবার চড়তির ভাব সুরু হয়। মফঃস্বল হইতে এতাবৎ যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বাজারে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল থাকা সত্ত্বেও বীজ বপনের কাজ অত্যন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে এবং এবার খুব সম্ভব বিঘোষিত আট আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষ হইতে পারিবে না—সুতরাং পাটের উৎপাদন অনুমানের অপেক্ষা কম হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের বীজের দাম এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অনেক চাষী হয়ত খাদ্যশস্য চাষের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া পাটচাষ আরম্ভ করিবে। সুতরাং আগামী মরশুমের পাট সম্পর্কে কোন দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করার মত সময় এখনও আসে নাই।

এবার আলগা পাটের বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ ও বটোম যথাক্রমে ১৬।০ আনা ও ১৩।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। বাজারে এবার স্পষ্ট চড়তির ভাব দেখা যায়। পাকা বেল বিভাগে কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ এবার বৎসামান্য হইয়াছে।

থলে ও চটের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে বেশ তেজী ছিল। ৯নং পোর্টার নগদ ১৯৸০ আনা, এপ্রিল ১৯৸০ আনা, মে-জুন ১৯৷৷৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯।০ আনায় এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২৫৵০ আনা, এপ্রিল ২৫।০ আনা, মে-জুন ২৫৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৫৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ কর্ত্তৃক গত ৩রা এপ্রিল তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি সন্তোষ-জনক। তবে কোন কোন অঞ্চলে বেশ কিছু বৃষ্টিপাত অত্যাবশ্যক। নহিলে বীজ বপনের কাজ ও নূতন পাটের চারাগুলির বাড়তি আশানুরূপ হইতে পারিবে না। নদীগুলির অবস্থা অন্যান্য বৎসর এই সময়ে যেরূপ থাকে সেরূপই অর্থাৎ স্বাভাবিক রহিয়াছে।

গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় এবার কোথায় এতাবৎ কি পরিমাণ জমিতে পাট বোনা হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল (প্রথম সংখ্যা এবারের এবং দ্বিতীয় সংখ্যা গতবারের) :—নারায়ণগঞ্জ—।৬ পাই, ৷৵৬ পাই ; চাঁদপুর—।/৬ পাই, ৸৵০ আনা ; হাজিগঞ্জ—।৶০ আনা, ৸৵৯ পাই ; চৌমুহানি—।০ আনা, ৸৵৩ পাই ; আশুগঞ্জ—৸০ আনা, ৸৵৩ পাই ; আখাউড়া—৷৬ পাই ; ৷৶৬ পাই ; নিখলিদাসপাড়া—৷৹ আনা ; এলাশিন—।৶০ আনা, ৷৶৯ পাই ; সরিষাবাড়ী—৵০ আনা, ৵৯ পাই ; ময়মনসিংহ—।/০ আনা, ৵৬ পাই ; সিরাজগঞ্জ—৵৬ পাই, ৵৩ পাই ; ভাঙ্গুরা—।০, ৵৩ পাই।

তূলা ও কাপড়।

কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে প্রথম ভাগে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু পরে অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং তুলার দরে আবার চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে প্রচুর পরিমাণ তুলার আবশ্যক হইবে। কিন্তু "খাদ্যশস্য বাড়াও" আন্দোলনের ফলে তুলা চাষের জমির পরিমাণ এবার সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইবে। ফলে তুলার বাজারে অবনতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ সম্পর্কে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে বলিয়া আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে তুলার দর হ্রাস পায়। করিলা মে ও জুলাই ৫৪৭৲ টাকা ও ৫৫৫৲ টাকা

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রারম্ভ হইতে উচ্চহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

বর্ত্তমানে ৭½% দেওয়া হইতেছে

স্থাপিত ১৯২১

হেড অফিস—নোয়াখালী।

মহারাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দিনাজপুর শাখা গত ৮ই ফেব্রুয়ারী খোলা হইয়াছে।

ঠাকুরগাঁও, কিষণগঞ্জ ও ফরবেসগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

হইতে নামিয়া যথাক্রমে ৫৩৬৷৷০ আনা ও ৫৪৬৷৷০ আনায় দাঁড়ায়। গত সপ্তাহের শেষ ভাগে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৫৩০৲ টাকা ও ৫৩৭৲ টাকা।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিকিকিনির পরিমাণ এবার বেশী নহে। বাঙ্গলায় ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ আসিয়া পৌঁছিয়াছে এই সংবাদ কাপড়ের বাজারে কিছুটা নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সূতা ও কাপড়ের দর নিয়ন্ত্রণ করা হইবে এই আশঙ্কায় বাজারে ভবিষ্যতের সর্ত্তে কাজকারবার সন্তোষজনক হয় নাই। ক্রেতামহল এবার বস্ত্র ক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখান নাই। অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখিবার জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন। বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে ও বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রিত হইলে বর্ত্তমানের অপেক্ষা সস্তা দরে কাপড় পাওয়া যাইবে এই আশায় ও অনুমানে বাজারে বস্ত্রাদির বিশেষ বিকিকিনি হইতেছে না বলিয়া মনে হয়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোণার বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা যায়। সপ্তাহের শেষ ভাগে সোণার দর বেশ বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধ বাধিবার পর এরূপ চড়তি খুব বেশী হইতে দেখা যায় নাই। বাজারের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় শীঘ্র সোণার দরে অবনতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এবার রেডি সোণার দর উঠিয়াছিল ৭৩৸৶০ আনা পর্য্যন্ত। পরে দর যৎকিঞ্চিৎ নামিয়া ৭৩৷৷/০ আনায় দাঁড়ায় এবং ইহার চেয়ে আর কম হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। গত সপ্তাহের শেষভাগে রেডি সোণার দর ছিল ৭১৷৵০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে সোণার বাজারের ন্যায় অতটা চড়তির ভাব দেখা যায় নাই। রূপার দরে এবার যাহা কিছু বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা সোণার বাজারের চড়তির প্রতিক্রিয়া হিসাবেই। গত সপ্তাহের ১১১।০ আনা দরের তুলনায় এবার রেডি রূপার দর ছিল ১১২৲ টাকা।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

সনদ সম্পর্কে মনের কথা আজও খোলাসা করিয়া বলিতেছেন না, সে-ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা তথা মিত্রপক্ষের যুদ্ধাদর্শ সম্পর্কে মিঃ উইল্‌কির পক্ষে স্পষ্ট করিয়া কোন প্রতিশ্রুতি শুনাইবার অধিকার নাই। সুতরাং ভারতের প্রতি একটানা অবিচারের জন্য যদিও প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই দায়ী করিতে হয়, তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও মিঃ উইল্‌কি জবাবদিহী করাইতে চাহিয়াছেন। ভারত কেবল বৃটেনেরই ঘরোয়া ব্যাপার নহে। ভারতের ইষ্টানিষ্টের সহিত আন্তর্জ্জাতিক শুভাশুভও যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে মিঃ উইল্‌কি তাহা বুঝিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই। ভারত সম্পর্কে আমেরিকার দায় ও দায়িত্ব যাহাতে অনতিবিলম্বে পালিত হইতে পারে তৎপ্রতি তিনি স্বদেশবাসীর সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জনৈক চীন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন: "ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেওয়ায় তাহাতে কেবল বৃটেনই জগতের চক্ষে হীন হইয়া যায় নাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সমানভাবেই হীন প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

* * *

মিঃ উইল্‌কি সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে নির্ভীক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শ্রেণীর চিরাচরিত কূটনীতি সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য অধিকৃত দেশগুলির বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ও তাহা জিয়াইয়া রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টা হইতে আমাদিগকে বিরত থাকিতে হইবে।" তাহা না হইলে, মিঃ উইল্‌কিরই ভাষায়, আমাদিগকে এমন এক পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে যেখানে সাম্রাজ্যবাদের অবাধ আধিপত্যের ফলে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিবে ("Imperialism which condemns the world to endless war.")। অপর পক্ষে দুনিয়ার প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে "আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের আরব জগৎ এবং সমগ্র সুদূর প্রাচ্যকে স্বাধীন করিতে হইবে আর এই স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে সাম্রাজ্য শাসন-প্রথার বিলোপ সাধন। আমরা পছন্দ করি বা না করি, ইহাই নির্ম্মম বাস্তব সত্য।"

* * *

পরাধীন দেশসমূহের মনের কথা মিঃ উইল্‌কি সুন্দরভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন: "এশিয়ার কোটি কোটি অধিবাসীর চক্ষু আজ উন্মীলিত হইয়াছে এবং প্রভাতের লাভের জন্য প্রাচ্যবাসী আর ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে রাজী নহে।... তাঁহাদের সমাজে সাম্রাজ্যবাদের যে কোন স্থান নাই সে বিষয়ে তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।.....রাশিয়া, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের নরনারীরা আজ তাহাদের আত্মশক্তির সন্ধান পাইয়াছে।" সর্ব্বশেষে মিঃ উইল্‌কি জগতের সকল জাতির স্বাধীনতা লাভের অর্থাৎ পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আজই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে বলিয়া দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। এখানেই যত গলদ। মিঃ উইল্‌কির আবেদন মিঃ রুজভেল্টের কানে গেলেও মনে প্রবেশ করিবে কি? ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের রহস্যজনক একটানা নীরবতার আসল কারণ কি? যতদিন এই প্রশ্নের সদুত্তর না মিলিবে ততকাল মিঃ উইলকি শ্রেণীর চিন্তাশীল বিদেশীদের সকল কথা আমরা অরণ্যে রোদন বলিয়াই মনে করিব।

* * *

ইন্সিওরেন্স অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস:—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তনের পর যে সব কোম্পানীর ভেলুয়েশন হইয়াছে তন্মধ্যে এই কোম্পানী ১৯৪১ সালের ২য় ভেলুয়েশনে অত্যন্ত উচ্চ হারে বোনাস দিয়াছেন।

বোনাস:—

মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৩৲ টাকা
আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৬৲ টাকা

সুদের হার শতকরা ৩৷৷০ আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে।

* জীবন বীমা তহবিল (ডিসেম্বর ১৯৪২ সাল) ২,৮০,০০০৲
(এই বৎসর শতকরা ৪০ ভাগ বীমা তহবিল বেশী হইয়াছে)
* সম্পত্তির পরিমাণ ... ... ৪,০০,০০০৲ টাকার উপর
(* অডিট সাপেক্ষে)

বীমাকারিগণের দাবীর শতকরা ১০০ ভাগের উপর কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত আছে।

টাকা পয়সা লেন দেন

ব্যাঙ্কের মারফতই নিরাপদ

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।
ফোন: সাউথ—৫৮২।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১৫, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: ক্যাল—২৬৯২।

অন্যান্য শাখাসমূহ

বেঙ্গল:—বহরমপুর, বরিশাল। বিহার:—ছাপরা।

আমাদের ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন।

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ এন, বি, ঘোষ দস্তিদার।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

জনসেবায়—
বঙ্গলক্ষ্মী
ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—
বঙ্গলক্ষ্মী
ফোন কলিঃ ৩০৯৯
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

CALCUTTA UNIVERSITY

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল, সোমবার ১৯৪৩ | ৪৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯০৭-৯০৯	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৯১৪-৯১৯
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৯১০	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৯২০-৯২১
ভারতে বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার	৯১১	বাজারের হালচাল	৯২২-৯২৮
ভারতের অভ্র	৯১২-৯১৩		

সাময়িক প্রসঙ্গ

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও কৃষকের স্বার্থ

প্রথম যখন গবর্ণমেণ্ট এদেশে জিনিষ-পত্রের মূল্য বাধিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত সার্থকতা সম্পর্কে তাঁহাদের কোন সংশয় ছিল না। পুনঃ পুনঃ পণ্য-নিয়ন্ত্রণ বৈঠক বসাইয়া কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে নানারূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ইঙ্গিত পাইয়া প্রাদেশিক সরকারসমূহও জিনিষ পত্রের দাম দাবাইয়া রাখিবার জন্য হামেসা অর্ডিনান্স ও ইস্তাহার প্রভৃতি জারী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রব্যমূল্য স্থির রাখিবার সেই সব চেষ্টা কিছুমাত্র সফল হয় নাই। ফলে গবর্ণমেণ্ট পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনেক কিছু বিধিব্যবস্থাই বর্ত্তমানে উঠাইয়া লইতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু পণ্যমূল্য সম্পর্কে গা ঢালা দেওয়ার আসল কারণটা লোকে ধরিয়া ফেলিবে ইহা তাঁহারা চান না। তাই পণ্য-মূল্যের সার্থকতার পরিবর্ত্তে উহার অসার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নূতন করিয়া আবার বক্তৃতা ও বিবৃতি সুরু হইয়াছে। ভারত সরকারের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের মন্ত্রী স্যার যোগেন্দ্র সিং সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, এদেশের কৃষকদের কল্যাণ দেখিতে হইলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ও কৃষকদিগকে সময়োচিত ঋণ প্রদানের সুব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। পণ্যের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে কৃষকদের স্বার্থের পরিপোষক নহে। যাঁহারা এদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বনের দাবী করিতেছেন তাঁহারা প্রকারান্তরে দেশের শতকরা ৮৯ ভাগ লোকের আয় ও জীবন-যাত্রা স্থায়ী ভাবে নিম্ন রাখিবারই প্রস্তাব করিতেছেন। কৃষকদের কল্যাণের জন্য পণ্য উৎপাদন ও কৃষিঋণ প্রদানের সুব্যবস্থা করা সম্পর্কে স্যার যোগেন্দ্র সিং যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু পণ্য-মূল্য সম্পর্কে তাঁহার উক্তি আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। তিনি তাঁহার সাধারণ জ্ঞান ও সরল বিশ্বাস হইতে ভাবিয়া লইয়াছেন যে, দেশে পণ্যের দর বৃদ্ধি পাইলে কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন জিনিষের জন্য বেশী মূল্য পাইয়া উপকৃত হইবে। কাজেই কৃষকদের স্বার্থ দেখিতে হইলে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ না করিয়া তাহা বরং বাড়িতে দেওয়াই উচিৎ। কিন্তু এই প্রকার যুক্তির মূলে যে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে এদেশের বাস্তব অবস্থার কথা বিচার করিলে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ সাধারণভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই যে শিল্প পণ্য ও কৃষি পণ্যের মূল্য সমানভাবে বাড়িবে তাহার কোন হেতু নাই। যদি শিল্প পণ্যের মূল্য কৃষি পণ্যের তুলনায় বেশী বৃদ্ধি পায় তবে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির ফল কৃষকদের পক্ষে মারাত্মক হইবে। ভারতবর্ষের অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় এদেশে বস্ত্র, চিনি (কলের) ও অন্য ব্যবহার্য্য শিল্প দ্রব্যের দর সমষ্টিগতভাবে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে কৃষি পণ্যের মূল্য সমষ্টিগতভাবে তত বাড়ে নাই। এই তারতম্যের ফলে বেশী দামে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য কিনিতে গিয়া কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ সকল কৃষি পণ্যের দর একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে কৃষকদের লাভের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু কয়েকটির দর বাড়িয়া অন্য কয়েকটির দর নিম্ন থাকিলে তাহাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বড় হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের কথা বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই এদেশে যুদ্ধের সময়ে ধান, গম প্রভৃতির দর যেমন অনেকটা বাড়িয়াছে পাট ও তুলা প্রভৃতি প্রধান অর্থকরী ফসলের দাম তেমনই যথেষ্ট নিম্ন থাকিয়া গিয়াছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া

বিক্রয় করিবার মত ধান বা গম এদেশে অনেক কৃষকেরই থাকে না। প্রয়োজনীয় আয় বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে পাট ও তুলার মূল্যের উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই সব অর্থকরী ফসলের মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায় এই দুর্দিনে কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশা অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহা ছাড়া এদেশে আর একটি অসুবিধা এই যে, কৃষি পণ্যের মূল্য বাড়িলেও তাহার সুফল সাধারণতঃ কৃষকেরা পায় না। কৃষকেরা তাহাদের অসহায় অবস্থার জন্য ব্যাপারী, ফড়িয়া ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিকট অল্প দামে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা সেই পণ্য মজুত করিয়া পরে বর্দ্ধিত মূল্যের একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে। এইরূপ অব্যবস্থা যেখানে বর্ত্তমান সেখানে পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ-রক্ষার কোন উপায় আছে কি ?

ইনফ্লেশনের প্রতিকার সম্পর্কে অর্থ-নীতিবিদদের দাবী

একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রসারণ ও অপর দিকে লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের যোগান হ্রাস এই দুই কারণে আজ দেশে একটা ইনফ্লেশনের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। এহেন ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব মানিয়া লইলে নিজেদের কার্য্যনীতির গলদ লোকের সমক্ষে ভালভাবেই ধরা পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট উহা বেমালুম অস্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু দেশের চিন্তাশীল অর্থ-নীতিবিদদের নিকট ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব গোপন থাকিতেছে না। তাঁহারা ইহার কার্য্য-কারণ উপলব্ধি করিয়া যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইতেছেন এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপর উহার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করিয়া রীতিমত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন। খোলা-খুলিভাবে ভারতে ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়া ও তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করিয়া মিঃ কে টি সাহা, মিঃ ভি জে কালে, মিঃ সি এন ভকিল এবং ভি আর গ্যাডগিল প্রমুখ বিশ জন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ সম্প্রতি যে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সেই উদ্বেগ ও ক্ষোভ বিশেষভাবেই প্রকাশ হইয়াছে। উঁহারা তাঁহাদের বিবৃতিতে বলিয়া-ছেন—ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে বৃটিশ গবর্ণ-মেণ্টের নামে মালপত্র ক্রয় করিতে গিয়া ষ্টার্লিং সিকিউরিটির ভিত্তিতে ক্রমাগত নূতন নোট প্রচলন করিতেছেন। মালপত্রের অভাব ও দুষ্প্রাপ্যতা ঘটাইবার সঙ্গে নোট বৃদ্ধির এই অনিষ্টকর গতি স্বভাবতঃই একটা ইনফ্লেশনের ভাব (....a deficit-induced fiat money inflation) সৃষ্টি করিয়াছে। উপরোক্ত অর্থনীতিবিদগণ এই শ্রেণীর ইনফ্লেশনকে সর্ব্বথা মারাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেণ্টকে অচিরে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এদেশে ইনফ্লেশনের গতিরোধ করিবার জন্য বর্ত্তমানে এইরূপ কার্য্যপন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(১) দেশে আদায়যোগ্য ট্যাক্সের পরিমাণ যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা (এ বিষয়ে ধনীদের উপর বেশী চাপ দেওয়ার নীতিই কার্য্যকরী করিতে হইবে)। (২) নিম্ন আয়ের উপর অপেক্ষাকৃত কম ও উচ্চ আয়ের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ভিত্তিতে আয়করের পরিমাণ যথাসম্ভব বাড়াইয়া দেওয়া। (৩) শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তব্য লাভ সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া উদ্বৃত্ত লাভ সমস্তই গ্রহণ করা বা উহার বিনিময়ে সরকারী ঋণপত্র প্রদান করা। (৪) সরকারী ঋণ তুলিবার সুবিধার জন্য সকলকেই অর্থ সঞ্চয়ে বাধ্য করা। (৫) অর্থ দাদনের ক্ষেত্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা। (৬) লোকে তাহাদের আয়ের কি পরিমাণ অংশ ভোগ্য সামগ্রী ক্রয়ে খরচ করিতে পারিবে তাহার সর্ব্বোচ্চ মাত্রা স্থির করিয়া দেওয়া। (৭) জিনিষপত্রের মূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। (৮) পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন হিসাবে অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তন করা। ইনফ্লেশন সম্পর্কে আর্থিক জগতে ধারাবাহিক-ভাবে ৪টি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এই সব ধরণের কার্য্যনীতির কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এ সম্পর্কে নূতন করিয়া কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে, উপরোক্ত নির্দ্দেশগুলির মধ্যে অধিকাংশই আমরা সুচিন্তিত ও সময়োচিত বলিয়া মনে করি, আর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সে সমস্ত অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ তাঁহাদের বিবৃতিতে ইনফ্লেশনের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—উহা ভারতের দরিদ্র জন-সাধারণের অর্থ টানিয়া লইয়া ধনী ও সঙ্গতিপন্ন-দের অর্থসম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেছে। এদেশের অনেক ধনী ব্যবসায়ী কেন যে দেশে ইনফ্লেশন সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে চান না—তাহার নিগূঢ় কারণ এই উক্তি হইতে আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি।

রপ্তানী বাণিজ্যের শোচনীয় গতি

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে গত জানুয়ারী মাসের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের শোচনীয় গতি লক্ষ্য করিয়া আমরা আশঙ্কিত হইয়াছি। গত ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৯ কোটি ৭ লক্ষ টাকার মালপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে তাহার পরিমাণ কমিয়া ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ১৯৪২ সালের প্রথম ভাগে ভারতীয় মহাসাগরে জাপানী আক্রমণের তোড়জোড় সুরু হওয়ার ফলে ঐসময়ে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য খুবই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবার নমুনা দেখা গিয়াছিল। ঐ সালের এপ্রিল মাসে বাহিরে ভারতীয় মাল রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া ১২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। তৎপর ভারতীয় মহা-সাগরে জাপানী আক্রমণের প্রাবল্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আবার একটা ক্রমিক উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। উহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের বিপদ কাটিয়া যাইতেছে মনে করিয়া আমরা কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমানে বাহিরে মাল প্রেরণের পরিমাণ পুনরায় বিশেষভাবে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করায় রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে নূতন করিয়া উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে। আলোচ্য জানুয়ারী মাসে রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া আসিলেও ভারতে মালপত্র আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। বরং পূর্ব্ব মাসের তুলনায় তাহা কিছু বাড়িয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে বাহির হইতে ভারতে ৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার জিনিষ আসিয়াছিল। জানুয়ারী মাসে সেস্থলে ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার জিনিষ আমদানী হইয়াছে। রপ্তানী কমিয়া এইভাবে আমদানী বাড়িবার ফলে বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্ত এবার বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর ১০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা আধিক্য দাঁড়াইয়া-ছিল। জানুয়ারী মাসে সেই আধিক্য কমিয়া ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

এদেশে বর্ত্তমানে অন্নবস্ত্রের সমস্যা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া এতদিন প্রতিমাসে বিস্তর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছে। আমরা এই ধরণের অনিষ্টকর রীতি বন্ধ করিবার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ উপরোধ জানাইয়া আসিতেছি। খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র রপ্তানীতে জাহাজ নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া সেই সব জাহাজে বেশী পরিমাণে এদেশীয় তূলা পাট ও চট প্রভৃতি রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা হইলে যে এদেশীয় কৃষক সমাজের উপকার হইবে সে কথাটা আমরা তাহাদিগকে বারবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, গত জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে বিদেশে খাদ্যশস্য রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে বাহিরে ৭৯ লক্ষ টাকার ডাল, শস্য ও ময়দা-জাতীয় জিনিষ প্রেরিত হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে সেই স্থলে এশ্রেণীর ৩৪ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছে। বস্ত্রের রপ্তানীও কমিয়াছে—তবে সে কমতি মোটেই সন্তোষ-জনক নহে। ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে ৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে সেই স্থলে

গুড ফ্রাইডে ও ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে আগামী ২৬শে এপ্রিল সোমবার আর্থিক জগৎ প্রকাশিত হইবে না। আর্থিক জগতের পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ৩রা মে সোমবার প্রকাশিত হইবে।

বার্ষিক সংখ্যা "আর্থিক জগৎ" আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে। এদেশের বস্ত্র সঙ্কটের কথা ভাবিলে এখনও বাহিরে এত বেশী পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইতে দেওয়া খুবই অনুচিৎ মনে হইবে। খাদ্য সামগ্রী ও বস্ত্রের রপ্তানী কমিয়া আসার ফলেই যদি ভারতীয় রপ্তানী হ্রাস পাইত তবে তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতাপের কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য সে কারণে বিশেষ হ্রাস পায় নাই। আসলে তুলা, পাট ও চটের চালান কমিয়া যাওয়াতেই উহা বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে ২১ লক্ষ টাকার তুলা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার পাট ও ৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার চট রপ্তানী হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে তাহা কমিয়া যথাক্রমে ৯৭ লক্ষ টাকা, ৫৩ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যেসব পণ্য বিক্রয়ের উপর এদেশের কৃষকদের ভাগ্যনির্ভর করিতেছে সেসব পণ্যের রপ্তানী এই ভাবে কমিয়া যাওয়া খুবই আশঙ্কার কথা।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাজেট

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বহর দিন দিনই অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। গত বৎসর যে বাজেট পেশ করা হইয়াছিল তাহাতে মোট সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৫২৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। সম্প্রতি যে নূতন বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে এবৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫৭৫ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্যই যে বাজেটের অঙ্ক এই ভাবে ফাঁপিয়া উঠিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ১৯৪০ সালে বৃটেনের দৈনিক সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪২ সালে তাহা বাড়িয়া দৈনিক ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড হয়। নূতন বাজেট পেশ করিবার কালে চেন্সেলার অব্ এক্সচেকার স্যার কিংস্‌লি উড্ ইংলণ্ডের দৈনিক সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ এক্ষণে ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত বৎসর বিভিন্ন রাজস্বের দফায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মোট ২৮০ কোটি পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। বাজেটে খরচের অঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় নূতন ট্যাক্স বসাইয়া আয়ের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাতে গতবারের তুলনায় আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া এবার মোট ২৯০ কোটি পাউণ্ড দাঁড়াইবে। উহা দ্বারা মোট খরচের শতকরা ৫৬ ভাগ মিটান সম্ভবপর হইবে। বাকী শতকরা ৪৪ ভাগ খরচ মিটাইবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ তোলা হইবে। যুদ্ধকালীন বর্দ্ধিত খরচপত্র মিটাইবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে গত বৎসর পর্য্যন্ত মোট ৮৬৬ কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এ বৎসর ঐ ঋণের পরিমাণ বিস্তর পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডবাসীদের আয়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে ১০ শিলিং হইতে ১৯ শিলিং পর্য্যন্ত আয়কর বসিয়াছে। ইহার উপর নূতন করিয়া আর কোন ট্যাক্স বসান চলে না বলিয়া চেন্সেলার অব এক্সচেকার এবার সে বিষয়ে কোন নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। সরকারী বাজেটের বর্দ্ধিত খরচপত্র মিটাইবার জন্য এবার তিনি মুখ্যতঃ তামাক ও বিলাসদ্রব্যের উপরই ট্যাক্স বাড়াইয়াছেন। তামাক ও সিগারেটের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইবার ফলে ঐ দিক দিয়া গতবারের তুলনায় এবার ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড আয় বাড়িবে। নানাশ্রেণীর মদের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইবার ফলে এবার ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ পাউণ্ড বেশী আয় হইবে। প্রমোদ কর বৃদ্ধি করিয়া এবার ঐদিক দিয়াও গতবারের তুলনায় ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড বেশী আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার উপর প্রসাধন সামগ্রীর উপর এবার নূতন করিয়া শতকরা ১০০ ভাগ পরিমাণ বিক্রয় কর ধার্য্য করা হইয়াছে।

বৃটিশ সরকারের গত কয়েক বৎসরের বাজেট আলোচনা করিলে ট্যাক্স নির্দ্ধারণ সম্পর্কে তাঁহাদের একটা সুসঙ্গত কার্য্যনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য তাঁহারা দেশের উপর ক্রমেই বেশী পরিমাণ ট্যাক্স চাপাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া দরিদ্র জনসাধারণকে যথাসম্ভব রেহাই দেওয়ার কথা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই। সেই জন্যই নিম্ন আয়ের উপর দেয় কর শতকরা ৫০ ভাগে সীমাবদ্ধ রাখিয়া তাঁহারা ধনীদের উপর সর্ব্বোচ্চে শতকরা ৯৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত আয়কর ধার্য্য করিয়াছেন। পরোক্ষ করের ব্যাপারেও সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র বাদ দিয়া তাঁহারা মুখ্যতঃ বিলাস দ্রব্যের উপরই কর বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইংলণ্ডের ট্যাক্সনীতির এই ধারা অন্যান্য দেশের অনুকরণযোগ্য।

ইজারা আইন ও ভারত

ঋণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী ভারতের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে নূতন দেনা পাওনা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া মার্কিণ ল্যাণ্ড-লীজ মিশনের চেয়ারম্যান মিঃ এস ডাব্লিউ একার সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে কাহারও কাহারও মনে এরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এদেশে একটা স্থায়ী বাণিজ্য স্বার্থ গড়িয়া তোলার জন্যই ঋণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী ভারতকে নানারূপ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ঋণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করিয়া কোন দেশে কায়েমীভাবে কোন অর্থ-নৈতিক স্বার্থ সৃষ্টি করা তাহাদের লক্ষ্য নহে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা চায় অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের যুদ্ধোদ্যমকে সকল রকমে উৎসাহিত করিতে। সে কারণে তাহারা যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় দেশ সমূহে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে। ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষকে নানারূপ সমর সরঞ্জাম দেওয়া হইতেছে। সেই সহায়তার বদলে এদেশে আগত মার্কিণ সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্র যোগাইয়া ও অন্য আবশ্যকীয় সার্ভিস দিয়া ভারতবর্ষ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জাতিগত সাহায্য ও সহযোগিতার যে লক্ষ্য নিয়া ঋণ ও ইজারা আইন বলবৎ করা হইয়াছে ভারতের উপরোক্ত প্রতিদান সেই সুমহান লক্ষ্যকে ভিত্তি করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে, ইহা সন্তোষের বিষয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঋণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষে নানারূপ সামরিক মালপত্র প্রেরণ করিতে আরম্ভ করার পর এই শ্রেণীর সাহায্যের পরিণতি সম্পর্কে অনেকে অনেক রূপ ধারণা করিয়াছিলেন। ইহার পিছনে ভারতবর্ষে একটা কায়েমী বাণিজ্য স্বার্থ গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য রহিয়াছে বলিয়াও কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। মার্কিণ ল্যাণ্ড-লীজ মিশনের চেয়ারম্যান মিঃ এস ডাব্লিউ একারের উপরোক্ত বিবৃতিতে সে-সন্দেহ অনেক পরিমাণে দূর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে ঋণ ও ইজারা আইনের উদ্দেশ্য মহান হইলেও এই আইন অনুযায়ী ভারতের সহিত কাজ কারবার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অনেক দিক দিয়া ন্যায়সঙ্গত রীতি অনুসৃত হইতেছে না ইহা দুঃখের বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ঋণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষে সাক্ষাৎভাবে মাল প্রেরণ না করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মারফতেই তাহা প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে মাল প্রদান ও গ্রহণের ব্যাপারে ভারতবর্ষের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা স্বাধীন মতামতের কোনই মূল্য দেওয়া হইতেছে না। এই ধরণের রীতি ঋণ ও ইজারা আইনের তথাকথিত সুমহান উদ্দেশ্যের পরিপোষক নহে। কাজেই এই সমস্ত বন্ধ করা সম্পর্কে মার্কিণ ল্যাণ্ড-লীজ মিশনের পক্ষে সচেষ্ট হওয়া সঙ্গত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের বিনিময়ে মার্কিণ সৈন্যবাহিনীকে খাদ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া ভারতবর্ষ যে প্রতিদান দিতেছে মিঃ একার তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করার নামে সেই প্রতিদানের একটা মূল্য থাকিলেও এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের জীবনধারণ সমস্যার দিক হইতে তাহা কতদূর সঙ্গত তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে নিজের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া মার্কিণ সৈন্যবাহিনী ও বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে অন্নবস্ত্র সরবরাহ করিতে গিয়া ভারতবর্ষে আজ এই সব অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের টান পড়িয়াছে। ফলে সাধারণ লোকের দুঃখদুর্দ্দশাও দিন দিন অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই শোচনীয় পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়া ঋণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেয় সাহায্যের পরিমাণ ভারতের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা অনুপাতে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত। সেবিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট আজও কোন মনোযোগ দিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধী পুনরায় অনশন আরম্ভ করিবেন বলিয়া মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, এবার মহাত্মাজী নাকি আমরণ অনশন করিবেন। সংবাদটি ভারতে প্রকাশিত হইবার আগেই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছে। এখনও ইহা অসমর্থিত সংবাদ। তথাপি ভারতের কোটি কোটি নরনারী আজ উদ্বেগ বোধ করিতেছে। বিগত আগষ্ট মাসে কংগ্রেস নেতৃগণের গ্রেপ্তারের পরে দেশব্যাপী যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সকল দোষ ভারত সরকার কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। এই এক তরফা অভিযোগ সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের সহিত মহাত্মা গান্ধী আলাপ-আলোচনা চালাইবার দাবী জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইলে মহাত্মাজী নাকি মৃত্যুপণ অনশন আরম্ভ করিবেন। সংবাদটি সত্য হইলে উহা নিদারুণ দুর্ভাবনার বিষয়। মহাত্মাজীর বিগত অনশনকালে গর্ব্বান্ধ আমলাতন্ত্রের যে অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত ও অনমনীয় জেদের পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে পুনরায় মহাত্মাজী অনশন আরম্ভ করিলে সেই মূঢ়তার পুনরাবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্পর্কে একটা খাঁটি খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিব। ভারতবর্ষের জন-মনে মহাত্মা গান্ধীর অপরিসীম প্রভাব সম্পর্কে ভারত সরকার একেবারে অন্ধ ও অচেতন না হইলে আশা করি উক্ত সংবাদ সম্পর্কে শীঘ্রই তাঁহারা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্ব্বান সহর ও উহার উপকণ্ঠস্থ শ্বেতাঙ্গ অঞ্চলে ভারতীয়গণ কিছু পরিমাণ জমি ক্রয় করায় দক্ষিণ আফ্রিকায় দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তথাকার গবর্ণমেণ্ট যথাসময় এই গুরুতর বিষয়ে সচেতন হইয়া ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এক আইনের প্রস্তাব করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি জেনারেল স্মাটস্ প্রায়ই বক্তৃতার মুখে গণতান্ত্রিক উচ্চাদর্শ ও যুদ্ধোত্তর সাম্য-স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া থাকেন। অথচ রয়টারের সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা জানিতেছি, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ বে-সরকারী মহলের সহিত একমত হইয়া ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই বর্ণবিদ্বেষ কি গণ-তন্ত্রের নমুনা? উপরোক্ত ভারতীয়-বিরোধী প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স একযোগে বড়-লাটের শাসন-পরিষদের বহির্ভারতীয় সদস্যের নিকট যে তার প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে: "...দক্ষিণ আফ্রিকার এক বিশেষ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এরূপ বর্ণ-বৈষম্যমূলক ও জাতিবিদ্বেষপ্রসূত বিল উত্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।....প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ ও অবিশ্বাসের ভাব বৃদ্ধি পাইবে। যাহাতে বিলটি প্রত্যাহার করা হয় তজ্জন্য বৃটিশ ও ভারত সরকারের বিশেষভাবে চেষ্টিত হওয়া উচিত।" বৃটিশ ও ভারত সরকার তবে কি এখনও যথোচিত চেষ্টিত হন নাই? নাৎসী ও ফ্যাসিষ্টদের জাতিগত শ্রেষ্ঠতার নীতি ধ্বংস করিবার জন্যই যাঁহারা অস্ত্র ধরিয়াছেন বলিয়া যখন-তখন তারস্বরে ঘোষণা করেন, মিত্রপক্ষের যুদ্ধাদর্শের সেই মূলনীতি এমনভাবে পদদলিত হইতেছে দেখিয়াও তাঁহারা এখনও নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া রহিয়াছেন? ভারত সরকার এদেশে পঞ্চমবাহিনী দলন করিতে বদ্ধপরিকর। সমগ্র মিত্রপক্ষের দিক হইতে বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট আজ পঞ্চম বাহিনীর কাজ করিতে যাইতেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৃটিশ ও ভারত সরকার কি পন্থা গ্রহণ করেন আমরা তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিব।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সময় ভারতীয় অধিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অপহরণের চেষ্টা চলিতেছে, ঠিক সেই সময়েই মিত্রপক্ষের অন্যতম বিশিষ্ট মুখপাত্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী মিঃ কর্ডেল হাল প্যান আমেরিকান ইউনিয়নে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া সকলকে নিয়মশৃঙ্খলা, ন্যায়পরায়ণতা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মৌলিক পন্থার আশ্রয় লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। বন্ধুত্ব, ন্যায়-পরায়ণতা ও সহযোগিতা সম্পর্কে মার্কিন-

(৯২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বার্ষিক সংখ্যা

আর্থিক জগৎ

আগামী সপ্তাহে আর্থিক জগতের পঞ্চম বার্ষিক সংখ্যা বাংলার বিশিষ্ট লেখকগণের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, অর্থনৈতিক সমালোচনা, মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবে

ভারতে বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার

নিখিল বঙ্গ অর্থনৈতিক সম্মেলনের বীমা ও ব্যাঙ্ক বিভাগের সভাপতি হিসাবে কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ কে এন দালাল সম্প্রতি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে মিঃ দালালের যথেষ্ট কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতা হইতে তিনি তাঁহার অভিভাষণে ঐ দুই ব্যবসায়ের কয়েকটি মূলগত সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং সে সমস্ত সমস্যার প্রতিকার কি হইতে পারে তৎসম্পর্কেও সময়োচিত নির্দ্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। এদেশে বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্যা লইয়া যাঁহারা চিন্তাভাবনা করেন তাঁহাদের পক্ষে মিঃ দালালের সেই সব মন্তব্য খুব প্রণিধানযোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।

অনেক লোকেরই ধারণা ভারতে আধুনিক ধরণের বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর এদেশে এই দুই শ্রেণীর ব্যবসায়েরই উল্লেখযোগ্য প্রসার সাধিত হইয়াছে। কিন্তু মিঃ দালালের মতে এই ধারণা আসলে খুব সত্য নহে। সহরাঞ্চলে বীমা ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিছু বাড়িতে দেখিয়া লোকে উহাকে বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতের উপেক্ষিত ও অবহেলিত পল্লী অঞ্চলের কথা বিবেচনা করিলে ঐদিক দিয়া দেশের সত্যকার উন্নতি এখনও যে কত নগণ্য তাহা বুঝা যাইবে। বীমা ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, লোকের জীবনে বীমার বহুমুখী সার্থকতা বিবেচনা করিলে এদেশে উহার সমুচিৎ প্রসার যে প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু দীর্ঘদিনের চেষ্টায় এপর্য্যন্ত ঐবিষয়ে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে এই বিরাট দেশের পক্ষে তাহা খুব ভরসাজনক নহে। ভারতের বর্ত্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি। উহাদের মধ্যে মাত্র ৪০ লক্ষ লোকই আজ পর্য্যন্ত বীমা পলিসির আওতায় আসিয়াছে। দেশে প্রতি পাঁচ শত অধিবাসীর মধ্যে এপর্য্যন্ত গড়ে এক-জনই শুধু বীমা করিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই ব্যবসায় বর্ত্তমানে খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডে প্রতি দশ লক্ষ লোক পিছু ২৭৩টি ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। কিন্তু ভারতে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখনও খুবই স্বল্প। এখানে প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসী পিছু ব্যাঙ্কের সংখ্যা গড়ে মাত্র ২·৫টি। পৃথক ভাবে বাঙ্গলার কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, এ প্রদেশে প্রতি ৫০ হাজার লোক পিছু মাত্র একটি করিয়া ব্যাঙ্ক রহিয়াছে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক দিয়া এই পশ্চাৎ-পদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য মিঃ দালাল এদেশে নূতন নূতন ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সম্প্রতি দেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যে কতকটা আগ্রহ তৎপরতা দেখা যাইতেছে সেই প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তিনি তাহা সন্তোষের বিষয় বলিয়াই মনে করিয়াছেন। এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মিঃ দালালের একটা সুস্পষ্ট মতানৈক্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়া (গত সপ্তাহে এক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি) ভারতের নবগঠিত ব্যাঙ্ক কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা আশঙ্কার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই যুদ্ধের সময়ে নানাভাবে দেশের লোকের হাতে বিস্তর নূতন অর্থ সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ অর্থ লাভজনকভাবে নিয়োগ করিবার সুবিধা কম। কাজেই সহজে বেশী পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করিবার প্রলোভনে সম্প্রতি দেশে নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বেশীরকম ঝোঁক দেখা যাইতেছে। এই ধরণের ঝোঁক যুদ্ধোত্তরকালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটা শোচনীয় পরিণতি ডাকিয়া আনিতে পারে মনে করিয়া তাঁহারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অচিরে কয়েকটি বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। নূতন ব্যাঙ্ক সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের উপরোক্ত শ্রেণীর আশঙ্কা মিঃ দালাল নিতান্ত অমূলক বলিয়াই মনে করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধকালীন অবস্থায় অধিক লাভের সুযোগ রহিয়াছে বুঝিয়াই যে দেশে নূতন ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা হইতেছে তাহা নহে। দেশে নূতন ব্যাঙ্কের সত্যকার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই ঐদিক দিয়া বর্ত্তমানে একটা অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। নূতন ব্যাঙ্কের মধ্যে কয়েকটি বেশ বড় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালে যখন এদেশে অর্থনৈতিক সংগঠনের কাজ সুরু হইবে তখন এই সমস্ত ব্যাঙ্ক দেশের যথেষ্ট উপকারে আসিবে। মিঃ দালালের এই উক্তি আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি (ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাঙ্কের মূলধন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তৎবিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করেন নাই। এবিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম)।

মিঃ দালাল তাঁহার অভিভাষণে অতঃপর শিল্পে মূলধন নিয়োগের সমস্যা নিয়া আলোচনা করেন। তিনি বলেন, উপযুক্ত মূলধনের অভাবে এদেশে শিল্পের প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধিত হইতেছে না। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক-সমূহকে সাধারণতঃ স্বল্প মিয়াদী মূলধন লইয়া কাজ করিতে হয়। সেজন্য তাহারা ঐ বিষয়ে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারে না। শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মিঃ দালাল এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলার উপর জোর দেন। দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য ও সহায়তা করেন ভাল, না হয় দেশের ব্যবসায়ীদিগকেই এ বিষয়ে একযোগে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের অভাবে দেশে প্রয়োজনীয় মৌলিক শিল্প স্থাপনের সুবিধা হইতেছে না। এই অভাব পূরণ সম্পর্কে দেশের লোককে আজ অবশ্যই মনোযোগ দিতে হইবে। এ সম্পর্কে দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের দায়িত্ব ও মন্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ দালাল বলেন, শিল্পে মূলধন সরবরাহ বিষয়ে সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বীমা কোম্পানীসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ পাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীগুলি ঐ দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে কার্য্যতঃ যথেষ্ট সাহায্যও করিতেছে।

(৯১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের অভ্র

(শ্রীকালীচরণ ঘোষ)

সম্প্রতি ভূতত্ত্ববিভাগের পরিচালক মহাশয় এক সভায় ভারতীয় খনিজ সম্পদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ভারত এই বিষয়ে একেবারে হীন বা দরিদ্র না হইলেও ইহাকে সমৃদ্ধ বলা চলে না।" তিনি ভারতীয় খনিজ বিভাগের সহিত বহুদিন পরিচিত, সুতরাং তাঁহার কথা উড়াইয়া দিবার মত নহে। তবে একথা অবশ্যই বলিতে হয় যে, অপরাপর দেশের সহিত তুলনায় অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় সুনিশ্চিত বলিতে না পারিলেও ভারত যে কতগুলি খনির বিষয়ে একটী প্রধান স্থান অধিকার করে তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রমাণস্বরূপ লৌহ, ম্যানগানিজ, ক্রোমাইট, ইলমেনাইট, জিরকন প্রভৃতি বিষয়ের সামান্য উল্লেখ প্রয়োজন। প্রবন্ধের বিষয়ীভূত অভ্রের কথা সবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া তাহাকে কিছু স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। ভারতের লৌহ-প্রস্তর গুণে আমেরিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পরিমাণ (যতদূর জানা গিয়াছে) আমেরিকায় জাত লৌহ-প্রস্তরের ত্রি-চতুর্থাংশ; সুতরাং গুণের কদর বা মূল্য ধরিলে হয়ত আমেরিকার সহিত সমান পাল্লা দিতে পারিবে। ম্যানগানিজ উৎপাদনে ভারত জগতে কখনও প্রথম, কখনও দ্বিতীয়; রুশের সহিত প্রতিযোগিতায় ইলমেনাইট, জিরকন্ উৎপাদনে এখনও প্রথম, এমনকি একমাত্র সরবরাহকারক বলা চলে। ক্রোমাইট সম্পর্কে প্রথম ও প্রধান না হইলেও মাত্র কয়েকটী দেশের সহিত স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অভ্রের ব্যাপারে জগতে তাহার স্থান সর্ব্বপ্রথম; এমনি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অভ্র সরবরাহের ভারতবর্ষ একমাত্র কেন্দ্র। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত একচেটিয়া স্থান অধিকার করিয়া ছিল, কিন্তু যুদ্ধ বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে অভ্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া সকল দেশ অনুসন্ধান চালাইতে থাকে এবং কানাডা, আমেরিকা, ব্রেজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন প্রভৃতি কতগুলি দেশ কিছু কিছু অভ্র উৎপাদনে সমর্থ হয়। ইহার মধ্যে কানাডার স্থান প্রথম। কিন্তু সীট(Sheet) বা পাত উৎপাদনে কেহই ভারতের সমগুণসম্পন্ন অভ্রের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। পরিমাণ হিসাবে ইহাদের কোনও তুলনাই হয় না। পৃথিবীতে উৎপাদিত কমবেশ ৮ হাজার টন সীট বা পাত অভ্রের মধ্যে ভারতের অংশ ৬ হাজার ৫ শত বা ৭ হাজার টন। সুতরাং যে প্রকৃতির অভ্রের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন ভারতবর্ষ তাহাতে এখনও প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রহিয়াছে।

অন্যান্য সকল প্রকার অভ্র উৎপাদনেও ভারতের স্থান মোটেই মন্দ নহে। এখনও জগতের বাৎসরিক পরিমাণের ৬০ হইতে ৭০ ভাগ ভারতবর্ষে উৎপাদিত হয়; সুতরাং অভ্র লইয়া আলোচনা করিলে সহজেই বলা যায় খনিজ বিষয়ে ভারত নিতান্ত দরিদ্র নয়, হয়ত বিশেষ সমৃদ্ধ। তাহা ছাড়া এখনও সমস্ত খনিজের সন্ধান হয় নাই। সম্প্রতি কোনও স্থানে টাংষ্টেন ও ভিন্ন এক স্থানে সীসা-দস্তার খুব ভাল "প্রস্তর" পাওয়া গিয়াছে; পরিমাণ সম্বন্ধে এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

ভারত বহু দিন যাবৎ পৃথিবীকে অভ্র সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। ১৮৮০-৮১ সাল হইতে ইহার নিয়মিত হিসাব পাওয়া যায়। ঐ সালে ২৮৪ হন্দর অভ্র ২৭,৫৭৩ টাকায় রপ্তানী হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্ব হইতেই বিদেশীরা ভারতীয় অভ্র সামান্য পরিমাণ লইতেছিল এবং যাহা লইতেছিল তাহা নিছাঁক পরিষ্কার পাত বা সীট অভ্র। ১৮৯৫-৯৬ সালে ১০,২৩১ হন্দর অভ্র ১০,৭২,২১৩ টাকায় বাহিরে যায়। ১৯০০-০১ সালে ৩৩,১৭৫ হন্দর অভ্র ১৬,৪০,৩১০ টাকায় পৌঁছে। রপ্তানীর মূল্য হিসাবে ১৯২৬-২৭ সাল প্রধান, এই বৎসর ১,০৮,৪১,০০০ টাকা (৮৩,৩০৪ হন্দর) পাওয়া গিয়াছে। পরিমাণ হিসাবে ১৯৩৬-৩৭ সাল প্রধান, ১,৭৯,৫৯৪ হন্দর মাল দিয়া ৯৪,০৬,০০০ টাকা মিলিয়াছে। একটী মাত্র দেশের পক্ষে প্রায় দু-লক্ষ হন্দর মাল জগতের বাজারে সরবরাহ করা দারিদ্র্যের পরিচায়ক নহে। বরাবরই ইংরেজ আমাদের প্রধান ক্রেতা, মোটামুটি তাহার অংশ শতকরা ৪৭; পরেই আমেরিকা সিকি বা ততোধিক লয়।

ভারতবর্ষে ১,১০,৭০০ হন্দর (১৯৩৯) অভ্র প্রতি বৎসর উৎখাত হইয়াছে, ইহাতে সম্ভবতঃ চূর্ণ অভ্রের হিসাব ধরা হয় না। কারণ অনেক সময় উৎখাত অভ্রের পরিমাণ অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ বেশী দেখা যায়। সরকারী হিসাবের বাহিরেও অনেকে অভ্রের খনিতে কাজ করে বলিয়া সরকারপক্ষের বিশ্বাস।

অভ্র উৎপাদনে হাজারিবাগকে (বিহার) প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ১,১১,০০০ হন্দরের মধ্যে ৬৯,৪৫২ হন্দর হাজারিবাগে পাওয়া গিয়াছে। নেলোরের স্থান দ্বিতীয় (২২,৪২৯ হন্দর), গয়া ১৩,৪৫৩ হন্দর লইয়া তৃতীয় স্থান পাইয়াছে। বিহারের গয়া, মুঙ্গের, মানভূম ও ভাগলপুর; মাদ্রাজের নেলোর বাদে নীলগিরি ও সালেম; রাজপুতানায় আজমীঢ়, মাড়োয়ার ও বাঙ্গলায় বাঁকুড়া কিছু কিছু অভ্র সরবরাহ করে।

গুঁড়া বা পাত হিসাবে অব্যবহার্য্য টুকরা অভ্রের হিসাব রাখা প্রয়োজন। পূর্ব্বে ইহার তেমন ব্যবহার ছিল না, খনির ধারে ধারে স্তূপ হইয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু ক্রমে ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাও কাজে লাগিতেছে।

পুরাতন হিসাব ধরিলে কতকাল যে অভ্র বিবিধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার হিসাব পাওয়া কঠিন। খৃষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঔষধার্থ অভ্র ব্যবহৃত হইত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পিত্তাধিক্য, যক্ষ্মা, রক্তস্রাব, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, দৃষ্টিশক্তির ক্ষয় ও বাত রোগে অভ্রের ব্যবহার আয়ুর্ব্বেদে ছিল। চূর্ণ অভ্র দ্বারা পট ও পুতুল, সুদৃশ্য করা হইত। এখনও সাধারণ পুতুল এবং রঞ্জিত বস্ত্রের গাত্রে চূর্ণ অভ্র শোভা বর্দ্ধন করে।

বর্ত্তমান ব্যবহারের তুলনায় এই সামান্য পরিচয় কিছুই নহে। এখন চূর্ণ বা টুকরা অভ্র আঁটাল দ্রব্য দ্বারা জমাইয়া চাদর প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা তাপ বিস্তার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বয়লার প্রভৃতির আবরণ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। কোডারমায় ইহার কারখানা ছিল, কিন্তু তাহা ইংলণ্ডে স্থানান্তর করা হইয়াছে। নল, রীং (চক্র) প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে; এই সকল কাজে পাত অভ্র অনুপযোগী। মিহি চূর্ণ অভ্র চর্ব্বি, ভেস্‌লিন্ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ নিবারণের উদ্দেশ্যে (lubrication) বিশেষতঃ

অত্যধিক শৈত্যে জমাট না বাঁধে এরূপস্থলে কাজে লাগিতেছে। রূপালী পেণ্ট ও ঘরের প্রাচীরসজ্জার উপযোগী কাগজ প্রস্তুত করিতে এইরূপ চূর্ণ অভ্র প্রয়োজন। বিজ্ঞানের যুগে আরও কত প্রকার ব্যবহার আবিষ্কৃত হইবে, তাহা বলা বড়ই কঠিন।

অভ্রের ব্যবহার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির বিস্তারের সহিত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার এখনও অন্ত পাওয়া যায় নাই। জল, তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রকোপ হইতে মুক্ত বলিয়া ইহার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির অর্থাৎ ম্যাগনেটের কন্‌ডেনসার (condenser), বেতারবার্ত্তার যন্ত্রে কমিউটেটর (commutator) এবং ডায়নামোর আর্ম্মেচররূপে প্রয়োজন। টেলিফোনের ট্রান্সমিটার বোতাম, বজ্র বা বিদ্যুৎ রোধ কার্য্যে (lightning arresters), বায়ুর গতিমান যন্ত্রে (anemometers), বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ (Sparking plug) উৎপাদন যন্ত্রে এবং ট্র্যান্সফর্ম্মার প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রে হয়ত ভারতীয় অভ্র স্থান পাইয়াছে। এই সকল যন্ত্র এখন সকল প্রকার যান ও যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামে লাগিতেছে। স্বল্প পরিমাণ হইলেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভ্র লাগে গ্রামোফোনের শব্দোৎপাদক যন্ত্রে। তাহা ছাড়া আলোর চিম্‌নি, ষ্টোভ, সূক্ষ্ম যন্ত্রে দর্পণের ন্যায় ব্যবহারে এবং মূল্যবান নথিপত্র ও ছবির আবরণীরূপে কিছু কিছু ব্যবহার আছে।

নাইট্রোগ্লিসারিণ প্রস্তুতকার্য্যে শোষক ও শোধকরূপে এক স্তরে অভ্র আসিয়া সাহায্য করে; এসকল ব্যাপারে চূর্ণ অভ্র হইলে চলিয়া যায়।

হিসাব লইলে দেখা যাইবে এই সকল ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে অভ্র কাজে লাগিতেছে। আমাদের দেশে এই সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুতের যতই কারখানা হয় ততই মঙ্গল।

(ভারতে বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার)

শিল্প ব্যবসায়ে টাকা দাদন সম্পর্কে ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ যথোচিত সুবিবেচনা দেখান না, সরকারী ও আধাসরকারী সিকিউরিটিতে বীমা কোম্পানীর দাদনের হার বাঁধিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একটা বড় রকম প্রতিবন্ধকও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। দেশের শিল্পোন্নতির দিক হইতে এই শ্রেণীর প্রতিবন্ধক খুবই শোচনীয় বলা চলে। অচিরে এ বিষয়ে একটি প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। শিল্পে মূলধন নিয়োগের সুব্যবস্থাকল্পে মিঃ দালালের এই সমস্ত নির্দ্দেশ আমরা খুব সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। দেশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে দেশের উদ্যোগী ব্যবসায়ী ও সঙ্গতিপন্ন লোকদের দৃষ্টি নিয়োজিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

এদেশে চাষাবাদের কার্য্যে কৃষকদিগকে সময়োচিত ঋণ প্রদানের জন্য এবং কৃষকদের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে সাহায্যের জন্য ব্যাঙ্কিংয়ের সুব্যবস্থা নাই। ফলে সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক সুযোগ সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেশে কৃষির সমুচিৎ উন্নতি সাধিত হইতেছে না। যুদ্ধের সময়ে দেশে জটিল খাদ্যসমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় ভারতীয় কৃষির সেই মূলগত গলদ সম্বন্ধে অনেকেরই নজর পড়িয়াছে। কিভাবে সেই গলদ দূর করা যায় তদ্বিষয়ে দেশে বিস্তর আলোচনাও হইতেছে। বড়ই সুখের বিষয়, একজন অভিজ্ঞ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী হিসাবে মিঃ দালাল এই জরুরী বিষয়টি নিয়া যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান অভিভাষণে এ সম্পর্কে কতগুলি সুনির্দ্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কৃষির প্রয়োজনে ঋণ সরবরাহের কাজ সাধারণ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। সেজন্য বিশেষ ধরণের ব্যাঙ্ক ও বিশেষ ধরণের এজেন্সী সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে কৃষিঋণ প্রদানের সুবিধার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কৃষি ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা হইয়াছে। তথায় এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহের মারফতে কৃষি উন্নতির কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে। ঐ দেশের অনুকরণে ভারতবর্ষেও উপযুক্ত সংখ্যক কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। কৃষিঋণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ দালাল সমবায় আন্দোলনের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কৃষকদের ভিতর প্রকৃত সঙ্ঘশক্তি জাগ্রত করিয়া তাহাদিগের স্বকীয় চেষ্টায় কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান করিবার পক্ষে সমবায় একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। এদেশের গবর্ণমেণ্ট সরকারী সমবায় বিভাগ খুলিয়া উহার প্রচলন সম্পর্কে যত্নপর হওয়াতে কৃষির উন্নতি বিষয়ে অনেকটা আশা ভরসার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও দেশে সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা তেমন কিছু বাড়িতেছে না। যে কিছু সংখ্যক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল নানা কারণে আজ তাহাদেরও বিশেষ দুর্দ্দিন লক্ষ্য করা যাইতেছে। কৃষিঋণ প্রদানের সহায়তার জন্য এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন ও সুষ্ঠুভাবে তাহা পরিচালনার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। মিঃ দালালের এই সব সুচিন্তিত নির্দ্দেশ দেশের লোক ও দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে সর্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

ওরিয়েণ্টাল

রক্ষামূলক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তাই

ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার সর্ব্বোত্তম ও সুষ্ঠু-নীতি অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা সংগ্রাম কিবা শান্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান করিয়া আসিয়াছে। ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে	২৬ কোটী টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	৮৫½ কোটী টাকার উপর
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয়	প্রায় ৫ কোটী টাকা
মোট তহবিলের পরিমাণ	প্রায় ৩০ কোটী টাকা

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

স্থাপিত—১৮৭৪] [হেড অফিস—বোম্বাই।

ব্রাঞ্চ অফিস :—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্,
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন :—ক্যাল ৫০০

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পুণায় খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা

পুণা সহরের রেশনিং অফিসার এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই খাদ্য-শস্য বরাদ্দ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা আছে। আপাততঃ চাউল, গম, বাজরা, জোয়ার, অড়হর, মুসুর, ছোলা এবং চিনি এই পরিকল্পনার অধীন করা হইবে। প্রথমে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সপ্তাহে সাড়ে তিন সের খাদ্যশস্য এবং ১ পোয়া করিয়া ডাইল বরাদ্দ করা হইবে। বালকবালিকাদের জন্য দেওয়া হইবে উহার অর্দ্ধেক। প্রত্যেকের জন্য এক পোয়া করিয়া চিনি দেওয়া হইবে। ছয় মাসের মত বরাদ্দ-পত্র বিলি করা হইবে। প্রত্যেক ক্রেতাকে মাত্র একজন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে জিনিষ খরিদ করিতে হইবে।

বঙ্গীয় অর্থ বিল

বাঙ্গলার গবর্ণর ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে নিজ হস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় অর্থ (ফিনান্স) বিল অনুমোদন করিয়াছেন। শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখার প্রাক্কালে বিলটি সিলেক্ট কমিটির হাতে ছিল। উক্ত অর্থ বিলে সিনেমার টিকেটের উপর আমোদ কর এবং বিদ্যুৎ কর প্রায় দ্বিগুণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা ও সহরতলী পুলিশ (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব বিক্রয় সংশোধন বিল, বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংশোধন বিল এবং বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা (সংশোধন) বিলও বাঙ্গলার গবর্ণরের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

কর্জ্জ ও ইজারা নীতি ব্যাখ্যা

ভারতে মার্কিণ কর্জ্জ ও ইজারা মিশনের সভাপতি মিঃ এফ, ডব্লিউ একার এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন যে কর্জ্জ ও ইজারা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ বা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জ্জনের উদ্দেশ্য লইয়া প্রযুক্ত হইতেছে না। ইহা একটি সমরকালীন ব্যবস্থা; মার্কিণ জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্টের আত্মত্যাগের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ভারত এবং অন্যান্য দেশ যাহাতে কার্য্যকরীভাবে সমর প্রচেষ্টার সাহায্য করিতে পারে তজ্জন্যই যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা বিদেশে পাঠান হইতেছে। ভারত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি কর্জ্জ ও ইজারা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমেরিকায় আলোচনা চলিতেছে। ভারতবর্ষ যে সকল সাহায্য লাভ করে তাহার কথাই বিবেচনা করা হইতেছে, ভারতের মধ্য দিয়া চীনের জন্য অথবা ভারতে অবস্থিত মার্কিণ বা ব্রিটীশ সৈন্যের প্রয়োজনে যে সাহায্য প্রেরণ করা হয় তাহার দায় ভারতবর্ষের নহে।

প্রচুর আটা সরবরাহের ব্যবস্থা

বাঙ্গলাদেশের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে এপ্রিল মাসে অন্যূন ৬০ হাজার মণ আটা বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়িগণের হাতে দেওয়া হইবে। কণ্ট্রোল দোকানগুলিতে ইতিপূর্ব্বেই ৬ হাজার ৪ শত মণ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৬০ হাজার মণের মধ্যে এই ৬ হাজার ৪ শত মণের হিসাব ধরা হয় নাই। ইহার ফলে দাম কমিয়া যাওয়ার কথা। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা যেন প্রতি সের আটার জন্য ছয় আনার অধিক না দেন। সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যই হইতেছে ছয় আনা। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জেলা এবং জনপ্রতিষ্ঠানকেও প্রয়োজনীয় আটা সরবরাহ করা হইতেছে। জনসাধারণও যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত আটা না কেনেন।

শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের অবসর গ্রহণ

"ট্রিবিউন" পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় বর্ত্তমান মাসের শেষের দিকে অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছে না। ১৯১৭ সালে তিনি "ট্রিবিউন" পত্রিকায় যোগদান করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী" এবং পরে পাঞ্জাবে গিয়া "পাঞ্জাবী" নামক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে যখন সামরিক শাসন চলিতেছিল তখন "Blazing in the Discretion" নামক একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

মেয়র তহবিল হইতে ৫০ হাজার টাকা দান

কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ বি এন দের পরিকল্পনা অনুযায়ী তমলুক, কাঁথী প্রভৃতি মহকুমার বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছয়টি জলাশয় খননের জন্য মেয়র সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ৫০ হাজার টাকা দান মঞ্জুর করা হইয়াছে। আরও ঠিক হইয়াছে যে জলাশয় খননকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে পয়সার পরিবর্ত্তে চাউল দেওয়া হইবে।

সংবাদপত্র সাহায্য তহবিল

মেদিনীপুরে সাহায্য দানের জন্য কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের পক্ষ হইতে যে ভাণ্ডার খোলা হয় তাহাতে এ পর্য্যন্ত মোট ৫৭ হাজার ২৭৩ ৸৵১ পাই সংগ্রহ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দেউলিয়া ধনকুবেরের আত্মহত্যা

কলিকাতার বিখ্যাত অধিপতি ধনী শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন মল্লিক গত রবিবার তাঁহার মধুপুরস্থ বাসভবনে পত্নীকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার পরে নিজেও আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সিনকোনা আবাদে সরকারী উৎসাহ দান

বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সমিতির নিকট লিখিত এক পত্রে জানা যায় যে সরকার এখন বাঙ্গলা দেশে সিনকোনা আবাদের প্রসারের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যমে উৎসাহ দিতেছেন।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত :—১৯২২

সেণ্ট্রাল অফিস ঃ—৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হিসাব সাপক্ষে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

অনুমোদিত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত মূলধন	৪৬,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)	২৩,০০,০০০৲	টাকার উপর
আমানত	৩,৯০,০০,০০০৲	,,
কার্য্যকরী মূলধন	৪,৫০,০০,০০০৲	,,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বি, এল, পি, এইচ ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল

খুকু, তোমার শাড়ী সামলে চলো!

নতুন নতুন শাড়ী পেতে ভারী মজা, না? কিন্তু দেশ-বিদেশে এখন যে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে সে খবর ত শুনেছ? তাই জিনিষপত্রের দাম হয়েছে এত আক্রা যে তোমার বাবা রোজ রোজ নতুন কাপড় কিনে আর দিতে পারছেন না। পরে এমন দিনও হয়ত আসবে যখন পয়সা দিয়েও আর কাপড় পাওয়া যাবে না। তাই রোজ রোজ নতুন কাপড়ের বায়না না করে যেগুলো আছে সেই-গুলোই সাবধানে ব্যবহার করো। আচ্ছা, তুমি ইচ্ছে করলেই তো আর একটু উঁচু করে শাড়ী পরতে পারো কিম্বা কোমরে আঁচল জড়িয়ে রাখতে পারো; তাই কোর, কেমন? এতে কাপড় ছিঁড়বে কম। আর ধূলো-কাদা মাখিয়ে কাপড় এমন ময়লা কোরনা যাতে প্রায়ই তাকে ধোপার বাড়ী পাঠাতে হয়। বাড়ীতে কাচলে কাপড় বেশী টেঁকে।

অবশ্য তুমি বড়ো হতে হতে যুদ্ধ থেমে যাবে আর সে সময়ে ইচ্ছামত সুন্দর সুন্দর মহালক্ষ্মী শাড়ী তুমি বাবার কাছ থেকে অনায়াসে আদায় করতে পারবে। কিন্তু আপাততঃ খুব সাবধান, দেখো যেন শাড়ী না ছেঁড়ে।

মহালক্ষ্মী

কটন মিলস লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ঃ এইচ্. দত্ত এণ্ড সন্স্ লিঃ

হেড অফিসঃ ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

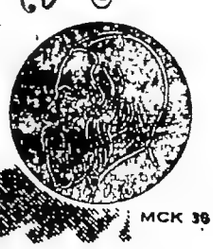

MCK 38

কাগজের ব্যবহার আরও কমাইবার পরামর্শ

ভারতীয় কাগজ প্রস্তুতকারক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ মেলর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে সরকার ও জনসাধারণের কাগজের ব্যবহার আরও কমান উচিত। মিঃ মেলর বর্ত্তমান বৎসরের জন্য উক্ত সমিতির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আমেরিকায় নূতন ঋণের আয়োজন

প্রকাশ এপ্রিল মাসের মধ্যেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সমর ঋণ হিসাবে ১৩০০ কোটী ডলার সংগ্রহ করা হইবে।

খাদ্য সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থা

প্রকাশ অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর এ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলায় ১২ লক্ষ ২৬ হাজার মণ চাউল ও ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মণ ধান বণ্টন করিয়াছেন। গত ২৭শে মার্চ্চ হইতে ১লা এপ্রিল তারিখের মধ্যে কম পক্ষে ২৩৮ ওয়াগণ বোঝাই খাদ্যশস্য কলিকাতায় পৌছিয়াছে। বাঙ্গলার বাহিরের চিনির কলগুলি হইতেও বহু চিনি বাঙ্গলাদেশে আসিয়া পৌছিয়াছে।

কিশোর বালকদিগকেও যুদ্ধশিল্পে নিয়োগ

ইতালীতে জনবল এত হ্রাস পাইতেছে যে, পপোলো ও ইতালীয়ান পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে ১৪ বৎসরের কিশোর বালকদিগকেও শিল্প কারখানার কাজে নিয়োগ করা হইতেছে।

ছয় মাসের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও সুতার হিসাব

বর্ত্তমান মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আগামী জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কাপড়, সুতা ইত্যাদি থাকিতে পারে ভারত গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন। ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় হিসাব দাখিল করিবার কথা। প্রাদেশিক সরকারগুলিও নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন শিল্প এবং বণিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ জানাইতে বলিয়াছেন।

ব্রিটীশ সরবরাহ মিশন

ব্রিটীশ মন্ত্রিসভার সরবরাহ দপ্তর হইতে মিঃ ইলিয়টের নেতৃত্বে ভারতে একটি সরবরাহ মিশন পাঠান হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিমান শিল্পের প্রসার

সম্প্রতি বিমান শিল্প সংক্রান্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে একটি মিশন বিলাতে আসিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াতে কোন ধরণের বিমান নির্ম্মাণ করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক তাহা জানা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করাই এই মিশনের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে এক বিফোর্ড বিমান নির্ম্মাণের জন্যই অষ্ট্রেলিয়াতে ১০ হাজার লোক কাজ করিতেছে। তাহার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মেয়ে শ্রমিক। শীঘ্রই মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা শ্রমিকদের মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক সংখ্যায় দাঁড়াইবে। এক একখানি বিফোর্ড বোমারু তৈরী করিতে ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হয়। অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রেলকারখানাগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে এই বিমানের কলকব্জার অংশসমূহ প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকারের যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ১৫০৲ টাকার কম বেতন পাইয়া থাকেন তাঁহাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে কেহই চারজনের অধিক লোকের জন্য খাদ্য পাইবেন না।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

"ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক"

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

অনুমোদিত মূলধন	...	৩,৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	৩,৩৬,২৬,৪০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	১,৬৮,১৩,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	...	১,৪৮,৩২,০০০৲ টাকা

১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ... ৫৯,৬৫,৩৪,০০০৲ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি

—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ, পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান

মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম,
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ বরমসি মুলরাজ খাতাউ,
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, স্যার আরদেশীর দালাল, কে, টি,
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশনার,
মিঃ মুরমহম্মদ এম্, চিনয়,

লণ্ডন এজেণ্টস—মেসার্স বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মেসার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেণ্টস—দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেন অফিস—১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং ক্রস ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার শাখা—১৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা রোড। বাঙ্গলার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর ও বর্দ্ধমান। বিহারের শাখা—জামসেদপুর, মজঃফরপুর, পয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, খাগারিয়া, রক্সৌল, কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ ও কিষণগঞ্জ। উড়িষ্যার শাখা—সম্বলপুর।

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১৲ টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড্ ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্দ্ধ; সুদ শতকরা ৩৷৹ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান।

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা

—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিসসমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র-কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়

চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট্
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা'

মাদ্রাজে খাদ্য সরবরাহ পরিকল্পনা

প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। আপাততঃ ৩৪টি সহরে এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করা হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এই অর্থ জোগাইবেন।

কাগজ নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি বৃদ্ধি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করিবার নিমিত্ত কাগজ নিয়ন্ত্রণে আরও কড়াকড়ি করা হইয়াছে। নূতন আদেশে বলা হইয়াছে এক খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কোন প্রকার দ্রব্য কাগজে জড়াইয়া বিক্রয় করা বা প্যাক করা চলিবে না। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের প্রতিই এই আইনের বিধান সমভাবে প্রযোজ্য।

শ্রমিক বিরোধের হিসাব

সরকারী হিসাবে প্রকাশ ১৯৪২ সালের এপ্রিল, মে, জুন এই তিন মাসে ব্রিটীশ ভারতে মোট ১২৮টি ধর্ম্মঘট হয়। ইহাতে ৮২৩৪১ রোজ নষ্ট হইয়াছে। ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৩২ জন শ্রমিক এই সকল ধর্ম্মঘটের সহিত জড়িত ছিল। এই ধর্ম্মঘটের মধ্যে ৭১টি বেতনের দাবীতে এবং ১৬টি ভাতার দাবীতে হয়। তন্মধ্যে ২৫টি সফল, ৩৪টি আংশিক সফল এবং ৬০টি বিফল হয়।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

NC.—11

ব্রিটেনের সামরিক ব্যয়

এ বৎসর পার্লামেণ্টে যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে মোট ৬০০ কোটী পাউণ্ড ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা ৩৩ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কম ব্যয় হইয়াছিল। অর্থসচিব স্যার কিংস্‌লি উড বলেন যে যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এ পর্য্যন্ত রসদ এবং সমরসম্ভার ক্রয়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫০ কোটী পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে। ব্রিটেন হইতে রাশিয়াতে যে রণসম্ভার পাঠান হইয়াছে তাহার মূল্য ১৭ কোটী পাউণ্ড। ১৯৪০ সালে ব্রিটেনের দৈনিক যুদ্ধের ব্যয় ছিল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, গত বৎসর উহা ১ কোটী ২৫ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং এবৎসর ১ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে উঠিয়াছে। গত আর্থিক বৎসরে ২৪৮ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কর আদায় করা হইয়াছিল; তৎসত্ত্বেও ৮৬৬ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ করিতে হয়। এ বৎসর মাদক দ্রব্য, বিলাস প্রসাধন প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং থিয়েটার সিনেমা প্রভৃতি প্রমোদ ব্যবস্থার উপর অধিকতর হারে করধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পারশ্যের সাহায্যে রাশিয়া হইতে গম প্রেরণ

তিহারাণে অত্যন্ত খাদ্যাভাব হইয়াছে। এই অভাবের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়া হইতে ২৫ হাজার টন গম পারশ্যে পাঠান হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সিন্ধু সরকারের পরিকল্পনা

সিন্ধু সরকার একটি নূতন পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করিতেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি সমস্ত খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া জেলায় জেলায় ব্যবসায়ী সঙ্ঘ গঠন করিয়া তাহার মারফৎ সাধারণ ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা হইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ঘাটতি প্রদেশগুলির নিকট বিক্রয় করা হইবে। এই ভাবে যে অর্থলাভ হইবে তাহা গঠনমূলক কার্য্যের জন্য যে পৃথক সরকারী ভাণ্ডার আছে তাহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

জাহাজ নির্ম্মাণে আমেরিকার সাফল্য

সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন সরকারী হিসাবে জানা যায় যে যুদ্ধে যোগদানের পর হইতে এ পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১২৩৩ খানি নূতন জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হারে নির্ম্মাণ-কার্য্য সমানভাবেই চলিতেছে।

চাউলের মূল্যের তারতম্য

বিভিন্ন প্রদেশে চাউলের মূল্যের মধ্যে যে ন্যূনতম সামঞ্জস্যও নাই, গত ১৩ই তারিখ নয়া-দিল্লী হইতে প্রকাশিত একটি হিসাব হইতে তাহা কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। ১১ই এপ্রিল বিভিন্ন স্থানে চাউলের সর্ব্বনিম্ন দাম ছিল নিম্নরূপ—চাঁদপুর (বাংলা)—২৩৸০; পূর্ণিয়া (বিহার)—১২৷৷০; বেরিলী (ইউ, পি) ১০৷০; রায়পুর (সি, পি)—৮৷০, বেজোয়াদা (মাদ্রাজ)—৭৷৷৶০, কটক (উড়িষ্যা)—৬৲; লারকানা (সিন্ধু)—৬৷০।

ব্রিটিশ ভারতে মটর বাস এবং লরীর সংখ্যা

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কত মটর বাস এবং লরী ছিল তাহার একটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—বোম্বাই—৭,২৯২; পাঞ্জাব—৬,২৯৫; মাদ্রাজ—৫,৫২৪; বেঙ্গল—৪,৭৮২; যুক্তপ্রদেশ—৩,৮০৪; মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার—১,৯১৮; আসাম—১,৭৮৭; বিহার—১,৪৩৩; উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ—১,৩৭২; সিন্ধু—৯১৭; দিল্লী—৫৮৭; বেলুচিস্থান—৪৬২; উড়িষ্যা—৩৫৬; আজমীঢ়—মাড়ওয়ার—১৪০; কুর্গ—১২৪; মোট সংখ্যা—৩৬ হাজার ৫৯৩ শত।

ভারতে মিশরীয় তূলা আমদানীর সম্ভাবনা

ভারতে মিশরীয় তূলা আমদানীর জন্য শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মনে হয়। এ সম্পর্কে ভারত সরকার এবং মিশর সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

যুদ্ধের কাজে প্রচারকের চাহিদা

প্রকাশ আফ্রিকাতে জেনারেল আইসেন হাওয়ারের বাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিভাগ তিন শত প্রচারকের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ্ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

মাইকানাইট্!

প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট্, টিউব, "ভি" রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য সম্মেলন

প্রকাশ আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য সম্মেলনে ভারতবর্ষ হইতেও প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে।

আমেরিকায় কয়লার নূতন ব্যবহার

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৩ সালের মোট কয়লার পরিমাণ ৬০ কোটি টন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহা গত বৎসরের অপেক্ষা ৩ কোটি টন অধিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানা প্রকার কৃত্রিম দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। ইতিমধ্যেই কয়লা হইতে রাসায়নিক উপায়ে প্যারাসুট, টায়ার, বিমানপোতের উপরের আচ্ছাদন ও কয়েকপ্রকার বিস্ফোরক প্রস্তুত হইয়া বাজারে বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজার কয়লার খনি রাতদিন কয়লা তোলার কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে ঐ সব খনি হইতে বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে গড়পড়তা ১ কোটি ১৫ লক্ষ টন পরিমিত কয়লা উত্তোলিত হইতেছে।

তৃতীয়
ডিফেন্স
লোন
১৯৫১-১৯৫৪
শতকরা ৩ টাকা
এখন পাওয়া যায়

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে।

CPU-63

কোম্পানী প্রসঙ্গ.

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মাত্র তিন বৎসর কাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ এই স্বল্প কালের মধ্যেই ব্যবসায়ী মহল ও জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহাতে এই নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির দৃঢ় আর্থিক ভিত্তি ও উহার পরিচালকবর্গের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি দাশ ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে একটি ব্যাঙ্কের পক্ষে, বিশেষ করিয়া নূতন ব্যাঙ্কের পক্ষে, ইহা আশা ও আনন্দের কথা। কেননা সমগ্র ১৯৪২ সাল ব্যাপিয়া দেশের মাথার উপর সম্ভাবিত বিপর্য্যয়ের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটানা সংশয় ও অনিশ্চয়তার ভাব বজায় ছিল। বৎসরের শেষভাগে সত্যসত্যই বিমান আক্রমণ সুরু হওয়ায় সাময়িকভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থার এই সব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের নীট লাভ দাঁড়াইয়াছে প্রায় দশ হাজার টাকা। জটিল পরিস্থিতি সত্ত্বেও ১৯৪২ সালে ব্যাঙ্কে জনসাধারণের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ লক্ষাধিক টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণও এবার বাড়িয়া গিয়া মোট ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭ শত টাকায় দাঁড়াইয়াছে। উপরোক্ত প্রশংসনীয় ফলাফলের জন্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরমণ্ডলীর চেয়ারম্যান প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের কর্ম্মদক্ষতা বহুলাংশে দায়ী।

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দাশ ব্যাঙ্কের হাতে আদায়ীকৃত মূলধন ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, চলতি আমানত ইত্যাদিতে ২৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, স্থায়ী আমানত, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আমানত ইত্যাদিতে ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, ক্যাশ সার্টিফিকেট ৫৩ হাজার টাকা ইত্যাদিতে মিলিয়া মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৫৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৮৪ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে দাশ ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ : নগদ হাতে ৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কে জমা ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজে ৯১ হাজার টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারে ৩১ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীসমূহের শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, জমি ও ইমারতে ৭৭ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে ৯৫ হাজার টাকা এবং মোটর-গাড়ীতে ৪ হাজার টাকা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সেঞ্চুরি স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৬৲ টাকা। **তামসঙ্গ টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **সরগাঁও টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **বেঙ্গল-নাগপুর কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। **ইণ্ডিয়ান্ গ্যাল্‌ভানাইজিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **শ্রীনিবাস কটন মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **গোকক মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ষিক ১৪৲ টাকা। **আপার গ্যাঙ্গেস্ সুগার মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ১৷৷০ আনা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

প্রোভিডেন্স এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস্—মেসার্স করমচাঁদ থাপ্পার এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩।৪, হাজরা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কমিশন এজেন্টস্।

মিউ রেড্ ব্যাঙ্ক টী কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হেমেন্দ্রনাথ বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—চা ও চায়ের বীজ উৎপাদন।

স্থাপিত—১৯৩১ প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—
ভবানীপুর, কলিকাতা
টেলিফো—পি, কে, ২৪১৮
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :
১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নর্টন বিল্ডিংস
ফোন : ক্যাল : ৬৫৭৯,
পে অফিস : ইছাপুরা (ঢাকা) ঃঃ
এজেন্সি—
বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড.

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ বি, মুখার্জ্জী

বড়বাজার :
২০৪, হ্যারিসন রোড,
ফোন : বি, বি, ২২০৪
টেলিগ্রাম—"রেণবো"
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—
বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্য প্রদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্।
মিশন রো, কলিকাতা।
ফোন :—কলিকাতা ৭০৬৭

বাঙালীর সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র অগ্নিবীমা প্রতিষ্ঠান।

আপনার সমর্থন আশা করে এবং অগ্নিবীমা দ্বারা আপনার সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার ভার গ্রহণে প্রস্তুত।

প্রতিষ্ঠাবান ও কৃতী ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত।

অনুমোদিত এবং আদায়ীকৃত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা।

সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

এস, সেন
ম্যানেজার

কালী কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কয়লা, কোক্ কয়লা ইত্যাদির কাজকারবার।

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ষ্ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাংগো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ইমারত নির্ম্মাণ।

মহেশপুর টী এষ্টেট্স্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বটকৃষ্ণ দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—কুমিল্লা, জিঃ ত্রিপুরা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—চা-এর চাষাবাদ।

কনষ্ট্রাক্শনস্ স্পেশালিষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ঝবরমল জালান। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৮এ, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—সর্ব্বপ্রকার জমি ও ইমারত ক্রয় ও দখল লওয়া।

সাউথ-এণ্ড্ ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এন মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৬, যতীন দাশ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—লোহা ঢালাই এবং সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং।

ইউ এইচ ধর এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। সকল প্রকার বইএর ব্যবসা।

কোহিনুর কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ পি ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯০, রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা—রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও উহাদের কাজকারবার।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রবিনস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে কে মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—পাটকল ও কাপড়ের কলের সর্ব্বপ্রকার সাজসরঞ্জাম নির্ম্মাণের কাজ।

চৌধুরী রায় এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শ্যামাপদ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৫, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৬ হাজার টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সী।

বেঙ্গল মিলস্ এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি এস্ গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৫, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কাপড় ও অন্যান্য বস্ত্রাদির খুচরা ও পাইকারী ব্যবসা।

হিন্দুস্থান বিস্কুট্ এণ্ড প্রোডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মণি ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। সর্ব্বপ্রকার বিস্কুট প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

নব ভারতের পথ প্রদর্শক শিক্ষিত লোক

জাতি গঠনের শক্তি যোগায় জাম যত রাজনীতি তত নয়। গ্রাম থেকে অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী উচ্ছেদ করবার দায়িত্ব শিক্ষিত লোকদের নিজেদের নিতে হবে। আর আজকের দিনে এটা একটা জরুরী দায়িত্ব।

জমির সঙ্গে সম্পর্ক আছে এ-রকম আত্মীয়-বন্ধু থাকলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন—দেশের খাদ্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের অবহিত করুন। যাতে এ-বছর শহর-অঞ্চলে খাদ্যের প্রাচুর্য্য বজায় থাকে সেজন্য এই পঞ্চবিধ কার্য্য তালিকা প্রচার করুন :—

১। রপ্তানীর বাজার এখন বন্ধ হয়ে গেছে—এ রকম মরশুমী ফসলের চাষ বন্ধ করে তার পরিবর্ত্তে খাদ্যশস্য ফলান;

২। পুরনো সেচ-ব্যবস্থার সংস্কার করুন, নতুন সেচ-ব্যবস্থা স্থাপন করুন;

৩। উৎকৃষ্ট বীজ ছাড়া অন্য বীজ ব্যবহার করবেন না;

৪। এক হাত পতিত জমিও ফেলে রাখবেন না, সবটায় চাষ দিন;

৫। জমির উপর অযথা বোঝা চাপাবেন না, বাড়তি গরুবাছুর পশু রাখবেন না।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভারতের জমি থেকে এমন ফসল আমাদের ফলাতে হবে যে যুদ্ধকালীন খাদ্যের প্রয়োজন তো মিটবেই, অধিকন্তু খাদ্যের এমন স্থায়ী প্রাচুর্য্য ঘটবে যে দেশের সব লোক সব সময়েই যথেষ্ট খেতে পাবে।

চাষীকে সাহায্য করুন যাতে সে আপনার জন্য আরও খাদ্য জন্মাতে পারে

লাভের ব্যাপার

যুদ্ধের ফলে পৃথিবী এখন অনাহার ও ধ্বংসে পূর্ণ। খাদ্যশস্যের চাহিদার তাই আজ কোন সীমা নেই। এই সময়ে কূয়া, পুকুর, বাঁধ সেচ-কার্য্যের সহায়ক যে-কোন জিনিসে টাকা খাটালে তা ভাল লাভ দিতে বাধ্য। চাষীরা যাতে উপযুক্ত মূল্য পায় সে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নীতি গভর্ণমেণ্ট মেনে নিয়েছেন।

লোকসানের ব্যাপার

গ্রামে বা অন্য কোথাও গোপনে শস্য সঞ্চয় করে রাখা এখন লোকসানের ব্যাপার। কারণ কটকাবাজ এবং গোপনে সঞ্চয়কারীদের গভর্ণমেণ্ট কঠোর সাজা দেবার মনস্থ করেছেন। এদিকে অযথা সঞ্চয়ের ফলে দাম এতই বেড়ে গেছে যা খরিদ্দারের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। ন্যায্য এবং আশু লাভ — এই হচ্ছে এখনকার বুদ্ধিমান চাষী ও ব্যবসায়ীদের নীতি।

CPU-229

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

গত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে সাময়িকভাবে যে চাহিদার ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই; বাজার আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে বোম্বাইয়ের বাজারে বহু তুলা আসিয়া পড়ায় এবং সেই সকল তুলা ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তথাকার টাকার বাজারের অবস্থা একটু ভিন্ন প্রকার। বোম্বাই এবং কলিকাতা উভয় স্থানেই চাহিবামাত্র পরিশোধের অঙ্গীকারে গৃহীত স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুদের হার ।০ আনা এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদের হার ১৲ টাকাই আছে। বাজারের স্বাভাবিক ভাব যে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেও কিছুটা বুঝা যায়। যদিও শতকরা বার্ষিক ১৵০ আনা সুদকেই মোটামুটিভাবে সুদের চলনসই হার বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে তথাপি গত তিন সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম যত টাকার ঋণ চাওয়া হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা কিছু পরিমাণ বেশী টাকা ঋণ পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজার বড়ই মন্দা গিয়াছে। কাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলেই হয়। ইহার কারণ প্রধানতঃ জাহাজ চলাচলের অসুবিধা এবং দ্বিতীয়তঃ জাহাজে স্থানাভাব।

গত ১৩ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯ কোটী ১ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৵৯ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৷৵৬ পাই দরের আবেদন-সমূহেরও শতকরা ৯৯খানি গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদনগুলি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটী টাকার গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৵০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ২০শে এপ্রিল বোম্বাইয়ে বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ১৯শে এপ্রিল তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ২২শে এপ্রিল তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

১৪ই এপ্রিল হইতে ১৯শে এপ্রিলের মধ্যে পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিল শতকরা ৯৯৷৵০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। গত ৭ই এপ্রিল হইতে ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২রা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নৌটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬৫১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৪৩ কোটি ৫৮লক্ষ ৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ২ লক্ষ টাকা, তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১ কোটি ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, পূর্ব্ব সপ্তাহে উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৯১ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৯ কোটি ২৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, ৪৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা এবং ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, ৭৮ লক্ষ টাকা এবং ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৯৳ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫৯৳ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬৯৳ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কর্ম্মতৎপরতার অভাব লক্ষিত হইয়াছে। এ সপ্তাহের বুধবার ও বৃহস্পতিবার এই দুই দিবস নববর্ষ ও শ্রীরামনবমী উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল। সুতরাং এবার চার দিন কাজকারবার হইয়াছে। শেয়ার বাজারের বিশিষ্ট বিভাগগুলিতে এবার একটা স্থির ভাব দেখা গিয়াছে—বিশেষ করিয়া সপ্তাহের প্রথম ভাগে শেয়ারের দরে বিশেষ উঠানামা হয় নাই। কাজকারবারের পরিমাণও অল্পই হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির প্রতি-

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯
আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক
কার্য্যকরী মূলধন ... ১২ লক্ষাধিক
শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা।
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

পিপলস্ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ
পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ
ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে
ফোন কলি: ৩৪৬
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
এস্ চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্রিয়াই উহার প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। উত্তর আফ্রিকা হইতে যদিও ফিল্ড মার্শেল রোমেলের দ্রুত পশ্চাদপসরণ ও জেনারেল মণ্ট্‌গোমারীর পরিচালনায় বৃটিশ অষ্টম আর্ম্মির বিজয়গর্ব্বে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তথাপি সুদূর প্রাচ্যের সামরিক ঘটনাবলী—বিশেষ করিয়া আরাকান রণাঙ্গনে বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনীর অবস্থা মিত্রপক্ষের দিক হইতে আদৌ সন্তোষজনক নহে। সুতরাং শেয়ার বাজারের কাজকারবারে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক সাফল্যের সুসংবাদ আদৌ অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

অবশ্য নববর্ষ ও রামনবমীর ছুটির পরে গত শুক্রবার দিবস বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি শেয়ারের দরেও অল্প-বিস্তর তেজীর লক্ষণ দেখা যায়। সপ্তাহের শেষ ভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩৬৲ টাকা ও ২৬৲ টাকা। এবার চিনির কলের শেয়ারের দরেই সর্ব্বাধিক উর্দ্ধগতি লক্ষিত হইয়াছে। মোটামুটি বাজারের অবস্থায় একটা স্থির ভাব বজায় আছে। সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা—বিশেষ করিয়া আরাকান রণাঙ্গণের পরিস্থিতি মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া না দাঁড়াইলে শেয়ার বাজারে উর্দ্ধগতি সুরু হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে এবার তেমন কর্ম্মৎতপরতা লক্ষিত হয় নাই। ৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪৲ টাকা দরে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছিল। ৩৲ টাকা সুদের ডিভেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১০৩৲, ৩৲ সুদের দ্বিতীয় ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১০৮৲ ও ৩৲ সুদের (১৯৫১-৫৪) বণ্ড ৯৯৷৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। এবার ৩৲ সুদের (১৯৬৩-৬৫) বণ্ডের দর উঠিয়াছিল ৯৫৷৷৵০। প্রাদেশিক ঋণপত্রের মধ্যে ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫৮) এর দর ছিল ৯৬৷৷০ আনা।

কয়লার খনি

কয়লার খনিসমূহের শেয়ারের দরে এবার বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। এ্যামালগ্যামেটেড ৩৫৷০, বেঙ্গল ৪৪০৲, বোকারো এণ্ড রামগড় ১৯৵০, বড় ধেমো ৮৵০, ইকুইটেবল ৩৪৷০, হুরিলাদী ১৬৷৷৵০, নিউ বীরভূম ১৮৷৷০, সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ১৷৷৵০, সেন্ট্রা ১৪৷৷০ ও ইউনিয়ন ৩১৮৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এই বিভাগে চড়তির ভাব বজায় রহিয়াছে। কিন্তু বস্ত্রাদির কাজকারবারের পরিমাণ বেশী হয় নাই। বেঙ্গল-নাগপুর ৩৩৷০, বেনারস ১২৷৵০, কানপুর টেক্সটাইল ২৪৲, এলগিন ৬০৮০, কেশোরাম ১৪৵০, নিউ ভিক্টোরিয়া ৯৮৵০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার বিশেষ তেজী থাকা সত্ত্বেও পাটকলের শেয়ারের দরে মন্দার ভাবই লক্ষিত হইয়াছে এবং কাজ-কারবারের পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগের শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঘন ঘন উঠানামা করিয়াছে। এবার সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩৫৷৵০ আনা ও ২৫৷৵০ আনা।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারে এবার সবিশেষ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। এই বিভাগে শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও বেশ সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়। যানবাহন সমস্যার একটা মোটামুটি সমাধান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ এবং উহারই ফলে এরূপ চড়তির ভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

কাগজের কল

কাগজের কলের শেয়ারসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্‌প, টীটাগড় পেপার, ওরিয়েণ্ট পেপার ও ষ্টার পেপারের দর ছিল যথাক্রমে ১৭৮৲ টাকা, ২৪৸০ আনা, ২৬৷৷৵০ আনা ও ২১৵০ আনা।

বিবিধ

বার্ম্মা কর্পোরেশন ও ইণ্ডিয়ান কপারের দর ছিল যথাক্রমে ৩৸৵০ আনা ও ২৷৵০ আনা। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট ও ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ যথাক্রমে ১৩৷৵০ আনা ও ১৮৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৩ই এপ্রিল—৯৯৸০। ৩৲ টাকা সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫৮) ১২ই এপ্রিল—৯৬৷৷০। ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৮ই এঃ—৯৫৷৷৵০; ১২ই—৯৫৷৷৵০; ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১২ই এঃ—১০২৸৵০। ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ১২ই এঃ—১০০৷৷০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই এঃ—৯৪৲; ৯ই—৯৪৲ ৯৪৵০ ৯৪৷০; ১২ই—৯৪৲ ৯৪৷০; ১৩ই—৯৪৵০ ৯৪৵০ ৯৪৵০ ৯৪৷০। ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ৮ই এঃ—১১০৷৵০। ৪৷৷০ সুদের ঋণপত্র (১৯৫৫-৬০) ৮ই এঃ—১১৩৷৷৵০। ৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ৮ই এঃ—১০৮৲ ১০৮৷৵০।

ডিবেঞ্চার

৪৷৷০ সুদের (১৯৩৭-৬৭) ষ্টীল কর্পোরেশন ১৩ই এপ্রিল—১৩৬ পাউণ্ড। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৭-৪৭) হুকুমচাঁদ জুট (প্রথম মর্টগেজ) ১২ই এঃ—১০৩৲।

ব্যাঙ্ক

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৮ই এপ্রিল—১৭২৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৮ই এঃ—১০৫৷৷০; ৯ই—১০৫৷৷০; ১২ই—১০৬৲; ১৩ই—১০৫৷৷০।

কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেটেড ৮ই এপ্রিল—৩৫৵০ ৩৫৷০; ১২ই—৩৫৲। বেঙ্গল ৮ই এঃ—৪৩৮৲ ৪৪০৲;

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

বলেন, জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করবার গুরু দায়িত্ব ভারত-বাসী মাত্রেই উপলব্ধি করবেন এই আমি আশা করি। ভারতবাসীর সঞ্চিত প্রতিটি টাকা ভালভাবে বিবেচনা করে খরচ করা উচিত। দেশবাসীর জন্য যাতে নূতন নূতন কাজের ব্যবস্থা হয় আর দেশবাসীর অর্থ যাতে তাদের হাতে গড়া নূতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ডোমিনিয়ান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৫১৩০

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুদের হার :— চলতি — ½% সেভিংস্‌ — ১½%

স্থায়ী আমানত :— ৬ মাস — ২½% ২ বৎসর — ৩½% ১ বৎসর — ৩% ৩ „ — ৪%

শাখা—হাওড়া, শাল খিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী

৯ই—৪৪২৲ ; ১২ই—৪৪৫৷৹ ৪৪৮৲ ৪৪৬৲। বোকারো এণ্ড রায়গড় ৮ই এঃ—১৯৵৹ ; ১৩ই—১৯৲ ১৯৵৹। বড় ধেমো ৯ই এপ্রিল—৬৷৵৹ ; ৯ই—৬৷৹ ৬৷৵৹ ৬৷৵৹ ; ১৩ই—৬৷৵৹ ৬৸৹ ৬৸৵৹। ধেমো মেইন ৯ই এঃ—১৩৲ ; ১২ই—১৩৲ ; ১৩ই—১৩৲ ১৩।৲। জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ৯ই এঃ—২৲ ; ১২ই—২৲। নিউ বীরভূম ১৩ই—১৮৷৹। নাজীরা ১৩ই এঃ—৯।৵৹ ৯।৵৹। পেঞ্চ ভেলি ৯ই এঃ—৩৭৷৹। রেওয়া ১৩ই এঃ—৩৪৸৵৹ ৩৫৲। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ৮ই এঃ—১।৵৹ ১।৵৹ ; ৯ই—১৷৹ ; ১২ই—১।৵৹ ১৷৹ ১৷৵৹ ; ১৩ই—১৷৹ ১৷৵৹। সেন্দ্রা ১৩ই এঃ—১৪৵৹ ১৪।৹। তালচের ৮ই এঃ—২৸৵৹ ৩৵৹ ৩৲ ; ৯ই—৩৵৹ ; ১২ই—৩৵৹ ৩৵৹ ; ১৩ই—৩৵৹। ইউনিয়ন ৮ই এঃ—৩১৸৵৹।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ৮ই এপ্রিল—৯।৵৹ ; ৯ই—৯৷৹ ; ১২ই—৯৸৹ ; ১৩ই—৯৷৵৹ ৯৷৵৹। বাসন্তী (প্রেফ) ১৩ই এঃ—১২৷৹। বেঙ্গল নাগপুর ৮ই এঃ—৩৩৲ ৩২৸৹ ; ৯ই—৩৩৵৹ ৩৩৵৹ ৩৩।৹ ; ১৩ই—৩৩৲। বেঙ্গল নাগপুর (প্রেফ) ৮ই এঃ—১৬০৲। বেনারস ৮ই এঃ—১১।৹ ১১৷৵৹ ; ৯ই—১২৵৹ ১২।৵৹ ; ১২ই—১২৵৹ ১২।৵৹ ১২৷৹ ১২৷৵৹ ; ১৩ই—১২।৵৹ ১২৸৹। কানপুর টেক্সটাইল ৮ই এঃ—২২৸৵৹ ; ৯ই—২৩৵৹ ২৩৵৹ ২৩।৵৹ ; ১৩ই—২৩৸৵৹ ২৩৸৹ ২৪৵৹ ২৪৲। ঢাকেশ্বরী ১২ই—২২৲ ; ১৩ই—২২।৹। ডানবার ৯ই এঃ—২১৭৲ ২৭৷৹ ; ১২ই—২৭৲। এলগিন মিলস্ ৮ই এঃ—৬১।৹ ; ৯ই—৬১৲ ৬০৸৹ ৬০৷৹ ; ১২ই—৬০৸৹। কেশোরাম (অর্ডি) ৮ই এঃ—১৮৲ ১৮৵৹ ১৮।৹ ; ৯ই—১৮৷৹ ১৮৷৵৹ ; ১২ই—১৮৷৵৹ ১৮৷৹ ; ১৩ই—১৮৷৹। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৮ই এঃ—৮৸৹ ৮৸৵৹ ৮৸৵৹ ৮৸৵৹ ৯৲ ৯৵৹ ; ১০ই—৯৷৵৹ ৯৸৹ ৯৸৵৹ ৯৸৵৹ ৯৷৵৹ ৯৷৵৹ ; ১২ই—৯৸৵৹ ৯৸৵৹ ৯৸৵৹ ; ১৩ই—৯৸৹ ৯৸৵৹ ৯৸৵৹। নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ৮ই এঃ—১২৷৵৹ ১২৷৵৹ ; ৯ই—১৩৲।

ইলেকট্রিক

পাটনা ১৩ই এপ্রিল—১৬৲। অপার গ্যাঞ্জেজ ১৩ই এঃ—১৩।৵৹।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল ৯ই এপ্রিল—১৫৸৵৹ ১৫৸৹ ; ১২ই—১৬৲ ১৬৵৹ ১৬৵৹। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কর্পোরেশন্ ৮ই এঃ—১৩৲ ১৩৵৹ ; ৯ই—১৩৵৹ ; ১২ই—১২৷৵৹ ১২৸৹। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৮ই এঃ—৩৭৮৲। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ১৩ই এঃ—৩৯৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৮ই এঃ—৩৪৸৹ ৩৪৸৵৹ ; ৯ই—৩৫।৹ ৩৫।৹ ৩৫।৵৹ ৩৫।৵৹ ৩৫৵৹ ৩৫৲ ; ১২ই—৩৫।৹ ৩৫৵৹ ৩৫।৵৹ ৩৫।৵৹ ৩৫।৹ ; ১৩ই—৩৫।৵৹ ৩৫।৵৹। ইণ্ডিয়ান মেশিনারী ৮ই এঃ—১০৸৹ ; ৯ই—১০৸৹ ; ১২ই—১০৷৵৹। ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবল্ কাষ্টিং (অর্ডি) ৯ই এঃ—৮৸৵৹ ৯৵৹। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট ওয়াগণ (অর্ডি) ১৩ই এঃ—৬৪৲। কুমারধুবী ৮ই এঃ—৭।৵৹ ; ১৩ই—৭।৵৹। মার্শেলস্ এণ্ড কোং ৯ই এঃ—৩৷৵৹ ৩৷৹ ৩৷৵৹। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৮ই এঃ—১১৸৵৹ ১২৵৹ ; ৯ই—১২৲ ১২।৹ ১২৸৵৹ ; ১২ই—১২।৹ ১২।৹ ১২।৵৹ ১২৷৵৹ ; ১৩ই—১২।৵৹। সারণ ১২ই—৭।৵৹ ; ১৩ই—৭।৵৹ ৭৷৹। ষ্টীল কর্পোরেশন ৮ই এঃ—২৪৸৵৹ ২৫৲ ২৫।৹ ২৫।৵৹ ; ৯ই—২৫।৹ ; ১২ই—২৫৵৹ ২৫৵৹ ২৫।৵৹ ২৫।৹ ২৫৵৹ ; ১৩ই—২৫৵৹ ২৫।৹। ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ১২ই—১২৫৷৹ ১২৫৲ ; ১৩ই—১২৬৲।

পাট কল

এলবিয়ন ৮ই এঃ—২০১৷৹ ; ১২ই—২০০৲। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৮ই এঃ—৩৭৩৲ ; ৯ই—৩৭১৲ ৩৭২৲ ৩৭৪৲। বালী ৮ই এঃ—২৯৫৲ ; ৯ই—২৯৪৷৹ ; ১২ই—২৯৫৲ ২৯৬৲ ; ১৩ই—২৯৭৲। বেলভেডিয়ার ৮ই এঃ—৪৩৯৲ ৪৪০৲ ; ৯ই—৪৪২৲ ; ১২ই—৪৪৩৲। বিড়লা ১৩ই এঃ—৩২।৹। বজবজ ৯ই এঃ—৩৮৭৷৹। চিভিয়ট ৮ই এঃ—১৯৯৲ ১৯৭৲। ক্লাইভ ১৩ই এঃ—২৪।৹। ক্রেগ্ ৯ই এঃ—২৸৵৹। ডালহৌসি ৮ই এঃ—২৪৮৲ ; ১২ই—২৫৩৲ ২৫৪৲। এম্পায়ার ১৩ই এঃ—২৯।৹। ফোর্ট গ্লষ্টার ১২ই এঃ—৫৯৩৲ ; ১৩ই—৬০০৲। ফোর্ট উইলিয়াম ৮ই এঃ—২৮৫৲। গোন্দলপাড়া ১২ই এঃ—১২৯৮৲ ১২৯৫৲। গৌরীপুর ১২ই এঃ—৭৮৩৲ ; ১৩ই—৭৮৪৲ ৭৮৬৲। হাওড়া ৯ই এঃ—৬০৲ ৫৯৷৹ ; ১৩ই—৫৯৷৵৹। হুকুমচাঁদ ৮ই এঃ—২২৷৵৹ ২২৷৹ ;

ফোন ঃ ক্যাল ১৪৬৪ (২ লাইন) গ্রাম—'Aryoplants'

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস

লিমিটেড

ভারতে গুড়াদুগ্ধ এবং নানাপ্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রথম প্রস্তুতকারক

সারা ভারতে এবং বাহিরের প্রচুর চাহিদা মিটাইবার জন্য আমাদের কারখানাগুলিতে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

১৯৪৩এর ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কার্য্যকালের উপর উচ্চহারে লভ্যাংশ আশা করা যাইতেছে। যাঁহাদের শেয়ারের অন্ততঃপক্ষে অ্যালটমেণ্ট কলের টাকা প্রদত্ত হইয়াছে এবং কোন কলের ডিউ বাকী নাই তাঁহারাই মোট প্রদত্ত টাকার উপর ঐ লভ্যাংশের অধিকারী হইবেন।

শতকরা ৭৷৹ টাকা লাভের (আয়করমুক্ত) প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় ৩১শে মার্চ্চ ১৯৪৩ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অর্ডিনারী শেয়ার ১৬ই এপ্রিল ১৯৪৩ হইতে অন্যূন শতকরা ১০৲ টাকা প্রিমিয়ামে বিক্রয় হইবে।

আবশ্যক অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন ঃ—

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা

মূলধন

অনুমোদিত এবং বিলিকৃত	২০,০০,০০০৲
বিক্রীত	প্রায় ১২,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত	১০,০০,০০০৲ উপর

কলিকাতা অফিস ঃ—
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,
ফোনঃ—কলিঃ ৬৫৮৮

শাখা ও এজেন্সী ঃ—
সকল প্রধান প্রধান
ব্যবসা কেন্দ্রে

টাকা পয়সা লেন দেন
ব্যাঙ্কের মারফতই নিরাপদ

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।
ফোন : সাউথ—৫৮২।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ফোন ঃ ক্যাল—২৬৯২।

অন্যান্য শাখাসমূহ

বেঙ্গল :—বহরমপুর, বরিশাল। বিহার :—ছাপরা।

আমাদের ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন।

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ এন, বি, ঘোষ দস্তিদার।

১২ই—২৩।০। কামারহাটী ৮ই এঃ—৫২৭৲ ৫২৮৲ ; ১২ই—৫৩১৲। কাঁকনাড়া ৯ই এঃ—৪২৮৲। কেলভিন ৮ই এঃ—৫৮৫৲ ; ১২ই—৫৩৩৲ ৫৯৫৲। খরদহ ১৩ই এঃ—৪৫২৷৷০। কিনিসন্ ১৩ এঃ—৩৪১৲। নস্করপাড়া ৮ই এঃ—২৪৷৷৵০ ২৪৸০। নেলিমার্লা ৮ই এঃ—১৯৸০ ; ১২ই—১৯৸৵০ ; ১৩ই—২০৲। নিউ সেণ্ট্রাল ১৩ই এঃ—৩৪১৲ ৩৪২৲। নর্থব্রুক্ ৯ই এঃ—২৭৷৷৵০। নদীয়া ৮ই এঃ—৮৬৲ ; ৯ই—৮৬৲ ৮৬৷৷০ ; ১২ই—৮৬৷৷০। ওরিয়েণ্ট ১৩ই এঃ—১৯৯৲ ২০১৲। প্রেসিডেন্সী ৮ই এঃ—৫৸০ ; ৯ই—৫৸৵০ ; ১২ই—৫৸৶০। রামেশ্বর ৮ই এঃ—১২।৵০ ১২।০ ; ১২ই—১২।৵০। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ৮ই এঃ—১৭৸০ ; ৯ই—১৮৲ ; ১২ই—১৮৲। ইউনিয়ন ১২ই এঃ—৩২৪৲ ৩২৭৲। ওয়েভার্লি ৮ই এঃ—৩৷৷৵০ ;

রেলপথ

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান ৯ই এঃ—৯০৲। হোশিয়ারপুর-দোয়াব ১৩ই এঃ—১০১৲।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ৮ই এঃ—২৷৷৶০ ; ৯ই—২৸০ ; ১২ই—২৸০ ; ১৩ই—২৷৷৵০ ২৷৷৶০ ২৸০ ২৸৵০। কন্‌সোলিডেটেড্ টিন্ ১২ই এঃ—১।৵০ ১।৶০। ইণ্ডিয়ান্ কপার ৮ই এঃ—২।/০ ; ৯ই—২।/০ ; ১২ই—২।/০ ২।৵০ ; ১৩ই—২।/০ ২।৵০। রোডেসিয়া কপার ১৩ই মেঃ—১।/০।

কাগজের কল

বেঙ্গল ৮ই এঃ—২০১৲। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৯ই এঃ—১৭৬৲। ওরিয়েণ্ট ৯ই এঃ—২৬৷৷৶০ ২৬৸০ ২৬৸৵০ ; ১২ই—২৬৷৷৵০ ২৬৷৷৶০ ; ১৩ই—২৬৷৷৶০। শ্রীগোপাল ৯ই এঃ—২১।০ ; ১২ই—২১।০ ২১৵০। ষ্টার ৮ই এঃ—২১৵০ ; ৯ই—২১।০ ; ১২ই—২১৵০। টিটাগড় (অর্ডি) ৮ই। এ[illegible]৷৷/০ ২৪৷৷০ ; ৯ই—২৪।৶০ ২৪৷৷০ ২৪৷৷৵০ ; ১২ই—২৪৷৷৶০ ; ১৩ই—২৪৷৷৶০ ২৪৸০ ২৪৸৶০ ২৪৸০। টিটাগড় (প্রেফ অর্ডি) ৮ই এঃ—৫।৵০ ; (প্রথম প্রেফ) ১২ই—১৯১৲।

চিনির কল

বলরামপুর ৮ই এঃ—১৩৲ ; ৯ই—১৩।০ ; ১৩ই—১৩।৵০। ভারত ৮ই এঃ—১৬৵০ ; ৯ই—১৫৸০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৮ই এঃ—১৬৸৵০ ১৭৲ ; ৯ই—১৭/০ ১৭৵০ ১৬৸৵০ ; ১২ই—১৭।/০ ১৭।৵০ ১৭।৶০ ; ১৩ই—১৭।/০ ১৭৷৷০ ১৭৷৷৵০। কানপুর ৯ই এঃ—৩১৲ ; ১২ই—৩৩।০ ; ১৩ই—৩৩৷৷০ ৩৩৸০। চম্পারণ ৯ই এঃ—৩১৲ ৩১।০ ৩১৷৷৵০ ৩২৵০ ; ১২ই—৩১৷৷৵০ ৩২।০ ৩২৸০ ৩২৸৵০ ; ১৩ই—৩৩।৵০ ৩৩৷৷০। গোয়ালিয়র সুগার ৯ই এঃ—২০৮৲। মোহিনী সুগার ৮ই এঃ—১০৸৵০ ১১৵০ ; ৯ই—১১৵০ ; ১৩ই—১০৸০ ১১৲ ১১৸০। মারী-ক্রয়ারী ১৩ই এঃ—১৯৵০ ১৯।০। নিউ সাভান ৮ই এঃ—১৪৸০ ; ১২ই—১৫।০ ১৫।/০ ; ১৩ই—১৫৷৷০। প্রতাপপুর ৮ই এঃ—১৬৷৷০ ; ৯ই—১৬।৶০ ১৬৷৷০ ; ১২ই—১৬৷৷০ ১৬৷৷৵০ ; ১৩ই—১৬৷৷৶০ ১৬৸০। রামনগর কেন্ এণ্ড সুগার ১৩ই এঃ—১৪৵০। সমস্তিপুর ৮ই এঃ—১৪৷৷৶০ ১৪৸০ ১৪৸৵০ ; ৯ই—১৪৷৷০ ; ১২ই—১৫৵০ ১৫।০ ১৫।৵০ ; ১৩ই—১৫।/০ ১৫।৵০। শীতলপুর ৮ই এঃ—১১৲ ১১/০। ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস ৯ই এঃ—১৮৸০ ; ১৩ই—১৯৶০।

চা বাগান

বাতেলী ১২ই এঃ—১০৸০ ১১৲। বেলগাচী ১২ই এঃ—৩১৸৵০ ৩২৵০। বিশ্বনাথ ৮ই এঃ—৩৩৵০ ৩৩।০ ৩৩।৵০। এথেলবারী ৯ই এঃ—১৬৸০ ; ১২ই—১৭৲ ; ১৩ই—১৬৸৶০ ১৭৵০। হাঁসকোয়া ১২ই এঃ—১৩৵০ ; ১৩ই—১৩৵০ ১৩৶০। হন্তপাড়া ১২ই এঃ—৫৬৭৲। হাশিমারা ৯ই এঃ—৫৬৲ ৫৬।০। হাতিকীরা ৯ই এঃ—২৯।৵০। কালিটি ১৩ই এঃ—১৬৸০। লুবা ৮ই এঃ—১০৲। নিউ টেরাই ১২ই এঃ—২৩৸০ ২৩।০ ২৩।০। উদলাবাড়ী ৮ই এঃ—৩০৷৷০। ফাশকোয়া ১২ই এঃ—১৩৯৲ ১৪২৲। রাজাভাত ৯ই এঃ—৪৭৸০ ৪৮৲ ৪৮৷৷০। রাজনগর ৮ই এঃ—১২৲। সরুগাঁও ৯ই এঃ—২৫।০ ; ১২ই—২৫।০ ২৫।৵০। সোনাই রিভার ৯ই এঃ—২১।০। তেজপুর ৯ই এঃ—১২৷৷৵০ ১২৸৵০ ১২৷৷০ ; ১২ই—১২৸০ ১২৸৵০ ; ১৩ই—১৩৵০ ১৩৲ ১২৸৵০ তামসঙ্গ ৯ই এঃ—১২৷৷০।

বিবিধ

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ (অর্ডি) ৮ই এঃ—১৮৲ ১৭৸০ ; ৯ই—১৭৸৵০ ; ১২ই—১৮৵০ ১৮।০ ; ১৩ই—১৮৵০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৮ই এঃ—১৭৷৷৵০ ; ৯ই—১৭।৵০ ১৭৷৷৵০ ; ১৩ই—১৭৷৷০ ১৭৷৷৵০। ডান্‌লপ্ রাবার (দ্বিতীয় প্রেফ) ৯ই এঃ—১১১৲। ফ্র্যাঙ্ক রস্ ১২ই এঃ—৭।০। ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোল ৯ই এঃ—৩৭৲। রোটাস্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ (অর্ডি) ৮ই এঃ—২৯৸৵০ ; ৯ই—২৯৸০ ; ১২ই—২৯৷৷৵০। হুমায়ুন প্রপার্টিজ্ ৮ই এঃ—৯।৵০। ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ৯ই এঃ—২৮।৵০ ২৮৷৷০ ২৮।০ ; ১২ই—২৮।০ ২৮।৵০। আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৩ই এঃ—১৩৵০। বেঙ্গল টিম্বার ১৩ই এঃ—১৭১৲। আসাম ম্যাচ্ ৮ই এঃ—২৬৷৷০। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ৮ই এঃ—২।৵০ ; ৯ই—২।৵০ ; ১২ই—২।/০ ; ১৩ই—২।/০ ২।৵০।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্য

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩।১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ঃ কলি ঃ { ১১২২ ১১২৩

চেয়ারম্যান ঃ—শ্রীযুত মুরারিচরণ লাহা

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ঃ কলিঃ ৩৪৪৭

প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কর্ত্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা।

শাখাসমূহ —

দ্বারভাঙ্গা, লাহেরিয়াসরাই, বেলেঘাটা, ভাগলপুর, মিরকাদিম, নাথনগর, বোলাঙ্গীর (পাটনা ষ্টেট), ফরিদপুর, রায়পুর, কাটাবঞ্জী।

শ্যামবাজার শাখা—
পাইকপাড়ার কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কাঁচা পাটের বাজার খুব তেজী দেখা গিয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ বিশেষ না বাড়িলেও দাম কিছুটা বাড়িয়াছে। পাট উৎপাদনকারী জেলাসমূহ হইতে আবহাওয়া সংক্রান্ত যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক নয়। ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষের লাইসেন্স পাওয়া গিয়াছিল তাহাও পুরাপুরি আবাদ হয় নাই। আগামী মরশুমে কি পরিমাণ পাট পাওয়া যাইবে না যাইবে বুঝিতে না পারিয়া মিলসমূহ পাট পাইলেই তাহা কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এ অবস্থায় বিক্রেতা মহল সহজে পাট হাতছাড়া করিতে রাজী নয়। মফঃস্বলের বাজারও বেশ চড়িয়া গিয়াছে। একটু বেশী দাম দিয়াও যত পাওয়া যাইতেছে মিলসমূহ আলগা পাট ক্রয় করিয়া নিতেছে। ইউরোপীয়ান মিডল্ ও বটম্ যথাক্রমে ১৭৷৷০ আনা ও ১৪৷৷০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। সুপার জাত মিডলও ঐ দরেই বিক্রয় হইয়াছে।

আলগা পাটের মত পাকা বেল বিভাগেও দাম কিছুটা বাড়িয়াছে তবে কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য।

আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে চট ও থলের বাজার বেশ তেজী ছিল। মার্চ্চ মাসের উৎপাদনের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে অতিরিক্ত সময় কাজ চালাইবার ফলেই মজুত চটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গত মাসে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বেশ সন্তোষজনকই হইয়াছে বলিয়া যে আভাষ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সত্যতা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বর্ত্তমান মাসেও প্রচুর চট রপ্তানী করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। কাজেই মাসের শেষে মিলসমূহের হাতে খুব বেশী পরিমাণ চট যে মজুত হইবে তাহার সম্ভাবনা কম। বাজার বেশ তেজী দেখা যায় এবং সপ্তাহের শেষের দিকেই সর্ব্বোচ্চ দর উঠে। ৯নং পোর্টার নগদ ২০৷৷০, এপ্রিল ২০৷৷০ আনা, মে-জুন ১৯৷৷০ আনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৷৷০, ১১নং পোর্টার নগদ ২৫৷৷০ আনা, এপ্রিল ২৫৷৷৵০, মে-জুন ২৫৷৷০ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর—২৫৷৷০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

গত ১০ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের পাটচাষ সম্পর্কে মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, বাঙ্গলার পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিতে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে এবং জমি শুকাইয়া যাইতেছে। সুতরাং পাটচাষের সুবিধার জন্য অধিকাংশ অঞ্চলের পক্ষেই এখন প্রচুর বারিপাতের প্রয়োজন। ছোট ছোট চারাগুলি দেখিতে বেশ পুষ্ট হইয়াছে এবং বহু স্থানে নিরানী আরম্ভ হইয়াছে। নদীগুলির বর্ত্তমান স্ফীতি গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় অধিক বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যে সন্তোষজনক বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়ার অবস্থা ও গত বৎসরের তুলনায় পাটচাষের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

নারায়ণগঞ্জ—আবহাওয়ার অবস্থা সন্তোষজনক নহে। উত্তাপ ও আর্দ্রতা বেশী। এতাবৎ গত বৎসরের ৸৵০ আনার তুলনায় ৷৵৬ পাই জমিতে বীজ বোনা হইয়াছে। পাটের চারাগুলি বেশ সুস্থ-সবল এবং দৈর্ঘ্যে ২ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছে। গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় নদীর জলের বর্ত্তমান স্ফীতি ২ ফুট অধিক। চাঁদপুর—আবহাওয়া আর্দ্র হইলেও প্রতিকূল নহে। শীঘ্রই কয়েক পশলা প্রচুর বৃষ্টি আবশ্যক। এতাবৎ ৷৵০ আনা পরিমিত জমিতে বীজ বোনা সাঙ্গ হইয়াছে। গত বৎসর এতদিনে ষোল আনা জমিতেই বীজ বোনা শেষ হইয়াছিল। নদীর জল গত বৎসরের অপেক্ষা ১ ফুট উঁচুতে। হাজিগঞ্জ—আবহাওয়া আর্দ্র কিন্তু অনুকূল। গত বৎসর এ সময়ের মধ্যে ষোল আনার তুলনায় এবার এতাবৎ বীজ বোনা হইয়াছে প্রায় ৷৷০ আনা পরিমিত জমিতে। নদীর অবস্থা স্বাভাবিক। চৌমুহানী—আবহাওয়া উত্তপ্ত ও আর্দ্র হওয়া সত্ত্বেও বেশ অনুকূল অবস্থা বলিতে হইবে। গত বৎসরের ৸৵০ আনার তুলনায় এবার ৷৵০ আনা জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছে। আশুগঞ্জ—অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। কিছু পরিমাণ প্রবল বারিপাত হইতে পারিলে চাষের পক্ষে তাহা অধিক ফলপ্রসূ হইবে। চারাগুলির অবস্থা সন্তোষজনক। নদীর জল গত বৎসর অপেক্ষা ২ ফুট ৬ ইঞ্চি বাড়িয়াছে। আখাউড়া—আবহাওয়ার অবস্থা উত্তপ্ত ও আর্দ্র, কিন্তু প্রতিকূল নহে। আরও বৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়। গত বৎসরের ৸৯ পাইএর তুলনায় এতাবৎ ৷৷০ আনা জমিতে পাট বপন করা হইয়াছে। পাটের চারার অবস্থা সন্তোষজনক। নদীর অবস্থায় গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় সামান্য স্ফীতি লক্ষিত হয়। নিখলিদাসপাড়া—আবহাওয়ার অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভালো হইলেও শীঘ্রই বেশ কিছু বারিপাতের প্রয়োজন। নহিলে পাট বপনের কার্য্যে অসুবিধা ঘটিতে পারে। গত বৎসরের ৷৷৵৬ পাইএর তুলনায় এতাবৎ ৷৷০ আনা জমিতে পাটচাষ হইয়াছে। এলাশিন—আবহাওয়ার অবস্থা খুব ভাল। এতাবৎ গত বৎসরের ৷৷৵৬ পাইএর তুলনায় ৷৷৬ পাই জমিতে বীজ উপ্ত হইয়াছে। সরিষাবাড়ী—চারার বাড়তি ও বীজ বপনের জন্য বারিপাতের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। গত বৎসরের ।৵৬ পাইএর তুলনায় এবার এতাবৎ বীজ বোনা হইয়াছে মাত্র ৵৬ পাই পরিমিত জমিতে। ময়মনসিংহ—আবহাওয়া সন্তোষজনক নহে। অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। আর্দ্রতাও অত্যধিক। বীজ বপনের পরিমাণ আশানুরূপ নহে। এতাবৎ মাত্র ।/৬ পাই জমিতে বীজ বোনা হইয়াছে। গত বৎসর এ সময়েও ঐ পরিমাণ জমিতেই বীজ উপ্ত হইয়াছিল। চারাগুলির বাড়তি ১০ ইঞ্চির বেশী নহে। নদীর বর্ত্তমান অবস্থা গত বৎসরের এই সময়কার অবস্থার অনুরূপ। সিরাজগঞ্জ—অত্যধিক গরম পড়িলেও আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল। গত বৎসরের ।/৯ পাইএর তুলনায় এবারের বপনের পরিমাণ ।৬ পাই। নদী ও পাটের চারার অবস্থা আশানুরূপ। ভাঙ্গুরা—আবহাওয়া গরম ও আর্দ্র। গতবারের ৷৷৬ পাইএর তুলনায় এবারের বীজ বপনের পরিমাণ ।/০ আনা। চারাগুলির অবস্থা সন্তোষজনক।

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২০

হেড অফিস ঃ— কলিকাতা

ব্রাঞ্চ ঃ— ময়মনসিং

আপনার ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ সমস্যা আমাদিগকে সমাধান করিতে দিন।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৩০৫

পৃষ্ঠপোষক—মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

সুদ : স্থায়ী আমানত—৩ বৎসরের জন্য ৬%

২ বৎসরের জন্য ৫%

১ বৎসরের জন্য ৪%

ডিরেক্টার ঃ—মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জী

তূলা ও কাপড়।

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে তূলার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ওঠানামা করিতে থাকে, তবে দরের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সপ্তাহের গোড়ার দিকে কিছু পরিমাণ আগাম কাজকারবারও লক্ষ্য করা যায়। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা গভর্ণমেণ্ট তূলার বাজারে হস্তক্ষেপ করিবেন ভাবিয়া অনেকে কিছু পরিমাণ মাল বিক্রয় করিয়া ফেলেন। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে তাঁহাদের আতঙ্কিত হইবার বিশেষ কোন কারণই ছিল না। কারণ, "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েসনে"র নিকট গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে শুধু ১৯৪১-৪২ সালে ক্রীত আগাম ক্রয় চুক্তিগুলি বাতিল করিয়া দিতে বলা হইয়াছিল। তাহার জবাবে উক্ত এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, খুসীমত ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিয়া না দিলে "ফট্‌কাবাজারী" মনোভাব দূর হইতে পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ আগাম কাজকারবার বন্ধ করিয়া দিলে উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বর্দ্ধিত মূল্যের সুযোগ লাভের সম্ভাবনা হইতে কৃষককে বঞ্চিত করা হইবে। এসোসিয়েসনের মতে আগাম কাজ-কারবারের প্রথা বন্ধ করিয়া দিলে বাজারে ঠিকমত কাঁচামাল আসার পক্ষেও অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। কৃষক যাহাতে ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে পূর্ব্ব হইতে এরূপ কোন ব্যবস্থা না করিয়া আগাম ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করা চাষীদের স্বার্থের পরিপন্থী। এ সপ্তাহে ঝরিলা তূলার (মে) সর্ব্বশেষ দর ছিল ৫৩৯৲, জুলাই—৫৪৮৷৹ আনা। সপ্তাহের প্রথম দিকে উহার দর যথাক্রমে ৫৪৭৲ এবং ৫৫৬৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গত সপ্তাহের শেষের দিকে দাম ছিল যথাক্রমে ৫৩৬৷৹ এবং ৫৪৬৷৹ আনা। কিছু পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাজারে আসা সত্ত্বেও কাপড়ের দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাজারে ছাড়া হইয়াছে তাহাকে এক মরুভূমিতে বারিবিন্দুর সহিতই তুলনা করা যায়। তবে কাজকারবার বেশ হইয়াছে। মিলসমূহ মাল সরবরাহের জন্য অল্প মেয়াদী চুক্তির দিকেই ঝোঁক দিয়াছে। ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত মালের পরিমাণও খুব বেশী নয়। মিলসমূহ যদি সময় মত মাল সরবরাহ করিয়া উঠিতে না পারে তবে আবার মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার মূল্য বেশ একটু চড়িয়াছে। ফট্‌কাবাজারী মনোভাব এবং মজুত করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রয়ের ফলেই এরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে বিক্রয়যোগ্য সোণা অপেক্ষা চাহিদা ছিল অনেক বেশী। কাজেই যাহাদের হাতে মাল ছিল সুবিধা পাইয়া তাহারা বেশী দর হাঁকিয়াছে। রেডী সোণার দাম প্রতি ভরি ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে, পরে অবশ্য ৭৭৷৹ আনায় নামে। গত সপ্তাহে রেডী সোণার দর ছিল ৭৩৸৹ আনা। গিনির দাম গত সপ্তাহে ছিল ৫২৷৹ আনা, এ সপ্তাহে উহা চড়িয়া ৫৫৷৹ আনায় দাঁড়ায়। সোণার মত রূপার বাজারও বেশ তেজী ছিল। রেডী রূপার সর্ব্ব-শেষ দর ছিল প্রতি ভরি ১১৪৷৹ আনা; গত সপ্তাহের দর ছিল ১১২৲ টাকা। লণ্ডনের রূপার বাজারে এ সপ্তাহে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় নাই।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।
বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭,৫০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩১,৩০০৲ ,,
আমানত ... অর্দ্ধ কোটী টাকার উপর
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা :—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা
পে অফিস :—মিরকাদিম
ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স—জেনারেল ম্যানেজার

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ
প্রারম্ভ হইতে উচ্চহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে
বর্ত্তমানে ৭½% দেওয়া হইতেছে
স্থাপিত ১৯২১
হেড অফিস—নোয়াখালা
মহারাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়
দিনাজপুর শাখা
গত ৮ই ফেব্রুয়ারী খোলা হইয়াছে।
ঠাকুরগাঁও, কিষণগঞ্জ ও ফরবেসগঞ্জ শাখা
শীঘ্রই খোলা হইবে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—কুমিল্লা, স্থাপিত—১৯১৪ ইং
শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ :
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।
মূলধন
অনুমোদিত ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত ৪০,০০,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ) ২২,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮,০০,০০০৲ ,, উপর
অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৮,০০,০০০৲ টাকা (প্রায়)
ব্যাঙ্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে করা হয়।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
কলিকাতা শাখা—১২।২, ক্লাইভ রো
হেড অফিস কুমিল্লা। কর্ম্মতৎপরতা দক্ষতা সততা সৌজন্যই আমাদের "সেবামন্ত্র" স্থাপিত ১৯২৩
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয়)

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

যুক্তরাষ্ট্রের এই সদিচ্ছার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ সম্প্রতি মিঃ কর্ডেল হালেরই সুযোগ্য অধস্তন সহকর্ম্মী মিঃ সাম্নার ওয়ালেস (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট) "নিউ ইয়র্ক টাইমসে" প্রবন্ধ লিখিয়া ভারত সম্পর্কে মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতি অনেকটা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। মিঃ ওয়ালেস অনেক মিষ্ট কথার আশ্রয় লইয়া শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিলেও প্রকৃত অভিপ্রায় ঢাকা পড়ে নাই। তাঁহার অভিমতে, ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতার দরুণ এখনই কিছু হইয়া না উঠিলে তাহার জন্য মহাভারত অশুদ্ধ হইবে এমন কোন কথা নাই। ভারতের সমস্যাটা যে বড়ই জটিল বৃটিশ প্রভুদের মতই সেই মামুলী যুক্তি মিঃ ওয়ালেসের মুখ হইতেও অনায়াসে বাহির হইয়াছে—তবে ভাষা একটু স্বতন্ত্র এই যা। যুদ্ধ জয় ও ভারতকে স্বাধীন করা এই দুইটি কাজ এক সঙ্গে চলিতে পারে না এমন কথা কেহ বলিলেই তাহা উড়াইয়া দিবার নয়—মিঃ সামনার ওয়ালেসের সকল কথার নির্গলিতার্থ ইহাই। এমনকি ভারতবর্ষের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের দ্বারাই আমেরিকাবাসীদের প্রকৃত উদারনীতির (liberalism) পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া যাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন সেই সব সমালোচকদের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি সখেদে জানাইয়াছেন, উদারনীতি বলিতে উক্ত সমালোচকগণ যে কি বুঝেন মিঃ ওয়ালেসের মগজে নাকি সেই সহজ ধারণাটা কিছুতেই প্রবেশের পথ পায় না। বন্ধুত্ব, ন্যায়পরায়ণতা ও সহযোগিতার মনোভাবই বটে!!

* * *

সম্প্রতি বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার নাজিমুদ্দীনকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য আহ্বান করায় কয়েক দিন যাবৎ লোকের জল্পনা-গবেষণার আর অন্ত নাই। গবর্ণর কর্ত্তৃক ৯৩ ধারা তুলিয়া লওয়ার পর হইতে সকলে আরও উন্মুখ হইয়া আছেন। লীগ মন্ত্রিসভা, না সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল? এতাবৎ আমরা কোন সঠিক সংবাদ অবগত নহি। মন্ত্রিসভার গঠন যাহাই হউক এই সম্পর্কে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সদুত্তর সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

প্রথমটি হইতেছে গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্ন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে গবর্ণরদের হাতে অহেতুকভাবেই অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে কংগ্রেস বড়লাটের নিকট হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছিলেন যে, নেহাৎ অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই মন্ত্রিগণের স্বাধীন সিদ্ধান্ত ও তদনুযায়ী কার্য্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না। এরূপ আশ্বাস না পাইলে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনকে একেবারে প্রহসন করিয়া তুলিতে রাজী ছিলেন না। বড়লাট অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলেই ১৯৩৭ সালে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু অ-কংগ্রেসী আমলে সিন্ধু ও বাঙ্গলার দৃষ্টান্ত হইতে স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। গবর্ণর বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হন না, গবর্ণর ও তাঁহার সিভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গরা মন্ত্রিসভার কাজে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করিয়া তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে অচল করিয়া তুলিয়াছেন। মিঃ ফজলুল হক ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সত্যোদ্ঘাটনের পরে ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং যে কোন দলই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে মন্ত্রিগণের মর্য্যাদার সহিত গবর্ণরের খেয়ালের সম্ভাবিত সংঘাত সম্পর্কে সর্ব্বাগ্রে এক সদুত্তর আদায় করিতে হইবে। নতুবা পুরাতন অভিনেতার দল বদল হইয়া রঙ্গমঞ্চে আর এক নূতন দলের আবির্ভাব ঘটিলেও প্রহসন প্রহসনই যে থাকিয়া যাইবে!

* * *

দ্বিতীয় প্রশ্ন মিঃ ফজলুল হক সম্পর্কে। তাঁহাকে বাদ দিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া শুনা যায় এবং সেরূপ মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে যে সমস্ত হিন্দু আজ সাহায্য ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিবেন, তাঁহারা শুধু হক সাহেবের উপরই অবিচার করিবেন না, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরও তাহারা অবিচার করিবেন। মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে অনবধানতাবশতঃ মিঃ ফজলুল হক স্ব-বিরোধী উক্তি করিয়া থাকিলেও মূলতঃ ও কার্য্যতঃ তিনি সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়ার দ্বারা সংক্রামিত ও প্রভাবিত নহেন। তাঁহাকে বাদ দিয়া কোনও হিন্দুদল নূতন মন্ত্রিসভার সমর্থক হইলে আমরা তাঁহাদের বুদ্ধিবিবেচনার অভাব আছে বলিয়াই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিব। সাম্প্রদায়িক তিক্ততায় যখন দেশের আবহাওয়া কলুষিত হইয়াছিল সেই সময় মিঃ ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী না থাকিলে এতদিনে উহা আরও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইত। বর্ত্তমানের সমস্যা ও ভবিষ্যতের শুভাশুভের কথা বিবেচনা করিয়া আমরা এই দাবী জানাইতেছি, যে-জাতীয় মন্ত্রিসভাই গঠিত হউক না কেন—এই প্রদেশের সমষ্টিগত স্বার্থ ও সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য মিঃ ফজলুল হককে আমরা উহার অন্তর্ভুক্ত দেখিতে চাই।

শিলং
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড।
স্থাপিত—১৯০১ ইং
হেড অফিস—শিলং
গ্রাম—"শিলব্যাঙ্ক", ফোন : ১৬৬ শিলং
—ব্রাঞ্চ—
শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য
জেনারেল ম্যানেজারকে
লিখুন।

ফোন—ক্যালকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ—জনসম্পদ
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড্
স্থাপিত—১৯৩৫
হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাতা
শাখাসমূহ—শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ।
পুরী শাখা খোলা হইয়াছে।
জলপাইগুড়ী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে
ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স :—
ডাঃ এম, চাটার্জ্জী, মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম,এ

হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
গ্রাম : যক্ষের ধন স্থাপিত—১৯২৯ ফোন ক্যাল ৩৭৩৪
হেড অফিস :—৩৭ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, মাণিকতলা, শিয়ালদহ ও বালীগঞ্জ।
স্মরণ রাখিবেন—আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে।
আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে সেই সঞ্চয়ের পথ করুন।
বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই।
ননীগোপাল দত্ত রায়, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন
কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

বার্ষিক সংখ্যা

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২৬শে এপ্রিল, সোমবার, ১৯৪৩ | ৪৯শ সংখ্যা

আমাদের কথা

বর্ত্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে 'আর্থিক জগতে'র পঞ্চম বর্ষ সমাপ্ত হইল। 'আর্থিক জগতে'র সূচনা হইতে আমরা প্রতিবৎসরে এইরূপ একটি বৃহদাকার বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলাম। কেবল গত বৎসর তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। একদিকে কাগজের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা এবং অপরদিকে মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিয়া গত বৎসর এইরূপ একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের কাজ আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেই বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু 'আর্থিক জগতে'র গ্রাহক ও পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা প্রথম হইতে আমাদের বার্ষিক সংখ্যাগুলি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা ইহাতে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ লেখকদের রচনাসম্বলিত একটি বার্ষিক সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে, সেই প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিয়া অনেকেই আমাদিগকে এই শ্রেণীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিবার রীতি যথাসাধ্য বজায় রাখার জন্যই অনুরোধ জানাইয়াছেন। 'আর্থিক জগতে'র গ্রাহক ও পাঠকদের সেই দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া আমরা এই দুর্দ্দিনের ভিতরও এবার উহার একটি বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করিলাম। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও ব্যয় বাহুল্যের জন্য অন্যান্যবারের তুলনায় এবার উহার পৃষ্ঠা সংখ্যা বাধ্য হইয়াই কিছু হ্রাস করিতে হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদের সে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে দেশে একটা বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত গঠনের সঙ্কল্প নিয়া পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন যাত্রা সুরু করি তখন আমরা ভাবিতেই পারি নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ একটা জগদ্ব্যাপী মহাসমরের সূচনা হইবে। কিন্তু 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশিত হইবার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল মধ্যেই ইউরোপে যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দেয়। এক্ষণে সেই মহাসমরের পটভূমি ভারতবর্ষ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়াছে। জাপানীদের ব্রহ্ম অভিযান সুরু হওয়ার পর হইতে এদেশের উপর নানাভাবে একটা দুর্য্যোগের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বাহিরের সহিত মালপত্রের আদান প্রদান অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়াছে। উহাতে অনেক ব্যবসায়ী নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। যুদ্ধের সময়ে বিদেশী প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ায় এদেশে নূতন শিল্প স্থাপনের যে সুযোগ দেখা গিয়াছিল রাজশক্তির সর্ব্বপ্রকার উপেক্ষা ও উদাসীনতার ফলে সে সুযোগ বিশেষ কিছু কাজে লাগান সম্ভবপর হয় নাই। অথচ বাহির হইতে অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আনাইয়া যে সমস্ত পুরাতন শিল্প-কারখানার কাজ চলিত যুদ্ধের সময়ে আমদানী হ্রাস পাওয়ায় উহাদের সমূহ দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছে। ইহার উপর যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত ট্যাক্সের চাপেও তাহাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে নানারূপ গলদ ও অব্যবস্থার জন্য এদেশে প্রচুর খাদ্যোপকরণ উৎপাদনের সুবিধা নাই। এতদিন ব্রহ্মদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণ চাউল ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রয়োজনোপযোগী গম আমদানী হইত। এক্ষণে তাহাও বন্ধ হইয়াছে। অথচ সামরিক কারণে বাহির হইতে সৈন্য-বাহিনী আমদানী হওয়ায় দেশে খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই আজ দেশে একটা খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে। মুনাফা শিকারীর দল অতিরিক্ত লাভের আশায় চাউল, গম প্রভৃতি মজুত করিয়া রাখায় সেই সমস্যা আরও বেশী জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। খাদ্যের সঙ্গে অন্য দিক দিয়া আবার বস্ত্র সমস্যা আসিয়া যোগ দিয়াছে। ভারতে তুলার অভাব নাই। এদেশে গত সিকি শতাব্দীর ভিতর অনেকগুলি কাপড়ের কলও গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলসমূহের উপর বেশী পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার দিতে আরম্ভ করায় উহারা এখন আর জনসাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্র বিশেষ কিছুই প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। ফলে বস্ত্রের মূল্য সামঞ্জস্য ও সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করিয়া ধাপে

ধাপে কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। এইভাবে অন্ন ও বস্ত্র সমভাবে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা আজ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। আর্ত্তনাদ ও হাহাকারে দেশ পরিপূরিত হইয়াছে। জাতীয় জীবনে এত বড় দুর্য্যোগ আর কখনও দেখা যায় নাই।

এই দুর্য্যোগে দেশের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলিও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। যুদ্ধকালীন অবস্থায় খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে কাগজের দরও ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বের তুলনায় ৪।৫ গুণ বেশী মূল্যে কাগজ কিনিতে হওয়ায় আমাদিগকে বেশী রকম অসুবিধার ভিতর কাজ চালাইতে হইতেছে। 'আর্থিক জগতের' কলেবর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করা, নূতন নূতন বিভাগ ও নূতন নূতন উপকরণ সংযোজিত করিয়া উহাকে দিন দিন সমৃদ্ধ করিয়া তোলা—প্রথম হইতে এ সমস্তই ছিল আমাদের সঙ্কল্প। যুদ্ধের জন্য সে সব সঙ্কল্পের অনেক কিছুই আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না। কাগজের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা আমাদের সর্ব্বপ্রকার শুভ সঙ্কল্পকেই দমাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও আমাদের আদর্শ বজায় রাখিয়া আমরা যথাসাধ্য দেশের ও দশের সেবা করিবার চেষ্টা করিয়াছি; ভবিষ্যতেও তাহা করিব। অর্থনৈতিক বিষয়ে সুশিক্ষিত জনমত গঠন করিয়া শিল্প ব্যবসায়ের দিকে সাধারণকে উৎসাহিত করাই 'আর্থিক জগতে'র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান জাতীয় দুর্য্যোগের ভিতরও এই শ্রেণীর একটি সাময়িক পত্রের সার্থকতা বেশী পরিমাণেই অনুভূত হইবে। কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া আজ পর্য্যন্ত সমুচিৎ উন্নতি সাধিত হইতেছে না বলিয়াই এবং জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অনেক দ্রব্য সামগ্রীর দিক দিয়া এদেশ এখনও অনেকটা পরনির্ভরশীল রহিয়াছে বলিয়াই আজ জনসাধারণকে এত বেশী পরিমাণে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে। এই সব মূলগত গলদ কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে আমাদের দুঃখগ্লানি মোচন হইবে না। জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া স্থায়ীভাবে এদেশের দুঃখগ্লানি মোচনের জন্য বাঙ্গালী জাতিকে আজ শিল্প ও ব্যবসাভিমুখী করিবার চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। 'আর্থিক জগৎ' তাহার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া সেই চেষ্টাই করিতেছে।

আগামী মে মাসে 'আর্থিক জগৎ' ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিবে। নববর্ষে নূতন উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সর্ব্বশ্রেণীর সহায়কমণ্ডলীকে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান দুর্য্যোগে নিজেদের নানারূপ অভাব ও অসুবিধার ভিতরও অনেক ব্যবসায়ী 'আর্থিক জগতের' কথা বিস্মৃত হন নাই। অনশন, অর্দ্ধাশন ও বেকার সমস্যা-পীড়িত এই বাঙ্গালী জাতিকে ব্যবসা ও শিল্পাভিমুখী করিতে হইলে 'আর্থিক জগতের' ন্যায় একখানা সাপ্তাহিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—এই ধারণা হইতেই তাঁহারা লাভ-ক্ষতি বিচার না করিয়া 'আর্থিক জগৎ'কে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছেন। উঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। 'আর্থিক জগতের' উপর উঁহারা যে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন আমরা যেন তাহার উপযুক্ত হইয়া উঁহাদের অধিকতর সেবা করিতে পারি, ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—নোয়াখালী

—শাখাসমূহ—
বালিগঞ্জ
ফোন :—পি, কে, ৩০৭০
চৌমুহনী
চাঁদপুর
ঢাকা
ফেণী

—শাখাসমূহ—
চট্টগ্রাম
দিনাজপুর
আদ্রা
পুর্ণিয়া
রাঁচি
ঠাকুরগাঁও

কলিকাতা অফিস—৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
গ্রাম—বার্টার ফোন—কলিঃ ৪১৭৩

শীঘ্রই নিম্নলিখিত স্থানে শাখা অফিস খোলা হইবে। যথা ঃ—

কিষণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ ও পাটনা।

আরম্ভ হইতে উচ্চহারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে—বর্ত্তমানে দেয় ৭½%

ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এম, কে, গুহ

কলিকাতা ম্যানেজার
সি, আর, চক্রবর্ত্তী

সেক্রেটারী
টি, মজুমদার

ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালী

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপে জমি ও জমিদারের উপর নির্ভরশীল মধ্যশ্রেণীর বাঙ্গালী জীবন বিগত শতাব্দীতে সুখেই কাটিয়াছে। ইংরাজের স্কুলে পাশ করিয়া স্বচ্ছন্দে চাকুরী মিলিয়াছে। জমিদারদের মামলাবাজীর ফলে ওকালতির মত লাভজনক ব্যবসায় ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী হাত নোংরা না করিয়া তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় অর্থোপার্জ্জনের ফিকিরফন্দী ভালোরূপেই আয়ত্ত করিয়াছিল। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যবসায় ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ছিল। বিদেশী মালের পাইকার ও আড়ৎদার এবং স্বদেশী কাঁচা মালের রপ্তানীকারক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা এককালে হাটখোলা জাঁকাইয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গলার ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলির দুই একটি বাদে সকলেরই জল অচল এবং সামাজিক মর্য্যাদায় তাঁহারা হীন। সকলের পেছনের সারিতে তাঁহাদের স্থান। সামাজিক গ্লানি ও অবজ্ঞা মোচনের জন্য তাঁহারা দেখিলেন, জমিদার শ্রেণীতে প্রমোশান পাওয়া ছাড়া অভিজাতভুক্ত হইবার আর কোন পথ নাই। কাজেই যে টাকা ব্যবসায়ে খাটিত তাহা জমিদারীতে আটকা পড়িল। হাটখোলা নিষ্প্রভ হইল। বড়বাজার জাঁকিয়া উঠিল। পরিশ্রমী তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মারোয়াড়ী মহাজনেরা জমিদার না হইয়া বাঙ্গালীর সেই ব্যবস্থায় বিত্তের জোরে হস্তগত করিলেন। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের আয়েসী বিলাসী অপদার্থ বংশধরগণ কেহ হইলেন জমিদার, কেহ কলিকাতায় ভাড়াটিয়া বাড়ী ও কোম্পানীর কাগজের মালিক। এই জীবন নিরুদ্বিগ্ন, ব্যবসায়ের ঝুঁকি নাই। প্রথম সারি হইতে সরিয়া আসিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীতে পাইকার ও খুচরা দোকানদারে পর্য্যবসিত হইলেন। দেশের যখন এই অবস্থা তখন বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকেরা সংবাদপত্রে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে জমিদারের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। ব্যবসায়ী, উকীল, চাকুরিয়া সকলেরই জীবনের স্বপ্ন জমিদার হওয়া। বিশ গুণ, ত্রিশ গুণ, এমন কি পঞ্চাশ গুণ দিয়াও বাঙ্গলা দেশে জমিদারী হাত বদলাইয়াছে। জমিদারী প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সুদী কারবারও ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কুশীদজীবীদের মুনাফা চক্রবৃদ্ধি হারে যখন লাফাইয়া লাফাইয়া চলে তখন কে কষ্ট করিয়া স্বল্প মুনাফার শিল্পবাণিজ্য প্রসারে মন দিবে? বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে যখন পাটের ব্যবসায় জাঁকিয়া উঠিল তখন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা অগ্রণী হইয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ মূলধনের নিকট তাঁহারা হটিয়া গেলেন। পাটশিল্প ইংরাজের একচেটিয়া হইল। পাট ক্রয়ের বৃহত্তর কেন্দ্রগুলিও অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজ বণিকের হস্তগত হইল। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা দালালী ও আড়ৎদারীর উঞ্ছবৃত্তির কণক প্রত্যাশী হইয়া পড়িলেন।

স্বদেশী যুগে চমক ভাঙ্গিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজের উপর রাগিয়া গিয়া ব্যবসায়ে মন দিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে দুইটি যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী যে অর্থ নষ্ট করিয়াছে তাহার তুলনায় সাফল্য হইয়াছে অতি অল্প। আজ ব্যাঙ্ক-বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী যে পরিমাণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে শিল্পবাণিজ্যে তাহা পারে নাই। বোম্বাই-আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের পাশে বাঙ্গালীর বস্ত্রশিল্প শিশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসায়-বিমুখ আভিজাত্য গর্ব্বী চাকুরিলোভী বাঙ্গালীকে শিল্পবাণিজ্যে উৎসাহ দিবার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অক্লান্ত উদ্যম বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞতার সহিত বহুদিন মনে রাখিবে। বিংশ দশক হইতে তিনি অগ্রণী হইয়া বাঙ্গালীর চিন্তার মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখনও আমরা মনে করি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার বিলোপ ব্যতীত বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম সারিতে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর, জমসেদপুরের 'পাছ দোহারী' গাহিয়াই বাঙ্গালীদের চলিতে হইবে এবং হইতেছে।

অন্তর্ব্বাণিজ্য, বহির্ব্বাণিজ্য ও শিল্প পরিচালনার মূল রহস্য হইতেছে জগতের পণ্য উৎপাদন ও ধন বণ্টনের খুঁটিনাটি সংবাদ রাখা। এ বিষয়ে মারোয়াড়ী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীদের যে দূরদৃষ্টি এবং তথ্যানুসন্ধানের আগ্রহ দেখা যায় খুব কম বাঙ্গালী তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন। বোম্বাইএ দেখিয়াছি, নিছক বাজার দর লইয়া দুই তিনখানি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। সোনা, তুলা ও সূতার বাজারে ঐ সকল কাগজের দৈনিক দুই তিনটি সংস্করণ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী এবং পার্শী ভাষায় কয়েকখানি সাপ্তাহিক পত্রও আছে। বাঙ্গলাদেশে "আর্থিক জগতের" পূর্ব্বে স্বদেশী ও বিদেশী সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় সংক্রান্ত সংবাদ ও মন্তব্য-সহ সাময়িক পত্র ছিল না। যেগুলি ছিল তাহার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির জ্ঞান ছিল না। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উপরের দিকের বহু শিক্ষিত ব্যবসায়ী "আর্থিক জগতের" মূল্য ও মর্য্যাদা বোঝেন ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু এখনও সাধারণ ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা এই শ্রেণীর কাগজের সমাদর করিতে শিখেন নাই। সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া এক টাকার জিনিষ আঠারো আনা বা পাঁচ সিকায় বেচিয়া কিঞ্চিৎ মুনাফা করিতে পারিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। ব্যবসায় ক্ষেত্রে নব নব উদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পরস্পরের ব্যবসায় প্রচেষ্টার সমস্ত সংবাদ রাখা দরকার। আজিকার অসম প্রতিযোগিতার যুগে, বিশেষতঃ যুদ্ধের মত অনিশ্চিত অবস্থায় ব্যবসায় বাজারের বহুমুখী জটিল গতি প্রকৃতির খবর না রাখিলে কায়ক্লেশে টিকিয়া থাকা যায় বটে, কিন্তু উন্নতি ও বিস্তার হয় না। "আর্থিক জগৎ" বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের এই অভাব দূর করিয়াছে। ইহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসা সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাঠক সাধারণকে উপহার দেয়, তাহা ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী সংবাদপত্রের সমকক্ষ। ব্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রসর নবীন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উচিত, সর্ব্বপ্রকারে "আর্থিক জগতের" সহিত সহযোগিতা করা। কলিকাতার বৃটিশ বণিকেরা যেভাবে তাহাদের মুখপত্র "ক্যাপিটাল" পত্রিকার পোষকতা করিয়া থাকে সেই দৃষ্টান্ত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদেরও অনুসরণ করা উচিত।

গ্রাম ঃ ওয়ারপ্‌স্‌ ফোন ঃ ক্যাল ঃ ৫১৩০ (৪ লাইন)

কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯১৪ সালে একটী ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠানরূপে রেজিষ্টার্ড হইয়া ১৯৩৮ সালে ইহা নূতন ও বর্ত্তমান পরিচালনাধীনে আসে। ১৯৩৯ সালে ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত হয় এবং বর্ত্তমানে ইহা কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও লক্ষ্ণৌ ক্লিয়ারিং এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীব্যাপী আর্থিক অনিশ্চয়তা ইহার গতিরোধ করার পরিবর্ত্তে সুনাম অর্জ্জনেই সহায়তা করিয়াছে। আজ বাংলা তথা ভারতের ব্যাঙ্কিং মহলে ইহার একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। সাধারণ ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ব্যতীত যে সমস্ত কাজ ইহার পরিচালনা নীতিকে বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিয়া অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে, নিম্নলিখিতগুলি তাহার কয়েকটী ঃ—

গ্যারাণ্টি পত্র— প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং টাটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বারা কণ্ট্রাক্টার সাপ্লায়ারের নিকট হইতে নগদ জমার পরিবর্ত্তে গৃহীত হয়।

ইন্‌ডেম্‌নিটী বণ্ড— হারানো শেয়ার, ইন্সিওরেন্স পলিশি প্রভৃতির নূতন ইস্যু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়।

ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং কাজ—মফঃস্বলের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাল কলিকাতায় ক্রয় করার বা কলিকাতার ব্যবসায়ীকে মাল সরবরাহ করার ব্যাপারে ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় দূরত্বজনিত অসুবিধা দূর করে।

শাখা অফিস— বাংলা, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের অধিকাংশ ব্যবসায় কেন্দ্রে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত

কলিকাতা কমার্শিয়াল দেশবাসীর নিজস্ব

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সমরোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও ভারতবর্ষের অবস্থা

(শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ)

কিছুদিন হতে সমরোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে নানা আলোচনা সুরু হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের পর যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তার ফলে এবার এখন থেকেই সমরোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে চিন্তা জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতই আলোচনা হোক না কেন, পুনর্গঠনের সাফল্য নির্ভর করে কতকগুলি ব্যাপারের উপরে। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা রাজনৈতিক ব্যবস্থা। অবিমিশ্র স্বার্থের উদ্দাম সংঘাত বা জগৎজোড়া মহাযুদ্ধের জন্য রণসজ্জা চলতে থাকলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পুনর্গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনীতির কথা ছেড়ে দিলেও কয়েকটী অর্থনৈতিক ব্যাপারের গুরুত্বও অসাধারণ। প্রথমতঃ, যুদ্ধের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তার প্রভাব সমরোত্তর যুগে বিশেষভাবে পড়বেই। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যুদ্ধের মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থায়িভাবে বদল হয়, অধমর্ণ উত্তমর্ণে পরিণত হয়, নানা পেছিয়ে থাকা দেশ এই সুযোগে এগিয়ে যায়। ফলে সমরোত্তর যুগে যে নতুন অবস্থার উদ্ভব হয় সে সময় আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এ সময় প্রাচীন নীতির প্রয়োজনমত পরিবর্তন করতে অস্বীকার করলে বিপদ অনিবার্য। অথচ এই যুদ্ধের ফলে এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যাতে মনে হয় প্রকৃত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করতে হলে বিশেষ স্বার্থত্যাগের দরকার হবে, যে স্বার্থত্যাগ সহজে আশা করা চলে না।

এ পর্যন্ত যতগুলি পরিকল্পনা হয়েছে তার মধ্যে আটলান্টিক ঘোষণাই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম। তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে প্রত্যেক দেশকেই যথাসম্ভব অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দেয়া হবে এবং যাতে প্রত্যেক দেশই জগতের কাঁচামালের ন্যায়সঙ্গত অংশ পায় তার চেষ্টা করা হবে। বলা বাহুল্য, এরকম পরিকল্পনাতে আমরা স্বতঃই ভীত হয়ে উঠি; কেননা অবাধ বাণিজ্যের ফলে আমাদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই অনেক সময় বেশী, আর আমাদের কাঁচামাল এদেশী শিল্পের কাজে না লেগে বিদেশে রপ্তানি হলেও আমাদের যথেষ্ট লাভ নেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে অবস্থা এই দিকেই যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে ঋণ-ইজারা সম্পর্কে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে একটি বোঝাপড়া হয়েছে। সেই ধরণের বোঝাপড়া বা চুক্তি এদেশের সঙ্গেও আমেরিকার হবে এরকম প্রস্তাব উঠেছে। দ্বিতীয়টীর বেলায় কথা হয়েছিলো উল্টো ঋণ-ইজারায় ভারতবর্ষ আমেরিকাকে যা দেবে সেটীর পরিমাণ আমেরিকার কাছ থেকে ভারতবর্ষ যে পরিমাণ সাহায্য পাবে তার চেয়ে বেশী নয়। আর প্রথমটীর বেলায় কথা ছিল এই যে সর্বপ্রকারে ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তির অনুরূপ হলেও ভারতবর্ষের বেলায় তার একটি ব্যতিক্রম থাকবে। সে ব্যতিক্রমটী এই যে যুদ্ধের পরেও ভারতবর্ষ নিজের শুল্কনীতি অন্য-নিরপেক্ষভাবে পরিবর্তিত করতে পারবে, সেখানে তার অটুট স্বাধীনতা। এই ব্যতিক্রমটী যদি কোনো কারণে নাকচ হয়ে যায় তা হলে যুদ্ধোত্তর যুগে আমাদের অবস্থা সহজে অনুমেয়।

আটলান্টিক ঘোষণার পর সম্প্রতি কেন্‌স্ কর্তৃক আর একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের কথা আছে। অবশ্য এর সঙ্গে পুরানো স্বর্ণমানের কোনো সাদৃশ্য নেই, কেননা এটীতে যে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মূল ভিত্তি হবে 'ব্যাঙ্কর' নামে একটি বিনিময়মান। এটীর পিছনে থাকবে একটি আন্তর্জাতিক গোল্ড ষ্টেবিলাইজেসন ফ্যণ্ড, আর আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং হাউস থাকবে। এই ক্লিয়ারিং হাউসের সাহায্যে ঋণী দেশগুলি ওভারড্রাফটের মধ্য দিয়ে তাদের ঋণ পরিশোধের সুবিধা পাবে, কেননা ব্যাঙ্করের সঙ্গে স্বর্ণের পরিমাণ স্থায়িভাবে বাঁধা থাকবে না। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঋণদানের ব্যবস্থাও থাকবে এবং কোনো দেশকে তার নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ওভারড্রাফট করতে হলে ক্লিয়ারিং হাউসের মত নিতে হবে। মহাজনদের বেলাও একই নিয়ম, কেননা বেশী ঋণ গ্রহণের চেয়ে বেশী ঋণদানের ফলও কম গোলমালের নয়। অকারণে বেশী ঋণদানের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকবে। এগুলির আর একটি অনিবার্য ফল আছে। মুদ্রানীতি এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে। বিশেষতঃ, আন্তর্জাতিক টাকা চলাচলের বহু কারণের মধ্যে রপ্তানি বা আমদানির আধিক্য একটি বড় কারণ। ঐরকম টাকা লেনদেনের নানা নিয়ন্ত্রণ থাকলে এবং সেই নিয়ন্ত্রণ সুপরিচালিত না হলে নানা রকম গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে এবং কোনো কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অকারণে ব্যাহত হতে পারে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। এ আশঙ্কা যে সহজেই বাস্তবে পরিণত হতে পারে কয়েকটী সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ঘটনার আলোচনা হতে তা স্পষ্ট হবে।

এতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মহাজন হিসেবে ইংলণ্ডের যে প্রধান স্থান ছিল যুদ্ধের খরচ মেটাবার জন্য তার সেই স্থান হতে চ্যুত হওয়া এ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ঘটনা। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলাণ্ড প্রভৃতি দেশ ইংলণ্ডের কাছ থেকে বেশী টাকা পাবে, তাদের ঋণের অঙ্কের চেয়ে পাওনার অঙ্কই বড় হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের বেলায় ততটা না ঘটলেও যে বৃহৎ পরিমাণ ষ্টার্লিং আমাদের নামে সঞ্চিত হচ্ছে তা হতে এই কথাটা অন্ততঃ প্রমাণিত হয় যে যুদ্ধের দরকারে ইংলণ্ড আমাদের কাছেও বহু পরিমাণে ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের বৈদেশিক ঋণ শোধ হয়ে এল, এখন নানা বিলাতী মূলধনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলিও কিনবার জন্যে দাবী জানানো হচ্ছে। কিন্তু এই ঋণশোধ হল বা আমাদের ষ্টার্লিং সঞ্চয় আছে—এতে বিশেষ উল্লসিত হবার কারণ নেই। যুদ্ধের পর ষ্টার্লিংএর কি অবস্থা হবে সে প্রশ্ন এখানে তুলছি না। ক্যানাডা বা অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে একটি কথা সহজেই চোখে পড়ে। ক্যানাডা ইংলণ্ডকে যে সমরোপকরণ জুগিয়েছে তার মধ্যে কৃষিজ দ্রব্যের চেয়ে শিল্প সম্ভারই ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, আর ক্যানাডা ইংলণ্ডের কাছ থেকে যে দাম পেয়েছে সে শুধু ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের হিসেবে নয়, বহু সময়ে তার জন্য নগদ সোণা বা শিল্প উৎপাদনের কলকব্জা দিতে হয়েছে। অর্থাৎ এই যুদ্ধের সুযোগে ক্যানাডা শুধু যে শিল্পজগতে এগিয়ে গেল তাই নয়, সে নগদ আদায় করতেও

ছাড়ে নি। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় অন্য ব্যবস্থা। তার বেলায় শুধু যে সোণা বা শিল্পোৎপাদনের জন্য দরকারী জিনিষপত্র দিয়ে পাওনা মেটানো হয় নি তাই নয়, তার কাছ থেকে কৃষিজ দ্রব্যই বেশী করে নেওয়া হয়েছে। 'আর্থিক জগতের' গত পূজা সংখ্যায় বলবার চেষ্টা করেছিলাম, এই যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ শিল্পজগতে বহুদূর অগ্রসর হলো সরকারী মহলে এরকম একটা ধারণা প্রচলিত থাকলেও সেটা সত্য নয়, কেননা এ কয় বছরে ভারতে কাঁচামালের আমদানি কমেছে আর উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ সামান্য বাড়লেও বিশেষ বাড়ে নি। এই যদি বর্তমান অবস্থা হয় তাহলে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হতে পারি—(ক) দেখা যাচ্ছে, ক্যানাডা প্রভৃতি নতুন নতুন দেশ খাতকের অবস্থা হতে মহাজনে পরিণত হয়েছে, তাদের শিল্পজগতেও অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। আমেরিকার মহাজনী আরও সুদূরপ্রসারী হয়েছে। এর ফলে এমন কথাও আশ্চর্য নয় যে ইংলণ্ড মহাজন হতে দেনদারে পরিণত হবে। 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা অন্ততঃ এরকম আশঙ্কাই করেছিলেন। (খ) ইংলণ্ডে যদি আমদানির আধিক্যের চেয়ে রপ্তানির আধিক্যই এবার হতে ঐকারণে দরকার হয়ে পড়ে তা হলে ইংলণ্ডকে তার রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ক্যানাডা প্রভৃতি যে সব দেশ নতুন অগ্রসর হয়ে উঠছে, তাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য দরকারী শক্তি তারা নিজেরাই সঞ্চয় করছে, তাদের দেশে ইংলণ্ডের রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টার চেয়ে ভারতবর্ষের মত পশ্চাৎপদ দেশে রপ্তানি বাড়াবার সুযোগ ও সুবিধা বেশী এবং এই দিকে বেশী চেষ্টা হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য আমাদের দেশে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে হয় না। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, গত মহাযুদ্ধের পর যখন এইরকম একটা অবস্থা এসেছিল সে সময় প্রত্যেক দেশই অপর দেশের রপ্তানি যাতে নিজের দেশে না ঢোকে তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। অটোয়া চুক্তি এবং আমেরিকার হলী-স্মুট শুল্ক এ ছাড়া কিছু নয়। ফলে বিশ্বব্যাপী মন্দা আসবে, বিচিত্র কি? (গ) যদি এই নীতি সফল হয়, তাহলে শুধু যে ভারতবর্ষের শিল্প বৈদেশিক আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই নয়, কিছুকাল ধরে এই নীতি চলতে থাকলে এর আর একটি ফল এই হবে যে ভারতবর্ষ আপাততঃ পশ্চাৎপদ হয়েই থাকবে, তার আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে শিল্প-সম্ভারের চেয়ে কৃষিসম্ভারের গুরুত্বই বজায় থাকবে।

সেই সঙ্গে আমেরিকার কথাটাও স্মরণীয়। অন্যত্র বলবার চেষ্টা করেছি (মডার্ণ রিভিউ, জানুয়ারী, ১৯৪৩) যে ঋণ-ইজারার মূল নীতি সেকালের আর্থিক ঋণদানের নীতির চেয়ে অনেকাংশে ভালো হলেও তারও বিপদ আছে। নিছক টাকা লেনদেনের ব্যাপারে যে গোলমাল হয় গত মহাযুদ্ধের পর তার যথেষ্ট পরিচয় মিলেছে। কিন্তু তবুও লক্ষ্য করতে হবে এই যে নানা গোলমাল হয়েছে সেগুলির কারণ একহিসেবে প্রত্যক্ষ নয়। একটি দেশের দাবী দেনদার দেশের মুদ্রানীতি, মুদ্রা-বিনিময় ও আর্থিক অবস্থার উপর আঘাত করেছে, বাণিজ্যিক পরিবর্তন ঘটেছে ওগুলিতে আঘাত লাগার ফলেই। কিন্তু ঋণ-ইজারা আইনে শোধ দেবার সময় যদি জোর তাগিদ চলে তা হলে দেনদার দেশগুলির শুধু মুদ্রা-নীতি বা মুদ্রা-বিনিময় নয়, তার সমস্ত উৎপাদন ও সমস্ত বাণিজ্যের উপর মহাজনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী থাকবে। যদি যুদ্ধোত্তর যুগে আমেরিকার দরকার অনুসারে আমাদের সমস্ত উৎপাদন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয় তা

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস-১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হেড অফিস ঃ—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ঃ-কলি—৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—
শ্যামবাজার, ভবানীপুর, খুলনা, বসিরহাট (২৪ পরগণা), বড়বাজার ও বজবজ।
পাটনা শাখা
লোয়ার রোড

শিল্প ও বাণিজ্য জাতীয় উন্নতি করে। আর সেই শিল্প ও বাণিজ্যকে সাহায্য করে ব্যাঙ্ক।
সেই জন্য ব্যাঙ্কই জাতির উন্নতির সোপান।

যে দেশের ব্যাঙ্ক যত উন্নত সে দেশ তত উন্নত।

ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম, ডি,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

রঙীন পাড়ের অবস্থা খারাপ!

পুরানো বা ছেঁড়া শাড়ী বাতিল করার সময় তার পাড়ও কি ফেলে দেন? এবার থেকে পাড় আর নষ্ট করবেন না কিম্বা বাজে কাজে ব্যবহার করবেন না। পাড়ের এখন অনেক দাম, কারণ যুদ্ধের জন্য রং আর পাওয়াই যাচ্ছে না। এমনিতেই শাড়ীর দাম হু হু করে বাড়ছে, তার উপর রংএর অভাবে কিছুদিন পরে হয়ত পাড় দেয়া শাড়ী আর তৈরী করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এখন থেকে যদি পাড় সঞ্চয় করে রাখেন তাহলে শাড়ী যখন আর পাওয়া যাবে না তখন সাদা থানের উপর সঞ্চিত পাড়গুলি শেলাই করে নূতন নূতন শাড়ী পরতে পারবেন। অবশ্য যুদ্ধ শেষ হলে হরেক রকমের পছন্দসই পাড়ের শাড়ী মহালক্ষ্মীই আপনাকে যোগাবে, কিন্তু যতদিন তা না হয় পাড়গুলি তুলে রাখুন।

মহালক্ষ্মী

কটন মিলস লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—এইচ্. দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ

হেড্ অফিস: ১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

MCK 35

হলে আমাদের অবস্থা বিশেষ সুখকর হবে না একথাও সহজেই অনুমেয়।

আটলান্টিক ঘোষণা বা 'ব্যাঙ্কর' পরিকল্পনায় এরকম অবস্থার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা আছে? আটলান্টিক ঘোষণায় যে অবাধ বাণিজ্যের এবং কাঁচামালের অংশ পাওয়ার কথা আছে যুদ্ধোত্তর জগতের এই সম্ভাবনাগুলি স্মরণ রাখলে ঐ ব্যবস্থাগুলি আমাদের পক্ষে ভয়াবহ মনে হওয়া স্বাভাবিক। 'ব্যাঙ্কর' পরিকল্পনাটি আর একটু জটিল। প্রথমতঃ, এরকম পরিকল্পনা কাজে পরিণত হতে হলে সোণা মাত্র কয়েকটি দেশের হাতে থাকলে চলবে না। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সরকারের হাতে ২২,৭৪৪,০০০,০০০ ডলার মূল্যের সোণা (প্রায় ৭৫০০০ টন) জড় হয়েছে। জগতের মোট সোণার শতকরা ৬০ ভাগ এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। এরকম অবস্থা থাকতে 'ব্যাঙ্কর' পরিকল্পনা সফল হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যদিই 'ব্যাঙ্কর' পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন সম্ভব হয় তাহলে কি অবস্থা আশা করা যায়? এর মধ্যে একটি কথা আছে এই যে, Both overdraft limits for deficit (over-import) countries and balance limits for surplus (over-export) countries would be proportional to their foreign trade during the base period. এর শেষের অংশটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। Base period কোন্‌টি হবে? এর অর্থ কি এই যে, কোনোকালে বিভিন্ন দেশের যে অবস্থা ছিল তাদের সেই অবস্থাতেই থাকতে হবে, কোনোরকম দ্রুত অবস্থা পরিবর্তন সম্ভব হবে না? Proportional to their foreign trade—এই নিয়ম বজায় থাকলে এবং এর সুনিপুণ ব্যাখ্যা করলে এমন অবস্থা দাঁড়াতে পারে যে সময় ঐ নিয়মটি কোনো কোনো দেশের বহির্বাণিজ্য দাবিয়ে রাখবার একটা অজুহাত হিসেবেই দেখা দিতে পারে। এরকম অবস্থাতেও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়।

সম্প্রতি অর্থনীতিবিদেরা বলতে সুরু করেছিলেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান গলদই এই যে তার মধ্যে সঞ্চয় আর টাকা লগ্নীর ভারসাম্য থাকে না। আসলে আমরা যাকে consumers' goods বলি সেই consumers' goods-এর পরিবর্তে আমাদের ঝোঁক অন্য জায়গায়। এর ফলে পুরো উৎপাদন শক্তির যথাযথ ব্যবহার হয় না, বেকার সমস্যাও ঘোচে না। সেই কারণে যদি বেকার সমস্যা দূর করে চক্রপথে আবর্তিত মন্দা বন্ধ করতে হয় তা হলে সঞ্চয় ও লগ্নীর ভারসাম্য আনতে হবে; তার প্রধান উপায় consumers' goods-এর উৎপাদন বাড়ানো। কথাটীতে ধনতান্ত্রিক কাঠামো সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না থাকলেও এতে যে রোগ নির্ণয় এবং ঔষধ নির্দেশ করা হয়েছে তা হতে সমাজতান্ত্রিকদের একটা অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়। সমাজতান্ত্রিকদের মোট বক্তব্যই হচ্ছে যে ফিনান্স ক্যাপিটালের মজ্জাই এই যে সেটী যন্ত্র হতে যন্ত্রীর আসন গ্রহণ করে। যে মানবহিতের জন্য তার প্রয়োজন সে মানবহিতের কথা বিস্মৃত হয়ে যন্ত্রীর চেয়ে যন্ত্রের মাহাত্ম্য বড় করে তোলাই তার ধর্ম। সুতরাং নানাস্থানে নানা দেশে নিছক লাভের লোভে লগ্নী কারবার বন্ধ করে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার কাজেই মূলধন প্রয়োগ করতে হবে সমাজতান্ত্রিকেরা এই কথাটা খোলাখুলি বল্‌লেও ধনতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা রোগনির্ণয়ে সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে একমত হয়েও ব্যবস্থার বেলায় একমত হতে পারেন না। কিন্তু এই মতবিরোধ সত্ত্বেও এই কথাটা উভয় দলেরই স্বীকৃত যে যদি অকারণ সঞ্চয় বেশী হয় তা হলে অর্থনৈতিক গোলমাল অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন যে অর্থনৈতিক নীতি অনুসৃত হচ্ছে তা হতে আশঙ্কা হয় সমরোত্তর ভারতবর্ষে ওরকম গোলমালের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যত্র বলবার চেষ্টা করেছি, ভারতবর্ষে যে করনীতি অবলম্বিত হয়েছে তার ফলে আপেক্ষিক বড়লোকদের চেয়ে আপেক্ষিক দরিদ্রদের উপরেই চাপ পড়েছে বেশী, যুদ্ধসংক্রান্ত নানা কাজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রচুর লাভ করলেও দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা হীন হতে হীনতর হতে চলেছে। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের বর্তমান মুদ্রানীতির ফলে আপেক্ষিক দরিদ্রদের আহারাদিও যেভাবে কমেছে বড়লোকদের তা কমে নি। ইংলণ্ডে আশ্চর্যের কথা, জনসাধারণ এখনও প্রচুর পরিমাণে জিনিষ পায়। কিন্তু ভারতবর্ষে কি এই অবস্থা? অন্য কথা দূরে থাক, যে পরিমাণ খাদ্যাভাব ঘটেছে তাতে একদিকে মহাজনদের ও ব্যবসায়ীদের সঞ্চয় যেমন বাড়ছে দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা ততই হীন হচ্ছে। এ সমস্ত ব্যবস্থাগুলির মোট ফল এই যে, আমাদের জাতীয় ধনের এমনভাবে পুনর্বণ্টন হচ্ছে যে অন্য দেশের মত আপেক্ষিক সমতা আসা দূরের কথা, বৈষম্য আরও বেড়ে চলেছে, অকারণ বা অস্বাস্থ্যকর সঞ্চয়ের মাত্রাও বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর জগতে যে যে কারণে মন্দা আসা স্বাভাবিক, ভারতবর্ষে তার গোড়াপত্তন দৃঢ়ভাবেই হচ্ছে, মন্দার বীজ এখনই রোপিত হচ্ছে। এর ফলে ভারতবর্ষে যদি মন্দা আসে, বা জগৎজোড়া মন্দা যদি ভারতবর্ষে প্রবলতর আকার ধারণ করে তার জন্য কি বর্তমান নীতি বহু পরিমাণে দায়ী নয়?

আজ এ কথা মনে করা ভুল যে, ভারতবর্ষের ব্যাপার শুধু ভারতবর্ষেরই ব্যাপার, জগতের তাতে কি আসে যায়। বিভিন্ন দেশ আজ নানা বন্ধনে আবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রেলযানে ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী ও থার্ড ক্লাস গাড়ীকে ছেড়ে চলতে পারে না। বিশেষতঃ ক্রমেই প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে শিল্পী ও ব্যবসায়ী দেশগুলির সম্বন্ধ যে রকম দৃঢ়, বিচিত্র এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং গত বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে এদের যে সম্বন্ধ বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছিলো তা হতে ভারতবর্ষের মতো কাঁচামাল উৎপাদনকারী এতো বড়ো একটি দেশ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকার উপায় নেই। সম্প্রতি লীগ অফ নেশন্স ইউরোপের বাণিজ্য সম্পর্কে যে বই প্রকাশ করেছেন তা হতে দেখা যায়, বৈদেশিক কাঁচামালের উপর ইউরোপের নির্ভরতা যত বাড়ছে বিদেশে রপ্তানি সে পরিমাণ বাড়ে নি। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাচ্ছি সেগুলি হতে আশার সঞ্চার হয় না। এখন পর্যন্ত যে নীতিতে বড়ো বড়ো দেশ বিশ্বাসী ভারতবর্ষের মতো পরাধীন ও পশ্চাৎপদ দেশের তাতে উন্নতি সম্ভাবনা বেশী নেই। বরং অন্যান্য দেশ স্বাধিকার সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উপর শোষণনীতি আরও তীব্রতরভাবে প্রযুক্ত হবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। এইখানেই রাজনীতির কথা উঠে পড়ে। স্বার্থের সংঘাত বন্ধ না হলে শুধু অর্থনীতির আলোচনা হতে রোগ নির্ণয় হতে পারে কিন্তু ঔষধ প্রয়োগ হয় না। রাজনীতির আবর্তে অর্থনীতি সেখানে ব্যর্থ।

গ্র্যাণ্ড জুবিলী প্রভিডেণ্ট
ইনসিওরেন্স লিমিটেড।
২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা
ফোনঃ—ক্যাল—৫৫১১
মাসিক মাহিনা বা উচ্চ কমিশনে কয়েকজন অভিজ্ঞ ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর ও সুপারিণ্টেনডেণ্ট আবশ্যক—আবেদন করুন।
এস, এন, মুখার্জ্জী,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

ত্রিশঙ্কু

(—অনামী—)

সম্প্রতি একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি সুন্দর উক্তি পড়েছি। মুক্তোর মতোই কথা কয়টি স্বচ্ছ ও সুন্দর। কথাটা এই : ভবিষ্যতের মানুষ এই বর্ত্তমান যুগকে বলবে প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির যুগ।

সারা দুনিয়ার কথা থাক্। ভারত সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্যটুকু বর্ণে বর্ণে খাটে। এক তরফে কেবল প্রস্তাব আর প্রতিশ্রুতি। আর এক পক্ষে শুধুই প্রত্যাশা আর নৈরাশ্য। এক কথায় ভারতের বর্ত্তমান দশার এর চেয়ে ভালো চিত্র আর কী হতে পারে ?

* * *

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ্ "এই এলো" "এই এলো" করতে করতে মাসের পর মাস চলে গেল—বছরের পরে আর এক বছরও গড়িয়ে যায়। সরকারপক্ষ বার-কয়েক বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতি মারফৎ দরিদ্র জনসাধারণকে আশ্বস্ত করে শুনিয়ে রেখেছেন : ভাই ভৈ ! লক্ষ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈরী হচ্ছে—হচ্ছে কি, অনেকখানি হয়েই আছে। শুধু হয়েই নেই, প্রদেশে প্রদেশে চাহিদা মাফিক পাঠানোও হচ্ছে। কিছুদিন আগে সংবাদপত্র মারফৎ বাঙ্গলা দেশ, অন্ততঃ কলকাতার দরিদ্র সমাজ, সস্তা কাপড় পৌঁছ-বার সংবাদ পেয়ে আনন্দে যেন আটখানা হয়ে পড়েছিল। হা অদৃষ্ট ! কোথায় কাপড় ? বৈশাখের একটানা অনাবৃষ্টির পরে ফুটি-ফাটা তৃষিত মাটিতে আকাশ-ভাঙ্গা প্রথম পালাটা যেমন থামতে না থামতেই দেখতে দেখতে উধাও হয়ে যায়—বারিপাতের কোনো চিহ্ন কোনোখানেই থাকে না, ঠিক তেমনি করেই প্রথম কিস্তির চার শ' গাঁট ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ কলকাতায় পৌঁছতে না পৌঁছতে সে সব আর যেখানেই থাক্ বা না থাক্ বাজারেও নেই; দোকানেও নেই। দ্বিতীয় কিস্তির কৃপাবর্ষণ কবে হবে, কখন হবে, কী পরিমাণ হবে, কর্ত্তৃপক্ষ তা এখনো জানান নি। চমৎকার !

* * *

দেড় বছর ধরে কর্ত্তৃপক্ষের ঘন ঘন বৈঠক ও তাতে ডজন ডজন প্রস্তাব আর থেকে থেকে প্রতিশ্রুতি শুনে এবং এতাবৎ বাজারে তার ফল-প্রসবের বিশেষ কোনো প্রমাণ না পেয়ে অগত্যা আমরা মনে করেছিলাম, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈরী হয়েছে ঠিকই এবং যথা-স্থান থেকে যথাসময়ে তার চালানও সুরু হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে। তবে ঐ অ-সাময়িক চালান একটা গ্রহ বা কোনো উপগ্রহ থেকে গরুর গাড়ীতে চেপে আসছে—নইলে এই বিংশ শতাব্দীতে বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চল থেকে কলকাতার বাজারে মাল পৌঁছতে এত বেশী দেরি হবার তো কথা নয় ! পাঠকরা হয় তো প্রশ্ন করবেন : মাঝখানের এই চার শ' গাঁট কাপড় এল তবে কোত্থেকে ? ওটা দৈবদুর্ঘটনা, ইংরাজীতে যাকে আমরা এ্যাক্সিডেন্ট বলি। শূন্য পথে আসতে আসতে গাড়ী থেকে হঠাৎ কয়েক গাঁট গরীব-মার্কা সস্তা ধুতি-শাড়ী স্থানচ্যুত হয়ে কলকাতার বাজারে এসে ধপাস করে নেমেছে। বাকী সব এখনো যে ঐ শূন্য পথেই ! প্রস্তাব আর প্রতিশ্রুতির ফাঁকা আকাশের সরবরাহের পথটা এখনো কত বড় বসে বসে তাই ভাবি !

* * *

কাপড়ের কথা থাক। শত হলেও ওটা পরের কথা। আগে বলা উচিত ছিল প্রধান কথা—চাল-আটার কথা। আপাততঃ কাপড় না হলেও চলে অর্থাৎ বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু খাদ্যবস্তু একেবারেই না থাকলে দুদিনেই এদুনিয়া অচল। পরিধেয় নেই এমন একটা পরিবেশকে কল্পনায় আঁকতে পারি—যেমন চারদিকে কেবল দিগম্বর ও দিগম্বরীর আনাগোনা। কিন্তু আহার্য্য নেই এমন একটা অবস্থার কথা একবার কল্পনায়ও ভাবুন তো ! অসম্ভব।

সেই চাল, সেই আটা, সেই ভাত, সেই রুটির আজ শুনছি অভাব ঘটছে। এক দিকে প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি, বিবৃতি আর ইস্তাহার। আর একদিকে হাহাকার ও হা-হুতাশ, নিরীহ নালিশ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ ! ওদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক রিপোর্টে দেখছি প্রতি হপ্তায় গেল হপ্তার চেয়ে আরো বেশী নোটে নোটে সারা দেশ নাকি ভরে গেল, আর এদিকে গ্রাম ও সহরের অসংখ্য দরিদ্র জনের এক মাসের উপার্জ্জন দিয়ে এক মণ চালের দামও হচ্ছে না।

* * *

চাল যদি সত্যি না থাকত, তা হলে এত হাঙ্গামা ছিল না—না গবর্ণমেণ্টের, না জন-সাধারণের। লোকে তখন আসন্ন ভবি-তব্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকত—ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা যাবার আগে যত পারে তপজপে, নামাজে ও নামকীর্ত্তনে অবশিষ্ট কালটুকুর সদ্ব্যয় করতেন। কিন্তু তা তো নয়। চাল আছে। আমার আপনার কথা নয়। গবর্ণমেণ্ট বলছেন, আছে। আগের দিনের দু'বেলা খাবার মতো না হক, সকল লোকের একবেলা ভরপেটা ও আর একবেলা আধ-পেটা খাবার মতো চাল-আটা নাকি রয়েইছে। গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধপূর্ব্ব ও যুদ্ধকালীন চাহিদা ও যোগানের তুলনামূলক তথ্য তালিকা দাখিল ক'রে যে পরিমাণ ঘাটতির একটা হিসাব দেন, তাতে তো এত লোকের আধ-পেটাও না খেয়ে থাকার কথা নয় ! তবু লোকে বলে বিস্তর লোক নাকি প্রায় না খেয়েই আছে। তবু গবর্ণমেণ্ট বলছেন, আছে চাল—আছে। এ যেন ঠিক 'ভূত আছে বা ভগবান আছে'র মতোই। থাকে তো প্রমাণ দাও। সেখানেই যত গলদ। কখনো সকল অনর্থের জন্য দায়ী হচ্ছে যানবাহন সমস্যা; কখনো আবার ব্যবসায়ী মহলের অতি-লোভ ও চোরাবাজারের কারসাজি, কখনো বা ক্রমসঙ্কুচিত আমদানীই একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ বলে ঘোষিত হচ্ছে। এদিকে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে সরকারী সংবাদ ও ছবিতে-ফোটোতে ঘন ঘন বলা হচ্ছে : চাল এসেছে প্রচুর—আসছে আরো প্রচুর—আসবে তার চেয়েও প্রচুর। ঐ সব সংবাদপত্র পাঠ করে বাজারে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই টের পাবেন যে, এটা প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির যুগ !

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদে স্যার জেরেমি রেইসম্যান বলেছেন, এদেশে ইন্‌ফ্লেশন্ সুরু হয় নি। কমন্স সভায় মিঃ আমেরি জানিয়েছেন, ভারতে আর যা-ই দেখা দিক্ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। ইন্‌ফ্লেশন নিয়ে পণ্ডিতেরা তর্ক করতে থাকুন। আমাদের সহজ বুদ্ধি-বিচারকে খামকা নিগ্রহ করে লাভ নেই।

'দুর্ভিক্ষ' কথাটার অর্থ যদি এই হয় যে "ভিক্ষা মেলা ভার," তা হলে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ লেগেছে। ভিখিরীরা আজকাল চাল পায় ক' জনের দোরে ? ডাষ্টবিনে আগের দিনের মতো উচ্ছিষ্টের সে দাক্ষিণ্য নেই। নেই বলেই আজকাল প্রাতঃভ্রমণে বার হয়ে

প্রায়ই চোখে পড়েঃ হেগে মুতে, বমি করে, ফুটপাতের পথ আটকে, রাত থেকে কখন্ মরে পড়ে আছে সভ্য সমাজের এক একটা উদ্বৃত্ত জীব! "একটা পয়সা দাও বাবু" বলে চিৎকার করে গলা ভাঙ্গলেও বাবুদের পকেট থেকে পয়সা বেরোয় না। বাজারে তামার পয়সা আজ একেবারে নেই। থাকলেও পূর্ব্ব দিনের শতকরা পঁচানব্বুই জন দাতাই আজকাল মুখ ফিরিয়ে পাশ কেটে চলে যাবেন। তার মানেই ভিক্ষার অভাব হয়েছে। অতএব এই অর্থে দুর্ভিক্ষ নিসন্দেহে—মহামান্য ভারত-সচিব "না না" বলে চিৎকার করা সত্ত্বেও।

* * *

আর দুর্ভিক্ষ বলতে যদি খাদ্যাভাব বোঝায় অর্থাৎ গাঁটের পয়সা ফেলতে চাইলেও চাল-আটা মেলে না বোঝায়, তা হলেও বোধ হয় দুর্ভিক্ষ লেগেছে। সহরের এক একটা কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে দু'বেলা গিয়ে দাঁড়াবেন। ঘণ্টা কয়েক 'কিউ' করে একটানা দাঁড়িয়ে থেকে কত লোককেই না কোঁচার বা আঁচলের খুঁটে চালের দামটা বাঁধা থাকা সত্ত্বেও চাল না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। বাড়ী ফিরে গিয়ে তাদের মধ্যে উনোন ধরাতে পারে ক'জন,শুনি? একে দুর্ভিক্ষ বলা যায় কিনা তা জানি না। তবে একথাটা জানি সহর ছেড়ে গ্রামে গেলে স্বয়ং ভারত-সচিবেরও চক্ষু কপালে উঠ্‌বে। চূড়ান্ত দারিদ্র্যের চাপে যাদের ক্রয়ক্ষমতা ন্যূনতম সীমারও নিচে নেমে গেছে সেই নিঃস্ব শোষিত পল্লী অঞ্চলের বাজারে-বন্দরে চালের দাম দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ার মানেই খাদ্যাভাব—চাল নেই—অথবা কার বা কাদের কারসাজির ফলে চাল আজ থেকেও নেই। কারণ যা-ই হোক ফলাফল তো একই। পল্লী বাঙ্গলার কত লোক চাল না পেয়ে আজ ছটফট করে।

* * *

আর দুর্ভিক্ষ বলতে যদি খাদ্যাভাব আর অর্থাভাব এই দুই-ই বোঝায়, তা'হলে তাকেও বোধ হয় দুর্ভিক্ষই বলতে হবে। কেন তা-ই বলছি। তার আগে একটু ইতিহাস শুনতে হবে।

সেকালে, অর্থাৎ সারা দেশে জালের মতো রেলপথ আর ষ্টীমার সার্ভিস ছড়িয়ে পড়ার আগের যুগে,দুর্ভিক্ষ বলতে প্রধানতঃ খাদ্যাভাবই বোঝাতো—অর্থাভাব নয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্লাবন, পঙ্গপাল, ভূমিকম্প, গো-মড়ক প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপর্য্যয় হেতু অজন্মার ফলে কোন এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে খাদ্যাভাব দেখা দিলে তখনকার দিনে অবস্থা প্রায়ই ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াত। যে রাজা তাঁর প্রজাকে বা যে জমিদার তাঁর রায়তকে ক্রীতদাসের চেয়ে বড় বেশী ভালো চোখে দেখতেন না, খাদ্যাভাবের চূড়ান্ত বিপদে তাঁরাও তখন কর্ত্তব্য বোধে এগিয়ে আসতেন—কোথাও নিজের মজুত চাল বিলাতেন, কোথাও বা অর্থ সাহায্য করতেন। ঠিক অর্থের অভাবে তখন কেউ না খেয়ে বড় একটা মরত না—মরত লোকে খাদ্যাভাবেই। কেন না এ জেলায় দুর্ভিক্ষের ফলে অর্থাৎ দারুণ খাদ্যাভাবে দলে দলে লোক মরছে। আর পাশের জেলাতে খাদ্যশস্যের বরং বাড়তিই রয়ে গেছে। পার্শ্ববর্ত্তী জেলায় লোক পাঠিয়ে সংবাদ শুনিয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়ে নৌকা বা গো-যান যোগে আবশ্যক সরবরাহ আনাতে আনাতে ইতিমধ্যে বহু লোক না খেয়েই গতাসু।

* * *

কিন্তু এ-যুগের বাষ্পচালিত যানবাহনের কৃপায় আগেকার সাত দিনের পথ সাত ঘণ্টায় আসা যায়। তারপর, তার ও বেতারের কল্যাণে এ জেলার দুর্ভিক্ষের সংবাদ পার্শ্ববর্ত্তী জেলায় কি পরবর্ত্তী প্রদেশে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছেড়েই দেই, সাত-সমুদ্র পারের সুদূর ইংলণ্ডে তা পৌঁছে যেতে কয়েক ঘণ্টা কি কয়েক মিনিটের ব্যাপার। সুতরাং আজকাল যে দুর্ভিক্ষ তা মূলতঃ আর খাদ্যাভাবে নয়। এতকাল এ-ই ছিল এ-যুগের গর্ব্ব। অর্থাৎ এখনকার দুর্ভিক্ষ আসলে অর্থাভাব। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ-নৈতিক শোষণের ফলে চতুর্দ্দিকে গোলাভরা ধান-আটা থাকতেও যে-হেতু আগের দিনের দাস-গোলামের অপেক্ষা এখনকার মজুর-কিষাণ তুলনায় অনেক বেশি তথাকথিত স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার অধিকারী হতে পেরেছে সে-হেতু দুর্ভিক্ষের দিনে তাদের মধ্যে অনেকেই একালে না খেয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এতকাল সেকাল আর আধুনিক কালের এই ব্যবধান ও পার্থক্যের কথা আমরা বুঝতাম, মানতাম। কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পর থেকে যতই দিন যাচ্ছে একাল আর সেকাল যেন একাকার হয়ে যেতে চায়। আজ দেখছি একই সঙ্গে অর্থাভাব ও খাদ্যাভাব। আমরা কি একালে পড়ে আছি, না সেকালে চলে গেছি? পুরোপুরি এ দু'টোর কোনো কালেই যখন নয়, তখন আমরা আছি অ-কালে। দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার প্রধান দু'টি শ্রেষ্ঠ অপকীর্ত্তি (evils) আজ এদেশে যখন এক ঠাঁই এসে মিশে গেছে, তখন আমরা বুঝি ঘরেও নহি পারেও নহি—একেবারে ত্রিশঙ্কুর মতো মহাভারতের মহাশূন্যে ঝুলে আছি।

* * *

লেখা সুরু করেছিলাম হাল্‌কা সুরে, হয়ে দাঁড়াল খানিকটা রুদ্র রাগ। আজ আমরা হালকা হতে চাইলেই হালকা হতে পারছি কৈ!

শোভন বসন ও ভূষণ মনে এনে দেয়
অনাবিল আনন্দ ও পরিতৃপ্তি

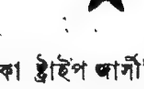

আমাদের "স্পোর্ট সার্ট" "কটন সোয়েটার জার্সী" "মিলকো ষ্ট্রাইপ জার্সী" বিভিন্ন প্রকারের গেঞ্জী মোজা প্রভৃতি যাবতীয় শোভন ও মনোরম হোসিয়ারী দ্রব্যাদি ব্যবহার করে—সেই পরিতৃপ্তি লাভ করবেন এটা আমরা জোর ক'রে বলতে পারি।

মফঃস্বল অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণ অথবা মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

মিলান এণ্ড কোম্পানী

মনোরম হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক

১০৯-১১০ খোংরাপট্টী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ৪০৭৩

আপ্রাণ চেষ্টা

যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপ লাঘব করতে চাই চা

যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আজ সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ খেটে তবে কারখানার শ্রমিকরা এই বাড়তি কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আর তাদের ক্লান্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের নেই—কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাত্রই আবার তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশক্তি ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চা-ই দেবেন। দেখবেন তারা কত বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে।

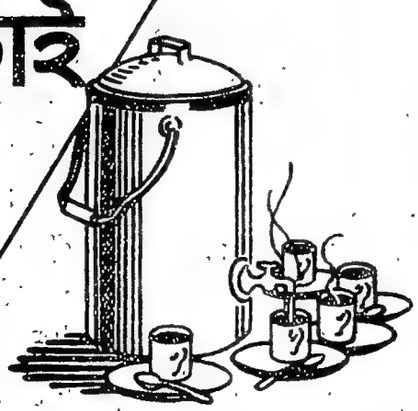

চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 166 A

বাংলার চাষ ও চাষী

(শচীন সেন)

আমাদের দেশে কৃষক আন্দোলনের রূপ ও রীতি বিচার করলে যে রহস্যের কথা সবচেয়ে প্রথম ধরা পড়ে, তা হল এই যে, আমরা কৃষক সম্বন্ধে যতটা মুখর, কৃষি সম্বন্ধে ততটা মূক থাকি। কৃষকের ব্যথায় আমরা যতটা কেঁপে উঠি, কৃষির উন্নতির অন্তরায় আমাদের ততটা বিচলিত করে না। মনে হয়, চাষের সঙ্গে চাষী সংযুক্ত নয়। ফলে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠছে কৃষকদের অস্বীকার করে। আমরা চাষীর কথা বলি, চাষের কথা ভাবিনে। কিন্তু চাষ ও চাষী যে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সে কথা ভুলি বলেই কৃষক আন্দোলনকে ভুলপথে অতি সহজেই চালিয়ে দিতে পারি। এর প্রধানতম কারণ যে, আমরা আন্দোলনের প্রয়োজন বুঝেছি নেতৃত্বের কাঠামোকে শক্ত করার জন্য, দেশের জনগণের দুর্দশা নিবারণ করবার জন্য নয়। তাই নেতৃবর্গের ভিতর উন্মাদনা ও উত্তেজনা লক্ষ্য করি, কিন্তু সংহত দৃষ্টি লক্ষ্য করিনে। তাঁরা কৃষকের ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে উঠেন, কৃষির উন্নতির কথা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন; কৃষকের অধিকার সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন। কিন্তু কৃষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সজাগ দৃষ্টির কোনদিন পরিচয় দেন নি। নেতৃত্ব যেখানে একমাত্র কাম্য, দেশপ্রেমিকের সহজ ও সম্পূর্ণ দৃষ্টি সেখানে অবহেলিত হওয়া বিচিত্র নয়।

কৃষক আমাদের দেশের সম্পত্তি ও সম্পদ, কৃষক আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিপোষণ ও যত্ন দাবী করে, কারণ কৃষকের হাতে কৃষি-কার্য্য অর্পিত। এই কৃষি ব্যবসার সঙ্গে জাতীয় সম্পত্তি জড়িত এবং জাতীয় সম্পদকে অবহেলা করে জাতির উন্নতি বিধান সম্ভব নয়। সেকারণেই কৃষকের উন্নতির সঙ্গে জাতির উন্নতি এতটা সংশ্লিষ্ট। এই সংশ্লেষকে যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরাই কৃষক আন্দোলনে চাষ ও চাষীর বিশ্লেষকে প্রশংসার চোখে দেখেন। যেসব ব্যবস্থা কৃষককে তার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করবে, তাকে অপসরণ করাই কৃষক আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান কাজ। চাষীকে চাষ করতে হবে; চাষীকে চাষ করতে দিতে হবে; চাষীকে শ্রমের মূল্য দিতে হবে; উন্নত চাষের ব্যবস্থা বিধান করে দিতে হবে এবং চাষীকে তার কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিচ্যুত হবার সুযোগ দেওয়া হবে না—কৃষক-আন্দোলনের কার্য্যতালিকা এবম্বিধ সুরে রচিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বাংলাদেশে চাষ না করেও চাষীর আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা দাবী করা যায়; চাষী চাষের প্রতিকূল ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে এবং চাষের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন নিন্দনীয় নয়। ফলে গবর্ণমেণ্ট তার দায়িত্ব পালন না করে মুখ-ভরা কথা বলেন; জমিদার তার কর্ত্তব্য পালনে জাগ্রত নয় এবং চাষী তার দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থেকেও অধিকার সম্বন্ধে কলরব করে প্রশংসা দাবী করে—এইভাবে কৃষক আন্দোলন প্রখরতর হচ্ছে এবং বাংলার কৃষি-ব্যবসা অবনতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে। রূপহীনা নারী যখন যৌবনের উন্মাদনায় মত্ত, সে তখন নিজেকে অত্যন্ত রূপবতী মনে করে। আমাদের কৃষক আন্দোলনে আজ সেই রূপহীনা নারীর মত্ততা—আত্ম-বিশ্লেষণ ও সংহত দৃষ্টির একান্ত অভাব।

আমাদের দেশে শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে কৃষির উন্নতির সংযোগ অত্যন্ত গভীর। আমরা কৃষি ও কৃষকের দেশ। আমাদের অধিকাংশ লোক চাষের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ কৃষি ব্যবসাই আমাদের প্রধান বিত্ত। জাতির বেশির ভাগ লোক যে-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তার উন্নতি না হলে অধিবাসীদের ক্রয়-শক্তি বাড়তে পারে না এবং দেশবাসীর ক্রয়-শক্তিকে না বাড়াতে পারলে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। আমাদের দেশে এত লোকসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা বেশি নয়, কারণ আমাদের ক্রয়-শক্তি অত্যন্ত স্বল্প। অর্থাৎ এত সীমাবদ্ধ বাজারে শিল্পের চরমোন্নতি সম্ভব নয়। কৃষির উন্নতি না হলে আমাদের দেশে শিল্পের উন্নতির বাধা অনেক, কারণ কৃষি-ব্যবসার সাহায্যে আমরা যদি আমাদের ক্রয়-শক্তি না বাড়াতে পারি, তাহলে শিল্প-ব্যবসার বাজার অত্যন্ত সংকুচিত থাকবে। লোকসংখ্যার আধিক্য থাকা সত্ত্বেও সংকুচিত বাজার আমাদের শিল্পকে পদে পদে আঘাত করবে। তাই আজিকার বিভ্রান্ত কৃষক আন্দোলন জাতির সত্যিকারের উন্নতিকে বিধ্বস্ত করতে উদ্যত হয়েছে।

আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি প্রধানতঃ প্রাদেশিক শাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত। ভারতের শাসনবিধির ব্যবস্থানুসারে চাষ ও চাষী প্রাদেশিক বিষয়ের অঙ্গীভূত। কিন্তু আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য ভারত সরকারের এলাকার ভিতর পড়েছে। ভারতের বাইরে কৃষিজাত মালের চাহিদা-বণ্টনের সুব্যবস্থা করা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নেই এবং এই সুব্যবস্থার উপর কৃষিজাত মালের মূল্য তথা কৃষকের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে। এমন কি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পারস্পরিক ব্যবসা সম্বন্ধ নিরূপিত হয় কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সাহায্যে। কৃষি প্রাদেশিক শাসন পরিষদের বিষয়বস্তু হলেও কৃষিজাত মালের ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতের বাইরে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের নিয়মাবলী দ্বারা চালিত হবে। তাই প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের পরিপূর্ণ সহযোগিতা না থাকলে চাষ ও চাষীর প্রকৃত উন্নতি বিধান করা সম্ভব নয়। অথচ প্রাদেশিক শাসন বিভাগ এই বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন, যদিচ কৃষকের জন্য মৌখিক দরদে এতটা টৈটম্বর যে চাষ ও চাষী ক্রমশঃই দুর্গতির দুর্গম পথে দ্রুতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের দায়িত্ব ও শিল্পনীতির সঙ্গে কৃষির উন্নতি যে কি ভাবে যুক্ত, তা বলতে গিয়ে একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ লিখেছেন, "If India wants outside countries to buy more of her manufactures she must either herself buy more from them or accept the fact that they will be able to take less of her agricultural products. The latter alternative would involve a serious worsening in the situation for the rural population, since the loss of markets for agricultural exports would bring great distress on millions of cultivators. ...It is the peasant who would pay for the stimulation of industry. He would pay in increased prices of industrial goods, artificially enhanced by tariffs, he would pay

ক্ষিতীশ বিশ্বাস কে?

কলিকাতা।
২৩. ৩. ৪৩.

শ্রীরেশকমলেষু —

বৌদি, সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন দেখিলাম, "পুরুষেরও সাড়ী পরিতে সাধ হয়," প্রভাতী টেক্সটাইলের সুতী সাড়ীর বিজ্ঞাপন। এমন কি সাড়ীর বাবা, যে পুরুষেরও পরিতে সাধ হয়! খুব কৌতূহল হইল। প্রাপ্তিস্থান দেখিলাম দি **সিলকটন লিমিটেডের দোকান, ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট**; আমার হোষ্টেলের কাছেই। সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া ফিরিবার সময় ঢুকিলাম এই দোকানে। চারিদিকে নানা রকমের সাড়ীর শোভা। সত্য কথা বলিতে কি, একসঙ্গে এত বর্ণের বিচিত্র সুতী সাড়ী আমি কখনও দেখি নাই। দোকানের কর্ম্মচারীরা অতি অমায়িক। তাঁহারা, আমি সাড়ী কিনিব না বলা সত্ত্বেও, অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া আমাকে বসাইলেন এবং প্রায় ৫৫।৫৬ রকম ডিজাইনের সাড়ী আমাকে একের পর এক দেখাইয়া দিলেন। আমার অবস্থা তখন কিরূপ তাহা তুমি নিশ্চয়ই আন্দাজ করিতে পারিতেছ। তখনই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলাম যে, সংসারের ছুতা বাড়ী যাওয়ার সময় বেশ কিছু প্রভাতী সাড়ী লইয়া গিয়া তোমাদের মুখে আমার পছন্দের তারিফ শুনিব, যাহা এখনো পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

হঠাৎ দেখি, আমার পিছনে একটি লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন; মুখে — তাঁহার শিশুর সরলতা, চক্ষুদ্বয় ধীর বুদ্ধির পরিচায়ক; চিবুক দৃঢ়সংকল্পতাব্যঞ্জক। যে কর্ম্মচারীটি আমাকে সাড়ী দেখাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন যে, ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস। পানিহাটীতে **প্রভাতী টেক্সটাইল মিলের** ইনিই স্থাপয়িতা এবং প্রভাতী টেক্সটাইল মিলের যাহা কিছু সবই ইঁহার মস্তিষ্ক-প্রসূত। অতি দুরবস্থার মধ্যে বাল্যকাল কাটাইয়া নিজের একান্ত চেষ্টায় ১৯২১ সালে ইনি জাপান যাসকরক থাকিয়া আমেরিকায় গমন। সেখানে নানা উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া ১৯২৪ সালে High School Final পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার পর Chicago University-তে প্রবেশ করেন। অতঃপর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯২৮ সালে সুবিখ্যাত Massachusetts Institute of Technology-তে post-graduate ট্রেনিং-এর জন্য যোগ দেন। ছয়শত টাকার জলপানি পাইয়া ১৯২৯ সালে সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করার সঙ্গেসঙ্গেই সেই Institute-এ Director of Researches-এর সহকারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্য একবৎসর করার পর উক্ত Massachusetts Institute-এর কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে Mechanical Engineering for Textiles বিভাগের শিক্ষক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন। এই সময়ে একজন ভারতবাসীর পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়। তাহার পর তিনি Boston-এর নিকটবর্ত্তী সুরহৎ Pepperell Manufacturing Company প্রভৃতি আরও কয়েকটি সুতার এবং সুতা-জাত দ্রব্যের বড় বড় কারখানায় Technical Expert রূপে বহুকাল কাজ করেন। যখন তিনি সেখানে সুখের সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, তখন হঠাৎ তাঁহার মনে জাগে যে, জন্মভূমির আমি কি কাজ লাগিলাম? সেই চিন্তার অনতিকাল পরেই তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবের বাধা, নিষেধ ও অনুরোধ না মানিয়া সুদীর্ঘ পনর বৎসর পরে ১৯৩৫ সালে ক্ষিতীশচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পরিচয় পাইয়া বোম্বাইয়ের কয়েকটি বড় বড় কটন মিলের মালিক তাঁহাকে তাঁহাদের কাজে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু বাঙ্গালী — ক্ষিতীশচন্দ্র স্থিরসংকল্প ছিলেন যে, বাংলাই হইবে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র। অদৃষ্টের নানাপ্রকার পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া আজ ক্ষিতীশচন্দ্র প্রভাতী টেক্সটাইলের অনবদ্য সাড়ী, জর্জ্জেট ও ক্রেপসিল্ক প্রভৃতি বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। এই মিলের সুতা-পাকান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি কার্য্য তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার চেষ্টায় যে কতদূর ফলবতী হইয়াছে তাহা যাঁহারা এই মিলের সাড়ী ইত্যাদি দেখিয়াছেন তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। বস্ত্র-শিল্পের অভিজ্ঞতায় ক্ষিতীশচন্দ্র ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়, ইহা নিঃসংকোচে বলা চলে।

এই অদ্রলোককে দেখিয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনিয়া — তোমাকে লিখিবার প্রলোভন সামলাইতে পারিলাম না। তুমি বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গালীর বধূ; বাংলামায়ের এই সুসন্তানের চেষ্টা যাতে সর্ব্বতোভাবে ফলবতী হয় তাহা সর্ব্বদাই তুমি কামনা করিও।

আমি ভাল আছি। গুড ফ্রাইডের ছুটী আগামী ২৩শে এপ্রিল। সেইদিন সকালেই তোমাদের সঙ্গে প্রভাতী সাড়ীর পরিচয় করাইয়া দিব, যদি না ইতিমধ্যে তখন কার কোনও দোকানদার আমার মতলব ফাঁস করিয়া দিয়া থাকেন। দাদার জন্য প্রভাতী টেক্সটাইল, মিলে প্রস্তুত কাপড়ের 'সিলকটন নেকটাই' লইয়া গিয়া তাঁহাকে তাক্ লাগাইয়া দিব। দেশী নেকটাই যে এরূপ হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ইতি — স্নেহের ঠাকুরপো

in the extra taxation by means of which the Government obtains the means to subsidise the bankrupt industries; he would pay in the relative neglect, which in an industrial age is the lot of the countryside; he would pay in the diminished foreign demand for his agricultural products which is the result of a high protective policy. It is the peasant which in the last resort in a country much as India must support the industrial apparatus if this is of more imposing a character than the economic circumstances justify.

গ্রাম ও গ্রামবাসী যদি অনুন্নত অবস্থায় থাকে, দেশের শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ততর হতে পারে না এবং শিল্পের শ্রমিকবৃন্দের অবস্থা উন্নততর হতে পারে না। যারা অনাহারে খিন্ন, অসুস্থতায় ক্লিষ্ট, অশিক্ষায় পীড়িত, তাদের সাহায্যে উন্নততর শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে "Factory population" বলে কোন চিরস্থায়ী শ্রমিক নেই। তারা অভাবের তাড়নায় গ্রাম থেকে পালায় এবং গ্রামে ফিরে আসতে সব সময়ই ব্যগ্র থাকে। তাই কৃষি ও কৃষক আমাদের সত্যিকারের বিত্ত এবং যার উন্নতি আমাদের প্রথম ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। "Royal Commission on Labour"এর রিপোর্টে একথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে—"It is impossible to over estimate the consequences of this disability, which are obvious in wages, in health, in productivity, in organisation and in several other directions. Modern machine industry depends in a peculiar degree on education, and the attempt to build it up with an illiterate body of workers must be difficult and perilous".

আমাদের বাংলা দেশে প্রজাস্বত্ব আইন কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয়নি। ফলে,

(১) প্রকৃত চাষী চাষ না করেও রায়তের অধিকার দাবী করতে পারে এবং চাষই রায়তের একমাত্র ধর্ম্ম নয়।

(২) প্রকৃত চাষীর চেয়ে অ-চাষী রায়তের অধিকার বিস্তৃত।

(৩) রায়ত তার জোতকে এমনভাবে বিভক্ত করতে পারে যে, চাষের অপচয় অত্যন্ত উগ্র হতে পারে।

(৪) বিকৃত চাষ বা অনুন্নত চাষের জন্য রায়ত কোনভাবে দায়ী নয়।

(৫) গবর্ণমেণ্ট, জমিদার ও রায়ত চাষীর উন্নতির দায়িত্ব কারুর উপর অর্পিত নয়।

যে কোন সভ্যদেশের প্রজাস্বত্ব আইনে উক্ত ব্যবস্থা সমর্থিত হয় না এবং "rules of good husbandry" হল প্রজাস্বত্ব আইনের প্রধান কথা। বাংলার কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ সব বাণী উচ্চারণ করা জেহাদের শামিল। কারণ সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সর্ব্বতোভাবে আমরা অধিকার চাই দায়িত্বকে গ্রহণ না করে। ফলে, অধিকার আমাদের অহংকারী করে, শক্তিশালী করে না। গবর্ণমেণ্টের অধিকার শোষণের রূপ পরিগ্রহ করে, জমিদারের অধিকার শক্তির ব্যভিচারের সুযোগ বিস্তৃততর করে এবং রায়তের অধিকার অন্যায় ও অত্যাচারে পরিণত হয়। সেকারণেই, গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তিগত জমিদারের অধিকার হস্তগত করতে চাইলে আমরা উল্লাসের কারণ খুঁজে পাইনে এবং রায়তের স্বত্ব সুবিস্তৃত হলেই জয়-নিনাদে ক্লান্ত হবার হেতু দেখিনে। কারণ দায়িত্বকে যাঁরা এড়াতে চান, জাতির উন্নতির প্রকৃত পরিপন্থী তাঁরাই। অথচ তাঁদেরই কলরবে দেশপ্রেমিকের মন্ত্রোচ্চারণ সম্ভব হয় না। যেমন পাণ্ডার অত্যাচারে ঠাকুর দর্শন সম্ভব নয়। কাঁশর-ঘণ্টার জাঁকই যেখানে সর্ব্বস্ব, প্রেম ও সেবার মার্গ তাদের নবদর্শনে উপেক্ষিত। তাই বাংলার কৃষক-আন্দোলনে নববিধানের প্রয়োজন এবং বাংলার ভূমি-সমস্যা সমাধানে নব-সংহিতার আবশ্যক আছে। তা না হলে ব্যক্তির জমিদারত্বের স্থানে গবর্ণমেণ্টের জমিদারত্ব প্রবর্তিত হলেও সমস্যা তেমনি জটিল থাকবে। সমস্যা সৃষ্টি করার চেয়ে সমাধানের দিকে আমাদের প্রচেষ্টা থাকা সঙ্গত।

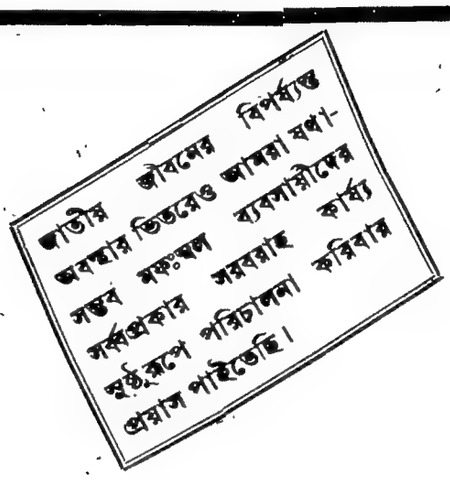

আমাদের বিভিন্ন বিভাগ

- রেডিও
- ইলেকট্রিক্যাল
- হোসিয়ারী
- 'রিলায়েন্স' বাটার
- 'ভিটা' ফুড
- পাট
- কনফেকসনারী
- চা
- লবণ
- চিনি
- তামাক
- বিস্কুট
- ষ্টেশনারী
- টীম্বার
- কয়লা
- চা-বাগানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী

ম্যানেজিং এজেন্সি ঃ—

১। ভারত হোসিয়ারী মিলস্ লিঃ
২। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিস্কুট কোম্পানী লিঃ
৩। কুচবিহার রাইস এণ্ড অয়েল মিলস্
৪। ন্যাশনাল কনফেকসনারী ওয়ার্কস্
৫। ঈগল প্লাইউড্ ইনডাষ্ট্রিজ

ইত্যাদি

জি, এস্, এম্পোরিয়ম্ লিঃ

জনসাধারণের সহানুভূতিপুষ্ট একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৪৭এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা•ব্রাঞ্চ-জলপাইগুড়ি, কুচবিহার

ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের কথা

শ্রীঅতুল সুর

শেয়ারের কারবার জগতে প্রথম আরম্ভ করিয়াছিল ওলন্দাজরা। কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠনের ব্যাপারটা পুরাপুরি ইংরাজ মগজের নিজস্ব অবদান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ আমেরিকার দেশপুঞ্জ স্পেন দেশীয় শাসনতন্ত্রের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া যখন নিজেরা পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন অর্থের অস্বচ্ছলতা দূর করিবার নিমিত্ত তাহাদের জগতের হাটে বিস্তর ঋণপত্র বিলি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেটা ছিল তাহাদের পক্ষে আর্থিক সঙ্কটের যুগ। সেই নিমিত্ত প্রথম দশকের মধ্যেই প্রতি তিন জনের ভিতর দুই জনের পক্ষে নিয়মিতভাবে সুদ প্রদান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে এই সমস্ত ঋণপত্রের বাজারদাম অসম্ভবভাবে পড়িয়া গিয়াছিল ও বহু বিনিয়োগকারী তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহাতে শেয়ার বাজারে টাকা বিনিয়োগ বিষয়ে জনসাধারণের মনে এক ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল। সেই ভীতি আরও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১৮৪৭ সালের রেলওয়ে শেয়ারের মরসুম বা উত্থানের (boom) পর। ইহাতে ইংরাজ বিনিয়োগকারীদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। অথচ দেখা গিয়াছিল যে বড় বড় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাঁহাদের ভিতরের পাকা খবর ও বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ লাভের সুযোগ ছিল, তাঁহারা সকলেই সে যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

বড় বড় বিনিয়োগকারীদের বাঁচিয়া যাওয়ার ব্যাপারটা ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের চক্ষু দান করিয়াছিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের মূলধন পুঞ্জীভূত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও সঙ্কটের সময় বড় বড় বিনিয়োগকারীদের মত বাঁচিয়া যাইতে পারেন। এই সম্পর্কে তাঁহাদের প্রচেষ্টা কিছুকাল পরে ফলবতী হয় ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের সূত্রপাতে। ১৮৬৩ সালে Limited Liability Company আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনতিকাল পরেই বিলাতে দুইটি ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠিত হয়। ইহাদের সাফল্য জনসাধারণের মনকে এরূপভাবে আকৃষ্ট করে যে ১৮৮৬ সালের মধ্যে বহু সংখ্যক ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীর নাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হয়। ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল স্কট্‌ল্যাণ্ডের বিনিয়োগকারীদের এবং সেইজন্যই অনেকগুলি সাফল্যমণ্ডিত ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীর মূল অফিস এডিনবরা সহরে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়।

প্রথম হইতেই ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টগুলি ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে পারিয়াছিল যে দুঃসময়ই হউক, আর সুসময়ই হউক, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীগুলি টিকিয়া যাইবে। বস্তুতঃ গত মহাযুদ্ধের শেষদশা পর্য্যন্ত এগুলি বিশেষ সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া গিয়াছিল।

ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠনের প্রতি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মহাযুদ্ধের পর। এইরূপ কোম্পানী গঠনের পক্ষে সময়টা ছিল খুব অনুকূল ও সুপ্রসন্ন। যুদ্ধান্তে যুদ্ধরত দেশসমূহের মূলধনের প্রয়োজন হইয়াছিল বিশেষভাবে। এইসকল দেশ মূলধন প্রথম তুলিয়াছিল নিউ-ইয়র্কের টাকার বাজারে এবং পরে আমষ্টার্ডাম, লণ্ডন ও ষ্টক্‌হলমে। ছোটখাটো অল্প পুঁজিবিশিষ্ট বিনিয়োগকারীদের পক্ষে এই মরসুমে টাকা খাটানো সম্পূর্ণভাবে হাতের বাহিরে ছিল। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কবিশিষ্ট কতকগুলি বড় বড় "মূলধন-বিলি" (Issue Houses) প্রতিষ্ঠান এই সুযোগে বিস্তর মূলধনের অংশ "খরিদ" করিতে পারিয়াছিল এবং তাহারাই অল্প পুঁজিবিশিষ্ট বিনিয়োগকারীদিগকে ইহার "ভগ্নাংশ" বিক্রয়ের নিমিত্ত ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠনে মনোযোগ প্রদান করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠিত হয় ১৯২১ সালে। কিন্তু এই জাতীয় কোম্পানী আমেরিকায় এত দ্রুত প্রসার লাভ করে যে ১৯২৮ সালের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ২০০ কোম্পানী গঠিত হয় এবং তাহাদের নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০০,০০০,০০০ ডলার। এই সময় বিলাতের ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টসমূহের মূলধনের পরিমাণ ছিল মোটামুটি ২৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীসমূহ ঠিক যে শেয়ারের "ভগ্নাংশ" বিক্রয় করে তাহা নহে। তাহারা সেই "ভগ্নাংশের" আয় মাত্র বিক্রয় করে। এইটাই হইতেছে ইহাদের বৈশিষ্ট্য এবং এই নিমিত্ত শেয়ার বিক্রয় দরুণ যে মুনাফা হয় তাহার উপর ইহাদের আয়কর দিতে হয় না। এইরূপ মুনাফার টাকা ইহারা অংশীদারগণকে প্রদান না করিয়া সংরক্ষণ ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত করে।

বিলাতী ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীসমূহের মূলধন মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রণালী অনুযায়ী গঠিত হয়—শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ অর্ডিনারী শেয়ার ও ৫০ হইতে ৬০ ভাগ প্রেফারেন্স্ শেয়ার। তারপর কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মূলধনের সম-পরিমাণ ডিবেঞ্চার বিলি করা হয়। তাহা হইলে মোটের উপর ইহাদের মূলধন দাঁড়ায় এইরূপ —২০ শতাংশ অর্ডিনারী শেয়ার, ৩০ শতাংশ প্রেফারেন্স্ শেয়ার ও ৫০ শতাংশ ডিবেঞ্চার। যেহেতু ক্রীত ও সংরক্ষিত শেয়ারের বিপক্ষেই এই ডিবেঞ্চারগুলি বিলি করা হয়, সেই হেতু এগুলিকে কোম্পানীর কাগজের সামিল ধরা হয় এবং বাজারে এগুলির দাম সব সময়েই খুব উঁচু থাকে।

১৯২৩ সালের পর হইতে বিলাতে ব্রিটিশ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড প্রভিডেণ্ট সোসাইটীজ এ্যাক্টস্ (British Industrial and Provident Societies Acts) অনুযায়ী সমবায় প্রণালীতে এক প্রকার নূতন ধরণের ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠন বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রসারলাভ করিয়াছে। এগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলিকে মূলধনের উপর ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় না এবং আয়করও দিতে হয় না, কিন্তু সেই নিমিত্ত এই সকল কোম্পানী কোন একজনকে ২০০ পাউণ্ডের অধিক শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত ইহার কার্য্যপ্রণালী সাধারণ ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীর মত।

ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের মধ্যস্থতায় টাকা বিনিয়োগ করিবার সুবিধা এই যে—ইহারা বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শমত নানারূপ শেয়ারে টাকা বিনিয়োগ করেন; সুতরাং বিনিয়োগের ঝুঁকি (risks) ইহাদের নানাদিকে বিবিধ শেয়ারে পরিবেশিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের অনুক্ষণ পরিচালনার ভার বিশেষজ্ঞগণের হাতে অর্পিত থাকে। এই সকল সুযোগসুবিধা অল্প পুঁজিবিশিষ্ট বিনিয়োগকারীদের নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ বা আয়ত্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

পরে সুযোগ পাইলে ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টসমূহের রকমফের ও পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

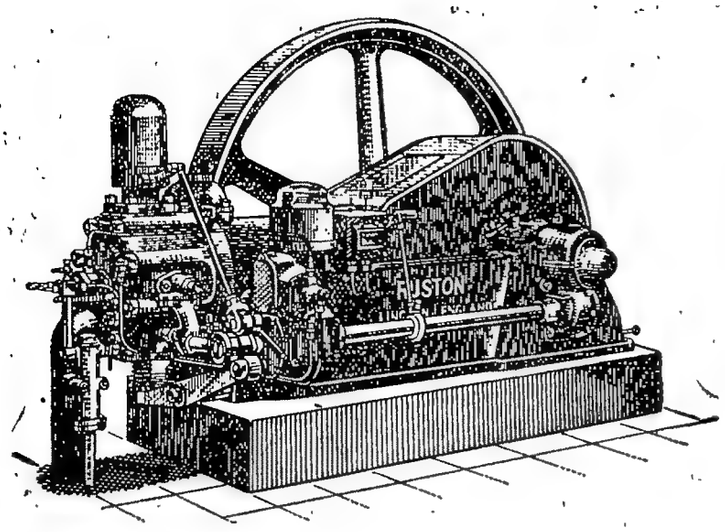

রাষ্টন হর্ণসবি

এয়ারলেস ইঞ্জেক্‌সন্ হোরাইজণ্টাল ও ভাটিক্যাল ফুয়েল অয়েল ইঞ্জিন।

এইচ আর ইঞ্জিন—১০ হইতে ৭৮ এইচ পি বিশিষ্ট; বিস্তৃত বিবরণ নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

কলিকাতায় ইহা মজুত রাখা হয় ল্যাণ্ড এবং মেরিন টাইপ।

রাষ্টন ডিজেল লাইটিং সেট

নির্ভরযোগ্য এবং মিতব্যয়ী প্রাথমিক ব্যয় অল্প

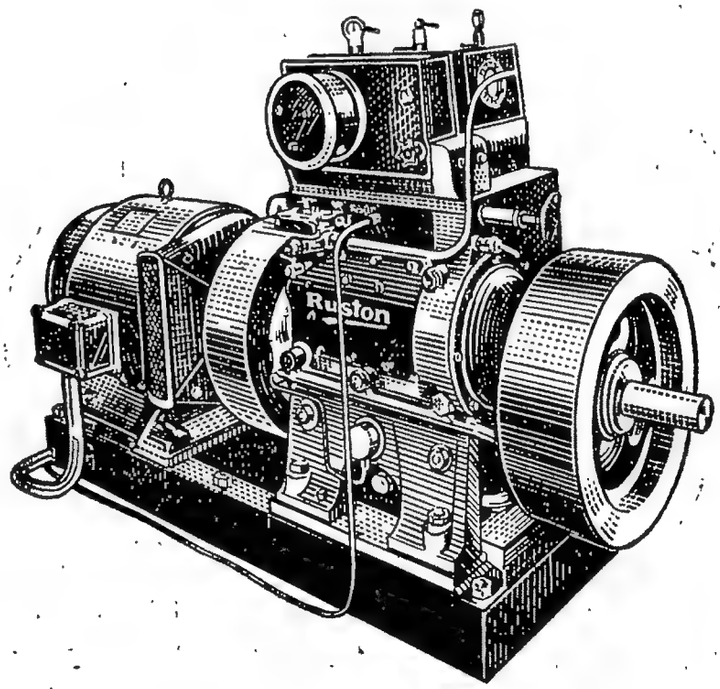

মার্টিন এণ্ড কোং

মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারীং ডিপার্টমেণ্ট—১২, মিশন রো, কলিকাতা।

পাকিস্থান পরিকল্পনার অর্থনৈতিক গলদ

(শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়)

পাকিস্থান সম্পর্কে মুস্লিম সমাজের দাবী ক্রমেই তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে। প্রথমে মিঃ রহমত আলী নামক একজন মুসলমান নেতা এই বিচিত্র সাম্প্রদায়িক বেহেস্তের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তৎপর স্যার মহম্মদ ইকবাল ও ডাঃ আব্দুল লতিফ প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের নানারূপ উক্তি ও পরিকল্পনার ভিতর দিয়া উহা ক্রমে দেশে প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে। মিঃ জিন্না ও তাঁহার চেলাদের হাতে ভালরূপ ঘষামাজা হইয়া উহা এক্ষণে ভারতীয় মুস্লিম লীগের প্রধান জিগির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ্চ লীগের লাহোর অধিবেশনে এসম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। ঐ প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দ্দেশ অনুসারে যে সব প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে তাহারা পরস্পর যুক্ত হইয়া একটি হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করিবে। আর যে সব প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী তাহারা একত্র মিলিত হইয়া একটি মুস্লিম রাষ্ট্র গঠন করিবে। মুস্লিম রাষ্ট্র পাকিস্থান ও হিন্দু রাষ্ট্র হিন্দুস্থান রূপে পরিচিত হইবে। হিন্দু লঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহের মুসলমান অধিবাসীরা যদি হিন্দুস্থানের আমলে থাকিতে রাজী না হয় তবে তাহারা পাকিস্থানে গিয়া বসতি বিস্তার করিতে পারিবে। অনুরূপ ভাবে মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলির হিন্দু অধিবাসীরা ইচ্ছা করিলে পাকিস্থান হইতে সরিয়া আসিয়া হিন্দুস্থানে যোগ দিতে পারিবে। পাকিস্থানের সংজ্ঞা অনুসারে ভারতের কোন্ কোন্ এলাকা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে তদ্বিষয়ে মুস্লিম লীগের সুচতুর নেতৃবৃন্দ আজ পর্য্যন্ত কোন খোলাখুলি উক্তি করেন নাই। আভাসে ও ইঙ্গিতে যেটুকু ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে একদিকে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান নিয়া একটা বড় পাকিস্থান এলাকা ও অপরদিকে বাঙ্গলা ও আসামের সুর্ম্মা ভেলী নিয়া একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাকিস্থান এলাকা গড়িয়া তোলাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কাশ্মীর রাজ্যের রাজা হিন্দু হইলেও ঐ রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। সেই হিসাবে কাশ্মীর রাজ্যকেও পাকিস্থানের আমলে আনিবার ইচ্ছা হয়ত লীগ নেতাদের মনে রহিয়াছে। কিন্তু ঐরূপ নীতি অবলম্বন করিতে গেলে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যকে হিন্দুস্থানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কেননা হায়দরাবাদের নৃপতি মুসলমান হইলেও সেখানকার প্রজাদের অধিকাংশই হিন্দু। কাশ্মীরের জন্য নিজামের হায়দরাবাদকে মুস্লিম লীগ শেষ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে রাজী হইবেন কিনা তাহাই প্রশ্ন।

রাজনৈতিক দিক দিয়া ভারতের শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য কংগ্রেস ও অন্য অনেক জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দু মুস্লিম সম্প্রীতির ভিতর এদেশে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। সেরূপ একটি অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যে কেবল রাজনৈতিক দিক হইতেই প্রয়োজন তাহা নহে। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার দিক দিয়াও উহা একান্ত আবশ্যক বলা চলে। ভারতবর্ষ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ খুব স্বল্প বলিয়া অগণিত জনসাধারণ মনুষ্যোচিত সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভে বঞ্চিত রহিয়াছে। এদেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দৈন্যের প্রতিকার করিয়া তাহাদিগকে উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যাপক কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা দরকার। আর সেকারণে ভারতের সকল প্রদেশের সমষ্টিগত প্রয়াস বিশেষভাবে প্রয়োজন। পাকিস্থানের নামে ভারতকে বিভেদ করিতে গেলে দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ও দেশবাসীর দারিদ্র্য মোচনের জন্য সেরূপ কোন সহযোগিতামূলক চেষ্টা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়াও যথেষ্ট পারস্পরিক ক্ষতির কারণ হইবে। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল যাবৎ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পদানত থাকার সুযোগে ইংরাজ বণিকেরা এদেশে অনেকপ্রকার কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিয়াছেন। সেই কায়েমী স্বার্থের মারফতে উঁহারা ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া শোষণ করিয়া চলিয়াছেন। এই প্রকারের শোষণ বন্ধ করিবার জন্যও ভারতের সমস্ত প্রদেশের পক্ষে আজ একযোগে সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। পাকিস্থানের ফলে প্রদেশগুলির সংহতি নষ্ট হইলে সে চেষ্টার পথে একটা বড় রকম অন্তরায় সৃষ্টি হইবে। এই সব কারণে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব আমরা সকল দিক দিয়াই বিশেষ আপত্তিকর বলিয়া মনে করি।

সেই ধরণের আপত্তির কথা বিবেচনা না করিয়া মুস্লিম লীগ যদি ভারতকে বিভক্ত করিবার উপরই জোর দেন তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়া সমগ্রভাবে এদেশের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইবে। পৃথকভাবে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে সেই ক্ষতি পাকিস্থানের পক্ষেই বেশী মারাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা। মুস্লিম লীগের প্রস্তাবে পাকিস্থান সম্পর্কে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহাতে ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে প্রধানতঃ পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাঙ্গলা পাকিস্থানের আমলে পড়িবার কথা। অপর দিকে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও উড়িষ্যা হিন্দুস্থানের ভিতর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। ঐ প্রস্তাবে হিন্দু লঘিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানেরা ও মুস্লিম লঘিষ্ঠ প্রদেশের হিন্দুরা ইচ্ছা করিলে যথাক্রমে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান হইতে সরিয়া আসিতে পারিবে বলিয়া যে আভাষ দেওয়া হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী হইলে বাঙ্গলার ১৫টি জেলা ও পাঞ্জাবের ১৩টি জেলা পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হিন্দুস্থানের সহিত যুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ডাঃ আম্বেদকর তাঁহার পাকিস্থান সম্পর্কিত পুস্তকে এইরূপ অভিমতই জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু অধিবাসীদিগকে এক দিকে সরাইয়া আনা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কাজেই প্রস্তাবে উপরোক্তরূপ নির্দ্দেশ থাকিলেও তাহা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। সেই ধারণা হইতে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব সমগ্রভাবে পাকিস্থানের আমলে ধরিয়াই আমরা মুখ্যতঃ পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাহার ফলাফল বিবেচনা করিব।

প্রথমে আদায়যোগ্য রাজস্বের কথাই ধরা যাউক। বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট তত্রত্য এলাকা হইতে ভূমি রাজস্ব ও অন্য নানারূপ রাজস্ব আদায় করিতেছেন।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নামেও বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের নিকট হইতে শুল্ক ও আয়কর প্রভৃতির দফায় টাকা তোলা হইতেছে। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে ভারতের ১১টি প্রদেশ হইতে গড়ে প্রতিবৎসর এইভাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নামে ১৫৬ কোটি টাকা (রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের দফায় কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজস্ব পান তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই) আদায় হইয়াছে। এই ১৫৬ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৬০ কোটি টাকা বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে অর্থাৎ প্রস্তাবিত পাকিস্থান এলাকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাকী ৯৬ কোটি টাকাই সংগৃহীত হইয়াছে হিন্দুস্থানের প্রদেশসমূহ হইতে। কাজেই স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে আদায়যোগ্য রাজস্বের দিক দিয়া পাকিস্থানের তুলনায় হিন্দুস্থানের অবস্থা অনেক বেশী উন্নত। ডাঃ আম্বেদকরের অভিমত অনুসারে বাঙ্গলার ১৫টি জেলা ও পাঞ্জাবের ১৩টি জেলাকে যদি শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা সম্ভবপর হয় তবে সেই বিভেদের ফলে পাকিস্থান প্রদেশসমূহের আয় উপরোক্ত পরিমাণের চেয়ে অন্যূন ২৪ কোটি টাকা কম হইবে। উহাতে পাকিস্থানের মোট আদায়ী রাজস্ব হ্রাস পাইয়া ৩৬ কোটি টাকায় পরিণত হইবে। অপর দিকে হিন্দুস্থানের আয় ২৪ কোটি টাকা অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১২০ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। সে অবস্থায় হিন্দুস্থানের তুলনায় পাকিস্থানের অর্থনৈতিক দৈন্য বেশী মাত্রায়ই প্রকাশ পাইবে।

পাকিস্থান এলাকার সরকারী আয় স্বল্প। কিন্তু নানা দিক দিয়া এই এলাকায় সরকারী খরচপত্রের হার খুবই বেশী। পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত চারিটি প্রদেশের মধ্যে সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বরাবরই ঘাটতি প্রদেশ হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই দুই প্রদেশের আদায়ী রাজস্ব দ্বারা কোনদিনই উহাদের শাসনকার্য্য পরিচালনার ব্যয় মিটান সম্ভবপর হয় না। সেকারণে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দিয়া এই দুই প্রদেশকে পরিপালন করিতে হয়। বর্ত্তমানে সমস্ত প্রদেশ এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে সংযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের একটা অংশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ সাহায্য হিসাবে নিয়োগ করিতে পারেন। ভারত বর্ষ যদি দ্বিখণ্ডিত হয় তবে সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে কোনরূপ আর্থিক দায়িত্ব হিন্দুস্থানের থাকিবে না। পাকিস্থান এলাকার সরকারী আয় হইতেই উক্ত দুই প্রদেশের বাৎসরিক ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর ভারতীয় মুস্লিম যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রধান স্তম্ভ হিসাবে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা প্রদেশকেই সেই দায়িত্বভার লইতে হইবে। বেলুচিস্থান বর্ত্তমানে সাক্ষাৎভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ঐ দেশ হইতে যে আয় হয় তাহা ঐ প্রদেশের শাসনভার নির্ব্বাহ করার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সে হিসাবে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা প্রদেশকে বেলুচিস্থানেরও বাৎসরিক ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কেবল ইহাই নহে। পাকিস্থানের সৃষ্টি হইলে সামরিক দিক দিয়া উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ব্যয়বহুল দায়িত্বও রহিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থান—দুইয়েরই সুবিস্তীর্ণ সীমান্ত স্থল বর্ত্তমান। বেলুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সীমান্তস্থল রক্ষার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের স্থায়ী বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বাঙ্গলার পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার জন্যও বর্ত্তমানে তাঁহারা নানারূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই ধরণের বিধিব্যবস্থা বাবদ প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকা করিয়া খরচ হইতেছে। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর খরচ ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হারাহারি মিটাইয়া আসিতেছেন। পাকিস্থান গঠিত হইলে সেই ব্যয়ভার সর্ব্বতোভাবে মুস্লিম যুক্তরাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত হইবে। স্থলপথ রক্ষার যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে সিন্ধুপ্রদেশ ও বাঙ্গলার সমুদ্রোপকূল রক্ষার জন্য উপযুক্ত নৌবহর গঠন করাও উহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইবে। সরকারী আয়ের দিক দিয়া পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা মুস্লিম রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন। সে হিসাবে সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ঘাটতি পূরণের মত উপরোক্ত শ্রেণীর বিপুল সামরিক ব্যয় মিটাইবার দায়িত্বও মুখ্যতঃ বাঙ্গলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশের স্কন্ধেই নিপতিত হইবে। সেই সব গুরু দায়িত্ব ঐ দুই প্রদেশ প্রকৃতপক্ষে কতদূর বহন করিতে পারিবে তাহাই প্রশ্ন।

পাঞ্জাব প্রদেশের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় রাজস্বের দিক দিয়া উহার অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নহে। পাঞ্জাব সরকারের বার্ষিক আয় সাধারণতঃ ১১॥ লক্ষ টাকা। জাতি-গঠনমূলক কার্য্যের দিকে সরকারী ব্যয় বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সেই স্বল্প আয় দ্বারা কোন প্রকারে উক্ত প্রদেশের শাসন ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইতেছে। বাজেটে ঘাটতি নাই—কিন্তু উদ্বৃত্তও সন্তোষজনক নহে। জাতি-গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া সেদিকে খরচপত্র বাড়াইতে গেলে পাঞ্জাবের আদায়ী রাজস্ব ঐ প্রদেশের স্বকীয় আবশ্যকতার দিক হইতেই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইবে। অবশ্য প্রাদেশিক রাজস্ব ছাড়াও পাঞ্জাব হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নামে শুল্ক ও আয়করের দফায় বাৎসরিক পৌণে দুই কোটি টাকার মত আদায় হইতেছে। কিন্তু হিন্দুস্থান এলাকায় বোম্বাই মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ হইতে যেস্থলে কেন্দ্রীয় সরকার বাৎসরিক যথাক্রমে ২২॥ কোটি, ৯॥ কোটি ও ৪ কোটি টাকা পাইতেছেন (যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের হিসাব) সেখানে পাঞ্জাব হইতে আদায়ী ঐ অর্থ খুব সামান্য বলিয়াই মনে হইবে। রাজস্বের দিক দিয়া পাঞ্জাবের তুলনায় বাঙ্গলার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১২॥ কোটি টাকা। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের নামেও ঐ প্রদেশ হইতে বৎসরে পৌণে চব্বিশ কোটি টাকার মত আদায় হইত। কিন্তু আদায়ী রাজস্ব বেশী হইলেও পাঞ্জাব সরকারের তুলনায় বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা কোন দিক দিয়াই ভাল নহে। বরং তাহা অধিকতর শোচনীয় বলা চলে। বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় দিন দিন এতই বাড়িয়া চলিয়াছে যে, তাঁহারা কিছুতেই আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। সেই কারণে এপ্রদেশের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি পড়িতেছে। ভারত সরকারের নিকট হইতে ঋণ করিয়া বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে কাজ চালাইতে হইতেছে। সেই ঋণ দিন দিন যেভাবে ফাঁপিয়া উঠিতেছে তাহাতে কি ভাবে যে উহা পরিশোধ হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না।

বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে শুল্ক ও আয়করের দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের নামে যে পৌণে চব্বিশ কোটি টাকা আদায় হইতেছে তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু পাকিস্থান গঠিত হইলে এবং সমগ্র বাঙ্গলা দেশ উহার অন্তর্ভুক্ত হইলে সেই ধরণের আয় বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা ভারতের সবচেয়ে প্রধান বন্দর। এই বন্দর দিয়া পূর্ব্ব, উত্তর ও মধ্য ভারতের অনেক প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া

এই দীর্ঘ চার বৎসরব্যাপী মহাযুদ্ধের অসংখ্য বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষক-মহোদয়গণকে, যথাসাধ্য, যাবতীয় মোটর পার্টস্ প্রভৃতি দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমদানীর অভাবে ও মালের অভাবে এখন তাঁহাদের সর্ব্বতো-ভাবে মনোরঞ্জন করা আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের একান্ত নিবেদন এই যে, অনিবার্য্য অক্ষমতা যেন আপনারা মার্জ্জনাচক্ষে দেখেন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

পি-৬, মিশন রো এক্সটেনসন্

হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্

ফোন ঃ কলি ঃ ৮০৪

থাকে। সেই ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে বহু অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান এখানে স্থাপিত রহিয়াছে। ফলে কলিকাতা ভারত সরকারের নামে শুল্ক ও আয়কর আদায়ের একটা বড় কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্থানের ভিতর যদি সমগ্র বাঙ্গলা অন্তর্ভুক্ত হয় তবে স্বাভাবিক ভাবে কলিকাতাও উহার আমলে আসিবে সত্য, কিন্তু সেরূপ অবস্থায় এই অঞ্চল হইতে আদায়ী রাজস্ব যে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেকটা কম হইবে তাহা একরূপ নিশ্চিত বলা চলে। বর্ত্তমানে বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অনেক প্রকার ব্যবসায়িক কাজকারবার কলিকাতা বন্দর দিয়া সম্পন্ন হইতেছে। ঐসব প্রদেশ হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইলে সেখানকার লোকেরা কলিকাতার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বন্দর দিয়াই কাজ কারবার চালাইবার ব্যবস্থা করিবে। কলিকাতার পরিবর্ত্তে ভিশখাপট্টমই তখন হয়ত হিন্দুস্থান এলাকার প্রধান বন্দর হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাতে শুল্ক ও আয়কর প্রভৃতির দফায় বাঙ্গলা হইতে আদায়ী রাজস্ব যে বর্ত্তমানের তুলনায় বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি ডাঃ আম্বেদকরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাঙ্গলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ১৫টি জেলা পাকিস্থানের বহির্ভূত হয়, তবে কলিকাতা স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্থানের বাহিরে থাকিয়া যাইবে। সে অবস্থায় এই অত্যাবশ্যকীয় বন্দর হারাইয়া পাকিস্থানী বাঙ্গলার আদায়ী রাজস্ব বর্ত্তমানের তুলনায় খুবই নগণ্য হইবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে পাকিস্থানের আমলে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা প্রদেশের স্বাভাবিক আদায়ী রাজস্ব কখনই এত বেশী হইবে না যাহাতে সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশের স্বাভাবিক ঘাটতি পূরণ করিয়া তৎসঙ্গে উহারা পাকিস্থান রক্ষার সামরিক ব্যয় মিটাইতে পারে। সে অবস্থায় পাকিস্থান যুক্তরাষ্ট্রকে উহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের উপর নূতন করিয়া ট্যাক্স বসাইবার সুযোগই দেখিতে হইবে। কিন্তু তেমন কোন সুযোগ বাস্তবিক পক্ষে আছে কি? বর্ত্তমানে সমস্ত ভারতে যেসব ট্যাক্স ধার্য্য আছে তাহাতে পাকিস্থানী প্রদেশের লোকেরা এখনই হিন্দুস্থানের লোকদের তুলনায় মাথাপিছু বেশী কর বহন করিতেছে। হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহে জনপ্রতি ট্যাক্সের হার গড়ে ৫৶০ আনা। পাকিস্থানের প্রদেশসমূহে তাহা ৭৷৶০ আনা (মিঃ অশোক মেটা প্রণীত Communal Triangle in India নামক পুস্তকে প্রদত্ত হিসাব)। এই দরিদ্র দেশের লোকদের উপর এর চেয়ে আর বেশী ট্যাক্স বসাইতে গেলে তাহা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে না কি? যদি পাকিস্থানী প্রদেশসমূহে ব্যাপকভাবে শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার সুযোগ থাকিত তবে তাহাকে ভিত্তি করিয়া হয়ত সরকারী আয়ও বৃদ্ধি করা চলিত। কিন্তু সে দিক দিয়া প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনাও খুব কম বলিয়াই মনে হইতেছে। যেসব প্রদেশ লইয়া পাকিস্থান স্থাপনের পরিকল্পনা হইতেছে সে সমস্তই মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। বাঙ্গলা ও সিন্ধুতে উপযুক্তরূপ ধানচাষের সুবিধা আছে। পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে গম উৎপাদনের সুব্যবস্থাও রহিয়াছে। কাজেই সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করা হইলে পাকিস্থানী প্রদেশের লোকেরা প্রধান আহার্য্যের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় শিল্পদ্রব্যের দিক দিয়া পাকিস্থানী প্রদেশগুলির যেসব মূলগত অভাব ও অসুবিধা রহিয়াছে ভবিষ্যতে কোনদিন তাহা দূর হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। মানুষের দৈনন্দিন অভাব মিটাইবার জন্য ও বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য কয়লা, লোহা, তামা, অভ্র ও ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষে এই সমস্ত শ্রেণীর জিনিষের প্রচুর যোগানও রহিয়াছে। কিন্তু মুস্লিম লীগের নেতারা যেভাবে ভারতবর্ষকে বিভাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে সে সমস্ত ধরণের অত্যাবশ্যকীয় প্রাকৃতিক সম্পদ পাকিস্থান এলাকার মধ্যে বিশেষ কিছুই অন্তর্ভুক্ত হইবে না। লোহা, অভ্র তামা ও ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতির মূল্যবান খনি অঞ্চলগুলি সর্ব্বতোভাবে হিন্দুস্থানেরই সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইবে। কয়লার খনিসমূহের মধ্যে বেশী সংখ্যকই বিহার প্রদেশে অবস্থিত। বাঙ্গলায় কিছু সংখ্যক খনি আছে। এই প্রদেশ সমগ্রভাবে পাকিস্থানের আমলে আসিলে তাহা পাকিস্থান যুক্তরাষ্ট্রের অভাব মিটাইবার পক্ষে কতকটা সাহায্য অবশ্যই করিতে পারিবে। কিন্তু লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ ও অভ্রের দিক দিয়া মূলগত অভাব ও অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনাই পাকিস্থানের নাই। বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, শর্করাশিল্প ও ইস্পাত শিল্পের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, একমাত্র পাটশিল্প ছাড়া পাকিস্থান অন্য সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুস্থানের তুলনায় শোচনীয়রূপে পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভারতে ৩৯৬টি কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়াতে সমগ্রভাবে ভারতের লোকদের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে বর্ত্তমানে অনেকটা সুব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সেই কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অধিকাংশই বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত। বোম্বাইয়ের পরে মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা আজ পর্য্যন্ত যথাক্রমে মাত্র ৩৩টি ও ১৭টি দাঁড়াইয়াছে। চিনির কলের দিক দিয়া যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের একচেটিয়া প্রাধান্য রহিয়াছে। চলতি কলের মোট সংখ্যার দিক দিয়া এই দুই প্রদেশের সহিত বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের কোন তুলনাই চলে না।

ডাঃ আম্বেদকরের অভিমত অনুযায়ী যদি বাঙ্গলার পশ্চিমাঞ্চল পাকিস্থানের বাহিরে চলিয়া আসে তবে শিল্পের দিক দিয়া পাকিস্থানের অভাব ও অসুবিধা আরও বেশী নিদারুণ হইবে। বাঙ্গলার পাটকলগুলি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুস্থানের এলাকায় পড়িবে। আসানসোল ও রাণীগঞ্জ এলাকার কয়লা সম্পদ হইতেও পাকিস্থান বঞ্চিত হইবে। কয়লা ও ধাতুদ্রব্যের অভাবে পাকিস্থান অঞ্চলে শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার তখন আর বিশেষ কোন সুযোগই অবশিষ্ট থাকিবে না। সে অবস্থায় পাকিস্থান রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র হিসাবে হিন্দুস্থানেরই দ্বারস্থ হইতে হইবে। কিন্তু ভারতের হিন্দু জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার মিলন ও ঐক্যের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া মুস্লিম লীগের নেতারা যেস্থলে অহেতুক জিদের বশে ভারতকে বিভেদ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন সেস্থলে পাকিস্থান স্থাপিত হইলে হিন্দুস্থানের লোকেরা যে উহাকে উক্তরূপ সাহায্য প্রদানে সম্মত হইবেন না ইহা নিশ্চিত। সে অবস্থায় নানাদিক দিয়া পাকিস্থানের যে অর্থনৈতিক পরিণতি দাঁড়াইবে তাহা নিতান্তই ভয়াবহ বলা চলে।

দুঃখের বিষয় সে ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবিয়া দেখিবার কোন গরজ মুস্লিম লীগের নেতাদের নাই। সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়া সহজে অশিক্ষিত জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করা যায় বুঝিয়া তাঁহারা পাকিস্থানের জিগির তুলিয়াছেন। উঁহাদের সে কারসাজিতে বিভ্রান্ত না হইয়া ভারতের মুস্লিম জনগণের পক্ষে ধীরভাবে আজ সমস্ত দিক হইতে পাকিস্থান পরিকল্পনার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখা সঙ্গত।

শিল্প-দ্রব্যের পড়তা নির্ণয়
(COSTING)

বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে বহুবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে আশা করা যায়। কিন্তু এই প্রদেশে এ কথা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন যে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় অথবা পড়তা নির্ণয় করা (Costing) আবশ্যক। নচেৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং পরিশেষে উক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাওয়ার আশঙ্কা ঘটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন কাপড়ের কলে কোন এক শ্রেণীর ধুতি তৈয়ার করিতে প্রতি জোড়ায় উৎপাদন ব্যয় পড়িতেছে তিন টাকা। কিন্তু বাজারে উহা দুই টাকা চৌদ্দ আনার অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কাপড়ের কলের পরিচালকগণ যদি উহা বুঝিতে না পারেন যে প্রতি জোড়া কাপড় বিক্রয় করিয়া দুই আনা ক্ষতি হইতেছে এবং খরচা কমাইয়া যদি প্রতি জোড়া কাপড় প্রস্তুতের ব্যয় দুই টাকা বার আনায় পরিণত করিতে না পারেন তাহা হইলে উক্ত কাপড়ের কল যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে উঠিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সমশ্রেণীর অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতামূলক দরে তাহা বাজারে বিক্রয় করেন তাঁহাদের পক্ষে যেমন শিল্পদ্রব্যের পড়তা নির্ণয় করিয়া পূর্ব্ব হইতে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ বুঝিয়া তাহা বিক্রয় করা আবশ্যক, সেইরূপ যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ বাহিরের লোকের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট দরে অর্ডার লইয়া শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করেন তাঁহাদের পক্ষেও উক্ত শিল্পদ্রব্যের পড়তা কত পড়িতেছে তাহার হিসাব রাখা বিশেষ আবশ্যক। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্প-পরিচালকগণ প্রথমেই কাঁচা মালের মূল্য, মজুরীর হার, পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদি চিন্তা করিয়া শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কত খরচা পড়িতে পারে তাহার একটা আনুমানিক বরাদ্দ (Estimate) করিয়া থাকেন এবং যখন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা আরম্ভ হয় তখন কার্য্যতঃ কত ব্যয় পড়িতেছে এবং এই ব্যয়ের হিসাবমত শিল্প-দ্রব্যের প্রকৃত প্রস্তাবে কি পড়তা পড়িতেছে তাহা নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সময়ে যদি তাঁহারা দেখিতে পান যে উক্ত শিল্পদ্রব্য যে দরে বিক্রয় করিবার জন্য তাঁহারা চুক্তি করিয়াছেন, উহা প্রস্তুত করিতে কার্য্যতঃ তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়িতেছে, তাহা হইলে তাঁহারা হয় ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া পড়তা কমাইয়া দেন, না হয় যাহার নিকট হইতে অর্ডার লওয়া হইয়াছে তাহাকে অনুরোধ উপরোধ করিয়া অথবা পরোক্ষভাবে চাপ দিয়া দর কিছুটা বাড়াইয়া লন। শেষোক্ত পন্থা কার্য্যে পরিণত করা অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ নির্দ্দিষ্ট দরে শিল্পদ্রব্য পাইবার জন্য যিনি চুক্তি করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে অনেক সময়েই অধিকতর মূল্যে উক্ত শিল্পদ্রব্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না—সম্ভব হইলেও অনেকে এই প্রস্তাবে রাজী হইয়া নিজের লাভের পরিমাণ কমাইয়া দিতে প্রস্তুত

একটী নিরাপদ, উন্নতিশীল ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান

দি হুগলী ব্যাঙ্কিং লিঃ

স্থাপিত—১৯৩২

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পোষ্ট বক্স নং ৮৯৩৫, ফোন ক্যাল : ২২৬০ (৩ লাইন)

হিসাব সাপেক্ষ ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের হিসাব

অনুমোদিত মুলধন	...	১০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মুলধন	...	৪,৭৭,৫০০৲	,,
আদায়ীকৃত মুলধন	...	৩,৩৮,২২৫৲	,,
রিজার্ভ ফাণ্ড	....	১,৩৫,১০২৲	,,
আমানত	...	৫৩,৫৭,৭৮৬৲	,,
কার্য্যকরী মুলধন	...	৫৯,০৬,৮২৩৲	,,
নগদ ও লগ্নী টাকায়	...	৩৫,৮৫,৩৩৩৲	,,
ঋণ ও বিল ইত্যাদি	....	১৯,০৬,৭৩৫৲	,,

সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ১০৲ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে কিউমিলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর (আয়করমুক্ত) শতকরা ৬৲ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

শাখা সমূহ :—
হাওড়া. সালকিয়া, বেলুড়,
বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর,
শেওড়াফুলী।

ডি এন মুখার্জ্জি, এম, এল, এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

হন না। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্প-পরিচালকগণকে ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া নির্দ্দিষ্ট দরে শিল্পদ্রব্য সরবরাহ করিতে হয়। মোটের উপর যে সব শিল্প-পরিচালকগণ ইচ্ছামত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাজারে তাহা বিক্রয় করেন এবং যে সব শিল্প-পরিচালক বাহিরের লোকের সহিত নির্দ্দিষ্ট দরে শিল্পদ্রব্য সরবরাহের চুক্তি করিয়া উহাদের ফরমায়েস মত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করেন, উহাদের উভয়ের পক্ষেই সর্ব্বাগ্রে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে কি প্রকার খরচা পড়িবে তাহার একটা বরাদ্দ করা আবশ্যক এবং যখন কারখানায় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হওয়া আরম্ভ হয় তখন এই বরাদ্দের কি প্রকার ইতর বিশেষ হইতেছে—অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পদ্রব্যের কি প্রকার উৎপাদন ব্যয় পড়িতেছে তাহা দেখিয়া তদনুযায়ী বিলি-ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই প্রকার সতর্ক দৃষ্টি না লইয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিলে পরিণামে শিল্প-পরিচালক মাত্রেরই অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

শিল্পদ্রব্যের পড়তা নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রথমেই বুঝা আবশ্যক যে এক একটী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে কত প্রকার খরচা রহিয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে উহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। এই তালিকাকে ৫টী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতেছে—যথা (১) প্রত্যক্ষ খরচা—শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্য, এই কাঁচামাল কারখানায় আনিবার খরচা, উক্ত কাঁচামালকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করিতে যত মজুর আবশ্যক তাহাদের মজুরী। (২) পরোক্ষ খরচা—কারখানার কার্য্য চালাইবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সুপার-ভাইজার ষ্টোরকীপার কেশিয়ার একাউণ্টেণ্ট কেরাণী টাইমকীপার দারোয়ান প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মচারী রাখা আবশ্যক তাহাদের বেতন, কারখানার ভাড়া (যদি কারখানার স্থান পরিচালকদের নিজস্ব সম্পত্তি না হয় এবং উহা যদি ভাড়া লইয়া কাজ করা হয়) ও ট্যাক্স কারখানায় আলো জ্বালাইবার খরচা, বিদ্যুৎ গ্যাস, কয়লা কাঠ ইত্যাদির ব্যয়, মেরামতী খরচা, কারখানার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম পরিষ্কার করার খরচা, শিল্পদ্রব্যের পড়তা কি প্রকার পড়িবে তাহার একটা বরাদ্দ স্থির করিবার খরচা, কারখানার কলকব্জা বাড়ীঘর ইত্যাদির মূল্যাপকর্ষ, কারখানাতে যে সমস্ত ষ্টেশনারী দ্রব্য (যথা ফরম, কালী, কাগজ, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি দ্রব্য) ব্যবহৃত হয় তাহার মূল্য, স্ক্রু তারকাঁটা ইত্যাদি ছোটখাট দ্রব্য যাহার ব্যবহার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি হিসাব রাখা সম্ভবপর নহে তাহার মূল্য, মজুরদের বীমা চিকিৎসা বাসস্থান ইত্যাদির জন্য ব্যয়, কারখানার অগ্নিবীমা যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ-বীমা ইত্যাদির প্রিমিয়াম, কারখানায় সরবরাহকৃত জলের ট্যাক্স, ছোটখাট যন্ত্রপাতির মূল্য, ডিরেক্টরদের ফি। (৩) পরিচালনা খরচা—হেড অফিসের ভাড়া ও ট্যাক্স, ম্যানেজিং এজেণ্ট বা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কমিশন ও অফিস খরচা এবং হেড অফিসস্থিত কর্ম্মচারী-দের বেতন, হেড অফিসের বিদ্যুৎ খরচা, বীমার প্রিমিয়াম, টেলিফোন ও পোষ্টেজ, প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী, আসবাবপত্রের মূল্যাপকর্ষ ডিরেক্টর-দের ফি, মেরামতী খরচা, হেড অফিসের আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যয়, মামলা মোকদ্দমার ব্যয়, হিসাবপত্র অডিট করাইবার ব্যয়, ব্যাঙ্কের চার্জ্জ। (৪) বিক্রয়ের খরচা—শোরুমের ভাড়া ও ট্যাক্স, শোরুম আলোকিত করার খরচা, সেলসম্যানদের বেতন, রাহাখরচ, কমিশন, প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী বিজ্ঞাপনের ও প্রচারকার্য্যের ব্যয়, অনাদায়ী পাওনা, ডিরেক্টরদের ফি, পড়তা নির্ণয়ের খরচা, পোষ্টেজ, মোটর গাড়ীর খরচা, মাল ডেলিভারি দিবার জন্য যে সব লরী থাকে তাহার মূল্যাপকর্ষ, পাওনা টাকা আদায়ের বাবদ খরচা, রেল ও জাহাজ যোগে প্রেরিত মালের ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম। (৫) কারখানা

জাতীয় ধন ভাণ্ডারের উৎস
জাতীয় শিল্প এবং বাণিজ্য
যাহার পেছনে অর্থ যোগায়
জাতীয় ব্যাঙ্ক

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
স্থাপিত-১৯৩০ : : : : : : লিমিটেড

ভারতীয় মূলধনে
ভারতবাসীর পরিচালিত একটী প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান

সেণ্ট্রাল অফিস,
১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: কলিঃ ২৫৪৬।

হেড অফিস্
কুমিল্লা।

শাখাসমূহঃ—
গৌহাটী, টেংরা, নওগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণ-গঞ্জ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, কমলা-সাগর, কুষ্টিয়া, কলিকাতা, রাজবাড়ী, আসানসোল, মিরকাদিম, গোবিন্দপুর ও দেওগড় (বামরা ষ্টেট), রায়গড় (সি-পি), পাটনা ও বেনারস।

বোম্বাই
এবং
শ্যামবাজার
ও
বালীগঞ্জ
(কলিকাতা)
শাখা
শীঘ্রই খোলা
হইবে।

এজেন্সী
সমস্ত বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী ও মিঃ নিবারণচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল।

স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যদি ঋণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে উহার সুদ, আয়কর ও সুপারট্যাক্স।, এই তালিকাতে যত প্রকার খরচা ধরা হইয়াছে তাহা খরচার পূর্ণাঙ্গ তালিকা নহে। ব্যবসা বিশেষে এই তালিকার বাহিরেও অনেক খরচা হইতে পারে। পক্ষান্তরে এই তালিকাতে যত প্রকার খরচা ধরা হইয়াছে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই যে উহার প্রয়োজন রহিয়াছে এরূপ নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাহাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোন শোরুম রাখা আবশ্যক হয় না তাহাদের ৪নং দফায় উল্লিখিত অনেকগুলি খরচের কোন প্রয়োজন নাই।

উপরোক্ত তালিকাতে যে ৫ দফা খরচের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথম দফার খরচাকে প্রাথমিক খরচা (Prime cost, Flat cost, First cost or Direct cost), প্রথম ও দ্বিতীয় দফার মিলিত খরচাকে কারখানার খরচা (Works or Factory cost, Manufacturing cost or Production cost), প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার মিলিত খরচাকে, উৎপাদন খরচা (Cost of Production, Gross cost or Office cost) বলা হয়। এই খরচার সহিত চতুর্থ দফার খরচা অর্থাৎ উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যে খরচা হয় তাহা যোগ দিলে যে খরচা দাঁড়ায় তাহাকে বিক্রয়ের পড়তা (Cost of sales, Total cost or Selling cost) বলা হয়। এই বিক্রয়ের পড়তা অপেক্ষা নিম্নদরে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিলে পরিচালকদের ক্ষতি হইয়া থাকে এবং উহা অপেক্ষা অধিক দরে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিলে পরিচালকদের লাভ হয়। পরিচালকগণ শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়া থাকেন তাহা হইতে উপরোক্ত "বিক্রয়ের পড়তা" বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই পরিচালকদের লাভ (Net Profit)। কিন্তু এই লাভের সাকুল্য টাকা পরিচালকদের বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান যদি যৌথ প্রতিষ্ঠান হয় তাহা হইলে উহার অংশীদারদের ভোগে আসে না। কারণ উহা হইতে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স প্রদান করিতে হয়। কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য পরিচালকগণ যদি কোন ঋণ করেন তবে ঐ ঋণের সুদও লাভ হইতে বাদ গিয়া থাকে। অবশ্য এই শ্রেণীর ঋণের সুদ খরচার হিসাবের মধ্যে ধরিয়া তদনুযায়ী বিক্রয়ের পড়তা নির্দ্ধারণ করা উচিত অথবা লাভ হইতে ঐ সুদ বাদ দেওয়া উচিৎ তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তবে উহা স্বীকার্য্য যে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ যদি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ ঋণ করিয়া সংগ্রহ করেন এবং এই ঋণের সুদ খরচার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তদনুযায়ী তিনি যদি শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের পড়তা নির্ণয় করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে—সমশ্রেণীর যাঁহারা শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করেন এবং যাঁহাদিগকে সুদ বাবদ কোন খরচা ধরিতে হয় না তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা অত্যন্ত কঠিন।

এক্ষণে কি ভাবে শিল্পদ্রব্যের পড়তা নির্ণয় করা হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। কোন কারখানাতে যদি একটী মাত্র শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা হইলে উহার পড়তা নির্ণয় করিতে তেমন কোন বেগ পাইতে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে কি প্রত্যেক সপ্তাহে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উপরোক্ত বিভিন্ন দফায় যত খরচা হয় তাহা যোগ দিয়া তাহাকে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলেই বিভিন্ন মাসে বা বিভিন্ন সপ্তাহে প্রত্যেকটী শিল্পদ্রব্যের পড়তা কত পড়িয়াছে তাহা বুঝা যায়। অবশ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এরূপ বহু খরচা আছে যাহা মাসে একবার (যেমন বাড়ী ভাড়া, টেলিফোনের চার্জ্জ ইত্যাদি) এবং এরূপ অনেক খরচা আছে যাহা বৎসরে একবার (যেমন অডিট ফি, ট্যাক্স, মূল্যাপকর্ষ ইত্যাদি) মাত্র প্রয়োজন হয়। তবে এই সব খরচাকে বার বা বায়ান্ন দ্বারা ভাগ করিলে প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে ঐ সব দফায় কি খরচা আছে তাহা বুঝা যায়। সুতরাং উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে বা সপ্তাহে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের জন্য কি প্রকার খরচা পড়িতেছে তাহা বুঝা কঠিন হয় না। কিন্তু অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই একাধিক প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। একটী কাপড়ের কলে কেবল যে ধুতি শাড়ী ছিট বিছানার চাদর লংক্লথ আদ্ধি মার্কিন প্রভৃতি অগণিত প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়, এরূপ নহে—এই সব জিনিষের আবার উৎকর্ষতা ভেদে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। এক একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাতে কত যে বিচিত্র ধরণের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এক একটী চটকলে গানি, হেসিয়ান, টুইড প্রভৃতি বহু প্রকার জিনিষ প্রস্তুত হয়। এই প্রকার বিভিন্ন ধরণের শিল্পদ্রব্যের বাজার দর বিভিন্ন প্রকার থাকে এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে উহাদের কারখানায় প্রস্তুত প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের পড়তা নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। এই ভাবে বিভিন্ন ধরণের শিল্পদ্রব্যের বিভিন্ন প্রকার পড়তা নির্ণয় একটী জটিল ব্যাপার এবং এজন্য অনেক সূক্ষ্ম হিসাবের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

এই হিসাব কি ভাবে করা হয় তাহা বাহুল্য বর্জ্জিতভাবে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। মনে করা যাক যে একটী কারখানাতে ১৫ প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে এবং এই ১৫ প্রকার শিল্পদ্রব্যের

জনসাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় প্রেরণা আনুক।

বাংলার ব্যবসা ক্ষেত্রে সুপরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডিরেক্টরগণের তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী দ্বারা পরিচালিত অন্যতম ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড আফিস
২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হইয়া থাকে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ ডি, এন, চাটার্জ্জী

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

মধ্যে উৎকর্ষতা ভেদে অনেকগুলি শিল্পদ্রব্য ৩।৪ প্রকারের রহিয়াছে। এই ধরণের কারখানায় প্রত্যেকটি শিল্পদ্রব্যের প্রস্তুতের জন্য কত কাঁচা মাল ব্যবহৃত হইতেছে এবং উহার জন্য কি পরিমাণ মজুরী লাগিতেছে তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। সাধারণতঃ প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মজুদ সমস্ত কাঁচামাল ষ্টোরকীপারের হেপাজতে রাখা হয় এবং কারখানার ভিতরে যে সমস্ত দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী থাকেন তাঁহাদের কাহারও নির্দ্দেশমত ষ্টোরকীপার তাঁহার গুদাম হইতে কারখানার অভ্যন্তরে মাল প্রেরণ করেন। একটী নির্দ্দিষ্ট ফরমে এই মালের জন্য ফরমায়েস দেওয়া হয় এবং উহাকে 'রিকুইজিসন' বলা হইয়া থাকে। উক্ত রিকুইজিসনে কোন শ্রেণীর কতটা জিনিষ প্রয়োজন এবং কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য এই কাঁচা মাল গ্রহণ করা হইতেছে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় পর পর এই সমস্ত রিকুইজিসন একত্রিত ও শ্রেণীবিভক্ত করিলে কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের জন্য কি পরিমাণ কাঁচা মাল ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় এবং উক্ত কাঁচা মালের মূল্য কত পড়িয়াছে, উহা কারখানায় পৌছাইতে কি খরচা হইয়াছে ও শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের সময়ে কতটা কাঁচা মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি হিসাব বিবেচনা করিয়া কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল বাবদ শিল্প-পরিচালকের কত খরচা পড়িয়াছে তাহা বাহির করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কাঁচা মালকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করিতে মজুরী বাবদ কত খরচা হইয়াছে তাহারও হিসাব রাখা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কারখানায় প্রত্যেক মজুরের একটী করিয়া নম্বর দেওয়া হয় এবং তাহার নামে একটী করিয়া কার্ড রাখা হয়। উক্ত কার্ডকে 'জব কার্ড' বলা হয়। মজুরগণ যখন কারখানার ভিতরে কাজ করে সেই সময়ে তাহাদের উপরস্থ কর্ম্মচারী তাহাদের কাজ লক্ষ্য করেন এবং কোন মজুর কোন তারিখে কি প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কত ঘণ্টা কাজ করিয়াছে ও কত ঘণ্টা ওভারটাইম খাটিয়াছে তাহা উক্ত কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সব কার্ড হইতে সারা সপ্তাহে বা মাসে সমগ্র কারখানাতে মজুরগণ মোট কত ঘণ্টা কাজ করিয়াছে ও উহার মধ্যে কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য মোট কত ঘণ্টা ব্যয়িত হইয়াছে তাহা বাহির করা হয় এবং মজুরীর হার হইতে প্রত্যেক কাজের মজুরীর জন্য কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা স্থির করা হয়। এক একটী কারখানাতে শত শত এবং অনেক ক্ষেত্রে হাজার হাজার মজুর কাজ করিয়া থাকে। উহাদের প্রত্যেকের প্রতিদিনের কাজ এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া কারখানার কোন কাজের জন্য মোট কত টাকা খরচা হইল তাহা বাহির করা খুব ব্যয়-বহুল ও পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু শিল্প-দ্রব্যের পড়তা নির্ণয়ের জন্য এই কাজ অত্যাবশ্যক এবং এজন্য কোন শিল্প-পরিচালকই এই শ্রম ও অর্থব্যয়কে অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন না।

পূর্ব্বে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের খরচার যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রথম দফার খরচা হইতেছে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের মূল্য ও মজুরী বাবদ খরচা। উপরিলিখিত উপায়ে এই খরচা বাহির করিলে শিল্পদ্রব্যের প্রাথমিক খরচা কত তাহা বুঝা যায়। কিন্তু এই খরচার উপরে আরও বহুবিধ খরচা রহিয়াছে। উহার মধ্যে পূর্ব্বে উল্লিখিত দ্বিতীয় দফার খরচার অর্থাৎ কারখানার পরোক্ষ খরচার কথা প্রথমে বিবেচনা করা যাক। এই দফায় কারখানার পরিচালনার জন্য ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাড়া, বিদ্যুৎ খরচা, কলকব্জা ও বাড়ীঘরের মূল্যাপকর্ষ, বীমার প্রমিয়াম ইত্যাদি ধরা হইয়াছে। কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য এই ব্যয় করা হয় না—সমস্ত শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের জন্যই এই ব্যয় হইয়া থাকে। কাজেই এই সব দফায় মোটমাট যে ব্যয় হয় তাহা বিভক্ত করিয়া কোন শিল্পদ্রব্যের উপর মোট ব্যয়ের বেশী অংশ এবং কোন শিল্পদ্রব্যের উপর কম অংশ ফেলা হইয়া থাকে। কি পদ্ধতিতে এই ব্যয়ের কত অংশ কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের উপর ফেলা হইবে তৎসম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। কোন শিল্পদ্রব্যের ব্যাপারে উহার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের যত মূল্য পড়ে তাহার একটা অংশ (ধরা যাক মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ) পরোক্ষ খরচা হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু কাঁচা মালের মূল্য যদি দ্রুতগতিতে চড়িতে থাকে তাহা হইলে এই ধরণের হিসাব দ্বারা শিল্পদ্রব্যের পড়তা সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কোন শিল্পদ্রব্যের ব্যাপারে আবার প্রাথমিক খরচার উপরে মজুরীর হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া (ধরা যাক মজুরীর সমপরিমাণ টাকা) এই শিল্পদ্রব্যের পরোক্ষ খরচা ধরা হয়। কিন্তু উহাতেও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে এবং এই ভাবের হিসাব দ্বারাও অনেক সময়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। মোটের উপর কাঁচা মালের মূল্য এবং এই কাঁচা মাল হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে মজুরী ছাড়া কারখানাতে পরোক্ষভাবে অতিরিক্ত যে ব্যয় হয় তাহার কত অংশ কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের উপর ধরা হইবে তাহা কাঁচা মালের মূল্য, মজুরীর প্রকৃতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এবং এক এক ক্ষেত্রে এক এক প্রকার পদ্ধতিতে উহার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে হয়। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কারখানায় পরোক্ষভাবে যে সমস্ত ব্যয় হয় তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যয় আছে যাহা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন হইয়াছে—এরূপ বুঝা যায়। উক্ত ব্যয় অনায়াসে ঐ শিল্পদ্রব্যের উপর ফেলা চলে।

শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে ব্যয় হয় তাহার তুলনায় হেড অফিসের ব্যয় এবং শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যয় অনেক কম। কাজেই এই ব্যয়ের কত অংশ কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের উপর ফেলা হইবে তাহার সমস্যা তত জটীল নহে। তবে এই ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন, কাজের জটীলতা, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের সময় ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সাকুল্য ব্যয় বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের উপর ভাগ করিয়া দিতে হয়। এই ভাবেই শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের পড়তা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের খরচার সঠিক পরিমাণ নির্দ্ধারণ এবং উহার বিক্রয়ের পড়তা নির্ণয় একটী অত্যন্ত জটীল ব্যাপার। সংবাদপত্রের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার সম্যক আলোচনা সম্ভবপর নহে। এই জন্য বহুবিধ প্রকার ফরমে হিসাব রাখা এবং বিভিন্ন হিসাব বহির সাহায্যে এই সমস্ত হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া খরচা সম্বন্ধে সঠিক হিসাব বাহির করা প্রত্যেক কারখানার কষ্টিং বিভাগের কাজ। এই বিভাগের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে এক প্রকার কিছুই বলা হইল না। এখানে পড়তা নির্ণয় সম্বন্ধে সামান্য আভাষ মাত্র দেওয়া হইল। ইংরাজী ভাষায় Costing বা পড়তা নির্ণয় সম্বন্ধে অগণিত পুস্তক রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই সম্পর্কিত যে কোন পুস্তক পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আমরা এইখানেই উপসংহার করিলাম।

নিষ্প্রদীপ রাত্রি

গৃহ-সংসার রক্ষার দায়িত্ব নিষ্প্রদীপ রাত্রির অন্ধকারে আরও গুরুতর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আশঙ্কার সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্রয় না দিয়া দায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আসন্ন বিপদে অথবা বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে নিজের প্রতি ও প্রিয়জনের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য ভুলিবেন না। আর্থিক সংস্থানের দ্বারা আপনি আপনার ভবিষ্যৎ জীবন নিরুদ্বিগ্ন করিতে পারেন, আর মৃত্যু বা ধ্বংস হইতে নিজে নিস্তার না পাইলেও যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ভার অনায়াসেই লাঘব হইতে পারে।

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র ভবিষ্যতের আর্থিক সংস্থান। বিপদ কাটিয়া গেলে আপনি ইহাতেই আবার নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবেন এবং আপনার অথবা আপনার অবর্ত্তমানে প্রিয় পরিজনের সংসার-যাত্রার পথ সুগম হইবে।

জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে অতি-বিলম্বের ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবার অবকাশ নাও মিলিতে পারে।

এই সঙ্কটের দিনেও হিন্দুস্থান ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে। ১৯৪১ সালে **নূতন বীমার** পরিমাণ ছিল প্রায় তিন কোটি টাকা, **মোট চলতি বীমা** আঠার কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকার উপর, **বীমা তহবিল** চার কোটি তেইশ লক্ষ টাকার উপর, **মোট সম্পত্তির** পরিমাণ চার কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকার উপর, **দাবীশোধের পরিমাণ** প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার উপর এবং **প্রিমিয়ামের আয়** ছিল প্রায় এক লক্ষ টাকা। হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সারবান, লাভজনক এবং পারিবারিক সচ্ছলতার ও জাতির আর্থিক উন্নতির সহায়ক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

যুদ্ধ ও জীবন-বীমা

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ের জন্য জীবন-বীমা—সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে দরিদ্রের পক্ষে ব্যাঙ্ক এবং ধনীর পক্ষে সঞ্চয়ভাণ্ডারের মত উপকারে আসে। কারণ জীবন-বীমা করে' সামান্য প্রিমিয়াম দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য মোটা টাকার একটা সংস্থান করে নিতে পারা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে' আজকাল আমাদের চিন্তার ধারা—জীবন কি করে এ যাত্রা রক্ষা পেতে পারে এই দিকেই নিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয়। কিন্তু যদি রক্ষার কথাই ওঠে তাহলে শুধু জীবনটাকে বাঁচানর কথাই বা উঠবে কেন? জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে বা বিকলাঙ্গ জীবনকে কোনোরকমে তুতিয়ে-পাতিয়ে রেখে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না, যদি না জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার মত রসদের ব্যবস্থা থাকে। যুদ্ধের দিনে তাই কি করে বাঁচব এই কথাটা বড় নয়—কি করে বেঁচে থাকব, এই কথাটাই বড় এবং সেই কারণেই আর্থিক সংস্থান বা আর্থিক সংরক্ষণের কথাটাও আজ আমাদের সম্মুখে একটা প্রধানতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিরদিনই মিতব্যয়িতা আমাদের কাছে একটা শিক্ষণীয় বিষয়—এটাকে আজ অভ্যাসে পরিণত করার প্রয়োজন একান্ত হয়ে উঠেছে। সব দিক দিয়ে কি করে' মিতব্যয়ী হওয়া যায়, এই কথাই আজ আমাদের ভাবা দরকার। প্রাত্যহিক জীবনের পক্ষে সর্ব্বদা প্রয়োজন এমন দ্রব্যসম্ভারের মিতব্যয় ও সঞ্চয় যেমন আজ অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে, তেমনি অর্থের মিতব্যয় ও নিয়মিত সঞ্চয়ের দায়িত্বও আজ আমাদের জীবনে গুরুতরভাবে দেখা দিয়েছে। আজকার দিনে তাই জীবন-বীমার বাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে আমাদের বাঙলা দেশের তথা ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঘরে ঘরে। এইখানে এক মহান কর্ত্তব্য পালনের সুযোগ লাভ করেছেন আমাদের বীমা-কর্ম্মি-গণ। দেশের স্বাভাবিক অবস্থার সময় আমরা অর্থাৎ বীমা-কর্ম্মীরা মিতব্যয়িতার স্বপক্ষে অনেক প্রচারকার্য্য চালিয়েছি—এখন সেকথা আমরা আরো দৃঢ়ভাবে প্রচার করতে চাই, কারণ সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের সময় জীবন-বীমার মত এমন সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার পরিকল্পনা এবং জীবন রক্ষা ও পালনের এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা আর্থিক বিজ্ঞানে আর দ্বিতীয়টি নেই। ইহা আমাদের একটা ধারণা বা মতবাদ নহে—গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে সেটা অবিসম্বাদী প্রামাণ্য বলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে গেছেন যে, জগতে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হচ্ছে—মানুষের সাধারণ বুদ্ধির একান্ত অভাব। এই জন্যই জীবনের অনিশ্চয়তা, যা' জগতে সব চেয়ে নিশ্চিত, সেটা মানুষকে বুঝাবার জন্য এযাবৎ এত কালি, কাগজ ও মগজের খরচ করতে হ'য়েছে।

আজ আপনার জীবন-বীমার যোগ্যতা আছে, কাল সেটা নাও থাকতে পারে। তাহলে আজই, এই মুহূর্ত্তেই আপনি কেন জীবন-বীমার দানকে মাথা পেতে নেবেন না? জীবনের অবেলায় অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে যদি আপনি অনুশোচনা করেন, তখন কি আপনার কাছে বর্ত্তমানের আলোকোজ্জ্বল দিনগুলি আবার ফিরে আস্‌বে?

জীবন-বীমার দাবীর টাকা যে ঠিকমত পাবেন না—এ সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। কারণ যে কোনো আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার মত সঙ্গতি জীবন-বীমার আছে। যুদ্ধ-জনিত অস্বাভাবিক দুর্য্যোগের মধ্যেও জীবন-বীমা তার অন্তর্নিহিত শক্তির বলে আত্মরক্ষা করে এসেছে। যুগ যুগ ধরে জীবন-বীমা যে আর্থিক বনিয়াদের উপর তার ইমারত গড়ে' তুলেছে, যুদ্ধের সময় বা তার পরে বিপর্য্যয়ের যে ঝড়ই উঠুক না কেন, সে তা জোরের সঙ্গেই প্রতিরোধ করতে সমর্থ হ'বে। আজকের দিনে চাই আমাদের মানসিকতা ও মননশীলতার পরিবর্ত্তন—যা'তে করে' আমরা অনায়াসে বর্ত্তমানকে সম্যক ও সহজ-ভাবে বুঝে নিতে পারব! বাহিরের অবস্থায় মনের যে ভাবান্তর হয় তাকেই আমরা বলি তৎকালিক মনোভাব। বর্ত্তমানের দুর্য্যোগ আমাদের মনকে যে নাড়া দিয়ে গেছে তার পরিচয় দিতে পারি আমরা আমাদের কাজে। না হয় মেনে নিলাম আমাদের বিচারবুদ্ধি আছে—কিন্তু সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত কৈ?

আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতাই সাক্ষ্য দেয় যে জীবন-বীমা যুদ্ধের সময় জাতির আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় রাখে, এবং তার পরবর্ত্তী-কালে উন্নতিমূলক গঠনকার্য্যেও বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। আমরা একথা খুব জোরের সঙ্গেই বল্‌তে পারি যে যুদ্ধকালে ও যুদ্ধ-অবসানের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার সঙ্গে এঁটে ওঠার পক্ষে জীবন-বীমার মত এমন আর্থিক প্রচেষ্টা আর কিছু এখনো পর্য্যন্ত পরিকল্পিত হয় নি। দেশের মধ্যে সমাজ সেবার দিক দিয়ে তাই জীবন-বীমার স্থান অনেক উঁচুতে। ঘোরতর দুর্গতি ও দুর্দ্দশার মধ্যে জীবন-বীমাই কেবল আশার বাণী শুনাতে পারে। যে কোনো সঙ্কটের মধ্যে মনকে উৎসাহিত ও সুস্থির রাখতে পারে একমাত্র জীবন-বীমা।

কেহ কেহ এমনো বলে থাকেন যে এই প্রতিকূল ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে জীবন-বীমা করার কথা ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যাও কম নয় যাঁরা সঙ্কট এসেছে বলেই বিশেষভাবে জীবন-বীমার সংস্থান করতে আজ তৎপর হয়েছেন। একটা আপত্তি অনেক সময় আমরা শুনে থাকি যে জীবন-বীমা কিনে ঝক্কি নেওয়ার চাইতে সেই টাকায় কোম্পানীর কাগজ কেনা উচিত। কিন্তু অধুনা-প্রবর্ত্তিত বীমা-আইনের ফলে বীমা কোম্পানীগুলিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ কোম্পানীর কাগজের ক্রেতা ও মালিক। এ আপত্তি সেই কারণেই অমূলক।

এ যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বিদেশী কোম্পানী-গুলির নূতন বীমার কাজ দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। নীতি এবং কার্য্যপদ্ধতির দিক দিয়ে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে আমরা অনুসরণ করে থাকি। অতএব এ বিষয়েই বা তাদের উদাহরণ আমরা মেনে চলব না কেন?

ক্যানাডাতে শতকরা ২৭ জন এজেন্ট কম হওয়া সত্ত্বেও (কারণ অনেকেই যুদ্ধে যোগদান করেছেন) নূতন বীমার পরিমাণ হয়েছে শতকরা ১৯ ভাগ বেশী। গ্রেটব্রিটেনেও নূতন বীমা এ বছর শতকরা ১৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ভাবে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে পৃথক-ভাবে তালিকাভুক্ত করে দেখান যায় যে প্রত্যেক কোম্পানীতেই জীবন-বীমার পরিমাণ এই যুদ্ধের বাজারে সমানে বৃদ্ধির দিকেই চলেছে।

এই যুদ্ধের বাজারে মানুষের ক্রয়-শক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রমাণ আমরা

পাচ্ছি ক্রমবর্দ্ধিত উচ্চ মূল্যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিসপত্র অম্লানবদনে কেনার দিক দিয়ে। সেই ক্রয়-শক্তির কিছুটা যদি আমরা আজ জীবন-বীমার দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি—তাহলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত-ভাবে দেশের আর্থিক কল্যাণ সাধন করা হবে। যুদ্ধের পরে আমাদের আর্থিক সংগঠন কি ভাবে হবে না হবে সে ত পরের কথা—তার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু সকল সময়েই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানর সার্থকতা সম্বন্ধে কারো সঙ্গে কোনো মত-বিরোধ হতে পারে না।

অর্থনৈতিক অনেক সমস্যার সমাধান ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নহে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় সমস্যার সমাধান যে কোনো মানুষই করতে পারে। জীবন-বীমা মানুষের জীবনের মূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং সঞ্চয়ের যে কি সার্থকতা তাও মানুষকে বুঝিয়ে দেয়। যুদ্ধের সময়ে জীবন-বীমায় যে সঞ্চয়-ভাণ্ডারের সৃষ্টি হল—তা থেকে যুদ্ধের পর নিজের এবং প্রতিপাল্যগণের অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হ'তে পারবে। সেই জন্য ব্যক্তির এই সুবুদ্ধির কার্য্যটি ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যে কল্যাণের পথ খুলে দিলে সেই দিক থেকে জীবন-বীমায় সমাজ সেবার পরিপূর্ণ সার্থকতা আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে সমাজের আত্ম-সংরক্ষণ শক্তি এবং জীবন-বীমা বিজ্ঞানসম্মত সুপ্রণালীবদ্ধ সঞ্চয় ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন-বীমার প্রয়োজন তাই পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। ইহার দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের ও জাতির স্বার্থ সংরক্ষিত হয় বলেই যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে জীবন-বীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা সমানই থেকে যায়।

উপার্জ্জনের কিছুটা অংশ এবার থেকে সঞ্চয় করে রাখব—এ রকম মৌখিক ইচ্ছা অনেকেই প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ'—মনের ইচ্ছা মনেই থাকে—আয় বৃদ্ধির অঙ্কের সঙ্গে সমানে তাল ঠুকে এগিয়ে চলে ব্যয়ের অঙ্ক; এইখানেই আসে জীবন-বীমার প্রয়োজনের কথা। মনে করলাম মাসিক আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করব—কিন্তু এ সঞ্চয় করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু প্রথম প্রিমিয়ামের টাকা দিয়ে এক হাজার টাকার পলিসি পাওয়ার পর—যখন আবার প্রিমিয়াম দিবার তাগিদপত্র আসে তখন প্রথম প্রদত্ত টাকাটা বজায় রাখার ইচ্ছা প্রত্যেক ব্যক্তিরই হয়ে থাকে—কারণ আংশিক চাঁদা দিয়ে সম্পূর্ণ টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বীমা কোম্পানী—আকস্মিক মৃত্যুর ঝক্কি গ্রহণ করে থাকেন বীমা কোম্পানী। বীমাকারীর পক্ষে এটা কম সুবিধার কথা নয়। জগতে সব চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা যে মৃত্যু—সেটা যে কোন্ মুহূর্ত্তে এসে পড়বে কেউ তা জানে না এবং তার কোনোও নিশ্চয়তাই কেউ দিতে পারে না—অথচ সেই অনিশ্চিত ঘটনার ফলে পরিবার-বর্গ যাতে হঠাৎ পথে না বসে তার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাই হচ্ছে জীবন-বীমা। নিজে বেঁচে থাকলেও শেষ জীবনে জীবন-বীমার টাকায় অভাব অনটন ঘুচতে পারে এবং ভবিষ্যতে কি হবে, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবার-বর্গ কি খাবে, কি পরবে, কোথায় মাথা গুঁজে থাকবে? আমি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকলে উপার্জ্জনহীন সে দিনে আমারই বা উপায় কি হবে—জীবন-বীমা করা থাক্‌লে এসকল দুর্ভাবনায় মানুষকে আর অস্থির হতে হয় না।

জীবন-বীমার সব চেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আত্মনির্ভরতার শক্তি। স্বেচ্ছাকৃত বলেই জীবন-বীমার প্রতি প্রত্যেক সভ্য মানুষ আজ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। মানুষ আজ তার যথা-যোগ্য মর্য্যাদা দিতে শিখেছে বলেই জীবন-বীমার মহত্ব বেড়ে চলেছে;—কারো জুলুমে নয়, কোনো আইনের চাপে নয়, কারো দয়া বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে নয়,—কেবল মানুষের সেই চির পুরাতন সদ্‌গুণ আত্ম-নির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের বলেই। স্বাধীন চিত্তে নিজের ক্ষমতার প্রতি আস্থাবান থেকে নিজের উপার্জ্জন থেকে সঞ্চয় করে রাখাই হচ্ছে জীবন-বীমা। এতে মানুষের মনের বল বাড়ে; ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চিত দিনগুলি নির্ভাবনায় কাটবে এই সান্ত্বনায় মানুষ স্বভাবতঃই মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে যায়। যে কোনো দুর্য্যোগ আসুক, দুর্দ্দিন আসুক আমার সঞ্চিত অর্থের আনুকূল্যে আমি বাঁচব, আমার প্রিয়পরিজনেরা বাঁচবে—এই আশায় মানুষ বর্ত্তমান যুদ্ধের ভয়াবহ পরি-স্থিতির মধ্যেও আশান্বিত থাকতে পারে। যুদ্ধের অবসান ঘটলে যদি বা কোনো অভাবিত আর্থিক পরিবর্ত্তন এসে সংসারকে সমাজকে বিপর্য্যস্ত করে দেয়—তখন জীবন-বীমার সঞ্চিত টাকায় যে ব্যক্তি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার ভরসা রাখে—এখন থেকেই সে সকলের মধ্যে মাথা উঁচু করে বেড়াতে পারে। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের ঝক্কি ও বিপদের কথা ভাব্‌লে, স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা জীবন-বীমার প্রয়োজন বর্ত্তমানে আরো বেশী আছে বলে মনে হয়।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—২২নং ক্ল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ঃ—কলি ঃ ৪৮৬১

—শাখাসমূহ—

টালা, দমদম,
বরানগর,
আলমবাজার,
দেওঘর।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ বি সি দাস, এম, এ, বি, এল।

দাদুর গল্প

[শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

কোনও এক দাদু দুপুরে বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় নাতনিরা আসিয়া ভিড় করিল। বৌমা মেয়েদের তাড়া করিবার জন্য ছেলে কোলে আসিয়াছিলেন। ছেলে দাদুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে বৌমার সঙ্কল্প এবং শাসন দুইই বিফল হইল।

বড় নাতনি বলে উঠলো—'আমাদের বল্‌লে দাদুকে ঘুমোতে দে, কিন্তু খোকনের বেলা দোষ নেই? তুমিই ত তাকে দাদুর কোলে তুলে দিলে?' মা হাসিয়া হার মানিয়া গৃহান্তরে গেলেন। নাতনিরা বলে উঠলো, দাদু গল্প বল?

দাদুকে রোজই নিত্য নূতন গল্প বানাইয়া বলিতে হয়। দাদু নাতিটিকে কোলে নাচাইয়া বলিতে লাগিলেন,—'খোকন আমাদের সোনা'—পরের চরণ সেকরা ডেকে মোহর কেটে দানা গড়াইবার কথা মনে হইতেই মনে মনে প্রতিক্রিয়া হইল। এই বাজারে মোহর কেটে দানা গড়াইবার কথা গল্পচ্ছলেও মুখ দিয়া বাহির হইল না। পক্ষান্তরে সত্য ঘটনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—

খোকন মোদের সোনা
ঘরেতে নাই দানা

নাতনিদের প্রশ্ন হইল,—'দানা কি দাদু?'

যে অর্থে দাদু দানা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নাতনিদের বুঝাইতে অসুবিধা হইবে বলিয়া দাদু বলিলেন—গরু ঘোড়াতে খায় দানা।

নাতনিরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, বাঃ রে, আমাদের খোকন ভাই কি দানা খাবে? বল দাদু, 'সেকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেবো দানা।'

এমন সময় মা আসিলেন, কারণ খোকনকে না নিলে বৃদ্ধ শ্বশুরের বিশ্রাম হইবে না। মাকে দেখিয়াই মেয়েরা বলিয়া উঠিল—মা, তোমার কাছে মোহর আছে দাও, খোকন ভাইয়ের গয়না হবে। মা বললেন, আছে একখানা, আমি তোমার ঠাকুরমা'র কাছে পেয়েছি। তুলে রেখেছি, খোকনের বউ এলে পাবে।

মায়ের কাছে বেশী আবদার চলে না। দাদুকে বললে, দাদু বাজারে গিয়ে একটা মোহর কিনে আনলে হয় না? কাল ত বাবা মাইনে পেয়ে এক তাড়া নোট মায়ের কাছে রেখেছে?

দাদু বললেন—ও মাইনের টাকাতে এখন আমাদের কুলোয় না, কি দিয়ে মোহর কিনব?

নাতনিরা বললে, বইতে যে লিখেছে? বইতে কি মিথ্যা কথা লিখে?

দাদু বল্‌লেন, যখন লিখেছিল, তখন সত্যই ছিল, এখন মিথ্যে হয়ে গেল। নাতনিরা বললে, সত্য কি কখন মিথ্যা হয়? যেমন তুমি আমাদের দাদু, সত্যিকারের দাদু, এ কি কখন মিথ্যা হয়?

দাদু এবার ধাঁধায় পড়ে গেলেন। ষাট বছরের বুড় ছ' বছরের নাতনির প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেন না বলে, বলে ফেললেন—তোমার বাবার মাইনে দিয়ে মোহর কিন্‌লে আমাদের সকলের 'দানাপানি' বন্ধ হবে।

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস:
৩।১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—কলিঃ ১১২২ ও ১১২৩

উত্তর কলিকাতা শাখা:—
১৫৬, অপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

চেয়ারম্যান:
শ্রীযুক্ত মুরারিচরণ লাহা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:
শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ বিশ্বাস।

দানাপানি কি দাদু ?

আমরা যা খাই। যেমন চাউল, দাইল এইসবকে এক কথায় দানাপানি বলে।

কেন এমন হল ?

বুদ্ধির দোষে।

কার বুদ্ধি ?

রাজা উজীরের বুদ্ধি।

বল দাদু এই উজীরের গল্প বল।

একটা দেশ ছিল তার দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে পাহাড়। সেদেশের আকাশে চাঁদ উঠে। চাঁদের পাশে তারারাও উঁকিঝুকি মারে। আঁধার রাতে তাদের খুবই সুন্দর দেখায়। নদীর জলে কুমীর আছে। পুকুরের জলে মাছ আছে। সুন্দর বন আছে, সেই বনে বাঘ আছে। বর্ষার জল উত্তর থেকে দক্ষিণে গড়িয়ে যায়। সেইজন্য সেই দেশের দক্ষিণ দিকটার নাম 'ভাঁটি', উত্তর দিকটার নাম 'উজান'। উজান-ভাঁটিতে ধান হয়, পাট হয়, তরিতরকারী হয়। গেরস্ত বাড়ীতে লাউ কুমড়ার মাচা আছে, মাচাতে ঢের ঢের কদু ফলে। গুণী লোকেরা লাউ-কদুর ফটো তুলে দেখায়—যেন সকলেই কদু ফলায়। এই উজান-ভাঁটিতে আগে নৌকা চলত, এখন জাহাজও চলে। দেশের লোক কালো, দু'চার জন ফরসা। তাদের মুখে হাসি-কান্না দুইই আছে।

তুমি বানিয়ে বলছ দাদু ?

না সত্যি বলছি।

তবে বল।

সেই দেশের ডান পাশে একটা দেশ ছিল, যেদেশের লোকেরা চ্যাং মাছ ও ব্যাং শুকিয়ে খায়। এই চ্যাং-ব্যাংএর দেশটাতে লড়াই সুরু হয়ে গেল। উজান-ভাঁটির দেশের লোকেরা ভাবল, 'যদি লড়াইটা আমাদের দেশে এসে পড়ে'; তাই তারা হক বেহক নানা রকম ভেবে একজন উজীর ঠিক করে নিলে। দেশের লোক ভাবল এবার যখন আমাদের হক উজীর হয়েছে তখন আর আমাদের ভাবনা কি ?

হক কি দাদু ?

হক মানে ঠিক।

বেহক কি দাদু ?

বেহক মানে অঠিক। উজান-ভাঁটির সব লোক ঢেঁড়া পিটিয়ে বলতে লাগল, 'হউক না চ্যাং-ব্যাংএর দেশে লড়াই, আমাদের ভয় নাই, ভয় নাই, আমাদের উজীর আমাদের হক পথে চালিয়ে নিবেন।' ক্রমে সেদেশে চা'লের অভাব হল। লোকের দুঃখে কষ্টে ভয়ে দিন কাটতে লাগল। উজীরের হক কথায় লোকের বিশ্বাস কমে আসল। কারণ রাজসভায় উজীর কখন কখন নাহক কথা বলে ফেলেছিলেন।

নাহক কি দাদু ?

অনাবশ্যক কথা।

বাজে কথা ?

হাঁ ভাই।

সে দেশের বাঁ দিকে একটা দেশ ছিল, আগে তাদের ছাতুর দেশ বলত, এখন তাদের দানার দেশ বলে। কারণ ওদেশের দানাপুরের লোকেরা দানা না পাঠালে উজান-ভাঁটির দেশের লোকদের মুখে 'দানাপানি' উঠে না। সেদেশে আবার হক বেহক কোন উজীরের বালাই ছিল না। রাজপুরুষ তাই বলে দিলেন, আমার সীমানার বাইরে একটি দানাও যেতে দেওয়া হবে না।

সে দেশের উত্তরে ডান দিকে একটা দেশ আছে, সেটার নাম অহম দেশ। সেখানকার রাজা উজীর একজোট হয়ে বললেন, তোমাদের ক্ষিধে পায় আমাদের চা আছে পান কর, ক্ষুধা মাত হবে। চিনি না পাও লবণ দিয়েই গেলাস গেলাস মেরে দেও। দানার কথা তা মুখেও এনো না। যদি বা আমাদের ঘরে কিছু দানা আছে, যেমন গেয়ো যোগী ভিখ পায় না, তোমরা প্রতিবেশী বলে পাবে না। যদি দান করতে হয় তবে বড়র মান রেখে দূরে দান করব।

হক উজীরের বাড়ী ছিল দক্ষিণে ভাঁটির দিকে। সেখানকার লোকেরা ধান ফলাইয়াও যখন নৌকা অভাবে চাউল না পাইয়া বিঘোরে মরিবার পথে বসিল তখন উজীরের চোখে জল আসিল, কিন্তু উপায় কি ? তাঁহার হক কল্পনা যাহারা বেহক করিয়া দিল তাহাদের উপর চটিয়া গিয়া তিনি রাজসভায় নাহক কথা বলিলেন, মনের দুঃখে বনে যাবেন।

দেশের লোক তখন আর হক কথা শোনে না। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে দেশের লোকের মনের দিকে না চাহিয়া দয়ার শরীর উজীর মহাশয় যে দেশের লোকেরা ওদেশের সীতাকে চুরি করেছিল, সেই রাক্ষসদের অনেক চাউল পাঠিয়েছিলেন। তখন দেশের লোক চুপ করেছিল। কিছু বলে নাই; কিন্তু মনে মনে রেগেছিল। এবার ফসল উঠতেই যার হাতে যেমন টাকা ছিল এবং যারা চাষ আবাদ করে, সকলে একজোট হয়ে দেশের ধান চাউল সব গোলাজাত করে দিল। যারা পরের জমিতে খেটে খায়, যারা চাকুরী করে তারা না খেয়ে মরার মত হল। যেখানে এক টাকায় এক ধামা চাউল পাওয়া যেত, সেখানে পাঁচ টাকার দরকার হল।

উজীর মনে করলেন, দেশে ত এখন চাউল অভাব হয়নি দাম বেড়েছে। তা হোক, আমি টাকা শস্তা করে দিব। তোষাখানায় হুকুম হল নোট ছাপ। লোকের মাইনে মজুরী বাড়িয়ে দেও। লোকের মাইনে মজুরী বেড়ে যেতে দেশময় হাহাকার একটু কমল বটে, কিন্তু ওটা ঠিক হল না।

প্রথম প্রথম লোকে চা'ল ডা'ল বেচে টাকা নিয়ে জড় করতে লাগল। সব কাগজের টাকা নোট। গেরস্ত বউ বলে উঠলো, ওগো কত্তা, এ যে কেবল ছাপার কাগজ ? রূপোর

দি মডেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—১৯১৪

হেড অফিস—২৫নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল—৫৫১১

— শাখাসমূহ —

স্থানীয়: উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা
মধ্যপ্রদেশ: রামানুজগঞ্জ, অম্বিকাপুর
বিহার: কাটিহার, আরারিয়া

সুদের হার

চল্‌তি আমানত বৎসরে—১%
সেভিংস ব্যাঙ্ক বৎসরে—৩%

—স্থায়ী আমানত—

৬ মাসের জন্য—৪%
১ বৎসরের জন্য—৫%
২ বৎসরের জন্য—৫½%
৩ বৎসরের জন্য—৬%

—পেট্রন—

হিজ হাইনেস মহারাজা অব সীরগুজা

ম্যানেজিং ডিরেক্টারস্—

মিঃ এস বিশ্বাস, : মিঃ এ, কে, চন্দ।

টাকা কই? গেরস্ত বললে, টাকাত ঢের এনেছি বউ, কিন্তু রূপার টাকা নেই। বউ বললে এই নোটের তাড়া দিয়ে আমি কি করব? উঁই, ইঁদুরে নষ্ট করবে যে? আমার গলার একটা সোনার হাঁসুলি গড়িয়ে দাও। এই বলিয়া এক তাড়া নোট কত্তার পায়ের কাছে ফেলে দিলে। সন্ধ্যাবেলা কত্তা ফিরে এসে খবর দিলে "এই এক তাড়া নোটেও তোমার সোনার হাঁসুলি হবে না।" গেরস্ত বউ বললে "সেকি, গেল বারে রামের মা ৪০ মণ ধান বেচে সোনার হাঁসুলি গড়িয়েছে। আর তুমি আমার ৫০ মণ সোনার ফসল বেচে দিয়েছ।" গেরস্ত বললে "সোনার দামও তেমন বেড়ে গিয়েছে; তার উপরে সেকরা বললে সোনার হাঁসুলি গড়িয়ে দিতে পারি যদি তুমি আমায় ৫০ মণ ধান দিতে পার।' ধানের বদলে সোনা দিব? তাই বলে কাগজের বদলে সোনা দিব না। আমার সামনেই পুব পাড়ার বামনদাস এক গাড়ী ধান দিয়ে দুভরি সোনা নিয়ে এল।"

গেরস্ত বউ চেঁচিয়ে উঠলো, মাগো এই নোট দিয়ে তবে কি হবে? এই নেও তোমার নোটের তাড়া, যা দিয়ে সোনা পাওয়া যায় না তা আর আমি সিন্দুকে তুলব না। কত্তা বললেন, এবারে তুলে রাখ; এখন থেকে চাষের জিনিষ যে যা চাইতে আসবে, তাকেই জিনিষের বদলে জিনিষ দিতে হবে। নতুবা কোন জিনিষ আর ছাড়ব না। হ'তে হ'তে এমন হ'ল মাঠে হাল চষে চাষী ধান চাউল মজুরী নেয়। চাষী বৌ বাপের বাড়ীতে বেড়াতে যায়, নৌকার মাঝিকে মজুরী বাবদ চাউল দাইল দিতে হয়। ছেলে মেয়ে পাঠশালায় পড়ে, গুরুমশাই এবং দিদিমণিদের মাসকাবারে যার বাড়ীতে যেমন ফসল হয় তাই দিয়ে মাইনে শোধ করে।

আচ্ছা দাদু আমরা যদি এমন দেশে গিয়ে পড়ি তা হলে আমরা দিদিমণিদের কি দিব? আমাদের যে চাষ নেই?

তোমার পাঠশালার দিদিমণিরা যদি তোমার মাইনের টাকা নগদ না নিয়ে কোন জিনিষ চান তবে ত আমরা মুস্কিলেই পড়ব। কারণ তোমার বাবা প্রতিমাসে বেতনের টাকা পান, তাই দিয়ে আমরা সব কিনে নেই। আমাদের দেশের রাজার ব্যবস্থা ভাল, টাকা দিলে সবই পাওয়া যায়।

ধরে নেও দাদু, আমরা যদি সেই উজান-ভাঁটির দেশে গিয়ে পড়ি তবে কি হবে? দাদু বললে, সেরূপ দেশে গিয়ে পড়লে আর তোমার পড়া হবে না। তোমার বাবা মাইনের বদলে যা কিছু চাল ডাল পাবেন তা খেতেই কুলাবে না। তোমার বই যোগাড় করবার জন্য তুমি আমি রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেব।

নাতনি। যে দেশে ঘুঁটের বদলে বই দেয় সে দেশে যাব না।

দাদু। আমিত তোমায় সে দেশে যেতে বলি নি। তুমিই বলেছিলে যদি সে দেশে গিয়ে পড় তাহলে কি হবে? যে দেশে রাজার শাসনের উপর লোকের বিশ্বাস থাকে না, সে দেশের লোকেরা কাজ চালাবার জন্য পাড়াপড়শীরা সব মিলে যার বাড়ীতে যা বাড়তি জিনিষ থাকে এবং যার যে জিনিষ নেই তার সাথে অদলবদল করে নেয়।

নাতনি। আচ্ছা দাদু সে দেশে সিনেমাতে ছবি দেখায়?

দাদু। হাঁ, সিনেমার দরজায় থলে হাতে লোক দাঁড়িয়ে থাকে, যারা ফার্ষ্ট ক্লাসে যায় তারা একসের চা'ল, যারা সেকেণ্ড ক্লাসে যাবে তারা আধসের চা'ল, আর যারা গ্যালারিতে যাবে তারা এক পোয়া চা'ল থলেতে ঢেলে দেয়, বদলে টিকেট কেনে।

নাতনি। সে দেশে রেলের টিকেট কি দিয়ে কিনে?

দাদু। হয়ত চা'ল দিয়ে কেনে।

নাতনি। সে দেশের লোকেরা গ্রামের বাড়ীতে যায়?

দাদু। হাঁ যায়।

নাতনি। তাহলে ত দূরের টিকেট কিনতে গাড়ী গাড়ী চাল ষ্টেশনে জমা হয়?

দাদু। তাই হবে।

নাতনি। সে দেশে কলকাতার মত পথে পথে গরু আছে।

দাদু। হাঁ আছে।

নাতনি। গরুগুলা ষ্টেশনে ঢুকে চা'ল খেয়ে ফেলে না?

দাদু। লাল পাগড়ি গরু তাড়িয়ে দেয়।

নাতনি। লাল পাগড়ি কেন নোট ভাঙ্গিয়ে দেয় না? তা হ'লে ত লোকের এত হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না।

দাদু। সে দেশের লোকগুলা ভারি দুষ্ট, তারা হাটে ঘাটে মাঠে বনে জঙ্গলে সব জিনিষ অদল-বদল করে। এদের মধ্যে নোট চালাবার জন্য অত লাল পাগড়ি কোথায় পাবে।

নাতনি। আচ্ছা দাদু সে দেশের লোক কাঁচের চুড়ি পরে? তারা ঠোঁটের রং পায়ের আলতা কেনে? কি দিয়ে কেনে?

দাদু। যা'র বাড়ীতে যা বদলে দেবার থাকে তাই দিয়ে কেনে?

নাতনি। বুঝেছি সেদিন যেমন ঠাকুর-মা আমাদের কতগুলা পুরানো বাসন দিয়ে খোকনের দুধের বাটি ও ঝিনুক বদলে নিয়েছে। নগদ পয়সা দিতে হয় নি।

দাদু। ঠিক তাই, সে দেশে মজুর মজুরী খেটে সন্ধ্যাবেলা পয়সার বদলে মুনিবের কাছ থেকে চাল ডাল তেল নুন নিয়ে যায়।

নাতনি। তাই নাকি? সে দেশ কত দূরে?

দাদু। অনেক দূরে।

নাতনি। না দাদু অনেক দূরে নয়, হেঁটে যাওয়া যায়।

দাদু। কে বললে তোমায়?

নাতনি। তুমি কেবল গল্প বলতে জান, দেশটা কোথায় জান না? আমি জানি, পারুলের বাবা সে দেশের একটা কলে কাজ করতে যায়। শনিবার দিন ফেরবার সময় মজুরীর বদলে চা'ল, ডা'ল, তেল, নূন, কেরোসিন, চিনি, এই সব মোট ব'য়ে নিয়ে আসে।

দাদু। তুমি কি করে জানলে?

নাতনি। বাঃ রে, সেদিন পাঠশালায় দিদিমণি বলছিলেন তাঁর চা খাবার চিনি নেই। পরদিন পারুল তাকে চিনি দিয়েছে। দিদিমণি বললেন মাইনের দিনে তিনি পারুলের মাইনে জমা দিবেন।

দাদু। তোমরা ছয় বছরে যত বেশী জানলে ও বুঝলে আমরা ছয় বছরে তার হাজার ভাগের এক ভাগও বুঝ তুমনা। (মনে মনে বললেন 'দিন আগত ঐ')

নাতনি। বল দাদু সে দেশ কতদূর?

দাদু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পাশের বাড়ীর গানের শিক্ষক মেয়েদের গান ধরাইল—"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা·····এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।" দাদুর গল্প বলাও শেষ হইল। সত্য কি?

NONE EXCELS
Western India Life
Ins. Co., Ltd. Satara
in
SERVICE
SECURITY
STABILITY
New Business completed in 1942
exceeds Rs. 75,00,000
The only Company for you to insure with or represent.

জমিদারী প্রথার বিলোপ

(শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, এম এল সি)

বঙ্গীয় আইন পরিষদের বিগত বাজেট আলোচনার সময় ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এইরূপ ঘোষণা করেন যে, ক্রমশঃ জমিদারী প্রথা বিলোপ করাই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। অবশ্য প্রথমে দুই একটি জেলায় চাষীদের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সোজা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিবার নীতি অবলম্বন করা হইবে। এই জেলাগুলিতে এই ব্যবস্থা সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে অন্যান্য জেলাতেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। জমিদারী প্রথার বিলোপ করিলে গভর্ণমেণ্ট জমিদার এবং তালুকদারদিগকে ১০ হইতে ১৫ গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিবেন।

সকলেই জানেন যে, গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে জমিদারী প্রথার বিরোধী একটি দল বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দল চাষীদের বুঝাইয়াছে যে, জমিদারদিগকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে তাহাদের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এই দলেরই চেষ্টায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে একটি নূতন আইন পাশ হয় এবং তাহাতে কৃষকদিগকে জমি হস্তান্তর প্রভৃতি ব্যাপারে কতকগুলি নূতন অধিকার দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদিগের আয়ও কমাইয়া দেওয়া হয়। বাস্তবিকপক্ষে ১৯৩৮ সনের পরে জমিদারদিগকে বিঘা প্রতি সামান্য খাজনা দিলেই কৃষকেরা নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের মত জীবনযাপন করিতে পারিত। কিন্তু এই দল ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য অগ্রণী হইল। এই দলের চাপে পড়িয়া বাংলা সরকার ভূমি রাজস্বের নূতন ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি কমিশন গঠিত করেন এবং ইংলণ্ড হইতে Sir Francis Floudকে আনাইয়া এই কমিশনের সভাপতি করেন।

দেড় বৎসরের অধিককাল পরিশ্রম করিয়া এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগের নিকট হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এই কমিশন ১৯৪০ সনের মাঝামাঝি এক রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টটি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, কমিশনের সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই প্রথম হইতেই জমিদারী প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা যে পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিয়া জমিদারী বিলোপের জন্য সুপারিশ করিবেন তাহা আগেই জানা ছিল। বাস্তবিকপক্ষে অধিকাংশ সভ্য এই মর্ম্মে সুপারিশ করিলেন যে, "কৃষকদিগের আর্থিক উন্নতির জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়া এবং রায়তওয়ারী প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃত কৃষক প্রজাদিগের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সোজা সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন।" গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে চাষী কৃষকদের সোজা সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই যে কি ভাবে তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে এবং বর্ত্তমান অবস্থাতেই কেন যে গভর্ণমেণ্ট এই উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারেন না সে বিষয়ে কমিশনের অধিকাংশ সভ্যেরা যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনার অযোগ্য বলিলে বেশী বলা হইবে না।

বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ ও গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় জমিদারদের তরফ হইতে কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিষয়ে অধিকাংশের সহিত সায় দিতে না পারিয়া রিপোর্টে একটি নাতিদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেন। ইহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদারী প্রথা বিলোপ করিবার বিরুদ্ধে সুচিন্তিত কারণ তাঁহারা প্রদর্শন করেন। অধিকাংশ সভ্যের মতামত গৃহীত হইলে কেবল যে জমিদারদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে তাহা নহে, কৃষক প্রজাদিগেরও এই সুপারিশের ফলে বিশেষ অসুবিধা হইবে। তাঁহারা দেখান যে, বাংলায় খাসমহাল অঞ্চলে কৃষকদিগের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সোজা সম্পর্কই বর্ত্তমান আছে কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে বলিয়া কেহই সাক্ষ্য দিবেন না। পরন্তু জমিদারী অঞ্চলে কৃষকদিগের সুখ সুবিধা অনেক বেশী।

গভর্ণমেণ্টের নিকট কমিশনের রিপোর্ট পেশ হইবার পর কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত গার্ণারকে এই সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিবার জন্য সাময়িক-ভাবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি কিছু দিন জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া এবং নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মতামত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রদান করেন। ইহার পর গভর্ণমেণ্ট অনেকদিন কমিশনের সুপারিশগুলি সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিবেন সেই সম্বন্ধে কোন স্থিরতা করিতে পারেন না। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক্ সাহেব দৈনিক কাগজ মারফৎ তাঁহার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেন। তাহারও কিছুদিন পরে আবার সেইরকম হঠাৎই রাজস্ব সচিব ব্যবস্থাপরিষদে উপরোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

জমি বিক্রয়

১। সেকেণ্ড সার্কুলার এভেনিউ ল্যাণ্ড স্কীম—২৬০০৲ টাকা হইতে ৪৭৫০৲ টাকা।
২। গরচা ল্যাণ্ড স্কীম—২৪০০৲ টাকা হইতে ৩৫০০৲ টাকা।
৩। বালীগঞ্জ প্লেস ল্যাণ্ড স্কীম—১৬৫০৲ টাকা হইতে ২৫০০৲ টাকা।
৪। বেহালা বুড়ো-শিবতলা ল্যাণ্ড স্কীম—৪২৫৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা।
৫। উত্তরপাড়া ল্যাণ্ড স্কীম—১৭৫৲ টাকা হইতে ২৯০৲ টাকা।
৬। ইন্দ্রপুরী স্কীম—প্রতি বিঘা ৫০০০৲ টাকা ও তদূর্দ্ধে।

বাড়ী বিক্রয়

মূল্য ২২০০০৲ টাকা হইতে ৩৫০০০৲ টাকা।

বিস্তৃত বিবরণাদির জন্য লিখুন—

ম্যানেজার,

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি।

১৬৭নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। পি কে ১৯৬ ও ৩০২০

কমিশনের অধিকাংশ সভ্য জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিবার পক্ষে সুপারিশ করিলেও জমিদার ও তালুকদারদিগকে কি হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, জমিদারী হইতে প্রকৃত মুনাফার ১০ গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়াই অনেকে সুব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন। জমিদার প্রতিনিধিরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যদি তাঁহাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের বর্ত্তমান আয় বজায় থাকে। অন্ততঃ ২০ গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ না করিলে সেই আয় বজায় থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জমিদারদের কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে। সামাজিক কল্যাণের জন্য আর জমিদারদের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। সুতরাং যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ লইয়া সরিয়া পড়াই উচিত। কিন্তু পটের অপরদিকেও যাহা দেখিবার আছে সেদিকে ইঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন না। যদি বুঝিতাম যে, জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিলেই এবং জমিদারদিগকে অপসারিত করিতে পারিলেই সমাজ এবং দেশের কল্যাণ হইত তাহা হইলে কমিশনের সুপারিশ এবং গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আমরা মানিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু বর্ত্তমানে জমিদার ও প্রজায় যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে কৃষকদিগের উন্নতি সাধনের জন্য জমিদারী প্রথা বজায় রাখিয়াও গভর্ণমেণ্ট সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা এ যাবৎ গভর্ণমেণ্ট কতখানি করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজ যে কৃষক পাট বিক্রয় করিয়া কোনই মুনাফা করিতে পারে না তাহার জন্য দায়ী কে? বলিতে গেলে এইরূপ অনেক কথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। বাংলাদেশে অনেকে সমাজতান্ত্রিক মত বিশ্বাস করেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিকতা ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বিরোধী। আমাদের দেশে কিন্তু বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেদিকে কেহ সমাজতান্ত্রিকতা সূচ্যাগ্রও প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করেন নাই অথচ জমিদারী বিলোপ করিবার জন্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ছোট বড় অনেক জমিদার ও তালুকদারও দেশের আবহাওয়া দেখিয়া ভাবিতেছেন যে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিষয় কিনিয়া লইলে তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলই হইবে। প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করা দিন দিনই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। নূতন নূতন আইন পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের উপর নূতন নূতন করভার চাপাইতেছেন। মুনাফা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রকৃত মুনাফার ভিত্তি করিয়া যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, তাহা ঐ মুনাফা আরও কমিয়া যাইবার পূর্ব্বে দিলেই ভাল। এইসব উক্তির যে সারবত্তা নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রথমতঃ অন্যায়ভাবে কেবল জমিদারদিগকেই তাঁহাদের বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার প্রচেষ্টা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া মনে করি। অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপভোগ করিয়া যাইবেন, কেবলমাত্র জমিদারেরাই তাঁহাদের সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন এইরূপ নিয়ম মানিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন। দ্বিতীয়তঃ যদি গভর্ণমেণ্ট জমিদারী ক্রয় করিবার জন্য অত ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উচিত মূল্যে অর্থাৎ অন্ততঃ প্রকৃত মুনাফার

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৩ ও ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন ঃ কলিকাতা—৬১১

— শাখাসমূহ —

ঢাকা, শান্তিপুর, রাজসাহী, রঙ্গুড়া, বালী, শিলিগুড়ি ও কালিম্পঙ্

সেবা ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সর্ব্বপ্রকার আধুনিক ব্যাঙ্কসংক্রান্ত কার্য্যাদি অভিজ্ঞ পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য হেড অফিস বা যে কোন শাখা অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—
মিঃ এস, কে, চক্রবর্ত্তী।

সিটী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২০

হেড অফিস ঃ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

ফোন ঃ
কলিকাতা
২২৫৮

শাখা অফিস ঃ ময়মনসিংহ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

২০ গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিয়া উহা ক্রয় করুন।

যে সমস্ত জমিদার ও তালুকদার ক্ষতিপূরণ লইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট জমিদারী ছাড়িয়া দিতে উৎসুক আমরা তাঁহাদিগকে কতকগুলি কথা বলিতে চাই। প্রথমতঃ বাংলায় অনেকেই আছেন যাঁহারা বংশ পরম্পরায় জমিদারী ও তালুকদারী করিয়া আসিতেছেন। অন্য কোন ব্যবসা তাঁহারা জানেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগকে জমিদারী হইতে বঞ্চিত করিলে ক্ষতিপূরণ যাহা পাইবেন তাহা দ্বারা তাঁহারা কি করিবেন? কাঁচা টাকা পাইলে উহা শীঘ্রই ব্যয়-বাহুল্যে খরচ হইয়া যাইবে। ব্যবসা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ কোন শিল্প বা বাণিজ্যে ঐ টাকা খাটাইতে গেলেও উহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী। আবার কাঁচা টাকা না পাইয়া তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে Bond পাইতে পারেন এবং প্রতি বৎসর উহা হইতে কিছু সুদ তাঁহাদের আসিতে পারে। কিন্তু কিছুদিন বাদে—ঐ সুদ যে বন্ধ হইয়া যাইবে না তাহার প্রমাণ কি?

বাস্তবিকপক্ষে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে ১৫ গুণ হিসাবেও জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দিয়া নিজের সচ্ছল আর্থিক অবস্থা বজায় রাখিতে পারিবে তাহা মনে হয় না। ফ্লাউড কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের মতে ঐ হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে ১৩৬ কোটী টাকা ধার করিতে হইবে এবং তাহার জন্য প্রতিবৎসর ৬ কোটী টাকার উপর ব্যয় করিতে হইবে। আমাদের মনে হয় না যে, বৎসরের পর বৎসর গভর্ণমেণ্ট এই ভার বহন করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত জমিদার-দিগকে নিয়মিত সুদ দিয়া যাইবে। দুই চারি বৎসর পরেই ইহা লইয়া হাঙ্গামা বাধিবার সম্ভাবনা থাকিবে।

জমিদার ও তালুকদারদের ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় যে, এক সঙ্গে সমস্ত প্রদেশে জমিদারী ক্রয় করিয়া ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিলে তাঁহাদের অবস্থা কি হইবে। ২।১টি জেলায় উপযুক্ত হারে ক্ষতিপূরণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট জমিদারী প্রথা বিলোপ করিতে পারেন। কিন্তু যখন দেখিবেন যে ইহাতে গভর্ণমেণ্টের ঋণভার বাড়িয়া যাইতেছে, তখন ক্ষতিপূরণের হার কমাইয়া দিলে আমরা কি করিব? কাজেই সময় থাকিতে এই সম্বন্ধে ভাল করিয়া ভবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা সমীচীন।

আজ পঞ্চাশ হাজারের উপরে লোক জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া পরিবার পরিজন প্রতিপালন করে। জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিলে ইহাদেরই বা কি হইবে? অবশ্য ইহাদের মধ্যে যাঁহারা অল্পবয়স্ক এবং সুশিক্ষিত হয়ত তাঁহারা তহশীলদার অথবা কেরাণী হিসাবে গভর্ণমেণ্টের তহশীল কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশেরই নানা কারণে এই সুযোগ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ছোট বড় সকল জমিদারেরই আবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিত অপরিচিত অনেক পরিবারের দায়িত্ব বহন করিতে হয়। ইহাদের অবস্থাই বা কি হইবে? অনেকেই মনে করেন বিষয়টি অতি সোজা ও প্রাঞ্জল; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবিকপক্ষে ইহার মধ্যে জটিলতা অনেকখানি। আমাদের দেশবাসীরা এ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়াই আবেগের বশে একটা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হন এই আমার অনুরোধ।

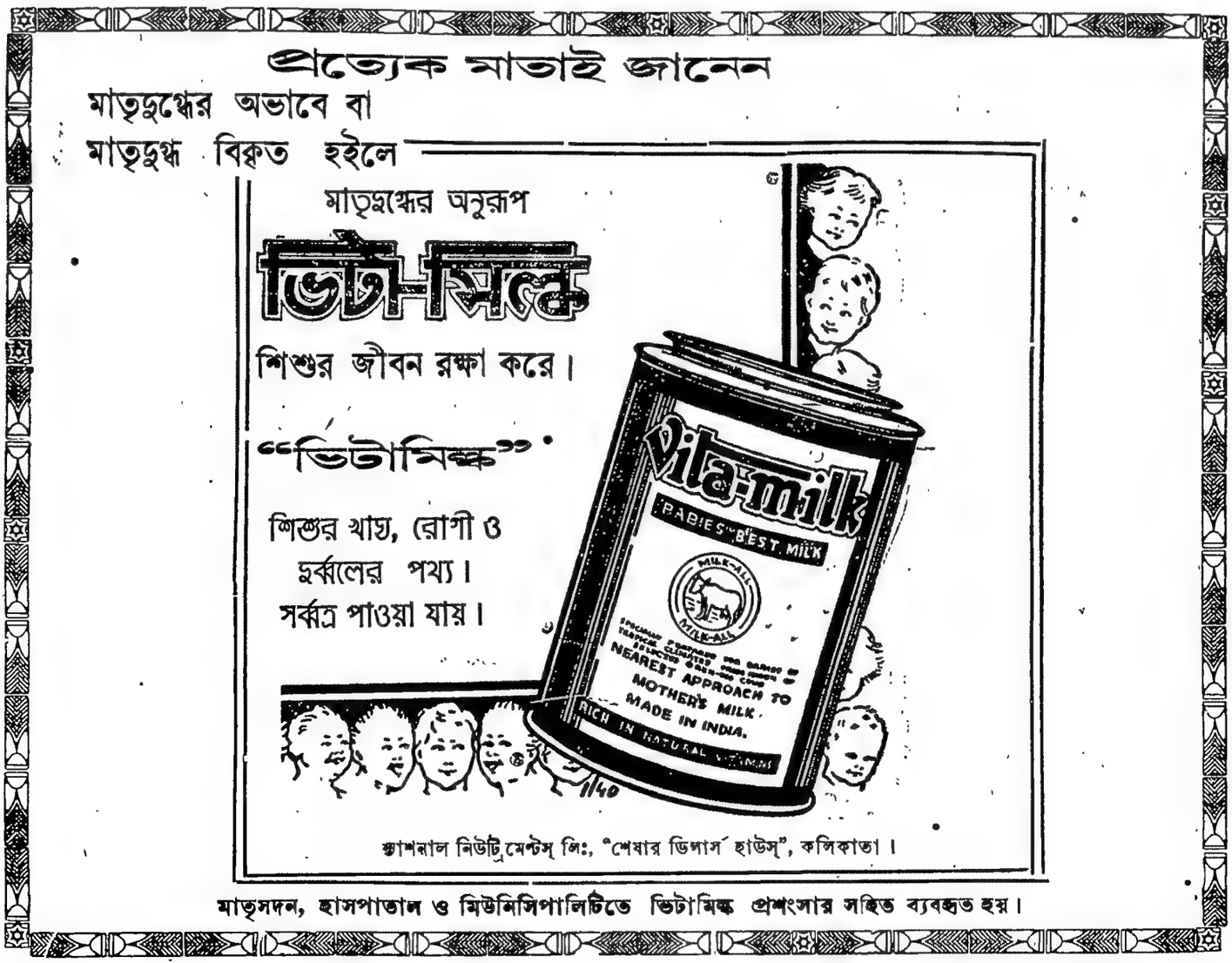

ভারতে বেতারের প্রসার

(শ্রীভোলানাথ ঘোষ)

আন্তর্জাগতিক বাণিজ্যের যুগে পণ্য ও যাত্রী প্রভৃতির স্থানান্তরের মাধ্যমিক বাহন-রূপে বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত যন্ত্রচালিত দ্রুতগ্রামী রেলগাড়ী, জাহাজ ও বিমানপোত প্রভৃতি যানবাহন পৃথিবীর বণিকগণের তথা সমগ্র মানবের যথেষ্ট সেবা করিতেছে সন্দেহ নাই। মালপত্রের চালানীর সময় সংক্ষেপ ও ব্যয় সঙ্কোচ করাই বর্ত্তমান পৃথিবীর হাট-বাজারের হাটুয়াদের প্রধান লক্ষ্য। ডাক বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সাগরপারের বার্ত্তা খুব সত্বর, সস্তায় ও সুবিধায় চালাচালী করা সম্ভব হইয়াছে। তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র (Eelectric Telegraph) উদ্ভাবিত হইবার পর এই সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাত্র পেনী মুদ্রা ব্যয়ে অন্তর্দেশীয় ডাক বিলির ব্যবস্থা (Penny Post) প্রথম প্রচলিত হয় ইংলণ্ডে ও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ডাক বিভাগ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশের সহিত জড়িত আছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ডোভার ও ক্যালিসের মধ্যে সামুদ্রিক তাড়িত বার্ত্তাপথ পাকা ও স্থায়িভাবে নির্ম্মিত হয় ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দুস্তর ও অনন্ত অতলান্তিক বাহিয়া আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ তাড়িত বার্ত্তাবর্ত্ম কার্য্যকরী-ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরীয় বার্ত্তাবহ পথগুলি নির্ম্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী বার্ত্তা-সঞ্চালনের জাল বয়নের পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটে।

সর্ব্বশেষে বেতার বার্ত্তাবহ বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছে। এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হইবার পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরীক্ষামূলকভাবে উহার ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উহার প্রয়োগ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হইয়াছে এবং আজ ছোট বড় জলযান ও ব্যোমযানে পর্য্যন্ত বেতারের যন্ত্রপাতি স্থাপনা করা চলে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বর-তরঙ্গকে যন্ত্রের দ্বারা ধরিয়াছিলেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভন্ স্কট এবং ঐ ধরিয়া রাখা শব্দ-তরঙ্গকে ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে পুনরায় শব্দায়িত করিয়া তুলিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন্। বর্ত্তমান ব্যবসায়ক্ষেত্রে টেলিফোনের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য অসামান্য। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক গ্রাহাম বেল এই যন্ত্র প্রথম উদ্ভাবন করেন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হায়েনবিক্ হার্টজ্ বেতারে শব্দ চালনা সম্ভব করিয়া তুলিলেন। কিন্তু এই যন্ত্রের পূর্ণতা সাধন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করেন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্কনী। তবে তখন ফোনো-গ্রাফের সাহায্যে কানে শব্দধরা যন্ত্র লাগাইয়া শুনিতে হইত। পরে সেলেনিয়াম সেল ও ফটো ইলেক্‌ট্রিক্ সেলের সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গকে বর্দ্ধিত করিয়া সাধারণের শ্রুতিগোচর করান সম্ভব হইয়াছিল। নরওয়ে বৈজ্ঞানিক নুড্‌সে তাড়িত সঞ্চালনে দূরান্তরে চিত্র প্রেরণে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বেতার বার্ত্তাবহ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় দেশ-বিদেশের খবর কয়েক মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া আজ পৃথিবীর দেশ-বিদেশের দূরত্বের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। আজকের পৃথিবী আগের পৃথিবী অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র। পৃথিবীর এক হাটের খবর অপর হাটে নিত্য প্রচার করা চলে বলিয়া পৃথিবীর সব হাটেই আজ আমাদের পণ্যের বিনিময় চলে। ঘরে বসিয়া দেশজাত মালের বিকিকিনি দূর দেশান্তরের সঙ্গেও সুসাধ্য হইয়াছে। আজ আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর তো রাখেই, পরন্তু জাহাজ সনদ লইয়া যে দেশ হাতে-নাতে ঐ আদা সম্পদটি সৃষ্টি করে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক লেন-দেনও চালাইতে থাকে। মুদ্রার বিনিময়ের হার কখন কোন দেশের মূল্যমানের উপর কি প্রতিক্রিয়া করে বা বাজারের যোগান ও চাহিদার পরিমাণ কোন দেশে কিরূপ বা বাজারে ব্যবসায়-সূচীর মালের মোট মূল্যের পরিমাণ কখন কি ভাবে উঠানামা করিতেছে তাহার খবর আজ ঘরে বসিয়া দৈনিক যখন তখন সংগ্রহ করা যায়। 'বেতার' এই সব সংবাদ দেশ দেশান্তরে বহন করিয়া বেড়ায়। বেতার বার্ত্তাবহের সাহায্যে বিদেশের মালের মূল্য জানা যায় ও মালের অর্ডার দেওয়া যায়। সাম্রাজ্যিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমানের এই দূর-প্রসারী ব্যাপারীর ক্ষেত্রের অবস্থা বিশেষভাবে জড়িত। বর্ত্তমান রাজনীতির গোড়ার কথায় বহির্ব্বাণিজ্যের স্থান। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক বিন্যাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং কোন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় জগতে প্রতিক্রিয়া ঘটা স্বাভাবিক। এই সব পরিবর্ত্তনের সংবাদ 'বেতার' আজ কত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীকে জানাইয়া দেয়।

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড

হেড অফিস—৩৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ফোন ক্যাল ৩৩০৫

সুদ ঃ স্থায়ী আমানত

৩ বৎসরের জন্য	৬%
২ বৎসরের জন্য	৫%
১ বৎসরের জন্য	৪%

পৃষ্ঠপোষক

মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

ডিরেক্টার :—

মিঃ টি, এন, ব্যানার্জ্জি

১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই ভারতে প্রথম বেতার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইণ্ডিয়ান ব্রড্‌কাষ্টিং কোম্পানীর পরিচালনাধীনে ১৫ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া বোম্বাইয়ে প্রথম একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর ২৬শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রগুলির প্রকাশ শক্তি ছিল ১.৫ কিলো ওয়াট ও ক্রিয়াশীল দূরত্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ মাইল। বেতার যন্ত্রের উপর ধার্য্য লাইসেন্সের শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ ইহারা পাইতেন এবং ইহাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান আয়। কিন্তু সুপরিচালিত আদায় বিভাগের অভাবে যথাযথভাবে লাইসেন্স সংগৃহীত হইত না। বেতারযন্ত্রের আমদানী শুল্কের মোট পরিমাণের দশমাংশ ছিল তাঁহাদের প্রাপ্য; কিন্তু নানা কারণে তাহাও সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না।

ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি দারুণ অর্থাভাবের সম্মুখীন হয় এবং কেন্দ্র দুইটির পরিকল্পিত কার্য্যসূচীর হ্রাস সাধন করিতে হয়। ভাল বেতার-যন্ত্র তখন দুর্ম্মূল্য থাকায় সাধারণের পক্ষে ইহা খরিদ করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। ফলে ইহার ব্যাপক প্রসারে নানা বিঘ্ন দেখা দেয়। এইরূপে দারুণ অর্থাভাবের সহিত লড়াই করিতে করিতে ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি লালবাতি জ্বালাইতে বাধ্য হইল। এই সময় গভর্ণমেণ্ট লিকুইডেটর নিযুক্ত করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি স্বহস্তে গ্রহণ করেন; কিন্তু ব্যয়বহুল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অথবা অর্থাগমের কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিতে গভর্ণমেণ্ট কৃতকার্য্য হইলেন না। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে গভর্ণমেণ্ট বেতার কেন্দ্রগুলির দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থায় দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া বাঙ্গলায় তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। তখন গভর্ণমেণ্ট মাত্র তত দিনের জন্য এই বিভাগ চালাইতে সঙ্কল্প করিলেন যতদিন না কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এই বিভাগ চালাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিচালনায় অগ্রসর হয়। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হইল না, অবশেষে ১৯৩২ সালের ৫ই মে গভর্ণমেণ্ট এই বেতার বিভাগকে ষ্টেট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে শেষ স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। বেতার বিভাগ সুশৃঙ্খলে চালাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আইনের দুইটি বিশেষ ধারা বিধিবদ্ধ করেন। প্রথম বিধির দ্বারা বেতারের যন্ত্রপাতি আমদানীর শুল্ক শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইল এবং দ্বিতীয় বিধির দ্বারা বেতার ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স ফাঁকি দিবার বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে গভর্ণমেণ্ট এই লাইসেন্স আদায়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিলেন ও লাইসেন্স অনাদায়ের বিরুদ্ধে কড়া নজর দিবার জন্য স্বতন্ত্র পরিদর্শকমণ্ডলী নিযুক্ত করিলেন। ব্রিটিশ ব্রড্‌কাষ্টিং করপোরেশন এখানকার বেতার কেন্দ্রে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসূচীর ও সংবাদাদির চালান করিতে লাগিলেন। ফলে এদেশে বেতারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯৩৪ সাল হইতে বেতার বিভাগ দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল। ইত্যবসরে এখানকার কেন্দ্রের জন্যও উপভোগ্য বিচিত্র কার্য্যসূচীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট দিল্লীতে একটি কেন্দ্র স্থাপনা করিতে এই সময় ২॥ লক্ষ টাকা প্রাথমিক ব্যয় হিসাবে দান করিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই বিভাগের সাধারণ উন্নতিকল্পে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের জন্য ধার্য্য করা হয়। বেতার শিল্পে সুপণ্ডিত মিঃ লায়নেল

নিশ্চিত লাভে এবং নিরাপদে টাকা খাটাইবার জন্য
আমাদের অভিমত আপনার একান্ত অপরিহার্য্য

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স
সিণ্ডিকেট লিঃ

ষ্টক ও শেয়ার ডিলার্স, ফাইনান্স
ব্রোকারস ও ইনভেষ্টমেণ্ট এডভাইজারস্।

ফোন—ক্যাল
১৪৬৪, ১৪৬৫
২ লাইন

টেলি:
ARYOPLANTS
কলিকাতা

"শেয়ার ডিলার্স হাউস,"
১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার ঃঃ কলিকাতা

বিস্তারিত বিবরণের জন্য
আমাদের 'মান্থলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট' নিয়মিত পড়ুন।
বিনা মুল্যে নমুনা কপি পাঠান হয়।

ফিল্ডেনকে (Mr. Lionel Fielden) কণ্ট্রোলার অব্ ব্রডকাষ্টিংরূপে নিযুক্ত করা হয়। আজ এই বিভাগ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দিন দিন ইহার বিস্তার সাধন হইতেছে। বেতার কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়িতেছে এবং বেতারের শ্রোতার সংখ্যাও বাড়িতেছে। ১৯২৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে লাইসেন্স ফী আদায় হয় ৩৫৪৯৲ টাকা, ১৯৩৩ সালের ঐ সময় ঐ অঙ্ক বাড়িয়া ১০৮৭২৲ টাকা ও ১৯৩৫ সালে ২৪৮৩১৲ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৩৯ সালে ৯২,৭৮২৲ টাকা আদায় হয়, ১৯৪০ সালে হয় প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ইহার দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে বেতারের আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে বহু ভাষা প্রচলিত থাকায় ইহার পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা হয়। দেশের সাধারণ অজ্ঞতার জন্য এবং রসাস্বাদের গুণী লোকের অভাবের জন্য ব্যাপক প্রসারের বাধা রহিয়া গিয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, ত্রিচিনোপল্লী, পেশোয়ার এবং ঢাকা এই ৯টি মাধ্যমিক শব্দ-তরঙ্গের কেন্দ্র এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লী এই চারিটি কেন্দ্রে হ্রস্ব শব্দ-তরঙ্গের প্রেরণক সজ্জিত হওয়ায় একই সময়ে বিভিন্ন কার্য্যধারা গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে এবং প্রক্ষেপণের দূরত্বও বিস্তৃত করা সম্ভব হইয়াছে। আরও বেতার কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্টের রহিয়াছে। কেন্দ্রগৃহ নির্ম্মাণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। সংবাদাদি সরবরাহের জন্য দিল্লীতে 'কেন্দ্রীয় সংবাদ বিভাগ' রহিয়াছে; ইহার সহিত অপরাপর কেন্দ্রগুলিও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রায় ১৫।১৬ টি ভাষায় ৩০ দফা সংবাদ ঘোষণার ব্যবস্থা আজ সম্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশের আবহাওয়া হ্রস্ব-তরঙ্গের পক্ষে অনুকূল নহে, বিশেষতঃ মে হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত শব্দ-তরঙ্গ যথেষ্ট বাধা পায়। আবার তাড়িতের প্রত্যক্ষ তরঙ্গ (D. C.) যেখানে প্রচলিত সেখানে গ্রীষ্মকালের সময় বিদ্যুৎ পাখায় শব্দ-তরঙ্গকে নষ্ট করে।

যুক্তরাজ্য হইতেই বেতারের যন্ত্রপাতির আমদানী অধিক পরিমাণে হয়। ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে জানুয়ারী এই দশ মাসে ভারতবর্ষ প্রায় ৪০ লক্ষ ৬ হাজার টাকার বেতারের যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়াছে। তাহার মধ্যে যুক্তরাজ্য হইতে ১৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকার, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫০০ টাকার সাজসরঞ্জাম আমদানী করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ্ এক্ট অনুযায়ী বেতার লাইসেন্স বিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। লাইসেন্স যে কোন সময়ে পাওয়া যায় এবং প্রদত্ত সময় এক বৎসর পর্য্যন্ত এক লাইসেন্সের সময়-কাল। বাৎসরিক ফী ১০৲। বৎসর পূর্ণ হইবার অন্যূন ১৪ দিনের মধ্যে নূতন লাইসেন্সপত্র গ্রহণ করা বিধি। অন্যথায় বেতার ব্যবহার করা আইনবিরুদ্ধ। এক গৃহে এক লাইসেন্সে একাধিক বেতারযন্ত্র বাধা চলে। কমপক্ষে তিন মাসের জন্য কোন ঠিকানা বদলাইলে, লাইসেন্সপত্রে পরিবর্ত্তিত ঠিকানা লিপিবদ্ধের জন্য পোষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে। বিনা লাইসেন্সে 'রেডিও' ব্যবহারকারীর ১০০৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে। আজকাল জার্ম্মান সংবাদ গ্রহণ করার পক্ষে কিছু বিধিনিষেধ আছে। গৃহস্থের পক্ষে উক্ত সংবাদ গ্রহণে আপত্তি নাই। কিন্তু ক্লাব-ঘরে, লাইব্রেরী ঘরে বা চায়ের দোকানে বা যে কোন পাবলিক স্থানে রেডিও সেট্ স্থাপন করিয়া জার্ম্মান সংবাদ প্রচার করা বে-আইনী।

বেতারের মধ্য দিয়া জনশিক্ষা সহজে সম্ভব। কিন্তু আমাদের ষ্টেট্ পরিচালিত এই বিভাগ উন্নততর লোকহিতকর কার্য্যসূচীর ব্যবস্থা এখনও করেন নাই। ফলে উহা এক পক্ষে সরকারের বিশেষ প্রচার বিভাগ ও অন্য পক্ষে গানবাজনার একটি আড্ডাখানা হইয়া রহিয়াছে। লোকপ্রিয় ও জনহিতকর কর্ম্ম-পন্থা গ্রহণ করিলে ইহার দ্বারা আমাদের এক দিন পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। তবে বেতারের সাহায্যে বাণিজ্যিক জগতে যে উপকার সাধিত হইতেছে তাহার মূল্য অসীম।

জাতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের মারফতে দেশীয় শিল্পের
উন্নতি সাধন করুন!

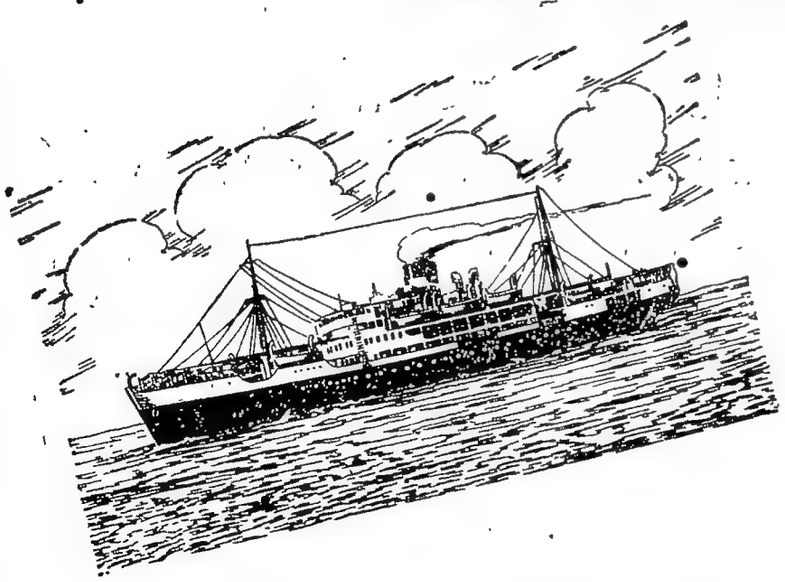

ভারতীয় পরিচালিত
আদি ও শ্রেষ্ঠ জাহাজী প্রতিষ্ঠান।

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন
কোম্পানী লিঃ

এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের লুপ্তপ্রায় জাতীয় জাহাজী ব্যবসায়কে সঞ্জীবিত করিয়াছে। এই কোম্পানীর জাহাজসমূহ ভারতবর্ষ ও সিংহলের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহে যাত্রী ও মালপত্র লইয়া রীতিমতভাবে চলাচল করিয়া থাকে।

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোং লিঃ
১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বস্তু-পরিচয় ও বাণিজ্য শিক্ষা

(শ্রীকালীচরণ ঘোষ)

বর্ত্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্য হিসাবে যে সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা বহু পণ্ডিতের একত্র সমাবেশের ফল বলিয়া মনে হয়। যাঁহার যে বিষয়টী ভালরূপ জানা আছে বা যিনি যে বিষয় পাঠে ছাত্ররা অধিক-মাত্রায় লাভবান হইবে বা তাঁহার জবীনে কোনও প্রকারে ফলদায়ক হইবে বলিয়া মনে করিয়াছেন তিনি তাহাই পাঠ্যতালিকায় সন্নিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহার ফলে একটী দশ হইতে তের বা চৌদ্দ বৎসরের ছাত্রের পক্ষে যাহা পাঠ্য দাঁড়াইয়াছে তাহা তাহার পক্ষে প্রাণান্তকারী। বহু পণ্ডিতে লিখিয়াছেন, সুতরাং সমস্ত বিদ্যা একখানি পুস্তকের কলেবরের মধ্যে স্থান দান করিতে গিয়া তাহা আকৃতিতে বেশ স্থূল হইয়াছে। তাহার মূল্য বাড়িয়াছে (ইদানীং আবার রবার ষ্ট্যাম্পের ছাপায় ১৷৵০র বই অবহেলায় "বর্দ্ধিত মূল্য ৷৷০" হইয়া ১৸৵০ ও বিক্রয় কর দুই পয়সা হইয়া ১৸৵১০ হইয়াছে) এবং গ্রন্থকারের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ছাত্রের মস্তিষ্কে প্রবেশের ব্যবস্থা হইয়াছে। যিনিই এরূপ ছাত্রের অভিভাবক তিনিই জানেন ছাত্রের শিক্ষা কিরূপ কঠিন ও ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রতিদিন ৭।৮ "পিরিয়ড" ক্লাসে থাকিতে হয়। সেখানে শরীর চর্চ্চা সম্পর্কে শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং একটী উপজীবিকার্জ্জনের শিক্ষা (Vocational Tranining) ইহার সহিত না শিখিলে অঙ্গহানি হইবে, অর্থাৎ শিখিতেই হইবে। বাধ্যতামূলক শরীর চর্চ্চা আছে, অথচ যাহারা বেলা দশটার পূর্ব্বে ভাত খাইয়া বিকাল চারটার পর মাঠে ব্যায়ামের জন্য আসে, তাহাদের ক্ষুধার অবস্থা, দৈহিক অবসাদ ভাবিয়া সামান্য কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা করা হয় নাই; ইহাতে "দানা-বঞ্চিত" অশ্বের প্রচুর "দালাই-মালাই" ব্যবস্থার কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়।

মূর্খ আমি, বিশ্ববিদ্যালয় যাহাকে কৃপা বিতরণে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার এসকল কথা আলোচনা করা অশোভন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী এবং স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির প্রভাব আমাকে 'ধান ভানিতে শিবের গীত গাওয়াইয়াছে"। আমার মনোগত ইচ্ছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এমন কোনও ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় যাহাতে কোমলমতি ছাত্রদের বিদ্যার্জ্জনে সাহায়তা হয়; অথচ তখন হইতে দেশের শিল্পবাণিজ্য সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করা যায়।

ব্যাপারটি আপাতচিন্তায় অতিশয় গুরু বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু হয়ত তাহা নহে। বিজ্ঞান পড়াইতে যে সকল পাত্রাদি লাগে, ভূগোলের জ্ঞানদান করিতে আনুষঙ্গিক যে সকল আসবাব সরঞ্জাম একান্ত প্রয়োজন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়নপ্রাপ্ত বিদ্যালয়-গুলিতে রাখিতে বাধ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অর্থের অভাবে তাহার ছায়া দেখানো হয়, আসল বস্তু বিদ্যালয়ে থাকে কম। আমার মনে হয় আসবাবপত্রের আসল রূপ ও যথার্থ ব্যবহার দেখাইতে পারিলে ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ হয়। ইহা যে অধিকমাত্রায় হৃদয়গ্রাহী ও স্মরণশক্তির সহায়ক তাহা বলা বাহুল্য।

ইহা ব্যতীত বিদ্যালয়ে পুস্তক পাঠের সঙ্গে যাহাতে চাক্ষুষ শিক্ষা হইতে পারে তাহারও উপায় আছে; আর এই সঙ্গে যাহাতে ছাত্রদের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যে রুচি ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহারও ব্যবস্থা করা সম্ভব।

বাঙ্গলার ছাত্রেরা সাধারণতঃ ধান দেখিতে পায়, আর বাকী প্রধান তণ্ডুলগুলির নাম শোনে, ভূগোল পড়িতে গেলে মুখস্থ করিতে হয়, যেমন "উত্তর দ্বীপে ভুট্টার চাষ হয়··· পশম মাংস পনীর ও চামড়া এখানকার প্রধান দ্রব্য।···এখানে স্বর্ণ কয়লা ও রৌপ্যের খনি আছে।···ইত্যাদি।" আর পরীক্ষায় প্রবন্ধ লিখিবার সময় পুস্তকের লেখা বুলি আওড়াইয়া উদ্ধার হইতে হয়। এখন ধান ব্যতীত গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, রাজরা, রাগি বা মাড়ুয়া, শ্যামা প্রভৃতি তণ্ডুল মানুষের খাদ্য হিসাবে চলে। যদি বিদ্যালয়ে কয়েকটি কাচপাত্রে এই সকল সংগ্রহ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ছাত্রেরা একের সহিত অপরের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। আর এই পাত্রের সহিত তণ্ডুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একটি ক্ষুদ্র বোর্ড টাঙ্গাইয়া রাখিলে চুম্বকে সমস্ত বিষয় চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত থাকিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গমের পরিচয় কি ভাবে লেখা যায় তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। গমের পাত্রের নিকট—গম হইতে উৎপন্ন বিলাতী "পথ্য" (Macaroni, Vermicelli প্রভৃতি), গমের শ্বেতসার এবং শ্বেতসার হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বোতলে ভরা আঠা বা লেই, মোরব্বা চাট নির বোতল এবং কাপড় কাগজ প্রভৃতির মাড় ব্যবহারের তালিকা

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিকাতা ৩৪৪৭

শাখাসমূহ

দ্বারভাঙ্গা, রোলাঙ্গীর (পাটনা ষ্টেট) ভাগলপুর, লাহোরিয়া সরাই, রায়পুর, মিরকাদিম, নাথনগর, ফরিদপুর, কাটাবঞ্জী, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার

এজেন্সী—

বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে

যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল

দেওয়া প্রয়োজন। কার্ডের লেখা নিম্নলিখিতরূপ হইতে পারে :—

গম

পৃথিবীতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ (প্রতি বৎসর) —১৩ কোটী টন, ভারতে উৎপন্ন—১ কোটী ১০ লক্ষ টন, ভারতে জমির পরিমাণ—৩ কোটী ৪০ লক্ষ একর। প্রধান উৎপাদক দেশ—রুশ, চীন, আমেরিকা, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, আর্জ্জেন্টাইনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি।

ভারতের প্রধান প্রদেশ ও করদ রাজ্য—পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিরার, বিহার প্রভৃতি ; (করদরাজ্য) পঞ্চনদ, রাজপুতানা, মধ্যভারত, গোয়ালিয়র প্রভৃতি।

প্রদেশের মধ্যে প্রধান জেলা—ফিরোজপুর (পঞ্চনদ) ; গোরক্ষপুর (যুক্তপ্রদেশ) ; সপর (মধ্যপ্রদেশ ও বিরার)।

ভারতের গমের প্রধান ক্রেতা—যুক্তরাজ্য জার্ম্মানী প্রভৃতি।

ব্যবহার—খাদ্য আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতি। শ্বেতসার (ইহার আবার স্বতন্ত্র বহু ব্যবহার আছে)।

বিভিন্ন প্রকারের বাজার চলিত গম রাখিয়া দেখান যায়। ভারতবর্ষে গমের প্রধান বাজারগুলির পরিচয় দিতে পারিলে ভাল হয়।

এই ভাবে বিভিন্ন তৈলবীজ, তন্তু, আবাদী ফসল, বিভিন্ন কাষ্ঠ, মূল, খনিজ ও জীবজ পণ্য, বৃক্ষত্বক, রঞ্জনবস্তু (ফুল, লাক্ষা, ত্বক্) প্রভৃতির বিবরণ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সকল সময় বড় করিয়া পরিচয়পত্র দিবার প্রয়োজন করে না। কয়েকটি যথেচ্ছা নির্ব্বাচিত নমুনা দ্বারা দেখানো যাইতে পারে।

আজকাল কাগজ প্রস্তুত করিতে সাবাই ঘাসের নাম বহু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিছু সাবাই ঘাস রাখিয়া নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া যায় :—

সাবাই ঘাস

প্রাপ্তিস্থান—উড়িষ্যা, বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ, নেপাল, টেরাই।

ব্যবহার—কাগজ প্রস্তুত (প্রায় ৫০,০০০ টন প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে কাগজের কলে ব্যবহৃত হয়), মোটা দড়িদড়া এবং মাদুর জাতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত।

বলা বাহুল্য সাবাই ঘাসের কাগজ প্রভৃতিও দেখাইতে পারা যায়।

বড় বড় তৈলবীজের কথা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য বায়ী তৈল সম্বন্ধে কিছু লেখা চলিতে পারে। কিছু যোয়ান (Ajama or Ajmot) রাখিয়া লেখা চলে—

ভারতবর্ষই পৃথিবীতে প্রধান উৎপাদক এবং চাষ করিলে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিতে পারে। এডেন, সিংহল, ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেল্‌মেণ্টস্ প্রধান ক্রেতা। মসলারূপে, ঔষধার্থে এবং সুগন্ধি প্রস্তুতে বায়ী তৈল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইহার আর উদাহরণ বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই : মোটের উপর বস্তু পরিচয়ে ইহার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

ইহার পর কতকগুলি সচরাচর ব্যবহারের দ্রব্যের মূল উপাদানগুলি পাত্রে রাখিয়া তাহাদের প্রস্তুতপ্রণালী ও বিভিন্ন অবস্থায় সেগুলি কিরূপ দেখিতে থাকে, তাহার নমুনা দেখাইয়া বিবরণপত্র দেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কাচ, কাগজ, কাপড়, চীনামাটীর বাসন, রবারজাত দ্রব্য, সিমেণ্ট, পেন্সিল, কলম, এনামেল বা কলাই বাসন, সাবান প্রভৃতি সকল বস্তুর পরিচয় করাইয়া দেওয়া যায়।

কাচের জন্য প্রয়োজনীয় বালু, সোডা, এ্যাস্ ও চুণ ভিন্ন পাত্রে দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কাচ যে এই সকল সামান্য দ্রব্যের সমাবেশ তাহা নূতন লোকের প্রথম বিস্ময় দূর করিয়া কাচের সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান দিবে। কে জানে একদিন ইহার উপর নির্ভর করিয়া দূর পল্লীর মধ্যে ছোট একটি কাচের কারখানা সৃষ্টি হইবেন। সিমেণ্টের পাত্রের নিকট চুণ-পাথর আর মাটী রাখিয়া তৎসঙ্গে কিছু বক্সাইট ও সামান্য জিপ্‌সম (gypsum) রাখিয়া একটু বিবরণপত্র দিলে সিমেণ্টের অদ্ভুততত্ত্ব ও সিমেণ্ট কারখানার অপার্থিব শক্তি লইয়া আর বিহ্বল হইবার অবকাশ থাকিবে না।

এই স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিরূপ পরিচয় দেওয়া যায়, তাহা প্রদর্শিত হইল—

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

উৎপাদন (১৯৩৯-৪০)

কাঁচা লোহা (pig)—১৮ লক্ষ টন
ইস্পাতের চাঁই (ingots)—১১ " "
ইস্পাত (steel)—১১ " "

প্রধান কারখানা—৪

আমদানী (লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য) ১৯৪০-৪১ ১০ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা।

লৌহ ইস্পাত সম্পর্কিত শিল্প—

টিনপ্লেট বা চাদর—১
তার ও পেরেক—১
ঢালাই লোহার পাইপ—২
সীসা মোড়া চাদর—১

কাগজ তৈয়ারী করিতে যাহা লাগে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখিয়া প্রথমে অপরিষ্কৃত মণ্ড, পরে পরিষ্কৃত মণ্ড, তাহার পর কাগজের প্রথম অবস্থা, পরে পালিশ প্রভৃতি করিলে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা কাগজ রাখিয়া দেখাইতে পারা যায়।

এই সঙ্গে বাজারে চলিত বিভিন্ন মাপের কাগজ এক এক তা বা সীট রাখিয়া তাহার গায়ে কাগজের মাপ অনুযায়ী নাম (যথা ডিমাই, ক্রাউন, রয়াল) প্রভৃতি লিখিয়া দেওয়া যায়। দশ পাউণ্ড ফুলস্‌ক্যাপ বলিলে যে দশ পাউণ্ড ওজনে এক রীম কাগজ হইবে তাহা বলিয়া লিখিয়া রাখা যাইতে পারে।

শিক্ষার যেমন শেষ নাই উদাহরণেরও তেমন শেষ নাই ; তবে মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের উপযোগী করা চাই। নানা রকম মাপের পুস্তক আছে, তাহার নানা নাম এবং এক এক মাপে বিভিন্ন সংখ্যক পৃষ্ঠায় এক এক ফর্ম্মা

বেঙ্গল ফার্ম্মস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

কলোনী—"সুরভিস্থান"

হেড অফিস—পোঃ বাদকুল্লা—নদীয়া

রেজিষ্টার্ড অফিস :—১বি ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৌর অফিস :—১২৭বি লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সুবর্ণ সুযোগ

দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ট্রাক্টারের সাহায্যে দশ হাজার বিঘা জমি চাষের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্যকর স্থানে কলোনী স্থাপিত হইয়াছে এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ডিরেক্টর বোর্ডে বাঙ্গলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রহিয়াছেন।

বিশেষ বিবরণের জন্য পাবলিসিটি অফিসারের নিকট "সুরভিস্থানের" ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

মিঃ ভবদেব ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার শিল্পে বৈশিষ্ট্য

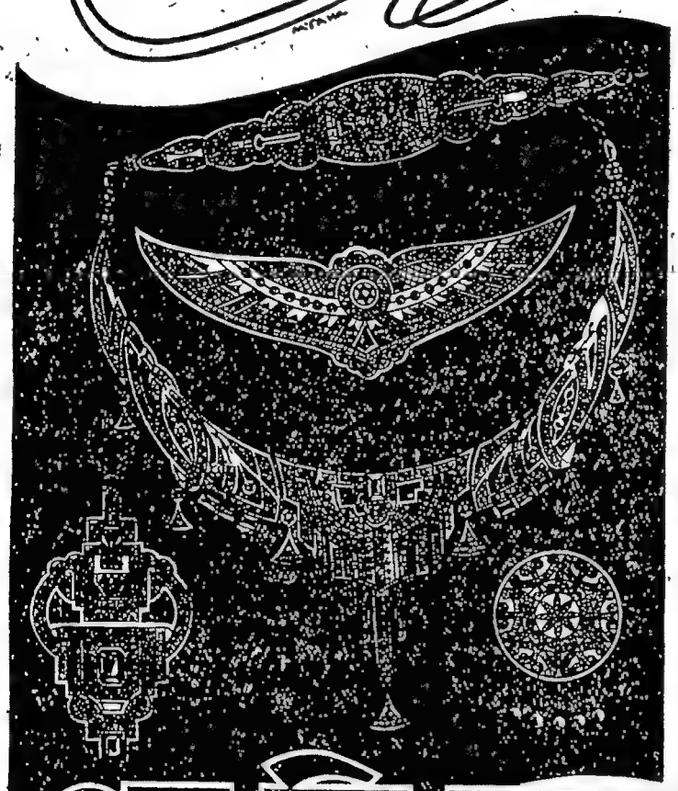

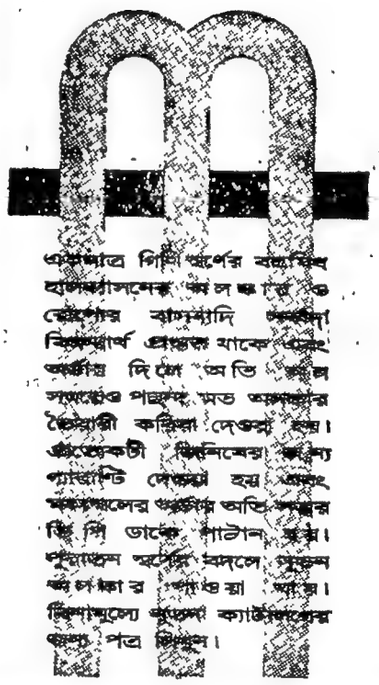

একমাত্র গিনি স্বর্ণের বহুবিধ হালফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলে অতি অল্প সময়েও পছন্দ মত অলঙ্কার তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকটী জিনিষের জন্য গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় এবং মফঃস্বলের অর্ডার অতি সত্বর ভি পি ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের বদলে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। বিনামূল্যে নূতন ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট বি. সরকার

ফোন বি বি ১৭৬১

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

(একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা)

গ্রাম ব্রিলিয়ান্টস্

১২৪ ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা (বহুবাজার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়)

হয়। সেই সেই মাপের মলাট রাখিয়া পরিচয়পত্র রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

সেই ভাবে, মুদ্রিত নানা নমুনা রাখিয়া তাহার গায়ে টাইপ (টাইপ) গুলির নাম (যেমন গ্রেট, ডবল গ্রেট, পাইকা, স্মল পাইকা, বর্জ্জাইস) প্রভৃতি লিখিয়া দেওয়া চলে। সুবিধা হইলে যে কোনও প্রেস হইতে পুরাতন অব্যবহার্য্য টাইপ চাহিলে পাওয়া যাইতে পারে। ইহা একান্ত দরকার, কারণ ছাপায় কালির হরফ আর মুদ্রণের সীসার টাইপের মাপের যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

নমুনা অজস্র রকমের দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আজকাল এই কাগজ মাহার্ঘ্যতার দিনে আর্থিক জগতের সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয়ই আমার উপর প্রসন্ন হইতেছেন না। কিন্তু কয়টী না দিলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হয় না।

এই সকল পরিচয়পত্র এবং বস্তুগুলি স্বচক্ষে দর্শন করিলে তাহা মনের মধ্যে অধিক দিন মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। কতগুলি অর্দ্ধ-সমাপ্ত ও অসমাপ্ত অবস্থায় দ্রব্যাদি দেখিলে স্বতঃই তাহাদের মনে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল হইবে এবং এই সকল দ্রব্যের কারখানা দেখিবার ইচ্ছা হইবে। বিদ্যালয় হইতে দেখাইবার ব্যবস্থা থাকিলে খুবই ভাল হয়। আর না হয় ত ছাত্রেরা আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চেষ্টিত হইবে। কাহার কোন বিষয়ে রুচি আছে, তাহা ভিতর হইতে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং জীবনে তাহাকে সেই দিকে টানিয়া লইলে অনেক অনিশ্চয়তার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা।

ইহা পরোক্ষ বা গৌণ কথা। মুখ্য বা প্রধান বিষয় আরও পরিষ্কার বলিয়া মনে হয়। সকল ছাত্রই জীবনে বিদ্যাচর্চ্চায় বা বিদ্যায় যশঃ অর্জ্জনে সক্ষম হয় না; হওয়া সম্ভবও নয়। অনেক ছাত্র অভাবে পড়িয়া স্বল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় বা কোনও প্রকারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জীবনসংগ্রামে বিহ্বল হইয়া পড়ে। যদি বস্তু-পরিচয়ের ভিত্তি বিদ্যালয়ের গৃহে বসিয়া তাহার তরুণ মনের মধ্যে স্থাপিত হইয়া থাকে সে তাহারই অজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে। ছাপাখানার কাজে গেলে দুইজনের মধ্যে যে সীসার হরফের নাম, মাপ প্রভৃতি জানে সে একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোক অপেক্ষা সমাদর লাভ করিবে। হয়ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সে তাহার রুচির বশে আরও দুই একখানি পুস্তক পড়িয়া বা কোনও সুযোগে ছাপার কাজ দেখিয়া কিছু শিক্ষালাভ করিয়া লইয়াছে। কৈশোরে সে নানা প্রকার কয়লা চক্ষে দেখিয়াছে। পীট, লিগনাইট, বিটুমিনস্, এ্যানথ্রাসাইট, হার্ডকোক, সফট্ কোক, মেটালর্জিক্যাল কোক দেখিয়া গিয়াছে; রুচি অনুযায়ী বা প্রয়োজনবোধে সে কয়লার বাজারে দালালী করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথম হইতেই সে নিজের উপর কতকটা বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইতে পারিবে। যে বিভিন্ন গম চেনে, পাটের রকমফের বুঝে সে নিশ্চয়ই তাহার সমবয়সী বালক অপেক্ষা সংসার সম্বন্ধে কতক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। আর যদি পরীক্ষায় প্রবন্ধ লিখিয়াই নম্বর পাইতে হয়, তাহার স্মৃতিকে সহায়তা করিবার জন্য তাহার চাক্ষুষ জ্ঞান অনেক পরিমাণে কাজে লাগিবে। যাঁহারা শিক্ষার কর্ণধার যাঁহারা ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জামের উপর এত জোর দেন তাঁহারা এই দিকে চিন্তা করিয়া দেখুন এবং যাহাতে সকল বিদ্যালয় সহজে এই সকল দ্রব্য সস্তায় পাইতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন।

এইরূপ ছোট একটি প্রদর্শনী স্থাপিত করা একেবারে অসম্ভব নহে। পুণ্যস্মৃতি পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাতাত্তর বৎসর পূর্ব্বে হরিণাভি স্কুল স্থাপিত করিয়া যান। সেই বিদ্যালয়ে দুই বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটি প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে ইহা মোটেই কষ্টকর নয়। সকল বিদ্যালয়ে এরূপ হইলে তবে কিছু কাজ হইতে পারে।

...চরকা...

ভারতের প্রধান কুটীর শিল্প খদ্দর তৈরীর জন্য চরকায় সূতা কাটা হয়—আর এই চরকাই আমাদের অসংখ্য গ্রামবাসীকে জীবিকার্জ্জনে সাহায্য ক'রে থাকে।

চরকার অতি প্রয়োজনীয় অংশ হ'চ্ছে টাকু—এই টাকু ইস্পাত দিয়েই তৈরী হয়।

TATA

টাটা

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রচারিত। হেড সেলস অফিস: ১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পের ক্রমবিকাশ

(শ্রীইন্দ্রনাথ লাহিড়ী)

এক বৎসরেরও অধিককাল হইল সোভিয়েট রাশিয়া নাৎসী জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত আছে। চরম ফলাফলের এখনও বিলম্ব আছে সত্য; কিন্তু যুদ্ধের গতিপথে সোভিয়েটের প্রকৃত শক্তির পরিচয় ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। নাৎসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ এইরূপ অনন্যসাধারণ বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হইয়াছে একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষেই। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পশক্তি ও জনশক্তির সুসংহত সংগঠন হইবার ফলেই এইরূপ বিস্ময়কর সংগ্রাম সোভিয়েটের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। বিষম প্রতিকূলতার আঘাতের সম্মুখেও সমাজতন্ত্র বিজয় গৌরবে টিকিয়া থাকিতে পারে—এই সত্য সমগ্র পৃথিবী আজ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই অভূতপূর্ব্ব প্রতিরোধশক্তি ও বীরত্ব অনেকের নিকট এক নিগূঢ় রহস্যের মত প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু ইহা আদৌ রহস্য নয়। সোভিয়েটের অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যেই তাহার এই আশ্চর্য্য শক্তির উৎস নিহিত রহিয়াছে। জারের আমলের রাশিয়ার সহিত বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রাশিয়ার তুলনামূলক বিচারে এই উৎসের সন্ধান মিলিবে। জারের আমলে রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট ছিল দেশের শিল্পোন্নতির অন্তরায়। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিবার দরুণ জারের আমলে দরিদ্র রাশিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। সেজন্য অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইত। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জারতন্ত্রী রাশিয়া সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কয়লা, কাঁচা লোহা এবং তাম্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ষষ্ঠ, পঞ্চম এবং সপ্তম স্থান অধিকার করিত। এ্যালুমিনিয়াম এবং অন্যান্য শিল্পের কোন অস্তিত্বই জারতন্ত্রী রাশিয়ায় ছিল না।

জারতন্ত্রের পতনের পর সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকার দান করেন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিলোপ ঘটায় জাতীয় কর্ম্মশক্তি বিশেষভাবে শিল্প-প্রসারে নিয়োগ করা হয়। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনের দায়িত্ব লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। এই নীতির ভিত্তিতেই সোভিয়েট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পের সমবণ্টন, দ্রুত শিল্পীকরণ, কাঁচা মাল যেখানে পাওয়া যায় সেখানে তাহার ব্যবহার, সহর ও গ্রামের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তাহার বিলোপ সাধন—এই সকল সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগের ফলে দেশের সমস্ত অঞ্চলের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এক অর্থনৈতিক নূতন ভূগোল সোভিয়েটে রচিত হইয়াছে।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সুপরিকল্পিত কার্য্য-নীতির ফলে ঐদেশে আজ প্রত্যেকটি শিল্প সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার বণ্টন ব্যাপারেও সমুচিত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় কয়লার খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল ২৯১০০০০০ টন; ১৯৩৮ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩২৯০০০০০ টন। —অর্থাৎ ২৫ বৎসরে শতকরা ৩৫০ টন বৃদ্ধি পায়। কয়লা শিল্প বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। ইহার অর্থ অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রম, কিন্তু অধিকতর উৎপাদন। বিপ্লবের আগে পর্য্যন্ত ডন অববাহিকাই ছিল সমগ্র রাশিয়ার প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র। এখন য়্যুনিয়নের সর্ব্বত্র নূতন নূতন কয়লার খনি চালু করা হইতেছে। পূর্ব্ব সাইবেরিয়াতে কুজ্‌বাস্ (এই অঞ্চলের মোট উৎপাদন সমগ্র সোভিয়েটের উৎপাদনের শতকরা ১৩ ভাগ), মস্কো অববাহিকা (এই অঞ্চলের মোট উৎপাদন সমগ্র সোভিয়েটের শতকরা ৬ ভাগ), কারাগাণ্ডা (কাজাকিস্তান) এবং পূর্ব্ব সাইবেরিয়ায় চারমোখোনো সোভিয়েট য়্যুনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ খনি-অঞ্চলের মধ্যে অগ্রগণ্য। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ডন-অববাহিকায় যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হয় বিপ্লবপূর্ব্ব রাশিয়ার তুলনায় তাহা তিনগুণ বেশী।

১৯১৩ সালে খনি হইতে উত্তোলিত তৈলের মোট পরিমাণ ছিল ৯২০০০০০ টন; ১৯৩৭ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৩০৫০০০০০ টন। যান্ত্রিক উপায়ে তৈল নিষ্কাশনের অনুপাত চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে সময়ও বাঁচে, পরিশ্রমও কম হয়। বিপ্লবের পূর্ব্বে তৈল উৎপাদনে ককেশাসের স্থান ছিল সর্ব্বপ্রধান। সমগ্র রাশিয়ার মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৭ ভাগই ককেশাস হইতে আসিত। ককেশাসের এই প্রাধান্য এখনও বজায় আছে, কিন্তু এখন তৈলশিল্প য়্যুনিয়নের সর্ব্বত্রই প্রসার লাভ করিয়াছে।

বেঙ্গল কটন

কাল্টিভেশন এণ্ড মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাগান—বেঙ্গল কটন এষ্টেট্, বামুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট্।

১৫৲

শতকরা ১৫৲ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

আরও কিছু শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, এন, চাটার্জ্জী।

কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে এম্বাতে, ওখো এবং আউখ্‌টাতে নূতন নূতন খনি চালু হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে উরাল এবং ভল্‌গার মধ্যস্থলে আরও একটা খনিশিল্প গড়িয়া উঠিতেছিল। বাকু হইতে বাটুম পর্য্যন্ত, গ্রোজ্‌নি হইতে তুয়াপসে বন্দর (বর্ত্তমানে নাৎসীকবলমুক্ত) ও ওরস্ক্‌ পর্য্যন্ত এবং গিয়েভ হইতে ওরস্ক্‌ পর্য্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপিত হইয়াছে।

১৯১৩ সালে খনি হইতে ৪২০০০০০ টন কাঁচা লোহা উত্তোলিত হয়, ১৯৩৮ সালে এই পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০০০০০০ টনে দাঁড়ায়। ১৯১৩ সালে ষ্টীল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪২০০০০০ টন। ১৯৩৮ সালে এই পরিমাণ চারগুণের বেশী বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১৮০০০০০০ টন। কাঁচা লোহা এবং ষ্টীলের উৎপাদনে সোভিয়েট রাষ্ট্র ইউরোপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিরাট বিরাট 'ব্লাষ্ট ফারনেস' গড়িয়া তোলা হইয়াছে। জার্ম্মানী এবং যুক্তরাষ্ট্রে মোট যতগুলি 'ব্লাষ্ট ফারনেস্‌' আছে সোভিয়েট য়্যুনিয়নে 'ব্লাষ্ট ফারনেসের' মোট সংখ্যা তাহার অধিক। ইহা হইতে বুঝা যায় সোভিয়েট য়্যুনিয়ন লৌহশিল্পে কি প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লৌহশিল্পও পূর্ব্বাঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। অতীতে ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলই ছিল কয়লা ও খনিজ ধাতু সম্পদের ভাণ্ডার। পূর্ব্বাঞ্চলে আরও একটি নূতন ভাণ্ডার (উরাল-কুজ্‌নেট্‌স্ক কম্বাইন) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। উরালের কাঁচা লোহা এবং কুজ্‌বাসের কয়লার ইহা একটি সম্মিলিত শিল্পভাণ্ডার। লৌহ-শিল্পের উৎপাদনের আনুপাতিক পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব ছাড়াও অন্যান্য অনেক শিল্প মধ্য অঞ্চলে গড়িয়া তোলা হইতেছে।

স্বর্ণোৎপাদনে সোভিয়েট য়্যুনিয়ন পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। পূর্ব্বে যে-সমস্ত খনিতে যন্ত্রের অভাবে হাতে কাজ করা হইত, এখন সেইসব খনি যন্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিরাট আকারের শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

সোভিয়েট য়্যুনিয়ন যন্ত্র উৎপাদনে ব্রতী হইয়াছে, কারণ শিল্পের দ্রুত প্রসার ও উন্নতি যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। জারের আমলে রাশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলের মাত্র কয়েকটি বড় বড় সহরের মধ্যে যন্ত্র উৎপাদনের শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল এবং সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলে এই শিল্পের অস্তিত্বই ছিল না। বর্ত্তমানে সুদূর সাইবেরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র য়্যুনিয়নের সর্ব্বত্র যন্ত্র নির্ম্মাণের নূতন নূতন কারখানায় পুরাদমে কাজ চলিতেছে; যন্ত্রোৎপাদন-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে অভূতপূর্ব্ব। ১৯৩৭ সালের মধ্যেই এই শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ ২৮ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়তনে ইহা ইউরোপের বহু দেশকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার পরেই ইহার স্থান।

সুষ্ঠুভাবে শিল্প পরিচালনার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন। ১৯২০ সালে লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ায় বিদ্যুৎ প্রচলনের এক পরিকল্পনা রচনা করেন। ২০০ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৫ বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দেশের সর্ব্বত্র বড় বড় বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র (power stations) স্থাপনের বিশেষ কর্ম্মসূচীও ঐ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সোভিয়েট এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাহিরে অনেকে এই পরিকল্পনাকে একটা অবাস্তব স্বপ্ন বলিয়া সমালোচনা করেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে পরিকল্পনার ফলাফল সমস্ত অনুমান ও গবেষণা ছাড়াইয়া যায়—পরিকল্পনাটি শতকরা ১৫০ ভাগ বেশী সাফল্য লাভ করে। সোভিয়েট বৈদ্যুতিক শক্তি-কেন্দ্রসমূহে শক্তি-উৎপাদনের ব্যয় খুব কম। পৃথিবীতে এত কম ব্যয়ে আর কোথাও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে বড় দেখা যায় না।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হইল তাহা হইতেছে প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে। কিন্তু ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্ম্মানীর সহিত সোভিয়েট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং এই পরিকল্পনার ফলাফল যথাযথ জানিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই। কিন্তু যতটুকু সংবাদ এই সম্পর্কে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, অত্যন্ত তৎপরতার সহিত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও অনুসরণ করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালের মধ্যেই ২৯০০ নূতন ফ্যাক্টরী, খনি এবং বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র চালু করা হয়। ইহার মধ্যে অনেক নূতন কয়লার খনিও রহিয়াছে। এইসব খনি হইতে ৫১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। নূতন 'ব্লাষ্ট ফারনেসের' সাহায্যে ৩০ লক্ষ টন কাঁচা লোহা গলানো যাইতে পারে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প কারখানা-গুলি যন্ত্রপাতি, ট্যাঙ্ক, ট্র্যাক্টর, মোটর, বিমান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত আছে। নাৎসী জার্ম্মানীর 'ক্রুপ স্‌' কারখানায় যত অস্ত্রসম্ভার উৎপাদিত হয়, সোভিয়েটের ক্রামাটোরস্কের কারখানাসমূহে তাহার দ্বিগুণ অস্ত্রসম্ভার উৎপাদিত হইতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ট্রাক্টর নির্ম্মাণের অনেক কারখানা আছে; সেগুলি প্রয়োজনবোধে ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণেও ব্যবহৃত হইতে পারে। এইরূপ কারখানা-সমূহের মধ্যে চেলায়াবিনস্ক্‌ অন্যতম এবং পৃথিবীতে বৃহত্তম। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত আমরা যে হিসাব পাইয়াছি, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সোভিয়েটে বিমান নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে মাসে গড়ে ৩০০০ বিমান নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহা ছাড়াও সোভিয়েট রাষ্ট্রে গোলাবারুদ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিবার ৩৭৫টি গোপন কারখানা আছে, সেগুলির সন্ধান অনেকেই জানেন না।

সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধ বাধিবার পর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সমস্ত দেশের জন্য একটি সর্ব্বব্যাপক নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই উৎপাদনের উপর নির্ভর করিয়াই বর্ত্তমানের সুকঠোর সংগ্রাম পরি-চালিত হইতেছে। শিল্পের দিক দিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত অগ্রগতি দুনিয়ার পশ্চাৎপদ দেশগুলির সমক্ষে এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

টাকা পয়সা লেন দেন
ব্যাঙ্কের মারফতেই নিরাপদ
ইণ্ডিয়া
এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড্‌
হেড অফিস—৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ
স্থাপিত ১৯৩৫ ফোন : সাউথ ৫৮২
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১৫, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ফোন কলিঃ ২৬৯২
অন্যান্য শাখাসমূহ—বেজল—বহরমপুর, বরিশাল।
বিহার—ছাপরা।
আমাদের ত্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন।
জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ এন্‌ বি, ঘোষ দস্তিদার।

জাতীয় সৌভাগ্যের জীবন্ত প্রতীক

বাঙালীর জাতীয় জীবনে দাশ ব্যাঙ্কের অভ্যুদয় ক্রমোন্নতি এবং জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যেরি অনিন্দ্য বিধান। বৈজ্ঞানিক সংগঠন পদ্ধতি এবং সুশৃঙ্খল সঞ্চালন প্রক্রিয়ার কল্যাণে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতা উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ।

বাঙালীর যুগযুগান্তব্যাপী স্বপ্ন এবং সাধনার ফলেই দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। বাঙালীর জাতীয় সংস্কার, সংহতি এবং সামর্থ্যের কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক সবল, সফল এবং সার্থক।

বিশ্বব্যাপী বিপ্লবেরও সাধ্য নাই যে, জাগ্রত বাঙ্গালীর জাতীয়-সৌভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ এই অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠানটীর প্রগতির পন্থা প্রতিরোধ করে।

বস্তুতঃ, দেশবাসীমাত্রেরই বিশ্বাসভাজন কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের সিদ্ধহস্ত পরিচালনার গুণে, সুদক্ষ, কর্ত্তব্যপ্রাণ কর্ম্মিবৃন্দের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও সেবা-পরায়ণতার ফলে,—এবং আপনাদের অটল বিশ্বাস ও অবারিত সহযোগিতার কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ব্যাঙ্কিং জগতে বাঙালীর বুদ্ধি, অধিকার এবং যোগ্যতাকে আজ প্রমাণিত সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

—দাশ ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির পরিচয়—

মাস		বিক্রীত মূলধন	আদায়ীকৃত মূলধন	প্রাপ্ত আমানত
এপ্রিল	১৯৪০	৭,২১,৯০০৲	৩,০৯,৪২৫৲	১,০৫১৷৷/৩
জুন	,,	১০,২৪,১০০৲	৫,০৮,৬৫০৲	৯১,৮৩২৶/২
সেপ্টেম্বর	,,	১০,৩৯,৩০০৲	৫,১৯,৬৫০৲	১,০৩,২১০।৶/০
ডিসেম্বর	,,	১১,৪৮,৯০০৲	৫,৭২,৮৭৫৲	৩,১৯,৯৭৭৸১
মার্চ্চ	১৯৪১	১২,২৯,১০০৲	৬,০০,৭৭৫৲	৫৮৮,৭২২/০
জুন	,,	১৪,৩৪,৪০০৲	৭,১৩,৭৫০৲	১২,৫৬,৯৫৪৶/৯
সেপ্টেম্বর	,,	১৪,৮২,৭০০৲	৭,২৭,৩৫০৲	১৭,৮৮,০৩৮৶/৬
ডিসেম্বর	,,	১৬,৫৭,৬০০৲	৮,১৮,৯০০৲	২৪,৮৩,৭৩২৸১০
জুন	১৯৪২	১৭,৪৭,৭০০৲	৮,৫৮,৭০০৲	৩১,৬৭,৯৪১৸/৯
ডিসেম্বর	,,	১৯,৩৭,৮০০৲	৯,৪৭,৭০০৲	৪০,০৩,৭১৭৸৯
২৬শে ফেব্রুয়ারী হিসাব সাপক্ষে	১৯৪৩	১৯,৩৭,৮০০৲	৯,৪৯,০২৫৲	৪৮,১৫,৬০৮৶/২

বোর্ড অব ডিরেক্টর্স

কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
চেয়ারম্যান
মিঃ শ্রীপতি মুখার্জ্জি
ডিরেক্টর ইন-চার্জ্জ
,, বিমলাপতি মুখার্জ্জি
,, নরসিং পাল
,, শিশিরকুমার দাশ

দেশবাসী মাত্রেরই বিশ্বাসভাজন

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইংল্যাণ্ডের জনকল্যাণ ব্যবস্থা

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার)

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ভিত্তি করে যে সমাজ সংগঠন গড়ে উঠেছে, তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই মানুষ ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত। এই পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক স্তরভেদেই আজ সমাজের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। তবু দেখা যায় আর্ত্ত, অসহায়, দুর্গত হতভাগ্যদের দুঃখ লাঘবের জন্য প্রত্যেক সভ্যদেশেই কিছু না কিছু আয়োজন আছে। এই আয়োজন অনুষ্ঠানের মূলে মানুষের হৃদয় এবং মস্তিষ্ক দুই-ই হাত ধরাধরি করে কাজ করেছে। মানুষ হিসাবে দুঃস্থ, দুর্গত মানুষের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি এবং মমত্ববোধ যেমন ব্যক্তি-বিশেষকে সেবাধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করেছে অন্য দিকে সঙ্গতিপন্ন শ্রেণীর হিসাববুদ্ধি চালিত অনুকম্পাও অনেক সময় অকুণ্ঠিত দানে ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে তাকে উৎসাহ জুগিয়েছে। আর্ত্ত, ব্যথিত মানুষের বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস সমাজের বুকে যাতে বিস্ফোরণের সৃষ্টি না করে তারই প্রতিষেধক হিসাবে দেখা দিয়েছে সুচিন্তিত জনহিতব্রত। আবার অনেক সময় নিছক ব্যক্তিগত যশলিপ্সাই জুগিয়েছে প্রেরণা। দ্বিতীয় কারণটিকে বাক্য অলঙ্কারে নতুনরূপে সাজিয়ে একটা গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে—রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর্ত্ত অসহায়দের অধিকার আছে রাষ্ট্রের কাছে দাবী জানাবার। রাষ্ট্র ব্যবস্থা করে দিক, খানিকটা মানুষের মত বাঁচতে যেন তারা পারে—জীর্ণ বার্দ্ধক্যে বা নিষ্কর্ম্ম বেকারত্বের দিনে সরকারী পেন্‌সনের কড়িটা যেন অনায়াসে হাতে এসে পড়ে। রোগে, শোকে রাস্তায় না মরে হাসপাতালে মরার সৌভাগ্য যেন তাদের হয়। এক সোভিয়েট রাশিয়ার কথা বাদ দিলে বর্ব্বর ফ্যাসিস্ত বা সুসভ্য গণতন্ত্রী পৃথিবীর সব দেশেই জনসাধারণের দাবীর রূপটা এমনি—দাবীর জলুস লাগান ভিক্ষার আবেদন। তবু আত্মরক্ষার তাগিদে এবং যুগপ্রগতির পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে পা-মিলিয়ে চলার প্রয়োজনে ধনতন্ত্রী সমাজ এবং রাষ্ট্র শুধু পৃষ্ঠপোষকতা নয় জনকল্যাণ ব্রতের দায়িত্বটাকেও আংশিকভাবে আজ কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য এর মধ্য দিয়ে অতি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে এর অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধী শক্তির স্বীকৃতি। তা হোক, ধনিক সভ্যতার জনকল্যাণ প্রচেষ্টা যত কুণ্ঠাকণ্টকিত, যত স্ব-বিরোধীই হোক তুচ্ছ করার মত জিনিষ এ নয়। সমপ্রভাবে এর দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক না হলেও টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে এর পরিকল্পনা-গুলি বিজ্ঞানের আশীষ বঞ্চিত নয়। শ্রমিক-কল্যাণ, প্রসূতি-কল্যাণ, রোগে, শোকে মানুষের ক্লেশহানি এবং সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য বিভিন্ন দেশে, সরকারী ও বেসরকারীভাবে যে ব্যাপক প্রচেষ্টা ক্রম-বর্দ্ধমান গৌরব অর্জ্জন করে চলেছে এবং যার মধ্য দিয়ে দরিদ্র, বঞ্চিত, আর্ত্ত মানুষ আজ সেবা, সাহায্য এবং আরোগ্য লাভের সামান্য-তম সুযোগটুকুও পেয়েছে তাকে ত মোটেই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধন-তান্ত্রিক সভ্যতার বনিয়াদ সব চেয়ে বেশী

Telegram : METALITE. Telephone : SOUTH 1278

—অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—

মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী

ব্যাঙ্কার্স এণ্ড জুয়েলার্স

(স্থাপিত—১২৯১ সাল)

৩৫, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড (ভবানীপুর), কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক যখন শঙ্কাভরে সঙ্কুচিত হবে
কাড়াকাড়ির মহোৎসবে গুদাম সাবাড় সবে
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা যখন ধূলিসাৎ
জঠর জ্বালায় জ্বল্‌লে তখন কেই বা দেবে ভাত
তাইতে বলি এই জীবনে এলেই শুভযোগ
গয়না গাঁটি গড়িয়ে রেখো নইলে যে দুর্ভোগ

আপনারা আমাদের নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমরা আপনাদের স্বাস্থ্য, সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি কমনা করি—

পূজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতিতে উপহার দিবার নূতন নূতন ডিজাইনের সোনার এবং রূপার বাসন সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জরুরী অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়। পুরাতন সোনা রূপার বদলে নূতন গহনা বিক্রয় করা হয়।

—বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন—

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর মিত্র (ম্যানেজিং পার্টনার)

মজবুত ইংল্যাণ্ডে ; বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইংলণ্ডের জনকল্যাণ প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক শ্রমিক পর্য্যায়ে আলোচনা করা হবে।

ইংল্যাণ্ডের জনকল্যাণ প্রচেষ্টা যেমনি ব্যাপক তেমনি বহুমুখী। রাষ্ট্র, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ব্যক্তির দান এবং বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা এমনভাবে জট পাকিয়ে জড়িয়ে গেছে যে তার ফলাফলটা নির্ণয় করা কঠিন না হলেও কার্য্যপ্রণালীটা বিচার করা প্রায় অসম্ভব। যুগে যুগে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির গতি-প্রগতি এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে নতুন নতুনভাবে জনকল্যাণের তাগিদ জেগেছে। সব সময় ঠিক সচেতনভাবে না হলেও মানুষ কিন্তু এই প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে সমাজের ভারসাম্যকে রক্ষা করে এসেছে। ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী আজ "বিভারিজ পরিকল্পনাকে" মূলধন করে চমকপ্রদ রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য সুরু করেছে ; কিন্তু জনকল্যাণের প্রচেষ্টা ইংরাজের দেশে নতুন নয় এবং বিভারিজ সাহেবও বিপ্লবী বা যুগান্তরকারী কোন পরিকল্পনার জন্ম দান করেন নি। সমাজকল্যাণে বা দুঃস্থ, অসহায়দের সাহায্যে রাষ্ট্রের হস্ত প্রসারিত হওয়ার অনেক অনেক আগেই 'গীর্জ্জা' এবং 'গিল্ডের' মারফৎ হৃদয়বান সঙ্গতিপন্নের দান আর্ত্ত, আতুরের প্রসারিত হাতে পৌঁছে যাবার ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্র পথ দেখায় নি, প্রেরণা দেয়নি। নিষ্ক্রীয় নিরপেক্ষতা এবং অন্যমনস্ক ঔদার্য্যতায় নিজেকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং পরিষদ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুযোগ লাভে সমর্থ না হয়েও জনকল্যাণের যে বিপুল আয়োজন দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছিল তা শ্লাঘনীয় হলেও আরো অনেক বেশী কিছু করার অপরিসীম সম্ভাবনাকেও যে সেই সঙ্গে গলা টিপে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল সে কথাও ত অস্বীকার করা যায় না। কালে কালে এইদিকে সমাজের চোখ যেদিন পড়ল, অযাচিত সেবা, সাহায্য এবং আরোগ্যের টুক্‌রো-টাক্‌রা স্বাদ পেয়ে ক্লিষ্ট, আর্ত্ত মানুষের ক্ষীণকণ্ঠ "আরো চাই" প্রার্থনায় যখন খবর হয়ে উঠল তখন বাধ্য হয়েই নিষ্ক্রিয়তার খোলস ভেঙ্গে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হল। তবু আমরা দেখি ইংরাজের রাষ্ট্র নতুন কিছু না করে প্রথম অঙ্কে শুধু চার্চ্চ এবং গিল্ডের প্রচলিত বিধিব্যবস্থাগুলো-কেই এক আধটু ঘষে-মেজে বিধিবদ্ধ করার ভূমিকা নিয়েছে। ফলে দেখা দিল Poor Law, জনকল্যাণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রথম বিধান। পঞ্চদশ শতকে কৃষক বিদ্রোহের ফলে কৃষিসভ্যতাকে ভিত্তি করে গড়া ইংরাজের সমাজ সংগঠনের যে চির দেখা দিল, পরবর্ত্তী যুগে শিল্প বিপ্লবের অভাবনীয় সুযোগ লাভ করেও তার ভাঙন ঠেকান গেল না। জমি থেকে উৎখাত হয়ে, জীবিকার সম্বলহীন ভূতপূর্ব্ব কৃষকের দল নবজাত শিল্প কারখানার দুয়ারে এসে ভীড় করল। সমাজ এবং রাষ্ট্রের সামনে এল নতুন দায়িত্ব। যে করেই হোক এদের প্রাণে বাঁচিয়ে না রাখলে রাষ্ট্রও যে বাঁচে না। রাণী এলিজাবেথের পার্লামেণ্ট 'Poor Law' পাশ করল (১৬০১)। তারপর থেকে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন দায়িত্ব এবং কার্য্যভার রাষ্ট্রকে কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। রাষ্ট্রের মোট আয়ের একটা বড় অংশ এই জনকল্যাণের কাজে ব্যয় করতে হয়েছে। দাবী এবং প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যয়ের মাত্রাও ক্রমে বেড়েই চলছে। ১৮৯০-৯১ সালে জনকল্যাণের কাজে রাষ্ট্রের ব্যয় হয়েছিল ২ কোটী আড়াই লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫ কোটি পাউণ্ডে—রাষ্ট্রের মোট আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ। স্কটল্যাণ্ডে কিন্তু অবস্থাটা ছিল অন্য ধরণের। গত শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্তও জনহিতের

Not only business
Even "The Victory of War"
Depends upon prompt supply.

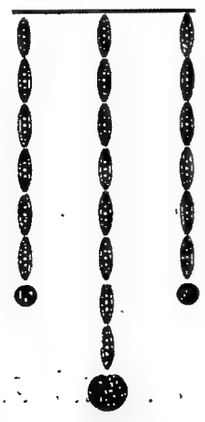

Prompt Execution of orders, is our speciality.

The CALCUTTA MISCELLANY

Govt. & General Order Suppliers.

9A, DALHOUSIE SQUARE EAST

Phone : Cal. 5417

বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থায়

শতকরা ৩৷৷০ হইতে ৭৲ সুদে স্থায়ী আমানত নেওয়া হয়

- যেখানে সেখানে টাকা লগ্নী করা জুয়া খেলার ন্যায়ই বিপজ্জনক !
- মাটিই খাঁটী একথা স্মরণ রাখিয়া জমীতে টাকা দাদন করাই নিরাপদ।
- কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় সহর ও উপকণ্ঠে জমী ক্রয়েই আমাদের সমস্ত তহবিল নিয়োজিত হয়।
- লভ্যাংশ—শতকরা ৬৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
- শেয়ার এখনও বিনা প্রিমিয়ামে পাওয়া যায়।

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

শেয়ার ডিলার্স হাউস, ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

আরও কিছু শেয়ার বিক্রয়ার্থ সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

দায়িত্ব ছিল চার্চ্চের। জনসাধারণের স্বেচ্ছা-মূলক দানের উপর নির্ভর করেই তাকে চলতে হত। গত শতকের শেষের দিকে আইন করে শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার আগে প্রাথমিক শিক্ষা ত বটেই উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চার্চ্চের মারফৎই পরিচালিত হত। শুধু শিক্ষা নয়, এই সময় সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে পুঞ্জীভূত গলদ দূর করার জন্য আইন প্রণয়নের হিড়িক পড়ে যায়। কলকারখানার ও খনি শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে আইন পাশ করা হয়। এই সকল আইনের কল্যাণে অমানুষিক ব্যবস্থার হাত থেকে নারী এবং নাবালক শ্রমিকেরা খানিকটা রক্ষা পায়। শ্রমিক-ক্ষতিপূরণ আইন প্রণয়নের ফলে শ্রমিক সাধারণের সুবিধা হয়। সমাজকল্যাণের কাজে হাত দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্যম শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে নোংরা বস্তি ভেঙ্গে নতুন আবাস নির্ম্মাণের কাজে ষ্টেট হাত দেয়, তারই পরিণতি হিসাবে ১৯০৯ সালে টাউন প্ল্যানিং আইন পাশ হয়। ১৯১১ সালে স্বাস্থ্যহানি এবং বেকারসমস্যা-জনিত দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাষ্ট্রের সাহায্যে বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

গত মহাযুদ্ধের সময় এবং তৎপরবর্ত্তীকালে সমাজকল্যাণের দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের উদ্যোগ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১৮ সালের আইনে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা এবং দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে এসে পড়ে। মাতৃমঙ্গল শিশুমঙ্গল প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিগুলির প্রচেষ্টাকেও সাহায্যে পুষ্ট করে ভালভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধের শেষের দিকে সংক্রামক আকারে যৌন-ব্যাধির প্রসারে সমাজের অঙ্গ দূষিত হয়ে ওঠে। এই কুৎসিত ব্যাধির প্রসার যাতে না বাড়ে এবং ব্যাধিগ্রস্তরাও যাতে চিকিৎসা এবং আরোগ্যের সুযোগ লাভ করে রাষ্ট্রকে সেদিকেও নজর দিতে হয় যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক মন্দার দিনে বেকার সমস্যা যেমন তীব্রতর হয়ে উঠে তখন বর্দ্ধিত হারে এবং ব্যাপকতরভাবে বেকারভাতা দেবার দায়িত্বও রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হল। সমাজের অর্থ-নৈতিক সংগঠনের গলদ যত বেশী প্রকট এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যটাও যত বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল রাষ্ট্রের দায়িত্ব গেল সেই অনুপাতে বেড়ে। মধ্য যুগে চার্চ্চ এবং গিল্ড যে সেবা বা দয়াধর্ম্মের ভার নিয়ে জনকল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তার বাস্তব পটভূমিকাটিই গেল বদ্‌লে। কোটী কোটী আর্ত্ত মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠ সমস্বরে যে বলিষ্ঠ দাবী তুল্‌ল তাকে পূর্ণ করার মত সঙ্গতি এক রাষ্ট্র ছাড়া কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যুগের দাবী মেনে রাষ্ট্রের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তৃত করতে হল। শুধু দরিদ্র শ্রেণী নয় আজ মধ্যবিত্তশ্রেণীও সমানভাবে এই সব ব্যবস্থার সুযোগ লাভ করছে। জাতিগঠন বা জনহিতমূলক সমস্ত সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গেই জনসাধারণের অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে। সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে নির্ব্বাচিত কমিটি আছে, সরকারী পরি-কল্পনাকে কার্য্যকরী করে তোলার ভার তাদের। প্রয়োজন হলে এই উদ্দেশ্যে তারা অতিরিক্ত করধার্য্যও করতে পারে। শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব বিধিব্যবস্থা করার ভার এদের, তবে বেকারবীমা এবং বেকার-ভাতা সংক্রান্ত সব কিছু সরাসরিভাবে মন্ত্রি-সভার শ্রমিক দপ্তরই করে থাকেন। একটা কথা এই সঙ্গে বলে রাখা দরকার, প্রধানতম দায়িত্ব আজ রাষ্ট্রের হাতে গেলেও চার্চ্চ বা বেসরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা বন্ধ হয় নি।

সেকাল ও একাল—

কৃপণ তার ধনরত্ন নিয়ে কাটাত বিনিদ্র রজনী···দস্যু তস্করের হাতে লুণ্ঠনের ভয়ে। সোনার তাল করে শেষে পুঁতে রেখেছিলো···মাটির তলায়—লুণ্ঠনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। সত্যই যখন চোরে চুরি করে নিয়ে গেল সোনার তালটী—তার বদলে পুঁতে রেখেছিলো একটী মাটীর পিণ্ডি···মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য···কারণ তার কাছে সোনার তাল ও মাটীর পিণ্ডি —দুইই সমান। সোনার তাল···দিত না তাকে কোন অর্থ···বাড়াত না তার ধনরত্নরাশি··· ···সাহায্য করত না তার বিপদে...বরং—শঙ্কায় ও ভাবনায় জীবনকে করে তুলেছিলো বিষময় ও দুর্ব্বিষহ——

কিন্তু আর আজ—

প্রগতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক নিয়েছে আপনার আর্থিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার ভার··· তাই জীবন হয়েছে আপনার নিঃশঙ্ক ও সাবলীল···বাড়্‌তি পথে চলেছে আপনার অর্থরাশি····· শিখিয়েছে আপনাকে হতে সঞ্চয়ী···বিপদে সাহায্য করছে অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় ———

৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট—
প্রতি ৮৲ টাকায় ৫ বৎসরে ১০ টাকা পাওয়া যাইবে।

স্থায়ী আমানত—
সুবিধামত সর্ত্তাধীনে ৬ মাস, ১ বৎসর কিম্বা তদূর্দ্ধকালের জন্য রাখা হয়।

ঋণ ও ওভারড্রাফট—
স্বর্ণ এবং অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটির উপর দেওয়া হয়।

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট—
বৎসরে শতকরা ২৷৷০ টাকা সুদ। চেক দিয়া তোলা যায়।

কারেণ্ট একাউণ্ট—
বৎসরে শতকরা ৷৷০ সুদ—দৈনিক অন্যূন ২৫০ টাকার উপর।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য সুবিধামত সর্ত্তে করা হয়।

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(একটী জাতীয় প্রগতিশীল সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস—দিনাজপুর। শাখা—রাজসাহী কলিকাতা
১১নং ক্লাইভ রো

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—
রায় সাহেব জে, এম, সেন।

জনকল্যাণের কাজে, বিশেষ করে শিক্ষা প্রচার এবং বিভিন্ন প্রকার হাসপাতাল ও আরোগ্যশালা স্থাপনে তাঁরা আজো যে অর্থ ব্যয় করে থাকেন তার অঙ্ক রাষ্ট্রের দানের চেয়ে খুব বেশী কম নয় এবং সেই সঙ্গে এ কথাটাও স্মরণ রাখা দরকার বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের এই মহীয়সী প্রচেষ্টা শুধু স্বদেশে নয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রসারিত হয়েছে। গৌণতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এদের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হলেও অনুন্নত ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক বিস্তারের কাজে সেবাব্রতী খৃষ্টান যাজকদের দান অসামান্য। এসব ছাড়া আরও নানাপ্রকার স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আছে। কোথাও বা সঙ্ঘবদ্ধ, কোথাও বা বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা প্রচার, হাসপাতাল স্থাপন, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার গঠন-মূলক কাজের মারফৎ তারা সমাজসেবা এবং জনকল্যাণের কাজ করে থাকে।

বিস্তারিত আলোচনা না করে বর্ত্তমান প্রবন্ধে বৃটেনের সরকারী জনকল্যাণ প্রচেষ্টার বড় বড় কয়েকটি দফা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

শিক্ষা

সরকারী জনকল্যাণ ব্যবস্থার কথা বলতে প্রথমেই জনশিক্ষার কথা মনে হয়। যুক্তরাজ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য সরকারী ব্যয় বৎসরে অনুমান ১০ কোটি পাউণ্ড। পাঁচ থেকে চৌদ্দ বৎসরের বালকবালিকাদের পক্ষে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। খুব বেশী ধনী এবং অভিজাত পরিবারের মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়ে ছাড়া সব ইংরাজ ছেলেমেয়েই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ছাড়াও বিনা ব্যয়ে নানা প্রকার বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্য নানা শ্রেণীর সরকারী বিদ্যালয় দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে বা অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে যুবক এবং বয়স্কেরাও ইচ্ছা এবং প্রয়োজনমত বৃত্তি শিক্ষা লাভ করতে পারে। সরকারী বিদ্যালয় এবং শিক্ষাগার ছাড়াও বিবিধ সমিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত নানা প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, সরকারী তহবিল থেকে তাদেরও পর্য্যাপ্ত রকম সাহায্য দেওয়া হয়।

পাঁচ থেকে সাত বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য যে সকল নার্সারী বা সাধারণ বিদ্যালয় আছে সেখানে সব চেয়ে বেশী নজর নেওয়া হয় শিশুর শরীর এবং মনের গঠনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে গানবাজনা, এক আধটু ছবি আঁকা, প্রকৃতি-পরিচয়, আবৃত্তি প্রভৃতি শেখান হয়।

সাত বছর বয়স হলেই তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাত থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের সেখানে বর্ণমালা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ গণিত পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। লেখাপড়া শিক্ষা দিলেও সবচেয়ে বেশী নজর রাখা হয় ছেলেমেয়েদের শরীর গঠনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনা, নানা প্রকার হাতের কাজ এসব ত আছেই। ১১ বছর বয়স একবার বাছাই করার সময়। এখন থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের আভাষটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক রুচি এবং মেধা অনুযায়ী বাছাই করে কতককে পাঠান হয় মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে, কাউকেবা পাঠান হয় রুচি এবং উৎকর্ষতা অনুযায়ী নানা রকম কারুশিল্প বা বৃত্তি শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ে। ১৩ বছর বয়সে আর একবার বাছাই করা হয় এবং ইংরাজ বালক-বালিকার শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের গতি তখনই প্রায় নির্ণিত হয়ে যায়। মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে যারা যায় তারা সেখানে ১৬।১৭

ফোন :—
কলিকাতা—২৭৬৭

দেশের সেবায় নিয়োজিত

টেলিগ্রাম :—
"জনসম্পদ"

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—
শিমুলিয়া
নীলফামারী
মেদিনীপুর
পুরী
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ

১৯৪২ সালে আয়কর বাদ শতকরা ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
ডাঃ এম, চ্যাটার্জ্জী ও
মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম-এ।

৩১।১২।৪২ তারিখ পর্য্যন্ত—
অনুমোদিত মূলধন
১০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন
৩,১১,৮০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন
১,৬৯,৫৭০৲ ,,
কার্য্যকরী তহবিল
১০,৪৬,০০০৲ টাকার উপর

বছর বয়স পর্য্যন্ত পড়তে পারে। স্কটল্যাণ্ডের ব্যবস্থা কিছু একটু অন্যরকম। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াও বালকবালিকারা ১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের খরচায় বিনা ব্যয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পায়। তা ছাড়া যারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ে তাদের পড়ার খরচ দিতে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সত্যিকারের যত ব্যয় তার অনেক কম তাদের দিতে হয়—বাকিটা বহন করে রাষ্ট্র।

তাছাড়া বৃটেনের মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন ভাগের এক ভাগ এখনও রাষ্ট্রের অর্থে এবং পরিচালনাধীনে কাজ করছে। গভর্ণমেণ্ট অর্থ দিলেও বিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণ বিধিব্যবস্থা নিয়ে সরকারী মুরুব্বিয়ানা নাই। নির্ব্বাচিত স্থানীয় কমিটীর হাতে এইসব ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া আছে। ফলে অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ কোনটাই হতে পারে নাই। কোন অঞ্চলে হয়ত একটু ভাল ব্যবস্থা হয়েছে, কোথাও বা হয়েছে অপেক্ষাকৃত খারাপ। প্রাথমিক এবং অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারী অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারী অর্থ সাহায্যে পরি-চালিত হলেও শিক্ষকেরা কিছু সরকারী চাকুরে নয়। তাদের নিয়োগ এবং চাকুরী সম্পর্কিত সবকিছু নির্ভর করে স্থানীয় কমিটী বা বোর্ডগুলির উপর।

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে। বিমান আক্রমণের ফলে স্কুলগুলিকে ভেঙে অপেক্ষা-কৃত নিরাপদ এলাকায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনবোধে অনেকগুলো ছোট ছোট স্কুল মিলিয়ে একটা স্কুলে পরিণত করা হয়েছে। বহু বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, স্কুলের বহু বাড়ী সরকারী এবং সামরিক প্রয়োজনে দখল করে নেওয়া হয়েছে। ইংরাজের জীবনে আজ যুদ্ধটাই সবচেয়ে বড় কথা; কাজেই সেই যুদ্ধ পরি-চালনার সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই আজ সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যুদ্ধের ফলে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার সবগুলোই কিছু খারাপ নয়। যুদ্ধের পরেও সেগুলোর মূল্য থাকবে এবং এক আধটু সংশোধন করে সেগুলোকে গ্রহণ করলে সমাজের কল্যাণই হবে। নিরাপত্তার জন্য বহু ছেলেমেয়েকে কানাডা ও আমেরিকায় পাঠান হয়েছে। যুদ্ধের পরও যদি শিক্ষা সমাপ্তির সফর হিসাবে এই ধরণের বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায় তার ফল ইংরাজ ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভালই হবে। তাছাড়া অনেকগুলো স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে এক জায়গায় নিয়ে অনেকটা ক্যাম্পের মত করে রাখার যে ব্যবস্থা আজ করা হয়েছে এটাকেও আংশিকভাবে বজায় রাখতে পারলে ভাল। ছুটীর সময় বহু এলাকার ছেলেমেয়ে যদি এমনি করে এক সাথে থেকে মেলামেশা করতে পারে, তাহলে তারা যে শুধু আনন্দ লাভ করবে তাই নয়, শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেও এর একটা মূল্য আছে। যুদ্ধের কাজে ইংরাজ মায়েদেরও আজ ডাক পড়েছে। কাজেই শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য নার্শারী স্কুলের সংখ্যা আজ অনেক বাড়াতে হয়েছে। দুধের ছেলেমেয়েও সেখানে ফেলে রেখে মায়েরা নির্ভাবনায় কাজ করতে পারে। এই যুদ্ধকালীন ব্যবস্থাটা যদি যুদ্ধোত্তর কালেও বজায় রাখা হয় তাহলে ইংল্যাণ্ডের শিশুপালন এবং শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন এসে যাবে।

জনস্বাস্থ্য

বাসগৃহ—ইংল্যাণ্ড শিল্পপ্রাণ দেশ। কাজেই ইংরাজের দেশে জন-স্বাস্থ্যের কথা বললেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্যের কথা ওঠে। আমাদের দেশের কলকারখানার শ্রমিকদের তুলনায় ইংরাজ শ্রমিকেরা অনেক ভালভাবে থাকে, তবু মধ্যবিংশ শতকের মানুষের পক্ষে যে হালে থাকা উচিত তা থেকে তারা বঞ্চিত।

সেবাব্রতে ব্রতী

পিপলস্ ক্রেডিট

(ব্যাঙ্ক লিমিটেড)

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ

ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে

ফোন কলিঃ ৩৪৬

স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগজ, বিল ও পণ্য দ্রব্যের জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।

**

স্থায়ী আমানতের সুদের হার পত্র লিখিলে জানান হয়।

***

অন্যান্য সর্ব্বকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

—

এস, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

বিচিত্রতায় ও বর্ণনৈপুণ্যে!

আমাদের

'ঝরণা' 'রামধনু' 'ডুরে'

'জলতরঙ্গ' 'সেমুলা' প্রভৃতি

রঙ্গীন ও শোভন শাড়ী এবং

বিভিন্ন প্রকারের ধুতি রূপ-সজ্জার

প্রধান সহায়ক অথচ মূল্য খুবই কম।

জামার জন্য সার্টিং, লংক্লথ প্রভৃতি নানা রকমের কাপড় প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার করিতেছি।

বিদ্যাসাগর কটন মিলস্ লিঃ

তাই সমাজের প্রয়োজনেই তাদের কর্ম্মক্ষম করে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানা প্রকার সরকারী আয়োজন এবং ব্যবস্থা প্রচলন করা দরকার হয়েছে। শিল্পপ্রধান সহরগুলি সাধারণতঃই জনবহুল এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে থাকে। নতুন কোন শিল্পকে অবলম্বন করে আজ যদি কোন সহর গড়ে ওঠে তবে সে সহর হয়ত আধুনিক কারুবিদ্‌দের পরিকল্পনা এবং ধনিকের অর্থানুকুল্যে গড়া হবে। বিলাতের সহরগুলির অধিকাংশই পুরানো, কারণ শিল্প বিপ্লবকে অবলম্বন করে তারা যখন খাপছাড়াভাবে গড়ে উঠেছিল তখন এই সব সমস্যা এত উগ্র হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ ঘিঞ্জি ভেঙ্গে, আবর্জ্জনা দূর করে এগুলোকে নতুন রূপ দিতে হচ্ছে। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর গড়া সহর ত আর মধ্য-বিংশ শতকের মানুষের প্রয়োজনের দাবী পুরোপুরি মেটাতে পারে না। তাই আজ সহর পরিষ্কার করার জন্য, শ্রমিক এলাকায় আধুনিক ধরণের ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের জন্য পার্লামেণ্টের আইন পাশ হয়েছে। মালিক যে সব বাড়ী আধুনিকভাবে সংস্কার করতে সক্ষম নয় সেগুলি সরকারের কর্তৃত্বে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। বিলাতের এ আন্দোলনও নতুন নয়। ১০০ বছর আগেই (১৮৪২) "Metropolitan Association for Improving the Dwellings of the Industrious classes" নামে একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই ধরণের আরো অনেক সমিতি আছে যারা সরকারী সমর্থন এবং অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। তার ফলও হয়েছে চমৎকার। গত মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর এবং বর্ত্তমান লড়াই সুরু হবার আগে পর্য্যন্ত যে বছর ২০।২৫ সময় হাতে ছিল তার মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে প্রায় ৪৫ লক্ষ নতুন বাড়ীঘর তৈরী হয়েছে। এর প্রায় অর্দ্ধেকই বেসরকারী প্রচেষ্টার ফল। ইংরাজ শ্রমিক এবং অনেক ক্ষেত্রে গরীব মধ্যবিত্তরাও কম ভাড়ায় এই সব ভাল বাড়ীঘরে থাকার সুযোগ পায়। শ্রমিকের আয় এবং পরিবারের জনসংখ্যার অনুপাতে এই ভাড়ার তারতম্য হয়ে থাকে। নতুন নতুন বাড়ীঘর নির্ম্মাণের আয়োজন যুদ্ধের ফলে ভীষণভাবে ব্যাহত হলেও একেবারে বন্ধ হয় নি। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে যুদ্ধের ফল কিন্তু ভালই হবে। জার্ম্মান বিমান ইংরাজের বড় বড় সহরগুলির উপর ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে আধুনিকতম পদ্ধতিতে তাদের পুনর্গঠনের সম্ভাবনাকে অপরিহার্য্য করে দিয়ে গেছে।

মাতৃ ও শিশুমঙ্গল

গত মহাযুদ্ধের কিছু আগ থেকেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রসূতি কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকারে শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা করেন। নবজাত শিশুদিগকে পরীক্ষা এবং পরিচর্য্যা করার জন্য কোন কোন এলাকায় ডাক্তারও নিযুক্ত করা হয়। এই কার্য্যে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির দানই বেশী, তবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা সরকারী অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। প্রসূতিদের জন্য শুশ্রূষাগার এবং প্রসবাগার আজ কাল এত বেশী যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রসবের ব্যবস্থা বাড়ীতে করা হয় না। তবে যাঁরা বাড়ীতে প্রসবের ব্যবস্থা করেন তাঁরাও ধাত্রী এবং ডাক্তারের সাহায্য বিনা ব্যয়েই পেয়ে থাকেন। শুধু প্রসব নয়, অনেক জায়গায় ৫ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা এবং যত্ন নেবার ব্যবস্থা আছে।

স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পর স্কুলের মারফৎই ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। নিয়মিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা এবং প্রয়োজনবোধে চিকিৎসা করার জন্য ব্যাপক সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে। ডাক্তার এবং নার্সদের অধিকাংশই সরকারী চাকুরে, তবে অবৈতনিক ডাক্তার এবং নার্সরাও অনেক ক্ষেত্রে স্কুল ক্লিনিকের কাজে সাহায্য করে থাকেন।

যক্ষ্মা-ক্যানসার-যৌন ব্যাধি নিবারণ

বর্ত্তমান শতকের প্রথম দিকে দেখা গেল যে, ব্রিটেনের প্রতি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৯০৪ জন মরে যক্ষ্মায় এবং যে ভাবে যক্ষ্মার বিস্তার বেড়ে চলছিল তা সত্যই ভয়াবহ। বিলাতটা শিল্প এবং সহরপ্রধান দেশ, কাজেই যক্ষ্মার বীজ যে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই একটা উর্ব্বর ক্ষেত্র পায় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই দেখতে দেখতে যক্ষ্মা নিবারণ এবং যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা এবং আরোগ্য বিধানের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯৩৮ সালে হিসাব নিয়ে দেখা গেল যে যক্ষ্মার মারী শক্তিকে ইংরাজ জাতি অনেকটা কাবু করে ফেলেছে, ১৯০৪ জনের স্থানে মৃত্যুর সংখ্যা ৬০২ জনে নেমে এসেছে। যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থাই অবশ্য এর কারণ নয়। সাধারণভাবে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, ভাল ঘরবাড়ীতে বাস করার ব্যবস্থা, সহর এবং বিশেষভাবে সহরের কারখানা অঞ্চলের ঘিঞ্জি পরিষ্কার করে ফাঁকা মাঠ এবং পার্ক প্রভৃতি গড়ে তোলার ফলেই যক্ষ্মা বিস্তারের মূল কারণগুলো অনেকখানি দূর হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ত আছেই।

গত মহাযুদ্ধের পর কুৎসিত যৌন ব্যাধির আক্রমণে সমাজের অঙ্গ দূষিত হয়ে ওঠে। এই ব্যাধি সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা বাৎলে দেবার জন্য একটা 'রয়েল কমিশন' নিয়োগ করা হয়। তার পরই আরম্ভ হয় ব্যাপকভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই রোগের চিকিৎসার জন্য বহু পৃথক ক্লিনিক খোলা হয় এবং সাধারণ হাসপাতালেও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া
লিমিটেড
হেড্ অফিস :—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—১নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা, কলুটোলা ষ্ট্রীট, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার, চুঁচুড়া, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বর্দ্ধমান, কুষ্টিয়া, জামালপুর।

অনুমোদিত মূলধন	... ...	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	... ...	৫,৩৯,৬৫০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন	... ...	৪,৬৭,০৫০৲ ,,
রিজার্ভ ও অন্যান্য ফণ্ড	... ...	১,৪৮,৪৮০৲ ,,

গচ্ছিত টাকার সুদের হারের জন্য লিখুন।

হয়। তবে কুৎসিত যৌন ব্যাধির চিকিৎসা করানটা ইংলণ্ডে এখনও বাধ্যতামূলক নয়।

ইংরাজের দেশে আজ সব চেয়ে বেশী লোক মরে ক্যান্‌সারে। ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায় প্রতি ৭ জনের মধ্যে এক-জনের মৃত্যু হয় ক্যানসারে। তারপর থেকেই ক্যানসারের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে নানা-প্রকার অনুসন্ধান এবং গবেষণা চলছে। রেডিয়ম চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য 'ন্যাশনাল রেডিয়ম কমিশন' মারফৎ দেশবিদেশ থেকে রেডিয়ম কেনা হচ্ছে।

হাসপাতাল

ইংল্যাণ্ডে আজকাল দুই শ্রেণীর হাস-পাতাল দেখা যায়—সরকারী এবং বেসর-কারী। হাসপাতাল স্থাপনের সরকারী প্রচেষ্টা খুব বেশীদিনেরও নয়। বেসরকারী হাস-পাতালের মধ্যে অনেকগুলিও বহু শত বছর আগে স্থাপিত হয়েছে। অধিকাংশই চার্চ্চের উদ্যমে এবং ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে। বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী। এই সব হাসপাতালে ৮৫ হাজার 'বেড' আছে। ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, এদের ব্যয় হয় ১ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ 'ইনডোর' রোগী ও ৬০ লক্ষ 'আউটডোর' রোগী এই সব বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসিত হয় এবং আরোগ্য লাভ করে থাকে।

সরকারী হাসপাতাল স্থাপনের প্রচেষ্টা ইংল্যাণ্ডে খুব বেশী দিনের নয়। গত শতকের শেষের দিক থেকেই অবশ্য এই প্রচেষ্টা সুরু হয়। তবে এই অল্প কয়েক বছরেই সরকারী হাসপাতাল সংখ্যায় বেসরকারী হাসপাতাল-গুলোকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। যত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা লাভ করে থাকে তার বারো আনাই করে থাকে সরকারী হাস-পাতালে। সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যে সকল হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে তার অধিকাংশই সরকারী। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে অবশ্য বহু নতুন নতুন হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে এবং পূর্ব্বতন হাসপাতালগুলির আয়তনও যথাসম্ভব বিস্তৃত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য-বীমা

চিকিৎসা এবং আরোগ্য বিধানের এই সব ব্যবস্থা ছাড়াও ইংল্যাণ্ডে আর একটা চমৎকার ব্যবস্থা আছে। তাকে বলে স্বাস্থ্য-বীমা—অর্থাৎ লোকে স্বাস্থ্যটাকে বীমা করতে পারে। কোন শ্রমিক যদি এই বীমা করে তবে সপ্তাহে সপ্তাহে বেতনের টাকা থেকে তাকে সামান্য কিছু দিতে হয় প্রিমিয়ম হিসাবে। যে প্রতিষ্ঠানে সে চাকুরী করে তারাও কিছু দেয়, আর বাকিটা দেয় গবর্ণ-মেণ্ট। স্বাস্থ্য-বীমা করা থাকলে যে কোন সময় বিনা খরচায় সে যে কোন রকম ডাক্তারের পরামর্শ পেতে পারে। ব্যারাম হলে বিনা খরচায় ভাল চিকিৎসার সুযোগ পায় এবং ব্যারামের ফলে যদি অশক্ত হয়ে পড়ে তাহলে ভাতা পায়। যাদের শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় এবং যাদের আয় বছরে ৪২০ পাউণ্ডের বেশী তাদের পক্ষে স্বাস্থ্য-বীমা বাধ্যতামূলক।

এতদ্ব্যতীত বিকলাঙ্গ এবং বিকৃতমস্তিষ্ক-দের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা প্রভৃতির জন্য নানাপ্রকার সরকারী ক্লিনিক, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে। এই সব আরোগ্যশালার সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণাগারও আছে। চিকিৎসার ফলে বিকলাঙ্গদের মধ্যে যারা সব এক আধটু কর্ম্মক্ষম হয়ে ওঠে শক্তির অনুপাতে তাদের নানাপ্রকার কুটীর শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। তার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সরকারী ব্যবস্থা আছে।

বেকারসমস্যা

অসঙ্গতিপূর্ণ বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বেকারসমস্যা একটা অপরিহার্য্য জিনিষ। আজ অবশ্য যুদ্ধের ফলে যুধ্যমান দেশগুলিতে বেকার বলে কেউ নাই বরং খাটনি করার মত লোকেরই টান পড়েছে। কিন্তু এটা হল একটা সাময়িক এবং কৃত্তিম অবস্থা। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় ব্রিটেনে বেকারের সংখ্যা ছিল সাড়ে বার (১২॥) লক্ষ। বেকারসমস্যা সমাধানের জন্য ইংল্যাণ্ডে বীমা ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা চালু হয় ১৯১১ সালে। যুদ্ধের আগে যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় প্রায় দেড় কোটী শ্রমিক এই বীমা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক পরিণত বয়স্ক বীমাকারী শ্রমিককে সপ্তাহে ১০ শিলিং প্রিমিয়ম দিতে হয়। বেকার অবস্থায় বিবাহিত দম্পতি সপ্তাহে ৩০ শিলিং করে পেন্সন পায়। ছেলেমেয়ে সকলে মোট ৪১ শিলিং পর্য্যন্ত এই বেকার ভাতা পেতে পারে। তাছাড়া সরকারী **সাহায্য বোর্ড** আছে। যে সব শ্রমিক বীমা করার সুযোগ পায় নি তারা বেকার অবস্থা এবং এই সাহায্য বোর্ড থেকে ভাতা পায়। এতদ্ব্যতীত কতক-গুলি বিশেষ এলাকা আছে যেখানে "Special Area Commission" মারফৎ বিশেষ এবং অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হয়। এইত গেল বেঁচে থাকার মত সাহায্য দানের দিক। তা-ছাড়া বেকারদের নানা শিল্প এবং কারুবিদ্যায় শিক্ষিত করে কর্ম্মপ্রাপ্তির সহায়তা করার ব্যবস্থাও আছে এবং বিভিন্ন শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রমিক-বিনিময়ের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইংরাজ শ্রমিকেরা শ্রমিক হলেও স্বাধীন দেশের লোক। এতেই তারা সন্তুষ্ট নয়। আরো অধিকার এবং সুবিধা আদায়ের জন্য আন্দোলন যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত অবিরাম-ভাবেই সেখানে চলতে দেখা গেছে।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত ১৯০১

টেলিগ্রাম ঃ "শিল ব্যাঙ্ক" ফোন ঃ ১৬৬, শিলং

হেড অফিস ঃ শিলং

ব্রাঞ্চ ঃ—শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০ পঁচিশ লক্ষ টাকা।
বিক্রীত মূলধন ৫,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ৩,১০,৬৮৮৲

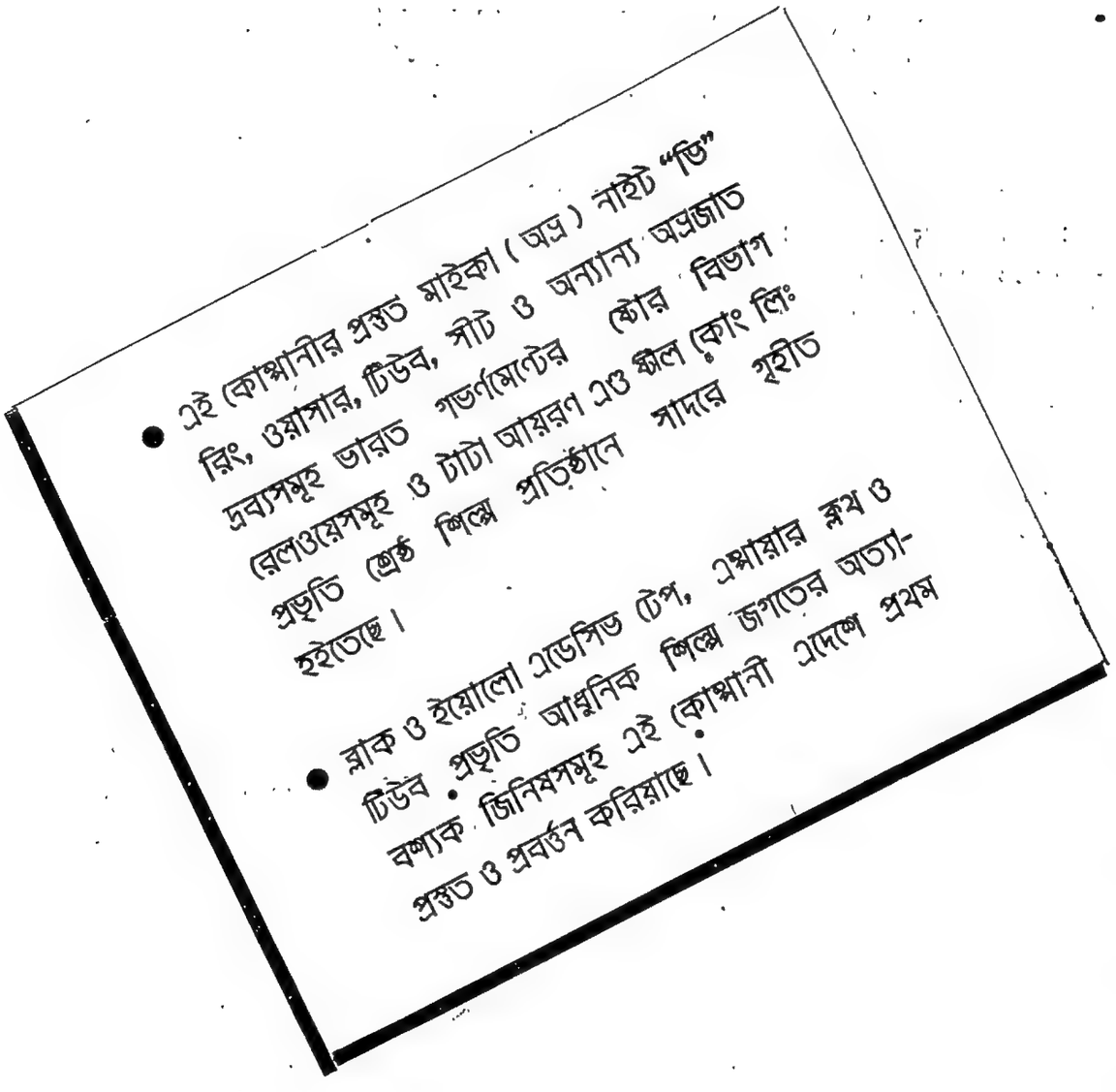

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—

গুহ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সরকার লিঃ

বার্দ্ধক্য ভাতা

১৯০৮ সালে প্রথম বার্দ্ধক্যে ভাতাদানের সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে আইন পাশ হয়। ৭০ বছরের উপর যাদের বয়স সপ্তাহে তাদের ৫ শিলিং করে সরকারী ভাতা দেবার ব্যবস্থা হয়। পরে অবশ্য এই ভাতার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালে আর একটা আইন পাশ করা হয়। এই আইনে বীমাকারী শ্রমিকের স্ত্রীর বয়স যদি ৬৫ বছরের বেশী হয় তবে তাকেও ভাতাদানের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া এই সব অশক্ত শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের জন্যও ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত এবং যদি স্কুলে থাকে তবে ১৬ বছর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে ৭ শিলিং ৬ পেন্স করে ভাতা পায়। যে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে এই ভাতা দেওয়া হয় তাতে শ্রমিক, শিল্পকারখানার মালিক এবং গভর্ণমেণ্ট সবাই সাহায্য করে থাকেন। ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায় ২৫ লক্ষ বৃদ্ধবৃদ্ধা, ৮ লক্ষ ২১ হাজার বিধবা এবং ৩ লক্ষ ৩ হাজার শিশু এই আইন অনুসারে ভাতা পেয়ে থাকে। সব হিসাব মেলালে দেখা যায় মোট ৪০ লক্ষ লোক ভাতা পেয়ে থাকে এবং এই ধরণের পেন্সন দানের জন্য ১৯৪১ সালে গবর্ণমেণ্টের ১০ কোটী টাকা ব্যয় হয়েছে।

ব্রিটেনের জনকল্যাণ ব্যবস্থা যে কত ব্যাপক এবং তার জন্য সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যে কি পরিমাণ যত্ন-চেষ্টা এবং অর্থ ব্যয় করে থাকে উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে তার মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। জনকল্যাণ ব্যবস্থা মূলতঃ সংস্কারমূলক, কোন প্রকার বিপ্লবী পরিবর্ত্তন এর দ্বারা আশা করা যেতে পারে না; তবু এই সকল ব্যবস্থার ফলে ইংরাজ জাতির যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে এই কয় বৎসর শিশু মৃত্যু এবং নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রকোপ ত কমেছেই, তাছাড়া ইংরাজ ছেলেমেয়েদের দেহের ওজন, দৈর্ঘ্য এবং দৈহিক শক্তিও অনেক বেড়েছে। এর চেয়ে জোড়ালো প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?

বিভারিজ পরিকল্পনা

যুদ্ধের সময়ও সরকারী জনকল্যাণ প্রচেষ্টা বন্ধ নেই; বরং যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের শ্রমিক সমস্যা যে আরো বহুগুণ জটিল হয়ে উঠবে এবং তার অন্ততঃ কাজচলা গোছের একটা সমাধানের উপরই যে যুদ্ধোত্তর সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে ইংরাজ রাষ্ট্র ধুরন্ধরেরা সে কথা বেশ ভাল করেই জানেন। তাই যুদ্ধের শত রকম ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও বিভারিজের 'বিপ্লবী' পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রমিক এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা গতর খাটিয়ে খায় যুদ্ধের পর যে তারা অজলে-অস্থলে পড়বে না, তাদের সুখ সুবিধা এবং স্থিতিস্থাপকতার দিকে কর্ত্তাদের যে নেকনজর আছে বিভারিজ কল্পনার ভূমিকায় এবং ধারা উপধারাগুলির ফাঁকে ফাঁকে এই প্রচারকার্য্যই উগ্র হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও বর্ত্তমান ব্যবস্থার চেয়ে বিভারিজ সাহেবের প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা যে অনেক উন্নত ধরণের সে কথা অস্বীকার করে লাভ নাই। শ্রমিক-ভাতা এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এতে সুপারিশ আছে। বাধ্যতা-মূলক বীমা ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক এবং কার্য্যকরী করার জন্যও বিধান দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এই পরিকল্পনা নিয়ে পার্লামেণ্টে তুমুল বিতর্ক হয়। শ্রমিকদলের বহু সদস্য চাপ দেন যে, অবিলম্বে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করতে হবে। সরকারের তরফ থেকে তুরুক জবাব দেওয়া হয়, নীতির দিক থেকে বিভারিজ পরিকল্পনাকে অনুমোদন করলেও সামগ্রিকভাবে এটাকে চালু করতে তাঁরা নারাজ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হলে সমাজকল্যাণের কাজে ১৯৪৩ সালে সরকারী ব্যয় হবে ৬৯ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৪৫ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৮৫ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ডে।

রক্ষণশীল শাসকগোষ্ঠী আজ আপত্তি করলেও এই পরিকল্পনাটিকে একেবারে বার্তিল করে দেবার শক্তি তাহার হবে না। বর্ত্তমানে আর কিছু না হোক, সমাজ-কল্যাণের যুগোচিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব যে গভর্ণমেণ্টের এ স্বীকারোক্তিটা আদায় হয়ে রইল।

এই দুর্মূল্যতার সময়—

"প্যালেডিয়াম" পলিশি

ক্রয় করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার ও ভবিষ্যতের সংস্থান করুন।

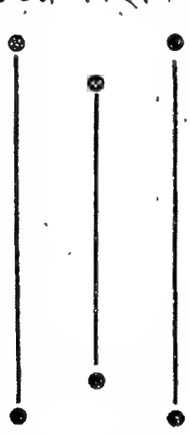

প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিমিটেড

৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট।
কলিকাতা

ফোন :—কলিকাতা ৯৭২ গ্রাম :—"প্যালেডিয়ামস্"

গ্রাম :—"স্পিডি" ফোন :—কলিকাতা ৫০৫৪

দি ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৭এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন : দশ লক্ষ টাকা
বিক্রীত মূলধন : এক লক্ষ টাকার উপর
আদায়ীকৃত মূলধন : অর্দ্ধ লক্ষ টাকার উপর

চলতি হিসাব :—অন্যূন ১০০৲ টাকা দিয়াই একাউণ্ট খোলা যায় এবং দৈনিক ৫০৲ টাকা ব্যালেন্সের উপর শতকরা বার্ষিক ১৷৷০ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

সেভিংস একাউণ্ট :—অন্যূন ১০৲ টাকা জমা দিয়া সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায়, ২৫৲ অথবা তদূর্দ্ধ ব্যালেন্সের উপর চেক্ বহি দেওয়া হয়। সপ্তাহে দুইবার টাকা তোলা যায়। বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

স্থায়ী আমানত :—৩৷৷০ টাকা হইতে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দেওয়া হয়।

—ব্রাঞ্চ অফিস—

নৈহাটী ● কৃষ্ণনগর ● বেলডাঙ্গা।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মহাজনী ব্যবসায়

(শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়)

বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেশের বহির্জ্জাগতিক ব্যবসার পরিমাণ খুবই সামান্য ছিলো এবং সে-সময়ে, এমনকি তা'রও বহু পূর্ব্বে, দেশের ব্যবসায়ে টাকা জোগান দিতো দেশীয় মহাজনরা। ক্রমে যখন দেশের ব্যবসা উত্তরোত্তর বেড়ে চ'ল্‌লো তখনই মহাজনী কারবারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট অনুভূত হতে লাগলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজের ব্যবসার খাতিরে এদেশে 'আধুনিক' ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত মহাজনী প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনে অগ্রণী হ'য়ে প'ড়লেন। এজেন্সি হাউস ও দেশীয় মহাজনদের উপর ব্যবসায়ীদের আস্থা যতই কমে আসতে আরম্ভ কোরলো, কোম্পানি ততই এদেশে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক স্থাপন করবার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে লাগলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলোর ভেতরে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান 'ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল'-এর আবির্ভাব হ'লো। এ' ব্যাঙ্ক স্থাপনার প্রায় ৩৬ বৎসর পরে 'ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে' গড়ে উঠে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দায়িত্বে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মূলধন নিয়ে এ' মহাজনী প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে। মূলধনের ভেতর দশ লক্ষ টাকা কোম্পানি নিজে দান করেন।

প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলো সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করার জন্যে কয়েকটি সুবিধে উপভোগ করে। এরা সরকারের টাকা পয়সা রক্ষণাবেক্ষণ করবার কাজ পায়; ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত পরিমাণ সরকারী নোট ছাপাবার ক্ষমতা লাভ করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীরাই এ-সব ব্যাঙ্কগুলোর পরিচালনা করেন। তারপর, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কাগজের মুদ্রা চালনার ভার সরকার নিজেই গ্রহণ করেন। সর্ব্বশেষে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 'ভারত' সরকার প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলো থেকে তাঁর জামানত টাকা তুলে নেন এবং সেই সঙ্গে কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনের ক্ষমতা পরিত্যাগ করেন। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ মহানগরীতে সরকারী কোষাগারের সৃষ্টি হয়। তারপর নানারূপ অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' ও 'রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া'র উদ্ভব ঘটে।

পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে এ'দেশে আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ার বহু পূর্ব্বেই মহাজনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো। প্রাচীন ভারতের সমাজে শ্রেষ্ঠী এক প্রধান স্থান গ্রহণ করে থাকতো; তার প্রমাণ গল্পে, কাহিনীতে, শাস্ত্রে, ইতিহাসে পাওয়া যায়। তিন হাজার বছর আগে 'মনুসংহিতায়' অর্থ-শাস্ত্রের যে সব নিয়মকানুন উল্লিখিত আছে তাতে আধুনিক মহাজনী ব্যবসায়ের অনেক উন্নত বিধিব্যবস্থার কথাও দেখা যায়। সে-সময়ের শ্রেষ্ঠীরা মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি বা মূল্য হ্রাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন হিসেবের খাতা সযত্নে রক্ষা করতেন। তাঁরা সুদে টাকা ধার দিতেন, জল অথবা স্থলপথে জিনিষপত্র চালান দেওয়ার ব্যবসায়ে বীমাপত্র প্রদান করতেন, এমনকি মুদ্রা-বিনিময়ের কাজও সম্পাদন করতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চাণক্য যে 'অর্থশাস্ত্র' প্রণয়ন করেন তা' থেকেও বণিক সংঘ কর্ত্তৃক স্থাপিত একক ধনাগারের বিষয় জানা যায়। এ' ধনাগার বর্ত্তমানকালের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানেরই অনুরূপ। এখানে টাকা জমা রাখা হ'তো, আবার এখান থেকে টাকা ধার দেওয়াও হতো। মুসলমানেরা ভারত আক্রমণ করলে এ সব মহাজনী কারবারের ভেতর অনিশ্চয়তা এবং বিপর্য্যয় দেখা দেয়। বণিক সংঘের ধনাগারে টাকা জমা রাখতে জনসাধারণ ভয় পেতে লাগলো। কে জানে কখন আবার এ'সব গচ্ছিত ধন লুণ্ঠিত অথবা বিদেশী শাসকের বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়ে পড়ে। তবে শ্রেষ্ঠীরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা বাণিজ্য, এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে বসলেন। এঁরা প্রধানতঃ এক একটি প্রাদেশিক রাজদরবারের সহিত সহযোগিতা করতেন। বাংলার নবাবদের বংশানুক্রমিক শ্রেষ্ঠী ছিলেন রাজা জগৎ শেঠ এবং সে-সময়ে রাজনৈতিক অবস্থা কতকাংশে যে এঁর নির্দ্দেশ মেনে চলতো—তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোম্পানি এবং দেশীয় ধনীদের মধ্যে টাকাপয়সার আদান-প্রদান চলে। ইয়োরোপীয় এজেন্সি হাউসের প্রবর্ত্তন হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও দেশীয় শ্রেষ্ঠীরা প্রবল পরাক্রমে তাঁদের প্রতাপ চালনা করেছেন। পরে, এজেন্সি হাউসের সৃষ্টি হবার সময়ে আধুনিক মহাজনী কারবারের প্রথম প্রচলন হয়। দেশীয় ব্যবসায়ী এবং বিদেশী পত্তনীদারেরা এ'সব এজেন্সি হাউসের সঙ্গে টাকা লেন-দেনের কাজ সুরু করে দেন। ভারতপ্রবাসী ইয়োরোপীয়েরা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মকর্ত্তারা এ' সকল এজেন্সিতে টাকা গচ্ছিত রাখেন। ১৮২৯-৩২ খৃষ্টাব্দে দেশীয় ব্যবসায়ে এক অভূতপূর্ব্ব বিপদ উপস্থিত হওয়ার ফলে এজেন্সি হাউসগুলো ব্যবসা গুটিয়ে ফেল্‌তে বাধ্য হয়। যদিও এ'সব এজেন্সি হাউসের মহাজনী কারবার আধুনিক ও ইয়োরোপীয় বিধিব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছিল তবুও এদের জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক বলা যায় না মোটেই। কক্‌স্, গ্রিণ্ডলে ইত্যাদি কোম্পানি, পেনিন্‌সুলার এণ্ড ওরিয়েণ্টেল ইত্যাদি জাহাজী ব্যবসাগুলো নিজ নিজ কারবার ছাড়াও

মহাজনী ব্যবসা করতেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ—'সন হালের ১লা মে তারিখ হইতে মেং মাকিণ্ডস কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্তল ব্যাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হররকমের সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত খোলা যাইবেক…' (সমাচার দর্পণ)। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখের আর একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, 'ওউল্ড কোর্ট স্ত্রিটে ৬১ নম্বর ঘরে অর্থাৎ শ্রীযুত পামর কোম্পানি সাহেবের বাটীতে ২রা আগষ্ট অবধি কলিকাতা বাঙ্ক নামে এক নূতন বাঙ্ক খুলিয়াছে' (সমাচার দর্পণ)। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখের সংবাদে দেখা যায়, 'গত ২৬শে মে তারিখে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই নিশ্চয় করিলেন যে, কলিকাতায় এক নূতন সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় উচিত…' (সমাচার দর্পণ)। তারপর ২৭শে জুন তারিখের সংবাদে 'ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ও খাজাঞ্চীকে মনোনীত' করার কথা জানা যায়। তখনও ব্যাঙ্কটির নাম সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় নি। পরে ২২শে আগষ্ট তারিখের খবরে দেখা যায়, 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক—আগামী ১৭ই আগষ্ট অবধি এই নূতন ব্যাঙ্কের কার্য্যারম্ভ হইবেক এবং তাহার যে নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া একখানি কেতাব হইবেক, যেহেতু এতদ্দেশীয় অনেক লোক ঐ ব্যাঙ্কের অংশী হইয়াছেন তাঁহারদিগের তাহাতে ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারা অনায়াসে বোধ হইবেক…এ ব্যাঙ্ক কেবল টাকারই কুঠী, ইহাতে টাকা দেওয়া নেওয়া বিষয়ে যে যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে কারবারি লোকের পক্ষে পরম মঙ্গল বোঝা যাইতেছে, যেহেতুক ব্যাঙ্কের ধারা অনুসারে বাণিজ্যের সাহস বৃদ্ধি হইবেক, কেননা ঐ বহুমূল্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক-নোট বাজারে বিস্তার ও চলিত হইলে টাকার স্বচ্ছলতা হইবেক—' (বঙ্গদূত)। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই-এর সংবাদ পাওয়া যায় এরূপ, "…'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে' অংশিদের এক সাধারণ সমাজ হয়; তাহাতে দৃষ্ট হইল যে শ্রীযুত ব্রুস ও শ্রীযুত কলন্ ও শ্রীযুত হরি ও শ্রীযুত সটন সাহেব ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ পদ ধারণের মিয়াদ গত হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত আর ব্রৌণ ও শ্রীযুত আর এচ্ ব্রৌণ ও শ্রীযুত সাণ্ড ও শ্রীযুত সিনথসন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।" (সমাচার দর্পণ)।

উপরের বিভিন্ন তারিখের সংবাদ থেকে জানা যায় যে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'ই বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রথম 'জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক'। 'কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক' ও 'কলিকাতা ব্যাঙ্ক' বস্তুতঃপক্ষে এজেন্সি হাউসের উপরি আয়ের এক একটি বিশিষ্ট উপায় মাত্র। এ' ব্যাঙ্ক দুটো 'মেসার্স ম্যাকিনটস্ কোম্পানি' ও 'মেসার্স পামর কোম্পানি' দ্বারা পরিচালিত হ'লেও এরা অংশীদারী প্রতিষ্ঠান। তবে এ'সব অংশীদারেরাই একমাত্র মালিক। জনসাধারণের পক্ষে এ'সব প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবার কোন সুযোগ সুবিধে নেই। 'কমরস্তল ব্যাঙ্ক—তাহার মালিক এইক্ষণে যে যে বখরাদার হইতেছেন তাঁহাদিগের নাম প্রত্যক্ষে লিখা যাইতেছে মেং জোসেফ বারেট্টো ও তাহার পুত্র প্রভৃতি ও মেং মাকিন্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর। মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবান ঐ কমরস্তল ব্যাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন।…বেমিআদী দস্তুরমত কমরস্তল ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া যাইবেক। নোটের রকম ফিকেতা ৫০০০।১০০০। ৫০০। ২৫০। ১৬০। ১০০।৮০।৫০।২০।১৬।১০।৮।৫ টাকার হইবেক। এই সকল নোটে এইক্ষণে মেং জোসেফ বারেট্টো সাহেব অথবা উইল্যম ফুলটন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত করিবেন' (৮ই মে ১৮১৯, সমাচার দর্পণ)। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, 'শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, কমরস্তল ব্যাঙ্কের যে সকল নোট আছে এবং ঐ ব্যাঙ্কের উপর যত দাওয়া আছে তাহা তিনি পরিশোধ করিবেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের যত পাওনা আছে তাহা তিনি লইবেন' (সমাচার দর্পণ)। 'কলিকাতা ব্যাঙ্কের' অংশীদারেরা ছিলেন 'শ্রীযুত জন পামর সাহেব ও শ্রীযুত জন এস ব্রোনরিগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি উলিয়ম হাবহৌস সাহেব ও শ্রীযুত এডবার্ড আগষ্টস নিউটন সাহেব ও শ্রীযুত এফ টি হাল সাহেব ও শ্রীযুত সি বি পামর সাহেব ও শ্রীযুত উলিয়ম প্রিনসেপ সাহেব ও শ্রীযুত রঘুরাম গোস্বামী। ইঁহারাই ঐ ব্যাঙ্কের লাভ লোকসানের 'দায়ী' (সমাচার দর্পণ)। 'কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক' এবং 'কলিকাতা ব্যাঙ্কে'র অংশীদারদের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ওসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশীর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো সব চেয়ে বেশী। মাত্র দু'একজন স্বনামধন্য বাঙ্গালীকে অংশীদারভুক্ত করা হোত দেশীয় লোকের সহানুভূতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে। সে সময়ে এ'দেশে দেশীয় প্রতিষ্ঠান গড়বার তোড়জোড় দেখা দেয় যা'র ফলে হয় 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের' সৃষ্টি। উপরোক্ত এক সংবাদে পাওয়া যায় যে ব্যাঙ্কের বাৎসরিক সমাবর্ত্তন সময়ে পরিচালকবর্গের পদে অন্য ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন। আর ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান বলে পরিগণিত হওয়া। এ' দু'টো কারণে বলা যেতে পারে যে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' কেবলমাত্র অংশীদারী ব্যবসা নয়, এ' ছিলো প্রকৃত জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির নিয়মাধীন আধুনিক মহাজনী ব্যবসার অগ্রদূত। তবুও দেখা যায় যে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' বিদেশীর প্রভাবমুক্ত হ'তে পারে নি।

'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র সম্পর্কে যে কয়টি খবর পাওয়া গিয়াছে সেগুলোর প্রায় সবই 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখের 'বঙ্গদূতে' সংবাদ বেরোয়, 'জেনারেল ব্যাঙ্ক—এক্সচেঞ্জ ঘরে এই ব্যাঙ্কের কর্ম্মনির্ব্বাহকের নিয়োগ নিমিত্ত এক সভা হইয়াছিল…এই সভায় শ্রীযুত জানস্মীথ সাহেব সভাপতি হইয়া প্রথমতঃ কর্ম্মচারীদিগের নাম নির্দ্দেশ উদ্দেশে অংশিগণ কর্ত্তৃক বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন যে, যে ব্যক্তি

বঙ্গশ্রী আয়ুর্ব্বিজ্ঞান মন্দির
অ্যাণ্ড লেবোরেটরী

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের গবেষণায় ভারতের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান। আমাদের কারখানায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বহুল পরিমাণ পেটেণ্ট ও শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত হইয়া সারা ভারতে পরিবেশিত হইতেছে। কেবলমাত্র আমরাই আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ বহুল প্রচার জন্য অল্প লাভে পাইকারী হিসাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছি।

সর্ব্বত্র ষ্টকিষ্ট, এজেণ্ট ও উৎসাহী যুবক ও মহিলা কর্ম্মী চাই।

পরিচালক :—
বৈদ্যশিরোমণি, কবিরাজ দিগীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এল, এ, এম, এস; এম, এ, এম, এস; এম, এ, এস, এফ; রিসার্চ স্কলার, গোল্ড মেডালিষ্ট, ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর ও হাউস সার্জ্জন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল।
৯৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩১নং রামনগর, নিউদিল্লী।

এই ব্যাঙ্কের উর্দ্ধ সংখ্যা ১৫ অংশ লইয়াছেন তিনি ৪ বোট বিতরণে শক্ত হইবেন এবং ৬ অংশে ৩ বোট ও ৩ অংশে ২ বোট ও একাংশে এক বোট দিতে পারিবেন···এ প্রকার সভা করিয়া উভয়পক্ষীয় লোক সকলের বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া সেই পত্রের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা কর্ম্মার্থিকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করণের প্রথা পূর্ব্বে কস্মিনকালে এ প্রদেশে ছিল না, অতএব অস্মদ্দেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল।'

মনোনীত ব্যক্তিদের নাম 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া না গেলেও 'বঙ্গদূতে' পাওয়া গিয়েছে। নামের বিবরণ—'বিশ্বস্ত (এষ্টী) শ্রীযুত কম্পটন সাহেব ও শ্রীযুত ডিকিন সাহেব এবং শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়। ডাইরেক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ—শ্রীযুত জান পামর, মেং গার্ডন, মেং স্মীত, মেং বাইড, মেং ব্রেকন, মেং কলেন, মেং স্মীতসন, মেং বুরুস, মেং ডোগেল, মেং মলর, মেং এপ্ ক্যার, মেং সটন, বাবু রাধা-মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস। সেক্রেটারী অর্থাৎ সম্পাদক—শ্রীযুত হরি সাহেব। ত্রেজুরার অর্থাৎ খাজাঞ্চী—শ্রীযুত রমানাথ ঠাকুর।' ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তারিখের যে সংবাদ আগেই উদ্ধৃত করা হ'য়েছে তা'তে ব্রুস, কল্‌ন, হরি (হ্যারি), সটন সাহেব ও বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দেখা গিয়েছে, আর সে সংবাদে এ নাম-গুলো ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট। অধ্যক্ষদের সমাজভুক্ত ব'লেও উল্লিখিত হ'য়েছে। 'সমাচার দর্পণ' ও 'বঙ্গদূতের' সংবাদ অন্যান্য দিক হ'তে একই কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও সংবাদের নাম দুটি বিভিন্ন। 'সমাচার দর্পণ' যেসব ব্যক্তিদের নাম 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের' সম্পর্কে প্রচার ক'রেছেন, 'বঙ্গদূত' সে সব নামগুলোকে 'জেনরল ব্যাঙ্কের' সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে 'ইউনিয়ন' এবং 'জেনরল' কি দু'টো বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নাম, না প্রথমে যে ব্যাঙ্ক 'জেনরল' নামে পরিচিত ছিলো তাই আবার 'ইউনিয়ন' নাম গ্রহণ ক'রেছে, না ব্যাঙ্কটির নাম 'জেনরল-ইউনিয়ন' অথবা 'ইউনিয়ন-জেনরল' ছিলো। সে যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর মহাজনী কারবারের অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করবার পর এ কথা বলা যেতে পারে যে, মেসার্স আলেকজেণ্ডার এণ্ড কোম্পানির 'ব্যাঙ্ক অফ্ হিন্দুস্থান' নামে মহাজনী কারবারটি ১৮২৯-৩২ খৃষ্টাব্দের এক সময়ে বিলুপ্ত হওয়ার পর ক'লকাতার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একত্রিত হ'য়ে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের' স্থাপনা করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এ কারবারটির অবসান ঘটে।

'কমার্শিয়াল' এবং 'ক্যালকাটা (কলি-কাতা) ব্যাঙ্কের' পর প্রধানতঃ মহাজনী ব্যবসার উদ্দেশ্যে 'আলেকজেণ্ডার কোম্পানি' যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তা'র সঙ্গে প্রথম ব্যাঙ্ক দু'টোর তফাৎ ছিলো অনেকটা। 'কমার্শিয়াল' ও 'কলিকাতা ব্যাঙ্ক' এজেন্সি হাউস অর্থাৎ বিদেশীয় (বিশেষতঃ বিলিতি) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অথবা কোন বিদেশী ব্যবসাদার, এ' দু'য়ের কোন একটির গৌণ ব্যবসামাত্র; কিন্তু 'ব্যাঙ্ক অফ হিন্দু-স্থানে'র পরিচালক 'আলেকজেণ্ডার এণ্ড কোম্পানি' প্রধানতঃ মহাজনী কারবারের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ কোম্পানি আধুনিক মহাজনী কারবারের প্রথম প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন বল্লে বোধ হয় বিশেষ কোন ভুল হয় না। 'আলেকজেণ্ডার কোম্পানি'র নাম সংবাদপত্রে (বাংলা সংবাদ-পত্রের কথাই বলছি) প্রথম ছাপা হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে।

সে সময়ে 'সঞ্চয়ার্থি ব্যাঙ্ক' ব'লে বর্ত্তমানের 'পোষ্টাফিসের সেভিঙ্কস্ ব্যাঙ্ক' অথবা সাধারণ ব্যাঙ্কের সেভিঙ্কস একাউণ্টের কাজে কতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। 'সমাচার দর্পণে' দেখা যায়—'১ মার্চ্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে ব্যাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোন দিনে এক টাকা পর্য্যন্ত রাখিতে পারে। এই ব্যাঙ্কের মধ্যে যত টাকা ন্যস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে। কোম্পানির কাগজের উপরে যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং শতকরা নয় টাকা হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া যাইবেক না।···যে টাকা এই ব্যাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাকা কোম্পানির কাগজে রাখা যাইবেক, কিম্বা বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে কিম্বা অন্য ১ কুঠিতে রাখা যাইবে। যে ব্যক্তিরা এই ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাঁহারা এই ব্যাঙ্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই ব্যাঙ্কের এই অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা যে এই ব্যাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।··· এই ব্যাঙ্কে পূর্ণ মাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না এবং বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইয়ের সুদ দেওয়া যাইবে না।—কোন ব্যক্তি সেই ৩০ এপরেল তারিখ অবধি ৩১ মে পর্য্যন্ত এই এক মাসের মধ্যে আপন টাকার কতক কিম্বা সুদ সমেত সমুদয় বাহির করিয়া লইতে পারিবেক, এই মাস ব্যতিরেকে অন্য সময়ে পাইতে পারিবেক না। এবং যখন কেহ টাকা লইতে চাহে তাহার তিনমাস অগ্রে ব্যাঙ্কে সমাচার দিবেক।···ব্যাঙ্কের (খরচ) বিষয়ে.... শতকরা আদ টাকার হিসাবে প্রত্যেক জনের টাকা হইতে বৎসরান্তে বাদ যাইবেক ....যে ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে বাসনা করেন তিনি মোং কলিকাতা আলেকসান্দর কোম্পানির নিকটে টাকা দাখিল করিয়া এই ব্যাঙ্কের রসীত লইবেক।' তারপর ২৬শে জুন তারিখে খবর প্রকাশিত হয়—'মাসে মাসে ব্যাঙ্কে কত টাকা ন্যস্ত করিলে কত বৎসরে কত টাকা হয় বৎসরান্তে, যে টাকার উপরে যত সুদ হয় তাহা আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া উভয়ের উপরে সুদ চলে তাহাতে প্রথম পাঁচ ছয় বৎসরে বড় লাভবোধ হয় না; কিন্তু দশ কুড়ি বৎসর টাকা থাকিলে অধিক লাভবোধ হয়। মাসে এক টাকা করিয়া দিলে দশ বৎসরে একশত চৌহত্তর টাকা হয়, বিশ বৎসরে পাঁচশত একত্রিশ টাকা হয় এবং ত্রিশ বৎসরে বার শত ছেষট্টি টাকা হয়।'

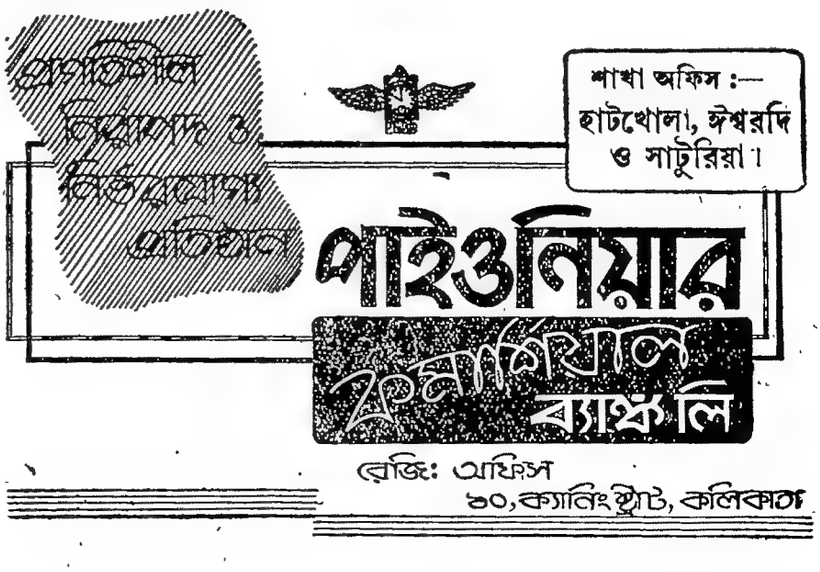

উপরের সংবাদ দু'টো থেকে অনেক তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বৃটিশ রাজত্বের গোড়াপত্তন বাংলাদেশে হওয়াতে বর্ত্তমান যুগের প্রগতির ফল বাংলাদেশই প্রথম ভোগ করে। কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় প্রথম প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক বাংলাদেশে স্থাপিত হয়, অনেক কাল পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের আবির্ভাব ঘটে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা ভারতময় শিল্প বাণিজ্যের বিস্তৃতি দেখা দেয়, আর সেই সময়েই ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশই মহাজনী কারবারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং বিভিন্ন মহাজনী প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলোর উপর জনসাধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা না থাকায়, এক্সচেঞ্জ (বিনিময়) ব্যাঙ্কগুলো একমাত্র বহির্ব্বাণিজ্যে টাকা ব্যবহার করায় দেশের আর্থিক অবস্থার সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করবার উদ্দেশ্যে কতগুলো 'জয়েণ্ট ষ্টক' (সমবেত) প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এ শতাব্দীতে এরূপ যেসব প্রতিষ্ঠান দেখা দেয় তাহাদের মধ্যে 'ব্যাঙ্ক অব আপার ইণ্ডিয়াই' সর্ব্বাগ্রণী; তারপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে "এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক," ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এ্যালেয়ন্স 'ব্যাঙ্ক অফ সিমলা" ক'রে কতকগুলো প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সাতটি ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চৌদ্দটি এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার সংবাদ জানা যায়। এ সব ব্যাঙ্কগুলো প্রধানতঃ ইয়োরোপীয় পরিচালনার অধীন ছিলো। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় মহাজনী কারবার 'আউড্ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হয়। তারপর লালা হরকিষণ লালের একান্ত চেষ্টায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের' সৃষ্টি হয়। যাক সে কথা, আধুনিক মহাজনী ব্যবসা সর্ব্বপ্রথমে বাংলা দেশেই কার্য্যকরী হবার সুযোগসুবিধে পায়।

দ্বিতীয়তঃ, মিশনারীরা এ দেশের সব রকমের উন্নতিবিধান করবার কাজে অগ্রণী হয়। প্রথম দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র বের হয় বাংলা দেশের শ্রীরামপুর থেকে। আর, প্রথম ব্যাঙ্কের সমাচার ছাপা হয় 'সমাচার দর্পণে'র ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা এপ্রিল তারিখের সংখ্যায়। 'সমাচার দর্পণ' ছিলো শ্রীরামপুরের মিশনারী পরিচালিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। তৃতীয়তঃ, দেশে কোপারেটিভ (সমবায়) প্রথায় কোন ব্যবসা আরম্ভ হয় বাংলায় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। শ্রীরামপুর সঞ্চয় ব্যাঙ্ককে পারস্পরিক প্রতিষ্ঠান ব'ল্লে যেমন দোষের হয় না, তেমন আবার আংশিদারিক প্রতিষ্ঠানও এটা। যদিও অংশীদার আছেন, তাঁহাদের লভ্যাংশ নেই। কেবলমাত্র খরচপত্র চালাবার জন্য প্রত্যেক সঞ্চয়ীকে বাৎসরিক আট আনা ক'রে দিতে হ'তো। আবার আংশিদারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অংশীদারেরা গচ্ছিত টাকার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছেন। তারপর, এ' ব্যাঙ্কের টাকা কোন অনিশ্চিত কারবারে নিয়োজিত হ'তে পারবে না, এ' কারণে শ্রীরামপুরের সঞ্চয় ব্যাঙ্কটি বীমা কোম্পানির সামিল হ'য়ে পড়েছে; আবার ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুনের যে-হিসেবটি কাগজে ছাপান হ'য়েছে তা' থেকে বীমা কোম্পানির দেয় এবং প্রাপ্য টাকার অনুরূপ একটা ব্যবস্থার কথাই মনে হয়। বস্তুতঃ 'শ্রীরামপুরের সঞ্চয় ব্যাঙ্ক'কে আধুনিক ব্যাঙ্কের অগ্রগামী বলা চলে না, এ' প্রতিষ্ঠানটি বীমা ব্যবসাও নয়; কারণ জীবনের উপর বিপদপাতের ঝুঁকি এ' প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতো না। যাই হোক, প্রকৃত মহাজনী কারবারের অন্তর্ভুক্ত না হ'লেও 'শ্রীরামপুরের সঞ্চয় ভাণ্ডার' বর্ত্তমান ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের প্রথম সোপান এ'কথা বলা যেতে পারে।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ ১৪ „ ৬৫ „ „ „

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চিফ এজেন্টস্

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের

অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ

ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)

২নং মিল
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

বাঙ্গলার আদম সুমারীর ফলাফল

(স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য)

দশ বৎসরকাল সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে জনসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে এক কোটিরও উপরে। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে বাঙ্গলার লোক সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ। এবার (১৯৪২ সালের সেন্সাসে) মোট জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ। গত শতাব্দীর ১৮৯১ সাল হইতে বর্ত্তমান শতকের ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় ইতিপূর্ব্বে যে পাঁচটি সেন্সাস হইয়া গিয়াছে তাহাতে এরূপ অত্যধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর কখনও দেখা যায় নাই। এদেশের সেন্সাসের ইতিহাসে সর্ব্বাধিক বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছিল গত ১৯৩১ সালের লোক গণনায়। তৎপূর্ব্ব-বর্ত্তী অর্থাৎ ১৯২১ সালের সেন্সাসের তুলনায় ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৮৮ হাজার জন। এবারের বৃদ্ধি সেই সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধিরও প্রায় তিনগুণ।

এবার উপরোক্ত মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩ কোটি ২৩ লক্ষ জন এবং মেয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ জন। ১৯৩১ সালের রিপোর্টের তুলনায় ১৯৪২ সালে পুরুষ ও মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে কিঞ্চিদধিক ৫৮ লক্ষ ও ৪৫ লক্ষ জন।

বাঙ্গলার রাজধানীর জনসংখ্যা এবার অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১ সালের রিপোর্টে কলিকাতার জনসংখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ১১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৭১। ১৯৪১ সালে দশ বৎসর কালের মধ্যে সেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা, ১৯৪১ সালের সেন্সাস অনুসারে, মোট ২১ লক্ষ ৮ হাজার ৮৯১ জন। অর্থাৎ দশ বৎসরে কলিকাতায় প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ নরনারীর ভীড় বাড়িয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতায় ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৬২ জন পুরুষ ও ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫২৯ জন মেয়ে বসবাস করিতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতার জনসংখ্যার এরূপ বৃদ্ধি কেবল অপ্রত্যাশিতই নহে, উহা বিস্ময়েরও বিষয় বটে! কলিকাতার ভিক্ষুক ও রাস্তাঘাটে রাত কাটায় এমন সব লোকের সংখ্যা: পুরুষ ৮ হাজার ৩০৬ জন ও স্ত্রীলোক ১ ৩০৯ জন। নৌকার মাঝি, ষ্টীমার ও জাহাজের খালাসী ইত্যাদির মোট সংখ্যা : পুরুষ ২০ হাজার ২৩২ জন ও স্ত্রীলোক ৬৭৩ জন।

কলিকাতার জনসংখ্যার এই আকস্মিক বৃদ্ধি হইতে ইহাই বুঝায় যে, দেশের লোক এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সহরাভিমুখী হইয়া পড়িতেছে। দরিদ্র জনসাধারণের দিক হইতে বিচার করিলে উহার কারণ নিঃসন্দেহে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক। স্বচ্ছল সম্প্রদায়ের দিক হইতে দেখিলে কারণ বহুলাংশেই আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতি দুর্দ্দমনীয় মোহ। যাহা হউক উপরোক্ত বৃদ্ধি হইতে এই কথাটাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এত অধিক লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলে পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কলিকাতা অঞ্চলে শিল্পের উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক।

জাতির কল্যাণ হউক

ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সমগ্র জাতির সমস্ত পরিবারের প্রত্যেকটি প্রাণীর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই জাতীয় জীবন বীমার ঐকান্তিক কামনা!

সংসারের চিরন্তন দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য-দুর্দ্দশার গ্রাস হ'তে একমাত্র জীবন বীমাই জাতিকে উদ্ধার ক'রে আশার পথে—উদ্যমের পথে—অমরত্বের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের সিদ্ধহস্ত পরিচালনায় "হাওড়া ইনসিওরেন্স" এই জাতীয় কল্যাণের অভিযানে জয়যুক্ত হউক।

হা হাওড়া ড়া

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

আলোচ্য বৎসরের সেন্সাস রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, বাঙ্গলা দেশে মোট ১৫৬টি সহর ও ৯০ হাজার গ্রাম রহিয়াছে। বাঙ্গলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৫৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৯০ জন সহরে থাকে এবং বাকী ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮৭ জনই গ্রামাঞ্চলে বাস করে। সহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৪৫ জন এবং মেয়ে ২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৪৫ জন। গ্রামবাসীদের মধ্যে পুরুষ ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৫৬ জন এবং নারী ২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮ হাজার ২৩১ জন।

১৯৪২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে প্রতি এক হাজার পুরুষে ৮৯৯ জন স্ত্রীলোক। ১৯৩১ সালে প্রতি এক হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৯২৪ জন। উহার দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোক ছিল ৯৩২ জন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি সেন্সাসে অর্থাৎ ১৯১১ ও ১৯০১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৪৫ ও ৯৬০ জন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৯০১ সাল হইতে স্ত্রীলোকের হার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ-তত্ত্ব লইয়া বিশেষজ্ঞ ও সমাজ-সংস্কারক মহলের গবেষণা বাঞ্ছনীয়।

১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় প্রতি একশত বর্গ মাইলে গড়পড়তা ১৩ হাজার ৭০২ জন লোক বসবাস করিত। ১৯৩১, ১৯২১, ১৯১১ ও ১৯০১ সালে প্রতি একশত বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২ হাজার, ১১ হাজার ৪ শত, ১০ হাজার ৭ শত ও ১০ হাজার ১ শত নরনারী। ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় প্রতি এক হাজার গৃহে ৫ হাজার ৪৯২ জন লোক বাস করিতেছে। এক্ষেত্রে ১৯৩১, ১৯২১ ও ১৯১১ সালের হার ছিল যথাক্রমে ৫ হাজার ১ শত, ৫ হাজার ১ শত ও ৫ হাজার ৩ শত জন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, বাঙ্গলায় লোক সংখ্যা যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে সেই অনুপাতে আবশ্যক সংখ্যক বাড়ীঘরের ব্যবস্থা নাই। বাড়তি জনসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিবার ফলে জনস্বাস্থ্যের দিক হইতে ইহা দুশ্চিন্তার বিষয় এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে যে জনসাধারণের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় নাই ইহা দ্বারা তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়।

এবার আমরা এই প্রদেশের নিরক্ষরতার পরিমাণ এখন কত তাহার হিসাব লইব। ইহার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের হিসাব অন্তর্গত করা হয় নাই—কেবল বৃটিশ বাঙ্গলার হিসাবই প্রদত্ত হইল। বাঙ্গলা দেশে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ৩৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৫৯ জন এবং ২১ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক লিখনপঠনক্ষম লোকের মোট সংখ্যা ৬০ লক্ষ ১৮ হাজার ৫১৮ জন। উভয় শ্রেণীর লিখনপঠনক্ষমের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৮৬ ও ৪৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৯১ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৭৩ ও ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭২৭ জন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ২১ বৎসর পর্য্যন্ত ও ২১ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক লিখনপঠনক্ষমদের যথাক্রমিক মোট সংখ্যা এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মোট সংখ্যা যথাক্রমে নিম্নরূপ: হিন্দু—দুই শ্রেণীর যথাক্রমে মোট ২১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৪৫ ও ৩৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৪৫ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ১৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৯৭ ও ২৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৬২০ জন; স্ত্রীলোক ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৪৮ ও ৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭২৫ জন। মুসলমান—মোট ১৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৯০ ও ২২ লক্ষ ৭২ হাজার ২৭৪ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ১২ লক্ষ ৫ হাজার ৮৪৯ ও ১৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৯১ জন; স্ত্রীলোক ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৬১ ও ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৫৮৩ জন। খৃষ্টান—মোট ২৮ হাজার ৭৯৮ ও ৫২ হাজার ২২৬ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ১৪ হাজার ৮২১ ও ২৯ হাজার ৬৮৫ জন; স্ত্রীলোক ১৩ হাজার ৯৭৭ ও ২২ হাজার ৫৪১ জন। উপজাতি—মোট ২৪ হাজার ৫০৫ ও ৩৮ হাজার ৬৮২ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ১৮ হাজার ৯৮২ ও ৩২ হাজার ২১৪ জন; স্ত্রীলোক ৫ হাজার ৫২৩ ও ৪ হাজার ৪৪৮ জন। অন্যান্য সম্প্রদায়—মোট ১৫ হাজার ৮০১ ও ৩০ হাজার ১১ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ১০ হাজার ৮৩৭ ও ২৪ হাজার ৫৮১ জন, স্ত্রীলোক ৪ হাজার ৯৬৪ ও ৫ হাজার ৪৩০ জন। উপরোক্ত তথ্য হইতে ইহাই নির্ণীত হয় যে, বাঙ্গলায় প্রতি ১০ হাজার লোকের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম হিন্দু পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩০১ ও ১১৪৩ জন। প্রতি ১০ হাজার লোকের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম মুসলমান পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৪১ ও ৪৫৮ জন। প্রতি ১০ হাজার লোকের লিখনপঠনক্ষম খৃষ্টানের সংখ্যা যথাক্রমে ৫১৪৩ ও ৪৫৬৭ জন। দেখা যাইতেছে, লিখনপঠনক্ষমতার ক্ষেত্রে খৃষ্টানের পরেই হিন্দুর এবং হিন্দুর পরে মুসলমানের স্থান।

এবার সম্প্রদায় হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে—পূর্ব্বের ন্যায় কেবল ধর্ম্মমতের বিচারে শ্রেণী বিভাগের নীতি গ্রহণ করা হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপজাতিগুলির উল্লেখ করা যায়। উপজাতিদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম্ম এরূপ নানাধর্ম্ম মতাবলম্বী লোক রহিয়াছে। কিন্তু সেন্সাসে ঐ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের এক শ্রেণীতে ধরিয়া লইয়া 'উপজাতি' এরূপ সাম্প্রদায়িক বিভাগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। আবার, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধের সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে উপজাতিদের মধ্যে যে সব হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ আছে তাহাদের গণনা করা হয় নাই। এক কথায় শ্রেণী বিভাগের মাপকাঠি হইয়াছে সম্প্রদায়—ধর্ম্মমত নহে।

ইউনিয়ন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলিঃ ১৮৭৫ গ্রাম: সমবায়, কলিকাতা

কার্য্যকরী মূলধন.....৬ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে

৩১-১২-৪২ (অডিট্ সাপেক্ষ)

শাখা—করাচী, হায়দরাবাদ (সিন্ধু), লয়ালপুর, ঝাঙ্গ (পাঞ্জাব), দিনাজপুর, রাঁচী প্রভৃতি

জেঃ ম্যানেজার—জে, সেন, এম-এ বি-এল ম্যাং ডিরেক্টর—জে, এম, রায় চৌধুরী

সেক্রেটারী—লেঃ, এ, ঘোষ ও, বি

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

এলাহাবাদ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে

হিন্দুদের ক্ষেত্রে এবার তিনটি শ্রেণী ধরিতে হইয়াছে। তপশীলভুক্ত ও অ-তপশীলভুক্ত এরূপ দুইটি ভাগ গ্রহণ করা হইবে বলিয়াই ঠিক ছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, বহু সংখ্যক হিন্দু সেন্সাসে নিজেদের কেবল হিন্দু বলিয়াই লেখাইয়াছেন—তাঁহারা তপশীলভুক্ত কি অ-তপশীলভুক্ত বা বর্ণহিন্দু তাহা জানা যায় নাই। এই কারণে সেন্সাস কর্ত্তৃপক্ষ উপরোক্ত দুইটি শ্রেণী ব্যতীত আরও একটি শ্রেণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—এই তৃতীয় পংক্তিতে যাঁহারা জাতের উল্লেখ করেন নাই তাঁহাদিগকে ফেলা হইয়াছে। উপরোক্ত নিয়ম মানিয়া বাঙ্গলার মোট জনসংখ্যা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নিম্নরূপে বিভক্ত হইয়াছে।

হিন্দুর মধ্যে তপশীলভুক্ত জাতির মোট সংখ্যা ৭৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪০৪ জন; তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৮৭ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৯৭ জন। যাঁহারা আদমসুমারীতে জাতের উল্লেখ করেন নাই তাঁহাদের মোট সংখ্যা ৬৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৭১৩ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ৩৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৪৯ জন ও স্ত্রীলোক ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬০২ জন। এই দুই শ্রেণী বাদে বাকী হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৭৭ জন; তন্মধ্যে ৫৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৮০ জন ও ৫২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৯৭ জন। মুসলমানদের মোট সংখ্যা ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৮৮ জন; তন্মধ্যে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৮৪ জন ও ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪ জন। খৃষ্টানদের মধ্যে ভারতীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪২৬ জন ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ৩৯ হাজার ৬২০ জন; উক্ত দুই সম্প্রদায়ের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৭ হাজার ২ শত ও ১৬ হাজার ২৪ জন এবং ৫৪ হাজার ২২৬ জন ও ১৫ হাজার ৫৯৬ জন। অন্যান্য খৃষ্টানদের মোট সংখ্যা ২৩ হাজার ৯৮০ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ১৩ হাজার ৫৯৭ জন ও স্ত্রীলোক ১০ হাজার ৩৮৩ জন। শিখ—মোট সংখ্যা ১৬ হাজার ২৮৪ জন; পুরুষ ১১ হাজার ৩৭২ জন; স্ত্রীলোক ৪ হাজার ৯১২ জন। জৈন—মোট সংখ্যা ১১ হাজার ৭০৮; পুরুষ ৭ হাজার ৭ শত জন; স্ত্রীলোক ৪ হাজার ৮ জন। পার্শী—মোট সংখ্যা ২ হাজার ৫১৯ জন; পুরুষ ১ হাজার ৪৮৫ জন; স্ত্রীলোক ১ হাজার ৩৪ জন। বৌদ্ধ—মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৮৫ জন; পুরুষ ৭৮ হাজার ১৭৬ জন; স্ত্রীলোক ৭৬ হাজার ১০৯ জন। ইহুদী—মোট সংখ্যা ২ হাজার ৭৮১ জন; পুরুষ ১ হাজার ৩৯৭ জন; স্ত্রীলোক ১ হাজার ৩৮৪ জন। অন্যান্য—মোট ৬ হাজার ৯০৫ জন; পুরুষ ৪ হাজার ৪৯ জন, স্ত্রীলোক ২ হাজার ৮৫৩ জন। উপজাতি-সমূহ—মোট সংখ্যা ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৫৭ জন; পুরুষ ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩০৯ জন; স্ত্রীলোক ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ১৪৮ জন।

মোট জনসংখ্যার মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় শতকরা কত ভাগ সেই হারের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল: হিন্দু—শতকরা ৪২·০; মুসলমান—শতকরা ৫৪·৩; খৃষ্টান—শতকরা ০·৩; উপজাতি—শতকরা ৩·১ এবং অন্যান্য—শতকরা ০·৩ ভাগ।

সেন্সাস অনুসারে ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বাঙ্গলায় মোট ২ হাজার ৯৯১টি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে ১৫ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়স্ক দম্পতির ক্ষেত্রে ২৯৭টি এবং ১৫ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক দম্পতির ক্ষেত্রে ২ হাজার ৬৯৪টি। ১৫ বৎসর ও তন্নিম্ন এবং ১৫ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্কদের বিবাহবিচ্ছেদ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কত যথাক্রমে তাহা এইরূপ: হিন্দু—৩৭ ও ৪৯২টি; মুসলমান—২৪৩ ও ১ হাজার ৯৪৯টি; খৃষ্টান—১ ও ৭টি; উপজাতি—১৫ ও ২১৫টি এবং অন্যান্য—৯ ও ৩৯টি।

এবার বাঙ্গলা সরকারের বিশেষ উদ্যোগে হাওড়া ও কলিকাতায় বেকারদের সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। এই গণনার ফলাফল দেখিয়া হাসিব না কাঁদিব বুঝিতে পারি না। কলিকাতার কথাই ধরা যাউক। কলিকাতায় মোট বেকারের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ২১ হাজার ৪৩৫ জন। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর হাজার হাজার বেকার যুবক নানাদিকে নানাভাবে নিযুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তৎসত্ত্বেও কলিকাতায় বেকারের মোট সংখ্যা এত অল্প বলিয়া মনে হয় না। হয় গণনা কার্য্যে কোনরূপ ত্রুটি ঘটিয়াছে, নয় তো বিস্তর বেকার, বিশেষতঃ শিক্ষিত বেকার, সেন্সাসে নিজেদের বেকার বলিয়া লেখান নাই। কলিকাতার বেকারদের দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—১৬ হইতে ২৫ বৎসর ও ২৬ হইতে ৪০ বৎসর। প্রথমোক্ত বিভাগেই বেকারের হার অধিক। একমাত্র আইনজীবী ও চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে শেষোক্ত শ্রেণীতেই বেকারের হার তুলনায় বেশী।

বাঙ্গলায় বেকারের সংখ্যা কত? আজ পর্য্যন্ত আমরা তাহার একটা মোটামুটি হিসাবও পাই নাই। এই বিষয়ে এদেশের বিদেশী শাসকদের ঔদাসীন্য অতুলনীয়। পৃথিবীর প্রত্যেক উন্নতিশীল দেশেই প্রতি আদমসুমারীতে বেকারের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। কেন না, বেকার সমস্যা লইয়া সে সব দেশে রাষ্ট্রকে রীতিমত মাথা ঘামাইতে হয়। বস্তুতঃ বেকার সমস্যার তাপমানযন্ত্রেই রাষ্ট্রীয় পরিচালনার গুণাগুণ নির্ণীত হয়। বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে থাকিলে কেবল যে রাজনৈতিক দিক হইতেই চিন্তিত হইবার কারণ থাকে তাহাই নহে, ক্রমবর্দ্ধমান বেকারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মোট ক্রয়ক্ষমতাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায় বলিয়াই শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের প্রশ্ন বেকার সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আপাততঃ দেশের কলকারখানায় সস্তা মজুর-শক্তি মিলে বটে, কিন্তু পরিণামে এই সুবিধাই অপরিসীম বিঘ্ন ডাকিয়া আনে। সুতরাং পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলি বেকার সমস্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারে না। বেকারের সংখ্যা জানা, অবস্থা অনুযায়ী তাহাদের কার্য্যে নিযুক্ত রাখার নানারূপ উপায় বাত্‌লান, বেকার অবস্থায় 'ডোল' বা কিঞ্চিৎ সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানাভাবে ঐ সব দেশের গবর্ণমেণ্টকে সচেতন থাকিতে হয়। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেই সব দায় ও দায়িত্ব নাই বলিলেই চলে। তাঁহারা জনশক্তিকে পরোয়া করেন না—তাঁহাদের জনমতের বালাই নাই। নহিলে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার উপায়-উপকরণ সামনে থাকা সত্ত্বেও আজ এই দেশের বেকার সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, আজও আমাদের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বেকারের সংখ্যাটা যে ঠিক কত তার একটা মোটামুটি ধারণাও আমাদের নাই।

প্রতি দশ বৎসর অন্তর গবর্ণমেণ্ট মুখ্যতঃ শুধু লোক-গণনার কাজ করিয়াই খালাস। আমাদের সুবিশাল দেশের আর্থিক ও সামাজিক তথ্য ও তৎসংক্রান্ত নানাবিধ খুঁটিনাটি জানিবার বিশেষ উপায় নাই। এদেশের সেন্সাস কতকটা নিয়ম রক্ষার ব্যাপার ছাড়া বড় বেশী কিছু নহে। এই দায়-সারা গোছের সেন্সাস রিপোর্ট পড়িয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের সেন্সাসের সঙ্গে যে কোন স্বাধীন ও শিল্পোন্নত দেশের যে কোন সেন্সাস রিপোর্টের একটা তুলনামূলক আলোচনা করিলেই আমাদের উক্তি যে অহেতুক অভিযোগ নহে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে!

বাঙ্গলায় পুস্তক ব্যবসায়ের দুর্দ্দশা

(শ্রীজগদীশ বসু)

বাঙ্গলায় পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায় আজ দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছে। কেহ বলিতেছেন নূতন সেসনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত নীতির দরুণ স্কুল-কলেজসমূহ কতক পরিমাণে অচল হইবার ফলেই বইয়ের ব্যবসা আজ সঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ বলিতেছেন পাঠ্য পুস্তকের পরিমিত বাজারে অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতারই ইহা নিদারুণ পরিণতি। অনেকের মতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় কাগজের দুর্ম্মূল্যতা এই সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। কাহারও কাহারও বিশ্বাস বাঙ্গলা দেশের ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন্ মহোদয়ের অদূরদর্শিতার ফলেই বইয়ের ব্যবসায়ের সহিত জড়িত প্রকাশকগণের এত দ্রুত নাভিশ্বাস উঠিতেছে। এই সব কারণগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টি ব্যতিরেকে প্রত্যেকটিই যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত। মহাযুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি সঠিক নির্ণয় না করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ পুনঃ পুনঃ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে পুস্তক বিক্রয়ের গুরুতর ব্যাঘাত ও বিপর্য্যয় হইয়াছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই ক্ষতি ততটা মারাত্মক নহে। কেন না, শিক্ষায়তনগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার ফলে পুস্তকের বাজারে যে মন্দা আসিয়াছিল ধীরে ধীরে তাহা অপগত হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ একাধিকবার লোকাপসারণের হিড়িকে জনসাধারণের যে অর্থকৃচ্ছ্রতা হইয়াছিল তাহাতে বিদ্যালয়সমূহ খোলা থাকিলেও অভিভাবকদের ক্রয় শক্তি নষ্ট হওয়ায় পুস্তকের বাজার সাময়িকভাবে মাটি হইয়াছিল। এক্ষণে সে অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাজেই কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার দরুণই এই সঙ্কট অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাধারণ সাহিত্যের বেলায় কাগজ সঙ্কটের নজীর টিকিলেও পাঠ্যপুস্তকের বেলায় ইহা প্রযুক্ত নহে। কেন না, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সাধারণকাল পর্য্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকগণের অপরিমিত মূল্যে কাগজ সংগ্রহের ঝুঁকি কদাচ লইতে হইয়াছে। বিগত বৎসরের মজুদ বহির পরিমাণও তাহাদের এই ব্যয় কিঞ্চিদধিক লাঘব করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি বহির মূল্য চড়াইয়া লইয়া এই বাড়তি ব্যয় (যাহা কদাচ হইয়াছে) পোষাইয়া লইবার পক্ষেও দৃশ্যতঃ তাহাদের কোন বাধা নাই।

টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি পুস্তক প্রকাশকদের অভাব ও অসুবিধা বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য-নীতি অবলম্বন করিলে তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা কম হইত। কিন্তু টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি জুলাই মাসে তাঁহাদের পুস্তক দাখিলের সনাতন নিয়ম রদ করিলেন না। স্কুলে পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে এরূপ পুস্তকও না-মঞ্জুর করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। অগত্যা, বাধ্য হইয়াই প্রকাশকগণ অনুমোদনের জন্য নূতন পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশিত পুস্তক পুনঃ সংস্কারের জন্য ব্যাপৃত রহিলেন (কেননা অনুমোদিত লিষ্টিতে পাঠ্য পুস্তকের নাম মুদ্রিত না থাকিলে উক্ত পুস্তক স্কুলে ব্যবহৃত হইতে পায় না)। নূতন পুস্তক প্রণয়ন এবং অনুমোদিত পুস্তক-সমূহ নূতন করিয়া প্রকাশ করিতে যে দুর্ব্বহ ব্যয় চাপিল প্রকাশকগণ তাহা এড়াইবার কোন পথ পান নাই। ইহার উপর টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির সদস্যগণ যে নব্য তালিকা প্রচার করিলেন তাহা প্রকাশকদের আরও বিমূঢ় করিল। তাঁহারা পূর্ব্ব অনুমোদিত যাবতীয় পুস্তক এক বৎসরের জন্য বহাল রাখিয়া এবং সেই সঙ্গে নূতন দাখিল করা পুস্তকসমূহের এক ফিরিস্তি বাহির করিয়া প্রকাশকমাত্রকেই সান্ত্বনা ও ধোঁকা দিতে চাহিলেন। ইহার ফলে, দুর্দ্দিনের কথা স্মরণে রাখিলেও প্রকাশকগণের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা আরও কঠিন ও উগ্র হইয়া উঠিল। যাঁহারা এক বৎসরের জন্য মাত্র পুস্তকের পরমায়ুর বর লাভ করিয়াছেন তাঁহারা এই বৎসরকাল মধ্যেই কি ভাবে মজুত বই নিঃশেষ করিবেন তজ্জন্য ক্ষেপিয়া গেলেন এবং যাঁহারা নব প্রকাশিত পুস্তকের অনুমোদন পাইয়াছেন তাঁহারা ঐ স্বল্পায়ু জাতককে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ফলে প্রতিযোগিতা প্রখর ও উদগ্র হইয়া উঠিল এবং পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভারের সহিত ক্যানভাসিংয়ের ব্যয়বহর মিলিয়া যে স্ফীত অঙ্ক দাঁড়াইল নূতন সেসনে বোমার মুখে তাহাতে কেবল হাহাকারই ধ্বনিত হইল —পুস্তক ব্যবসায়ীরা সামলাইবারও সুযোগ করিতে পাইলেন না।

ইহাতে মরিল অনেকে এবং যাঁহারা মৃতকল্পপ্রায় তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। শুধু প্রকাশকই নয়, মুদ্রাকর, দপ্তরী, ব্লকমেকার, মফঃস্বল পাইকার (এজেণ্ট) বইয়ের ব্যবসার সহিত জড়িত হাজার হাজার লোক আজ বৃত্তিহীন হইতে চলিয়াছে। সাধারণ সাহিত্য-মালার প্রকাশ ও প্রচলনের দ্বারাও যে বইয়ের বাজার তাজা রাখা যাইবে তাহার সম্ভাবনাও অধিক নহে। অবশ্য, যুদ্ধের ফলে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে স্বতঃই একদল পাঠকবাহিনীর সৃষ্টি হইলেও নূতন সমস্যা ও নূতন উপজীব্য লইয়া তাহাদের জন্য গ্রন্থ রচনা করিবার ও প্রকাশ করিবার কোন ব্যবস্থাদি হয় নাই। এই কারণেই বাঙ্গলাদেশে ১৯৪২-৪৩ সালে ইংরেজী পুস্তকের বিক্রয় সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে অথচ বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকগোষ্ঠীর জন্য সমসাময়িক ঘটনাবলীর নূতন নূতন পুস্তক বিলি করিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

ইতিমধ্যে অবশ্য অনেক ভারতীয় এবং বৈদেশিক প্রকাশকের দ্বারা অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই তাহাও এদেশে প্রকাশের এমন কি প্রচারের ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু কেবল বইয়ের বাজার চালু রাখিবার জন্যই নয়, দেশের চিন্তাধারা ও মননশীলতা যথোচিত পথে অব্যাহত রাখিবার জন্যও বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে অনুরূপ প্রচেষ্টা অসমীচীন। অন্য পক্ষে প্রকাশকগণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও এই নূতন পাঠকগোষ্ঠীর সহিত যোগসূত্র সংসাধনের জন্য তৎপর হওয়া উচিৎ। এ-কথা বলা আবশ্যক যে, বইয়ের ব্যবসায়ে যে মন্দা পড়িয়াছে তাহাতে ঐই * সামান্য ক্রেতাসংখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই নির্ব্বিঘ্নে বইয়ের ব্যবসায় চলিতে পারে না। বাঙ্গলাদেশে ইতিমধ্যেই এই ব্যবসায় প্রায় অচল হইয়া পড়িতেছে। ছোটখাট বইয়ের কারবার অনেকগুলি বন্ধ হইয়াছে, সাময়িক পত্রিকাগুলির সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। বড় বড় কয়েকটী প্রতিষ্ঠান এখনও যাঁহারা চালাইয়া যাইতেছেন তাঁহারাও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। পুস্তকই দেশের আত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির দর্পণ। তাই পুস্তক ব্যবসায়ীদের এই মারীচের দশা কাটিয়া না গেলে দেশের সাংস্কৃতিক বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী এবং প্রকাশকগণেরই উপর তাই এই মহৎ দায়িত্ব পালনের আহ্বান দেশের এই দুঃসময়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে।

* ইহাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম নহে।

সমাজ কল্যাণ-মূলক বীমা
(Social Insurance)

আধুনিক কালে যন্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের ফলে যে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং যান্ত্রিক সভ্যতার পটভূমিকায় শিল্পকার্য্যে রত শ্রমিকদের জীবনে যে সকল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছে, সেই সকল সমস্যার আর্থিক অসামাঞ্জস্য দূর করিয়া যাহাতে কর্ম্মরত শ্রমিকদের সুখসাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতি বিধান করা যায় তজ্জন্য সমাজ-বীমার (সোস্যাল ইন্সিওরেন্স) প্রবর্ত্তন হইয়াছে। একথা সকলেই অবগত আছেন যে, পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে যন্ত্রশিল্প সমাজ-জীবনে অনেক কুফল আনয়ন করিয়াছে। ঐ সকল দেশে যন্ত্রশিল্প আরম্ভ হওয়ার পর কলকারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করিত তাহাদের নিকট হইতে মালিকেরা শেষ কর্ম্মশক্তিটুকু পর্য্যন্ত আহরণ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইত না এবং যখন এই সকল শ্রমিক ব্যাধিগ্রস্ত হইত, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইত অথবা কলকারখানার কার্য্যে দুর্ঘটনার ফলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত তখন তাহাদের কোনরূপ ভরণপোষণের বা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করার কোনরূপ আবশ্যকতা আছে বলিয়া মালিকেরা মনে করিত না। এইরূপ হৃদয়হীন ও সমাজের অনিষ্টকর ব্যবস্থার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে একটা অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রমিকদের উপর এইরূপ শোষণপ্রণালী সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছিল এবং নীতির দিক দিয়াও এইরূপ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল।

শ্রমিকদের সমাজ-জীবনের উন্নতি বিধান কল্পে জার্ম্মানীতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে সর্ব্বপ্রথম সমাজ-বীমার প্রবর্ত্তন করা হয়। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আধুনিক যান্ত্রিক-শিল্পের অভ্যুদয় যদিও সকল দেশের আগে ইংলণ্ডেই প্রথম সূচিত হইয়াছিল, তথাপি জার্ম্মানীতে সমাজ-বীমার প্রথম প্রচলন হয় এবং জার্ম্মানী এই ব্যাপারে প্রথম পথ-প্রদর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে। যন্ত্রশিল্পের প্রসারণের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বেকার সমস্যা, নানারূপ ব্যাধি, দুর্ঘটনা, শিল্পাঞ্চলসমূহে যোগ্য আবাসস্থলের অভাব, বস্তিতে জীবন-যাপনের বিষময় ফল প্রভৃতির নিমিত্ত সমাজে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল তাহার ব্যাপক প্রতিকার করার প্রয়োজন সম্বন্ধে জার্ম্মানীতে প্রথম কর্ম্মপ্রচেষ্টা অবলম্বন করিবার অনুপ্রেরণা অনুভূত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিসমার্ক জার্ম্মানীতে দ্রুত শিল্প প্রসারণের জন্য সমাজ-বীমা পত্তন করিবার উপকারিতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে থাকেন। যদিও কোন কোন ব্যাপারে বিসমার্ক ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক, কিন্তু সমাজ-বীমা সম্পর্কিত প্রশ্নে তিনি প্রগতিশীল উদার মতের পরিচয় দিয়াছিলেন। সমাজ-বীমা সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল যে, যতদিন পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া শ্রমিকেরা কাজ করিতে পারে ততদিন তাহাদের কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা উচিত, কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত অথবা বৃদ্ধ হইলে যাহাতে তাহাদের ভরণপোষণের ও সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা থাকে তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিসমার্ক জার্ম্মান সাম্রাজ্যের কর্ণধাররূপে এইরূপ সমাজ-বীমার প্রবর্ত্তন অতি সহজেই আইনে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রমিকদের হিতের নিমিত্ত রাষ্ট্রের যে একটা বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে বিসমার্ক তাহার সমাজ কল্যাণমূলক বীমা আইন বিধিবদ্ধ করিয়া তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সাল হইতে ১৮৯৯ সালের মধ্যে জার্ম্মানীতে কয়েকটী সমাজের উন্নতিবিধায়ক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল।

১৮৮১ সালের ৮ই মার্চ্চ 'রাইখষ্টাগে' বিসমার্ক সমাজ-বীমার প্রথম পর্য্যায়ের প্রবর্ত্তন দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বীমা বিল উপস্থিত করেন। এ বিলের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রেলপথ, খনি এবং কারখানার মালিকদের উক্তরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্ম্মরত শ্রমিকদের দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণকল্পে তাহাদের অবশ্য বীমা গ্রহণ করিতে হইবে। এই বীমার প্রিমিয়াম বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ শ্রমিক ও মালিক উভয়কেই প্রদান করিতে হইবে। ১৮৮৪ সালের ৬ই জুলাই এইরূপ শ্রমিক দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বীমা বিল 'রাইখষ্টাগের' অধিক সভ্যের সম্মতিক্রমে পাশ হয় এবং ১৮৮৫ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে এই বিলের ধারাসমূহ কার্য্যকরী হয়। শ্রমিকদের ব্যাধি সম্বন্ধীয় একটী বিল পূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ ব্যাধি সম্বন্ধীয় বিল ১৮৮৩ সালের ১৫ই জুন তারিখে প্রথম উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং ১৮৮৪ সালের ১লা ডিসেম্বর এই বিলটী কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া শ্রমিকেরা বৃদ্ধ অথবা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেও তাহাদের সাহায্যের জন্য একটী বীমা বিলের খসড়া

এরিয়ানের চা

পান করুন।

৩০, ৬০ এবং ১০০ পাউণ্ড ওজনের বাক্সে পাইবেন

মূল্য প্রতি পাউণ্ড

	আসাম ব্লেণ্ড	দার্জ্জিলিং ব্লেণ্ড
ফ্লাওয়ারি অরেঞ্জ পিকো—	১৲	১৷৵০
অরেঞ্জ পিকো	—৸৵০	১৷০
পিকো	—৸০	১৵০
ব্রোকেন পিকো	—৷৷৵০	১৲
ডাষ্ট	—৷৷/১০	৸৵০

কলিকাতা পর্য্যন্ত বুকিং খরচ লাগিবে না।

অর্ডারের সহিত মূল্যের শতকরা ২৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

"শেয়ার ডিলার্স হাউস,"

১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৮৮৭ সালের নভেম্বর মাসে রাইখষ্টাগে উত্থাপিত হইয়াছিল এবং ১৮৮৯ সালের ২২শে জুন এই বিলটী গৃহীত হইয়াছিল। উপরোক্ত তিনটী বীমাপদ্ধতিই পরীক্ষামূলকভাবে এবং আংশিকভাবে প্রথমতঃ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। পরে ক্রমশঃ এই সকল বীমা-আইনের অনেক সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ-বীমা পদ্ধতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বহুবিধ আনুষঙ্গিক আইনও প্রণয়ন করা হয়। ১৯১১ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে একটী আইন পাশ করিয়া জার্ম্মানীর সমস্ত বেতনভুক্ কর্ম্মচারীদের বীমা করিতে বাধ্য করা হয়। শ্রমিকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা নির্দ্ধারণ ও বেকারদের কর্ম্ম সংস্থান করিবার সুবিধার জন্য জার্ম্মানীতে শ্রমিক 'ব্যুরো' প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার পরে জার্ম্মানীতে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারীদের জন্য বেকার-বীমার প্রবর্ত্তন করা হয়।

জার্ম্মানীতে যেভাবে বাধ্যতামূলক সমাজ-বীমা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে বৃটেনে বিশেষভাবে বিরূপ সমালোচনা চলিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মানী ছাড়া ইয়োরোপের মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ডই সমাজ-বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া এইরূপ বীমা প্রবর্ত্তনের জন্য সর্ব্বাগ্রে আগ্রহ দেখাইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নিম্নলিখিত সমাজ-বীমার পরিকল্পনা-সমূহ গৃহীত হইয়াছিল—(১) ১৯০৬ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণমূলক আইন, (২) বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌সন্ দিবার জন্য ১৯০৮ সালে গৃহীত পরিকল্পনা এবং ১৯০৯ সালে এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন (৩) ১৯১১ সালে জাতীয় বীমা-আইন প্রবর্ত্তন ও এই আইনের দ্বারা ব্যাধি নিবারণ এবং জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন (৪) ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইমারত নির্ম্মাণ শিল্পের শ্রমিকদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বেকার-বীমার প্রবর্ত্তন।

বিগত যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজ-বীমা বিশেষ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত ২৫ বৎসরে বৃদ্ধ বয়সে পেনসনের ব্যবস্থা, বেকার-বীমা, ব্যাধি-বীমা, বিভিন্ন শ্রেণীর জীবন-বীমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের উন্নয়ন প্রভৃতি বীমা পদ্ধতি বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিগত জগদ্ব্যাপী আর্থিক মন্দার পর হইতে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সমাজ-বীমার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। শ্রমিকদের আয় এত অল্প যে তাহারা বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মহীনতা-জনিত আর্থিক অনটন মিটাইবার জন্য কোনরূপ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় শ্রমিকেরা সমাজের জন্য যে প্রয়োজনীয় কার্য্য করে তন্নিমিত্ত তাহাদের এবং তাহাদের পরিবারস্থ লোকদের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সমাজ-বীমার উপকারিতা অনস্বীকার্য্য। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তর হইতে ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে সমাজ-বীমা সম্বন্ধীয় যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি তথ্য দেওয়া হইল।

১৯৩৭ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বার্দ্ধক্য-জনিত পেনসন প্রদান করার ব্যবস্থা অনুযায়ী ৩ কোটী ৫০ লক্ষ শ্রমিকের নাম রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে অষ্ট্রেলিয়ায় বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিকদের ব্যাধি, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়া, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু সম্পর্কিত বীমার প্রচলন করা হয়; ব্রাজিলেও ১৯৩৭ সালে শ্রমিক কল্যাণমূলক বীমা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। এই বৎসর জাপানে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদের জন্য বার্দ্ধক্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়া প্রভৃতি সম্পর্কে, বীমার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে নিউজিল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ফিনল্যাণ্ড এবং জার্ম্মানীতেও বৃদ্ধ ও অসমর্থ শ্রমিকদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে বীমা প্রণালীর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

১৯৩৮ সালে হাঙ্গেরীতে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য বার্দ্ধক্য-বীমার প্রবর্ত্তন করা হয়। হাঙ্গেরীতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য বার্দ্ধক্যজনিত বীমা এবং অনাথ শিশু ও বিধবাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত বীমার প্রচলন পূর্ব্বেই ছিল। আলোচ্য বৎসরে ফিনল্যাণ্ড, যুগোশ্লেভিয়া এবং ব্রাজিলে সমাজ-বীমার আরও উন্নতি সাধন করিয়া শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং অন্যবিধ বিভিন্ন প্রকারে সাহায্যের বন্দোবস্ত করার নিয়ম প্রণয়ন করা হয়।

শ্রমিকদের ব্যাধি নিবারণ এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ১৯৩৭ সালে বেলজিয়ামে যক্ষ্মা-নিবারণী তহবিল সৃষ্টি করা হয়। শ্রমিকদের ব্যাধি আরোগ্য করার উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিকদের যাহাতে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য আলোচ্য বৎসরে চিলিতে একটী আইন পাশ হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে গ্রীস, ইতালী, রুমানিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ডেও শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি এবং যক্ষ্মা নিবারণ সম্বন্ধে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য আইনকানুন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে বৃটেনে ব্যাধি-সংক্রান্ত বীমার সংশোধন করিয়া বীমাকারীদের বয়স ১৬ বৎসর হইতে কমাইয়া ১৪ বৎসর করা হয়। আলোচ্য বৎসরে ফ্রান্সে যে সকল শ্রমিকের বাৎসরিক আয় ৩০ হাজার ফ্রাঙ্ক তাহাদের ব্যাধিসংক্রান্ত বীমা করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে গ্রীস, ইতালী, ল্যাটভিয়া, রুমানিয়া এবং ইয়োরোপ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও রোগ-বীমার

বেনারসী শাড়ী

বিষ্ণুপুর শাড়ী, টিসু শাড়ী

ও

নূতন নূতন ডিজাইনের

ছাপা শাড়ী প্রভৃতি—

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট—কলিকাতা।

বোর্ড অফ ডিরেক্টারস

ডাঃ এম, নিয়োগী, ডি-এস-সি, এ-আই-সি, এফ-সি-এস (লণ্ডন), দি কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার কাষ্টমস, (গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ও বার্মা)।

চেয়ারম্যান

মিঃ জে, এল, সাহা, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—দি এশিয়া মিউচুয়েল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ এবং বোস, সাহা লিঃ, ল্যাণ্ড হোল্ডারস।

ডেপুটি চেয়ারম্যান

ডাঃ বি, এন, ব্যানার্জী, এম-বি, এম-আর-সি-পি (এডিন)।

মিঃ বৈদ্যনাথ বড়াল, মার্চেণ্ট, ল্যাণ্ডলর্ড, ষ্টক ও শেয়ার ব্রোকার (প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স)।

মিঃ এস, এন, দাস, ল্যাণ্ডলর্ড এবং মার্চেণ্ট।

ডাঃ পি, কে, পাল, বি-এস-সি, এম-বি, ডি-ও-এম-এস (লণ্ডন), ডাইরেক্টর, ল্যাণ্ডলর্ড, ব্যাঙ্কার এবং মার্চেণ্ট।

মিঃ এইচ, এম, ঘোষ, এফ-আর-ই-এস (লণ্ডন),

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ এম, দত্ত রায়,
জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ এম, কে, সেন,
অর্গানাইজিং সেক্রেটারী

ফোন ঃ কলিকাতা ২৮৬৭

সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

২, ডালহাউসি স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা।

উন্নতি সম্পর্কে বিবিধ বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

কলকারখানায় কাজ করিবার সময় দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকায় শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের প্রচলন জগতের সকল দেশেই আছে। গত আর্থিক মন্দার সময়ে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি সাধন করা না হইলেও আর্থিক মন্দা কাটিয়া যাওয়ায় এবং অধিক সংখ্যক লোক শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হওয়ায় শ্রমিক ক্ষতিপূরণমূলক বীমা প্রণালীর বহু উন্নততর সংশোধনবিধি প্রবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী এবং জাপানে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের ব্যাপক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে আর্জ্জেনটাইনে কৃষিকার্য্যে রত শ্রমিকদের সম্বন্ধেও শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। কানাডায়ও শ্রমিকদের দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ করার সুব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কৃষিকার্য্যও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চালিত হইতেছে এবং এইজন্য কৃষকদের বেলায়ও বিভিন্ন দেশে কৃষি-বীমার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে এইরূপ বীমাপদ্ধতি অনেকস্থলে বিশেষভাবে আদৃত হইতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজ-বীমার অগ্রগতি অপ্রতিহতভাবেই চলিতেছে। যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণমূলক বীমা ছাড়াও বর্ত্তমানে শান্তির সময় যে সকল সাধারণ সমাজ-বীমার ব্যবস্থা থাকে তাহাও যুদ্ধের সময়কার বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া অদলবদল করা হইতেছে। এই সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধের প্রথম বৎসরেই বৃটেনে সমাজ-বীমার বিভিন্ন পরিকল্পনা এমনভাবে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে যে, সংশোধিত বিধানগুলি যুদ্ধের সময়কার বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী বীমাকারীদের হিতের ও বিহিত স্বার্থের পরিপূরক হইতে পারে। যে সকল বীমাকারী সৈন্যবিভাগে যোগ দান করিয়াছে তাহাদের জন্য ১৯৩৯ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য-বীমা আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। শিল্পকার্য্যে দুর্ঘটনার জন্য ও শ্রমিকদের বার্দ্ধক্যজনিত অকর্ম্মণ্যতার হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৯৪০ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধিত হইয়াছে এবং বিধবাদের পেনসনের জন্যও ১৯৪০ সালে একটী আইন পাশ করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও সিনেটের যে কমিটী বার্দ্ধক্যজনিত পেন্সন-পদ্ধতির বিষয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে এবং এইরূপ পেনসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহদের মতামত জ্ঞাপন করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই কমিটী ১৯৪১ সালের ২৮শে আগষ্ট তাঁহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই কমিটীর বেশীর ভাগ সদস্য রিপোর্টে বর্ত্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধ বয়সে শ্রমিকদের পেনসন দিবার যে বন্দোবস্ত আছে তাহার ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন যে, এইরূপ পেনসনের সুযোগ মাত্র অল্পসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকেরাই পাইয়া থাকে। কমিটী নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি রিপোর্টে সন্নিবেশিত করিয়াছেন :—(১) পেনসন দেওয়ার উপযোগী বয়সের মাত্রা ৬৫ বৎসর হইতে কমাইয়া ৬০ বৎসর করিতে হইবে (২) বীমাকারী শ্রমিক অথবা যে সকল শ্রমিক কোনরূপ বীমা করে নাই তাহাদের সকলকেই এক সমহারে সর্ব্বনিম্ন পেনসন্ দিতে হইবে (৩) বর্ত্তমানে শ্রমিকদিগকে জনপ্রতি গড়ে যে ২০ ডলার পেনসন দিবার বন্দোবস্ত আছে তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া ৩০ ডলার করিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায়ও ১৯৩৪ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন বাতিল করিয়া ১৯৪১ সালের ৫ই মে তারিখে এই সম্পর্কে উন্নততর আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং বাধ্যতামূলক সমাজ-বীমার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য একটী সরকারী তহবিল সৃষ্টি করা হইয়াছে।

সমাজ-বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতবর্ষ প্রগতিশীল দেশসমূহের তুলনায় অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। সমাজ-বীমার পরিপ্রেক্ষীতে ভারতে ১৯৩০ সালে ভারতীয় শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনকে একমাত্র শ্রমিক কল্যাণমূলক পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে। ১৯৪০ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের অনেকটা উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। ১৯৩০ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের আওতায় শুধু বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের যে সকল শ্রমিক বিপদমূলক কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারাই পড়িত; কিন্তু ১৯৩৪ সালে এই আইনের যে পরিবর্ত্তন করা হয় তাহা বৃহৎ-বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত এবং বিপদমূলক কার্য্যে রত উভয় শ্রেণীর শ্রমিকদের বেলায়ই প্রযোজ্য ছিল। সংশোধিত আইন অনুসারে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণও কতকটা বাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও ভারতের শ্রমিকদের যে অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ বৎসরে দেওয়া হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। বৃটেনের ও ভারতের শ্রমিকদের বৎসরে কি পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়, তাহার একটি তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯৩৫	১৯৩৭
ভারতবর্ষ	১১৬১,৪৬৫৲	১,৩০০ ০০০৲
বৃটেন	৬২০৪৪৯০ পাউণ্ড	৬,৬৩৯,৫২৪ পাউণ্ড

ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্ম্মরত শ্রমিকদের জন্য ব্যাধি-বীমা প্রবর্ত্তন করিবার সম্পর্কে কিছুকাল ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাদেশিক সরকারসমূহের শ্রমিক-মন্ত্রীদের এক ঘরোয়া সম্মেলনে এই বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে মাঝে মাঝে এই বিষয়ের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মালিকেরা এইরূপ বীমাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এইরূপ ব্যাধি-বীমার প্রচলন করিলে মালিকদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ ক্ষতি হইবে। মালিকদের এইরূপ মনোভাব নিন্দনীয়। বর্ত্তমান যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যেও বিভিন্ন দেশে প্রগতিমূলক সমাজ-বীমার প্রবর্ত্তন ও সংশোধনকার্য্য চলিতেছে। অতএব যুদ্ধের অজুহাতে ভারতে এইরূপ বীমার কার্য্য প্রচলন না করার কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। সমাজ কল্যাণমূলক বীমা প্রবর্ত্তন করার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত। ভারতবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর সমাজ-বীমা বিশেষ অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহা সত্য যে মাত্র সমাজ-বীমার দ্বারাই সকল প্রকার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যায় না। কিন্তু জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে উন্নতি সাধন করিতে হইলে সমাজ-বীমার অবদান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নূতনভাবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন গঠন করিতে হইলে এবং সমাজের উন্নতি বিধান করিতে হইলে যাহাতে শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা যায় এবং যাহাতে তাহাদের আর্থিক উন্নতি হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সমাজ-বীমার উপকারিতার বিষয় উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে প্রগতিমূলক সমাজ-বীমার প্রবর্ত্তন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন হইবে।

('ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড' পত্রে প্রকাশিত মিঃ এইচ কে সেন এম-এস-সি, এফ, এফ, এ লিখিত একটি প্রবন্ধের অনুবাদ)

প্রাচীন বঙ্গের বস্ত্র-শিল্প

(শ্রীযতীন্দ্র সেন)

প্রাচীন বাঙ্গলার শিল্প ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্প-জগতে এদেশের অপঘাত-মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই অপঘাত-মৃত্যুর বেদনাকর ইতিহাস আলোচনা করিয়া লাভ নাই।

প্রাচীন বঙ্গের স্থপতি, ভাস্কর, পটুয়া ইত্যাদির অমর শিল্প নিদর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র বস্ত্রশিল্পের জন্য বাঙ্গালী জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এক সময়ে বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার তাঁতী ও কাটুনীরা যে অপূর্ব্ব শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর আর কোন দেশের বস্ত্রশিল্পীই তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই।

পরলোকগত পণ্ডিত-প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।" এই মহাজন উক্তিটির আক্ষরিক সত্য যে কত মর্ম্মান্তিক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালীর অপঘাত-মৃত শিল্পি-জীবনের উপর এই আত্মবিস্মরণই সমাধি রচনা করিয়াছে এবং করিতেছে।

অননুকরণীয় সূক্ষ্মতা, মসৃণতা ও কোমলতার জন্য বঙ্গ, বিশেষতঃ ঢাকা-জাত বস্ত্র এক সময়ে কাব্য ও কিংবদন্তীতে স্থান পাইয়াছিল। বয়ন-শিল্পে বাঙ্গালী তাঁতীদের এই খ্যাতি কেবল ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না,—ভারতের পশ্চিম সীমান্তস্থিত গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া তাহা মধ্যপ্রাচ্যে এবং মধ্যপ্রাচ্য অতিক্রম করিয়া তাহা সুদূর পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ঢাকার অতি সূক্ষ্ম মল্‌মল্ শ্রেণীর যে "হাওয়াই কাপড়" বা "বুনট্ হাওয়ার জাল" নামে অভিহিত হইত, তাহা নিছক কবি-কল্পনা কিংবা কাব্যকথার অতিশয়োক্তি নহে; পাশ্চাত্ত্যবাসিগণও তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

বাঙ্গলার তথা ভারতের বস্ত্রশিল্প খুব প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্বেও যে এদেশে বাল্কল, কাম্বল, কার্পাস, শাণ, ক্ষৌম প্রভৃতি নানা প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইত, তাহা বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী সাহিত্য আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়। অথর্ব্ব বেদে ও সূত্র-গ্রন্থগুলিতে বস্ত্রের আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে। এদেশের ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে কোন্ প্রকারের বস্ত্র পরিধান করিলে ধর্ম্মকার্য্য প্রশস্ত হয়, কোন্ রঙের বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ, কোন্ প্রকার বস্ত্র কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয় এবং কোন্ প্রকার বস্ত্র ক্ষার-জল দ্বারা ধৌত না করিলে শুদ্ধ হয় না ইত্যাদি প্রসঙ্গে বহু প্রকার বস্ত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন—"সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণং ক্ষৌমাবিকানিচ।"

মনুর যুগেও তন্তু অর্থাৎ কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র, রক্তবর্ণ শণনির্ম্মিত বস্ত্র (অগ্নি পাটের শাড়ী?) ও ক্ষৌম বা রেশম বস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীনকালে জননীরা পুত্রদের জন্য বস্ত্র বয়ন করিতেন, কেবল সূতা কাটিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। ঋক্‌মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—"বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি।" ইহা হইতেই অনুমান করা যায় প্রাচীন ভারতের প্রতি গৃহে কেবল চরকাই চলিত না, তাঁতের টানা-পোড়েনের সূতা লইয়াও জননীরা ব্যস্ত থাকিতেন। ঋকের যজ্ঞবেদী আচ্ছাদনের মন্ত্র হইতেও বস্ত্র সম্বন্ধে তথ্য জানিতে পারা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই মেঘডম্বরু উদয়তারা, গঙ্গাঞ্জলী, গঙ্গাযমুনা, অগ্নি পাটের শাড়ী ইত্যাদি শাড়ীর নামগুলির সহিত পরিচিত আছেন। কাব্যোচিত পরিবেশ রচনার জন্যেই যে কবিরা শব্দলালিত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাড়ীর কল্পনাপ্রসূত নামগুলি কাব্যে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহা নহে। বাস্তবিক-পক্ষে পূর্ব্বকালে এদেশে এত সূক্ষ্ম, কারুকার্য্য-খচিত, মনোমুগ্ধকর শাড়ী প্রস্তুত হইত এবং তাহা পরিধান করিয়া বঙ্গললনারা এরূপ রূপের হাট বসাইতেন যে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের কবিগণ তাঁহাদের কাব্যে সেই সব শাড়ীর নামোল্লেখ করিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অনেক কাব্যেই দেখা যায়, কোন রূপসী নায়িকা উদয়তারা শাড়ী পরিলেন, তাহা তাঁহার মনঃপূত হইল না। সে শাড়ী খুলিয়া হয়ত মেঘডম্বরু শাড়ী পরিলেন, মেঘডম্বরু খুলিয়া অগ্নি পাটের শাড়ী পরিলেন,—এইরূপ ভাবে এক শাড়ী খুলিয়া অপর শাড়ী পরিবার ফিরিস্তি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য খুঁজিলে বহু পাওয়া যাইবে।

প্রাচীনকালে শণ হইতে নির্ম্মিত রক্তবর্ণ শাড়ীকেই সম্ভবতঃ অগ্নি পাটের শাড়ী বলা হইত। 'পাটের পাছড়া'ও সম্ভবতঃ বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের 'শাণ' বা শণ নির্ম্মিত বস্ত্র ছিল। মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট শাড়ী ভেদ

ফোনঃ কলিঃ ১২০৯

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক

কার্য্যকরী মূলধন ... ১২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহঃ—

দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই(ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা।

কটক শাখা খোলা হইয়াছে।

চেয়ারম্যান ঃ—শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার আঠারবাড়ী।

করিয়া বঙ্গরূপসিগণের তপ্তকাঞ্চনাভ তনুর সুগৌর দীপ্তি ফুটিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মত দেখাইত বলিয়াই হয়ত ডম্বরুর মত গর্জ্জনকারী বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের ন্যায় এই শাড়ীর নাম 'মেঘডম্বরু' হইয়াছিল।

যে সমস্ত প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য সাধারণ্যে বহুল প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বাদ দিয়া দুইটি বাঙ্গলা গীতিকা হইতে এইরূপ শাড়ী পরিবার বর্ণনার উল্লেখ করিতেছি। 'জুনাবালি' নামক পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষে গীত একখানি গীতিকাতে দেখা যায় পর পর অনেকগুলি শাড়ী পরিধান করিবার পর জুনাবালির 'হিয়া' নামক শাড়ীখানিই পছন্দ হইল, কারণ এই শাড়ী পরিয়া তাহাদের পরিবারের পূর্ব্ববর্ত্তী আরও চল্লিশটি কন্যের বিবাহ হইয়াছিল :

"তার পরে পরিল শাড়ী,
তার নাম হিয়া।
এই শাড়ী পইরা হইছিল
চল্লিশ কন্যার বিয়া॥"

উত্তর বঙ্গের 'জাগ্ গানের' অন্তর্গত 'কৃষ্ণধামালী' পালাগানটিতে দেখা যায়, রাধা অভিসারে বাহির হওয়ার পূর্ব্বে নানারূপ বেশভূষা করিতেছেন। তিনিও ক্রমে ক্রমে অনেক প্রকার শাড়ী পড়িলেন, অনেক প্রকার খোঁপা বাঁধিলেন এবং অনেক প্রকার অলঙ্কারে সজ্জিতা হইলেন। অবশেষে তাঁহার "নীহার-মিলানী" নামক শাড়ীই পছন্দ হইল। এই শাড়ীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :—

"রাত্রকালে থাকে শাড়ী নীহারে মিলিয়া।
পরভাতে উঠে শাড়ী চটক ধরিয়া"॥

শিশিরসিক্ত তৃণের উপর মেলিয়া দিলে যে শাড়ীর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না "নীহার মিলানী" সম্ভবতঃ সেই শাড়ী। রাত্রিকালে ঘাসের উপর এই শাড়ী বিছাইয়া রাখিলে তাহার উপর শিশির পরিত। প্রভাতে ঘাসের উপর শিশিরসিক্ত সেই শাড়ী আর দৃষ্টিগোচর হইত না। সূর্য্যোদয়ে শিশির শুকাইয়া গেলে তবে শাড়ীখানি দেখা যাইত।

এইরূপ প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য ও গীতিকায় অতি সূক্ষ্ম নয়নমুগ্ধকর মূল্যবান্ মস্‌লিন শাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঢাকার প্রস্তুত বস্ত্রের মধ্যে মসলিনের নামই বিশ্ববিখ্যাত। প্রাচীনকালে তুরস্ক, আরব, পারশ্য, মিশর ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মস্‌লিন উৎকৃষ্ট বিলাসের সামগ্রী ছিল এবং খুব সমাদরে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। মিশরের ম্যমীর দেহে ঢাকার মস্‌লিন জড়ান দেখা গিয়াছে। তুর্কীর সুলতান ও খলিফাগণ মস্‌লিনের পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। ইংলণ্ডে মস্‌লিন রুমাল রমণীগণের পরিচ্ছদের লেস্ ও কাঁচির কাপড় হিসাবে এবং গৃহাদির পরদা-রূপে ব্যবহৃত হইত। মস্‌লিনের প্রমাণ একখানি চাদর এত সূক্ষ্ম সূতা দ্বারা নির্ম্মিত হইত যে, তাহা আধ ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধ ও এক ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি চোঙ্গের মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া রাখা যাইত। প্রমাণ একখানি মস্‌লিনের ধুতি লম্বালম্বিভাবে সঙ্কুচিত করিয়া একটা অঙ্গুরীর ভিতর দিয়া গলাইয়া লওয়া যাইত। মস্‌লিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে এইরূপ বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন 'মসলিন' কথাটির উৎপত্তি তুর্কীস্থান, মেসোপটেমিয়া বা কুর্দিস্থানের প্রাচীন রাজধানী 'মোসল' বা 'মসল' হইতে হইয়াছে। মোসলে এক সময়ে ঢাকার মস্‌লিন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। তুর্কী ব্যবসায়ীরা ভারতে আসিয়া ঢাকা ও সপ্তগ্রামের বন্দর হইতে মস্‌লিন ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। শেষকালে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারেই হোক্, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, ঢাকা ও সপ্তগ্রামের বন্দর হইতে মোসলে মসলিন রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্গের তথা ভারতের সঙ্গে

এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করুন!
অনুমোদিত মূলধন
৫০,০০,০০০৲ (অর্দ্ধ কোটী)
১৯৪২ ডিভিডেণ্ট শতকরা ৭৷৷০

১৯৪২
বিক্রীত— ৫,৩৯,৩৫০
আদায়ীকৃত - ৩,২১,৪৭৩
কার্য্যকরী— ২৬,৪০,৫৮৭

১৯৪১
বিক্রীত— ৩,৩৫,৯৫০
আদায়ীকৃত— ৪২,৯৬৩
কার্য্যকরী— ৯৯,১৮৮

১৯৪০
বিক্রীত— ৩৫,০০০
আদায়ীকৃত— ১,৩০৮
কার্য্যকরী— ৫৯৩৯০

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড.
স্থাপিত—১৯৩১
হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা।
গ্রাম : "রেণবো" কলিকাতা : ফোন : পি, কে, ২৬৮১
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :
ডালহৌসী স্কোয়ার — নর্টন বিল্ডিংস্ — ফোন : কলিঃ ৬৫৭৯
বড়বাজার — ২০৪, হ্যারিসন রোড, — ফোন : বি, বি, ২২০৪
অন্যান্য শাখাসমূহ
বেঙ্গল— ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বাঁকুড়া।
বিহার— রাঁচী, পুরুলিয়া, ভাগলপুর।
উড়িষ্যা—পুরী, বেরহামপুর (গঞ্জাম), খুরদা রোড, কটক—মঙ্গলাবাগ ও চৌধুরী বাজার।
আসাম— তেজপুর ; গৌহাটী ; চারালী (ডেরাং)।
পে অফিস—ইছাপুরা (ঢাকা)।
এজেন্সিস—বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ বি, মুখার্জ্জী।

Shares & Securities Deptt.
● We have opened a Share & Securities Deptt.
● We Buy & Sell Shares and Securities on account of our constituents even on marginal Deposit.
● We invest in Shares & Securities and allow Cash Credit on reasonable terms.
OUR OWN SHARES ARE EVEN NOW AVAILABLE AT PAR.
DIVIDEND 1942 - 7½%
For Particulars Apply to The Manager,
Dalho use Square, South
NORTON BUILDINGS
CALCUTTA.
Phone Cal. 6579
HAVE A NEW COPY OF OUR EVERY SATURDAY'S SHAREMARKET BULETIN.

বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায়, মোসলে মস্‌লিনের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের চেষ্টা হয়। মোসলের এই বস্ত্রও মস্‌লিন নামে পরিচিত হইয়াছিল।

ফরাসী ভাষায় মস্‌লিনের নাম "মুসলিন" (Mousseline), ইতালীয় ভাষায় বলা হয় "মুসোলিনো" (Mussolino)। ইতালীর একনায়ক মুসোলিনীর নামের সহিত এই মস্‌লিন বা ইতালীয় "মুসোলিনো" শব্দের সম্পর্ক আছে কি না ইতালীয় ভাষা-বিদ্‌গণই তাহা ভালরূপে বলিতে পারিবেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইংলণ্ডে ভারত হইতে মস্‌লিন রপ্তানী হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মছলিপত্তন হইতে ঢাকাই মস্‌লিন ও মাদ্রাজী "আরণী" (Arni) মস্‌লিন ইংলণ্ডে রপ্তানী হইতে থাকে। "আরণী" হইতে ঢাকাই মস্‌লিনই উৎকৃষ্টতর এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। মস্‌লিন রপ্তানীর কেন্দ্র বলিয়াই মাদ্রাজের এই বন্দর মস্‌লিনপত্তন, মছলিনপত্তন বা সংক্ষেপে মছলিপত্তন নামে পরিচিত হইয়াছে—অনেকে এইরূপ মনে করেন।

গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত মাধবপলম নামক বন্দর হইতেও ইংলণ্ডে মস্‌লিন রপ্তানী হইত। এই বন্দরে মস্‌লিনের একচেটিয়া কারবারের জন্য ইংরাজ বণিকগণ কুঠি স্থাপন করেন। পরে এখানকার বস্ত্রশিল্প ভারতের অন্যান্য স্থানের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ইংলণ্ড হইতে মাধবপলমের বস্ত্র বিলাতী কলে প্রস্তুত হইয়া এবং বিলাতী "মাডাপলম" নামে অভিহিত হইয়া মাধবপলম বন্দরে ও মাদ্রাজের অন্যান্য স্থানে বিক্রীত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র মুদ্রার মস্‌লিন ভারত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতে মস্‌লিন-শিল্প ধ্বংসপ্রায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যালসি, ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাস্‌গো বণিক সমিতি মস্‌লিনের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে চেষ্টিত হইল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়ারলণ্ডে মস্‌লিনের সূতা কাটার মজুরি রাবদ রমণী ও বালিকাদিগকে ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। সুইজারল্যাণ্ডে নানারূপ নক্সায় ও ডোরাকাটা হইয়া সুইস্ মস্‌লিন প্রস্তুত হইতে লাগিল। 'বুক মস্‌লিন' (Book Muslin) নামক মস্‌লিন পরিচ্ছদ ও পরদার জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ডে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কিন্তু পাশ্চাত্যের এই মস্‌লিন কি সূক্ষ্মতায়, কি স্থায়িত্বে কোন প্রকারেই ঢাকাই মস্‌লিনের তুল্য হইতে পারিল না। ইহার কারণ এই যে ঢাকাই মস্‌লিনে ব্যবহৃত তুলার আঁশের ব্যাস ইংলণ্ডের তুলার আঁশের চেয়ে সূক্ষ্ম ছিল এবং উৎকৃষ্ট ধরণের সূক্ষ্ম আঁশবিশিষ্ট তুলায় ঢাকাতে পাকও দেওয়া হইত অধিকতর পরিমাণে। পাশ্চাত্যের মস্‌লিনের সূতা অপেক্ষাকৃত আল্‌গা পাকের হওয়ায় তাহা টেকসই হইত না। পাশ্চাত্য বয়নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন ঢাকার মস্‌লিনের সূতার প্রতি ইঞ্চিতে নিম্নসংখ্যায় ৮০'৭ পাক এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ১১০'১ পাক দেওয়া হইত। কিন্তু বিলাতী মস্‌লিনের সূতার প্রতি ইঞ্চিতে মাত্র ৫৬'৬ হইতে ৬৮'৮ সংখ্যক পাক দেওয়া হইত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পূর্ব্ববঙ্গের জলীয় বাষ্পপূর্ণ আবহাওয়াও ঢাকার মস্‌লিনের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ। অবশ্য এই কারণে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ইঙ্গিত থাকিলেও তাহা বিচারসহ নহে। অক্লান্ত সাধনা ও শিল্পকুশল মনই যে মস্‌লিনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, ইহা না বলিলেও চলে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে ঢাকাই মস্‌লিনের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সত্ত্বেও তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া হইয়া গেল।

ঢাকার এক একখানি মস্‌লিন প্রস্তুত করিতে এত যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করা হইত যে, তাহা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খুব সূক্ষ্ম আঁশের তুলায় মস্‌লিনের সূক্ষ্ম সূতা কাটা হইত বলিয়া প্রাতঃকাল ৭টা ৮টা পর্য্যন্ত সূতা কাটিবার প্রশস্ত সময় ছিল। তাহা না হইলে রৌদ্রের তাপ বৃদ্ধি হইলে মস্‌লিনের সূতা কাটা যাইত না, ছিঁড়িয়া যাইত। প্রত্যূষে সূতা কাটিবার সময়েও চরকার নীচে জলপূর্ণ পাত্র রাখা হইত, যাহাতে ঐ জলপূর্ণ আধার হইতে জলীয় বাষ্প উঠিয়া সূতা শক্ত রাখে এবং সূতা ছিঁড়িয়া না যায়। মস্‌লিন্ বয়নের তাঁতও প্রত্যহ খুব প্রত্যূষে অনধিক দুই ঘণ্টা কাল চালান হইত। রৌদ্র একটু প্রখর হইতে আরম্ভ করিলেই ঐ তাঁতের কাজ ঐ দিনের মত স্থগিত রাখা হইত। এইরূপ বহুদিনের একনিষ্ঠ সাধনায় মস্‌লিনের সূতা কাটা ও বয়নকার্য্য সম্পন্ন হইত। সাধারণতঃ তরুণীগণ মস্‌লিনের সূতা কাটিত। বালিকাদের অপটু হস্তে এবং বৃদ্ধাগণের জরাকম্পিত হস্তে মস্‌লিনের অতি সূক্ষ্ম সূতা কাটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

তাঁতের নীচেও মাটীতে চৌবাচ্চা খনন করিয়া তাহা জল দ্বারা পূর্ণ রাখা হইত। ঐ জলপূর্ণ চৌবাচ্চা হইতে জলীয় বাষ্প উত্থিত হওয়ায় মস্‌লিনের টানা ও পোড়েনের সূতা শুকাইয়া কড়া হইতে দিত না, তাহার ফলে সূতা ছিঁড়িয়া যাইত না। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাপড়ের কলের তাঁত-ঘরের আবহাওয়া জলীয় বাষ্প পূর্ণ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ জলীয় বাষ্প সৃজনকারী যন্ত্রের নাম "Humidifier"—'হিউমিডিফায়ার'। ম্যাঞ্চেষ্টারের বয়নতত্ত্ববিশারদ মিঃ উইলিয়াম্ টম্‌সন্ এফ্ সি এস্ বলিয়াছেন, একশত তোলা ওজনের সূতায় ৮ তোলা জলীয় বাষ্প না থাকিলে তাহা বয়নযোগ্য হয় না, পুনঃ পুনঃ ছিঁড়িয়া যায়

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিঃ

৫, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—ক্যাল : ৬১০৮

বাংলার বৃহত্তম লবণ প্রস্তুতের কারখানা

১৯৪১ সাল হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

কারখানা—আচার্য্যরায়নগর
(কাঁথি সমুদ্রোপকূল)

প্রাচীনকালের ঢাকার মস্‌লিন শিল্পীরাও এই বৈজ্ঞানিক তথ্য অবগত ছিল এবং তাহাদের কুটীর শিল্পের উপযোগী সহজ উপায়ে তাঁতশালায় জলীয় বাষ্পের ব্যবস্থা করিত।

পাশ্চাত্যদেশে বাষ্পচালিত বস্ত্রবয়ন যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রশিল্প-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। কিন্তু বাষ্পচালিত যন্ত্র সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের বস্ত্রশিল্পীরা পরিমাণে অধিক বস্ত্র বয়নে সক্ষম হইলেও সূক্ষ্মতায় বাঙ্গলার মসলিনশিল্পিগণের সমকক্ষ কিছুতেই হইতে পারিল না। অথচ তাঁতের দক্তি (lay), মুটকাঠ (Topbatten), পাখা (Side bar), মাথাকাঠ (Top bar) পাশা পাদল (Treadle), নরাজ (Beams), ওসারি বা মতি (wrap beam), বেলনা বা তল-পসর, নাচুনির পাট, মেচ্‌কা, শর বা ভাঙ্গি (Shaft), গুল্‌টো কোলপুর, চরকি, নাটাই, ঘুরণি কাঠ ইত্যাদি তাঁতের অংশ ও আবশ্যক সরঞ্জামগুলির সমস্তই বাঁশ, কাঠ ও সুপারির বাঁখারী দ্বারা প্রস্তুত। উত্তরবঙ্গের জাত 'হির' নামক একপ্রকার গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের কুঁচির মত শিকড় দ্বারা মাড় লাগাইবার 'মাজন' বা বুরুশ (Brush) প্রস্তুত হইত। লৌহযন্ত্রের সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম বয়নকৌশলের ব্যবস্থার চেয়েও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা অতি নিম্নস্তরের আদি যুগের যন্ত্রের দ্বারা কিরূপে সম্ভবপর হইত, তাহা বিস্ময়ের বিষয়।

প্রাচীন বঙ্গে সরবতী, মলমল, অদ্দি, তরন্দম্‌, ডুরিয়া, শৌগাতি, সবন্নাম্‌ বা সবনম্‌, মস্‌লিন, কোকৃতি, কোটা, মাগ্‌না, নিমজা ইত্যাদি সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত। লুধিয়ানার 'গবরুণ', আসামের 'পরিদিয়া' ও মণিপুরের 'তামিয়েন,' খিনদেঙ্গ প্রভৃতি বস্ত্র প্রাচীনকালে প্রস্তুত হইত। এইসব বস্ত্রের কিছু কিছু বর্ত্তমানকালেও উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদিও সূক্ষ্মতায় ও কারুকৌশলে প্রাচীন খ্যাতি আর অক্ষুণ্ণ নাই।

কার্পাস বস্ত্র ভিন্ন বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্যান্যস্থানে 'মস্‌রু', 'সওঙ্গি', 'দোপাট্টা', 'ওড়না', 'হাওয়া শাড়ী', 'মেখলা' 'এড়া' 'কাঠিয়া' 'রিহা' ইত্যাদি রেশমজাত বস্ত্রও প্রস্তুত হইত।

কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের সঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্যের জরীর কাজ করিয়া 'গাটা', 'কিনারা' 'কালাবতুন' বা 'সূর্য', 'রূপালী ধানক,' 'লাচ্‌কা', 'বেলদার', 'গঙ্গাযমুনা', 'জালদার,' 'চাঁদ তারা', চসমফুল', 'মেহের বুটী' 'সমুদ্র-লহর', 'কামদানী', 'জামদানী' ইত্যাদি শাড়ী প্রস্তুত হইত এবং এখনও কিছু কিছু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কার্পাসের সঙ্গে রেশম ও পশম মিশ্রিত করিয়া বাঁকুড়ায় 'আস্‌মানি' ও 'গর্ভসূতি', ঢাকায় সাদা, লাল ও আস্‌মানি 'সেরাজা', 'মছলি কাঁটা,' 'সব্‌জিকতার,' 'লালকাতার,' 'বুল্‌বুলছাসম্‌,' লাল ও সাদা 'কদমফুলী', লাল ও কালো 'পাট্টাদার' এবং রংপুরে 'মেখ্‌লি' নামক বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এই 'মেখ্‌লি' নামক বস্ত্র বয়নের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করায় রংপুর জেলার একটি স্থানের নাম হইয়াছে মেখ্‌লিগঞ্জ। রংপুরের প্রাচীন দরি, সতরঞ্জী, গালিচা, আসন ও ছুলিচা শিল্পের নিদর্শন এখনও কিছু কিছু রহিয়াছে।

'ছিট্‌ বুটীদার', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'নরুণসই', 'ঝিলিমিলি', 'লহরিয়া', 'কলমদার', 'ধূপছায়া', ইত্যাদি নামের জামা ও পিরাহানের সুন্দর সুন্দর ছিট্‌ও এক সময়ে বঙ্গদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত।

ঢাকা ভিন্ন ফরসাডাঙ্গা, সিমলা, যশোহর, শান্তিপুর, কলমি, রাধাবল্লভপুর ইত্যাদি স্থান বস্ত্রশিল্পের জন্য এক সময় প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই সব স্থানের কতকগুলি কেন্দ্রের প্রাচীন পদ্ধতি আধুনিককালেও অনেকাংশে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে অন্নের সঙ্গে বস্ত্রসমস্যা যেরূপ একটা ভয়াবহ সঙ্কটরূপে দেখা দিয়াছে তাহাতে এদেশের প্রাচীনকালের বস্ত্রশিল্পের পুনর্জ্জাগরণ কেবল কয়েকটি মিলের দ্বারা নয়, যদি ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁত চালান যায় তবেই সাধিত হইবে। বস্ত্র সরবরাহের জন্য যদি মহাযুদ্ধের এই দুর্দ্দিনে আমরা মিলের প্রত্যাশায় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি, তবে এ বিপদ উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর হইবে। মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁত ও চরকা অকিঞ্চিৎকর হইলেও অবসর সময় কাজে লাগাইবার পক্ষে এবং পারিবারিক প্রয়োজনে তাহার উপযোগিতা নগণ্য নয়।

আমাদের তৈরী জিনিষ

- ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ (রবার হীন ও রবার যুক্ত)
- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- এয়ার রিং ও কুশন প্রভৃতি

সামরিক প্রয়োজনে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রবার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় আমাদের কোন কোন জিনিষ তৈরী করা বর্ত্তমানে স্থগিত আছে। স্বাভাবিক সময় ফিরে এলে আমরা আবার আগেকার মতই সে সব জিনিষ তৈরী করতে এবং গ্রাহকদের প্রয়োজনমত সরবরাহ করতে পারব।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
(১৯৪০) লিমিটেড
কারখানা ও হেড অফিস :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল)
কলিকাতা শো-রুম :—১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬নং কলেজ ষ্ট্রীট
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭ নং হর্ণবি রোড (ফোর্ট), বোম্বাই

বাসন্তী প্রভিডেণ্ট
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড :— স্থাপিত ১৯৩০ খৃঃ
—হেড অফিস—
৩১, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা।
• টেলিগ্রাম—"RAINBOW" Cal. টেলিফোন—Pk. 268।
=অন্যান্য অফিস=
তেজপুর, ঢাকা, কটক, পুরী, আঙ্গুল, বহরমপুর (গঞ্জাম), রাঁচি, নাগপুর, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি।
এজেন্সীর সর্ত্তাবলী সুবিধাজনক
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ বি, মুখার্জ্জী

যুদ্ধোত্তর আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-নীতির পরিকল্পনা

(শ্রীকৌটিল্য)

(এখনও যুদ্ধ জয় হয় নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালীন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা-বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জটিল সমস্যার উদ্ভব হইবে কি উপায়ে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহা নিয়া এখন হইতেই সম্মিলিত জাতিসমূহের রাষ্ট্র-নীতিবিদ ও অর্থ-নৈতিক পণ্ডিতদের মধ্যে রীতিমত আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে।) বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের শেষাশেষি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন্ সহরে এই উপলক্ষে সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়া একটি বৈঠকেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখন হইতেই যে এ সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহা একটি সুলক্ষণ বলিতে হইবে ও ইহা আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে চিন্তা ও বিধি-ব্যবস্থার উন্নতির পরিচায়ক। এই সমস্ত তোড়জোড় হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, গত মহা-যুদ্ধের পর জগদ্ব্যাপী যে আর্থিক মন্দা ও গলদ দেখা গিয়াছিল ও তাহার ফলে সমস্ত দেশকে যে সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা এখনও লোকের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটান, বহির্ব্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, বাট্টার হারের সঙ্কোচ সাধন প্রভৃতি হইতে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা এখন কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই যুদ্ধের শেষেও যাহাতে ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব না হয় তাহার জন্য এখন হইতেই ব্যবস্থা করা দরকার এবং কি কি বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহার একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। কাজেই আমরা এই উদ্যোগের প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না।

বৃটিশ প্রস্তাব

এই প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও যুক্ত-রাষ্ট্রের পরস্পরের তরফ হইতে দুইটি খসড়া প্রস্তাব আনয়ন করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের খসড়াটি সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেইনস্-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী রচিত হইয়াছে। এদেশে যদিও এখনও সমগ্র প্রস্তাবটি সরকারীভাবে পাওয়া যায় নাই, তাহা হইলেও সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবরণী হইতে তাহার মোটামুটি স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের মূলসূত্রগুলিও সংবাদপত্রের মারফৎ প্রচারিত হইয়াছে। কাজেই বিষয়টির আলোচনা করা নিরর্থক নয়। লর্ড কেইনস্ যে প্ল্যানটি দিয়াছেন তাহাতে প্রথমতঃ (১) আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সমস্ত সম্মিলিত জাতি-সমূহকে এই ইউনিয়নে যোগ দিতে হইবে এবং যোগদানকারী জাতিসমূহের প্রতিনিধি-দের নিয়া গঠিত একটি বোর্ডের হাতে ইহার পরিচালনার ভার থাকিবে। যদি চক্রশক্তির রাষ্ট্রগুলিকে এই ইউনিয়নে আনার ব্যবস্থা অনুমোদিত হয় তবে তাহাদের জন্য হয়ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ (২) আন্তর্জ্জাতিক ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে সমস্ত যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যেককে কাজকারবার চালাইবার জন্য এই ইউনিয়নের হাতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসম্পদ জমা রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ (৩) লর্ড কেইনস্ "ব্যাঙ্কর" নামক একটি নূতন আন্তর্জ্জাতিক মান সৃষ্টি করার পরামর্শ দিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের হিসাব এই নূতন মানে রাখিতে হইবে। এই "ব্যাঙ্কর" মানকে গোড়ার দিকে স্থিরীকৃত ওজনের সোনার সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইবে, যদিও পরে অবস্থানুযায়ী স্বর্ণের পরিমাণের পরিবর্ত্তন করা চলিবে। চতুর্থতঃ (৪) প্রত্যেক দেশ ইউনিয়নের নিকটে ব্যাঙ্কর দাবী করিতে পারিবে; কিন্তু ব্যাঙ্করের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দাবী করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ইহার ফলে পাওনাদার দেশগুলি তাহাদের দাবী মিটাইবার জন্য স্বর্ণ দাবী করিতে পারিবে না। উপরন্তু দেনাদার দেশকে দেনা মিটাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মালপত্র রপ্তানী করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহাতেও যদি দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হয় তবে ইউনিয়ন হইতে ওভারড্রাফ্ট্ দিয়া সেই দেনা শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ওভারড্রাফ্টের হিসাব ব্যাঙ্করে নির্ণয় করা হইবে। কিন্তু পাওনাদার দেশ-সমূহ তাহাদের মালপত্র ক্রয় করিতে হইলে স্বর্ণ দিয়া সেই হিসাব শোধ করিতে পারিবে। কিন্তু সেই স্বর্ণ ইউনিয়নের হাতে আসিবে ও তাহার পরিবর্ত্তে যেদেশ মালপত্র বিক্রী করিয়াছে তাহাকে ব্যাঙ্করে মূল্য প্রদান করা হইবে। পঞ্চমতঃ (৫) বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উভয় প্রকারের বৈদেশিক দাদননীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি ইণ্টারন্যাশনাল্ ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট বোর্ড স্থাপনের যৌক্তিকতাও স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা না

একমাত্র বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা
করে।... ... ...

ভারত পটারীজ লিমিটেড

ফোন :—কলি : ৬৭৬০

অফিস—৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
ফ্যাক্টরী—টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার
শ্রীযুত খুসী সেন।

বেতন ও কমিশনে শেয়ার সেলিং এজেণ্ট আবশ্যক।

হইলে বৈদেশিক দেনা জমিয়া গিয়া নানা-প্রকার জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। এই বোর্ডের পরামর্শ ব্যতিরেকে ভবিষ্যতে কোন দেশ কোন বৈদেশিক দাদন করিতে সক্ষম হইবে না। যদি অনগ্রসর দেশসমূহের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন করিবার জন্য বৈদেশিক দাদন করিবার প্রয়োজন স্বীকৃত হয় তবে তাহা এই বোর্ডের মারফৎই করিতে হইবে। ইহাই বৃটিশ প্রস্তাবের মোটামুটি স্বরূপ।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব

এই বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব দিয়াছে তাহার খসড়া যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ মরগেনথাউ কর্তৃক গত ৫ই এপ্রিল সেনেটে উত্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাট্টার হার নিয়ন্ত্রণের জন্য এই প্রস্তাবে ছয়টি মূলসূত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ একটি 'নিয়ন্ত্রণ ভাণ্ডার' (stabilisation fund) স্থাপিত করিতে হইবে। এই ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি হারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে। বাট্টার হার পরিবর্ত্তনও এই ফাণ্ড কর্তৃক সম্পাদিত হইবে এবং কোন দেশ নিজের ইচ্ছানুযায়ী তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। ইহার ফলে প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তন সাধন অনেকটা ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই ফাণ্ডের কার্য্যকরী মূলধন হিসাবে যোগদানকারী দেশসমূহকে একুনে ৫০০ কোটি ডলার জমা রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক দেশকে তাহার দেয় টাকার পরিমাণের অর্দ্ধেক স্বর্ণ ও গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে রাখিতে হইবে ও গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির পরিমাণ শতকরা ১২॥ ভাগের বেশী হইবে না। প্রত্যেক দেশের দেয় জমার টাকার পরিমাণ উক্ত দেশের স্বর্ণ ও বৈদেশিক প্রাপ্য টাকা, জাতীয় আয় ও বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণের অবস্থানুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে। প্রত্যেক দেশ এই ফাণ্ড হইতে উহার বৈদেশিক দেনা মিটাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা পাইতে সক্ষম হইবে। তৃতীয়তঃ এই ব্যবস্থানুযায়ী কোন দেশের এক্সচেঞ্জ কনট্রোল করিবার প্রয়োজন থাকিবে না এবং যদিও বা প্রয়োজন হয় তবে উহা "ফাণ্ড" কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে হইতে পারিবে না। ফাণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত দুইটি বিভিন্ন দেশের মধ্যেও কোনপ্রকার কারেন্সী বা এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত কোনপ্রকার চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারিবে না। চতুর্থতঃ এই ফাণ্ড কর্তৃক বিভিন্ন দেশের স্বর্ণমুদ্রা ও গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বেচাকেনারও ব্যবস্থা থাকিবে। ইহা কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির সহিত কাজ-কারবার করিতে সমর্থ হইবে। পঞ্চমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে "ইউনিটাস" নামে এক নূতন আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রামানের প্রচলন করিতে হইবে। ইহার পরিমাণ বর্ত্তমান ১০ ডলারের সমান হইবে। যদিও ইউনিটাস নামে কোন মুদ্রা বা নোট বাজারে বাহির হইবে না, তাহা হইলেও যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহ স্বর্ণের বিনিময়ে "ইউনিটাসে" জমা রাখিতে সক্ষম হইবে। ষষ্ঠতঃ এই ফাণ্ড একটি বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টার কর্তৃক পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক দেশ তাহার দেয় জমার টাকার পরিমাণ অনুযায়ী এই বোর্ডে ভোটিং ক্ষমতা পাইবে, তবে কোন দেশেই সমগ্র ভোট সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী ভোট দেওয়ার মালিক থাকিবে না।

উহাদের মতবিরোধ

যদিও উভয় রাষ্ট্রই একই উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে তাহা হইলেও তাহাদের অর্থ-নৈতিক বৈষম্য ও আন্তর্জ্জাতিক বিলি-ব্যবস্থা কি উপায়ে হইবে তাহার দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতার জন্য এই দুইটি প্রস্তাবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ সোণার মালিক। কাজেই তাহাদের প্রস্তাবে স্বর্ণকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং ইউনিটাস ও স্বর্ণ পরস্পরের বিনিময়ের উপর কোন বাধানিষেধ আরোপিত হয় নাই। ইহা প্রায় অনেকটা আন্তর্জ্জাতিক স্বর্ণমানের অনুরূপ। কিন্তু বৃটিশ প্রস্তাবে ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের সম্মতি ব্যতিরেকে "ব্যাঙ্করের" পরিবর্ত্তে স্বর্ণের দাবী করা চলিবে না। বৃটিশ প্রস্তাবে ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে প্রত্যেক দেশের ক্রেডিটের পরিমাণ উক্ত দেশের যুদ্ধের পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনার পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে উহার সঙ্গে প্রত্যেক দেশের স্বর্ণের পরিমাণও যোগ করিতে হইবে। ইহার ফলে ইউনিয়নে ভোটের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনেক বাড়িয়া যাইবে ও যুক্তরাষ্ট্র একাই অনেক প্রস্তাব নাকচ করিবার ক্ষমতা পাইবে। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে মুদ্রানীতির ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের স্বাতন্ত্র্যের অনেকখানি বিলোপ সাধন করিতে হইবে ও বিভিন্ন দেশেব মধ্যে বাট্টার হারও ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব অনেকটা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক গঠনের পক্ষপাতী। ইহা ব্যতীত পাওনাদার দেশকে দেনাদার দেশেব মুদ্রায় পরিশোধ করারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার ফলে কোন দেশ অন্য একটি দরিদ্র দেশে ইচ্ছানুযায়ী রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াইতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক বিভেদ দেখা দিয়াছে কি ভাবে পাওনাদার দেশসমূহকে দেনা পরিশোধ করিতে হইবে তাহার উপায় নিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে যে এই দেনা মালপত্র আমদানী দ্বারা পরিশোধ করা যাইবে তাহার কোনই উল্লেখ নাই এবং তাহা করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্রের মত পাওনাদার দেশগুলির শুল্ক-নীতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইবে। যদি যুক্তরাষ্ট্র তাহার শুল্কনীতির পরিবর্ত্তনে রাজী না হয় তবে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৈদেশিক দাদন হিসাবে কলকব্জা প্রভৃতি মালের ক্রমাগত রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানীর পরিমাণ এইভাবে বাড়িয়া চলিলে পরিশেষে তাহা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রস্তাবের সাফল্যের সম্ভাবনা

কাজেই সমগ্র ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এই সমস্ত প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হইবে কিনা সন্দেহ। যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থের দিক হইতে এই সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছে যদিও আন্তর্জ্জাতিকতার নামেই তাহা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহা যাহাতে যুদ্ধোত্তর কালে তাহার রপ্তানী বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্য নিয়াই রচিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রও বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অর্থ-নৈতিক জগতে যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা অব্যাহত রাখিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহশীল। আন্তর্জ্জাতিকতা প্রভৃতি বড় বড় বুলির আড়ালে এই সব উদ্দেশ্যই প্রকাশ পাইতেছে। এই ধরণের আন্তর্জ্জাতিক বিধিব্যবস্থার ভিতর ভারত, চীন প্রভৃতি অনগ্রসর দেশসমূহের প্রয়োজনের কথা মোটেই ধরা হয় নাই। যদিও বৃটিশ প্রস্তাবের ভূমিকায় এই কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন স্থাপনের উদ্দেশ্য এই নয় যে তাহা এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে যাহাতে পশ্চাৎপদ দেশগুলির জীবনযাত্রার মাপকাঠির উন্নতি সাধিত হইতে পারে। তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু শুধু মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনার পরিস্থিতি সংশোধন করা যাইবে না একথা হয়ত কাহারও মনে উদিত হয় নাই, আর না হয় ইচ্ছা করিয়াই উহা ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনার পরিস্থিতি আসলে বিভিন্ন দেশের ভিতর ধনোৎপাদন বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া। যদি সেই ধনোৎপাদন বৈষম্য সংশোধন করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনার অবস্থা মুদ্রানীতির জগতে বিভ্রাট আনয়ন করিতে বাধ্য। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তি নিয়া প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক সংস্থান অনুযায়ী স্ব স্ব কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার পরিচালনা করা না সম্ভবপর হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জগতে এইরূপ মুদ্রানীতির গোলযোগ অনিবার্য্য।

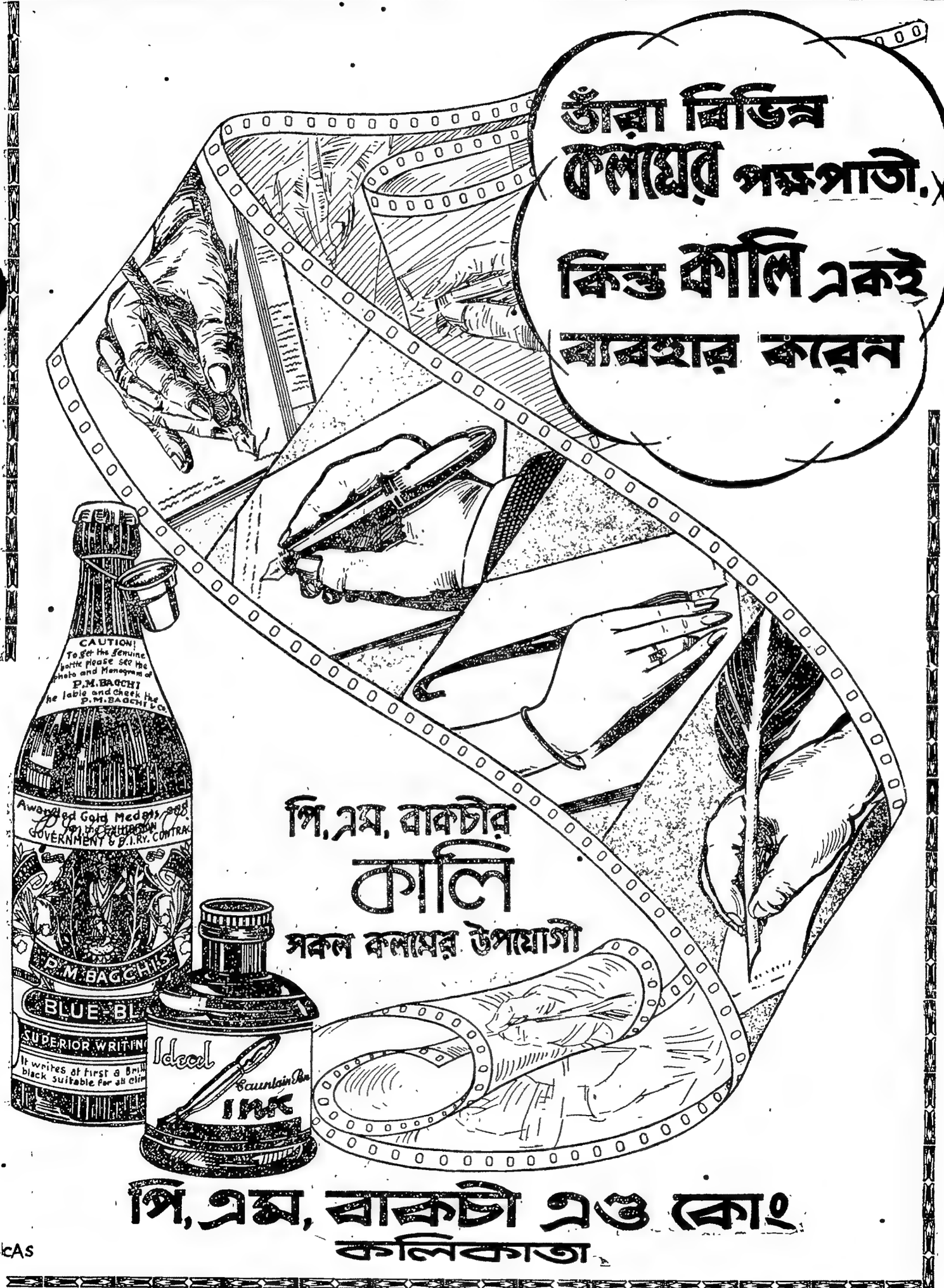
তাঁরা বিভিন্ন
কলমের পক্ষপাতী,
কিন্তু কালি একই
ব্যবহার করেন
CAUTION!
To get the genuine
bottle please see the
photo and Monogram of
P.M.BAGCHI
the lable and cheek the
P.M.BAGCHI & Co
Awarded Gold Medals
GOVERNMENT & B.I.RY. CONTRAC
P.M.BAGCHI'S
BLUE BL
SUPERIOR WRITIN
It writes at first a Brill
black suitable for all clim
Ideal
Fountain Pen
INK
পি,এম, বাকচীর
কালি
সকল কলমের উপযোগী
পি,এম, বাকচী এণ্ড কোং
কলিকাতা

'প্লাইউড' শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি কথা

(শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী)

যুদ্ধের জন্য বিদেশী জিনিষের আমদানী হ্রাস পাওয়ার সুযোগে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে সব শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে 'প্লাইউড' (Plywood) অর্থাৎ তিন পিস্ কাঠের ব্যবসায় অন্যতম। এই তিন পিস কাঠ বা 'প্লাইউড' বরাবরই বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত এবং সাধারণতঃ ফিনল্যাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইত। দেখিতে সুন্দর ও টেঁকসই হওয়ার জন্য দিন দিন এই কাঠের প্রয়োজন, চায়ের বাক্স তৈয়ার ছাড়াও সাধারণ 'প্যাকিং' বাক্সের জন্য, আসবাবপত্র ও বাড়ী-ঘরের দরজা এবং ফ্যাক্টরীতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হইতে সুরু করিয়াছিল। ভারতবর্ষের চা-বাগানগুলি প্রধানতঃ বাংলা ও আসামে অবস্থিত এবং ইহাদের বাৎসরিক প্রায় ৪০ লক্ষ চায়ের বাক্সের প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত চায়ের বাক্স এতদিন বিদেশাগত তিন পিস তক্তা হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিতেছিল। সহসা যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার জন্য এই সকল কাঠ আমদানী একদম বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভারতবর্ষে এই তিন পিস কাঠ শিল্প প্রসারের যে সুযোগ আসিয়াছে তাহা সত্যই অভূতপূর্ব্ব ও অবর্ণনীয়।

আমার যতদূর স্মরণ হয় এই শিল্প-বিকাশের প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেন লাহোর এবং পাঞ্জাব প্রদেশের কতিপয় ব্যবসায়ী। অতি অল্প দিনেই তাঁহারা বাজারে সুনাম সৃষ্টি করিলেও তাঁহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য হয়। এই সময় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বার্ণ এণ্ড কোংএর তত্ত্বাবধানে আসামে একটি কারখানা বেশ ভাল প্লাইউড তৈয়ারী আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহারও পরিমাণ আশানুরূপ নহে। ইহার পরেই বাংলাদেশে বিগত এক বৎসরের মধ্যে কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু গুণের দিক হইতে দেখিতে গেলে ২।১টি কারখানার মাল ব্যতীত অন্য-গুলিকে অচল বলিলেই চলে। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে কলিকাতায় ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অনেক বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী ও সাধারণ মিস্ত্রী শ্রেণীর মজুররাও এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন এবং প্রচুর পরিমাণে এই কাঠ তৈয়ারী করিবার আয়োজন করিতেছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুদূর মফঃস্বলে গিয়াও ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতেছেন। তবে বড় ফ্যাক্টরীর সংখ্যা সত্যই অতি অল্প। সাধারণ একসেট মেসিন 'প্লাইউড' তৈয়ারী করিবার জন্য প্রয়োজন হয় —কাঠের চির বা প্লাই করিবার একটি মেসিন, গ্লু বা আঠা লাগাইবার মেসিন, প্রেসিং (Pressing) মেসিন, প্লেনিং মেসিন ও তক্তা শুষ্ক করিবার জন্য হাওয়া ঘর বা (Drying Chamber)। কিন্তু এগুলিরও পূর্ব্বে কাঠকে ঠিকমত সিজ্‌ন্ করিয়া লইবার জন্য ষ্টীম মেসিনের প্রয়োজন আছে। ঠিকমত ষ্টীমিং না করিলে শীঘ্র পোকা লাগিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এজন্য একটি বয়লারই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। উল্লিখিত একসেট মেসিন বসাইয়া কাজ করিতে হইলে ন্যূনতম ৫০,০০০ হাজার টাকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। এই রকম অন্ততঃ তিনসেট যন্ত্রপাতি বসাইলে একটি বড় ফ্যাক্টরীর রূপ দেওয়া যাইতে পারে। কার্য্যকরী মূলধন সমেত এরূপ একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতে আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ টাকার কমে সম্ভব নহে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আজকাল যে সমস্ত ফ্যাক্টরী দেশের নানা স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা কুটির শিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত। দীর্ঘ দিন এই পর্য্যায়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া নিজের অভিজ্ঞতা হইতে যাহা মনে হয়, তাহাতে আমার ধারণা যে, এই প্রকার কুটির শিল্পগুলি আপাততঃ দেখিতে সুন্দর ও লাভজনক হইলেও ভবিষ্যতে এগুলির বিপদ দেখা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, যন্ত্রপাতিবিহীন অবস্থায় মজুর শ্রেণীর কতিপয় লোক কোন বিশেষ বিশেষ ফ্যাক্টরী হইতে কোন রকমে যেকোন প্রকার সস্তা ও নরম কাঠ চির (Peel) করাইয়া আনিয়া তারপর যেকোন প্রকার আঠাজাতীয় পদার্থ দিয়া কোন রকমে তিনটি পিসে জোড়াতালি দিয়া 'প্লাইউড' আখ্যা দিয়া বাজারে ছাড়িতেছে। তাহাতে নিজেদের ক্ষতি না হইলেও যে শিল্পের একটি বিরাট ভবিষ্যৎ ছিল বা আছে, তাহার সর্ব্বনাশ করা হইতেছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর যেসব তক্তা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা চা বাগানের tea-chest বা চায়ের বাক্স হিসাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য বিক্রীত হইতেছে। আজকাল যুদ্ধের মরশুমে রাতা-রাতি ব্যবসায়ী ও বড়লোক হইবার ঝোঁক এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। তাঁহারা সহসা এই ব্যবসায় লিপ্ত হইয়া এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট ধরণের তক্তার চায়ের বাক্স বিভিন্ন চা বাগানে প্রেরণ করিতেছেন।

তাঁহাদের ব্যবসায় বুদ্ধির প্রশংসা করা যাইত যদি তাঁহারা আসল জিনিষটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের জিনিষ বাজারে ছাড়িবার বন্দোবস্ত করিতেন। কিন্তু এই প্রকার দূরদর্শিতার অভাবে তাঁহারা নিজেদের সুনামের বিস্তর ক্ষতি, চা বাগানগুলির অর্থের অপব্যয় এবং সর্ব্বোপরি দেশীয় প্লাইউড ব্যবহারকারীদের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করিয়া দেশের, দশের এবং এই শিল্পের বিস্তর ক্ষতির কারণ স্বরূপ হইতেছেন। বাংলা ও আসাম প্রদেশের যে কয়টি ফ্যাক্টরীর মাল সত্যই ভাল হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আসামের ডিব্রুগড় অঞ্চলের একটি, চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত একটি, কলিকাতায় টালিগঞ্জ অঞ্চলে একটি ও উল্টা-ডাঙ্গা অঞ্চলে একটি এবং শিলিগুড়িতে অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া শীঘ্রই একটি ফ্যাক্টরী ও কলি-কাতায় "প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ" নামক একটি বড় কোম্পানীর ফ্যাক্টরী প্রতি-ষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে দমদমে আরো একটি ফ্যাক্টরী শীঘ্রই স্থাপিত হইবার আয়োজন চলিতেছে। বিদেশী জিনিষের সমকক্ষতা লাভ না করিলেও উপরিল্লিখিত ফ্যাক্টরীর মালগুলি বাজারে চলিবে বলিয়াই আমার ধারণা। তাছাড়া যেসব প্রচেষ্টা চলিতেছে সেগুলি সম্বন্ধে আমার মতামত নিম্নে জানাইতেছি।

ভারতের পণ্য

ভারতীয় কাঁচা মালের

বিশদ পরিচয়

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

প্রণীত

প্রথমতঃ বলা যায় যুদ্ধ সমাপ্তির পর স্বাভাবিক আমদানী রপ্তানীর কাজ যখন সুরু হইবে, তখন প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের এই শিল্প কতদূর টিকিতে পারিবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন, তবুও যেহেতু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাবান চা-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাঁহাদের অনেকেই এই বাক্সের তক্তার আমদানীকারক বিক্রেতা এবং ব্যবহারকারী; সেইজন্য তাঁহাদের স্বাভাবিক দেশপ্রীতি ও স্বজাতিবাৎসল্যের জন্য তাঁহারা উচ্চমূল্য দিয়াও এই 'প্লাইউড' বিদেশ হইতে আমদানী করিতে দ্বিধা করিবেন না বলিয়াই আমার মনে হয়। অভারতীয় ইউরোপীয়ান বিশেষতঃ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এরূপ ব্যবহার আমরা প্রায় সকল কার্য্যেই দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়ান ও অভারতীয় সম্প্রদায়ের চা বাগানগুলি ছাড়া আবার দেশীয় চা বাগানগুলিকে এই দেশীয় বাক্স ব্যবহার করিবার জন্য দাবী জানাইতে পারি যদি আমাদের প্রস্তুত বাক্সের উৎকর্ষ সমগুণসম্পন্ন কিংবা যথেষ্ট উন্নত হয় এবং যদি মূল্যের দিক দিয়া এ সমস্তকে যথাসম্ভব সুলভ করিতে পারা যায়।

উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালী স্থির করিবার জন্য অচিরে একটি শক্তিশালী এসোসিয়েশন গঠন করা উচিত বলিয়া মনে করি—যাহার নাম হইবে ইণ্ডিয়ান প্লাইউড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (Indian Plywood Manufacturers Association.)। এই এসোসিয়েশনের অধীনে এমন একটি কমিটি থাকিবে যাঁহারা (১) প্রত্যেক ফ্যাক্টরী নিজেরা পরিদর্শন করিয়া প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর প্রস্তুত মালকে অনুমোদন করিলে তবে তাহা বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত হইবে ও যাহাতে কেবলমাত্র এই এসোসিয়েশনের অনুমোদিত মালই চা বাগানগুলিতে ব্যবহৃত হয় তজ্জন্য সমিতি ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের সহিত ব্যবস্থা করিবেন। (২) দেশী-বিদেশী সর্ব্বপ্রকার অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে এই শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত চেম্বার অব কমার্স (Chamber of Commerce)-এর অধীনে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। (৩) একটি রীতিমত গবেষণামূলক পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া এই শিল্পের উন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করা এবং রাসায়নিক পদার্থাদি প্রস্তুত করা। (৪) আপাততঃ শিমূলগাছ হইতেই এদেশে বেশী প্লাইউড তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু এই এসোসিয়েশন দৃষ্টি দিবেন যাহাতে উহা অপেক্ষা উন্নত ধরণের গাছ হইতে 'প্লাইউড' প্রস্তুত করা যায়—উন্নত ধরণের গাছের চাষ ও আবাদ যাহাতে এদেশে আরম্ভ করা যায় এবং ঐশ্রেণীর গাছকে সমস্ত অনুমোদিত ফ্যাক্টরীগুলিতে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা। ইহার জন্য সরকারী বন-বিভাগ এই কমিটিকে প্রচুরভাবে সাহায্য করিতে পারে। (৫) আমাদের দেশের স্বাভাবিক আবহাওয়ায় আর্দ্র ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হওয়ায় এবং আমাদের দেশের কোন ফ্যাক্টরীতেই উপযুক্ত ড্রাইং চেম্বার (Drying Chamber)-এর ব্যবস্থা না থাকায় যে সব প্লাইউড প্রস্তুত হইতেছে, তাহা রীতিমত শুষ্ক করার সম্বন্ধে যে ব্যয়সাপেক্ষ বাধা আছে তাহা বিদূরিত করিবার জন্য একটি বৃহৎ আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত ড্রাইং চেম্বার (Drying Chamber) একান্ত প্রয়োজন। এসোসিয়েশনের মারফৎ একটি Drying Chamber স্থাপন করা। (৬) এই কমিটির আরো কাজ হইবে যে, প্রত্যেকটি বিশেষ গাছের প্লাইউডে পোকা কি করিয়া লাগা নিবারণ করা যায়; জোড়া লাগাইবার পদ্ধতির কিরূপে উন্নতি করা যায়; মাল ষ্টক করিয়া রাখিবার সময় যাহাতে আবহাওয়া ও ড্যাম্প (damp) লাগিয়া নষ্ট না হইয়া যায়, তাহার রীতিমত উপদেশ দেওয়া। কোন্ প্রকার গাছকে কিভাবে সিজন (Season) করিলে ও কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিলে পোক লাগা বন্ধ হইতে পারে। ঠিক মত স্থায়ী জোড়া যাহাতে লাগিতে পারে, এই সকল গবেষণামূলক কার্য্য এসোসিয়েশনের গবেষণাগারেই হইবে। অবশ্য এই জাতীয় বহু প্রকারের সাহায্য দেরাদুনে অবস্থিত 'ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট' হইতে পাওয়া যাইতে পারে। তবুও শিল্পক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগের জন্য আরো অনুসন্ধান আবশ্যক। যুদ্ধের পরে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি জনসাধারণের যে প্রকার ঝোঁক ও আগ্রহ দেখা দিয়াছে তাহাতে বড় বড় কয়টি প্রতিষ্ঠান রীতিমত বৃহৎ আকারে এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। এবং যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন ব্যবসায় ঠিকমত চালাইয়া যাইতেও পারিবেন। আমাদের দেশে শুধু যে আমরা অর্থের অভাবেই কোন কাজ করিতে অগ্রসর হইতে পারি না তাহা নয়—পাছে অকৃতকার্য্য হই বা আশানুরূপ লাভের অঙ্কে ঘাটতি পড়ে, এই আশঙ্কামূলক মনোবৃত্তিও আমাদের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার লাভের পথে অন্যতম অন্তরায়। সততার সহিত অগ্রসর হইয়া রীতিমত পরিশ্রম করিবার পরেও যদি কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হই তাহাতে লজ্জার কিছুই ঘটে না। অকৃতকার্য্য হইবার আশঙ্কামূলক ধারণাই বিপজ্জনক। সাহস সঞ্চয় করিয়াই প্রত্যেক কাজে অগ্রসর হইতে হইবে ও কাজে নামিবার আগেই লাভের দিকে তাকাইলে চলিবে না। যাঁহারা এই ব্যবসায়ে ব্রতী হইতে যাইতেছেন তাঁহারা এই কয়টি কথা মনে রাখিয়া অধিকতর সততা ও শৃঙ্খলার সহিত সুনিপুণভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইলে এদেশে প্লাইউড শিল্পের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে।

———

বাংলার সর্বপ্রথম ববীন ও প্লাইউড তৈরীর যৌথ প্রতিষ্ঠান—

বেঙ্গল ববীন এণ্ড প্লাইউড কোং লিঃ

১নং ফ্যাক্টরীর কার্য্য চলিতেছে :::: ২নং ফ্যাক্টরী শীঘ্রই আরম্ভ হইতেছে।

শীঘ্রই উচ্চ হারে ইনটেরিম ডিভিডেণ্ড আশা করা যায়।	ম্যানেজিং এজেণ্টস্ সন্তোষ চাটার্জ্জি এণ্ড কোং	অবশিষ্ট অর্ডিনারী ও ৭½% প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক।

হেড অফিস ঃ—৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বস্ত্র-শিল্প ও শিক্ষা

(শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ)

বস্ত্র-শিল্প বলিতে সাধারণ লোকে কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতি হইতে বস্ত্রাদির উৎপাদন কার্য্য বুঝিয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক অর্থে বস্ত্র-শিল্পের গণ্ডী এতটা সঙ্কীর্ণ নহে। বস্ত্র-শিল্প বলিতে কার্পাস, রেশম, পশম হইতে কেবল-মাত্র বস্ত্রাদির বয়ন নহে, বয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনেক বিষয় প্রকাশ পায়। কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতির উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সকল জিনিষ হইতে সূত্র প্রস্তুত, বস্ত্রাদির বয়ন এবং উৎপন্ন বস্ত্রাদি শেষ ক্রেতার হস্তে পৌঁছান পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কার্য্য প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বস্ত্র-শিল্পের অন্তর্গত। সুতরাং আধুনিক অর্থে বস্ত্র-শিল্পের গণ্ডী যে কত ব্যাপক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্ত্র-শিল্পের এই ব্যাপকতা পূর্ব্বেও ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে জটিল পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং নানাপ্রকার আন্তর্জ্জাতিক প্রভাব ও শক্তির উদ্ভব হেতু বস্ত্র-শিল্পের ব্যাপকতা ও জটিলতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ হয়ত এক দেশের উৎপন্ন কার্পাস হইতে অপর দেশে সূত্র প্রস্তুত হইয়া অপর কোন দেশের মিলে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, এবং সেই বস্ত্র নানা-স্থানে প্রেরিত হইতেছে। বস্ত্রোৎপাদন সম্পর্কিত আধুনিক কল-কারখানা সৃষ্টির পূর্ব্বে বস্ত্র-শিল্পের এতটা ব্যাপকতা ও জটিলতা ছিল না। বস্ত্র-শিল্পের এই ব্যাপকতা ও জটিলতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আজ কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বস্ত্র-কলের পরিচালনা কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা কঠিন। বস্ত্রের চাহিদার পরিমাণ, চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক প্রথায় উৎপাদন, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, প্রতিযোগিতার বাজারে বস্ত্রের বিক্রয়—ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বস্ত্র-কল পরিচালকের পক্ষে পরিচালনা কার্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সম্পর্কে নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তির উপর যথোচিত কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ ভিন্ন বর্ত্তমানে পরিচালনা কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। বস্ত্রোৎ-পাদনের সম্পর্কে কাঁচামাল সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া উৎপন্ন বস্ত্রের সর্ব্বশেষ বণ্টন পর্য্যন্ত বহুপ্রকার বিষয় আধুনিক বস্ত্র-শিল্পের গণ্ডীর অন্তর্গত হইয়াছে এবং বস্ত্র-শিল্পীর পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ এবং লব্ধ তথ্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা সুচিন্তিত কার্য্যনীতি নির্দ্ধারণের শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। উৎপাদন বিষয়টা শিল্পের কেন্দ্রস্থানীয় হইলেও উহাই আদর্শ নহে। শিল্পের আদর্শ হইল, ক্রেতার বাঞ্ছনীয় জিনিষের উৎপাদন, এবং ন্যায্য মূল্যে উহার সরবরাহ দ্বারা ক্রেতার অভাব পূরণ। কোন ব্যবসায়ী শিল্প-প্রতিষ্ঠানই উৎপাদনের পূর কার্য্য শেষ হইল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। উৎপন্ন জিনিষ প্রকৃত ক্রেতার হস্তে না পৌঁছান পর্য্যন্ত উৎপাদনের শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ব্যবসায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনের পরবর্ত্তী কাজও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য, কোন প্রতিষ্ঠানের বণ্টন বা বিক্রয় বিভাগের উপর উহার লাভালাভ এবং স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। অপরদিকে, উৎপাদনের পূর্ব্ববর্ত্তী কাঁচামাল সংগ্রহ বিষয়টাও মোটেই উপেক্ষনীয় নহে। কাঁচামালের প্রাচুর্য্য বা অপ্রাচুর্য্য, উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা, মূল্যের হার, ইত্যাদির উপর উৎপন্ন জিনিষের গুণাগুণ, পরিমাণ, মূল্যের হার, বিক্রয়ের পরিমাণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, সুতরাং এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি ভিন্ন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ কঠিন। বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বস্ত্রের উৎপাদন বস্ত্র-শিল্পের প্রধান বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু কাঁচামাল এবং উৎপন্ন বস্ত্রের বণ্টন সম্পর্কিত বিষয়গুলিও মোটেই উপেক্ষনীয় নহে। কোন দেশের বস্ত্র-শিল্পকে সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে ঐ দেশের কার্পাস, রেশম পশম প্রভৃতি কাঁচামালের উৎপাদন বিষয়টাকে মোটেই অবহেলা করা চলে না। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য দীর্ঘ আঁশযুক্ত উৎকৃষ্ট কার্পাসের উৎপাদন বাঞ্ছনীয়। যদি এ দেশে ঐরূপ কার্পাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত তাহা হইলে আমাদের বস্ত্র-শিল্প অধিক-তর সমৃদ্ধ হইত সন্দেহ নাই। বিষয়টা বস্ত্র-শিল্পের গণ্ডীর এবং বস্ত্র-শিল্পীর দৃষ্টির বহির্ভূত নহে। অপর দিকে আধুনিক তীব্র প্রতি-যোগিতা-ক্ষেত্রে বস্ত্র-প্রতিষ্ঠানের বণ্টন-বিভা-গের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবসায়ী বস্ত্র-শিল্পীর পক্ষে এই দিকে অত্যন্ত সতর্কদৃষ্টি আবশ্যক। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন সম্পর্কে নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কর্ম্ম-নৈপুণ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। উৎপাদনের জন্য কর্ম্মীদিগের নির্ব্বাচন বিষয়-টার প্রতি সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে অধিকতর দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে এবং তাহাদের কর্ম্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত,

বিনোদ বিহারী কটন এণ্ড উলেন
মিল্‌স লিমিটেড
পি ৬, মিশন রো এক্সটেন্‌সন, কলিকাতা।
ফোন—কলিকাতা ৩২৭২
মিলস্—পলতা (বি এণ্ড এ আর)

যে সকল দেশীয় ও আন্তর্জ্জাতিক প্রভাব দ্বারা বস্ত্রের উৎপাদন ও বিক্রয় প্রভাবান্বিত হইতেছে, সেগুলিও ব্যবসায়ী বস্ত্র-শিল্পী উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিদেশীয় রাজনীতিক নির্ব্বাচন, মুদ্রা-বিনিময়ের হার, বিদেশীয় ঘরোয়া বিবাদ বা আন্তর্জ্জাতিক সমর, নানাস্থানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা এবং আপেক্ষিক লাভালাভের হার, গুরুত্বপূর্ণ নৈসর্গিক ও সামাজিক ঘটনা, নূতন আইনের প্রবর্ত্তন—ইত্যাদি বিষয় বস্ত্র-শিল্পের দায়িত্ব-সম্পন্ন পরিচালকের পক্ষে অবহেলা করা কঠিন। তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবহারিক জ্ঞান যথেষ্ট নহে, ধন-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহার কার্য্যকরী জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

বস্ত্র-শিল্পের ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বস্ত্র-শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা-পদ্ধতি স্থির করা আবশ্যক। এ কথার অর্থ ইহা নয় যে বস্ত্র-শিল্পের প্রত্যেক কর্ম্মীর ঐ শিল্প বিষয়ক সকল প্রকার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আদর্শের দিক্ হইতে উহা বাঞ্ছনীয় হইলেও কার্য্যতঃ উহা ঘটিতে পারে না। সকল কর্ম্মী ব্যাপক শিক্ষালাভের উপযুক্ত নহে, অথবা ঐরূপ শিক্ষালাভে ইচ্ছুক বা সমর্থ নহে। বিশেষতঃ বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে ব্যাপক শিক্ষা-লাভের সুযোগ এদেশে অত্যন্ত কম। বর্ত্তমানে ভারতীয় যান্ত্রিক বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদন বিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মী অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। তাহাদের অধিকাংশ পূর্ব্বে কোনরূপ কার্য্যকরী শিক্ষালাভ না করিয়া বস্ত্র-শিল্পের কাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং কারখানায় কাজ করিয়া ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করিতেছে। এই বিপুল কর্ম্মি-বাহিনীর আবশ্যকতা বস্ত্র-শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ইহাদের মধ্যে যথোচিত শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করা হইলে অনেক প্রতিভাবান কর্ম্মীর উদ্ভব হইতে পারে। বহু কর্ম্মীর মধ্যে প্রতিভা সুপ্ত থাকিয়া যাইতেছে, যথোচিত সুযোগের অভাবে উহার জাগরণ ঘটিতেছে না। বস্ত্র-শিল্পের অধিকাংশ কর্ম্মী উৎপাদন-বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার কর্ম্মে নিযুক্ত এবং তাহাদের কল্পনার গণ্ডীও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহারা আত্মোন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত এবং যাহারা ঐবিষয়ে কদাচিৎ চিন্তা করে, তাহারাও সম্মুখে উন্নতির পথ দেখিতে পায় না। শিক্ষা দ্বারা তাহাদের কর্ম্ম-আবেষ্টনী প্রসারিত এবং উন্নতির পথ অধিকতর সুগম করা আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মী সমুখে বিস্তৃততর কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মোন্নতির সুযোগ দেখিতে পাইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবে। যে সকল কর্ম্মী উৎপাদন সংক্রান্ত প্রাক্-বয়ন, রঞ্জন, প্রসাধন ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, তাহাদের জন্য এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক যাহাতে ক্রমশঃ সকল শাখার কর্ম্মে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করিতে পারে। এই সঙ্গে তাহাদিগকে কতকটা সাধারণ শিক্ষার এবং বস্ত্র-শিল্প বিষয়ক নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভের সুযোগ দেওয়া হইলে তাহারা অধিকতর উপকৃত হইবে। সাধারণ শিক্ষায় সুশিক্ষিত যে সকল যুবক বস্ত্র-শিল্পের কর্ম্মে নিযুক্ত, তাহাদের জন্য উৎপাদন, বণ্টন এবং পরিচালনা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এই শ্রেণীর কর্ম্মীর উপর ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এদেশে বস্ত্র-শিল্প বিষয়ক শিক্ষার প্রসারমোটেই ঘটে নাই। এই বিষয়টির প্রতি ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বিশেষ মনোযোগ প্রদান বিধেয়। এদেশের বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইলে আভ্যন্তরীণ কর্ম্মীদের এক সঙ্গে কর্ম্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা কঠিন হইবে না। এমন-কি মিলগুলির অভ্যন্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত কতকগুলি ছাত্রের জন্য বস্ত্র-শিল্প বিষয়ক উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

প্রতিষ্ঠিত—১৯২৮

শাখা :—
ঢাকা, শিলং, শিলচর, গৌহাটী, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ বাজার, করিমগঞ্জ, নওগাঁ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, মৌলবী বাজার, ছাতক ও ময়মনসিংহ।

হেড অফিস—শ্রীহট্ট

কলিকাতা অফিস—৬ ও ৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০৲
গৃহীত মূলধন ৫,২৫,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন
(অগ্রিম কলসহ) ৩,০০,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল ৫০ লক্ষ টাকার উপর। জি, পি, নোটস্ ও রিজার্ভ ২½ লক্ষ টাকা।
১৯২৯ সাল হইতে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে।

আসামের অন্যতম ব্যাঙ্ক

জেনারেল ম্যানেজার :
জে, এম্, দাস, বি, এস, সি

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
রায় বাহাদুর আর, এম্, দাস, এম্-এ, অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট

সৃষ্টি করাও অসম্ভব নহে। যে দেশের বহু শিক্ষিত যুবকের সমক্ষে জীবিকার্জ্জনের দ্বার অবরুদ্ধ, সেদেশের বস্ত্রশিল্প কেন নূতন পথের সন্ধান দ্বারা তাহাদের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিবে না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

আধুনিক ধারা

বর্ত্তমানে এদেশের বিভিন্ন স্থানে বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাহা অতি সামান্য এবং আদর্শস্থানীয় নহে। প্রচলিত শিক্ষার দ্বারা শিল্পানুরাগী শিক্ষিত ছাত্রগণ আকৃষ্ট হইতে পারে না, এবং বস্ত্রশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। প্রচলিত শিক্ষার আবশ্যকতা নাই একথা বলা হইতেছে না। কথা এই যে, ভারতের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার যে আদর্শ গৃহীত হওয়া উচিত, এতদ্দেশে সে আদর্শ এখনও স্থান পায় নাই। বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার আধুনিক ধারায় বিজ্ঞান, অনুসন্ধান ও গবেষণা বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বস্ত্রশিল্প বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিতেছে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের শৈশব অবস্থায় উচ্চাঙ্গ শিক্ষার আদর্শ গৃহীত না হইলেও চলিতে পারে, কেহ কেহ বলিতে পারেন। উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সংশ্রবে কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মীর আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ নাই এবং এই শ্রেণীর কর্ম্মীর জন্য উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক শিক্ষা অনাবশ্যক, ইহাও সত্য। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, বস্ত্রশিল্প বিষয়ে আধুনিক উচ্চ শিক্ষার আদর্শ গৃহীত না হইলে বিশ্ব-প্রতিযোগিতার সম্মুখে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইবে না। আমরা চিরদিনই বিদেশ হইতে যন্ত্রাদি আমদানী করিব, বিদেশীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার অনুকরণ করিব—নিজেরা স্বাবলম্বী হইয়া যন্ত্র ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করিব না, তীব্র আশা ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ আজিকার ভারত এ কথা ভাবিতে পারে না। ভবিষ্যৎ ভারত কেবলমাত্র পৃথিবীর শিল্প প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবে না, ঐ প্রতিযোগিতায় আত্মশ্রেষ্ঠতা প্রতিবাদন করিবে—বর্ত্তমান ভারত এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে। আমাদের শিল্প শিক্ষার আদর্শকে এই আকাঙ্ক্ষার অনুবর্ত্তী করিয়া লইতে হইবে। বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধেও শিক্ষার উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রেট-বৃটেন

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার বিশেষ বিস্তার ঘটিয়াছে। লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাসগো এই তিনটি স্থানকে ঐরূপ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে পারে। ম্যাঞ্চেষ্টার সহরের চতুর্দ্দিকে ৫০ মাইল স্থানের মধ্যে বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিগত বিশ্ব-সমরের সময় হইতে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে এই শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, ঐ সময় হইতে চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-আমেরিকায় বস্ত্রশিল্পের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সকল দেশে উৎপন্ন বস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়া বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ভবিষ্যতে ঐ সকল দেশের প্রতিযোগিতার সমক্ষে বৃটিশ বস্ত্র-শিল্প দণ্ডায়মান থাকতে সমর্থ হইবে কি না, বৃটিশ বস্ত্র-শিল্প কর্ত্তৃপক্ষের ইহা একটা প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কিরূপে বিদেশীয় বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, ইহা বৃটিশ বস্ত্র শিল্পের প্রধান সমস্যা।

"জমি" মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরাপদজনক সম্পদ

অর্থ সুসংরক্ষিত পরিবর্ত্তিত এবং উৎপন্নশীল হইবার শ্রেষ্ঠতম উপাদান 'মাটি'। বিশেষজ্ঞের এই অভিমত। বিশ্বধ্বংসী এই সংগ্রামের মূলে জমি একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হইতেছে। অতএব "আর্থিক জগতের" পাঠক যিনি তাঁহার অর্থের নিরাপত্তা ও বিবৃদ্ধি কামনা করেন, তিনি একবার আমাদের সহিত যেন একটু পরামর্শ করেন; কারণ জমি জায়গা খরিদ, উন্নতি বিধান, বসবাস ও উপনিবেশ নির্ম্মাণ, আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন ও পল্লীবাস প্রভৃতি বিষয়ে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবৃহৎ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

কলিকাতা, লেক-এরিয়া, চারু পার্ক, চারু এভিনিউ, রামকুমার পার্ক, গোকুল কুণ্ডু, লেক কলোনি, হাজরা লেন, বেলুড়, কোন্নগর, দমদম, বোলপুর, শুস্করা, ফুলিয়া, শান্তিপুর প্রভৃতি সহর ও মফঃস্বলের নানা স্থানে বসবাস কলকারখানা ও কৃষির উপযোগী বহু সহস্র বিঘা জমি সুবিধা দামে ও ব্যবস্থায় সর্ব্বদা আমাদের এষ্টেটে বিক্রয়ার্থ আছে। এক-তৃতীয় বা চতুর্থ অংশ টাকার মূল্য এবং বক্রি ১০ বৎসরের মধ্যে ৬ টাকা হার সুদে জমি বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়—আমাদের জমির স্বত্ব উত্তম; স্বত্ব বিষয়ে আমরা গ্যারান্টি দিই।

যুক্ত স্বত্বাধিকারী—
শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ও
মাগনিরাম বাঙ্গুড় এণ্ড কোং

চারু মার্কেট, টালিগঞ্জ ফোন নং সাউথ ১৩৫।

মেট্রোপলিটন
জনসাধারণের আস্থার উপর
সুপ্রতিষ্ঠিত

১৯৪২ সালের নূতন কার্য্যের
পরিমাণ ৭৫,৮৬,৩২৫৲ টাকা

দি মেট্রোপলিটন
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।
হেড অফিস—
দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস
১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
শাখা এবং সাব্ অফিস সমূহ—
বোম্বাই, চট্টগ্রাম, ঢাকা, দিল্লী, হাওড়া, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ এবং পাটনা।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটিশ জাতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষভাবে শিক্ষা বিষয়ে বিজ্ঞানের ব্যাপকতর প্রয়োগ, উন্নততর যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নক্সা, ধরণ ও বর্ণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ এবং উন্নততর পরিচালনা কার্য্যের সাহায্যে কারিগরী ও ব্যবসায়িক নিপুণতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিক্রিয়া বেশ দেখা যাইতেছে। বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের কর্ত্তৃপক্ষ কিছুকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুফলতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা বস্ত্রশিল্প বিষয়ক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেন না। তাঁহারা বস্ত্র শিল্পের কর্ম্মীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত অতি সাধারণ নৈশ-বিদ্যালয় অথবা তদনুরূপ অন্য প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কতকটা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন মাত্র। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহারা কার্পাস রেশম, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য বিরাট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক এই সকল গবেষণাগার পরিচালিত হইতেছে। এই পরিচালকদিগের অধিকাংশ বস্ত্রশিল্প এবং এতদ্ সংক্রান্ত শিক্ষার সহিত পরিচিত নহেন।

ম্যাঞ্চেষ্টার-সহরে "সার্লি ইনষ্টিটিউট" নামে সর্ব্ববৃহৎ গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিজ্ঞান পরিষদ (Academy of Science) ঐরূপ গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের ধুরন্ধরগণ ঐ প্রস্তাবের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া বিজ্ঞান-পরিষদকে প্রস্তাবিত গবেষণা-মন্দির সম্বন্ধে তাহাদের পরিকল্পনা পেশ করিতে অনুরোধ করেন। সুতরাং বিজ্ঞান-বিশারদ এবং বস্ত্র শিল্পের নেতৃবর্গের দ্বারা একযোগে সার্লি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এই গবেষণা মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান পদগুলি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারা পূর্ণ করা হয়। তাঁহারা বস্ত্র শিল্পের প্রক্রিয়া অথবা এতদবিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন না।

কার্পাস এবং পশম সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এই গবেষণা-মন্দির হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হয়। বৃটিশ বস্ত্র শিল্পের প্রদত্ত অর্থ এবং গভর্ণমেণ্টের সম পরিমাণ দান দ্বারা এই গবেষণা-মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ, ত্রিনিদাদ, মিশর, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্য যে সকল স্থানে প্রচুর কার্পাস জন্মে, তথায় এই মন্দিরের শাখা পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। কার্পাস আঁশের উন্নতির জন্য এই সকল শাখা পরীক্ষাগারে নানাপ্রকার পরীক্ষা চলিয়া থাকে।

আধুনিক উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইহার পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য্য সাধিত হয়। বস্ত্রশিল্পের কর্ত্তৃপক্ষের অর্থ সাহায্যে এই পরীক্ষাগারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। গবেষণা মন্দিরের মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারগণ রসায়নশাস্ত্রী ও পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্দিগের পাশাপাশি যাহাতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম প্রয়োগ ঘটিতে পারে তজ্জন্য কাজ করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কার্পাস, রেশম ও পশম আঁশের প্রতিক্রিয়া

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

শাখা সমূহ ঃ

পুরাণ-বাজার (ত্রিপুরা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ

কলিকাতা অফিস—২৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড

টেলিগ্রাম—মেমোরেণ্ডাম টেলিফোন—ক্যাল ৫৭৬৬

সুদের হার ঃ—

কারেণ্ট একাউণ্ট ½%

সেভিংস্ একাউণ্ট ২½%

স্থায়ী আমানতের সুদের হার শতকরা ৪৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা। স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগজ, বিল এবং পণ্য দ্রব্যের জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীহরিহর চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা এজেণ্ট

শ্রীমনকুমার নাগ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

রিয়্যাল ইণ্ডিয়ান প্রভিডেণ্ট ইন্স্যুরেন্স লিঃ

একটী উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

কলিকাতা অফিস—২৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড

শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা গেঞ্জী

★ বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব!

★ বুনন পারিপাট্যে ও স্থায়িত্বে শীর্ষস্থানীয়

ডি, এন, বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

কারখানা ৩৬।১এ সরকার লেন কলিকাতা ফোন বি-বি-৩০৫৩

- সামার লিলি
- ফ্যান্সি-নীট
- কালার সার্ট
- সুপার ফাইন
- স্যাণ্ডো
- কুল্‌টি
- লেডী-ডেষ্ট
- সামার-ব্রিজ
- কুল-ওয়্যার
- গ্রে-সার্ট
- নটেড-মেশ
- সিলকট
- সামার-নীট
- শো-ওয়েল
- পেলিকান-সার্ট

পরীক্ষা করিতে গিয়া সমস্যার সৃষ্টি এবং উহার সমাধান করেন। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুকাল ধরিয়া বস্ত্রশিল্পীদিগের অনেক অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। উৎপাদন প্রক্রিয়ার নানাপ্রকার ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁহারা নানাদিকে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। বস্ত্র শিল্পের অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান এখন সহজেই হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক-দিগের অধীনে পরিদর্শকরা বস্ত্রকল সমূহ পরিদর্শন করেন এবং পরীক্ষাগারে যে সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে তৎপ্রতি মিল কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এইরূপে বস্ত্রশিল্পের সহিত বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় গবেষণার দিক দিয়া ঐ শিল্প অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছে।

এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডে বণিকসভার অর্থ সাহায্যে পরিচালিত পরীক্ষা-গারে মিলসমূহের উপস্থাপিত বিষয়ের পরীক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, উহা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা টেক্সটাইল কলেজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নির্ব্বাহ হয় না।

কার্পাস আঁশের যথোচিত ব্যবহার বিষয়ে ইংলণ্ডের টেক্সটাইল বিদ্যালয়গুলি রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা এবং প্রাণ-বিজ্ঞানের উপর অধিকতর নির্ভর করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের পঠনীয় বিষয় এরূপভাবে নির্দ্ধারিত হয় যাহাতে বস্ত্রশিল্পে উহার প্রয়োগ ঘটিতে পারে। পদার্থ-বিদ্যার ঐরূপ পঠনীয় বিষয়গুলি তিন বৎসরে শেষ করা হয়। আঁশ, বর্ণ, আলোক কতকগুলি মূল প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে পদার্থ-বিদ্যার পাঠ স্থির করা হয়।

ইংলণ্ডে কাগজ-প্রস্তুত প্রণালীকে টেক্স-টাইল শিল্পের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়।

ইংলণ্ডে শিল্প সম্পর্কীয় পরিচালনা কার্য্যের জন্য বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণের প্রবণতা দেখা যায়। যাঁহারা কোন বিশেষ শিল্পের পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বে দুই বা তিন বৎসর ঐ শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্য্য ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা আবশ্যক হয়। পরে তাঁহারা পরিচালনা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। বস্ত্রশিল্পের পরিচালনা শিক্ষা সম্বন্ধেও ছাত্রগণকে বর্ত্তমানে ঐ প্রথার অনুসরণ করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে যথোচিত শিক্ষালাভ ব্যতীত কেহই বস্ত্রশিল্পের পরিচালকরূপে গণ্য হইতে পারে না।

ইংলণ্ডে শিল্প শিক্ষার সম্পর্কে ধন-বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আবশ্যকতা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইতেছে। বস্ত্র-শিল্পের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ দুই বিষয়ে ছাত্রদিগকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হয়।

অধিকতর উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা যাহাতে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস এবং প্রস্তুত প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তৎ-প্রতি বৃটিশ বস্ত্র শিল্পের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এতদ সম্পর্কে সার্লি ইনষ্টিটিউটে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল যন্ত্রপাতি মেকানি-ক্যাল অথবা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় না; কিরূপে বিভিন্ন অবস্থায় কার্পাস আঁশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার ঘটিতে পারে তাহা নিরূপণে বৈজ্ঞানিকদিগকে সাহায্যের জন্য ঐ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রেট বৃটেনের বৃহত্তর টেক্সটাইল বিদ্যা-লয়গুলিতে বস্ত্রাদির নক্সা, প্রকার, বর্ণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাহাতে ঐ সকল বিষয়ে ছাত্রগণের যথোচিত বোধশক্তির উন্মেষ ঘটে এবং তাহারা সমাজের সহিত ঐগুলির অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধ বুঝিতে পারে, বিশেষভাবে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। নক্সা বিষয়ে নূতনত্ব সৃষ্টির দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া হয় না, কেননা, তাহা আর্ট স্কুলের শিক্ষার অন্তর্গত।

গ্রেট বৃটেনের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্প সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্ম্মীরা যাহাতে রাত্রিতে অথবা দিবসের কিয়দংশ সময়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইতে পারে তজ্জন্য বিশেষভাবে ঐরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পসম্পর্কীয় বহু বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। ব্যাঙ্কিং হইতে ক্ষৌর কর্ম্ম, বয়ন হইতে রাস্তায় রেল বসান, মুদিশালার কার্য্য হইতে মাংস বিক্রেতার কার্য্য পর্য্যন্ত নানা প্রকার বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ বিদ্যমান। বয়ন-শিল্পের কর্ম্মীরাও রাত্রিতে অথবা দিবসের আংশিক সময়ে বিদ্যালয়ে যাইয়া আবশ্যক শিক্ষালাভ করিতে পারে। শিল্পসম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা পদ্ধতি গভর্ণমেণ্ট এবং শিল্প-সমিতিসমূহ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

এ স্থলে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি গ্রেট বৃটেনের বয়ন-শিল্পের সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বয়ন-সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট ও বয়নশিল্পের কর্ত্তৃপক্ষ বয়নশিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, এবং তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্রমশঃ ঐ শিক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও বিজ্ঞানমূলক হইয়া উঠিতেছে।

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বয়নশিল্প এবং এতদ্-সংক্রান্ত শিক্ষা সম্বন্ধে সামান্য অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, ঐ শিল্পের সহিত বিজ্ঞান ও গবেষণা-মূলক শিক্ষার বিশেষ সংযোগ ও সহযোগ স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। কিরূপে বস্ত্রাদি উৎপাদনের ও বণ্টনের ব্যয় হ্রাস ঘটিতে পারে তৎসম্বন্ধে মার্কিন বয়নশিল্পের কর্ত্তৃপক্ষ কিছুকাল ধরিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়া-ছেন। ফলে বয়নশিল্পের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। মার্কিন শিক্ষাবিদ্‌গণ বয়নশিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই সাহচর্য্যের প্রবণতা দেখিতে পাইয়া ঐ শিল্পসম্পর্কীয় শিক্ষাকে যথাসম্ভব বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক-রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, যদি বয়নশিল্পে উৎপাদন ও বিক্রয় সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা নীতির প্রবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে বয়নশিল্পের ছাত্রদিগের মনে ঐ ধারণা বদ্ধমূল করিতে হইবে এবং ঐ শিল্পসম্পর্কীয়

শিল্প ও বাণিজ্যের
জন্য
এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ৩৮৯৪ গ্রাম : "ইনটারেষ্টেড"
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—এস, কে, গঙ্গোপাধ্যায়

ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩টী লাইন)

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সকল প্রকার ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত কার্য্য করা হয়

শাখাসমূহ

কলিকাতা অঞ্চল	বাঙ্গলা অঞ্চল	আসাম অঞ্চল	বিহার অঞ্চল
কলিকাতা	ঢাকা	গৌহাটী	পাটনা
শ্যামবাজার	ময়মনসিংহ	শিলং	জামসেদপুর
হ্যারিসন রোড	চট্টগ্রাম	ধুবড়ী	সাকৃচি
ভবানীপুর	নোয়াখালী	ভেঙ্গপুর	চাইবাসা
বালীগঞ্জ	চৌমুহনী	নওগাঁ	—
হাওড়া	—	—	—
বড়বাজার	—	—	—

উত্তর ভারত অঞ্চল—কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী এবং নয়াদিল্লী ।

হেড অফিস—কলিকাতা

কে, এন, দালাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

—যুদ্ধকালে—

জীবন বীমাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদে টাকা গচ্ছিত রাখিবার উপায়

আপনার সম্বল সংরক্ষণে এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থা পাকা করিতে—বীমা করুন

ন্যাশনাল সিটি ইনসিওরেন্স লিমিটেড

১৩৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ২৭৮

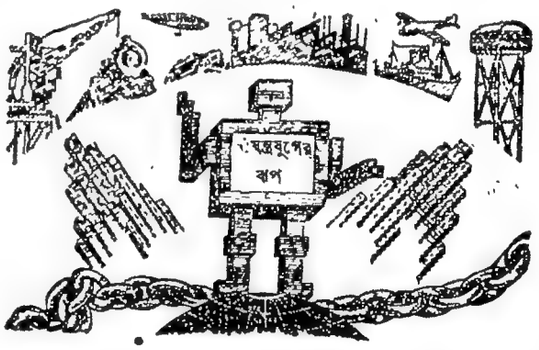

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড

কারখানা—বেলুড়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স অব

- প্রিশিসন মেসিনারিস্ এবং টুলস
- ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডেড্ ষ্টিল চেইনস্
- এম, এস, রডস এবং ফ্লাট্স্
- সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্
- "এ্যাণ্টি গ্যাস" ক্লথ
- রাবারাইসড্ ক্যানভাস
- মেকানিক্যাল ইনসার্শন সিটিংস
- গ্রাউণ্ড সিট্স্

ডিরেক্টার ইন্‌চার্জ্জ—মিঃ কে এন দালাল।

১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন: কলি : ৩২৫৩ (৩টি লাইন)

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে অনুসন্ধান ও গবেষণার ধারা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ছাত্রদিগকে কেবল মাত্র ব্যবহারিক কারিগরী শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে না, তাহাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে হইবে যে, বয়নশিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক।

আমেরিকার অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্ত্রকলে কর্ম্মীদিগের শিক্ষার এরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে যাহাতে তাহারা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য দান করিতে সমর্থ হয়। নিউ ইংলণ্ডের কোন ক্ষুদ্র মিলের কর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত প্রত্যেক কর্ম্মীকে প্রথম অবস্থায় উৎপাদন ও বিক্রয় এতদুভয় বিভাগের কর্ম্মে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন। পরে তাহাকে তাহার কৃতকার্য্যতা ও গুণানুসারে উৎপাদন বিভাগের অথবা অফিসের কর্ম্মে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মনে করেন, টেক্সটাইল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক কর্ম্মীকে কোন বিভাগের ফোরম্যানের সহিত একযোগে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হইলে, পারস্পরিক সাহচর্য্য দ্বারা উভয়ের কার্য্যকুশলতা বর্দ্ধিত এবং প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। তিনি এই আদর্শের অনুসরণ দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয় বিভাগের কার্য্য অনুসন্ধান ও গবেষণার ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অপরদিকে, অনেক বৃহত্তর বস্ত্রকলে যুবক কর্ম্মীদের আবশ্যক শিক্ষার জন্য পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা নবাগন্তুক কর্ম্মী তাহার প্রবৃত্তি ও কার্য্যশক্তি অনুসারে নিজকে বয়ন-শিল্পের বিশেষ কর্ম্মে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইতেছে।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু বয়ন প্রতিষ্ঠানে এখন পর্য্যন্তও কর্ম্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। তাই মার্কিন শিক্ষাবিদগণ বলিতেছেন, যাহাতে বয়নশিল্পের কর্ম্মে যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকসংখ্যক যুবক প্রবিষ্ট হইয়া ঐ শিল্পের অগ্রগতির পথ মুক্ত করিতে পারে, তজ্জন্য শিক্ষা সম্পর্কীয় নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আবশ্যক।

আমেরিকায় বয়ন শিল্পের শ্রমিকদিগের নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। মার্কিন সাহিত্যে বিষয়টা "বণিকদিগের নূতন সামাজিক দায়িত্ব" রূপে প্রতিফলিত হইতেছে। সাধারণ ভাষায় উহা শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ-রীতির পরিবর্ত্তন বলিয়া সূচিত হইতেছে। এতকাল ওভারসিয়ার অথবা ফোরম্যানের হস্তে কর্ম্মীদিগের নিয়োগ, পরিচালনা এবং কর্ম্মচ্যুতির ভার ছিল, সম্প্রতি ঐ রীতির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। শিক্ষার দিক হইতে এই প্রবণতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে। শিক্ষাবিদ্‌গণ বলিতেছেন, টেক্সটাইল বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অধিকতর শিক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি ব্যবহারিক হইলেও উহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হইতেছে। আমেরিকার অনেক বয়ন প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় প্রাচীন প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, ওভারসিয়ার পদ উঠিয়া যাইতেছে, ইহার অর্থ হইতেছে,—ভবিষ্যতে ওভারসিয়ারকে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্বন্ধে অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে কাজ করিতে হইবে।

বয়ন-শিল্পে আধুনিক যন্ত্রাদি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বয়ন বিভাগের কর্ম্মীরা তাহাদের কার্য্যে যে রীতির অনুসরণ করিত, যন্ত্রাদির প্রবর্ত্তনের পর সেই রীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে বয়নকারী তাহার নিজ দক্ষতা অনুসারে তাঁত পরিচালনা করিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করিত এবং তাহার দক্ষতার উপর বস্ত্রাদির উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা নির্ভর করিত। বর্ত্তমানে সেই বয়নকারীর স্থানে একদল কর্ম্মী আধুনিক উন্নত ধরণের তাঁতের সাহায্যে কাজ করিতেছে। আধুনিক বয়নকারী বহু তাঁতের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। তাহার উপর বয়নের বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর কার্য্যে লিপ্ত একদল লোকের পরিদর্শনের ভার রহিয়াছে। এইরূপে আধুনিক যন্ত্রদ্বারা প্রাচীন বয়নকারীর কার্য্য-কুশলতা ও দক্ষতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের প্রাচীন রীতিও বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে বয়নশিল্পে যন্ত্রের সহিত কর্ম্মীর যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহার অধিকতর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইতেছে। সম্প্রতি বয়নশিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষার এই প্রবণতার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানের কথা আলোচিত হইতেছে।

আমেরিকায় বস্ত্রাদির বিক্রয় ও বণ্টন সম্পর্কিত পূর্ব্বতন রীতির মধ্যেও পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। বিক্রয়ের জন্য বস্ত্রাদি কিভাবে প্রস্তুত ও বাজারে উপস্থিত করিতে হইবে এবং কি প্রণালীতে উহা বিক্রয় করিতে হইবে, নূতন দিক হইতে এই বিষয় দেখা হইতেছে। কিরূপে বস্ত্রাদির উৎপাদক এবং শেষ ক্রেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে। যে সকল ছাত্র সংখ্যা-বিজ্ঞান, সংগঠনপ্রণালী, বিক্রয়নিয়ন্ত্রণ রীতি, বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা বয়ন-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে আদৃত হইতেছেন এবং ভবিষ্যতে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত :—১৯২২।

সেণ্ট্রাল অফিস ঃ—৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হিসাব সাপক্ষে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

অনুমোদিত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	,,
বিক্রীত মূলধন	৪৬,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)	২৩,০০,০০০৲	টাকার উপর
আমানত	৩,৯০,০০,০০০৲	,,
কার্য্যকরী মূলধন	৪,৫০,০০,০০০৲	,,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ; বি, এল; পি, এইচ ডি (ইকন) লণ্ডন ; বার-এট-ল

ভারতের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার

(শ্রীআশুতোষ দাস)

ভারতবাসীর দারিদ্র্য প্রবাদবাক্যে দাঁড়াইয়াছে। একথা সত্য যে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থার জন্য জগতের উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহেও দরিদ্র লোক আছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে দরিদ্রের সংখ্যা যে অনেক বেশী এবং সেজন্য এদেশবাসীর দুঃখদুর্দ্দশাও যে অধিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমাজতান্ত্রিক ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল দেশে পরিপূর্ণ ভাবে রূপ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত দারিদ্র্য কোনদিনই পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ পাইবে না। এ সত্বেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অনেক দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেক পরিমাণে উন্নত করা সম্ভবপর হইতেছে। ভারতের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এই দারিদ্র্যের স্বরূপ ও সমাধানের উপায় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই দারিদ্র্য দূর করার জন্য সুদূর-প্রসারী কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

অনেকেরই একটা মামুলী ধারণা এই যে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তনের পূর্ব্বে ভারতে দারিদ্র্য সমস্যার কোন অস্তিত্বই ছিল না। আবার অনেকে এমতও পোষণ করেন, ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে এদেশে ভীষণ দারিদ্র্য ও বিশৃঙ্খলা ছিল। ইংরেজ রাজত্বের পক্ষপুটেই ভারত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। উভয় ধারণার মূলেই কোনরূপ তথ্য বা যুক্তি নাই। তবে এ কথা সত্য যে, বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় ভারতের অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এদেশের ধনী লোক এত ধনী কোনদিন হয় নাই—এবং জনসাধারণও এত দরিদ্র কোনদিন ছিল না। ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও দারিদ্র্য ছিল এখনও আছে। পূর্ব্বকালে রাজরাজরার আসরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হউন অথবা বাদশাহের সভায় আমীর ওমরাহই হউন—তাঁহারা রাজার অথবা সম্রাটের প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য্যের গুণকীর্ত্তনই করিতেন। অগণিত অশিক্ষিতগণের কোন দুঃখের কাহিনীই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তখনকার দিনের ঐ সকল রাজা ও বাদশাহের ঐশ্বর্য্য যোগাইতে গিয়া কত কোটী কোটী জনসাধারণকে যে অভুক্ত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে সেই সব সকরুণ কাহিনী অলিখিত ইতিহাসের নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবুও পূর্ব্বকালে ভারতের দারিদ্র্যের দুই একটী ছবি চোখের উপর মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠে।

বৈদিক যুগে ভারতের দারিদ্র্যের ও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঋক বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৮ ও ৫৩ সূক্তে, সপ্তম মণ্ডলের ১৮ ও ৫৫ সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে কিছু

সন্তোষ বিস্কুট কোম্পানী

বিস্কুট ও বেকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের
একমাত্র শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সন্তোষ মিন, নাইস, মেরি, প্রীতি, নিমকী,
নানখাটাই, পাউরুটী, কেক ইত্যাদি

বিস্কুটগুলি পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ
স্বাদে, গন্ধে ও রসনার আনন্দ বর্দ্ধনে
সকলের কাছেই অতি প্রিয়।

সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

ফ্যাক্টরী—
১২১, ১৭৭নং মাণিকতলা
মেন রোড
ফোন—বি, বি, ৫৫৫৬

অফিস—
৮নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন—বি, বি, ৪৫৭৬

সুখ ও দুঃখ নিয়েই জগৎ এবং এরা মানুষের জীবনে ক্রমিক পর্য্যায়ে আসে। আজকের সুখের দিনে, আসছে কালের দুঃখের প্রতিবিধান করা—বুদ্ধিমানের কাজ।

আপনার দূরদৃষ্টি আপনাকে বলে দেবে যে আপনার আজকের সঞ্চয়ই ভবিষ্যতের সহায়।

ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

৭ নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোনঃ কলিকাতা ৫৭২৬ (৩ লাইন)

কিছু প্রতিফলিত হইয়াছে। রামায়ণেও দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে—এবং যে "রাম-রাজ্যের" স্বপ্ন কোন কোন দেশনেতা এখনও কল্পনা করেন—সে রামরাজত্বেও ভারতে দারিদ্র্যের অভাব ছিল না। মহাভারতে শান্তনুর রাজ্যে যে ১২ বৎসর যাবৎ দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান ছিল তাহার উল্লেখ আছে। কলিঙ্গ রাজ্যের দুর্ভিক্ষের কাহিনীরও বর্ণনা জাতকে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রেও' ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্যের নগ্নরূপ স্থানে স্থানে প্রকটিত হইয়াছে এবং দুর্ভিক্ষ ও অতিরিক্ত করভার যে ঐরূপ দারিদ্র্যের জন্য দায়ী তাহাও চাণক্য উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের সময় ভারতে যে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা যায় ইতিহাসে তাহার নজির পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কাশ্মীর রাজ্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কহ্লান তাঁহার রচিত ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'তে লিখিয়াছেন, কাশ্মীরে দ্বাদশ শতাব্দীতে এমন ভয়াবহ দারিদ্র্য ছিল যে বহুলোক অনাহারে মারা গিয়াছিল এবং ঝেলাম নদীতে অনাহারে মৃত বহু লোকের শব দেখা গিয়াছিল।

হিন্দু রাজত্বের অবসানে যখন মুসলমান রাজত্ব ভারতে স্থাপিত হইয়াছিল—তখনও দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ভারতে বিদ্যমান ছিল। জালালউদ্দিন খিলজির রাজত্বের সময় দুর্ভিক্ষে ও অনাহারে বহুলোক শেষ পর্য্যন্ত যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। তারপরে মহম্মদ তোগলকের সময়ে কতলোক যে দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে বাহমণি সুলতান ফিরোজের সময় মহারাষ্ট্রে যে 'দুর্গাদেবী' নামক দুর্ভিক্ষ দেখা যায় তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে মারা যায়। ১৫৫৫-৫৬ সালে আকবরের সিংহাসন আরোহণ করিবার সময় দিল্লীতে এবং আগ্রায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহা তৎকালীন ঐতিহাসিক বাদাউনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া আবুল ফজল 'আইন আকবরী' পুস্তকে তখনকার দিনের দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারত এবং কাশ্মীরে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সাজাহানের রাজত্ব সময় ১৬২৮-২৯ সালে মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হওয়ার ফলে ঐ সকল স্থানের যে অগণিত লোক অনাহারে মারা যায় তাহা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ 'বাদশাহ-নামা' পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে কেবল বৃটিশ শাসনকালেই যে ভারতে দারিদ্র্যের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে তাহা সত্য নহে। কিন্তু একথাও অবিসংবাদী সত্য যে, আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সুবিধা লাভ করিয়াও ভারত বৈদেশিক শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিলে ভারতের শোচনীয় দারিদ্র্য বহুলাংশে দূর করা সম্ভব হইত। বৃটিশ রাজত্বের সময় ভারতের উৎপাদিকা শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা যেমন সত্য—সঙ্গে সঙ্গে লোকের দারিদ্র্যও বহুগুণ বাড়িয়াছে একথাও তেমনি সত্য। সাম্রাজ্য সংরক্ষণের জন্যই যে ভারতের বিপুল ধনবল নিঃশেষিত হইতেছে এবং জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভারতে না থাকার জন্য ভারতের নৈসর্গিক অফুরন্ত সম্পদ কাজে লাগান যায় নাই ইহা কোন চিন্তা শীল ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতে পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী বহুবার দেখা দিয়াছে—ভারতবাসীর চির দারিদ্র্যত আছেই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশের দুর্ভিক্ষ এখনও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড বলিয়াছেন যে, বৃটিশ রাজত্বকালে পূর্ব্বের তুলনায়

দেশের আর্থিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা

—লিমিটেড—

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিসসমূহ : বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

শতকরা ১০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়

চিফ্ অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট

কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো

টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

মনু (শ্রীহট্ট) সাব ব্রাঞ্চ ২১শে মার্চ্চ খোলা হইয়াছে।
গোলাঘাট (আসাম) ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

আজকের দিনে

আমরা আমাদের অগণিত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকদের আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। পৃথিবীব্যাপী প্রলয় আমাদের সামনে বহু বাধার সৃষ্টি করবে সে কথা সত্যি কিন্তু সব কিছুকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার সঙ্কল্প আজকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

এশিয়া মিউচুয়েল ইন্সিওরেন্স

কোং লিঃ

২, ডালহাউসি স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা

এজেণ্টদের লাইসেন্স রিনিউ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভারতে দুর্ভিক্ষ অনেক বেশী আরম্ভ হইয়াছে, কৃষককুলের অবস্থা দিন দিন অধিকতর খারাপ হইয়াছে এবং পল্লীবাসীরা ক্রমবর্দ্ধমান ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছে। ডিগবী লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের ১৮৫০ সালে গড়পড়তা আয় ছিল দৈনিক ৵০ আনা, ১৮৮০ সালে /৬ পাই এবং ১৯০০ সালে মাত্র /০ আনা। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার বলিয়াছেন, চাষীদের করভার এত গুরুতর যে, তাহাদের এই কর প্রদান করিয়া আর পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা থাকে না। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিশারদ ব্যক্তিগণ যথা, বেডেন পাউএল, মহামতি রাণাডে, গোখেল, দাদাভাই নৌরজী, ওয়াদিয়া, রমেশচন্দ্র দত্ত, মোরল্যাণ্ড প্রভৃতি যথাযথ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বৃটিশ রাজত্বে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের বিশদ সমালোচনা করিয়াছেন।

ভারতবাসীর দারিদ্র্যের বিশ্লেষণ করিলে ইহার বহুবিধ কারণ দেখা যাইবে—যথা ভারতবাসীর নিরক্ষরতা, সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, সামন্ততান্ত্রিক প্রথা, জাতিভেদ প্রথা, কর্ম্মপরাঙ্মুখতা, সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব প্রভৃতি। কিন্তু সকলের চেয়ে ভারতের দারিদ্র্য দূর করিবার প্রধান অন্তরায় দেশের বিজাতীয় শাসন ব্যবস্থা। বৃটিশ শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা এক সঙ্গেই এদেশে সমভাবে চলিয়াছে। এই শাসনের এবং ইংরেজ বণিকদের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে এদেশের কুটীর শিল্প ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু দেশে যন্ত্র শিল্প ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশা অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশ উন্নত হয় নাই। রেলপথ, টেলিগ্রাফ, যানবাহন এবং অন্যান্য যে সকল আধুনিক শিল্প গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় এদেশে স্থাপিত হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ সংরক্ষণ করা, বিদেশী শিল্পের জন্য কাঁচামাল যোগান এবং অনেকাংশে বৈদেশিক মূলধন এদেশে খাটানো। ভারতে কোন্ কোন্ শিল্প প্রভৃতিতে কি পরিমাণ বিদেশী মূলধন খাটিতেছে তাহার নিম্নরূপ একটী হিসাব দিলেই ইহার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে:—বে-সরকারী রেলপথ ও ট্রামওয়ে ৩ কোটী ২০ লক্ষ ৯ হাজার পাউণ্ড, অন্যান্য যানবাহন ১০ লক্ষ ৩ হাজার পাউণ্ড, চাবাগান ২ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, রবার চাষ প্রভৃতির বাগান ৩০ লক্ষ ২ হাজার পাউণ্ড, কয়লার খনি ১০ লক্ষ পাউণ্ড, অন্যান্য খনি ১১ কোটী ৭০ হাজার পাউণ্ড, কাপড়ের কল ১০ লক্ষ পাউণ্ড, পাটকল ২০ লক্ষ ৮ হাজার পাউণ্ড, অন্যান্য শিল্প (চিনি, তুলাপাট করা প্রভৃতি) ৬ কোটী ৫০ লক্ষ ১ হাজার পাউণ্ড, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ৯ কোটী ১০ লক্ষ ৬ হাজার পাউণ্ড, বীমা কোম্পানী ৬ কোটী ৫০ লক্ষ ১ হাজার পাউণ্ড, জাহাজ কোম্পানী ৪ কোটী ১ হাজার পাউণ্ড, সরকারী রেলপথ, পূর্ত্তকার্য্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে ইংলণ্ডে ভারত সরকারের যে ঋণ আছে তাহার ৩৬ কোটী ৬০ লক্ষ ২ হাজার পাউণ্ড এবং বিবিধ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যে সকল বৈদেশিক মূলধন আছে তাহার পরিমাণ হইবে প্রায় ২৮ কোটী ১ লক্ষ ৪ হাজার পাউণ্ড। ইহা হইতেই বোঝা যায় ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রায় প্রত্যেকটী প্রধান প্রধান স্থান বিদেশীয়দের করতলগত হওয়ায় এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে এদেশবাসীর কোনপ্রকার আধিপত্য নাই।

ভারতে ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে সরকারী ঋণ বলিয়া কিছু ছিল না। অথচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে ভারতের জন্য যে তথাকথিত জাতীয় ঋণ ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য ভারতবাসীকে প্রচুর পরিমাণে বৎসর বৎসর সুদ যোগান দিতে হইয়াছে, অথচ ইহার প্রায় অধিকাংশ ঋণই করা হইয়াছে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য রক্ষায়

জীবন বীমা

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল

লাইফ এসোসিয়েসান লিঃ

১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

উন্নতিশীল এবং জনপ্রিয়
জাতীয় ব্যাঙ্ক
স্থাপিত—১৯২৩

দি
পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—

কলিকাতা শাখা:—১২।২, ক্লাইভ রো
৮৫, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ
২৮১, আপার চিৎপুর রোড, হাটখোলা

শাখাসমূহ
কলিকাতা, ঢাকা, বোলপুর, জামসেদপুর, বালিগঞ্জ, সিউড়ি (বীরভুম,) সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বর্দ্ধমান, শিলং, বগুড়া, হাটখোলা, বেনারস, নিউদিল্লী, গিরিডি, শিলচর, চিটাগং, গৌহাটী, নওগাং, জোড়হাট।

কর্ম্মতৎপরতা—দক্ষতা—সততা
সৌজন্যই আমাদের "সেবামন্ত্র"

আজ পর্য্যন্ত শতকরা প্রায় ১৫০৲ টাকা ডিভিডেণ্ট দেওয়া হইয়াছে। শেয়ার, আমানত ও এজেন্সি সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ আমাদের যে কোন অফিসে পাওয়া যাইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরঃ—মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত এম,এল,এ (কেন্দ্রীয়)

বিভিন্ন যুদ্ধ ব্যয় মিটানোর জন্য। ইহার জন্য ভারতবাসীর কোন মতামত কখনও গ্রহণ করা হয় নাই। বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৮৫৭ সালের ৩০শে এপ্রিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতের তরফ হইতে ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার অধিকাংশ ঋণ করিতে হইয়াছিল প্রথম আফগান যুদ্ধ, দুইটী ব্রহ্ম যুদ্ধ এবং চীন, পারস্য ও নেপালে যুদ্ধের জন্য। ইহা ছাড়া ১৮৩৩ সাল হইতে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যান্য ব্যয় বাবদ যে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ ছিল তাহা ১৮৩৩ সালের 'চার্টার্ড এক্ট' অনুসারে শতকরা ১০ পাউণ্ড সুদের হারে ১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড সুদ সমেত পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য খরচ বাবদ ভারতের স্কন্ধে ৪ কোটী পাউণ্ড চাপান হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে যখন ভারত শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার স্বয়ং পার্লিয়ামেণ্ট গ্রহণ করেন, তখন ভারত সরকারের প্রায় ১২ কোটী ২২ লক্ষ পাউণ্ড ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, মিশরে সৈন্য প্রেরণ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও ব্রহ্ম অভিযানের জন্য ভারত সরকারের প্রায় ৩৭ কোটী টাকা ঋণ করিতে হয়। বিগত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের জন্যও ভারতের ১৮৯ কোটী টাকা প্রদান করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের বাজেটে ১৮৮৬ সাল হইতে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত যে ঘাটতি পড়িয়াছে তাহার জন্য ভারতকে প্রায় ১৫ কোটী টাকা দিতে হইয়াছে। 'রিভার্স কাউন্সিল বিল' নামক মুদ্রা বিনিময় নীতির কারসাজির জন্যও ভারতের প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই সকল কারণে ভারতের ঋণের পরিমাণ হইবে প্রায় ১ হাজার ৫০ কোটী টাকা। ইহার মধ্যে রেলপথ, সেচ, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য যে ৭২৯ কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্যান্য ব্যয় ভারতের কোন উপকারেই আসে নাই। ইহার জন্য ভারতকে বর্দ্ধিত হারে সুদ যোগান দিতে হইয়াছে এবং করভার বহন করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতকে ইংলণ্ডে 'হোম চার্জ্জ' বাবদ গড়পড়তায় বৎসরে ৩ কোটী পাউণ্ড-এরও অধিক প্রদান করিতে হয়।

ভারতবাসীর অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম অথচ এই দেশে গভর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয়ের হার অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবাসীর মাথা পিছু সর্ব্বোচ্চ আয় বৎসরে গড়পড়তায় যেস্থলে মাত্র ৫ পাউণ্ড; সেস্থলে নিম্নলিখিত দেশসমূহের অধিবাসীদের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় হইতেছে যথা:—ইংলণ্ড ৭৬ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ৯৮ পাউণ্ড, কানাডা ১১৯ পাউণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ২৩ পাউণ্ড, অষ্ট্রীয়া ২৯ পাউণ্ড, বেলজিয়ম ৩৫ পাউণ্ড, বুলগেরিয়া ৯ পাউণ্ড, চিলি ৩৪ পাউণ্ড; চেকোশ্লোভাকিয়া ৩৫ পাউণ্ড, ডেনমার্ক ৫৫ পাউণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ২৪ পাউণ্ড, ফ্রান্স ৪১ পাউণ্ড, জার্ম্মানী ৩৯ পাউণ্ড, গ্রীস ২০ পাউণ্ড, হাঙ্গারী ১৯ পাউণ্ড, ইতালী ২৪ পাউণ্ড, জাপান ১৪ পাউণ্ড, ল্যাটভিয়া ১৯ পাউণ্ড, লিথুনিয়া ১১ পাউণ্ড, নেদারল্যাণ্ড ৫৮ পাউণ্ড, নরওয়ে ৫২ পাউণ্ড, পোল্যান্ড ১৫ পাউণ্ড, স্পেন ৩৮ পাউণ্ড, সুইডেন ৫৫ পাউণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ৮০ পাউণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৮৯ পাউণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া ১০ পাউণ্ড এবং যুগোশ্লোভিয়া ২২ পাউণ্ড। যেখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশ বাৎসরিক আয়ের শতকরা ৪৮৮ ভাগ মাত্র সামরিক বিভাগ, ঋণের সুদ এবং সরকারী কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য ব্যয় করে এবং বাকী

CHEMICALS ? Fine & Heavy

For

● TANNERY ● PHOTOGRAPHY
● TEXTILE ● GLASS
● PAPER ● DRUGS
● PAINTS ● SUGAR

Chemical Corporation (India)

Agents :—

TRADE AGENCY (India)

Office : 2, Church Lane,
CALCUTTA.
Phone : Cal. 4597.

Factory :
215, Bagmari Road.

সর্ব্ব সাধারণের ধারণা
যে জিনিষ—
কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে
প্রদর্শিত হয় নাই
তাহা স্বদেশী নহে !
সুতরাং—
আজই আপনার প্রস্তুত পণ্য
যাহাতে প্রদর্শিত হয় তাহার
ব্যবস্থা করুন !
মনে রাখিবেন—
যুদ্ধ অবসানের পর নিজ নিজ
শিল্প পণ্য সমৃদ্ধ ভাবে বাঁচিয়া
থাকিতে পারে সে ব্যবস্থা
এখনই করা প্রয়োজন।
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন :
অধ্যক্ষ—কমার্শিয়াল মিউজিয়াম,
কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্থ জাতীয় উন্নতির খাতে খরচ করে, সেখানে ভারতের মত দরিদ্র দেশ আয়ের শতকরা ৯৩·৭ ভাগ ঋণের সুদ, সৈন্যবিভাগ এবং সরকারী কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। এইস্থলে ভারতের সহিত অন্যান্য কয়েকটী দেশের তুলনামূলক বাৎসরিক আয়ের অনুপাতে বাৎসরিক সেনা বিভাগের ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল। ভারত যেস্থলে তাহার বাৎসরিক আয়ের শতকরা ৬৩·৮ ভাগ মাত্র সেনাবিভাগের কার্য্য পরিচালনার জন্য ব্যয় করিয়া থাকে, সেস্থলে নিম্নলিখিত দেশসমূহের ব্যয়ের আয় হইতেছে—ইংলণ্ড শতকরা ৫৩·৭ ভাগ, অষ্ট্রেলিয়া—শতকরা ৪৮·৩ ভাগ, কানাডা—শতকরা ২৪·২ ভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকা—শতকরা ৫·২ ভাগ, স্পেন—শতকরা ১৭·৬ ভাগ, ফ্রান্স—শতকরা ২০ ভাগ, ইতালী—শতকরা ১৭·৩ ভাগ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—শতকরা ৩৮·২ ভাগ, জাপান—শতকরা ৪৯·৪ ভাগ।

ইহার সহিত ভারতের আয়ের কি অনুপাতে কর দিতে হয় তাহা কয়েকটি দেশের সহিত তুলনা করিলে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় :—ভারত—শতকরা ১০·১ ভাগ; অষ্ট্রেলিয়া—শতকরা ১৩·৩ ভাগ; কানাডা—শতকরা ৯·৫ ভাগ; ফ্রান্স—শতকরা ২০·৯ ভাগ; জার্ম্মেনী—শতকরা ২০·১ ভাগ; ইতালী—শতকরা ২২·৩ ভাগ; জাপান—শতকরা ১২·৪ ভাগ; সুইডেন—শতকরা ২৩ ভাগ; সুইজ্যারল্যাণ্ড—শতকরা ৮·৭ ভাগ; ইংলণ্ড—শতকরা ২৫·৬ ভাগ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—শতকরা ১৮·৫ ভাগ, যুগোশ্লাভিয়া—শতকরা ৭·৯ ভাগ। ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ অতি নগণ্য। তাহার উপর এইরূপ করভার দরিদ্র কৃষককুলেরই বেশীর ভাগ প্রদান করিতে হয়।

কোন দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা প্রণিধান করিতে হইলে ঐ সকল দেশের জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতির বিষয় বিশ্লেষণ করা দরকার। আধুনিক যুগে যে সকল দেশের লোক বেশীর ভাগ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হয়, সেই সকল দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হইতে পারে না। কেননা ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল দেশের আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ হয় নাই এবং শিল্পের প্রসার ও উন্নতিও হয় নাই।

পৃথিবীর কোন দেশের লোকসংখ্যার শতকরা কত ভাগ কৃষিজাত শিল্পে নিযুক্ত আছে তাহারও একটী তুলনামূলক হিসাব সন্নিবেশিত করা হইল :—

	কৃষি	শিল্প
ভারতবর্ষ	৬৭·২	১০·২
গ্রেট বৃটেন	৬·৫	৩৬·৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২২·০	৩১·৭
কানাডা	৩১·২	২৪·৯
জার্ম্মেনী	২৮·৯	৪৯·৪
ফ্রান্স	৩৮·৩	৩৩·৩
জাপান	৫০·৩	১৯·৫

উপরের তথ্যাদি হইতেই বুঝা যাইবে যে, ভারত শিল্পের দিক দিয়া অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে এবং সেই জন্য ভারতের বেশীর ভাগ লোকই কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাই যে ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের একটী অন্যতম কারণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানসম্মত কোন কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা এদেশে নাই; এখনও কৃষিকার্য্যের অবস্থা মধ্যযুগীয় স্তরে রহিয়াছে। লোকসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ কৃষির উৎপাদিকা শক্তি সেই হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ফলে ভারতের খাদ্যাভাব হইতেছে।

অশান্তি ও অনিশ্চয়তার
দিনে ভবিষ্যতের সংস্থানের
প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী
সে কথা আপনারা সকলে
জানেন।

কোথায় এবং কি করে সব চেয়ে
নিরাপদ ও বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা সম্ভব
সে কথা আপনাকে
বলে দেবে

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলি : ৩০৯৯

আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়
জাতির সেবায় নিযুক্ত
কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক
অব এশিয়া লিমিটেড
হেড অফিস :—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোনঃ— ক্যাল, ৫৮৯০

শাখা সমূহ

মিরকাদিম (ঢাকা)	গোপালদি (ঢাকা)
লৌহজং (ঢাকা)	ভোলা
বৃন্দাবন,	মাদারিপুর,
সুনামগঞ্জ,	চরমুগরিয়া,
শিলং,	উল্টাডাঙ্গা,
ঢাকা,	৭, উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড,
নারায়ণগঞ্জ,	দক্ষিণ কলিকাতা :—
	৯৩, রাসবিহারী এভিনিউ

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বৎসরে সমগ্র ভারতে ২ কোটী ৬০ লক্ষ ৪৪ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয়। ইহাতে ভারতের চাউলের ঘাটতি পড়ে বৎসরে ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার টন। বৎসরে গড়পড়তায় ভারতে ১ কোটী মণ গম জন্মায় এবং ইহাতে ভারতের ঘাটতি পড়ে বৎসরে ৩৫ হাজার টন। ভারতে বৎসরে ৬ কোটী ৩০ লক্ষ লোকের খাদ্যের ঘাটতি পড়ে। স্বাস্থ্যের দিক হইতে লোকের যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তদনুসারে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ততপক্ষে গড়পড়তায় ২ হাজার ৮ শত 'কেলোরী' গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু ভারতবাসীর মাথা পিছু ৪২৩ 'কেলোরী' ঘাটতি পড়ে। ভারতবাসীর প্রধান যে দুইটী খাদ্য চাউল ও গম তাহার উৎপাদিকা শক্তিও অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে অনেক কম। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী দেশে প্রতি একর জমিতে কত পাউণ্ড করিয়া চাউল উৎপন্ন হয় তাহার একটা তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

ভারতবর্ষ ৯৮৮, চীন ২,৪৩৩, জাপান ৩,০৭০, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১,৬৮০ ।

ভারতের কৃষির এইরূপ অনুন্নত অবস্থা এবং লোকসংখ্যার অভূতপূর্ব্ব বৃদ্ধি ভারতের দারিদ্র্যের একটি প্রধানতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের এই খাদ্যসমস্যা বর্ত্তমানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। ভারতের শতকরা ৭৩ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ১০ কোটী, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৩ কোটী, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৫ কোটী, ১৯৩১ সালে ৩৫ কোটী ৩০ লক্ষ এবং ১৯৪১ সালে ৩৮ কোটী ৮৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৫৫ জন। এইরূপ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ভারতে ১ শত কোটী ৫০ লক্ষ একর জমির মধ্যে মাত্র ২৮ কোটী ১০ লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা আছে। ১১ কোটী একর জমি অজন্মা অবস্থায় থাকে এবং ইহা ছাড়া পতিত জমির আয়তন হইতেছে ৫ কোটী ৮০ লক্ষ একর। এই সকল জমিতে যে খাদ্য জন্মে তাহাতে লোকসংখ্যার মাত্র ৫/৭ ভাগ-এর খাদ্যের সংস্থান হয়। যেসকল জমি অজন্মা যায় এবং পতিত অবস্থায় আছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ চাষের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ভারতে যে পরিমাণ জমিতে চাষ হয় তাহার মধ্যে প্রতি একশত একর জমি পিছু ৬৭টী গবাদি পশু প্রতিপালন করিতে হয়। এইরূপ স্থলে চীন এবং জাপানে যথাক্রমে প্রতি একশত একরে ১৫টী এবং ৬টী গবাদি পশু রাখার ব্যবস্থা আছে। অতএব দেখা যায় যে, ভারতের গবাদি পশুর মধ্যে ১২ কোটী ২৫ লক্ষ অনাবশ্যক এবং কৃষিকার্য্যের ব্যাপারে অকর্ম্মণ্য। ভারতের গবাদি পশুর মধ্যে মাত্র ৬ কোটী দ্বারা কৃষিকার্য্য পরিচালনা করা যাইতে পারে। কৃষির এইরূপ অনুন্নত অবস্থায় এইরূপ অনাবশ্যক গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য কৃষকদের অবস্থা আরও অবনত হইতেছে।

ভারতের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা কৃষকদের আর্থিক উন্নতির অন্যতম পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ভূম্যধিকারিগণ কৃষকদের ধনসম্পদ উৎপাদনের সহায়ক না হইয়া তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার প্রভু-রূপে দেখা দিয়াছেন। ইহার উপর একদল মধ্যস্বত্বভোগী জমির মালিক ও সুদখোর মহাজনের উদ্ভব হইয়াছে। কৃষককুল এই সকল লোকের দ্বারা বিশেষভাবে শোষিত হইতেছে। ফলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা হইবে প্রায় ৩ কোটী। ইহাদের খাদ্য হিসাবে ভাতের ফেন এবং পরিধানে নেংটী ছাড়া আর কোন সম্পদ নাই। ইহাদের দৈনিক মজুরী ৵০ আনার বেশী নহে। ইহাদের ছাড়া যে সকল চাষীর সামান্য মাত্র চাষের জমি আছে (যাহারা নিজের হাতে চাষ করে এবং যাহাদের জমির পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই ৩ একরের বেশী নহে) তাহাদের সংখ্যা হইবে প্রায় ৬ কোটীর কিছু অধিক। ইহার পরে যাহারা কৃষির উপর নির্ভর করে তাহারা হইতেছে জমির স্বত্বাধিকারী কৃষক, জোতদার, পাওনাদার, তালুকদার, জমিদার ও মহাজন।

কৃষির উন্নতির জন্য ভূম্যধিকারীরা কোনরূপ প্রচেষ্টা করেন নাই, কৃষির স্বল্পলব্ধ আয়ের উপর পরগাছার মত বাঁচিয়া রহিয়াছেন। এদিকে মহাজনের সুদের হার যোগাইতে কৃষকদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ সুদের হার বারগুণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। কৃষকদের মঙ্গলের জন্য যে সকল তথাকথিত লোক দেখানো সমবায় সমিতি রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যাও অতি নগণ্য। ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র ভারতে সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫১২টী, সভ্য সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ৩৫৯ জন। ইহার মধ্যে

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা।
সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক।
বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭,৫০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩১,৩০০৲ ,,
আমানত ··· অর্দ্ধ কোটী টাকার উপর
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন।
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা :—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা
পে অফিস :—মিরকাদিম
ডি, এফ, স্যাণ্ডার্স—জেনারেল ম্যানেজার

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইতেছে মাত্র ২৫২টী, সভ্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ২৮০ জন এবং কার্য্যকরী মূলধন ৭ কোটী ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৫ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষকদের চাষাবাদ চালাইবার উৎসাহ দান এবং দাদন দিবার জন্যও ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু ভারতের কৃষিঋণের পরিমাণ হইবে প্রায় ২ হাজার ২ শত কোটী টাকা। কৃষির উন্নতি বিধান করিতে হইলে সেচের ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু তথ্যাদি গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১৮১৯ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত ভারত সরকার বৃটিশ ভারতে সেচ ব্যবস্থার জন্য ৯৭ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা ২ কোটী ১০ লক্ষ একর জমিতে বৎসরে জলের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু ভারতের বিরাট কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজনের হিসাবে ইহা অতি সামান্য। ইহার পর কৃষিজাত দ্রব্যাদি উপযুক্ত দরে বিক্রয়ে সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের যে কৃষি-পণ্যাদির বিক্রয় বিভাগ আছে, তাহা এত বড় বিরাট দেশ ও কৃষককুলের সাহায্যের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি উপযুক্ত বাজারজাত করিবার আর একটী অন্তরায় হইতেছে দেশে রাস্তাঘাটের অভাব এবং যানবাহনের অপর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা।

কৃষকদের পরে শ্রমিকদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে শিল্পের অবনত অবস্থার জন্য এখানে শ্রমিকদের সংখ্যা লোকসংখ্যানুপাতে অতি সামান্য। ইহাদের মধ্যে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত প্রধান শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা আরও কম। ভারতে দুই কোটীর অধিক শ্রমিকের মধ্যে ৭৫ লক্ষ মাত্র প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কল-কারখানায় নিয়োজিত আছে। ইহাদের অবস্থাও অনেকাংশে অতিশয় শোচনীয়। উপযুক্ত শিক্ষা, বাসস্থান, শ্রমিক সঙ্ঘ, শ্রমিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অভাবে ইহাদের অবস্থা অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় অতিশয় নিম্নস্তরের। ভারতে বিভিন্ন শিল্পে যত কর্ম্মরত শ্রমিক আছে তাহাদের একটা বিরাট অংশ বৎসরের কোন কোন সময় কলকারখানায় কাজ করে। ইহাদের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৫ লক্ষ হইবে। ইহাদের অনেকেই আবার বৎসরের কোন কোন সময় কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। ফলে কৃষকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কৃষকদের মত শতকরা ৫০ জন প্রায় সকল সময়েই বেকার এবং ইহা ছাড়া কৃষক সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই কৃষি-কার্য্যকেই একমাত্র উপজীবিকা অবলম্বন করায় বৎসরের ৫ মাস কাল কর্ম্মহীন অবস্থায় থাকে। কেননা ইহাদের কর্ম্মশক্তি অন্য কোনরূপ শিল্পে নিয়োগ করিবার সুযোগ সুবিধা নাই। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের মাসিক আয়ও গড়পড়তায় ১৫ টাকার বেশী নহে। ইহা দ্বারাই প্রতি পরিবারে অন্ততপক্ষে ৫টী করিয়া পোষ্যপালন করিতে হয়। শ্রমিকশ্রেণীও কাবুলিওয়ালা এবং সর্দ্দার শ্রেণীভুক্ত মহাজনের কবলে ঋণে বরাবর আবদ্ধ থাকে। মোটামুটি বলিতে গেলে ভারতের অগণিত কৃষকসম্প্রদায় এবং নব উদ্ভূত শ্রমিকশ্রেণী ঋণ লইয়া জন্মায়, ঋণ নিয়া বাঁচিয়া এবং ঋণ রাখিয়া মারা যায়। ভারতের শতকরা ৯২ জন লোক এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। উদরে দুবেলা অন্ন ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের ভাগে জোটে না এবং উহাদের পরিধানে ৪ হাতের বেশী ছিন্ন বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নাই—কেননা ভারতে স্বাভাবিক সময়েও প্রয়োজনের চেয়ে বৎসরে গড়পড়তায় ১৮০ কোটী গজ বস্ত্রের ঘাটতি পড়ে।

বৃটিশ ভারতে বিভিন্ন কার্য্যে কর্ম্মরত

"আপনার সঞ্চয়কে নিরাপদ
রাখাই আমাদের আদর্শ"

ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ক্লাইভ রো, কলিকাতা—ফোন: কলি: ৬২২৮

ইষ্ট এণ্ড প্রভিডেণ্ট এস্যুওরেন্স
লিমিটেডে জীবন বীমা করুন।
১৪।৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

হিন্দুস্থান প্লাইউড ওয়ার্কস্

কারখানা—১০১।২, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড
ফোন—বি, বি, ৪২০৮

লোকের যে নির্ভরযোগ্য হিসাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সহর ও পল্লী অঞ্চলে যে সকল শ্রমিক আছে তাহাদের সংখ্যা হইবে প্রায় ১ কোটী ৪২ লক্ষ জন। ইহা ছাড়া ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার লোক ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন কার্য্যে ১০ লক্ষ ৬০ হাজার; শিক্ষকতা, ওকালতী, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রকার বিদ্যাচর্চ্চা ও লেখাপড়ার কাজে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার এবং সরকারী কার্য্যে ১০ লক্ষ ৩৫ হাজার জন লোক নিযুক্ত আছে। বৃটিশ ভারতে যে ৯ কোটী ৮০ লক্ষ লোক কৃষিকার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত আছে, তাহাদের মধ্যে ৫৩ লক্ষ লোকের কোন আয়ই নাই। কৃষিকার্য্য ছাড়া অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত ২ কোটী ৮০ লক্ষ লোকের মধ্যে আবার প্রায় ১১ লক্ষ লোকের কোন আয় নাই।

বৃটিশ ভারতে কৃষি ও শিল্পজাত সম্পদ হইতে বাৎসরিক আয়ের যে নির্ভরযোগ্য হিসাব লওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই আয়ের সর্ব্বোচ্চ মান হইতেছে বৎসরে গড়পড়তায় ১ হাজার ৬ শত ৮৯ কোটী টাকা। কয়েকটি দফায় এই আয়ের হিসাব ধরিলে নিম্নরূপ টাকার পরিমাণ পাওয়া যাইবে :—কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য—৫৯২৭,০০০,০০০৲ টাকা; গবাদিপশু হইতে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মূল্য—২৬৮৩,০০০,০০০৲ টাকা, মৎস্য ও পশুর মূল্য—১২০,০০০,০০০৲ টাকা, বনজ দ্রব্যাদির মূল্য—৯২,০০০,০০০৲ টাকা, খনিজ সম্পদের মূল্য—১৮০,০০০,০০০৲ টাকা; যাহারা আয়কর দেয় তাহাদের আয়ের পরিমাণ—২১৬১,০০০,০০০৲ টাকা; যাহারা আয়কর দেয় না এইরূপ শ্রমিকদের আয়—২১০০,০০০,০০০৲ টাকা; আয়কর দেয় না এইরূপ লোকের আয় (যাহারা সরকারী, রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগে কাজ করে)—৫৯০,০০০,০০০৲ টাকা; যাহারা আয়কর দেয় না এই ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত লোকের আয়—১২৩৩,০০০,০০০৲ টাকা; আয়কর দেয় না এইরূপ বুদ্ধিজীবী লোকের আয়—৪১৬,০০০,০০০৲ টাকা; রেলপথ, ডাক ও তারবিভাগ ছাড়া যানবাহন কার্য্যে নিযুক্ত লোকের আয়—২৮৩,০০০,০০০৲ টাকা; গৃহস্থালীর কার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্যদের আয়—৩২৫,০০০,০০০৲ টাকা; অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত লোকদের আয়—৭৮০,০০০,০০০৲ টাকা। খুব বেশী করিয়া আয়ের মান ধরিলেও বৃটিশ ভারতের লোকদের মাথাপিছু আয় বৎসরে শতকরা ৭৬৲ টাকার অধিক হইবে না। ইহার উপর আবার মাথাপিছু কমপক্ষে বৎসরে ৬৲ টাকা কর দিতে হয়। বৃটিশ ভারতের কথা ছাড়িয়া দিলে দেশীয় রাজ্যের লোকদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহা হইতেই ভারতের দারিদ্র্যের ভয়াবহ রূপ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

ভারতের এইরূপ শোচনীয় দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য দেশের অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি অনেকেই অনেক রকম কর্ম্মপন্থা চিন্তা করিয়াছেন এবং উত্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেস) মধ্যে যে দুইটি অর্থনৈতিক ভাবধারার উদ্ভব হইয়াছে তাহাই দেশবাসীর নিকট কতকটা আশার আলোক ছড়াইয়া দিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী, অপরটি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদের মারফতে উপস্থিত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত চরকা, খদ্দর, গ্রাম উন্নয়ন ও সমাজ সেবার নীতি নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ ও অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের ভিতরে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার কার্য্যকারিতা কোন কোন অঞ্চলে কতকটা জনসাধারণের উপকারও করিয়াছে। দেশের একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিতও হইয়াছেন। কিন্তু মহাত্মার কর্ম্মপন্থা ও চিন্তাধারার গতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধী এবং বৃহৎ বৃহৎ শিল্প স্থাপনের পক্ষে অনুপযোগী। হেনরী জর্জ্জ, সিসমণ্ডী, টলষ্টয় এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের অর্থনৈতিক ভাবধারার মতই মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাপ্রণালীর বাস্তব প্রয়োগ বর্ত্তমান যুগের ব্যাপক অর্থনৈতিক কাঠামোতে খাপ খায় না। নূতন ও কালোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য এই কর্ম্মপন্থা ভারতের সমাজব্যবস্থারও তাই উপযোগী নয় বলিয়াই একদল বিশিষ্ট দেশনায়কের অভিমত।

এইজন্যই কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্ম্মপন্থা আর একটি পথ লক্ষ্য করিয়া ভারতের দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, ভারতের আসল ও মূল সমস্যা দারিদ্র্য সমস্যা। ইহাকে দূর করিতে না পারিলে ভারতের পক্ষে স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করা সুদূরপরাহত। তাই ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের উদ্যোগে যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরিষদ গঠিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত কর্ম্মপন্থা হইতেছে ভারতকে শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত করা। এইজন্য উক্ত পরিষদ ব্যাপকভাবে দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ আশার সঞ্চার করিয়াছিল। ইহা ছাড়া স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া নিখিল ভারত শিল্পপতি সঙ্ঘের তরফ হইতেও একটি বিস্তৃত কর্ম্মপন্থা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহারও উদ্দেশ্য ভারতকে শিল্পপ্রধান অঞ্চলে রূপান্তরিত করা।

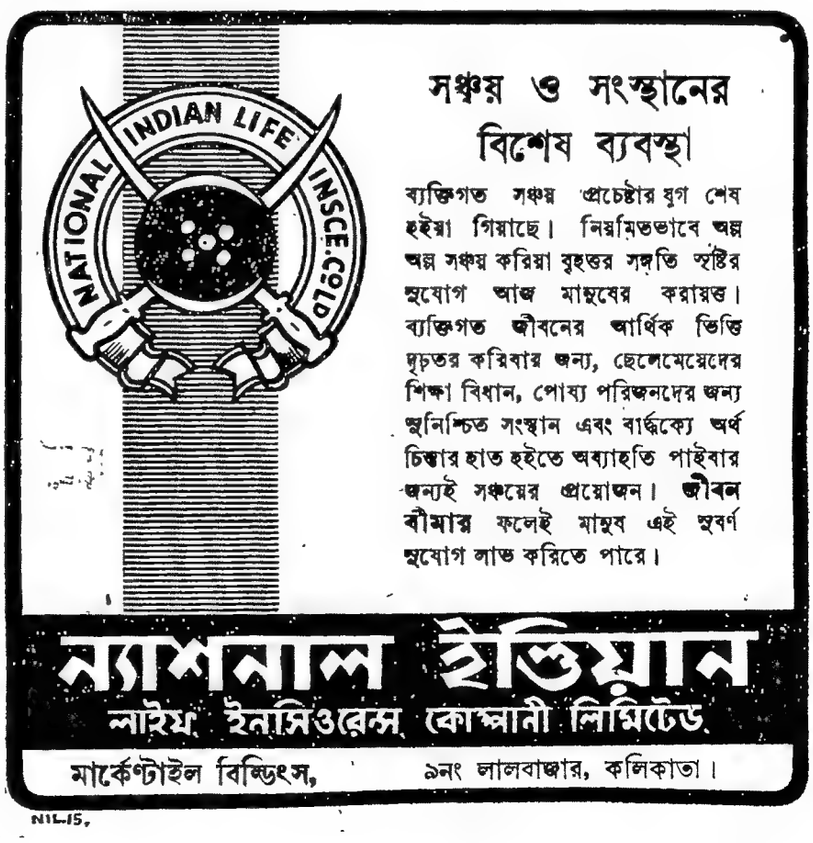

একথা অনস্বীকার্য্য যে, ভারতের কোনরূপ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে জাতীয় রাষ্ট্রের সহযোগিতা দরকার। ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া কোনরূপ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সফলকাম হওয়ার কোন আশা করা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। বৈদেশিক শাসন প্রদেশকে কোনদিনই শিল্পপ্রধান দেশে রিণত হইতে দিবে বলিয়া কেহ আশা করিতে র না। ভারতকে কাঁচামাল যোগান দিবার ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিবার দিকেই দের ঝোঁক থাকিবে ও এই শাসনের কলাপও সেইভাবে চলিবে। ইহার কৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ই পাওয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের সময় ভারতে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বহু সুযোগ সুবিধা দেখা দিলেও এবং ভারত পাওনাদার দেশ হইলেও তাহাকে শিল্পে অবনত করিয়া রাখা হইয়াছে। ভারত সরকার এজন্য কোনরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা করেন নাই। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্য কতকটা শিল্প প্রসারের যে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সাময়িক মাত্র এবং তাহা দেশের জনসাধারণের বা স্থায়িভাবে দেশের কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই।

ভারতের অর্থনৈতিক দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে বর্ত্তমানের তুলনায় এদেশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এজন্য প্রয়োজন হইবে দেশের কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় প্রবর্ত্তন করা এবং বৃহৎ মাঝারি ও ছোট শিল্প প্রতি অঞ্চলে গড়িয়া তোলা। সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করিয়া তাহার অধীনে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সঙ্ঘ গঠন করা প্রয়োজন। এই সকল প্রাদেশিক সঙ্ঘের অধীনে পুনরায় প্রত্যেক জেলায় জেলায়ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাদের মারফত জেলাসমূহের আর্থিক উন্নয়ন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পটভূমিকায় বিরাট ও আমূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর কালে নূতন পৃথিবী গঠন করিবার জন্য সকল দেশের রাষ্ট্র, ধুরন্ধরগণ এখন হইতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই যুদ্ধোত্তর কালে তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ভবিষ্যৎ, মুদ্রানীতি প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য বহু রকম কর্ম্মসূচী উত্থাপন করিতেছেন। ভারতের দিক হইতে এই সকল ব্যাপার বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার সময় আসিয়াছে। সমর-সম্ভার প্রস্তুতকরণ ও যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত থাকার জন্য ভারতে যে সকল লোকের সাময়িকভাবে কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে, যুদ্ধ থামিবার পর তাহাদের কিভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত করার সুযোগ থাকিবে, ভারতে কলকারখানার কি অবস্থা হইবে, কৃষকদের উৎপন্ন পণ্যাদির বাজার কিরূপ হইবে, ভারতের শিশুশিল্প সংরক্ষণের জন্য বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার কি উপায় অবলম্বন করা হইবে এবং ভারতের মুদ্রা ও বিনিময় নীতির কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে তাহা গভীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিবে। ইহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুসারে অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তিতেই করিতে হইবে। রাষ্ট্রক্ষমতা জাতীয় প্রতিনিধিমূলক কোনরূপ গণ-পরিষদের হাতে না আসিলে বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থার আওতায় কোনরূপ অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাই কার্য্যকরী হইবে না। ভারতের দারিদ্র্য মোচন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে।

সঞ্চয়

"শোকের বরষা দিন এসেছে আঁধারি'
ও ভাই গৃহস্থ চাষী ছেড়ে আয় বাড়ী।
ভিজিয়া নরম হ'ল শুষ্ক মরুমন,
এই বেলা শস্য তোর করে নে বপন।"

—রবীন্দ্রনাথ

যে ব্যক্তি যত বেশী প্রস্তুত থাকিবে, জীবন ও কর্ম্মক্ষেত্রে সে তত বেশী সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারিবে।

আপনার উপার্জ্জনের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ জমাইবার জন্য নিয়মিত অভ্যাস করার চেয়ে, জীবনের বহু কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অধিকতর নিশ্চিত উপায় আর কিছু নাই।

এখন হইতে আপনি সুরু করুন। প্রতি সপ্তাহে সামান্য যা' কিছু পারেন, তাহা নিয়মিতভাবে যদি জমাইয়া যান, তবে বৎসরকাল মধ্যেই দেখিতে পাইবেন যে, বেশ ভাল রকম একটা মোটা টাকা আপনার জমিয়া গিয়াছে।

আপনার এই কার্য্য সুরু করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিতে দিন।

ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স লিমিটেড

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর, বর্দ্ধমান, খুলনা ও বাগেরহাট।

ভারতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

(শ্রীসুধীর গুহঠাকুরতা)

বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধরত দেশসমূহে সমরসম্ভার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে সরকারী ব্যয়ভার যেমন অন্তসর রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে, অপরপক্ষে জনসাধারণের হাতে অর্থাগমও হইতেছে প্রচুর পরিমাণে। ফলে বিভিন্ন প্রকারের অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রাদির চাহিদা ও মূল্য উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির দর অল্পও অধিক মাত্রায় উর্দ্ধগামী হইয়াছে। অতএব পণ্যদ্রব্যাদির দর নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে লোভী ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্রাদির প্রকৃত অভাব না থাকিলেও নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে চোরাবাজার সৃষ্টি করিবে এবং পণ্যাদি প্রচুর পরিমাণে মজুদ করিয়া তাহাদের লাভের অঙ্ক স্ফীত করিবে। ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরিবে। বিগত মহাযুদ্ধের পরে পূর্ব্ব এবং মধ্য ইয়োরোপের দেশেসমূহে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় দেখা দেয় তাহার অন্যতম কারণ ছিল ঐ সকল দেশে বিগত যুদ্ধের সময় পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যকে অবাধ গতিতে স্ফীত হইবার সুযোগ দেওয়া।

গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পণ্যমূল্য স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় চড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও বিভিন্ন জিনিষপত্রাদি এবং বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির দর যেরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে ও অসম্ভবরূপে বাড়িয়াছে পৃথিবীর কোন দেশে তাহার নজীর পাওয়া যায় না। গাণিতিক সংখ্যানুপাতের দ্বারা পণ্যমূল্যের উঠানামার হার পরিমাপ করিবার অর্থনীতি শাস্ত্রে যে বিশেষ পদ্ধতি আছে তাহার মাপ-কাটিতে বিচার করিলেই ভারতে পণ্যমূল্যের ক্রমবর্দ্ধমান অনুপাত বুঝা যাইবে। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রধান ২৩টী পণ্যদ্রব্যের ১৯৪১ সালের মে মাসে যে স্থলে দরের সংখ্যানুপাতিক মান ছিল ১১৯, ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেস্থলে তাহাদের মান দাঁড়াইয়াছে ১৬৪।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা এবং বোম্বাই সহরে পণ্যাদির সংখ্যানুপাতিক মালের হার সর্ব্বভারতীয় দরের তুলনায় অনেকগুণ বেশী বাড়িয়াছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় গম, চাউল, যব, ভুট্টা প্রভৃতি ৮ প্রকার খাদ্যশস্যের মূল্যের মান ছিল ৮৩ এবং ৬ রকম ডাল ও কলাইয়ের দরের মান ছিল ৯৬; ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাহাদের মান যথাক্রমে ২৬০ এবং ২৩৮ এর কোঠায় পৌঁছিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দরের চড়তি আরও বিস্ময়কর। ইহাদের মূল্যের হার যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের ১১৪ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩৪ এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য জিনিষপত্রাদির মধ্যে চিনি, চা, তৈলবীজ, সরিষার তৈল, কাঁচা তুলা ও ধাতব পদার্থের মূল্যের মান আলোচ্য সময়ের ব্যবধানে যথাক্রমে ১৬২, ১৪০, ১০১, ৮০, ৬৪ এবং ১৪২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৮, ২৯৯, ১৯৬, ১০৫, ১৪৫ এবং ৩৬৭ এর সংখ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গলা দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির দরের মান উক্ত সময়ের মধ্যে ৯৭ এবং ৭৯ হইতে মাত্র ৯৮ এবং ১৫৯ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতায় তুলাজাত জিনিষপত্রাদির ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে যেখানে দরের মান ছিল ৯৭, তাহার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যেই ১৯০ হইয়াছে। একুনে কলিকাতায় ৭২টী পণ্যদ্রব্যাদির দরের হার ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের ১০০ সংখ্যা হইতে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে ২৫৪ এর পর্য্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

বোম্বাই সহরেও জিনিষপত্রাদির দর অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য চাউল, ডাল, গম, চিনি প্রভৃতির গড়পড়তা দরের যে স্থলে মান ছিল ১৩৪; সেস্থলে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহাদের গড়পড়তা মূল্যের হার উঠিয়াছে ২২৬ এর মাত্রায়। ইহা ছাড়া তৈলবীজ, বস্ত্র, কাঁচা-তুলা, তুলাজাত দ্রব্যাদি, চামড়া, ধাতব পদার্থ এবং অন্যান্য দরের হারও উপরোক্ত সময়ের মধ্যে ২০৪এর মান হইতে ২৮৮ হইয়াছে।

কিন্তু ইহার তুলনায় পৃথিবীর কয়েকটী যুধ্যমান ও প্রধান দেশসমূহে পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সালে পণ্যদ্রব্যাদির পাইকারী দরের মান ছিল ৭৭, ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে ইহার হার মাত্র ৯৯এর পর্য্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। উক্ত [illegible] কানাডা এবং গ্রেটবৃটেনে পণ্যদ্রব্যাদির [illegible] যথাক্রমে ৮৩ এবং ১৩৭এর মান হইতে এবং ১৫৯এর অঙ্কে পৌঁছিয়াছে। জার্মেণীতে ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের পূর্ব্বে জিনিষপত্রাদির মূল্যের মান ছিল ১০৭, ১৯৪২ সালের জুন মাসে এই মানের হার দাঁড়াইয়াছে ১১৪।

জিনিষপত্রাদির দর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতে জীবনযাত্রার মানও বিশেষভাবে উর্দ্ধাভিমুখী হইয়াছে। বোম্বাই সহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের যে হিসাব লওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত সহরবাসীদের গড়পড়তায় জীবনযাত্রার মান ছিল ১০৫; কিন্তু ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা হইয়াছে ২০৫, অর্থাৎ এই ৩॥ বৎসরের মধ্যে বোম্বাই সহরবাসীদের গড়পড়তায় জীবনযাত্রার মান দ্বিগুণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে গ্রেটবৃটেন, কানাডা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্ম্মেণীতে জীবনযাত্রার মানের হার এদেশের মত অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। ১৯৩৯ সালে গ্রেটবৃটেনে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবং কানাডায় জীবনযাত্রার মান ছিল যথাক্রমে ৯৯, ১০২ এবং ১৫৬; ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে তাহা মাত্র ১১৭, ১৮৮ ও ২০১এর খাতে পৌঁছিয়াছে। জার্ম্মেণীতে জীবনযাত্রার মান ১৯৩৯ সালের ১২৬ হইতে ১৯৪২ সালের মে মাসে মাত্র ১৩৮ হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে ঐসকল দেশের 'নোট' প্রচলনের পরিমাণের সহিত ভারতে 'নোট' সম্প্রসারণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতে 'নোট' প্রচলনের অনুপাত জার্ম্মেণী ছাড়া অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ফিডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক'এর হাতে নোটের পরিমাণ ছিল ৬৬৮ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার, ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে হইয়াছে ১ হাজার ৬ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার। গ্রেটবৃটেনে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড'এর

চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটী ১০ লক্ষ ৯ হাজার পাউণ্ড, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮২ কোটী ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড। আলোচ্য সময়ে 'ব্যাঙ্ক অব কানাডা'র নোটের পরিমাণ ৩৫ কোটী ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার ডলার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯ কোটী ২০ লক্ষ ৬০ হাজার ডলার হইয়াছে। জার্ম্মেণীতে 'রাইখ ব্যাঙ্কে'র ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১ হাজার কোটী ৩০ লক্ষ রাইখ মার্ক ছিল, তাহা সালের মে মাসে ২ হাজার ৫৪ কোটী লক্ষে আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু এই সকল দেশের তুলনায় ভারতে নোট প্রচলনের মাত্রা অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'র চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৯৬ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা, সেস্থলে ১৯৪৩ সালের ১৯শে মার্চ্চ এইরূপ চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৫০ কোটী ৫৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। ভারতে পণ্যমূল্যের অপ্রত্যাশিত বাড়তির জন্যও এইরূপ অধিক পরিমাণ নোট প্রচলনের অনেকটা প্রয়োজন হইয়াছে।

এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ভারতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কার্য্যকরী করা যে বিশেষ দুরূহ সমস্যায় পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে কানাডা, গ্রেটবৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণপ্রণালী সফল করিবার জন্য কি কি কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়াছে তাহা ভারতের পক্ষে বিবেচনা করা অনেকটা সমীচীন হইবে। কানাডায় ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে জিনিষপত্রাদির যে খুচরা দর এবং বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত লোকদের বেতনের যে হার বলবৎ ছিল তাহা সরকারী নিয়ন্ত্রণপ্রণালী প্রয়োগ করিয়া কোন ক্ষেত্রেই আর বাড়িতে দেওয়া হয় নাই। ইহা ছাড়া কানাডায় ক্রমবর্দ্ধমান কর ধার্য্য, মাথা পিছু অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বণ্টন করিবার মান নির্দ্দিষ্টকরণ এবং রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উপায়ের আশ্রয় লইয়া পণ্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও অত্যধিক কর ধার্য্য করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের লাভের মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় আনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত দেশে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদির সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করা ও কর্ম্মরত লোকদের বেতনের নির্দ্দিষ্ট হার স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষিজাত পণ্যাদির দর বাঁধিয়া দেওয়া, যাহাতে জনসাধারণ তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা অনাবশ্যক বাহুল্য জিনিষপত্রাদি খরিদ করার ব্যাপারে নিয়োজিত না করিয়া জাতীয় তহবিলে জমা রাখে তাহার ব্যবস্থা করা, অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের পরিমাণ মাথা পিছু নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং ধার অথবা কিস্তিতে মালপত্র ক্রয় করার ব্যবস্থা রদ করার বন্দোবস্তের দ্বারাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যমূল্য বাড়িতে দেওয়া হয় নাই। গ্রেট বৃটেনে ১৯৩৯ সালে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়, এইরূপ আইনের বলে লোকপিছু বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যাদির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং 'কিনিস' পরিকল্পনানুযায়ী জনসাধারণকে দেশরক্ষা ও জাতীয় তহবিলে উদ্বৃত্ত আয় জমা রাখিবার বিধি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে ভারতবর্ষেও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রচেষ্টা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ভারতরক্ষা বিধানবলে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করেন। ১৯৩৯ সালের ১লা

—"ভারতের সর্ব্ববিধ চাউলের
শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান"—

!

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স লিমিটেড

—ঢেঁকিছাঁটা ও আতপ কেন্দ্র—

উষাকান্ত দাস এণ্ড ব্রাদার্স

!!!

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ—৩৭এ, ৪৩।২, ৪৪।১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড (তালতলা), কলিকাতা।
খরিদ কেন্দ্র ঃ—ভারতের সর্ব্বত্র ফোন ঃ— কলি ২২৯২ (তিন লাইন)

সেপ্টেম্বর তারিখে পণ্যদ্রব্যাদির পাইকারী ও খুচরা যে বাজার দর ছিল সরকারপক্ষ তাহার উপর শতকরা ১০ ভাগ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া পণ্যমূল্য নির্ণয় করিয়া দেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য পণ্যমূল্য নিয়ামকের পদ সৃষ্টি করেন। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনে স্থির হয় যে, যে সকল জিনিষপত্র বিদেশ হইতে ভারতে আসিবে এবং যে সকল দ্রব্যাদির জন্য ভারতের সর্ব্বত্রই চাহিদা আছে, সেই সকল পণ্যদ্রব্যের দর কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে ধার্য্য করিয়া দিবেন। অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদির দর প্রাদেশিক সরকারসমূহ ধার্য্য করিবেন। কৃষি-পণ্যাদির দর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে না বলিয়া সম্মেলনে স্থির হয়। ইহার পর ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কৃষি-পণ্যাদির দর যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সর্ব্বোচ্চ মান ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৭এ দাঁড়ায়।

এইজন্য ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় পণ্যমূল্য সম্মেলন আহূত হয়। এ সম্মেলনে স্থির হয় যে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারপক্ষ তখনও কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। যাহা হউক, যুদ্ধের দরুণ জাহাজ চলাচলের অসুবিধার জন্য ভারতের কতকগুলি পণ্যের বিদেশী বাজার নষ্ট হয়। ইহার জন্য কলিকাতায় ১৯৪০ সালের জুন মাসে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মান ১৩৭ হইতে ১১৪এর পর্য্যায়ে নামিয়া আসে; কিন্তু কিছুদিন পরেই পুনরায় ১৫৭এর কোঠায় পৌছায়। জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কাপড় ও সূতার দর বিশেষভাবে চড়িয়া যায়। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' উৎপাদন করিবার পরিকল্পনার বিষয় আলোচিত হয়। গমের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য রোধ করিবার ব্যবস্থা সরকার পক্ষ অবলম্বন করিবেন এইরূপ আভাষও সম্মেলনে দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালের ৫ই ডিসেম্বর ভারত সরকার গমের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর গমনিয়ন্ত্রণ-কারী বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালের ৩০শে এপ্রিল গমনিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করা হয়।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চতুর্থ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন বসে। যে সকল প্রাদেশিক সরকার তাহাদের এলাকা হইতে অন্যত্র খাদ্যদ্রব্যাদি রপ্তানী করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন সম্মেলন তাহাদের উক্ত নীতি সমর্থন করে না। যানবাহনের চলাচল সীমাবদ্ধ হওয়ায় এই সম্মেলন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেয়ে জিনিষপত্রাদি ভারতের বিভিন্ন এলাকায় যানবাহন সংক্রান্ত বোর্ডের সহযোগিতায় সরবরাহ করিবার উপ বিশেষরূপে জোর দেন। ইহার ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে পঞ্চম প নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন আহ্বান করা এই সম্মেলনে পাইকারী ব্যব অনুমতিপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করার গৃহীত হয় এবং পণ্যদ্রব্য ও প নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক বন্দোবস্ত করার নী সমর্থিত হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গলা এবং পাঞ্জাব এই পাঁচটী অঞ্চলে স্থানীয় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যসরবরাহ বোর্ড ভারত সরকার কর্ত্তৃক গঠিত হয়। ১৯৪২ সালের ২২শে মে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করা হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসের শর্করা নিয়ন্ত্রণ আদেশানুযায়ী ভারতের জন্য একজন শর্করা নিয়ামক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় পণ্যদ্রব্যাদির দরের মান ১৯২এর সংখ্যায় যাইয়া ঠেকে।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায়

আপনার পরিবারবর্গের জন্য সংস্থান আরও ভাল করিয়া করা উচিৎ। অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হইবে না। বিমান বা শত্রুর আক্রমণে মৃত্যু হইলে দাবীর সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া হইবে। এ প্রতিষ্ঠানে এ পর্য্যন্ত পলিসির দাবী হিসাবে দেওয়া হইয়াছে

৩,০০,০০০৲

টাকার উপর

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স বিল্ডিং

১৯৪১ সালের ভ্যালুয়েশনের ফল

বোনাস (ইনটেরিম)

দশ টাকা

প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর

নূতন বীমা, ১৯৪২

১৫,০০,০০০৲

টাকার উপর

এই কোম্পানীর এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং কমিশনের হার বিশেষ লাভ-জনক। সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারের কর্ম্মঠ ও বুদ্ধিমান যুবকগণ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন ঃ

এস্, সি, রায়, এম-এ, বি-এল

জেনারেল ম্যানেজার

—হেড অফিস—

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

এইরূপ অবস্থার মধ্যে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ষষ্ঠ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন আহ্বান করেন। তিনি এই সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিধিব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি এই সম্পর্কে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার কথা বলেন। সম্মেলন একটী বেসামরিক পণ্যদ্রব্য সরবরাহ পরামর্শদাতা পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও পণ্য সরবরাহ বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করেন। ইহা ছাড়া যাহাতে দরিদ্র জনসাধারণ বিভিন্ন এলাকায় সরকার এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কতকগুলি দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পাইতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও সম্মেলনে বলা হয়।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের যে শোচনীয় পরিণতি ভারতবর্ষে দেখা গিয়াছে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বিষয় প্রতিভাত হয়। ভারত সরকার গ্রেট বৃটেন এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের চাহিদা মিটাইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যথা বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক এইরূপ মালপত্র ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৫৪ কোটী টাকা। ইহার উপর সিংহল, ইরান, ইরাক এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রয়োজনের জন্য ভারত হইতে চাউল ও গম যোগান দিতে হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলি অনেক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য অনেক লোকের নূতন চাকুরী হইয়াছে, বহু মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ভারতে আসিয়াছে, বহু নূতন লোক সরকারী 'কনট্রাক্ট' পাইয়াছে। তাহাদের আয় বৃদ্ধির জন্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মূল্যও বাড়িয়াছে। জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জিনিষপত্রাদি যথাসম্ভব মজুদ করিবার ঝোঁকও খুব দেখা দিয়াছে। ফলে চোরাবাজারের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে চাহিদার অনুপাতে প্রচুর পরিমাণে গম আনা সহজসাধ্য হইতেছে না। বিদেশ হইতে ভারতে বস্ত্রাদি আসা প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হইয়াছে। অন্যান্য দেশেও জিনিষপত্রাদির দর বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতকে তাহা আমদানী করার জন্য চড়া দর দিতে হইতেছে। মাগ্‌গী ভাতা প্রদানের জন্য জিনিষপত্র উৎপাদনের খরচের মাত্রা বাড়িয়াছে। সৈন্যবাহিনী চলাচলের জন্য যানবাহনের উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। ইহার উপর ভারতে মুদ্রা সম্প্রসারণের জন্য যে 'ইনফ্লেশন'এর লক্ষণ প্রকট হইয়াছে তাহা ভারত সরকারের অর্থ-সচিবও একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ভারতে উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যাদি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদির যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই তাহাও অনস্বীকার্য্য। ভারত সরকার ভারতের সর্ব্বত্র সমতা রক্ষা করিয়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। ইহা ছাড়া পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব এবং সরকার কর্ত্তৃক পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার অক্ষমতার জন্যও জিনিষপত্রের দর অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে।

পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ভারতে কার্য্যকরী করার অনেক বাধাও আছে। এদেশের বিশালতা, বিপুল জনসংখ্যা, অসংখ্য গ্রাম, জনসাধারণের অজ্ঞতা, অসংখ্য প্রকারের মালপত্র,

কোম্পানীর কাগজ ও সোনা রূপা

উচিত মূল্যে ক্রয় ও বিক্রয় হয় এবং বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর মিত্র (ম্যানেজিং পার্টনার)

—অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—

মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোং

Telegram :—METALITE Telephone :—SOUTH 1278

স্থাপিত—১২৯১

ব্যাঙ্কার্স এণ্ড জুয়েলার্স

৩৫নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতিতে উপহার দেবার নূতন নূতন ডিজাইনের সোনার গহনা ও রূপার বাসন সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জরুরী অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়। পুরাতন সোনা রূপার বদলে নূতন গহনা বিক্রয় করা হয়।

৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে আমাদের নূতন গহনার ক্যাটালগ পাঠান হয়।

বহু উৎপাদনকারী, মধ্যবর্ত্তী দালাল, দেশের মধ্যে বহু বিভাগ, পণ্যভোগীদের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের অভাব, ব্যবসায়ী ও পণ্য উৎপাদনকারীদের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ও পণ্যাদির সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাদির সংগ্রহের ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিকে বিশদভাবে পরিচালনা করা ব্যাহত করিয়াছে। এইজন্য কোন কোন মহলে মূল্য নিয়ন্ত্রণনীতি রদ করিবার মত দেখা দিয়াছে। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার গমের উপর নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কলিকাতায় চাউল সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি বাতিল করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কোনরূপ সুফল পাওয়া যায় নাই। স্বাভাবিক সময়ে অবাধ চাহিদা ও যোগানের তারতম্য বা সমতায় স্বচ্ছন্দ গতিতে পণ্যমূল্যের যেরূপ উঠানামা লক্ষিত হয় যুদ্ধের সময়ে বহুবিধ কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব এরূপ স্থলে নিয়ন্ত্রণ নীতি রদ না করিয়া বরঞ্চ এই নীতি ব্যাপক ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

ভারত সরকারও নিয়ন্ত্রণ নীতি বাতিল করার সার্থকতা স্বীকার করেন না। ১৯৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে জানান যে, ভারত সরকার দেশের উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া এবং বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি ভারতে আমদানী করিয়া জনসাধারণ এবং সামরিক বিভাগের চাহিদা মিটাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে নয়াদিল্লীতে আহূত নিখিল-ভারত খাদ্য-সম্মেলনেও প্রকাশ পায় যে কেন্দ্রীয় সরকার বাজার হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিবেন। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্যার জেরিমী রাইসম্যান বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে ভারত সরকার খাদ্যশস্যাদি ক্রয় করিবার জন্য ৭৫ কোটী টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বোম্বাই শহরে গম, চাউল, বাজরা, জনার প্রভৃতি 'রেশনিং' করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। করাচীতেও শীঘ্রই 'রেশনিং' ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইবে বলিয়া প্রকাশ ভূপাল, ইন্দোর, হায়দরাবাদ, কোচীন প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যসমূহেও 'রেশনিং' প্রথার প্রচলন হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারত সরকারের অর্থনীতিক পরামর্শদাতা ডাঃ গ্রেগরী ভারতে 'রেশনিং' সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনার বিষয়ও চিন্তা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ভারত সরকার ইংলণ্ড হইতে একজন খাদ্যবিশেষজ্ঞ আনয়ন করিয়াছেন। কয়েকজন খাদ্য কমিশনার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য নিয়োগ করা হইবে বলিয়াও শোনা যাইতেছে।

ভারতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আংশিকভাবে কার্য্যকরী করিতে হইলেও একসঙ্গে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করার প্রয়োজন হইবে :—(১) খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ যথাসাধ্য বৃদ্ধি করিয়া তাহা ন্যায্য মূল্য জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন চাহিদানুযায়ী বণ্টনের ব্যাপক ব্যবস্থা (২) এদেশ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করা (৩) চোরাবাজারের ব্যবসায়ীদের কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া ও তাহাদের মজুদ মাল সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত করা (৪) কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির সরবরাহ এবং বণ্টন ব্যবস্থা নিজ হাতে গ্রহণ করা (৫) কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহেও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপন করা (৬) সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা (৭) বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি আমদানীর সুব্যবস্থা করা (৮) প্রয়োজনমত মাথাপিছু অথবা প্রত্যেক পরিবার পিছু অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদি এবং খাদ্যদ্রব্যাদি বণ্টনের জন্য 'রেশনিং কার্ড' দেওয়ার ব্যবস্থা করা (৯) 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' অনতিবিলম্বে বাজারে প্রচুর পরিমাণে আনয়ন করা (১০) ধনী লোকদের ক্রয় ক্ষমতা সঙ্কোচ করিবার জন্য তাহাদের আয়ের উপর বর্দ্ধিত হারে কর ধার্য্য করা (১১) 'ইনফ্লেশন' রোধ করিবার জন্য জীবনযাত্রার মান ও জিনিষপত্রাদির দর মুদ্রাসম্প্রসারণের সমতার সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া (১২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক দেশের সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় করার ব্যবস্থা করা। ভারতে পণ্যমূল্যের যেরূপ অস্বাভাবিক স্ফীতি দেখা দিয়াছে এবং এইজন্য জনসাধারণের দুর্দ্দশা যেরূপ চরমে উঠিয়াছে, তাহাতে অবিলম্বে ইহার বিহিত না হইলে ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া একটা আশঙ্কার ভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে।

নিও টোন !

সুস্বাদু বলকারক শক্তিবর্দ্ধক টনিক। ভগ্নস্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। প্রসূতির পরম হিতৈষী। রোগান্তে বা প্রসবান্তে গ্রহণযোগ্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ

মডার্ণ লেবরেটরিজ লিঃ

৪৪।এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

১৪ বছর আগে

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের মধ্যেও ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক সমানে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সামান্য মূলধনে কাজ আরম্ভ করে বহুদিন আগেই ব্যাঙ্কটি সিডিউলড হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র এই প্রতিষ্ঠানটির অসংখ্য শাখা, শুধু জনপ্রিয়তা আর সুন্দর পরিচালনার দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে।

পৃষ্ঠপোষক :—

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই,

ম্যানেজিং ডিরেক্টার : শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট.

TMB 3.1

বাঙ্গলায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচয়

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

হেড আফিস—৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটি বাঙ্গালী জাতির ব্যবসায়ী প্রচেষ্টার গৌরব নিদর্শন। ভারতের পৌনে ২ শত জীবন বীমা কোম্পানীর মধ্যে গত কতিপয় বৎসর যাবৎ উহা সমভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের জন্য দেশের বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে বর্ত্তমানে নানারূপ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, এই অবস্থায়ও 'হিন্দুস্থান' তাহার ক্রমোন্নতির ধারা অব্যাহত রাখিয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। গত ১৯৪১ সালে এই কোম্পানী ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার বীমা পত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে এই কোম্পানীর প্রদত্ত নূতন বীমাপত্রের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। জাপানের সহিত মিত্রশক্তির যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে কোম্পানীর কার্য্যধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ক্ষতি সত্ত্বেও ১৯৪২ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১২ লক্ষ টাকা অধিক হওয়া খুবই প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির গত ১৯৩৭ সালের ১লা মে হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভেলুয়েশনে ও এম (৫) মৃত্যু তালিকার সহিত আজীবন বীমার ক্ষেত্রে ৮ বৎসর যোগ করিয়া ও মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে ৩ বৎসর যোগ করিয়া কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুহার ধরা হইয়াছে। কোম্পানীর দাদনী তহবিলের উপর শতকরা ৩৸০ হারে প্রাপ্তব্য সুদ বরাদ্দ করা হইয়াছে (পূর্ব্ব ভেলুয়েশনে তাহা ছিল শতকরা ৪ টাকা)। তাহা ছাড়া লাভসহ পলিসির উপর শতকরা ২১ ভাগ ও লাভবিহীন পলিসির উপর শতকরা ১২'৪৭ ভাগ হিসাবে কার্য্য পরিচালনা ব্যয় ধরা হইয়াছে (পূর্ব্ব ভেলুয়েশনে তাহা ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৪'২ ভাগ ও ১১'৭ ভাগ)। সুখের বিষয় এইরূপ কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াও কোম্পানীর ৩৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭০৮ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে (মধ্যবর্ত্তী বোনাস হিসাবে যে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০২ টাকা ইতিমধ্যে বিতরিত হইয়াছে তাহা যোগ করিলে মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ হয় ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৮৮ টাকা)। ঐ ভেলুয়েশনের উদ্বৃত্ত হইতে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ আজীবন বীমা ও মেয়াদী বীমার পলিসি গ্রাহকদিগকে প্রতি হাজারে বাৎসরিক ১০ টাকা হারে বোনাস দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

সুদক্ষ পরিচালনা ও বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতির গুণে হিন্দুস্থান আজ সকল দিক দিয়াই একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই কৃতকার্য্যতার জন্য হিন্দুস্থানের পরিচালকগণকে এবং উহার বর্ত্তমান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্তকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

সেণ্ট্রাল আফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টি ব্যাঙ্ক দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও আস্থা লাভ করিয়া সমধিক সাফল্য প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ২৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। উহাতে সাধারণের আমনতী জমার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। উহার সমষ্টিকৃত কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া এক্ষণে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এসমস্তই কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অভাবনীয় উন্নতির পরিচায়ক। বাঙ্গালী পরিচালিত কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে সাড়ে চারি কোটি টাকা কার্য্যকরী মূলধন দেখান সম্ভবপর হইবে ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবসা পরিচালনা, সতর্কতামূলক দাদননীতি, নগদ টাকার স্বচ্ছলতা ইত্যাদি যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক না কেন এই ব্যাঙ্কের সুদৃঢ় ভিত্তি সম্বন্ধে কোন দিক দিয়াই কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ককে এইরূপ একটি সর্ব্বজনপ্রিয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার মূলে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ শান্তিভূষণ দত্তের কর্ম্মকুশলতা বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। আমরা সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড

হেড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড স্বীয় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস জানিলে স্বল্পকাল মধ্যে এরূপ ক্রমোন্নতিতে বিস্মিত হইতে হইবে। মিলটি মাত্র ২৬ খানা তাঁত ও ৪৬ জন কর্ম্মী লইয়া কাজ আরম্ভ করে। আবশ্যক মূলধন ও সুপরিচালনার অভাবে মিলটি কোন রকমে টিকিয়া থাকিয়া চলিতে চলিতে এক সময় এরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল যে, উহার অস্তিত্ব রক্ষা পাইবে কি না সেই সম্পর্কে অনেকেরই সন্দেহ উপস্থিত হয়। মিলের এই ঘোর দুর্দ্দিনে মেসার্স এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড উহার পরিচালনার দায় ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উহার পর হইতে মহালক্ষ্মী কটন মিলের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সুরু হইল। উক্ত ফার্ম্মের কর্ণধার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত একজন দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন কৃতী ব্যবসায়ী। তাঁহার সুপরিচালনার ফলে মহালক্ষ্মীর ক্রমোন্নতি ঘটিতে থাকে। ১৯৪০ সালের অর্দ্ধেক পার হইবার পূর্ব্বেই মিলের তাঁতের সংখ্যা হয় ১৫০টি এবং উহাতে নিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬২ জন। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাস হইতে মিলে সুতা কাটা আরম্ভ হয়। সেই সব প্রারম্ভিক উদ্যোগ আয়োজনের প্রারম্ভিক অধ্যায় পার হইতে না হইতে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। অতঃপর নানারূপ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মহালক্ষ্মীর ক্রমোন্নতি একদিনের জন্যও ব্যাহত হইতে পারে নাই। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় মহালক্ষ্মী উহার অসংখ্য ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের রুচি পূর্ব্বের ন্যায় মিটাইতে পারিতেছে না। কারণ

স্পষ্ট। রঙের অভাব। হরেক রকমের মনোজ্ঞ পাড়ের শাড়ী প্রস্তুত করা আজ কেবল মহালক্ষ্মীর পক্ষেই কঠিন হইয়া দাঁড়ায় নাই, রঙের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল ভারতের সকল কাপড়ের কলকেই আজ অল্পবিস্তর এই সমস্যায় বিব্রত হইতে হইতেছে। তথাপি মহালক্ষ্মী ক্রেতা মহলের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী যথাসাধ্য রুচি মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। যুদ্ধের পরে মহালক্ষ্মী যে আবার উহার নানা ছাঁদের ও নানা রঙের সুরুচিসম্পন্ন সুন্দর সুন্দর পাড়ের শাড়ি ও ধুতি বাজারে প্রচুর পরিমাণ ছাড়িতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মহালক্ষ্মী কটন মিলস-এর ন্যায় একটি সুপরিচালিত ও উন্নতিশীল বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকতর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছিল। আমানতী জমার দিক দিয়া দেখা যায় ঐ তারিখে ব্যাঙ্কে জনসাধারণের ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা মজুত ছিল। আমরা অবগত হইলাম চলতি ১৯৪৩ সালের গত ১৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এই আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থা বিবেচনায় তৎপরতার সহিত আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কের নগদ টাকা সম্পর্কে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের প্রাপ্ত আমানতের শতকরা ৭১ ভাগই নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের দাদননীতির এই বিশেষত্ব উহার নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত করিতেছে।

গত ১৯৪১ সালে সর্ব্ববিধ ব্যয় বাদে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়াইয়াছিল ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশিদারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র লাহা ও মিঃ জে সি দাস প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্যবসায়িগণ এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে থাকিয়া ব্যাঙ্কটির কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। উঁহাদের কর্ম্মকুশলতায় বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের জনপ্রিয়তা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং

হেড অফিস—বোম্বাই

এদেশে বড় বড় শিল্পের গঠন এবং প্রসার গভর্ণমেণ্ট কোন দিনই সুনজরে দেখেন নাই। যেখানে বিদেশী ব্যবসায়িগণের স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানে তাহাদের প্রতিভূ-স্থানীয় রাজশক্তির নিকট হইতে বাধা আরও উগ্র এবং প্রকট হইয়াই উঠিয়াছে। জাহাজী ব্যবসায়ের সহিত বিদেশী বণিকের কোটী কোটী টাকার স্বার্থ জড়িত, তাই ভারতীয় বণিক এবং শিল্পপতিরা যাহাতে ব্যবসায়ের এই ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অবতীর্ণ না হয় ইহাই তাহারা কামনা করিয়াছে। এ দেশের রাজশক্তিও তাহাদের এই মনোভাবকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। এত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং জাহাজী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁহারা বাধা এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহারা যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তদ্দ্বারা কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কর্ম্মদক্ষতা এবং ব্যবসায়বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে "লয়েলটী" নামক একখানা ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া কোম্পানীর কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ২০।২২ খানা বড় বড় জাহাজ ভারতের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে মাল ও যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিতেছে। এই কোম্পানীর জাহাজ হজ-যাত্রী বহন কার্য্যেও নিয়োজিত ছিল; কিন্তু সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে অবশ্য তাহা বন্ধ হইয়াছে। জাহাজী ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করা এবং একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই কোম্পানীর আদর্শ। শুধু জাহাজ চালান নয় জাহাজ নির্ম্মাণের দিকেও কোম্পানী মনোযোগ দিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টমে কোম্পানী জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ৭৫ লক্ষ টাকার নূতন শেয়ার বাহির করিয়া অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। ভিজাগাপট্টম জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানায় ইতিমধ্যেই সাফল্যের সহিত কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই ভাবে প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া এদেশে একটি বিরাট মৌলিক শিল্পের গোড়া পত্তন করিয়া কোম্পানী ভারতবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথমে সামান্যভাবে কার্য্য সুরু করিয়া ঐকান্তিক সাধনা, সততা ও বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতির গুণে বাঙ্গলার যে কয়টি ব্যাঙ্ক আজ শক্তিশালী বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, নাথ ব্যাঙ্ক তাহাদের অন্যতম। গত ১৯৪১ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখে আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় পৌঁছিয়াছে। এই সময় মধ্যে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়া ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের শেষে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের জন্য দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যে স্থলে একটা প্রতিকূল অবস্থার সূচনা দেখা যাইতেছে সে স্থলে নাথ ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও প্রাপ্ত আমানতের পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়া উহার পরিচালকদের পক্ষে খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিতে হইবে। নাথ ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার সুবিধার্থ উহার মোট তহবিলের একটা মোটা অংশ নগদে ও নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় মজুত রাখিয়া থাকে। এইরূপ সতর্কতামূলক কার্য্য নীতির জন্য উহা সর্ব্বথা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে অংশীদারদিগকে শতকরা ৮ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে।

কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ কে এন দালাল ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মতৎপরতার গুণেই নাথ ব্যাঙ্ক আজ এরূপ একটা বৃহদাকার জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই কৃতকার্য্যতার জন্য আমরা মিঃ দালালকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোং লিঃ

১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্যবান অলঙ্কার মণিমুক্তা হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্রাদি নিরাপত্তার জন্য ভূগর্ভস্থ কোষাগারে লুকাইয়া রাখার প্রথা নূতন নয়। দস্যু, তস্কর, অগ্নিকাণ্ড বা নানাপ্রকার দৈব-দুর্ব্বিপাকের হাত হইতে মহামূল্য সামগ্রী রক্ষা করিতে গিয়া আদিমকাল হইতেই মানুষ ভূ-নিহিত কোষাগার স্থাপন করিয়া আসিয়াছে। ইহা অপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় সম্ভব নয়। সম্ভব যে নয় তাহা আজ এই মধ্য-বিংশ শতাব্দীতেও আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। বিমান আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা গর্ত্ত খুঁড়িতেছি, বাড়ীর ভীতের নীচে চোরা কুঠুরী বানাইতেছি। তাই যখনই কোন বিপদ বা আতঙ্কের হাত হইতে নিরাপত্তালাভের প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখনই স্বাভাবিকভাবে মাতা বসুমতীর কথাই মানুষের প্রথম মনে হইয়াছে। সৃষ্টির আদিম যুগে স্বভাববুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া মানুষ যে পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছিল বিংশ শতকের ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে আরও সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য করিয়া মানুষ নূতন করিয়া কাজে লাগাইতেছে। আজ যুদ্ধ এবং যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থার ফলে মূল্যবান অলঙ্কার এবং দলিলপত্রাদির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের মূল্য বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোং লিঃ এদিক দিয়া জনসাধারণের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে। কলিকাতায় সেফ ডিপজিট ব্যবসায়ের গোড়া পত্তনও এই কোম্পানীর দ্বারাই হইয়াছে। মেসার্স অমৃতলাল ওঝা এণ্ড কোং লিঃ এর পরিচালনাধীনে এই কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই কোম্পানী ১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে চৌমাথার উপর একটি পাঁচতলা বিরাট ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নিম্নে ভূগর্ভে একটি দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে। উক্ত প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকস্থ দেওয়াল, ছাত ও ভিত্তি এরূপভাবে নির্ম্মিত যে শত চেষ্টাতেও চোর ডাকাতের পক্ষে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব নহে। প্রকোষ্ঠের প্রবেশ দ্বারটি ভারী ইস্পাত দ্বারা নির্ম্মিত। উহার ওজন প্রায় আড়াই শত মণ। এই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দেয়ালের ভিতর গাঁথিয়া বহুসংখ্যক ইস্পাত নির্ম্মিত সিন্দুক স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল সিন্দুকের তালাও এরূপভাবে নির্ম্মিত যে বিশেষ ধরণের চাবি ছাড়া উহা খোলা সম্ভব নহে। নিরাপদ সংরক্ষণ স্থান হিসাবে এই প্রকোষ্ঠের নির্ম্মাণে সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। জনসাধারণ, ছোট খাট ব্যাঙ্ক এবং অনুরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নামমাত্র ফি দিয়া এই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ সিন্দুকে মূল্যবান ধনরত্নাদি গচ্ছিদ রাখিতে এবং প্রয়োজনমত উঠাইয়া লইতে পারেন।

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিন বৎসর পূর্ব্বে কার্য্য সুরু করিয়া দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ইতিমধ্যেই যে উন্নতি দেখাইয়াছে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহা একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় বলিয়াই আমরা মনে করি। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহা বাড়িয়া ৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা হয়। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। প্রাপ্ত আমানতের দিক দিয়াও এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতি সর্ব্বথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ব্যাঙ্কে জনসাধারণের ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা আমানত ছিল; ক্রমে বাড়িয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪২) তাহা ৪০ লক্ষ ৩ হাজার টাকায় পৌঁছিয়াছে। আমরা অবগত হইলাম আদায়ীকৃত মূলধন ও প্রাপ্ত আমানতের পরিমাণ উপরোক্ত পরিমাণের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পাইয়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে যথাক্রমে ৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও ৪৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার বিবেচনাসম্মত রীতিতে এই ব্যাঙ্কের দাদননীতি পরিচালিত হইতেছে। ব্যাঙ্কের গত ১৯৪২ সালের কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, উক্ত সালের ৩১শে ডিসেম্বর কোম্পানীর মোট ৫৬ লক্ষ টাকা দায়ের মধ্যে ২২ লক্ষ টাকা উপযুক্ত জামীনে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল এবং ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুত ছিল। এই ধরণের দাদননীতি হইতে ব্যাঙ্কটির নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হইতেছে।

কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ চেয়ারম্যানরূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দাশ দক্ষতার সহিত অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার গুণে এই প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে যে আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

হেড সেলস্ অফিস—১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী কেবল ভারতবর্ষেরই গর্ব্বের বিষয় নহে, পৃথিবীর সুবৃহৎ কারখানাসমূহের মধ্যে টাটার স্থান অতি উচ্চে। 'টাটা' বলিতেই ভারতের জনসাধারণের মনের চোখে লৌহ আর ইস্পাত আসিয়া দাঁড়ায়। ভারতের শিল্পোন্নতির ইতিহাসে টাটা কোম্পানীর দান অপরিমেয়। এই কারণে উহাকে শিল্পের শিল্প বলা চলে। অন্যান্য নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্য্য-পরিচালনা আজ বহুলাংশে টাটার উপর নির্ভর করিয়া আছে। এমনকি ভারতের সুবিস্তৃত রেলপথসমূহ বর্ত্তমানে টাটা না হইলে বুঝি অচল হইয়া যাইবে। ভারতীয় রেলসমূহের চাকা ও ধুরো (দুই চক্রের সংযোজক দণ্ড), টায়ার, এক্স-প্লেট ইত্যাদি টাটাই সরবরাহ করিতেছে। বিভিন্ন কলকারখানা অপরিহার্য্য যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে টাটার লৌহ ও ইস্পাতের উপরই নির্ভরশীল। ভারতের অসংখ্য কলকারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান এই ভাবে নানা দিক দিয়া টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সরবরাহ দ্বারা পরিপুষ্ট। কেবল আধুনিক কলকারখানাই টাটার দ্বারা উপকৃত হইতেছে না, আমাদের কুটির শিল্পও বর্ত্তমান অবস্থায় টাটার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চরকায় কাটা সূতার দ্বারা খদ্দর বয়নের উল্লেখ করা যায়। এই দরিদ্র দেশে বহু লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাপারে চরকা যথেষ্ট সাহায্য করে। চরকার অতি প্রয়োজনীয় অংশ হইতেছে টাকু। এই টাকু ইস্পাত দিয়া তৈরী হয় এবং ইস্পাত আসে টাটা কোম্পানী হইতে। টাটার ক্রমোন্নতির সহিত আমাদের দেশের কুটিরশিল্প ও আধুনিক কলকারখানার প্রসার এই ভাবে জড়িত রহিয়াছে।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গলার সুপরিচালিত উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে হুগলী ব্যাঙ্ক অন্যতম। ১৯৩২ সালে স্থাপিত হইয়া গত কতিপয় বৎসর মধ্যেই উহা উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা

অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে। গত ১৯৪১ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। ১৯৪২ সালের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪১ সালের শেষে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহা বাড়িয়া ৫৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকায় পৌঁছিয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কোন কোন দিক দিয়া একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসর হুগলী ব্যাঙ্ক উহার আদায়ী মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

কলিকাতায় ৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ হেড অফিস ছাড়া হাওড়া, শালকিয়া, বালী, বেলুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলীতে ঐ ব্যাঙ্কের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ সব অফিসের মারফতে ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছে।

হুগলী ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কের তহবিল দাদন বিষয়ে সকল দিক দিয়া বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন। সে কারণে ব্যাঙ্কটি একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ভালরূপ লাভ দেখাইয়া উহা সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতেছে। সুপরিচিত ব্যবসায়ী মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি এম-এল-এ ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার গুণেই হুগলী ব্যাঙ্ক অল্প সময়ের ভিতর এতদূর সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছে। এই কৃতিত্বের জন্য আমরা মিঃ মুখার্জ্জিকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

১২৪, ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যে সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অলঙ্কার শিল্পে বাঙ্গলা দেশে খ্যাতি এবং জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন মেসার্স এম বি সরকার এণ্ড সন্স তাঁহাদের অন্যতম। অলঙ্কার শিল্পে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন সততার; সততা ব্যতিরেকে সর্ব্বসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। সততা এবং সুরুচির সমন্বয়ের ফলেই এম বি সরকার এণ্ড সন্সের বর্ত্তমান প্রভাব-প্রতিভা এবং জনপ্রিয়তা সম্ভব হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা দিবস হইতেই এম বি সরকার এণ্ড সন্স এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। ক্রেতা-সাধারণও তাই অকুণ্ঠ নির্ভরতায় এম বি সরকার এণ্ড সন্সের অলঙ্কার এবং শিল্পদ্রব্য ক্রয় এবং ব্যবহার করিতেছেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে সততা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু অলঙ্কার ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করিতে হইলে তৎসঙ্গে সুরুচিসম্পন্ন এবং আধুনিকতম ধরণের অলঙ্কার নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। এদিক দিয়াও মেসার্স এম বি সরকার এণ্ড সন্সের প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। উঁহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারাদি দেখিলেই বুঝা যায় যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই উঁহারা অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে উঁহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারের ডিজাইন নূতন ফ্যাশান সৃষ্টি করিয়াছে। উঁহারা খাঁটি গিণি স্বর্ণের অলঙ্কারই প্রস্তুত করেন। বিভিন্ন প্রকার সৌখিন এবং উৎকৃষ্ট ডিজাইনের অলঙ্কার উঁহারা সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত রাখেন এবং অর্ডার দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পছন্দমত অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি জিনিষের জন্য গ্যারাণ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। প্রধানতঃ গিণি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা হইলেও উঁহাদের কারখানায় চাঁদিরূপার সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার, শিল্পদ্রব্য এবং রৌপ্যের বাসনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উঁহাদের রৌপ্যালঙ্কার এবং বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যও জনসাধারণের বিশ্বাস এবং মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস—১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

শিল্পোন্নত বর্ত্তমান দুনিয়ার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কাঠামো বহুলাংশে অভ্র ও অভ্রজাত দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত উৎপাদন ও সরবরাহের উপর নির্ভর করিয়া আছে বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। এহেন অপরিহার্য্য অভ্র বলিতে গেলে ভারতেরই একচেটিয়া সম্পদ। গোটা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগই ভারতীয় অভ্র। ভারতবর্ষে মাইকা ও মাইকানাইট উৎপাদনের যেরূপ স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে পৃথিবীর আর কোথায়ও সেরূপ নাই। বে-সামরিক জীবন-যাত্রায়, দৈনন্দিন প্রয়োজনে, নানা প্রকারের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া সামরিক প্রয়োজনে, গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরক ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত শান্তির সময় ও যুদ্ধের কালে সমভাবেই অভ্রের প্রয়োজন যে কত বিচিত্র ও কি অপরিমেয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং অভ্রকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে যদি এক বিরাট ও লাভজনক শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া উহা স্থায়ী জাতীয় সম্পদ হইয়া থাকিবে।

সুখের বিষয়, উপরোক্ত আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড পাঁচ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া অভ্র শিল্পের ক্ষেত্রে যথাসময়ে নামিয়া পড়িয়াছেন। ঐ মূলধন সম্পূর্ণ বিক্রীত হওয়ায় এবং কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার ফলে কারখানা ও খনির পরিসর বাড়াইবার অপরিহার্য্য প্রয়োজন পড়ায় সম্প্রতি কোম্পানী জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার নূতন শেয়ার বাজারে উপস্থিত করিয়াছেন।

ইতিমধ্যেই উক্ত কোম্পানী দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কলিকাতা ও গিরিডিতে কোম্পানীর বৃহৎ কারখানায় নানা আকার ও প্রকারের মাইকা এবং মাইকানাইট প্রস্তুত হইতেছে। ভারত সরকার, টাটা কোম্পানী, বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানী ও আরও বড় বড় প্রতিষ্ঠান এই কোম্পানীর নিয়মিত খরিদ্দার। উঁহাদের এজেন্সি লইবার জন্য অন্যান্য দেশ হইতে অনুরোধজ্ঞাপক চিঠিপত্র আসিতেছে। বর্দ্ধিত চাহিদার প্রতি সম্যক সচেতন হইয়া কোম্পানী বর্ত্তমান চলতি খনিগুলি ছাড়া বিহার ও রাজপুতানায় আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট অভ্রের খনি হাতে লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোম্পানীর কার্য্য সুপরিচালিত হইবার জন্য সুদক্ষ কারিগর নিয়োগ ও সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্দ্দেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কোম্পানী উহার প্রথম বৎসর হইতেই অংশীদারগণকে রীতিমত লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন। গত দুই বৎসরে মজুত তহবিলে যথেষ্ট লাভের অংশ জমা রাখিয়াও কোম্পানী অডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা মোট ২২৷৷০ আনা ও প্রেফারেন্স শেয়ারের

উপর মোট ১৪৲ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন। আমরা উক্ত কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার সুপরিচালিত উন্নতশীল ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম। ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ও ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের সাব মেম্বর শ্রেণীভুক্ত। এই ব্যাঙ্কের গত কয়েক বৎসরের কার্য্যবিবরণী আলোচনা করিলে উহার স্থায়ী অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়।

গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুন এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬৩ হাজার টাকা। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা হয়। ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমাও গত কয়েক বৎসরে উল্লেখযোগ্যরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের জুন মাসে এই ব্যাঙ্কের প্রাপ্ত আমানতের মোট পরিমাণ ছিল ৮৯ হাজার টাকা। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা ৩৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও প্রাপ্ত আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ৫০ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। এই যুদ্ধের সময়ে যখন দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তখন একটি অপেক্ষাকৃত নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইভাবে স্থায়ী উন্নতি প্রদর্শন করা খুবই প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

মিঃ এন সি চন্দ্র, মিঃ জে চৌধুরী, মিঃ এস বি রায় চৌধুরী, মিঃ এ আর খান এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে উহার কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত দত্তের কৃতকার্য্যতার কথা কেহই অবিদিত নহেন। তাঁহার উদ্যমশীলতা ও কার্য্য-তৎপরতার গুণে বাঙ্গলায় অনেকগুলি কোম্পানী স্থাপিত হইয়া সাফল্যের সহিত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তাঁহার মত কৃতবিদ্য লোকের পরিচালনায় ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

হেড অফিস ও কারখানা—পাণিহাটী, কলিকাতা

রেশম শিল্পে একদা ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান অধিকার করিত। বাঙ্গলার রেশম দেশ-বিদেশের সমাদর লাভ করিয়াছে। সেই সব কথা এখন অতীতের ইতিহাস হইতে চলিয়াছে অর্থাৎ ভারতীয় রেশম শিল্পের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় লুব্ধ বিদেশী ব্যবসায়ীরা ভারতের বাজারে জাঁকিয়া বসিতে চাহিলেন। বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ কৃত্রিম রেশম-জাত বস্ত্রাদি ভারতের বাজার-দোকান ছাইয়া ফেলিল। ফলে বর্ত্তমানে কৃত্রিম রেশম বস্ত্র বাবদ এদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। ইহার সময়োচিত প্রতিকার অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইলেও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মনোযোগ এদিকে বিশেষ নিবদ্ধ হয় নাই। এদেশে উপযুক্ত কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করাই উপরোক্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান। এই তুরন্ত অভাব বোধ হইতেই প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেডের জন্ম। একাধারে বিশেষজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইঞ্জিনীয়ার মিঃ কে সি বিশ্বাস মহোদয় স্বীয় অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্ম্মকুশলতার গুণে উক্ত মিলটিকে গড়িয়া তুলিয়া আজ উহাকে সাফল্যের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন। এই জন্য তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। আজ প্রভাতী টেক্সটাইলের জর্জ্জেট শাড়ী, ক্রেপ ইত্যাদি সৌখীন বস্ত্র দেশের প্রয়োজন মিটাইবার কাজে লাগিতেছে। এই মিলটির ক্রমোন্নতি ও প্রসার আমরা কামনা করি। উহাকে কেন্দ্র করিয়া এবং উহার অনুসরণে এদেশে কৃত্রিম রেশম শিল্পের ব্যাপকতর উন্নতি সাধিত হইলে একদিন বিদেশী রেশমজাত বস্ত্রাদিকে ভারতের বাজার হইতে একেবারে হটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। প্রভাতী টেক্সটাইলের সাফল্য দেখিয়া সেরূপ বলিষ্ঠ আশা আমরা পোষণ করি। সম্প্রতি প্রভাতী টেক্সটাইল আরও নূতন ধরণের শাড়ি ইত্যাদি সৌখীন পরিধেয় বাজারে ছাড়িয়াছেন। এই মিলের জর্জ্জেট, ক্রেপ, ছিট প্রভৃতি পরিচালকদের সুচিন্তা ও সুরুচির পরিচায়ক। গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রভাতী টেক্স-টাইলের বার্ষিক বিবরণীদৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত মিলের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইছে ৮ হাজার ৫৩৬ টাকা। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের জের ৩ হাজার ৯৫০ টাকা মিলিয়া মোট লাভের পরিমাণ হইয়াছে ১২ হাজার ৪৮৬ টাকা। উক্ত লাভ হইতে মিলটির ডিরেক্টরগণ উহার অংশীদার-গণকে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। প্রভাতী টেক্সটাইল এদেশের ব্যবসাক্ষেত্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকে হস্তক্ষেপ করিয়া এই পর্য্যন্ত যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য উহার পরিচালক ও কর্ম্মীদের কর্ম্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। আমরা প্রতি-ষ্ঠানটির আরও উন্নতি কামনা করি।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড আফিস—কুমিল্লা

কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ এন সি দত্ত ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ মিঃ জে সি চক্রবর্ত্তী গত ১৯৪১-৪২ সাল হইতে এই ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরিচালনাভার গ্রহণ করি-বার পর হইতে নানা দিক দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। মিঃ দত্ত ও মিঃ চক্রবর্ত্তী এই ব্যাঙ্কে যোগদান করিবার পূর্ব্বে উহার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার টাকা, আর উহাতে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল মাত্র ২ লক্ষ টাকা। ১৯৪১-৪২ সালের শেষে ব্যাঙ্কটির আদায়ী মূলধন বাড়িয়া ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকায় পরিণত হয়। বর্ত্তমানে ইহার বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫৷৷০ লক্ষ টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের শেষে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া ৭৷৷০ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছিল। আমরা অবগত হইলাম এক্ষণে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ লক্ষ টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বে কুমিল্লাস্থিত হেড আফিস ছাড়া এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩টি। বর্ত্তমানে কলিকাতায় ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে উহার একটি সেণ্ট্রাল আফিস স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া দেশের অন্য অনেক ব্যবসায় কেন্দ্রে নূতন শাখা আফিসও স্থাপিত হইয়াছে। ২০টি শাখা অফিসের ভিতর দিয়া এক্ষণে এই ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা প্রসারিত হইতেছে। আমরা অবগত হইলাম শীঘ্রই এই ব্যাঙ্কের আরও কয়েকটি নূতন অফিস স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এই প্রকার অগ্রগতি সকল দিক দিয়াই আমরা বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। মিঃ এন সি

দও মিঃ জে সি চক্রবর্ত্তীর সুপরিচালনায় এই ব্যাঙ্কটি ভবিষ্যতে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

শিল্প হিসাবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতের যে একটা বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত আমাদের দেশে আছে, ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ কোম্পানী স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে জনসাধারণের দৃষ্টি সেদিকে বড় একটা আকৃষ্ট হয় নাই। কন্‌ডেন্সড মিল্ক, মিল্ক পাউডার, মল্টেড মিল্ক, এবং নানাপ্রকার শিশুখাদ্য এ যাবৎ বিদেশ হইতেই আমদানী করা হইত। এই ভাবে দুগ্ধজাত এবং খাদ্যগুণ সমন্বিত ঔষধাদির বাবদ এই দরিদ্র দেশের প্রচুর অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইত। অথচ আমাদের দেশে দুগ্ধের অভাব নাই এবং অতি সহজেই আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে দুগ্ধ হইতে নানা প্রকার খাদ্য এবং খাদ্যগুণ সমন্বিত ঔষধ প্রস্তুত করা যায়। যে দূরদৃষ্টি এবং উদ্যমের পরিচয় দিয়া ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ এই বিশেষ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন—তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারা যায় না।

আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালী এমন একটা বিশেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে আমাদের শিশুদের পক্ষে নানাপ্রকার দুগ্ধজাত রাসায়নিক খাদ্যসামগ্রী আজ অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ এই সকল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কোন উদ্যম ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। এদেশে এই প্রচেষ্টা প্রথম হইলেও কোম্পানীর প্রস্তুত ভিটামিল্ক, মিল্ক পাউডার এবং ক্রীম পাউডার প্রভৃতি দ্রব্য অতি উৎকৃষ্ট ধরণের হইয়াছে ও বৈজ্ঞানিক এবং খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কেবলমাত্র উপরোক্ত দ্রব্যগুলি প্রস্তুতের কার্য্যেই কোম্পানীর উদ্যম সীমাবদ্ধ নাই। মল্টেড মিল্ক, মল্টেড ফুড এবং উৎকৃষ্ট ধরণের বিস্কুট প্রস্তুতের নিমিত্ত আধুনিকতম যন্ত্রপাতিও আমদানী করা হইয়াছে। কয়েক বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ফলে বিদেশজাত দ্রব্যাদির আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। যৎসামান্য যাহা আসে বা পূর্ব্ব হইতে বড় বড় ব্যবসায়ীর গুদামে পচিতেছিল তাহা এরূপ অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় যে সাধারণ ক্রেতার পক্ষে তাহা ক্রয় করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। অথচ যুদ্ধের ফলে সামরিক এবং বেসামরিক জনসাধারণের পক্ষে এই সকল দুগ্ধজাত এবং রাসায়নিক খাদ্যের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। এই কোম্পানীটী সর্ব্বপ্রথমে জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই আমরা দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী হইতে একেবারে বঞ্চিত হই নাই। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে ভারতের প্রধান প্রধান দুগ্ধকেন্দ্রে কোম্পানী ২৫টি কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। শিল্প ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ মেসার্স বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ নামক সুপরিচিত ফার্ম্মের সুযোগ্য পরিচালনায় এই কোম্পানী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া দেশের একটি বিশেষ অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

লিলি বিস্কুট কোং

৩নং রামকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

সুবিখ্যাত লিলি বিস্কুট এবং বার্লির মারফৎ লিলি বিস্কুট কোম্পানীর নাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এতই সুপরিচিত যে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। এদেশে বিস্কুট শিল্প যে এত বেশী প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে এ কথা কল্পনা করাও সহজ ছিল না। আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী এবং রুচি পরিবর্ত্তনের ফলে বিস্কুটের ব্যবহার যখন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং বিদেশজাত বিস্কুট আসিয়া যখন বাজার ছাইয়া ফেলিতে লাগিল তখন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। স্বীয় স্বাভাবিক দূরদৃষ্টির ফলে তিনি বুঝিতে পারিলেন এদেশে বিস্কুট শিল্পের বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। ১৯০৯ সালে তিনি কারখানা স্থাপন করেন। তিনি প্রথম হইতেই অতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যদ্বারা বিস্কুট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। বড় বড় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও লিলি বিস্কুট আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হয়। গুণে, স্বাদে এবং রকমারিতায়ও লিলি বিস্কুট ক্রেতা-সাধারণের মনোহরণ করে। গত মহাযুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগ হইতেই এই কোম্পানীর বিস্কুট গ্রহণ করা হয় এবং দেখিতে দেখিতে এই কোম্পানীর সুনাম দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। উল্টাডিঙ্গি ষ্টেসনের সন্নিকটে প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর লিলি বিস্কুট কোম্পানীর বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিকতম পদ্ধতিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন রকমের বিস্কুট এখানে তৈরী করা হয়। বৎসরে দুই কোটী পাউণ্ডেরও অধিক বিস্কুট এই কারখানাতে তৈরী হইতেছে। বিশেষজ্ঞ কর্ম্মিগণ প্রস্তুত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

লিলি বিস্কুট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের উদ্যম কেবলমাত্র বিস্কুট তৈয়ারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। "লিলি" মার্কা যে বার্লি আজ ভারতের ঘরে ঘরে সমাদৃত তাহাও তাঁহারই কারখানায় প্রস্তুত। অনেক হাসপাতালেও এই বার্লিই আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিলি বিস্কুটের মত লিলি বার্লিও আজ সমানভাবে বিদেশী বার্লির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রতিযোগিতা করিয়াই বাজারে টিকিয়া রহিয়াছে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া স্বর্গীয় শেঠ মহাশয় "লিল্লি কেমিকেল ওয়ার্কস" নামে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন। উৎকৃষ্ট টুথপেষ্ট, জুতার কালি, মেটাল বার্ণিস, ফাউণ্টেন পেনের কালি প্রভৃতিও এই কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং এই সকল দ্রব্যের বাজারে যথেষ্ট আদর ও চাহিদা আছে।

স্বর্গীয় শেঠ মহাশয়ের অধ্যবসায়, সততা এবং ব্যবসায়বুদ্ধির ফলেই লিলি বিস্কুট কোম্পানী আজ এই প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার সহিত ব্যবসায় কার্য্য পরিচালন করিয়া উক্ত কোম্পানীকে নূতন সমৃদ্ধি এবং গৌরবের পথে পরিচালিত করিতেছেন।

আজ যুদ্ধের ফলে লিলি বিস্কুট কোম্পানীর প্রস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যই সরকারী এবং সামরিক বিভাগ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছে। তৎসত্ত্বেও সাধ্যানুসারে জনসাধারণের সেবা এবং প্রয়োজন মিটাইবার মহৎ দায়িত্ব পালনে উক্ত কোম্পানীর প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। আমরা এই কোম্পানীর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

খান্না প্লাইউড ওয়ার্কস্

কারখানা : দীননগর, (এন, ডব্লু, আর)

হেড আফিস—কলিকাতা

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে যে কয়েকটি শিল্প আমাদের দেশে স্থাপিত হইয়াছে প্লাইউড কাঠ নির্ম্মাণের শিল্প তন্মধ্যে অন্যতম। প্রধানতঃ চায়ের বাক্স এবং নানাপ্রকার প্যাকিংএর কাজের জন্যই প্লাইউড ব্যবহৃত

হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতে ব্যবহৃত প্লাইউডের প্রায় সমুদয়ই বিদেশ হইতে আসিত। যে ধরণের কাঠ হইতে এই প্লাইউড তৈরী করা হয় আমাদের দেশে তাহার অভাব নাই। যুদ্ধের ফলে এক দিকে যেমন প্লাইউডের আমদানী বন্ধ হইয়াছে অন্য দিকে তেমনি ব্যবহারের পরিমাণও বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রয়োজনের তাগিদেই সৃষ্টি। এই বিশেষ শিল্পটির ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ত্তমানে কলিকাতা এবং সহরতলী অঞ্চলে ছোট বড় নানা আকারের প্লাইউড নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রচুর প্লাইউড নির্ম্মিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, নবজাত শিল্পটির ভবিষ্যত সম্পর্কে অবিমিশ্র আশা পোষণ করার পক্ষে নানা বাধা আছে। প্রথমতঃ যে শ্রেণীর কাঠ এই সকল সাধারণ কারখানায় তৈরী হইতেছে সেগুলিকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া ধরা যায় কি না সন্দেহ। ভাল ভাবে সিজন (season) না করিবার এবং ড্রাইং চেম্বারের (Drying Chamber) মারফৎ তক্তাগুলি শুকাইবার ব্যবস্থা না করিলে কাঠ কোনমতেই ভাল হইতে পারে না এবং সহজেই পোকা লাগিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিকতম উৎপাদন ব্যবস্থার সাহায্য না লইয়া নির্ম্মাণকার্য্য চালাইলে এখন সাময়িকভাবে বেশ দু' পয়সা লাভ হইলেও শিল্পটির বিরাট ভবিষ্যত সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। সাধারণতঃ চায়ের বাক্স নির্ম্মাণের জন্যই প্লাইউডের চাহিদা ; কিন্তু চা-কোম্পানীগুলির অধিকাংশই বিদেশী। এদেশী জিনিষ ভাল হইলেও তাহারা বেশী দাম দিয়া স্বদেশী জিনিষ কিনিয়া থাকে। আজ বাধ্য হইয়া এদেশী প্লাইউড ব্যবহার করিলেও যুদ্ধের পর তাহারা স্বভাবতঃই বিদেশী কোম্পানীগুলিরই পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। তদুপরি এদেশে তৈরী প্লাইউড যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয় তবে ত কথাই নাই। কাজেই যুদ্ধের সুযোগেই এই শিল্পটিকে এমনভাবে দাঁড়াইতে হইবে যে, গুণের দিক হইতেও তাহারা যেন বিদেশী প্লাইউডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। বড় বড় কারখানা স্থাপন করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থার সাহায্য লওয়াই উহার একমাত্র পথ। এদিক দিয়া খান্না প্লাইউড ওয়ার্কস্-এর উদ্যম প্রশংসনীয়। নিজেদের কারখানাকে ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বপ্রধান প্লাইউড কারখানা হিসাবে গড়িয়া তোলাই তাহাদের আদর্শ।

জি এস এম্পোরিয়ম লিঃ

হেড আফিস—৪৭ এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

সততা, অধ্যবসায় এবং প্রকৃত কর্ম্মশক্তির সাহায্যে যে বড় বড় ব্যবসা গড়িয়া তোলা কঠিন নহে জি এস এম্পোরিয়মের বর্ত্তমান সাফল্য তাহার নিদর্শন। দশ বৎসর পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণ মাত্র ৪৫৲ মূলধন লইয়া স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি ক্ষুদ্র দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ সালে 'জি এস এম্পোরিয়ম' নাম দিয়া উহাকে যৌথ কোম্পানী হিসাবে রেজিষ্টারী করা হয়। ১৯৪০ সালে জলপাইগুড়ি সহরে কোম্পানীর একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং চা-বাগান-সমূহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। পরে কোম্পানীর হেড অফিস কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসরে কোম্পানীর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় আট লক্ষ টাকা। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন গত বৎসর ছিল ১ লক্ষ টাকা, বর্ত্তমান বৎসর উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কোম্পানীর দ্রুত উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানী জনসাধারণের আস্থা এবং সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কতিপয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্কটের দিনে বহু শিক্ষিত যুবক এবং শ্রমিক এই সকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছে। এই উন্নতি এবং সাফল্যের জন্য কোম্পানীর পরিচালকবর্গ আমাদের ধন্যবাদার্হ। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সাফল্য কামনা করি।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—ভবানীপুর, কলিকাতা

এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের নাম অবিদিত নহে। ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই বার বৎসর কাল সময়ের মধ্যে দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে বহু সংখ্যক শাখা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সম্প্রসারণের পরিচয় মিলে। দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের ভবানীপুরস্থ হেড অফিস ব্যতীত কলিকাতা ডালহৌসী স্কোয়ার ও বড়বাজারে দুইটি শাখা অফিস রহিয়াছে এবং বাঙ্গলায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ ও বাঁকুড়ায় ; বিহারে রাঁচী, পুরুলিয়া ও ভাগলপুরে ; উড়িষ্যায় পুরী ; বেরহামপুর (গঞ্জাম), খুরদা রোড ; কটকে মঙ্গলবাগ ও চৌধুরীবাজারে ; আসামে তেজপুর, গৌহাটী ও চারালীতে শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বম্বে, দিল্লী এবং মাদ্রাজেও ব্যাঙ্কের এজেন্সী রহিয়াছে। দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা, বিক্রীত মূলধন ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, আদায়ীকৃত মূলধন ৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা এবং কার্য্যকরী মূলধন ২৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক উহার ১৯৪২ সালের নীট লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন। শেয়ার ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্কের যে স্বতন্ত্র এক বিভাগ খোলা হইয়াছে তাহার কার্য্যকলাপ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের আরও উন্নতি কামনা করি।

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজ চালাইয়া বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড একটি উন্নতিশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই কোম্পানী দেশের দাদনকারীদিগকে দাদনের নিরাপদ ও লাভজনক পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাহাদের তরফ হইতে কোম্পানীর কাগজ শেয়ার ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেন এবং দাদনকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদের হস্তস্থিত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কাজ কারবারে যথেষ্ট লাভের সুযোগ রহিয়াছে : উহাতে দেশের অনভিজ্ঞ লগ্নীকারকদের পক্ষে নিরাপদভাবে টাকা দাদনেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে। সম্প্রতি বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেটের গত ১৯৪২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে শেয়ার বিক্রয় বাবদ প্রিমিয়ামের দফায় ৯ হাজার ৮৮৭ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৯৮ হাজার ৬৪২ টাকা আয় হইয়াছে। ঐ আয় হইতে আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ হাজার ৬৪৫ টাকা। এই লাভ হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত রিপোর্টে প্রকাশ,

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধন ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ৬ লক্ষ ৭৯৯ টাকায় পরিণত হইয়াছে। মাসিক ১২ শত টাকা পারিশ্রমিক এবং লাভের শতকরা ১০ টাকা পাওয়ার সর্ত্তে কোম্পানী এ বৎসর ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন। এ সমস্তের ভিতর দিয়া কোম্পানীটির ব্যাপকতর কার্য্যধারা ও বিভিন্নমুখী উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় ১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ারে বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেটের একটি নিজস্ব বাড়ী স্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—দিনাজপুর

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড বাঙ্গলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম। এই ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়া ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকায় পৌঁছিয়াছে। অপরদিকে প্রাপ্ত আমানত ও মজুত তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ও ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রাপ্ত আমানতের পরিমাণ এবার শতকরা ১৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মোট ১১ লক্ষ টাকা দায়ের মধ্যে ২ লক্ষ ১ হাজার টাকা হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুত ছিল। এইসব বিবরণ দৃষ্টে এই ব্যাঙ্কটির প্রকৃত জনপ্রিয়তা ও উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ চালাইয়া দিনাজপুর ব্যাঙ্কের ৪৬ হাজার ৫২৭ টাকা নিট লাভ দাঁড়াইয়াছিল। ঐ লাভ হইতে ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ২৪ হাজার ৫৪৭ টাকা নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে দক্ষতার সহিত এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় এই ব্যাঙ্কটি ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাইয়াছে। ভবিষ্যতে যে উহা আরও বেশী সাফল্য দেখাইতে পারিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

গত ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হইয়া এই ব্যাঙ্কটি ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই ব্যাঙ্কের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। অপরদিকে জনসাধারণের উহাতে আমানতের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। এই শ্রেণীর দায়ের বদলে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—নগদ ও ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, উপযুক্ত জামীনে প্রদত্ত ঋণ ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর, পুরী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এই ব্যাঙ্কটির শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। এ সব শাখা অফিসের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বেশ প্রসার লাভ করিতেছে। ডাঃ এম চ্যাটার্জ্জী ও মিঃ কে সি কাঞ্জিলাল ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—পি-৬, মিশন রো, কলিকাতা

মোটর গাড়ীর নানাপ্রকার সাজসরঞ্জাম নির্ম্মাণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মোটর পার্টস্ অর্থাৎ মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসায়ে এই কোম্পানী দ্রুত সাফল্য অর্জ্জন করিয়া শত শত লোকের জীবিকা সংস্থানের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। এই প্রসার ও সফলতার মূলে রহিয়াছে উক্ত মোটর কোম্পানীর সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা। তাঁহার ঘটনা-বহুল জীবন কর্ম্মবহুল ব্যবসা ক্ষেত্রেরই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। প্রথম জীবনে তিনি এদেশের চিরাচরিত গতানুগতিক ধারায় ভাসিয়া চাকুরী ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এই চাকুরী ক্ষেত্রেও তিনি ২৫৲ টাকা মাহিনার সাধারণ কেরাণী হইতে সুবিখ্যাত ডানলপ কোম্পানীর পাঁচ-ছয় শত টাকার বেতনের বড়বাবুর দায়িত্বপূর্ণ পদে পর্য্যন্ত উন্নীত হন। কিন্তু প্রথম হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই তাঁহার অদম্য ও আন্তরিক আগ্রহ ছিল। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সামান্য মতভেদের ফলে তিনি ডানলপ কোম্পানীর চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া এক মোটর কোম্পানী স্থাপন করেন। ইহাই হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড। কিন্তু এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার প্রারম্ভে তাঁহার হাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন ছিল না। যা হোক, শ্রীযুক্ত দে'র অধ্যবসায়, ব্যবসা বুদ্ধি, সততা ও অমায়িক ব্যবহারের গুণে ও দানে নূতন প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। পরে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া হাওড়া মোটর কোম্পানী আজ এই প্রকারের ব্যবসায়ে ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীযুক্ত দের জীবন তথা উক্ত মোটর কোম্পানীর ক্রমোন্নতির ইতিহাস জানিলে উপযুক্ত মূলধন ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবই বাঙ্গলার শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চাদ্বর্ত্তিতার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে যে সব দুস্তর বাধা ও বিস্তর অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ সেই প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হইতে বিমুক্ত নহে। কোম্পানী উহার ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকগণকে মোটর গাড়ী সংক্রান্ত যাবতীয় সাজসরঞ্জাম যথাসাধ্য সরবরাহ করিতেছে বটে; কিন্তু বাহির হইতে অপরিহার্য্য আমদানী বন্ধ হওয়ায় মালের অভাবে কোম্পানী সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছে না। যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তা ও অসুবিধার বিবেচনায় এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার ত্রুটি সহৃদয় দেশবাসী যে গ্রহণ করিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য।

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

চিফ অফিস—আগরতলা

ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আই-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গত ১৯৩৪ সালে এই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যাঙ্কটি সন্তোষজনক উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রথম তিন বৎসরে এই ব্যাঙ্ক উহার অংশীদারদিগকে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল। চতুর্থ বৎসরে ৭ টাকা এবং ৫ম বৎসরে ৯ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি উহারা অংশীদারদিগকে শতকরা ১০

টাকা হারে লভ্যাংশ দিতেছে। বাংলা ও আসামের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। আসাম প্রদেশের গোলাঘাটে শীঘ্রই উহার একটি নূতন শাখা অফিস খোলা হইবে। ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্র-কিশোর দেববর্ম্মা ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

সিভিল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—২ ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা

সিভিল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের আরম্ভকাল বেশী দিনের কথা নয়। গত ১৯৩৬ সালে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির গোড়া পত্তন হয়। সুখের বিষয় কিঞ্চিদধিক সাত বৎসর কালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান টি উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম এই ব্যাঙ্কে জন-সাধারণের আমানতের পরিমাণ বর্ত্তমানে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আরও প্রকাশ, গত বৎসরের হিসাবে ব্যাঙ্কটির ১০ হাজার ৬৭২ টাকা নীট লাভ হইয়াছে এবং উহা হইতে কোম্পানীর পরিচালকগণ অংশী-দারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। এ সমস্ত ব্যাঙ্কটির কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নাই।

নবাব স্যার কে জি এম ফারোকী চেয়ারম্যান নিয়োগ করিয়া সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড পুনর্গঠিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এইচ্ এম ঘোষ গত ১৯৪০ সাল হইতে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার গুণেই সিভিল ব্যাঙ্ক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

পি এম বাগচী এণ্ড কোং

১৯নং গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা

গত ৬০ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ সগৌরবে এই কোম্পানীর কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। পি এম বাগচীর পঞ্জিকার নাম বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। পি এম বাগচীর বিভিন্ন প্রকার কালিও বাঙ্গলাদেশে কম পরিচিত নয়। পঞ্জিকা এবং কালি ছাড়াও নানাপ্রকার ফলের সিরাপ, স্নো, এসেন্স, ক্রীম, পাউডার, কেশতৈল, লাইমজুস, গ্লিসারিণ প্রভৃতি দ্রব্য তৈরী করিয়াও কোম্পানী কম জনপ্রিয়তা লাভ করেন নাই। এই কোম্পানীর ব্যবসানীতি উচ্চাঙ্গের; কোম্পানী যে ব্যবসায়ে হাত দিয়াছেন তাহাতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের ব্যবসায়পদ্ধতি নব-ব্রতীদের পক্ষে অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। আমরা কোম্পানীর আরও সাফল্য কামনা করি।

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

৬নং তিলক রোড, কলিকাতা

কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে মধ্য-বিত্ত সমাজের ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন উপ-যোগী গৃহ সংস্থানের ব্যাপারে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়াছেন। ব্যাঙ্কের গত ১৯৪১ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, ঐ সালের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৪ হাজার টাকা হইয়াছে। উহাতে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উক্ত ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত নিজস্ব জমি বাড়ীর মূল্য ছিল ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। নূতন বাড়ীঘর নির্ম্মাণ বাবদ ব্যাঙ্কের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। ইজারাপ্রাপ্ত জমি ও বাড়ীর মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। ব্যাঙ্কটির কার্য্য-ধারা যে সকল দিক দিয়াই কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যে শ্রেণীর-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা একটি লাভজনক ও মূলধন-সাপেক্ষ ব্যবসা। বড়ই সুখের বিষয় বিবেচনা-সম্মত রীতিতে কাজকারবার চালাইয়া ব্যাঙ্কটি ক্রমেই বেশী আয় দেখাইতে সমর্থ হইতেছে। ১৯৪১ সালের হিসাবে এই ব্যাঙ্ক অংশীদার-দিগকে শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। মিঃ জে এম দত্ত ও মিঃ এস সি লাহা প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীরা কৃতিত্বের সহিত এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস লিঃ

হেড অফিস ও কারখানা—পানিহাটি, কলিকাতা

ওয়াটারপ্রুফ্ ও রবার শিল্পজাত নানাবিধ দ্রব্য যে ভারতবর্ষেও প্রস্তুত হইতে পারে বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এরূপ স্বপ্ন দেখিবার দুঃসাহস কাহারো ছিল না। কিন্তু ১৯২০ সালে সেই অসম্ভবই সম্ভব হইতে সুরু করিল। বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সামান্য মূলধন লইয়া ২২ বৎসর পূর্ব্বে যে নূতন শিল্পের গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন, আজ তাহার সুনাম ও পণ্যসম্ভার কেবল ভারত ও ভারতের বাহিরেই ছড়াইয়া পড়ে নাই, বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কসের তৈরী মাল আজ এতদ্‌জাতীয় বিদেশী জিনিষের সহিত অনা-য়াসে প্রতিযোগিতা করিয়া সমাদর লাভ করিতেছে। যুদ্ধের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের জন্য গ্যাস মুখোস ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। ইহাদের ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফ্ (রবারহীন ও রবারযুক্ত), রবার ক্লথ, ওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ, এয়ার রিং ও কুশন প্রভৃতির কাটতি কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ নহে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সামরিক প্রয়োজনে রবারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় কোম্পানী কোন কোন জনপ্রিয় জিনিষ তৈরী বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। স্বাভাবিক সময় ফিরিয়া আসিলে আবার সেই সব দ্রব্য পূরাদমে প্রস্তুত হইতে থাকিবে। বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ বাঙ্গালীর প্রতিভা ও মৌলিকতা প্রমাণ করিয়া আজ আমাদের সকলেরই গর্ব্বের বস্তু। আমরা অকপটে উহার আরও সাফল্য কামনা করি।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড আফিস—৯এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই যুদ্ধের সময়েও যেসব তরুণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান নিজেদের ক্রমোন্নতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিন দিন কার্য্য সম্প্রসারণ করিয়া চলিয়াছে, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক তাহাদের অন্যতম। এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখে ব্যাঙ্কটির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় পৌঁছিয়াছিল। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কটিতে সাধা-রণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। তাহা ছাড়া উহার মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৩০০ টাকা। এই বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কটির ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য বৎসরে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯ হাজার ৭০০ টাকা। ঐ লাভ হইতে পরি-চালকগণ ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতায়—৯এ ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ হেড অফিস ছাড়া নিউ মার্কেট, শ্যামবাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হিলি, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, ডুবরাজপুর, নৈহাটী, ভাটপাড়া, এলাহাবাদ ও বেনারসে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত রহিয়াছে। এ সমস্তের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রসার লাভ করিতেছে।

মিঃ দেবীদাস রায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর-রূপে দক্ষতার সহিত এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড আফিস—১১ই ক্লাইভ রো, কলিকাতা

মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বাঙ্গলার সাফল্যমণ্ডিত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে এদেশের বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে কোন কোন দিক দিয়া একটা প্রতিকূল অবস্থার সূচনা হইয়াছে। সুখের বিষয় এই অবস্থায়ও এই কোম্পানীটি তাহার ক্রমোন্নতি দেখাইয়া চলিয়াছে। গত ১৯৪০ সালে 'মেট্রোপলিটন' ৭১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ৭৩ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪২ সালে উহার নূতন বীমার পরিমাণ ৭৫ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা ও কৃতকার্য্যতার মূলে এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের কর্ম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। সেজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ

ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী বাঙ্গলার একটি উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানীর গত ১৯৪১ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, ঐ সালে কোম্পানী ৬০ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের নূতন বীমার তুলনায় উহা ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বেশী।

যুদ্ধের দরুণ বীমা কোম্পানীসমূহকে নানা বাধা ও অসুবিধার ভিতর দিয়া কাজ করিতে হইতেছে। তদুপরি জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার ফলে যে সকল বীমা কোম্পানীকে নানারূপ ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ন্যাশনেল ইণ্ডিয়া অন্যতম। এই দুর্য্যোগে কোম্পানীর রেঙ্গুন ও আকিয়াব অফিস স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে। এই সব অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয় ও দেশব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগের মধ্যে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানীর পরিচালকদের যথেষ্ট কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ

হেড আফিস—১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর এদেশে এত বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কোম্পানীর পরিচালকগণ অল্পকালের মধ্যে নানা দিক দিয়া যে কৃত-কার্য্যতা দেখাইয়াছেন, এ প্রদেশের শিল্প-ব্যবসায়ের ইতিহাসে তাহা একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলা চলে। গত ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কোম্পানীটি রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। তাহার পর ১৯৪২ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সময়ে এই কোম্পানীটির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এই যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর উদ্যোক্তারা কারখানাটিতে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি বসাইতে সমর্থ হন। এই কারখানা-টিতে বর্ত্তমানে বহু প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। সরকারী অর্ডার অনুযায়ী বিস্তর মাল তৈয়ার করিয়া এই কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ তাহা রীতিমতভাবে সরবরাহ করিতেছেন। ১৯৪২ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কারখানাটিতে মোট ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইয়া-ছিল। বিভিন্ন ধরণের খরচপত্র বাবদ আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর ৮০ হাজার ৫৩২ টাকা নিট লাভ দাঁড়াইয়াছিল। এই টাকা হইতে কোম্পানীর অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হারে (আয়করমুক্ত) লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বৎসরে এই কোম্পানী যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে অনেক বেশী লাভ দেখাইয়া উহা যে অংশীদারদিগকে আরও অধিক লভ্যাংশ যোগাইতে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ কে এন দালাল ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জরূপে সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া-ছেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে মিঃ দালাল ইতিমধ্যেই নানাদিক দিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া-ছেন, তাহাতে উঁহার নিপুণ পরিচালনায় কোম্পানীটির উত্তরোত্তর বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোং

৩৫নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

একটি সমুন্নত শ্রেণীর জুয়েলারী ফার্ম্ম হিসাবে মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী আজ প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। গত ১৮৮৪ সালে এই ফার্ম্মটি স্থাপিত হয়। সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া বিশ্বস্ততার সহিত লোকের বিচিত্র রুচি অনুযায়ী স্বর্ণালঙ্কার ও জড়োয়া গহনা সরবরাহ করিয়া এই কোম্পানী আজ সুপরিচিত হইয়াছেন। উঁহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারপত্র এতই সুরুচিসম্মত ও ভেজালহীন এবং ক্রেতাদের নিকট হইতে উঁহারা এত কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমানে স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় বা প্রস্তুত করার ব্যাপারে অনেকেই একান্তভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী কেবল একটি জুয়েলারী ফার্ম্ম নহে, এই ব্যবসায়ের সঙ্গে উঁহারা ব্যাঙ্কের ব্যবসাও পরিচালনা করিতেছেন। বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যাঙ্ক-সমূহ আমানতী টাকার উপর যে হারে সুদ দিয়া থাকেন, মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর প্রদত্ত সুদের হার তাহা অপেক্ষা কম। উঁহারা পাকা সোনা ক্রয়-বিক্রয় এবং সাধারণের মূল্যবান সম্পত্তি নিরাপদে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থাও পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর মিত্র এই কোম্পানী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার অমায়িকতা ও ভদ্র ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করে। সততাই তাঁহার ব্যবসায়ের মূল আদর্শ। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পরিচালনাধীনে মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

হেড আফিস—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক অব কমার্স বাঙ্গলা দেশের সুপরি-চালিত ও উন্নতশীল ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম। মূলধন ও আমানতের দিক দিয়া ভারতের ছোটখাট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ব্যাঙ্ক অব কমার্স

নিঃসন্দেহে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মহাযুদ্ধের আবর্ত্তনে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ও আসামের প্রত্যন্ত দেশে জাপানী সামরিক ঘাঁটির অবস্থানের ফলে, এদেশে গত এক বৎসরকাল যাবৎ যে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে, সেই প্রতিকূলতার মধ্যেও ব্যাঙ্ক অব কমার্সের আমানত বৃদ্ধিতে উহার কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মদক্ষতা ও উহার সহিত আমানতকারীদের সহযোগিতা সূচিত হইতেছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ হেড অফিস ছাড়া কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কের আরও তিনটি শাখা সাফল্যের সহিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট ও দৌলতপুরেও ব্যাঙ্কটির সুপরিচালিত শাখা অফিস রহিয়াছে। গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, মজুত তহবিলের পরিমাণ ৬৭ হাজার টাকা ও ঐ তারিখে সাধারণের আমানতী জমার মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের জের ৩ হাজার টাকা লইয়া কিঞ্চিদধিক ৪৭ হাজার টাকা। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ উহার সাধারণ অংশীদারগণকে ১৯৪১ সালের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণ হইতে ব্যাঙ্কটি যে জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা ব্যাঙ্ক অব কমার্সের আরও উন্নতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেড

হেড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে 'ক্যানড্' অর্থাৎ টিনের পাত্র, শিশি-বোতল ইত্যাদির মধ্যে সংরক্ষিত ফল, তরকারী, মাছ, জ্যাম, জেলী, মারমালেড প্রভৃতি আসিয়া থাকে। এই সব 'ক্যান'-করা বিদেশী দ্রব্যাদি বাবদ যুদ্ধের আগে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইত। এদিকে আমাদের দেশে 'ক্যান' করার উপযোগী ফল, তরকারী প্রভৃতির কোন অভাব নাই। অথচ ঐ জাতীয় দ্রব্যাদির এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দ্রব্য সংরক্ষণশিল্প কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সুখের বিষয়, জাতীয় শিল্প-ব্যবসায়ের এই অভাবের দিকটায় কাহারো কাহারো দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতে থাকে। বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্ট ওয়ার্কস্ লিঃ সেই প্রয়োজনবোধের ফলেই জন্মলাভ করিয়াছে। স্বদেশজাত মালমশলার সাহায্যেই উপরোক্ত শ্রেণীর 'ক্যানড্' বা পাত্র-সংরক্ষিত জিনিষের চাহিদা মিটাইবার শুভ উদ্দেশ্য লইয়াই কোম্পানীটি সাফল্যের সহিত কাজ কারবার চালাইতেছে। উহাদের কারখানায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় জ্যাম, জেলী, আচার, মোরব্বা, নানাবিধ ফল, তরকারী ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ক্যান করা হয়। শুধু পরিমাণই নয়, গুণের দিক দিয়াও উহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বাজারে সমাদর লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। এই জাতীয় বিদেশী জিনিষের সহিত গুণাগুণের বিচারে প্রতিযোগিতা করিবার মত ক্ষমতাও কোম্পানী অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি আরও উন্নত ও শক্তিশালী হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিঃ এই দেশের বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর হইতে অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় বীমা ব্যবসায়কেও নানা বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধা সহ্য করিয়া চলিতে হইতেছে। জাপান কর্ত্তৃক মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার পর দেশে একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া চলিতে থাকে। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিমিটেডের গত বৎসরের নূতন কাজের পরিমাণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৩'৬ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বীমা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও পরিচালকবর্গের কর্ম্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতারই কেবল পরিচয় মিলে না, কোম্পানীটির উপর বীমাকারীদের আস্থার প্রমাণও পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ ব্যয়ের হার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ১৬'২ ভাগের স্থলে এবার শতকরা ১৪'৪ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে। আরও নানা দিক দিয়া কোম্পানীর ক্রমোন্নতির পরিচয় পাইয়া আমরা খুশী হইয়াছি। ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লইয়া গঠিত। আমরা এই উন্নতশীল বীমা কোম্পানীর উন্নতি কামনা করি।

ডি এন বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

৩৬।১-এ, সরকার লেন, কলিকাতা

উন্নততর এবং অধিকতর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বিদেশী বণিক স্বার্থের অসম প্রতিযোগিতার সহিত পাল্লা দিয়া কিছুদিন পূর্ব্বেও অন্ততঃ গেঞ্জী প্রস্তুতের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা আমাদের দেশের শিল্পোৎসাহিগণের পক্ষে সহজ ছিল না। নিছক ব্যবসায়বুদ্ধি চালিত হইয়া মানুষ যেখানে সংশয়াকুল এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, মহত্তর অনুভূতি এবং জাতীয় স্বার্থের চেতনাবোধ সেরূপ ক্ষেত্রেও নব প্রেরণায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। শ্রীযুক্ত ডি এন বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস লক্ষ্য করিলে এই উক্তির সত্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙ্গলার যুবশক্তিকে যে নূতন প্রেরণা এবং শক্তির মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই শক্তির প্রবাহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন প্রেরণা লইয়া শিল্পে, সাহিত্যে নবজীবন সৃষ্টি করিলেও বাঙ্গালীর সৃজনী প্রতিভা ব্যবসা ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের স্বদেশী মন্ত্রকে স্বদেশী ব্যবসা এবং শিল্পসৃষ্টির কাজে রূপান্তরিত করিবার জন্য যাঁহারা অগ্রসর হন, শ্রীযুক্ত ডি এন বসু তাঁহাদের অন্যতম। সামান্য মূলধন লইয়া ক্ষুদ্রাকারে যে প্রতিষ্ঠানটি তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই আজ বিরাট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত বসুর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্ম্মকুশলতাই এই সাফল্যের মূল কারণ। অত্যুৎকৃষ্ট ধরণের গেঞ্জী প্রস্তুত করার এই প্রতিষ্ঠানটি বরাবরই সুনাম বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। ইহার 'শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা' গেঞ্জীর সর্ব্বত্র সমাদর। আমরা এই ফ্যাক্টরীর উন্নতি কামনা করি।

বঙ্গশ্রী আয়ুর্বিজ্ঞান মন্দির ও লেবোরেটারী

৯৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভারতবর্ষে নূতন নয়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই শাস্ত্রসম্মত চিকিৎসাপদ্ধতি গৌরবের সহিত চলিয়া আসিতেছে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত শক্তির ফলেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত হইয়াও এই দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতি সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সব সময়ই ব্যয়সাধ্য, তাহা আমাদের এই দরিদ্র দেশের জনসাধারণের পক্ষে সব সময় সম্ভবও নয়। তাই আয়ুর্ব্বেদের ব্যাপক ক্ষেত্র এখনও পড়িয়া রহি-

-য়াছে। আয়ুর্ব্বেদ ঔষধাদির প্রচার এবং চিকিৎসাপদ্ধতির প্রসারলাভ নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। সততা এবং নির্ম্মাণ পদ্ধতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের যাহাতে প্রচার হয় তজ্জন্য বঙ্গশ্রী আয়ুর্বিজ্ঞান মন্দির ও লেবেরেটারী যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

সন্তোষ বিস্কুট কোম্পানী

হেড অফিস—৮নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যে কয়েকটি ব্যবসায়ে বাঙ্গালী অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়িগণ অপেক্ষা অগ্রগামী, বিস্কুটের ব্যবসা তন্মধ্যে একটি। জীবনযাত্রা এবং রুচির পরিবর্ত্তনের ফলে আজকাল বিস্কুট একটি অতি জনপ্রিয় খাদ্য। বিস্কুটের চাহিদা দিনের পর দিন বাড়িয়াই যাইতেছে। বর্ত্তমান দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বিস্কুট ব্যবসায়িগণের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। বর্ত্তমানে বিদেশী বিস্কুটের আমদানী নাই বলিলেই হয়। দেশীয় কোম্পানীগুলি আছে বলিয়াই আজও বাজারে বিস্কুট পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য অধিকাংশ বিস্কুট কোম্পানীর বেশীর ভাগ উৎপন্ন জিনিষ সরকারী প্রয়োজনে গৃহীত হইতেছে। বিস্কুট ব্যবসায়ের ভবিষ্যত যে কিরূপ আশাপ্রদ, তাহা বিভিন্ন বিস্কুট কোম্পানীর অবস্থা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। সামান্য মূলধন লইয়া অধ্যবসায় ও সততার গুণে যে কিরূপ বিরাট বিস্কুটের কারখানা স্থাপন করা যায়, সন্তোষ বিস্কুট কোম্পানী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সন্তোষ বিস্কুট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বৈশ্য সাহা কয়েক বৎসরের মধ্যেই যেরূপ বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়াছেন এবং যেরূপ সুস্বাদু এবং উৎকৃষ্ট বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মিটাইয়াছেন, তাহাতে তিনি ধন্যবাদার্হ।

বেঙ্গল ববীন এণ্ড প্লাইউড কোং লিঃ

৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে জুট কটন মিলের ববীন ও প্লাইউড নির্ম্মাণ করার জন্য যে কয়েকটী প্রতিষ্ঠান আছে তন্মধ্যে বেঙ্গল ববীন এণ্ড প্লাইউড কোং একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। কেবলমাত্র চায়ের প্যাকিং-এর জন্যই আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ প্লাইউডের বাক্স দরকার হয়। যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালে ইহার প্রায় সমুদয় অংশই বিদেশ হইতে আসিত। যুদ্ধের ফলে বিদেশী মালের আমদানী অসম্ভব হ্রাস পাওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদে প্লাইউড নির্ম্মাণের জন্য ছোট বড় অনেকগুলি কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের উৎপন্ন মালের পরিমাণ সামান্য। প্লাইউড ও ববীন তৈরী দেশের পক্ষে আজকাল অতি লাভজনক এবং প্রয়োজনীয় শিল্প। বাঙ্গলা দেশে প্লাইউড ও ববীন তৈরীর জন্য যে কয়েকটি কারখানা আছে তাহার অধিকাংশই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু বেঙ্গল ববীন এণ্ড প্লাইউড কোম্পানী একটি যৌথ কারবার। আধুনিকতম পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতি সহযোগে এখানে প্লাইউডের বাক্স তৈরী হইতেছে। এই কোম্পানী শীঘ্র আরও একটি কারখানা খুলিবার আশা করেন। কোম্পানীর সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত সন্তোষ চ্যাটার্জ্জী মহাশয়ের অভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া কোম্পানী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

মিলান এণ্ড কোম্পানী

হেড অফিস—১৪নং ডি এল রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গেঞ্জী শিল্পের ভবিষ্যৎ আমাদের দেশে খুব উৎসাহজনক। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের ফলে জাপানী প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ায় দেশীয় গেঞ্জীর কারখানাগুলির সুবিধা হইয়াছে এবং চাহিদাও শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। যে কয়েকটি মাত্র কারখানা আছে, দিনরাত্রি কাজ চালাইলেও দেশের প্রয়োজন আংশিকভাবে মিটাইবার সাধ্যও তাহাদের নাই। হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত এবং ঐসব দ্রব্যের ব্যবসা বেশ লাভজনক। এই ব্যবসায়ে মিলান এণ্ড কোং বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠিতা শ্রীযুক্ত অনাথনাথ রায় পাবনার বিখ্যাত শিল্প সঞ্জীবনী কারখানায় হাতেকলমে কাজ শিখিয়া এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলেন। বর্ত্তমানে ইহা একটি বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে এই কোম্পানীর প্রতিনিধি রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

ভারত পটারিজ লিঃ

হেড অফিস—৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সভ্যতার আদিম যুগ হইতেই আমাদের দেশে বহুলোক মৃৎ শিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আধুনিক কালের রুচিসম্মত উন্নত ধরণের মৃৎ দ্রব্য প্রস্তুতে কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভারতবর্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর বাহিরে চলিয়া যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব বৎসরই প্রায় অর্দ্ধ কোটী মুদ্রার মৃৎ দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। অথচ এই শিল্পটি গড়িয়া তোলা মোটেই কঠিন নহে। ভারত পটারিজ এই কার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। মেসার্স সিরামিক ট্রাষ্ট এই কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

সুবার্ব্বন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

সুবার্ব্বন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট দৃষ্টে এই ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধজনিত অবস্থায় অন্য বহুবিধ ব্যবসায়ের ন্যায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষেও নানারূপ বাধাবিঘ্ন দেখা দিয়াছে। সুখের বিষয়, এইরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ভিতরও আলোচ্য বৎসরে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন পূর্ব্বের তুলনায় ২৫ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ হাজার টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কে জনসাধারণের আমানতের পরিমাণও ৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা হইতে বাড়িয়া ৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন এই ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। কোম্পানীর কাগজ, ডিফেন্স বণ্ড, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে শেয়ার প্রভৃতিতে ৩৭ হাজার ৪১১ টাকা, নিরাপদ ও আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ২ল ৪৯ হাজার টাকা, মোটর গাড়ী ও আসবা পত্রে ২৫ হাজার টাকা, জমিতে ১৫ হাজ ২৪৫ টাকা। আলোচ্য বৎসরে সুবার্ব্ব ব্যাঙ্কের নীট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৫ হাজ টাকা। উক্ত টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদ দিগকে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা হি লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ম্যানে ডিরেক্টর মিঃ বি সি দাসের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতির পথে অ হইতেছে।

পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোম্পানী আইনের নূতন বিধানমতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায়ী মূলধন দেখাইয়া পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কটির পরিচালকমণ্ডলীতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। মিঃ সনৎ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ রায় চৌধুরী জমিদার যুক্তভাবে এই কোম্পানীর কর্ণধার হইয়াছেন। কলিকাতায় ১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ হেড অফিস ছাড়া হাটখোলা, ঈশ্বরদি ও সাটুরিয়ায় এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

বিদ্যাসাগর কটন মিলস্ লিঃ

হেড অফিস—১১নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বস্ত্রশিল্পে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশ অনেক অগ্রসর হইলেও এই শিল্পের এখনও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়া গিয়াছে। এখনও আমাদের দেশীয় মিলে তৈরী কাপড়ে দেশবাসীর প্রয়োজন মেটে না। গত মহাযুদ্ধের সুযোগেই আমাদের দেশে বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমান যুদ্ধ এদেশী বস্ত্রশিল্পের সম্মুখে নবতর সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। প্রতিষ্ঠিত কলগুলি যথাশক্তি কাজ চালাইয়াও বাজারের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। রকমারী কাপড় তৈরী যুদ্ধের বাজারে অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এদিক দিয়া বিদ্যাসাগর কটন মিলস্-এর উদ্যম প্রশংসনীয়। ইহাদের তৈরী ঝরণা, রামধনু, ডুরে, জলতরঙ্গ, সেলুলা প্রভৃতি রঙ্গীন ও শোভন শাড়ী এবং বিভিন্ন প্রকারের ধুতি এখনও বাজারে বাহির হইতেছে। নানা-প্রকার জামার কাপড়ও তৈরী হইতেছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

দি ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৭এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে "দি ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের" নাম অপরিচিত নহে। এই ব্যাঙ্কটির আদায়ীকৃত মূলধন অর্দ্ধলক্ষ টাকার উপর। শতকরা ৩৷৷০ হইতে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিয়া এই ব্যাঙ্ক স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যূন ১০০৲ টাকা জমা দিয়াই চলতি হিসাব খোলা যায় এবং অন্যূন ১০৲ টাকা জমা দিয়া সেভিংস্ একাউণ্ট খোলা যায়। সেভিংস্ একাউণ্টে সপ্তাহে দুইবার টাকা তোলার সুবিধা আছে। কলিকাতার হেড অফিস ছাড়াও নৈহাটী, বেলডাঙ্গা এবং কৃষ্ণনগরে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সকল শাখার মারফৎ সন্তোষজনক কাজকারবার হইতেছে। আমরা ব্যাঙ্কটির উন্নতি কামনা করি।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

১৯০১ সালে "শিলং ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড" নামে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পো-রেশন লিমিটেড" নাম রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধজনিত জরুরী এবং অনিশ্চিত অবস্থা ব্যাঙ্ক ব্যবসার পক্ষে অনুকূল নহে। বিশেষ করিয়া আসামের সীমান্তে জাপানী আক্রমণের ফলে ঐ প্রদেশস্থ ব্যাঙ্কগুলির কাজকারবারের পথে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পো-রেশন যে সন্তোষজনকভাবে সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং-এর কাজকারবার চালাইয়া যাইতেছেন তাহা আনন্দের কথা। শিলং ছাড়াও শ্রীহট্ট এবং হবিগঞ্জে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিস রহিয়াছে।

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ

শেয়ার ডিলার্স হাউস, ১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

সহর ও সহরতলীতে জমি ক্রয় করিয়া তৎপর বাসগৃহের উপযোগী করতঃ সাধারণের নিকট তাহা বিক্রয় করা আজকাল একটা লাভজনক ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ ব্যবসায় গড়িয়া উঠার ফলে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আজ অল্পায়াসে বাড়ীঘর তৈয়ার ও ক্রয়ের সুবিধা পাইতে-ছেন। এই শ্রেণীর ব্যবসায় চালাইবার উদ্দেশ্য লইয়া ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড গত ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে স্থাপিত হয়। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যুদ্ধ-কালীন অবস্থার ভিতরও এই কোম্পানীটি উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতার সহিত উহার ব্যবসা পরিচালনা করিয়া চলিয়াছে। নিউ আলীপুর কলোনিতে এই কোম্পানী সুবিস্তৃত জমি ক্রয় করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের এলা-কার মধ্যেও উহারা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন। কোম্পানী শতকরা ৩৷৷০ আনা হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদে সাধারণের নিকট হইতে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কোম্পানী বর্ত্তমানে অংশিদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছেন। আমরা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বাসন্তী প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস—৩১, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা।

আমাদের এই দরিদ্র দেশে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক সাধারণের মধ্যে প্রভিডেণ্ট জীবন বীমা ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুযোগ আছে। এই ব্যবসায়ে যে শুধু বীমা কোম্পানীই লাভবান হইবেন তাহা নহে, অন্যভাবে যাঁহাদের এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করা হইয়া উঠিত না তাঁহারাও এই ব্যবস্থার সুযোগ লাভ করিয়া বার্দ্ধক্যে এবং বিপদে-আপদে কাজে লাগার মত সামান্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন। সুপার-চালিত এবং দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় সমাজের স্বল্প সঙ্গতিপন্ন লোক-দের পক্ষে সঞ্চয়ের সুযোগও তত বৃদ্ধি পায়। জীবন বীমার এই ক্ষেত্রে বাসন্তী প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কাজ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালে এই কোম্পানী স্থাপিত হইলেও ইহারা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তেজপুর, ঢাকা, কটক, পুরী, আন্দুল, বহরমপুর (গঞ্জাম), রাঁচি, নাগপুর, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শাখা অফিস স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সকল শাখা অফিস মারফৎ কোম্পানীর কার্য্য প্রসার লাভ করিতেছে।

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস—৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের দেশে লবণ শিল্প এবং ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষেত্র এবং সম্ভবনাময় ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য লবণের প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই অধিক; তাহা ছাড়া গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও প্রচুর লবণ প্রয়োজন। কিন্তু বিদেশী শাসকচক্রের

জটিল ব্যবস্থার ফলে লবণের জন্য আমদিগকে প্রধানতঃ বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। দেশী লবণ যাহা আমরা ব্যবহার করি তাহারও অধিকাংশ সিন্ধুদেশে প্রস্তুত হয়। বাঙ্গলায় ব্যাপক আকারে লবণ প্রস্তুতের জন্য ১৯৩৪ সালে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুত রাজশেখর বসু এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুকে ডিরেক্টার করিয়া বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র দত্ত "দত্ত এণ্ড চৌধুরী" নাম লইয়া কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সুযোগ্য পরিচালনাধীনে প্রথমাবধিই আধুনিকতম উপায়ে লবণ প্রস্তুত হইতে থাকে। কাঁথির সমুদ্রোপকূলে "আচার্য্যরায়নগরে" বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়া কোম্পানী লবণ প্রস্তুত করিতেছেন। ১৯৪১ সাল হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। আমরা উক্ত কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অল্প কয়েক বৎসর হইল ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার কর্ম্মতৎপরতা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ৬ লক্ষাধিক টাকা এবং কার্য্যকরী মূলধন ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষাধিক টাকায় পৌঁছিয়াছে; স্থায়ী এবং চল্‌তি আমানতের পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ব্যাঙ্কটির জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হইতেছে। দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা এবং কটকে ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কটির শাখা স্থাপিত হইয়াছে। আঠারবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ব্যাঙ্কটির চেয়ারম্যানরূপে যথেষ্ট কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিতেছেন। ব্যাঙ্কটি ভবিষ্যতে উন্নতি করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

ন্যাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশুদ্ধ এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঔষধাদি নির্ম্মাণের সুপরিচালিত প্রচেষ্টা আমাদের দেশে যত বেশী দেখা দেয় ততই মঙ্গল। এই রোগজীর্ণ দরিদ্র দেশের অধিবাসিগণের পক্ষে স্বল্পমূল্যের ঔষধ একান্ত অপরিহার্য্য। ন্যাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুতকার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কৃতি ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনভার গ্রহণ করার পর হইতেই ইহার যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। আমরা আশা করি প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে।

কেমিকেল এ্যাসোসিয়েশন (ক্যালকাটা) লিঃ

এই কোম্পানীর কাজল কালি আমাদের দেশে সুপরিচিত। ফাউণ্টেন পেনের কালি নির্ম্মাণে যাঁহারা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ইঁহারা তাঁহাদের অন্যতম। ফাউণ্টেন পেনের কালি বিদেশ হইতেই আসিত এবং ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে চলিয়া যায় দেখিয়া ইহার উদ্যোক্তৃগণ কালি প্রস্তুতের দিকে নজর দেন। কাজল কালি বাজারে যথেষ্ট সুনাম এবং জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। আজকাল আরও বহু কোম্পানী ফাউণ্টেন পেনের কালি বাহির করিয়া বাজারে ছাড়িতেছেন এবং যুদ্ধের বাজারে বিদেশী ভাল ভাল কালিগুলির আমদানী বন্ধ হওয়ায় বাধ্য হইয়া লোকে তাহাই কিনিতেছে। দুই একটি ছাড়া এই সকল কালির অধিকাংশই অতি নিকৃষ্ট ধরণের; আজ বাধ্য হইয়া কিনিলেও ক্রেতা সাধারণের বিরক্তিও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পর বিদেশী ভাল কালিগুলি যখন আবার বাজারে দেখা দিবে তখন কেহ আর এই সকল কালির দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। কালি প্রস্তুতকারকদের এখন হইতেই সাবধান হইতে হইবে। কাজল কালি এবং আরও দুই একটি প্রতিষ্ঠান, যাঁহারা উন্নত ধরণের কালি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট অন্ততঃ দেশবাসী এই দাবী করিতে পারে যে গুণের দিক হইতে তাঁহাদের কালি এমন উন্নত হউক যেন ক্রেতা সাধারণকে ভুলিয়াও বিদেশী কালির দিকে আর না চাহিতে হয়।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ্ এসোসিয়েশন লিঃ

হেড অফিস—মাদ্রাজ

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ গত ১৯২৫ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় দক্ষিণ ভারতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এইটিই প্রথম। ইহার সুযোগ্য জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ সি এম্ শ্রীনিবাসনের সুদক্ষ পরিচালনা ও বিচক্ষণতার গুণে ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এতাবৎ বীমা কোম্পানীটি বিজ্ঞানসম্মত কর্ম্মপদ্ধতি মা চলিতেছে এবং প্রতি বৎসরই উহার অ ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ পাইতেছে এবং বীমাকারীদের মধ্যে মৃ স্তার ও কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনার ব্য হার পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই কমিয়া আসিতে কোম্পানীর ব্যবসায়ের পূর্ব্বভারতীয় অঞ্চ চীফ এজেণ্ট হইতেছেন মেসার্স মিটার্স কন্‌সার্ণ লিঃ, ১০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকা আমরা প্রতিষ্ঠানটির আরও শ্রীবৃদ্ধি ক করি।

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩ ও ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কু ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নাম অপরিজ্ঞাত ন এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকমণ্ডলীতে ব্য ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও তজ দূরদর্শিতার দাবী করিতে পারেন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি রহিয়াছেন। ব্যাঙ্কটি আধু ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন ক থাকে। কলিকাতায় হেয়ার ষ্ট্রীটস্থ অফিস ছাড়া ঢাকা, শান্তিপুর, রাজস বগুড়া, বালী, শিলিগুড়ি ও কালিম্পঙ কুবের ব্যাঙ্কের শাখা অফিস প্রতি রহিয়াছে। কুবের ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির উহার সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মকুশলতা ও দূরদর্শিতার বড় কম নহে। আমরা এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বিনোদবিহারী কটন এণ্ড উলেন মিলস

পি ৬, মিশন রো এক্সটেন্‌শন, কলিকাত

আমাদের দেশে এখনও বস্ত্রশিল্পের বি ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। দেশীয় ব্যবস এবং শিল্পপতিগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট লেও দেশী কলে প্রস্তুত কাপড়ে দেশের অ এখনও মেটে না। নূতন নূতন কাপড়ের স্থাপনের উদ্যম প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু অ এবং সঙ্গতিপন্ন উদ্যোক্তার অভাবে অ ক্ষেত্রেই প্রয়াস সাফল্য লাভ করিতে প না। এদিক হইতে বিবেচনা করিলে যায় বিনোদবিহারী কটন এণ্ড উলেন মি লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে অন্ততঃ এই স অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত হও ফলে মিলটি দ্রুত অগ্রগতির পরিচয় দি

বে বলিয়াই আমরা আশা করি। মোট লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অনুমোদিত মূল- লইয়া কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। তায় কোম্পানীর মিলবাটী নির্ম্মাণের র্য্য যুদ্ধজনিত সকল অসুবিধার মধ্যেও সর হইতেছে।

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ড অফিস—১০, ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটি রিচিত প্রতিষ্ঠান। ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ হেড ফিস ব্যতীত কলিকাতার অভ্যন্তরে বিভিন্ন ঞ্চলে উহার আরও চারটি শাখা অফিস য়াছে। এতদ্ব্যতীত চুঁচুড়া, সিরাজগঞ্জ, া, ময়মনসিংহ, বর্দ্ধমান, কুষ্টিয়া ও জামাল- উক্ত ব্যাঙ্কের একটি করিয়া শাখা রহি- । উপরোক্ত বিভিন্ন শাখাসমূহ লইয়া ারেশন ব্যাঙ্ক এই মহাযুদ্ধের অনিশ্চয়তার বহাওয়ার মধ্যেও সাফল্যের সহিত কার্য্য চালনা করিতেছে। ব্যাঙ্কটির অনুমোদিত নের পরিমাণ ১ কোটি টাকা, বিক্রীত ন ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, আদায়ীকৃত ন ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা এবং রিজার্ভ ণ্ড ও অন্যান্য ফণ্ডের মজুত পরিমাণ ১ লক্ষ হাজার টাকা। ফেডারেশন ব্যাঙ্কের মোন্নতি দৃষ্টে উহার আরও ভবিষ্যৎ উন্নতি র্কে আমরা বিশেষ আশা পোষণ করি।

ঙ্গল কটন কার্পিটভেশন এণ্ড মিলস্ লিমিটেড

ঃ অফিস—২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের দেশে বস্ত্র শিল্পের দ্রুত উন্নতি াছে এবং আরও অপরিসীম উন্নতির াবনা রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার বস্ত্র র পক্ষে একটি বিশেষ সমস্যা এই যে, প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে যে সূক্ষ্ম শযুক্ত তুলা ব্যবহৃত হয় তাহা এতকাল দেশ হইতেই আমদানী করিতে হইত। র ব্যাপারে বাঙ্গলার এই পরমুখাপেক্ষিতা করিবার উদ্দেশ্যে গত ১৯৪০ সালে বেঙ্গল কার্পিটভেশন এণ্ড মিলস্ লিঃ ত হয়। ইতিমধ্যেই কোম্পানী ন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পানী ত্রিপুরা রাজ্যে আরও দুইটি (বামুটিয়া ও বেঙ্গল কটন এষ্টেট) যে র জমির বন্দোবস্ত লইয়াছে তাহা তুলা র সম্পূর্ণ উপযোগী। এই নূতন অথচ শালী কোম্পানীটি গত বৎসর উহার ীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন। আমরা এমন একটি তুলা-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নতি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—২১, এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। বাঙ্গলার সুপরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান অন্যতম। এই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে এমন সব লোক আছেন যাঁহারা ব্যাঙ্ক ও অন্যবিধ ব্যবসা ক্ষেত্রের সহিত দীর্ঘকাল জড়িত থাকিয়া দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দাবী করিতে পারেন। ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের ক্রমোন্নতির মূলে উহার সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন চাটার্জ্জির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অক্লান্ত অধ্যবসায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা অকপটে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কামনা করি।

বেঙ্গল ফার্ম্মস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

প্রধান কার্য্যালয়—"সুরভিস্থান", পোঃ বাদকুল্লা, জিলা নদীয়া

বঙ্গীয় ফার্ম্মস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড নদীয়া জিলার অন্তর্গত বাদকুল্লা রেল ষ্টেশনের নিকট প্রায় এক হাজার বিঘা জায়গা নিয়া তথায় 'সুরভিস্থান' নামক আধুনিক ধরণের সুন্দর সহর গড়িয়া তুলিতেছেন। এই কোম্পানী বর্ত্তমানে ১২ হাজার বিঘা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যৌথ কৃষিকার্য্য চালাইতেছেন। বোয়ালিয়া মৌজায় এইরূপ কৃষিকার্য্যের জন্য ট্রাক্টর দ্বারা চাষাবাদ হইতেছে। ধান, গম, টমেটো, আলু, কপি, ছোলা, কলাই, প্রভৃতি শস্য ও শাকশব্জীর চাষ করা হইতেছে। বাদকুল্লার সুরভিস্থানে কোম্পানীর একটী বৃহৎ ডেয়ারী ফার্ম্ম আছে। এতদ্ব্যতীত চাউলের কল, তেল কল, কাটলারী, কাঠের কাজ, ইটের কল প্রভৃতি কোম্পানীর পরিচালনাধীনে চালিত হইতেছে। মৎস্যের চাষ, পশুপালন, ও মৌমাছির চাষের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। একটী শক্তিশালী ডিরেক্টর বোর্ড এই কোম্পানীর কার্য্যকলাপ বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। কোম্পানী 'সুরভিস্থানে' যাহাতে মধ্যবিত্ত পরিবার নিজ নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার জন্য যায়গা নিতে পারেন তজ্জন্য সুলভ মূল্যে জমি বিক্রয় করিতেছেন এবং ইহা ছাড়া যৌথ কৃষি-ক্ষেত্রের জমি ১০ বিঘা, ২০ বিঘা এবং ৪০ বিঘা ইউনিটে কোম্পানীর অংশীদারদের নিকট মৌরসী মক্‌রারী সর্ত্তে বিক্রয় করিতেছেন।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নোয়াখালী

এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখে ব্যাঙ্কটির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ছিল। ঐ তারিখে উহাতে সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির মোট ৭ হাজার ১৮৯ টাকা (পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্তসহ) নিট লাভ হয়। ঐ টাকা হইতে অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ প্রতিকূল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অবস্থার ভিতরও ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং অংশীদারদিগকে উচ্চ হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছে ; ইহা সুখের বিষয়।

নোয়াখালীস্থ হেড অফিস ও কলিকাতার ৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ অফিস ছাড়া বালিগঞ্জ, চৌমুহনী, চাঁদপুর, ঢাকা, ফেণী, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, আদ্রা, পূর্ণিয়া, রাঁচি ও ঠাকুরগাঁওয়ে এই ব্যাঙ্কটির শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই শাখা অফিসসমূহের মারফতে ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রসারিত হইতেছে। মিঃ এম কে গুহ ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১২।২ ক্লাইভ রো, কলিকাতা

মহাযুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বিশেষ করিয়া জাপান কর্ত্তৃক মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকার ও অন্যান্য রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের উপর্য্যুপরি পরাজয়ের ফলে এদেশের অনভ্যস্ত জনসাধারণের মনে আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়াছিল। এইরূপ অনিশ্চয়তার ভাব ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল নহে—ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে তো নহেই। সুখের বিষয় এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কে জনসাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্কটির উপর লোকের আস্থা ও

ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের কর্ম্মকুশলতা সূচিত করিবে। অতিরিক্ত লাভের দিকে ঝোঁক না দিয়া নিরাপদ-মূলকভাবে তহবিল দাদন এবং অধিক পরিমাণ অর্থ নগদ এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ সচেতন ও সচেষ্ট। আমরা এই সুপরিচিত ব্যাঙ্কটির আরও উন্নতি কামনা করি।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড একটি নূতন বীমা প্রতিষ্ঠান। গত জানুয়ারী মাসে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার আয়ুষ্কাল এখনও পুরাপুরি চার মাসকাল উত্তীর্ণ হয় নাই। অথচ এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড স্পষ্ট সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক। গত জানুয়ারীতে এক মাসেই কোম্পানী ৫ লক্ষ টাকার নূতন কাজ করিয়াছে। একটি সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীর পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয়। ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও কর্ম্মীদের শ্রম ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। হাওড়া ইনসিওরেন্স বীমা আইনের বিধান অনুসারে যথাসময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট ৫০ হাজার টাকা জমা রাখিয়াছেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরমণ্ডলীর মধ্যে এমন সব ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বহু পূর্ব্বেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তিও যথেষ্ট আছে। স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ এই ব্যাঙ্ক পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান। কোম্পানীর ম্যানেজারের পদে মিঃ এন ভট্টাচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য বীমা ও অন্যান্য ব্যবসার সহিত বহুকাল জড়িত থাকিয়া দূরদৃষ্টি ও কর্ম্মদক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এরূপ যোগ্য ব্যক্তির পরিচালনায় হাওড়া ইনসিওরেন্স অল্পকালের মধ্যেই বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—শ্রীহট্ট

বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড অন্যতম। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কটির অনেকগুলি শাখা আছে। কয়েক বৎসর যাবত কলিকাতায়ও উহার একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯২৮ সালে ব্যাঙ্কের জন্মকাল হইতে অদ্যাবধি উহার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কের নানাবিধ কার্য্যধারা সম্প্রসারিত করার বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য তৎপরতা দেখাইয়া আসিতেছেন। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর ব্যবসা-ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছিল। উহার প্রধান কারণ ইউরোপের রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের উপর্য্যুপরি পরাজয় এবং জাপান কর্ত্তৃক মালয় ও ব্রহ্মদেশ দ্রুত অধিকার। জাপান ভারতের প্রায় দ্বারপ্রান্তে ঘাঁটি স্থাপন করায় দেশবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই জাতীয় প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে নানাকারণেই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সুখের বিষয়, অন্যান্য বহু ব্যাঙ্কের ন্যায় সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি ব্যাহত হয় নাই। উক্ত ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্কটির উপর সাধারণের আস্থা ও উহার পরিচালকবর্গের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এমন একটি সুগঠিত ও সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কামনা করি।

ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

হেড অফিস—৫, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিঃ

কিছুকাল যাবৎ বাঙ্গলা দেশে যে গুটি-কয়েক কোম্পানী দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া লবণ প্রস্তুতে ব্যাপৃত রহিয়াছে ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড তাহাদের অন্যতম। লবণ শুল্ক ও তজ্জাত সমস্যার কথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর লবণ কেবল দুর্ম্মূল্যই হয় নাই, জলপথ ও স্থলপথে আমদানী ব্যাহত হওয়ার ফলে আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে লবণ সরবরাহের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। সুখের বিষয় ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিঃ আমাদের এই প্রদেশের লবণের অভাব মিটাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। চিল্কা হ্রদে গুরুবাইতে অবস্থিত সরকারী পুরাতন কারখানায় পরিচালনার ভার এখন এই কোম্পানীর। সেখানে সূর্য্যতাপে লবণ তৈরীর ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইঁহাদের প্রস্তুত লবণ কাষ্টম্‌স্ এর দালালগণ বিশেষ সমাদরের সহিত বাজারে চালাইতেছেন। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের সাহায্যে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলে বা সুবিধামত অন্যত্র লবণ ও লবণজাত নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯৪০ সাল হইতে কোম্পানী অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৬।০ হিসাবে নিয়মিত লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। এই কোম্পানীর লবণ ও শেয়ার বিক্রয় যে লাভজনক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া এরূপ একটি সুপরিচালিত কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স লিঃ

হেড অফিস—৪৩।২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা
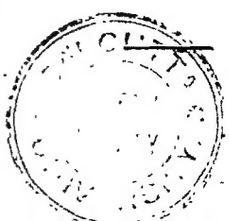
চাউল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পশুপতি এণ্ড সন্স লিমিটেডের নাম সুপরিচিত। স্বর্গীয় পশুপতি দাস কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া এই ব্যবসাটীর গোড়া পত্তন করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসাটি সর্ব্বজনাদৃত হইয়া উঠে। পশুপতিবাবু ব্যবসায়ী মহলে অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি কলিকাতা চাউল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৩৪৬ সালে পশুপতিবাবু পরলোক গমন করেন। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত উষাকান্ত দাস ব্যবসা পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানটিকে লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাউল খরিদ করিবার জন্য পশুপতি দাস এণ্ড সন্স লিঃ প্রায় শতাধিক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। ঢেকী ছাঁটা আতপ চাউল সংগ্রহের জন্য ইহারা চাষীদিগকে দাদন দিয়া থাকেন। চাউলের বিভিন্ন বজায় রাখিবার জন্য বিভাগীয় বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা ও সহরতলীর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ইঁহাদের নিকট হইতে নিম্নমূল্যে চাউল পাইয়া থাকে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর উষাকান্তবাবুর সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রসারতা ও সাফল্য বাঙ্গালীমাত্রেরই গর্ব্বের বিষয়।